শ্রীমদ্ভাগবত

.brary 5/81

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

5/81

Bhadaini, Varanasi-I

....~~9/136~~....... 2/204

should be returned by date (last) noted below or
arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily
shall have to be paid.

2/207

ঊ/৭৪

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

চিত্রে জয়দেব ১০·০০

(গীত-গোবিন্দ)

জয়দেব-পদ্মাবতীর অপরূপ প্রেম-কাহিনী। সমগ্র গীত-গোবিন্দ মূল ও অনুবাদ সমেত। অসংখ্য চিত্র-শোভিত দুই রঙে ছাপা। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

PRESENTED

PRESENTED

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস

বৃন্দাবন-লীলার অসংখ্য রঙিন চিত্র-সংবলিত। প্রায় ১০০০ লীলা-গীতিতে সম্পূর্ণ। দাম—আট টাকা

শ্রীসুষমা সেন সম্পাদিত

হিন্দু নারী ৪·০০

হিন্দুনারীর কর্তব্য, গৃহকর্ম ও নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

আশুতোষ দাস সম্পাদিত

গীতা মাধুকরী (বড়)

এতে আছে সহজ ভাষায় বাংলা অর্থ সম্বলিত অন্বয় ও মূল গীতার কবিতায় বঙ্গানুবাদ। দাম—আট টাকা

গীতা মাধুকরী (ছোট)

বাংলা কবিতায় বঙ্গানুবাদ। সহজ সরল ভাষা—সকলের পক্ষেই বোধগম্য। দাম—তিন টাকা

রাধানাথ রায় চৌধুরী সম্পাদিত ও কবি সুনির্মল বসু কর্তৃক সংশোধিত

পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল

অসংখ্য চিত্র-শোভিত। দাম—৮·০০ টাকা

সুনির্মল বসুর **ছোটদের পদ্মাপুরাণ** দাম—২·৫০ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর ● ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত

শাঙ্কর-ভাষ্য, অনুবাদ ও আনন্দগিরি
কৃত টীকাসহ

বৃহদারণ্যক

চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ—২০·০০

১ম খণ্ড ৫·০০ ২য় খণ্ড ৫·০০
৩য় খণ্ড ৫·০০ ৪র্থ খণ্ড ৫·০০

শাঙ্কর-ভাষ্য ও অনুবাদসহ

ঈশ, কেন, কঠ (একত্রে) ১০·০০

প্রশ্ন ৩·০০ **মুণ্ডক** ৩·০০

মাণ্ডুক্য ৪·০০

শাঙ্কর-ভাষ্য, অনুবাদ ও আনন্দগিরি কৃত টীকাসহ

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

১ম খণ্ড—৬·০০ ● ২য় খণ্ড—৬·০০

কালীবর বেদান্তবাগীশ অনূদিত
ও
দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্তৃক সংশোধিত

বেদান্ত-দর্শন

ব্রহ্মসূত্রম্

মূল সূত্র, সূত্রের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা, শাঙ্কর-ভাষ্য ও বিশদ ব্যাখ্যা, বহু টিপ্পনী ও ভামতী টীকা সমেত।

চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ।

১ম খণ্ড ১০·০০ ২য় খণ্ড ১০·০০
৩য় খণ্ড ৫·০০ ৪র্থ খণ্ড ৪·০০

তৈত্তিরীয়

১ম খণ্ড ২·৫০ ২য় খণ্ড ২·০০

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ২·৫০

ঐতরেয়োপনিষদ্ ২·০০

পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী
সম্পাদিত

উপদেশ সহস্রী ৫·০০

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ ৫·০০

দেব সাহিত্য কুটীর ● ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

H/L Dec. 73—10,000

শ্রীমদ্ভাগবত

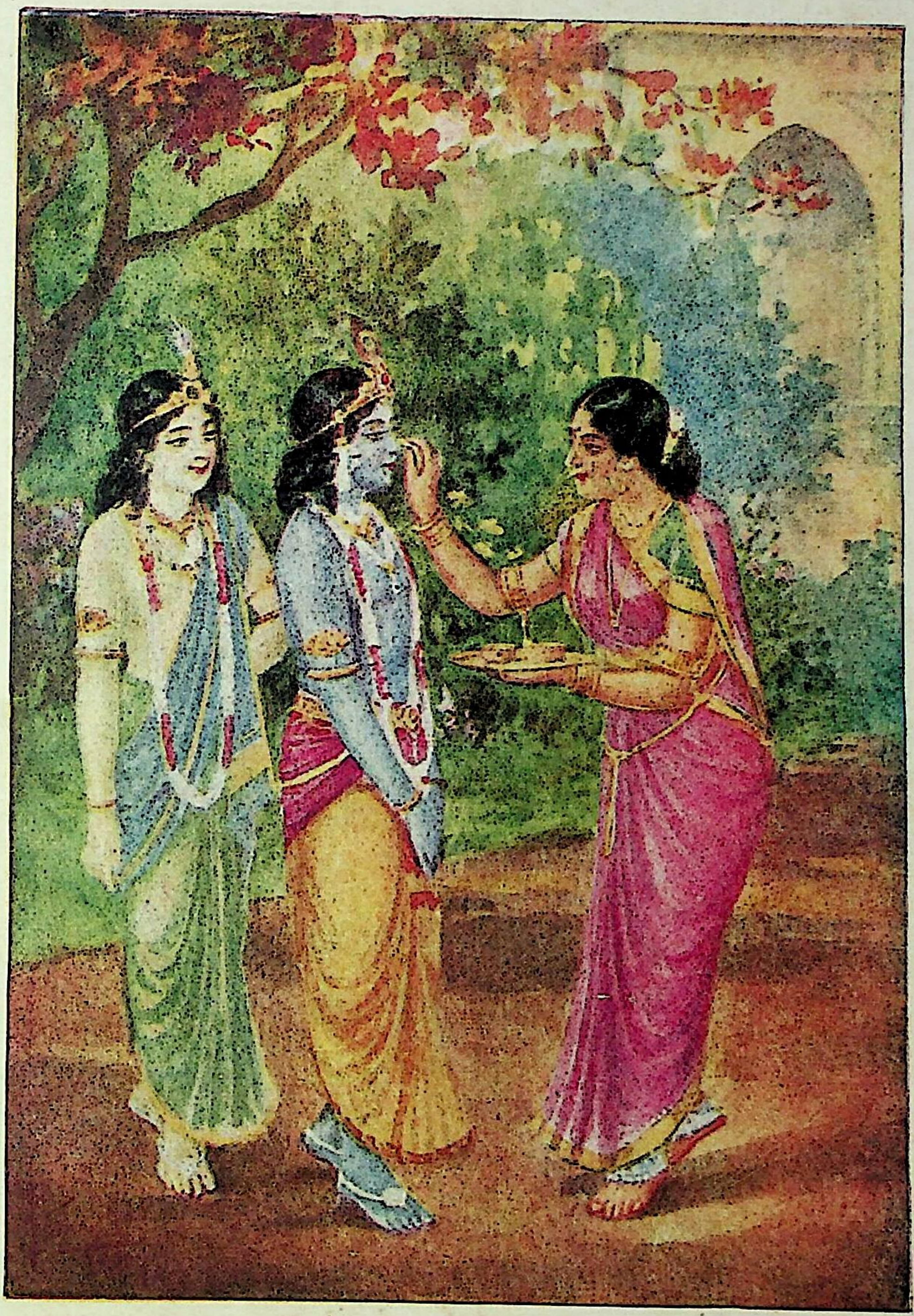

দ্বাদশস্কন্ধ

কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচণ্ডী,
শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, রামকৃষ্ণ উপদেশামৃত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের সম্পাদক

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড্
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মার্চ
১৯৭৪
৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
[redacted]

টা. ২৫·০০

presented to Shree Shree Anandama
Ma Library, Varanasi, in sacred
memory of my revered mother
Late Shrimati Shivangini Debi.
Jagadish Ch. Chakravarty
5/4/1976

উপহার

....

....

....

সংশোধিত, সংযোজিত এবং বর্দ্ধিত সংস্করণের

ভূমিকা

আমাদের সম্পাদিত ভাগবতপুরাণের অনেকগুলি সংস্করণই পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের অসীম অনুগ্রহ যে আমাদের প্রকাশিত ভাগবতপুরাণ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণে মূল গ্রন্থের অনুসরণে বহু নূতন অধ্যায় পুনর্যোজিত হইল; এবং কোন কোন অধ্যায়ও আবার নূতনভাবে লিখিত হইল। অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক বোধে পূর্ব্বে যে সমুদয় অংশ সংক্ষেপিত করা হইয়াছিল, আলোচ্য সংস্করণে তাহাদেরও পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হইল। তা ছাড়া পরিশেষে অতি সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে ও নানাপ্রকার চিত্রের সাহায্যে ভাগবতপুরাণের সম্পূর্ণ গল্প দেওয়া হইয়াছে। ফলে গ্রন্থের আকৃতি অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে— গ্রন্থ-মূল্যও এই কারণে নামমাত্র বর্দ্ধিত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণ প্রস্তুত-ব্যাপারে যাঁহাদের নিকট হইতে অকৃপণ সহায়তা লাভ করিয়াছি ঃ—

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত, শ্রীসজনীকান্ত দাস, পণ্ডিত রামরতন সাংখ্যতীর্থ, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি। ইঁহাদের সক্রিয় সহায়তায়ই আমরা বাঙ্গালী ভক্তজনমানসে এই ভাগবত-কুসুম ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছি। অতএব এই বিবুধমণ্ডলীর নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

পরিশেষে ভাগবত-ভক্তদের নিকট সবিনয় নিবেদন—গ্রন্থের উন্নতিসাধনে তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি—বিনীত নিবেদক

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৫
কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

শ্রীমদ্ভাগবত

সারাংশ

যাতে কিশোর-কিশোরীরা, ঘরের মেয়েরা, সাধারণ লোকেরা ভাগবতের মর্ম্মকথা সহজে, অনায়াসে বুঝতে পারেন, তারি জন্যে, এই গ্রন্থের পরিশেষে অতি সহজ ভাষায়, গল্পচ্ছলে ও নানাপ্রকার চিত্রের সাহায্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পূর্ণ গল্প দেওয়া হয়েছে।

2/207

5/৭।

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ভাগবত-পরিচয়

PRESENTED

পুরাণকার ব্যাসদেব

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ রচনার ইতিহাস বিচিত্র। এর রচয়িতা মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা সংক্ষেপে ব্যাসদেব। ব্যাসদেব ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন অথবা ব্যাসদেব-উপাধিবিশিষ্ট বহু মুনি বর্ত্তমান ছিলেন, সে বিচার করবেন ঐতিহাসিকগণ। আমরা প্রাচীন ভারতের যে অসংখ্য গ্রন্থের রচনাকর্ত্তা ব্যাসদেবের পরিচয় জানি, তাঁর কাহিনী দিয়েই আলোচনা আরম্ভ করবো।

ব্যাসদেবের জন্ম

মহামুনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি। শক্তি যখন কল্মাষপাদের হাতে মৃত্যু-বরণ করলেন, তখন তাঁর একমাত্র পুত্র পরাশর মাতৃগর্ভে। মাতা অদৃশ্যন্তী এবং পিতামহ বশিষ্ঠদেবের রক্ষণাবেক্ষণে পরাশর ক্রমে মহাপণ্ডিত হ'য়ে উঠলেন।

একদিন পরাশর মুনি নদীপার হবেন—খেয়া নৌকা চালাচ্ছে মৎস্যগন্ধা নামে এক ধীবর-পালিতা কন্যা। পরাশরের কল্যাণে ঐ কন্যার গায়ের মৎস্য-গন্ধ দূর হ'লো—তিনি হলেন পদ্মগন্ধা। ধীবর দাসরাজের পালিতা ঐ পদ্মগন্ধাই সত্যবতী। পরবর্ত্তীকালে হস্তিনারাজ শান্তনু এই সত্যবতীকেই বিয়ে করেছিলেন।

যাহোক্, সত্যবতীর কুমারীকালেই পরাশরের ঔরসে তাঁর গর্ভে যমুনার মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে এক পুত্রের জন্ম হয়—পুত্রের নাম রাখা হয় কৃষ্ণ। দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে কৃষ্ণের অপর পরিচয় 'দ্বৈপায়ন'। আরও পরবর্ত্তী কালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-বিভাগ করেছিলেন ব'লে তাঁর নাম হ'লো মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

ব্যাসদেবের কীর্ত্তি

ব্যাসদেব জীবনে যে অসংখ্য কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম কীর্ত্তি বেদ-বিভাগ। ব্যাসদেবের পূর্ব্বে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র ছিল গদ্য, পদ্য এবং

গীতের মিশ্রণে রচিত। ব্যাসদেবই সর্ব্বপ্রথম এগুলিকে সম্পাদনা ক'রে বিভিন্ন বেদে বিভক্ত করেন।

বেদ-বিভাগই বেদব্যাসের একমাত্র কাজ নয়। তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্যা লোকহিতার্থে নিয়োজিত করলেন। তিনি অষ্টাদশ পর্ব্বসমন্বিত সুবৃহৎ মহাভারত মহাকাব্য রচনা করেন। শোনা যায়, এই গ্রন্থের ভার বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা অধিক হওয়ায় দেবতারা এর নাম রাখেন মহাভারত। মহাভারত 'পঞ্চম বেদ' নামেও প্রসিদ্ধ। জগতের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত যত মহাকাব্য রচিত হ'য়েছে, তাদের মধ্যে মহাভারতের স্থান অনন্যসাধারণ।

বেদ-বিভাগ এবং মহাভারত রচনা ছাড়াও বেদব্যাস আঠারখানা পুরাণ রচনা করেছেন ব'লেও প্রসিদ্ধি আছে। এই পুরাণগুলিই পরবর্ত্তী কালে আমাদের দেশে ইতিহাসের স্থান অধিকার করেছে।

কাব্য, ধর্ম্ম এবং দর্শন হিসাবে যে গ্রন্থখানি জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, সেই শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতার রচয়িতাও ব্যাসদেব। গীতা দর্শন হ'লেও কাব্য এবং ধর্ম্মগ্রন্থ—ব্যাসদেব নিছক দর্শনও রচনা করেছেন।

ব্যাসদেব উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন নামক গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। বস্তুতঃ জ্ঞানজগতের বিভিন্ন দিকে প্রতিভার এমন অপূর্ব্ব বিকাশ জগতে ক্বচিৎ দেখা যায়।

ভাগবত-রচনার ইতিহাস

অন্যান্য বহু গ্রন্থের সঙ্গে ব্যাসদেব ভাগবতপুরাণও রচনা করেন। এই ভাগবতপুরাণ রচনার ইতিহাসও অতি বিচিত্র।

মানবজাতির কল্যাণকামনায় ব্যাসদেব তো মহাভারত এবং অনেকগুলি পুরাণ রচনা করলেন। কিন্তু মনে তৃপ্তি পেলেন না। কোথায় কী যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। এই অতৃপ্তি নিয়েই তাঁর দিন কাটছে।

একদিন ব্যাসদেব স্নানাদি সমাপন ক'রে আশ্রমে ব'সে আছেন, এমন সময় মহর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি বেদব্যাসের এই অতৃপ্তির কথা শুনে উপদেশ দিলেন, ব্যাসদেব যেন শ্রীহরির গুণ ও লীলা বর্ণন করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই যে মানুষের মনের সর্ব্বপ্রকার অতৃপ্তি দূর করতে পারে, দেবর্ষি নারদ নিজের জীবন থেকেই তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলেন।

নারদের কাহিনী

কোন এক জন্মে নারদ মুনি এক দাসীগর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। একবার এক ব্রত-উপলক্ষ্যে সমবেত ঋষিদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে আর ঋষিদের নিকট হরি-কথা শুনে নারদের জন্মজন্মান্তরের পাপ দূর হ'লো।

ঋষিগণ যাবার সময় নারদকে গোপনে হরিলীলা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, নারদ সেইভাবে চলতে লাগলেন। এর মধ্যে সাপের কামড়ে তাঁর মায়ের মৃত্যু হ'লো—পঞ্চমবর্ষীয় নারদ মুক্তিপথের সন্ধান পেলেন। তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে হিমালয়ের দিকে চললেন।

হরিভক্তিই তাঁর একমাত্র সম্বল—তিনি এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ ক'রে কৃতার্থ হ'লেন। তিনি দেহত্যাগ করলেন এবং নিত্যদেহ লাভ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদরূপে গণ্য হ'লেন।

নিজের জীবনের এই কাহিনী বর্ণনা ক'রে নারদ ব্যাসদেবকে হরিলীলা রচনা করবার উপদেশ দিয়ে প্রস্থান করলেন।

ব্যাসদেব তখন সমস্ত পুরাণের সার সঙ্কলন্ ক'রে এবং স্বীয় উপলব্ধি থেকে শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ রচনা করলেন।

ভাগবতপুরাণের প্রথম পাঠক শুকদেব। ব্যাসদেব এই মহাগ্রন্থ রচনা ক'রে প্রথম তা' পাঠ ক'রে শোনালেন নিজ পুত্র শুকদেবকে।

পিতা ব্যাসদেবের মতোই পুত্র শুকদেবের জীবনও অতীব কৌতূহলোদ্দীপক।

শুকদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত

শুকদেব যখন মাতৃগর্ভে, তখনই নানাবিষয়ে তিনি জ্ঞানী হ'য়ে উঠলেন। সংসার মায়াময়, বিষয় বিষতুল্য—এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তিনি ভূমিষ্ঠ হ'তে চাননি; কারণ পৃথিবীতে এলেই সংসারের স্পর্শে মায়ামোহের বন্ধনে হয়ত আবদ্ধ হ'য়ে পড়তে পারেন।

এইভাবে কেটে গেলো ষোল বছর—শুকদেব তখনও মাতৃগর্ভে। অথচ এই দীর্ঘকাল ধ'রে তাঁর মা গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করছেন। এই অবস্থায় ব্যাসদেব বিচলিত হ'য়ে পুত্র শুকদেবকে ভূমিষ্ঠ হ'বার জন্যে আদেশ করলেন।

শুকদেব পড়লেন বিপদে—একদিকে পিতার আদেশ, তাঁকে ভূমিষ্ঠ হ'তে হবে; অপর দিকে তাঁর মনে আশঙ্কা—পৃথিবীতে এলেই হয়তো মায়াবিষ্ট হ'য়ে পড়বেন। এ অবস্থায় তিনি পিতার নিকট বর চাইলেন।

মহামুনি বেদব্যাস শুকদেবের আপত্তির কারণ বুঝে তাঁকে বর দান করলেন যে তিনি ভূমিষ্ঠ হ'লেও কোনদিন পৃথিবীর মায়ায় আবিষ্ট হবেন না।

অবশেষে আজন্মজ্ঞানতাপস শুকদেব ভূমিষ্ঠ হ'লেন এবং সংসারের প্রতি অনাসক্তিবশতঃ তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করলেন। কোথায় যাবেন, কী উদ্দেশ্যে যাবেন, কিছুই স্থির নেই—সংসারকে এড়িয়ে চলাই যেন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যাসদেব চললেন তাঁর পিছু পিছু তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

বেদব্যাস ও শুকদেব

ষোল বছরকাল গর্ভবাস করবার পর ভূমিষ্ঠ হওয়ার ফলে শুকদেব যখন প্রথম পৃথিবীর আলো দেখতে পেলেন, তখন তিনি পূর্ণ যুবক। যুবক শুকদেব চলেছেন অনির্দ্দিষ্ট গতিতে। তাঁর গমনপথে পড়লো এক জলাশয়।

সেই জলাশয়ে তখন স্নান করছিলেন অপ্সরা রমণীগণ। জলাশয়ের তীর দিয়ে যখন যাচ্ছেন ষোড়শবর্ষীয় উলঙ্গ যুবক শুকদেব, তখন নগ্না অপ্সরীদের মনে কোন ভাবান্তর হ'লো না—তাঁরা লজ্জা পেলেন না, যথারীতি তাঁরা জলকেলি করতে লাগলেন।

শুকদেব চ'লে যাবার পরই জলাশয়ের ধারে দেখা দিলেন স্বয়ং বেদব্যাস। বেদব্যাস তখন বৃদ্ধ, তবু জলাশয়ে স্নানরতা অপ্সরীরা লজ্জা নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

ব্যাসদেব অপ্সরীদের ব্যবহারে আশ্চর্য্য হ'লেন। উলঙ্গ যুবক শুকদেবকে দেখে তাঁরা লজ্জা পেলেন না, অথচ বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হ'য়ে উঠেছেন। ব্যাসদেব কৌতূহলাবিষ্ট হ'য়ে তাঁদের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে অপ্সরীরা বল্লেন যে, শুকদেব যুবক হ'লেও তিনি জ্ঞানময়,—সংসারবুদ্ধি তাঁর একেবারেই নেই,—অতএব স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধে কোন ভেদজ্ঞানই তাঁর মনে নেই। এই কারণেই অপ্সরীরা শুকদেবকে দেখে লজ্জা পাননি। কিন্তু মহামুনি বেদব্যাস বৃদ্ধ হ'লেও সংস্কারমুক্ত ন'ন—স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। এই কারণেই ব্যাসদেবের উপস্থিতিতে অপ্সরীরা এত লজ্জিত হয়েছিলেন।

এহেন ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেবই সর্ব্বপ্রথম পিতার নিকট ভাগবতপুরাণের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। কাজেই বলা চলে—শুকদেবই ভাগবতের প্রথম শ্রোতা।

ব্যাসদেব কিন্তু ভাগবতপুরাণ রচনা ক'রে তা' শুধু শুকদেবকেই পাঠ করিয়েছিলেন, অন্যত্র প্রচার করবার কোন চেষ্টা করেননি। মহর্ষি শুকদেবই প্রথম ভাগবতপুরাণ জগতে প্রচার করলেন।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ

মহর্ষি শুকদেব-কর্ত্তৃক ভাগবতপুরাণের কাহিনী প্রচারও এক অতি বিচিত্র ঘটনা।

পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করেছেন—অর্জ্জুন-পৌত্র পরীক্ষিৎ তখন হস্তিনা-সিংহাসনে সমাসীন। রাজা পরীক্ষিৎ মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, মাতৃগর্ভেই তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু এহেন পরীক্ষিৎকেও নিজের কর্ম্মদোষে ব্রহ্মশাপ পেতে হ'লো—হয়তো ভাগবতকাহিনী প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদধন্য পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মশাপের ছলনা গ্রহণ করতে হ'লো। ভাগবত-প্রচারই লক্ষ্য—পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ উপলক্ষ্য মাত্র।

রাজা পরীক্ষিৎ একসময় শিকারে বেরিয়েছিলেন। বন-বাদাড়ে ঘুরে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে রাজা একসময় শমীক মুনির আশ্রমে গিয়ে উপনীত হ'লেন।

মহর্ষি শমীক তখন ধ্যানমগ্ন—তাঁর বালকপুত্র শৃঙ্গী অদূরে অপরাপর ঋষি-বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত।

পরীক্ষিৎ শমীক মুনির নিকট তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে জল প্রার্থনা করলেন। ধ্যানমগ্ন মুনির বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, তাই রাজার প্রার্থনা ঋষির কর্ণগোচর হ'লো না।

কিন্তু অভিমানী রাজার ধারণা হ'লো, বুঝি শমীক মুনি তাঁকে গ্রাহ্য করছেন না। ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজা পরীক্ষিৎ তখন এক মরা সাপ ধনুকে ক'রে মুনির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলেন।

দৈবের নির্ব্বন্ধ! ক্রীড়ারত ঋষি-বালকদের দৃষ্টি পড়লো এদিকে—তারা শৃঙ্গীকে দেখালো পিতার অবস্থা। শৃঙ্গী দেখলেন, ধ্যানমগ্ন ঋষির কণ্ঠে মরা সাপ ঝুলছে; শৃঙ্গী শুনলেন পরীক্ষিতের কাহিনী।

পিতার এই অপমান শৃঙ্গীর সহ্য হ'লো না। তিনি পরীক্ষিতের প্রতি অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করলেন: সপ্তম দিবসে রাজচক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে প্রাণ হারাবেন।

বুঝি বা পুত্রের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের গর্জ্জনে ঋষি শমীকের ধ্যানভঙ্গ হ'লো।

তিনি শুনলেন, তাঁর বালকপুত্র শৃঙ্গী পৃথিবীপতি ঋষিকুলরক্ষক রাজচক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎকে মৃত্যুশাপ দিচ্ছেন।

উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন ঋষিবর। যাঁর জীবনে বহু লোক জীবন ধারণ করে, নরলোকে দেবতার প্রতিনিধি সেই নৃপতির মৃত্যুতে যে দেশে শাসন-সংরক্ষণ লোপ পাবে। শমীক মুনি সানুনয় অনুরোধ জানালেন পুত্রকেঃ প্রত্যাহার করো তোমার ব্রহ্মশাপ! কিন্তু শরাসন-নিক্ষিপ্ত শর কি আর কখনও ফিরে আসে?

ঋষিপুত্রের বাণী অব্যর্থ—উপহাসচ্ছলেও যিনি কখন মিথ্যা কথা বলেন না, তাঁর বাক্য কি কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে?

শমীক মুনির বালকপুত্রের অভিশাপ রাজচক্রবর্ত্তী পরীক্ষিতের মৃত্যুকালকে আসন্ন ক'রে তুললো।

শমীক মুনি যখন বুঝতে পারলেন যে পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপ কিছুতেই ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, তখন তিনি দুঃখের সঙ্গে সেই সংবাদ পাঠালেন রাজা পরীক্ষিতের নিকট।

রাজা পরীক্ষিৎও বুঝলেন—ব্রহ্মশাপ অমোঘ, এর অন্যথা হ'বার নয়। তাই তিনি তার প্রতিবিধানের কোন উপায় চিন্তা না ক'রে সর্পদংশনে মৃত্যুশাপকে মাথা পেতে গ্রহণ করলেন।

পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরে গমন ও ঋষি-সম্মেলন

পরীক্ষিৎ রাজ্যভার যোগ্যপুত্র জন্মেজয়ের হাতে তুলে দিয়ে স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ বর্জ্জন ক'রে গঙ্গাতীরে উপনীত হলেন। তথায় সাত দিন ধ'রে প্রায়োপবেশন ক'রে ব্রহ্মশাপে দেহত্যাগ—এই তাঁর মনোগত ইচ্ছা।

রাজা প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করবেন—দাবাগ্নির মত এই সংবাদ মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে পড়লো দিক্ থেকে দিগন্তরে। যে যেখানে ছিল, সবাই এসে সমবেত হ'লো গঙ্গাতীরে। এলেন রাজা, ঋষি, ব্রাহ্মণ আর প্রজাগণ। অত্রি-বশিষ্ঠ থেকে আরম্ভ ক'রে স্বয়ং ব্যাসদেব এবং দেবর্ষি নারদ পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত। কেউ বা দিচ্ছেন সান্ত্বনা, কেউ দিচ্ছেন উপদেশ আর কেউ বা ভাবছেন, কি ক'রে ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ করা যায়।

কিন্তু রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ করবার কথা ভাবতেই পারছেন না, ব্রহ্মশাপকে তিনি অব্যর্থ ব'লেই গ্রহণ করেছেন। তিনি শুধু ভাবছেন, জীবনের শেষ ক'টি মুহূর্ত্তকে কি ভাবে সার্থক ক'রে তুলবেন! কিন্তু সে পথের কোন সন্ধান পাচ্ছেন না।

শুকদেবের আবির্ভাব

আকস্মিকভাবে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শুকদেব। শ্যামবর্ণ, পিঙ্গল জটাধারী, আশ্রমচিহ্নবর্জ্জিত, ষোড়শবর্ষীয় এক উলঙ্গ কিশোর—সঙ্গে তাঁর ঋষি-বালকগণ। ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো ঋষি-সভা। যেন নিজেদেরই অজ্ঞাতে উপস্থিত সমস্ত ঋষি কিশোর শুকদেবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেন, উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা। স্বয়ং রাজচক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ কিশোর কুমারের চরণ বন্দনা করলেন—ভয়ে বিস্ময়ে সঙ্গী ঋষি-বালকের দল সে-স্থান ত্যাগ করলো।

রাজা পরীক্ষিতের মনে নৈরাশ্য ছিল, শুকদেবের সন্দর্শনে যেন তিনি আশান্বিত হ'লেন—বুঝি বা শুকদেবই তাঁর ইহজীবনের সমস্ত কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ ক'রে তাঁর পরলোকের পথ সুগম ক'রে তুলতে পারবেন।

শুকদেব সংসারী নহেন; জন্মমাত্র তিনি সংসার ত্যাগ করেছেন—এমন কি, সর্ব্বত্র তাঁর স্থিতিও মাত্র গোদোহন-কাল-পরিমিত। কিন্তু তাঁর জীবনেরও এটি এক চরম মুহূর্ত্ত—যেখানে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, বুধশ্রেষ্ঠগণ উপস্থিত, যেখানে নরলোকে দেবতার প্রতিনিধি রাজচক্রবর্ত্তী স্বয়ং মহারাজ পরীক্ষিৎ উপস্থিত, লোকহিতের নিমিত্ত যেন তিনিও এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তাই গোদোহন-সময় তাঁর অবস্থানকাল হ'লেও রাজা পরীক্ষিতের অনুরোধে সপ্তদিবসকাল অর্থাৎ পরীক্ষিতের জীবৎকাল পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে রাজা এবং ঋষি-সন্নিধানে অবস্থান করতে সম্মত হ'লেন।

শুকদেবকে দেখে পাণ্ডুকুলভূষণ পরীক্ষিৎ যেন অকূলে কূল পেয়েছেন। তিনি শুকদেবের নিকট জানতে চাইলেন—জগৎপ্রাণ কৃষ্ণের চরণে নিঃশেষে মনকে উৎসর্গ ক'রে দেহত্যাগ করার উপায় কি?

এ প্রশ্ন শুধু পরীক্ষিতের প্রশ্ন নয়,—জ্ঞানভিক্ষু, ভক্ত কিংবা কর্ম্মী পুরুষের মনেও শাশ্বতকাল এই প্রশ্নই ধ্বনিত হ'চ্ছে। সমবেত রাজন্যবর্গ, ঋষিকুল, ব্রাহ্মণমণ্ডলী আর প্রজাবর্গ—সকলেই শুকদেবের মুখ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর শোনবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলেন। স্থাবর-জঙ্গম যেন সাগ্রহে কান পেতে রাখলো।

ভাগবত-প্রচার

বস্তুতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নই অমর গ্রন্থ ভাগবতসংহিতার জন্মদান করেছে। মহামুনি ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করেছিলেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ তার

অমৃতস্বাদে বঞ্চিত ছিল। রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি শুকদেব সেই ভাগবত-কাহিনী সর্ব্বজনগোচরে আনলেন।

কলিযুগের প্রারম্ভে পবিত্র গঙ্গাতীরে ভাদ্রমাসের শুক্লানবমী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত সাত দিনকাল মহর্ষি শুকদেব এই ভাগবতপুরাণ বর্ণনা করলেন। মূলতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনই ভাগবতপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়। অবশ্য পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসায় এবং প্রসঙ্গক্রমে বহুতর অন্যবিধ বিষয়ের আলোচনাও এতে স্থানলাভ করেছে।

শুকদেব ভাগবত-কাহিনী ব'লে যাচ্ছেন অনর্গল। কত কথা, কত কাহিনী, কত ইতিহাস, কত দর্শন, কত বিজ্ঞান জাহ্নবীর স্রোতধারার মত অনর্গলবেগে শুকদেবের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—কিন্তু কোথায় সেই শিবতুল্য শক্তিধর, যিনি আপন শক্তিতে এই ভাগবত-জাহ্নবীকে স্মৃতি-জটায় ধারণক্ষম!

ঋষিমনে জিজ্ঞাসা

বিরাট সেই ঋষি-সভা প্রমাদ গণলেন। ভাগবতের এই অমৃতধারায় তাঁরা অবগাহন করেছেন, পুণ্যলাভ করেছেন, আনন্দ পেয়েছেন, কিন্তু কেউ তো রক্ষা করতে পারেননি! একদিকে শুনেছেন, অন্যদিকে ভুলে গেছেন। তাহ'লে কি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত এই ভাগবত-সংহিতা তাবৎ জনসমাজে অশ্রুত থেকে যাবে?

ঋষি শুকদেব স্বেচ্ছাবিহারী—কখন কোথায় থাকেন ঠিক নেই, কাজেই তাঁকে ধ'রে আবার শোনবার চেষ্টা বৃথা!

হয়তো ঋষিদের মনের এই অকথিত বাণী শুকদেবের অন্তরেও প্রশ্ন তুলেছিল! তাই বুঝি তিনিও চারদিকে তাকাচ্ছিলেন আশাভরা দৃষ্টিতে—বুঝি খুঁজছিলেন কোথায় তাঁর উত্তরসূরী!

কুলীন শ্রেণীর ঋষিগণই বুঝি শুকদেবকে বেষ্টন ক'রে বসেছিলেন। তাঁদের ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল শুকদেবের দৃষ্টি।

সূত উগ্রশ্রবা

দূরে বসে আছেন রোমহর্ষণ মুনির পুত্র সূত উগ্রশ্রবা। উগ্রশ্রবা ছিলেন ব্রাহ্মণ পিতা এবং ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান। কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি দূরে ব'সে সশ্রদ্ধ চিত্তে শুনছিলেন শুকদেবের কথিত ভাগবত-কাহিনী।

তাঁর দিকে চোখ পড়তেই শুকদেব বুঝলেন, রোমহর্ষণ-পুত্র সূত উগ্রশ্রবাই

সেই শ্রুতিধর, যিনি পরবর্ত্তী কালে নৈমিষারণ্যে বহুকাল-অনুষ্ঠিত যজ্ঞে শৌনকাদি ঋষির নিকট এই ভাগবত-সংহিতা প্রচার করতে সক্ষম হবেন। সমবেত ঋষিদের এই আশ্বাস দান ক'রে শুকদেব প্রস্থান করলেন।

ভাগবত-কাহিনীর এই দ্বিতায় পর্য্যায়। শুকদেব বহুজন-সমক্ষে তা' প্রকাশ করলেও শুধু শ্রোতারাই ভাগবত-কাহিনী জানতে পারলেন, অপরকে জানানোর শক্তি আর তাঁদের ছিল না।

সাধারণ্যে ভাগবত-প্রচার

তারপর ভাগবত-প্রচারের তৃতীয় বা চরম পর্ব্ব উপস্থিত হ'লো নৈমিষারণ্যে।

শৌনকাদি ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধ'রে নৈমিষারণ্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে মহর্ষি রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা এসে উপস্থিত হ'লেন একদিন।

মহর্ষি রোমহর্ষণ ছিলেন বেদব্যাসের শিষ্য। ব্যাসদেব বহু গ্রন্থ রচনা ক'রে তা' তাঁর বিভিন্ন শিষ্যদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্যে। তন্মধ্যে রোমহর্ষণ পুরাণ ও ইতিহাসে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। মহামুনি উগ্রশ্রবা পিতা রোমহর্ষণের কাছে পেয়েছিলেন পুরাণেতিহাসের আদি গ্রন্থ। তা' ছাড়া অকৃতব্রণ, কশ্যপ এবং সাবর্ণির সঙ্গে সঙ্গে উগ্রশ্রবাও মূলসংহিতাগুলো ব্যাসদেবের নিকট পড়েছিলেন। সর্ব্বোপরি, পরীক্ষিৎকে যখন শুকদেব ভাগবতকথা বলছিলেন, তখন শ্রুতিধর একমাত্র উগ্রশ্রবাই যথাযথভাবে সমগ্র ভাগবত-কাহিনী মনে রেখেছিলেন।

এক্ষণে সূত উগ্রশ্রবাকে নৈমিষারণ্যে সমাগত দেখে শৌনকাদি ঋষিগণ ধ'রে বসলেন—তাঁদের ভাগবত-কাহিনী শোনাতে হ'বে।

উগ্রশ্রবা সানন্দে মুনিদের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ বর্ণনা করলেন।

এই ভাগবতপুরাণ সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং ভগবান্ বলেছিলেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা বল্লেন তদাত্মজ নারদকে ; নারদ এই হরিলীলা-বিষয়ক কাহিনী সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন ব্যাসদেবকে। ব্যাসদেব ভাগবত রচনা ক'রে পাঠ করালেন পুত্র শুকদেবকে। পরীক্ষিতের কাছে শুকদেব যখন ভাগবত বর্ণনা করছেন, তখন রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা মুনি যথাযথভাবে তাকে মনে ধারণ ক'রে রাখলেন এবং পরে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি-সমীপে অমৃত-মধুর ভাগবত-কাহিনী প্রচার করলেন।

এইভাবেই ভাগবতের সৃষ্টি হ'লো।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরং তপঃ ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি ॥

—ব্যাসদেব

সত্যই হলো ভগবান,
সত্য-সাধনাই হলো তপস্যা,
জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ,
তার মূলে সত্য,
সত্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

Presented to Shree Shree Anandamayi Ma Library, Varanasi, in sacred memory of my revered mother Late Shrimati Shivangini Debi.

Jagadish ch. chakravarty
5/4/1976

বিস্তারিত সূচীপত্র

বিষয় … পৃষ্ঠাঙ্ক

ভূমিকা … ১

ভাগবত-পরিচয়

- ব্যাসদেবের পরিচয় … ৩
- ভাগবত-রচনার ইতিহাস … ৪
- নারদের কাহিনী ও শুকদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত … ৫
- বেদব্যাস ও শুকদেব … ৬
- পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ … ৭
- পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরে গমন ও ঋষি-সম্মেলন … ৮
- শুকদেবের আবির্ভাব ও ভাগবত-প্রচার … ৯
- ঋষিমনে জিজ্ঞাসা ও সূত উগ্রশ্রবা … ১০
- সাধারণ্যে ভাগবত-প্রচার … ১১

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

- ঋষিগণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা … ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

- শ্রীহরি মাহাত্ম্য বর্ণনা … ৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

- শ্রীভগবানের জন্ম-রহস্য … ৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

- ভাগবতের উৎপত্তি কথন … ৪২

পঞ্চম অধ্যায়

- ব্যাস-নারদ সংবাদ … ৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

- নারদের জন্ম কথন … ৪৭

সপ্তম অধ্যায়

- ব্যাসের নিকটে নারদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা কথন … ৪৯

অষ্টম অধ্যায়

- ব্যাসদেবের ভাগবত রচনা … ৫২

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

নবম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও অশ্বত্থামার দণ্ডবিধান … … … ৫৩

দশম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা … … … ৫৭

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমনোদ্যোগে কুন্তীর স্তব … … ৫৯

দ্বাদশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ … … … ৬৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন … … … ৬৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন … … … ৭০

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের জন্ম-বিবরণ … … … ৭৪

ষোড়শ অধ্যায়

বিদুর সংবাদ ও ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ … … … ৭৭

সপ্তদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগে যুধিষ্ঠিরের খেদ ও নারদের উপদেশ … … ৮০

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা … … … ৮৩

উনবিংশ অধ্যায়

পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ … … … ৮৬

বিংশ অধ্যায়

পৃথিবী ও ধর্ম্মের কথোপকথন … … … ৯১

একবিংশ অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলির শাসন … … … ৯৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-প্রাপ্তি … … … ১০২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শাপ-শ্রবণে রাজা পরীক্ষিতের বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্য-ত্যাগ … … ১০৯

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের বৈরাগ্য-গ্রহণে মুনিগণের সমাগম … … ১১১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণের সহিত পরীক্ষিতের কথোপকথন ও শুক সমাগম … … ১১৪

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

দ্বিতীয় স্কন্ধ

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রথম অধ্যায়

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি ১১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুকদেব কর্ত্তৃক জীবের বৈরাগ্য-উপদেশ ও বিষ্ণু-ধারণা ১২০

তৃতীয় অধ্যায়

যোগ-সাধন উপদেশ ১২৩

চতুর্থ অধ্যায়

যোগিগণের ধ্যানতত্ত্ব-বিবরণ ১২৪

পঞ্চম অধ্যায়

দেহযোগের উপদেশ ১২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

যোগের ফলাফল-কথন ১২৭
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ১২৯
শৌনক ও সূত সংবাদ ১৩০
শুকদেবের মঙ্গলাচরণ ১৩১

সপ্তম অধ্যায়

নারদের প্রতি ব্রহ্মার ব্রহ্ম-নির্ণয় ১৩৪
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অধ্যাত্মবিদ্যা-প্রকাশ ১৩৫
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঈশ্বরের বিরাট রূপ নির্ণয় ১৩৮
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উৎপত্তি ও তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন ১৪০

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের লীলাবতার বর্ণন ১৪২
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভাগবত তত্ত্ব বর্ণন ১৪৯

নবম অধ্যায়

শুকদেবের নিকট পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্ন ১৫২
ভাগবত বর্ণন ১৫৫
যোগবলে ব্রহ্মার নারায়ণ দর্শন ও কথোপকথন ১৫৭
শুকদেব কর্ত্তৃক ভাগবত-বিচার ও সৃষ্টিবিধান ১৫৯
শ্রীহরির স্বরূপ কীর্ত্তন ও আবির্ভাব কথন ১৬৩

তৃতীয় স্কন্ধ

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রথম অধ্যায়

বিদুরের গৃহত্যাগ … … … ১৬৬
বিদুর ও উদ্ধব সংবাদ … … … ১৬৯
উদ্ধব সংবাদ … … … ১৭২
উদ্ধব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন … … … ১৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ধবের ভগবদনুগ্রহলাভ-বর্ণন … … … ১৭৭

তৃতীয় অধ্যায়

মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের প্রশ্ন … … … ১৭৯

চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয়ের সংবাদ … … … ১৮২

পঞ্চম অধ্যায়

সৃষ্টদেবগণের ঈশ্বর স্তুতি … … … ১৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট পুরুষের সৃষ্টি … … … ১৮৭

সপ্তম অধ্যায়

বিদুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন … … … ১৯১
মৈত্রেয়ের দ্বিতীয়বার উত্তর বা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত কথা … … ১৯২
বিদুরের তৃতীয় প্রশ্ন … … … ১৯৩
মৈত্রেয়ের তৃতীয়বার উত্তর বা নারায়ণ-মাহাত্ম্য … … ১৯৬
ব্রহ্মার জন্ম, চতুর্মুখ ধারণ ও শ্রীহরি সন্দর্শন … … ১৯৮

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীহরির স্তব … … … ২০১
ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিলীলার উদয় কারণ স্তব … … ২০৫
ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উপদেশ … … … ২০৮

নবম অধ্যায়

মৈত্রেয় মীমাংসা ও সৃষ্টিভেদ কথা … … … ২১০

দশম অধ্যায়

কাল ও মন্বন্তর নিরূপণ কথা … … … ২১৩
ব্রহ্মার সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ … … … ২১৭

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

একাদশ অধ্যায়

প্রজা সৃষ্টি, রুদ্র সৃষ্টি ও ভৃগ্বাদি প্রজাপতির কথা ২২১
ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যার হরণ কথা ২২৫
বেদাদি প্রকাশ ২২৭
ব্রহ্মার স্থূল-সৃষ্টি বিবরণ ২৩০

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বায়ম্ভুব মনুর উপাসনা বৃত্তান্ত কথন ২৩২
বরাহ অবতার বিবরণ ২৩৪
ব্রহ্মাদি কর্তৃক বরাহমূর্ত্তির স্তব ২৩৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিতির গর্ভোৎপত্তি ২৪০
দিতির প্রতি কশ্যপের অভয় ও বর প্রদান ২৪৫

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দিতির গর্ভতেজ দর্শনে দেবগণের শঙ্কা ও ব্রহ্মার স্তব ২৪৭
দিতির গর্ভ বৃত্তান্তোপলক্ষে ব্রহ্মা কর্তৃক বিষ্ণুলোক বর্ণন ২৪৯
সনকাদির বৈকুণ্ঠ দর্শন ও দ্বারিদ্বয় প্রতি অভিশাপ ২৫১
সনকাদি কর্তৃক হরির স্তব ২৫৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষ্ণু কর্তৃক সনকাদির প্রতি অভয় প্রদান ২৫৭
শ্রীহরির প্রতি সনকাদির বিনয় এবং জয় বিজয়ের পতন ২৫৮

ষোড়শ অধ্যায়

অসুরের জন্মে চতুর্দ্দিকে অলক্ষণ প্রকাশ ২৬১
হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক ত্রিলোক বিজয়ের সংক্ষেপ বর্ণন ২৬৩

সপ্তদশ অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষাধীন পৃথিবী-উদ্ধার ২৬৪
বরাহরূপী শ্রীহরির সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ ২৬৭

অষ্টাদশ অধ্যায়

আদি বরাহ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ-বধ ২৬৯

উনবিংশ অধ্যায়

লোকসৃষ্টি বর্ণন ২৭১

বিংশ অধ্যায়

কর্দ্দমের তপস্যা ও বিষ্ণুর বরদান ২৭৫
কর্দ্দম ঋষির সমীপে মনুর আগমন ২৭৮
মহর্ষি কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির বিবাহ ২৭৯

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

একবিংশ অধ্যায়

দেবহুতির পতি-সেবা ও পবিত্র বিহার ২৮২
কর্দ্দমের পত্নীসহ বিমান-বিহার ২৮৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দেবহুতির গর্ভে বিষ্ণুর আবির্ভাব এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দম্পতিকে অভয় প্রদান ... ২৮৮
কর্দ্দমকন্যার পরিণয়, কপিলের জন্ম ও কর্দ্দমের বনে গমন ২৯০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মাতার প্রতি কপিলের উপদেশ বা সাংখ্যতত্ত্ব কথা ২৯২
কপিল কর্ত্তৃক ভক্তি-বিষয়ক সামান্য উপদেশ ২৯৫

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কপিলদেব কর্ত্তৃক সামান্য জ্ঞানোপদেশ ২৯৭
পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ-বর্ণন ৩০১
ধ্যানযোগ বর্ণন ৩০২
ভক্তিযোগ ও সংসার বর্ণন ৩০৩
অধার্ম্মিকদিগের তামসী-গতি বর্ণন ৩০৫
জীবের গর্ভবাসাদি গতি বর্ণন ৩০৬
কপিল কর্ত্তৃক ব্রহ্ম মীমাংসার উপসংহার ৩০৮
দেবহুতির স্তব ও কপিলের বন গমন ৩১১
দেবহুতির বিলাপ ও সিদ্ধি-প্রাপ্তি ৩১৩

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মনুর বংশ বিস্তার বর্ণন ৩১৮
দক্ষবংশ বিস্তার বর্ণন ৩২২
দক্ষ কর্ত্তৃক শিব নিন্দা ৩২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সতীর দক্ষালয়ে গমন-প্রার্থনা ৩২৭
সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহত্যাগ ৩২৮

তৃতীয় অধ্যায়

বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ ৩৩১
ব্রহ্মার নিকট দক্ষ-বিনাশ সংবাদ-প্রদান ও তৎকর্ত্তৃক শিবের আরাধন ... ৩৩৪
দক্ষযজ্ঞ সমাপন ৩৩৭

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

চতুর্থ অধ্যায়

অধর্ম্মের বংশবিবরণ ৩৪২
ধ্রুব ও নারদ সংবাদ ৩৪৩
উত্তানপাদের সহিত নারদের কথোপকথন ৩৪৭
ধ্রুবের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ ৩৪৮
ধ্রুবের বরলাভ ও রাজ্যে আগমন ৩৫০
যক্ষদিগের সহিত ধ্রুবের যুদ্ধ ৩৫৩
ধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ ৩৫৫
ধ্রুবের বিষ্ণুধামে গমন ৩৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

বেণ-পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত কথন ৩৫৯
বেণের নিধন ও নিষাদগণের উৎপত্তি ৩৬২

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৃথুদেবের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক ৩৬৩
পৃথুদেবের স্তব ৩৬৫
পৃথিবী নিগ্রহে পৃথুর উদ্যোগ ৩৬৬

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিবী দোহন ৩৬৮
ইন্দ্রবধে উদ্যত পৃথুকে ব্রহ্মার নিবারণ ৩৬৯
পৃথুর প্রতি ভগবানের উপদেশ ৩৭১
প্রজাগণের প্রতি পৃথুর উপদেশ ৩৭২
পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ ৩৭৪

অষ্টম অধ্যায়

পৃথুর বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি ৩৭৭

নবম অধ্যায়

প্রচেতা ও রুদ্র সংবাদ ৩৭৮

দশম অধ্যায়

পুরঞ্জন রাজার পরিচয় বর্ণন ৩৮২
পুরঞ্জনের সম্ভোগ ৩৮৫
রূপকচ্ছলে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা বর্ণন ৩৮৬
জীবের সংসার-বন্ধন ও দুঃখভোগ বর্ণন ৩৮৮
পুরঞ্জনের নরক দর্শন ৩৮৯
পুরঞ্জনের মুক্তি সংবাদ ৩৯৩
পুরঞ্জন উপাখ্যানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ৩৯৫
ভগবানের নিকট প্রচেতাগণের বরলাভ ৩৯৭

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

একাদশ অধ্যায়

প্রচেতাগণের বনগমন ও মুক্তিলাভ … … … ৪০০

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

রাজা প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান … … … ৪০২
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রিয়ব্রতকে প্রবোধ … … … ৪০৫
প্রিয়ব্রত চরিত্র কথা … … … ৪০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

অগ্নীধ্র-চরিত্র-কথা … … … ৪১১

তৃতীয় অধ্যায়

নাভির চরিত্র উপাখ্যান … … … ৪১৪

চতুর্থ অধ্যায়

ঋষভদেবের উপাখ্যান … … … ৪১৮
পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ … … … ৪২০
ঋষভদেবের দেহত্যাগ … … … ৪২২

পঞ্চম অধ্যায়

রাজর্ষি ভরতের ভগবৎসেবা … … … ৪২৪
ভরতের হরিণ-জন্ম লাভ … … … ৪২৬
ভরতের ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ … … … ৪২৮
জড়ভরত ও রহূগণ রাজার সংবাদ … … … ৪৩০
রহূগণের প্রতি জড়ভরতের তত্ত্বোপদেশ … … ৪৩২
রাজা রহূগণের সন্দেহভঞ্জন … … … ৪৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভবাটবী-উপাখ্যান … … … ৪৩৩

সপ্তম অধ্যায়

ভরতবংশ-চরিত্র কথন … … … ৪৩৭

অষ্টম অধ্যায়

ভুবনকোষ বর্ণন … … … ৪৪১

নবম অধ্যায়

গঙ্গাবতরণ ও রুদ্র-কর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণস্তোত্র … … ৫৪৩

দশম অধ্যায়

বর্ষদেবস্তুতি … … … ৪৪৬

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

একাদশ অধ্যায়

ভারতবর্ষের উৎকর্ষ বর্ণন … … … ৪৪৮

দ্বাদশ অধ্যায়

সমুদ্র দ্বীপ-বর্ণনা … … … ৪৫০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সূর্য্যগ্রহের স্থিতি-বর্ণনা … … … ৪৫১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গ্রহগণের স্থিতি-বর্ণনা … … … ৪৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিশুমারের সংস্থান-বর্ণনা … … … ৪৫৬

ষোড়শ অধ্যায়

অতলাদি সপ্তলোক বর্ণনা … … … ৪৫৭

সপ্তদশ অধ্যায়

সঙ্কর্ষণদেবের মাহাত্ম্যবর্ণনা … … … ৪৬০

অষ্টাদশ অধ্যায়

নরক বর্ণনা … … … ৪৬১

ষষ্ঠ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

অজামিলের উপাখ্যান … … … ৪৬৫
অজামিলের বিষ্ণুলোকে গমন … … … ৪৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

যম ও যমদূত সংবাদ … … … ৪৭২

তৃতীয় অধ্যায়

হংসগুহ্য স্তব … … … ৪৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

নারদের প্রতি দক্ষের শাপ … … … ৪৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষকন্যাগণের বংশবর্ণন … … … ৪৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃহস্পতির অপমান … … … ৪৮০
ইন্দ্রের প্রতি ত্বষ্টার ক্রোধ … … … ৪৮২

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

সপ্তম অধ্যায়

নারায়ণ কবচ দান ৪৮৪

অষ্টম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের প্রকাশ ও ভগবদারাধনা ৪৮৬
বিষ্ণুর আদেশে বজ্র নির্ম্মাণ ৪৮৮

নবম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ ৪৯১
বৃত্রাসুরের স্পর্দ্ধা ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রবধ ৪৯৩

দশম অধ্যায়

পাপভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন ও নহুষ রাজার উপাখ্যান ৪৯৫

একাদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর উপাখ্যান ৪৯৯
অঙ্গিরা ও নারদ কর্ত্তৃক চিত্রকেতুর শোকাপনোদন ৫০২
উষার শাপে চিত্রকেতুর অসুরকুলে জন্মগ্রহণ ৫০৬

দ্বাদশ অধ্যায়

সবিতা প্রভৃতির বংশ ও মরুদ্‌গণের জন্মকথন ৫০৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিতি-পালিত বৈষ্ণবব্রতের বিশেষ বিধান ... — ৫১১

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

বিপরীত ভক্তির কথা ৫১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর চরিত্র-বিবরণ ৫১৭
হিরণ্যকশিপুর তপস্যার কথা ৫২১
হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে উদ্বিগ্ন দেবতাগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব ... ৫২৪

তৃতীয় অধ্যায়

প্রহ্লাদ চরিত্র ৫২৭
প্রহ্লাদের বিদ্যাভ্যাস ৫২৮
দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রহ্লাদের যন্ত্রণা ৫৩২
প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ ৫৩৫

চতুর্থ অধ্যায়

প্রহ্লাদের জন্মবৃত্তান্ত ৫৩৮

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

পঞ্চম অধ্যায়

নরসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ... ... ... ৫৪০
প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব ৫৪৫
প্রহ্লাদের অভিষেক ও মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুর-বিজয় ৫৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

সনাতনধর্ম্ম ও বর্ণাচার কথন ৫৫১

সপ্তম অধ্যায়

আশ্রমধর্ম্ম কথন ৫৫৩

অষ্টম অধ্যায়

যতিধর্ম্ম কথন ৫৫৪

নবম অধ্যায়

গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সদাচার কথন ৫৫৬

অষ্টম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মন্বন্তর-বর্ণন ৫৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজ-নক্রের কথা ৫৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

সমুদ্রমন্থনের উদ্যোগ ৫৬৯
সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ ৫৭১
অমৃত প্রকাশ কথা ৫৭৪
বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ ৫৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

অমৃত-পরিবেশন ৫৭৯

পঞ্চম অধ্যায়

দেবাসুর-সংগ্রাম ৫৮১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে মহাদেবের মোহ ৫৮৩

সপ্তম অধ্যায়

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর-বর্ণনা ৫৮৫

অষ্টম অধ্যায়

মন্বাদির পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যাদি ৫৮৬

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

নবম অধ্যায়

বলির স্বর্গবিজয় ৫৮৭

দশম অধ্যায়

পয়োব্রত কথন ৫৮৮

একাদশ অধ্যায়

অদিতির গর্ভে ভগবানের জন্ম ৫৯০

দ্বাদশ অধ্যায়

বলির যজ্ঞে ভগবানের গমন ৫৯১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ ৫৯৪

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন ৫৯৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

বলির বন্ধন ৫৯৭
বলির বন্ধনমোচন ৫৯৮

ষোড়শ অধ্যায়

মৎস্য-অবতার-কথা ৬০০

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ইলার উপাখ্যান ৬০৫
রাজা পৃষধ্রের উপাখ্যান ৬০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুকন্যা সুন্দরীর উপাখ্যান ৬১২

তৃতীয় অধ্যায়

অম্বরীষ রাজার উপাখ্যান ৬১৬

চতুর্থ অধ্যায়

সৌভরি মহর্ষির উপাখ্যান ৬২১

পঞ্চম অধ্যায়

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ৬২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগীরথের মাহাত্ম্য ৬২৬

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

সপ্তম অধ্যায়

খট্বাঙ্গ চরিত ৬২৯

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীরাম-চরিত ৬৩১

নবম অধ্যায়

শ্রীরামের বংশ-বিবরণ ৬৩৩

দশম অধ্যায়

নিমির বংশ-বিবরণ ৬৩৪

একাদশ অধ্যায়

পুরূরবা-চরিত ৬৩৪

দ্বাদশ অধ্যায়

পরশুরাম-চরিত ৬৩৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশ্বামিত্র-চরিত ৬৩৮

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ক্ষত্রবৃদ্ধাদির বংশবর্ণন ৬৩৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

যযাতির উপাখ্যান ৬৪০

ষোড়শ অধ্যায়

পুরুবংশ-বর্ণন ৬৪২

সপ্তদশ অধ্যায়

জরাসন্ধ, শান্তনু ও পাণ্ডু প্রভৃতির বংশ-বর্ণন ৬৪৪

অষ্টাদশ অধ্যায়

অনু দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসুর বংশ ৬৪৬

উনবিংশ অধ্যায়

মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ৬৪৭

দশম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মার বচনে নারায়ণের আবির্ভাব-কথা ৬৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব-কথা ৬৫৫

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম … … … ৬৬১

চতুর্থ অধ্যায়

কংস কর্তৃক মায়াবধ ও নন্দোৎসব কথা … … ৬৬৪

পঞ্চম অধ্যায়

পূতনা-বধ … … … ৬৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

শকট-ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্ত-বধ … … … ৬৭১

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা … … … ৬৭৪

অষ্টম অধ্যায়

যশোদা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন … … … ৬৭৮

নবম অধ্যায়

যমলার্জ্জুন-উদ্ধার কথা … … … ৬৮০

দশম অধ্যায়

ফল বিক্রয়িণীর কথা … … … ৬৮৩
নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমন … … … ৬৮৬

একাদশ অধ্যায়

বৃন্দাবনের পূর্ব্ব-বিবরণ … … … ৬৮৭
গোপগণের বৃন্দাবনে বাস বিবরণ … … … ৬৮৯
বৃষাসুর উদ্ধার-কথা … … … ৬৯১
বকাসুর বধ … … … ৬৯৪

দ্বাদশ অধ্যায়

অঘাসুর-বধ … … … ৭০০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মার মোহনাশ … … … ৭০৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব … … … ৭০৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধেনুকাসুর-বধ … … … ৭১২

ষোড়শ অধ্যায়

কালীয়দমন … … … ৭১৩

সপ্তদশ অধ্যায়

দাবাগ্নিমোক্ষণ … … … ৭২০

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রলম্ব-বধ ১২৪

ঊনবিংশ অধ্যায়

কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দাবানল পান ১২৫

বিংশ অধ্যায়

বর্ষা ও শরৎ-বর্ণন ১২৭

একবিংশ অধ্যায়

গোপিকাগণের গীত ১২৯

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বস্ত্রহরণ ১৩১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

যাজ্ঞিকদিগের শ্রীকৃষ্ণপূজা ১৩৬

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ ১৪৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ ১৪৯

ষট্‌বিংশ অধ্যায়

গোপদিগের কথোপকথন ১৫৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ১৫৫

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

নন্দের মোচন ১৫৮

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

রাসলীলার উদ্যোগ ১৬১

ত্রিংশ অধ্যায়

গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ ১৬৯

একত্রিংশ অধ্যায়

গোপী-বিলাপ ১৭৪
শ্রীকৃষ্ণদর্শন ১৭৭

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

রাসলীলা ১৮০
শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার ১৮৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

সুদর্শন-মোচন ও শঙ্খচূড়-বধ ১৮৮

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

গোপিকাগণের বিরহ গীত … … … ৭৯২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

কংসের স্বপ্নদর্শন ও মন্ত্রণা … … … ৭৯৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

কেশী ও ব্যোমাসুর বধ … … … ৭৯৯

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

অক্রূরের ব্রজধামে গমন … … … ৮০৫

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

অক্রূর-সংবাদ … … … … ৮১০
শ্রীরাধিকার স্বপ্নদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ দান … … ৮১১
রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনা ও শ্রীরাধিকার বিলাপ … ৮১৩

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন ও অক্রূরের বিশ্বরূপ দর্শন … … ৮১৯

চত্বারিংশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শনে অক্রূরের স্তব … … … ৮২৩

একচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন ও নগর-দর্শন … … ৮২৫
শ্রীকৃষ্ণের রজক উদ্ধার … … … ৮২৮
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তন্তুবায় ও মালাকার উদ্ধার … … ৮৩০

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

মল্লরঙ্গ-বর্ণন … … … … ৮৩২

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়

মল্লক্রীড়ার উদ্যোগ … … … ৮৩৬

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কংসবধ … … … … ৮৪০
কংসজায়ার বিলাপ … … … ৮৪৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মাতাপিতা উদ্ধার … … … ৮৪৬
নন্দ-বিদায় … … … … ৮৪৮
নন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানযোগ কথন … … ৮৫২
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গুরুগৃহে বাস ও গুরুদক্ষিণা … … ৮৫৪

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধবের ব্রজে আগমন … … … ৮৫৬

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

গোপীদের বিলাপ ৮৬১
উদ্ধবের প্রত্যাগমন ৮৬৬

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ ৮৬৮

উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

অক্রূর-কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনয়ন ৮৭১

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দুর্গনির্ম্মাণ ৮৭৪

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

মুচুকুন্দের স্তব ৮৭৯

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহ ৮৮৫

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

রুক্মিণী সংবাদ ও শ্রীকৃষ্ণকে পত্র প্রেরণ ৮৮৭
রুক্মিণীর বিবাহোদ্যোগ ও রুক্মিণী-হরণ ৮৯১

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়

রুক্মিণীর বিবাহ ৮৯৬

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের জন্ম ৯০১
প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সম্বর দৈত্য বধ ৯০৩
প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় গমন ৯০৬

ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়

স্যমন্তকোপাখ্যান ও সত্যভামা-বিবাহ ৯০৭

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়

শতধন্বাবধ ৯১২

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীকরণ ৯১৮

উনষষ্টি অধ্যায়

নরকাসুর বধ ৯২৪

ষষ্টি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন ৯২৭

একষষ্টি অধ্যায়

হরিবংশ কথন ও রুক্মিরাজ নিধন ৯৩২

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

দ্বিষষ্টি অধ্যায়

অনিরুদ্ধ হরণ ৯৩৬

ত্রিষষ্টি অধ্যায়

বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ৯৪২

চতুঃষষ্টি অধ্যায়

নৃগ রাজার উপাখ্যান ৯৪৫

পঞ্চষষ্টি অধ্যায়

বলরামের বৃন্দাবন দর্শন ও যমুনা আকর্ষণ ৯৪৮

ষট্‌ষষ্টি অধ্যায়

পৌণ্ড্রক, কাশীরাজ ও সুদক্ষিণ বধ ৯৫১

সপ্তষষ্টি অধ্যায়

দ্বিবিদ বধ ৯৫৪

অষ্টষষ্টি অধ্যায়

লক্ষ্মণা-হরণ ৯৫৬

ঊনসপ্ততি অধ্যায়

মায়াবিভূতি-বর্ণন ৯৬০

সপ্ততি অধ্যায়

উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন ৯৬৩
শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ৯৬৫
জরাসন্ধ বধ ৯৬৮
বন্দী রাজগণের মোচন ৯৭১

একসপ্ততি অধ্যায়

শিশুপাল বধ ৯৭৩

দ্বিসপ্ততি অধ্যায়

দুর্য্যোধনের অভিমানভঙ্গ ৯৭৭

ত্রিসপ্ততি অধ্যায়

সৌভপতি শাল্বের যুদ্ধ ৯৭৯
শাল্ববধ ৯৮২
দন্তবক্র-বধ ৯৮৪

চতুঃসপ্ততি অধ্যায়

বলরামের তীর্থযাত্রা ৯৮৭

পঞ্চসপ্ততি অধ্যায়

সুদামা চরিত্র ৯৮৯

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

ষট্‌সপ্ততি অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র-যাত্রা ৯৯৪
দ্রৌপদীর সহিত রুক্মিণী প্রভৃতির কথোপকথন ৯৯৭

সপ্তসপ্ততি অধ্যায়

বসুদেবের যজ্ঞ ১০০০
দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন ১০০৩

অষ্টসপ্ততি অধ্যায়

শ্রীহরির মিথিলা যাত্রা ১০০৬

ঊনাশীতি অধ্যায়

ভগবানের স্তব ১০১০
গিরিশ-মোক্ষণ ১০১১
দ্বিজপুত্র আনয়ন ১০১৪

অশীতি অধ্যায়

সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন ১০১৯

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মৌষল যুদ্ধের উপক্রম ১০২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বসুদেব-নারদ সংবাদ ১০২৬

তৃতীয় অধ্যায়

জায়ন্তয়োপাখ্যান ১০৩১

চতুর্থ অধ্যায়

দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ১০৪১

পঞ্চম অধ্যায়

অবধূত-উপাখ্যান ১০৪৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

পিঙ্গলা-উপাখ্যান ১০৪৯

সপ্তম অধ্যায়

অবধূত-বাক্য ১০৫২

অষ্টম অধ্যায়

উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ১০৫৩

নবম অধ্যায়

যদুবংশ-ধ্বংস ১০৫৭

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

দশম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বা বৈকুণ্ঠে গমন ১০৬১

দ্বাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ রাজবংশ বর্ণন ১০৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিধর্ম্ম বা অধর্ম্মসঞ্চার কথন ১০৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

যুগধর্ম্ম বা কলিভোগের কথা ১০৬৯

চতুর্থ অধ্যায়

পরমার্থ নির্ণয় বা প্রলয়-সংযোগ-কথা ১০৭২

পঞ্চম অধ্যায়

আত্ম-নির্ণয় কথা ১০৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরীক্ষিতের তক্ষক দংশন ১০৭৭

সপ্তম অধ্যায়

বেদ-বিভাগ কথন ১০৭৯

অষ্টম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কর্তৃক নারায়ণের স্তব ১০৮২

নবম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মায়া দর্শন ১০৮৬

দশম অধ্যায়

মায়া-বৈভব ১০৮৮

একাদশ অধ্যায়

ক্রিয়াযোগ-কথন ১০৯১

দ্বাদশ অধ্যায়

ভাগবত-মাহাত্ম্য ১০৯৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্লোক-সংখ্যা ১০৯৬
ভাগবত-পাঠ-মাহাত্ম্য ১০৯৮
শ্রীমদ্ভাগবত—সারাংশ ১১০২

2/204
5/91
PRESENTED

শ্রীমদ্ভাগবত

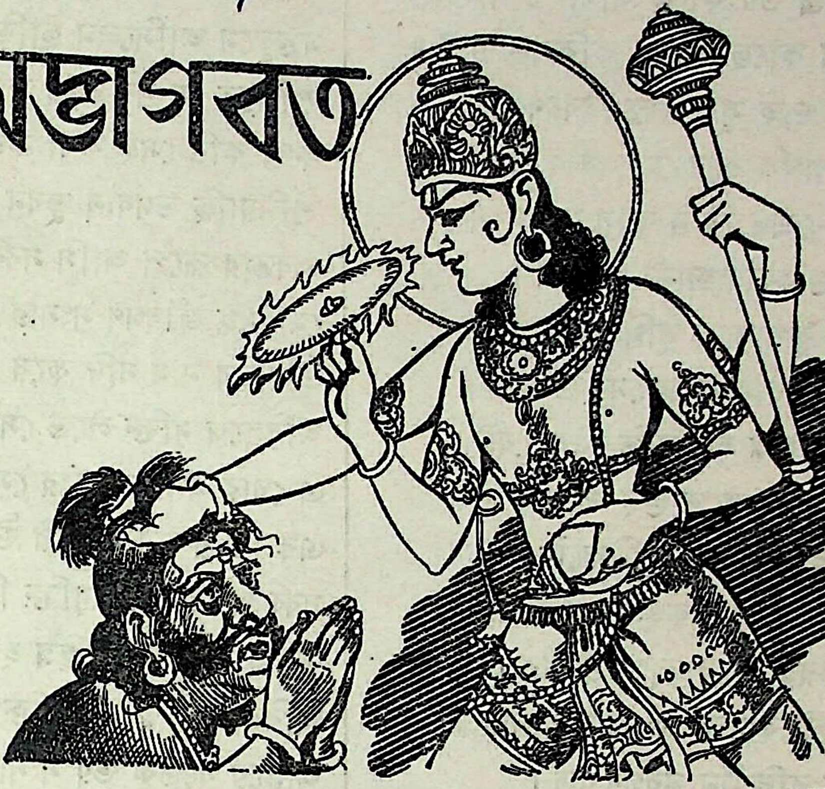

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রথম স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

প্রণমিয়া ভক্তিভরে নরনারায়ণে।
নমি আমি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি ॥

সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ।
নমি হৈমবতীসুতে, বিঘ্নবিনাশন ॥

প্রথম অধ্যায়

ঋষিগণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

পুরাকালে বিষ্ণুক্ষেত্রে নৈমিষ কাননে।
শৌনকাদি ঋষিগণ আনন্দিত মনে ॥
সহস্র বৎসর ব্যাপী অতি আড়ম্বরে।
বিষ্ণুলোক প্রাপ্তিহেতু মহাযজ্ঞ করে ॥
একদিন প্রাতঃকালে যবে মুনিগণ।
যজ্ঞ হোম আদি সব করে সম্পাদন ॥
উগ্রশ্রবা মহামুনি সূত মহাশয়।
উপনীত হইলেন এমন সময় ॥
সূতেরে হেরিয়া সেথা যত মুনিগণ।
আনন্দিত হয়ে তাঁরে করে সম্ভাষণ ॥
হে অনঘ, সর্ব্ব শাস্ত্রে তুমি সুবিদ্বান্।
পড়িয়াছ নানাবিধ বেদ ও পুরাণ ॥

কোন শাস্ত্র তব কাছে অবিদিত নাই।
অনেকের কাছে ব্যাখ্যা করিয়াছ তাই ॥
তব মুখে ওহে সূত শাস্ত্র-বিবরণ।
শুনিয়া সার্থক হবে মোদের জীবন ॥
জ্ঞানিগণ-শ্রেষ্ঠ যিনি ব্যাস তপোধন।
সগুণ-নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানী মুনিগণ ॥
তা সবার কৃপাবলে তুমি গুণাধার।
লভিয়াছ তাঁহাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার ॥
শিষ্যবৃন্দ মাঝে হয় অতি প্রিয় যেই।
গুরুর প্রসাদে লভে গুহ্য জ্ঞান সেই ॥
সুমঙ্গলকর যাহা মানব নিকটে।
সেই শাস্ত্রসার সূত কহ অকপটে ॥
কীর্ত্তন করহ ক্রমে ভাগবত সার।
যাহাতে হইবে মুক্ত এ ঘোর সংসার ॥
কলিযুগে বুদ্ধিহীন নরগণ যত।
অলস অল্পায়ু হবে পাপে সব রত ॥
ব্যাধি আদি বাধা বিঘ্ন হইবে প্রবল।
শাস্ত্রসার না বুঝিবে মানব সকল ॥
শাস্ত্রের লিখিত যত পুণ্য কর্ম্মচয়।
করিতে অক্ষম হবে নর সমুদয় ॥
কেমনে সংসার হ'তে হইবে উদ্ধার।
কহ সূত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় তাহার ॥
আগম নিগম বেদ তন্ত্র ইতিহাস।
সকলে আছয়ে সূত ব্রহ্মের আভাষ ॥
অল্পায়ু মনুষ্য যবে কলিতে জন্মিবে।
সাগর সমান শাস্ত্র কেমনে বুঝিবে ॥
বহুবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ আছে উপাদেয়।
ভুরি ভুরি ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে অনুষ্ঠেয় ॥
সেই সব ধর্ম্মকথা কে করে নির্ণয়।
তার অনুষ্ঠান কভু সুসাধ্য না হয় ॥
জীবের মঙ্গল তরে বুদ্ধি সহকারে।
সেই শাস্ত্র সার তুমি কহ সবিস্তারে ॥
ভক্তের পালনকর্ত্তা সেই নারায়ণ।
দেবকীর গর্ভে জন্মে কিসের কারণ ॥
কাহার মঙ্গল হেতু ত্যজি নিজ দেহ।
মর্ত্তভূমে আসিলেন ছাড়ি স্বর্গ-গেহ ॥
শুনিতে সে সব কথা জাগে কুতূহল।
কৃপা করি সেই কথা কহ অবিকল ॥
শুনিয়াছি ভগবান্ ভুবন মাঝারে।
অবতার রূপে আসি সর্ব্ব দুঃখ হরে ॥
মোহমুগ্ধ জীবগণ সংসার কাননে।
শ্রীহরির নাম যদি করে একমনে ॥
অবিলম্বে মুক্তি লভে সেই মহাশয়।
এ ঘোর সংসারে তার মোহনাশ হয় ॥
একবার কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ।
সর্ব্ব পাপে লভে মুক্তি নিশ্চিত সে জন ॥
ভবের বন্ধন তার ছিন্ন হ'য়ে যায়।
অবিলম্বে সেই নর মুক্তিপথ পায় ॥
আছয়ে যতেক ভয় সংসার-বন্ধনে।
সকলি তা' দুর হয় হরিনাম গানে ॥
শ্রীহরির শ্রীচরণ করিয়া আশ্রয়।
যেই মুনিগণ শম গুণান্বিত হয় ॥
তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করি নরগণ।
পাপমুক্ত হ'য়ে শুদ্ধ হয় সেইক্ষণ ॥
হরিভক্ত মুনিগণ সুরধুনী হ'তে।
অধিক পবিত্র তাঁরা এই ধরণীতে ॥
পুণ্যশ্লোক নরগণ যে আছে যেখানে।
স্তব ও কীর্ত্তন করে সেই ভগবানে ॥
কলির কলুষহারী শ্রীহরির নাম।
মুক্তিকামী জীব তাহা শুনে অবিরাম ॥
হরিনাম বিনা তার নাহি অন্যগতি।
হরিলীলা-গান বিনা নহে শুদ্ধ মতি ॥
দেখহ প্রমাণ তার নারদাদি মুনি।
হরিগানে মুক্ত হন পুরাণেতে শুনি ॥
উদার সে হরিকথা কহ এই ক্ষণে।
আমরা শ্রবণ করি শ্রদ্ধাযুক্ত মনে ॥
অনুপম হরিকথা করিতে শ্রবণ।
অভিলাষী হইয়াছি মোরা মুনিগণ ॥

ভগবান্ লীলাক্রমে আপন মায়ায় ।
যে যে রূপে অবতীর্ণ হইলা ধরায় ॥
সেই সব পুণ্য কথা অতি মনোহর ।
আমাদের কাছে আজি কহ মুনিবর ॥
নাহি তৃপ্ত হই মোরা নাম মাত্র শুনি ।
কহ তাঁর লীলা সব ওহে মহামুনি ॥
অজ্ঞান আঁধার যাহে হয় দূরীভূত ।
জ্ঞানময় ব্রহ্মবুদ্ধি যাহে মূলীভূত ॥
সেই কথা সাধুজন করেন শ্রবণ ।
সবিশেষে কহ সূত সেই বিবরণ ॥
ধারণ করিয়া হরি মানবের রূপ ।
করিয়াছিলেন সব কার্য্য অপরূপ ॥
বলরাম সহ নিজে হরি সনাতন ।
অলৌকিক কার্য্য যত করিলা সাধন ॥
সেই সব লীলাকথা অতি মধুময় ।
শ্রবণ করিলে যায় সকল সংশয় ॥
কলিরে আসিতে দেখি সংসার-ভিতরে ।
সেই হেতু অভিলাষী হরি জানিবারে ॥
বিষ্ণু লাগি এই ক্ষেত্রে এই যজ্ঞস্থল ।
সমাগত এই যজ্ঞে মুনিরা সকল ॥
শুনিতে হরির কথা সকলের মন ।
কহ সূত পূর্ণব্রহ্ম-হরি-বিবরণ ॥
ভকত-বৎসল হরি দেব নারায়ণ ।
শুনাইতে সেই কথা তব আগমন ॥
সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষাকারী কৃষ্ণ ভগবান্ ।
যখন বৈকুণ্ঠ ধামে করিলা প্রস্থান ॥
কাহার আশ্রয় ধর্ম্ম করিলা গ্রহণ ।
কহ কহ মুনিবর সেই বিবরণ ॥

সুবোধ রচিল গীত কৃষ্ণপদ স্মরি ।
চিন্তা কর সবে ভাই ব্রহ্মময় হরি ॥

ইতি ঋষিগণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীহরি-মাহাত্ম্য বর্ণন।

লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা মুনি ।
ঋষিদের মুখে এই অভিলাষ শুনি ॥
প্রীতিভরে তাঁহাদের করিয়া বন্দন ।
ধীরে ধীরে আরম্ভিলা পুণ্য বিবরণ ॥
হরি-কথা যেই শুনে হ'য়ে একমন ।
অনায়াসে ছিন্ন করে এ ভব-বন্ধন ॥
হরিগুণ গাহি শুক ব্যাসের কুমার ।
প্রস্থান করয়ে যবে ত্যজিয়া সংসার ॥
পাছে পাছে ব্যাসদেব 'পুত্র পুত্র' বলি ।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি কহে কোথা যাও চলি ॥
না শুনি পিতার বাক্য শুকদেব স্বামী ।
কহে হরি আরাধনে চলিলাম আমি ॥
একমাত্র ছিল পুত্র হইল বিরাগী ।
বিরহে কাতর ব্যাস হন পুত্র লাগি ॥
বলেন শুনহ বাছা কি শিখিলে বল ।
হরিনাম গৃহে কর হইবে সফল ॥
বিষম বিপদ দেখি শুক মহাঋষি ।
পিতাকে উত্তর করে বৃক্ষরূপে মিশি ॥
হরিগুণ বুঝাবারে শুক মহামতি ।
প্রকাশিলা যাহা যাহা শুনহ সম্প্রতি ॥

গুহ্য সে পুরাণকথা করুণা করিয়া।
সংসারী মানবে যিনি দিলেন বলিয়া॥
মহা পুণ্যবান্ সেই ব্যাসের নন্দন।
তাঁহার চরণে আমি লইনু শরণ॥
নরোত্তম হরি আর নর-নারায়ণ।
দেবী সরস্বতী তথা ব্যাস তপোধন॥
তাঁ সবার শ্রীচরণে করি নমস্কার।
শ্রীহরির কথা শুন পশ্চাতে তাহার॥
অতি মনোরম কথা হরি-সংকীর্ত্তন।
শুনিলে যাতনা যায় জুড়ায় জীবন॥
মুনিগণ করিয়াছ দিব্য প্রশ্ন কথা।
কহিতেছি হরিগুণ মম শক্তি যথা॥
সংসারে ইহার তুল্য প্রশ্ন নাহি আর।
এ তিন ভুবন মাঝে হরিনাম সার॥
স্বর্গ আদি লাভ তরে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় হরিগুণ গান॥
স্বার্থশূন্য হরিভক্তি শ্রেষ্ঠ সবাকার।
জীবের পরম ধর্ম্ম সংসার-মাঝার॥
কৃষ্ণপ্রেমে জ্ঞান লাভ করে জীবগণ।
বৈরাগ্য উদয় হয় শুদ্ধ হয় মন॥
ধর্ম্মবলে যাহা কিছু পরিচিত হয়।
হরিভক্তি শূন্য হ'লে ব্যর্থ সমুদয়॥
ধর্ম্মের লাগিয়া যত কর আয়োজন।
হরিভক্তি শূন্য হ'লে সব অকারণ॥
ফলের আশায় যদি কোন কর্ম্ম হয়।
উদ্দেশ্য না সিদ্ধ হবে জানিও নিশ্চয়॥
অর্থ আর কামে মুক্তি কেহ নাহি পায়।
পুণ্য নাহি হয় শুন মুনি-সম্প্রদায়॥
এই যে ইন্দ্রিয়-সুখ বিষয়ের ফল।
যত দিন রয় জীব পায় সে সকল॥
ভোগবাসনার তরে ধর্ম্মের সাধন।
জীবনের এ উদ্দেশ্য নহে কদাচন॥
যতদিন এ সংসারে বাঁচিবে মানব।
ততদিন বিষয়েরে ভোগ করে সব॥
স্বর্গ আদি লাভ তরে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কভু নহে জীবনের কর্ত্তব্য প্রধান॥
প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু তত্ত্বের জিজ্ঞাসা।
বিদূরিত হয় তাতে প্রাণের পিপাসা॥
ধর্ম্মকেই তত্ত্বরূপে ভাবে বহুজন।
জ্ঞানই পরম তত্ত্ব শাস্ত্রের বচন॥
তত্ত্ববিদ্ নরগণ যে আছে যেখানে।
অনন্ত শাশ্বত জ্ঞানে তত্ত্ব ব'লে জানে॥
জগতের জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম তাঁরে কয়।
ভগবান্ বলি জানে ভক্ত সমুদয়॥
যোগমার্গ অনুগামী সাধক সকল।
পরমাত্মা রূপে তাঁরে জানে অবিরল॥
বৈরাগ্যের সাথে করি ভক্তি উপার্জ্জন।
ব্রহ্মেরে নিজের মাঝে হেরে ভক্তগণ॥
শুন মুনিগণ তবে নিগূঢ় কারণ।
আশ্রমবিভাগ হয় ধর্ম্ম-নিবন্ধন॥
আশ্রম উচিত ধর্ম্ম কৈলে অনুষ্ঠান।
সঁপিলে হরির পদে আপনার প্রাণ॥
হইবেন তুষ্ট হরি করম সফল।
ভবভয়মুক্ত হবে মানব সকল॥
অতএব নরগণ হ'য়ে একমন।
কর তার লীলা ধ্যান শ্রবণ কীর্ত্তন॥
ভজন পূজন আর হরিগুণ গান।
মানব-জীবনে হয় কর্ত্তব্য প্রধান॥
যে জন হরির প্রীতি করে সম্পাদন।
সফল জনম তার সার্থক জীবন॥
ধ্যানরূপ অসি-বলে যত বিজ্ঞগণ।
জগতে থাকিয়া করে কর্ম্মের ছেদন॥
সেই হরিগুণ কথা শুনিবারে কানে।
কাহার না অভিলাষ জাগে মনে প্রাণে॥
নিষ্ঠা মনে তীর্থ-সেবা করিয়া মানব।
লাভ করে পুণ্যরাশি ভবের বৈভব॥
তীর্থ-সেবা করি হয় হরির সাধন।
তাহাতে জনমে শ্রদ্ধা কহে সর্ব্বজন॥

শ্রদ্ধাসহ হরিকথা করিলে শ্রবণ।
অনুরাগে পূর্ণ হয় মানবের মন॥
অনুরাগে অভিরুচি শাস্ত্রের বিধান।
অভিরুচি বশে জীব পায় তত্ত্বজ্ঞান॥
হরিকথা একমনে করিলে শ্রবণ।
হরি তার সখারূপে আবির্ভূত হন॥
যতেক বাসনা তার অন্তরের কথা।
পূরণ করেন হরি আপনি সর্ব্বথা॥
এইরূপে ক্রমে সেবি হরির চরণে।
উপজে হৃদয়ে ভক্তি মনুষ্য-জীবনে॥
মানব হরিতে ভক্তি করিলে প্রচুর।
রজঃ তমঃ গুণ যত হয় সব দূর॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি সব করে জয়।
সত্ত্বগুণে মন তার অলঙ্কৃত হয়॥
ভগবান্ প্রতি ভক্তি হইলে উদয়।
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে জীব সমুদয়॥
জ্ঞান লাভ হ'লে পরে শুন মুনিগণ।
আত্মার দর্শন লাভ করে জ্ঞানী জন॥
আমিত্ব এ জ্ঞান তবে বিদূরিত হয়।
অনায়াসে দূর হয় সকল সংশয়॥
এ সকল কারণেতে যত সুধীজন।
বাসুদেবে নিত্য নিত্য করেন ভজন॥
যে জন হরির নাম শুনে অবিরল।
অনায়াসে ক্ষয় তার হয় কর্ম্মফল॥
হরির এমন গুণ শুন মুনিগণ।
এই হেতু জ্ঞানী করে হরি আরাধন॥
হরি আরাধনে আত্মা প্রসন্ন সতত।
জ্ঞান লাগি হরিপূজা কর অবিরত॥
জগতের পতি যিনি প্রভু দয়াময়।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ করিয়া আশ্রয়॥
হরি ও বিরিঞ্চি হর এ তিন আকারে।
ব্যক্ত হ'য়ে রয়েছেন ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে॥
তথাপি তাঁদের মাঝে হরি সত্ত্বগুণী।
মঙ্গল কারণ হন শুন সব মুনি॥
যদি বল এক হ'তে তিনের জনম।
তবে কেন হরি ভজি ভুলিব করম॥
তাহার প্রমাণ বলি করহ শ্রবণ।
শ্রবণে পবিত্র হবে মনুষ্য-জীবন॥
কাষ্ঠের ঘর্ষণে যথা ধূমের সঞ্চার।
ধূমের বিলয়ে হয় অগ্নির আকার॥
প্রথমে আছিল কাষ্ঠ জড় দ্রব্যময়।
তাহাতে জন্মিলে ধূম শক্তিময় হয়॥
ধূমের পরেতে যবে জন্মে হুতাশন।
তাহাতে বেদের কার্য্য হয় সম্পাদন॥
সেইরূপ তমঃ হ'তে রজের সৃজন।
রজঃ হ'তে সত্ত্ব জন্মে শাস্ত্রের বচন॥
সত্ত্বগুণে অবশেষে ব্রহ্মার প্রকাশ।
সত্ত্বগুণে হয় মোহ অন্ধকার নাশ॥
সত্ত্বগুণময় হরি প্রভু ভগবান্।
এ কারণে ব্রহ্মা শিব হইতে প্রধান॥
পুরাকালে মুনিগণ ইহার কারণ।
সত্ত্বরূপে ভগবানে করে আরাধন॥
অদ্যাপি তাঁদের যারা অনুগামী হবে।
তারা সবে জগতের কল্যাণ সাধিবে॥
করিবারে চাও যদি হরি আরাধন।
হৃদয়ে ভজহ সত্ত্ব মঙ্গল-কারণ॥
যত জ্ঞানী মোক্ষ লাগি ভজে নারায়ণে।
বিস্মৃত না হয় কভু শ্রীহরি পূজনে॥
মোক্ষ অভিলাষী যারা ছাড়িয়া সংসার।
শ্রীহরির আরাধনা করে অনিবার॥
দ্বেষ হিংসা তারা নাহি করে কদাচন।
দিবানিশি ভজে শুধু শ্রীহরিচরণ॥
রজঃ আর তমঃ গুণী যে সব মানব।
নিজ নিজ স্বার্থ লয়ে রহে তারা সব॥
ধন পুত্র লাভ তরে তাহারা সকল।
পিতৃগণে ভূতগণে পূজে অবিরল॥
শ্রীহরি সেবিতে সেই কভু নাহি পারে।
তার মন মগ্ন রহে সতত সংসারে॥

বেদ যজ্ঞ যাগ দান তপস্যা ধরম ।
একমাত্র নারায়ণ সবার চরম ॥
বাসুদেব ভিন্ন ভবে নাহি অন্য গতি ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যতেক সুমতি ॥
হরির প্রভাব যত শুন মুনিগণ ।
তাঁহার মায়ায় হ'ল জগৎ সৃজন ॥
আপনি নির্গুণ তিনি মায়ার প্রভাবে ।
সৃজিলা সংসার এই অপরূপ ভাবে ॥
আকাশাদি রূপে গুণ প্রকাশ যখন ।
ভিতরে বিরাজ করে হরি সনাতন ॥
বিশ্বস্রষ্টা বলি তাঁর নাহি অহঙ্কার ।
জ্ঞানবান্ হেরে বিশ্ব চৈতন্য আকার ॥
কাষ্ঠমাঝে অগ্নি রহে যেমন নিহিত ।
তেমনি সকল ভূতে হরি বিরাজিত ॥
পরম ঈশ্বর যিনি হরি দয়াময় ।
আশ্রয় করিয়া তিনি ভূত চতুষ্টয় ॥
করেন বিষয় ভোগ আপন ইচ্ছায় ।
নানারূপে অবতীর্ণ হন এ ধরায় ॥
দেবতা মানব পশু পক্ষী রূপ ধরি ।
আপন লীলার ছলে আসেন শ্রীহরি ॥
যদি বল সর্ব্বভূতে থাকি কি প্রকারে ।
করেন বিষয়-ভোগ এ বিশ্ব সংসারে ॥
ইন্দ্রিয়াদি আত্মা মন পঞ্চভূত ভাবে ।
সুখ দুঃখ ভোগ করে আপন প্রভাবে ॥
সুখ দুঃখ আদি হয় মায়াতে উদয় ।
হৃদয়ে থাকিয়া আত্মা দেখেন নিশ্চয় ॥
ভোগের কারণ হয় কর্ম্মময় মন ।
কর্ম্মফলে শোক দুঃখ ভোগে সর্ব্ব জন ॥
অন্তর্য্যামী আত্মারূপী রহেন বিধাতা ।
পাপ পুণ্য যত কার্য্যে কর্ম্মফল দাতা ॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে করিয়া প্রবেশ ।
ত্রিভুবন পালিছেন নিজে পরমেশ ॥
হরি-গুণগান এই করিনু কীর্ত্তন ।
জ্ঞানের আশ্রয়ে বুঝ যত মুনিগণ ॥
সুবোধ রচিল গীত কৃষ্ণ আশা করি ।
ভাব হে সংসারবাসী জগন্ময় হরি ॥

ইতি শ্রীহরি-মাহাত্ম্য বর্ণনা

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীভগবানের জন্ম-রহস্য

সূত কহে শুন ওহে যত মুনিগণ ।
অবতার লীলা-কথা করিব বর্ণন ॥
ইচ্ছা করি ভগবান্ সৃজিতে ধরণী ।
করেন পুরুষ-রূপ ধারণ আপনি ॥
একাদশেন্দ্রিয় যুক্ত পঞ্চ ভূতময় ।
বিরাট পুরুষ দেহ ধরে দয়াময় ॥
আদিকল্পে কারণাখ্য সমুদ্র ভিতর ।
যোগনিদ্রা-বশে ছিল পুরুষ প্রবর ॥
যোগকালে পুরুষের নাভির মাঝারে ।
জন্মিলেন কমলিনী অপূর্ব্ব আকারে ॥
অতি অপরূপ সেই পদ্মের ভিতরে ।
পিতামহ ব্রহ্মা আগে জন্ম লাভ করে ॥
তথাপি সে পুরুষের নাহিক বিকার ।
সত্ত্বগুণময় তিনি সত্ত্বের আধার ॥
ক্রমে বিশ্বসৃজনেচ্ছা মনেতে উদিত ।
একে একে অঙ্গ তাঁর হয় প্রকাশিত ॥

সেই পুরুষের অঙ্গ হইলে সংস্থান।
প্রপঞ্চ জগৎ এই হইল নির্ম্মাণ॥
পরম পুরুষ সেই ধ্বংস নাহি তার।
তাঁর অংশ সব হয় যত অবতার॥
রজস্তমঃ এই দুই গুণের অতীত।
বিশুদ্ধ সত্ত্বেতে সেই রূপ বিরাজিত॥
সহস্র সহস্র কর চরণ নয়ন।
সহস্র মুকুট শিরসহস্রে শোভন॥
অতি অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় সে আকার।
যোগী শুধু হেরে রূপ ধ্যানের মাঝার॥
অপূর্ব্ব সে রূপ ছটা কহে যোগিগণ।
ভাষায় তাহার কথা না যায় বর্ণন॥
বাক্যে নাহি কহা যায় তার এক কণা।
ত্রিভুবন মাঝে তার না মিলে তুলনা॥
এ বিরাট মুর্ত্তি হয় বীজ সবাকার।
ইহা হ'তে জন্ম লয় যত অবতার॥
পশু পক্ষী আদি জীব দেবতা মানব।
ইঁহার অংশাংশ হতে জন্মিয়াছে সব॥
প্রথমে ব্রাহ্মণ রূপে যাঁর আগমন।
সনৎকুমার রূপে আবির্ভূত হন॥
সনকাদি চারি মুর্ত্তি করিয়া গ্রহণ।
সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য করে আচরণ॥
দ্বিতীয়ে ধারণ করি বরাহ আকার।
জলমগ্ন ধরণীরে করেন উদ্ধার॥
তৃতীয়ে নারদ নামে হ'য়ে অবতার।
জগতে বৈষ্ণব তন্ত্র করেন প্রচার॥
বৈষ্ণব তন্ত্রের গুণে যত নরগণ।
কর্ম্মভোগে মুক্ত হ'য়ে ত্যজে এ ভুবন॥
নর-নারায়ণ রূপে চতুর্থাবতারে।
কর্ম্ম-ভার্য্যাগর্ভে জন্ম তপস্বী আকারে॥
পঞ্চমেতে সিদ্ধেশ্বর কপিল নামেতে।
অবতীর্ণ হইলেন এই পৃথিবীতে॥
আসুরি নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সাংখ্যতত্ত্ব তাঁর কাছে করেন বর্ণন॥
ষষ্ঠ অবতারে তিনি দত্তাত্রেয় হয়ে।
পুত্ররূপে অবতীর্ণ অত্রির আলয়ে॥
অলর্ক ও প্রহ্লাদেরে সে সময়ে হরি।
আত্মবিদ্যা শিক্ষা দান করে কৃপা করি॥
সপ্তমে আকূতি-গর্ভে যজ্ঞ নাম ধ'রে।
জন্মিলেন ভগবান্ মঙ্গলের তরে॥
যাম আদি দেবগণ এই অবতারে।
জন্মিলেন তাঁর ঘরে পুত্রের আকারে॥
মিলিত হইয়া সেই যজ্ঞপুত্রগণ।
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর করেন পালন॥
অগ্নীধ্র পুত্রের ঘরে মেরুর উদরে।
অষ্টমে শ্রীভগবান্ জন্মলাভ করে॥
ঋষভ নামটি হরি করিয়া ধারণ।
পরমহংস আশ্রম করে প্রদর্শন॥
নবমেতে নারায়ণ পৃথু নাম ধরি।
ধরাধামে অবতীর্ণ হন দয়া করি॥
ঋষিদের প্রার্থনায় হরি সনাতন।
মনোহর রাজদেহ করিলা ধারণ॥
অতঃপর পৃথিবীরে করিয়া দোহন।
লাভ করে নানাবিধ ওষধি রতন॥
চাক্ষুষ নামেতে যবে আসে মন্বন্তর।
নিমজ্জিত হ'ল পৃথ্বী জলের ভিতর॥
দশমে শ্রীভগবান্ মৎস্য রূপ ধরি।
রক্ষিবারে বৈবস্বতে আনে মহী-তরী॥
দেবাসুর যবে করে সমুদ্র মন্থন।
একাদশে ভগবান্ কূর্ম্মরূপী হন॥
সাগর মন্থন কালে কূর্ম্মরূপে এসে।
মন্দার পর্ব্বত হরি রাখে পৃষ্ঠদেশে॥
ধন্বন্তরি রূপ হয় দ্বাদশ তাঁহার।
করিলা সাগর হ'তে অমৃত উদ্ধার॥
ত্রয়োদশে ভগবান্ হরি সনাতন।
সুন্দরী মোহিনী রূপ করিয়া ধারণ॥
দৈত্যগণে মুগ্ধ করি আপন শোভায়।
সুধা পান করা'লেন যত দেবতায়॥

চতুর্দ্দশে নরসিংহ রূপেতে প্রকাশ।
পূরণ করেন হরি প্রহ্লাদের আশ॥
হিরণ্যকশিপু ছিল অসুর প্রধান।
বিষ্ণুদ্বেষী অহঙ্কারী অতি বলবান্॥
মাতুর নির্ম্মাণকারী সহজে যেমন।
এরকা নামক তৃণ করে বিদারণ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে ঊরুতে রাখিয়া।
তেমনি বিদীর্ণ হরি করে নখ দিয়া॥
বলির নিকট হ'তে স্বর্গ পেতে ফিরে।
বামন রূপেতে পঞ্চদশ অবতারে॥
ছলিতে বলিরে তার যজ্ঞেতে গমন।
ত্রিপদে আবৃত করে তিনটি ভুবন॥
ষোড়শে পরশুরাম রূপেতে আবার।
ক্ষত্রিয় নির্ব্বংশ করে একবিংশ বার॥
সপ্তদশ অবতারে হরি সনাতন।
সত্যবতী-গর্ভে জন্ম করেন গ্রহণ॥
ব্যাসদেব রূপে প্রভু পৃথিবী মাঝার।
বেদের বিবিধ শাখা করেন বিস্তার॥
অষ্টাদশে রামচন্দ্র পূর্ণ অবতার।
দশরথ পুত্ররূপে জন্মিলা আবার॥
সাগর বন্ধন আদি করি সম্পাদন।
রাক্ষস রাবণে তিনি করেন নিধন॥
ঊনবিংশ বিংশ অবতারে দয়াময়।
বৃষ্ণিবংশে রামকৃষ্ণ রূপেতে উদয়॥
লাঘব করিতে এই ধরণীর ভার।
কৃষ্ণ বলরাম রূপে আবির্ভাব তাঁর॥
কলিযুগ সমাগত হইবে যখন।
পুনঃ অবতীর্ণ হবে হরি সনাতন॥
সুপবিত্র গয়াধাম পুণ্যময় স্থান।
বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হবে ভগবান্॥
এ যুগের শেষে যবে নৃপতির দল।
দস্যু সম আচরণ করিবে কেবল॥
বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
কল্কিরূপে আসিবেন কল্যাণের তরে॥
সত্ত্বগুণময় হরি সকলের সার।
সীমা সংখ্যাহীন হয় তাঁর অবতার॥
অক্ষয় সরসী হতে নদী অগণন।
যেমন বহিয়া যায় তারা অনুক্ষণ॥
তেমনি পুরুষ হ'তে জন্মে অবতার।
এক ভগবান্ হ'তে উদ্ভব সবার॥
প্রজাপতি দেব ঋষি মনু ও মানব।
একমাত্র ঈশ্বরের অংশ তারা সব॥
কোন কোন অবতার অংশ মাত্র তার।
কলা মাত্র হয় শুধু কোন অবতার॥
কেবল শ্রীকৃষ্ণ মাত্র কর অবধান।
স্বয়ং ঈশ্বর তিনি পূর্ণ ভগবান্॥
জন্ম লয়ে ইন্দ্র-শত্রু যতেক দানব।
যখন সংসারে আসি করে উপদ্রব॥
যুগে যুগে আসি হরি হ'য়ে অবতার।
প্রপীড়িত জীবগণে করেন উদ্ধার॥
যে জন পবিত্রভাবে হ'য়ে একমন।
এই অবতার লীলা করেন কীর্ত্তন॥
দূরে যায় ভবদুঃখ চিরসুখ তার।
উন্মুক্ত সতত তার স্বর্গের দুয়ার॥
মায়ার কল্পনা-বলে জগত-ঈশ্বর।
ধরেন বিবিধ রূপ বিশ্বের ভিতর॥
নাহি তাঁর দেহ তিনি ব্রহ্ম নিরাকার।
সর্ব্বত্রই বিরাজেন গৃহ নাহি তাঁর॥
কি সাধ্য তাঁহারে প্রাণী হেরিবে নয়নে।
মায়ামাত্র তাঁর রূপ প্রকাশ ভুবনে॥
মেঘ হেরি ভাবি মোরা দেখিনু আকাশ।
উড্ডীন ধূলিরে হেরি ভাবি যে বাতাস॥
সেইরূপ জীবগণ ভ্রম বশে স্বীয়।
পরম আত্মারে তারা ভাবে দর্শনীয়॥
মোহবশে বুদ্ধিহীন যত নরগণ।
জীবাত্মায় স্থূল রূপে করয়ে চিন্তন॥
শুধু মাত্র তাই নয় বিমূঢ় মানব।
লিঙ্গ দেহ বলি তারে চিন্তা করে সব॥

অব্যক্ত শরীর উহা নাহিক আকার।
তথাপি তাহারে কেবা করে অস্বীকার॥
সূক্ষ্ম দেহ যদি কভু নাহি যায় মানা।
পুনর্জ্জন্ম কিরূপেতে যাবে তবে জানা॥
নির্গুণ চিন্ময় হরি হন নিরাকার।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে উদয় যাঁহার॥
জ্ঞানচক্ষু বিনা জীব বহু চেষ্টা করি।
নাহি পারে দেখিবারে সূক্ষ্মাতীত হরি॥
যদ্যপি তপস্বিগণ হেন বুঝে মনে।
নিরাকার হরি তবে বলেন কেমনে॥
করিব মীমাংসা তার করিয়া যতন।
স্থিরচিত্ত হ'য়ে সবে ক'রহ শ্রবণ॥
স্থূল অবতার-রূপ সংসারে প্রকাশ।
সূক্ষ্ম রূপ আছে তাঁর নাহিক বিনাশ॥
চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ নাহি কিছু তাঁর।
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে নাহিক আকার॥
অস্তিত্ব তাঁহার বেদে করয়ে প্রমাণ।
সৃষ্টিকর্ত্তা বিনা জীবে কেবা দেয় প্রাণ॥
অজ্ঞান হইবে দূর যবে জ্ঞানবলে।
স্থূল সূক্ষ্ম একমাত্র বুঝিবে সকলে॥
ভক্তিবশে যবে হয় শুদ্ধচিত্ত মন।
দূরে যায় রোগ শোক আদি অগণন॥
তখন পরম তত্ত্ব উদয় অন্তরে।
ভাবে সর্ব্ব ব্রহ্মময় সংসার-ভিতরে॥
যত দিন জীব রহে মায়াতে মোহিত।
তত দিন জ্ঞান নাহি হয় প্রকাশিত॥
কর্ম্মাদির বলে জ্ঞান হইলে উদিত।
উপাধি বিহীন ব্রহ্মে হয় সে বিদিত॥
কর্ম্ম জন্ম নাহি তাঁর ব্রহ্ম সনাতন।
কল্পনাই তাঁর রূপ কহে জ্ঞানিগণ॥
অবিদ্যা সংসর্গে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
কর্ম্ম করে ভগবান্ শুন মুনিগণ॥
যদিও জনম লাভ করে পরমেশ।
তথাপিও জীব হ'তে অনেক বিশেষ॥
সৃজন পালন ধ্বংস করি' অনিবার।
তথাপি নির্লিপ্ত তিনি সদা নির্ব্বিকার॥
তর্ক আলোচনা করি যত মূঢ় জন।
না বুঝিতে পারে তাঁর লীলা—প্রয়োজন॥
নটরাজ শ্রীহরির নাট্য লীলা যত।
কারণ তাহার মন বাক্যের অতীত॥
না বুঝে রহস্যলীলা বুদ্ধি দর্পে নর।
শ্রীহরির নাম রূপ জল্পনে তৎপর॥
বিমূঢ় মানব যত আছে ধরাতলে।
কেমনে মহিমা তার বুঝিবে সকলে॥
যিনি পাদপদ্ম তাঁর করেন ভজনা।
কিছু জানিবারে পারে সেই ভক্ত জনা॥
ধন্য ধন্য ঋষিগণ অতি শুদ্ধমতি।
অবিচল তোমাদের ভক্তি কৃষ্ণ প্রতি॥
নারায়ণে এইরূপ ভক্তি আছে যার।
এ ভব-যন্ত্রণা ভোগ করে না সে আর॥
যেই হরিগুণ-কথা জিজ্ঞাসিলা সবে।
শুক লাগি ব্যাস তাহা প্রকাশিলা ভবে॥
যাবতীয় ইতিহাস পুরাণ রতন।
সকলের সার এতে আছে বিরচন॥
নিখিলের বেদতুল্য স্বস্ত্যয়ন সার।
মঙ্গল-কারণ গ্রন্থ ভুবনে প্রচার॥
ব্যাসদেব এই গ্রন্থ করিয়া রচন।
নিজ পুত্রে শুকদেবে করে অধ্যাপন॥
হরির চরিত-কথা বিস্তারে বর্ণিত।
শুনিলে মোহিত হয় মানবের চিত॥
পরীক্ষিৎ নামে রাজা পাণ্ডুচূড়ামণি।
ঋষিশাপে আয়ুহীন হ'লেন যখনি॥
উপবাসে প্রাণত্যাগ করিবার তরে।
গঙ্গার তীরেতে রাজা আসি বাস করে॥
বিপ্রগণ ঘেরি তারে রহে সর্ব্বক্ষণ।
এমন সময় শুক করে আগমন॥
ধীর শ্রেষ্ঠ শুকদেব তখন রাজারে।
শ্রবণ করান এই শাস্ত্র সবিস্তারে॥

সহসা যেমন হ'ল কলির সঞ্চার।
শ্রীকৃষ্ণ আপন ধামে গেলেন আবার॥
তাঁহার সহিত গেল ধর্ম্ম জ্ঞান সব।
অজ্ঞান আঁধারে ডোবে সকল মানব॥
সেই ঘোর অন্ধকার করিবারে নাশ।
ভাগবত ভাস্করের হইল প্রকাশ॥
শুন শুন মুনিগণ আমার বচন।
তেজোময় শুকদেব আসিয়া যখন॥
ভাগবত সার কথা নৃপ কাছে কহে।
শুনিয়াছিলাম আমি তাঁর অনুগ্রহে॥
কহিব সে ভাগবত শুন দিয়া মন।
শুক-মুখে যথা আমি করেছি শ্রবণ॥
সুবোধ অন্তরে রাখি হরিপদ সার।
রচিল এ ভাগবত সুধার আধার॥
যে পড়িবে যে শুনিবে এই হরিকথা।
ভব-দুঃখ হবে দূর তাহার সর্ব্বথা॥

ইতি শ্রীভগবানের জন্মরহস্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ভাগবতের উৎপত্তি কথন

কুলপতি বেদজ্ঞানী জ্যেষ্ঠ সবাকার।
ছিলেন শৌনক মুনি গুণের আধার॥
সূতের মুখেতে শুনি এ হেন বচন।
কুতূহলে মুনিবর কহেন তখন॥
জানি জানি সূত তুমি বাগ্মীর প্রধান।
এ জগতে কেহ নহে তোমার সমান॥
ভগবান্ শুকদেব কহিলেন যাহা।
আমাদের কাছে আজ কহ প্রভু তাহা॥
কোন্ যুগে কোন্ স্থানে ভাগবত সার।
কেন রচি দ্বৈপায়ন করেন প্রচার॥
কোন্ জন ব্যাসে হেন বুদ্ধি করে দান।
ভুবনের দুঃখ হেতু কাঁদে তার প্রাণ॥
দাও পরিচয় কেবা সেই মহাজন।
ভাগবত সংহিতার করে প্রবর্ত্তন॥
আর প্রশ্ন আছে মম শুন মহামুনি।
শুকদেব সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বত্রই শুনি॥
ব্রহ্মদর্শী নাম তাঁর নাহি ভেদজ্ঞান।
ঈশ্বর বিরহে তাঁর নাহি রহে প্রাণ॥
আবরিত নন তিনি মায়ার মোহনে।
মূঢ় জ্ঞানহীন তাঁরে বলে মূর্খজনে॥
সুন্দর কাহিনী তার ভুবনে প্রকাশ।
রহিয়াছে বলি তার কিঞ্চিৎ আভাষ॥
সন্ন্যাসী হইয়া শুক সংসার বিরাগী।
উলঙ্গ হইয়া চলে তপস্যার লাগি॥
আশ্রম ত্যজিয়া যবে চলিলেন বনে।
পথ মাঝে সরোবর পড়িল নয়নে॥
সেই সরোবর মাঝে অপ্সরার দল।
নগ্ন হয়ে জলক্রীড়া করে অবিরল॥
নগ্ন শুকদেবে তারা হেরিল যখন।
কিছুমাত্র লজ্জা বোধ না করে তখন॥
পরে যবে ব্যাসদেব পুত্রের কারণে।
আসিলেন সেই স্থানে শুক অন্বেষণে॥
সহসা ব্যাসেরে হেরি যতেক রমণী।
লজ্জায় পরিল বস্ত্র সকলে তখনি॥
এহেন ঘটনা ঋষি দেখিয়া নয়নে।
জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে সুর-নারীগণে॥

তোমাদের আচরণ রূপবতীগণ।
হেরিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হয় মোর মন॥
নগ্ন শুকদেব যবে এই পথে যায়।
দেখিয়া তাহারে লজ্জা নাহি হ'ল তায়॥
বৃদ্ধ আমি দেহ মোর বসনে আবৃত।
আমারে দেখিয়া কেন হইলে লজ্জিত॥
শুনিয়া রমণী সবে ব্যাসের ভারতী।
কহে হাসি মৃদুস্বরে শুন মহামতি॥
আপনি আশ্রমী হন শুক তাহা নয়।
সে কারণে শুকে দেখি লজ্জা নাহি হয়॥
আশ্রমীর নারী-নরে আছে ভেদজ্ঞান।
অনাশ্রমী লোক-চক্ষে সকলি সমান॥
পিতাপেক্ষা জ্ঞানী শুক ভকতি ঈশ্বরে।
উন্মত্ত জড়ের ন্যায় সদা বাস করে॥
এ হেন মহর্ষি শুক বল কি কারণ।
কুরুদেশে হস্তিনায় উপস্থিত হন॥
নাহিক কখন যাঁর নগরে গমন।
কেমনে জানিল তাঁরে যত জনগণ॥
কেমনে বা সেই ঋষি পরীক্ষিৎ পাশ।
আপনার মনোভাব করেন প্রকাশ॥
কি প্রসঙ্গ তথা বল হৈল উপস্থিত।
ভাগবত-কথা যাহে হয় প্রচারিত॥
শুনিয়াছি লোকমুখে শুন মহাজন।
শুকের যদ্যপি কভু হয় আগমন॥
গৃহস্থের গৃহে তিনি রন ততক্ষণ।
যতক্ষণ হয় এক গাভীর দোহন॥
ভাগবত-কথা শুনি জলধি সমান।
কেমনে কহিলা তাহা সেই মতিমান্॥
ধন্য সেই পরীক্ষিৎ অভিমন্যু-সুত।
কহ তাঁর জন্মকথা অতীব অদ্ভুত॥
পাণ্ডুবংশ অবতংস সেই নরপতি।
রাজ্য ত্যজি গঙ্গাতটে কেন বা বসতি॥
ভোগ ত্যজি অনশনে রাজা কি কারণ।
ছাড়িয়া সংসার-মায়া ত্যজেন জীবন॥
শাসনের গুণে শত্রু রহে অবনত।
সদাচারে হয় সবে সন্তুষ্ট সতত॥
অতুল সাম্রাজ্য যাঁর তরুণ যৌবন।
ত্যজিলেন অবহেলে বল কি কারণ॥
না শুনি এ হেন বাণী কখন ভুবনে।
কোন্ রাজা প্রাণ ত্যজে ছাড়ি রাজ্যধনে॥
অচলা ভকতি যাঁর ভগবান্ প্রতি।
অমঙ্গল তাঁর কিসে কহ মহামতি॥
ভগবান্ সদা সেবে যাহার জীবন।
সে জন সতত রহে মঙ্গল কারণ॥
নাহি হেন প্রথা কভু ত্যজিয়া জীবন।
পরের মঙ্গল তরে করয়ে সাধন॥
তবে কেন পরীক্ষিৎ হয়ে ভক্তিমান্।
সংসার বাসনা ছাড়ি ত্যজিলেন প্রাণ॥
অসংখ্য লোকের যিনি আশ্রয়ের স্থল।
কি কারণে ত্যাগ করে এই ধরাতল॥
শুনিবারে অভিলাষ মনে জাগিয়াছে।
সেই কথা কহ প্রভু আমাদের কাছে॥
বেদ ভিন্ন অন্য আর যত শাস্ত্র রয়।
দর্শন করেছ তুমি সেই সমুদয়॥
শৌনকের মুখে শুনি এ হেন বচন।
ধীরে ধীরে সূত মুনি কহিলা তখন॥
শুন শুন মুনিগণ কহি অতঃপর।
ব্যাসের জনম কথা অতি মনোহর॥
দুই যুগ গত হ'লে তৃতীয় দ্বাপরে।
মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব জন্ম লাভ করে॥
বসুর নন্দিনী ছিল সত্যবতী নামে।
তার তুল্য কেহ নাহি ছিল ধরাধামে॥
পরাশর সহ তার হয় পরিণয়।
তাহাদের পুত্ররূপে ব্যাস জন্ম লয়॥
একদা প্রভাত কালে ব্যাস ভগবান্।
সরস্বতী নদী জলে সমাপিয়া স্নান॥
আহ্নিকাদি শেষ করি অতি শুদ্ধ মনে।
বদরিকাশ্রমে বসি ছিলেন নির্জ্জনে॥

ধরণীর যেই দশা ছিল সে সময় ।
সহসা তাঁহার মনে প্রতিভাত হয় ॥
দিব্য জ্ঞানে দেখে ঋষি অতি বেগবলে ।
বিবর্ত্তন হইতেছে এই ভূমণ্ডলে ॥
কালের দুর্জ্জেয় বেগে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
ভিন্ন ভিন্ন যুগধর্ম্ম মিশে পরস্পরে ॥
সে কারণে দেহশক্তি পাইতেছে হ্রাস ।
ঈশ্বরের প্রতি নাই তেমন বিশ্বাস ॥
পাইয়াছে ধৈর্য্য লোপ বুদ্ধি ক্ষীণ অতি ।
পরমায়ু অল্প দেহে নাহিক শকতি ॥
এই চিন্তা করি ব্যাস হইলা পাগল ।
প্রাণীর মঙ্গল হেতু ভাবেন কেবল ॥
কি করিলে জগতের হইবে কল্যাণ ।
চিন্তায় বিভোর হন ব্যাস ভগবান্ ॥
ভাবিতে ভাবিতে তিনি করিলেন স্থির ।
চিত্ত শুদ্ধি করিবেন সকল প্রাণীর ॥
এক বেদ চারি অংশে করি প্রণয়ন ।
অল্পবুদ্ধি মানবের হিতের কারণ ॥
সাম ঋক্ যজু আর অথর্ব্ব রচন ।
অলৌকিক শক্তি ঋষি করেন বর্ণন ॥
চারিভাগে বেদ ঋষি করিয়া উদ্ধার ।
পুরাণ পঞ্চম বেদ করেন প্রচার ॥
ঋগ্বেদ শিখিলেন পৈল নামে মুনি ।
সাম বেদ শিক্ষা করে তপস্বী জৈমিনি ॥
যজুর্ব্বেদ শিখিলেন শ্রীবৈশম্পায়ন ।
সুমন্ত অথর্ব্ব বেদ করে অধ্যয়ন ॥
এইরূপে পাঠ করি বেদ সমুদয় ।
চারি মুনি চারি বেদে পারদর্শী হয় ॥
শ্রীলোমহর্ষণ মোর পিতৃদেব পরে ।
ইতিহাস পুরাণেতে শিক্ষালাভ করে ॥
নিজ বেদ নানা ভাগে করিয়া বিস্তার ।
ঋষিরা আপন শিষ্যে শিখান আবার ॥
সে সকল শিষ্যগণ বেদ ও পুরাণ ।
আপন আপন শিষ্যে শিক্ষা করে দান ॥
এইরূপে এক বেদ অশেষ শাখায় ।
কালক্রমে ধরাধামে ভাগ হয়ে যায় ॥
এক্ষণে এ পৃথিবীতে বিমূঢ় মানব ।
সে সকল বেদশাখা পাঠ করে সব ॥
দীনবন্ধু ভগবান্ ব্যাস মহাভাগ ।
এ কারণে করেছেন বেদের বিভাগ ॥
নিন্দিত ব্রাহ্মণ শূদ্র রমণী জনার ।
বেদকথা শুনিবারে নাহি অধিকার ॥
এই বিবেচনা করি ব্যাস সনাতন ।
মহাভারতের সৃষ্টি করেন তখন ॥
এত শাস্ত্র রচি ঋষি কাতর অন্তর ।
মনে নাহি তৃপ্তি পান সংসার ভিতর ॥
সরস্বতী তীরে বসি চিন্তিত অন্তরে ।
ভাবেন আপন মনে সংসারের তরে ॥
ভাবিয়া কহেন ঋষি আপনার মনে ।
ব্রতধারী হইলাম বেদের কারণে ॥
পূজিনু অগ্নিরে ইষ্টে ভরিয়া জীবন ।
ভারতে করিনু যত বেদার্থ কীর্ত্তন ॥
অধম রমণীগণ আর শূদ্রজন ।
ভারত শুনিলে পাবে ধর্ম্ম আস্বাদন ॥
কিন্তু তবু হায় অতি দুঃখের বিষয় ।
যদিও জীবাত্মা ব্রহ্মে পরিপূর্ণ রয় ॥
তথাপি সত্যের কোন না পাই আভাস ।
জীবাত্মা অসত্য সম পাইছে প্রকাশ ॥
ভারত লিখিনু যবে করিয়া যতন ।
ভাগবত ধর্ম্ম বুঝি করিনি কীর্ত্তন ॥
হায় বুঝি করিয়াছি এই মহাদোষ ।
পরমহংসের দলে না হ'ল সন্তোষ ॥
এ কারণে মনে বুঝি তৃপ্তি নাহি পাই ।
দিবারাত্র মনে মোর শান্তি কিছু নাই ॥
সরস্বতী তীরে বসি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ।
এইরূপে মহা দুঃখ করেন যখন ॥
দেবের পূজিত ঋষি নারদ প্রবর ।
সহসা তাঁহার কাছে আসিলা সত্বর ॥

নারদে দেখিয়া ব্যাস প্রফুল্লিত মন।
যথোচিত পূজা করি দিলেন আসন॥
সুবোধ রচিল গীত হরিগুণ সার।
শুনহ সংসারবাসী অমৃত-আধার॥

ইতি ভাগবতের উৎপত্তি কথন।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাস-নারদ সংবাদ

সম্বোধিয়া ঋষিগণে কহে সূতবর।
নারদাগমন কথা অতি মনোহর॥
অনন্তর মহাঋষি নারদ তখন।
জিজ্ঞাসে ব্যাসেরে করি আসন গ্রহণ॥
বল ওহে ঋষিবর তোমার কুশল।
কি হেতু তোমার মন দেখি যে চঞ্চল॥
কহ কহ মহাভাগ ব্যাস তপোধন।
কুশলে আছে ত তব দেহ আর মন॥
ধর্ম্মাদি বিবিধ কথা সকলি বিদিত।
সকলের অনুষ্ঠান তোমার জানিত॥
সর্ব্ববেদ তত্ত্বলাভ হয়েছে তোমার।
নচেৎ করিলে কিসে ভারত প্রচার॥
নিখিল ধর্ম্মের কথা ভারতে ভূষিত।
পাঠমাত্রে মুগ্ধ হয় জ্ঞানিজন-চিত॥
ব্রহ্মের মীমাংসা তুমি নিজ বুদ্ধিবলে।
করিয়াছ ধরাতলে অতি কুতূহলে॥
জানিয়াছ মহাব্রহ্ম আপন কৌশলে।
বিতরিলে সেই জ্ঞান মীমাংসার ছলে॥
কেন তবে তপোধন তুমি বিষাদিত।
শোকে কেন তব চিত্ত হয় আচ্ছাদিত॥
নারদের মুখে শুনি এ হেন বচন।
মহামুনি ব্যাসদেব কহিলা তখন॥
যতেক কহিলা ঋষি সত্য সে সকল।
কোনমতে মম প্রাণ নহে সুশীতল॥
আছিল যতেক সাধ্য ক'রেছি সাধন।
কেন অসন্তুষ্ট মন না বুঝি কারণ॥
ব্রহ্মার শরীর হ'তে তোমার উদ্ভব।
জ্ঞানবলে অন্তর্য্যামী জ্ঞাত আছ সব॥
বুদ্ধি নাহি আছে কিছু আমার অন্তরে।
কেন মুগ্ধ মম মন কহ দয়া ক'রে॥
যতেক গোপন কথা জগৎ মাঝার।
কিছুই অজ্ঞাত দেব নাহি আপনার॥
কার্য্য আর কারণের নিয়ন্তা যে জন।
যেই জন করে বিশ্ব সৃজন পালন॥
যে পুরুষ এ বিশ্বের করিবে সংহার।
তার আরাধনা তুমি কর অনিবার॥
সূর্য্য সম ত্রিভুবন করি পর্য্যটন।
সর্ব্ব বস্তু তুমি সদা করিছ দর্শন॥
যোগবলে বায়ু সম গতি অবিরাম।
সবার অন্তরে তুমি যাও গুণধাম্॥
কি বুদ্ধি ধরায় আছে তোমার অজ্ঞাত।
অন্তর্য্যামী নামে তুমি ভুবনে বিখ্যাত॥
জানিতে নিতান্ত আশা অন্তরে আমার।
কহ ঋষি দয়া করি জীবনের সার॥
যোগে জানিয়াছি ব্রহ্মে বেদ অধ্যয়নে।
তথাপি অন্তর তুষ্ট নহে কি কারণে॥
আমার নিকট প্রভু কহ দয়া করি।
কিরূপে এ ঘোর দুঃখ আমি পরিহরি॥

শুনিয়া ব্যাসের কথা নারদ সুজন।
কহিলেন অতঃপর হয়ে হৃষ্টমন ॥
রচিলে বিস্তর গ্রন্থ ভুবন মাঝারে।
না লিখিলে হরিকথা তুমি সবিস্তারে ॥
নির্ম্মল হরির যশঃ করনি কীর্ত্তন।
সেই হেতু বিচলিত এত তব মন ॥
ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কথা ভারতে বিস্তর।
করিয়াছ প্রদর্শন খুলিয়া অন্তর ॥
তাহে বাসুদেব-কীর্ত্তি করনি প্রকাশ।
সেহেতু অতৃপ্ত তব মানসের আশ ॥
কি ফল মধুর পদ করিয়া রচন।
যাহে হরিযশোগীত না হয় কীর্ত্তন ॥
মনোরম পদমাত্র কামীর কারণ।
নাহি মুগ্ধ হয় কভু তাহে জ্ঞানিজন ॥
রাজহংস চরে যথা মানস সরসে।
তেমতি পরমহংস মত্ত সত্ত্ব-রসে ॥
নির্ম্মল ব্রহ্মের যশঃ তাঁদের অন্তরে।
উদিলে যতনে তাঁরা আনন্দে বিহরে ॥
যে গ্রন্থের প্রতি পদে হরির কীর্ত্তন।
সেই গ্রন্থ পাঠে হয় পাপ বিনাশন॥
সাধুজন সেই গ্রন্থ পঠন সময়ে।
সতত উচ্চারে হরি আপন হৃদয়ে ॥
আর কি বলিব ব্যাস শুন দিয়া মন।
অভেদাত্মা ব্রহ্মজ্ঞান হয় সুশোভন ॥
হরিনাম যাহে কভু না হয় শোভন।
বৃথা সেই ব্রহ্মজ্ঞান বৃথাই সাধন ॥
কাম্য বা অকাম্য কর্ম্ম আশা করি ফল।
ঈশ্বরে না সমর্পিলে সকলি বিফল ॥
সেই হেতু ব্যাস শুন আমার বচন।
সেই ব্রহ্মে একমনে করহ স্মরণ ॥
অতুল তোমার বুদ্ধি বিখ্যাত সংসারে।
বিধির নির্ম্মল যশে ভাসাও ধরারে ॥
সত্ত্বগুণে তব নিষ্ঠা আছে বিলক্ষণ।
ব্রত অনুষ্ঠানে রত সদা তব মন ॥
ঘুচাতে নরের এই সংসার বন্ধন।
বিরচ কেশব-কথা করিয়া যতন ॥
নাহিক উপায় আর মনেতে তুষিতে।
বর্ণনীয় রূপ নাম ঘুচাও মহীতে ॥
বারিধি মাঝারে যথা পবনের বলে।
সতত ঘুরিয়া তরী নানা পথে চলে ॥
ঈশ্বরের রূপ সাধি তথা তব মন।
হইয়াছে সচঞ্চল নৌকার মতন ॥
কাম্যকর্ম্ম উপদেশ রচিলা ভারতে।
অন্যায় হইল তাহা জ্ঞানিজন মতে ॥
ভারতেরে শ্রেষ্ঠ বলি ভাবে কামিজন।
তত্ত্বজ্ঞানী কিন্তু তাহা না ভাবে কখন ॥
কামনীয় কর্ম্মমধ্যে সকলি নিন্দিত।
এ কারণ হরিগুণ বর্ণন বিহিত ॥
তত্ত্ব জানি জনগণ পাইলে নিস্তার।
বুঝিতে পারয়ে হরি অভেদ আকার ॥
সকলের তুল্য বুদ্ধি সংসারে না হয়।
কেমনে ভজিয়া হরি নাশিবে সংশয় ॥
সে কারণ বলি তোমা শুন তপোধন।
শ্রীহরির লীলা সবে করাও দর্শন ॥
নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করি যদি কোন জন।
হরি আরাধনা করি ত্যজে এ জীবন॥
অমঙ্গল তবু তার কভু নাহি হয়।
স্বধর্ম্ম বিচ্যুতি-লাগি দোষ নাহি রয় ॥
হরিপদে ভক্তি নাহি করে যেই জন।
কেমনে করিবে সেই স্বধর্ম্ম পালন ॥
কভু নাহি হয় তার উদ্দেশ্য সফল।
পদে পদে বাধা তার জানি অবিরল ॥
নানা লোক ভ্রমি জীব না পায় যাহারে।
বিবেকী ব্যক্তিরা সদা চাহে যে তাহারে ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত যত কর্ম্মফলচয়।
কালবশে একে একে উপনীত হয় ॥
ভগবদ্‌-ভক্তজন যদি কর্ম্মফলে।
নিকৃষ্ট যোনিতে আসি জন্মে ধরাতলে ॥

কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সম নাহি ভয় তার।
সংসারে প্রবেশ কভু করে না সে আর॥
বুঝিলে হরির মর্ম্ম মহাপাপিগণ।
আপন করম-ফল হয় বিস্মরণ॥
সমদর্শী শোকদুঃখ কভু নাহি পায়।
দেহপ্রাণ মন তার সুখে ভাসি যায়॥
ঈশ্বর হইতে বিশ্ব নহে তো অন্তর।
আপনি ঈশ্বর হন সংসার ভিতর॥
ঈশ্বর করেন নিজে বিশ্বের সৃজন।
তিনিই করেন শেষে সৃষ্টি বিনাশন॥
এ সকল কথা মুনি জান তুমি বেশ।
তথাপি সামান্য মাত্র দিনু উপদেশ॥
হরি অংশে জন্ম তব জানি হে তোমায়।
জগতের হিত তরে আসিলে ধরায়॥
উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি শুদ্ধ তব মন।
শ্রীহরি চরিত-কথা করহ বর্ণন॥
যে জন বিবেকী হয় শুন গুণধাম।
শ্রীহরির গুণগাথা গাহে অবিরাম॥
বেদপাঠে যজ্ঞে দানে হয় যেই ফল।
শ্রীহরির গুণগানে হয় সে সকল॥
অন্য আর কি কহিব শুন তপোধন।
আমার জনম কথা করিব কীর্ত্তন॥
সুবোধ রচিল গীতে ভাগবত সার।
ব্যাস-নারদ-কথন হৈল যে প্রকার॥

ইতি ব্যাস-নারদ সংবাদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদের জন্ম-কথন

শৌনকাদি ঋষিগণে কহে সূতবর।
নারদের জন্মকথা শুন অতঃপর॥
ব্যাসদেবে সম্বোধিয়া নারদ তখন।
কহিতে লাগিলা কথা জন্ম-বিবরণ॥
বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের ছিল এক দাসী।
তাহার গর্ভেতে আমি জন্মিলাম আসি॥
মাতা মম দাসী ছিল আমি দাসী-সুত।
শুন শুন সে কাহিনী অতীব অদ্ভুত॥
বর্ষাকালে একদিন ঋষি সমুদয়।
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত লাগি সমবেত হয়॥
সে সময়ে মুনিগণ এই ব্রত তরে।
একত্রে রহেন সবে বহুদিন ধ'রে॥
ব্রতের সাহায্য হেতু জননী আমায়।
নিয়োজিত করিলেন মুনির সেবায়॥
যদিও বালক আমি, ছিল বুদ্ধিবল।
চঞ্চলতা লোভ ক্রীড়া ত্যজিনু সকল॥
পালিতাম সাধু-আজ্ঞা সদা একমনে।
না হ'ত অধিক কথা তাঁহাদের সনে॥
হেরিয়া স্বভাব মোর জ্ঞানী ঋষিগণ।
ভালবাসি করিতেন দয়া বিতরণ॥
একদা উচ্ছিষ্ট রাখি সেই মুনিগণ।
কহিলেন আমারে তা করিতে ভোজন॥
তাঁহাদের আজ্ঞামতে করিনু ভোজন।
আছিল যতেক পাপ হ'ল নিবারণ॥
সেই দিন হ'তে পাপ হ'ল সব দূর।
ধর্ম্মে অভিরুচি মোর জন্মিল প্রচুর॥
ঋষিগণ হরিগুণ করিতেন গান।
শুনিয়া হ'তাম মুগ্ধ জুড়াতাম প্রাণ॥

শ্রবণে হইল হৃদে শ্রদ্ধার উদয়।
শ্রদ্ধাবশে নারায়ণে প্রীতি উপজয়॥
নারায়ণে অনুরাগ জন্মিল আমার।
বুঝিলাম ব্রহ্মময় জগৎ সংসার॥
আমিই প্রপঞ্চাতীত হ'ল এই জ্ঞান।
আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম আমি ভগবান্॥
অবিদ্যার বশে সদা করিতেছি ভুল।
আপনারে ভাবি সদা দেহধারী স্থূল॥
বরষা শরতে সেই মহামুনিগণ।
করিতেন হরি-যশ গীত সংকীর্ত্তন॥
গীতে মোর হৃদিমাঝে ভকতি জন্মিল।
রজঃ তমঃ গুণ তাহে বিনষ্ট হইল॥
পাপশূন্য হ'য়ে আমি বিনয়ের সনে।
দিবারাত্র সেবা করি সেই মুনিগণে॥
বর্ষাকাল গত হ'লে মুনি সমুদয়।
দূর দেশে যাবে ব'লে সমুদ্যত হয়॥
যাইবার কালে তারা স্নেহ সহকারে।
গোপনীয় জ্ঞান দান করেন আমারে॥
আপনি অচ্যুত এই জ্ঞান দান করে।
সেই জ্ঞানে কৃষ্ণমায়া জানিনু অন্তরে॥
ভগবান্ বুঝিবারে পারে যেই জন।
ভগবান্ প্রাপ্ত হয় শাস্ত্রের কথন॥
আধ্যাত্মিক ভৌতিক ও দৈবিক তাপন।
ঈশ্বরে সঁপিলে নাহি থাকে কদাচন॥
যেই দ্রব্য হ'তে রোগ হয় উৎপাদন।
সে দ্রব্য সেবনে শান্তি নহে কদাচন॥
কিন্তু যদি সেই দ্রব্য ঔষধে মিশাই।
অবিলম্বে তাহা হ'তে উপকার পাই॥
এইরূপ কর্ম্মে হয় সংসার বন্ধন।
কিন্তু নারায়ণে যদি করি সমর্পণ॥
এ ভুবনে তবে কভু ভয় নাহি আর।
অবশ্যই আত্মা তবে হইবে উদ্ধার॥
যদি বল কোন্ কর্ম্ম সঁপিব ঈশ্বরে।
নিরাকার সে ঈশ্বর সঁপি বা কি ক'রে॥
জ্ঞান আর ভক্তি মাত্র ঈশ্বর কারণ।
আছে মাত্র দুই কর্ম্ম ব্যাপিয়া ভুবন॥
সেই কর্ম্ম সাধুজনে করি আচরণ।
বাসুদেবে করে সবে কর্ম্মেতে স্মরণ॥
যদি বল কেমনেতে করিব পূজন।
কিবা মন্ত্র কিবা নাম ধরে সেইজন॥
আছয়ে তাঁহার মন্ত্র শাস্ত্রে নিরূপণ।
শুন মহামুনি ব্যাস হ'য়ে একমন॥
"প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধরূপী" বাসুদেব তুমি।
সঙ্কর্ষণ-রূপে আছ ব্যাপি কর্ম্মভূমি॥
কল্পনা করিয়া রূপ করি নমস্কার।
মায়া-মগ্ন আছি আমি করহ উদ্ধার॥
এই মাত্র মূর্ত্তি ভাবি যে করে সাধন।
যথার্থই সেই জ্ঞানী শুন তপোধন॥
এই রূপ কার্য্য আমি করি অনুষ্ঠান।
জ্ঞানের ঐশ্বর্য মোরে হরি করে দান॥
সন্তুষ্ট হইয়া তিনি মম হৃদিস্থলে।
ভক্তি প্রীতি রূপ ধন দিলেন কৌশলে॥
হরিভক্তি প্রীতি বিনা কি ধন জগতে।
উদ্ধার করিতে পারে এ সংসার হ'তে॥
শুন ব্যাস কর মন হরিনামে স্থির।
হেরিবে হরিরে তুমি অন্তর বাহির॥
শ্রীহরির মহাযশঃ করহ কীর্ত্তন।
ঘুচিবে সংসার-মায়া তুষ্ট হবে মন॥
জ্ঞানিগণ করে ইচ্ছা হরিরে জানিতে।
গাও হরিনাম ব্যাস অবহিত চিতে॥

সুবোধ রচিল গীত হরি আশা করি।
ত্যজিয়া অনিত্য মায়া বল হরি হরি॥

ইতি নারদের জন্ম-কথন।

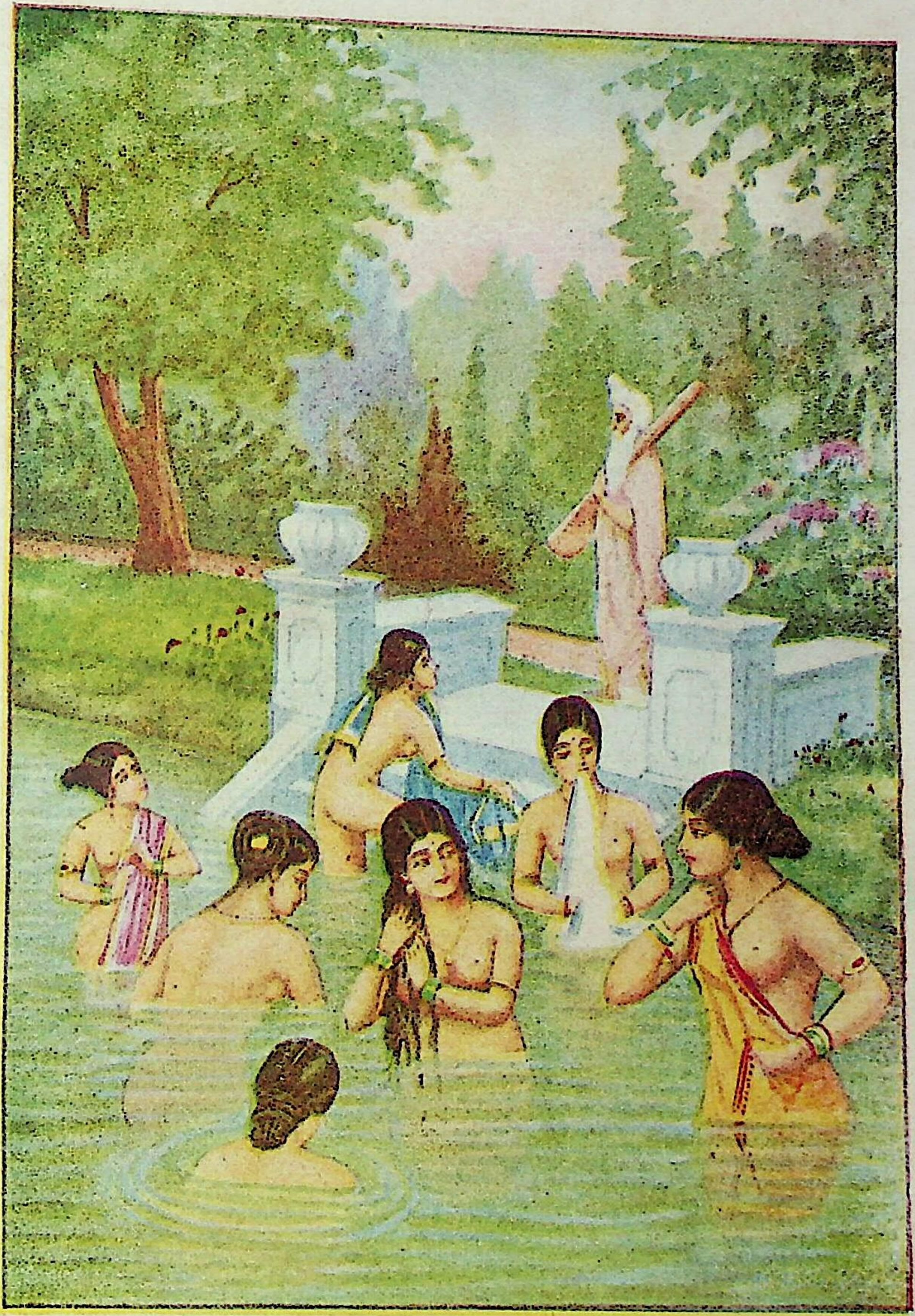

সহসা ব্যাসেরে হেরি যতেক রমণী।
লজ্জায় পরিল বস্ত্র সকলে তখনি।

পৃষ্ঠা—৪২

সপ্তম অধ্যায়

ব্যাসের নিকটে নারদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা কথন

সূত বলে শুন শুন ব্রাহ্মণপ্রধান।
নারদের জন্ম-জ্ঞান বিচিত্র মহান॥
অজ্ঞান অবুঝ যেবা দাসীর তনয়।
সাধু সেবি ব্রহ্মজ্ঞান মনেতে উদয়॥
এই অপরূপ কথা ভাবে যেই জনে।
নিত্য নারায়ণ তার বিরাজিত মনে॥
নারদের কথা শুনি ব্যাস তপোধন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে হয়ে স্থিরমন॥
কহ ঋষি কৃপা করি তব বিবরণ।
প্রচার হইল যথা কীর্ত্তি নারায়ণ॥
চাতুর্ম্মাস্য করি ঋষি গেলা দূরদেশে।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি বল অবশেষে॥
শৈশব হইলে গত আসিলে যৌবন।
বল ঋষি কোনমতে কর আচরণ॥
আয়ু ফুরাইলে ঋষি কেমন করিয়া।
ত্যজিলে আপন দেহ শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া॥
দেহনাশে স্মৃতিধ্বংস কালের ধরম।
কেমনে জানিলে তুমি পূর্ব্বের করম॥
মহাপরাক্রান্ত কাল দেহের সহিত।
স্মৃতিরে হরিয়া লয় শাস্ত্রের বিহিত॥
কোন ক্ষমতায় ঋষি হেরিয়া তোমারে।
পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি তব রাখিল সংসারে॥
দেবর্ষি নারদ আজি জিজ্ঞাসি তোমায়।
সেই কথা শুনিবারে মম মন চায়॥
নারদ কহেন শুনি ব্যাসের বচন।
শুন তবে ব্যাসদেব আমার কথন॥
বিপ্রগণ চলি যবে গেলা দূরদেশে।
শুন সেই বাল্যকালে কি করিনু শেষে॥
একমাত্র পুত্র আমি ছিলাম মাতার।
তিনি ভিন্ন অন্য গতি ছিল না আমার॥
একে ত সবার চেয়ে অক্ষম রমণী।
তাতে দাসীবৃত্তি করে আমার জননী॥
সদাই চিন্তিত মাতা মোর হিত তরে।
কুশল হইবে কিসে ভাবনা অন্তরে॥
পরাধীনা মাতা মোর না ছিল শকতি।
তথাপি প্রচুর যত্ন ছিল মোর প্রতি॥
কাষ্ঠের নির্ম্মিত যত পুত্তলিকা প্রায়।
পরাধীনা মানবের শক্তি নাহি হায়॥
মোর প্রতি স্নেহ প্রীতি ছিল তার চিতে।
পরাধীন বলি কিছু না পারে করিতে॥
বয়স পঞ্চম মোর নাহি দিক্ জ্ঞান।
হরিগুণে সেইক্ষণে মজিয়াছে প্রাণ॥
শৈশবে আমার হ'ল জ্ঞানের উদয়।
ত্যজিলাম মায়ামোহ সংসার সংশয়॥
জননীর স্নেহ হ'তে কবে পাব ত্রাণ।
এই চিন্তা করি সদা আকুলিত প্রাণ॥
এইরূপে কিছুকাল হইল বিগত।
শৈশব বিগতে মোর যৌবন আগত॥
একদিন নিশাকালে গোদোহন তরে।
গৃহ হ'তে মা আমার চলিলা বাহিরে॥
কালসম সর্প এক করি আগমন।
দুঃখিনী মাতারে মোর করিল দংশন॥
মরিল জননী মোর সর্পের দংশনে।
কিছু দুঃখ নাহি হ'ল আমার পরাণে॥
মনে মনে ভাবিলাম বুঝি ভগবান্।
এই ছলে মোরে আজি মুক্তি করে দান॥

হারায়ে জননী-স্নেহ হরি আরাধনে।
সতত থাকিব আমি স্বাধীন জীবনে ॥
মাতা যবে পরলোকে করিলা গমন।
ত্যাগ করিলাম আমি বিপ্র-নিকেতন ॥
কোথা যাব কি করিব না ভাবিয়া মনে।
উত্তরে করিনু যাত্রা তপস্যা কারণে ॥
যাইতে যাইতে পথে করিনু দর্শন।
জনপদ গ্রাম গোষ্ঠ কত অগণন ॥
স্বর্ণ আর রজতের হেরিনু আকর।
গিরিপ্রান্তে শোভে কত কৃষক-নগর ॥
ধাতু রাগে সুরঞ্জিত শোভিছে পাহাড়।
বায়ু বেগে দোলে বৃক্ষ শিখরে তাহার ॥
নির্ম্মল সরসী কত কমলে ভূষিত।
জলদেবী করে খেলা হ'য়ে হরষিত ॥
বিহঙ্গ গাহিছে গান অতি মনোহর।
চারিধারে উড়িতেছে চপল ভ্রমর ॥
এই দৃশ্য অতিক্রম করি অতঃপর।
হেরিলাম বন এক অতি ভয়ঙ্কর ॥
চতুর্দ্দিকে আচ্ছাদিত নল বেণু শর।
পথ নাই যাইব যে তাহার ভিতর ॥
ব্যাঘ্র আর সর্প আদি হিংস্র জন্তুগণ।
সেই অরণ্যের মাঝে করে বিচরণ ॥
অবশেষে অতি কষ্টে বহু চেষ্টা ক'রে।
প্রবেশ করিনু সেই অরণ্য ভিতরে ॥
বহিছে তাহার মাঝে মৃদু স্রোতস্বতী।
হেরিয়া জুড়াল প্রাণ স্থির হ'ল মতি ॥
শ্রান্ত হ'য়েছিনু আমি করি পর্য্যটন।
ক্ষুধা পিপাসায় ছিল কাতর জীবন ॥
স্নান করিলাম তাহে শান্তির কারণ।
অশ্বত্থের মূলে আমি বসিনু তখন ॥
হেরি প্রকৃতির শোভা মানস রঞ্জন।
প্রফুল্লিত হ'ল তাহে আমার জীবন ॥
তখন ভাবিনু মনে ঋষি-উপদেশ।
আত্মরূপে হৃদে বাস করে পরমেশ ॥
হেরিনু কানন মাঝে নাহিক মানব।
চারিধার ধীর স্থির সকল নীরব ॥
নির্জ্জন নীরব স্থান পাইয়া কাননে।
তখনি বিভুর পদ ভাবিলাম মনে ॥
শ্রীহরির পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
অশ্রুতে পূরিল মোর উভয় নয়ন ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হরি নারায়ণ।
সহসা অন্তরে মোর আবির্ভূত হন ॥
প্রেমের উচ্ছ্বাস ভরে হইনু অস্থির।
হরষেতে রোমাঞ্চিত হইল শরীর ॥
তখন হইল দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার।
ভাবিনু ঈশ্বর ভিন্ন নহে জীব আর ॥
পরম আনন্দে আমি ভাবিলাম তাই।
আমি আর আত্মা মাঝে ভেদ কিছু নাই ॥
তখন হইলা হরি ত্বরা তিরোহিত।
হারাইয়া হরিরূপ ব্যাকুলিত চিত ॥
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আমি করি গাত্রোত্থান।
কোথায় গেলেন হরি না পাই সন্ধান ॥
পুনর্ব্বার সেই মূর্ত্তি করিতে দর্শন।
নানা চেষ্টা করিলাম আমি বহুক্ষণ ॥
থাকিতে দুইটি চক্ষু পীড়িতের প্রায়।
সেই মনোহর মূর্ত্তি না দেখিনু হায় ॥
আমার এ দশা হেরি হরি ভগবান্।
অলক্ষ্যে থাকিয়া করে সান্ত্বনা প্রদান ॥
শুন শুন হে অনঘ এ জনমে আর।
পাইবে না কভু তুমি দর্শন আমার ॥
যে অসিদ্ধ যোগিগণ কাম পরায়ণ।
না পারে তাহারা মোরে করিতে দর্শন ॥
তব অনুরাগ বৃদ্ধি হবে মোর প্রতি।
একবার দেখা তাই দিলাম সম্প্রতি ॥
মোর প্রতি অনুরক্ত সাধু যারা হয়।
ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করে কাম সমুদয় ॥
সাধু-সেবা করি তুমি ল'ভিয়াছ জ্ঞান।
সেই হেতু আমা প্রতি মগ্ন তব প্রাণ ॥

এ জন্ম ত্যজহ তুমি মম আশা করি।
পর জন্মে নিজ হ'তে পাবে তুমি হরি॥
মোর প্রতি মতি যার সদা স্থির রয়।
সেই ভক্তজন মোর পার্শ্বচর হয়॥
যেই জন নিত্য মোরে করিবে স্মরণ।
তার স্মৃতি লোপ নাহি হবে কদাচন॥
সৃষ্টিনাশ কালে যবে আসিবে প্রলয়॥
তার স্মৃতি তথাপিও নষ্ট নাহি হয়॥
এই মহামূল্য কথা বলি কৃপা করি।
বিরত হইলা তবে অশরীরী হরি॥
সেই হ'তে করি আমি লজ্জা পরিহার।
হরিগুণ গেয়ে দেশ ভ্রমি অনিবার॥
এইরূপে কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে।
আমারে গ্রাসিতে কাল আসিল ত্বরিতে॥
পূর্ব্ব অঙ্গীকার মত আমি অতঃপর।
পাইলাম পার্শ্বচর যোগ্য কলেবর॥
লভিলাম সুদুর্লভ শ্রীহরির স্নেহ।
ত্যাগ করিলাম আমি ভুতময় দেহ॥
সংহার করিয়া বিশ্ব সাগর মাঝার।
যবে হরি করিলেন শয়ন আবার॥
তাঁহার শরীর মাঝে নিশ্বাসের বলে।
প্রবেশ করিনু আমি অতীব কৌশলে॥
হইলে হাজার যুগ অতীত এ ভবে।
নিদ্রা পরিহরি হরি উঠিলেন তবে॥
নূতন বিশ্বের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস।
করিলেন হরি যবে অন্তরেতে আশ॥
সৃজিলা মরীচি আদি যত মুনিগণ।
তাহার মাঝারে আমি হইনু সৃজন॥
হরির কৃপায় জন্ম লভিয়া ভুবনে।
ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভিনু সার ভাবি মনে॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধরি বিষ্ণুর প্রসাদে।
ত্রিলোকে সর্ব্বত্র আমি ভ্রমি নির্ব্বিবাদে॥
দেবদত্ত বীণা মাঝে তুলিয়া ঝঙ্কার।
হরিগুণ গান আমি করি অনিবার॥
সে গান শ্রবণ করি হরি নারায়ণ।
আপনি আসিয়া হৃদে আবির্ভূত হন॥
বিষয়ের মোহে জীব পীড়িত হইয়া।
শান্তি লভে একমাত্র হরিরে স্মরিয়া॥
যে জন সতত রহে কামে লোভে রত।
সে জন না পায় হরি সাধি অবিরত॥
মুকুন্দের সেবা যেবা করে সর্ব্বক্ষণ।
সার্থক জনম তার সফল জীবন॥
জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাস আমার নিকটে।
কহিলাম হরিকথা আমি অকপটে॥
তুষিতে তোমায় ওহে ব্যাস তপোধন।
কহিলাম আজি মোর জন্ম-বিবরণ।
মুনিগণে সূতবর কহেন তখন।
নারদ ব্যাসেরে তুষি করেন গমন॥
এস সবে নমি সেই মহাতপোধনে।
বীণায় হরিরে গাহি মোহে ত্রিভুবনে॥
ভক্তি প্রেম মনে তাঁর সতত প্রকাশ।
অজ্ঞান আঁধার তাতে না হয় বিকাশ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
ব্যাসের ভারতী এতে উদ্ধার সংসার॥

ইতি ব্যাসের নিকট নারদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা কথন।

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাসদেবের ভাগবত রচনা

শুনি তবে নারদের জন্ম-বিবরণ।
ভক্তিভরে অশ্রু ত্যাগ করে মুনিগণ ॥
প্রেমের উচ্ছ্বাসে দেহ হয় পুলকিত।
মগ্ন হন সবে হ'য়ে ব্রহ্ম-চিন্তান্বিত ॥
শৌনক জিজ্ঞাসে সূতে করিয়া আদর।
কি কাজ করিল ব্যাস কহ অতঃপর ॥
সূত বলে শুক শুন শুনক-নন্দন।
কি কাজ করিল ব্যাস করিব বর্ণন ॥
শুনিয়া নারদ-মুখে মহা-উপদেশ।
কামাদি রিপুরে ব্যাস করিলেন শেষ ॥
একদা প্রভাত হ'লে তিমিরা রজনী।
সরস্বতী-তীরে যান ব্যাস শিরোমণি ॥
নির্ম্মল তটিনী-তীরে শম্যাপ্রাস নামে।
আছিল আশ্রম তাঁর খ্যাত ধরাধামে ॥
বদরী বৃক্ষেতে পূর্ণ অতি শোভাকর।
প্রকৃতি সতত শোভে অতি মনোহর ॥
মনোহর ফলফুল মধুর আঘ্রাণ।
সুশীতল বায়ু বহে জুড়াইতে প্রাণ ॥
কোকিল পঞ্চমে ডাকে মধুর কাকলী।
মুনিজন মন মোহে হেরিয়া সকলি ॥
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ অতি নিরজন।
ভবের ভক্তির স্থান তপের কারণ ॥
প্রবেশিয়া সেই স্থানে ব্যাস মুনিবর।
করিলেন হরিপদে নিবিষ্ট অন্তর ॥
ভক্তিযোগ হেতু মন নির্ম্মল হইল।
হৃদিমাঝে ঈশ্বরের মূর্ত্তি প্রকাশিল ॥
ঈশ্বরের মায়া ক্রমে করি দরশন।
সঁপিলেন ব্যাস তাহে নিজ প্রাণমন ॥
মায়ার কৌশল সেই কে বুঝিতে পারে।
জ্ঞান ও অজ্ঞান নামে দুই বল ধরে ॥
সেবা-বলে মায়া জীবে জ্ঞান করে দান।
নচেৎ ভুলায় তারে বাড়ায় অজ্ঞান ॥
মায়ায় মোহিত জীব গুণাত্মক ভাবে।
গুণাতীত কেহ ভাবে মায়ার প্রভাবে ॥
কেহ বলে আমি কর্ত্তা করিব করম।
কেহ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ভাবয়ে চরম ॥
শ্রীকৃষ্ণে করিলে ভক্তি মায়া নাহি রয়।
দূরে যায় মোহ লোভ হয় জ্ঞানোদয় ॥
হেন মায়া বুঝি তবে ব্যাস শিরোমণি।
রচিলেন ভাগবত অমৃতের খনি ॥
যেই শুনে ভাগবত অমৃত রচন।
ভক্তিযোগে সেই হেরে হরির চরণ ॥
অতঃপর মুনিগণ করহ শ্রবণ।
ভাগবত নিজে ব্যাস করিয়া রচন ॥
যথাক্রমে শ্লোক তার করিয়া শোধন।
আপনার পুত্র শুকে করে অধ্যাপন ॥
শৌনক শুনিয়া তবে সূতের বচন।
জিজ্ঞাসেন ওহে সূত বলিলা কেমন ॥
আত্মারাম শুকদেব ত্যজিয়া কামনা।
আনন্দে ভাসেন সদা ত্যজিয়া বাসনা ॥
কেমনে এ ভাগবত শুক তপোধন।
করিলেন স্থির মনে পূর্ণ অধ্যয়ন ॥
শুনিয়া এহেন প্রশ্ন সূত মুনিবর।
উত্তরে বলেন ইহা ভাবিয়া বিস্তর ॥
বীতরাগ আত্মারাম যত মুনিগণ।
গুণে মুগ্ধ হ'য়ে করে হরিরে ভজন ॥

যদিও বন্ধন-মুক্ত তাহাদের দল।
হরি আরাধনা তারা করে অবিরল॥
অমুক্ত বা মুক্ত যেবা হয় ত্রিভুবনে।
উৎসুক হইয়া থাকে হরির কারণে॥
ভগবান্ শুকদেব সন্ন্যাসী প্রধান।
ব্রহ্মানন্দ রসে মগ্ন সদা তার প্রাণ॥
হরিগুণে মুগ্ধ মুনি হইয়া তখন।
সুবিস্তীর্ণ ভাগবত করে অধ্যয়ন॥
অতএব একমনে শুন ঋষিগণ।
পরীক্ষিৎ-জন্ম-মৃত্যু কহি বিবরণ॥
পাণ্ডবদিগের মহা-প্রস্থান কারণ।
কৃষ্ণকথা সহযোগে করিব বর্ণন॥
শুনহ সকল ঋষি হ'য়ে একমন।
ভুবনেতে নাহি মিলে হরিসম ধন॥
সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা-সার।
শুনিলে হইবে পুণ্য যাবে পাপ-ভার॥

ইতি ব্যাসদেবের ভাগবত রচনা।

নবম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও অশ্বত্থামার দণ্ডবিধান

সূত কহে শুন শুন শুনক-নন্দন।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা শুন দিয়া মন॥
কুরুক্ষেত্র-রণ যবে হয় অবসান।
কত শত বীর তাহে ত্যজিল পরাণ॥
দুর্য্যোধন ভীমসেনে বাধিল সমর।
ভাঙ্গে দুর্য্যোধন-উরু ভীম বলধর॥
দুর্য্যোধন মহাবীর হয়ে অসহায়।
রহিলেন রণক্ষেত্রে না দেখি উপায়॥
অশ্বত্থামা মনে মনে করিল চিন্তন।
কি উপায়ে তুষি আমি রাজা দুর্য্যোধন॥
অতঃপর দ্রোণপুত্র দুর্য্যোধন-প্রিয়।
তথা আসি কহিলেন বচন অমিয়॥
শুন শুন মহারাজ কর অবধান।
কি কাজ সাধিব বল থাকিতে পরাণ॥
সুষুপ্ত পাণ্ডব-শির আনিয়া কি দিব।
ব্রহ্মতেজ-বলে কিংবা তাদের নাশিব॥
শুনি গুরুপুত্র কথা রাজা দুর্য্যোধন।
কহিল পাণ্ডব-শির করিতে ছেদন॥
শুনিয়া রাজার কথা অশ্বত্থামা বীর।
চলিলেন নিশিযোগে পাণ্ডব-শিবির॥
গভীরা তিমিরা নিশা অতি ভয়ঙ্করী।
শঙ্কর আছেন তথা তাহার প্রহরী॥
তুষিয়া শিবেরে স্তবে সেই দুষ্টমতি।
শিবিরে প্রবেশে তবে পূরাইতে মতি॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আছিল শয়নে।
অতি সুকুমার দেহ শৈশব জীবনে॥
নিদ্রিত হেরিয়া সবে বীর-কুলাঙ্গার।
ভীমাদি ভাবিয়া করে অসির প্রহার॥
অসিবলে করিলেন মস্তক ছেদন।
আনিয়া দিলেন তাহা যথা দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন তাহে নাহি প্রীত কভু হয়।
মহাত্মা নিন্দিত কর্ম্মে অনাসক্ত রয়॥

পুত্রের নিধন হেতু পাঞ্চালী অধীর।
হাহাকার করে সদা চক্ষে বহে নীর॥
এতেক বারতা শুনি অর্জ্জুন তখন।
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে কহেন বচন॥
গুরুপুত্র করিয়াছে পুত্রের নিধন।
আনিব তাহার শির করিয়া ছেদন॥
মুণ্ডের উপরে বসি ক'রো তুমি স্নান।
ভুলে যাবে পুত্রশোক জুড়াইবে প্রাণ॥
এরূপে কহিয়া পার্থ মধুর বচন।
বর্ম্ম পরি করিলেন ধনুক গ্রহণ॥
রণসাজে সাজি তবে পার্থ মহাবীর।
রথ আরোহণ করি চলিলেন ধীর॥
দ্রোণপুত্রে বিনাশন করি অভিলাষ।
চলিলেন মহাবেগে তাহার সকাশ॥
অর্জ্জুনে নেহারি কাঁপে দ্রৌণি শিশুঘাতী।
প্রাণ মন হয় তার ভয়াকুল অতি॥
রুদ্রভয়ে যথা সূর্য্য করে পলায়ন।
সেইরূপ অশ্বত্থামা পলায় তখন॥
ধাইলেন প্রাণপণে প্রাণরক্ষা হেতু।
রাহু যারে গ্রাস করে কি করিবে কেতু॥
নাহিক রক্ষক দ্রৌণি হেরিল নয়নে।
পরিশ্রান্ত হয় অশ্ব সুদূর গগনে॥
উপায় না হেরি আর অশ্বত্থামা বীর।
ব্রহ্ম অস্ত্রে ত্রাণকর্ত্তা বলি করে স্থির॥
প্রাণভয়ে সেই অস্ত্র ছাড়িল যেমন।
আকাশে উঠিল অস্ত্র সবেগে ভীষণ॥
প্রচণ্ড তাহার তেজ অতি ভয়ঙ্কর।
দশদিক ব্যাপ্ত করি ফেলিল সত্বর॥
ব্রহ্মাস্ত্রে নাহিক রক্ষা হেরি পার্থবীর।
সারথি কৃষ্ণেরে কহে হইয়া অস্থির॥
হে কৃষ্ণ হে মহাবাহো বিপদ ভঞ্জন।
ভকত জনের তুমি হৃদয় রঞ্জন॥
সংসার-অনলে যবে দহে জীবগণ।
তুমিই উদ্ধার কর ওহে সনাতন॥
সকলের আদি তুমি পরম ঈশ্বর।
প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হও নিরন্তর॥
জ্ঞানবলে করি তুমি মায়ার নিরাস।
পরম আনন্দে সদা করিতেছ বাস॥
মায়াবশে মুগ্ধ চিত্ত মানস সকল।
তাহাদের দান কর ধর্ম্ম আদি ফল॥
ভক্তদের প্রতি তব করুণা অপার।
ভক্তে অনুগ্রহ হেতু তব অবতার॥
এই অবতার চিন্তা করি ভক্তদল।
চরিতার্থ হবে তারা জানি অবিরল॥
কহ দেব জিজ্ঞাসি হে এক্ষণে তোমায়।
কোথা হ'তে এই অগ্নি আসিছে হেথায়॥
ভয়ঙ্কর তেজোরাশি ছাইয়া গগন।
প্রলয়ের মেঘ সম করিছে গর্জ্জন॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি কহিল মাধব।
ছাড়িল ব্রহ্মাস্ত্র দ্রৌণি মানি পরাভব॥
না জানি সংহার তার দ্রৌণি ছাড়ে বাণ।
ব্রহ্মাস্ত্র ভীষণ অস্ত্র নাহি পরিত্রাণ॥
ধরামাঝে হেন অস্ত্র পাণ্ডুর নন্দন।
নাহিক ব্রহ্মাণ্ডে কেহ করে নিবারণ॥
অতএব পার্থ তুমি শুন উপদেশ।
ব্রহ্ম-অস্ত্র ত্যজ উহা করিবারে শেষ॥
সূত কহে শুন শুন মুনির নন্দন।
হেন উপদেশ পার্থ করিয়া শ্রবণ॥
তখনি ব্রহ্মাস্ত্র এড়ে করি আচমন।
কেশবের পদ হৃদে করিয়া স্মরণ॥
উভয় ব্রহ্মাস্ত্র পথে মিলিল যখন।
উভয়ের তেজে ব্যাপ্ত হ'ল ত্রিভুবন॥
অগ্নি আর সূর্য্য যেন প্রলয়ের কালে।
একত্র মিলিত হ'ল আকাশের ভালে॥
হেরিয়া ভীষণ শিখা ত্রিভুবনবাসী।
ভাবিল প্রলয় বুঝি উপনীত আসি॥
ধরাকে কম্পিতা হেরি শ্রীমধুসূদন।
অর্জ্জুনে বলেন অস্ত্র কর সংবরণ॥

সব্যসাচী ধনঞ্জয় কৃষ্ণের আদেশে।
সংবরণ করে সেই অস্ত্র অবশেষে॥
অস্ত্র সংবরণ করি পাণ্ডব নন্দন।
রজ্জু দ্বারা তারে পার্থ করিলা বন্ধন॥
রজ্জুবদ্ধ অশ্বত্থামা সাথে লয়ে তার।
অর্জ্জুন চলিলা ফিরে শিবিরে আবার॥
ইহা হেরি ক্রুদ্ধ হন কৃষ্ণ সনাতন।
রোষভরে কহিলেন পার্থেরে তখন॥
এই অশ্বত্থামা বিপ্র হীন অতিশয়।
এর প্রাণ রক্ষা করা উচিত না হয়॥
রজনীর অন্ধকারে এই মূঢ়জন।
নিদ্রিত বালকগণে করিল নিধন॥
কে শিখালে হেন নীতি দ্রোণের কুমারে।
কে নাশে নিদ্রিতজনে ভুবন মাঝারে॥
ধার্ম্মিকের নীতি শুন পাণ্ডুর নন্দন।
অবধ্য প্রমত্ত আর উন্মত্ত যে জন॥
অসতর্ক আর নাহি যাহার উদ্যোগ।
রথহীন শত্রু আর যুক্ত-মহারোগ॥
এই সব কেহ নহে বধযোগ্য জন।
কোন্ ধর্ম্মে দ্রৌণি হরে কুমার-জীবন॥
বালক স্ত্রীলোক জড় আর ভীত জন।
ইহারা বধের যোগ্য নহে কদাচন॥
যে জন সতত খল নাহি লজ্জা ভয়।
নিজেরে রক্ষিতে প্রাণ অপরের লয়॥
সে হেন পামরে দণ্ড করাই বিহিত।
দণ্ডই তাহার পক্ষে যথাযথ হিত॥
এ ভুবনে যেই করে পাপ আচরণ।
দণ্ড বিনা নাহি হয় পাপ নিবারণ॥
আর শুন বলি তোমা তৃতীয় পাণ্ডব।
কি বলেছ দ্রৌপদীরে ভুলিলে সে সব॥
প্রতিজ্ঞা করিলে তথা মস্তক আনিবে।
বলহ সাক্ষাতে তারে কি দিয়া তুষিবে॥
রাখিতে প্রতিজ্ঞা তব বধহ ব্রাহ্মণে।
নাহি কিছু পাপ তার জীবন হরণে॥
যেই জন সুখে করে শিশুরে নিধন।
বধ নাহি কর কেন তাহার জীবন॥
পঞ্চ শিশু বধ করি এই কুলাঙ্গার।
কেবল মোদের নাহি করে অপকার॥
অমঙ্গলে ডুবাইল প্রভু দুর্য্যোধনে।
পঞ্চমাত্র শিশু ছিল বংশের রক্ষণে॥
অতএব যেই সাধে হেন অমঙ্গল।
বধ দণ্ড তার ভাগ্যে হয় যোগ্য ফল॥
হেনমতে ধর্ম্মযুক্তি দেখায় কেশব।
শুনিতে পার্থের কথা হ'লেন নীরব॥
বিপদে পরীক্ষা লন দেব নারায়ণ।
ভক্তে হিংসা আছে কিনা করেন দর্শন॥
অতি জ্ঞানী আর ভক্ত অর্জ্জুন সুধীর।
গুরুপুত্রে হিংসা নাহি করিলেন স্থির॥
এড়ায়ে যতেক যুক্তি পার্থ মহাবীর।
দ্রৌণিরে গেলেন লয়ে আপন শিবির॥
পুত্রশোকে শোকাকুলা দ্রৌপদী তথায়।
হা পুত্র হা পুত্র বলি লুটায় ধরায়॥
হেনকালে পার্থবীর অশ্বত্থামা সনে।
উপনীত হ'ল আসি শিবির ভবনে॥
অশ্বত্থামা সেইক্ষণে পশুর সমান।
আছিল আবদ্ধ তথা আকুলিত প্রাণ॥
হেরিয়া দ্রৌণিরে তবে দ্রুপদ-কুমারী।
হৃদয়ে কাতর হন ঝরে অশ্রু-বারি॥
গুরুপুত্রে বদ্ধ হেরি দ্রৌপদী লজ্জাতে।
রহিলেন ভূমে চাহি অধোবদনেতে॥
নারীর স্বভাবমতে দ্রৌণিরে প্রণাম।
করি কৃষ্ণা শতধারে কাঁদে অবিরাম॥
অশ্বত্থামা অপমান হেরিয়া নয়নে।
রমণী কোমল প্রাণ থাকেন কেমনে॥
মুছিয়া নয়ন-বারি শোক পরিহরি।
বলিলেন পার্থে তবে দ্রৌপদী সুন্দরী॥
ত্যজহ ব্রাহ্মণে নাথ নাহি প্রয়োজন।
দ্রৌণি বধি কেন কর পাপ আচরণ॥

দীক্ষিত হইয়া যাঁর পিতৃমন্ত্র-বলে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন কুরু-পাণ্ডু কুলে॥
সেই বলবান্ দ্রোণপুত্ররূপে আজ।
আমাদের কাছে এই করিছে বিরাজ॥
মহাসতী কৃপীদেবী দ্রোণের কামিনী।
আজিও আপন দেহে বর্ত্তমান তিনি॥
বীরপুত্র উদরেতে জন্মিল তাহার।
স্বামীর চিতায় তাই মরিল না আর॥
গুরুকুলে অপকার না হয় উচিত।
কি ব'লে বুঝাব নাথ আপনি পণ্ডিত॥
পুত্রশোকে যথা আমি কাঁদি অবিরত।
দ্রৌণিরে বধিলে কৃপী কাঁদিবে সেমত॥
নাহি চাহি কাঁদাবারে আর কোন নারী।
কাঁদিতে সৃজিল বিধি দ্রুপদ-কুমারী॥
যদ্যপি ক্ষত্রিয় কেহ নিজ ক্রোধবলে।
ব্রাহ্মণের অপমান করে অবহেলে॥
নাহিক নিস্তার তার এ ভব সংসারে।
শোকানলে দগ্ধ হয় শাস্ত্রের বিচারে॥
অতএব দ্রৌণিবধে নাহি প্রয়োজন।
যাক্ দ্রৌণি খুলি দাও দেহের বন্ধন॥
দ্রৌপদী রাজ্ঞীর কথা ধর্ম্ম অনুগত।
পক্ষপাত শূন্য তাহা ন্যায়ের সঙ্গত॥
যুধিষ্ঠির আদি সেথা যতেক পাণ্ডব।
সাত্যকি ও বাসুদেব ছিল যারা সব॥
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এ হেন বচন।
ভূয়সী প্রশংসা তার করে অনুক্ষণ॥
সক্রোধে কহেন তবে ভীম মহাবীর।
দ্রৌণিরে মারিব আমি করিয়াছি স্থির॥
যে কর্ম্ম করিল দ্রৌণি গভীর নিশিতে।
অধর্ম্মের ভয় কিছু না ভাবিল চিতে॥
নারিল তুষিতে প্রভু কার্য্যে আপনার।
করিল নির্ব্বংশ সবে বধিয়া কুমার॥
এতেক কহিয়া তবে ভীম গদাপাণি।
লইলেন গদা তুলি বধিবারে দ্রৌণি॥
হেন কর্ম্ম হেরি কৃষ্ণ বুঝায়ে তখন।
নিরস্ত করেন ভীমে অতি ক্রুদ্ধ মন॥
ইহা হেরি প্রীত হয়ে তবে নারায়ণ।
ধরিলেন নিজরূপ শ্রীমধুসূদন॥
চারি হস্ত শোভে কিবা শ্যাম কলেবর।
বনমালা গলে দোলে অতি মনোহর॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হাতে শোভা পায়।
শিখিপুচ্ছ মনোহর শোভিছে চূড়ায়॥
কাঞ্চন মুকুট শোভে মাথার উপরে
চমকে বিজলী যেন নব জলধরে॥
বাল-শশধর সম ললাট-ভঙ্গিমা।
রামধনু সম ভুরু অধর রক্তিমা॥
কিবা সুবিশাল ঊরু পঙ্কজ চরণ।
অতি অপরূপ মূর্ত্তি ধরা-বিমোহন॥
প্রকাশি এ হেন রূপে শ্রীমধুসূদন।
অর্জ্জুনে কহেন তবে করি সম্বোধন॥
যা কহিলে সত্য পার্থ অবধ্য ব্রাহ্মণ।
কিন্তু আততায়ী বধ্য শাস্ত্রের লিখন॥
এ হেন বিধান আমি শাস্ত্রের মাঝারে।
করিয়াছি শত শত বিদিত সংসারে॥
বধ কর দ্রোণপুত্রে আজ্ঞায় আমার।
দোষ না হইবে এতে কহি বার বার॥
প্রিয়ার নিকটে তুমি করিলে যে পণ।
সেই অঙ্গীকার আজ করহ পালন॥
শত্রুরে নিধন আজি কর তুমি যদি।
পরিতুষ্ট হবে তবে ভীম ও দ্রৌপদী॥
আমিও সন্তুষ্ট হব শুন পার্থবর।
দ্রোণপুত্রে হত্যা তুমি কর হে সত্বর॥
সূত কহে শুন শুন ঋষির সমাজ।
অতঃপর পার্থ বীর করেন কি কাজ॥
অর্জ্জুন ভাবেন মনে আপন বিচারে।
রক্ষণ নিধন একে না হইতে পারে॥
কেশবের অভিপ্রায় বুঝি ধনঞ্জয়।
অশ্বত্থামা-মস্তকের মণি কাটি লয়॥

শিশুরে বধিয়া দ্রৌণি আছিল কাতর।
শিখাচ্ছেদে দুঃখে ভাসে তাহার অন্তর ॥
প্রভাশূন্য হয় দ্রৌণি হয়ে মতিহীন।
লজ্জায় হইল তাঁর বদন মলিন ॥
শিখা ল'য়ে অতঃপর ধনঞ্জয় বীর।
শিবির হইতে তারে করেন বাহির ॥
শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ে পাণ্ডুর নন্দন।
করিলেন আপনার প্রতিজ্ঞা পালন ॥
মস্তক মুণ্ডন আর ধনের হরণ।
আপনার দেশ হ'তে চির নির্ব্বাসন ॥
অধম ব্রাহ্মণ যারা অযোগ্য বধের।
ইহাই উচিত দণ্ড হয় তাহাদের ॥
শারীরিক বধদণ্ড ব্রাহ্মণের নাই।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিও সদাই ॥
দ্রৌণিরে শিবির হ'তে করি বিতাড়ন।
পুত্রের শোকেতে সবে হইল মগন ॥
পঞ্চ কুমারের দেহ করিয়া দাহন।
বংশহীন পাণ্ডবেরা করিল ক্রন্দন ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
ভক্তিতত্ত্ব হ'ল যাতে ভুবনে প্রচার ॥

ইতি দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও অশ্বত্থামার দণ্ডরিধান।

দশম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা

সূত কহে শুন শুন শৌনক ব্রাহ্মণ।
অতঃপর কি হইল শুন বিবরণ ॥
পুত্রগণ লাগি বারি করিবারে দান।
হয়েন পাণ্ডব সবে ব্যাকুলিত প্রাণ ॥
সময় আসিল হেরি পাণ্ডুর নন্দন।
দ্রৌপদীর সহ যান তর্পণ কারণ ॥
গঙ্গাতীরে আসি সবে শ্রীকৃষ্ণ সহিত।
গঙ্গায় করেন স্নান শাস্ত্রের বিহিত ॥
পুত্রের উদ্দেশে সবে দিয়া জলাঞ্জলি।
কাঁদিলেন সবে মিলি পুত্র পুত্র বলি ॥
কৃষ্ণের প্রবোধে করি অশ্রু সংবরণ।
জাহ্নবী-সলিলে পুনঃ হয়েন মগন ॥
আছিল আসনে বসি ধৃতরাষ্ট্র বীর।
বিদুর গান্ধারী সহ শোকেতে অস্থির ॥
সম্বোধি সকলে কৃষ্ণ দিলেন প্রবোধ।
অনিত্য সংসার-মায়া যাহে হয় বোধ ॥
জন্মিলে জীবের মৃত্যু বিধির লিখন।
নাহি হেন কেহ তারে করে নিবারণ ॥
অতীত বিষয় লাগি না কর ক্রন্দন।
শোক পরিহর সবে মুছহ নয়ন ॥
অনন্তর মহানন্দে দেবকীনন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয়-কার্য্য করেন সাধন ॥
দ্রৌপদীর কেশ-স্পর্শে ক্ষীণ পরমায়ু।
হরিলেন অনায়াসে দুষ্টমতি আয়ু ॥
পাণ্ডবের হৃত রাজ্য করিয়া উদ্ধার।
ধর্ম্মরাজ করতলে দিলেন সে ভার ॥
ভ্রাতাসহ যুধিষ্ঠিরে দিয়া সিংহাসন।
করালেন অশ্বমেধ শ্রীমধুসূদন ॥

করিয়া পাণ্ডব প্রিয় লীলা সমাপন।
দ্বারকা যাইতে তিনি সমুদ্যত হন ॥
সাত্যকি উদ্ধব সহ আপনি কেশব।
যাইবেন দ্বারকায় ত্যজিয়া পাণ্ডব ॥
এ হেন সংবাদ যবে হইল প্রকাশ।
ব্যাস আদি ঋষি আসে তাঁহার সকাশ ॥
সকলে আসিয়া কৃষ্ণে করেন পূজন।
কৃষ্ণও করেন পূজা সবে বিলক্ষণ ॥
পূজন গ্রহণ সব হ'লে সমাপন।
হেরিলেন তবে কৃষ্ণ মেলিয়া নয়ন ॥
উত্তরা আসিছে দ্রুত হইয়া বিহ্বল।
বলিছে কোথায় কৃষ্ণ দুর্ব্বলের বল ॥
হে মহাযোগিন্ কৃষ্ণ জগতের পতি।
রক্ষা কর রক্ষা কর হইল দুর্গতি ॥
তুমি ভিন্ন ভয়হারী কে আছে সংসারে।
তুমি ছাড়া আর্ত্তজনে কে রক্ষিতে পারে ॥
দেবদেব তুমি কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ।
অগ্নিময় শর আসে লইবারে প্রাণ ॥
নাহি জানি কোথা হ'তে আসে এই বাণ।
এ বিপদে হে কেশব মোরে কর ত্রাণ ॥
তুমি বিনা কারে স্মরি পাইব জীবন।
সকলেই এ সংসারে হইবে নিধন ॥
মরণ-অধীন যেবা এ সংসার মাঝে।
এ বিপদে সেইজন না লাগিবে কাজে ॥
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর লাগি না হই কাতর।
গর্ভে মোর আছে বাঁচি পাণ্ডুবংশধর ॥
কৃপা কর কৃপা কর তুমি দয়াময়।
সে পুত্রের যেন কোন অনিষ্ট না হয় ॥
দেখ নাথ আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই।
গর্ভের বালকে যেন কভু না হারাই ॥
এতেক শুনিয়া তবে ভকত-বৎসল।
যোগবলে বুঝিলেন আপনি সকল ॥
ক্রুরমতি অশ্বত্থামা বংশনাশ তরে।
ত্যজিয়াছে ব্রহ্ম-অস্ত্র গর্ভ নাশিবারে ॥
অগ্নি সহ মহাজ্বালা উঠিল গগনে।
আকাশ ঢাকিল যেন প্রলয় কারণে ॥
হেরিয়া নয়নে ইহা পাণ্ডু-পুত্রগণ।
নিজ নিজ অস্ত্র সবে করে বরিষণ ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র সদা হয় অতীব ভীষণ।
অন্য অস্ত্রে কভু নাহি হয় নিবারণ ॥
নাহি হেন কোন অস্ত্র ভুবন মাঝারে।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে সংহার করিতে যে পারে ॥
হেরিয়া কেশব তবে বুঝি নিজ মনে।
ত্যজিলেন সুদর্শন সংহার কারণে ॥
সংহারিয়া সেই অস্ত্র যদুর নন্দন।
করিলেন সে বিপদে পাণ্ডবে রক্ষণ ॥
রাখিতে উত্তরা-গর্ভ আপন কৌশলে।
আবরণ-রূপে তাহে প্রবেশেন ছলে ॥
যদিও অব্যর্থ সদা এ অস্ত্র ভীষণ।
নিরস্ত করেন তারে শ্রীমধুসূদন ॥
বিষ্ণু-তেজ ব্রহ্ম-তেজ একই কারণ।
উভয়ের হ'ল তাই একত্রে মিলন ॥
এতেক শুনিয়া তবে যত ঋষিগণ।
সূতেরে সম্ভাষি কহে আনন্দিত মন ॥
অতি অপরূপ কথা এই বিবরণ।
সকলি আশ্চর্য্য তাঁর যিনি নারায়ণ ॥
মায়ায় করেন যিনি সৃজন সংহার।
কোন্ বস্তু নাহি হয় ইচ্ছায় তাঁহার ॥
যত শুনি হরিকথা তৃপ্তি নাহি প্রাণে।
না মিটে পিপাসা কভু যত শুনি কানে ॥

সুবোধ রচিল গীত হরি আশা করি।
ভাবহ সংসারবাসী পরাৎপর হরি ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমনোদ্যোগে কুন্তীর স্তব

কহ সূত কহ কহ পূর্ব্ব বিবরণ।
কেমনে করিল হরি দ্বারকাগমন ॥
লোমহর্ষণের পুত্র সূত মহামতি।
কহিলা পুরাণ-কথা মুনিগণ প্রতি ॥
এইরূপে রক্ষা করি পাণ্ডুপুত্রগণে।
উদ্যত হইলা কৃষ্ণ দ্বারকা গমনে ॥
এ বারতা শুনি তবে কুন্তী মহারাণী।
আইলেন বলিবারে হৃদয়ের বাণী ॥
অগ্রেতে বিনয় করি করিয়া প্রণাম।
বলেন বিনয়ে সতী করি কৃষ্ণনাম ॥
বয়সে কনিষ্ঠ বটে যদু-অলঙ্কার।
বুদ্ধিবলে তুমি শ্রেষ্ঠ জগৎ-মাঝার ॥
সেই হেতু প্রণমিনু চরণে তোমার।
সামান্য মানব নহ সংসারে প্রচার ॥
কে জানে তোমায় তুমি পরম ঈশ্বর।
অনন্ত মহিমা তব আদি নরবর ॥
প্রকৃতি তোমার দাসী তোমার আদেশে।
ধরিছে বিবিধ রূপ নব নব বেশে ॥
কেমনে প্রভাব তব করিব প্রকাশ।
সর্ব্বভূতে হেরি আমি তোমার বিকাশ ॥
আছয়ে যতেক বস্তু এই চরাচরে।
বিরাজিত তুমি তার অন্তরে বাহিরে ॥
তথাপি নয়নে কেহ দেখিতে না পায়।
কুহক তোমার কিছু বুঝা নাহি যায় ॥
কেমনে দেখিবে তোমা জীবের নয়ন।
মায়ায় করিয়া আছে তাহে আচ্ছাদন ॥
ছদ্মবেশে নট যবে স্বরূপ আবরে।
ভ্রমবশে দ্রষ্টা তারে চিনিতে না পারে ॥
সেইরূপ জীবগণ নিজ অভিমানে।
অভিমানী হয়ে সদা তোমারে না জানে ॥
জ্ঞানপর শুদ্ধ-চিত্ত রাগদ্বেষহীন।
মুনিগণ তোমারে না হেরে কোন দিন ॥
কি বলিব অন্য কথা তব দরশন।
বিবেকী নাহিক পায় স্থির করি মন ॥
সহজে স্ত্রীজাতি আমি কেমনে কেশব।
জানিব মহিমা তব জগৎ-মাধব ॥
শুন কৃষ্ণ বাসুদেব দেবকী-নন্দন।
নন্দসুত হে গোবিন্দ পঙ্কজ-নয়ন ॥
কায়মনে তব পদে করি নমস্কার।
যে চরণ-বলে সবে যায় ভব-পার ॥
কি কহিব হে কেশব তোমার বারতা।
পাণ্ডবে দেখালে তুমি অতীব মমতা ॥
জননীরে উদ্ধারিলে বধি দুষ্ট কংস।
আমারে বাঁচালে কৃষ্ণ বধি কুরুবংশ ॥
জননী অপেক্ষা ভক্তি আছে মোর প্রতি।
তুমি হে জীবন মোর ওহে যদুপতি ॥
কেমনে করুণা তব করিব বর্ণন।
রক্ষিলে পাণ্ডবে করি সারথ্য গ্রহণ ॥
বিষপান জতুগৃহ হিড়িম্ব-নিধন।
সকলের হাত হ'তে করিলে রক্ষণ ॥
সকল বিপদ তুমি ঘুচালে কেশব।
কেমনে বুঝিব তব মায়ার বৈভব ॥
পাশক্রীড়া বনবাস রণের মাঝারে।
রক্ষণ করিলে প্রভু তুমি বারে বারে ॥
দ্রৌণির অস্ত্রাগ্নি হ'তে করিয়া রক্ষণ।
রাখিলে পাণ্ডুর বংশ যতনের ধন ॥

জগতের গুরু শুন প্রার্থনা শ্রীপদে।
বারে বারে পড়ি যেন দারুণ বিপদে ॥
বিপদ আসিবে যবে অতীব ভীষণ।
অবশ্যই পাব মোরা তব দরশন ॥
বিপদ হইলে তুমি দেখা দাও হরি।
বিপদ কামনা তাই সদা মনে করি ॥
বিপদ আসিলে যদি তব দেখা পাই।
আসুক বিপদ মোর বাসনা সদাই ॥
কি ছার বিপদ এই ভবের মাঝার।
তব দেখা পেলে পাব সংসারে নিস্তার ॥
সম্পদে ভক্তির নাশ সদা অমঙ্গল।
ভুলিব তোমার পদ সম্পদে কেবল ॥
ঐশ্বর্য্য কৌলীন্য শাস্ত্র সৌভাগ্যের মদে।
সতত ভাসয়ে নর সুখময়-হ্রদে ॥
সুখেতে থাকিলে নর সতত মগন।
নাহি করে তব নাম কভু উচ্চারণ ॥
নির্ধনের ধন তুমি ওহে ভগবান্।
বুঝিবারে নাহি পারে ধনী তব মান ॥
তুমি ভবার্ণব-তরী সংসারে বিদিত।
প্রণমি চরণে তব স্থির করি চিত ॥
গুণ ধর্ম্ম অর্থ কামে অভিলাষ নাই।
আপনি সন্তুষ্ট তুমি আছ হে সদাই ॥
নাহি ব্যাধি নাহি তৃষ্ণা কভু তব চিতে।
সম্ভোগ করিছ সুখ পরম শান্তিতে ॥
দেবকী-নন্দন বলি নাহি তোমা জ্ঞান।
ভাবি তোমা নিরন্তর আদি ভগবান্ ॥
তুমি সকলের প্রভু সর্ব্বত্র বিরাজ।
তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি সর্ব্বরাজ ॥
তোমা উপলক্ষ্য করি নর-সমুদয়।
কলহাদি করে সবে সকল সময় ॥
তোমাতে নাহিক তবু কলহ কারণ।
পক্ষপাত শূন্য তুমি ওহে নারায়ণ ॥
কি উদ্দেশ্যে আস ধরি মনোহর বেশ।
বুঝিতে পারে না কেহ ওহে হৃষীকেশ ॥
নাহি কেহ প্রিয় তব ভুবন-ভিতরে।
নাহিক অপ্রিয় কিছু তোমার অন্তরে ॥
সকলি সমান দেখ তুমি হে মাধব।
দুই ভাব নাহি হয় তোমাতে সম্ভব ॥
নাহি তব জন্ম কর্ম্ম ভুবনে প্রচার।
তথাপি ধরহ নানা জীবের আকার ॥
পশুর মাঝারে ধর বরাহ আকার।
মানবের মাঝে হও রাম অবতার ॥
ঋষির মাঝারে তুমি নর-নারায়ণ।
জলজন্তু মাঝে মৎস্য হও কৃষ্ণধন ॥
অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য হ'তে জীবের সৃজন।
তার মধ্যে আছ তুমি ওহে নারায়ণ ॥
বিশ্বের রক্ষণ হেতু হও অবতার।
নচেৎ নিশ্চেষ্ট তুমি সৃষ্টির মাঝার ॥
তব নররূপ কৃষ্ণ কেমনে বর্ণিব।
কি আছে তোমার দেহে কেমনে জানিব ॥
আশ্চর্য্যজনক তব লীলা অতিশয়।
তোমারে হেরিলে নিজে ভয় পায় ভয় ॥
তোমার অপূর্ব্বলীলা না বুঝে মানব।
দধিভাণ্ড যবে তুমি ভাঙিলে মাধব ॥
জননী যশোদা যবে আসিল বাঁধিতে।
ভয়েতে আকুল তুমি হ'লে আচম্বিতে ॥
যশোদা বাঁধিলে তোমা কেঁদেছিলে কত।
অঞ্জন ধুইয়া অশ্রু পড়ে অবিরত ॥
সেই কথা ভাবি কৃষ্ণ ভ্রান্ত হই মনে।
কত লীলা জান তুমি বুঝিব কেমনে ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই ত্রিভুবন।
না বুঝি তোমার শক্তি ওহে নারায়ণ ॥
তব অবতার লীলা বুঝিতে না পারি।
নানারূপে ব্যাখ্যা করে যতেক সংসারী ॥
কেহ কহে চন্দনের গাছ যে প্রকার।
মলয় গিরির যশ করয়ে বিস্তার ॥
যুধিষ্ঠির কীর্ত্তি-রাজি করিতে প্রচার।
সেইরূপ এলে তুমি কৃষ্ণ অবতার ॥

কেহ বলে দেবকী ও বসুদেব যবে।
সুতপাঃ ও পৃশ্নিরূপে জন্মেছিল ভবে ॥
তপস্যা করিল তারা তোমার কারণ।
পুত্রের রূপেতে তোমা চাহে নারায়ণ ॥
তপস্যায় হ'য়ে তুষ্ট তুমি ওহে হরি।
বর দিলে তিন জন্মে দিব মুক্ত করি ॥
তৃতীয় জনমে হরি সন্তানের সম।
দেবকীর গর্ভে তুমি লইলে জনম ॥
পূরাতে প্রতিজ্ঞা তব ওহে নারায়ণ।
কৃষ্ণরূপে রক্ষা কর এ তিন ভুবন ॥
করিবারে পৃথিবীর দৈত্যদের নাশ।
অন্তরেতে হরি তুমি কর অভিলাষ ॥
অতঃপর সেই ইচ্ছা পূরণের তরে।
কৃষ্ণরূপে জন্ম নিলে দেবকী-উদরে ॥
কেহ কহে ভারাক্রান্ত তরণীর প্রায়।
অতি ভারে ধরা যবে মগ্ন হ'তে চায় ॥
তখন আসিয়া ব্রহ্মা না হেরি উপায়।
অনুরোধ করে তোমা জন্মিতে ধরায় ॥
সেই হেতু তুমি কৃষ্ণ জন্মিয়া ভুবনে।
ঘুচালে ধরার ভার নাশি পাপিগণে ॥
অন্য কেহ বলে তব জনম কারণ।
শুনহ কেশব কহি সেই বিবরণ ॥
আসিয়া সংসারে জীব অবিদ্যার বশে।
ভুলিয়া মায়ায় মজে সবে কামরসে ॥
কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি আজীবন।
অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে জীবগণ ॥
দূর করিবারে সেই যাতনা অশেষ।
ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হও হৃষীকেশ ॥
শুনিলে তোমার কথা নাম উচ্চারণে।
মুক্তি পায় ভব-বাসী চরিত্র শ্রবণে ॥
আমাদের জ্ঞান কর আশ্রিত বলিয়া।
তবে কেন হে মাধব যেতেছ চলিয়া ॥
শুন শুন সনাতন কৃষ্ণ দয়াময়।
এই কার্য্য কভু তব উচিত না হয় ॥
আত্মীয় তোমার মোরা অনুজীবী তব।
কেমনে ত্যজিবে সবে তুমি হে মাধব ॥
আরো বলি শুন শুন যদুর নন্দন।
আমাদের প্রতি রুষ্ট যত রাজগণ ॥
তোমার প্রভাবে সবে আছে পরাজিত।
পাণ্ডবে ত্যজিলে তারা না হইবে ভীত ॥
পাণ্ডুর তনয়গণ হবে অসহায়।
শ্রীচরণাশ্রয় যদি তোমার হারায় ॥
মম পুত্রগণ আর যাদবেরা যত।
বলবান্ বলি তারা এজগতে খ্যাত ॥
তুমিই তাদের বল শক্তি হে মাধব।
তোমা বিনা শক্তিহীন হইবেক সব ॥
না থাকিলে তুমি কৃষ্ণ সবার সাহস।
দূরে যায় ক্ষীণ হয় সতেজ মানস ॥
বলহীন হেরি যত পাণ্ডবের অরি।
অবজ্ঞা করিবে সবে কে রাখিবে হরি ॥
ইন্দ্রিয়ে জীবন যথা না হ'লে সঞ্চার।
সজীব বলিয়া তারে না করে স্বীকার ॥
সেইমত তুমি বিনা পাণ্ডবের গতি।
কি বলি বুঝাব তোমা ওহে যদুপতি ॥
তব ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশে ওহে গদাধর।
পবিত্র হইল দেশ বহু পুণ্যতর ॥
তোমার চরণ-পাতে দেশ সুশোভন।
শ্রীভ্রষ্ট হইবে দেশ করিলে গমন ॥
রহিয়াছ বলি কৃষ্ণ সংসার ভিতরে।
সতেজ ওষধি বৃক্ষে ফল ফুল ধরে ॥
তোমার মহিমাবলে ওহে জনার্দ্দন।
শোভিছে শোভায় গিরি নদী উপবন ॥
চিরতরে তোমা কৃষ্ণ নাহি করি আশ।
না হেরি যাদব তোমা হইবে নিরাশ ॥
যদি কৃষ্ণ যাও তুমি যদুপুরে চ'লে।
ভাসিবে পাণ্ডবগণ নয়নের জলে ॥
যদুপুরে নাহি গেলে যতেক যাদব।
কাঁদিবেক মুখে বলি কেশব কেশব ॥

উভয় সঙ্কট মম মানসে উদয়।
বল কৃষ্ণ এবে মোর উপায় কি হয়॥
পাণ্ডবে যাদবে মোর মমতা সমান।
কেমনে নাশিবে মায়া কর সে বিধান॥
তা হ'লে আমার চিত্ত হইবে সুস্থির।
তোমার চরণে মতি হবে যদুবীর॥
সাগরের সহ যথা গঙ্গার মিলন।
তেমনি তোমায় যেন রত হয় মন॥
অর্জ্জুন-সারথি তুমি তুমি গুণধাম।
তুমি হে জগৎ-গুরু চরণে প্রণাম॥
যদুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি ওহে হৃষীকেশ।
বিশ্বদ্রোহী রাজগণে কর তুমি শেষ॥
তাহাতে না ক্ষীণ হয় তোমার প্রভাব।
কে বুঝে তোমার মায়া তুমি মহাভাব॥
গো ব্রাহ্মণ দেবতার দুঃখ নিবারিতে।
অবতার রূপে তুমি আস পৃথিবীতে॥
অখিলের গুরু তুমি ওহে যোগেশ্বর।
তোমার চরণে আমি সঁপিনু অন্তর॥
সূত বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কি করেন হরি এই শুনিয়া স্তবন॥

ত্রিপদী

এত বলি কুন্তী সতী, কৃষ্ণেরে করিয়া নতি,
করযোড়ে রহিলেন চাহিয়া বদন।
শুনিয়া কুন্তীর স্তব, হরষিত শ্রীমাধব,
করিলেন মৃদুহাস্য দেব জনার্দ্দন॥
হেরি সে মধুর হাসি, মোহিত সংসারবাসী,
কুন্তীও হ'লেন তাহে অতি বিমোহিত।
শ্রীহরির হাসিখানি, ভুলায় জগৎ-প্রাণী,
এই হাসি মায়া নামে হয় অভিহিত॥
তুষিবারে কুন্তী সতী, হরি হরষিত মতি,
দিলেন তাঁহাকে হাসি অভিমত বর।
মনোমত বর লভি, সুখী হ'য়ে কুন্তীদেবী,
প্রবেশেন অন্তঃপুরে অতি শোভাকর॥
অনন্তর ভগবান্, হস্তিনাপুরেতে যান,
সেথায় আছিল যত কুলের কামিনী।
তাহাদের সনাতন, করি মৃদু সম্ভাষণ,
দ্বারকার পথে পুনঃ চলিলেন তিনি॥
পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, অতিশয় ধীর স্থির,
স্নেহ-বশে কহিলেন ডাকি সনাতনে।
কোথা যাও হে দয়াল, এই স্থানে কিছুকাল,
অবস্থানে কর হরি আমাদের সনে॥
সূত করে সম্ভাষণ, শুন শুন মুনিগণ,
অপূর্ব্ব মধুর সেই কৃষ্ণ বিবরণ।
কৃষ্ণ ভাবিলেন মনে, ভীষ্ম শুয়ে শরাসনে,
বাসনা হেরিয়া মরে কেশব-চরণ॥
জ্ঞাতি বন্ধু বধ করে, যুধিষ্ঠির শোকভরে,
ব্যাকুল আছিল অতি অপরাধ ভয়ে।
ভাবে মনে জনার্দ্দন, ধর্ম্মপুত্র ক্ষুণ্নমন,
যেথা আছে ভীষ্মদেব যাবে তারে লয়ে॥
ভীষ্মদেব জ্ঞানবান্, দিবে উপদেশ দান,
তাঁর জ্ঞান উপদেশ করিলে শ্রবণ।
ঘুচিবে মনের দুখ, প্রাণেতে জাগিবে সুখ,
ক্ষান্ত হবে যুধিষ্ঠির শান্ত হবে মন॥
কুরুক্ষেত্র মহারণে, স্মরিয়া আত্মীয়গণে,
ধর্ম্মসুত হইলেন অস্থির মানস।
জুড়াতে তাপিত প্রাণ, ব্যাসদেবে তথা যান,
কেশব নারেন তাঁহে করিবারে বশ॥
যুধিষ্ঠির মহীপতি, ভাবিয়া আকুল অতি,
দুঃখ ভরে এইরূপ কহিলা বচন।
হায় আমি মূঢ় মতি, পাপ করিয়াছি অতি,
সে পাপ হইতে মোরে কে করে রক্ষণ॥
সদা ভয় ভাবি মনে, বলে আমি কি কারণে,
করিলাম হায় হায় আত্মীয় নিধন।
আত্মীয় ব্রাহ্মণ কত, নাশিলাম শত শত,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অকারণ॥

সামান্য রাজ্যের আশে, প্রজা বধি অনায়াসে,
বধিলাম ভাই বন্ধু কত গুরুজন।
লোভ করি রাজ্যধন, পাপ করি অকারণ,
সহস্র নরক ভোগে নহে নিবারণ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুনাশে, নাহি কিছু যায় আসে,
শাস্ত্রের বচন ইহা আমি তাহা জানি।
তবুও মনের ভার, লাঘব না হয় আর,
অকারণে মারিয়াছি এতগুলি প্রাণী॥
পুত্রসম দুর্য্যোধন, প্রজা পালে অনুক্ষণ,
গুরুতর অপরাধ ছিল না তাহার।
মারি তারে রাজ্যলোভে, মরি আমি মনঃক্ষোভে,
রমণীর প্রতি হিংসা করেছি আবার॥
গৃহস্থ আশ্রমে রহি, শোকেতে মরি যে দহি,
কেমনে এ অপরাধ হবে মোর ক্ষয়।
কদর্য্য পঙ্কের মাঝে, যেই মলিনতা রাজে,
পঙ্ক দিয়া কেমনে তা দূরীভূত হয়॥
করি নর সুরাপান, হয় যদি পাপবান্,
পুনঃ সুরাপানে শুদ্ধ হবে না সে আর।
যজ্ঞ করি অবিরত, পশু বধ করি যত,
হত্যা অপরাধ হ'তে না পাব উদ্ধার॥
ধর্ম্মরাজে তুষিবারে, যান ভীষ্ম দেখিবারে,
আপনি মাধব সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠির।
হরিপদে সঁপে চিত, সুবোধ রচিল গীত,
হয় তার পাপ নাশ শুনে যদি ধীর॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমনোদ্যোগে কুন্তীর স্তব

দ্বাদশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ

সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিগণে।
শুন শুন কৃষ্ণকথা আনন্দিত মনে॥
অনন্তর যুধিষ্ঠির উপদেশ আশে।
চলিলেন শীঘ্রগতি ভীষ্মের সকাশে॥
ভীমাদি সোদর আর ব্যাসাদি ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্মরাজ সহ তথা উপস্থিত হন॥
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ চড়ি স্বর্ণরথে।
ভীষ্মদেবে দেখিবারে চলিলেন পথে॥
সকলে একত্র হয়ে ভীষ্মদেব পাশে।
ব্যাকুলিত হ'ল তাঁরে দেখিবার আশে॥
স্বর্গচ্যুত দেব সম তেজোময় ছবি।
পতিত ছিলেন ভীষ্ম কুরুকুল-রবি॥
শ্রীকৃষ্ণ সহিত যত পাণ্ডুর নন্দন।
করিলেন সবে ভীষ্ম-চরণ বন্দন॥
ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি কত তাঁহারে হেরিতে।
উপস্থিত হইলেন আনন্দিত চিতে॥
আসিল যতেক ঋষি ধৌম্য আদি সবে।
গৌতম কশ্যপ মুনি যত ছিল ভবে॥
শুকদেব বৃহস্পতি আর সুদর্শন।
ভীষ্মদেবে দেখিবারে করে আগমন॥

ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতেন ভীষ্ম বিচক্ষণ ।
সেই হেতু মুনিগণ করিল পূজন ॥
কৃষ্ণভক্তিযুক্ত ছিল অন্তর সতত ।
সম্মুখে হেরিয়া কৃষ্ণ অতি আনন্দিত ॥
শরশায়ী পিতামহে হেরিয়া পাণ্ডব ।
ভক্তিভরে নতমুখে বসিলেন সব ॥
পাণ্ডবে দেখিয়া তবে গঙ্গার নন্দন ।
মোহবশে করিলেন আপনি ক্রন্দন ॥
নয়ন হইতে তাঁর ঝরে যায় নীর ।
প্রেমভরে গদগদ কাতর শরীর ॥
মুছিয়া নয়ন-জল ডাকি যুধিষ্ঠিরে ।
বলেন মধুর কথা অতি ধীরে ধীরে ॥
কি বলিব ধর্ম্মরাজ শুন দিয়া মন ।
আশ্রয় করিয়া সবে আছ নারায়ণ ॥
ভগবান্ দ্বিজ ধর্ম্ম এদের আশ্রয় ।
করিলে কামনা নাশ সংসারেতে হয় ॥
তথাপি জীবন তব ক্লেশকর হয় ।
দুঃখময় অতি ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
তব পিতা পাণ্ডু যবে ত্যজিল শরীর ।
পুত্রবধূ কুন্তী কাঁদে হইয়া অস্থির ॥
সহিল যাতনা কুন্তী তোমাদের লাগি ।
কেন তারে দুঃখ দাও সংসার তেয়াগি ॥
কালে দিল সবে কষ্ট কালের বিচারে ।
তাই বলি কেন সবে ত্যজিবে সংসারে ॥
মেঘ যথা বায়ু বিনা না রহিতে পারে ।
কাল বিনা কার সাধ্য রাখে এ সংসারে ॥
স্বয়ং করেন কাল সংসার পালন ।
সময়ে করেন তিনি সকলি হরণ ॥
ভীষণ ক্ষমতা তাঁর কে বর্ণিতে পারে ।
বিধির বিধান ধ্বংস করে বারে বারে ॥
তুমি রাজা ধর্ম্মপুত্র বলী বৃকোদর ।
অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ হন মহাবলধর ॥
কালের প্রভাবে সবে মানে পরাজয় ।
পদে পদে তোমাদের কত বিঘ্ন হয় ॥
অপূর্ব্ব কালের শক্তি ধর্ম্মের নন্দন ।
কালের বিক্রমে কেহ কভু জয়ী হন ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞানেতে প্রবীণ ।
এ জগতে সকলেই দৈবের অধীন ॥
বাসুদেব মায়া কিছু-কেহ নাহি জানে ।
জানিবার পথ মাত্র আপনার জ্ঞানে ॥
পণ্ডিতে না পারে কভু কৃষ্ণেরে বুঝিতে ।
বুঝিলাম বলি তাঁহে কে পারে বলিতে ॥
জন্মিতেছে মহামায়া কটাক্ষে যাঁহার ।
সে মহাপুরুষ কৃষ্ণ সহায় তোমার ॥
অতএব ধর্ম্মপুত্র দৈব মনে করি ।
পালহ আপন প্রজা ভাব মনে হরি ॥
ভাগ্যে যাহা ছিল তব মান রাজ্যধন ।
সকলি পেয়েছ তুমি সংসার-শোভন ॥
যে জন করয়ে হেলা ভাগ্যের সুফলে ।
ঔদ্ধত্য প্রকাশে তার জ্ঞানিগণ বলে ॥
কর রাজা আনন্দেতে রাজ্যের শাসন ।
করহ মনের সুখে প্রজার পালন ॥
এই যে হেরিছ কৃষ্ণ আদি নারায়ণ ।
মায়াবলে পরিচিত দেবকী-নন্দন ॥
যদুর নন্দনরূপে বিরাজিত যিনি ।
অবশ্য জানিও মনে নিজে দৈব তিনি ॥
দুর্জ্জয় প্রভাব এঁর কয়জন মানে ।
নারদ কপিল শিব কিছুমাত্র জানে ॥
যাঁহারে ভাবিছ তুমি মাতুল-তনয় ।
হিতকারী বন্ধু বলি যাঁরে মনে হয় ॥
রণে দূত মন্ত্রে মন্ত্রী সারথী যে জন ।
সামান্য সে নহে দেব প্রভু নারায়ণ ॥
অতএব শুন বৎস ধর্ম্মের নন্দন ।
কৃষ্ণ যা বলেন কর্ম্ম করিও তেমন ॥
সারথি বলিয়া কারো নাহি অন্য জ্ঞান ।
সর্ব্বময় তিনি হন ভক্ত-ভগবান্ ॥
নাহি তাঁর রাগ দ্বেষ নাহি অহঙ্কার ।
পক্ষপাত নাহি তাঁর সমান আকার ॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ

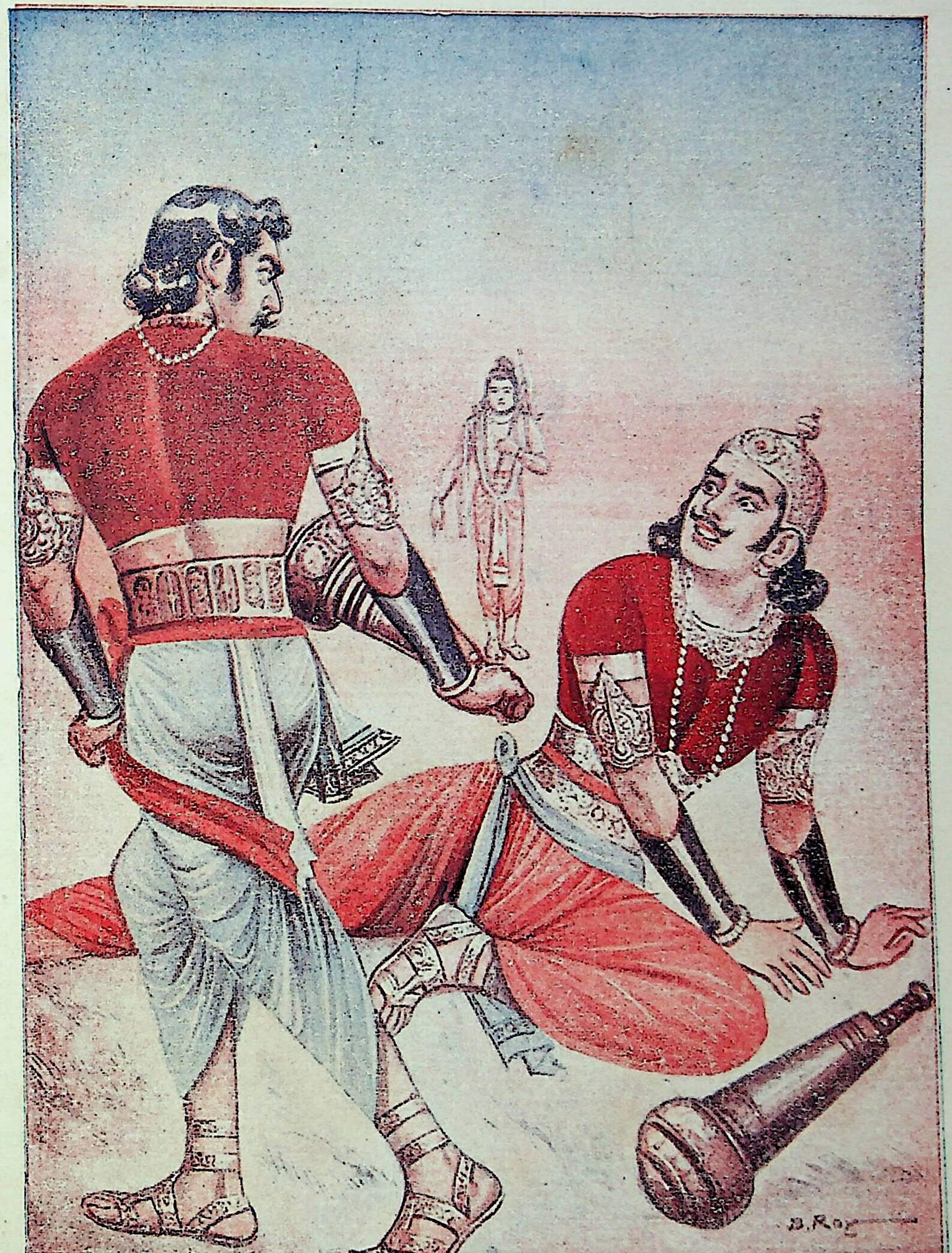

দুর্য্যোধন ভীমসেনে বাধিল সমর।
ভাঙ্গে দুর্য্যোধন-উরু ভীম বলধর॥

পৃষ্ঠা—৫৩

ভাল মন্দ তাঁর কাছে নাহি বিবেচনা।
সকলি সমান তাঁর হয় যে গণনা ॥
ভক্ত প্রতি মায়া তাঁর কর দরশন।
অতি অপরূপ হয় ভক্তের জীবন ॥
সাক্ষাৎ উপমা তার কর দরশন।
উদ্ধার করিতে মোরে করে আগমন ॥
মৃত্যুকাল উপস্থিত হেরিয়া আমার।
আবির্ভূত জনার্দ্দন মানব-আকার ॥
যোগিগণ যাঁর নাম করিয়া কীর্ত্তন।
দেহ প্রাণ ধর্ম্ম ত্যজি মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥
সে কৃষ্ণের চরণেতে এই মম আশ।
মৃত্যুকালে যেন হয় তাঁহার প্রকাশ ॥
অন্তরে যাঁহার চিন্তা করে অন্যজন।
সাক্ষাতে তাঁহারে আমি করি দরশন ॥
সূত কহে শুন শুন শৌনক ব্রাহ্মণ।
ভীষ্মের বারতা শুনি ধর্ম্মের নন্দন ॥
জিজ্ঞাসেন পিতামহে ধর্ম্মের সন্ধান।
মানবের প্রতি নিত্য তাহার বিধান ॥
কেন বা বর্ণের ভেদে ধর্ম্ম রূপ ভেদ।
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি ধর্ম্ম করহ প্রভেদ ॥
দানধর্ম্ম রাজধর্ম্ম যেরূপ বিশেষ।
কোন্ ধর্ম্মে হরি তুষ্ট কহ সবিশেষ ॥
নৃপতির অনুরোধে গঙ্গার কুমার।
কহিলেন ধর্ম্মকথা অতি চমৎকার ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি আছে যাহা।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরে কহিলেন তাহা ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আদি ধর্ম্মকথা যত।
উদাহরণের সহ কহে মনোমত ॥
ইচ্ছামৃত্যু মহাযোগী ভীষ্ম মহাবীর।
উত্তর অয়নে মৃত্যু করিলেন স্থির ॥
যেই হেতু শরোপরি করিয়া শয়ন।
সহিয়া যাতনা বহু রাখেন জীবন ॥
বুঝাইতে যুধিষ্ঠিরে ধর্ম্মের কথন।
আসিল সময় সেই উত্তর-অয়ন ॥
রসনা সংযত তবে করি ভীষ্ম বীর।
চতুর্ভুজ রূপে মন করিলেন স্থির ॥
সকল কামনা হ'তে আকর্ষিয়া মন।
ধ্যান-যোগে করিলেন নেত্র উন্মীলন ॥
চিত্তের মাঝেতে হয় সংযম প্রকাশ।
সকল অনিষ্ট তাহে হইল বিনাশ ॥
কৃষ্ণপদে মন দিয়া অস্ত্রের বেদন।
এ জন্মের মত তাঁর হ'ল নিবারণ ॥
মৃত্যুরে সম্মুখে হেরি ভীষ্ম মহাবীর।
স্তবগানে ভগবানে তুষিলেন ধীর ॥
সকল সমক্ষে ভীষ্ম গদগদ স্বরে।
কহিলেন মনোভাব প্রকাশি অন্তরে ॥
নানা ধর্ম্মবলে চিত্ত সংযত অভ্যাস।
আছিল অন্তরে মোর যেমত প্রকাশ ॥
অর্পিলাম সেই ধন আমি সনাতনে।
নিষ্কাম হইয়া হৃদে ত্যজিব জীবনে ॥
ভগবান্ আনন্দেতে সদাই মগন।
আনন্দই তাঁর রূপ বেড়িয়া ভুবন ॥
তথাপি করিয়া কভু প্রকৃতি আশ্রয়।
ক্রীড়াচ্ছলে পৃথিবীতে আসে দয়াময় ॥
প্রকৃতি হইতে এই সংসার সৃজন।
সেই পদে অন্তে হও রত মম মন ॥
অর্জ্জুনের সখা ইনি শ্রীমধুসূদন।
সারথির রূপে করে রথাঙ্গ-ধারণ ॥
আহা আহা কি দেখিনু তোমায় ঈশ্বর।
তমাল সমান কিবা নীল কলেবর ॥
পীতবাস কিবা শোভা করিছে ধারণ।
হেরিয়া যাঁহার রূপ মুগ্ধ ত্রিভুবন ॥
মুখপদ্মে কেশরাশি হইয়া পতিত।
আহা মরি কিবা শোভা তাহে বিকশিত ॥
আমার কামনা এই প্রভু তব প্রতি।
চিরকাল রহে যেন তব পদে মতি ॥
বিশ্বাস বিহনে বিভু নাহি পাওয়া যায়।
যাহার বিশ্বাস রয় কেশবেরে পায় ॥

মরি কি কেশবরূপ রণভূমি মাঝে।
নিবিড় কুন্তল কিবা মস্তকে বিরাজে ॥
তুরগের পদরজে তাহা বিভূষিত।
ঘর্ম্মবারি তাহে পুনঃ হয় প্রবাহিত ॥
মরি কি ভীষণ রূপে সাজিয়াছ হরি।
ভক্ত লাগি ঘর্ম্ম মাখ সুধা পরিহরি ॥
হানিলাম যবে বাণ তোমার উপর।
বর্ম্মে লাগি কিবা শোভা হয় মনোহর ॥
আমি তব অরি-রূপে ত্যজিলাম শর।
তুমি হাস্যময় মুখে করিলে সমর ॥
অপার মহিমা তব শ্রীমধুসূদন।
কে পারে মহিমা তব করিতে বর্ণন ॥
এক্ষণে বাসনা হরি করি অনিবার।
মন যেন রহে মোর চরণে তোমার ॥
অর্জ্জুনের প্রতি তব করুণা অপার।
হরি হ'য়ে নিলে তুমি সারথির ভার ॥
যখন কহিলা পার্থ সম্বোধি কেশব।
রাখ রথ ক্ষেত্রমাঝে হেরি সৈন্য সব ॥
রণভূমে রথ তবে করিয়া স্থাপন।
কটাক্ষে বিপক্ষবল করিলে হরণ ॥
প্রকৃতির গতি এই প্রকাশ সংসারে।
ভক্ত বিনা ভগবানে কে জানিতে পারে ॥
অন্তিম সময়ে তাই আমার এ মন।
ভক্তিভরে ভজে যেন শ্রীহরিচরণ ॥
বন্ধু-বধ ভয়ে যবে কাঁপে ধনঞ্জয়।
জ্ঞানবলে হরি তাঁর নাশেন সংশয় ॥
ঈশ্বর হইয়া কৃষ্ণ বিশ্ব সংহারিতে।
না ধরেন কোন অস্ত্র সমর-ভূমিতে ॥
হরিরে লইতে অস্ত্র করিয়া বাসনা।
হানিলাম নানা অস্ত্র করিয়া কামনা ॥
বুঝিয়া আমার মন ভক্তের বৎসল।
পূরাতে বাসনা চক্র ধরেন কেবল ॥
উত্তরীয় বস্ত্র তাঁর গাত্র হ'তে পড়ি।
ধরার ধূলির মাঝে যায় গড়াগড়ি ॥
পদভরে টলমল করে ধরাখান।
ভয়েতে জগৎবাসী হ'ল মুহ্যমান ॥
কত শত শর অঙ্গে করিনু বর্ষণ।
হইল রুধিরে অঙ্গে বিষম প্লাবন ॥
অর্জ্জুন করিল তাঁরে কত নিবারণ।
তথাপি বাসনা মোর করেন পূরণ ॥
আত্মপর জ্ঞান যাঁর নাহি দ্বেষাদ্বেষ।
সে হেন হরিতে মন মগ্ন হও শেষ ॥
অর্জ্জুনের ভক্তিভাবে বিভু ভগবান্।
সমরে সারথি হন এই মম জ্ঞান ॥
অতএব রাখ সদা হরিপদে মতি।
হরি বিনা কে নাশিবে সংসারদুর্গতি ॥
কি কৌশল ভগবান্ শিখেছ কেশব।
সারথি হইয়া রক্ষা করিলে পাণ্ডব ॥
রথের সম্মুখে থাক নিয়ত সমরে।
তোমা দেখি মুক্তি পায় যেই জন মরে ॥
প্রেমের বিচিত্র ভাব করিবারে জ্ঞান।
নয়ন ভঙ্গীতে মুগ্ধ কর গোপী-প্রাণ ॥
যেই ভাবে যেই জন করয়ে সাধন।
সেই ভাবে পায় হরি তোমার চরণ ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির রাজসূয় কালে।
আপনি কেশব ছিলা সেই যজ্ঞস্থলে ॥
কি সৌভাগ্য মম নাহি বর্ণিবারে পারি।
সম্মুখে মানবরূপে প্রকাশ মুরারি ॥
করিলে কৃতার্থ মোরে তুমি হে কেশব।
জনম মরণ তব জানি অসম্ভব ॥
হৃদয় নির্ম্মল করি করহ প্রবেশ।
অনন্ত মহিমা তব তুমি হৃষীকেশ ॥
নানাভাবে প্রতিভাত সূর্য্য যেইরূপ।
তুমিও সেরূপে আছ ওহে বিশ্বভূপ ॥
তোমার আশ্রয়ে মোর মোহ হ'ল দূর।
হৃদয়েতে শান্তিলাভ করিনু প্রচুর ॥
সূত বলে শুন শুন যত ঋষিজন।
কেমনে হইল পরে ভীষ্মের মরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণে হৃদয়ে হেরি ভীষ্ম মহাবীর।
বাক্য মন দৃষ্টি ক্রমে করিলেন স্থির ॥
এই রূপে করি তিনি ঈশ্বরেতে জ্ঞান।
ত্যজিলেন যোগবলে আপনার প্রাণ ॥
সবে জানে প্রাণ-বায়ু বাহিরেতে যায়।
জ্ঞানযোগে ভীষ্ম কিন্তু অন্তরে মিলায় ॥
উপাধি-বিহীন ব্রহ্মে ভীষ্মের মিলন।
মুনি আদি করে সবে প্রত্যক্ষ দর্শন ॥
দেবতা মানবে হেরি ভীষ্মের বিলয়।
দুন্দুভি বাজনা বাজে সুখে অতিশয় ॥
সাধুগণে সাধুবাদ করে উচ্চারণ।
গগন হইতে হয় পুষ্প বরিষণ ॥
যুধিষ্ঠির করি পরে ভীষ্মের সৎকার।
প্রকাশেন নিজ শোক বিবিধ প্রকার ॥
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করি যত মুনিগণ।
করিলেন নিজ নিজ আশ্রমে গমন ॥
কৃষ্ণ সহ যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে।
ফিরিলেন গান্ধারীর সান্ত্বনার তরে ॥
যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রে করিতে প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিলেন তাঁরে গুণধাম ॥
ধৃতরাষ্ট্র হিতকথা কহিয়া অশেষ।
রাজা হইবারে তারে দিলা উপদেশ ॥
কৃষ্ণের সম্মতি পেয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
হৃষ্টমনে সিংহাসনে করে আরোহণ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
বুঝিলেন ভাবে সবে সংসার অসার ॥

ইতি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন

শৌনক ব্রাহ্মণ কহে শুন শুন সূত।
কহিলে হরির কথা অতীব অদ্ভুত ॥
কহ কহ এবে ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায়।
কি কার্য্য করেন কহ সেই ধর্ম্মরায় ॥
ধন লাগি রণ করি আত্মীয় বিনাশি।
ভ্রাতৃগণ সহ রাজা কিবা অভিলাষী ॥
সূত কহে শুন শুন শৌনক ব্রাহ্মণ।
কি কার্য্য করেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
সকলের আগে কিছু কহি কৃষ্ণকথা।
পরেতে বলিব ধর্ম্ম করিলেন যথা ॥
পরীক্ষিৎ নৃপতিরে রক্ষিয়া কেশব।
যুধিষ্ঠিরে দেন রাজ্য অতুল বৈভব ॥
এরূপ সাধিয়া কর্ম্ম শ্রীমধুসূদন।
আপনি করেন প্রীত আপনার মন ॥
নিখিল ভুবন হয় ঈশ্বর অধীন।
তিনি ভিন্ন কেহ আর নহেক স্বাধীন ॥
ভীষ্ম ও অচ্যুত মুখে শুনি এ বচন।
সুস্থির হইলা তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
আপনি কর্ত্তার ভাব ত্যজি ধর্ম্মরাজ।
ভুলিয়া আত্মীয় শোক করেন বিরাজ ॥
কৃষ্ণের কথায় শান্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হৃদয়ের শোক দুঃখ হন বিস্মরণ ॥
কিছুদিন তবে ধর্ম্ম ভ্রাতাদের সনে।
শাসন করেন রাজ্য কেশব স্মরণে ॥

যবে রাজা হইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আপনি করেন মেঘ সদা বরিষণ ॥
পৃথিবী করেন যত অভীষ্ট প্রসব।
প্রয়োজন মত দুগ্ধ দিল গাভী সব ॥
সমুদ্র ও নদ নদী ভরিয়া উঠিল।
পর্ব্বত লতায় মহী শোভিত হইল ॥
বর্দ্ধিত যতেক বৃক্ষ হইল শিখরে।
জন্মিল ওষধি সব ঋতু পরে পরে ॥
দৈবিক ভৌতিক তাপ আধ্যাত্মিক আর।
প্রজাগণে নাহি কভু করে অধিকার ॥
এতেক মঙ্গল হেরি প্রভু নারায়ণ।
শোকমগ্ন অন্ধরাজে করেন সান্ত্বন ॥
সুভদ্রার অনুরোধে কিছুদিন তরে।
হস্তিনায় রহে কৃষ্ণ হরিষ অন্তরে ॥
অতঃপর সর্ব্ব শুভ করিয়া সাধন।
দ্বারকা গমনে তিনি অভিলাষী হন ॥
লইয়া ধর্ম্মের আজ্ঞা করি আলিঙ্গন।
করিলেন রথোপরি কৃষ্ণ আরোহণ ॥
রথেতে উঠিলে কৃষ্ণ যত পুরজন।
কেহ করে আলিঙ্গন কেহ বা পূজন ॥
ধৃতরাষ্ট্র কৃপ ভীম সুভদ্রা নকুল।
দ্রৌপদী উত্তরা কুন্তী কাঁদিয়া আকুল ॥
যুযুৎসু ও সত্যবতী নর-নারীগণ।
বিরহ সহিতে নারি হয় অচেতন ॥
সাধু-মুখে শুনি মাত্র হরিলীলা গান।
সুধী না ত্যজিতে পারে সে সাধুর স্থান ॥
জায়া পুত্র পরিজন সকলি ত্যজিবে।
তথাপি সে সাধু-সঙ্গ জ্ঞানী না ছাড়িবে ॥
পাণ্ডবেরা বহুকাল রহে কৃষ্ণ সনে।
এখন তাঁহারে হায় ছাড়িবে কেমনে ॥
একত্র শয়ন আর একত্র ভোজন।
বহুদিন হ'তে করে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
তাঁহারে ছাড়িতে প্রাণ করে হাহাকার।
কেমনে বিরহ সহ্য করিবে তাঁহার ॥
যখন শ্রীবাসুদেব করিবে প্রস্থান।
মুখ পানে চাহি সবে করে অবস্থান ॥
যে স্থানে দাঁড়ায়েছিল যে ভাবে যে জন।
হরিরে যাইতে দেখি রহিল তেমন ॥
পূজা উপহার হস্তে বহে অশ্রুনীর।
মুখে নাহি কথা সরে রহে সবে স্থির ॥
অন্তঃপুর ত্যাগ করি দেবকী-নন্দন।
চড়িবারে রথে যবে করিলা গমন ॥
হরির বিরহে যত কুলের কামিনী।
অবিরত কাঁদে তারা হ'য়ে অনাথিনী ॥
অন্তরে কাঁদিল সবে কেহ না বুঝিল।
অমঙ্গল হয় পাছে জোরে না কাঁদিল ॥
মৃদঙ্গ পণব ভেরি গোমুখ ধুধুরী।
অনেক দুন্দুভি ঘণ্টা বাজে ভূরি ভূরি ॥
কুলনারী উঠি কত প্রাসাদ উপরে।
উলু দেয়, কৃষ্ণ-শিরে পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
প্রেম লজ্জা প্রফুল্লতা সবার নয়নে।
দেখিতে লাগিল সবে কৃষ্ণ প্রাণধনে ॥
হরি শিরোপরি ছত্র ধরে ধনঞ্জয়।
রত্নদণ্ডে মুক্তাজাল তাহাতে শোভয় ॥
উদ্ধব সাত্যকি তবে ধরিয়া চামর।
ব্যজন করেন মরি অতি শোভাকর ॥
সবে করে কৃষ্ণ-শিরে পুষ্প বরিষণ।
পুষ্পেতে শোভিয়া কৃষ্ণ হয়েন মোহন ॥
উপনীত ছিল যত ব্রাহ্মণ সন্তান।
সুখী হও বলি করে আশীর্ব্বাদ দান ॥
যদিও নির্গুণ তিনি আদি নারায়ণ।
এক্ষণে মানব-রূপ করেন ধারণ ॥
এই হেতু আশীর্ব্বাদ করিল ব্রাহ্মণ।
হরি-লীলা বুঝিবারে পারে কোন জন ॥
গাহেন কেশব-গুণ যতেক যুবতী।
হেন মনে হয় যেন শ্রুতি মূর্ত্তিমতী ॥
উপনিষদের ভাবে যত নারীজন।
গাহিল কৃষ্ণের গুণ বিচিত্র কথন ॥

একজন বলে আরে শুন শুন সই।
হের সখি আদি-নাথ চলি যায় ওই ॥
যে কথা শুনিলে সবে গুরুর বদনে।
হের সেই পরমাত্মা আপন নয়নে ॥
ত্রিগুণ বিভাগ পূর্ব্বে জনমি যে জন।
জীবের অবিদ্যা আদি করেন হরণ ॥
জীবের প্রলয় কালে যে জন একাকী।
প্রপঞ্চ রহিত হয় আপনাতে থাকি ॥
করিতে জীবের রূপ প্রকাশ ধরায়।
প্রকৃতি সংসর্গ যিনি করেন স্বেচ্ছায় ॥
সেই জন ওই যায় হের বিনোদিনী।
হইনু অনাথ মোরা এবে কাঙ্গালিনী ॥
আর সখী বলে শুন জীবনের সই।
তুমি কি জান লো ধনি কেবা যায় ওই ॥
ইচ্ছায় সৃজিল সৃষ্টি শুনেছ যে জন।
পশু পক্ষী আদি জীব ভূতের শোভন ॥
সকলি তাঁহার সৃষ্টি দৃষ্টি যাঁর কাল।
যাঁহার অসীম কার্য্য বিরাট বিশাল ॥
আপনি পুরুষরূপে প্রকৃতি সহিত।
সৃজিয়া করেন জীবে মায়ায় মোহিত ॥
সেইজন ওই সখি ওই দূরে যায়।
উহার বিরহ সহ্য করা বড় দায় ॥
অন্য সখী বলে শুন আমার বচন।
চিনেছ কি রথে যেই করিছে গমন ॥
উনিই করেন সেই বেদের সৃজন।
উঁহার ধ্যানেতে রত সদা মুনিগণ ॥
জিতেন্দ্রিয় হয় যোগী শ্বাস রোধ করি।
তপস্যায় মগ্ন রহে লভিবারে হরি ॥
যোগবলে মুনিগণ উঁহার চরণ।
অন্তরের মাঝে সদা করেন দর্শন ॥
কি ভাগ্য আমরা করি সে পদ দর্শন।
যে পদ হেরিয়া যোগী যোগে দেয় মন ॥
অতএব এস সখি সবে মিলি যাই।
ও চরণ কভু দূরে যেতে দিতে নাই ॥
অথবা চলহ সবে উঁহার সহিত।
সেবিব উহার পদ হ'য়ে একচিত ॥
আর সখী বলে ওগো শুন প্রাণসই।
কোন্ জন যায় রথে বল দেখি ওই ॥
বেদেতে যাঁহারে বলে নির্গুণ ঈশ্বর।
হের সখি ওই যায় সেই নরবর ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় সদা করে যেই জন।
সেই জন ওই কৃষ্ণ করিছে গমন ॥
তমোগুণবলে জীব হারাইলে জ্ঞান।
আপনি জনমি হরি দেন জ্ঞানদান ॥
তমোগুণে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে রাজগণ।
যখন করেন তাঁরা হীন আচরণ ॥
তখন আসেন উনি সত্ত্বগুণাশ্রয়ে।
উদ্ধার করেন তবে জীব সমুদয়ে ॥
ধন্য সেই যদুবংশ যাহে নারায়ণ।
আসিয়া করেন লীলা ব্যাপিয়া ভুবন ॥
ধন্য সেই বৃন্দাবন বহু পুণ্য তার।
যেই পুণ্যভূমে হরি করিলা বিহার ॥
কি কহিব দ্বারকার মাহাত্ম্যের সীমা।
হরিপদ লভি সেই পাইল গরিমা ॥
পৃথিবী হইল ধন্য ধরি দ্বারকায়।
স্বর্গের অমরাবতী সদা লজ্জা পায় ॥
দ্বারকায় প্রজাগণ সদা নারায়ণে।
সতত নেহারে তাঁরে ভ্রমণে গমনে ॥
যে জন হেরিল কৃষ্ণে কি ভাবনা তার।
দূরে যায় ভব-দুঃখ সংসার অসার ॥
আর জন বলে সখি শুন কথা মোর।
শুনিয়া আকুল প্রাণ জুড়াইবে তোর ॥
গোপিনীগণের সখি সার্থক জীবন।
পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্য করিল অর্জ্জন ॥
আপনি ধরেন হরি তাঁহাদের কর।
অমৃত করেন পান ধরিয়া অধর ॥
তাহারা হরিরে ধরি আপনার করে।
হরির অধরামৃত সুখে পান করে ॥

ধন্য নারী সে রুক্মিণী যারে নারায়ণ।
শিশুপালে বধ করি করেন গ্রহণ ॥
ধন্য সেই জাম্ববতী নাগ্নজিতী আর।
যাঁদের বিবাহ করে কৃষ্ণ অবতার ॥
ধন্য সহস্রেক নারী সত্যভামা আর।
আনিলা নরকাসুরে করিয়া সংহার ॥
অপবিত্র নারী-জন্ম তাঁদের সফল।
শ্রীহরির প্রিয়া হয় তাহারা সকল ॥
শ্রীহরি তাঁদের নাহি করে পরিহার।
তাহাদের ছাড়ি কোথা নাহি যান আর ॥
বিশেষতঃ তুষিবারে সকলের মন।
সুর-পারিজাত হরি করেন হরণ ॥
নারীরূপে যেন সবে হইয়া প্রকৃতি।
অন্তরে বাহিরে পায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি ॥
কত যে সৌভাগ্যলাভ করে নারীগণ।
এক মুখে কত আমি করিব বর্ণন ॥
কামিনীগণের বাক্য শুনি নারায়ণ।
সবারে করেন তিনি কটাক্ষে দর্শন ॥
ইঙ্গিতে করেন হরি পরিতোষ সবে।
হৃদয়ের ক্ষোভ যত মিটিলেক তবে ॥
পথে অমঙ্গল ভয়ে চতুরঙ্গ বীর।
দিলেন তাঁহার সাথে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কৃষ্ণের পশ্চাতে তবে যতেক কৌরব।
নয়নে ঝরিছে নীর ধীরে ধায় সব ॥
মাধব বুঝায় সবে করিয়া সান্ত্বন।
বিদায় দিলেন সবে করিয়া যতন ॥
ল'য়ে প্রিয় সহচর তবে নারায়ণ।
যদুপুরী লাগি রথে করেন গমন ॥
কত জনপদ বন ছাড়িয়া নগর।
ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র পাঞ্চাল সহর ॥
যথায় যায়েন হরি সবে ত্বরা করি।
আইসে হেরিতে তাঁরে উপহার ধরি ॥
সারাদিন রথে হরি করিয়া গমন।
সন্ধ্যায় করেন স্নান আদি সমাপন ॥
এইরূপে কত দেশ ছাড়ি নারায়ণ।
অচিরে দ্বারকাপুরে করেন গমন ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে অবশ্য নাশ হয় পাপ-ভার ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন

সূত কহে শুন শুন ওহে মুনিগণ।
প্রবেশেন যদুপুরে সেই নারায়ণ ॥
পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ বদনে ধরিয়া।
বাজান কেশব তাহে যতন করিয়া ॥
জগতের ভয় মৃত্যু তাহাতে শঙ্কিত।
নৃত্য করে ভক্তবৃন্দ হ'য়ে আনন্দিত ॥
প্রবেশিলা প্রজা-কর্ণে সেই শঙ্খরব।
বিষাদ হইল দূর আনন্দিত সব ॥
শঙ্খেতে আরোপি মুখ মনোহর শোভা।
বাদন করেন কৃষ্ণ মুনি-মনোলোভা ॥
কেশবের অধরোষ্ঠ রক্তিমা রঞ্জিত।
যেন কলহংস চঞ্চু হয় প্রকাশিত ॥

বাজালেন যবে কৃষ্ণ শঙ্খ ল'য়ে হাতে।
অধরের রক্তরাগ পড়িল তাহাতে॥
হেরি তাহা মনে হয় কমল ভিতরে।
কলহংস বসি যেন কলরব করে॥
শুনিলে শঙ্খের ধ্বনি মৃত্যু ভয় পায়।
প্রজাগণ ত্যজি ভয় আনন্দেতে যায়॥
বিষাদ করিয়া দূর যত প্রজাগণ।
হরি হেরিবারে ধায় আনন্দিত মন॥
আত্মারাম বাসুদেব আপনি প্রকাশ।
আপন স্বরূপে পূর্ণ আপনার আশ॥
অপর কিছুই তাঁর নাহি প্রয়োজন।
জগতের সৃষ্ট দ্রব্যে নাহি আকিঞ্চন॥
যেমন মানব করি সূর্য্যে আরাধন।
দীপ দান করি হয় আনন্দিত মন॥
তেমনি আসিয়া তথা পুরবাসী যত।
উপহার দেয় সবে নিজ মনোমত॥
বালকে জনক সহ কথা কহে যথা।
দ্বারকা-নিবাসী আসি কৃষ্ণে কহে তথা॥
দূরদেশ হ'তে যথা পিতৃ-আগমনে।
পুত্র কহে নানা কথা আপনার মনে॥
তেমতি দ্বারকাবাসী যত পুরজন।
আরম্ভিল নানা কথা শুনে জনার্দ্দন॥
চরণ-সরোজে নাথ করি নমস্কার।
তুমি বিনা এ সংসারে সকলি অসার॥
সনকাদি ঋষি আর সুরেন্দ্র সকল।
ধ্যান করে নিত্য তব চরণ-কমল॥
যে জন মঙ্গল চায় সংসার মাঝার।
তোমার চরণ ভিন্ন গতি নাই তার॥
ব্রহ্মাদির প্রভু কাল জগতে বিদিত।
তোমার নিকটে সদা হয় পরাজিত॥
নাহিক প্রভাব তার তোমার চরণে।
তুমি হে জগৎ-স্রষ্টা বিখ্যাত ভুবনে॥
আমাদের বন্ধু পিতা আর গুরুজন।
পরম দেবতা তুমি ওহে নিরঞ্জন॥
পালিব তোমার আজ্ঞা করিয়াছি পণ।
কৃপায় উদ্ধার কর ওহে নারায়ণ॥
তুমিই মোদের রাজা জগৎ-সংসারে।
আমরাই প্রজা হ'য়ে পূজি যে তোমারে॥
তোমার সৌভাগ্যযুক্ত প্রেমিক বদন।
নাহি পায় দেখিবারে কভু দেবগণ॥
সদা হেরিতেছি মোরা ভরিয়া নয়ন।
দয়া করি কর কৃপা-কটাক্ষ ক্ষেপণ॥
কি সৌভাগ্য আছে আর জগতে প্রকাশ।
যাহা হেরি সদা পূরে ভক্তজন-আশ॥
কমললোচন তুমি ভক্তের নয়ন।
হস্তিনায় যবে তুমি করিলে গমন॥
তার পরে মথুরায় গেলে প্রিয়তম।
মুহূর্ত্তেরে মনে হয় কোটি বর্ষ সম॥
যদি না তপন রহে কি কাজ নয়নে।
অন্ধকার হেরি সদা তোমার বিহনে॥
তুমি সূর্য্য যবে তুমি যাও দূরদেশে।
নয়ন মুদিত করি থাকি হীনবেশে॥
হাস্যমুখে যার প্রতি একবার চাও।
অন্তরের দুঃখ তার সকলি ঘুচাও॥
অতএব সে বদন না হেরি নয়নে।
জীবন ধারণ মোরা করিব কেমনে॥
শুনিয়া এ হেন বাণী নন্দের নন্দন।
প্রবেশিলা দ্বারকায় হরষিত মন॥
কুকুর অন্ধক আদি বৃষ্ণিবংশধর।
কৃষ্ণ সম বলবান ছিল নিরন্তর॥
যেরূপে নাগের দল রক্ষে ভোগবতী।
সেরূপে দ্বারকা রক্ষে বীর দর্পে অতি॥
মনোহর পুরী সেই দ্বারকানগরী।
নানাবিধ বৃক্ষ শোভে ফল ফুল ধরি॥
ঋতু সহ ঋতুপতি সদা বর্ত্তমান।
অপূর্ব্ব ভূষণে শোভে লতার বিতান॥
মনোহর উপবন স্বচ্ছ সরোবর।
শোভিতেছে মনোরম চৌদিকে বিস্তর॥

আছিল যতেক শোভা দ্বিগুণ করিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের মান্য লাগি দিল সাজাইয়া॥
পুষ্পেতে শোভিত কত পুর-গৃহদ্বার।
গরুড় চিহ্নিত ধ্বজা উড়ে অনিবার॥
সূর্য্যের কিরণ তাহে না করে প্রবেশ।
স্নিগ্ধময়ী পুরী ধরে অনুপম বেশ॥
রাজপথ পথ আর বিপণি অঙ্গন।
সুমার্জ্জিত হ'য়ে কত শোভে অনুক্ষণ॥
গন্ধজলে ভূমি সব ভূষিত সৌরভে।
ফল পুষ্প দূর্ব্বাঙ্কুর প্রভৃতি বৈভবে॥
প্রতি গৃহদ্বারে মিলি যত প্রজাগণ।
দধি ফল ধূপ দীপে করিল শোভন॥
শ্রীকৃষ্ণ আইল শুনি যতেক যাদব।
হরষিত হন সবে হেরিয়া মাধব॥
বসুদেব উগ্রসেন আর বলরাম।
হরষে সকলে ভাসে শুনি কৃষ্ণ-নাম॥
কেহ বা শয়ন ত্যজে কেহ বা আসন।
ছাড়িয়া আহার রথে করে আরোহণ॥
প্রেমের ভরেতে ধায় হরির সদনে।
অভ্যর্থনা করিবারে নন্দের নন্দনে॥
ঘন ঘন বাজে শঙ্খ তূরীধ্বনি হয়।
মন্ত্র পাঠ করে সবে প্রফুল্ল-হৃদয়॥
হরি হেরিবার আশে যত নরনারী।
আরোহি আপন যানে চলে সারি সারি॥
মনোহর মূর্ত্তিময় কমল বদন।
বায়ুতে কম্পিত কেশ শোভিছে কেমন॥
কুঞ্চিত কুন্তল কিবা শোভে কর্ণমূলে।
যেমন মাধবী শোভে আপনার ফুলে॥
অভিনয় করে নট নাচিছে নর্ত্তক।
পৌরাণিক করে পাঠ গাহিছে গায়ক॥
মাগধে শুনায় বংশী বন্দী গায় যশ।
সকলে সন্তুষ্ট-চিত্ত হরি-পরবশ॥
অদূরে হেরিয়া কৃষ্ণ পুরবাসী জনে।
সম্মান করেন সবে মিষ্ট সম্ভাষণে॥
কাহারে প্রণাম করে শির নত করি।
কাহারেও আলিঙ্গন করিলেন হরি॥
বন্দনা করেন কারে কটাক্ষ ক্ষেপণে।
কারো কর স্পর্শ করে সহাস্য বদনে॥
এইরূপে আচণ্ডাল ছিল যত জন।
নানাভাবে তুষিলেন সবাকার মন॥
গুরুজন আর যত সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ।
কেশবে আশিস করে আনন্দিত মন॥
অগ্রেতে লইয়া বন্দী উল্লাসে তখন।
প্রবেশেন দ্বারকায় শ্রীমধুসূদন॥
দ্বারকায় রাজমার্গে প্রবেশিলা হরি।
হর্ম্ম্যশিরে উঠে নারী অতি ত্বরা করি॥
যতই হেরয়ে কৃষ্ণে নাহি পূরে আশ।
হৃদয়ে যাঁহার লক্ষ্মী সদা করে বাস॥
নয়ন-মোহন তাঁর সুন্দর বদন।
করযুগে লোকপাল করয়ে রক্ষণ॥
ভক্তি লাগি বিস্তারিত কমল চরণ।
একবার হেরি কেবা শান্ত করে মন॥
পীতবাস পরিধান মেঘময় রূপ।
মাল্যদাম গলে শোভে অতি অপরূপ॥
মস্তকেতে শ্বেতছত্র বিরাজিত হয়।
চামরী চামর ধরে মরকতময়॥
প্রাসাদ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ।
কৃষ্ণ শোভে তাহে যেন নবীন তপন॥
অথবা কিরণে মাখি নব জলধর।
উভয় চন্দ্রের মাঝে শোভিছে সুন্দর॥
পুষ্পের বর্ষণ হয় কৃষ্ণের মাথায়।
মনে হয় মেঘ যেন বেষ্টিত তারায়॥
নবজলধর সম অপরূপ তনু।
বক্ষের মাঝারে শোভে বাঁকা রামধনু॥
আপনি চপলা যেন স্থির হ'য়ে আজ।
শ্রীহরির চারিপার্শ্বে করিছে বিরাজ॥
অনন্তর ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ পরমেশ।
পিতা ও মাতার ঘরে করিলা প্রবেশ॥

জননী দেবকীদেবী ছিলেন সেথায়।
প্রণাম করিলা আসি কৃষ্ণ তাঁর পায় ॥
বহুদিন পরে পুত্রে করিয়া দর্শন।
ক্রোড়েতে তোলেন তারে করি আলিঙ্গন ॥
আনন্দের অশ্রু তবে বহে দরদরে।
স্নেহেতে স্তনের দুগ্ধ ধীরে ধীরে ঝরে ॥
ত্যজিয়া জনক-গৃহ আপন ভবন।
করিলেন শ্রীমাধব হরযে গমন ॥
ষোড়শ হাজার পুরী ছিল চমৎকার।
তাহাতে মহিষী ছিল ষোড়শ হাজার ॥
কেশবে না হেরি সবে বিরহে কাতর।
ত্যজি হাস্য বেশ ভূষা বিষাদ অন্তর ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা-বেশ করিয়া ধারণ।
আছিল মহিষী সবে ব্রতে নিমগন ॥
হেরি স্বামী সমাগত আনন্দিত মন।
সকলে উত্থিত হয় ত্যজিয়া আসন ॥
লজ্জায় করিয়া সবে বিনত বদন।
স্বামী প্রতি করে সবে কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥
আসিছেন স্বামী শুনি রাণীরা তখন।
মনে মনে প্রিয়তমে করি আলিঙ্গন ॥
অদূরে হেরিয়া সবে আপন নয়নে।
দৃষ্টিতে লভেন স্বামী হরষিত মনে ॥
সম্মুখে আসিলে হরি সবে আলিঙ্গন।
করিয়া করিল সবে তাঁহার পূজন ॥
এতদিন ধৈর্য্য ধরি ছিল যত নারী।
না রাখিতে পারে আজ নয়নের বারি ॥
প্রেম-বশে বারিধারা হইল বাহিত।
সেই হেতু মহিষীরা হয়েন লজ্জিত ॥
রমণী বলিয়া সবে একান্তে তাঁহারে।
হেরিত চরণযুগ নয়ন আধারে ॥
সতত হেরিয়া পদ না মিটিত আশ।
সেই হেতু অনুরাগে হেরে শ্রীনিবাস ॥
ভুবন-বিভব লক্ষ্মী যাঁহার চরণ।
চঞ্চল স্বভাব ত্যজি করিছে শোভন ॥
কার না দেখিতে তাহা জাগে অভিলাষ।
বার বার দেখিয়াও না মিটে পিয়াস ॥
ঈশ্বরের লীলা এই হরণ পূরণ।
অবতার-রূপে তাহা করেন সাধন ॥
পৃথিবী পূরিল যবে বলদর্পী নরে।
উন্মত্ত যতেক রাজা ক্ষমতার ভরে ॥
হরিবারে ধরা-ভার হ'য়ে অবতার।
প্রমত্ত করেন সবে রণে অনিবার ॥
বেণুতে বেণুতে যবে হয় সংঘর্ষণ।
সমীরণ করে তাতে অনল বর্ষণ ॥
সে অনলে দগ্ধ হয় যত বাঁশ ঝাড়।
উপশম প্রাপ্ত হয় পবন আবার ॥
সেইরূপ ভগবান্ শ্রীমধুসূদন।
ভূপতিগণের বধ করিয়া সাধন ॥
ক্ষান্ত হ'য়ে সাধারণ মানবের মত।
নারীগণ সহ লীলা করে অবিরত ॥
রমণীগণের হাসি প্রণয় অশেষ।
হেরিয়া পিণাক ত্যাগ করেন মহেশ ॥
কিন্তু সেই নারীদের কপট লীলায়।
মুগ্ধ না করিতে পারে হরিরে সেথায় ॥
আসক্ত কে বলে তাঁরে এই ত্রিভুবনে।
মূঢ় তাঁরে কার্য্যে লিপ্ত ভাবে মনে মনে ॥
আত্মারে আশ্রয় করি বুদ্ধি যে প্রকার।
পরম আনন্দ ভোগ করে না সে আর ॥
সেইরূপ হরি করি প্রকৃতি গ্রহণ।
গুণের সহিত লিপ্ত না হয় কখন ॥
মহিষীরা নাহি বুঝে তাঁহার মহিমা।
তাঁহার গুণের কভু নাহি পায় সীমা ॥
আপন আপন ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধি মত।
অনুগত বলি কৃষ্ণে ভাবে অবিরত ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের জন্ম-বিবরণ

শৌনক বলেন সূত শুনহ বচন।
কহ কহ হরিকথা অমৃত বর্ষণ ॥
ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধানে যবে অশ্বত্থামা বীর।
গর্ভ নষ্ট করে প্রায় উত্তরা সতীর ॥
হেরিয়া বিপদ সেই যাদব-নন্দন।
উত্তরার গর্ভ তিনি করেন রক্ষণ ॥
সেই গর্ভে পরীক্ষিৎ কেমনে জন্মিল।
জন্মিয়া ভুবনে সেই কি কার্য্য করিল ॥
কেমনে বা হ'ল বল তাঁহার নিধন।
কি গতি বা পরলোকে পায় সেই জন ॥
শুনিবারে সেই কথা বড় অভিলাষ।
অনুগ্রহ করি সূত করহ প্রকাশ ॥
শুনিলাম শুকদেব পরীক্ষিৎ প্রতি।
জ্ঞান উপদেশ দেয় হ'য়ে স্থিরমতি ॥
সেই হেতু তাঁর কথা শুনিতে বাসনা।
কহ কহ মুনিবর পূরাও কামনা ॥
সূত কহে শুন শুন ভৃগুর নন্দন।
অতঃপর হরিকথা মানস-মোহন ॥
আরোহিয়া যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে।
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান সদা করে মনে মনে ॥
কৃষ্ণ প্রতি মন রাখি রাজা যুধিষ্ঠির।
শাসন করেন রাজ্য পিতা সম ধীর ॥
সন্তুষ্ট হইল প্রজা তাঁহার শাসনে।
সকলে গাহিল গীত আনন্দিত মনে ॥
ঐশ্বর্য্যে যজ্ঞের বলে পূরিল ভুবন।
গাহিল তাঁহার কথা স্বর্গে দেবগণ ॥
এতেক ঐশ্বর্য্য লভি ধর্ম্ম মহাবীর।
নাহি মজিলেন তাহে সদা ধর্ম্মে স্থির ॥
এক দিকে রাজা করে রাজ্যের শাসন।
আর দিকে হরিপদে সদা তাঁর মন ॥
ক্ষুধার্ত্ত কাতর হয় অন্নের কারণ।
মাল্য বা চন্দনে তার নাহি প্রয়োজন ॥
তেমতি ধর্ম্মের নীরে যে জন মগন।
তাঁহার কি ভাল লাগে বসন ভূষণ ॥
সূত বলে অবধান কর মুনিগণ।
পরীক্ষিৎ-জন্মকথা করহ শ্রবণ ॥
দ্রৌণির ব্রহ্মাস্ত্র-বলে গর্ভে পরীক্ষিৎ।
দাহন যাতনা সহে না হয় সম্বিৎ ॥
যোগবলে স্থির করি মন আপনার।
হেরিলেন মূর্ত্তি এক অঙ্গুষ্ঠ আকার ॥
কিবা সে মোহন-রূপ নয়ন-রঞ্জন।
তড়িৎ-মণ্ডিত যেন শোভে নবঘন ॥
স্বর্ণের কিরীট শোভে শ্যাম শিরোপরি।
নীলবর্ণ পীতবাস আহা মরি মরি ॥
আজানুলম্বিত বাহু সতত লম্বিত।
কাঞ্চন কুণ্ডল কর্ণে ঈষৎ কম্পিত ॥
ক্রোধবশে রক্তবর্ণ নয়ন যুগল।
ঘুরায় উল্কার সম গদা অবিরল ॥
অন্ধকার নাশে যথা তপন প্রভায়।
সেরূপ অস্ত্রের তেজ নাশিলা গদায় ॥
দিব্য সেই পুরুষেরে করিয়া দর্শন।
অভিমন্যু-তনয়ের আকুলিত মন ॥
কে এই পুরুষবর লাগিলা ভাবিতে।
সহসা অদৃশ্য হ'ল মূর্ত্তি আচম্বিতে ॥
অনন্তর গগনের শুভগ্রহচয়।
অনুকূল গ্রহ সাথে মিলে যে সময় ॥

সেই শুভ লগনেতে শুভক্ষণে শেষে।
জন্মিলেন পরীক্ষিৎ পৃথিবীতে এসে॥
অপরূপ রূপ তার শিশু সুকুমার।
দ্বিতীয় পাণ্ডুর সম দেহ-জ্যোতিঃ তার॥
জন্মিল স্বপৌত্র শুনি ধর্ম্ম-মহারাজ।
কৃপ আদি আনিলেন ব্রাহ্মণ সমাজ॥
নানামতে জাতকর্ম্ম করি সম্পাদন।
গরু ভূমি গ্রাম দ্বিজে করেন অর্পণ॥
স্বর্ণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য অকাতরে দান।
যোগ্যজনে দিয়া ধর্ম্ম রাখিলেন মান॥
হইল সকল বিপ্র অতি পরিতোষ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন হইয়া সন্তোষ॥
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ সকল ব্রাহ্মণে।
বালকের ভাগ্য-ফল কি দেখিলা মনে॥
বুঝিয়া রাজার বাণী উত্তরে ব্রাহ্মণ।
শুন বালকের ভাগ্য হে ধর্ম্মরাজন্॥
কুরুবংশ অলঙ্কার এই শিশু হয়।
আছিল দ্রৌণির কোপে মৃত্যুই নিশ্চয়॥
সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ কৃপা সহকারে।
গর্ভের মাঝারে রক্ষা করেন ইঁহারে॥
তাঁহার প্রসাদে শিশু পাইলে রাজন্।
বিষ্ণুরাত নাম রাখ তাহার কারণ॥
ভবিষ্যতে হবে শিশু সর্ব্বগুণবান্।
অবশ্য করিবে রক্ষা কুরুবংশমান॥
এই কথা শুনি কহে ধর্ম্মের তনয়।
মোর পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি যাহা রয়॥
কহ বিপ্রগণ এই শিশু মতিমান্।
রাখিতে পারিবে কিনা তাহাদের মান॥
পিতৃগণ যা করিলা ভুবন ভিতর।
হইবে কি শিশু সেই গুণের আকর॥
এতেক বচন শুনি কহে বিপ্রগণ।
শিশুর লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ॥
সাক্ষাৎ ইক্ষ্বাকু সম হইবে বালক।
রামচন্দ্র সম হবে প্রজার পালক॥
ব্রাহ্মণগণের হবে হিতকারী অতি।
সদাই থাকিবে মতি সত্য ধর্ম্ম প্রতি॥
শিবি রাজা সম হবে দাতা অবিরত।
শরণাগতেরে রক্ষা করিবে সতত॥
ভরতের সম কীর্ত্তি হবে প্রকাশিত।
পার্থ কার্ত্তবীর্য্য সম বিক্রমে বিদিত॥
অগ্নি সম হবে শিশু দুর্দ্ধর্ষ সকলে।
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর সম হবে ভাগ্যফলে॥
সিংহ সম পরাক্রমী হইবে তনয়।
হিমালয় সম সাধুগণের আশ্রয়॥
পৃথিবী সমান ক্ষমা ধরিবে বালক।
মাতা পিতা সম ধীর সজ্জন-পালক॥
ব্রহ্মা সম হবে শিশু পক্ষপাত-হীন।
আশুতোষ সম তুষ্ট আরাধ্য প্রবীণ॥
নারায়ণ সম হবে সর্ব্বভূতাশ্রয়।
কৃষ্ণ সম গুণবান্ শুন মহাশয়॥
রন্তিদেব সম হবে উদারতাময়।
ধার্ম্মিক যযাতি সম হবেন নিশ্চয়॥
বলি সম ধৈর্য্যশীল হইবে সন্তান।
প্রহ্লাদের সম ভক্ত হইবে প্রমাণ॥
বহুতর অশ্বমেধ করিবে নিশ্চয়।
উৎপন্ন করিবে রাজ-ঋষি সমুদয়॥
বয়সে প্রবীণ যারা হইবে শিশুর।
তাহাদের পরিচর্য্যা করিবে প্রচুর॥
ধর্ম্মের আচার ভ্রষ্ট হবে যেই জন।
মঙ্গলের তরে তারে করিবে শাসন॥
বিষয় বাসনা তবে ত্যজিবে সন্তান।
ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে ত্যজিবেক প্রাণ॥
প্রাণ ত্যজি হরিপদে করিবে গমন।
মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে হবে আগমন॥
উদ্ধারিতে তাঁরে তথা ব্যাসের তনয়।
আসিবেক শুকদেব ঋষি সে সময়॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি শিশু জ্ঞানবলে।
আত্মতত্ত্ব জানিবেন শুকের কৌশলে॥

আত্মতত্ত্ব জানি যবে হইবেন স্থির ।
গঙ্গাতীরে সুখে প্রাণ ত্যজিবেক ধীর ॥
এতেক কহিয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ ।
আশীর্ব্বাদ করি নৃপে করিল গমন ॥
সূত কহে শুন শুন শুনক-নন্দন ।
কেন তাঁহে পরীক্ষিৎ কহে সর্ব্বজন ॥
দ্রৌণির ব্রহ্মাস্ত্রে গর্ভ করিতে রক্ষণ ।
আবরণ-রূপে যবে যান নারায়ণ ॥
তৎকালে হরির স্পর্শে শিশুর অন্তরে ।
জন্মিল পূর্ব্বেতে জ্ঞান গর্ভের ভিতরে ॥
অভিমন্যু পুত্র তথা গর্ভের দশায় ।
পুরুষের যে মূরতি হেরিল তথায় ॥
যখন জন্মিল সুত সংসার-ভিতরে ।
মানব হেরিয়া ভাবে আপন অন্তরে ॥
এই বুঝি সেই মূর্ত্তি যা হেরি নয়নে ।
মাতৃগর্ভে হেরিয়াছি সেই নারায়ণে ॥
ভাবিয়া পুরুষ রূপ সেই নারায়ণে ।
শৈশবে কাটায় কাল তাঁহার স্মরণে ॥
সেই হেতু পরীক্ষিৎ নাম হয় তার ।
হরিপদে মতি তার রহে অনিবার ॥
চন্দ্র-কলা-সম শিশু হইল বর্দ্ধন ।
অতি রূপবান্ সেই মানসমোহন ॥
পরীক্ষিৎ কৃষ্ণভক্ত ছিল স্বভাবতঃ ।
শৈশবেই ধর্ম্ম কার্য্য করে অবিরত ॥
পৌত্র লভি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন ।
পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা করেন পালন ॥
অল্প কর প্রজা-স্থানে করিয়া গ্রহণ ।
অতি সুখে ধর্ম্মরাজ কাটান জীবন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগি করি অভিলাষ ।
সবাকারে সেই কথা করেন প্রকাশ ॥
ধর্ম্মরাজ তবে কৃষ্ণে করি নিমন্ত্রণ ।
অশ্বমেধ লাগি তাঁরে করে আনয়ন ॥
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ধর্ম্মে দেন উপদেশ ।
পাঠাইতে ভ্রাতৃগণে উত্তর প্রদেশ ॥
মরুত্ত রাজার যজ্ঞে স্বর্ণপাত্র যত ।
নিক্ষিপ্ত হইয়া সেথা ছিল ইতস্ততঃ ॥
সেই ধন সবে মিলি করি আনয়ন ।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ তুমি করহ সাধন ॥
কৃষ্ণ উপদেশ মতে তবে ধর্ম্মপতি ।
পাঠান উত্তরে সব সোদর সুমতি ॥
হেন উপদেশ মতে আনি বহুধন ।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ লাগি করে আয়োজন ॥
বন্ধুবধে ভীত হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন ।
অশ্বমেধ যজ্ঞত্রয় করে সম্পাদন ॥
আহূত হইয়া যজ্ঞে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
যথাবিধি করাইলা যজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥
যজ্ঞশেষে কিছুকাল রহিয়া তথায় ।
সুহৃদ্গণের প্রিয় হিত কামনায় ॥
যুধিষ্ঠিরে জানাইয়া শ্রীমধুসূদন ।
পার্থসহ দ্বারকায় করেন গমন ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার ।
পরীক্ষিৎ জন্মকথা সূতের বিচার ॥

ইতি পরীক্ষিতের জন্ম-বিবরণ ।

ষোড়শ অধ্যায়

বিদুর সংবাদ ও ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ

সূত বলে শুন শুন ওহে তপোধন ।
কি করিল অতঃপর কৌরব রাজন্ ॥
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অরণ্যে গমন ।
কেমনে করিল শুন সে সব বচন ॥
একদা বিদুর সেই সুবিজ্ঞ সুমতি ।
তীর্থ দরশনে যান হ'য়ে হৃষ্ট অতি ॥
কোন তীর্থে দেখা পেয়ে মৈত্রেয় ঋষির ।
গোবিন্দের কথা তথা বুঝিলেন ধীর ॥
মৈত্রেয় বিদুরে তবে উপদেশচ্ছলে ।
হরিতত্ত্ব জানাইল জ্ঞানের কৌশলে ॥
হৃদয়ে বিদুর বুঝি হরি কি রতন ।
ফিরিলেন হস্তিনায় আনন্দিত মন ॥
হেথা কুরুকুল সহ ধৃতরাষ্ট্র বীর ।
না হেরি তাঁহারে সবে ছিলেন অধীর ॥
বিদুরের বুদ্ধিবলে পাণ্ডব-কৌরব ।
লভিত কল্যাণ যত মুগ্ধ ছিল সব ॥
যে দিন বিদুর করে তীর্থেতে গমন ।
পাণ্ডব-কৌরব ছিল মূর্চ্ছায় মগন ॥
শুনি সবে বিদুরের গৃহে আগমন ।
মৃতদেহে যেন সবে পাইল চেতন ॥
চেতন পাইয়া সবে ত্বরা করি উঠি ।
বিদুরেরে দেখিবারে চলে সবে ছুটি ॥
আসিয়া সমীপে তাঁর পাণ্ডব-কৌরবে ।
আলিঙ্গন নমস্কার করিলেন সবে ॥
আনন্দেতে সবে করে অশ্রু বিসর্জ্জন ।
কেহ বা চাহিয়া রহে বিনত বদন ॥
এরূপে হইলে শেষ প্রিয়ালাপ যত ।
শীঘ্র করি গৃহে ল'য়ে যত্ন করে কত ॥
পথশ্রান্তি দূর করি মুনি অতঃপর ।
আহারান্তে বসিলেন আসন উপর ॥
শ্রান্তি দূর হ'লে তাঁর ধর্ম্মের নন্দন ।
পূজান্তে কহেন অতি বিনীত বচন ॥
কি বলিব ওহে তাত আপন সদন ।
আমাদের কথা তব আছে কি স্মরণ ॥
পূর্ব্ব কথা হে পিতৃব্য দেখ তুমি ভেবে ।
পক্ষিশিশু সম রক্ষা করেছ পাণ্ডবে ॥
বিপদ হেরিলে যথা পক্ষ বিস্তারিয়া ।
পক্ষিণী হৃদয়ে রাখে শাবকে ধরিয়া ॥
মোদের রক্ষিলে তথা সকল বিপদে ।
আছে সদা আমাদের মতি তব পদে ॥
মারিতে মোদের যবে করি অভিলাষ ।
বিষ দিল কুরুবর করিয়া প্রয়াস ॥
বল তাত সে বিপদে কেবা উদ্ধারিল ।
জননীর সনে কেবা মোদের রক্ষিল ॥
জতু-গৃহ দাহ হ'তে কে করে উদ্ধার ।
এ সব স্মরণে কিছু আসে কি তোমার ॥
কেবা রক্ষা করে তাত দারুণ বিপদে ।
পাণ্ডবে রক্ষিলে পূর্ব্বে তুমি পদে পদে ॥
বল তাত বল বল আমার সকাশ ।
কোন্ তীর্থে কোন্ ফল করহ প্রকাশ ॥
তীর্থ আশে পৃথিবীর যতেক প্রদেশ ।
করিয়াছ তুমি তাত সকলে প্রবেশ ॥
অজ্ঞাত সকল দেশ নাহিক আত্মীয় ।
কেবা দিল বাসস্থান আহার্য্য পানীয় ॥
যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত বিরাজে ।
তীর্থযাত্রা তাহার বা লাগে কোন্ কাজে ॥

পবিত্র করিতে তীর্থ কৃষ্ণভক্তগণ ।
তীর্থে তীর্থে শুধু তাঁরা করেন গমন ॥
এক্ষণে বলহ দেব জিজ্ঞাসি তোমায় ।
বোধ করি গিয়াছিলে তুমি দ্বারকায় ॥
যদুবংশ লাগি প্রাণ আকুল সতত ।
ভাবি তাই তাহাদের কথা অবিরত ॥
নিভাও হৃদয়-জ্বালা তুমি দয়া করি ।
আত্মীয়ের সহ আছে কেমন শ্রীহরি ॥
বিদুর সুমতি তবে এই প্রশ্ন শুনি ।
যুধিষ্ঠিরে কহে যত তীর্থের কাহিনী ॥
যদুকুল-ধ্বংস শুনি শোক উথলিবে ।
যুধিষ্ঠির মনে মহা সন্তাপ বাড়িবে ॥
সেই হেতু সেই কথা ধর্ম্মের নন্দনে ।
না কহা উচিত এবে বুঝিলেন মনে ॥
এরূপে পাণ্ডব-মাঝে বিদুর সুমতি ।
কিছুকাল আনন্দেতে করেন বসতি ॥
সেইকালে ধৃতরাষ্ট্রে দেন উপদেশ ।
নানা ধর্ম্ম-কথা ব্যাখ্যা করেন অশেষ ॥
সেই সব উপদেশ করিয়া শ্রবণ ।
অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র পরিতৃপ্ত হন ॥
সবে তাঁরে শূদ্র বলি জানিত তখন ।
শাপ-বশে ধরাধামে করে আগমন ॥
মাণ্ডব্য নামেতে মুনি ছিল ধরা পরে ।
যমে অভিশাপ দান করে ক্রোধ ভরে ॥
সেই শাপে যম রাজা বিদুর আকারে ।
জন্ম লাভ করিলেন সংসার মাঝারে ॥
সেই শাপ ভুঞ্জি শত বৎসরের তরে ।
শাপান্তে বিদুর পুনঃ যাবে স্বর্গপুরে ॥
যতদিন যম নাহি রবে বর্ত্তমান ।
যমদণ্ড ধরিবেন নিজে বিবস্বান্ ॥
রাজ্য পেয়ে পৌত্র লভি রাজা যুধিষ্ঠির ।
বংশরক্ষা হ'ল বলি মনেতে সুস্থির ॥
মমতা স্নেহের ডোরে আবদ্ধ হইয়া ।
রাজকার্য্য করে রাজা সন্তাপ ভুলিয়া ॥
এই অবসরে কাল পরম দুর্ব্বার ।
অজ্ঞাতসারেতে হরে আয়ু সবাকার ॥
বুঝিয়া কালের ধর্ম্ম বিদুর সুমতি ।
ধৃতরাষ্ট্র কাছে যান অতি দ্রুতগতি ॥
অন্ধের সমীপে তবে হ'য়ে উপনীত ।
কালের বারতা তারে করান বিদিত ॥
আর কি দেখিছ রাজা সম্মুখে শমন ।
যথা তথা তাঁর গতি নাহিক বারণ ॥
সম্মুখে আসিল আজি ভয় সে মহান্ ।
গৃহত্যাগ করি রাজা করহ প্রস্থান ॥
হরিরে দেখিতে যদি থাকে তব মন ।
কাননে যাইয়া কর তাঁর উপাসন ॥
শুন শুন অন্ধ রাজা কহি তব প্রতি ।
কালেরে এড়িয়া যাবে নাহি সে শকতি ॥
যে জনে গ্রাসয়ে কাল কি করিবে ধনে ।
আপনি চলিবে ত্যজি সন্তান-রতনে ॥
পুত্র কন্যা সম ধন কি আছে সংসারে ।
কালেতে গ্রাসিলে হয় সবে ত্যজিবারে ॥
আরো বলি শুন রাজা হ'য়ে একমন ।
কি সুখে এখন দেহে রাখিছ জীবন ॥
পুত্র কন্যা কেহ নাই ল'য়েছে শমন ।
জরায় সকল দেহ করেছে গ্রহণ ॥
জরাবশে দেখ তব জীর্ণ দেহ-বল ।
সারা জন্ম অন্ধ তুমি শ্রবণ বিকল ॥
নাহি তব রাজ্য এবে পর-গৃহে বাস ।
এখন সংসারে তব বল কিসে আশ ॥
জ্ঞানবলে তুমি রাজা বুঝ নিজ মনে ।
বুদ্ধির নাহিক তেজ গেছে বয়ঃ সনে ॥
দন্ত ভগ্ন হইয়াছে অগ্নি মন্দগতি ।
শ্লেষ্মায় শরীর পূর্ণ তবু ধনে মতি ॥
কি বলিব ভ্রাতঃ তোমা আমি অতি দীন ।
আপনি বুঝহ মনে বয়সে প্রবীণ ॥
আশ্চর্য্য মানব-আশা সংসারে প্রকাশ ।
কিছুতেই নাহি মেটে বিষয়ের আশ ॥

কি বলিব তোমা রাজা ভাব নিজ মনে।
যে ভীম বধিল তব পুত্র দুর্য্যোধনে॥
সেই ভীম দত্ত অন্ন কুক্কুরের মত।
আশার মোহেতে ভুলি খাও অবিরত॥
যে পাণ্ডবে তুমি রাজা করিয়া মন্ত্রণ।
চাহিলে অগ্নিতে বিষে বধিতে জীবন॥
যাহাদের পত্নী ল'য়ে করি অপমান।
ছিলে মহারাজ তুমি অতি হৃষ্টপ্রাণ॥
কোথায় প্রভাব সেই হ'ল দূরীভুত।
কোথা গেল পাপমতি তব শত সুত॥
পাণ্ডব হইল রাজা অধীনে তাহার।
রাখিলে জীবন রাজা লজ্জা নাহি তার॥
তাহাদের অন্নে তব পুষ্ট হয় প্রাণ।
তুষ্ট হ'য়ে সদা তুমি আছ বর্ত্তমান॥
বল রাজা সে জীবনে কিবা প্রয়োজন।
হীনতা স্বীকার কেন করহ এখন॥
জীর্ণ বস্ত্র সম আত্মা ত্যজি দেহখান।
অবশ্যই কাল বশে করিবে প্রস্থান॥
থাকে রাজা শরীরেতে বল যতক্ষণ।
ততক্ষণ ধর্ম্ম কর্ম্ম যশের অর্জ্জন॥
অশক্ত শরীর যবে হইবে রাজন্।
আশা অভিমান ত্যাগ হবে প্রয়োজন॥
বিষয়ের অনুরাগ করি পরিহার।
যেইজন বনে যায় ছাড়িয়া সংসার॥
ধীর বলি সেইজন পরিচিত হয়।
তাহার প্রশংসা উঠে চরাচরময়॥
যে জন লভিয়া জ্ঞান ত্যজিয়া সংসার।
হরিপদে সঁপি দেয় এ জীবন ছার॥
নরোত্তম বলি তারে সংসারেতে কয়।
মুক্তি তার হস্তগত অবিরত রয়॥
'নরোত্তম' হইবার কাল তব গত।
'ধীর' হইবার কাল হ'য়েছে আগত॥
অতএব উঠ রাজা ত্যজহ আসন।
হরি আরাধিতে কর কাননে গমন॥
পুণ্যগিরি হিমালয় উত্তর সীমায়।
সবার অজ্ঞাতে তুমি যাওহে তথায়॥
অবিলম্বে উপনীত হইবে শমন।
অতএব শীঘ্র তথা করহ গমন॥
বিদুরের বাক্য শুনি অন্ধরাজ তবে।
ছিন্ন করিলেন যত বন্ধন এ ভবে॥
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি অন্ধ নরপতি।
স্নেহ-পাশ ছেদ করে অতি শীঘ্রগতি॥
অবিলম্বে হইলেন গৃহের বাহির।
অগ্রে অগ্রে চলিলেন বিদুর সুধীর॥
সঙ্গেতে চলেন তবে সুবল-তনয়া।
শিব সঙ্গে যথা যান আপনি অভয়া॥
উত্তরেতে হিমালয় আছে বর্ত্তমান।
যোগী মুনিদের তাহা আনন্দের স্থান॥
সেই স্থানে অন্ধ রাজা চলিলা যখন।
গান্ধারী তাহার সাথে করিলা গমন॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
বিদুরের উপদেশে বৈরাগ্য প্রচার॥

ইতি বিদুর সংবাদ ও ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ।

সপ্তদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগে যুধিষ্ঠিরের খেদ ও নারদের উপদেশ

সম্বোধিয়া সূত কহে শুন ঋষিগণ।
ধর্ম্মরাজ কি করিল বলিব এখন ॥
এদিকে প্রভাত-কালে সে ধর্ম্ম-রাজন্।
প্রাতঃসন্ধ্যা ক্রিয়া আদি করি সমাপন ॥
তিল ভূমি দান করি নমিয়া ব্রাহ্মণে।
অতঃপর যান তিনি গুরু-দরশনে ॥
ধৃতরাষ্ট্রগৃহে পশি ধর্ম্মের নন্দন।
তথা নাহি পান জ্যেষ্ঠতাতের দর্শন ॥
নাহিক গান্ধারী দেবী ধৃতরাষ্ট্র বীর।
সুমতি বিদুর নাহি সর্ব্বশাস্ত্র-ধীর ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া মনে মেলিয়া নয়ন।
দেখেন সঞ্জয় বসি বিমর্ষ বদন ॥
সঞ্জয়ে নেহারি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসে বিনয়ে।
ধৃতরাষ্ট্র কোথা কহ আছি যে সংশয়ে ॥
দুই চক্ষু অন্ধ তাঁর কোথায় সে জন।
না হেরি তাঁহারে হই শোকেতে মগন ॥
পুত্রশোকে শোকাকুলা গান্ধারী জননী।
কোথা গেল মোরে ছাড়ি' বল গুণমণি ॥
বিপদের বন্ধু কোথা বিদুর সুমতি।
না হেরি তাঁহারে মন চঞ্চল যে অতি ॥
না হেরি সবারে মম এ সন্দেহ হয়।
হয় ত সকলে প্রাণ ত্যজেছে নিশ্চয় ॥
মন্দমতি আমি তাই ভাবিতেছি মনে।
গঙ্গায় ডুবিল রাজা গান্ধারীর সনে ॥
কি দুঃখ উদয় মোর কহিব কেমনে।
যবে পিতা মরিলেন কে রাখে জীবনে ॥
শৈশব বয়স যবে নাহি কোন জ্ঞান।
কত যত্নে রাখিলেন আমাদের প্রাণ ॥
আপদে বিপদে এই পিতৃব্য দুজন।
নানা ভাবে আমাদের করিল রক্ষণ ॥
এক্ষণে কোথায় তারা করিল প্রস্থান।
কোথাও তাদের নাহি পাই যে সন্ধান ॥
হে সঞ্জয় বল বল কোথায় সকলে।
ভাসিতেছে মন মোর সংশয়ের জলে ॥
এতেক বলিয়া ধর্ম্ম করেন ক্রন্দন।
ঝর ঝর নীর বহে ভরিয়া নয়ন ॥
সূত বলে শুন শুন ওহে মুনিবর।
কি কর্ম্ম সঞ্জয় করে শুন অতঃপর ॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি শোকে সঞ্জয় সুজন।
বিমর্ষ আছিল সেই দুঃখেতে মগন ॥
ঝর ঝর বহে তার নয়নের জল।
বিরহে আকুল হৃদি হয় অবিরল ॥
এইরূপে প্রশ্ন যবে করে যুধিষ্ঠির।
মুখ হ'তে কথা তার না হয় বাহির ॥
তাহার প্রশ্নেতে হয় শোকের সঞ্চার।
পূর্ব্বাপেক্ষা বারি বহে অবিরত ধার ॥
ধর্ম্মেরে করিয়া স্নেহ তবে জ্ঞানবান্।
বলিতে অন্ধের কথা মুছিল বয়ান ॥
মুছিয়া হস্তেতে তবে নেত্র-জলরাশি।
হেরে ধর্ম্ম কাঁদে যেন রাহুগ্রস্ত শশী ॥
ধর্ম্মেরে কাঁদিতে দেখি সঞ্জয় তখন।
নিজ হস্তে মুছিলেন তাঁহার নয়ন ॥
মুছায়ে ধর্ম্মের আঁখি গদগদ-ভাষে।
অন্ধের ভাগ্যের কথা ক্রমেতে প্রকাশে ॥
সঞ্জয় বলেন শুন ধর্ম্ম-নৃপমণি।
কোথা গেল অন্ধরাজ গান্ধারী-জননী ॥
বিদুর কোথায় গেল কোথা অন্ধরাজ।
না হেরি কাহারে গৃহে প্রবেশিয়া আজ ॥
সে কারণে কাঁদি আমি বিষাদে ডুবিয়া।
তাঁহাদের দেখা পাব কোথায় যাইয়া ॥

শুধু এই মাত্র মোর হইয়াছে জ্ঞান।
বঞ্চনা করিয়া তারা করেছে প্রস্থান ॥
যুধিষ্ঠির সনে সেথা মহাত্মা সঞ্জয়।
এইরূপে যবে নানা শোক-কথা কয় ॥
হেনকালে দেব-ঋষি নারদ তখন।
তুম্বুরুর সহ সেথা উপস্থিত হন ॥
দেবর্ষিরে হেরি সেথা ধর্ম্মের নন্দন।
গাত্রোত্থান করি তারে করেন বন্দন ॥
তারপর যুধিষ্ঠির শোক-দগ্ধ চিতে।
ঋষিরে জিজ্ঞাসা করে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
ভগবান্ তব কাছে কি বলিব আর।
নাহি অগোচর তব এ ভব-সংসার ॥
ভূত ভবিষ্যৎ আর এই বর্ত্তমান।
সকলি তোমার জ্ঞাত তুমি জ্ঞানবান্ ॥
ভবনিধি কর্ণধার তুমি মহা ঋষি।
তব যশোগীত দেব গাহে দশদিশি ॥
সকলি তোমার জ্ঞাত কিনা জান বল।
প্রণমি চরণে তব আমরা সকল ॥
এক কথা মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমায়।
অন্ধরাজ রাণীসহ গেলেন কোথায় ॥
কোথায় গেলেন সেই বিদুর মহান্।
কহ সেই সমাচার ওহে মতিমান্ ॥
ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি।
না হেরি সকলে চক্ষে ঝরিতেছে বারি ॥
ধর্ম্মপুত্র-মুখে এই শোকালাপ শুনি।
সম্ভাষণ করি তারে কহিলেন মুনি ॥
শুন শুন ধর্ম্মপুত্র না করিও শোক।
হরির অধীন সদা এই বিশ্বলোক ॥
এই যে জগৎ রাজা হেরিছ নয়নে।
ঈশ্বরের বশীভূত আবদ্ধ বন্ধনে ॥
ইন্দ্র আদি যত সব লোকপালগণ।
শ্রীহরির পূজাবস্তু করিছে বহন ॥
যেরূপ ক্রীড়কগণ কাষ্ঠ আদি দিয়া।
গড়ে ভাঙ্গে মেষ আদি নির্ম্মাণ করিয়া ॥
সেইরূপ ভগবান্ আপনার মনে।
সৃজন সংহার করে যত জীবগণে ॥
জীবরূপে মানবের নাহিক বিনাশ।
দেহরূপে অনিত্য সে করিও বিশ্বাস ॥
নিত্য বা অনিত্য যাহা ভাব মহাশয়।
শোক করা কভু তব উচিত না হয় ॥
দেহ সহ কি সম্বন্ধ বল এ সংসারে।
মায়ায় বাঁধিয়া ফেলে আপনি সবারে ॥
মোহবশে যত শোক পায় জীবগণ।
ইহা ভিন্ন অন্য কোন না হেরি কারণ ॥
জ্ঞানীর মমতা করা উচিত না হয়।
অদৃষ্ট নিয়মে মৃত্যু সবার নিশ্চয় ॥
তুমি যে ভাবিছ মনে অন্ধ সে কাননে।
তোমার আশ্রয় বিনা বাঁচিবে কেমনে ॥
এইরূপ দুঃখ করা উচিত না হয়।
অধীরতা পরিহার কর মহাশয় ॥
হেন ব্যাকুলতা মনে না কর রাজন্।
পঞ্চভূতময় দেহ কহে জ্ঞানিজন ॥
কাল ধর্ম্ম গুণ তিনে দেহের গঠন।
এতেক বিলয়ে হয় দেহের হরণ ॥
অজগর সর্প যারে করিছে আহার।
অন্যেরে সাহায্য করে কি সাধ্য তাহার ॥
অজগর সম কাল গ্রাসে সবাকারে।
সেইজন অন্য জীবে রক্ষে কি প্রকারে ॥
ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট যাহা জীবন উপায়।
অনায়াসে জীবগণ সেই দ্রব্য পায় ॥
মনুষ্য আহার করে পশুরূপ প্রাণী।
পশুগণ তৃণ খায় নিরন্তর জানি ॥
যত প্রাণী আছে এই ধরার মাঝার।
ক্ষুদ্রতর প্রাণীদের করয়ে আহার ॥
অতএব পর লাগি কি জন্য রোদন।
সুস্থ হও ধর্ম্ম অশ্রু কর সংবরণ ॥
শুন শুন মম কথা হে ধর্ম্ম নরেশ।
যা কহিব অতঃপর তত্ত্ব উপদেশ ॥

পশুপক্ষী আদি আর দেবতা-মানব।
হরির স্বরূপ মাত্র হয় তারা সব॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যা হেরি নয়নে।
শ্রীহরি বিরাজ করে সকলের সনে॥
পরম ঈশ্বর যিনি সকলের প্রিয়।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তিনি অদ্বিতীয়॥
কেবা ভোক্তা কেবা ভক্ষ্য করহ বিচার।
তবে তো বুঝিবে তুমি লীলা অবতার॥
মায়ার বশেতে শুধু হরি ভগবান্।
নানাভাবে নানারূপে পরিদৃশ্যমান॥
সেই ভগবান্ নিজে দৈত্যনাশ তরে।
বিদ্যমান রয়েছেন দ্বারকা নগরে॥
দেবতাদিগের কার্য্য করি সম্পাদন।
অবশিষ্ট কার্য্য তরে প্রতীক্ষায় রন॥
সেই কার্য্য হ'লে শেষ কৃষ্ণ সনাতন।
আবার আপন ধামে করিবে গমন॥
যতদিন ইহলোকে আছে ভগবান্।
ততদিন তোমরাও কর অবস্থান॥
শুন শুন মহারাজ ধর্ম্মের নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যেথা করিল গমন॥
বিদুর সহিত অন্ধ ভার্য্যারে লইয়া।
হিমালয় দক্ষিণেতে গেছেন চলিয়া॥
যথায় আছেন বহু ঋষি তপোধন।
তথা গিয়াছেন তাঁরা তপস্যা কারণ॥
সপ্ত ঋষিদের প্রীতি সাধন ইচ্ছায়।
গঙ্গাদেবী সপ্তধারে বহেন সেথায়॥
মনোহর তীর্থ তাহা অতি পুণ্যময়।
সপ্তস্রোতঃ তীর্থ নামে পরিচিত হয়॥
সেইস্থানে অন্ধরাজা ভ্রাতা পত্নী সহ।
কেশবের আরাধনা করে অহরহঃ॥
সেই তীর্থে স্নান করি অন্ধ নরপতি।
করিছে অষ্টাঙ্গ যোগ শান্ত চিত্তে অতি॥
পুত্র আদি চিন্তা আর নাহি মনে তার।
কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে অনিবার॥
আসনাদি করি জয় করে প্রাণায়াম।
সপ্ত যোগাঙ্গেতে সিদ্ধি লভে গুণধাম॥
শ্রীহরির চিন্তা হেতু শুদ্ধ হয় মন।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ হয় বিনাশন॥
ধ্যান ও ধারণা নামে যে যোগাঙ্গ আছে।
সহজ হইল তাহা অন্ধ নৃপ কাছে॥
স্থূল দেহ হ'তে আত্মা ভিন্ন যে সদাই।
এই মহাজ্ঞান রাজা লভিয়াছে তাই॥
ঘটেতে পূরিলে বায়ু ঘটাকাশ বলে।
ভাঙ্গিলে সে ঘট বলে আকাশ সকলে॥
সেইরূপ জীবগণ অন্তিমের দিন।
পরম ব্রহ্মের মাঝে হ'য়ে যায় লীন॥
উপাধি বিভিন্ন-মাত্র একমাত্র ধন।
অজ্ঞানের বশে ভাবে-বিভিন্ন রতন॥
শুন শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার।
এই জ্ঞান লাভ করে পিতৃব্য তোমার॥
যোগ হ'তে যার চিত্ত ভ্রষ্ট হ'য়ে যায়।
ব্যুত্থান তাহার নাম কহিনু তোমায়॥
সেই ভয় এখন নাই অন্ধ নৃপতির।
বাসনা ত্যজিয়া তিনি হয়েছেন ধীর॥
বিষয় ভোগের আর নাহি অভিলাষ।
কেবল স্থাণুর সম করিছেন বাস॥
কর্ম্মফল যাহা ছিল হইয়াছে ক্ষয়।
তাহারে আনিতে কেন চাহ মহাশয়॥
হে রাজন্ আজ হ'তে পঞ্চম দিবসে।
ত্যজিবেন দেহ অন্ধ হরির পরশে॥
মিলাইতে পঞ্চভূতে অন্ধের শরীর।
অগ্নিতে ফেলিবে যবে মিলে সব বীর॥
সেই অনলের মাঝে পশিয়া গান্ধারী।
ত্যজিবেন নিজ দেহ পতিব্রতা নারী॥
হেরিয়া এ হেন কার্য্য বিদুর তখন।
হর্ষ শোকে অন্য স্থানে করিবে গমন॥
এতেক কহিয়া তবে সেই তপোধন।
তুম্বুরু সহিতে স্বর্গে করেন গমন॥

নারদের উপদেশে ধর্ম্মের হৃদয়।
তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইল নিশ্চয় ॥
সেই তত্ত্ববলে নৃপ শোক মোহ নাশি।
রহিলেন সদানন্দে হরিপ্রেমে ভাসি ॥

সুবোধ রচিল গীত হরির কারণ।
গাও সবে হরিনাম হ'য়ে একমন ॥

ইতি নারদের উপদেশ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা

সূত কহে সম্বোধিয়া শুন মুনিগণ।
কি করেন ধর্ম্মরাজ কহিব এখন ॥
বহুদিন হ'ল পার্থ গিয়া দ্বারকায়।
না ফিরেন তথা হ'তে ভাবে ধর্ম্মরায় ॥
কেমন আছেন কৃষ্ণ কিবা অভিলাষ।
লইতে সংবাদ তাঁর হৃদে জাগে আশ ॥
দিন পক্ষ মাস করি সাত মাস গত।
অদ্যাপি অর্জ্জুন নাহি হইল আগত ॥
সংবাদ জানিতে মন সতত ব্যাকুল।
ভয়েতে হৃদয় তাঁর হইল আকুল ॥
সদা অলক্ষণ আসি ঘেরিল ভুবন।
বিপরীত কালে ঋতু করে আগমন ॥
শীতেতে উদয় গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মে বর্ষা হয়।
বিপদ্ বুঝিয়া সদা কাঁপিছে হৃদয় ॥
ক্রোধ লোভ মোহ আদি ভুবনে প্রকাশ।
বিরুদ্ধ জীবিকা লোকে করিতেছে আশ ॥
ব্রাহ্মণ হ'তেছে রত চণ্ডালী গমনে।
চণ্ডাল করিছে ইচ্ছা ব্রাহ্মণী হরণে ॥
কপট আচার সব বন্ধুতা বিহীন।
পিতা মাতা ভ্রাতা সবে কলহেতে লীন ॥
এই সব অমঙ্গল করিয়া দর্শন।
ভীমসেনে ধর্ম্মরাজ কহিলা তখন ॥
শুন ভাই ভীমসেন আমার বচন।
কি হেতু কাতর আজি আমার জীবন ॥
বহুদিন হ'ল পার্থ গেল দ্বারকায়।
আজিও নাহি সে ফিরি আসিল হেথায় ॥
নারদের মুখে আমি করিনু শ্রবণ।
দেহত্যাগ করিবেন শ্রীকৃষ্ণ এখন ॥
হেন বুঝি কালবশে শ্রীমধুসূদন।
সম্বরি আপন লীলা ত্যজিলা ভুবন ॥
বিপদ্ ভাবিয়া হৃদি হ'তেছে আকুল।
বল ভাই ভীম আমি কিসে পাই কূল ॥
যে কৃষ্ণ হইতে মোর রাজ্য প্রজা ধন।
কুরুক্ষেত্রে জয় হয় যাঁহার কারণ ॥
যাঁহার কৃপায় করি অশ্বমেধ যাগ।
ত্যজিলা কি অধীনেরে সেই মহাভাগ ॥
সতত অশুভ মনে হ'তেছে উদয়।
শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানের হ'ল কি সময় ॥
প্রাণ তুল্য ভাই দেখ মেলিয়া নয়ন।
প্রকৃতি ধরিল রূপ কতই ভাষণ ॥

হেরিছ যে চারিদিকে উৎপাত প্রকাশ।
এ কারণে হইতেছে বুদ্ধির বিনাশ॥
বাম উরু বাম আঁখি বাম বাহু ভাই।
হের থরথরে মোর কাঁপিছে সদাই॥
হৃদয় কাঁপিছে মম ভয়েতে আকুল।
বুঝি কোন অমঙ্গলে ভাসে যদুকুল॥
এই যে দেখিছ ভাই বহু অমঙ্গল।
আমার বিপদ্ লাগি ঘটিছে সকল॥
ডাকিছে শৃগালী ঐ চাহিয়া তপনে।
অগ্নিশিখা নিঃসরিছে তাহার বদনে॥
সারমেয় ডাকে শুন হেরিয়া আমারে।
অমঙ্গল ঘটে কিছু নারি বুঝিবারে॥
গাভী বৎস যায় মোরে বামেতে রাখিয়া।
গর্দ্দভাদি চলে মোরে দক্ষিণ করিয়া॥
হের ভাই মোর যত অশ্বাদি বাহন।
আমারে হেরিয়া তারা করিছে ক্রন্দন॥
ওই যে কপোতযূথ হেরিছ নয়নে।
মৃত্যুদূত বলি বোধ হইতেছে মনে॥
উলূক ডাকিছে ঘন কাক ডালে বসি।
যেন তারা বিশ্বনাশ তরে অভিলাষী॥
উলূক কাকের শব্দ শুনিয়া শ্রবণে।
হৃদয় কাঁপিছে মম ভয় জাগে মনে॥
দেখ দেখ দশদিক ধূমের বরণ।
বেষ্টন করিছে ধরা যেন হুতাশন॥
কাঁপিছে পৃথিবী সহ পর্ব্বত সকল।
হেন মনে হয় সৃষ্টি যায় রসাতল॥
আরো দেখ মেঘঘটা নাহিক আকাশে।
বিনা মেঘে বজ্রপাত বিদ্যুৎ প্রকাশে॥
ধূলায় মলিন বায়ু বহিছে সতত।
নারদ-কথিত কাল হ'ল কি আগত॥
মেঘ না করিছে বৃষ্টি ঝরিছে রুধির।
ভয়ানক কাল সেই হের মহাবীর॥
সূর্য্য তেজোহীন দেখ তত প্রভা নাই।
গ্রহগণ যুদ্ধ করে অনর্থ সদাই॥
রুদ্র অনুচরগণ হইয়া মিলিত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য করিয়াছে যেন প্রজ্বলিত॥
নদ নদী শুষ্কপ্রায় নাহিক সলিল।
মলিন কর্দ্দমে হের সরসী পঙ্কিল॥
ব্যাকুল হইল যত প্রাণীদের মন।
ঘৃত যোগে আর নাহি জ্বলে হুতাশন॥
আগত হয়েছে কাল অতীব প্রবল।
নাহি জানি ঘটিবে কি ঘোর অমঙ্গল॥
সন্তানে নাহিক করে মাতৃ-স্তন্য পান।
মাতা স্নেহ ছাড়ি ত্যজে আপন সন্তান॥
অশ্রুমুখে গাভী কাঁদে ক্ষুব্ধ তার মন।
গোষ্ঠে বৃষ নাহি সুখে করে বিচরণ॥
প্রতিমা-রূপেতে যত আছিল দেবতা।
ধর্ম্মস্নাতা যেন সবে ক্রন্দনেতে রতা॥
সম্মুখে হেরহ ভাই যত জনপদ।
শ্রীভ্রষ্ট হইল সব হেরিয়া বিপদ্॥
গ্রাম নগরাদি সব বিষাদে মগন।
নাহি জানি কি অনর্থ করিছে সূচন॥
অমঙ্গল হেরি মনে হয় অবিরাম।
সংসার ত্যজিলা বুঝি কৃষ্ণ গুণধাম॥
ধ্বজ বজ্র-চিহ্ন ছিল যে পদকমলে।
সে চরণ আর বুঝি নাহি ধরাতলে॥
সেই শ্রীচরণ শোভা হারায়ে ভুবন।
শ্রীহীন হইয়া সব হইল এমন॥
অমঙ্গল চিহ্ন যত করি দরশন।
হইলেন ধর্ম্মরাজ বিষাদে মগন॥
হেনকালে কপিধ্বজ পার্থ গুণধাম।
আসিয়া চরণে তাঁর করিলা প্রণাম॥
অবনত-মুখে পার্থ দাঁড়ায় তখন।
অস্থির সকল অঙ্গ ঝরে দুনয়ন॥
কাঁদিয়া লুটায় পার্থ ধর্ম্মের চরণে।
দুই আঁখি বহি বারি ঝরিল বদনে॥
অর্জ্জুনে হেরিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ত্বরায় তুলিয়া মুখ করেন চুম্বন॥

চুম্বিয়া আশিস করি গদগদ স্বরে।
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম তবে পার্থ বীরবরে॥
অর্জ্জুনে বিষণ্ণ হেরি ধর্ম্মের নন্দন।
নারদের কথা স্মরি আকুলিত হন॥
ধর্ম্মেরে বিষণ্ণ হেরি আর চারি ভাই।
আকুল হৃদয়ে তথা কাঁদেন সবাই॥
গদগদ স্বরে তবে ধর্ম্মের নন্দন।
অর্জ্জুনে করেন প্রশ্ন মধুর বচন॥
বল ভাই দ্বারকার যতেক যাদব।
শরীরে মানসে সুখে ভাল আছে সব॥
মধু ভোজ অর্হ আর যত বৃষ্ণিবীর।
দশার্হ অন্ধক আদি আছে সবে স্থির॥
মাতামহ মাতুলাদি বসুদেব সনে।
কুশলে আছে তো সব আনন্দিত মনে॥
দেবকী প্রভৃতি মোর সপ্ত মাতুলানী।
ভাল তো আছেন সব দ্বারকার রাণী॥
কেমন আছেন নিজে রাজা উগ্রসেন।
তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেমন আছেন॥
পিতৃব্য অক্রুর আর জয়ন্ত সারণ।
শত্রুজিৎ আদি সব আছেন কেমন॥
বৃষ্ণিবংশ চূড়ামণি অনিরুদ্ধ বীর।
প্রদ্যুন্ন তো সুখে আছে বল বল ধীর॥
বলরাম বল মোর আছেন কেমন।
সুষেণ ঋষভ শাম্ব আনন্দেতে রন॥
শ্রুতদেব উদ্ধবাদি কৃষ্ণ অনুচর।
সুনন্দ ও নন্দ আদি মহাবলধর॥
হে অর্জ্জুন বল বল জিজ্ঞাসি তোমায়।
কেমন আছেন বল সেই যদুরায়॥
বন্ধুগণ সহ কৃষ্ণ আপন নগরে।
সুখে তো আছেন তিনি প্রফুল্ল অন্তরে॥
জীবের মঙ্গল তরে করিতে পালন।
যদুকুলে ভগবান্ অবতীর্ণ হন॥
যদুপুরে নিরন্তর রহিয়া কেশব।
প্রফুল্ল করেন সদা পুরবাসী সব॥
সত্যভামা আদি রাণী ষোড়শ হাজার।
স্বামীর চরণ পদ্ম করিয়াছে সার॥
তাদের প্রীতির তরে শ্রীমধুসূদন।
দেবভোগ্য পারিজাত করে আনয়ন॥
যদু বংশধর যত মাধবের সনে।
সুধর্ম্মা সভায় বসে অতি হৃষ্টমনে॥
ধন্য সে দ্বারকাপুরী যথায় মুরারি।
যথায় বিরাজে বিষ্ণু নররূপধারী॥
বল বল বল ভাই স্থির করি মন।
শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া আছেন কেমন॥
এতেক কহিয়া চাহি পার্থের বদনে।
সবিস্ময়ে কহে ধর্ম্ম বুঝি নিজ মনে॥
বিরস বদন তব কেন হেরি ভাই।
মনেতে আনন্দ আর মুখে হাসি নাই॥
দেহে কি তোমার কোন পীড়া উপজিল।
তব মনে কেহ কিছু বেদনা কি দিল॥
অথবা করিল কেহ তব অপমান।
সেই হেতু এতকাল ছিলে অন্য স্থান॥
কেহ কি ব'লেছে তোমা কঠোর বচন।
অথবা কি কর নাই প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
কাহাকে কি দিব বলি পার নাই দিতে।
সেই হেতু রহিয়াছ অধোবদনেতে॥
রমণী বালক বৃদ্ধ অথবা ব্রাহ্মণ।
ক'রেছ কি হেন জনে বিপদে বর্জ্জন॥
কারে কিছু আশা দিয়া ক'রেছ বঞ্চনা।
সেই হেতু হইয়াছ এতই বিমনা॥
অগম্যা নারীতে কিংবা ক'রেছ গমন।
অপবিত্র রমণী কি ক'রেছ রমণ॥
অথবা কাহার সনে করিয়া বিবাদ।
পরাজয় হ'তে তব ঘটিল প্রমাদ॥
বল ভাই বল বল বিষাদ কারণ।
বিষণ্ণ হেরিয়া তোমা আকুলিত মন॥
অথবা অগ্রেতে তুমি ক'রেছ ভোজন।
না তুষি ক্ষুধার্ত্ত কোন বালক ব্রাহ্মণ॥

অথবা অযোগ্য কর্ম্ম ক'রেছ সোদর।
সেই হেতু বিষাদিত তোমার অন্তর॥
অথবা আত্মীয় কারো অশুভ ঘটিল।
তাহাই তোমার প্রাণে এত দুঃখ দিল॥
বল ভাই কোন্ পীড়া ঘটিল তোমার।
বিষণ্ণ হেরিয়া বক্ষ ফাটিছে আমার॥
সুবোধ রচিল গীত হরি আশা করি।
ত্যজিয়া অনিত্য আশা বল হরি হরি॥

ইতি অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ

সূত বলে শুন শুন তাপস-নিকর।
কি কহেন পার্থ বীর কহি অতঃপর॥
ধর্ম্মেরে শঙ্কিত দেখি বীর ধনঞ্জয়।
অবনত-মুখে রন অস্থির হৃদয়॥
কৃষ্ণের বিরহে তাঁর হৃদয় কাতর।
মলিন বদন-প্রভা কাঁপে থর থর॥
নয়নেতে বারি ঝরে কম্পিত অধর।
ঘনশ্বাস বাহিরায় দৃষ্টি শূন্যতর॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁর মানসে উদিল।
শোকেতে হৃদয় তাঁর তখনি পূরিল॥
নয়ন হইল শূন্য জিহ্বা রসহীন।
হৃদয়-কমল তাঁর হইল মলিন॥
না সরিল কোন বাণী পার্থের বদনে।
মৌন হ'য়ে পার্থ রহে ভূমি নিরীক্ষণে॥
অনেক শোকের পর বীর শিরোমণি।
মুছেন নয়ন-নীর স্বহস্তে আপনি॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তাঁর মানসে উদিল।
হৃদয় কাতর হ'য়ে নয়ন ঝুরিল॥
শ্রীকৃষ্ণেরে না হেরিয়া ব্যাকুলিত মন।
বদন হইতে আর না সরে বচন॥
শোকেতে অর্জ্জুন হ'ল পাগলের প্রায়।
পরম বান্ধব কৃষ্ণ রহিল কোথায়॥
মাধবের সখ্য ভাব স্মরিয়া অন্তরে।
বাষ্প গদগদ স্বরে কহে যুধিষ্ঠিরে॥
হায় হায় মহারাজ কি কহি বচন।
বন্ধুরূপী ভগবান্ করিল বঞ্চন॥
যে তেজ দেখিয়া মুগ্ধ ছিল দেবগণ।
সেই তেজ বীর্য্য হরি করিলা হরণ॥
দেহ হ'তে প্রাণ যবে বহির্গত হয়।
শবরূপে গণ্য হয় জীব সমুদয়॥
সেইরূপ কৃষ্ণ যারে করে পরিহার।
সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় যে তাহার॥
যাঁহার বলেতে পাই দ্রুপদনন্দিনী।
সরোবর-মাঝে যেন প্রফুল্ল নলিনী॥
যাঁহার প্রভাবে লক্ষ্য বিঁধি হে রাজন্।
যাঁহার প্রভাবে জিনি যত রাজগণ॥
এ হেন কৌশল শিক্ষা কেবা দিবে আর।
সে কৃষ্ণ কোথায় গেল বলহ আমার॥
হায় কৃষ্ণ কাঁদে পার্থ তোমার কারণে।
এস প্রভু দেখা দাও তব সখাগণে॥
কোথা যাব কোথা গেলে পাব সেই হরি।
বল বল ধর্ম্মরাজ বল ত্বরা করি॥
যাঁহার প্রভাবে বল পাইয়া রাজন্।
ইন্দ্রে পরাজিয়া করি খাণ্ডব দাহন॥

অগ্নির মুখেতে দিয়া খাণ্ডব কানন।
ময় দানবেরে আমি করিনু রক্ষণ॥
অতুলন শিল্পিবর রাজসূয়-কালে।
রচিল অপূর্ব্ব সভা শিল্পময় জালে॥
নানা দেশ হ'তে রাজা করি আগমন।
পূজে উপহার দিয়া তোমার চরণ॥
যাঁহার প্রভাবে দেব হইল তেমন।
আজি যে ত্যজিল মোরে সে মধুসূদন॥
যাঁহার প্রভাবে ভীম হইয়া প্রবল।
অযুত হস্তীর সম লভিলেন বল॥
জরাসন্ধ মহাবীর বীরের প্রধান।
ভীম অবহেলে তার লইলেন প্রাণ॥
যত সব নরপতি ছিল পৃথিবীর।
কারারুদ্ধ করে সবে জরাসন্ধ বীর॥
তাহারে বিনাশ করি ভীম মহাপ্রাণ।
সেই সব নৃপতিরে মুক্তি করে দান॥
কার মায়াবলে ভীম করে রণজয়।
না পারি বুঝিতে ভাব এই মায়াময়॥
এ হেন কেশব গেল কোথায় রাজন্।
কৃষ্ণ বিনা নাহি দেহে রহে ত জীবন॥
দুঃশাসন আদি ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
দ্রৌপদীর কেশ যবে করে আকর্ষণ॥
সাধ্বী যাজ্ঞসেনী সেই সভার মাঝারে।
আকুল হইয়া কৃষ্ণে ডাকে বারে বারে॥
অবশেষে ভীমসেন কৃষ্ণতেজ বলে।
প্রতিশোধ লইলেন যুদ্ধে সুকৌশলে॥
বিধবা করিয়া যত কুরুপত্নীগণে।
কবরী মোচন করে আনন্দিত মনে॥
বনবাস কালে রাজা করহ শ্রবণ।
আসিল দুর্ব্বাসা যবে মহাতপোধন॥
অতিশয় উগ্রতেজ ছিল দুর্ব্বাসার।
অযুত সংখ্যক শিষ্য সাথে আসে তার॥
ভোজন করিতে চাহি মোদের নিকটে।
ফেলিলেন যবে তিনি অতীব সঙ্কটে॥
স্নান লাগি মুনিবর শিষ্যদল ল'য়ে।
সরোবরে যবে যান আনন্দিত হ'য়ে॥
এমন সঙ্কট কালে করি আগমন।
শাকান্ন ভোজনে কৃষ্ণ পরিতুষ্ট হন॥
তাহাতেই মুনিদের ভরিল উদর।
স্বস্থানে প্রস্থান তারা করিল সত্বর॥
যে করিল রক্ষা সেই বিপদ্ সময়ে।
কেমনে থাকিব সেই কৃষ্ণহারা হ'য়ে॥
হে কেশব এস সখে দাও দরশন।
তোমারে না হেরে মোর কাতর জীবন॥
যাঁহার কৃপায় জয় করি আশুতোষ।
রণে তুষ্ট হ'য়ে শিব ত্যজিলেন রোষ॥
অনুগ্রহে পাশুপত মোরে করি দান।
যেই জন রাখিলেন পাণ্ডবের মান॥
আশুতোষ সহ যত লোকপালগণ।
রণে তুষ্ট হ'য়ে অস্ত্র করে সমর্পণ॥
কোথায় সে হরি মোর করিল গমন।
তাঁহারে না হেরি মোর কাতর জীবন॥
সশরীরে ইন্দ্রপুরে করিনু গমন।
কার সাধ্য হেন কার্য্য করে সম্পাদন॥
কাহার কৃপায় আমি সেই কার্য্য করি।
একমাত্র সখা মোর দয়াময় হরি॥
গমন করিয়া স্বর্গে তুষি দেবরাজ।
পাইনু গাণ্ডীব যবে ওহে ধর্ম্মরাজ॥
কার মায়াবলে করি দেবাজ্ঞা পালন।
কত শত অসুরের নাশিনু জীবন॥
সেই মোর সখা কৃষ্ণ হৃদয়ের ধন।
বঞ্চনা করিয়া কোথা করিল গমন॥
কোথায় শ্রীকৃষ্ণ মোরে গেলা পরিহরি।
একবার দেখা দাও জগতের হরি॥
গোগৃহের কথা রাজা করহ স্মরণ।
লক্ষ রাজা পরাভবি করি একা রণ॥
রণে পরাভব করি পাইয়া গোধন।
বিরাটে সন্তুষ্ট করি আসিয়া তখন॥

কাহার কাটিয়া শির মুকুট রতন।
মাণিক্যাদি লই কার অঙ্গের ভূষণ॥
সাধিলাম এই কার্য্য যাঁহার কৃপায়।
প্রাণসখা কৃষ্ণ সেই ত্যজিলা আমায়॥
স্মরণ করহ রাজা কুরুক্ষেত্র রণ।
যবে ভীষ্ম কর্ণ করে বাণ বরিষণ॥
উহাদের সম বীর কে আছে ভুবনে।
বল রাজা মোর প্রাণ রাখে কোন্ জনে॥
সে কৃষ্ণ কোথায় গেল কোথা গেলে পাই।
তাঁহার সমান বন্ধু আর কেহ নাই॥
রণ-শ্রমে যবে ক্লান্ত হ'য়ে অশ্বগণ।
ব্যাকুল হইত তারা জলের কারণ॥
একাকী ভূমিতে নামি করি জল দান।
কৃষ্ণভয়ে কেহ নাহি লয় মোর প্রাণ॥
কোথায় কেশব সেই অর্জ্জুন-জীবন।
কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি এ ভুবন॥
কি বলিব হৃদিকথা শুনহ রাজন্।
ত্রিভুবন যাঁর পদ করেন ভজন॥
দেব ঋষি মুক্তি লাগি যাঁর কথা স্মরে।
সে জন সারথ্য-কার্য্য করে মোর তরে॥
সে কৃষ্ণের মায়া আমি বুঝিব কেমনে।
কেমনে সুস্থির হব শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে॥
কে আর ডাকিবে করি সুমিষ্ট সম্ভাষ।
কে আর পূরাবে মোর হৃদয়ের আশ॥
ওহে পার্থ,ওহে সখা, হে কুরুনন্দন।
হে সখা বলিয়া কেবা ডাকিবে এখন॥
কে আর আমার সাথে পরিহাস ক'রে।
কে আর বলিবে কথা মৃদু হাস্য ভরে॥
কেবা সে মধুর কথা শুনাবে আমায়।
কেশব-বিরহ আর সহা নাহি যায়॥
একত্রে থাকিত হরি একত্রে শয়ন।
একত্রে ভ্রমণ আর প্রিয় আলাপন॥
একত্রে হেরিয়া তাঁর নাহি রাখি মান।
পরিহাস করিতাম যা চাহিত প্রাণ॥
সন্তুষ্ট তাহাতে ছিল জগতের হরি।
কোথা সে কেশব গেল মোরে পরিহরি॥
পিতা যথা পুত্র-দোষ না করে গ্রহণ।
সখা যথা সখা-দোষ না করে গণন॥
সেইমত নিজগুণে সেই নারায়ণ।
নাহি করিতেন মোর দোষ সন্দর্শন॥
হৃদয়ের সখা হরি আমার জীবন।
তাঁহার বিরহে মোর সকাতর মন॥
হেরিয়া বিষণ্ণ মোরে ভাবিয়াছ যাহা।
হে রাজন্ মিথ্যা নহে ঘটিয়াছে তাহা॥
আমাদের প্রিয় সখা কৃষ্ণ প্রাণধন।
আমাদের ত্যাগ করি করেছে গমন॥
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় মোর তাঁহে পরিহরি।
শূন্য-হৃদে এই দেহ কেমনেতে ধরি॥
এত বলি পার্থ বীর বিষণ্ণ বদন।
শোকের সাগরে মগ্ন হইল তখন॥
কৃষ্ণলীলা সংবরণ শুনি যুধিষ্ঠির।
কোথা কৃষ্ণ বলি তিনি হইলা অস্থির॥
পরেতে সম্বোধি পার্থে কহেন বচন।
কৃষ্ণ বিনা যাদবেরা আছেন কেমন॥
তবে পার্থ কহিলেন অতি মৃদুস্বরে।
কহি শুন যাদবের দুর্দ্দশা তোমারে॥
কেশব হইলে গত ল'য়ে পরিজন।
হস্তিনায় ফিরি আমি আসিনু যখন॥
পথেতে লুটিছে সব দুষ্ট গোপগণ।
নাহি রহে হেন বল করিতে রক্ষণ॥
সেই ধনু সেই অস্ত্র সেই রথবাজী।
সেই রথী আমি রাজা রহিয়াছি আজি॥
পূর্ব্বেতে যাঁহারে হেরি নমে রাজগণ।
কৃষ্ণ বিনা কেহ মোরে না করে গণন॥
ভস্মে ঘৃত দানে নাহি হয় ফলোদয়।
ঊষর ভূমিতে কভু বৃক্ষ নাহি হয়॥
সেইরূপ শ্রীহরির বিহনে কেবল।
আমার জীবন আজি হয়েছে নিষ্ফল॥

নাহি মোর সেই তেজ নাহি কোন বল।
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে দেহ হয়েছে দুর্ব্বল ॥
কি দিব উত্তর আর আপন সকাশ।
হরি বিনা ফুরায়েছে হৃদয়ের আশ ॥
দ্বারকা-সংবাদ কহি শুনহ রাজন্।
কে কেমন আছে তথা যত বন্ধুজন ॥
বিপ্রশাপে সেথা যত যদুবংশধর।
মদ্যপানে হতজ্ঞান হয় নিরন্তর ॥
পরস্পর পরস্পরে চিনিতে না পারে।
একে অন্যে বধে তৃণমুষ্টির প্রহারে ॥
তৃণমুষ্টি-বলে ত্যজে একে একে কায়া।
যদুকুল শূন্য হ'ল ত্যজি ভব-মায়া ॥
প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে ছিল যারা সব।
বাকী মাত্র আছে চার-পাঁচটি যাদব ॥
পরস্পর পরস্পরে করিবে পালন।
একে অন্যে অবশেষে করিবে নিধন ॥
শুন শুন মহারাজ ধর্ম্মের নন্দন।
এই ইচ্ছা করে প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ ॥
জলচারী যত মৎস্য বিপুল আকার।
ক্ষুদ্র মীনে ধরি তারা করয়ে আহার ॥
সেইরূপ বলবান্ যত জীবগণ।
দুর্ব্বল জীবেরে হত্যা করে অনুক্ষণ ॥
এ নিয়ম অনুসারে কৃষ্ণ সনাতন।
করিছেন পৃথিবীর এ ভার হরণ ॥
মহাপাপে যদুকুল হইল সংহার।
এমতে শ্রীকৃষ্ণ তবে হরেন ভূভার ॥
কি বলিব হে অগ্রজ আমি মূঢ়মতি।
গোবিন্দের কথা স্মরি সকাতর অতি ॥
যখন পড়িছে মনে তাঁহার চরণ।
ব্যাকুল হ'তেছে হৃদি ঝরিছে নয়ন ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ মূর্চ্ছিত ভূতলে।
ভীম সহদেব পড়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
কেশব কেশব করি কাঁদিল সকলে।
হৃদয় ভাসিল সব নয়নের জলে ॥
বলে কৃষ্ণ কোথা গেলে ত্যজিয়া পাণ্ডব।
অনাথ করিয়া সবে পলালে কেশব ॥
একবার হরি তুমি দাও দরশন।
হেরিয়া জুড়াক হৃদি তোমার চরণ ॥
ওহে কৃষ্ণ দীনবন্ধু শ্রীমধুসূদন।
পাণ্ডবে বিপদে কেবা করিবে রক্ষণ ॥
খেদ ছাড়ি ধর্ম্মরাজ লভিলেন জ্ঞান।
ত্যজিয়া পার্থিব মায়া অর্জ্জুন ধীমান্ ॥
একান্তে অর্জ্জুন স্মরি সেই নারায়ণ।
স্মরিলেন সমরের গীতার বচন ॥
সেই কথা ভাবি পার্থ মোহ করি জয়।
হরি-চিন্তা করি প্রেমে বৈরাগ্য উদয় ॥
মায়াবলে ভ্রমে পড়ি সকল পাণ্ডব।
নারীসম রোদনেতে রত ছিল সব ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে হ'য়ে সংসারে বিরাগ।
রাগ দ্বেষ ত্যজিলেন যত অনুরাগ ॥
রিপুগণ সহ ত্যজি পার্থিব কারণ।
উপাসনা করিলেন ভাবিয়া চরণ ॥
উপাসনা-বলে জ্ঞান লভিলেন বীর।
ব্রহ্মজ্ঞান বিভূষণে ভূষিল শরীর ॥
ব্রহ্মজ্ঞান-বলে দূর হইল অজ্ঞান।
সত্ত্ব রজস্তমো গুণ করিল প্রস্থান ॥
স্থূল সূক্ষ্ম দেহ জ্ঞান না রহিল আর।
দ্বৈত ভ্রম শূন্য হয় অন্তর তাহার ॥
জ্ঞানবলে পরিহরি শোক দুঃখ সব।
হরির চরণ চিন্তা করিল পাণ্ডব ॥
যদুকুল সহ শুনি ভূভার হরণ।
শ্রীকৃষ্ণ কেমনে ত্যজে আপন জীবন ॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
দেহসহ স্বর্গ-গতি করিলেন স্থির ॥
কুন্তী দেবী শুনি তবে যাদব সংহার।
শ্রীকৃষ্ণে সঁপিয়া মন ত্যজিলা সংসার ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া।
চলিলেন স্বর্গধামে শরীর ত্যজিয়া ॥

শুন শুন ভগবান্ কহি তোমা সবে।
অনেক প্রভেদ আছে হরি ও যাদবে॥
তাঁহার সকল কর্ম্ম করিয়া শ্রবণ।
স্ববিচার কর সবে স্থির করি মন॥
কণ্টক দ্বারায় যথা কণ্টক উদ্ধার।
উভয়ের গুণ এক বিভিন্ন আচার॥
প্রথম কণ্টক দেয় যাতনা ভীষণ।
দ্বিতীয় কণ্টকে পীড়া করে নিবারণ॥
সেইরূপ ভগবান্ ধরিয়া শরীর।
ভূভার হরণ করে এই পৃথিবীর॥
তার পর কার্য্য তার করি সম্পাদন।
সে শরীর ত্যাগ করে শ্রীমধুসূদন॥
নট যথা নিজরূপ করিয়া গোপন।
সভা-মাঝে সাজি মোহে সবার নয়ন॥
ত্যজিয়া আপন সাজ যথা ধরে বেশ।
তেমনি জীবের লীলা করে হৃষীকেশ॥
যেই দিন ভগবান্ ত্যজে কলেবর।
ঘোর কলিকাল তবে আসিল সত্বর॥
সর্ব্বত্রই অমঙ্গল হইল প্রচার।
লোভ মিথ্যা কুটিলতা হ'ল ধর্ম্ম সার॥
এতেক হেরিয়া তবে ধর্ম্ম-নরপতি।
ত্যজিতে আপন দেহ করিলেন মতি॥
সশরীরে স্বর্গপুরে যাইবার তরে।
প্রস্তুত হয়েন তিনি নিজ জ্ঞান ভরে॥
মৃত্যুর উচিত বেশ করি পরিধান।
কৃষ্ণের বিরহে তিনি ত্যজিবেন প্রাণ॥
অনন্তর পরীক্ষিতে দিতে সিংহাসন।
করিলেন আনন্দেতে সেই আয়োজন॥
সপ্ততীর্থ জল ল'য়ে অভিষেক করি।
বসালেন সিংহাসনে পৌত্র-হস্ত ধরি॥
স্বস্তি ক্রিয়া করে যবে বিপ্র পুরোহিত।
আ-সমুদ্র ক্ষিতিপতি হন পরীক্ষিৎ॥
নিজ রাজ্য ধর্ম্মরাজ পরীক্ষিতে দিয়া।
যাদবের শান্তি ইচ্ছা করিলেন গিয়া॥
যতুবংশধর বজ্র আছিল জীবিত।
তাঁর প্রতি ধর্ম্মরাজ করিলেন হিত॥
শূরসেন দেশ তাঁরে করি সমর্পণ।
কৃষ্ণের বিরহে হন বিচলিত মন॥
সংসারে বিরত হ'য়ে ছাড়িলেন আশ।
মায়াময় সংসারের যত অভিলাষ॥
ত্যজিলেন বেশ-ভূষা আসি ধর্ম্মরাজ।
রাজবেশ-হীন হ'য়ে করেন বিরাজ॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি ত্যজি অভিলাষ।
ব্রতধারী হইলেন সমাধির আশ॥
বাক্যাদি আহুতি দেন আপন মানসে।
মৌনী হ'য়ে রহিলেন সমাধির বশে॥
আহুতি দিলেন মন আপনার প্রাণে।
শুভাশুভ ত্যজিলেন বুঝি নিজ জ্ঞানে॥
আহুতি দিলেন প্রাণ আপন বায়ুতে।
নাহি কাজ মনে বুঝি পার্থিব আয়ুতে॥
আপনে উৎসর্গ করি ক্রিয়ার সহিত।
আপন শরীরে দেন মৃত্যুতে নিশ্চিত॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি ত্যজিয়া শরীর।
পঞ্চভূতে মিলাইতে করিলেন স্থির॥
পঞ্চভূতে মিলাইতে পঞ্চত্ব শরীর।
বায়ু তেজ বারি তিন ত্যজিলেন ধীর॥
দুই ভূত দেহে রহে হেরি নরপতি।
ক্ষিতিরে ত্যজিতে তিনি করিলেন মতি॥
শূন্যমাত্র অবশেষ রহিল তাহাতে।
তাহাকেও মিলালেন ব্রহ্মের আত্মাতে॥
এমতে হইয়া মুক্ত পঞ্চভূতগণে।
রহিলেন সূক্ষ্মভাবে আপনার মনে॥
বাহ্যত্যাগী হয়ে তবে ধর্ম্ম নরপতি।
ভূত দেহ ত্যজিবারে করিলেন মতি॥
একাকী আপন গৃহ শীঘ্র পরিহরি।
উত্তর দিকেতে রাজা চলে ত্বরা করি॥
পূর্ব্বপুরুষেরা আগে গেছে যেই পথে।
সেই পথে চলে রাজা নিজ রাজ্য হ'তে॥

একবার সেই পথে যায় যেই জন।
কেহ নাহি ফিরে আর সংসার কারণ ॥
কলিরে আসিতে দেখি পৃথিবী মাঝার।
যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ত্যজিল সংসার ॥
যেই পথে চলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই পথ ধরি চলে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
শরণ লইয়া সবে কৃষ্ণের চরণ।
পাদপদ্ম ধ্যান তাঁর করে অনুক্ষণ ॥
যে পাদযুগল সদা ভক্তের আশ্রয়।
সেই পাদপদ্মে গতি তাহাদের হয় ॥
এইরূপে ব্রহ্মলাভ করে পঞ্চজন।
শুনিলে পবিত্র কথা প্রেমে মত্ত মন ॥
আসিয়া প্রভাস-তীর্থে বিদুর প্রবীণ।
শুনিলেন পাণ্ডবের ফুরাইল দিন ॥
পাণ্ডব ত্যজিল ধরা করিয়া শ্রবণ।
কৃষ্ণে দিয়া দেহ-প্রাণ ত্যজেন জীবন ॥
দ্রৌপদী শুনিয়া সব পতির মরণ।
কৃষ্ণপদে প্রাণ দিয়া ত্যজে এ ভুবন ॥
স্বর্গারোহণের কথা শুনে যেই জন।
সংসার-যাতনা তার যায় সেইক্ষণ ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
পাণ্ডবের মুক্তি-কথা হইল প্রচার ॥

ইতি পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ।

বিংশ অধ্যায়

পৃথিবী ও ধর্ম্মের কথোপকথন

সূত বলে শুন শুন ওহে মুনিগণ।
পরীক্ষিৎ রাজকথা কহিব এখন ॥
পূর্ব্বেতে দৈবজ্ঞগণ যেমন বলিলা।
সর্ব্বগুণাধার রাজা তেমনি হইলা ॥
অভিষিক্ত যবে হন রাজ্যেতে রাজন্।
বিপ্র উপদেশ যত করেন গ্রহণ ॥
মহাবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের লইয়া আদেশ।
পৃথিবী পালেন সেই পাণ্ডব নরেশ ॥
রাজ্যলাভ পূর্ব্বে তাঁর যৌবন সময়ে।
বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল হৃদয়ে ॥
উত্তরের কন্যা ছিল ইরাবতী নামে।
অতীব সুন্দরী সেই খ্যাত ধরাধামে ॥
রূপে গুণে মুগ্ধ যুবরাজের হৃদয়।
ইরাবতী সনে শেষে হ'ল পরিণয় ॥
উভয়ের প্রেমে হ'য়ে উভয়ে মগন।
ইরাবতী গর্ভে পুত্র করেন ধারণ ॥
একে একে চারি পুত্র তাঁহার জন্মিল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে জন্মেজয় নাম সবে দিল ॥
অতি গুণবান্ পুত্র পিতার সমান।
বাল্যকালে উপার্জ্জিল পিতৃসম মান ॥
পুত্র লভি পরীক্ষিৎ আনন্দিত মন।
ইরাবতী সহ হন হরষে মগন ॥
গঙ্গাতীরে গিয়া রাজা কৃপে গুরু করি।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে কৃষ্ণপদ স্মরি ॥

তিনবার অশ্বমেধ করেন রাজন্।
তাহাতে তাঁহার তেজ প্রকাশে ভুবন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ করি নৃপবর।
দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন অতঃপর ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা দেশে ও বিদেশে।
অবশেষে দেখিলেন এক স্থানে এসে ॥
শূদ্ররূপী কলি সেথা রাজচিহ্ন ধরি।
গোমিথুনে মারিতেছে পদাঘাত করি ॥
এই অপকর্ম্ম হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয়।
কলিরে দিলেন শাস্তি নৃপ মহোদয় ॥
শৌনক আশ্চর্য্য হ'য়ে সূতে জিজ্ঞাসিল।
অদ্ভুত ব্যাপার এই কেমনে ঘটিল ॥
একেতো জাতিতে শূদ্র অতি মন্দমতি।
গাভীরে আঘাত করি করিল দুর্গতি ॥
এ হেন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হেরিয়া তাহারে।
দণ্ডমাত্র দেন রাজা কেমন বিচারে ॥
একেতো জাতিতে শূদ্র তাহে কলিরূপ।
বধ না করিল তারে কি কারণে ভূপ ॥
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য যদি এর মাঝে রয়।
বল সেই কথা তুমি সূত মহাশয় ॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মমক্ষি যত সাধু মুনি।
থাকিলে তাদের কথা কহ তবে শুনি ॥
বৃথা বাক্য আলাপনে কিবা প্রয়োজন।
কৃষ্ণকথা সম বাক্য না ধরে ভুবন ॥
আর কি বলিব সূত শুন দিয়া মন।
ক্ষুদ্রাণু হইলে তারা ভাবয়ে মরণ ॥
মোক্ষ লাভ করিবারে করে সদা আশ।
কৃষ্ণকথা বিনা নাহি পূরে অভিলাষ ॥
মৃত্যুনামে একজন সংসার ভিতরে।
হরি বিনা পরিত্রাণ বল কেবা করে ॥
এই যে হেরিছ যজ্ঞ দীর্ঘসত্র নাম।
সহস্র বরষ খ্যাত এই ধরাধাম ॥
একমাত্র সেই হরি ইহাতে আহূত।
হরি বিনা যজ্ঞে কর্ত্তা নাহি কেহ সূত ॥
মনে ভাবি দেখ দেব বুঝিয়া আপন।
কালরূপে ঘুরিতেছে ভুবনে শমন ॥
যে অবধি সেই কাল নাহি ধরে কেশ।
তদবধি মানবের নাহি মৃত্যু লেশ ॥
যখন আসিবে কাল করিবারে গ্রাস।
তখনি ঘুচিবে ভাই সংসারের ত্রাস ॥
শমনের আজ্ঞা নারে করিবারে রোধ।
হরিনাম বিনা তার নাহিক প্রবোধ ॥
সে কারণে এই যজ্ঞ করিয়াছি মুনি।
কহ কহ হরিকথা মোরা সবে শুনি ॥
ভুবন সাধিতে হিত এই ব্রত হয়।
হরি-লীলামৃত তাহে সদা বরিষয় ॥
হরি-ধ্যান হরি-জ্ঞান হরি-কথা সার।
ঋষিগণ শুনি ত্যজে জীবনের ভার ॥
এ কারণে যত সব মুনি ঋষিগণ।
হেথায় সকলে তাঁরে করে আবাহন ॥
উদ্বেগ রহিত যত মানবের প্রাণ।
হরি-লীলামৃত সবে কর এবে পান ॥
অলস ও মন্দগতি মানব সকল।
বৃথা কর্ম্মে আয়ু নাশ করে অবিরল ॥
নিশায় অধিক নিদ্রা দিনে বৃথা কাজ।
হেনমতে রত হের মানব-সমাজ ॥
অতএব কর সূত হরিকথা গান।
শুনিয়া জুড়াক যত মুনিগণ প্রাণ ॥
সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
ধীরে ধীরে কহি আমি সব বিবরণ ॥
তব প্রশ্নে হরিকথা করিব হে গান।
তাহা শুনি জগতের হবে পরিত্রাণ ॥
অতএব শুন মুনি হ'য়ে সাবধান।
হরিভক্ত পরীক্ষিৎ রাজার আখ্যান ॥
কুরুজাঙ্গল নামেতে ছিল এক স্থান।
পরীক্ষিৎ-রাজ্য সেথা ছিল বিদ্যমান ॥
সেই স্থানে আচম্বিতে শুনিলা নরেশ।
কলি আসি রাজ্যে তার করেছে প্রবেশ ॥

এ হেন অপ্রিয় কথা শুনিয়া শ্রবণে।
ক্রোধে কম্পান্বিত তনু হ'লেন সেক্ষণে ॥
তূণীর হইতে শর করিয়া গ্রহণ।
শরাসন ল'য়ে রাজা করেন যোজন ॥
ভীমনাদে ধনুকেতে করিয়া টঙ্কার।
শ্যাম অশ্ব জুড়ে রথে ক্ষত্রিয় কুমার ॥
সজ্জিত হইল তার রথ মনোহর।
সিংহ আঁকা ধ্বজ শোভে তাহার উপর ॥
শ্যামবর্ণ অশ্বদ্বয় সেই রথ টানে।
যুদ্ধে অভিলাষী রাজা চড়ে সেই যানে ॥
সঙ্গেতে অসংখ্য সেনা কে করে গণন।
গজ বাজী সারি সারি ভীম-দরশন ॥
পদক্ষেপে ধূলি উড়ে ছাইয়া আকাশ।
টলমল করে ধরা পেয়ে মনে ত্রাস ॥
প্রলয় পবন সম ধনুক টঙ্কার।
ঝলকিছে অস্ত্র যেন দামিনী আকার ॥
চতুরঙ্গ সেনা ল'য়ে দিগ্বিজয় তরে।
চলিলেন পরীক্ষিৎ ভীষণ সমরে ॥
ভদ্রাশ্ব ভারত আর কেতুমাল নামে।
উত্তরের কুরু যাহা খ্যাত ধরাধামে ॥
কিংপুরুষের রাজ্য করিলেন জয়।
সবে পরাভূত হ'য়ে বশীভূত হয় ॥
একবার যেই রাজা করে আসি রণ।
ফিরে নাহি যায় সেই আপন ভবন ॥
সেই জন সন্ধি করি পদে প্রণমিল।
শমন তাহারে নাহি লইতে পারিল ॥
এরূপে করিয়া জয় সমস্ত ভুবন।
যজ্ঞ লাগি সব বস্তু করেন গ্রহণ ॥
জিনিয়া রাজেন্দ্রগণে আসিয়া সম্মুখে।
আপন বংশের কীর্ত্তি শুনিলেন সুখে ॥
কোন রাজা প্রীতি তরে গায় তাঁর গান।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য গায় হ'য়ে ভক্তিমান্ ॥
কেহ তাঁরে তুষিবারে করে গুণগান।
যেমতে বাঁচিল তাঁর ব্রহ্ম-অস্ত্রে প্রাণ ॥
কেহ বলে মহাবংশে জন্মেছ রাজন্।
পাণ্ডবে বাসেন ভাল কৃষ্ণ নারায়ণ ॥
বর্ণন করিব দেব সে কথা কেমনে।
কুরুক্ষেত্রে সেই কৃষ্ণ সারথি যে জনে ॥
অর্জ্জুন-প্রভাব দেব কেমনে কহিব।
অতি পরাক্রম তাঁর কভু না ভুলিব ॥
পাণ্ডবের লাগি কৃষ্ণ ত্যজি দ্বারকায়।
সমরে সারথি হন কিবা শোভা তায় ॥
মহাবংশে জন্ম তব তুমি নৃপমণি।
তব প্রজা হ'তে মনে লাজ নাহি গণি ॥
কেশবের অংশে তব জন্ম নররায়।
সেবিতে তোমার পদ বল কেবা পায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবে তুমি জিনিবে সবায়।
তোমার হইবে দাস সকলে ধরায় ॥
হেন স্তুতিবাক্য শুনি উত্তরা-কুমার।
সন্তুষ্ট হইয়া মন তোষেন সবার ॥
যত ছিল বস্ত্র ধন মণিরত্ন হার।
তুষ্ট হ'য়ে প্রজাদের দিলা পুরস্কার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া সবে কহিল তখন।
তব বংশে শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ সর্ব্বক্ষণ ॥
কি বলিব পরীক্ষিৎ নৃপ-শিরোমণি।
শ্রীকৃষ্ণ তোমার বংশে হন চূড়ামণি ॥
ত্রিলোকের অধিবাসী যাঁহার চরণে।
সদাই প্রণত হয় ভক্তিযুক্ত মনে ॥
সেই কৃষ্ণ ভগবান্ আসিয়া ধরায়।
পাণ্ডবের নিত্য সখা হইলা ত্বরায় ॥
কি কার্য্য না করেছেন পাণ্ডব কারণ।
পারিষদ হ'য়ে কভু ধর্ম্মপাশে রন ॥
কখন সারথি হ'য়ে করেন সমর।
কখন করেন সেবা সেই যদুবর ॥
বন্ধুত্ব করেন কভু হন কভু দূত।
কভু বা প্রহরী হন হে উত্তরাসুত ॥
যেখানে পাণ্ডব যায় তিনি সেইখানে।
ছায়া সম ধায় যেন কায়া সন্নিধানে ॥

কখন করেন স্তুতি বন্দী সম হ'য়ে।
কখন বা প্রণমেন অল্প দূরে রয়ে॥
কি কহিব কেশবের পাণ্ডুবংশে প্রীতি।
ধন্য সেই পাণ্ডুবংশে তুমি নরপতি॥
বন্দীদের মুখে স্তব শুনি নরপতি।
অন্তরে জন্মিল তাঁর পরম ভকতি॥
কৃষ্ণের চরণ-পদ্মে লইতে শরণ।
আকৃষ্ট হইল যবে নৃপতির মন॥
সূত বলে শুন শুন ওহে মুনিবর।
কি কর্ম্ম করেন রাজা শুন অতঃপর॥
এইরূপে কিছুদিন বংশের কীর্ত্তন।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দিত মন॥
অতঃপর যাহা ঘটে অভাবিত অতি।
মন দিয়া শোন তাহা কহিব সম্প্রতি॥
একদিন বৃষরূপ করিয়া ধারণ।
একপদে ধর্ম্ম যবে করিছে ভ্রমণ॥
সহসা হেরিলা ধর্ম্ম সম্মুখে তাহার।
গাভীরূপ ধরি পৃথ্বী কাঁদে অনিবার॥
বৎসহীনা মাতা সম করিছে রোদন।
প্রভাহীন দেহ তার বিষণ্ণ বদন॥
এই দৃশ্য হেরি ধর্ম্ম কাছে তার যায়।
বিনীত হইয়া পরে পৃথ্বীরে শুধায়॥
কহ ভদ্রে কেন তুমি কাঁদ নিরবধি।
দেহে বা মনেতে কিছু হয়েছে কি ব্যাধি॥
হেরিয়া মলিন প্রভা বিবর্ণ বদন।
মনে হয় ব্যাধি তোমা করিছে পীড়ন॥
বল বল কি হয়েছে কি শোক অপার।
আত্মীয়ের শোকে মন কাঁদে কি তোমার॥
বল বল হে জননি না ক'রে গোপন।
কেন ম্লান হেরি তব প্রফুল্ল আনন॥
কেন বা নিস্তেজ তুমি হ'য়েছ ধরণী।
কি প্রমাদ মনে ভাব দিবস রজনী॥
চিন্তা-জ্বরে ম্লান করে কহে বিজ্ঞ জন।
সেইমত হেরি তোমা মলিন বদন॥
অথবা আমাকে হেরি তিন পদহীন।
সেই শোকে হ'য়েছে কি বদন মলিন॥
তোমারে করিবে ভোগ শূদ্র রাজগণ।
এই শোকে বুঝি তব কাতর বদন॥
অথবা ইহার পরে যতেক মানব।
ত্যজিবে অধর্ম্ম বলে যাগযজ্ঞ সব॥
যজ্ঞ ত্যজি হবে সবে অসুর অজ্ঞান।
অধর্ম্মবশেতে তব না রাখিবে মান॥
দেবতার যজ্ঞ অংশ পাইবে বিলয়।
সে কারণে মন বুঝি শোকাচ্ছন্ন হয়॥
ইন্দ্র আর যথাকালে না করে বর্ষণ।
প্রজাদের ক্লেশ তাই হয় অনুক্ষণ॥
মনে অনুমানি মাতঃ বুঝি এই দুখে।
মরম পীড়ায় তুমি আছ অশ্রুমুখে॥
অধর্ম্মের বল দেখি ভুবনে প্রচার।
নাহি আর পূর্ব্বমত প্রজা ব্যবহার॥
নারীগণে স্বামিগণ না করে রক্ষণ।
ইচ্ছামতে নারী রহে সুখেতে মগন॥
পিতৃগণ শিশুগণে না করে পালন।
রাক্ষসের সম তারা করে আচরণ॥
আর বলি শুন দেবি অদ্ভুত বারতা।
সরস্বতী নাহি হন শুভকর্ম্মে রতা॥
সদাচারহীন যত ব্রাহ্মণ নিচয়।
বাগদেবী তাদের কাছে লইলা আশ্রয়॥
ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্য ত্যজি অধর্ম্মেতে রত।
ক্ষত্রিয়ের দাসত্বেতে আসক্তি সতত॥
কহ কহ মাতঃ তুমি বুঝি এ কারণে।
নিরন্তর ক্লেশ তব জাগিতেছে মনে॥
আছিল ক্ষত্রিয় যত কলির প্রভাবে।
ইতস্ততঃ উদ্ভাসিত হ'য়ে নানা ভাবে॥
বিমূঢ় হয়েছে যত ক্ষত্রিয়ের দল।
তাই বুঝি ঝরে তব নয়নেতে জল॥
ভবিষ্যতে রাজ্য সব হইবে উচ্ছেদ।
সে কারণে তুমি বুঝি করিতেছ খেদ॥

শাস্ত্রের নিষেধ নাহি মানি প্রজাগণ।
যেখানে সেখানে করে পান ও ভোজন ॥
যথা তথা নরগণ করিতেছে বাস।
স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে করে রমণী বিলাস ॥
সে কারণে তুমি ধরা হ'লে কি মলিন।
বল দেবী বল বল তাই প্রভাহীন ॥
অথবা কি হরি লাগি হয়েছে এমন।
তাঁর পদ নাহি হেরি মন উচাটন ॥
ভূভার হরিতে হরি হ'য়ে অবতার।
করেন যতেক লীলা অদ্ভুত প্রকার ॥
অন্তেতে আপন-লীলা করি সমাপন।
ক'রেছেন বাসুদেব স্বধামে গমন ॥
পদ্ম-মকরন্দযুক্ত সে হরি-চরণ।
না হেরে কি হ'লে পৃথ্বি তুমি হে এমন ॥
বল বসুন্ধরা বল বিষাদ-কারণ।
এহেন দুঃখেতে তুমি কেন বা মগন ॥
বলবান্ কাল আসি তব ভাগ্যধন।
সৌভাগ্যের সহ দুষ্ট করিল হরণ ॥
তোমার সৌভাগ্য ছিল দেবতা-বাঞ্ছিত।
কাল কি হরিয়া তাহা করিল লাঞ্ছিত ॥
তাহাতে কি তব আঁখে ঝরিতেছে বারি।
বল গো মা বসুন্ধরা বুঝিতে না পারি ॥
ধর্ম্মের এতেক বাণী শুনিয়া ধরণী।
কহিলেন গদগদে নারী-শিরোমণি ॥
হে ধর্ম্ম যে সব প্রশ্ন করিলে আমায়।
সকলি ত জান তুমি কি কহিব হায় ॥
তথাপি আদেশ-মতে কহিব রাজন্।
যে কারণে বিষাদিত হয় মম মন ॥
চারি পদ ছিল তব সকলেই জানে।
তিন পদ নিল কাল নিষ্ঠুর পরাণে ॥
সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি ইন্দ্রিয় দমন।
ত্যাগ শম দম তপ স্বধর্ম্ম পালন ॥
বৈরাগ্য তিতিক্ষা জ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা।
বিভূতি বীরত্ব তেজ স্বাতন্ত্র্য সাধনা ॥
বল স্মৃতি কান্তি ধৈর্য্য মৃদুতা কৌশল।
গাম্ভীর্য্য আস্তিক্য স্থৈর্য্য জ্ঞান-কর্ম্মফল ॥
শ্রদ্ধা কীর্ত্তি হিতৈষিতা গুণ সমুদয়।
যাঁহার মাঝারে সদা বর্ত্তমান রয় ॥
সেই সর্ব্বগুণাকর শ্রীনিবাস হরি।
গিয়াছেন ধরাধাম পরিত্যাগ করি ॥
ধরাবাসী জীবগণ ডুবিয়াছে পাপে।
আকুল হ'য়েছে জীব কলির প্রতাপে ॥
সে কারণে মম হৃদি হ'তেছে আকুল।
বল দেব বল বল কিসে পাই কূল ॥
শুন শুন ধর্ম্মদেব তোমার আমার।
ঋষি পিতৃ সাধু আর যত দেবতার ॥
পরিণাম কথা ভাবি হয়েছি কাতর।
দিবানিশি দহিতেছে আমার অন্তর ॥
চতুর্ব্বর্গ আর যত আশ্রম সকল।
তাহাদের কথা ভাবি চোখে আসে জল ॥
সকলের প্রভানাশ অধর্ম্মের ভরে।
সেই হেতু এত ভাবি গোপনে অন্তরে ॥
কৃষ্ণের বিরহ আর না পারি সহিতে।
কিছুতেই শান্তি নাহি পাই আর চিতে ॥
যাঁহার কটাক্ষ লাভ করিবার তরে।
ব্রহ্মা আদি ধ্যান করে বহু যুগ ধ'রে ॥
আপনি সে লক্ষ্মীদেবী ত্যজি পদ্মবন।
যাঁহার চরণ সেবা করে অনুক্ষণ ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন শোভিত চরণ।
আমার বক্ষেতে কৃষ্ণ করিলা স্থাপন ॥
সেই শোভা যবে ছিল আমার অঙ্গেতে।
তাহার তুলনা নাহি ছিল ত্রিলোকেতে ॥
হরির সম্পদ অঙ্গে করিয়া ধারণ।
অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ছিল মোর মন ॥
হেরিয়া আমার সেই পূর্ণ অহঙ্কার।
তাই বুঝি হরি মোরে করে পরিহার ॥
কি বলিব তাঁর কথা ওহে ধর্ম্মরায়।
স্মরিলে আমার বক্ষ দ্বিধা হ'য়ে যায় ॥

দানব কুলেতে যত ছিল নৃপগণ।
তা' সবার ছিল বীর সৈন্য অগণন॥
শত শত অক্ষৌহিণী ছিল সৈন্যগণ।
তাহাদের ভারে আমি কাতর যখন॥
ভূভার হরণ তরে কৃষ্ণ অনন্তর।
শরীর ধারণ করে অতি মনোহর॥
ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণ সনাতন।
যদুকুলে নররূপে অবতীর্ণ হন॥
পদহীন হেরি তোমা ধর্ম্ম মহাশয়।
পূর্ণ-পদ করিলেন হরি দয়াময়॥
শত অক্ষৌহিণী রূপ অসুর নৃপতি।
বধিয়া করিল মুক্ত মোরে বিশ্বপতি॥
ত্রিপাদবিহীন ধর্ম্মে করিতে পূরণ।
যদুকুলে জন্মিলেন যেই নারায়ণ॥
যাঁহার চরণস্পর্শে রোমাঞ্চিত দেহ।
তাঁহারে ভুলিতে বল পারিবে কি কেহ॥
কৃষ্ণ-বিরহেতে আমি ক্ষীণপ্রাণা অতি।
এই সে কারণে ক্ষুব্ধা শোন মহামতি॥
বল বল ধর্ম্মদেব আছে কোন্ নারী।
বিরহ সহিতে পারে শ্রীহরিরে ছাড়ি॥
সত্যভামা আদি যত মানিনী সকল।
শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষেতে হইত চঞ্চল॥
শ্রীহরির প্রেমপূর্ণ হাসি মনোহর।
দর্শনে বিমুগ্ধ হয় সবার অন্তর॥
মানিনীর মান সব হ'য়ে যায় দূর।
শ্রীহরির প্রেমে চিত্ত হয় ভরপূর॥
দুর্জ্জয় সে মান সবে করি পরিহার।
শরণ লইত সবে চরণে তাঁহার॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশযুত সেই শ্রীচরণ।
স্থাপিয়া আমার বক্ষে করে বিচরণ॥
সর্ব্ব অঙ্গ মোর সেই চরণ পরশে।
তৃণরূপে রোমাঞ্চিত হইত হরষে॥
কৃষ্ণের চরণ-ধূলি করিয়া ধারণ।
কত শোভা হ'ত মোর কে করে বর্ণন॥
পৃথিবী ও ধর্ম্ম যবে করে আলাপন।
হেনকালে পরীক্ষিৎ করে আগমন॥
পূর্ব্বদিকে বহে যথা নদী সরস্বতী।
সেই কুরুক্ষেত্রে উপনীত নরপতি॥

ইতি পৃথিবী ও ধর্ম্মের কথোপকথন।

পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ

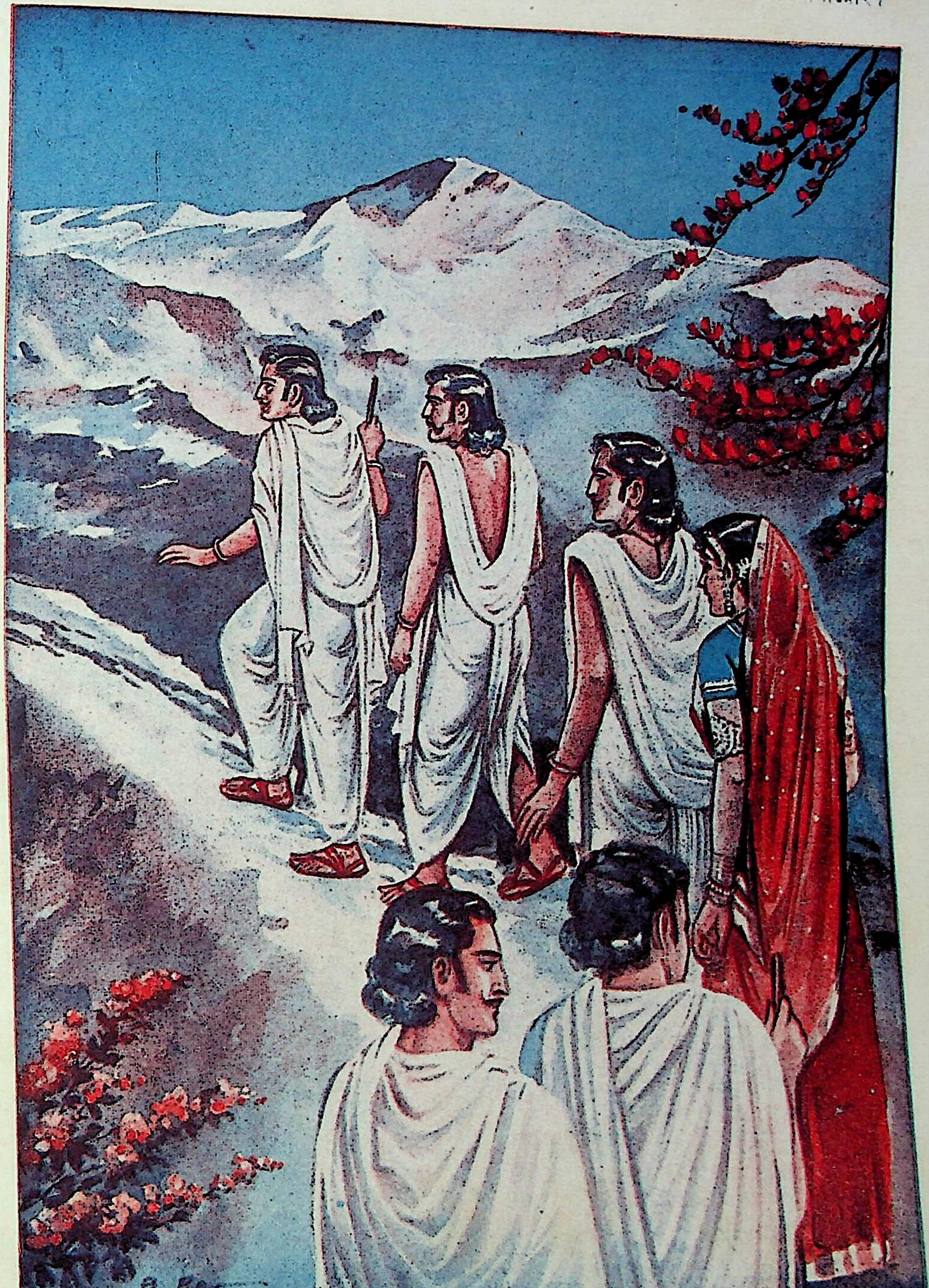

যেই পথে চলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই পথ ধরি চলে পাণ্ডুপুত্রগণ॥

একবিংশ অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলির শাসন

সূত বলে শুন শুন যত মুনিবর।
কি করেন পরীক্ষিৎ রাজা অতঃপর ॥
সরস্বতী-তীরে আসি নৃপতি তখন।
অপরূপ দৃশ্য এক করিল দর্শন ॥
নরপতি বেশধারী শূদ্র একজন।
দণ্ড হাতে গোমিথুনে করিছে তাড়ন ॥
মিথুনের মাঝে বৃষ ছিল মনোরম।
শ্বেত শুভ্র বর্ণ তার মৃণালের সম ॥
শূদ্রের প্রহারে সেই বৃষ অসহায়।
মূত্র বিসর্জ্জন করে দাঁড়ায়ে সেথায় ॥
দীন ভাবে এক পদে দাঁড়ায়ে সেখানে।
ঘন ঘন কাঁপে বৃষ অতি ভয় প্রাণে ॥
দীনা হীনা কৃশা গাভী তৃণ আশে ধায়।
পদাঘাতে শূদ্র রাজা তাড়য়ে তাহায় ॥
শূদ্রের সে পদাঘাতে হইয়া কাতর।
মৃতবৎসা সম গাভী কাঁদে নিরন্তর ॥
সেই দৃশ্য হেরি রাজা আপন নয়নে।
রথ হ'তে নামিলেন অতি ক্রুদ্ধ মনে ॥
বন্দন করিয়া রাজা নিজ পরিকর।
ধনুকে যোজনা করে ভয়ঙ্কর শর ॥
তারপর শূদ্ররাজে করি সম্ভাষণ।
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিলা রাজন্ ॥
কে রে তুই স্পর্দ্ধা তোর হেরিতেছি অতি।
আমার প্রজার তুই করিস্ দুর্গতি ॥
শূদ্র বলি বোধ হয় হেরি আচরণ।
নট সম রাজবেশ করিলি ধারণ ॥
কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আর নাই ধরণীতে।
তাই বুঝি তেজ তোর জাগিয়াছে চিতে ॥
নির্জ্জনে বধিস্ তুই প্রাণী অসহায়।
এমন পামর আর না হেরি ধরায় ॥
করেছিস্ ওরে মূঢ় অপরাধ ঘোর।
অবশ্য উচিত হয় প্রাণদণ্ড তোর ॥
শূদ্রেরে কহিয়া হেন তবে নৃপমণি।
বৃষেরে সম্ভাষি তবে কহেন আপনি ॥
বৃষরূপে তুমি কেবা হও মহাপ্রাণ।
আমার নিকটে কর পরিচয় দান ॥
দেহের বরণ তব অতি অনুপম।
সমুজ্জ্বল শ্বেত কান্তি মৃণালের সম ॥
কোন্ সে দেবতা তুমি বৃষ রূপ ধ'রে।
এক পদে ভ্রমিতেছ পৃথিবী ভিতরে ॥
কোথা তব তিন পদ হইল বিগত।
এক পদে বিচরণ এই বা কি মত ॥
কেন কাঁদ ওহে বৃষ কহ মন-কথা।
তোমার ক্রন্দনে আমি পাই মনে ব্যথা ॥
কৌরবেরা সুখে করে প্রজার পালন।
তাদের শাসনে সুখী যত প্রজাগণ ॥
তাহাদের রাজ্য মাঝে নাহি দুঃখ শোক।
অশ্রু বিসর্জ্জন নাহি করে কোন লোক ॥
কেন তুমি কাঁদিতেছ কহ বৃষবর।
সুরভিনন্দন শোক ত্যজ অতঃপর ॥
শূদ্রের তাড়নে তুমি হ'য়েছ শঙ্কিত।
এবে তব সেই শঙ্কা হবে বিনাশিত ॥

ভয় নাই নাহি কাঁদ মুছ আঁখি-নীর।
শূদ্রের নিধন আমি করিয়াছি স্থির ॥
গাভীরে সম্বোধি রাজা কহিল বচন।
বল মাতঃ কেন তুমি করিছ রোদন ॥
আমি এ ধরার রাজা শাসি ধরাধাম।
কে তোমা তাড়ন করে শুনি তার নাম ॥
না কাঁদ না কাঁদ সতী মুছহ নয়ন।
শাসিব সে দুষ্টে যেবা করিছে পীড়ন ॥
থাকিতে রাজ্যেতে রাজা অসাধুর হাতে।
প্রজা যদি কোন দুঃখ পায় কোন মতে ॥
রাজা যদি সেই দুষ্টে না করে দমন।
কীর্ত্তি আয়ু স্বর্গ তার হয় বিনাশন ॥
দুঃখিতের দুঃখ নাশ রাজার ধরম।
পীড়িতের পীড়া দূর কর্ত্তব্য পরম ॥
সেই হেতু এই শূদ্রে করিব বিনাশ।
বিনাদোষে যেই জন জীবে করে নাশ ॥
হেন কথা বলি রাজা বৃষ পানে চায়।
বল বল সৌরভেয় কে কাটিল পায় ॥
চতুষ্পদ জাতি তুমি নাহি চারি পদ।
তিন পদ কাটিল কে ঘটা'ল বিপদ ॥
শুন শুন বৃষবর রাজ্যের মাঝারে।
তব সম দুঃখী আর না দেখি কাহারে ॥
চারি পদ লভি তুমি কর বিচরণ।
বল কোথা গেল তব তিনটি চরণ ॥
একমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে কেন।
বল বল কেবা তোমা করিয়াছে হেন ॥
হে বৃষ দেখাও তুমি অপরাধী জনে।
উপযুক্ত শাস্তি তারে দিব এইক্ষণে ॥
থাকিতে পাণ্ডব রাজা ভুবন ভিতর।
নাহি আছে দুঃখ কষ্ট ওহে বৃষবর ॥
সাধিল কে সুখে বাদ বল সৌরভেয়।
অঙ্গ নাশ করি তোমা কে করিল হেয় ॥
তোমরা অতীব শান্ত নাহি অপরাধ।
অঙ্গ হানি করি কেবা ঘটায় প্রমাদ ॥
পাণ্ডবের কীর্ত্তি কেবা কলুষিত করে।
শীঘ্র বল নাম তার দেখি সে পামরে ॥
অপরাধহীন জীবে যে করে পীড়ন।
স্বর্গের দেবতা যদি হয় সেই জন ॥
তথাপি তাহার রক্ষা কভু নাহি আর।
বাহুদণ্ড উৎপাটন করিব তাহার ॥
শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন।
রাজার পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রের বচন ॥
ধর্ম্মরূপী বৃষ তবে শুনি হেন বাণী।
পরীক্ষিতে বলে তবে শাস্ত্র অনুমানি ॥
উচিত কহিলে তুমি পাণ্ডু-কুলপতি।
রাখিলে বংশের কীর্ত্তি ওহে নরপতি ॥
পাণ্ডবদিগের গুণে বশীভূত হ'য়ে।
শ্রীকৃষ্ণ হইল সখা প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
সেই বংশে জন্ম লভি রাজা পরীক্ষিৎ।
এরূপে অভয় দান তোমার উচিত ॥
কিন্তু শুন নরপতি প্রাণীদের ভয়।
কোন্ সে পুরুষ হ'তে সমুৎপন্ন হয় ॥
জানি না সে কথা কিছু নারি বুঝিবারে।
বিমূঢ় হয়েছি নানা মতের মাঝারে ॥
ঈশ্বরে জীবেতে ভেদ যে জন না করে।
সেই বলে সুখ দুঃখ আত্মা দান করে ॥
আরাধনা উপাসনা কিছু নাহি তাঁর।
দেহিরূপে দেহ-মধ্যে তাঁহার বিহার ॥
সকল কথায় তাঁর হয় আবির্ভাব।
নানারূপে এ জগতে প্রকাশেন ভাব ॥
দৈবজ্ঞ বলেন দৈব জগৎ-কারণ।
মায়ারূপে দৈব সৃজে এ তিন ভুবন ॥
গ্রহ আদি যত আছে দেবতা প্রধান।
জীবগণে সুখ দুঃখ করে তারা দান ॥
মীমাংসকে কর্ম্মকেই প্রভু ব'লে জানে।
কর্ম্ম ভিন্ন কর্ত্তা নাই তাহারা বাখানে ॥
নাস্তিক কহিছে জীব স্বভাব হইতে।
দুঃখ সুখ ভোগ সদা করে পৃথিবীতে ॥

ঈশ্বর বিশ্বাসী যত পণ্ডিতেরা কয়।
ঈশ্বর হইতে সব সমুৎপন্ন হয়॥
বাক্য ও মনের যিনি সদা অগোচর।
সুখ দুঃখ কর্ত্তা সেই পরম ঈশ্বর॥
নানা জনে নানা কহে কোন্‌টি নিশ্চয়।
কেমন করিবে স্থির বল মহাশয়॥
জানি জানি নৃপবর তুমি বুদ্ধিমান্।
সত্যাসত্য বিচারিয়া করহ ব্যাখ্যান॥
সূত কহে সম্বোধিয়া যত সাধুগণে।
চিন্তিত সদাই রাজা বৃষের বচনে॥
কোন্ জন এই বৃষ সাধু যুক্তি কয়।
তিন পদ গেল তবু এক পদে রয়॥
কতক্ষণ ভাবি মনে করিলেন স্থির।
বৃষ নন এই জন ধর্ম্ম মহাবীর॥
বৃষরূপে পৃথিবীতে করি বিচরণ।
উপদেশ দিতে মোরে করিছে ছলন॥
এতেক বিচারি মনে সে মহারাজন্।
কহিলেন ধর্ম্মরূপী বৃষেরে বচন॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ দিতেছে আভাস।
ঘাতকের নাম কেহ না কর প্রকাশ॥
ঘাতকেরে যেইজন করে প্রদর্শন।
অবশ্য সে জন করে নরকে গমন॥
না পারি বুঝিতে তুমি কোন্ গুণধাম।
শাস্ত্রমত না কহিলে ঘাতকের নাম॥
অথবা মায়ার গতি বিশ্ববিধাতার।
কে বুঝিতে পারে এই জগৎ মাঝার॥
তাই বুঝি ঘাতকের নাম না বলিলে।
কেবা বধ্য কে ঘাতক তাহা না বুঝিলে॥
কহ কহ কেবা তুমি বৃষরূপধারী।
বৃষরূপে ধর্ম্ম তুমি এই মনে করি॥
ধর্ম্ম তুমি বৃষরূপ করিয়া ধারণ।
এক পদে আজি বুঝি কর বিচরণ॥
তব বাক্য-বলে এই জ্ঞান লভিলাম।
বধ্য ও ঘাতক মাত্র উপাধির নাম॥
যে করে হনন আর দেখায় যে তারে।
উভয়ে নরকে যায় শাস্ত্রের বিচারে॥
সর্ব্বভূতে সম জ্ঞান ছিল না আমার।
হে ধর্ম্ম শিখালে তাহা করিয়া বিচার॥
সংশয়ে পতিত আমি কেমনে চিনিব।
মম অগোচর তুমি কেমনে বুঝিব॥
পূর্ণ জ্ঞানী তুমি ধর্ম্ম আমি অভাজন।
সহসা জানিব কিসে তুমি কোন্ জন॥
বৃষরূপে ছিলে তুমি সত্ত্বগুণময়।
পূর্ব্বরূপে চারিপদে অতি শোভা হয়॥
তপঃ শৌচ দয়া সত্য চারিটি চরণ॥
সত্য যুগে ছিল তব ওহে মহাত্মন্॥
বিষয়ে আসক্তি, গর্ব্ব, মদ্য এই তিনে।
একে একে বিনাশিল তিনটি চরণে॥
সত্যরূপ পদ তব আছে মাত্র বাকী।
তাহারে আশ্রয় করি রয়েছ একাকী॥
দুরন্ত নিষ্ঠুর কলি অতি দুরাচার।
সে চরণ নাশিবারে উদ্যত এবার॥
এই যে গাভীর রূপে করে বিচরণ।
আপনি পৃথিবী ইনি বুঝেছি এখন॥
ভূভার হরণ করি কৃষ্ণ ভগবান্।
ইহারে ত্যজিয়া হায় করেছে প্রস্থান॥
বিপ্রদ্বেষী যত সব ক্ষুদ্র নৃপবর।
ইহারে করিবে ভোগ জানি অতঃপর॥
সে কারণে মনে তার জাগে অনুতাপ।
ভাগ্যহীনা সম সদা করিছে বিলাপ॥
প্রবোধিয়া বৃষরূপী ধর্ম্মে এই মত।
কলি বধিবারে অসি করে নিষ্কাষিত॥
অতীব শাণিত খড়্গ তেজেতে তপন।
ঝলমল করে যেন বিদ্যুৎ বরণ॥
ভীষণ কুটিল কান্তি ধরিয়া নরেশ।
ঘন ঘন শ্বাস বহে কাঁপে চারি দেশ॥
অষ্ট-দ্বীপ কাঁপে তবে মহাগজ সহ।
প্রলয় প্রকাশ যেন হয় অহরহঃ॥

প্রলয় পবন বহে কাঁপে গিরি বন।
সমুদ্রে তরঙ্গ-মালা বহে ঘন ঘন॥
থরে থরে ধরা কাঁপে অনন্তের শিরে।
রামরম্ভা যথা কাঁপে বৈশাখী সমীরে॥
প্রলয় উদিত হেরি এ তিন ভুবন।
রাজা পরীক্ষিৎ ক্রোধে কাঁপিল তখন॥
নৃপতির হেন ভাব হেরিয়া নয়নে।
শূদ্র কাঁপে থর থর কাতর জীবনে॥
নাহি তেজ নাহি সেই পূর্ব্ব সম ভাব।
পাণ্ডবের তেজে হীন সকল প্রভাব॥
ব্যাকুল হইয়া কলি প্রাণের ভয়েতে।
খুলিল রাজার বেশ যা ছিল দেহেতে॥
তারপর দীন ভাবে নৃপতি-চরণে।
পতিত হইল কলি আকুলিত মনে॥
হাহাকার করি শূদ্র লুটায় ভূতল।
বলে নৃপ রাখ প্রাণ ত্যজি ক্রোধানল॥
ত্যজিলাম রাজবেশ হইলাম দাস।
রাখ প্রাণ কর রাজা কৃপার প্রকাশ॥
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ।
তোমাতে নির্ভর করে জীবন মরণ॥
যাহার বীর্য্যেতে হয় কাতর সংসার।
সেই কলি পদতলে পতিত রাজার॥
কলিরে পতিত দেখি রাজা পরীক্ষিৎ।
ভাবিলেন মনে মনে যাহা কিছু হিত॥
মনে মনে করিলেন শাস্ত্রের বিচার।
শরণ্যেরে বধ নহে ভদ্র ব্যবহার॥
শরণার্থী লোক প্রতি আশ্রয় প্রদান।
করিয়াছে মম বংশে যত মতিমান্॥
এ হেন বিচার করি রাজা মনে মনে।
আশ্রিত শূদ্রেরে কন মিষ্ট-সম্ভাষণে॥
শুন শুন শূদ্র তুমি আমার বচন।
না কর রোদন তুমি মুছহ নয়ন॥
উঠ উঠ পদ হ'তে ত্যজিয়া ভূতল।
আশ্রিত জনেরে বধ অধর্ম্মের ফল॥
অর্জ্জুনের যশ মোরা করিতে রক্ষণ।
করিয়াছি পূর্ব্বরূপ ব্রতের ধারণ॥
শরণাগতের নাহি বধিব জীবন।
সেই হেতু নাহি তোমা করিব হনন॥
অভয় পাইয়া কর প্রতিজ্ঞা এখন।
পালিবে যতনে যাহা বলিব বচন॥
অধর্ম্মের বন্ধু তুমি অধর্ম্মের সার।
মম রাজ্যে প্রবেশিল অধর্ম্ম আচার॥
লোভ চৌর্য্য ধর্ম্মত্যাগ কাপট্য কলহ।
দুর্জ্জনতা পদে পদে হবে অহরহঃ॥
সেই হেতু বলি তোমা শুন কলি বীর।
অন্যত্র যাইতে তুমি কর মনে স্থির॥
যেখানে যাজ্ঞিক নাই নাহি যজ্ঞ-ভার।
সতত অজ্ঞান যথা ভীষণ আকার॥
নাহি ধর্ম্ম নাহি সত্য যথায় দেখিবে।
তথায় আপন বল তুমি প্রকাশিবে॥
শুন হে অধর্ম্মবন্ধু কহি তব প্রতি।
ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ ইহা পুণ্যস্থান অতি॥
এ স্থানে যাহারা বাস করে অনুক্ষণ।
সকলেই করে সত্য ধর্ম্ম আচরণ॥
যজ্ঞবলে ধর্ম্মজ্ঞান যথা মূর্ত্তিমান্।
ত্যজ সেই পুণ্যময় ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থান॥
যজ্ঞের মাঝারে যথা আসি ভগবান্।
যজ্ঞেশ্বর নাম ধরি করে অবস্থান॥
যার মায়াবলে হয় জগৎ সৃজন।
ভক্তদের অভিলাষ করেন পূরণ॥
সেই পরমাত্মা তিনি পূর্ণ ভগবান্।
বায়ুরূপে সর্ব্বস্থানে করে অবস্থান॥
স্থাবর জঙ্গম যাহা হেরিছ নয়নে।
অন্তরে বাহিরে হরি আছে সর্ব্বক্ষণে॥
সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিব বর্ণন॥
নিদারুণ অসি হস্তে কৃতান্তের প্রায়।
বধোদ্যত পরীক্ষিতে হেরিয়া সেথায়॥

থর থর করি কলি কাঁপে নিরন্তর।
প্রাণভয়ে যুক্ত করে কহে অন্তঃপর॥
সার্ব্বভৌম তুমি রাজা তোমার আজ্ঞায়।
ক্ষণমাত্রে ত্রিভুবন লয় হ'য়ে যায়॥
বল দেব বল বল কোথা করি বাস।
যথায় জীবনে আমি না হব বিনাশ॥
অর্জ্জুনের পৌত্র তুমি উপযুক্ত বীর।
শৌর্য্য-বীর্য্যে অতুলন বুদ্ধিমান্ ধীর॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে ল'য়ে জানি মহারাজ।
ভ্রমণ করিছ তুমি পৃথিবীর মাঝ॥
কৃপা করি কহ মোরে ধার্ম্মিক প্রবর।
কোন্ স্থানে বাস আমি করি অতঃপর॥
মম উপযুক্ত স্থান হবে কোন্‌খানে।
কোথায় রহিব আমি শঙ্কাহারা প্রাণে॥
যেথায় বলিবে আমি যাব সেই দেশ।
পালন করিব সদা তোমার আদেশ॥
সূত বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
এরূপ প্রার্থনা কলি করিল যখন॥
রাজা পরীক্ষিৎ তারে দিলেন অভয়।
তারপর ধীরে ধীরে সম্ভাষিয়া কয়॥
পাণ্ডবের বংশধর নাম পরীক্ষিৎ।
অবশ্য সাধিব কলি আমি তব হিত॥
যেইখানে পাশা খেলা আর মদ্যপান।
বারনারী রহে যথা লোকে হিংসে প্রাণ॥
এ চারি অধর্ম্ম যথা রহে বিদ্যমান।
সেই স্থানে তুমি কলি লহ বাসস্থান॥
চারি স্থান ত্যজি যদি অন্যত্র যাইবে।
তব প্রাণ লব আমি নিশ্চয় জানিবে॥
স্থানের বারতা শুনি কলি মহাবীর।
আশ্চর্য্য হইয়া তথা হইলেন স্থির॥
মনে মনে করি কলি বাস অনুমান।
এ চারি অধর্ম্ম নাহি একস্থানে পান॥
সেই হেতু পুনরায় সম্ভাষি রাজায়।
বলে কলি গদগদে ধরি তাঁর পায়॥
যে চারি স্থানের নাম করিলে রাজন্।
কোথায় পাইব তার একত্রে মিলন॥
আমি একা কলি এই সংসারের মাঝে।
চতুর্দ্দিকে চারি শক্তি নাহি মম সাজে॥
শুন শুন কুরুবর ক্ষত্র-অধিপতি।
একত্রে চারিটি স্থান দেখাও সুমতি॥
একত্রে চারিটি পেলে সুখে করি বাস।
কর হেন অনুমতি পূরাইতে আশ॥
তারপর করযোড়ে নৃপতিরে কয়।
আরো কিছু স্থান মোরে দেহ মহাশয়॥
কলির কামনা শুনি নৃপতি প্রধান।
সুবর্ণে দিলেন তার থাকিবার স্থান॥
স্বর্ণ দিয়া রাজা তারে কহেন বচন।
মিথ্যা কাম হিংসা গর্ব্ব ইহাতে মিলন॥
চারি বস্তু দিয়াছিনু এবে দিনু আর।
বৈরভাব আছে ইথে পঞ্চম আকার॥
পঞ্চস্থান ল'য়ে তুমি বাস কর কলি।
এই পঞ্চে আধিপত্য তোমার সকলি॥
চারি ছিল পাঁচ লভি কলি মহাবীর।
আনন্দে হ'লেন তিনি অতীব অধীর॥
রাজার আজ্ঞায় এই পাঁচে করি বাস।
পূরিলেন কলি তবে নিজ অভিলাষ॥
এত বলি সূত কহে করি সম্ভাষণ।
সাধুর অর্থেতে নাহি ঘটয়ে সেবন॥
অর্থেতে অধর্ম্ম আছে মহাকলি রূপে।
নির্দ্দেশ করেন তাহা পরীক্ষিৎ ভূপে॥
সে অবধি ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানীর কারণ।
অজ্ঞানতারূপী অর্থে নাহি প্রয়োজন॥
কলিতে হইলে ধর্ম্ম তিনপদ হীন।
চারিপদে পূর্ণ রাজ্য করেন প্রবীণ॥
কলি গেল অজ্ঞানেতে অধর্ম্ম তথায়।
পূর্ণরূপে ধর্ম্ম আসি ভুবনে মিলায়॥
অধর্ম্ম হইল নাশ হেরিয়া ধরণী।
প্রফুল্ল হ'লেন যেন ফণী লভি মণি॥

হে হেন করিয়া কার্য্য রাজা পরীক্ষিৎ।
শাসেন ধরণী হ'য়ে ধর্ম্মে রত চিত ॥
অদ্যাবধি সেই রাজা হস্তিনা নগরে।
অধর্ম্ম নাশিয়া ধর্ম্ম প্রচারিত করে ॥
সেই হেতু ধর্ম্মনাম লভি মুনিগণ।
হরি লাগি এই যজ্ঞ করে আরম্ভণ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিগুণ গান।
কলি প্রতি পরীক্ষিৎ অভয় প্রদান ॥

ইতি রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলির শাসন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-প্রাপ্তি

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
হরি-কথা শুনি সদা বাড়ে কুতূহল ॥
মাতৃগর্ভে পরীক্ষিৎ আছিলা যখন।
ব্রহ্ম অস্ত্র অগ্নি তারে করিল দহন ॥
কিন্তু দয়াময় হরি কৃষ্ণের কৃপায়।
প্রাণ তার নষ্ট নাহি হইল সেথায় ॥
ব্রহ্মশাপে নৃপতির প্রাণনাশ তরে।
তক্ষক আসিল যবে রুদ্র মূর্ত্তি ধ'রে ॥
ভগবান্ প্রতি ভক্তি ছিল অতিশয়।
তক্ষকে হেরিয়া তাই ভয় নাহি হয় ॥
হইয়া শুকের শিষ্য ভাগীরথী-তীরে।
শ্রীহরির তত্ত্বকথা জানিলেন ধীরে ॥
বিষয় আসক্তি সব করি পরিহার।
গঙ্গার সলিলে রাজা দেহ ত্যজে তার ॥
শ্রীহরির পুণ্য নাম গানে সদা রতি।
হরিনাম শুনিবারে সদা যাঁর মতি ॥
সুধাময় হরিকথা যেবা করে পান।
আজীবন হরিপদে যেবা রাখে প্রাণ ॥
হরিই জীবের গুরু যে জন জানিয়া।
আপনার প্রাণ দেন হরিতে সঁপিয়া ॥
তাঁর সম কেবা আছে সাধু মহাজন।
গায় সদা কীর্ত্তি তাঁর দেব-দৈত্যগণ ॥
অন্তিমেতে বুদ্ধি ভ্রম নাহি তার হয়।
এ তিন ভুবনে তার নাহি কোন ভয় ॥
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি মৃত্যু হ'ল যাঁর।
সে পরীক্ষিৎ সম কেবা আছে আর ॥
যেই দিন ভগবান্ সংসার ছাড়িল।
সেইদিন পৃথিবীতে কলি প্রবেশিল ॥
পরীক্ষিৎ যতদিন ছিল নরপতি।
ততদিন ক্ষীণ ছিল কলির শকতি ॥
রাজার শাসনে কলি ছিল ভীত প্রাণে।
প্রভাব বিস্তার নাহি করে সর্ব্বস্থানে ॥
রাজার শাসনের কালে সম্রাট্ মহান্।
গ্রহণ করিত সার ভ্রমর সমান ॥
বুঝিলেন নৃপবর কলির সময়।
অল্পেতে সফল হয় পুণ্য কর্ম্মচয় ॥
যদিও পাপাত্মা কলি ফিরে অবিরত।
তথাপি পাপের কার্য্য না হয় সভত ॥
বৃকসম সাবধানে ফিরে অনুক্ষণ।
সুযোগ বুঝিয়া সবে করে আক্রমণ ॥

তথাপি বুঝিলা রাজা আপনার চিতে।
বিশেষ অনিষ্ট কলি নারিবে করিতে॥
মনে মনে এই চিন্তা করি নৃপধন।
পামর কলিরে রাজা না করে নিধন॥
পরম পবিত্র এই পরীক্ষিৎ-কথা।
জানিতে চাহিয়াছিলে কহিলাম তথা॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত সহ শুভ বিবরণ।
তোমাদের কাছে মুনি করিনু বর্ণন॥
যেইজন চাহে সদা নিজের মঙ্গল।
ভগবান্ গুণ-গাথা শুনে অবিরল॥
এত শুনি ঋষিগণ আনন্দে মগন।
কহেন সূতেরে সব আশিস বচন॥
ধন্য ধন্য তুমি সূত মুনি বংশধর।
অপার মহিমা তুমি গুণের আকর॥
যে কথা কহিলে তুমি নাহিক উপমা।
অতি মনোহর কথা হয় নিরুপমা॥
ধন্য তব স্মৃতি সূত কি বলিব আর।
তুমি যা করিলে হেন কে করে প্রচার॥
সাগর সমান হয় কৃষ্ণের মহিমা।
জগতে কে হেন আছে দেয় তার সীমা॥
ধন্য সেই ব্যাসপুত্র শুক তপোধন্।
যে জন পাইল মাত্র কৃষ্ণের চরণ।
ধন্য সেই পরীক্ষিৎ পাণ্ডু-বংশধর।
এ ভুবনে সেইজন নরোত্তম নর॥
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনি প্রফুল্ল-অন্তরে।
ব্রহ্মজ্ঞান লভি প্রাণ দিল অকাতরে॥
ধন্য ধন্য তুমি সূত কি বলিব আর।
মোদের সমাজে তুমি অমৃত আধার॥
কৃষ্ণকথা সদা হৌক হৃদয়-ভূষণ।
নাহি কিছু অলঙ্কারে আর প্রয়োজন॥
যেই জন দেখে হৃদে ব্রহ্মময় রূপ।
সেই জন হয় পরে সংসারের ভূপ॥
সেই হেন কৃষ্ণকথা তোমার অন্তরে।
বিরাজিত করে সূত দেহের ভিতরে॥
তোমা সম পুণ্যবান্ কে আছে জগতে।
সদা আছ তুমি সেই রত পুণ্যব্রতে॥
জন্মিলে মরণ হয় বলিয়া ধরারে।
মর্ত্ত্যভূমি বলি সব শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
জীবের অমৃতমাত্র হরিকথা সার।
সে অমৃত তব মুখে হতেছে প্রচার॥
ভবের তারক মাত্র একা সেই হরি।
সংসার সাগরে তিনি একমাত্র তরী॥
তাঁহার মহিমা যেই করয়ে কীর্ত্তন।
সংসার-কাণ্ডারী বলি তাঁহারে গণন॥
সেই হেতু তুমি সূত পুণ্যের কাণ্ডারী।
তোমার যে কত গুণ বর্ণিতে না পারি॥
অগ্নিতে শরীর দহি যজ্ঞের কারণ।
যজ্ঞের ধূমেতে হয় মলিন বরণ॥
কর্ম্মরূপী যজ্ঞ করি ভক্তির কারণ।
একমাত্র সে গোবিন্দে রাখিবারে মন॥
যখন শ্রীকৃষ্ণ-রূপ হৃদয়ে বিরাজে।
যজ্ঞের বিশ্বাস দূর হয় মনোমাঝে॥
কর্ম্ম আর উপাসনা জ্ঞানের কারণ।
জ্ঞানেতেই শ্রীগোবিন্দে সতত শোভন॥
শ্রীকৃষ্ণে জানিল যেবা কিবা যজ্ঞ তার।
নাহি কর্ম্ম উপলক্ষ হৃদয়ে বিচার॥
এ হেন কৃষ্ণেরে তুমি বুঝিয়াছ ঋষি।
কৃষ্ণকথা প্রকাশিছ ভ্রমি দশ দিশি॥
তব সম পুণ্যবান্ কে আছে জগতে।
ক্ষুদ্রমতি মোরা সবে জানিব কিমতে॥
আর কি বলিব সূত গুণের ভারতী।
বিষ্ণুপদে যেই জন সদা রাখে মতি॥
তাহার আলাপে হয় সার্থক জীবন।
তুচ্ছ তার কাছে হয় স্বর্গের বর্ণন॥
কি ছার স্বর্গের কথা প্রলোভন সার।
কৃষ্ণেতে প্রলোভ নাই মোক্ষের প্রচার॥
হেন কৃষ্ণে যেই জন সদা ভজে মনে।
তাহার স্থানেতে স্বর্গ পরাভব গণে॥

নাহি চাহি বৈজয়ন্ত নন্দন-কানন ।
যদি পাই সেবিবারে কৃষ্ণভক্ত জন ॥
তব সম কৃষ্ণভক্ত কোথা পাব সূত ।
কি কব তোমার গুণ অতীব অদ্ভুত ॥
শিব ব্রহ্মা আদি যত আছে দেবগণ ।
কেমনে হরির গুণ করিবে বর্ণন ॥
নির্গুণ সে পুরুষেতে যে গুণ বিরাজে ।
সংখ্যা তার কেবা করে ত্রিভুবন মাঝে ॥
তুমি হে বিদ্বান্ অতি তুমি মহাপ্রাণ ।
জানি তুমি শ্রীহরির সেবক প্রধান ॥
উদার হরির কথা বিশুদ্ধ চরিত ।
এ তিন ভুবন মাঝে তুলনা রহিত ॥
সেই কথা শুনিবারে অভিলাষ হয় ।
কৃপা করি হরিগুণ গাহ মহাশয় ॥
ধন্য সেই পরীক্ষিৎ মহাভাগবত ।
যাঁহার কারণে কৃষ্ণে জানিল জগৎ ॥
কর সূত সে রাজার জীবন বর্ণন ।
কেমনে সে রাজা কৃষ্ণে হয়েন মগন ॥
কেমনে লভেন তিনি কৃষ্ণপদ-জ্ঞান ।
জ্ঞান সহ মুক্তি লভি ত্যজেন পরাণ ॥
ভাগবত শাস্ত্র কথা রমণীয় অতি ।
মৃত্যুকালে শুকমুখে শুনে নরপতি ॥
সুমধুর শাস্ত্র-সার ভাগবত মাঝে ।
কৃষ্ণের চরিত্র কথা সকলি বিরাজে ॥
সেই অপরূপ কথা কহ কহ মুনি ।
পরম আনন্দে মোরা সেই কথা শুনি ॥
এহেন বচন শুনি সূত তপোধন ।
বিনয়ে কহেন সবে মধুর বচন ॥
বয়সে কনিষ্ঠ আমি বর্ণে অতি হীন ।
জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি যত বয়সে প্রবীণ ॥
আমার আদর তারা করে অবিরল ।
জীবন সার্থক তাই জনম সফল ॥
নীচকুলে জন্ম বলি মানস আমার ।
দুঃখের সাগরে মগ্ন ছিল অনিবার ॥
আজ লভি ঋষিদের মিষ্ট সম্ভাষণ ।
দূর হ'ল সেই দুঃখ প্রফুল্লিত মন ॥
ভগবান্ হরি যিনি কৃষ্ণ দয়াময় ।
সাধু ও ভক্তের তিনি একান্ত আশ্রয় ॥
কি ক্ষমতা সে জনার লই মুখে নাম ।
অনন্ত বলিয়া যাঁরে ভাবে ধরাধাম ॥
তাঁহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে ।
সকল জীবেতে তিনি রন নিরাকারে ॥
অনন্ত শকতি তাঁর নাহি তাঁর সীমা ।
নিজেও অনন্ত তিনি অনন্ত মহিমা ॥
এ ভিন্ন মহিমা তাঁর না পারি বর্ণিতে ।
নাহি আর মহাভাব উপজয় চিতে ॥
হরির মহিমা কথা কেমনে বর্ণিব ।
মানব-জনম যাহে সার্থক করিব ॥
আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মী যাঁহার কারণ ।
সতত উন্মত্ত ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥
কমল কানন যাঁর মনোরম স্থান ।
সেই লক্ষ্মী পদমূলে প্রাণ করে দান ॥
অনুপমা জ্যোতি যাঁর জিনিয়া চন্দ্রমা ।
কোটি চন্দ্র সূর্য্য নখে অতি মনোরমা ॥
রজত কমল জিনি পদতল-শোভা ।
সান্ধ্য তপন-কর শোভে মনোলোভা ॥
রামরম্ভা জিনি ঊরু কিংবা করিকর ।
নিতম্বে মেদিনী কাঁপে কভু থরেথর ॥
ক্ষীণ কটি হেরি সিংহ বিহরে কাননে ।
ডমরু শঙ্কর করে সশঙ্কিত মনে ॥
নাভি-সরোবর মধ্যে শোভে লোমরাজি ।
যেন রে পদ্মের পরে মধুলোভা সাজি ॥
বিশাল উরস যেন নবীন মেদিনী ।
সুমেরু সমান কুচ সতত শোভিনী ॥
কম্বু আসি কণ্ঠে বসে করিয়া সোহাগ ।
স্থির সাগরেতে যেন তরঙ্গের দাগ ॥
তাম্বুলের অগ্রভাগ চিবুকের শোভা ।
অতীব কোমল পদ্ম কাম-মনোলোভা ॥

অধর সহিত যুক্ত ওষ্ঠ মহানিধি ।
বিমুখে রক্তিম বর্ণে শোভে দিনবিধি ॥
নাসাময় ব্রহ্মরেণু বংশীরব করে ।
গৃধিনী সমান কর্ণ কত শোভা ধরে ॥
আঁখি নীল সরোবর মধ্যে পদ্মরেখা ।
তারকা ভ্রমর সহ তাহে যায় দেখা ॥
দেব তরুসম পত্র শোভে চারিধারে ।
শোভে দুই কৃষ্ণ ভুরু কামে মোহিবারে ॥
সপ্তমীর শশী জিনি ললাট-ভঙ্গিমা ।
সতত দহিছে যেন চন্দ্রের গরিমা ॥
নবীন নীরদসম কৃষ্ণ কেশদাম ।
বেণী হেরি কাল ফণী কাঁদে অবিরাম ॥
কষিত কাঞ্চন কিংবা বিদ্যুৎ-কিরণ ।
একত্রে মিলিলে যেন সমান বরণ ॥
কমল আসন তার কমল বসন ।
কমলেই সদা বাস কমল ভূষণ ॥
যত কিছু ধন আছে ত্রিভুবন মাঝে ।
সমস্ত তাহার পদে একে একে সাজে ॥
সেই হেন মহালক্ষ্মী হরির চরণ ।
চঞ্চলতা ত্যজি সদা করিছে সেবন ॥
কৃষ্ণের মহিমা হেন কে পারে বর্ণিতে ।
ধন্য আজি জন্ম মম হেন ভাবি চিতে ॥
আর কি কহিব ঋষি তাঁহার মহিমা ।
বর্ণিতে হৃদয় কাঁপে তাঁহার গরিমা ॥
যে পবিত্র বারি ল'য়ে ব্রহ্মা ভগবান্ ।
অর্ঘ্যের রূপেতে শিবে করিল প্রদান ॥
যাহার পরশে ধন্য হ'ল ত্রিভুবন ।
শঙ্কর পবিত্র হয় যাহার কারণ ॥
দেবতা-বাঞ্ছিত সেই বারি পুণ্যময় ।
বিষ্ণুর চরণ হ'তে বিনির্গত হয় ॥
অতএব মুনিগণ কর অবধান ।
তিনি ভিন্ন কেহ আর নহে ভগবান্ ॥
দেহ আদি অভিমান করি পরিহার ।
সাধুজন হরিভক্ত হয় অনিবার ॥
নামেতে পরমহংস আশ্রম পরম ।
অন্তিম কালেতে ভক্ত লয় সে আশ্রম ॥
শুনি মুনি সে আশ্রম অতি চমৎকার ।
অহিংসা ও উপশম দুই ধর্ম্ম তার ॥
জিজ্ঞাসা করিলে সেই পরীক্ষিৎ কথা ।
যত দূর জানি আমি কহিব বারতা ॥
কহিব সবার কাছে যেরূপ শকতি ।
হরিপদে সদা যেন থাকে মম মতি ॥
অনন্ত হরির গুণ কে বর্ণিতে পারে ।
সীমাহীন শূন্যে পক্ষী যেমন বিহরে ॥
সেইরূপ পণ্ডিতেরা যতদূর জানে ।
বিষ্ণুর লীলার কথা ততটা বাখানে ॥
তেমনি ক্ষমতা যত রয়েছে আমার ।
করিব হরির গুণ সংসারে প্রচার ॥
যা কহিলা মুনিগণ করহ শ্রবণ ।
কি করেন পরীক্ষিৎ পাণ্ডব-রতন ॥
একদা করিয়া রাজা মৃগয়ায় মন ।
প্রবেশিতে ইচ্ছিলেন নিবিড় কানন ॥
মৃগয়ার বেশ রাজা করেন ধারণ ।
স্বর্ণবর্ম্ম অঙ্গে দেন অতি সুশোভন ॥
কনক কিরীট শিরে হীরা তায় শোভে ।
হেরিলে মোহন মূর্ত্তি রতি মনোলোভে ॥
কেশাবলি অগ্রভাগ চারিদিকে রয় ।
দিবায় চন্দ্রমা যেন হয়েছে উদয় ॥
অতি বীর্য্যবান্ রূপ বয়সে মধ্যম ।
শিকারে পণ্ডিত রাজা রূপে অনুপম ॥
কালাগ্নি সমান শর তূণীরেতে শোভে ।
হস্তেতে ধরেন ধনু মৃগ প্রাণ লোভে ॥
দ্রুতগামী অশ্বে রাজা করি আরোহণ ।
চলেন অগ্রেতে ল'য়ে পিছে সেনাগণ ॥
রাখিয়া দূরেতে সেনা প্রবেশি কাননে ।
ইতস্ততঃ বিচরেন মৃগ অন্বেষণে ॥
ক্রমে দিবা অবসান অস্ত দিনমণি ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হন নৃপমণি ॥

পরিশ্রান্ত হ'য়ে রাজা বিচরি কাননে।
অদূরেতে সরোবর হেরেন নয়নে॥
জলাশয় হেরি রাজা যায় তার কাছে।
হেরেন আশ্রম এক রহে তার পাছে॥
আশ্রম হেরিয়া রাজা সরোবর-তীরে।
ক্লান্তি নাশ হেতু ভাসে আনন্দের নীরে॥
আশ্রম উদ্দেশে রাজা করিয়া গমন।
প্রবেশেন তার মাঝে আনন্দিত মন॥
আশ্রমে প্রবেশি রাজা করিল দর্শন।
ঋষি এক রহিয়াছে ধ্যান-নিমগন॥
নিমীলিত আঁখি তাঁর নাহি শ্বাসগতি।
মৌনভাবে রন তিনি হরিপদে মতি॥
ইন্দ্রিয়ের-গতি নাহি অটল অচল।
বাহ্য ত্যজি মন তাঁর সতত নির্ম্মল॥
সুষুপ্তি স্বপন কিংবা আর জাগরণ।
এই তিন স্থান হ'তে মুক্ত প্রাণ-মন॥
সকলের হ'তে শ্রেষ্ঠ কৈবল্যের পদ।
লাভ করেছেন মুনি জ্ঞান বিশারদ॥
মুনীন্দ্র শমীক ইনি ঋষির প্রধান।
আপনারে ব্রহ্মরূপে হইয়াছে জ্ঞান॥
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তাঁর হয়েছে রহিত।
রুরুমৃগ চর্ম্মে তাঁর দেহ আচ্ছাদিত॥
বিকীর্ণ জটার ভার মস্তকে বিরাজে।
স্থির হ'য়ে বসি মুনি আসনের মাঝে॥
এহেন মুনিরে হেরি আপন নয়নে।
জল আশা করে রাজা আপনার মনে॥
বন্দিয়া মুনিরে রাজা চাহিলেন জল।
মৌনেতে রহেন মুনি নির্ব্বাক্ কেবল॥
ধ্যানস্থ শমীক মুনি জ্ঞান নাহি চিতে।
নৃপতির আগমন না পারে জানিতে॥
বাহিরের কোন দ্রব্যে জ্ঞান নাহি তাঁর।
না করিল তাই মুনি অতিথি সৎকার॥
মোহবশে ভাবে রাজা একি ব্যবহার।
না করিছে মুনিবর অতিথি সৎকার॥
নাহি দিল অর্ঘ্য আর তৃণের আসন।
মধুর বচনে নাহি করে সম্ভাষণ॥
তপস্যার অহঙ্কারে মত্ত মুনি হায়।
এরূপে অবজ্ঞা তাই করিল আমায়॥
আপনার মনে নৃপ ভাবিল তখন।
বুঝিতে না পারি আমি এই আচরণ॥
ইন্দ্রিয় সংযম করি মুদিয়া নয়ন।
সত্য কি করিছে মুনি হরির ভজন॥
অথবা আমারে ভাবি অধম ক্ষত্রিয়।
গ্রাহ্য নাহি করিতেছে অহঙ্কারে স্বীয়॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজা কাতর যখন।
হেরিয়া মুনির এই রূঢ় আচরণ॥
ক্রোধে তার হিয়া কাঁপে জাগে অপমান।
ভাবিলেন সাজা এর করিবেন দান॥
মায়ায় ভুলিয়া রাজা রিপু-পরবশে।
ভুলিলেন আত্মজ্ঞান সংশয়ের বশে॥
ক্রোধ-পরবশে রাজা হইয়া কাতর।
আশ্রম বাহিরে আসি দেখে অতঃপর॥
এক সর্প পড়ি আছে নাহিক জীবন।
দেহমাত্র সর্পাকার করিয়া দর্শন॥
আশ্রমীর এই ভাব উপেক্ষি রাজন্।
ধনুক কোটীতে সর্প করি উত্তোলন॥
ল'য়ে যান ক্রোধভরে যথা রহে ঋষি।
কায়বাক্যমন যাঁর বদ্ধ দিবানিশি॥
যথার্থ সে যোগী কিনা জানিবার তরে।
মৃত সর্প দেন তাঁর স্কন্ধের উপরে॥
তথাপি মুনীন্দ্র কিছু কথা না কহিল।
যোগাসনে স্থির ভাবে বসিয়া রহিল॥
না মেলিল আঁখি দুটি না ফেলিল শ্বাস।
নাহি দিল জীবনের কোনই আভাস॥
ঋষির এহেন ভাব দেখিয়া রাজন্।
ক্ষুব্ধমনে নিজ-রাজ্যে করেন গমন॥
এদিকে ঘটিল এক মহা অঘটন।
যেমনে পাইল শাপ উত্তরা-নন্দন॥

ঋষির কুমার এক আসিয়া তথায়।
দেখে মৃত সর্প দোলে ঋষির গলায়॥
ঋষির কুমার সেই এ দৃশ্য হেরিয়া।
শমীক-নন্দন কাছে গেলেন চলিয়া॥
শমীকের পুত্র ছিল শৃঙ্গী তার নাম।
বয়সে নবীন কিন্তু অতি গুণধাম॥
ক্রীড়াচ্ছলে তথা গিয়া উপহাস-ভরে।
বলেন কুমারে তবে পরিহাস ক'রে॥
আর কেন বৃথা শৃঙ্গী দেখাও প্রভাব।
বোঝা গেছে গুণপনা তব তপোভাব॥
কি বলিব তব কথা শুনি হাসি পায়।
মৃত সর্প দোলে তব পিতার গলায়॥
যেজন তোমার গুরু সর্প তার গলে।
বৃথাই বড়াই তুমি কর কোন্ ছলে॥
এহেন বচন শুনি শমীক-নন্দন।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ইহার কারণ॥
জিজ্ঞাসিত হ'য়ে তবে ঋষির কুমার।
পরীক্ষিৎ-ব্যবহার করেন প্রচার॥
ক্ষত্রিয়ের দর্প তবে স্বকর্ণেতে শুনি।
কহিলেন ক্রোধভরে শৃঙ্গী মহামুনি॥
প্রজার পালনকারী যত নৃপগণ।
দেখ দেখ তাহাদের হীন আচরণ॥
অধম ক্ষত্রিয়গণে যত বিপ্রগণ।
গৃহরক্ষকের কাজে করে নিয়োজন॥
কুকুর সদৃশ সেই দ্বারে নিয়োজিত।
গৃহেতে প্রবেশ তার না হয় উচিত॥
শ্রীকৃষ্ণ গেছেন চলি ছাড়িয়া সংসার।
তাই বুঝি এত স্পর্দ্ধা ক্ষত্রিয় রাজার॥
হেরহ প্রভাব মোর বয়স্য সকলে।
ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব খর্ব্ব করি তপোবলে॥
মহামুনি মম পিতা নাহি জানি তাঁরে।
সর্প তাঁর স্কন্ধে দেয় কোন্ বা বিচারে॥
হউক রাজ্যের পতি কি ভয় আমার।
ঋষিজন প্রতি তাঁর এ কি ব্যবহার॥
এই কথা বলি শৃঙ্গী অতি ক্রোধভরে।
কৌশিক নদীর জলে আচমন করে॥
তারপর রোষভরে দিলা অভিশাপ।
যেই কুলাঙ্গার এই করিয়াছে পাপ॥
আমার পিতারে যেই করে অপমান।
সপ্তাহে তক্ষক তার হরিবে পরাণ॥
অতঃপর শৃঙ্গী মুনি ল'য়ে সঙ্গী জনে।
ধাইয়া আইলা যথা পিতা যোগাসনে॥
যথার্থ দেখিল গলে দোলে মৃত অহি।
কাতরে দহিল হৃদি সেই স্থানে রহি॥
জনকের অপমান না পারি সহিতে।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে॥
পুত্রের বিলাপ ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে মুনিবর মেলিলা নয়ন॥
মৃত সর্প হেরি এক নিজ গলদেশে।
ভূমিতে নিক্ষেপ তারে করে অবশেষে॥
চৈতন্য পাইয়া ঋষি হেরেন সম্মুখে।
কাঁদিছে কুমার তাঁর সকাতর দুখে॥
কুমারে কাতর হেরি জিজ্ঞাসেন মুনি।
কি কারণে কাঁদ পুত্র বিবরণ শুনি॥
বল বল কোন্ দুখে কাঁদিছ কুমার।
কেহ বুঝি অপমান করেছে তোমার॥
পিতার বচন শুনি মুছিয়া নয়ন।
শৃঙ্গী কহে সবিস্তারে সব বিবরণ॥
পিতার নিকটে ধীরে বলিল কুমার।
পরীক্ষিৎ গলে দিল সর্প যে তোমার॥
তাই আমি শাপিলাম পাণ্ডু-কুলাঙ্গারে।
তক্ষক বধিবে তারে সপ্তাহ মাঝারে॥
হেন কথা শুনি ঋষি ক্ষুব্ধ হ'য়ে মনে।
পুত্রে তিরস্কার কত করেন আপনে॥
কোন্ ধর্ম্মবলে পুত্র শাপিলে রাজন্।
সাধু রাজা কোন্ কালে দণ্ডের ভাজন॥
হায় হায় পুত্র তুমি কি কাজ করিলে।
লঘু অপরাধে নৃপে গুরু দণ্ড দিলে॥

রাজারে দিয়াছ তুমি গুরু অভিশাপ।
এর ফলে হবে তব অতি ঘোর পাপ ॥
বুদ্ধি তব পরিপক্ক নহে কদাচন।
অতীব গর্হিত কার্য্য করিলে নন্দন ॥
মানবের মাঝে রাজা সাক্ষাৎ দেবতা।
বিষ্ণু তুল্য হয় রাজা জান না সে কথা ॥
সাধারণ জীব তুল্য যে ভাবে রাজারে।
সেই অতি হীনমতি পৃথিবী মাঝারে ॥
বহু কষ্টে তপ মাত্র শিখিলে কুমার।
নাহি কিছু শিখিলে হে তার ব্যবহার ॥
মহাজ্ঞানী মহারাজ নহে সাধারণ।
শাপিলে তাঁহারে পুত্র বল কি কারণ ॥
রাজা না রহিলে রাজ্যে দস্যুরা বলেতে।
গৃহস্থের সর্ব্বধন হরিবে ছলেতে ॥
রাজার প্রতাপে তার যত প্রজাদল।
নির্ভয়ে রাজ্যেতে বাস করে অবিরল ॥
রাজরূপী নারায়ণ নাহি রয় যদি।
দস্যুতা ও চৌর্য্য বৃদ্ধি পায় নিরবধি ॥
রক্ষকের অভাবেতে জলদের প্রায়।
প্রজাগণ নষ্ট হয় না থাকে উপায় ॥
সামান্য নৃপতি নহে পরীক্ষিৎ বীর।
বিষ্ণুরূপে রাজ্য শাসে এই পৃথিবীর ॥
পরীক্ষিৎ বিনা রাজ্য হবে অরক্ষিত।
কেন পুত্র করিয়াছ এ হেন অহিত ॥
দস্যুতে পূরিবে ধরা হরিবারে ধন।
অধর্ম্ম আসিয়া ধর্ম্ম করিবে হরণ ॥
হায় হায় যে অনিষ্ট হইয়াছে আজ।
জানি জানি পুত্র ইহা আমাদেরই কাজ ॥
পরস্পর পরস্পরে করিবে সংহার।
একে অন্যে রূঢ় বাক্য কহিবে এবার ॥
কেহ বা হরিবে পশু কেহ অর্থ নারী।
কেহ বা হারায়ে সব হইবে ভিখারী ॥
শাস্ত্র সব লোপ হবে প্রজা হবে রাজা।
শূদ্রেতে ব্রাহ্মণ হবে মূর্খে দিবে সাজা ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র লোপ হবে কামে হবে রতি।
অর্থ লাগি ধর্ম্ম পরে হবে মন্দগতি ॥
কুক্কুর বানর সম হবে যত নর।
জাতি নাশে হবে ক্রমে বর্ণেতে সঙ্কর ॥
যাহার অভাবে এত অনর্থ ঘটন।
তারে অভিশাপ কেন দিলে অকারণ ॥
রাজচক্রবর্ত্তী সেই নৃপ পরীক্ষিৎ।
পালন করিছে প্রজা ধর্ম্মের সহিত ॥
পরম যশস্বী তিনি ভক্তি-পরায়ণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে সম্পাদন ॥
তৃষ্ণায় আকুল রাজা বিশ্রাম কারণ।
আমার আশ্রমে তাঁর হয় আগমন ॥
ঋষির উচিত কার্য্য অতিথি-সৎকার।
আমারে সংযমী হেরি হন চমৎকার ॥
আমার সে মৌনী ভাব না বুঝিয়া রাজা।
অপমান বোধে ক্রোধে দেন তাই সাজা ॥
এত লঘু অপরাধে কি কাজ করিলে।
গুরুতর অভিশাপ কেন পুত্র দিলে ॥
উচিত মোদের ছিল অতিথি-সৎকার।
তাহা বিনা শাপ দিলে এ কি ব্যবহার ॥
বিনা দোষে অন্য কারে দণ্ডে যেই জন।
তাহার সমান পাপী না হয় কখন ॥
এই কথা বলে মুনি শঙ্কিত পরাণে।
বিলাপ করিতে থাকে ডাকি ভগবানে ॥
দেবদেব জগন্নাথ আত্মা সবাকার।
অপরাধ করিয়াছে সন্তান আমার ॥
অল্প বুদ্ধি কুমারের নাহি কিছু জ্ঞান।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি ভগবান্ ॥
রাজা যদি পুত্রে মোর দেয় অভিশাপ।
তা'হলে খণ্ডিতে পারে তার এই পাপ ॥
হেন শাপে রাজা কভু ক্রোধী নাহি হন।
অপকারীদের দোষ না করে গ্রহণ ॥
যেই জন ভক্ত হয় এ ভুবন-মাঝে।
কাম ক্রোধ রিপুকার্য্য নাহি তার সাজে ॥

বঞ্চনা অবজ্ঞা নিন্দা কেহ যদি করে।
ভক্তজন সহ্য করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
অতিশয় অপকার্য্য করেছে সন্তান।
ব্যথিত হইল তাই শমীকের প্রাণ ॥
এত বলি মুনিবর ভগবান্ প্রতি।
ক্ষমা ভিক্ষা মাগে লাগি আপন সন্ততি ॥
ভগবানে ভক্ত রাজা, প্রতিকারে তাই।
শাপ দিতে ব্রাহ্মণেরে মন তার নাই ॥
অনাদর নিন্দা কিংবা বঞ্চনা লভিয়া।
কৃষ্ণভক্ত জনে কভু ক্ষুব্ধ নহে হিয়া ॥
অপমান করিয়াছে নরপতি তারে।
তার তরে দুঃখ নাই প্রাণের মাঝারে ॥
যেই জন সাধু হয় ভক্তি-পরায়ণ।
সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান হয় অনুক্ষণ ॥
হেন সাধু পরীক্ষিৎ আপন অন্তরে।
দুঃখে সুখে সমভাব পৃথিবী-ভিতরে ॥
হেন রাজা জ্ঞান লভি ত্যজিবে জীবন।
সংসারের যত সুখ হবে বিনাশন ॥
পাণ্ডুবংশধর রাজা অতি গুণবান্।
মুক্তি লাগি সচিন্তিত হইবে পরাণ ॥
এতেক বিলাপি ঋষি ভাবেন অন্তরে।
কোন্ হিত সাধিবেন পরীক্ষিৎ তরে ॥
ভাগবত মহাগীত হরিকথা সার।
হরি হরি বল সবে সর্ব্ব সারাৎসার ॥

সুবোধ রচিল গীত হরি আশা করি।
সকলে বলহ এবে ব্রহ্মময় হরি ॥

ইতি পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-প্রাপ্তি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শাপ-শ্রবণে রাজা পরীক্ষিতের বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্যত্যাগ

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
কি করেন অতঃপর রাজা মহাবল ॥
আশ্রম হইতে রাজা করিয়া প্রয়াণ।
ফিরেন আপন রাজ্যে হ'য়ে সন্দিহান ॥
অতীব ধার্ম্মিক রাজা সদা ধর্ম্মে মতি।
অন্যায় কর্ম্মেতে মনে ব্যথা পান অতি ॥
অনার্য্য এ কার্য্য মাত্র হ'য়ে আর্য্য-সুত।
ঘটিল তাঁহার দ্বারা অতীব অদ্ভুত ॥
আমা হ'তে অপমান পেয়ে মহামুনি।
নাহি জানি অভিশাপ করিবে এখনি ॥
এহেন সংশয়ে রাজা সচঞ্চল মতি।
হেন কার্য্যে মৃত্যু মাত্র হন অবগতি ॥
হউক মরণ মোর নাহি তাহে দুখ।
চাহি না অনিত্য এই সংসারের সুখ ॥
উপযুক্ত দণ্ড যদি লভি আমি তবে।
হেন পাপ বুদ্ধি মনে কদাপি না হবে ॥
হইয়া পাণ্ডব-পুত্র ভুবনের স্বামী।
মহাযোগী অপমান করিলাম আমি ॥
হেন অপযশ মোর গাহিবে সকলে।
তদপেক্ষা মৃত্যু মোর শ্রেয়ঃ কর্ম্মফলে ॥
অতিশয় পাপী আমি অপরাধী অতি।
ব্রহ্মশাপে অবশ্যই হইবে দুর্গতি ॥
রাজ্য সৈন্য আর মোর ভাণ্ডার অক্ষয়।
ব্রহ্ম কোপানলে যেন দগ্ধ সব হয় ॥

এইরূপ শাস্তি যদি হয় মোর আজ।
জীবনে কখনো নাহি করিব এ কাজ॥
গো ব্রাহ্মণ আর যত দেবতার প্রতি।
কভু আর এইরূপ হবে না দুর্ম্মতি॥
হেন চিন্তা মনে মনে করেন রাজন্।
অন্তর ব্যাকুল তাঁর সংশয়িত মন॥
পুত্রের শাপের কথা নৃপে জানাবারে।
শমীক পাঠান শিষ্য রাজার আগারে॥
এইরূপ দুঃখে যবে রাজা নিমগন।
শমীক শিষ্যের তথা হ'ল আগমন॥
গৌরমুখ নামে বিপ্র শমীক প্রেরিত।
ব্রহ্মশাপ জানাইল নৃপে যথোচিত॥
আসিয়া রাজারে মুনি দিল এ সংবাদ।
করিয়াছ তুমি রাজা গুরু অপরাধ॥
শমীকের গলে তুমি ঝুলায়েছ সাপ।
তাই তার পুত্র শৃঙ্গী দিলা অভিশাপ॥
সপ্তাহ কালের মাঝে শুন হে রাজন্।
তক্ষক আসিয়া তোমা করিবে দংশন॥
তাহার দংশনে হবে তোমার মরণ।
এ সংবাদ দিতে আমি করি আগমন॥
শাপের কারণ রাজা ভাবিয়া অন্তরে।
আনন্দিত হন তিনি হরষের ভরে॥
মুক্তির কারণে রাজা ছিলেন ব্যাকুল।
ঋষি-শাপে অকূলেতে পাইলেন কূল॥
তক্ষক-দংশনে মৃত্যু করিয়া নিশ্চয়।
রাজ্যভোগ ত্যজিলেন রাজা মহাশয়॥
সংশয়-মাঝারে জ্ঞান উদিল তাঁহার।
শাপ নয় তাঁর পক্ষে শুভ উপকার॥
অতি বুদ্ধিমান রাজা বয়সে নবীন।
দেহের ভোগের নাশ করিলেন হীন॥
পুত্রেরে সঁপিয়া রাজ্য ভাবি নব ঊষা।
পরিলেন অন্তরেতে বৈরাগ্যের ভূষা॥
ইহলোক পরলোক ভাবিয়া কল্পনা।
রাজ্যেতে নাহিক স্বর্গ করেন জল্পনা॥
জ্ঞান-পদ্মাসনে বসি ইন্দ্রিয় বিনাশি।
দেখিলেন সংসারেতে স্বর্গ রাশি রাশি॥
সেইক্ষণে আত্মজ্ঞান লভিলেক মনে।
তাঁহার সমান জ্ঞানী কে আর ভুবনে॥
স্বর্গের বিভব তাঁর করতল-গত।
হরি-প্রেমে ত্যজে সেই ধনরত্ন যত॥
ইহলোক পরলোক করয়ে বাসনা।
বাসনাতে জন্ম মৃত্যু বেদের রচনা॥
জন্ম মৃত্যু কষ্ট আর নাহি সহিবারে।
পূর্ণ ভক্তি মনে মনে ভাবেন বিচারে॥
হরিপদ সেবা মাত্র সকলের সার।
কোথায় সে পদ রহে সতত বিচার॥
আত্মাই হরির পদ পরমাত্মা হরি।
যেইজন জ্ঞানী বুঝে পায় মুক্তি-তরী॥
জনম মরণ আর ভবে নাহি হয়।
হরির মায়ায় রূপ পঞ্চভূতে রয়॥
সেই জ্ঞান লভিবারে রাজা পরীক্ষিৎ।
ত্যজিলেন রাজ্যধন ভাবিয়া অহিত॥
কাঁদিলেন পুত্র তাঁর প্রেয়সী রমণী।
কাঁদিল বদন ধরে স্নেহের জননী॥
কাঁদিলেক প্রজাকুল প্রভুর কারণ।
কাঁদিল সকলে গুণ করিয়া স্মরণ॥
মায়াময় এ সংসার ভাবি নিজ মনে।
ত্যজিলেন সব বস্তু বিবেক সেবনে॥
হরি-ভাবনার লাগি পুণ্য গঙ্গাতীরে।
যান সেই মহারাজ অতি ধীরে ধীরে॥
অনশনে রন তথা হরিব্রত ধরি।
যাহাতে পাবেন সেই সংসারের তরী॥
সুবোধ রচিল গীত হরি আশা করি।
সকলে বলহ এবে বিশ্বময় হরি॥

পরীক্ষিতের বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্যত্যাগ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের বৈরাগ্যগ্রহণে মুনিগণের সমাগম

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা হ'য়ে অবিচল ॥
কেমনে বর্ণিব আমি গঙ্গাগুণ রাশি।
অন্তরের গূঢ়ভাব কেমনে প্রকাশি ॥
যে নদী সতত সেবে বিষ্ণুর চরণ।
তুলসী মিশ্রিত রজে সদা সুশোভন ॥
কার সাধ্য সে চরণ হেরে দিনরাতি।
হরিপদে গঙ্গা খেলে আনন্দেতে মাতি ॥
এমন গঙ্গার ভাব যে জন বুঝিয়া।
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে যোজনে থাকিয়া ॥
মুক্তি তার করতলে গঙ্গার কৃপায়।
অন্তর বাহির শুদ্ধ সতত তাহায় ॥
অপার মহিমা তার কহিব কেমনে।
ইহলোকে পরলোকে থাকেন শোভনে ॥
স্বর্গেতে অলকানন্দা মর্ত্ত্যে গঙ্গা নাম।
ভোগবতী নাম খ্যাত পাতালেতে ধাম ॥
বিষ্ণুর চরণ সেবি এহেন প্রভাবে।
তিন লোক পরিত্রাণ করে হেন ভাবে ॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় জানি জন্মি মর্ত্ত্যভূমে।
মুক্তি-জ্যোতি বিনা কেবা চাহে পাপ-ধূমে ॥
গঙ্গাই মুক্তির পথ কর্ম্মজ্ঞানে হয়।
মর্ত্ত্যভূমে হরিনাম গঙ্গা বিনা নয় ॥
বিষ্ণুপদী নাম তাঁর ত্রিলোকে প্রচার।
তাঁর তীরে বসে যেই পায় মুক্তিভার ॥
সেই হেতু পরীক্ষিৎ পাণ্ডুবংশধর।
মুক্তিলাভ হেতু যান গঙ্গায় সত্বর ॥
বিষয় বাসনা সব করি পরিহার।
হরির চরণ চিন্তা করিলেন সার ॥
রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজন্।
মুনিদের ব্রত তিনি করেন ধারণ ॥
কণ্ঠেতে শোভিত ছিল মণিময় হার।
তুলসীর মালা শোভে স্থানেতে তাহার ॥
যে করে শোভিত ছিল হীরক বলয়।
রুদ্রাক্ষের মালা তথা কিবা শোভা হয় ॥
যে অঙ্গে সতত ছিল সুবর্ণের সাজ।
চীরমাত্র তথা শোভা পাইলেক আজ ॥
রাজ-সিংহাসন যাঁর আছিল আসন।
রত্নাপেক্ষা শিলা ভাল বাসিল সে জন ॥
নয়ন-কটাক্ষে যার যুবতী মোহিত।
সে নয়ন তাঁর আজি ধ্যানে নিমীলিত ॥
সাম দান ভেদ দণ্ড আছিল বিচার।
হরিনাম বিনা মুখে নাহি এবে আর ॥
দেবরাজ-সভা সম সভা মনোহর।
তাহা ত্যজি গঙ্গাতীর অতি শোভাকর ॥
ছত্রদণ্ড কত শত চামর ব্যজন।
ত্যজিয়া সে সব মাত্র হরিপদে মন ॥
মেঘ তাঁর চন্দ্রাতপ তারকা হীরক।
সূর্য্য সূর্য্যকান্ত-জ্যোতি শোভে ঝক্‌মক্ ॥
বীজন পবন বহে সৌরভ মাখিয়া।
পক্ষী গায় মধুস্বরে বিটপে বসিয়া ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে নর্ত্তকীর সম।
কল কল গঙ্গাজলে বাদ্য নিরুপম ॥
এহেন বৈরাগ্য ভাব লইয়া অন্তরে।
বিষ্ণুনদী-তীরে আসি হরি-ধ্যান করে ॥
হরিনাম সদা মুখে হরি আভরণ।
হরি-নামামৃত পান হরিপদে মন ॥
যোগাসনে বসি রাজা নয়ন মুদিয়া।
হরিরে হেরেন সদা জ্ঞান-নেত্র দিয়া ॥
বৃষ্টি রৌদ্রে ভয় নাহি দেখে নাহি মায়া।
দিবা-নিশি-ভেদ নাহি মিথ্যা ভাবি কায়া ॥

এহেন সংবাদ ক্রমে রটিল চৌদিকে।
মুনি-ঋষিজন ক্রমে শুনে দিকে দিকে॥
অদ্ভুত বৈরাগ্য-কথা করিয়া শ্রবণ।
ধাইয়া আইল তথা দেখিতে রাজন্॥
ধন্য পাণ্ডুবংশধর বিখ্যাত ভুবনে।
রাজ্য মায়া আদি ত্যজি হরি ভাবে মনে॥
এই কথা ভাবি মনে যত মহাঋষি।
আসিলেন একে একে হ'তে দশ-দিশি॥
কি কব প্রভাব সব মহাপুণ্যময়।
যাঁদের দর্শনে হয় দেহ জ্ঞানময়॥
সেই সব মহাজন সহ শিষ্যগণ।
আসিলেন একে একে যথায় রাজন্॥
বশিষ্ঠ চ্যবন অত্রি ভৃগু শরদ্বান্।
অঙ্গিরা উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদ মহান্॥
বিশ্বামিত্র মেধাতিথি ঋষি ভরদ্বাজ।
দেবল গৌতম আর ঔর্ব্ব মুনিরাজ॥
পিপ্পলাদ কুম্ভযোনি শ্রীপরশুরাম।
আর্ষ্টিষেণ পরাশর ব্যাস গুণধাম॥
নারদ, অরুণ আদি শিষ্যদের সনে।
রাজারে দেখিতে আসে আনন্দিত মনে॥
গঙ্গাতীরে নৃপতিরে করিতে দর্শন।
দেবর্ষি রাজর্ষি কত করে আগমন॥
তীর্থে গমনের ছলে সাধুরা সকলে।
তীর্থেরে পবিত্র সদা করে ধরাতলে॥
কৃতার্থ ভাবিয়া মনে পাণ্ডব-নৃপতি।
ঋষিগণ-পদ হেরি করেন প্রণতি॥
সবাকার স্থান রাজা করিয়া নির্দ্দেশ।
সকলে প্রণাম করি কহেন সন্দেশ॥
প্রণত হইয়া তবে সুবুদ্ধি রাজন্।
কহেন বিনয়ে সবে নিজ প্রয়োজন॥
সম্বোধিয়া সবাকারে কহেন নৃপতি।
ধন্য ধন্য পাণ্ডুবংশে আমার উৎপত্তি॥
কত কত রাজা আছে এ ভুবন-মাঝে।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি ত্যজি নৃপসাজে॥
রাজার কল্যাণ লাগি কত জন ঋষি।
আসেন তাঁহার কাছে ত্যজি পুণ্য দিশি॥
কি ভাগ্য আমার আজি না পাই ভাবিয়া।
সেবিনু সকল ঋষি বৈরাগ্যে আসিয়া॥
বৃথাই সে রাজপদ মাত্র অভিমান।
কুকর্ম্মের পথ মাত্র মায়া বাসস্থান॥
কি সাধ্য তাহারা করে ব্রাহ্মণ সেবন।
কি সাধ্য নৃপেতে সেবে মহর্ষি চরণ॥
সেই রাজ-অভিমানে মাতিয়া আপনি।
পাইলাম বিপ্রশাপ প্রকাশ ধরণী॥
সেই অভিমানে আশা হৃদয়ে উদিয়া।
সংসারে স্থাপিত মোরে মোহে ডুবাইয়া॥
শুন শুন মম কথা ঋষির সমাজ।
বিপ্রশাপ মম হিত করিল যে আজ॥
নিজপদ দান তরে আপনি ঈশ্বর।
বিপ্রশাপ রূপে কৃপা বর্ষে মোর 'পর॥
সংসারে থাকিলে সদা ভয়ের কারণ।
মায়া না ঘুচিলে ত্যজে কে কার জীবন॥
সে হরির মায়া কিছু বোঝা নাহি যায়।
শাপরূপে জ্ঞান তিনি দিলেন আমায়॥
শাপান্বিত বটে আমি কিন্তু ভাগ্যবান্।
তোমা সবাকারে সেবি প্রফুল্লিত প্রাণ॥
আমি মহা-পাপময় দেখ ঋষিগণ।
সেই হেতু ঈশ্বরেতে সঁপিয়াছি মন॥
এবে আমি লইলাম সবার শরণ।
মুক্তিধাম পাই যেন এই আকিঞ্চন॥
গঙ্গার শরণ আমি লইনু মানসে।
হরির চরণ সদা যাঁর অঙ্গে ভাসে॥
হউক তক্ষক কিংবা দ্বিজবর-মায়া।
দংশন করুক মোরে নাশিবারে কায়া॥
তাহাতে আমার ক্ষতি নাহি কিছু আর।
ব্রাহ্মণ-চরণে আমি করি নমস্কার॥
যতদিন সেই ভাগ্য না হয় আমার।
রহিলাম এই ভাবে করি হরি সার॥

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-প্রাপ্তি

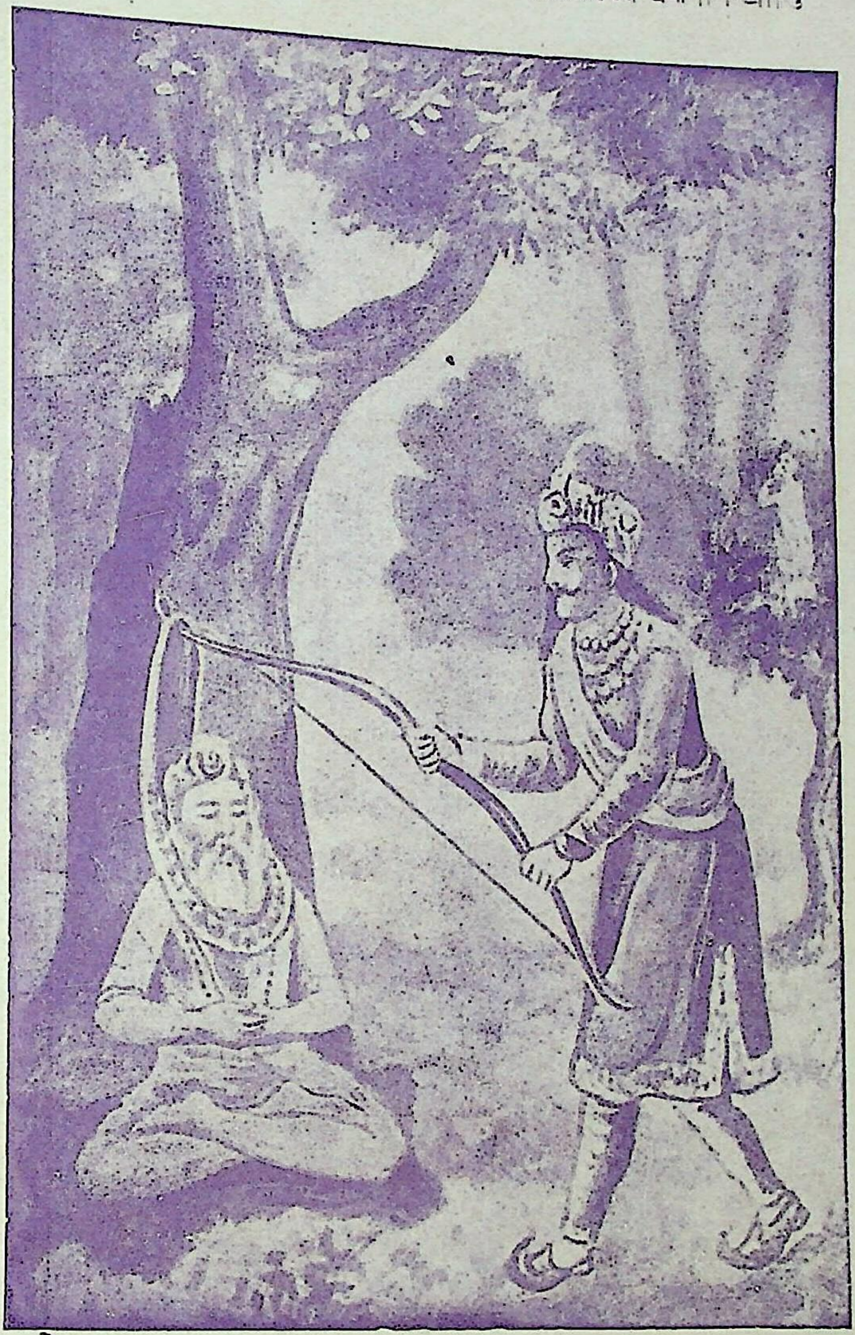

যথার্থ সে যোগী কিনা জানিবার তরে।
মৃত সর্প দেন তাঁর স্কন্ধের উপরে॥

পৃষ্ঠা—১০৬

সবাকার পদে ঋষি করি নমস্কার।
শুনাও সকলে মোরে হরিকথা সার॥
অনন্ত যাঁহার নাম অপার মহিমা।
বর্ণনায় কিছুমাত্র নাহি যাঁর সীমা॥
এই আশীর্ব্বাদ মোরে কর ঋষিজন।
নিরন্তর রহে যেন হরিপদে মন॥
হরির করুণা যেন লভিবারে পাই।
হরি বিনা এ পাপেতে নিস্তার যে নাই॥
আর আশীর্ব্বাদ মোরে কর ঋষিজন।
হরির কথায় যেন রত হয় মন॥
আশীর্ব্বাদ মোরে পুনঃ কর ঋষিবর।
যে যোনিতে মোর জন্ম হবে অতঃপর॥
হরিপদাশ্রয়ী যত সাধুদের সাথে।
জনম লভিয়া যেন আসি এ ধরাতে॥
হরির চরণ যেবা সেবে অনুক্ষণ।
তাঁর সহ যেন হয় মিত্রতা-বন্ধন॥
হেন ভাব মনে করি সেই পাণ্ডুবীর।
বিষয় বাসনা ত্যজি হইলেন ধীর॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার নিজে নৃপমণি।
বৈরাগ্য করেন হৃদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণি॥
গঙ্গার দক্ষিণ কূলে খ্যাত মুক্তিস্থান।
বসি তথা হরিপদে সঁপিলেন প্রাণ॥
কুশের আসন পাতি আনন্দিত মনে।
উত্তর মুখেতে রাজা বসে অনশনে॥
তুচ্ছ হ'ল সিংহাসন দর্ভাসন সার।
হরিমাত্র বাণী আর গঙ্গাজলাহার॥
অনশন ব্রত তাঁর মুক্তির কারণ।
ঋষিজন হরিগুণ করান শ্রবণ॥
হেন পুণ্য-ক্রিয়া হেরি যত দেবগণ।
করিলেন ঘন ঘন পুষ্প বরিষণ॥
দুন্দুভি বাজিল ঘন মঙ্গল কারণ।
সাধুবাদ করে সদা যত ঋষিজন॥
শ্রীহরির গুণ সবে করিয়া বর্ণন।
রাজার প্রশংসা করে যত মুনিগণ॥
রাজর্ষির শ্রেষ্ঠ তুমি কৃষ্ণ-পরায়ণ।
এ হেন বৈরাগ্য তব উচিত সেবন॥
কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবের তুমি বংশধর।
সাধু কার্য্য অনুষ্ঠান কর নিরন্তর॥
হইবারে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্শ্বচর।
পাণ্ডবেরা রাজ্য আদি ত্যজিল সত্বর॥
সেই পাণ্ডুকুলে রাজা তব জন্ম হয়।
অতি ভাগ্যবান্ তুমি অতি পুণ্যময়॥
তব ভাগবত আত্মা ত্যজিয়া শরীর।
যে অবধি পরলোক নাহি যায় ধীর॥
সে অবধি মোরা সবে না যাব কখন।
দেখিব কেমন তব হ'য়েছে মনন॥
হেন সম্ভাষণ করি যত ঋষিজন।
বসিয়া তথায় করে হরির কীর্ত্তন॥
হরিনাম হরিধ্বনি হরি মাত্র সার।
হরি ভিন্ন অন্য নাহি তথায় আচার॥
মূর্ত্তিমান বেদ যেন তথায় আছিল।
মুনিগণ-মুখে আসি হরি প্রকাশিল॥

সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা সার।
মজ মন হরিপদে ত্যজিয়া সংসার॥

ইতি পরীক্ষিতের বৈরাগ্য-গ্রহণে মুনিগণের সমাগম।

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণের সহিত পরীক্ষিতের কথোপকথন ও শুক সমাগম

সূত বলে ঋষিগণ শুন দিয়া মন।
অতঃপর কি করেন পাণ্ডব রাজন্॥
অমৃত সমান বাক্য অথচ গম্ভীর।
পক্ষপাত শূন্য তাহা অতি সত্য ধীর॥
এ হেন বচন শুনি ঋষিদের মুখে।
হরিপ্রেমে ভাসে রাজা আনন্দেতে সুখে॥
বিষ্ণুকথা শুনিবারে বাড়ে অভিলাষ।
প্রণমিয়া সবে রাজা করেন প্রকাশ॥
কি কব গুণের কথা মহা-ঋষিজন।
দেশান্তর হ'তে সব কর আগমন॥
সন্তোষ করিতে মোরে সবাকার আশ।
পূরাও সকলে মিলে মম অভিলাষ॥
কি আনন্দ আজি মোর হৃদয়ে উদয়।
যেন সত্যলোক আসি সম্মুখে শোভয়॥
সত্যলোক সহ চারি বেদ মূর্ত্তিমান।
বেদাঙ্গ মাখিয়া সবে মম সন্নিধান॥
আমারে করিতে কৃপা তোমরা সকলে।
আসন্ন মৃত্যুর কালে এলে দলে দলে॥
পরহিত ব্রত ধর্ম্ম তোমা সবাকার।
করহ আমার হিত করিয়া বিচার॥
সেই কথা মনে ভাবি জিজ্ঞাসি সবায়।
উপযুক্ত যুক্তি দিয়া তারহ আমায়॥
একমাত্র এই প্রশ্ন আমার অন্তরে।
কোন কার্য্যে মুক্ত হই সংসার ভিতরে॥
মনেতে বিচারি সবে একমত করি।
বলহ আমায় যাহে ভবসিন্ধু তরি॥
সংসার তেয়াগি যবে মুমূর্ষু হইব।
তখনি বা কোন্ কার্য্য করিতে পারিব॥
সংসার মুক্তির পথ দেখাও সকলে।
সকলে হইয়া এক জ্ঞানের কৌশলে॥
এইমাত্র প্রশ্ন মোর নাহি অন্য বাণী।
ইহার উত্তর লভি তুষ্ট হবে প্রাণী॥
এই কথা প্রকাশিলে এ তিন ভুবনে।
ধর্ম্মার্থ বুঝিবে সবে মনুষ্য-জীবনে॥
অতএব দয়া করি যত ঋষিজন।
হেন কথা বল সবে করি স্থির মন॥
শুনিয়া রাজার প্রশ্ন মুনিগণ তবে।
যথারুচি বলে তারে, যে জন যা ভাবে॥
কেহ বলে যজ্ঞ আর কেহ বলে দান।
কেহ বলে তপস্যাই সবার প্রধান॥
ধর্ম্মতত্ত্ব বিচারিয়া একে একে কহে।
যাহার মতিতে যাহা সর্ব্বোত্তম রহে॥
কেহ বলে যজ্ঞ কর তুমি মহারাজ।
যজ্ঞের সমান শ্রেষ্ঠ নাহি অন্য কাজ॥
যজ্ঞেতে হরিরে কর আহুতি প্রদান।
তাহাতেই মহারাজ পাবে পরিত্রাণ॥
দেশে দেশে এই খ্যাতি সকলে ঘোষিবে।
সুকৃতি আপনি আসি তোমারে স্পর্শিবে॥
আর জন বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
যোগমার্গ শ্রেষ্ঠ হয় সবার উপর॥
যোগবলে হরিপদ জানিয়া অন্তরে।
আনন্দে রহিবে এই সংসার-ভিতরে॥
আর জন বলে তপ করহ রাজন্।
ব্রহ্ম-পদ্ম ঊর্দ্ধ করি স্থির কর মন॥
ঊর্দ্ধপদে নিম্ন-শিরে অগ্নির দহনে।
শীতে রহ জলমধ্যে গ্রীষ্মেতে কিরণে॥

বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজি খাবে পত্র ফুল।
ওঁকার জপিবে মনে আনন্দে অতুল॥
তাহাতে পাইবে হরি অন্তরে দর্শন।
হরি-মূর্ত্তি হেরে হবে সার্থক জীবন॥
হরি-পদ আশা করি ত্যজিলে জীবন।
আর না হইবে তব এ ভব দর্শন॥
কেহ বলে কর দান বলীর সমান।
সাত্বিক পুণ্যের ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥
অন্নহীনে অন্ন দাও বস্ত্রহীনে বাস।
দুঃখীর নাশহ দুঃখ পূরি অভিলাষ॥
বিদ্যাহীনে বিদ্যা দাও গৃহহীনে স্থান।
পাত্রের অবস্থা বুঝি কর ধন দান॥
দানেতে আপনি হরি তুষ্ট অতিশয়।
দাতার হৃদয়ে সদা অধিষ্ঠিত রয়॥
তাই বলি দান কর পাণ্ডব রাজন্।
অবশ্য পাইবে সেই বিষ্ণুর চরণ॥
নানা মুনি নানারূপে করে মতবাদ।
মতভেদে অবশেষে বাধিল বিবাদ॥
এতেক বৃত্তান্ত যবে হইতে লাগিল।
বাহির মহলে গোল হঠাৎ উঠিল॥
সভয়ে আসন ছাড়ি সকলে দাঁড়ায়।
উপবীত হাতে করি হরিগুণ গায়॥
রাজা বলে একি একি হ'ল কি প্রমাদ।
কেন বা সকলে হয় এতেক বিষাদ॥
সবে কহে শুন রাজা করি নিবেদন।
আসিছেন মহাযোগী ব্যাসের নন্দন॥
পৃথিবী ভ্রমণকালে আপন ইচ্ছায়।
সহসা ব্যাসের পুত্র আসিলা সেথায়॥
ক্রমেতে আসিয়া শুক প্রবেশে সভায়।
বালকেতে পরিবৃত কেহ হাসে গায়॥
ক্ষিপ্ত ভাবি পাছে তাঁর দেয় করতালি।
কেহ বা না চিনি তাঁরে দেয় গালাগালি॥
ভিতরে ব্রহ্মের তেজ গুপ্ত অনুক্ষণ।
বাহিরে আকৃতি দেখি বুঝে কোন্ জন॥
বয়স ষোড়শ মাত্র সুন্দর আনন।
অতীব উজ্জ্বল মূর্ত্তি সুন্দর বরণ॥
দীর্ঘবাহু দীর্ঘপদ বিশাল উরস।
গাত্র সুকোমল আর নয়ন সরস॥
কম্বুর সমান কণ্ঠ কপোল সুন্দর।
আবর্ত্ত সদৃশ নাভি অতি মনোহর॥
উন্নত নাসিকা তাঁর কর্ণ সুগঠন।
অপরূপ ভ্রূযুগল অপূর্ব্ব বদন॥
উলঙ্গ নাহিক বাস কান্তি মনোহর।
সর্ব্বতত্ত্ব চিহ্নযুক্ত শুদ্ধ কলেবর॥
পরিপুষ্ট স্কন্ধ তাঁর বক্ষ সুবিশাল।
উদরে সুচিহ্নযুক্ত শোভে রোমজাল॥
শ্যামবর্ণ কলেবর অতি মনোলোভা।
তাহাতে বিরাজ করে যৌবনের শোভা॥
মৃদু মৃদু হাস্য তার শোভিছে অধরে।
কামিনীগণের মন যেন তাতে হরে॥
যদিও নিজের তেজ কিছু না প্রকাশে।
তথাপি মুনীন্দ্রগণ চিনিল আভাষে॥
সকলে দাঁড়ায়ে তারে আদর করিল।
রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহে আত্মা সমর্পিল॥
পাগল ভাবিয়া পাছে আছিল বালক।
অজ্ঞান পুরুষ আর নারী নাবালক॥
এ হেন সম্মান তাঁর সভায় নেহারি।
প্রস্থান করিল ভয় মনেতে বিচারি॥
নৃপতি করিয়া পূজা দিলেন আসন।
বসিলেন শুকদেব আনন্দিত মন॥
ব্যাসের নন্দন শুক তেজস্বী মহান্।
মুনি পরিবৃত হ'য়ে করে অধিষ্ঠান॥
তারকাপুঞ্জের মাঝে চন্দ্রের মতন।
মুনিদের মাঝে শোভে ব্যাসের নন্দন॥
বহু স্তুতি করে রাজা স্থির করি মন।
শুকেরে কহেন তিনি মধুর বচন॥
কি কব মহিমা তব আমি মূঢ়মতি।
যার গৃহে তব পদ তার পুণ্যগতি॥

কি ভাগ্য লভিনু আমি বর্ণিবারে নারি।
ক্ষত্র হ’য়ে তব পদ সেবিবারে পারি॥
আপন ইচ্ছায় দেব করি আগমন।
সার্থক করিলে মোর এ পাপ জীবন॥
অসুরের পাপ নাশ বিষ্ণু-সন্নিধান।
তোমা দেখি তথা পূত হ’ল মোর প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের দয়া আজি এ বংশ-উপর।
রহিয়াছে সর্ব্বক্ষণ তুষিয়া অন্তর॥
ভাগিনেয় পুত্র বলি মনে আছে তাঁর।
আমারে তারিতে তাঁর এই ব্যবহার॥
অতীব পাপাত্মা আমি তারিতে আমায়।
কৃষ্ণরূপে হে ব্রাহ্মণ স্বাগত হেথায়॥
কি কব তোমার গুণ সামান্য মানব।
যাহা হেরি অত্যাশ্চর্য্য তোমার বৈভব॥
যোগীদের গুরু তুমি ওহে যোগিরাজ।
আছে যাহা অভিলাষ জিজ্ঞাসিব আজ॥
বল দেব কোন্ কার্য্যে যোগী সিদ্ধি পায়।
হেরিবে হরিরে যোগী করি কি উপায়॥
কোন্ কার্য্যে সেই সিদ্ধি হইবে উদয়।
কোন্ বা নিয়মে সেই কার্য্য মহাশয়॥
শ্রবণ জপন আর স্মরণ ভজন।
কোন্ বা উপায়ে কার্য্য সাধিবেক মন॥
অনুগ্রহ করি দেব করহ প্রকাশ।
কলুষ-সাগর-বারি হউক বিনাশ॥
জানি আমি তব স্থিতি যথা জনপদে।
গো-দোহন কালমাত্র পায় তব পদে॥
অন্তিম উদয় মোর বড় আশা মনে।
শুনিব সে হেন যোগ এ হেন জীবনে॥
রাজার বচন শুনি হৃষ্ট শুক ঋষি।
আরম্ভেন কহিবারে চাহি দশ দিশি॥
স্থাবর জঙ্গম যত হ’লো সবে স্থির।
পবন বহিল মৃদু স্থির নিধি-নীর॥
উজান বহিল গঙ্গা কুল কুল করি।
প্রেমনীর বহে যেন তাহে ধীরি ধীরি॥
সূর্য্যের কিরণ হ’লো বসন্ত সমান।
পশু-পক্ষী-নর-নারী করি স্থির প্রাণ॥
শুক-মুখামৃত সুধা হইল বর্ষণ।
ভাবুকে করিয়া পান উন্মত্ত তখন॥
প্রথম স্কন্ধের কথা হ’ল সমাপন।
হরিপদে দাও মন ঘুচাও বন্ধন॥

ইতি ঋষিগণের সহিত পরীক্ষিতের কথোপকথন ও শুক সমাগম।

[প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত]

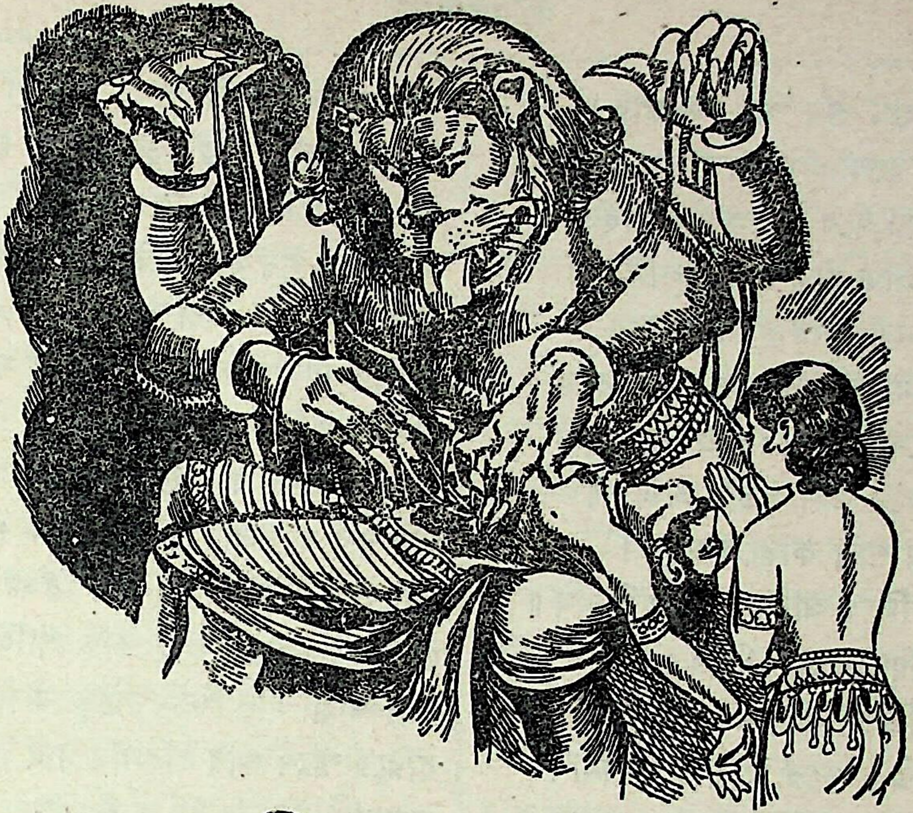

শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বিতীয় স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারায়ণে নমস্করি, নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে ॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি ॥
সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ।
নমিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন ॥

প্রথম অধ্যায়

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি

এতেক কাহিনী শুনি যত মুনিবর।
প্রেমানন্দে ভাসি সবে কহে অতঃপর ॥
কি কহিল শুকমুনি মুক্তির কারণ।
পরিত্রাণ পান কিসে উত্তরা-নন্দন ॥
সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
অবধান কর সবে প্রশ্ন ফলাফল ॥
যে প্রশ্ন করিল রাজা শুকের সদনে।
উত্তর করেন শুক আনন্দিত মনে ॥

শুক বলে শুন শুন পাণ্ডু-অলঙ্কার।
যে প্রশ্ন করিলে তুমি অতি চমৎকার॥
উহার উত্তরে হবে ত্রিলোকের হিত।
আত্মজ্ঞান লভি সবে হবে পুলকিত॥
রয়েছে অনেক বিজ্ঞ ভুবন ভিতরে।
হেন প্রশ্ন মোরে কভু কেহ নাহি করে॥
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তব প্রশ্ন-ভাব।
আছিল ভুবনে উহা প্রচার অভাব॥
সাগর সমান শাস্ত্র করিলে মন্থন।
তবে ত জানিবে আত্মা স্থির করি মন॥
সংসারী হইয়া কেবা করিবে সে কাজ।
ভাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলা নরপতি আজ॥
যে জন নাহিক করে আত্মার ভাবনা।
মোক্ষ নাহি হয় তার না পূরে বাসনা॥
আত্মজ্ঞান হীন যত মানব সকল।
গৃহকার্য্যে রত তারা থাকে অবিরল॥
পঞ্চ প্রকারের যত প্রাণিহিংসা আছে।
অতিমাত্র প্রিয় তাহা তাহাদের কাছে॥
আত্মতত্ত্ব আলোচনা তারা নাহি করে।
বৃথায় কাটায় কাল অনিত্য সংসারে॥
দুর্লভ মানব-জন্ম লভিয়া যে জন।
নাহি পারে ছেদিবারে মায়ার বন্ধন॥
বৃথা পরমায়ু নাশ করিয়া সে জন।
নিদ্রাসুখে রতিরঙ্গে কাটায় জীবন॥
মায়ার প্রভাব কিবা নাহিক বুঝিয়া।
কুটুম্ব-পোষণে দিন কাটায় মাতিয়া॥
অর্থের কারণ করি পরের সেবন।
বিফলে কাটায় সেই অমূল্য জীবন॥
আশ্চর্য্য তাদের জ্ঞান আমি মনে মানি।
সংসার অনিত্য মাত্র মানসেতে জানি॥
অপত্য-কলত্র-রূপ সেবাতে মাতিয়া।
সকলি অনিত্য ইহা না হেরি বুঝিয়া॥
মায়ায় আসক্ত হ'য়ে কাটায় জীবন।
নাহি ভাবে মনে তার হইবে মরণ॥
অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন্।
পিতার মরণে স্বীয় মৃত্যু বিস্মরণ॥
বৃথাই সংসার-মায়া বুঝহ হৃদয়ে।
আশা যত পূর্ণ হয় ততই বাড়য়ে॥
সংসারের সেবা যেবা করে হ'য়ে জ্ঞানী।
সংলিপ্ত না হয় তাহে শ্রেষ্ঠ বলি মানি॥
অতএব পরীক্ষিত করহ শ্রবণ।
ইন্দ্রিয়ে করহ বশ ঘুচাও বন্ধন॥
যদি কর অভিলাষ সে অভয় পদ।
সদা শুন হরিনাম নাশিতে বিপদ॥
হে ভরতকুলমণি কহিতেছি আমি।
সর্ব্ব-আত্মা হরি তিনি ত্রিভুবন-স্বামী॥
হরিরে স্মরণ আর হরিনাম গান।
মোক্ষার্থী জীবের হয় কর্ত্তব্য প্রধান॥
একমনে সেই নাম শুনে যেই জন।
সে জন অবশ্য লভে পরমার্থ ধন॥
কিসে হরিপদে মন মজিবে সবার।
করিব বিহিত তার করিয়া বিচার॥
অগ্রেতে পড়িবে সাংখ্য আত্মার বিচার।
পরে পাতঞ্জল যোগ কর ব্যবহার॥
এ হেন নিয়মে হরি যে করে সেবন।
সে জন হৃদয়ে করে বৈকুণ্ঠ দর্শন॥
সাধন করয়ে যেবা এ হেন উপায়।
মুক্তি তার করতলে জানিবে নিশ্চয়॥
অতএব কর রাজা পূর্ব্বের সাধন।
পরেতে স্বধর্ম্মে রত কর নিজ মন॥
জন্মের উত্তম গতি বিজ্ঞান পাইবে।
বিজ্ঞানেতে নারায়ণ হৃদয়ে জানিবে॥
নূতন এ কথা নয় অতীব প্রাচীন।
হেন পদ সেবনীয় ঋষি সমীচীন॥
আত্মজ্ঞান বিনা ভ্রম কভু নাহি যায়।
এই পাপ এই পুণ্য সদাই ভাবায়॥
জ্ঞানপথে পাপ আর পুণ্যের কল্পনা।
সকলি বৃথাই জেনো মনের জল্পনা॥

সত্ত্ব রজ তম মাত্র মায়ার আধার।
সে কারণে আত্মজ্ঞান প্রযুক্ত আচার॥
মায়াকে করিতে দূর চাই আত্মজ্ঞান।
তাহে সত্যনারায়ণ শাস্ত্রের বিধান॥
শুন শুন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ-ধার্ম্মিক নৃপতি।
যে শাস্ত্র তোমার কাছে কহিব সম্প্রতি॥
পুরাণের শ্রেষ্ঠ ইহা ভাগবত নামে।
বেদ-তুল্য মাননীয় খ্যাত ধরাধামে॥
দ্বাপরে জনক ব্যাস করেন রচন।
তাঁহার নিকটে আমি করি অধ্যয়ন॥
নির্গুণ ব্রহ্মেতে আমি আছি নিমগন।
কোনো দ্রব্যে কভু মোর নাহি আকর্ষণ॥
হরিলীলা কথা আছে এই গ্রন্থমাঝে।
হরির পবিত্র কীর্ত্তি ইহাতে বিরাজে॥
সে কারণে হয়েছিল মুগ্ধ মোর মন।
তাই আমি এই গ্রন্থ করি অধ্যয়ন॥
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তুমি অখিল সংসারে।
তোমা বিনা সেই শাস্ত্র শুনাইব কারে॥
শ্রদ্ধা সহ ভাগবত করিলে শ্রবণ।
অবিলম্বে হরিপদে যাবে তব মন॥
সংসারে বলিব রাজা ভাগবত সার।
মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে ইহা সর্ব্বসার॥
শব্দে শব্দে হরিনাম ইহার অন্তরে।
আত্মজ্ঞান ফল তার খ্যাত চরাচরে॥
নীতির বিধান এই শুনহ রাজন্।
নাহি কাজ করি বহু শাস্ত্র আলোচন॥
বৃথাই যাইবে দিন লইয়া জীবন।
সাগর সমান শাস্ত্র গর্ব্বে তার ধন॥
মুহূর্ত্তেকে জ্ঞানলাভ হয় যেইমতে।
ব্যবহার সেই শাস্ত্র কর জ্ঞানিমতে॥
সেই উপদেশ এই ভাগবত সার।
রচিলেন পিতা ব্যাস তারিতে সংসার॥
সার উপদেশ এই ভাগবত সার।
সাধুজন উপদেশ কর ব্যবহার॥
খট্বাঙ্গ নামেতে এক ছিল নরপতি।
আত্মজ্ঞান লভি দেন হরিপদে মতি॥
বৃথা শাস্ত্রে আয়ু নাশ না করি সে জন।
সাধু উপদেশে তিনি দেন নিজ মন॥
তাহাতে হইলে জ্ঞান ত্যজিয়া সংসার।
হরিলোক প্রাপ্ত হন সর্ব্বত্র প্রচার॥
ওহে নরপতি তুমি কর অবধান।
সপ্তাহেক মাত্র তব আছে দেহে প্রাণ॥
সামান্য সময় মাত্র গণিতে হইলে।
জীবন মুহূর্ত্তমাত্র মনে বিচারিলে॥
অতএব কর রাজা এমন উপায়।'
ইহলোকে মোক্ষলাভ লভিবে যাহায়॥
যেরূপ নিয়ম আমি করিনু বর্ণন।
কর রাজা সেইমত অগ্রে আচরণ॥
ভাগবত উপদেশ করিব বর্ণন।
একমনে তুমি রাজা শুনহ এখন॥
সুবোধ রচিল গীত হরি কথা সার।
ভবের তরণী মাত্র সর্ব্বত্র প্রচার॥

ইতি পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুকদেব কর্ত্তৃক জীবের বৈরাগ্য-উপদেশ ও বিষ্ণু-ধারণা।

সূত বলে শুন শুন যত ঋষিজন।
যেমতে করেন শুক মোক্ষের সাধন ॥
পরীক্ষিত প্রশ্ন মতে শুক গুণবান।
কহেন জীবের মোক্ষ প্রফুল্ল-বয়ান ॥
যত দিন অন্তকাল নহে সমাগত।
তত দিন মায়াভোগ জীবের নিয়ত ॥
মায়ার সরস চিত্র অমৃতের ফল।
কল্পনায় শোভা জীব দেখিবে কেবল ॥
যখন হইবে তার তিন কাল গত।
মহাবেশে অন্তকাল হবে উপস্থিত ॥
অন্তকাল হেরি জীব হইবে নির্ভয়।
ত্যজিবেক এ দেহের কামনা-নিচয় ॥
দেহের যতেক স্পৃহা ত্যজিয়া সে জন।
ত্যজিবে সংসার পুত্র মায়ার বন্ধন ॥
কঠিন বন্ধন তাহা খোলা মহা দায়।
কৌশলে কৌতুকে কভু খোলা নাহি যায় ॥
অস্ত্র ভিন্ন সে বন্ধন কিরূপে ছেদিবে।
অসঙ্গম অস্ত্র নামে তাহারে কাটিবে ॥
পৃথক হইয়া রবে ত্যজি আত্মজন।
নাহিক করিবে ভ্রমে তাদের স্মরণ ॥
তবে তো কাটিবে মায়া হইতে সংসার।
এই বিধি বেদ-শাস্ত্রে রহিছে প্রচার ॥
মায়া নাশ করি জীব ত্যজিবেক বাস।
চলি যাবে যেই তীর্থে হবে অভিলাষ ॥
পবিত্র তীর্থের জলে করিবেক স্নান।
থাকিবে সুখেতে হেরি সুপবিত্র স্থান ॥
তারপর নিরজনে রচিয়া আসন।
শুদ্ধ ভাবে সে আসনে বসিবে সে জন ॥
যোগ-শাস্ত্র উপদেশে যোগে দিবে মন।
বাঁধিবে বিধানে পদ্ম প্রভৃতি আসন ॥
যে আসনে চিত্ত তার হইবেক স্থির।
তাহাতে বসিবে জীব হ'য়ে ধর্ম্মবীর ॥
আসনে বসিয়া জীব করিবেক ধ্যান।
অ, উ, ম, মিলায়ে মন্ত্র ব্রহ্মাক্ষর জ্ঞান ॥
সন্ধিমতে তিন বর্ণে হইবে ওঁকার।
এই মন্ত্রে সুশোভিবে হৃদয় আগার ॥
এই মন্ত্র মনে মনে করিয়া অভ্যাস।
দমন করিবে মন রোধিয়া নিঃশ্বাস ॥
এমত সাধন করি জীব অতঃপরে।
বুদ্ধিরে সারথিরূপে ভাবিবে অন্তরে ॥
মনোরূপ রথে বুদ্ধি সারথি হইবে।
ইন্দ্রিয় সমূহ রূপী অশ্বে নিরোধিবে ॥
সতত ইন্দ্রিয়-গতি বিষয়ের পথে।
জ্ঞানই মহান্ গুরু দেহরূপ রথে ॥
জ্ঞানবলে উপদেশি সারথি-বুদ্ধিরে।
বিষয় হইতে লবে ইন্দ্রিয়েরে ফিরে ॥
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা জান সবে মন।
রিপুবশে সদা আর বিষয় বাসন ॥
বুদ্ধিবলে সেই মনে করিয়া শোধন।
জ্ঞানপথে নিয়োজিবে সাধন কারণ ॥
প্রথমে কল্পনা-বলে ভাবিবে সাকার।
ভাবিবে অধ্যাত্মভাবে তাঁহার আকার ॥
সগুণ ত্যজিয়া ক্রমে নির্গুণেতে ধ্যান।
তাহাই পরম-পদ করিবেক জ্ঞান ॥
এই ধ্যানে ক্রমে চিত্ত উপশান্ত হবে।
উপাসনা হ'তে জীব ক্ষান্ত হবে তবে॥

এতেক সাধনা করি নাহি যেন আর।
সেইজন পুনঃ ভাবে রজঃ তমঃ দ্বার॥
রজস্তমঃ সমুদ্ভুত যত আছে মল।
ধারণায় দূর তারা হইবে কেবল॥
সে ধারণা যেইদিন সিদ্ধিলাভ করে।
ভক্তিরূপ যোগসিদ্ধ হয় তার পরে॥
সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণ ভক্তিযোগে নিতি।
সিদ্ধিলাভ করে সদা জাগে হরি-প্রীতি॥
হেন উপদেশ শুনি বিজ্ঞ নরপতি।
অন্তর-মাঝারে হন আনন্দিত অতি॥
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে শুন মহামুনি।
চিত্তের ধারণা-কথা কহ দেব শুনি॥
কেমনে করিতে হয় চিত্তের ধারণ।
কিরূপ নিয়মে তাহা হইবে সাধন॥
চিত্তের কালিমা যাহে হইবেক দূর।
দাও ঋষি উপদেশ এমত প্রচুর॥
নৃপতির প্রশ্ন শুনি শুক জ্ঞানবান্।
কহিলেন ক্রমে তাহা প্রফুল্ল-বয়ান॥
শুক বলে শুন শুন রাজা পরীক্ষিত।
চিত্তের সাধনা শুন হ'য়ে অবহিত॥
প্রথমে করিলে সিদ্ধ যোগের আসন।
পরেতে হইবে সিদ্ধ শ্বাসের কারণ॥
পরেতে ইন্দ্রিয় জয় করিবেক নর।
চিত্তের ধারণা শিক্ষা হবে অতঃপর॥
প্রথমে চিত্তেরে স্থির করিয়া অন্তরে।
হরি স্থূল-রূপ ভাব তাহার ভিতরে॥
স্থূল-রূপ ল'য়ে রাজা করিবে ভাবনা।
তবে তো চিত্তের স্থির হইবে সাধনা॥
বিষ্ণুর বিরাট দেহ অতীব বিপুল।
স্থূলতর বস্তু হ'তে আরো বেশী স্থূল॥
অতীত ভবিষ্য আর এই বর্ত্তমান।
তিন কাল সে দেহের জ্যোতির প্রমাণ॥
ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু ব্যোম অহঙ্কার।
মহত্তত্ত্ব সপ্তরূপ আবরণ তাঁর॥
বিরাট পুরুষ যেই তার মাঝে রয়।
সেই জন সকলের ধারণা বিষয়॥
সেই যে বিশ্বের স্রষ্টা পুরুষ রতন।
বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বরূপ তিনি নারায়ণ॥
তাঁহার চরণ-তলে পাতাল অতল।
চরণের দুই ভাগে আছে রসাতল॥
গুল্ফ দেশে মহাতল জ্ঞানীর বর্ণনে।
জঙ্ঘাদ্বয় তলাতল জানে সর্ব্বজনে॥
সুতল উভয় জানু শোভে নারায়ণে।
বিতল অতল ঊরু কহে বিজ্ঞজনে॥
জঘনেরে মহীতল কহে সর্ব্বজন।
নাভি তার নভঃস্থল জানি অনুক্ষণ॥
মনোহর স্বর্গলোক রহে তার বুকে।
মহর্লোক গ্রীবা হয় জনলোক মুখে॥
তপোলোক সে ললাট সত্যলোক শির।
এই বিশ্ব সে শরীর ভাব চিত্তে ধীর॥
বাহুর সমষ্টি তাঁর যত দেবগণ।
দশ দিক্ কর্ণ এই শাস্ত্রের বচন॥
অশ্বিনীকুমার নাসা, শব্দই শ্রবণ।
গন্ধ গুণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, অগ্নিই বদন॥
ভূলোক তারকাদ্বয় তপন নয়ন।
রাত্রি দিবা আঁখি-পত্র বলে জ্ঞানিজন॥
ব্রহ্মপদ ভুরুযুগ তালু হয় জল।
রসই রসনেন্দ্রিয় জানয়ে সকল॥
বেদ হয় ব্রহ্মরন্ধ্র, যম দন্ত-পাঁতি।
মায়া তাঁর হাস্যরূপ হেরি দিবারাতি॥
কটাক্ষ তাঁহার এই সৃষ্টির প্রকাশ।
ব্রীড়া তাঁর ওষ্ঠনাম, জ্ঞানীর বিশ্বাস॥
সম্মুখ শরীর ধর্ম্ম লোভই অধর।
অধর্ম্মই পৃষ্ঠভাগ জানি নিরন্তর॥
উপস্থ সে প্রজাপতি মিত্র মুষ্ক তাঁর।
সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি অস্থি যে পাহাড়॥
শুন শুন হে রাজন্ কথা মনোরম।
তটিনী যে নাড়ী তাঁর তরুরাজি রোম॥

সংসার-প্রবাহ খেলা নিশ্বাস পবন।
মেঘ তাঁর কেশ-পাশ সন্ধ্যাই বসন॥
প্রকৃতি হৃদয় তাঁর চন্দ্র তাঁর মতি।
মহত্তত্ত্ব হয় তাঁর বিজ্ঞান শকতি॥
মহারুদ্র সর্ব্বাত্মায় হয় অভিমান।
উষ্ট্র অশ্ব গজ নখ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
মৃগ আর পশু যত কটিদেশ তাঁর।
বিহঙ্গ বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য তাঁহার॥
স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর বুদ্ধিরূপ হয়।
ত্রিভুবনে নিরন্তর পুরুষ আশ্রয়॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আর যত বিদ্যাধর।
গীত শক্তি যন্ত্র তাঁর ষড়জাদি স্বর॥
ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু ব্রাহ্মণ বদন।
বৈশ্য তাঁর ঊরুযুগ শূদ্রই চরণ॥
বসু রুদ্র নামে যত আছে দেবগণ।
তাহাদের দ্বারা তিনি পরিবৃত রন॥
ঘৃতসাধ্য যাগ-যজ্ঞ যাহা কিছু হয়।
তাঁর অভিপ্রেত কার্য্য হয় সমুদয়॥
স্থূলরূপী ব্রহ্ম এই আত্মার কারণ।
সর্ব্বব্যাপী প্রকাশিত যাঁহাতে ভুবন॥
এই বিশ্বময় হরি করিনু বর্ণন।
সেই হরি ধ্যানযোগ্য বেদের বচন॥
ভগবান্ সেই হরি তাঁর এই রূপ।
কীর্ত্তন করিনু আমি শুন ওহে ভূপ॥
যেই জীব মুক্তি তরে করিবে সাধন।
অগ্রেতে করিবে ইহা চিত্তেতে ধারণ॥
হরি ভিন্ন আর কিছু এ জগতে নাই।
হরিরে ভজিলে মুক্তি পাইবে সদাই॥
সংসার-অবস্থা কিছু শুনহ রাজন্।
তবে তো বুঝিবে তুমি যোগীর জীবন॥
সংসারী যোগীতে ভিন্ন হইলে দর্শন।
তবে তো করিবে তুমি মোক্ষের সাধন॥
মায়া মাত্র এ সংসার জীব তাহে বাঁধা।
তমঃ রজঃ আঁখি তাঁর দৃষ্টি সত্ত্বে আঁধা॥
হরির সর্ব্বাঙ্গরূপে বিশ্ব প্রকাশিত।
এহেন ভাবনা যোগী ভাবে অবিরত॥
উচ্চ নীচ নাহি জ্ঞান নাহি ঘৃণা দ্বেষ।
সকলে সমান জ্ঞান নাহি দুঃখ লেশ॥
বিষয়-বাসনা ত্যজি ঈশ্বর-সাধন।
তাহাতেই যোগী পায় মোক্ষ-রূপ ধন॥
সংসারী বিকারি চিত্ত মায়ায় মণ্ডিত।
তমঃ রজঃ গুণে তার বিচলিত চিত॥
আমার তোমার ভাব সদা দুঃখ সুখ।
রিপুবশে বশবর্ত্তী অন্যথা বিমুখ॥
সংসারে ঈশ্বর লীলা সতত প্রকাশ।
তিন কাল ভোগ কর যত অভিলাষ॥
তাহাতে জন্মিয়া জীব রত হও ভোগে।
অন্তেতে ত্যজহ সব ধরি ব্রহ্মযোগে॥
শেষে আত্মজ্ঞান লভি ভাব সেই হরি।
যাঁহার প্রভাবে পাবে সেই মুক্তি তরী॥
অন্তিমে মুক্তিতে যার না হয় বাসনা।
নরদেহ লাভ তার শুধু বিড়ম্বনা॥
পরলোক-সাধনের করিনু বর্ণন।
পরেতে কহিব তার প্রমাণ কারণ॥
সুবোধ রচিল গীত ছন্দে ভাগবত।
পুণ্যার্থে করহ পাঠ ইহা অবিরত॥

ইতি শুকদেব কর্ত্তৃক জীবের বৈরাগ্য-উপদেশ ও বিষ্ণু ধারণা।

তৃতীয় অধ্যায়

যোগ-সাধন উপদেশ

সূত বলে শুন শুন যত ঋষিগণ।
যোগের সাধন কথা শুকের বচন॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
যোগ-কথা শুন এবে হ'য়ে অবহিত॥
পূর্ব্বকালে আসে যবে মহান্ প্রলয়।
পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলিলেন ব্রহ্মা মহাশয়॥
অনন্তর এই রূপ ধারণার বলে।
শ্রীহরিরে তুষ্ট তিনি করেন কৌশলে॥
শ্রীহরিরে তুষ্ট করি তাঁহার কৃপায়।
পূর্ব্ব স্মৃতি মনে তাঁর জাগে পুনরায়॥
অনন্তর প্রজাপতি স্থির করি মন।
অমোঘ দৃষ্টিতে পুনঃ করিলা সৃজন॥
প্রলয়ের পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্মাণ্ড যেমন।
অবিকল সৃষ্টি ব্রহ্মা করিল তেমন॥
উপাসনা ফলে যার বৈরাগ্য উদয়।
আত্ম-ধারণায় সেই অধিকারী হয়॥
বৈরাগ্য সাধন তরে শুন পরীক্ষিত।
কর্ম্মফল ত্যাগ সদা হয় যে বিহিত॥
শব্দময় ব্রহ্মা বেদে যেই পন্থা রয়।
বুদ্ধিরে ব্যাকুল শুধু করে সে নিশ্চয়॥
স্বর্গ আদি মিথ্যা নাম করিয়া সৃজিত।
তাহার চিন্তায় বুদ্ধি করে ব্যাকুলিত॥
যেইরূপ জীবগণ সুখ-স্বপ্ন ঘোরে।
সুখময় বস্তু দেখে ভোগ নাহি করে॥
সেইরূপ স্বর্গ আদি লভি মায়াময়।
সুখ-ভোগ নাহি করে জীব সমুদয়॥
দেহ ধারণের তরে যাহা প্রয়োজন।
কেবল সেটুকু ভোগ করে জ্ঞানিগণ॥
সে ভোগ সামান্য ভাবে করিবে পণ্ডিত।
যাহাতে না হয় লোভ তাহে উপজিত॥
তাহাও অনিত্য ভাবি ত্যজিবে সংসার।
আসক্ত তাহাতে কভু নাহি হবে আর॥
অনিত্য ভোগের লাগি কেন পরিশ্রম।
অনিত্য সংসার লাগি কেন বা নিয়ম॥
সংসারে আসিয়া যেই মজিল মায়ায়।
বৃথা তার নর-জন্ম ক্ষয় হ'য়ে যায়॥
যাহা নিজ প্রয়োজন দিয়াছেন হরি।
সেই হরি না জানিয়া বৃথা ভ্রমে মরি॥
থাকিতে প্রকৃত শয্যা এ ধরা আসন।
কৃত্রিম বস্তুতে কেন করিবে শয়ন॥
বাহু তব উপাধান থাকিতে এমন।
শিরোধান লও তবে কিসের কারণ॥
থাকিতে অঞ্জলি নিজ অন্য পাত্রে আশ।
কেন মনে জাগে তব হেন অভিলাষ॥
দিক্-বস্ত্র রহিয়াছে আচ্ছাদি শরীর।
কার্পাসে কি প্রয়োজন ভাবহ সুধীর॥
যদি লজ্জা থাকে তব পরহ কৌপীন।
কত চীর পথে পাবে ভাবহ প্রবীণ॥
গ্রামে বনে কত বৃক্ষ কত তাহে ফল।
কত বা সরসী নদী কত তাহে জল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ তব হবে অনায়াসে।
কেন ভ্রমপথে ব্রতী মিথ্যা কোন আশে॥
কোটি কোটি গিরি-গুহা রহে বিদ্যমান।
যত চাও কর তাহে নিজ বাসস্থান॥
শ্রীহরি যখন ভক্তে করেন রক্ষণ।
কেন তবে ধনীদের কর উপাসন॥

ধন-মদে অন্ধপ্রায় ধনিকের দল ।
তাদের নাহিক ভজে পণ্ডিত সকল ॥
শ্রীহরি আপনি সিদ্ধ মনে আপনার ।
আত্মা তিনি অতএব প্রিয় সবাকার ॥
সত্যরূপী সেই হরি জগতের প্রভু ।
অনিত্য পদার্থ সম মিথ্যা নহে কভু ॥
যে গুণ উপাস্য মাঝে আবশ্যক হয় ।
তাঁহার ভিতরে আছে সেই সমুদয় ॥
অনন্ত মহান্ তিনি হরি সনাতন ।
চিত্তের ধারণা দিয়া করিবে ভজন ॥
বৈতরণী মহানদী তাহাই সংসার ।
কেহ নাহি মায়া-দেহে হয় তাহা পার ॥
নয়নে নেহারি জীব পশুর মতন ।
পুনশ্চ করিবে পূর্ব্ব সম আচরণ ॥
হরির ধারণা-যোগ্য থাকিতে অন্তর ।
বৃথা চিন্তা করি কেন হ'তেছ কাতর ॥
বৃথা চিন্তা ত্যাগ কর পূর্ব্ব উপদেশে ।
করহ হরির ধ্যান আমার আদেশে ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার ।
ভাবহ সংসারবাসী যদি চাও পার ॥

ইতি যোগ-সাধন উপদেশ ।

চতুর্থ অধ্যায়

যোগিগণের ধ্যানতত্ত্ব-বিবরণ

সূত বলে শুন শুন যত ঋষিজন ।
যোগীর ধ্যানের কথা শুকের বচন ॥
যথা প্রশ্ন করিলেন রাজা পরীক্ষিত ।
উত্তরে কহেন শুক হ'য়ে হৃষ্টচিত ॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডু-বংশধরে ।
ধ্যানের উপায় শুন ভক্তি সহকারে ॥
বিবিধ যোগের শাস্ত্র ভুবনে প্রচার ।
প্রত্যেকের ধ্যান-পন্থা বিভিন্ন প্রকার ॥
কোন শাস্ত্রকার কহে হৃদয়-মাঝার ।
এক স্থান আছে মম অবকাশাধার ॥
তথায় রাখিবে চিত্ত ধ্যানের কারণ ।
তাহাতে সাকার হরি করিবে স্থাপন ॥
প্রাদেশ প্রমাণ তিনি চারি ভুজ তাঁর ।
কিবা রূপ মনোরম শ্যাম বর্ণাকার ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ।
অতি অনুপম ভাব হৃদয়েতে ধরে ॥
সতত সুহাস্য খেলে প্রসন্ন-বদন ।
নলিনী সদৃশ তাঁর উভয় নয়ন ॥
কদম্ব কেশর সম পিঙ্গল বসন ।
হীরক-খচিত অঙ্গ বিবিধ ভূষণ ॥
মস্তকে কিরীট শোভে ঝলকে মাণিক ।
কুণ্ডলে দুলিছে মণি শোভে চারিদিক ॥
হৃদয়ে স্থাপিয়া তাঁর চরণ-পল্লব ।
অবিরত ধ্যান করে যোগী মুনি সব ॥
লক্ষ্মীচিহ্ন বক্ষঃস্থলে হরির বিকাশ ।
গ্রীবাতে কৌস্তুভ মণি জগতে প্রকাশ ॥
গলদেশে বনমালা শোভে নিরন্তর ।
সতত সৌরভ-যুক্ত অতি মনোহর ॥

নাহি ম্লান হয় তাহা সদা সমভাব।
আশ্চর্য্য হরির মায়া অনন্ত প্রভাব॥
মেখলা নিতম্বে শোভে নূপুর চরণে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি শোভে মোহিয়া ভুবনে॥
হস্তেতে কঙ্কণ শোভে অতি মনোহর।
যেবা ধ্যান করে তার প্রফুল্ল অন্তর॥
আকুঞ্চিত সে কুন্তল শোভে শিরোপরে।
সতত সহাস্য মুখ আনন্দের ভরে॥
উদরে সংসার-লীলা সদা ক্রীড়মান।
কটাক্ষে ভক্তির ভাবে মোহে ভক্ত-প্রাণ॥
হৃদয় আকাশ হরি এরূপে রাখিয়া।
স্থির চিত্তে ধরিলেক সুধীর হইয়া॥
বুদ্ধিরে করিয়া স্থির সুবুদ্ধি সাধক।
এক এক অঙ্গোপরি হইবে ধারক॥
চরণ হইতে তাঁর হাসিটি অবধি।
এক এক অঙ্গ ধ্যান কর নিরবধি॥
চরণ অঙ্গুলি আদি করি অতিক্রম।
চিন্তা কর শ্রেষ্ঠ যত অঙ্গ মনোরম॥
এক এক অঙ্গ চিন্তা করিয়া কৌশলে।
প্রত্যক্ষ করিবে অঙ্গ স্বীয় বুদ্ধিবলে॥
প্রত্যক্ষ হইলে ক্রমে করিয়া ত্যজন।
করিবে অপর অঙ্গ বুদ্ধিতে ভজন॥
এরূপ ক্রমেতে বুদ্ধি তাহাতে নিশ্চল।
নিশ্চল হইলে বুদ্ধি ধ্যানের সফল॥
ব্রহ্মা আদি হ'তে শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রধান।
সাক্ষীর স্বরূপ তিনি হরি ভগবান্॥
যতদিন তাঁর প্রতি ভক্তি নাহি হয়।
ততদিন স্থূলরূপ চিন্তার বিষয়॥
দেহত্যাগ ইচ্ছা যবে করে যোগী ধীর।
আসনে বসিয়া তবে হইবে সুস্থির॥
মন দ্বারা প্রাণ জয় করিয়া তখন।
প্রাণায়াম করিবেন সেই যোগিজন॥
ভক্তিযোগ সমাপিয়া শুক তপোধন।
পরীক্ষিতে দেহযোগ করান শ্রবণ॥
সুবোধ রচিল গীত ভক্তির সাধন।
স্বর্গ যদি চাও ভক্তি কর আরাধন॥

ইতি যোগিগণের ধ্যান তত্ত্ব-বিবরণ।

পঞ্চম অধ্যায়

দেহযোগের উপদেশ

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
বুঝহ শুকের বাক্য দেহ-যোগ-বল॥
ভক্তিযোগ সমাপিয়া শুক তপোধন।
পরীক্ষিতে দেহযোগ করান শ্রবণ॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডু-বংশধরে।
শুন রাজা দেহযোগ একান্ত অন্তরে॥
যখন যোগীর ইচ্ছা দেহ ত্যজিবারে।
ইহলোক পরিত্যাগ চাহে করিবারে॥
সেইক্ষণে দেহযোগ করি আরম্ভণ।
সাধিবে আপন কার্য্য শাস্ত্রের বচন॥
যে আসনে মন স্থির তাহাতে বসিবে।
তাহাতে বসিলে কষ্ট কভু না হইবে॥
বুদ্ধিতে সংযত ক্রমে করিবেক মন।
বুদ্ধিরে দ্রষ্টার সহ করাবে মিলন॥
বিশুদ্ধ আত্মার মাঝে মিলাবে দ্রষ্টারে।
আত্মারে করিবে লীন ব্রহ্মের মাঝারে॥
অতঃপর শান্তিলাভ করি স্বভাবতঃ।
সমুদয় কার্য্য হ'তে হইবে বিরত॥
আত্মার সহিত যেবা একীভূত হয়।
কেহ না করিতে পারে তারে পরাজয়॥

আপনি সে কাল যিনি দেবতার প্রভু।
প্রভুত্ব করিতে আর না পারেন কভু ॥
কালের যে অনুগত দেবতা নিচয়।
কিছু না করিতে পারে তারা সমুদয় ॥
তাদের অধীন যত আছে প্রাণিগণ।
কি করিবে তারা আর বল হে রাজন্ ॥
নাহি তাতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ অহঙ্কার।
ত্রিগুণ অতীত হয় অবস্থা তাহার ॥
প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব বিশ্বের কারণ।
সৃজন করিতে তারে না পারে কখন ॥
শুন শুন নরপতি যোগীদের কাছে।
আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু সত্য নাহি আছে ॥
আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু হেরিলে নয়নে।
'এই বস্তু আত্মা নহে' ভাবে মনে মনে ॥
এইরূপ নেতি নেতি করিয়া বিচার।
করিবে সকল বস্তু তারা পরিহার ॥
দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করি বিসর্জ্জন।
বিষ্ণুর চরণ চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥
অন্য কোন দ্রব্যে আর লিপ্সা নাহি রয়।
বিষ্ণুর চরণ চিন্তা শ্রেষ্ঠ অতিশয় ॥
বিশ্বেরে যখন যোগী ভাবে ব্রহ্মময়।
বিষয় বাসনা তার বিদূরিত হয় ॥
বিজ্ঞান বলেতে তার শান্ত হয় মন।
পরম নিবৃত্তি লাভ করে সেই জন ॥
প্রথমে করিয়া স্থির আপন আসন।
পাদমূলে মূলাধার করিয়া পীড়ন ॥
মূলাধার রোধি পরে ক্লেশ করি জয়।
আনিবে প্রাণেরে ঊর্দ্ধে শুন মহাশয় ॥
শ্বাসের সাধন-মতে ক্রমে সেই প্রাণ।
নিম্ন হ'তে লবে ঊর্দ্ধে স্পর্শি ছয় স্থান ॥
মণিপুর নামে চক্র আছে নাভিদেশে।
প্রাণকে সে স্থান-হ'তে আনি অবশেষে ॥
অনাহত চক্র আছে হৃদয় মাঝারে।
প্রাণেরে সে স্থানে রাখে যোগ সহকারে ॥
উদান বায়ুরে ধীরে আনি অতঃপর।
বিশুদ্ধ চক্রের মাঝে রাখে যোগিবর ॥
এইরূপে জিতেন্দ্রিয় হইয়া তখন।
তালুদেশ ধীরে ধীরে করে উত্তোলন ॥
দুটি কর্ণ দুটি নেত্র দুই নাসা মুখ।
নির্গমের সপ্তপথ শুন হে ভাবুক ॥
এই সপ্তদ্বার রোধ করি যোগিজন।
আজ্ঞাচক্রে ভ্রূমধ্যেতে করিবে স্থাপন ॥
একেবারে অভিলাষশূন্য যদি হয়।
ব্রহ্মরন্ধ্র মাঝে প্রাণ আনিবে নিশ্চয় ॥
পরক্ষণে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি প্রাণ।
পরিত্যাগ করি দেহ করিবে প্রস্থান ॥
শাস্ত্রেতে ইহারে কহে ব্রহ্মোক্ত মিলন।
ইহাকেই মহামুক্তি কহে জ্ঞানিজন ॥
দেহ হ'লে শব-প্রায় আত্মা লয়ে মন।
স্মৃতিসহ এ ব্রহ্মাণ্ডে করে বিচরণ ॥
ইহারে শুদ্ধাত্মা কয় যোগেতে খেচরী।
সিদ্ধগণ পায় ইচ্ছা সেবি এই হরি ॥
স্মৃতিসহ আত্মা ল'য়ে ত্যজিবারে দেহ।
যেবা অভিলাষ করি ত্যজে মায়া-গেহ ॥
হেন আচরণ যেই করিবে সাধন।
মূর্দ্ধাভেদে প্রাণবায়ু করি নির্গমন ॥
শুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রহ্মে হবে সম্মিলন।
স্মৃতি তার সঙ্গে রবে ভিন্ন দেহধন ॥
মহা-দেহযোগ ইহা কহিনু রাজন।
অবহিতে বুঝ ভাব করিয়া শ্রবণ ॥

সুবোধ রচিল গীত দেহযোগ-সার।
হরির কৃপার গুণে তারিতে সংসার ॥

ইতি দেহযোগের উপদেশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

যোগের ফলাফল-কথন

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
শুকের বচন শুন যোগ-ফলাফল॥
যে জন জানিল বিদ্যা চৌষট্টি কলায়।
যেই জন তপ কার্য্য শেষ করি যায়॥
যেই জন ভক্তিযোগ করি সমাপন।
যেই জন করে শেষ সমাধি সাধন॥
প্রাণাদি বায়ুর যেবা করিল শোধন।
যোগেশ্বর নাম তার কহে গুণিজন॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডু-অলঙ্কারে।
এহেন যোগীর গতি বুঝহ অন্তরে॥
এহেন যোগীন্দ্র যেবা যোগের সাধনে।
তার গতি ত্রিলোকেতে কহে জ্ঞানিজনে॥
কর্ম্মীতে করিলে শুধু কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কভু না হইবে সেই যোগীর সমান॥
কর্ম্মীর ক্ষমতা নাহি ত্রিলোক-গমন।
যোগিগণ সদা তথা করেন ভ্রমণ॥
কেমনে এ তিনলোক ভ্রমে যোগিজন।
শুন রাজা পরীক্ষিৎ করিব বর্ণন॥
এই দেখ তিন নাড়ী আছে সুপ্রকাশ।
সুষুম্না মধ্যস্থ নাড়ী জ্ঞানের বিকাশ॥
যেই যোগী প্রাণবায়ু দেয় সুষুম্নায়।
তাহার সাহায্যে সেই আকাশেতে যায়॥
আকাশ-সাহায্যে আত্মা ব্রহ্মপথে গিয়া।
সূর্য্যলোকে উঠে যোগী আনন্দে মাতিয়া॥
বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যলোকে রয়।
তাহাতে যাইয়া যোগী আনন্দিত হয়॥
শিশুমার চক্র রহে সূর্য্যলোকোপরি।
যেই চক্র প্রিয়তম ভাবেন শ্রীহরি॥
সেই লোকে গিয়া প্রাণ তেজ সহকারে।
আনন্দেতে তিনলোক নয়নে নেহারে॥
ত্রিলোকের নাভিরূপ সেই চক্র হয়।
তিনলোক সহ তার সংযোজনা রয়॥
তদুপরি মহর্ল্লোক জ্ঞাত জ্ঞানিগণ।
মর দেহ পরিহরি যায় যোগিজন॥
কিবা শোভা মহর্ল্লোকে কহিব কেমনে।
সতত বিহরে তথা যত বুধগণে॥
সর্ব্বলোক সদা তারে করে নমস্কার।
নির্ম্মল শরীর লিঙ্গ দেখা পায় তার॥
অবশেষে কল্প অন্ত উপস্থিত হ'লে।
সেই মহাপুরুষের মুখের অনলে॥
দগ্ধ হ'য়ে যায় শেষে এ বিশ্ব যখন।
ব্রহ্মপদে সেই মুনি করয়ে গমন॥
সেথা সব সিদ্ধেশ্বর করে অবস্থান।
বিরাজে তাদের সব অসংখ্য বিমান॥
নাহি তথা শোক জরা নাহি দুঃখ সুখ।
নাহিক উদ্বেগ তথা সংসার-বিমুখ॥
একমাত্র দুঃখ তবে মানসে উদয়।
জ্ঞানের উদয় মাত্রে জ্ঞানিজনে কয়॥
জ্ঞানের উদয়ে ভাবে সেই জ্ঞানিজন।
দুশ্চিন্তাই সংসারের দুঃখের কারণ॥
এত যে করিনু কষ্ট লভিবারে হরি।
হরির স্বরূপ এই আত্মারূপ তরী॥
সেই আত্মা এই দেহে আছিল সতত।
তবে কেন মহাভ্রম হইল এমত॥
আত্মার ক্রীড়ায় জ্ঞান হইয়া মোহিত।
পুনরায় শুদ্ধ প্রাণ দেহে নিয়োজিত॥

আত্মা ছিল বায়ু মাঝে নাম তার প্রাণ।
বায়ুতে উঠিল অগ্নি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
অগ্নিতে জন্মিল জল বিজ্ঞানের বাণী।
জলেতে জন্মিল মাটি হয় তাহে প্রাণী ॥
লিঙ্গ-দেহে জ্ঞান আত্মা করিয়া প্রবেশ।
লিঙ্গদ্বারা পৃথিবীতে যায় পরিশেষ ॥
পৃথিবীতে জল আছে আত্মার খেলায়।
লিঙ্গ-বীজ মতে হয় আকার তাহায় ॥
জলেতে অনল তাহে ক্রমেতে জন্মায়।
অনলে অনিল জন্মি এ বিশ্ব দেখায় ॥
এইরূপে আত্মা ক্রমে লভিল শরীর।
কর্ম্মফলে জ্ঞান তার বুঝ হৃদে ধীর ॥
আত্মাযুক্ত লিঙ্গ-দেহ করিয়া ধারণ।
কর্ম্মফলে মায়াজ্ঞান হয় প্রকাশন ॥
দেহ-মূর্ত্তি ধরি আত্মা পরমাত্মা রূপ।
আপনি দেহের মাঝে হয় শ্রেষ্ঠ ভূপ ॥
ইন্দ্রিয় তাহার দাস নিয়ত সেবনে।
বুঝ রাজা সেই ভাব আপনার মনে ॥
ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ সতত সেবন।
রসনার দ্বারা রস আত্মার সাধন ॥
দর্শনের দ্বারা রূপ ত্বকেতে স্পর্শন।
কর্ণ দ্বারা জীবাত্মার সতত শ্রবণ ॥
প্রাণ করে সেই ক্রিয়া সদা উপভোগ।
তত্ত্ববিদ্‌গণ-মতে এই মহাযোগ ॥
বায়ুগুণে ত্বক্ হৈল সে গুণ স্পর্শন।
অগ্নিগুণে রূপ হৈল চক্ষেতে দর্শন ॥
পৃথ্বীগুণে নাসা হৈল আঘ্রাণ সেবন।
জলগুণে সে রসনা রসের সাধন ॥
শূন্যগুণ শব্দমাত্র জানে জ্ঞানিজন।
সেই গুণে এই দেহে জন্মিল শ্রবণ ॥
পঞ্চভূতে পঞ্চেন্দ্রিয় শাস্ত্রের প্রমাণ।
বুঝ রাজা পরীক্ষিৎ বিবিধ বিধান ॥
মনোময় দেবময় আর অহঙ্কার।
এই তত্ত্ব লাভ করি প্রাণ এইবার ॥
মহত্তত্ত্বে লাভ করি অহঙ্কার সনে।
প্রকৃতিতে অবস্থান করে সেই জনে ॥
ইহাতে বিজ্ঞান হয় ক্রমেতে সাধন।
এই জ্ঞানে পূর্ণানন্দ পায় সেই জন ॥
ভাগবতী গতি এই কহিনু রাজন্।
ইহা লভি জীবে কভু না হয় বন্ধন ॥
আনন্দের স্বরূপেতে মগ্ন হয় প্রাণ।
দূরীভূত হয় তার উপাধির জ্ঞান ॥
পরম আনন্দময় আত্মা অবিকারী।
লাভ করে সেই জন বুঝহ বিচারি ॥
এই গতি প্রাপ্ত হয় যেই মহাশয়।
সংসারে ফিরিয়া তারে আসিতে না হয় ॥
যে মতে করিলে প্রশ্ন পাণ্ডু-বংশধর।
যোগমার্গদ্বয় তাহে দিলাম উত্তর ॥
এই সনাতন মার্গ মুক্তির কারণ।
বেদের মাঝারে ইহা রয়েছে লিখন ॥
পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা যবে করে আরাধনা।
তুষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণ তার পূরান কামনা ॥
ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার নিকটে।
এই দুই গতি কথা কহে অকপটে ॥
যে জন সংসার-মাঝে মুক্ত একবার।
তার পক্ষে শুভকর নাহি হেন আর ॥
ভক্তিভাবে বাসুদেবে পায় সেই জন।
অতীব অভ্রান্ত ইহা বেদের বচন ॥
কিসে হরিভক্তি জন্মে তাহাই বুঝিতে।
বেদ আলোচনা ব্রহ্মা করে স্থির চিতে ॥
জানিবারে সেই মহাপুরুষ বিরাট।
তিনবার বেদ তিনি করিলেন পাঠ ॥
আপনি করেন হরি বেদের বিচার।
বেদ ভিন্ন হরি-জ্ঞান নাহি কোথা আর ॥
বুদ্ধি দ্বারা নৃপবর কর অনুমান।
সর্ব্বভূতে বিরাজিত হরি ভগবান্ ॥
দ্রষ্টার স্বরূপ তিনি হরি অন্তর্যামী।
ত্রিভুবনপতি তিনি জগতের স্বামী ॥

মৎস্য অবতার

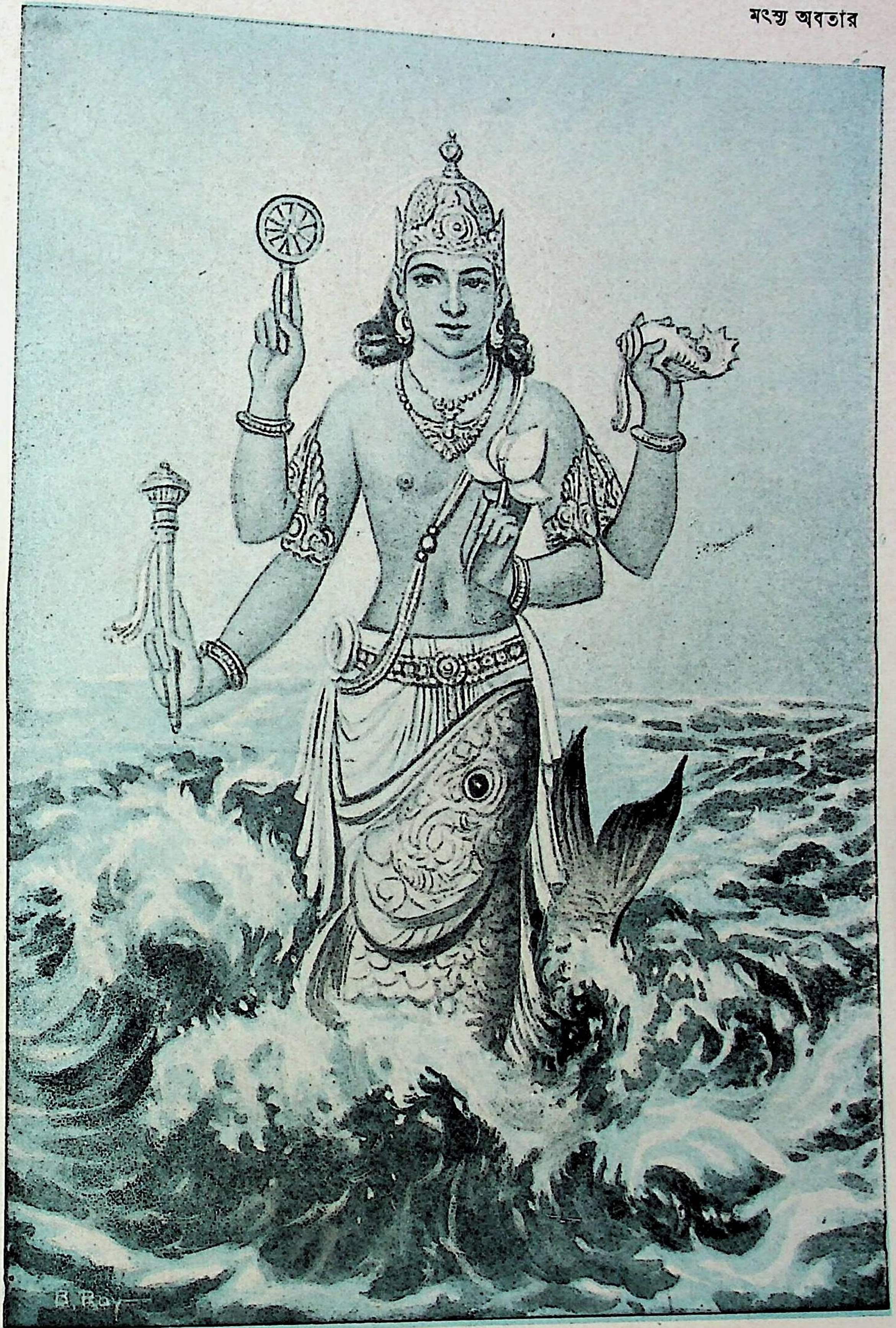

বৈবস্বত মনুবর যুগ অবসানে।
মৎস্য অবতার রূপে হেরে ভগবানে॥

পৃষ্ঠা—১৪৪

শুন শুন পরীক্ষিৎ যে চাহে মঙ্গল।
শ্রীহরির গুণ যেন গাহে অবিরল॥
মনুষ্যের হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
অথবা স্মরণ করা অতি প্রয়োজন॥
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানামৃত যেবা করে পান।
সেইজন যেতে পারে হরি-সন্নিধান॥
সতত চিন্তয়ে যেবা শ্রীহরি-চরণ।
অন্তিমকালেতে পায় তাঁহার দর্শন॥
চিত্ত মন সংযোগেতে বল হরিনাম।
তবে ত পাইবে অন্তে সেই মোক্ষধাম॥
সুবোধ রচিল গীত যোগ-ফলাফল।
সার মাত্র হরিপদ সংসারে কেবল॥

ইতি যোগ-ফলাফল।

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন

সূত বলে সম্বোধিয়া মুনীন্দ্র সকল।
শুনহ শুকের বাণী বিষ্ণুভক্তি ফল॥
আত্মতত্ত্ব সমাপিয়া ব্যাসের কুমার।
পরীক্ষিতে বিষ্ণুভক্তি কহেন এবার॥
শুক বলে শুন শুন পাণ্ডব রাজন্।
বিষ্ণুভক্তি ফলাফল করিব কীর্ত্তন॥
যেই জন বিষ্ণুপদে দেয় প্রাণ মন।
সমভাব তার প্রতি এই ত্রিভুবন॥
সর্ব্বফলপ্রদ বিষ্ণু এ বিশ্ব-মাঝারে।
যার যাহা অভিলাষ তাহা দেন তারে॥
বৈকুণ্ঠ হইতে এই নরকের দ্বার।
বিষ্ণুময় সর্ব্বস্থান সকল তাঁহার॥
যে জন বারেক করে তাঁহারে স্মরণ।
পবিত্র তাহার দেহ সার্থক জীবন॥
বিষ্ণুভক্ত হ'য়ে যদি ব্রহ্মের কারণ।
ব্রহ্মতেজ লাগি কেহ করে উপাসন॥
বিষ্ণুর কৃপায় তার পূর্ণ মনোরথ।
নয়নে হেরিবে সেই জ্ঞান ব্রহ্ম-পথ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রজাপতি মায়া বিভাবসু।
রুদ্র আদি দেবগণ আর অষ্টবসু॥
সকলি বিষ্ণুর অংশ শাস্ত্রের প্রমাণ।
বিষ্ণুভক্ত হ'লে সবে কৃপা করে দান॥
বিষ্ণুভক্তে যদি করে ব্রহ্ম উপাসনা।
ব্রহ্মতেজ পায় সেই মিটাবে বাসনা॥
ইন্দ্রিয়ের কাম লাগি পূজিবে ইন্দ্ররে।
ইন্দ্রিয়-পটুতা প্রাপ্তি পাইবে অচিরে॥
প্রজাকাম প্রজাপতি করিলে সেবন।
বিষ্ণুভক্ত জানি করে কৃপা বরিষণ॥
শ্রীকাম ভজিবে মায়া জগৎ-জননী।
অপূর্ব্ব দুর্গার রূপ ভুবন-মোহিনী॥
তেজ লাগি বিভাবসু করিবে সেবন।
ধন লাগি অষ্টবসু করিবে পূজন॥
বীর্য্য আশে সেবিবেক মহারুদ্রগণ।
অদিতেরে সেবিবেক অন্নের কারণ॥
বিশ্বদেবে সেবিবেক রাজ্য করি আশ।
অশ্বিনে সেবিবে করি আয়ু অভিলাষ॥
ইলাদেবী ভজিবেক পুষ্টির ইচ্ছায়।
দ্যারারে ভজিবে ভক্ত প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছায়॥
সৌন্দর্য্যের লাগি করি গন্ধর্ব্ব সেবন।
ভজিলে উর্ব্বশী হবে স্ত্রীকামী যে জন॥
পিতামহে ভজিবেক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশে।
যগেশ্বরে ভজিবেক যশঃ অভিলাষে॥
কোষকামী প্রচেতাকে বিদ্যাকামে হর।
দম্পতির লাগি উমা করিবে নির্ভর॥
ধর্ম্ম আশে বিষ্ণুনাম করিবে ভজন।
পুত্র লাগি পূজিবেক নিজ পিতৃগণ॥
রক্ষার্থে পূজিবে যত পুণ্য জনগণ।
ওজঃ লাগি মরুদ্গণে করিবে সেবন॥

মনুদেবে পূজিবেক রাজ্য কাম করি।
রাক্ষসে পূজিবে সেই কাম-অভিচারী ॥
কাম-কামী সোমদেবে করিবে পূজন।
পরাৎপরে পূজিবেক অকাম কামন ॥
মোক্ষকাম যেই জন করি অভিলাষ।
পরম পুরুষে পূজা করিবেন আশ ॥
সকল মাঝারে হরি সদা বিরাজিত।
যার যাহা অভিলাষ তাহে দিবে চিত ॥
যেইজন মহাভক্তি দেয় হরিপদে।
পুরুষার্থ লাভ তার হয় পদে পদে ॥
ভাগবত সিদ্ধকথা শাস্ত্রমধ্যে সার।
নাহিক তিলেক ইথে বুঝিলে অসার ॥
যাহাতে জন্মিলে জ্ঞান রিপুর নির্ব্বাণ।
অনায়াসে হয় লাভ মহা আত্মজ্ঞান ॥
এমন যে ভক্তিযোগ কৈবল্যের পথ।
কেহ নাহি অভ্যাসিবে করি মনোরথ ॥

মানসে হরির পদে নাহি দিলে মন।
বৃথাই জনম তার মাত্র বিড়ম্বন ॥

ইতি বৈষ্ণব মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

শৌনক ও সূত সংবাদ

শৌনক বলেন সূতে করিয়া আদর।
কি দিয়া তুষিব তোমা ওহে জ্ঞানিবর ॥
সর্ব্বস্থানে গতি তব সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান।
হরিনাম তব হৃদে সদা বর্ত্তমান ॥
যে কথা কহিলা শুক অতি অনুপম।
ভ্রান্তের ঘুচয়ে ভ্রম শ্রুতি-মনোরম ॥
অতীব অপূর্ব্ব কথা শুনি তব মুখে।
যজ্ঞস্থলে মোরা সবে ভাসি মহাসুখে ॥
অতঃপর সেই অভিমন্যুর কুমার।
ব্যাসের কুমারে বল কি জিজ্ঞাসে আর ॥
শুনিবারে সেই কথা মোদের বাসনা।
সেই কথা বলি সূত পূরাও কামনা ॥
সাধুদের সভামাঝে হরিকথা শুনি।
নানারূপ আলোচনা করে সব মুনি ॥
হরি-পরায়ণ অতি পাণ্ডব-নন্দন।
ক্রীড়াচ্ছলে করে বাল্যে হরির পূজন ॥
শৈশবে হয়েন শুক হরি-পরায়ণ।
সে হরির সম আর আছে কোন্ জন ॥
অতএব তাঁহাদের সবার মাঝারে।
অবশ্য হরির কথা হয় বারে বারে ॥
যেথায় হইল এত সাধু সমাগম।
অবশ্য হরির কথা হয় মনোরম ॥
ভকত-বৎসল তিনি উদার-চরিত।
যজ্ঞস্থলে হোক তাঁর লীলা আলোচিত ॥
প্রতিদিন ওই দেখ উঠিছে তপন।
আবার করিছে নিত্য অস্তেতে গমন ॥
এইরূপে সকলের হরিছে জীবন।
এই কথা হৃদিমাঝে উঠে সর্ব্বক্ষণ ॥
যেই জন করে সদা শ্রীহরিকীর্ত্তন।
সার্থক জনম তার সফল জীবন ॥
কার না জীবন আছে এহেন ভুবনে।
বৃক্ষগণ হাসিতেছে পাইয়া জীবনে ॥
জীবন পাইয়া যেবা না করে কীর্ত্তন।
সেই হরিনাম, তার বৃথাই জীবন ॥
হাপরও করিছে ত্যাগ নিশ্বাস-প্রশ্বাস।
মৈথুন আহার পশু করে বারো মাস ॥
ইন্দ্রিয় সহিত লভি মানব জীবন।
যেবা না হরির নাম করয়ে কীর্ত্তন ॥
বৃথাই জনম তার মাত্র বিড়ম্বনা।
কুকুর গর্দ্দভ সম তাহার গণনা ॥

পাইয়া শ্রবণ-শক্তি যেই দেহী জন।
হরিকথা নাহি কর্ণে শুনে সর্ব্বক্ষণ ॥
পাইয়া রসনা যেবা হরিকথা গান।
না করিল কোন মতে বৃথাই পরাণ ॥
ভেকজিহ্বা সম জিহ্বা কহে জ্ঞানিজন।
অমৃত সমান হরি না করি সাধন ॥
পাইয়া উত্তম বস্ত্র কিরীট ভূষণ।
যেবা না হরির পদে করিল মনন ॥
ভূষণ-ভূষিত হস্তে যেই অভাজন।
শ্রীহরি-চরণ কভু না করে বন্দন ॥
শবতুল্য সেই দেহী শাস্ত্রের বিচারে।
জ্ঞানিজন ঘৃণা করে সর্ব্বক্ষণ তারে ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি নাহি হেরে পাইয়া নয়ন।
শিখিপুচ্ছ আঁখি সম তাহার শোভন ॥
নাহি যায় হরিক্ষেত্রে চরণ থাকিতে।
বৃক্ষমূল তুল্য সেই জানিবে মহীতে ॥
যে হরির পদরেণু না লয় জীবনে।
শব-সম তার দেহ শাস্ত্রের বচনে ॥
বিষ্ণুপদ তুলসীর যে না লয় ঘ্রাণ।
প্রশ্বাস-নিশ্বাস বৃথা ধরে দেহে প্রাণ ॥
যে হৃদয় হরিনামে না হয় বিলয়।
প্রস্তরের মত তাহা কঠিনতাময় ॥
শ্রীহরির নামে যার না ঝরে নয়ন।
রোমাঞ্চ যাহার দেহে না হয় কখন ॥
বৃথাই জীবন তার হয় অবিরত।
তাহার হৃদয় ঠিক পাষাণের মত ॥
হরিনামানন্দ যবে উপজে হৃদয়ে।
পুলকিত হয় দেহ অশ্রু নেত্রদ্বয়ে ॥
থাকুক মোদের সব হরিপদে মন।
ধন্য তুমি হ'লে সূত করিয়া বর্ণন ॥
হরির প্রধান ভক্ত তুমি মুনিবর।
যাহা বলিতেছ তুমি অতি মনোহর ॥
বল সূত যাহা অভিমন্যুর কুমার।
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে ঋষি-অলঙ্কার ॥
সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা-সার।
শুক যাহা পৃথিবীতে করেন প্রচার ॥

ইতি সূত-শৌনক সংবাদ।

শুকদেবের মঙ্গলাচরণ

সূত বলে শুন শুন যত ঋষিজন।
কি করেন পরীক্ষিৎ পাণ্ডব-নন্দন ॥
শুকদেবমুখে শুনি এহেন বচন।
প্রেমেতে আকুল হ'ল নৃপতির মন ॥
হরির মাহাত্ম্য যত করিয়া শ্রবণ।
হরিপদে সঁপিলেন নিজ প্রাণ মন ॥
গৃহ পত্নী পুত্র বন্ধু আর রাজ্য ধন।
ক্রমেতে ত্যজেন মায়া করিয়া যতন ॥
মৃত্যুকাল সমাগত জানিয়া অন্তরে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম রাজা পরিত্যাগ করে ॥
এইরূপে সব কর্ম্ম করি পরিহার।
বাসুদেব প্রতি মন দিলা আপনার ॥
যেইরূপে হরিকথা শুনিবার আশে।
জিজ্ঞাসিলে হে শৌনক আমার সকাশে ॥
সেইমত পরীক্ষিৎ সর্ব্বগুণাধার।
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে করিয়া বিচার ॥
মৃত্যুরে নিশ্চয় করি মুক্তির কারণ।
হরিকথা জিজ্ঞাসেন পাণ্ডব রাজন্ ॥
প্রণমিয়া শুকদেবে কহেন নৃপতি।
সর্ব্বজ্ঞ সংসার-মাঝে তুমি হে সুমতি ॥
যখন শ্রীহরি-কথা করহ কীর্ত্তন।
হৃদয় প্রফুল্ল হয় স্থির হয় মন ॥
তোমার বদনে শুনি হরির কীর্ত্তন।
অজ্ঞানতা নষ্ট মোর হইল এখন ॥

যত আশা মনে দেব হ'য়েছে উদয়।
শুনিব শ্রীহরি-কথা কহ মহাশয় ॥
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা এ বিশ্ব-সংসারে।
বেদবিদ্‌গণ যাহা বুঝিতে না পারে ॥
কেমনে মায়ার বলে এ বিশ্ব-সংসার।
সৃজন করেন হরি বিভিন্ন আকার ॥
কেমনে বা এই বিশ্ব করেন পালন।
কেমনে বা কালবশে করেন হরণ ॥
যেই শক্তিবলে হরি ধরি ভিন্নাকার।
খেলিবার আশে বিশ্বে হন অবতার ॥
আত্মা রূপে প্রবেশিয়া প্রত্যেক জীবনে।
করিছেন ক্রীড়া হরি এ তিন ভুবনে ॥
যাঁহার মায়ার ভাব না বুঝে পণ্ডিত।
কেমনে বুঝিব তাহা বুদ্ধির অতীত ॥
আশ্চর্য্য বলিয়া সবে করে অনুমান।
এক পরমাত্মা-বলে বিশ্ব অনুষ্ঠান ॥
অথবা কি ব্রহ্মা আদি অবতার দিয়া।
প্রকৃতির গুণ আদি গ্রহণ করিয়া ॥
সেই ভগবান্ কার্য্য করেন সাধন।
বুঝিতে না পারি কিছু এ সব কারণ ॥
সে হেন অদ্ভুত ভাব কেমনে বুঝিব।
কেমনে তাঁহার মায়া জানিতে পারিব ॥
পরব্রহ্মে শব্দব্রহ্মে লীন তব মন।
আপনি জানেন সব হরির কারণ ॥
বলুন আমারে দেব দয়া প্রকাশিয়া।
সন্দেহ বিনষ্ট হোক তুষ্ট হোক হিয়া ॥
এতেক শুনিয়া প্রশ্ন শুক ঋষিবর।
হরিরে স্মরণ করি করেন উত্তর ॥
শুক বলে পরীক্ষিৎ করহ শ্রবণ।
প্রথমে করিব হরিগুণের কীর্ত্তন ॥
অতীব উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলা ভূপ।
কহিব সকল কথা অতি অপরূপ ॥
অনুপম গুণ তাঁর কেমনে বর্ণিব।
অতীব প্রগাঢ় ভাব কিসে প্রকাশিব ॥
যে পুরুষ ক্রীড়াচ্ছলে শুনহে রাজন্।
রজঃ আদি শক্তিত্রয় করেন ধারণ ॥
যাঁর মহিমার কভু সীমা নাহি হয়।
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি সকল সময় ॥
দেহীর অন্তরে যিনি অন্তর্যামি-রূপ।
আত্মা নামে পরিচিত হন সর্ব্বভূপ ॥
দুর্জ্ঞেয় যাঁহার তত্ত্ব হয় অনিবার।
সে পরম পুরুষেরে করি নমস্কার ॥
ধার্ম্মিক-হৃদয়-দুঃখ যে করে ছেদন।
পাপীদের হন যিনি ধ্বংসের কারণ ॥
পরম-হংসের ব্রতে ব্রতী যেই জন।
যিনি লন আত্মতত্ত্বে তাহাদের মন ॥
অন্বেষণ-মত ভাব যে প্রদান করে।
তাঁহারে প্রণাম করি সভক্তি অন্তরে ॥
ভাগবত-জনে যিনি করেন পালন।
ভক্তিহীন জন যাঁরে না পায় কখন ॥
অদ্বিতীয় যিনি সদা শ্রেষ্ঠ সবাকার।
আত্মারূপে জীবে যিনি করেন বিহার ॥
অতুল ঐশ্বর্য্যে যাঁর আছে অধিকার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
যাঁহার কীর্ত্তনে আর যাঁহারে স্মরিলে।
যাঁহারে বন্দিলে আর যাঁহারে হেরিলে ॥
শুনিলে যাঁহার গুণ করিলে পূজন।
মানুষের পাপরাশি হয় বিনাশন ॥
শুনিলে যাঁহার যশ পুণ্য লাভ হয়।
তাঁহারে প্রণাম করি সকল সময় ॥
যাঁহার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ।
ব্রহ্মপদ লাভ করে যত বিচক্ষণ ॥
ইহ পরলোক ভয় নাহি রহে আর।
সেই পুণ্যশ্লোকে আমি করি নমস্কার ॥
কি তপস্বী কিবা যোগী কিবা দানবীর।
কি যশস্বী কি মন্ত্রজ্ঞ সদাচারী ধীর ॥
নিজ নিজ তপস্যাদি না অর্পিয়া যাঁরে।
কদাপি মঙ্গল লাভ করিতে না পারে ॥

তিনিই পবিত্রকীর্ত্তি প্রভু সবাকার।
তাঁহার চরণে আমি নমি বার বার ॥
কিরাত পুল্কস হূণ পুলিন্দ আভীর।
কঙ্ক বা যবন শক প্রত্যেক জাতির ॥
ইহা ভিন্ন ম্লেচ্ছ জাতি যত চরাচরে।
ভক্তদের আশ্রয়েতে শুদ্ধি লাভ করে ॥
যাঁহারে স্মরিলে ম্লেচ্ছ হয় পুণ্যবান্।
নমস্কার সে জনায় দিয়া মন প্রাণ ॥
ধীর ব্যক্তিদের যিনি উপাস্য নিয়ত।
আত্মার স্বরূপ যিনি হন অবিরত ॥
বেদময় ধর্ম্মময় যিনি অধীশ্বর।
তপোময় যেইজন হয় নিরন্তর ॥
ভক্ত যাঁর মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়েতে অতি।
সেই হরি তুষ্ট যেন হন মোর প্রতি ॥
লক্ষ্মী যজ্ঞ সৃষ্টি বুদ্ধি আর লোক যত।
তাহাদের পতি যিনি হন অবিরত ॥
অন্ধক বৃষ্ণি সাত্বত আছে যত জন।
তাহাদের পতি গতি যিনি সদা হন ॥
সেই সে মুকুন্দ হরি জগতের পতি।
কৃপা করি তুষ্ট যেন হন মোর প্রতি ॥
যাঁহার চরণ চিন্তা করি অনুক্ষণ।
আত্মতত্ত্ব বুঝিবারে পারে জ্ঞানী জন ॥
পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিজ বুদ্ধি অনুসারে।
সগুণ নির্গুণ বলি নির্দ্দেশে যাঁহারে ॥
সেই শ্রীমুকুন্দ হরি জগতের পতি।
কৃপা করি তুষ্ট যেন হন মোর প্রতি ॥
প্রলয়ে যখন বিশ্ব হইল সংহার।
পুনঃ পূর্ব্ব সৃষ্টি যিনি করিতে বিস্তার ॥
ব্রহ্মার অন্তরে স্মৃতি করি সঞ্চারিত।
বেদ সরস্বতী রূপে হন প্রকাশিত ॥
সুলক্ষণা বাণী যাঁর কৃপায় বিকাশ।
সেজন প্রসন্ন হন এই মম আশ ॥
যিনি দেহরূপ-পুর করিয়া নির্ম্মাণ।
অন্তর্যামিরূপে তাতে রহেন শয়ান ॥
ষোড়শ শক্তিতে যিনি দেহে বিরাজিত।
প্রত্যেকের গুণে যিনি সদা বিভূষিত ॥
সর্ব্বজ্ঞ হয়েন যিনি এ বিশ্ব সংসার।
তাঁর পদে কোটি কোটি মম নমস্কার ॥
যত সব ভক্ত-বৃন্দ আনন্দ-নিদান।
যাঁর বাণী মকরন্দ করিয়াছে পান ॥
বাসুদেব সম সেই ব্যাসদেব ঋষি।
তাঁহারেও নমস্কার করি দিবানিশি ॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ হ'য়ে একমন।
উত্তরিব একে একে কহিলে যেমন ॥
এ হেন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব নারদ সুজন।
জিজ্ঞাসেন চতুর্ম্মুখে হ'য়ে একমন ॥
চতুর্ম্মুখ যা শুনেন হরির সকাশ।
নারদ নিকটে তাহা করেন প্রকাশ ॥
কহিব সে হেন কথা তোমার সদন।
লভিবে অধ্যাত্ম-জ্ঞান তাহাতে রাজন্ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
শুকদেব-মুখামৃত জ্ঞানের আধার ॥

ইতি শুকদেবের মঙ্গলাচরণ।

সপ্তম অধ্যায়

নারদের প্রতি ব্রহ্মার ব্রহ্ম-নির্ণয়

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সুজন।
শুক-মুখামৃত যোগ আশ্চর্য্য বর্ণন ॥
বুঝাইতে পরীক্ষিতে পূর্ব্ব প্রশ্নচয়।
নারদ-ব্রহ্মার বাণী শুকদেব কয় ॥
অধ্যাত্ম-তত্ত্বের কথা অতি মনোরম।
যেই শুনে তার হয় পবিত্র জনম ॥
শুকদেব বলে ওহে রাজা পরীক্ষিৎ।
অপূর্ব্ব কাহিনী শুন হ’য়ে অবহিত ॥
অধ্যাত্ম-বিদ্যার কথা তাহাতে প্রচার।
ব্রহ্মা-নারদের বাণী অপূর্ব্ব আকার ॥
যে ভাবে নারদ মুনি জিজ্ঞাসে ব্রহ্মায়।
যে ভাবে কমলযোনি উত্তরেন তায় ॥
সেই ভাবে শুকদেব পরীক্ষিতে কন।
সূত বলে সেই কথা শোন মুনিগণ ॥
একদা নারদ গিয়া ব্রহ্মার সদন।
হেরেন কমলযোনি জ্ঞান-বিভূষণ ॥
ব্রহ্মারে নেহারি ঋষি আনন্দ-অন্তরে।
প্রণাম করেন তাঁরে সাষ্টাঙ্গে সত্বরে ॥
নারদ বলেন ব্রহ্মা, হে ভূত-ভাবন।
সকলের পূর্ব্ব তুমি জগৎ-কারণ ॥
প্রণমি তোমার পদে হ’য়ে একমন।
আছে কিছু অভিলাষ করি নিবেদন ॥
তোমার কৃপায় দেব জেনেছি সকল।
অধ্যাত্ম না জানি কিছু কহ অবিকল ॥
সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম যে জ্ঞান।
সেই জ্ঞান কৃপা করি কর মোরে দান ॥
যাঁহার দয়ায় বিশ্ব হইল প্রকাশ।
আশ্রয়-স্বরূপ যিনি সকল সকাশ ॥
যেজন হইতে বিশ্ব হইল সৃজন।
যাঁহার বলেতে বিশ্ব হ’তেছে রক্ষণ ॥
যাঁহার নিয়মে বিশ্ব প্রলয় বিলয়।
কহ দেব সেই তত্ত্ব করিয়া নিশ্চয় ॥
অতীত ও ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান।
সর্ব্বত্রই সমভাবে আছে তব জ্ঞান ॥
সকলের প্রভু তুমি ওহে পদ্মাসন।
তোমার অধীন হয় এ তিন ভুবন ॥
হস্তস্থিত আমলকী ফলের মতন।
নিশ্চয় করিয়া জান এ বিশ্ব ভুবন ॥
আপন বিজ্ঞান রহে ব্যাপ্ত চরাচর।
সকল কারণ দেব তোমার গোচর ॥
যাঁহার অধীনে তুমি সতত চেতন।
যাঁহার আশ্রয়ে তুমি হ’তেছ রক্ষণ ॥
যাঁহার অধীনে তুমি কর অবস্থান।
যাঁহার স্বরূপ লভি পাইয়াছ জ্ঞান ॥
যে মায়ার বলে তুমি ল’য়ে মহাভূত।
সৃজিতেছ এই বিশ্বে অতীব অদ্ভুত ॥
কহ দেব সেই তত্ত্ব জানিবার আশ।
হ’য়েছে আমার কর পূর্ণ অভিলাষ ॥
ঊর্ণনাভ নিজ শক্তি করি সঙ্কোচন।
আপন প্রভাবে যথা করয়ে হরণ ॥
তেমনি তুমিও ভক্তি করিয়া প্রকাশ।
আপন প্রভাবে তাহা করিছ বিনাশ ॥
এই ভাবে অনায়াসে করিয়া সৃজন।
অক্লেশে আত্মার মাঝে করিছ পালন ॥
কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ হয় এই ভূমণ্ডলে।
কোন্ বস্তু হীন নাহি বুঝি জ্ঞানবলে ॥

কোন্ কোন্ বস্তু হয় মধ্যম সমান।
হে অনাদি বিন্দুমাত্র নাহি মোর জ্ঞান॥
এই সংসারের মাঝে শুন গুণধাম।
দ্বিপদাদি রূপ আর মনুষ্যাদি নাম॥
স্থূল সূক্ষ্ম যত বস্তু দেখিবারে পাই।
শ্বেত কৃষ্ণ আদি গুণে সূচিত সদাই॥
ভাল মন্দ স্থূল সূক্ষ্ম যা ভাবি বিচারে।
সকলি তোমার সহ অদৃশ্য আকারে॥
তোমা ভিন্ন অন্য স্রষ্টা না হেরি নয়নে।
তোমার সৃজিত বিশ্ব ভাবি মনে মনে॥
যখন না হ'ল বিশ্ব এমন প্রকাশ।
একমাত্র তুমি হও তখন বিকাশ॥
সৃষ্টির কারণ করি তপ অনুষ্ঠান।
দুর্জ্জয় বিভূতি পাও সহ আত্মজ্ঞান॥
বিভূতির কার্য্যমাত্র দেখি মোরা সবে।
আকুলিত মনে মনে হইতেছি ভবে॥
যেরূপে বুঝিব আমি সেই আত্মজ্ঞান।
সেইমত জ্ঞান মোরে করহ প্রদান॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
কৌশলে ভক্তের রক্ষা কার্য্যই আত্মার॥

ইতি নারদের প্রতি ব্রহ্মার ব্রহ্ম নির্ণয়।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অধ্যাত্মবিদ্যা-প্রকাশ

সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণে।
শুনহ শুকের বাক্য কহি এই ক্ষণে॥
রাজা পরীক্ষিতে কহে শুক তপোধন।
তব প্রশ্নোত্তর শুন একান্তে রাজন্॥
অতীব উত্তম প্রশ্ন যা করিলা বীর।
আধ্যাত্মিক জ্ঞান তারে কহে যত ধীর॥
প্রথমে কহেন ব্রহ্মা নারদ-সদন।
সেই কথা শুন রাজা হয়ে একমন॥
নারদের স্তুতি-প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে মজিল তবে পিতামহ-মন॥
নারদেরে সম্ভাষিতে করি বিবেচন।
আরম্ভ করেন তিনি অধ্যাত্ম-বচন॥
কহেন কমলযোনি শুন অতঃপর।
অধ্যাত্ম-বচন কহি প্রশ্নের উত্তর॥
অপূর্ব্ব প্রশ্নের ভাব কহিলে বাছনি।
অতি মনোহর কথা অর্থ-শিরোমণি॥
জনম হইলে মোর জ্ঞানের উদয়।
হেরিলাম এই বিশ্ব ঘোর তমোময়॥
অদ্ভুত হেরিয়া বিশ্ব আশ্চর্য্য হইয়া।
সৃষ্টিকর্ত্তা জানিবারে কাঁপে মম হিয়া॥
যাইনু বিষ্ণুর কাছে জিজ্ঞাসিনু তাঁয়।
কহিলেন মোরে বিভু অধ্যাত্ম-বিদ্যায়॥
বিষ্ণুর সমীপে লভি আধ্যাত্মিক জ্ঞান।
প্রকাশিনু এই বিশ্ব পূর্ব্বের সমান॥
সেই প্রশ্ন আজি তুমি করিলে প্রকাশ।
সাধ্যমত পুরাইব তব অভিলাষ॥
কি কহিব হে নারদ তব জ্ঞান কথা।
যতই স্তুতিলে মোরে সঙ্গত সর্ব্বথা॥
সকলেই আমি আছি কহিলে বচন।
আমা হ'তে হইয়াছে সকল সৃজন॥
যথার্থ সে কথা বটে করিতে প্রকাশ।
মোর স্রষ্টা জ্ঞান হলে জ্ঞানের বিকাশ॥
এইমাত্র ভ্রম তব কহিলাম সার।
শুন মোর কথা পরে করিও বিচার॥
আশ্রয়-বিহনে সূর্য্য যথা অপ্রকাশ।
আশ্রয়-বিহনে অগ্নি না হয় বিকাশ॥
রবি চন্দ্র গ্রহ আর তারা অগণন।
পরের সাহায্যে করে আত্ম-প্রকাশন॥
যেইজন পূর্ব্বরূপে করি অবস্থান।
বিশ্বের অন্তরে হন সদা বিদ্যমান॥

জ্ঞানের সাহায্যে যারে করি সুপ্রকাশ।
নমস্কার করি দিয়া হৃদয়ের আশ॥
যাঁর মায়াবলে মোর সৃষ্ট জীবগণ।
জগতের গুরু বলি করে সম্ভাষণ॥
সেই বাসুদেব পদে সমর্পি অন্তর।
জ্ঞান-পদ্মে চিন্তা মাত্র করি নিরন্তর॥
যে অবিদ্যা বাসুদেবে করি নিরীক্ষণ।
লজ্জিত হইয়া করে দ্রুত পলায়ন॥
বিমোহিত জীবগণ সে অবিদ্যাবলে।
বৃথাই মমতা করে তাহার কৌশলে॥
আমি বা আমার শব্দ নাহি অর্থ তার।
বৃথাই জল্পনা-মাত্র অজ্ঞান আঁধার॥
দ্রব্য কর্ম্ম জীব আদি যা আছে জগতে।
কেহ নহে শ্রেষ্ঠ কভু নারায়ণ হ'তে॥
বেদ স্বর্গ যজ্ঞ আদি যাহা কিছু রয়।
নারায়ণ সকলের কারণ যে হয়॥
নারায়ণ ভিন্ন বিশ্বে নাহি কিছু আর।
দেবগণ মাত্র তাঁর বিভিন্ন আকার॥
ভূলোক গোলোক আদি সেই নারায়ণ।
সমস্ত যজ্ঞেতে সেই যজ্ঞেশ শরণ॥
তপে নারায়ণ ভিন্ন নাহি কিছু আর।
জ্ঞানপথে নারায়ণ সর্ব্বসারাৎসার॥
জীবের যতেক গতি সেই নারায়ণ।
আমিও হইনু সৃষ্ট তিনিই কারণ॥
তাঁহার সৃষ্টিতে বস্তু ছিল অপ্রকাশ।
নবভাবে সৃজি তারে করিনু বিকাশ॥
নির্গুণ হইয়া বিভু স্বীয় মায়াবলে।
মায়ার আশ্রয় তিনি লন সুকৌশলে॥
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন করিতে সাধন।
সত্ত্ব রজ তম গুণ করেন ধারণ॥
দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াশ্রয় পঞ্চভূতময়।
ইন্দ্রিয়-কারণীভূত সেই গুণত্রয়॥
কার্য্য ও কারণ আর কর্ত্তৃত্বের তরে।
নিত্যমুক্ত পুরুষেরে বাঁধে মায়াডোরে॥
অধোক্ষজ সে পুরুষ শুনি ঋষিবর।
আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা সবার ঈশ্বর॥
গুণত্রয় সহযোগে যত ভক্তজন।
তাঁহার গতির কথা করে নির্ণয়ন॥
মায়ার ঈশ্বর তিনি আপন ইচ্ছায়।
প্রকৃতি আশ্রয় লন নিজের মায়ায়॥
পরম পুরুষ যিনি জগতের ভূপ।
ধারণ করেন তিনি নানাবিধ রূপ॥
গুণের মাঝারে থাকি সেই ভগবান্।
নাহি হয় সকলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥
আমিও তদ্রূপ তাঁরে দেখিতে না পাই।
গুণ ত্যজি জ্ঞানচক্ষে নেহারি সদাই॥
একদা মহেশ করি সৃষ্টি অভিলাষ।
ইচ্ছিলেন ভিন্নরূপে নিজের প্রকাশ॥
হেন অভিলাষ করি দেব সনাতন।
মায়াবলে কাল-কর্ম্ম করেন সৃজন॥
স্বভাব প্রকাশ করি সেই মায়াবলে।
মহত্তত্ত্ব উৎপাদন করেন কৌশলে॥
তিন গুণ ছিল অগ্রে মায়ার প্রধান।
কালবশে হ'ল তার বিকার বিধান॥
স্বভাব করিল তাহা নিত্য ব্যবহার।
কর্ম্মেতেই মহত্তত্ত্ব সৃজন তাহার॥
মহত্তত্ত্বে সত্ত্ব রজ তমের মিশ্রণ।
দ্রব্য-ক্রিয়া জ্ঞান তাহে থাকে সংযোজন॥
সকলে মিশিয়া এক হইল আকার।
নাম তার বেদ-মাঝে হয় অহঙ্কার॥
সেই অহঙ্কার-তত্ত্ব লভিয়া বিকার।
সত্ত্ব রজ তম গুণে বিভক্ত আবার॥
সত্ত্ব অহঙ্কারে জন্ম যত দেবতার।
রজ অহঙ্কারে জন্ম ইন্দ্রিয় সবার॥
তামসিক অহঙ্কার হ'তে অতঃপর।
পঞ্চভূত জন্ম লয় শুন মুনিবর॥
ব্রহ্মা কন শুন শুন ওহে ঋষিবর।
ভূতের উৎপত্তি-কথা অতি মনোহর॥

পূর্ব্বে কহিলাম আমি ক'রেছ শ্রবণ।
তামসিক অহঙ্কার কি ভাবে সৃজন ॥
তামসিকে দ্রব্যজ্ঞান হয় উৎপাদন।
তাহাতে লভিতে শব্দ হয় প্রয়োজন ॥
শব্দ-মাত্র গুণযুক্ত করয়ে আকাশ।
তামসিক হ'য়ে তার হইল প্রকাশ ॥
শব্দ হয় আকাশের সূক্ষ্মের আকার।
শব্দই তাহার ধর্ম্ম গুণরূপী তার ॥
দৃশ্য আর দ্রষ্টা ইহা শব্দেই বুঝায়।
শব্দেতেই উভয়ের রূপ জানা যায় ॥
আকাশ হইতে বায়ু হয় উৎপাদন।
স্পর্শগুণে তাহে বুঝ শাস্ত্রের বচন ॥
পূর্ব্বভূতে সেই গুণ করয়ে কারণ।
পরভূতে সেই গুণ রহে সংযোজন ॥
সেই হেতু শব্দ স্পর্শ ধরয়ে পবন।
অনুভবে বুঝিবেক পণ্ডিত যে জন ॥
বায়ু হ'তে হয় যত ইন্দ্রিয় ও মন।
দেহের পটুতা জন্মে তাহার কারণ ॥
বায়ুর বিকার যবে হয় অতঃপর।
তাহা হ'তে তেজ জন্মে শুন মুনিবর ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ আদি এই গুণত্রয়।
তেজে হয় অনুভূত জ্ঞানিজনে কয় ॥
অগ্নি হ'তে জল হয় রস-গুণ তার।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস বর্ত্তে তাহে চার ॥
জল হ'তে ক্ষিতি জন্মে গন্ধ গুণ তার।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস তাহে ব্যবহার ॥
এইরূপে পঞ্চভূত এ বিশ্বে প্রমাণ।
বুঝহ নারদ ঋষি শাস্ত্রের বিধান ॥
সত্ত্ব অহঙ্কার তত্ত্ব পাইলে বিকার।
জন্ম লয় চন্দ্র দিক অশ্বিনীকুমার ॥
মন বায়ু সূর্য্য ইন্দ্র জল হুতাশন।
প্রজাপতি মিত্র আদি জন্মে দেবগণ ॥
রাজসিক অহঙ্কার পাইলে বিকার।
জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি কর্ণ ত্বক্ আর ॥
প্রাণ ঘ্রাণ চক্ষু জিহ্বা বাক্ পায়ু পাণি।
লিঙ্গ ও চরণ আদি জন্মে তাহা জানি ॥
এ সকল ভূত গুণ ইন্দ্রিয় ও মন।
না মিলিলে নাহি হয় দেহের সৃজন ॥
প্রেরিত হইয়া সবে হরির আজ্ঞায়।
সৃজন করিল দেহ আসিয়া ধরায় ॥
ভাবাভাব ল'য়ে মনে করিল তখন।
সমষ্টি ও ব্যষ্টিময় দেহের সৃজন ॥
জীব-দেহ এইরূপে হয় সংগঠন।
কভু নাহি দেহ হয় হ'লে অমিলন ॥
আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ এই প্রাণীদের কায়া।
বুঝহ নারদ মুনি ঈশ্বরের মায়া ॥
এমতে হইল যবে দেহের গঠন।
আত্মারূপে হরি তাহে ধরিল জীবন ॥
এইমতে জীবদেহ নির্ম্মাণ বিলয়।
এ সংসারে এইরূপ সততই হয় ॥
কেমনেতে সেই হরি এ বিশ্ব-সংসারে।
আছেন সর্ব্বত্র ব্যাপি না ধরি আকারে ॥
কহিব সে কথা পরে শুন তপোধন।
আশ্চর্য্য এ কথা মুনি বেদের বচন ॥
সুবোধ রচিল গীত ভারতের সার।
যে পড়িবে একমনে হইবে উদ্ধার ॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অধ্যাত্মবিদ্যা-প্রকাশ।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঈশ্বরের বিরাট রূপ নির্ণয়

সূত কহে সম্বোধিয়া ওহে ঋষিগণ।
শুন সবে বিরাটের অপূর্ব্ব বর্ণন॥
নারদে কহেন পুনঃ মধুর বচনে।
কিরূপেতে নারায়ণ স্থিত এ ভুবনে॥
সহস্র বৎসর ধরি ব্রহ্মাণ্ড যখন।
অনন্ত জলের তলে ছিল নিমগন॥
করিয়া অদৃষ্ট কর্ম্ম স্বভাব গ্রহণ।
সচেতন করে তারে শ্রীমধুসূদন॥
আপনি প্রবেশি তাহে সেই নারায়ণ।
অন্তর্ভেদ করি নিজে বহির্গত হন॥
সহস্র চরণ তাঁর সহস্র নয়ন।
সহস্র মস্তক আর সহস্র বদন॥
এই রূপ ধরি তবে নিজে নারায়ণ।
সেই অণ্ড ভেদ করি বহির্গত হন॥
সেই পুরুষের যত অবয়ব মাঝে।
চতুর্দ্দশ ভুবনাদি সতত বিরাজে॥
চতুর্দ্দশ বিভাগেতে দেহ বিভাজন।
ঊর্দ্ধ সপ্তে অধঃ সপ্তে এ চৌদ্দ ভুবন॥
ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ ক্ষত্রিয় সে কর।
বৈশ্যজাতি হয় তাঁর ঊরু শোভাকর॥
পাদদ্বয়ে শূদ্রজাতি হয় উৎপাদন।
অপূর্ব্ব তাঁহার রূপ করিতে বর্ণন॥
চরণে ভূর্লোক তাঁর ভুবঃ নাভিদেশে।
স্বর্লোক বিরাজ করে হৃদয়ের শেষে॥
বক্ষোমাঝে মহর্লোক কিবা শোভা পায়।
জনলোক শোভে সদা তাঁহার গ্রীবায়॥
ওষ্ঠদ্বয়ে তপোলোক ব্রহ্মলোক মাথে।
ঊর্দ্ধাঙ্গে এ সপ্তলোক রহে তাঁর সাথে॥
কটিতে অতল শোভে ঊরুতে বিতল।
জানুতে সুতল শোভে জঙ্ঘে তলাতল॥
মহাতল সদাই বিরাজে গুল্ফ ভাগে।
রসাতল বর্ত্তমান চরণের আগে॥
পদতলে পাতাল বিরাজে অনুক্ষণ।
এইরূপে বিরাজিত এ চৌদ্দ ভুবন॥
অথবা যদ্যপি হয় ত্রিলোক কল্পিত।
চরণ দ্বয়েতে তাঁর ভূর্লোক নিহিত॥
নাভিদেশে ভুবর্লোক স্বর্লোক শিরেতে।
বাসুদেব অঙ্গস্থিতি হয় এই মতে॥
বাগিন্দ্রিয় আর বহ্নি তাঁহার আনন।
বেদেতে অপূর্ব্ব তাঁর ত্বগাদি শোভন॥
হব্য কব্য অমৃতান্ন ষড়্‌বিধ রস।
ইহাই জিহ্বায় তাঁর হয় সদা বশ॥
প্রাণাদি অন্তর বায়ু বহিঃস্থ পবন।
ইহাই সে পুরুষের নাসিকা শোভন॥
অশ্বিনী ও অন্তরীক্ষ আর গন্ধচয়।
সে জনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সবে হেন কয়॥
তাঁহার নয়নে রূপ তেজের উদয়।
তাঁহার শ্রবণ হ’তে দিকের নির্ণয়॥
শব্দযুক্ত কর্ণ তাঁর নির্ণয় আকাশ।
জগৎ সৌন্দর্য্য তাঁর শরীরে বিকাশ॥
ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শগুণে যজ্ঞ উৎপাদন।
রোমাদি হইতে জন্মে বৃক্ষলতাগণ॥
কেশেতে জন্মিল মেঘ বিদ্যুৎ শ্মশ্রুতে।
শিলাদি হইল তাঁর পদনখ হ’তে॥
হস্তনখ হ’তে যত ধাতু উৎপাদন।
বাহুতে জন্মিল যত লোকপালগণ॥
তাঁহার চরণক্ষেপ শুন মহাশয়।
ভূর্লোক প্রভৃতি যত লোকের আশ্রয়॥
ভয় হ’তে ত্রাণ আর লব্ধাদি রক্ষণ।
আর ইষ্টলাভ স্থান তাঁহার চরণ॥
জল মেঘ শুক্র আর যত বারিচয়।
তাঁর শিশ্ন হ’তে সবে সমুদ্ভূত হয়॥
রতি-ক্রীড়া সুখ যাহা জগতে প্রকাশ।
পুরুষ উপস্থ হ’তে তাহার বিকাশ॥

যম মিত্র আর যত পুরীষের স্থান ।
পুরুষের পায়ু হ'তে জন্মে মতিমান ॥
হিংসা মৃত্যু নরকাদি মন্দ স্থান যাহা ।
তাঁর গুহ্যদেশ হ'তে সমুদ্ভূত তাহা ॥
পৃষ্ঠভাগ হ'তে জন্ম অধর্ম্ম অজ্ঞান ।
নাড়ীগণ নদনদী উৎপত্তির স্থান ॥
অস্থি হ'তে হয় যত গিরি উৎপাদন ।
জঠরে সমুদ্র, আর প্রাণীর নিধন ॥
লিঙ্গ দেহ আমাদের জনমে হৃদয়ে ।
বুঝহ নারদ তুমি স্থিরমন হ'য়ে ॥
তুমি আমি ধর্ম্ম রুদ্র সত্ত্ব ও বিজ্ঞান ।
সনকাদি আর যত রয়েছে সন্তান ॥
সকলের কাছে সেই চিত্ত শ্রীহরির ।
পরম সম্পদ্ সদা শুন মুনি ধীর ॥
তুমি আমি রুদ্র আর যতেক মানব ।
মুনি সুর নাগ পক্ষী মৃগ ও দানব ॥
যক্ষ রক্ষ ভূতগণ গন্ধর্ব্ব অপ্সর ।
পিতৃগণ সিদ্ধ আর যত বিদ্যাধর ॥
নক্ষত্র তারকারাজি বৃক্ষ সমুদয় ।
জলে স্থলে যেই সব জীবজন্তু রয় ॥
বিরাট্ পুরুষ যিনি জগতের ভূপ ।
এ সকল সদা হয় তাঁহার স্বরূপ ॥
এ জগতে যাহা কিছু কর দরশন ।
নাহি কিছু শোভা পায় ভিন্ন সেই জন ॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব অসীম সমান ।
সকলি ব্যাপিয়া তিনি হন বিদ্যমান ॥
তিনি ভূত ভবিষ্যৎ তিনি বর্ত্তমান ।
বেষ্টন করিয়া বিশ্ব করে অবস্থান ॥
আপন মণ্ডলে থাকি যেমন তপন ।
মণ্ডল বাহিরে সুখে বিতরে কিরণ ॥
সেইরূপ বিশ্ব-আত্মা বিশ্বের কারণ ।
বিরাটরূপেতে তিনি প্রকাশিত হন ॥
বিশ্বের অন্তরে আর বাহিরে সমান ।
আপন প্রভাবে তিনি সদা বিদ্যমান ॥
দেহী কর্ম্মফলে দেখ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় ।
ইহাও তাঁহার ধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয় ॥
অভয়ের দাতা তিনি নাহি মৃত্যু তাঁর ।
জীবের কারণ সৃষ্টি করেন সংসার ॥
পক্ষপাত নাহি তাঁহে আত্মভাবে গতি ।
অপার মহিমা তাঁর অবিনাশ মতি ॥
ভূরাদি যতেক লোক অংশ হয় তাঁর ।
নিখিলের লোক রহে চরণ মাঝার ॥
তিনি হন ত্রিলোকের মস্তক স্বরূপ ।
ত্রিভুবনপতি তিনি জগতের ভূপ ॥
এক অংশ মাত্র ভূমি জীব জন্মে যাতে ।
বুঝিলে হৃদয়ে হয় আনন্দ তাহাতে ॥
মহ আদি ত্রিলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থান ।
অমৃত অভয় ক্ষেম সেথা বর্ত্তমান ॥
ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ আর যতিগণ ।
ত্রিলোক বাহিরে পান সুখের ভবন ॥
তিনপদ পরিত্যাগী একপাদ রয় ।
সেই পাদ গৃহস্থের বাস-যোগ্য হয় ॥
গৃহস্থ ও আর যত রহিছে আশ্রম ।
দুই ভাগে করে সবে বিভিন্ন ধরম ॥
কর্ম্মাশ্রয় গৃহস্থের আর জ্ঞানাশ্রয় ।
দুই পথ এই বিশ্বে প্রকাশিত রয় ॥
হেনমতে বিরাটের করিনু ব্যাখ্যান ।
বুঝহ নারদ তুমি এবে আত্মজ্ঞান ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার ।
হরিমাত্র সংসারের একই আধার ॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঈশ্বরের বিরাটরূপ নির্ণয় ।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উৎপত্তি ও তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন

সূত কহে শুন শুন মুনীন্দ্র সুজন।
শুক-মুখামৃত বাণী অমৃত নিঃস্বন॥
শুক কহে পরীক্ষিতে আনন্দিত-মনে।
অধ্যাত্ম-জ্ঞানের কথা সার এ ভুবনে॥
এতেক কহিয়া তবে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কহেন নারদে হ’য়ে আনন্দিত-মতি॥
শুনিলে নারদ এবে বিশ্ব-উৎপাদন।
কি ভাবে বিলয় আর কি ভাবে পালন॥
ঈশ্বর-মাহাত্ম্য কথা শুন একমনে।
ভক্তির সঞ্চার হয় যাহার শ্রবণে॥
নারদ শুনেন তবে স্থির করি মন।
শ্রবণে আশ্চর্য্য হন অধ্যাত্ম-কথন॥
পুলকিতচিত হ’য়ে প্রজাপতি কয়।
যাঁহা হ’তে এ ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হয়॥
তিনিই তাঁহার মাঝে হইয়া বিকাশ।
করেন আপন রূপ বিরাট্ প্রকাশ॥
ঈশ্বর তাঁহার নাম শুন তপোধন।
অতীব আশ্চর্য্য কথা বেদের বচন॥
আপন মণ্ডলে থাকি যেমন তপন।
মণ্ডল বাহিরে সুখে বিতরে কিরণ॥
এ ব্রহ্মাণ্ডে সেইরূপ বাহিরে অন্তরে।
সেই জগদীশ সুখে অবস্থান করে॥
পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন নাহি কিছু আর।
এক ঈশ গণনাতে বিভিন্ন আকার॥
ঈশ্বরের নাভি হ’তে জনম আমার।
জনমি দেখিনু যবে এ বিশ্ব-সংসার॥
নয়ন মেলিয়া আমি হেরিনু নয়নে।
যা হ’তে জন্মিনু সেই পুরুষ-রতনে॥
যজ্ঞ সাধনের তরে দ্রব্য সমুদয়।
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ নাহি হয়॥
পুরুষ-শরীর হ’তে সবার সৃজন।
বুঝিনু ক্রমেতে হেরি সবার গঠন॥
যজ্ঞের কারণ ছিল প্রয়োজন যাহা।
করিলাম ক্রমে আমি আহরণ তাহা॥
শত শত পশু আর কুশ বনস্পতি।
মনোহর যজ্ঞভূমি আর ঋতুগতি॥
প্রয়োজন যত পাত্র ওষধি সকল।
মধু স্নেহ যত কিছু আর রস জল॥
লৌহ স্বর্ণ আদি ধাতু ক্ষিতি আর জল।
সাম ঋক্ যজু আর কর্ম্মাদি সকল॥
চাতুর্হোত্র কর্ম্ম আর মনুগণ যত।
যত দেবগণ আর দক্ষিণা ও ব্রত॥
কল্প গতি ও সঙ্কল্প আর অনুষ্ঠান।
প্রয়োজন মত যত প্রায়শ্চিত্ত দান॥
যদিও এসব বস্তু ভিন্ন নানা মতে।
তথাপি সংগ্রহ করি তাঁর অঙ্গ হ’তে॥
বুদ্ধিবলে আহরণ করিয়া সকল।
ব্যবহার করিলাম যজ্ঞেতে কেবল॥
তাঁহারি লইয়া বস্তু দিলাম তাঁহারে।
এইমতে আরাধনা করি বিধাতারে॥
আমারে হেরিয়া হেন যত প্রজাপতি।
মম সম ঈশ্বরার্থ যজ্ঞে দেন মতি॥
আছিল যতেক ঋষি আর মনুগণ।
পিতা ও দেবতা যত দৈত্য অগণন॥
আছিল যতেক তবে মানব সৃজন।
মম সম যজ্ঞে ঈশ করে আরাধন॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব অপূর্ব্ব রচন।
নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত রহে সর্ব্বক্ষণ॥
অগুণ ছিলেন পূর্ব্বে সেই ভগবান্।
বহুগুণ হইলেন ল’য়ে মায়া ভান॥
তাঁহার কৃপায় বিশ্ব করিনু সৃজন।
মহাদেব তাঁর বলে করে সংহরণ॥
আপনি বিষ্ণুর রূপ করিয়া ধারণ।
এই বিশ্ব নিরন্তর করেন পালন॥

যেমন করিলে প্রশ্ন তুমি ঋষিবর।
অধ্যাত্ম-লক্ষণ তাঁর করিনু উত্তর ॥
এই মাত্র তুমি মনে জানিবে হে সার।
ভগবান্ রূপ-মাত্র সকল সংসার ॥
কার্য্য বা কারণে বস্তু হইল সৃজন।
ঈশ হ'তে ভিন্ন নহে জ্ঞানীর বচন ॥
শুন শুন হে নারদ কহিনু তোমারে।
ধ্যান করি শ্রীহরিরে ভক্তি সহকারে ॥
সেইজন্য বাক্য মোর মিথ্যা নাহি হয়।
মনের গতিও সদা সত্যযুক্ত রয় ॥
কুপথে না যায় মোর ইন্দ্রিয় সকল।
শ্রীহরির ধ্যান আমি করি অবিরল ॥
যেই হেতু মন্দ-পথে নাহি মম গতি।
যা কহিব সত্য হবে জেনো হে সুমতি ॥
ভ্রমেও না ভেবো মিথ্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।
মোর হৃদে মিথ্যা কভু না হয় উত্থান ॥
সকলি ভাবিবে সত্য আমার বচন।
বেদময় আমি হই তপোময় মন ॥
প্রজাপতি গণপতি সবার পূজিত।
মিথ্যা নাহি হয় মম হৃদয়ে উদিত ॥
শুনহ নারদ বলি আর এক বচন।
এইরূপে করি আমি যোগাবলম্বন ॥
নারিনু বুঝিতে তাঁরে কিবা তাঁর রূপ।
কেমন হইয়া তিনি হন সর্ব্ব-ভূপ ॥
আকাশ যেমন নিজ অন্ত নাহি পায়।
সেইরূপ অন্ত নাহি হরির মায়ায় ॥
নিজে হরি সে মায়ার নাহি পান সীমা।
অপূর্ব্ব তাঁহার কীর্ত্তি অনন্ত মহিমা ॥
দেবগণ অন্ত নাহি পায় যে তাঁহার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
তাঁহার চরণ শুধু করিয়া শরণ।
সংসার হইতে মুক্ত হয় জীবগণ ॥
নিখিল মঙ্গলরূপী সেই শ্রীচরণ।
স্বস্ত্যয়নরূপী তাহা শুন হে সুজন ॥
তুমি আমি আর রুদ্র আদি দেবগণ।
তাঁহার স্বরূপ নারে বুঝিতে কখন ॥
অন্য অন্য যত আছে দেবতা নিচয়।
কেমনে স্বরূপ তাঁর বুঝিবে নিশ্চয় ॥
আমরা বিমুগ্ধ হ'য়ে মায়ায় তাঁহার।
নিজ নিজ বুদ্ধিবশে কহি অনিবার ॥
যেজন শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র পূজিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মায়ায় সৃজিত ॥
যদিও তাঁহার গুণ গাহি অনুক্ষণ।
তথাপি তাঁহার তত্ত্ব না বুঝি কখন ॥
অসীম তাঁহার লীলা অনন্ত অপার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
সেই আদি পুরুষের জন্ম মৃত্যু নাই।
কল্পে কল্পে লীলা তিনি করেন সদাই ॥
কি আশ্চর্য্য তাঁর লীলা করিব বর্ণন।
আপনি নিজেরে তিনি করেন সৃজন ॥
আপনিই সেই সৃষ্টি করেন পালন।
আপনাতে সেই সৃষ্টি করেন হরণ ॥
তিনি ভিন্ন এ জগতে নাহি কিছু আর।
সংসারের মূল তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার ॥
শুদ্ধ সত্য তিনি সদা জ্ঞানের স্বরূপ।
আদি অন্ত হীন তিনি ত্রিভুবন-ভূপ ॥
সন্দেহ রহিত তিনি জগতের স্বামী।
চপলতা নাহি তাঁর তিনি অন্তর্যামী ॥
জ্ঞান সত্য সদা পূর্ণ যিনি নিত্যময়।
আদি অন্ত বিবর্জ্জিত নির্গুণ যে হয় ॥
একমাত্র যিনি হন নহে দ্বৈতময়।
জীবাত্মার সুখরূপে সে জন যে রয় ॥
যোগবলে যবে করে ইন্দ্রিয় দমন।
এরূপে কল্পনা করে যত মুনিগণ ॥
তাহাদের যবে হয় প্রশান্ত মানস।
কুতর্কে যখন তারা নাহি হয় বশ ॥
যখন কুতর্কে মগ্ন ঋষি সমুদয়।
তখন পূর্ব্বের ভাব তিরোহিত হয় ॥

তাই বলি হে নারদ শুন দিয়া মন।
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা অধ্যাত্ম-কথন ॥
পুরুষ রূপেতে বিষ্ণু অগ্রে অবতার।
নাম মাত্র জানে সবে নাহিক আকার ॥
যে প্রভাবে স্বভাবের করেন পালন।
পুরুষ তাঁহারে বলি বেদেতে গণন ॥
পরে কাল মন দ্রব্য স্বভাব বিকার।
ইন্দ্রিয় বিরাট্ আর গুণের আকার ॥
স্থাবর জঙ্গম ক্রমে ভাল মন্দ জ্ঞান।
পুরুষের দেহ হ'তে সবার উত্থান ॥
পরবর্ত্তী অবতার এ সকলে কয়।
বেদের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥
আমি ব্রহ্মা রুদ্র বিষ্ণু দক্ষ প্রজাপতি।
তুমি আদি ঋষিবর্গ যতেক সুমতি ॥
স্বর্লোক খলোক আর নৃলোক সকল।
তপোলোক আর যত আছে চলাচল ॥
বিদ্যাধরগণ আর গন্ধর্ব্ব চারণ।
যক্ষ রক্ষ সর্প আর যত নাগগণ ॥
প্রেত-গণপতি আর দৈত্যেন্দ্র দানব।
সিদ্ধগণপতি আর গুহ্যকাদি সব ॥
মৃগ পক্ষী ভূত প্রেত সকলের পতি।
সকলেই তাঁর সৃষ্ট সন্তান-সন্ততি ॥
ইহলোকে যত আছে ঐশ্বর্য্য অপার।
ভাগবত তেজোযুত যত গুণী আর ॥
তেজঃ ও সহায়যুক্ত বলী ক্ষমাবান্।
শোভাশালী বিত্তশালী আর বুদ্ধিমান্ ॥
তাঁহারি বিভূতি মাত্র তাঁহারি স্বরূপ।
সেইজন একমাত্র জগতের ভূপ ॥
এক্ষণে কহিব তাঁর লীলা-অবতার।
শাস্ত্রের বর্ণিত যথা বিবিধ প্রকার ॥
অবতার-গুণ সব করিলে শ্রবণ।
কর্ণের মালিন্য নাশ হয় সেইক্ষণ ॥
এমন সুন্দর কথা কহিব তোমায়।
শুনহ নারদ তুমি থাকিয়া হেথায় ॥
অবতার কথামৃত কর তুমি পান।
পরিশুদ্ধ হবে দেহ জুড়াইবে প্রাণ ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
সংসারের তরীমাত্র যেতে ভব-পার ॥

ইতি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উৎপত্তি ও তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের লীলাবতার বর্ণন

সূত কহে সম্বোধিয়া শুন ঋষিগণ।
শুক-মুখ-কথামৃত ব্যাসের বচন ॥
পরীক্ষিতে কহে শুক আনন্দিত-মনে।
অবতার-কথা রাজা বুঝহ আপনে ॥
নারদেরে সন্তোষিতে দেব পদ্মাসন।
অবতার-কথা তিনি করেন বর্ণন ॥
কহিলেন নারদেরে ব্রহ্মা ভগবান্।
হরি-অবতার কথা শুন মহাপ্রাণ ॥
পরমাত্মা বলি যাঁর দিনু পরিচয়।
মায়াবশে সেই জন অবতার হয় ॥
বহু অবতার তিনি হন এ ভুবনে।
কতেক বিখ্যাত মাত্র শাস্ত্রের বচনে ॥

করিব সে সব কথা এক্ষণে বর্ণন।
একমনে শুন তবে নারদ সুজন ॥
প্রলয়ে যখন বিশ্ব গেল রসাতল।
সকলি সলিলময় নাহি মাত্র স্থল ॥
উদ্ধারিতে সে ধরারে করিয়া বিচার।
ধরেন অনন্তদেব বরাহ আকার ॥
ভীষণ উভয় দ্রংষ্ট্রা রক্তিম নয়ন।
অগ্নিময় তেজ তাঁর ভীষণ-দর্শন ॥
দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ছিল সমুদ্র মাঝারে।
দন্ত দিয়া বিদারণ করিলা তাহারে ॥
এহেন রূপেতে দৈত্য করি বিনাশন।
উদ্ধার করেন ধরা লাগায়ে দশন ॥
আকূতির গর্ভে পরে রুচির ঔরসে।
জনমেন নারায়ণ জ্ঞান-পরবশে ॥
সুযজ্ঞ তাঁহার নাম খ্যাত ত্রিভুবন।
দক্ষিণা তাঁহার নারী জানে জ্ঞানিজন ॥
সুযম নামেতে জন্মে তাহাতে দেবতা।
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা শাস্ত্রের বারতা ॥
দেবগণে অসুরেরা করিল পীড়ন।
ইন্দ্ররূপে তিনি দৈত্য করেন নিধন ॥
ত্রিলোকের পীড়া নষ্ট করে কৃপা করি।
স্বায়ম্ভুব মনু তাই কহে তাঁরে হরি ॥
তৃতীয়ে কপিল নামে হন অবতার।
অতীব আশ্চর্য্য তাঁর জ্ঞান ব্যবহার ॥
দেবহূতি উদরেতে জন্ম লন তিনি।
তাঁর সহ জন্মিলেন নয়টি ভগিনী ॥
শৈশবে ত্যজিয়া মায়া লভিয়া বিজ্ঞান।
জননীরে ব্রহ্মজ্ঞান করিলেন দান ॥
জননীর সহ সেই নয় জন নারী।
মুক্তিপথে গিয়া হেরে মুকুন্দ মুরারি ॥
অত্রি নামে মহাঋষি মহাতপোধন।
বিষ্ণুরে সন্তান-রূপে করে আরাধন ॥
ভক্তের মনের বাঞ্ছা পূরাবার তরে।
সন্তুষ্ট হইয়া হরি ভাবিয়া অন্তরে ॥
কহিলেন মুনিবরে হরি ভগবান্।
আমারেই পুত্ররূপে করিলাম দান ॥
অত্রিকুলে জন্মে হরি দত্তাত্রেয় নামে।
যদু ও হৈহয়গণে লন নিজধামে ॥
আত্মজ্ঞান উপদেশে করি মুক্তি দান।
সকলেরে অবহেলে করিলেন ত্রাণ ॥
চারি অবতার এই হরির প্রকাশ।
জ্ঞানিগণ শুনিবারে করে অভিলাষ ॥
বুঝহ নারদ এবে আমার বচন।
এমত তাঁহার হয় গুণের কীর্ত্তন ॥
সৃষ্টি অভিলাষে করি তপস্যাচরণ।
মোর প্রতি তুষ্ট হয় শ্রীমধুসূদন ॥
সন্তুষ্ট হইয়া হরি পূরাইতে আশ।
চারিজন পুত্র-রূপে হয়েন প্রকাশ ॥
সনক সনন্দ আর সনৎ-কুমার।
সনাতন চারি নাম জ্ঞানের আধার ॥
চারি পুত্র-রূপে হরি হ’য়ে আবির্ভাব।
দেন মোরে উপদেশ জগতের ভাব ॥
প্রলয়ের পূর্ব্বে যথা আছিল ভুবন।
একে একে সেই সবে করেন বর্ণন ॥
বীজ-রূপে এ জগতে সকলি আছিল।
কেমনে হইবে সৃষ্ট জ্ঞান নাহি ছিল ॥
সেই জ্ঞান চারি রূপে করেন বিকাশ।
এমত হরির মায়া জগতে প্রকাশ ॥
মুনিগণ এই কথা করিয়া শ্রবণ।
আত্মজ্ঞান হৃদয়েতে করিল দর্শন ॥
পঞ্চ অবতার ইহা জ্ঞাত সর্ব্বজন।
কুমারাবতার নাম শাস্ত্রের বচন ॥
দক্ষ-কন্যা মূর্ত্তি-গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে।
জন্মিলেন ভগবান্ কৃপা-পরবশে ॥
যুগল রূপেতে তথা হন অবতার।
নর-নারায়ণ নাম অদ্ভুত আকার ॥
অতীব তপস্বী তিনি তেজস্বী স্বভাব।
অসামান্য রূপ আর গুণের প্রভাব ॥

অনঙ্গের সেনা যত অপ্সরা নিচয়।
না পারে ভাঙ্গিতে যোগ মানে পরাজয়॥
অপরূপ রূপ তাঁর নেহারি নয়নে।
কামবাণে তারা বিদ্ধ হইল আপনে॥
হেরিল যখন তারা সে পুরুষ হ'তে।
ঊর্ব্বশী প্রভৃতি জন্ম লভিছে জগতে॥
এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য করি নিরীক্ষণ।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ তারা হ'ল সর্ব্বজন॥
অতীব সুব্রতী তিনি জ্ঞান করে দান।
জ্ঞানবলে সকলের সুস্থ হয় প্রাণ॥
আশ্চর্য্য গুণের কথা শুন তপোধন।
কামেরে করয়ে রুদ্র ক্রোধেতে দহন॥
কিন্তু এই ক্রোধে কেহ না পারে দহিতে।
ক্রোধ দগ্ধ করে সবে এই পৃথিবীতে॥
ক্রোধ নাহি হৃদে তাঁর কি করিবে কাম।
সব রিপু সেই বলে লভয়ে বিরাম॥
রিপু-বশ মহাযোগ করিয়া প্রকাশ।
বৈকুণ্ঠে করেন গতি শাস্ত্রের আভাষ॥
ধ্রুব নামে সেই হরি হ'য়ে অবতার।
তপোভাব প্রকাশেন অদ্ভুত আকার॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব তার নাম।
বিমাতার বাক্যবাণে ত্যজে রাজ্যধাম॥
বনে গিয়া করে ধ্রুব তপস্যা অদ্ভুত।
তাহাতে সন্তুষ্ট হরি হন আবির্ভূত॥
সন্তুষ্ট হইয়া তার তুষিবারে প্রাণ।
ধ্রুবলোক বালকেরে করেন প্রদান॥
পুণ্যলোকে ধ্রুবলোক অতি মনোহর।
সপ্তর্ষি ও ভৃগুমুখে প্রশংসা বিস্তর॥
অষ্টমে হয়েন হরি পৃথু অবতার।
উদ্ধারিতে বেণরাজে পুত্রের আকার॥
একদা অজ্ঞানে পৃথ্বী হইলে মণ্ডিত।
এই ধরাধাম হয় যথেচ্ছা শাসিত॥
সদা মন্দপথে রত সেই মহারাজা।
দ্বিজগণ অভিশাপে পায় মহা সাজা॥
ব্রহ্মশাপে শাস্তি পান বেণ নরপতি।
বাক্য বজ্রে হ'ল তাঁর অশেষ দুর্গতি॥
এরূপ দুর্দ্দশা হেরি যত ঋষিজন।
হরিপদে সবে মিলে করয়ে প্রার্থন॥
যাহাতে বেণের হয় সহজে সুমতি।
না হয় তাহার যাহে নরকেতে গতি॥
বেণেরে তরাতে তবে দয়াময় হরি।
হন তবে অবতার পুত্র-রূপ ধরি॥
পৃথু তার নাম হইল অপূর্ব্ব আকার।
বেণেরে তারিল আসি দিয়া জ্ঞান ভার॥
বেণেরে উদ্ধার করি শাসিতে ধরণী।
দোহেন ওষধি যত পৃথু নৃপমণি॥
অদ্ভুত কীর্ত্তন তাহা অদ্ভুত বর্ণন।
বুঝহ নারদ এবে আমার বচন॥
নবমে হয়েন হরি ঋষভাবতার।
নাভির ঔরসে জন্ম অপূর্ব্ব আকার॥
সুদেবীর উদরেতে জন্ম হয় তাঁর।
পরমহংসের পদ করেন বিচার॥
জড়ের সমান তাহে ভাবিত স্বজন।
সদাই সমাধি পরে রত তাঁর মন॥
সদা শান্তিময় তিনি সর্ব্বসঙ্গনাশ।
ব্রহ্মময় এ জগৎ করেন প্রকাশ॥
মহাহংস পদ তাঁর কহে জ্ঞানিজন।
বুঝহ নারদ মুনি স্থির করি মন॥
দশমে ধরেন হরি হয়গ্রীব নাম।
অতি অপরূপ রূপ শুন গুণধাম॥
যবে যজ্ঞ করিলাম আমি আরম্ভণ।
যজ্ঞের পূরণ লাগি হয়েন এমন॥
যজ্ঞভূমি হ'তে তাঁর হয় আবির্ভাব।
যজ্ঞের পুরুষ-রূপে ধরিলেন ভাব॥
সুবর্ণ বরণ তাঁর অশ্বতুল শির।
শ্বাসেতে নিখিল বেদ ছন্দাদি শরীর॥
বৈবস্বত মনুবর যুগ অবসানে।
মৎস্য অবতার রূপে হেরে ভগবানে॥

কূর্ম্ম অবতার

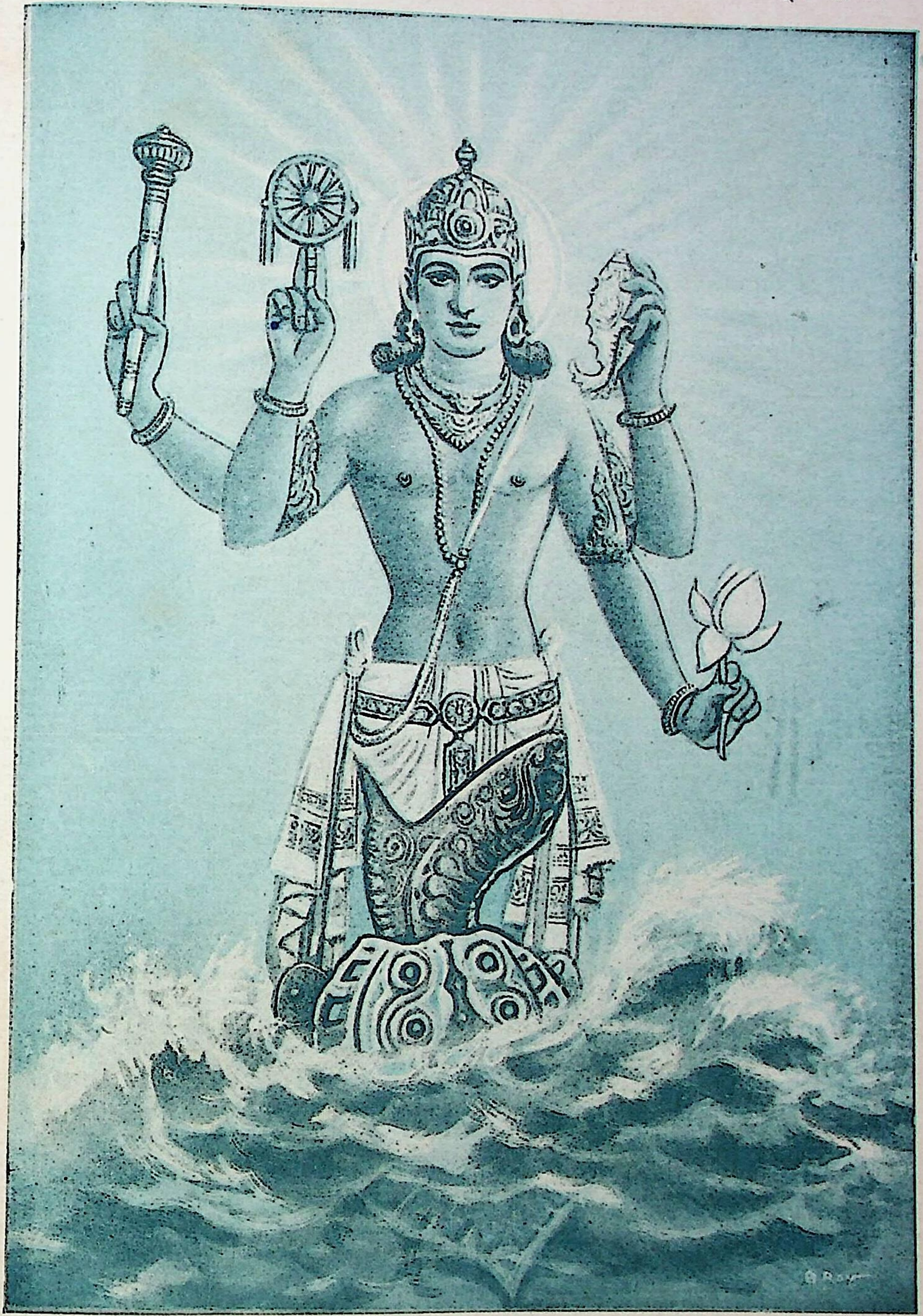

কূর্ম্মরূপে ভগবান্ রহেন অন্তরে।
অপূর্ব্ব ভাবের কথা বুঝ বুদ্ধিভরে॥

পৃষ্ঠা—১৪৫

একাদশে হন হরি মৎস্য অবতার।
প্রলয়ে ভাসেন জলে ল’য়ে নৌকাভার ॥
লইল যতেক জীব তাহাতে আশ্রয়।
আমার প্রণীত চারি বেদ তাহে রয় ॥
হেরিয়া নয়নে সেই ভীষণ প্রলয়।
মুখ হ’তে বেদবাণী ভ্রষ্ট মোর হয় ॥
সে ভীম জলধি পরে হরি ভগবান্।
সেই বেদ ল’য়ে তিনি হন ভাসমান ॥
দ্বাদশে হয়েন হরি কূর্ম্ম অবতার।
পৃষ্ঠেতে মন্দর ধরি কূর্ম্মের আকার ॥
অমৃতের লাগি মাতি সুরাসুরগণ।
মন্দরে আনিয়া করে সমুদ্র মন্থন ॥
অটল অচল সেই মন্দর পর্ব্বত।
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ গিরি অতীব মহৎ ॥
রজ্জুরূপে নাগপতি তাহাতে বন্ধন।
আকর্ষণ করে যত সুরাসুরগণ ॥
মন্থনের ভারে হ’য়ে মেদিনী কাতর।
বিষ্ণুর সমীপে যান করি যোড়কর ॥
মেদিনীর কষ্ট শুনি ত্রিলোকের পতি।
ঘুচাতে তাঁহার দুঃখ যান শীঘ্রগতি ॥
সমুদ্রের নিম্নে গিয়া মন্দরের তলে।
কূর্ম্মরূপে বিরাজেন আপন কৌশলে ॥
অমৃত লাগিয়া যত ঘুরিল মন্দর।
পৃষ্ঠের উপরে রহে নহেন কাতর ॥
কূর্ম্মরূপে পর্ব্বতেরে ধরে পরমেশ।
পৃষ্ঠেতে ঘর্ষণে তাঁর হয় তন্দ্রাবেশ ॥
মেদিনীর দুঃখ হরি করিয়া বিনাশ।
অচল ধরেন পৃষ্ঠে হইয়া বিকাশ ॥
অপূর্ব্ব শ্রীহরি-লীলা করি হে বর্ণন।
শুনহ নারদ তুমি স্থির করি মন ॥
সুরাসুর মহাবলে করিল মন্থন।
কম্পান্বিত জলনিধি হয়েন তখন ॥
অস্থির জলধি-জল অতি উদ্বেলিত।
অমৃত ক্রমেতে তথা হ’ল প্রকাশিত ॥
কূর্ম্মরূপে ভগবান্ রহেন অন্তরে।
অপূর্ব্ব ভাবের কথা বুঝ বুদ্ধিভরে ॥
ত্রয়োদশে হন হরি নরসিংহ-রূপ।
হিরণ্যকশিপু বধে দৈত্যগণ-ভূপ ॥
অতীব দুর্ব্বৃত্ত রাজা দেবতার অরি।
তপোবলে অহঙ্কারে নাহি জানে হরি ॥
ভ্রূকুটি সতত শোভে অহঙ্কার অতি।
যমের সমান দেহ বেদহীন মতি ॥
নরসিংহ হন হরি প্রহ্লাদে তুষিতে।
ভীষণ আকার হেরি সবে কাঁপে চিতে ॥
ভ্রূকুটি কুটিল অতি সদা ঘূর্ণ্যমান।
ভয়ঙ্কর দন্ত পাঁতি কৃতান্ত সমান ॥
ভীষণ গর্জ্জনে নখে করিয়া প্রহার।
বক্ষঃ চিরি কশিপুরে করেন সংহার ॥
সরোবর-মাঝে গিয়া হস্তিযূথপতি।
জল পান করে হ’য়ে পিপাসিত অতি ॥
আক্রান্ত হইল সেই কুম্ভীর-গরাসে।
অতীব ভীষণ রূপ কাঁপে সবে ত্রাসে ॥
বিপদে পড়িয়া হস্তী ডাকে নারায়ণ।
শুনিয়া হস্তীর দুঃখ বিপদ-ভঞ্জন ॥
ত্বরা করি যান তথা যথা সরোবর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ল’য়ে গদাধর ॥
গরুড় আসন আর বনমালা গলে।
কুম্ভীর বধেন তিনি স্বীয় চক্রবলে ॥
কুম্ভীরে করিয়া বধ হস্তী শুণ্ড ধরি।
উদ্ধার করিলা তারে দয়াময় হরি ॥
পঞ্চদশে হন হরি রূপেতে বামন।
বুঝিবারে দান-শক্তি বলির কেমন ॥
অদিতির পুত্র বিষ্ণু কনিষ্ঠ সবার।
গুণেতে হয়েন শ্রেষ্ঠ জগৎ-মাঝার ॥
অন্তরে ধার্ম্মিক বলি বাহে ভিন্ন আর।
ধার্ম্মিকের অনুচিত এহেন আকার ॥
ঐশ্বর্য্য ধনেতে মত্ত হইয়া রাজন্।
অকাতরে দান-যজ্ঞ করেন সাধন ॥

প্রতিজ্ঞা হইতে চ্যুত নহেন কখন।
সদা একমনে করে অতিথি-সেবন ॥
গর্ব্ব হেতু দুই ভাব অন্তরে তাহার।
হরিতে জগৎ নহে বিশ্ব ভিন্নাকার ॥
অদ্বৈত ভাবেতে যজ্ঞ করেন সাধন।
অকাতরে দান আর অতিথি-সেবন ॥
কর্ম্মেতে বিশুদ্ধ তিনি নাহি আত্মজ্ঞান।
হরিপদে সদা তাঁর মতি বিদ্যমান ॥
ঘুচাতে তাঁহার ভ্রম দেখাতে স্বরূপ।
ধরেন বামন রূপ অতি অপরূপ ॥
অতীব ক্ষুদ্রাঙ্গ বিষ্ণু অদিতি-সন্তান।
বলিরে ছলিতে যান যথা যজ্ঞস্থান ॥
এই দান কালে শুন নারদ সুজন।
শুক্রাচার্য্য মুনি তারে করিলা বারণ ॥
না শুনি মুনির কথা দৈত্যরাজ বলি।
বামনে করিল দান যা চাহে সকলি ॥
তিন-পদ-ভূমি মাগি হরি ভগবান্।
স্বর্গ-মর্ত্ত-ত্রিভুবন দেখান সমান ॥
আশ্চর্য্য হইয়া বলি হেরেন বামন।
প্রভাবলে হারি রাজা ধরেন চরণ ॥
ষোড়শে হয়েন হরি হংস-অবতার।
মনে ভাবি দেখ ঋষি করিয়া বিচার ॥
যখন তোমার মনে ভক্তির উদয়।
হরিনাম মাত্র মুখে উচ্চারিত হয় ॥
তোমার সমক্ষে নিজে হংস-রূপ ধরি।
প্রকাশেন ভক্তিযোগ দয়াময় হরি ॥
আর ভাগবত-শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।
উপদেশ আদি তিনি করিলেন দান ॥
যেই ভক্তিযোগ শুনি যত সাধুজন।
অকাতরে বৈকুণ্ঠেতে করয়ে গমন ॥
হংসরূপে ভাগবত ভক্তিযোগ সার।
তব কাছে সেই হরি করেন প্রচার ॥
এ হেন হরির মায়া কে বলিতে পারে।
বুঝহ নারদ তুমি জ্ঞানের বিচারে ॥
প্রত্যেক প্রলয়ে বিশ্ব হইলে বিলয়।
মনুরূপে সেই হরি আত্মা প্রকাশয় ॥
এক মনু সৃষ্টি নাশে কহে মন্বন্তর।
মন্বন্তরে হন হরি যুগ-যুগান্তর ॥
মন্বন্তর-রূপে হরি হইয়া বিকাশ।
পূর্ব্বের সমান বিশ্ব করেন প্রকাশ ॥
তাঁহার প্রভাব হয় অতীব সুন্দর।
তেজোরূপী সুদর্শন অতি ভয়ঙ্কর ॥
সত্যলোক হ'তে হরি করি আগমন।
মন্বন্তর-রূপে বিশ্বে আবির্ভূত হন ॥
সুদর্শন চক্রে শেষে শ্রীমধুসূদন।
দুষ্ট নরপতিগণে করেন নিধন ॥
পুনরায় ধর্ম্মবৃত্তি করিয়া প্রচার।
আপন আনন্দে হরি করেন বিহার ॥
অষ্টাদশে হরি ধরে ধন্বন্তরি-বেশ।
নাম-গুণে তরিবারে ভুবনের ক্লেশ ॥
সংসার-পীড়ায় যবে হইয়া কাতর।
মহাপীড়া-বলে জীব কাঁদে নিরন্তর ॥
তবে অবতরি হরি ধন্বন্তরি-রূপে।
উদ্ধার করেন সবে মহাপীড়া-কূপে ॥
নাম-মাত্র মহৌষধি করিয়া প্রদান।
সুস্থির করেন তিনি কাতরের প্রাণ ॥
যজ্ঞেতে অমৃত যবে দৈত্য করে দান।
আকণ্ঠ পূরিয়া তিনি করিলেন পান ॥
জীবাদির আয়ুর্ব্বেদ করিয়া বিধান।
সুখেতে করেন তিনি বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ ॥
ক্ষত্রিয়গণের যবে হ'ল বুদ্ধিনাশ।
পরশুরামেতে হরি ঊনিশে প্রকাশ ॥
বেদমার্গ ছাড়ি যত ক্ষত্রিয়ের দল।
ব্রাহ্মণেরে হিংসা যবে করে অবিরল ॥
তাহাদের অবনতি হেরিয়া নয়নে।
নরক চাহিছে তারা বোধ হয় মনে ॥
ধর্ম্মদ্রোহী ব্রহ্মদ্রোহী হইল যখন।
সদাই কুকর্ম্মে মতি অধর্ম্মেতে মন ॥

সংসার কণ্টক সম হইল বিকাশ।
হরি তাহে ভাবিলেন করিবারে নাশ ॥
পরশুরামেতে হরি হ'য়ে অবতার।
সুতীক্ষ্ণ পরশু ল'য়ে করেন বিহার ॥
অবনী-কণ্টক-রূপ যত ক্ষত্রগণ।
একে একে সকলেরে করেন নিধন ॥
এরূপে একুশবার করিয়া ছেদন।
নাশিলেন একেবারে ক্ষত্র-পাপিগণ ॥
বিংশতিতে হন হরি রাম অবতার।
নবজলধর রূপে বিষ্ণুর আকার ॥
মায়া ভিন্ন এ জগতে বিষ্ণু নাহি রয়।
সেই হেতু সীতা নামে মায়া জন্ম লয় ॥
প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশে শুনহে সুজন।
চারি অংশে জন্মিলেন হরি সনাতন ॥
দশরথ পিতা তাঁর তাঁহার আজ্ঞায়।
অরণ্যে গেলেন ল'য়ে পত্নী ও ভ্রাতায় ॥
রাবণ করিল সীতা তথায় হরণ।
লঙ্কায় লইয়া গেল দুষ্ট দশানন ॥
মায়া ভিন্ন হরি বল কোথা শোভা পায়।
সীতা উদ্ধারিতে রাম করেন উপায় ॥
সমুদ্রে বাঁধিয়া সেতু বধিয়া রাবণ।
উদ্ধারিতে সীতাদেবী করেন মনন ॥
যখন করেন রাম যুদ্ধ আয়োজন।
অস্থিরে সমুদ্র কাঁপে ভয়ের কারণ ॥
মহাদেব-ভয়ে যথা সন্ত্রস্ত ত্রিপুর।
সমুদ্র তেমনি ভীত হইল প্রচুর ॥
প্রলয়-রোষাগ্নি সম রামের নয়ন।
হেরি দগ্ধ হ'ল যত জলজন্তুগণ ॥
আপনার ত্রাণ-হেতু পাতি বক্ষঃস্থল।
জলনিধি ধরে সেতু করিয়া কৌশল ॥
এমতে লঙ্কায় গিয়া রাম-গুণমণি।
রাক্ষস সহিত যুদ্ধ করেন আপনি ॥
শত ইন্দ্র পরাজয়ে বলী সে রাবণ।
শত ঐরাবত দন্ত বক্ষেতে শোভন ॥
সেই দুষ্ট ভাবে মনে তার সম আর।
নাহি আছে কোন বীর বিশ্বের মাঝার ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া রাম অবতার।
লঙ্কেশ্বর দশাননে করেন সংহার ॥
একবিংশে হন হরি কৃষ্ণ অবতার।
দ্বাবিংশে হয়েন তিনি বলভদ্রাকার ॥
অসুরাংশ-ভূত যত সুবীর্য্য রাজন্।
অনিয়মে এই ধরা করিল শাসন ॥
ধর্ম্মলোপ হবে যবে অধর্ম্ম প্রবল।
নাশিতে তখন হরি জন্মেন কেবল ॥
হরণ করিতে যত পৃথিবীর ভার।
অবতীর্ণ হন সেই কৃষ্ণ অবতার ॥
শৈশবে পূতনা বধ শকট ভঞ্জন।
অবতার হেতু হেন করেন সাধন ॥
চলিতে চলিতে শিশু হামাগুড়ি দিয়া।
যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ দেন উৎপাটিয়া ॥
এইরূপ অসামান্য কার্য্য সমুদয়।
ঈশ্বর ব্যতীত আর কার সাধ্য হয় ॥
কালিয় হ্রদের জলে বিষ দিলে দান।
মরিল শিশু ও গাভী করি জলপান ॥
তখন শ্রীভগবান্ প্রবেশিয়া জলে।
কালিয়ে দমন করে অতীব কৌশলে ॥
অনন্তর সেই বিষ নির্ব্বিষ করিয়া।
ব্রজ-শিশুগণে কৃষ্ণ দেন বাঁচাইয়া ॥
এইরূপ অসম্ভব কর্ম্ম সমুদয়।
নারায়ণ ছাড়া আর সাধ্য কার হয় ॥
দাবানলে নিশাযোগে ব্রজের দহন।
ব্রজবাসী নিদ্রাঘোরে সবে অচেতন ॥
ব্রজের বিনাশ হেরি দয়াময় হরি।
নির্ব্বাপেন দাবানল মহা-কৃপা করি ॥
বলরাম সহ হরি করি হেন কাজ।
অপূর্ব্ব রূপেতে ব্রজে করেন বিরাজ ॥
শিশুরূপে লভি হরি যশোদা জননী।
বাৎসল্যে মাতিয়া সদা যোগান নবনী ॥

মায়ারূপে সেই হরি ননী চুরি করে।
তাহাতে ভ্রমান্ধ মাতা অতি ক্রোধ ভরে॥
পুত্রেরে বাঁধিতে মাতা রজ্জু ল'য়ে হাতে।
শিশুরূপী নারায়ণে বাঁধেন তাহাতে॥
কোমরে বাঁধেন রজ্জু অতি সযতনে।
কোনমতে না কুলায় মায়ার বন্ধনে॥
গোপী যত যুড়ে রজ্জু তত অকুলান।
আশ্চর্য্য হইল গোপী না বুঝি সন্ধান॥
দেখাবারে জননীরে আপন প্রভাব।
স্থির করি মনে হরি ধরি নবভাব॥
জৃম্ভন করিয়া খুলি আপন বন্ধন।
বদনে দেখায় মায়ে এ চৌদ্দভুবন॥
আশ্চর্য্য হইয়া গোপী শিশু কোলে ল'য়ে।
চুম্বেন তাঁহার মুখে মায়ামুগ্ধ হ'য়ে॥
বুঝিলেন মাতা তাঁর আপনি শ্রীহরি।
তাঁর ঘরে আবির্ভূত পুত্ররূপ ধরি॥
অলৌকিক এইরূপ কার্য্য সমুদয়।
ভগবান্ ভিন্ন ইহা সাধ্য কারো নয়॥
বরুণের পাশ ভয়ে নন্দ ভীত অতি।
সেই ভয় দূর করি ঘুচান দুর্গতি॥
যখন ময়ের পুত্র হরি গোপগণ।
গিরিগুহা মাঝে সবে করিল গোপন॥
তখন শ্রীভগবান্ প্রভাবে তাঁহার।
সেই স্থান হ'তে সবে করেন উদ্ধার॥
দিবাভাগে কর্ম্মে রত যেই গোপগণ।
রাত্রিকালে হ'ত সবে নিদ্রায় মগন॥
কৃপা করি সকলেরে কৃষ্ণ ভগবান্।
বৈকুণ্ঠ লোকেতে স্থান করিলেন দান॥
অলৌকিক ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।
শ্রীহরি ব্যতীত ইহা কার সাধ্য আর॥
একবার ব্রজপুরে যত গোপগণ।
ইন্দ্রের যজ্ঞের করে অনিষ্ট সাধন॥
ব্রজপুরী নাশিবারে ইন্দ্র করি মন।
সাত দিন মেঘ-বারি করেন বর্ষণ॥
জলেতে ডুবিল ব্রজ মরে গোপকুল।
ধেনুগণ প্রাণ-ভয়ে হইল আকুল॥
শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া মনে করিতে রক্ষণ।
অনন্ত হস্তেতে লন গিরি-গোবর্দ্ধন॥
তাহার নিম্নেতে আসি জীব সমুদয়।
পরিত্রাণ লভিবারে লইল আশ্রয়॥
অলৌকিক কার্য্য ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার।
শ্রীহরি ব্যতীত আর সাধ্য আছে কার॥
ইন্দ্র হ'য়ে পরাজয় বিষ্ণুমায়াবলে।
ব্রজেতে যজ্ঞের ভাব নাশিলেন ছলে॥
রাসের বাসনা করি সেই নারায়ণ।
যমুনার কূলে বাঁশী করেন বাদন॥
বাঁশীর ধ্বনিতে সব মুগ্ধ গোপীগণ।
কৃষ্ণ দরশন আশে করিল গমন॥
যমুনার কূলে গোপী হেরি কালাচাঁদে।
বাঁধিল মনের রাজে নিজ কামফাঁদে॥
পূরাতে কামনা সবে করিলেন রাস।
শরতের পূর্ণচন্দ্রে নিকুঞ্জে নিবাস॥
যতেক গোপিনী রত কৃষ্ণের সেবনে।
হেনকালে শঙ্খচূড় আসি সেই বনে॥
কামোন্মত্ত হয়ে দৈত্য ধরে গোপিগণ।
শাস্তি হেতু তার কৃষ্ণ করেন নিধন॥
ইহাও অদ্ভুত কার্য্য অলৌকিক অতি।
কেবা পারে ভিন্ন সেই জগতের পতি॥
বলরাম আদি আছে যত কিছু নাম।
কৃষ্ণের কপট নাম শুন গুণধাম॥
প্রলম্ব পৌণ্ড্রক কেশী মল্ল বক খর।
কপি শাল্ব দন্তবক্র সপ্তোক্ষ সম্বর॥
অরিষ্ট বল্কল মৎস্য কম্বোজ সৃঞ্জয়।
বিদূরথ নরকাদি কুরু ও কেকয়॥
আর যত দুষ্ট বীর রুক্মী শিশুপাল।
বধেন সকলে কৃষ্ণ বুঝি কালাকাল॥
সকলেই কৃষ্ণ হস্তে ত্যাগ করি প্রাণ।
বৈকুণ্ঠ ধামেতে সবে করিল প্রস্থান॥

অপূর্ব্ব হরির লীলা বলা নাহি যায়।
মনেতে বুঝহ ঋষি কৃষ্ণের দয়ায় ॥
কালে কালে সব জীব অল্পায়ু হইবে।
আগম নির্গম মর্ম্ম কিছু না বুঝিবে ॥
বুঝাবারে বেদ-মর্ম্ম হরি দয়াময়।
করিলেন সুবিভাগ বেদ চতুষ্টয় ॥
সত্যবতী-গর্ভে তিনি লইয়া জনম।
ব্যাস নামে আসিলেন করিতে করম ॥
ত্রয়োবিংশ অবতার ব্যাস নাম তাঁর।
বেদের বিভিন্ন শাখা করেন বিস্তার ॥
ময়দানবের দ্বারা বিনির্ম্মিত পুরে।
যখন দেবতা দ্বেষী যতেক অসুরে ॥
জীবগণে বিনাশিতে করিবে মনন।
বুদ্ধরূপে আসিবেন হরি সনাতন ॥
পাষণ্ডের মতিভ্রম জন্মাবার তরে।
বুঝাবেন নানা উপধর্ম্ম তা সবারে ॥
কলিযুগে হরিনাম হইলে বিনাশ।
পাষণ্ড সমান দ্বিজ হইলে প্রকাশ ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর যত বৈশ্যদল।
নাস্তিক হইয়া যবে উঠিবে কেবল ॥
শূদ্রেরা হইবে রাজা পৃথিবী মাঝার।
স্বাহা স্বধা আদি বাণী উঠিবে না আর ॥
তখন শ্রীভগবান্ ত্রিভুবন ভূপ।
ধরিবে কল্কির রূপ অতি অপরূপ ॥
ধরিয়া কল্কির রূপ নাশি দুষ্টগণে।
সত্যযুগ পুনরায় আনিবে ভুবনে ॥
পঞ্চবিংশ অবতার মহাকল্কি নাম।
বৈকুণ্ঠ পৃথিবী তবে হবে একধাম ॥
বুঝহ নারদ দিয়া আপনার মন।
হেনমতে বিশ্বে ব্যাপ্ত সেই নারায়ণ ॥
পঞ্চবিংশ অবতার করিনু প্রকাশ।
দশদিকে প্রকাশিত হইবে উল্লাস ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
হরি মাত্র এক তরী তরিতে সংসার ॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের লীলাবতার বর্ণন।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভাগবত তত্ত্ব বর্ণন

সূত কহে সম্বোধিয়া শুন ঋষিগণ।
কি কহেন পরে ব্রহ্মা অপূর্ব্ব বর্ণন ॥
নারদে সম্বোধি ব্রহ্মা কহেন তখন।
অবতার-লীলা বৎস করিলে শ্রবণ ॥
যে শাস্ত্র কহিনু তোমা ভাগবত নাম।
শুনিলে পবিত্র হয় এই বিশ্ব ধাম ॥
যে শাস্ত্র মাহাত্ম্য এবে করিব বর্ণন।
অবহিত হ'য়ে তবে করহ শ্রবণ ॥
হেন কথা বলি শুক তুলিয়া বদন।
পরীক্ষিতে কহিলেন সুমিষ্ট বচন ॥
ব্রহ্মার বচন যাহা করিনু বর্ণন।
অবহিত হ'য়ে রাজা করেছ শ্রবণ ॥
ভাগবত-শাস্ত্র ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্র সার।
ইহাতে শ্রীহরি কথা হয়েছে প্রচার ॥
নারদে মাহাত্ম্য তাঁর করিতে বর্ণন।
ইচ্ছিলেন মনে মনে ব্রহ্মা সনাতন ॥
সেই কথা শুন রাজা অবহিত চিতে।
অমূল্য সে হরিকথা শুন আনন্দেতে ॥

ত্রিপদী

শুন দেব ঋষি, জ্ঞানযোগে মিশি,
ভাগবত-কথা সার।
হরি নিরূপণ, করহ শ্রবণ,
যদি হবে ভবে পার ॥

মাহাত্ম্য বর্ণন, করিব এখন,
করি অবতার শেষ।
বৃদ্ধি জ্ঞানবলে, কহিও সকলে,
যাহে পাবে উপদেশ ॥
সৃষ্টির সময়, শুন মহাশয়,
কহি আজি তোমা প্রতি।
নিজে আমি আর, তপস্যা আমার,
নয়জন প্রজাপতি ॥
এই কয়জন, শুন তপোধন,
মায়া ও বিভূতি তাঁর।
তিনি ভগবান্, তাঁহার সমান,
কোথায় কে আছে আর ॥
বিষ্ণু ধর্ম্ম মনু, আর দেব তনু,
যতেক অমরগণ।
স্থিতির সময়, যাঁরা সমুদয়,
রহে হেথা অনুক্ষণ ॥
প্রলয়ের ক্ষণে, যখন ভুবনে,
ধ্বংস আসে ভয়ঙ্কর।
এ হেন সময়, আবির্ভূত হয়,
অধর্ম্ম উরগেশ্বর ॥
তাহা হ'তে গণি, যত দেবমণি,
এই বিশ্বে যাহা রয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত, রুদ্রসর্প মত,
সকলি বিষ্ণুতে লয় ॥
যত দেবগণ, শুন তপোধন,
বিভূতি যে শ্রীহরির।
ভুবনে এমন, আছে কোন্ জন,
সীমা জানে বিভূতির ॥
আপন প্রভায়, শোভিত সভায়,
বিরাজে যে অনিবার।
এই ত্রিভুবন, যা হেরে নয়ন,
মায়া ও বিভূতি তাঁর ॥
তপঃ সত্যলোক, পুণ্যের গোলোক,
সকলি তাঁহাতে রয়।

কার হেন মন, বিভূতি গণন,
করিতে সক্ষম হয় ॥
ধূলিকণা যত, কেহ অবিরত,
যদিও গণিতে পারে।
হরির মায়ায়, নাহি গণা যায়,
কে আর গণিবে তারে ॥
গুণত্রয় মাঝে, যে ঐক্য বিরাজে,
শুন শুন তপোধন।
একদা তাহাতে, চরণ আঘাতে,
হরি করে বিচরণ ॥
সে আঘাত বলে, শুন কুতূহলে,
কাঁপিল সে অধিষ্ঠান।
সত্যলোকে যারা, আছিল তাহারা,
ভয়ে সবে কম্পমান ॥
বুঝ পুণ্যবান্, আশ্রয়েতে জ্ঞান,
সেই বিষ্ণু নিরূপণ।
অপূর্ব্ব সে কথা, কহিলে সর্ব্বথা,
নাহি বুঝে সর্ব্বজন ॥
যত মুনি সব, জানিতে কেশব,
জন্মিল তোমার আগে।
সৃজন কারণ, আমি কদাচন,
না জানিনু কোন যাগে ॥
তিনি অন্তহীন, জানি নিশিদিন,
কি আর বুঝিব তাঁরে।
তাঁর মহিমার, অন্ত কোথা আর,
কে আর বুঝিতে পারে ॥
অসীম বুঝিতে, সে জনে জানিতে,
কভু না কেহই পারে।
জ্ঞানের দর্পণে, হৃদয় আসনে,
জানা যায় কিছু তাঁরে ॥
গুণের কথন, না যায় বর্ণন,
নাহি জানা যায় চিতে।
সহস্র আনন, পাইয়া যে জন,
নাহি পারে প্রকাশিতে ॥

অনন্ত দেবতা, শ্রীহরির কথা,
নাহি পারে বলিবারে।
আনন হাজার, সদা মানে হার,
কি আর বুঝিবে তাঁরে ॥
অনন্ত সে জন, কৃপা বরিষণ,
করেন জীবের পরে।
যে জন তাঁহার, করে সদাচার,
সেই পায় কৃপাবরে ॥
যাঁর কৃপা হ'লে, এই ধরাতলে,
হয় যে সবে উদ্ধার।
মায়া পারাবার, হয় সবে পার,
চিন্তা নাহি রহে আর ॥
এই অন্নময়, দেহ সমুদয়,
আর না ধরিতে হয়।
যায় অভিমান, মুক্তি পায় প্রাণ,
কোন তাপ নাহি রয় ॥
এ ভাবে হরির মায়া জানে যত জন।
কয়েক জনের নাম করিব বর্ণন ॥
শুনহ নারদ তুমি স্থির করি মন।
তাঁহারা জ্ঞানেতে পায় ব্রহ্ম-নিরঞ্জন ॥
তোমরা যতেক ঋষি আর আশুতোষ।
দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ আর মনু মহাতোষ ॥
শতরূপা মনুপত্নী তাঁহার সন্তান।
বর্হি ঋভু অঙ্গ ঋষি ধ্রুব মতিমান্ ॥
আর আমি তিন লোক করিয়া সৃজন।
ব্রহ্মযোগ-মায়া জানি শুন তপোধন ॥
ইক্ষ্বাকু ও মুচুকুন্দ পৃথু রঘুবীর।
বিদেহ ও গাধি গয় অম্বরীষ ধীর ॥
সগর নহুষ আর মান্ধাতা সুজন।
অলর্ক ও রন্তিদেব সে বলি রাজন ॥
অজ ও দিলীপ আর সৌভরি রাজন।
উতঙ্ক ও শিবি আর পিপ্পলাদগণ ॥
দেবল উদ্ধব আর দেব পরাশর।
ভূরিষেন বিভীষণ শুক যোগিবর ॥
হনুমান পার্থ আর বিদুর সুজন।
শ্রুতদেব আর্ষ্টিষেণ আদি তপোধন ॥
এ সকলে হরি-মায়া জানিয়া অন্তরে।
ব্রহ্মেতে সঁপেন আত্মা মুক্তি লাভ তরে ॥
হেন ভাগবত-মায়া সংসার-মাঝার।
যে বুঝে পবিত্র হ'য়ে যায় ভব পার ॥
সেই মায়া-বাক্য ভাবে করিনু বর্ণন।
শুনহ নারদ ঋষি দিয়া নিজ মন ॥
নারী শূদ্র হূণ আর যতেক শবর।
পশু পক্ষী আদি যত ভূচর খেচর ॥
যেই জন ভাগবতে দেয় মন প্রাণ।
সেই পায় বুঝিবারে ব্রহ্মার নিদান ॥
এই ভাগবত শিক্ষা যেই জন করে।
অবশ্যই মুক্তিলাভ করে সেই নরে ॥
অজ্ঞানের জ্ঞানপথ ভাগবত সার।
করিনু নারদ তোমা যতনে প্রচার ॥
সদা তিনি সুখময় সদা শান্তিময়।
শোক তাপ শূন্য তিনি নাহি তাঁর ভয় ॥
সদা শুদ্ধময় তিনি সদা সত্যপর।
জ্ঞানের স্বরূপ তিনি হন নিরন্তর ॥
বিষয় ইন্দ্রিয় তাঁর নাহি কোন দিন।
পরমার্থ তত্ত্ব তিনি সদা অমলিন ॥
শব্দ কথা ক্রিয়াযুক্ত না হয় কখন।
মায়া যথা লজ্জাভরে করে পলায়ন ॥
সেইজনে ব্রহ্মরূপ করিয়া কল্পন।
শান্তির আগার কহে যত বুধগণ ॥
হৃদয়ে জানিলে তাঁহে বুদ্ধিমান্ জন।
না করিবে কর্ম্মকাণ্ড মোক্ষের সাধন ॥
যেমন দরিদ্রজন করিয়া খনন।
রত্ন আদি লাভ করি তুষ্ট হয় মন ॥
এইরূপ খনিজাদি লাভ করি পরে।
খনিজেরে ত্যাগ করে অতি হেলা ভরে ॥
সেইরূপ যোগিজন লভি ভগবানে।
ত্যাগ করে ভেদ ভ্রম নিরাসক জ্ঞানে ॥

সর্ব্বফলপ্রদ তিনি কর্ম্মফল দাতা।
শুভ কর্ম্মে প্রবর্ত্তক সে হরি বিধাতা ॥
মঙ্গলের দাতা যিনি ব্যাপিয়া ভুবন।
বুঝিলে সে জনে কর্ম্ম কিসের কারণ ॥
দেহের প্রারব্ধ কর্ম্ম মায়ার কারণ।
আত্মা বিনা দেহনাশ জানিলে যে জন ॥
আত্মার বিনাশ নাই ব্রহ্মের স্বরূপ।
দেহ ত্যজি মন দিবে আত্মার অনুপ ॥
তাহাতে পাইবে সবে মহা আত্মজ্ঞান।
তাহাতেই মহামুক্তি ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ ॥
হরির স্বরূপ এই অতি সুমোহন।
হে তাত তোমার কাছে করিনু বর্ণন ॥
যত কিছু বস্তু আছে করিনু বর্ণন।
হরি হ'তে ভিন্ন কিছু নহে কদাচন ॥
যা দেখিছ এ জগতে হরির স্বরূপ।
হরি বিনা ত্রিভুবনে নাহি ভবভূপ ॥
ভগবান্ মোর কাছে কহিলেন যাহা।
অতীব পবিত্র কথা ভাগবত তাহা ॥
অন্তরে উদিয়া ব্রহ্ম দেন উপদেশ।
সংক্ষেপেতে এই কথা করিলাম শেষ ॥
মহাবুদ্ধিমান্ তুমি বলিনু তোমায়।
যে প্রশ্ন করিলে তুমি পূর্ব্বেতে আমায় ॥
এই রূপ সার কথা ভাগবত সার।
সংসারে যাইয়া ঋষি করহ প্রচার ॥
বিস্তার করিয়া সবে করিও বর্ণন।
হরি প্রতি যাতে ভক্তি করে নরগণ ॥
মহাফল আছে এতে শুন তপোধন।
ঈশ্বর-আজ্ঞায় যেবা লীলার বর্ণন ॥
করয়ে সর্ব্বত্র সদা ব্যাপি ত্রিভুবন।
মায়ায় মোহিত কভু নহে সেই জন ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
বুঝিলে পবিত্র হবে এ তিন সংসার ॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভাগবত তত্ত্ব বর্ণন।

নবম অধ্যায়

শুকদেবের নিকট পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্ন

সূত কহে শৌনকেরে শুন দিয়া মন।
এত শুনি কি করেন পাণ্ডব-নন্দন ॥
এতেক কহিয়া শুক আধ্যাত্ম-বচন।
নিস্তব্ধ হইয়া রন আপন আসন ॥
আধ্যাত্ম-কীর্ত্তন শুনি রাজা পরীক্ষিৎ।
ক্ষণেক আশ্চর্য্য হয়ে হন অবস্থিত ॥
পুনশ্চ বন্দিয়া শুকে কহেন রাজন।
ধন্য ধন্য তব জ্ঞান ওহে তপোধন ॥
আলোক প্রকাশে যথা অন্ধকার নাশ।
তেমনি হইল মোর হৃদয়ে প্রকাশ ॥
নারদ লভিয়া জ্ঞান ব্রহ্মার গোচর।
পবিত্র করেন সুখে আপন অন্তর ॥
ব্রহ্মার অনুজ্ঞা ল'য়ে সেই তপোধন।
হরিগুণ কোন্ স্থানে করেন বর্ণন ॥
যাঁহার নিকটে সেই মহাতপোধন।
শ্রীহরির লীলা কথা করেন বর্ণন ॥
কোন্ জন শ্রোতা তার কোন্ তত্ত্বজ্ঞান।
কর তত্ত্ববিদ্ তাহা আমারে প্রদান ॥
কৃষ্ণকথা ঋষিবর কহ হেনমতে।
মন-প্রাণ শুদ্ধ মোর হয় যাহা হ'তে ॥
যাহাতে সুখেতে আমি কলেবর ছাড়ি।
শ্রীহরির পদপ্রান্তে যাইবারে পারি ॥
ভাগবত কথা যেবা করয়ে শ্রবণ।
ভক্তিভাবে যেবা তাহে দেয় নিজ মন ॥

ভক্তিবলে হয় মনে বিশ্বাস সঞ্চার।
যাহে হরি দেখা দেন হৃদয়ে তাহার ॥
আসিলে পৃথিবী মাঝে শরতের মাস।
সলিলের মলিনতা করে যথা নাশ ॥
সেইরূপ কৃষ্ণ সদা কর্ণ মাঝে গিয়া।
হৃদয়ের মলিনতা দেন বিনাশিয়া ॥
যেমন প্রবাসী আসি নিজ বাসস্থানে।
নাহি ইচ্ছা করে পুনঃ প্রবাসে প্রয়াণে ॥
বাসস্থান প্রিয় তার সর্ব্বাপেক্ষা হয়।
তাহারে ছাড়িতে মনে কখন না লয় ॥
তেমনি হরিরে লভি আপন অন্তরে।
সে চরণ কভু নাহি ছাড়ে কোন নরে ॥
সর্ব্বক্লেশ দূর হয় হরি সন্দর্শনে।
কেমনে ছাড়িবে বল সে হেন চরণে ॥
কর দেব সেই কথা কৃপায় বর্ণন।
সার্থক হউক মোর অনিত্য জীবন ॥
জিজ্ঞাসি তোমায় দেব এক প্রশ্ন আর।
উচিত কহিয়া ভ্রম নাশিবে আমার ॥
এই যে আত্মার দেহ এই কলেবর।
ভূতের সংযোগে সৃষ্ট হয় নিরন্তর ॥
অলৌকিক এই কার্য্য লাগে মম মনে।
আর কি কারণ আছে কহ মূঢ়জনে ॥
অথবা স্বভাবে জন্ম স্বভাবে মরণ।
কহ দেব কৃপা করি সেই বিবরণ ॥
আত্মতত্ত্বে পূর্ণ তুমি জ্ঞাত সর্ব্ববাণী।
প্রকাশিয়া সুস্থ কর কিছু নাহি জানি ॥
আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়।
কহিয়া ভ্রান্তির নাশ করহ আমায় ॥
ঈশ্বরের নাভি হ'তে আশ্চর্য্য কমল।
প্রাদুর্ভূত হয় পূর্ব্বে এ বিশ্বে কেবল ॥
তাহাতে জন্মিল বিশ্ব বিশ্ববাসী জীব।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা বিচিত্র অতীব ॥
অবয়ব মতে পায় জীবের প্রকাশ।
ঈশ্বর কি সেইরূপে অবয়বে বাস ॥
সর্ব্ব জীবময় তিনি মহাবিশ্বরূপ।
সর্ব্ব অবয়ব তাঁহে অতি অপরূপ ॥
এইরূপে যদি হয় ঈশ্বর সৃজন।
জীব আখ্যা তাঁরে নাহি দেয় বিজ্ঞগণ ॥
জীবে পরমেশে তবে ভেদ কিবা হয়।
সেই কথা কহ দেব ওহে কৃপাময় ॥
যাঁর নাভি-পদ্মে জন্মি ভূতাত্মা ব্রহ্মন্।
ভূত ল'য়ে এই বিশ্ব করেন সৃজন ॥
সেই ব্রহ্মা যে উপায়ে যাঁহারে নেহারি।
আধ্যাত্মেতে জানিলেন স্বরূপ যাঁহারি ॥
সেই মায়েশ্বর হরি যিনি নিরঞ্জন।
করিছেন এ বিশ্বের সৃজন পালন ॥
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী সেই পুরুষ প্রবর।
নিজ মায়া পরিহার করি নিরন্তর ॥
নিজের স্বরূপ ধরি যেথায় শয়ান।
সেই কথা কৃপা করি কহ মহাপ্রাণ ॥
ইতিপূর্ব্বে তব মুখে করিনু শ্রবণ।
ঈশ্বর অঙ্গেতে রহে এই ত্রিভুবন ॥
দিক্পাল যত আছে ল'য়ে দিক্গণ।
সকলি তাঁহার অঙ্গে সতত শোভন ॥
আবার তোমার মুখে করিনু শ্রবণ।
অবয়ব সৃষ্টি করে লোকপালগণ ॥
তাৎপর্য্য ইহার কিছু বুঝিতে না পারি।
কৃপা করি কহ প্রভু সমস্ত বিচারি ॥
কল্প বা কল্পান্ত কিসে হয় অনুমান।
গত অনাগত আর কাল বর্ত্তমান ॥
মনুষ্যাদি কত দিন আয়ু পায় দান।
পিতৃ বা দেবাদি আয়ু কিসে পরিমাণ ॥
কেমন কালের গতি সূক্ষ্ম বা মহান্।
কৃপা করি সেই কথা কহ মহাপ্রাণ ॥
কর্ম্মগতি কোন্ রূপ সংখ্যা তার কত।
কিবা পরিমাণ হয় গুণের সতত ॥
দেব আদি রূপ লাভ করিবার তরে।
কোন্ প্রকারের কর্ম্ম জীবগণ করে ॥

পাপ-পুণ্য কোন্ বস্তু কিসে উপজয়।
বুঝিব কেমনে তাহা অন্তরে উদয় ॥
ত্রিভুবন ব্যোম আর গ্রহ তারাগণ।
তটিনী সমুদ্র দ্বীপ কিসে উৎপাদন ॥
কোথা কোন্ জীবজন্তু করে সুখে বাস।
ঈশ্বর-নির্দ্দেশে কিবা নামের প্রকাশ ॥
এই যে ব্রহ্মাণ্ড কোষ আছে বিদ্যমান।
ইহার অন্তর বাহ্য কিবা পরিমাণ ॥
জন্মিল ভুবনে দেব যত মহাশয়।
করহ প্রকাশ দেব সর্ব্ব-কীর্ত্তিচয় ॥
বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম কেমনে প্রচার।
সাধুর চরিত্র কথা হয় কি প্রকার ॥
কাহারে বলে গো যুগ যুগের গণন।
কোন্ যুগে কোন্ কর্ম্ম করহ বর্ণন ॥
যেই ভাবে হরি হন ভূমে অবতার।
প্রত্যেক মাহাত্ম্য কহ করিয়া বিচার ॥
লোকের বিশেষ ধর্ম্ম আর সাধারণ।
কাহারে কহে গো দেব করহ বর্ণন ॥
বাণিজ্যে কর্ত্তব্য কিবা রাজর্ষি আচার।
বিপন্ন জীবের হয় ধর্ম্ম কি প্রকার ॥
প্রকৃতি আদির কত সংখ্যা নিরূপণ।
কোন্ বা নিয়মে বিষ্ণু হয় আরাধন ॥
অষ্টাঙ্গ যোগের বিধি কি তার কারণ।
কহ দেব কৃপা করি সেই বিবরণ ॥
কিবা লাভে যোগিগণ যোগে দেয় মন।
যোগের মাঝারে বল কি আছে রতন ॥
কেমনে যোগীর হয় আত্মা তিরোভাব।
কহ দেব কৃপা করি তাহার প্রভাব ॥
বেদ উপবেদ শাস্ত্র আর ইতিহাস।
পুরাণ কাহারে কয় কিসে বা প্রকাশ ॥
প্রলয় কাহারে কয় কহ মহাত্মন্।
ভূত স্থিতি কারে কয় করহ বর্ণন ॥
অগ্নিহোত্র আদি যত কাম্য কর্ম্ম আছে।
ধর্ম্মার্থ কামের বিধি কহ মোর কাছে ॥
বিলয় হইয়া জীব কি ভাবে উপজে।
বন্ধনে কিমতে জীব মায়াবশে মজে ॥
জীবের স্বরূপ কিবা কিসে অবস্থান।
নাস্তিক বা হয় কিসে করহ প্রমাণ ॥
আত্মার বন্ধন মুক্তি কি প্রকারে হয়।
আপন স্বরূপে আত্মা কি প্রকারে রয় ॥
স্বেচ্ছাধীন ভগবান্ আপন মায়ায়।
কিরূপে করেন ক্রীড়া কহ তা আমায় ॥
কি প্রকারে সেই মায়া পরিহার করি।
প্রলয়েতে সাক্ষী রূপে রহেন শ্রীহরি ॥
জানিবারে ব্যাকুলিত হইয়াছে মন।
কৃপা করি সব কথা করহ কীর্ত্তন ॥
আত্মভূ ব্রহ্মন্ যথা জানেন সকল।
তাঁহার সমান জ্ঞানী তুমিই কেবল ॥
সেই হেতু তব কাছে করিনু প্রকাশ।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর অভিলাষ ॥
কি বলিব হে ব্রহ্মন্ হরিকথা শুনি।
অনশনে দ্বিজশাপে নাহি ক্লেশ গণি ॥
হরিকথা তব মুখে অমৃত সমান।
মহানন্দে সেই সুধা করিতেছি পান ॥
সূত কহে সম্বোধিয়া শুন ঋষিজন।
পরীক্ষিৎ প্রশ্নে শুক আনন্দিত-মন ॥
কল্পের আদিতে বিষ্ণু হরি ভগবান্।
ব্রহ্মারে দিলেন যথা ব্রহ্মজ্ঞান দান ॥
সেই ভাগবত-কথা শুক তপোধন।
পরীক্ষিৎ সম্মুখেতে করেন বর্ণন ॥
যথা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেন তাঁহারে।
উত্তর করেন শুক ভক্তি সহকারে ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত পদ্য ছন্দে তারিতে সংসার ॥

ইতি শুকদেবের নিকট পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্ন।

ভাগবত বর্ণন

সূত কহে সম্বোধিয়া শুন ঋষিগণ।
শুকদেব কথামৃত অমৃত-নিঃস্বন ॥
যথা জিজ্ঞাসেন তাঁরে অভিমন্যুসুত।
উত্তর করেন শুক হ'য়ে অবহিত ॥
কহিলেন শুক তবে সম্বোধি রাজায়।
শুন রাজা প্রশ্নোত্তর অধ্যাত্ম কথায় ॥
ঈশ্বরস্বরূপ কিছু কহিব রাজন্।
মহা তত্ত্ব-জ্ঞান তাহা শুন দিয়া মন ॥
প্রকৃতি হইতে পর হন সেই জন।
অনুভবে হয় মাত্র তাঁর দরশন ॥
স্বপ্ন আর স্বপ্নদ্রষ্টা উভয় মাঝারে।
কোনই সম্বন্ধ নাই জানি বারে বারে ॥
এই বিশ্ব তাঁর মায়া জগতে প্রকাশ।
মায়ায় পতিত জনে না হয় বিকাশ ॥
নিদ্রিত যেমন হেরে নিদ্রায় স্বপন।
মায়াময় তথা হেরে সেই নিরঞ্জন ॥
মায়া না ত্যজিলে নাহি হয় অনুভব।
অনুভবে হেরে জ্ঞানী সেই আত্মভব ॥
নিজ মায়া প্রকাশিয়া সেই জগদীশ।
বহুরূপে প্রকাশিয়া ব্যাপী সর্ব্বদিশ ॥
গুণেতে আসক্ত হ'য়ে আত্মা ভগবান্।
আত্মরূপে আমি তুমি হেন অভিমান ॥
'আমি তুমি' অভিমান দূরে পরিহরি।
আপনার মহিমায় রহেন শ্রীহরি ॥
অতএব শুন নৃপ আমার বচন।
যদি চাও করিবারে ব্রহ্ম-নিরূপণ ॥
আমি তুমি অহঙ্কার কর পরিহার।
জ্ঞানের দ্বারায় শুদ্ধি করহ মায়ার ॥
হেনরূপে কর রাজা আগে অবস্থান।
তবে পাবে ব্রহ্মপথ মহা আত্মজ্ঞান ॥
কি কব তোমার কথা শুন নরপতি।
এরূপে হরিরে পান ব্রহ্মা প্রজাপতি ॥
অকপট তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে হরি।
ব্রহ্মারে যা কহিলেন অতি কৃপা করি ॥
সে সব অপূর্ব্ব কথা বিষ্ণুর বদনে।
তুলনা-রহিত তাহা এ তিন ভুবনে ॥
তত্ত্বজ্ঞান-অভিলাষী আছে যেই জন।
অবশ্য সে এই কথা করিবে শ্রবণ ॥
কেমনে লভেন ব্রহ্মা মহা আত্মজ্ঞান।
শুন রাজা বলি তোমা অদ্ভুত আখ্যান ॥
পদ্মোপরি বসি ব্রহ্মা করি আলোচন।
সৃষ্টি করিবারে তাঁর হ'ল দৃঢ়পণ ॥
তাইতে পতিত ব্রহ্মা মহা ভাবনায়।
কিসে জানিবেন তিনি সৃষ্টির উপায় ॥
একমনে পদ্মাসনে বসি পদ্মাসন।
ভাবেন কিরূপে হয় বিশ্ব উৎপাদন ॥
সম্মুখেতে ছিল তাঁর সীমাহীন নীর।
মৃদু মৃদু বহে যথা মৃদুল সমীর ॥
হেন স্থানে পদ্মাসন করি স্থির মন।
রয়েছেন সমাসীন মুদিয়া নয়ন ॥
হেনকালে দুটি বর্ণ উঠি জল হ'তে।
দুইবার উচ্চারিত হ'ল কোন মতে ॥
এ হেন বিচিত্র ধ্বনি শুনিয়া বারিতে।
আশ্চর্য্য হইয়া ব্রহ্মা চান চারিভিতে ॥
আশ্চর্য্য নিনাদ ইহা ভক্ত-জন-ধন।
বারি-মাঝে থাকি কেবা করে উচ্চারণ ॥
চারিদিকে চান বিভু দেখিতে না পান।
বারি-মাঝে 'তপ' শব্দ হইল উত্থান ॥
শ্রীবিষ্ণুর কথা ভাবি সেই ভগবান্।
তপস্যা করিতে তিনি করেন প্রস্থান ॥
সে অবধি করি তপ হাজার বছর।
জিতাত্মা ইন্দ্রিয়জয়ী হন অতঃপর ॥
আত্মজ্ঞান লভি সেই দেব-লোকপতি।
লভিলা সৃজন-জ্ঞান সুবিশুদ্ধ মতি ॥

জ্ঞানপরায়ণ হেরি তাঁহে ভগবান্।
যথা জরা মৃত্যু নাই দেখান সে স্থান ॥
যথায় আনন্দ সদা করিছে বিরাজ।
শুভাদৃষ্ট পদে পদে ধরে নানা সাজ ॥
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে আপন কৃপায়।
পরম বৈকুণ্ঠধাম দেখান ব্রহ্মায় ॥
কি আশ্চর্য্য সেই ধাম শুন নরপতি।
করিব বর্ণনা কিছু যথা মম মতি ॥
তমঃ নাহি রজঃ নাহি শুন নৃপবর।
শুদ্ধ সত্ত্ব বিরাজিছে সেথা নিরন্তর ॥
কাল তথা নাহি পারে করিতে গমন।
লোভ আদি নাহি সেথা করে বিচরণ ॥
মায়া মোহ নাহি তথা নাহি রাগ দ্বেষ।
নাহিক দুঃখের কথা কিংবা কোন ক্লেশ ॥
নিজরূপ ধরি তথা মুরারি বিরাজে।
আহা কিবা শোভা হয় দেব-ঋষি-মাঝে ॥
হরির পার্ষদ যত আছেন সেথায়।
তাঁদের সৌন্দর্য্য-কথা কহা নাহি যায় ॥
নবীন শ্যামল-কান্তি শ্বেত জ্যোতিঃ তায়।
সরসিজ সম আঁখি তাহে শোভা পায় ॥
পরিধানে পীতবস্ত্র অঙ্গ সুকোমল।
চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি ধরে পারিষদ দল ॥
মণিময় পরিচ্ছদ শোভে চমৎকার।
তাঁদের তেজের কভু সীমা নাহি আর ॥
বৈদূর্য্য মৃণাল যথা আভায় উজ্জ্বল।
সেইরূপ প্রভা ধরে পারিষদ দল ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে অতি মনোহর।
গলে দোলে বনমালা অতীব সুন্দর ॥
অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ লোকে শুন নরপতি।
শোভিছে বিমান-শ্রেণী দীপ্তিময় অতি ॥
যেরূপ বিজলি শোভে জলদের গায়।
দিব্য নারী সেইরূপ শোভিছে সেথায় ॥
শ্রীহরি-চরণ-শোভা শুন নৃপমণি।
মহালক্ষ্মী সদা তাহা সেবেন আপনি ॥
বসন্তের অনুচর ভ্রমর সকল।
মধুর গুঞ্জন সেথা করে অবিরল ॥
করিতেছে তারা যেন হরিগুণ গান।
তাহা শুনি কমলার মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥
তিনিও তাদের সাথে মিলাইয়া সুর।
শ্রীহরির গুণ গান করেন মধুর ॥
ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠেতে করিয়া গমন।
হেরিলেন অপরূপ দৃশ্য সুমোহন ॥
নিখিল ভক্তের পতি হরি সনাতন।
লক্ষ্মীর ঈশ্বর যিনি সেই নারায়ণ ॥
জগতের অধিপতি যজ্ঞের ঈশ্বর।
সেথায় আসীন তিনি শুন নৃপবর ॥
সুনন্দ ও নন্দ আদি যত ভক্তগণ।
সর্ব্বদা হরিরে করি রয়েছে বেষ্টন ॥
চারি বাহু তুলি বিষ্ণু ভক্তের কারণ।
আশীর্ব্বাদ মুহুর্মুহু করে বিতরণ ॥
যে জন নেহারে তাঁর প্রসন্ন নয়ন।
পরম-আনন্দে সেই হয় নিমগন ॥
প্রফুল্ল আনন আর অরুণ নয়ন।
কিরীট শোভিত শিরে অতি সুদর্শন ॥
পরিধানে পীতবস্ত্র অতি চমৎকার।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তে শোভে তাঁর ॥
অপরূপ কথা শুন ওহে মহারাজ।
লক্ষ্মীদেবী বক্ষে তাঁর করেন বিরাজ ॥
মনোহর সিংহাসন হীরকে খচিত।
আপনি শ্রীহরি তার পরে অধিষ্ঠিত ॥
জ্ঞান-চক্ষে যেই জন দেখেন তাঁহারে।
অনায়াসে মুক্ত হন এ ভব-সংসারে ॥
প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব আদি শক্তিগণ।
রহিয়াছে সেই হরি করিয়া বেষ্টন ॥
সুনিত্য ঐশ্বর্য্য তাঁর শোভে চারিভিতে।
নিজধামে সেই হরি রন একচিতে ॥
আপন স্বরূপে ক্রীড়া করিছেন যিনি।
পরম ঈশ্বর আর বিশ্বপতি তিনি ॥

তপেতে করিয়া ব্রহ্মা এরূপ দর্শন।
আনন্দিত হ'য়ে রূপ হেরে অনুক্ষণ ॥
দেহেতে রোমাঞ্চ তাঁর হয় বারবার।
নয়ন হইতে ঝরে প্রেম অশ্রুধার ॥
ধেয়ানের ধন হরি হেরি লোকপতি।
শ্রীহরির পাদপদ্মে করেন প্রণতি ॥
ভক্তিপথ যেই জন না করে গ্রহণ।
হরিপাদপদ্ম লাভ না করে সে জন ॥
ভক্তিতে হইয়া প্রীত সেই ভগবান্।
সৃষ্টি-কার্য্য-উপযুক্ত করে তাঁরে জ্ঞান ॥
হেন ভাবি মনে হরি ধরি বিধি-কর।
মোহন হাসিতে তাঁর মোহিলা অন্তর ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনহ সংসারবাসী শ্রীহরি বিচার ॥

ইতি ভাগবত বর্ণন

যোগবলে ব্রহ্মার নারায়ণ দর্শন ও কথোপকথন

সূত বলে শৌনকেরে মুনির নন্দন।
যোগবলে প্রজাপতি হেরে নারায়ণ ॥
হেন কথা বলি শুক পরীক্ষিৎ পাশ।
মিটান রাজার যত হরিপদে আশ ॥
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডু-নরপতি।
কর্ম্মযোগ পরলোক বুঝ শুদ্ধমতি ॥
যোগবলে পদ্মযোনি হেরি নারায়ণ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধরিয়া চরণ ॥
ভকতিতে বাঁধা হরি জগৎ-মাঝারে।
সন্তুষ্ট হইলা হরি ব্রহ্মা-ব্যবহারে ॥
দুই হস্ত ধরি তাঁর প্রভু নারায়ণ।
চারি হস্তে আশীর্ব্বাদ করেন তখন ॥
আশীর্ব্বাদ করি হরি কহেন বচন।
ধন্য ধন্য তুমি বিধি ভক্তিপরায়ণ ॥
তব ভক্তি মতে আমি হ'লেম কাতর।
সন্তুষ্ট হ'লেম তব বুঝিয়া অন্তর ॥
যে জন কপট যোগী ভুবন-মাঝারে।
মোরে তুষ্ট করিবারে নাহি সেই পারে ॥
সৃষ্টির মঙ্গল তরে করিতে সৃজন।
ইচ্ছা তব হইয়াছে দেব-শ্রেষ্ঠ জন ॥
যত তুষ্ট নহি আমি যোগীর সাধনে।
ততোধিক তুষ্ট আমি তব আরাধনে ॥
বরদাতা আমি ব্রহ্মা দিব তোমা বর।
পরিপূর্ণ হোক তব যা চাহে অন্তর ॥
যাহা ইচ্ছা করিয়াছ হোক তা পূরণ।
করহ মনের সুখে বিশ্বের সৃজন ॥
যেবা যত যোগী ভোগী করয়ে সাধন।
সকলের শ্রেষ্ঠ আশা মোরে দরশন ॥
পুরুষের শ্রেষ্ঠ আশা বৈকুণ্ঠ দর্শন।
পেয়েছ তুমি তো ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে এখন ॥
যোগনেত্রে যেই জন হেরয়ে আমায়।
জগতের সুখ-ভোগ কিছুই না চায় ॥
কি আর বাসনা তব বল পদ্মাসন।
যত আশা তব হৃদে হইবে পূরণ ॥
পরলোক নাম এর যাহে করি বাস।
নির্ম্মিত হইল ইহা ল'য়ে মম আশ ॥
আসিবারে এই লোকে তপ-মাত্র পথ।
নাহি অন্য কোন পথ আর কোন রথ ॥
নির্জ্জন সরসীতীরে করেছ তপন।
সেই হেতু পরলোকে পেলে দরশন ॥
জলেতে যে তপ-বাক্য হ'ল উচ্চারিত।
আমার আদেশে তাহা জানিবে নিশ্চিত ॥
একমনে নামধ্যানে ছিলে বিমোহিত।
নাশিবারে সেই মোহ এহেন বিহিত ॥

যে জন আমায় ভাবে আপন অন্তরে ।
কত শত পথ ধ্যানে দরশন করে ॥
আমার নির্দ্দিষ্ট পথ তপ ভিন্ন নয় ।
সেই তপোবলে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয় ॥
সেই তপোবলে হয় ইহার বিনাশ ।
সুপণ্ডিত হয় সেই তপে যার আশ ॥
তপস্যাই মম শক্তি জানিবে ব্রহ্মন্ ।
ভক্তজন যেন করে তপ আচরণ ॥
ত্রিভুবনে তপস্যাই হৃদয় আমার ।
নিরন্তর আমি জেনো আত্মা তপস্যার ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা করি যোড়পাণি ।
শ্রীহরি-সমীপে কহে গদ্‌গদ বাণী ॥
সকল জীবের কর্ত্তা তুমি নারায়ণ ।
সকল হৃদয়ে তুমি কর গো ভ্রমণ ॥
সকলের মনোভাব তোমার গোচর ।
মনোবাঞ্ছা পূর নাথ ওহে পরাৎপর ॥
হৃদয়ে যে ভাব দেব হ'য়েছে উদয় ।
পূর্ণ কর সেই আশা ওহে দয়াময় ॥
এই আশা বড় মনে হেরি তব রূপ ।
মিটাও বাসনা মোর জগতের ভূপ ॥
স্থূল সূক্ষ্ম দুই মূর্ত্তি কিন্তু রূপ নাই ।
এ কেমন লীলা তব বল শুনি তাই ॥
স্থূল সূক্ষ্ম রূপ তব সাধনের সার ।
কার বা ক্ষমতা হেন করিতে বিচার ॥
ভক্তিতে যদ্যপি হরি হ'য়েছ বন্ধন ।
দাও হেন শক্তি যাহে পাই দরশন ॥
আর এক আশা হৃদে আছে নারায়ণ ।
নিজ মায়াবলে তব রূপ অগণন ॥
বহুরূপ হ'য়ে তুমি রচিলে ভুবন ।
সেই হেতু ভিন্নরূপে বিশ্ব দরশন ॥
তোমার সঙ্কল্প কভু অন্যথা না হয় ।
কৃপা করি কহ মোর প্রার্থিত বিষয় ॥
যেইরূপ ঊর্ণনাভ জালের মাঝারে ।
আচ্ছাদিত করি রাখে নিজ কলেবরে ॥
সেইরূপ তুমি হরি আপন ইচ্ছায় ।
আচ্ছাদিত হ'য়ে সদা আছ এ ধরায় ॥
নিরন্তর তুমি প্রভু নানা রূপ ধরি ।
সৃজন পালন আদি করিছ শ্রীহরি ॥
ব্রহ্মা আদি রূপ তুমি করিয়া ধারণ ।
নানারূপে ক্রীড়া প্রভু কর অনুক্ষণ ॥
জানিতে পারিব লীলা যে বুদ্ধি দ্বারায় ।
সেই বুদ্ধি দান তুমি করহ আমায় ॥
তোমার নিকট লভি সৃজনের জ্ঞান ।
ভুবনের হিত লাগি করি অনুষ্ঠান ॥
না করিব অভিমান শিখিয়া কৌশল ।
দাও হরি কৃপা করি সৃষ্টি-বুদ্ধি-বল ॥
বন্ধুর সহিত যথা বন্ধু আচরণ ।
আমারে করিলে হরি বন্ধুত্বে বন্ধন ॥
সেই হেতু এ ভুবনে হ'ল মম মান ।
কৃপা করি সৃষ্টি-বুদ্ধি কর মোরে দান ॥
সৃজিব ভুবন তব করিতে সেবন ।
তব সেবা বিশ্ব-হিত এই আকিঞ্চন ॥
যখন তোমার সেবা করিব হে স্বামী ।
'অজ' এই গর্ব্ব যেন নাহি করি আমি ॥
আমি জন্ম-মৃত্যুহীন এই অহঙ্কার ।
ইহাই উৎকট গর্ব্ব জানি অনিবার ॥
ব্রহ্মার বাসনা শুনি সেই চিন্তামণি ।
পূরাতে তাঁহার আশা কহেন আপনি ॥
যে কথা শুনিতে তব জাগিছে বাসনা ।
সেই কথা কহি শুন পূরাতে কামনা ॥
জীবের জ্ঞানের সীমা যতদূর হয় ।
আঁখি-দৃষ্টি কিবা আয়ু ততদূর নয় ॥
গোপনীয় জ্ঞানশাস্ত্র কহিব তোমায় ।
বুঝিবে সকল তুমি তপোমহিমায় ॥
আমার স্বরূপ সত্ত্ব রূপ গুণ কাজ ।
মম অনুগ্রহে তুমি শুনিবে তা আজ ॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে কিছু ছিল না যখন ।
শুন ব্রহ্মা শুধু আমি ছিলাম তখন ॥

কোন বস্তু নাহি ছিল সূক্ষ্ম আর স্থূল।
ছিল না সংসার এই ব্রহ্মাণ্ড বিপুল ॥
সৃষ্টির পরেও আমি আছি বর্ত্তমান।
এই যে প্রপঞ্চ বিশ্ব আমার বিধান ॥
মম হ'তে ভিন্ন যাহা হেরিছ নয়নে।
আমাতেই লগ্ন হের জ্ঞান-দরশনে ॥
যা দেখিছ সব আমি আমা ভিন্ন নয়।
সকলি আমাতে রবে হইলে প্রলয় ॥
যদিও দুইটি চন্দ্র সম্ভব না হয়।
তথাপিও দুই চন্দ্র মানবেরা কয় ॥
প্রকৃত পদার্থ রাহু মণ্ডলেতে থাকে।
তথাপিও মিথ্যা বলি সবে জানে তাকে ॥
শুন শুন ব্রহ্মা তুমি কৌতুকের কথা।
এই ভ্রমে মায়া বলি জানিবে সর্ব্বথা ॥
প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ভূত সর্ব্বস্থানে রয়।
সেইমত মম গতি সর্ব্ব জীবে হয় ॥
যেইরূপ মহাভূত ভূতের শরীরে।
প্রবেশ করিয়া রহে অন্তরে বাহিরে ॥
সেইরূপ যত জীব ভুবন ভিতরে।
বিরাজিত আছি আমি বাহিরে অন্তরে ॥
আমি আছি সর্ব্বভূতে তবু আমি নাই।
অপূর্ব্ব এ কথা আজি তোমারে জানাই ॥
সর্ব্বত্র বিরাজ যেই করে সর্ব্বক্ষণ।
আত্মা তিনি শুদ্ধ সত্য তিনি নিরঞ্জন ॥
সংস্পৃষ্ট হইয়া তবু অসংস্পৃষ্ট রয়।
আত্মা বলি সেই বস্তু জ্ঞানিজনে কয় ॥
এইমত ভাবনায় শুদ্ধ রহে জ্ঞান।
অহঙ্কার নাশ হয় নাশে অভিমান ॥

এত বলি অন্তর্দ্ধান হ'লেন শ্রীহরি।
সুবোধ গাইল গীত সেই পদ স্মরি ॥

ইতি যোগবলে ব্রহ্মার নারায়ণ দর্শন ও কথোপকথন।

শুকদেব কর্ত্তৃক ভাগবত-বিচার ও সৃষ্টিবিধান

এতেক বলিয়া তবে সূত মুনিবর।
শৌনকে কহেন তবে প্রকাশি অন্তর ॥
অধ্যাত্ম শুনিলে ঋষি ব্রহ্মার বচন।
ভাগবত-বিধি শুন শুকের কথন ॥
আধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা করি সমাপন।
ভাগবত-বিধি শুক করেন বর্ণন ॥
আরম্ভেন নব ভাব পাণ্ডবে সম্ভাষি।
শুন রাজা এ বিচার যা কিছু প্রকাশি ॥
ব্রহ্মারে বুঝায়ে হরি হন অন্তর্দ্ধান।
হরিরে না হেরি ব্রহ্মা হইল অজ্ঞান ॥
কোথা বা সে শ্যামমূর্ত্তি কমল-লোচন।
পীতবাস চতুর্ভুজ গরুড় বাহন ॥
বনমালা কোথা গেল কিরীট-ভূষণ।
কোথা বা কৌস্তুভমণি শ্রীনিবাস ধন ॥
হরি হৈলে অন্তর্দ্ধান সেই প্রজাপতি।
হরির বিরহে মুগ্ধ হইলেন অতি ॥
হৃদয়ে প্রণমি ব্রহ্মা হরির চরণে।
শিক্ষামতে এই সৃষ্টি সৃজেন যতনে ॥
প্রজার করিতে হিত সেই প্রজাপতি।
তপস্যা করেন ঘোর ভক্তিভরে অতি ॥
তখন তাঁহার পুত্র নারদ সুজন।
ব্রহ্মার তপস্যা এই করিয়া দর্শন ॥
বিষ্ণুমায়া জানিবার প্রবল ইচ্ছায়।
ব্রহ্মার চরণ সেবা করেন সেথায় ॥

নারদ ব্রহ্মার পুত্র অতিশয় প্রিয়।
অতীব বিনয়ী তিনি অতি জিতেন্দ্রিয় ॥
এইরূপে সেবা করি ভক্তিসহকারে।
অবশেষে পরিতুষ্ট করেন পিতারে ॥
তুষ্ট হয়েছেন পিতা বুঝি তারপর।
যেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসেন নারদ প্রবর ॥
সেই সব গূঢ় প্রশ্ন সে সব বিষয়।
জিজ্ঞাসিলে মোরে তুমি নৃপ মহাশয় ॥
চারিটি শ্লোকের দ্বারা নিজে সনাতন।
যেই ভাগবত কথা করেন কীর্ত্তন ॥
সেই পুণ্যময় কথা ব্রহ্মা প্রজাপতি।
নারদের কাছে কয় তুষ্ট হ’য়ে অতি ॥
চারিটি শ্লোকের মাঝে শুন হে রাজন্।
অতি অপরূপ ছিল দশটি লক্ষণ ॥
মহাঋষি ব্যাসদেব সরস্বতী তীরে।
যখন করিছে ধ্যান পরম হরিরে ॥
তখন আসিয়া সেথা দেবর্ষি নারদ।
ব্যাসদেব কহিলেন এই ভাগবত ॥
বহুতর প্রশ্ন তুমি করিলে রাজন্ ॥
সেই সব কথা শুন কহিব এখন ॥
শুকদেব কহিলেন শুন নৃপবর।
প্রদান করিব সব প্রশ্নের উত্তর ॥
ইহাতেই সে প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।
ভাগবত শুনি রাজা আনন্দে ভাসিবে ॥
আর যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি নৃপবর।
একে একে দিব আমি তাহার উত্তর ॥
ভাগবত মাঝে আছে দশটি লক্ষণ।
সর্ব্বাগ্রে তাহাই রাজা করিব বর্ণন ॥
সর্ব্বাগ্রে রহয় ‘সর্গ’ ‘বিসর্গ’ অপরে।
তৃতীয়েতে ‘স্থান’ হয় ‘পোষণ’ অন্তরে ॥
‘ঊতি’ আর ‘মন্বন্তর’ ‘জগদীশ বাণী’।
‘নিরোধ’ ও ‘মহামুক্তি’ যাতে সুস্থ প্রাণী ॥
দশমে ‘আশ্রয়’ হয় অতি মনোহর।
দশ অঙ্গে বিরচেন ব্যাস মুনিবর ॥

দশম ‘আশ্রয়’ লাগি উন্মত্ত জগৎ।
জানিতে ব্যাকুল হয় যেজন মহৎ ॥
যেখানে হরির স্তুতি তথায় আশ্রয়।
বর্ণিলেন মম পিতা হ’য়ে সদাশয় ॥
যেখানে স্বভাব তাঁর সর্গাদি তথায়।
বুঝ নৃপবর যাহা বলিব কথায় ॥
তিন গুণময় হরি বেদের বচন।
গুণের বৈষম্য হেতু বিভিন্ন দর্শন ॥
গুণ-পরিণাম হেতু ভগবান্ হ’তে।
শব্দ আর আকাশাদি জন্মে যা জগতে ॥
মহত্তত্ত্ব আর সেই তত্ত্ব অহঙ্কার।
এই সব হ’তে জন্ম সগ নাম তার ॥
ব্রহ্মার সৃজন যাহা শুন গুণধাম।
বিসর্গ তাহার নাম জেনো অবিরাম ॥
ভগবান্-সৃষ্ট বস্তু শুন মহাপ্রাণ।
উৎকর্ষ লভিলে পরে হয় তবে ‘স্থান’ ॥
আপন ভক্তের প্রতি হরি-অনুগ্রহ।
‘পোষণ’ তাহার নাম জানি অহরহ ॥
সাধুর ধর্ম্মের নাম হয় ‘মন্বন্তর’।
কর্ম্মের বাসনা হয় ‘ঊতি’ নিরন্তর ॥
হরি অবতার কথা লীলার কীর্ত্তন।
মহাপুরুষগণের চরিত কথন ॥
ঈশ কথা বলি তারে কয় জ্ঞানী জন।
শুন রাজা পরীক্ষিৎ স্থির করি মন ॥
নানাবিধ উপাখ্যান পরিপুষ্ট তাহা।
তারপর শুন নৃপ কহিতেছি যাহা ॥
যোগ-নিদ্রাবশে হরি করিলে শয়ন।
স্বীয় শক্তি সহ জীব বিলীন যখন ॥
‘নিরোধ’ তাহার নাম জ্ঞানী জনে কয়।
অপূর্ব্ব কাহিনী তুমি শুন মহাশয় ॥
আত্মা যবে অন্য রূপ করি পরিহার।
নিজের স্বরূপে রন ‘মুক্তি’ নাম তাঁর ॥
যাঁহা হ’তে সৃষ্টি স্থিতি ঘটিছে প্রলয়।
সেইজন এ জগতে সবার ‘আশ্রয়’ ॥

পরশুরাম অবতার

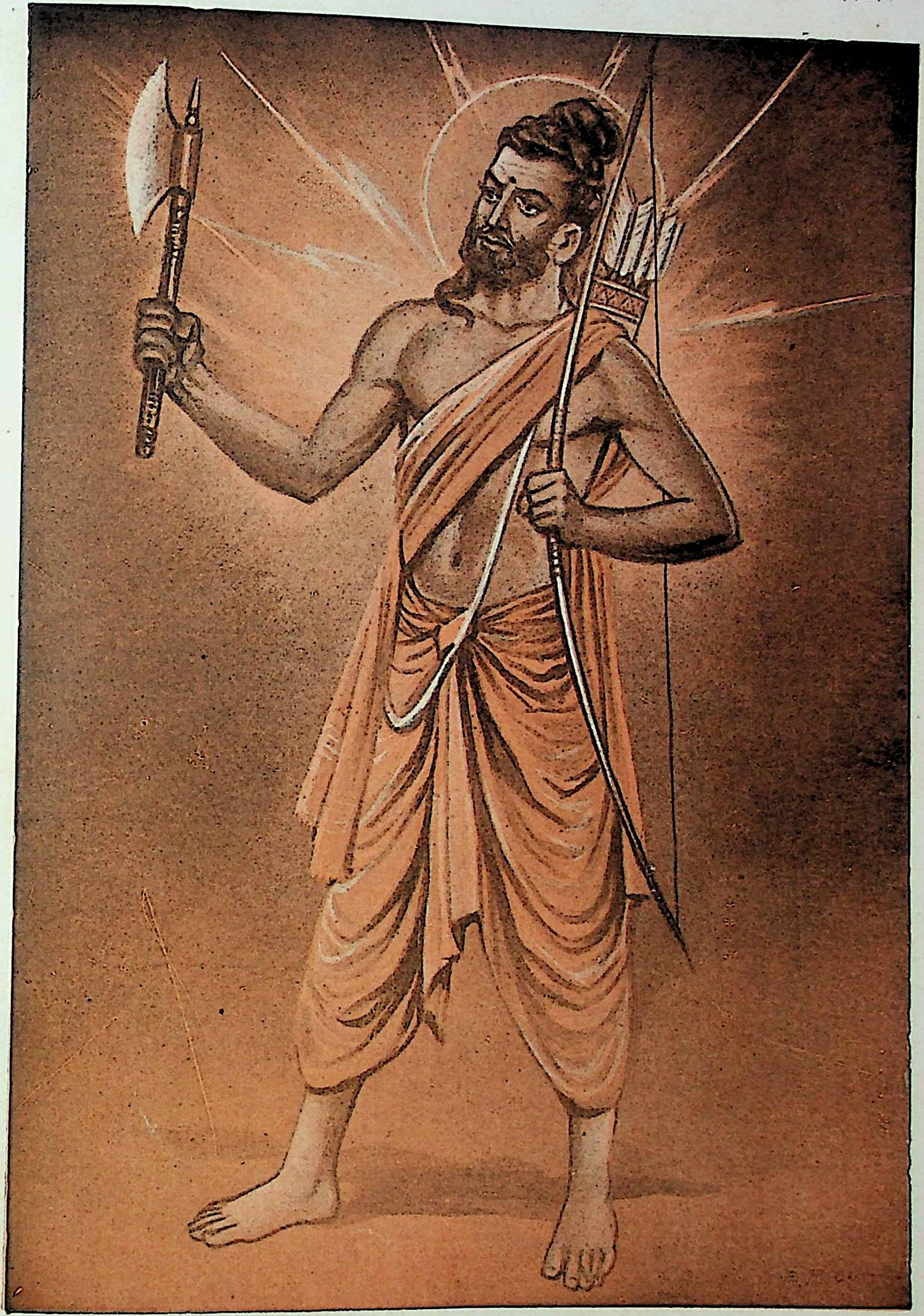

পরশুরামেতে হরি হ'য়ে অবতার।
সুতীক্ষ্ণ পরশু ল'য়ে করেন বিহার॥

পৃষ্ঠা—১৪৭

পরব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁহার আখ্যান।
বুঝিলে কি নৃপ তুমি বিধির বিধান॥
যেরূপ বর্ণিনু আমি আধ্যাত্মিক হয়।
আধিদৈব রূপ তার জীবদেহে রয়॥
ভ্রমেতে উভয় রূপে বিভিন্ন বুঝিবে।
আধিভৌত রূপ তাঁর মনেতে জানিবে॥
একের অভাব জ্ঞানে তিনের বিনাশ।
এই তত্ত্ব অতি সত্য এ বিশ্বে প্রকাশ॥
তিন রূপ এক যেবা করে আলোচন।
যেই আত্মা সাক্ষিরূপে করে দরশন॥
তখন তাঁহার নাম হইবে 'আশ্রয়'।
অপূর্ব্ব কথন তুমি শুন মহাশয়॥
এই যে শ্রীহরি-কথা করিনু বর্ণন।
কেমনে হইল শুন জগতে সৃজন॥
অণ্ডরূপী এই বিশ্ব মহা-শূন্যময়।
অণ্ডভেদ করি ব্রহ্মা দেখেন আলয়॥
প্রথমে করেন তিনি জলের সৃজন।
পুরুষ রূপেতে তাহে থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
পুরুষের নাম নর তাহে জন্মি বারি।
তাহাতেই জল হয় নার নামধারী॥
নারেতে অয়ন করি সেই সনাতন।
লয়েন আপন কর্ম্ম দেব নারায়ণ॥
দ্রব্য-কর্ম্ম-কাল আর স্বভাব জীবন।
যাঁহার দয়ায় শোভে এ তিন ভুবন॥
উপেক্ষা করেন যদি সেই মহাজন।
মিথ্যাভূত এ সংসারে হইবে মরণ॥
একমাত্র সেই হরি যোগ দরশন।
যোগ-শয্যা ত্যজি হরি মেলিল নয়ন॥
বহুরূপ মম হোক করি অভিলাষ।
নানাভাবে নানারূপ করেন প্রকাশ॥
অধিভূত অধিদৈব অধ্যাত্ম সে রূপ।
আত্মারূপে আত্মারাম এ বিশ্বের ভূপ॥
নিজ-বীর্য্য সেই হরি করেন ভাজন।
তিন ভাগে পরীক্ষিৎ করহ শ্রবণ॥
যোগশয্যা ত্যজি হরি হ'য়ে আত্মারাম।
জীবরূপে এক অংশ করেন বিরাম॥
পৌরুষ বীর্য্যই তাহা ব্রহ্মার বচন।
তিনরূপে সেই হরি করে বিভাজন॥
জীবদেহ ধরি হরি হইলে প্রকাশ।
জীবদেহে অগ্রে লক্ষ্য হইবে আকাশ॥
দেহাকাশ হ'তে তিন সূক্ষ্মাংশ সৃজন।
ওজঃ মহঃ বল এই তিন উৎপাদন॥
তিনের মিলনে হয় প্রাণের সঞ্চার।
শক্তিময় সূক্ষ্মরূপ সূত্র নাম তাঁর॥
রাজার অধীন যথা দাসগণ হয়।
প্রাণের অধীন তথা ইন্দ্রিয় নিচয়॥
প্রাণের হইলে চেষ্টা জীবদেহ মাঝে।
তবে ত ইন্দ্রিয়গণ চলে নানা সাজে॥
কখন যদ্যপি হয় প্রাণ তেজোহীন।
ইন্দ্রিয়ও তার সহ হয় অতি ক্ষীণ॥
চঞ্চল হইলে প্রাণ ক্ষুধা তৃষ্ণা পায়।
বিরাট পুরুষ সেই পানাহার চায়॥
পান ভোজনেতে ইচ্ছা হইল যখন।
বিভক্ত হইল তাঁর বিরাট বদন॥
তবে দেহে মুখ নামে অঙ্গ সুপ্রকাশ।
মুখের ভিতরে তবে তালুর বিকাশ॥
তারপরে ছয় রস হয় উৎপাদন।
জিহ্বার মাঝারে তার হয় আস্বাদন॥
পুরুষের যবে হয় বাণী অভিলাষ।
মুখ হ'তে অগ্নি-বাক্য তবে সুপ্রকাশ॥
পুরুষ ছিলেন যবে জলেতে শয়ান।
অপূর্ব্ব ঘটনা তুমি শুন মতিমান্॥
বাক্য আর অগ্নিদেব জলের ভিতরে।
অবরুদ্ধ হয়েছিল বহুকাল ধ'রে॥
উঠিলা যখন হরি পরিহরি জল।
সাথে সাথে উঠে তাঁর বাক্য ও অনল॥
প্রাণবায়ু যবে হয় দেহেতে চঞ্চল।
উভয় নাসিকা তবে প্রকাশে কেবল॥

সুগন্ধ গ্রহণ যবে হয় অভিলাষ।
ঘ্রাণেন্দ্রিয় বায়ুদেব তবে সুপ্রকাশ ॥
দেহ হেরিবারে যবে ইচ্ছা হ'ল তাঁর।
আঁখিরূপে জ্যোতি তবে উদিল এবার ॥
জ্যোতির দেবতা আর দেব দিবাকর।
দুই চক্ষু সহ তাঁর উদিল সত্বর ॥
ঋষিদের বেদবাক্য শুনিবার তরে।
শ্রবণের অভিলাষ জন্মিল অন্তরে ॥
সেই অভিলাষ বশে জন্মে কর্ণদ্বয়।
উদ্ভব হইল সাথে দিক্ সমুদয় ॥
মৃদু গুরু লঘু উষ্ণ শীত অনুভব।
করিবারে হ'ল তবে ত্বকের উদ্ভব ॥
ত্বকের ভিতরে আর বাহিরে তাহার।
পরশ গ্রহণ করে বায়ু অনিবার ॥
ত্বকে স্পর্শগুণ পায় আপনি পবন।
অবহিতে শুন তাহা উত্তরা-নন্দন ॥
জীবের হইলে ইচ্ছা কর্ম্ম করিবারে।
হস্ত হয় অভিব্যক্ত দেহের মাঝারে ॥
হস্তের সমান বল ইন্দ্রিয়েতে নাই।
আপনি আসিয়া ইন্দ্র অধিষ্ঠান তাই ॥
ইন্দ্ররূপে দুই হস্ত দেহের মাঝারে।
আদান প্রদান যজ্ঞ করিছে প্রকারে ॥
আদান প্রদান যজ্ঞ করিতে গমন।
দেহ-মূলে অভিব্যক্ত যুগল-চরণ ॥
সর্ব্বত্র গমন-যোগ্য ইন্দ্রিয় প্রমাণ।
বিষ্ণু তাহে অধিষ্ঠাতা দেবতা প্রধান ॥
চরণে বসিলে বিষ্ণু ইন্দ্রিয় সকল।
একে একে নিজ নিজ কর্ম্মেতে সবল ॥
চরণের গতি দিয়া যতেক মানব।
যজ্ঞ আদি সুসম্পন্ন করে তারা সব ॥
অপত্য কারণ শিশ্ন দেহেতে প্রকাশ।
স্ত্রীসম্ভোগ মহানন্দ তাহে সুবিকাশ ॥
তাহাতে ইন্দ্রিয়-মধ্যে উপস্থ গণন।
প্রজাপতি তথা বসি করেন সৃজন ॥
ভুক্তের অসার অংশ করিতে বাহির।
গুহ্যদেশ নিম্নভাগে ধরয়ে শরীর ॥
তাহাকে ইন্দ্রিয়-মধ্যে পায়ুতে গণন।
মিত্র তথা দেবরূপে হয় উৎপাদন ॥
দেহ ত্যজি লোকান্তরে যাইতে জীবন।
নাভির প্রকাশ দেহে শাস্ত্রের বচন ॥
মৃত্যুই দেবতা তার সদা বিরাজিত।
নাভিতে বায়ুর ভেদে মরণ নিশ্চিত ॥
অপান নামেতে বায়ু নাভিতে শোভন।
তাহার ব্যাঘাতে হয় জীবের মরণ ॥
পানীয় আহার তরে প্রকাশ উদর।
অন্ত্রনাড়ী অভিব্যক্ত রসের আকর ॥
নাড়ীতে সমুদ্র বসে অন্ত্রে নদীগণ।
তুষ্টি পুষ্টি লাগি অন্ন পান প্রয়োজন ॥
জীবন করিতে নিজ মায়ার চিন্তন।
হৃদয় নামেতে স্থান হয় উৎপাদন ॥
হৃদয় সঙ্কল্প মন আর অভিলাষ।
ক্রমে ক্রমে এ সবের হইল প্রকাশ ॥
আপন ইচ্ছায় তাঁর জন্মিল যে মন।
চন্দ্রদেব সে মনের অধিষ্ঠাতা হন ॥
কামনাই কার্য্য তাঁর এ হেন সংসারে।
বুঝ রাজা পরীক্ষিৎ বুদ্ধির বিচারে ॥
ত্বক্ চর্ম্ম মাংস আর মজ্জা ও রুধির ॥
অস্থি মেদ সপ্ত ধাতু জীবের শরীর ॥
এই সপ্ত ধাতু জল ক্ষিতি তেজোময়।
শ্রীহরির মায়া মাত্র প্রকৃতি নিশ্চয় ॥
সর্ব্বদেহে তিনরূপে শোভিত জীবন।
শূন্য জল বায়ু ময় বেদের বচন ॥
ইন্দ্রিয় বলিয়া পরে করিনু আখ্যান।
গুণাত্মক সবে তারা বুঝ বুদ্ধিমান্ ॥
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিদ্যমান।
চর্ম্ম-ত্বক্-আঁখি-জিহ্বা-নাসার নিদান ॥
এই পঞ্চ গুণ ধরে পঞ্চ-মহাভূত।
মহাভূতময় সব শুনিতে অদ্ভুত ॥

বিকারের আত্মারূপী হয় এই মন।
বিজ্ঞানরূপিনী বুদ্ধি শুনহে রাজন্॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
বুঝিল ভক্তের মুক্তি সংসারে প্রচার॥

ইতি শুকদেব কর্ত্তৃক ভাগবত-বিচার ও সৃষ্টি-বিধান।

শ্রীহরির স্বরূপ কীর্ত্তন ও আবির্ভাব কথন

সূত কহে সম্বোধিয়া শুন মুনিজন।
কহিলাম জীব-সৃষ্টি শুকের বচন॥
আর যা কহেন শুক পাণ্ডু-বংশধরে।
শুন হে শৌনক ঋষি সুস্থির অন্তরে॥
শুক কহে পরীক্ষিতে করি সম্বোধন।
শ্রীহরির স্থূলরূপ করিনু কীর্ত্তন॥
দেহ-মাত্রে স্থূলরূপী শ্রীমধুসূদন।
সেই স্থূল-রূপে রহে অষ্ট আবরণ॥
পঞ্চভূত মহত্তত্ত্ব আর অহঙ্কার।
প্রকৃতি লইয়া অষ্ট দেহের বিচার॥
স্থূলরূপে দেহভাবে হরি বিদ্যমান।
সূক্ষ্মতম রূপ আছে বেদের প্রমাণ॥
পূর্ব্বেতে কহিনু যাহা অষ্ট আবরণ।
সূক্ষ্মরূপ হয় রাজা তাহার কারণ॥
নাহি তার বর্ণাকার নাহি স্থিতি লয়।
বাক্য-মন অগোচর সদা যেই হয়॥
এই যে উভয় রূপ করিনু বর্ণন।
মায়াসৃষ্টি বলি করে পণ্ডিতে গণন॥
পণ্ডিতেরা দুইরূপে না করে স্বীকার।
উভয়েই মায়া সৃষ্ট শাস্ত্রের বিচার॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে ভগবান্।
নিষ্ক্রিয় হইয়া হন সর্ব্বক্রিয়াবান্॥
ক্রিয়াগুণে নাম মাত্র বাচক বিধান।
জীবরূপে নানারূপ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
সৃষ্টিতেই সর্ব্ব ক্রিয়া বিলয় সৃজন।
জ্ঞানেতেই সেই হরি হেন বিবেচন॥
হরিরে এহেন ভাবি লভি আত্মজ্ঞান।
ভব-চিন্তা দূর কর হে নৃপ শ্রীমান্॥
সূত কহে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
শ্রীহরি বিভূতি কথা অতি নিরমল॥
পরীক্ষিৎ-প্রশ্ন শুনি তাহার উত্তরে।
কহিলেন শুকদেব সুস্থির অন্তরে॥
শুক কহে শুন রাজা পাণ্ডু-বংশধর।
আপন প্রশ্নের কিছু শুনহ উত্তর॥
যতেক দেবতা মনু আর প্রজাপতি।
সকলি বিভূতি তাঁর শুন মহামতি॥
যত ঋষি পিতৃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ।
অপ্সর অসুর আর বিদ্যাধরগণ॥
কিন্নর রাক্ষস আর নাগ-ফণিকুল।
প্রেতাদি পিশাচ ভূত বেতাল সংকুল॥
কুষ্মাণ্ড উন্মদ আর যত যাতুধান।
পক্ষী মৃগ গ্রহ পশু বৃক্ষেতে প্রমাণ॥
জীব কীট যত কিছু করিনু কীর্ত্তন।
জল-স্থল-মাঝে আছে যত জীবগণ॥
স্থাবর জঙ্গমরূপী জীব আর যত।
অণ্ডজ উদ্ভিজ্জ আর জরায়ুজ কত॥
এ সকলে সেই হরি করিয়া সৃজন।
করিলেন এ জগৎ অতি সুশোভন॥
আর কি বলিব রাজা শুন দিয়া মন।
উত্তম মধ্যম আর অধম গণন॥
সকলি তাঁহার কৃত শুন নৃপমণি।
কর্ম্ম-ফলাফলে মাত্র উচ্চ নীচ গণি॥

উত্তম করিলে কার্য্য সত্ত্বগুণময় ।
দেবতা বলিয়া সবে তাঁহাদের কয় ॥
মধ্যম কর্ম্মের ফলে রজোগুণ পায় ।
জ্ঞানী জনে ডাকে তাহে মানব আখ্যায় ॥
অধম কর্ম্মের ফলে তমোগুণী হয় ।
নারকী তাহারে যত সুধীজনে কয় ॥
শুন রাজা আর এক আশ্চর্য্য কথন ।
কর্ম্মফল যেইরূপে করিনু বর্ণন ॥
উত্তম মধ্যম আর অধম বিরাজে ।
উত্তম অধম শোভে মধ্যমের মাঝে ॥
অধমে উত্তম আর মধ্যম গণন ।
এইমত ফলাফল কর্ম্মের কীর্ত্তন ॥
জগৎ-বিধান-কর্ত্তা সেই নারায়ণ ।
করিছেন সুর নর তির্য্যগ্ সৃজন ॥
সুর নর পশুপক্ষী নানা রূপ ধরি ।
যুগে যুগে আবির্ভূত হন সেই হরি ॥
এ বিশ্ব সৃজন করি সাজাবার তরে ।
স্থাবর জঙ্গম রূপ পরিগ্রহ করে ॥
ধর্ম্মরূপে এই বিশ্বে করেন পালন ।
কাল-প্রাপ্তে জগতের করেন হরণ ॥
বায়ু যথা মেঘমালা করয়ে বিচ্ছেদ ।
হরি তথা জগতেরে করেন বিভেদ ॥
কর্ত্তারূপে প্রমাণিত হন নারায়ণ ।
বেদেতে সে ভাবে তাঁরে না করে বর্ণন ॥
সকলের কর্ত্তা তিনি প্রকৃতি প্রমাণ ।
সকলি হতেছে সেই নিয়মে নির্ম্মাণ ॥
বুঝাতে সহজে তাঁরে ওহে নৃপমণি ।
নারায়ণে কর্ত্তারূপে প্রথমেতে গণি ॥
বস্তুতই কর্ত্তা তিনি নিয়ম কারণ ।
নিয়মে বিলয় সৃষ্টি আর সে পালন ॥
কর্ত্তা হ'য়ে অকর্ত্তাই শ্রীমধুসূদন ।
পূর্ব্বভাবে বুঝিলেই হবে বিমোচন ॥
মায়াতে হেরিলে হরি হয় সৃষ্টিরূপ ।
মায়াকে নাশিতে রাজা সেরূপ অনুপ ॥
শ্রীহরি-বিভূতি রাজা করিনু কীর্ত্তন ।
কল্পাদির কথা রাজা শুন দিয়া মন ॥
দুই কল্প এ সংসারে সদাই প্রকাশ ।
ব্রহ্ম কল্প অবান্তর কল্পের বিকাশ ॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার আর ভূতগণ ।
যে কল্পে হইল সৃষ্টি সবার কারণ ॥
তাহাকেই মহাকল্প ব্রহ্মকল্প কয় ।
অতি অপরূপ ভাব প্রকাশিত হয় ॥
উহার বিকারে হ'ল স্থাবর সৃজন ।
অবান্তর কল্প তারে কহে জ্ঞানী জন ॥
ক্রমেতে বলিব রাজা কাল পরিমাণ ।
মহাকল্প অবান্তর প্রভৃতি বিধান ॥
পদ্ম-কল্পে প্রথমেতে করি আরম্ভণ ।
তাহা শুনি হবে সুস্থ আপনার মন ॥
মুনিগণে এই কথা কহি অতঃপর ।
নীরব হইয়া রহে সূত মুনিবর ॥
সূতেরে নীরব হেরি শৌনক তখন ।
কহেন বিনয়ে তাঁরে মধুর বচন ॥
যে কথা কহিলে সূত অতি মনোহর ।
শুনিয়া সবার হ'ল সুস্থির অন্তর ॥
এক কথা জিজ্ঞাসি হে সূত মহাশয় ।
তাহার উত্তর তুমি দাও কৃপাময় ॥
পূর্ব্বেতে বলিলে তুমি বিদুর সুজন ।
বন্ধু ত্যজি নানাতীর্থ করি পর্য্যটন ॥
তীর্থেতে ভ্রমিয়া সেই বিদুর মহান্ ।
কোন্‌রূপে মৈত্রেয়ের দেখা তিনি পান ॥
অধ্যাত্মেতে বাক্যালাপ তাঁহার সহিত ।
কোন্ স্থানে হয় তাহা কহ শাস্ত্রবিৎ ॥
মৈত্রেয় বা তাঁরে দেন কিবা উপদেশ ।
বর্ণনা করহ সূত তাহা সবিশেষ ॥
বন্ধুত্যাগ সে বিদুর করেন কিমতে ।
কিবা অনুষ্ঠানে রত কোন্ মহাব্রতে ॥
পুনশ্চ সংসারে তিনি করি আগমন ।
কি ভাবেতে করিলেন সময় ক্ষেপণ ॥

একে একে সেই কথা কহ মহামতি।
শুনিলে হইবে ভক্তি শ্রীহরির প্রতি ॥
এত শুনি সূত তবে কহেন বচন।
শুন সবে এক মনে মহর্ষি সুজন ॥
পরীক্ষিৎ যেই প্রশ্ন শুকদেবে করে।
শুকদেব কি কহেন তাঁহার উত্তরে ॥
যেই কথা প্রকাশেন ব্যাসের নন্দন।
সেই কথা শুন ঋষি হ'য়ে একমন ॥
হরির বিভূতি কর কীর্ত্তন সকলে।
সুজন মহর্ষি বাক্য শুন যজ্ঞস্থলে ॥
দ্বিতীয় স্কন্ধের কথা হ'ল অবশেষ।
অধ্যাত্ম দর্শন কথা শুক উপদেশ ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবতসার।
ভ্রম ভ্রান্তি নাহি ধর করিয়া বিচার ॥

ইতি শ্রীহরির স্বরূপ কীর্ত্তন ও আবির্ভাব কথন।

[দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত]

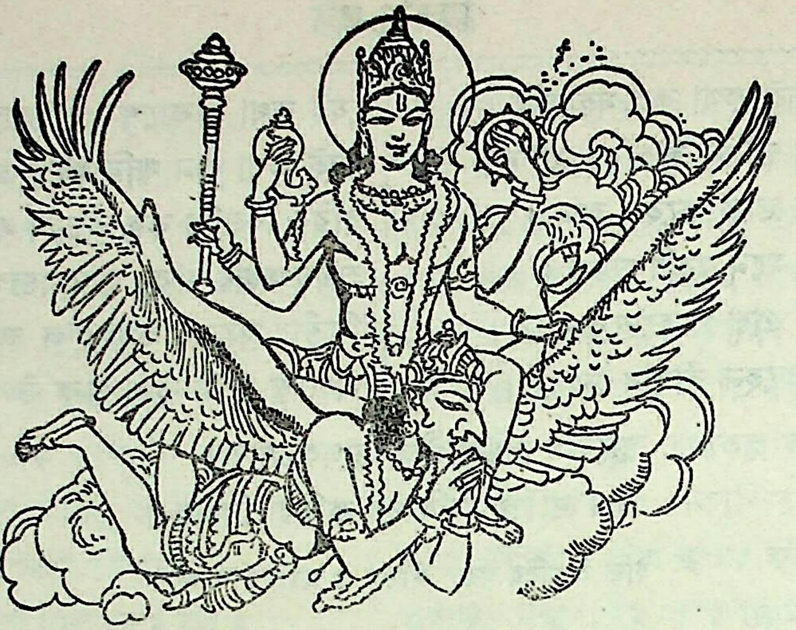

শ্রীমদ্ভাগবত

তৃতীয় স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণে নমস্করি, নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি॥
সর্ব্বজনে বন্দি ‘জয়’ করি উচ্চারণ।
নমিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন॥

প্রথম অধ্যায়

বিদুরের গৃহত্যাগ

সূত কহে সম্বোধিয়া শৌনক সুজন।
তোমার প্রশ্নের কথা কহিব এখন॥
শুকদেব কন তবে পাণ্ডু-বংশধরে।
বিদুরের গৃহত্যাগ শুন রাজা পরে॥
যখন ত্যজেন কৃষ্ণ কৌরবের বাস।
পাণ্ডবের গৃহে তাঁর যে দিন নিবাস॥
সেই দিন মহামতি বিদুর সুধীর।
কৌরবের গৃহ-ত্যাগ করিলেন স্থির॥

যথায় না রহে কৃষ্ণ অধর্ম্ম তথায়।
সেই স্থানে জ্ঞানী জন কভু নাহি যায়॥
মনে মনে এই কথা করি আলোচন।
সকল সম্পদযুক্ত আপন ভবন॥
সহজে করিয়া ত্যাগ বিদুর সুমতি।
পাণ্ডবের দুঃখে দুঃখী হইলেন অতি॥
একে একে ত্যজি গ্রাম নগর প্রান্তর।
ক্রমে বনে প্রবেশেন হ'য়ে সকাতর॥
নানা স্থান ভ্রমি গিয়া মৈত্রেয়ের পাশ।
বিদুর অন্তরে তবে জাগিল উল্লাস॥
যেই প্রশ্ন তুমি মোরে জিজ্ঞাসিলে আজ।
সেই প্রশ্ন বিদুরের মৈত্রেয়-সমাজ॥
সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ যবে দৌত্যের কারণ।
পঞ্চগ্রাম লাগি যায় হস্তিনাভবন॥
তথা হৈতে ফিরিবার কালে ভগবান্।
আপন আলয় ভাবে বিদুরের স্থান॥
শুক-মুখে হেন কথা শুনিয়া রাজন্।
হৃদি-মধ্যে আনন্দেতে হয়েন মগন॥
অনন্তর পরীক্ষিৎ হৃষ্টমনে অতি।
করযোড়ে কহিলেন মুনিবর প্রতি॥
বল সেই কথা প্রভু করুণা করিয়া।
জুড়াইবে চিত্ত যাতে সে সব শুনিয়া॥
কোন্ স্থানে কোন্ কালে বিদুর সুজন।
মৈত্রেয় ঋষির আসি পান দরশন॥
কি হইল আলোচনা কহ সেই কথা।
শুনিয়া জুড়াবে মোর হৃদয়ের ব্যথা॥
বিদুর অতীব ভক্ত নির্ম্মল স্বভাব।
সকলেই জ্ঞাত আছে তাঁহার প্রভাব॥
বিদুর-মৈত্রেয় মাঝে যত কথা হয়।
বর্ণনা করুন প্রভু তথ্য সমুদয়॥
মৈত্রেয় সজ্জনশ্রেষ্ঠ, বিদুর সজ্জন।
উভয়ের কথা নহে অফলভাজন॥
উভয়েই মহাজ্ঞানী কিবা প্রশ্ন হয়।
কিবা সত্য তার মাঝে হইল উদয়॥
বিদুর-মৈত্রেয় কথা যত সাধুজন।
পুণ্য বাণী বলি সদা করেন পূজন॥
রাজার প্রার্থনা শুনি শুক তপোধন।
কহিলেন শুন রাজা সেই বিবরণ॥
শুক কন শুন শুন পাণ্ডু-মহাবীর।
বিদুরের গৃহত্যাগ হইয়া সুস্থির॥
তব বংশ পূর্ব্বকথা শুনহ রাজন্।
ইহাতে পাইবে জ্ঞান অধ্যাত্ম কথন॥
অধর্ম্মে মজিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র বীর।
পাপমতি লাভ করি হইল অস্থির॥
ইষ্ট করিবার তরে দুষ্ট পুত্র প্রতি।
অধর্ম্ম আশ্রয় লয় অন্ধ নরপতি॥
জতুগৃহে পাণ্ডবেরে করিতে দহন।
পুত্রগণে অনুমতি দিলেন রাজন্॥
যখন দ্রৌপদী-কেশ ধরি দুঃশাসন।
সভামধ্যে বস্ত্র তাঁর করিল হরণ॥
দ্রৌপদীর অশ্রুজলে ভাসে বক্ষঃস্থল।
কুঙ্কুম ধুইয়া তাতে সিক্ত ভূমিতল॥
এতেক দুর্দ্দশা দেখি কুরু মহাবীর।
না করি নিষেধ তাহে রহিলেন স্থির॥
কপট পাশায় যবে হারি ধর্ম্মপতি।
দ্বাদশ বরষ বনে করিয়া বসতি॥
পুনশ্চ মাগেন যবে ধৃতরাষ্ট্র পাশ।
পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার মতে দিতে রাজ্য-বাস॥
অহঙ্কারে মাতি যবে অন্ধ নরবর।
না দিলেন পিতৃরাজ্য পাণ্ডব গোচর॥
যখন বাধিল রণ কুরুক্ষেত্র নামে।
দূতবেশে কৃষ্ণ গিয়া সেই কুরু-ধামে॥
পাণ্ডব কৌরবে যাতে সুমিলন হয়।
হেন উপদেশ দেন কৃষ্ণ দয়াময়॥
নানামতে ধৃতরাষ্ট্র বুঝান বিস্তর।
যাহাতে না হয় রণ অতি ভয়ঙ্কর॥
শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী অতি মধুময়।
ভীষ্ম আদি কর্ণে তাহা সুধাবর্ষী হয়॥

কৃষ্ণের সে হেন বাণী শুনি নৃপবর।
উপহাস করিলেন তাঁহারে বিস্তর ॥
হেনকালে মহামতি বিদুর সুজন।
ত্যজিয়া কৌরব-গৃহ করেন গমন ॥
যবে কুরুক্ষেত্রে রণ হয় সংঘটন।
বিদুরে ডাকিয়া অন্ধ করেন মন্ত্রণ ॥
পাণ্ডব অহিত আশা ধৃতরাষ্ট্র করে।
পাণ্ডব মঙ্গল আশা বিদুর অন্তরে ॥
অন্ধের মন্ত্রণা শুনি কহেন বচন।
শুন কুরুরাজ এবে মম সুমন্ত্রণ ॥
বয়সেতে হও জ্যেষ্ঠ তুমি কুরুপতি।
কি বলিব তোমা দেব আমি মূঢ়মতি ॥
এই মাত্র হিতভাবে কহিব বচন।
পিতৃধন পাণ্ডবের কর প্রত্যর্পণ ॥
তুমি বুদ্ধিমান্ হও বুঝ মহাবীর।
কিবা দোষ করিল সে পাণ্ডব সুধীর ॥
দুই ভাই তুমি রাজা কুরু পাণ্ডু নাম।
আমার অগ্রজ তুমি চরণে প্রণাম ॥
দুইভাগে এই রাজ্য করহ ভাজন।
পাণ্ডব লউক অর্দ্ধ, অর্দ্ধ দুর্য্যোধন ॥
বংশের মঙ্গল হোক্ কিবা কাজ রণে।
অধর্ম্মের কবে জয় ভাব রাজা মনে ॥
কত দোষ করিয়াছ তুমি মহাবীর।
পাণ্ডবেরা দেখ কিন্তু রহিয়াছে স্থির ॥
বৃকোদর সর্প সম করিছে গর্জ্জন।
করিলে যতেক দোষ করিয়া স্মরণ ॥
সামান্য সে বীর নয় তুমি কর ভয়।
রুষিলে সে জন রাজা ভীষণ সংশয় ॥
ভাবিয়া দেখহ রাজা শ্রীমধুসূদন।
পাণ্ডবের পক্ষ এবে করেন গ্রহণ ॥
পূর্ণ ভগবান্ যাঁরে কহে জ্ঞানিজন।
সদা যার সহবাস বাঞ্ছে দেবগণ ॥
রাজচক্রবর্ত্তী যেই যদুবংশ-মণি।
এখন নগরে তব রহেন আপনি ॥
পাণ্ডবের প্রতি রাজা সহায় ঈশ্বর।
দাও তার পিতৃরাজ্য ডাকিয়া সত্বর ॥
কুলের মঙ্গল হোক্ ধর্ম্মের রক্ষণ।
বুঝ রাজা মম বাক্য স্থির করি মন ॥
যদি বল দুর্য্যোধন না শুনিবে কথা।
তা হ'লে শ্রবণ কর আমার বারতা ॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন মতিমান্ নহে।
মূর্ত্তিমান দোষ যেন পুত্ররূপে রহে ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী সেই জ্ঞাত সর্ব্বজন।
না হয় প্রয়োগ তাহে অপত্য-বচন ॥
বিমুখ হইয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
পালিতেছ দুর্য্যোধনে পুত্রস্নেহে অতি ॥
অপত্য নহেক তব পুত্র দুর্য্যোধন।
তাহা হ'তে তোমাদের হইবে পতন ॥
কুলের মঙ্গল যদি চাও হে রাজন্।
হেন কুলক্ষণ পুত্র করহ বর্জ্জন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে এইরূপ কহিলে বিদুর।
দুর্য্যোধন ক্রোধান্বিত হইল প্রচুর ॥
ক্রোধেতে অধীর হয় কম্পিত অধর।
কর্ণ দুঃশাসনে ডাকি কহেন বিস্তর ॥
শকুনির সহ মিলি সেই দুষ্টমতি।
তিরস্কার করি কহে বিদুরের প্রতি ॥
কে আনিল দাসী-পুত্রে পিতার সদন।
কুটিল অন্তর এর নীচ-জন্মা জন ॥
যাহার অন্নেতে দুষ্ট আজন্ম পালন।
তার অমঙ্গল কার্য্য করিছে সাধন ॥
সাধুতার ভাণ করে এই দুরাশয়।
শ্মশান স্বরূপ অতি অমঙ্গলময় ॥
ধন আদি যাহা আছে করিয়া হরণ।
গৃহ হ'তে দূর করি দাও নির্ব্বাসন ॥
বিদুর এ কথা শুনি মর্ম্মে ব্যথা পান।
মনোদুঃখ মনে রাখি অন্ধ প্রতি চান ॥
হরির বিচিত্র মায়া বুঝি তপোধন।
প্রাসাদের পুরদ্বারে রাখি শরাসন ॥

নির্গত হয়েন ত্যজি হস্তিনানগরী।
যথা চাহে দু'নয়ন যান ত্বরা করি॥
আছিল যতেক পুণ্য কুরু-বংশ মাঝে।
আসে তাহা একে একে বিদুরের কাছে॥

সুবোধ রচিল গীত হরি কথা সার।
বিদুরের গৃহত্যাগ করিয়া বিচার॥

ইতি বিদুরের গৃহত্যাগ।

বিদুর ও উদ্ধব সংবাদ

সূত কহে শুন শুন মহামুনি জন।
বিদুর-উদ্ধব-কথা স্থির করি মন॥
শুকদেব কহে ডাকি পাণ্ডু-নরবরে।
উদ্ধব-সংবাদ কথা শুন অতঃপরে॥
গৃহ ত্যজি গিয়া সেই বিদুর সুজন।
অরণ্য নগর তীর্থে করেন ভ্রমণ॥
যত তীর্থে আছে সেই কৃষ্ণের মুরতি।
একে একে সর্ব্বত্রই করিলেন গতি॥
যান তিনি যথা রহে সুরম্য নগর।
হরি-মায়াবলে যাহা অতি শোভাকর॥
কোথা উপবন-মাঝে করেন গমন।
কোথা মহা মহা গিরি করেন দর্শন॥
কোথাও নির্ম্মল স্বচ্ছ তটিনীর জল।
কোথাও সরসী-তীরে ভূষিত কমল॥
স্ব-মূর্ত্তিতে স্থিত হরি হেরেন যথায়।
চিত্ত তুষিবারে যান বিদুর তথায়॥
বিদুর যখন করে পৃথিবী ভ্রমণ।
হরি তোষণের ব্রত করেন গ্রহণ॥
আচরণ ছিল তবে পবিত্র উদার।
সঙ্কীর্ণ হৃদয় কভু ছিল না তাঁহার॥
লঘু-খাদ্যদ্রব্য আর তীর্থ-জলে স্নান।
ভূমিতে শয়ন বৃক্ষছাল পরিধান॥
সাংসারিক যত সুখ হন বিস্মরণ।
ত্যজিলেন সব চিন্তা আত্মীয় স্বজন॥
ভারত ভ্রমিতে ক্রমে বিদুর সুজন।
প্রভাস-তীর্থেতে পরে করেন গমন॥
একচ্ছত্র মহারাজ ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
সে সময় রাজা হন এই পৃথিবীর॥
কৃষ্ণের সাহায্যে সেই পাণ্ডুর নন্দন।
একচ্ছত্রে এই বিশ্ব করিছে শাসন॥
মহাগর্ব্বে কুরু কুল হ'য়েছে সংহার।
দাবানলে যথা বন হয় ছারখার॥
আপন আত্মীয় বধ করিয়া শ্রবণ।
অনুতাপ করিলেন বিদুর সুজন॥
প্রভাস তেয়াগি যান সরস্বতী-তীর।
শ্বেতবর্ণ পুণ্যময় শোভে যার নীর॥
উশনা অসিত ত্রিত মনু পৃথু আর।
বায়ু গুহ শ্রাদ্ধদেব তীর্থ চমৎকার॥
অগ্নি গো সুদাস নামে যেই তীর্থ ছিল।
বিদুর আসিয়া সবে সেবন করিল॥
আছিল যতেক তথা মহাঋষিগণ।
হরিগৃহ তাঁরা সবে করেন স্থাপন॥
ক্রমে ক্রমে সেই সবে করি দরশন।
হৃদয় করেন শান্ত বিদুর সুজন॥
বিরাজিত যথা হেরে হরির মুরতি।
পূজেন বিদুর তাহা স্থির করি মতি॥
দেবতা ঋষির দ্বারা নির্ম্মিত মন্দির।
করিল পূজন সেই বিদুর সুধীর॥

মন্দির মণ্ডিত সেই বিষ্ণুক্ষেত্র আর।
অন্য অন্য তীর্থ যত পৃথিবী মাঝার ॥
সকল তীর্থেতে গিয়া বিদুর সুমতি।
করিলা সেবন সবে ভক্তিভরে অতি ॥
সুরাষ্ট্র সৌবীর মৎস্য কুরুজাঙ্গ আর।
ক্রমে ক্রমে এই সব দেশ হ'য়ে পার ॥
বিদুর যমুনা তীরে করি আগমন।
হরিভক্ত উদ্ধবের পান দরশন ॥
শ্রীহরির মহাভক্ত উদ্ধব সুজন।
করেন বসতি তিনি তথা সেইক্ষণ ॥
বৃহস্পতি-শিষ্য তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বান্ধব।
বিদুরে হেরেন সেই সুধীর উদ্ধব ॥
উভয়ে হেরিয়া উভে প্রেমে আনন্দিত।
আলিঙ্গন আদি করি হন পুলকিত ॥
বিদুর তাঁহারে করি গাঢ় আলিঙ্গন।
সবার কুশল বার্ত্তা শুধান তখন ॥
যাদবগণের কথা জিজ্ঞাসে উদ্ধবে।
কেমন আছেন সব কুরু ও পাণ্ডবে ॥
কেমন আছেন সব জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
অন্য অন্য আত্মীয়েরা আছেন কেমন ॥
উদ্ধবের কর ধরি কহেন বিদুর।
কর ভাগ্যবান মোর মনোদুঃখ দূর ॥
পুরাণ পুরুষ দুই আছেন কেমনে।
ব্রহ্মার প্রার্থনা মতে জন্মিয়া ভুবনে ॥
রাম-কৃষ্ণ নাম ধরি আসিয়া ভুবন।
করিলেন পৃথিবীর মঙ্গল সাধন ॥
ধন্য সেই বাসুদেব-পূজিত কৌরব।
কিরূপ কুশল তাঁর বলহ উদ্ধব ॥
ভগিনীগণেরে যিনি অর্থ করে দান।
ভগিনীপতির করে সন্তোষ বিধান ॥
পূজনীয় বসুদেব আছেন কেমন।
সেই কথা বলি মোর সুস্থ কর মন ॥
পূর্ব্ব জন্মে কাম নামে প্রদ্যুম্ন সুজন।
রুক্মিণী করেন তাঁরে গর্ব্ভেতে ধারণ ॥
অতি মহাবীর সেই ভুবন মাঝার।
কি ভাবে আছেন তিনি কেমন প্রকার ॥
ভোজ-বৃষ্ণি সাত্বতেয় সকলের পতি।
অচলা ভকতি যাঁর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
যদুপতিভয়ে যিনি ত্যজি সিংহাসন।
সত্বর করেন পূর্ব্বে বনে পলায়ন ॥
শ্রীকৃষ্ণ অভয় লভি নগরে আসেন।
কেমন আছেন বল সেই উগ্রসেন ॥
কি কব শাম্বের কথা শ্রীকৃষ্ণ-সন্তান।
রথি-শ্রেষ্ঠ সেইজন সবার প্রধান ॥
অম্বিকা কার্ত্তিক রূপে লভেন যাঁহারে ॥
ইহজন্মে জাম্ববতী পাইলেন তাঁরে ॥
বলহ উদ্ধব তাঁর বলহ কুশল।
হউক সুস্থির মম চিত্ত সুবিমল ॥
অর্জ্জুনের প্রিয় শিষ্য সাত্যকি সুজন।
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যোগ করে অধ্যয়ন ॥
মহাযোগী শ্রেষ্ঠ সেই মহা-যদুবীর।
কেমন কুশল তাঁর বলহ সুধীর ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-রেণু হেরিয়া নয়নে।
যে জন ভূমেতে রহে প্রেমমগ্ন-মনে ॥
অতীব নিষ্পাপ সেই অক্রূর সুজন।
বলহ উদ্ধব তিনি আছেন কেমন ॥
যজ্ঞ ভাব অর্থ যথা বেদের বচন।
ধরিয়া কৃতার্থ করে এ তিন ভুবন ॥
অদিতি যেমন গর্ব্ভে ধরে দেবগণ।
তেমনি দেবকী কৃষ্ণে করেন ধারণ ॥
পূজনীয়া দেবকী সে জ্ঞাত সর্ব্বজন।
বিষ্ণুর জননী তিনি আছেন কেমন ॥
শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে যেইজন।
অনিরুদ্ধ করে সুখ ফল বিতরণ ॥
চারিভাগে এ অন্তর রহে বিভাজিত।
চতুর্থই অনিরুদ্ধ বেদেতে বিদিত ॥
শব্দের উৎপত্তি তিনি শ্রীহরি বচন।
বলহ উদ্ধব তিনি আছেন কেমন ॥

চারুদেষ্ণ আদি যত পুণ্যাত্মা যাদব।
শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা রূপে ভাবিতেন সব॥
কেমন সুখেতে তাঁরা যাপিছেন কাল।
বলিয়া উদ্ধব নাশ মনের জঞ্জাল॥
আর এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমায়।
পাণ্ডব-কুশল-বার্ত্তা বলহ আমায়॥
যাহার সভায় দেখি রাজ্যলক্ষ্মী সতী।
পরিতপ্ত দুর্য্যোধন অতি দুষ্টমতি॥
সেই রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার্জ্জুন সহ।
ধর্ম্মমার্গগামী হ'য়ে থাকে অহরহ॥
ধর্ম্মের মর্য্যাদা তিনি পালেন নিশ্চয়।
পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের যাহা ধর্ম্ম হয়॥
যার পদাঘাত নাহি রণভূমি সহে।
গদার বিচিত্র পথে যেইজন রহে॥
সর্পতুল্য ক্রোধী সেই ভীম মহাশয়।
কুরুকুল প্রতি ক্রোধ ত্যজেন নিশ্চয়॥
ছদ্মবেশী মহাদেব কিরাত রূপেতে।
সমাচ্ছন্ন যার বাণে, তুষ্ট অতি চিতে॥
রথিশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিধারী গাণ্ডীবী প্রধান।
শত্রুহীন হ'য়ে সেই আছেত মহান্॥
নেত্রলোম যথা রাখে নয়ন যুগলে।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন তেমনি সবলে॥
করিছে রক্ষণ, আর যারে কুন্তী পালে।
মাদ্রীসুত সহদেব আর সে নকুলে॥
দুর্য্যোধন পাশ থেকে রাজ্য ছিনাইয়া।
আছেত কুশলে তারা তুষ্টিযুক্ত-হিয়া॥
বিধবা কুন্তীর হয় আশ্চর্য্য-জীবন।
পুত্রের পালন জন্য জীবন ধারণ॥
আছেত সকলে তারা কুশলে, বান্ধব।
তাদের সকল কথা বলহে উদ্ধব॥
ঈর্ষ্যি পাণ্ডুপুত্রগণে পাণ্ডুসহোদর।
আমারে যে বার করে আপনার ঘর॥
অধোগামী জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র সেই।
দুঃখিত তাহার জন্য, মুক্তি তার নেই॥
কি কব উদ্ধব তোমা হৃদয় বিদরে।
অন্ধরাজ লাগি মোর যে দুঃখ অন্তরে॥
পাণ্ডু প্রতি কিবা হিংসা পুত্রের কারণ।
নগর হইতে মোরে করে নির্ব্বাসন॥
পাণ্ডবের হস্তে তাঁর বংশের বিনাশ।
শত পুত্র শোকে তাঁর বহিছে নিশ্বাস॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন তিনি মম অপমান।
তাঁর কাছে নাহি করি কোন অভিমান।
তথাপি স্মরিয়া তাঁর শোকের কারণ।
কুরুরাজ-দুঃখে মোর দহিছে জীবন॥
যেই হরি ভগবান্ নবরূপ ধরে।
উৎপাদন করে ভ্রম মানব অন্তরে॥
তাঁহারি প্রসাদে আমি সকলের সার।
উপলব্ধি করিয়াছি মাহাত্ম্য তাঁহার॥
তাঁর অনুগ্রহে মোর শোক দুঃখ নাই।
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি ভ্রমিতেছি তাই॥
হরির কিরূপ লীলা বুঝিতে না পারি।
বিচিত্র তাঁহার মায়া দেখেছি বিচারি॥
শ্রীহরির ভক্ত যত পাণ্ডুপুত্রগণ।
বনবাসে গিয়া দুঃখ করিল বরণ॥
কুরুর সভায় হয়ে ঘোর অপমান।
কেন হরি তার শাস্তি নাহি করে দান॥
বুঝিতে পারিনু আজ তাহার কারণ।
কেন শাস্তি নাহি দিলা শ্রীমধুসূদন॥
যে সকল নৃপতির জাগে অহঙ্কার।
পৃথিবীতে নানারূপ করে অত্যাচার॥
সকলের এক সাথে করিতে নিধন।
ইচ্ছা করে দর্পহারী শ্রীমধুসূদন॥
সেই জন্য পাণ্ডবের হেরি অপমান।
এতদিন কিছু নাহি কহে ভগবান্॥
কৌরবের সাথে হরি না করে বিবাদ।
উপেক্ষা করেন তার সব অপরাধ॥
অবশেষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়।
সবারে নিধন করে হরি দয়াময়॥

জন্মহীন কর্ম্মহীন হরি সনাতন।
দুষ্টের দমন তরে করে আগমন॥
ভগবান্ ভক্তজন যারা সমুদয়।
জন্মে কর্ম্মে তাহাদের ইচ্ছা নাহি হয়॥
দুষ্টের দমন তরে কৃষ্ণ অবতার।
যুগে যুগে জন্ম কর্ম্ম করেন স্বীকার॥
জন্মহীন মৃত্যুহীন শ্রীমধুসূদন।
ভক্তের মঙ্গল তরে করে আগমন॥
সে কারণে ভগবান্ পৃথিবী ভিতরে।
যাদব কুলেতে আসি জন্ম লাভ করে॥
যেইজন হরিগুণ গাহে অনিবার।
সংসার হইতে তার হইবে নিস্তার॥
এত বলি হন তবে বিদুর সুস্থির।
একে একে উত্তরেণ উদ্ধব সুধীর॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
সংসারের পুণ্যতরী অমৃত আধার॥

ইতি বিদুর ও উদ্ধব সংবাদ।

উদ্ধব সংবাদ

সূত কহে শুন শুন শৌনক মহান্।
উদ্ধব-সংবাদ কথা অমৃত সমান॥
কহিলেন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
কহি রাজা অতঃপর উদ্ধব উত্তর॥
বিদুরের কথা শুনি উদ্ধব তখন।
করেন আপন মনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তাঁর হইল উদয়।
নিস্তব্ধে রহেন তিনি মানিয়া বিস্ময়॥
উদ্ধবের কৃষ্ণভক্তি কে বর্ণিতে পারে।
বাল্যাবধি জিহ্বা তাঁর শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারে॥
যখন বয়স তাঁর পঞ্চম বরষ।
ক্রীড়াবশে কৃষ্ণে পূজি পেতেন হরষ॥
মাটিতে গড়িয়া কৃষ্ণ দিত বনফুল।
ক্ষুধায় আহার বিনা আনন্দে আকুল॥
জননী ডাকিত যবে করিতে ভোজন।
কৃষ্ণপূজা বিনা নাহি করিত ভক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ভরে আবদ্ধ অন্তর।
সেই হেতু প্রথমেতে না দেন উত্তর॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মগ্ন তাঁর মন।
নীরব নিস্পন্দ হ'য়ে রহে কিছুক্ষণ॥
পুলকে তাঁহার অঙ্গ কণ্টকিত হয়।
জলেতে ভিজিল তাঁর বদ্ধ আঁখিদ্বয়॥
উদ্ধব কৃতার্থ আজি স্মরি বিধাতারে।
ভাগ্যবান্ রূপে হেরে বিদুর তাঁহারে॥
ক্রমে ক্রমে হ'ল তাঁর মনেতে চেতন।
অশ্রুজল মুছি চক্ষু মেলেন তখন॥
স্মরিয়া কৃষ্ণের কথা উদ্ধব প্রবর।
বিদুরের প্রশ্ন শুনি দিলেন উত্তর॥
কৃষ্ণরূপ দিবাকর গেছে অস্তাচলে।
পড়িয়াছি মোরা সবে কালের করলে॥
যাহা কিছু আমাদের ছিল গৃহ বাস।
কালরূপ মহাসর্প করিয়াছে গ্রাস॥
আর যা কুশল সব কি বলিব আর।
যদুকুল একেবারে হ'ল ছারখার॥
যাদব কৌরব যত ভাগ্যহীন হয়।
জলেতে থাকিয়া মীন চন্দ্রে না জানয়॥
সূর্য্যতাপহারী চন্দ্র শৈত্য দেয় জলে।
মীন না জানিয়া তাহা থাকে কুতূহলে॥
ভাগ্যহীন যদুকুল কি বলিব আর।
কৃষ্ণে তারা না বুঝিল হৃদয় মাঝার॥
অতীব নিপুণ তারা অতি জ্ঞানবান্।
কৃষ্ণ সনে নিরন্তর করে অবস্থান॥
ভাবিত তাঁহারে মাত্র যাদব-প্রধান।
না ভাবিত সেই কৃষ্ণ জগতের প্রাণ॥

বন্ধু বলি জানে তাঁরে যত যদুগণ।
শিশুপাল আদি তাঁর করিত নিন্দন॥
অনেক তপস্যা-বলে মহামুনিগণ।
পাইত মানসে দেখা শ্রীহরি চরণ॥
কিন্তু লভি মানব জনম নারায়ণ।
তপস্যা বিহীন জনে দিলেন দর্শন॥
লোচন আবরি এবে জগৎ-লোচন।
করেন ভূলোক ত্যজি গোলোকে গমন॥
কি ভাবে গঠন তাঁর করিব বর্ণন।
মায়ার বিধানে নিজে করেন সৃজন॥
কি দিব ভূষণ তাঁহে সবার ভূষণ।
সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠপদ পরমার্থ ধন॥
আপনার সেই মূর্ত্তি হেরি ভগবান্।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তাঁর মুগ্ধ হয় প্রাণ॥
যুধিষ্ঠির রাজসূয় হ'লে সম্পাদন।
আনন্দ মূর্ত্তিতে হরি করেন গমন॥
শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি হেরি যত সভাজন।
বিধাতা গঠন খ্যাতি করে আরম্ভণ॥
গঠন-কৌশল যত জানা বিধাতার।
একমাত্র কৃষ্ণদেহে চরম তাহার॥
একদিন ব্রজকুলে যত কুলবতী।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করেছিল অতি॥
হাস্য পরিহাস যবে করে ভগবান্।
মানভরে কৃষ্ণপ্রেম করে প্রত্যাখ্যান॥
কৃষ্ণ যবে চলিলেন তাহাদের ছাড়ি।
ব্যাকুল হইয়া উঠে যত ব্রজনারী॥
যেই পথে ভগবান্ করেন গমন।
সাথে সাথে যায় যত ব্রজনারী মন॥
অশান্ত ও শান্ত মূর্ত্তি সেই ভগবান্।
সংসারের সব কিছু তাহে বর্ত্তমান॥
শান্তির বিনাশ হেতু অশান্তি যখন।
প্রবল ভাবেতে সবে করয়ে পীড়ন॥
অজ হ'য়ে জন্ম লন হরি ভগবান্।
নিত্য সিদ্ধ অগ্নি যথা কাষ্ঠেতে প্রমাণ॥
নিত্য সিদ্ধ ভগবান্ আপন মায়ায়।
মহাভূত রূপে আসি জন্মেন ধরায়॥
দেবকী ও বসুদেব বন্ধনে কাতর।
কংস-কারাগারে যবে রোদনে তৎপর॥
সেইকালে কৃষ্ণ হন গর্ভেতে উদয়।
মানব-শিশুর রূপ প্রকাশিত হয়॥
অজ হ'য়ে জন্ম লন একি চমৎকার।
কংস-ভয়ে ব্রজে বাস বিস্ময় ব্যাপার॥
কাল-যবনের ভয়ে ত্যজিয়া নগর।
ইতস্ততঃ পলায়ন সুবিস্ময়কর॥
শুনিলে এ সব কথা অন্যে ভাবে আন।
আমাদের বুদ্ধিনাশ ভ্রমের প্রমাণ॥
সবার জনক হ'য়ে সেই কৃষ্ণ রাম।
বসুদেব দেবকীরে করেন প্রণাম॥
কখন পুত্রের ন্যায় বলেন বচন।
ক্ষমা কর পিতা মাতা ভুলেছি সেবন॥
সামান্য মানব সম তাঁহার করম।
হেরিয়া প্রেমেতে মগ্ন জ্ঞানীর মরম॥
ভ্রূকুটি বিভঙ্গরূপে সেই নারায়ণ।
করিলেন অনায়াসে ভূভার হরণ॥
কৃষ্ণের প্রভাব কথা হইলে স্মরণ।
কোন্ ব্যক্তি নাহি সেবে তাঁহার চরণ॥
কি আর বলিব তোমা ওহে মতিমান্।
কত আর দিব সেই হরির প্রমাণ॥
কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল রাজসূয় করি।
যজ্ঞ-মাঝে দরশন পাইলেন হরি॥
শিশুপাল মরে যুদ্ধে অর্জ্জুনের হাতে।
শ্রীকৃষ্ণের মুখ-রূপ দেখিতে দেখিতে॥
এ কারণে সেই পাপী মুক্তিলাভ করে।
এমন ত কত ঘটে সংসার-ভিতরে॥
আরো মনে করে দেখ তুমি হে কৌরব।
কুরুক্ষেত্র রণ কথা যা ঘটিল সব॥
অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে যেই বীরগণ।
সমর ক্ষেত্রের মাঝে ত্যজিল জীবন॥

অন্তিমে হেরিয়া শত্রু শ্রীহরি-চরণ।
পাইল বৈকুণ্ঠে মুক্তি তাঁহার সদন॥
সেই কৃষ্ণ ত্রিলোকের অধীশ্বর যিনি।
সমস্ত প্রকার ভোগ করিলেন তিনি॥
সকলের শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণ অবতার।
তাঁহার সমান ছিল কোন্ জন আর॥
ভগবান্-তুল্য কেহ নাহিক সংসারে।
ত্রিলোকের পতি তিনি, স্বাধীন অন্তরে॥
ইন্দ্র-আদি লোকপাল পূজে সদা তারে।
মুকুট রাখিয়া তার চরণ-উপরে॥
কি কব হরির লীলা কৃষ্ণ অবতারে।
উগ্রসেন-ভৃত্য তিনি হয়েন প্রকারে॥
রাজাসনে উগ্রসেন বসিত যখন।
'মহারাজ' ব'লে হরি ডাকিত তখন॥
এ কথা স্মরণ যবে করি মতিমান্।
ক্ষোভে দুঃখে জর্জ্জরিত হয় মোর প্রাণ॥
পূতনা আসিল তাঁরে করিবারে নাশ।
দয়াগুণে কৃষ্ণ দিল বৈকুণ্ঠে নিবাস॥
যশোদার সম ভাবি সেই রাক্ষসীরে।
প্রাণ সহ করিলেন পান স্তনক্ষীরে॥
অতীব দয়ালু তিনি ইহাতে প্রমাণ।
যে ভাবে ভজহ তাঁরে মুক্তি পাবে প্রাণ॥
অতি ভক্ত দৈত্যগণ হেরি অহরহঃ।
সবা প্রতি শ্রীহরির আছে অনুগ্রহ॥
গরুড় আসনে কৃষ্ণে হেরি শত্রুজন।
ক্রুদ্ধভাবে দেখি তাঁরে পায় মুক্তিধন॥
শুনহে বিদুর সেই কৃষ্ণ সনাতন।
প্রজাপতি প্রার্থনায় অবতীর্ণ হন॥
বসুদেব-পত্নী ছিল কংস-কারাগারে।
তাঁর গর্ভে জন্মি কৃষ্ণ আসে এ সংসারে॥
কংস লাগি পিতা তাঁর অতি ভয়ে ভয়ে।
রাখিয়া আসেন তাঁরে নন্দের আলয়ে॥
ব্রজপুরে কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম সনে।
একাদশ বর্ষ রহে অতীব গোপনে॥
গোপ বালকের রূপে কৃষ্ণ সনাতন।
গোষ্ঠে করিতেন তিনি নিত্য গোচারণ॥
বিহগ কূজিত সদা যমুনার ধার।
সেথায় খেলিত যত ব্রজের কুমার॥
আপন কৌমার লীলা দেখায়ে অতুল।
কভু হাসে হরি কভু রোদনে আকুল॥
কখনো বা গোঠে মাঠে চরাইত ধেনু।
খেলাইতে শিশুদলে বাজাইত বেণু॥
ব্রজের গোপালে যেই করিত দর্শন।
হেরিত তাহারে যেন সিংহের মতন॥
কংস নরপতি তারে করিতে নিধন।
কামরূপী দৈত্যগণে করেন প্রেরণ॥
অবলীলা ক্রমে সেই শিশু কৃষ্ণধন।
পাঠাইল তাহাদের শমন সদন॥
কালীয়ের বিষে দুষ্ট যমুনার জল।
পান করি মরে যবে ব্রজশিশুদল॥
তখন শ্রীকৃষ্ণ সর্পে করিয়া শাসন।
মৃত শিশুগণে দান করেন জীবন॥
আপনার সম্পদের করিতে সদ্ব্যয়।
কৃষ্ণের আদেশ ল'য়ে নন্দ মহাশয়॥
গো-যজ্ঞ নামেতে যজ্ঞ করেন হরষে।
ইন্দ্রের আহুতি নাহি কৃষ্ণ আজ্ঞাবশে॥
তাহাতে রুষিয়া ইন্দ্র করেন বর্ষণ।
বারির স্রোতেতে ব্রজ হয় নিমগন॥
রক্ষিবারে ব্রজপুরী সেই নারায়ণ।
ছত্র সম গোবর্দ্ধন করেন ধারণ॥
শারদ নিশায় যবে শশীর উদয়।
গাহিতেন গান হরি অতি মধুময়॥
সেই গানে মুগ্ধ হ'য়ে ব্রজের রমণী।
করিতেন কত লীলা ল'য়ে নীলমণি॥

ইতি উদ্ধব সংবাদ।

উদ্ধব কর্ত্তৃক কৃষ্ণের লীলাবর্ণন

উদ্ধব কহেন শুন বিদুর সুজন।
কংসবধ-বিবরণ অতি অতুলন ॥
রাম-কৃষ্ণ নন্দ-পাশে বিদায় লইয়া।
বধিলেন কংসরাজে মথুরায় গিয়া ॥
রাজমঞ্চ হ'তে তারে করিয়া ক্ষেপণ।
অনায়াসে বধিলেন শ্রীনন্দনন্দন ॥
মৃত দেহ যবে আসি পড়িল ভূমিতে।
পিতা ও মাতারে হরি সন্তুষ্ট করিতে ॥
সেই মৃত দেহ ল'য়ে অতীব হেলায়।
ভূমির উপরে সুখে টানিয়া বেড়ায় ॥
কৃষ্ণের হস্তেতে কংস হইয়া নিহত।
মুক্তিলাভ করিলেন তপস্বি-বাঞ্ছিত ॥
কারাগার হ'তে পিতা মাতার উদ্ধার।
করিলেন রামকৃষ্ণ অতি চমৎকার ॥
মথুরার লীলা কথা অতীব অদ্ভুত।
কি বর্ণিব সেই লীলা শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভূত ॥
পরে কৃষ্ণ করিলেন বিদ্যার অভ্যাস।
সান্দীপনি সমীপেতে শাস্ত্রের আভাষ ॥
ষড়ঙ্গাদি সহ যত বেদ সমুদয়।
একবার পড়ি মাত্র শিখে কৃপাময় ॥
পঞ্চজন নামে ছিল দৈত্য ভয়ঙ্কর।
বিদীর্ণ করিয়া কৃষ্ণ তাহার উদর ॥
গুরুর নিহত পুত্রে করি আনয়ন।
গুরুরে দক্ষিণারূপে করেন অর্পণ ॥
লক্ষ্মীর সমান ছিল ভীষ্মক-নন্দিনী।
রূপে গুণে অতুলনা নামেতে রুক্মিণী ॥
রূপে ও লাবণ্যে তাঁর মুগ্ধ হ'য়ে অতি।
বিবাহ করিতে আসে বহু নরপতি ॥
সবার মস্তকে হরি স্থাপিয়া চরণ।
যেমন গরুড় করে অমৃত হরণ ॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি সবার সম্মুখে।
রুক্মিণী হরণ কৃষ্ণ করিলেন সুখে ॥
নাগ্নজিতী নামে এক কন্যা রূপবতী।
বিবাহ করিতে আসে বহু নরপতি ॥
সপ্তবৃষে অনায়াসে করিয়া দমন।
বিবাহ করিলা তাঁরে নন্দের নন্দন ॥
অতীব দুর্দ্দান্ত ছিল সেই বৃষদল।
কিছু না করিতে পারে নৃপতি সকল ॥
শ্রীকৃষ্ণ দমন যবে করে বৃষগণে।
অপমানে ক্রুদ্ধ তারা হয় মনে মনে ॥
কৃষ্ণসহ যুদ্ধ তারা করিল যেমন।
নিধন করিলা সবে শ্রীমধুসূদন ॥
আছিল শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা সতী।
স্বাধীন হইয়া কৃষ্ণ স্ত্রৈণ ছিলা অতি ॥
অদিতির কুণ্ডলাদি করিতে প্রদান।
যখন শ্রীভগবান্ স্বর্গলোকে যান ॥
সত্যভামা প্রেয়সীর তুষিবারে মন।
পারিজাত বৃক্ষ হরি করে আনয়ন ॥
পত্নীবাক্যে উত্তেজিত হ'য়ে শচীপতি।
সমর করিতে ধায় গোবিন্দের প্রতি ॥
নরক অসুর ছিল ভূমির নন্দন।
আকাশেরে গ্রাসিবারে উদ্যত যখন ॥
তখন আসিয়া কৃষ্ণ চক্রে আপনার।
সেই দৈত্যবরে শীঘ্র করেন সংহার ॥
পুত্রের মৃত্যুর লাগি ধরিত্রী কাতর।
পুত্রশোকে পৃথিবীর কাঁদিল অন্তর ॥
ধরিত্রীর এই দশা করিয়া দর্শন।
সদয় হ'লেন তাঁর প্রতি জনার্দ্দন ॥
নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত নাম।
রাজ্য তাঁরে অর্পিলেন কৃষ্ণ গুণধাম ॥

নরকাসুরের ছিল গুপ্ত অন্তঃপুর।
রাজকন্যা বন্দী ছিল তাহাতে প্রচুর ॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ অতঃপর।
সবারে বিবাহ তিনি করেন সত্বর ॥
বিস্তার করিতে মায়া ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দশ পুত্র প্রত্যেকের করে উৎপাদন ॥
মাগধ যবন শাল্ব আদি দৈত্যগণ।
অবরোধ করে সেই দ্বারকাভবন ॥
ভীমাদি নিমিত্ত মাত্র করিয়া তখন।
শ্রীগোবিন্দ তাহাদের করেন নিধন ॥
শম্বর দ্বিবিদ বাণ বল্বল অসুর।
বধিলেন তাহাদের যদুকুল-শূর ॥
আরো যত দস্যু ছিল শুন গুণধাম।
তাহাদের প্রাণ বধ করে বলরাম ॥
কুরুক্ষেত্র নামে রণ হ'লে সংঘটিত।
কৌরব পাণ্ডব তথা হন একত্রিত ॥
অর্জ্জুন-সারথি হ'য়ে দেবকীনন্দন।
করিলেন একে একে কৌরব নিধন ॥
শকুনি ও কর্ণ আর দুষ্ট দুঃশাসন।
কুজন মন্ত্রণাবলে হত দুর্য্যোধন ॥
ভাঙ্গেন তাহার উরু ভীম বৃকোদর।
পড়িয়া রহেন বীর ভূমির উপর ॥
তাহার এতেক দশা করিয়া দর্শন।
তুষ্ট নাহি হইলেন শ্রীমধুসূদন ॥
নানারূপ কথা তবে মনেতে বিচারি।
এইরূপ ভাবিলেন মুকুন্দ মুরারি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ অর্জ্জুনাদি যত বীরগণ।
কুরুক্ষেত্রে করিলেন যে ভার হরণ ॥
তাহাতে কতটা ভার কমিল সম্প্রতি।
যাদব সৈন্যের ভার দুর্ব্বিষহ অতি ॥
উন্মত্ত হইয়া যবে যাদব সকল।
পরস্পর বিবাদাদি করিবে কেবল ॥
একে অন্যে যবে তারা করিবে সংহার।
তখন কমিবে কিছু পৃথিবীর ভার ॥
এইরূপ চিন্তা করি কৃষ্ণ সনাতন।
যুধিষ্ঠিরে নিজ রাজ্যে করিলা স্থাপন ॥
এইরূপ সাধুপথ করি প্রদর্শন।
সুহৃদ্‌গণের করে আনন্দ বর্দ্ধন ॥
গর্ভেতে করিতে দগ্ধ উত্তরানন্দন।
অশ্বত্থামা ব্রহ্ম-অস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ করেন রক্ষা পাণ্ডুবংশধর।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন তুমি বিজ্ঞবর ॥
কৃষ্ণের সাহায্যে তবে ধর্ম্মের নন্দন।
তিনবার অশ্বমেধ কৈলা সম্পাদন ॥
অবশেষে ভ্রাতাসহ কৃষ্ণে দিয়া মন।
করেন পাণ্ডব সবে পৃথিবী পালন ॥
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আসি দ্বারকানগর।
অনাসক্তভাবে ভোগ করেন বিস্তর ॥
কিছুতেই আসক্ত না হ'য়ে কদাচন।
করিলেন নিজ মনে বিবেক ধারণ ॥
অতি স্নিগ্ধ হাসি তাঁর কথা সুধাসম।
পবিত্র চরিত্র তাঁর অতি অনুপম ॥
যাদবগণের প্রীতি করি সম্পাদন।
বিহার করেন সদা যশোদাজীবন ॥
যে সকল নারীগণ আসিত নিকটে।
সবারে সৌহার্দ্দ্য কৃষ্ণ করে অকপটে ॥
এইরূপ সুখ ভোগ করি বহুদিন।
ভোগাদিতে শ্রীগোবিন্দ হন উদাসীন ॥
বিষয় ভোগেতে কৃষ্ণ হ'লে উদাসীন।
শুন শুন কি ঘটনা ঘটে একদিন ॥
যদু আর ভোজেদের শিশুরা সকলে।
খেলিবার কালে ক্রুদ্ধ করে মুনিদলে ॥
তাহাতে সে মুনিগণ ক্রোধবশে অতি।
অভিশাপ দান করে তাহাদের প্রতি ॥
কিছুদিন গত হ'লে দেবমায়া বলে।
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধকাদি মিলিয়া সকলে ॥
রথ আরোহণ করি প্রফুল্ল চিত্তেতে।
গমন করিল সবে প্রভাস তীর্থেতে ॥

রাম অবতার

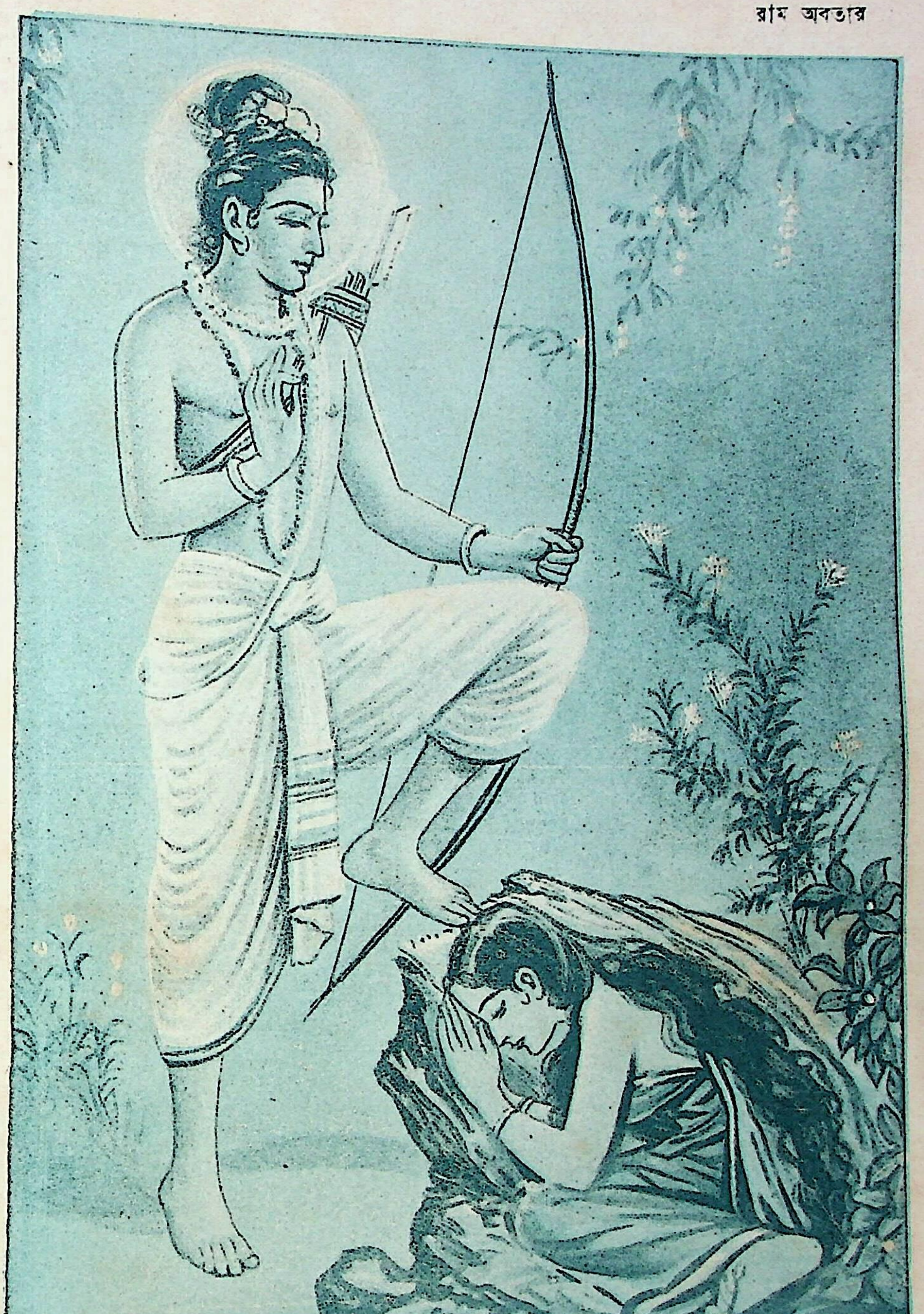

বিংশতিতে হন হরি রাম অবতার।
নবজলধর রূপ বিষ্ণুর আকার॥

স্নানাদি সেথায় সবে করি সমাপন।
দেবঋষি পিতৃগণে করেন তর্পণ॥
তারপর গাভী স্বর্ণ রজত আসন।
হস্তী অশ্ব রথ কন্যা অন্ন ও বসন॥
ব্রাহ্মণগণেরে দান করি এ সকল।
ভগবানে সমর্পণ করে কর্ম্মফল॥

ইতি উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণের লীলাবর্ণন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ধবের ভগবদনুগ্রহলাভ-বর্ণন

উদ্ধব কহেন শুন বিদুর সুজন।
কি করিল অতঃপর বৃষ্ণি ভোজগণ॥
ভোজন করিয়া শেষ তারা অতঃপর।
মদিরা করিল পান ভরিয়া উদর॥
সুরাদোষে ভ্রষ্ট জ্ঞান হইয়া তখন।
একে অন্যে অবিলম্বে করিল নিধন॥
পরস্পর সংঘর্ষণে যথা অনিবার।
বিনষ্ট হইয়া যায় যত বেণু ঝাড়॥
সেইরূপ সন্ধ্যাকালে হ'য়ে হতজ্ঞান।
পরস্পর পরস্পরে বধ করে প্রাণ॥
নিজ মায়া হেরি কৃষ্ণ হ'য়ে মুগ্ধ মন।
সরস্বতী-জলে আসি করে আচমন॥
তারপর এইরূপ আচমন করি।
বৃক্ষের তলায় গিয়া বসিলেন হরি॥
যদুকুল সংহারিতে করিয়া মনন।
পূর্ব্বেই আমারে কহে শ্রীমধুসূদন॥
শুনহে উদ্ধব তুমি আমার বচন।
বদরিকাশ্রমে তুমি করহ গমন॥
তাঁহার মনের ইচ্ছা বুঝিলাম আমি।
তাইত হইনু শেষে তাঁর অনুগামী॥
আমারে কহিয়া কৃষ্ণ এতেক বচন।
অন্যস্থানে শীঘ্রগতি করিলা গমন॥
পাইলাম দেখা তাঁর করি অন্বেষণ।
শ্যামরূপ চতুর্ভুজ অরুণলোচন॥
শুদ্ধ সত্ত্বময় হরি সরস্বতী-তীরে।
পরিহরি এ সংসার রন তথা ধীরে॥
তুলিয়া দক্ষিণ পদ দিয়া বামদেশে।
অশ্বত্থের মূলে রন বসি বিষ্ণুবেশে॥
হেরি তাঁর পীতবাস আর হস্ত চারি।
নবঘনশ্যামে আমি চিনিবারে পারি॥
যদিও বিষয় সুখে হয়েছে বিমুখ।
তথাপি হেরিনু তাঁর হাস্যপূর্ণ মুখ॥
ব্যাসের বান্ধব মুনি মৈত্রেয় সুধীর।
আসিলেন তীর্থ ভ্রমি সরস্বতী-তীর॥
পরাশর শিষ্য তিনি হরি-পরায়ণ।
করিতেছিলেন তিনি পৃথিবী ভ্রমণ॥
তথায় শ্রীকৃষ্ণে ঋষি করি দরশন।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন॥
আমি ও মৈত্রেয় দোঁহে রহিনু তথায়।
মম মুখ চাহি কৃষ্ণ কহেন কথায়॥
বুঝেছি উদ্ধব আমি হেরিয়া তোমায়।
কষ্টসাধ্য মুক্তি তুমি পাইবে হেলায়॥
পূর্ব্বজন্মে বসুরূপে যজ্ঞ করি ধীর।
সিদ্ধি লাগি যে কামনা ক'রেছিলে স্থির॥

ফলিল সে ফল আজ হে ভক্ত পরম।
এই জন্ম শ্রেষ্ঠ তব অতীব চরম ॥
আমারে লভিতে ইচ্ছা করি অহরহঃ।
এই জন্মে তুমি মোর পেলে অনুগ্রহ ॥
নরলোক পরিহার করিব যখন।
একান্তে আমারে তুমি হেরিবে তখন ॥
সৌভাগ্য তোমার অতি উদ্ধব সুজন।
সফল জনম তব সার্থক জীবন ॥
পদ্মকল্পে পদ্মাসন হেরিয়া ব্রহ্মারে।
যে পরম জ্ঞান আমি কহিনু তাহারে ॥
মহিমাব্যঞ্জক সেই আমার বচন।
ভাগবত বলি জানে যত জ্ঞানী জন ॥
শুনিয়া এ সব বাণী মানিনু বিস্ময়।
অতি অপরূপ কথা মনে বোধ হয় ॥
আনন্দে পূরিল মন চক্ষে বহে নীর।
রোমাঞ্চ হইয়া কাঁপে আমার শরীর ॥
তখন কহিনু আমি শ্রীকৃষ্ণে বচন।
পরম ঈশ্বর তুমি শ্রীমধুসূদন ॥
যে জন চরণপদ্ম করয়ে ভজনা।
কি দুর্লভ তাহাদের জগতে কামনা ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহা কিছু আছে।
সকলি সুলভ হয় তাহাদের কাছে ॥
নাহিক বাসনা মোর পার্থিব বিষয়।
এই ইচ্ছা যেন ভক্তি ও চরণে রয় ॥
নিষ্ক্রিয় হইয়া কার্য্য কর তুমি হরি।
পুনঃ জন্ম হয় পাছে সেই ভেবে মরি ॥
কালাত্ম হইয়া কর অরিজনে ভয়।
আত্মরতি হ'য়ে কর নারী পরিণয় ॥
এ সকল বুঝিবারে কেবা পারে আর।
পণ্ডিতে বিস্ময় মানে বুঝিতে আচার ॥
তব আত্মা কালাদিতে খণ্ডিত না হয়।
তোমার শক্তিতে কিছু না আছে সংশয় ॥
সকলেরে সুমন্ত্রণা দিলে তুমি হরি।
কত জনে উপদেশ দিলে কৃপা করি ॥
তথাপি বাঁধিয়া মোরে তব স্নেহডোরে।
কি করা কর্ত্তব্য তাহা জিজ্ঞাসিলে মোরে ॥
এক ভাবে তব বুদ্ধি নহে ত কুণ্ঠিত।
সেই হেতু এ সান্ত্বনা আমার বিহিত ॥
বুঝিয়া এ সব কার্য্য মুগ্ধ হ'ল মন।
কেমনে সে ভাব দেব হব বিস্মরণ ॥
যে জ্ঞান ব্রহ্মারে দেব দাও উপদেশ।
কৃপা করি দাও মোরে সে জ্ঞানের লেশ ॥
উপযুক্ত হই যদি লভিতে সে জ্ঞান।
নাশিতে সংসার-দুঃখ কর মোরে দান ॥
এ হেন কামনা শুনি সেই ভগবান্।
দয়ার্দ্র হইয়া মোরে দিলেন বিজ্ঞান ॥
অতি আরাধিত সেই শ্রীহরি-চরণ।
ভক্তি সহকারে আমি করি আরাধন ॥
তারপর পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম।
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে শুন গুণধাম ॥
ভগবানে গুরু করি লভি আত্মজ্ঞান।
বিদায় লইয়া তবে করিনু প্রস্থান ॥
নানা তীর্থ ভ্রমি শেষে এসেছি হেথায়।
হেথায় আসিয়া সখা হেরিনু তোমায় ॥
যেমন আনন্দে ছিনু কৃষ্ণ দরশনে।
তেমনি জাগিছে দুঃখ না হেরি নয়নে ॥
বদরিকাশ্রমে এবে করিব গমন।
তথায় তপস্যা করে নর-নারায়ণ ॥
শুকদেব এত বলি কহেন রাজন্।
অবহিতে এ সংবাদ করহ শ্রবণ ॥
বিদুর শুনিল কর্ণে কৌরব-সংহার।
বহিল তখনি দুই নয়নের ধার ॥
কহেন উদ্ধবে তবে বিদুর সুমতি।
কহ কিবা জ্ঞান তোমা দিলা যদুপতি ॥
যত বিষ্ণুভক্ত আছে সংসার মাঝার।
অজ্ঞানতা দূর তারা করে সবাকার ॥
তোমার সেবক আমি অতীব অজ্ঞান।
দয়া করি সেই তত্ত্ব কর মোরে দান ॥

কহেন বিদুরে তবে হরষে উদ্ধব।
সেই জ্ঞান দিবে তোমা মুনি মিত্রোদ্ভব ॥
অদূরে মৈত্রেয় ঋষি করিছেন বাস।
যাও হে বিদুর তথা পূরাইতে আশ ॥
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁরে করেন আদেশ।
বলিতে তোমারে সেই নিজ উপদেশ ॥
অতএব কর তুমি তথায় গমন।
এক্ষণে যাইব আমি বদরী কানন ॥
যমুনার কূলে লভি এরূপ সংবাদ।
বিদুরের অন্তরের ঘুচিল বিষাদ ॥
অস্তমিত হ'লে শশী প্রভাতে দুজন।
অভিপ্রেত স্থানে দোঁহে করেন গমন ॥

সুবোধ রচিল গীত উদ্ধব সংবাদ।
মিটাতে যতেক এই সংসার বিবাদ ॥

ইতি উদ্ধবের ভগবদনুগ্রহলাভ-বর্ণন।

তৃতীয় অধ্যায়

মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের প্রশ্ন

সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিজন।
উদ্ধব-সংবাদ হল এবে সমাপন ॥
বিদুর সংবাদ এবে করহ শ্রবণ।
মৈত্রেয় উপরে প্রশ্ন শুকের বচন ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল শুক তপোধন।
করেন জিজ্ঞাসা তাঁরে পাণ্ডব রাজন্ ॥
উদ্ধব-সংবাদ ঋষি অতি মধুময়।
কিন্তু এক কথা মনে জাগায় বিস্ময় ॥
যত ছিল অধিরথ ধরা-অধিপতি।
চলিলেন একে একে যথা যার মতি ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণি-ভোজে ঘটিল মরণ।
হরির হইল ক্রমে লীলা-সম্বরণ ॥
সামান্য তপস্বী মাত্র উদ্ধব প্রবীণ।
কেন নাহি হন তিনি মৃত্যুর অধীন ॥
আর এক কথা ঋষি করিব জ্ঞাপন।
ব্রহ্মশাপে যদুকুল হ'ল বিনাশন ॥
তাহাতে কেমনে রক্ষা পাইল উদ্ধব।
অতি অপরূপ কথা বিস্ময় সম্ভব ॥
হাসি কহে শুক শুনি রাজার বচন।
ব্রহ্মশাপ ছল-মাত্র করেন সাধন ॥
শ্রীহরির ইচ্ছা হয় সকলের মূল।
ইচ্ছাময় প্রভু তিনি নাহি তাতে ভুল ॥
লইয়া সমৃদ্ধ বংশ ত্যজিতে শরীর।
হেন ছল করিলেন সেই হরি স্থির ॥
দেহ পরিত্যাগ হরি করেন যখন।
মনে মনে বিবেচনা করেন তখন ॥
এখনো অনেকে মোর না লভিল জ্ঞান।
কেবা হেন জন আছে করিবে সে দান ॥
তাহা মনে করি হরি স্থির করি মন।
উদ্ধবে সক্ষম ভাবি রাখেন জীবন ॥
উদ্ধবের আত্মজ্ঞান আছে বিলক্ষণ।
সতত করেন তিনি আত্মারে দমন ॥
উদ্ধব থাকিয়া এই সংসার মাঝার।
করুক আমার জ্ঞান সর্ব্বত্র প্রচার ॥
সেই হেতু রহে মাত্র উদ্ধব রাজন্।
মহাযুক্তি বাক্য ইহা ব্যাসের বচন ॥

উদ্ধব হরির পাশে ল'য়ে উপদেশ।
তপস্যার্থে যাইলেন বদরী-প্রদেশ॥
সেথায় আসিয়া শেষে উদ্ধব প্রবর।
শ্রীহরির আরাধনা করে নিরন্তর॥
কি কব কৃষ্ণের কথা পাণ্ডু-বংশধর।
ক্রীড়াবশে নানা জন্ম লন যদুবর॥
সাধিয়া জগৎ হিত করেন প্রস্থান।
ইহাই বিষ্ণুর লীলা বেদের প্রমাণ॥
হরির মধুর লীলা কর্ম্ম শত শত।
ধৈর্য্য সহকারে শুনে ধীর ব্যক্তি যত॥
কিন্তু পশু তুল্য যারা সংসার ভিতর।
তাহাদের কাছে ইহা নহে প্রীতিকর॥
উদ্ধবের মুখে শুনি এ হেন বচন।
প্রেমেতে বিহ্বল হন বিদুর-সুজন॥
ত্যজিয়া কালিন্দী-কূল দুঃখিত কৌরব।
ভাগীরথী-তীরে যান স্মরিয়া কেশব॥
ভাগীরথী-তীরে গিয়া কুরুর নন্দন।
মৈত্রেয় ঋষিরে সেথা করেন দর্শন॥
শুকদেব কহিলেন পরীক্ষিৎ প্রতি।
অতঃপর কি ঘটিল শুন নরপতি॥
হরিদ্বার ক্ষেত্রে আসি বিদুর সুজন।
মৈত্রেয় মুনির কাছে করেন গমন॥
অতিশয় জ্ঞানবান্ মৈত্রেয় প্রবর।
সুস্নিগ্ধ মূরতি আর প্রশান্ত অন্তর॥
বিদুরে হেরিয়া মুনি ভক্তি সহকারে।
মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন তাঁরে॥
বিদুর হইয়া তৃপ্ত তাঁর সম্ভাষণে।
ধীরে ধীরে কহিলেন আনন্দিত মনে॥
সুখ লাগি লোকে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে।
নিমগন হয় শেষে দুঃখের সাগরে॥
শান্তির না পায় দেখা দুঃখ মাত্র সার।
বল ঋষি কিসে সুখ দেখা যায় আর॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে যেই অধার্ম্মিক।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হ'য়ে যে হয় নাস্তিক॥
সতত দুঃখেতে সেই হয় নিমগন।
নাহি তার কোন কালে সুখের স্বপন॥
তারিতে সে জন দেব জ্ঞানীর প্রকাশ।
শ্রীগোবিন্দ ভক্ত নাম ভুবনে বিকাশ॥
সে মঙ্গল-পথে দেব কর বিচরণ।
কর কৃপাবলে প্রশ্ন পূর্ব্বের পূরণ॥
আর নানা প্রশ্ন ঋষি করিব তোমায়।
যাহাতে নাশিতে পারি দুঃসহ মায়ায়॥
কোন্ ভাবে সেই কৃষ্ণে করি আরাধন।
আত্মারূপে সেই জনে পাই দরশন॥
বেদের প্রমাণে ইহা করহ নির্দ্দেশ।
পুনরায় বলি তোমা করিয়া বিশেষ॥
যে জন ত্রিগুণী মায়া করেন দগন।
কি ভাবে করেন বল শরীর ধারণ॥
নাহি তাঁর কোন আশা কহে জ্ঞানী জন।
তবে কেন এই বিশ্ব করেন সৃজন॥
কেন বা জীবিকা দিয়া করেন পালন।
কেমনে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে করেন শয়ন॥
আপন হৃদয়ে বিশ্ব করিয়া স্থাপন।
যোগ-নিদ্রাবলে মুদি উভয়-নয়ন॥
একমাত্র যোগেশ্বর বেদের বচন।
বিশ্বে আসি নানা রূপ করেন ধারণ॥
ক্রীড়ারূপে জন্ম ল'য়ে আসিয়া ভুবনে।
সবার মঙ্গল দেব সাধেন কেমনে॥
শুনিলে যাঁদের কীর্ত্তি সার্থক জীবন।
সে সকলে শ্রেষ্ঠ সেই নিত্য নিরঞ্জন॥
শুনিলে চরিত তাঁর বাড়ে প্রেমক্ষুধা।
নাহি মিটে আশা কিছু যেন মহা-সুধা॥
মৎস্য আদি নানা রূপে হ'য়ে অবতার।
করিলেন ভগবান্ কর্ম্ম যে প্রকার॥
কত কত লোকপাল লোকালোক কত।
পর্ব্বতের উপত্যকা আদি শত শত॥
সর্ব্বত্র প্রসন্ন মনে প্রাণীর নিবাস।
কেমনে করেন হেন সৃষ্টি শ্রীনিবাস॥

সৃষ্টি করি নানা বস্তু বিভিন্ন স্বভাব।
রূপ নাম কর্ম্ম ভাব না দেখি অভাব॥
করহ বিপ্রর্ষি মোরে সে কথা বর্ণন।
শুনিয়া জুড়াক মোর তাপিত জীবন॥
বিপ্র আর শূদ্রদের ধর্ম্ম কথা যত।
শ্রবণ ক'রেছি আমি তাহা অবিরত॥
সে সকল ব্যাসমুখে ক'রেছি শ্রবণ।
নাহি তথা শুনিবারে আর মম মন॥
ব্যাসমুখে কৃষ্ণকথা করিয়া শ্রবণ।
এখনও তৃপ্ত নাহি হতেছে জীবন॥
যত শুনি তত বাড়ে অন্তরের আশ।
কহ দেব যাহে উক্ত সেই শ্রীনিবাস॥
নামের মাধুরী কিবা করিব বর্ণন।
দেহ-রতি নাশ হয় করিলে শ্রবণ॥
নারদাদি নামে যত শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ।
যে কথামৃতের গুণ করেন কীর্ত্তন॥
অমৃত সমান সেই কথা শুনি কাণে।
কে আছে যাহার তৃপ্তি নাহি হয় প্রাণে॥
বেদব্যাস করিবারে সে গুণ বর্ণন।
মহাভারতের কথা করেন রচন॥
আপনার সখা সেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
রচিলেন হেন সুধা করি বিবেচন॥
অনুরাগ বাড়ে হরি-চরিত্র দর্শনে।
দূরে যায় সংসারের যত আশা মনে॥
অর্থ কামাদির কথা যদিও বিরাজে।
ইতিহাস কথা আদি আছে তার মাঝে॥
তথাপি কিরূপে যত বিষয়ীর মন।
হরিতে আকৃষ্ট হয় আছে বিবরণ॥
না পারে বুঝিতে হয় ভারত যে জন।
বুঝিয়াও হরিপদে যে না দেয় মন॥
তাহাদের সম দুঃখী নাহিক ভুবনে।
সর্ব্বদাই দুঃখ-শোক তাদের জীবনে॥
নিতান্ত কাতর আমি তাদের কারণ।
বৃথাই করিছে তারা এ দেহ ধারণ॥
হরিকথা-সম ভবে নাহি কিছু আর।
কহ দেব হেন কথা অতি চমৎকার॥
নানাবিধ পুষ্প হ'তে যথা ভৃঙ্গগণ।
সুখেতে করয়ে সদা মধু আহরণ॥
তেমনি সংগ্রহ করি হরিকথা সার।
করহ কীর্ত্তন মোরে করিতে উদ্ধার॥
কেমনে সৃজিয়া বিশ্ব করেন পালন।
সংহার করেন শেষে কিসের কারণ॥
নিজ মায়া শক্তি বলে লইয়া জনম।
করহ বর্ণন কোন্ করিলা করম॥
এত বলি সে বিদুর হইলেন স্থির।
হরিপ্রেমে বহে তাঁর নয়নেতে নীর॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
বুঝিলে মোচন হয় ভব-ভার তার॥

ইতি মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের প্রশ্ন।

চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয় সংবাদ

সূত কহে শুন শুন মহর্ষি সুজন।
মৈত্রেয় মুনির কথা অধ্যাত্ম-কথন ॥
এতেক কহিয়া শুক কহেন রাজায়।
শুন রাজা এ সংবাদ মিটাতে আশায় ॥
মৈত্রেয়ের এ উত্তর অতি মনোহর।
হরি বিরাজিত রন বাক্যের ভিতর ॥
বিদুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় সুজন।
সন্তুষ্ট হয়েন হৃদে পুলকিত মন ॥
আনন্দে বসায় তাঁরে আপনার পাশ।
করেন উত্তর করি করুণা প্রকাশ ॥
যে প্রশ্ন করিলে সাধু আমার উপর।
প্রকৃত জ্ঞানের তত্ত্ব অতি মনোহর ॥
হরিপদে মন তব তুমি সাধুজন।
সেই হেতু হরি-প্রশ্ন করিলে এমন ॥
ধন্য হে বিদুর তুমি ব্যাসের নন্দন।
সেই পুণ্যে হরিপদে রত তব মন ॥
কৃতান্ত আছিলা তুমি পূরব জনমে।
মাণ্ডব্যের অভিশাপে নররূপী ভূমে ॥
ব্যাসের ঔরসে তুমি দাসীর উদরে।
জন্ম লাভ করিয়াছ সংসার ভিতরে ॥
ধর্ম্মরূপী তুমি যম নর-রূপ ধরি।
বিদুর লইলে নাম সদা সেব হরি ॥
শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্ত তুমি একজন।
একে একে প্রশ্নোত্তর করহ শ্রবণ ॥
যখন ত্যজেন হরি এই ভূমিতল।
তোমা উপদেশ দিতে কহেন সকল ॥
তাঁহার আদেশমতে করিব উত্তর।
কেমনে রহেন বিশ্ব-মায়ার ভিতর ॥
ইহাই তাঁহার লীলা জ্ঞানী জন বলে।
সার তত্ত্ব চিন্তা এই কহেন সকলে ॥
অতি মহাজ্ঞান-বাক্য শ্রীকৃষ্ণ-বচন।
একমনে হে বিদুর করহ শ্রবণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোরে তোমার কারণ।
প্রচারিতে এই কথা এ তিন ভুবন ॥
মহাপুণ্যবান্ তুমি কৃষ্ণগতপ্রাণ।
সেই হেতু ভগবান্ দেন এই জ্ঞান ॥
একে একে তব প্রশ্ন করিব উত্তর।
শুনহ বিদুর হ'য়ে সুস্থির অন্তর ॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে ছিল এক ভগবান্।
তাঁহার মায়ায় এই সংসার বিধান ॥
সৃষ্টি স্থিতি আর সেই মহান্ প্রলয়।
সব কিছু হয় তাঁর লীলার বিষয় ॥
এক্ষণে কহিব আমি জীবের বিচার।
শুন তাহা একমনে হয় কি প্রকার ॥
সংসার স্বরূপ যদি এক ভগবান্।
জীবের স্বরূপ তিনি তাহাতে প্রমাণ ॥
ভগবান্ হ'তে যদি সবার উদ্ভব।
বিশ্ব-সৃষ্টি পূর্ব্বে তবে তাহাতে সম্ভব।
সকলের প্রভু তিনি বেদের প্রমাণ।
তিনি ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাহি হয় জ্ঞান ॥
নাহি দ্রষ্টা নাহি দৃশ্য হরিরূপময়।
শুধু মাত্র ভগবান্ প্রকাশিত রয় ॥

এই যে হেরিছ সৃষ্টি এ বিশ্ব ভুবন।
অব্যক্ত ভাবেতে ছিল তাহার কারণ॥
কারণ নহিলে নহে কার্য্যের প্রকাশ।
সেই হেতু দৃশ্যবস্তু না হয় আভাস॥
আকারে গঠিত নাহি হইলে কারণ।
কে দেখিবে কে দেখাবে নাহি বিবেচন॥
আপনি হইয়া দ্রষ্টা তবে ভগবান্।
আপনি কারণ-রূপে না দেখিতে পান॥
দ্রষ্টা দৃশ্য সবে যবে আছিল কারণ।
আত্মা বিদ্যমানে তবে কোন্ প্রয়োজন॥
ঈশ্বরের দৃষ্টি তেজ নাম সে আত্মার।
দেখিবারে কিছু নাহি দৃষ্টি কি প্রকার॥
আত্মা সৃষ্টি বিনা তবে চিৎ বিদ্যমান।
সেই শক্তি বলে সৃষ্টি বেদের বিধান॥
চিৎ বিনা অচৈতন্য সকল কারণ।
অচেতনে অচেতন করে উৎপাদন॥
শুনহ বিদুর তবে দিয়া নিজ মন।
যেমন হইল বিশ্ব ক্রমেতে সৃজন॥
পূর্ব্বেতে করিনু যাহা চিন্নামে বর্ণন।
তাহাতে উদ্ভবে ক্রমে কার্য্য ও কারণ॥
কার্য্যে ও কারণে হ'লে চিতের প্রকাশ।
মায়া নাম ধরে সেই ব্রহ্মের আভাস॥
মায়া নাম সেই শক্তি করিলে ধারণ।
তাহাতেই এই বিশ্ব হয় উৎপাদন॥
আর এক শক্তি আছে সেই ভগবানে।
কাল নাম হয় তার বেদের প্রমাণে॥
কাল দ্বারা মায়া-শক্তি করিয়া ক্ষোভিত।
চিন্ময় পুরুষ তাহে হন অবস্থিত॥
কাল মায়া মাঝে হরি কিবা চমৎকার।
অব্যক্ত প্রকৃতি তাহে হয় আবিষ্কার॥
প্রকৃতিতে মহত্তত্ত্ব হয় উৎপাদন।
অতীব আশ্চর্য্য তাহা হরির গঠন॥
অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ প্রকাশ যেমন।
মহত্তত্ত্বে সেইরূপ বিশ্বের সৃজন॥
প্রকৃতিতে স্থিত বিশ্ব করিয়া ধারণ।
নানারূপে ব্যক্ত তাহে করে সনাতন॥
মায়ার প্রেরক হ'য়ে সেই ভগবান্।
আনন্দ লভেন নিজ হেরিয়া বিজ্ঞান॥
নিজ চিৎ-শক্তি সবে করিয়া বিধান।
আপনি রহেন হ'য়ে পুরুষ প্রধান॥
সে চিতেরে পরমাত্মা কহে জ্ঞানী জন।
ঈশ্বরের ছায়া-মাত্র জ্ঞানীর বচন॥
ছায়াতে যেমন রহে বস্তুর আকার।
চিৎ-মাঝে ঐশী শক্তি তেমন প্রকার॥
ঈশ্বরের চৈতন্যকে অংশ নাম কয়।
যে অংশ বিম্বিত যাহে গুণময় হয়॥
চৈতন্য ও বিম্বাধার একত্র মিলনে।
আত্মার কারণ হয় বেদের বচনে॥
আত্মার কারণ-রূপী চৈতন্য বিরাজে।
আত্মা নামে মহাশক্তি গণ্য বিশ্বমাঝে॥
যাহার আশ্রয়ে আত্মা হয় সুলক্ষণ।
তাহারেই বিশ্বাধার কহে জ্ঞানী জন॥
আত্মার শক্তিতে থাকি সেই বিশ্বাধার।
সৃষ্টি-ক্রিয়াযুক্ত হয় করিলে বিচার॥
যাহার বলেতে তার কার্য্যে হয় রতি।
তাহাকেই কাল বলে জগতের পতি॥
অংশ-গুণ আর কাল যথা বিবেচন।
পরমাত্মা তিনে বশ মায়ার কারণ॥
এরূপে সৃষ্টির ক্রিয়া হ'ল প্রারম্ভণ।
শুনহ হরির লীলা বিদুর সুজন॥
সেই আত্মা ল'য়ে ক্রমে অংশগুণ কাল।
রূপান্তরে মহত্তত্ত্ব নামেতে বিশাল॥
মহত্তত্ত্ব হ'তে হয় বিশ্বের বিকাশ।
শুন জ্ঞানী এবে কহি তাহার প্রকাশ॥
মহত্তত্ত্বে অহং-তত্ত্ব হয় উৎপাদন।
কার্য্য ও কারণ কর্ত্তা যে করে ধারণ॥
অহঙ্কার হয় পরে বিকৃত যখন।
ইন্দ্রিয় ভুত ও মন হয় উৎপাদন॥

তিন প্রকারের হয় এই অহঙ্কার ।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের আধার ॥
সত্ত্বের বিকারে জন্মে নাম তার মন ।
বিকারের আর কার্য্য করিব বর্ণন ॥
যাহা হ'তে শব্দ অর্থ হয় বিবেচন।
বৈকারিক অহঙ্কার তাহার কারণ ॥
ক্রমেতে কহিব আমি তাহার প্রমাণ ।
রাজসিক ভাব শুন করি প্রণিধান ॥
জ্ঞান-কর্ম্মময় যত ইন্দ্রিয় গণন।
রাজসিক অহংতত্ত্বে সবার জনন ॥
জীবাত্মারে বুঝাবারে শব্দাদি কারণ ।
পঞ্চ মহাভূতে ক্রিয়া এ দেহে যেমন ॥
তাহারে বুঝিতে যেই শক্তি প্রয়োজন ।
তামসিক অহঙ্কার তাহার কারণ ॥
সেই শব্দ হ'তে হয় উদ্ভূত আকাশ ।
আত্মার লিঙ্গ শরীর রূপেতে প্রকাশ ॥
পূর্ব্বেতে না ছিল দ্রষ্টা কিংবা দৃষ্টিস্থল ।
দৃশ্য বস্তু প্রকাশিত ক্রমে অবিকল ॥
প্রকৃতি মাঝারে করি চৈতন্য প্রেরণ ।
সেই বলে এই সব হইল গঠন ॥
মায়াবলে শব্দ যবে আত্মার শ্রবণ ।
দ্রষ্টারূপে আত্মা শূন্য করেন দর্শন ॥
আকাশ হইতে স্পর্শ তন্মাত্র উদ্ভব ।
স্পর্শ দ্বারা ক্রমে হ'ল বায়ুর সম্ভব ॥
আকাশ হইতে শব্দ বায়ুর মাঝারে ।
বেষ্টিত হইয়া রয় বেষ্টনী আকারে ॥
শব্দ-স্পর্শ-গুণ ল'য়ে আপনি পবন ।
তন্মাত্র নামেতে রূপ করেন সৃজন ॥
রূপ করি আপনার রূপের অন্তর ।
সৃজিলেন মহাভূত তেজ অতঃপর ॥
তেজ ও চৈতন্য বলে করেন সৃজন ।
তন্মাত্র নামেতে রস জলের কারণ ॥
রসেতে করিল সৃষ্টি মহাভূত জল।
জল হ'তে গন্ধযুক্ত প্রকাশিত স্থল ॥
সকলেই শ্রীহরির চৈতন্য প্রকাশ ।
দৃশ্যরূপে প্রকাশিত শ্রীহরি সকাশ ॥
আকাশাদি পঞ্চভূতে পরপর যারা ।
সমধিক গুণে গুণী হয় যে তাহারা ॥
শব্দ মাত্র এক গুণ আকাশের মাঝে ।
শব্দ স্পর্শ দুই গুণ বায়ুতে বিরাজে ॥
শব্দ স্পর্শ আর রূপ এই গুণত্রয় ।
তেজের মাঝারে জানি অবশ্যই রয় ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস এই গুণ চারি ।
জলের মাঝারে আছে বুঝহ বিচারি ॥
শব্দ স্পর্শ-রূপ রস গন্ধ সমুদয় ।
এই পাঁচ গুণ সদা ভূমি মাঝে রয় ॥
প্রতি ভূত পূর্ব্ব-ভূত ল'য়ে ক্রিয়াগুণ ।
উৎপাদন নবভূতে চৈতন্যে নিপুণ ॥
এমন হরির লীলা এ বিশ্ব গঠন ।
কেমনে প্রকাশ্যে রূপ করিব বর্ণন ॥
কাল মায়া চৈতন্যেতে ঐ পঞ্চভূত ।
দেবতা হয়েন হ'য়ে বিষ্ণু-সমুদ্ভূত ॥
এক্ষণে বিদুর শুন করি স্থির মন ।
যে ভাবে হইল এই বিশ্বের গঠন ॥
অহংতত্ত্ব যেই ভাবে হ'ল উৎপাদন ।
পূর্ব্বেতে করিনু আমি তাহার বর্ণন ॥
ভূতের প্রমাণ হেতু যথা অহঙ্কার ।
বিরাজেন এই বিশ্বে করিনু বিচার ॥
প্রকৃতি বলেতে জন্মি ভূত দেবগণ ।
কি করেন অতঃপর শুন বিবরণ ॥
ভূতগণ জন্ম লভি হ'য়ে ক্রিয়াবান ।
না পারেন কোন কিছু করিতে নির্ম্মাণ ॥
শব্দেতে আকাশ রহে স্পর্শেতে পবন ।
রূপেতে রহেন তেজ করি স্থির মন ॥
সকলের ক্রিয়া-শক্তি একত্র মিলনে ।
প্রকাশিবে এই বিশ্ব বেদের বচনে ॥
ঈশ্বরাংশে জন্ম লভি ভূত-দেবগণ ।
ভাবিলে ক্রিয়ার্থ হয় শক্তি প্রয়োজন ॥

চৈতন্য হইতে হ'ল চৈতন্য নির্ম্মাণ।
পঞ্চ-ভূত নামে দেব পঞ্চ ক্রিয়াবান॥
পঞ্চ-ভুতে যেই বস্তু হইবে প্রস্তুত।
তাহাতেই সচৈতন্য জীব সমুদ্ভুত॥
পঞ্চভূতে মিলি তবে শক্তির কারণ।
করে নিজ নিজ মনে শক্তি আরাধন॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত গীত কথা পুণ্যের আধার॥

ইতি মৈত্রেয় সংবাদ।

পঞ্চম অধ্যায়

সৃষ্টদেবগণের ঈশ্বর স্তুতি

সূত কহে সম্বোধিয়া শৌনক সুজন।
বুঝ ঋষি ভাগবত শুকের বচন॥
শুকদেব কহে শুন শুন হে রাজন্।
অপূর্ব্ব সৃষ্টির কথা করিব বর্ণন॥
মহত্তত্ত্ব ভুত আদি যত দেবগণ।
ঈশ্বর চৈতন্যে ক্রমে হইয়া সৃজন॥
কি কর্ম্ম করেন রাজা শুন তার পরে।
ক্রিয়াহীন হ'য়ে স্তুতি করেন ঈশ্বরে॥
হে দেব অখিল-পতি প্রভু নারায়ণ।
তোমার চরণ মোরা করিনু বন্দন॥
তাপদগ্ধ জীবদের ওহে বিশ্বভূপ।
তোমার চরণ হয় ছত্রের স্বরূপ॥
দেবের দুর্লভ সদা যেই তব পদ।
নমি সেই পাদপদ্মে ফুল্লামৃত-হ্রদ॥
সে পদ-মহিমা কত কহিব কেমনে।
করেন আশ্রয় যতি যে স্থানে যতনে॥
সেই পাদপদ্ম-গন্ধে দুঃখ করি দূর।
যতিগণ প্রবেশেন কৈবল্যের পুর॥
তুমি হে বিধাতা আর তুমি পরমেশ।
জীবের ত্রিতাপ নাশি দূর কর ক্লেশ॥
সংসার-পীড়ায় জীব হইয়া পীড়িত।
তোমার স্বরূপানন্দ নহেক বিদিত॥
তব পাদপদ্মছায়া করিলে আশ্রয়।
আমাদের জ্ঞান লাভ হইবে নিশ্চয়॥
তীর্থের স্বরূপ এই চরণকমলে।
আশ্রয় লইনু আজি আমরা সকলে॥
তব পদে যেই গঙ্গা হ'য়ে উৎপাদন।
তিনলোক এক ক্রমে করেন পাবন॥
সেই গঙ্গা সেবা করি বহু ভক্তজন।
অন্তিমেতে লাভ করে তব শ্রীচরণ॥
তব মুখ-পদ্ম নীড় বেদ তাহে পাখী।
সেই পাখী ঋষিজন হৃদয়েতে রাখি॥
যাঁহারে করয়ে তাঁরা যোগে অন্বেষণ।
তুমি সেই জন প্রভু লইনু শরণ॥
তব পদে বিষয়ীর আছে অধিকার।
শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে হয় চিত্তশুদ্ধি তার॥
সতত সে হৃদি হয় বৈরাগ্য চেতন।
জ্ঞানবলে হয় তার তব পদে মন॥
এমন তোমার পদ ধীর জনে কয়।
নিলাম সে পাদপদ্মে আমরা আশ্রয়॥
হে ঈশ্বর তুমি বিশ্ব করিলে সৃজন।
তুমি তাহে পালি পুনঃ করিবে হরণ॥
এ সকল কার্য্য লাগি হও অবতার।
ধ্যানেতে অভয় দাও জগতে প্রচার॥

যে পদ করিয়া ধ্যান যত সাধুগণ ।
তোমার নিকটে করে অভয় গ্রহণ ॥
আমরাও সবে মিলি একত্র এখন ।
সে অভয় পদে দেব লইনু শরণ ॥
ইন্দ্রিয় লজ্জিত দেহ অতি রূপবান ।
বিনশ্বর হইলেও যাহা বর্ত্তমান ॥
যে মোহেতে ভাবে জীব তোমার আমার ।
তাহার মাঝারে তুমি আত্মার আকার ॥
মায়াবশে জীব তোমা নাহি করি মন ।
নানা তীর্থে তোমা লাগি করয়ে গমন ॥
এমন মায়ার মাঝে তুমি অবতার ।
তব পাদপদ্মে দেব প্রণাম সবার ॥
বহুজন করে স্তব তুমি স্তুত জন ।
কেমনে সকলে তব পাইবে চরণ ॥
ইন্দ্রিয়-বলেতে হ'য়ে চালিত অন্তর ।
বহির্ম্মুখী যাহাদের মন নিরন্তর ॥
দেখিতে না পায় তারা তব ভক্তজনে ।
তোমার স্বরূপ তারা বুঝিবে কেমনে ॥
একমাত্র ভক্তি হয় সহজ কারণ ।
তাহাতে সহজে মিলে তোমার চরণ ॥
তব কথামৃত করি ভক্তিযোগে পান ।
বাসনা বিনাশে ভক্ত লভে মহাজ্ঞান ॥
বৈরাগ্য স্বরূপ জ্ঞান লাভ করি শেষে ।
অন্তিমেতে যায় তারা বৈকুণ্ঠের দেশে ॥
আত্মভূত সমাধিতে রহে যোগী জন ।
প্রকৃতি বিচারে করে তোমা অন্বেষণ ॥
তবে ত সাযুজ্য লাভ হইবে তাহার ।
প্রেমভক্তি তদপেক্ষা সহজ আকার ॥
সেবায় করিলে লাভ তোমার স্বরূপ ।
সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠ হয় জ্ঞানেতে অনুপ ॥
যোগে যার জন্মকালে সহ্য মহাশ্রম ।
সেই সংসারের প্রতি অতি নিরমম ॥
প্রেম-ডোরে তোমা বাঁধা লঘু অতিশয় ।
তাহাতেই মহাসিদ্ধি হয় প্রেমময় ॥
এমন রতন তুমি ওহে দয়াময় ।
লইলাম মোরা সবে চরণে আশ্রয় ॥
ত্রিলোক সৃজিয়া দেব সৃজি তিন গুণ ।
সৃজিলে মোদের তাহে গঠনে নিপুণ ॥
সকলেই গুণ-বলে গুণবান হয় ।
তব তেজ বিনা কেহ ক্রিয়াবান নয় ॥
বিচ্ছেদে সকলে রহি না হয় মিলন ।
নাহিক মিলিলে সবে না হবে সৃজন ॥
যাহা লাগি করিলাম জনম গ্রহণ ।
সে কার্য্য নারিনু তোমা করিতে অর্পণ ॥
তব ভোগ লাগি অজ সৃজিলে সবায় ।
কার্য্য উপযোগী কর সবারে কৃপায় ॥
যেমত সৃজিব কালে সম্ভোগ্য তোমার ।
তব পদতলে দিব এই ইচ্ছা সার ॥
কোথায় যাইব মোরা অন্নরূপ হব ।
সৃজি দাও সেই স্থান অন্নের বৈভব ॥
সৃজিলে বিভিন্ন জীব ইন্দ্রিয় সহিত ।
স্থান দাও কোথা তাহা হবে অবস্থিত ॥
কি আর বলিব তোমা পুরুষ-প্রধান ।
সবার কারণ-রূপে তুমি বিদ্যমান ॥
প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা তুমি নিরঞ্জন ।
অজ হ'য়ে কর তুমি ত্রিগুণ ধারণ ॥
সকলের আদি তুমি সবার প্রধান ।
নির্ব্বিকার তুমি হরি পুরুষ মহান্ ॥
কি কার্য্য করিব মোরা কর্ত্তব্য কেমন ।
কিরূপে জীবেরা প্রাণ করিবে ধারণ ॥
এ সব কল্পনা করি ব'লে দাও প্রভু ।
মোদের ধারণা কিছু নাহি হয় কভু ॥
মায়াগর্ভে তব রেত সৃষ্টির কারণ ।
পরিণামী মহত্তত্ত্ব ইহাই বর্ণন ॥
নিজ অজ শক্তিবলে রেতের আধান ।
তাহাতেই জীব জন্মে তত্ত্বের প্রমাণ ॥
সেইরূপ মহত্তত্ত্ব আর মোরা সব ।
সৃজিত হইনু সবে লইয়া বৈভব ॥

কি কর্ম্ম করিতে হবে দাও সেই জ্ঞান।
সম্পাদন করি তাহা শক্তির প্রমাণ॥
দাও দেব জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি আর।
তাহাতেই বিরচিব সজীব সংসার॥

সুবোধ রচিল গীত তত্ত্বগণ-স্তব।
শুনিলে বৈকুণ্ঠে যাবে যতেক মানব॥

ইতি সৃষ্টদেবগণের ঈশ্বর স্তুতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট পুরুষের সৃষ্টি

সূত কহে শৌনকেরে করিয়া আহ্বান।
শুনিলে কি তত্ত্ব-স্তুতি তুমি জ্ঞানবান্॥
কহিলেন শুক তবে পাণ্ডু-বংশধরে।
মৈত্রেয়ের ব্যাখ্যা রাজা শুন তার পরে॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুর সুজনে।
বুঝিলে কি তুমি বৎস দেবের স্তবনে॥
জগতের বীজরূপী হয় যে আধার।
বেদমাঝে দেব আখ্যা বিখ্যাত তাঁহার॥
ঈশ্বর-শক্তিতে জন্মি পূর্ব্ব দেবগণ।
করিল ঈশ্বরে পূর্ব্ব প্রকারে স্তবন॥
পূরাইতে মনোরথ বিভু করি আশ।
করিলেন ভিন্ন ভাবে প্রভাব প্রকাশ॥
কাল নামে মহাশক্তি প্রকৃতি প্রধান।
সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত তাহা ঈশ্বর প্রমাণ॥
ত্রয়োবিংশ তত্ত্বরূপী পূর্ব দেবগণে।
প্রবেশেন কালসহ সবার মিলনে॥
অন্তর্য্যামি-রূপে তাহে রহেন শ্রীহরি।
সেই তেজে তত্ত্ব মিলে ভেদ পরিহরি॥
কালশক্তি-বশে আর তত্ত্বের মিলনে।
কর্ম্মবশে ভাগ্য যত জাগে জীবগণে॥
ত্রয়োবিংশ তত্ত্বরূপী সেই দেবগণ।
ক্রিয়া-শক্তিমান রহে লভি নারায়ণ॥
কালবশে অংশ যত করিয়া বর্দ্ধন।
সৃজিল বিরাট দেহ অপূর্ব্ব দর্শন॥
তত্ত্বের মিলন ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ।
তাহাতেই চরাচর ব্রহ্ম-বাসস্থান॥
নিজ জ্ঞানবলে বুঝ হে বিদুর ধীর।
হরিলীলা এইমত বেদাদিতে স্থির॥
অগণ্য সহস্র-বর্ষ সেই নারায়ণ।
এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের করেন সৃজন॥
ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ছিল অনন্ত জলধি।
তাহাতে শায়িত হরি ছিলা নিরবধি॥
ধরিয়া বিরাট দেহ দেব হিরণ্ময়।
ব্রহ্মাণ্ডে জীবাদি সহ জলমগ্ন রয়॥
সপ্ত আবরণে ঢাকা দেহ সমুদয়।
সহস্র বৎসর কাল এই ভাবে রয়॥
বিরাট পুরুষ সেই দেব জনার্দ্দন।
জীবগণ সহ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন॥
সূত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন।
শুক-মুখামৃত-সুধা কর আস্বাদন॥

পাণ্ডবে কহেন শুক সহাস্যবদনে।
মৈত্রেয়-সংবাদ রাজা শুন স্থিরমনে ॥
যে জন নির্ম্মিল বিশ্ব পূর্ব্বের কারণে।
বিরাট রূপেতে তিনি রহেন ভুবনে ॥
কিরূপে রহেন এই দেহে সেই জন।
শুন হে বিদুর তোমা করিব বর্ণন ॥
দৈবশক্তি আত্মশক্তি সেই জনে রয়।
চৈতন্য নামেতে হৃদে তাহার আশ্রয় ॥
আর এক শক্তি আছে প্রাণ নাম তার।
দশভাগে বিভাজিত দেহের মাঝার ॥
মহদাদি কার্য্যভূত বিরাট শরীর।
পরমাত্মা-অংশরূপ, জানিবে সুধীর ॥
পরম কারণ ইনি প্রথমাবতার।
বিরাট দেহই হয় প্রাণীর আধার ॥
অধিদৈব, অধিভূত, অধ্যাত্মবিষয়।
পঞ্চভূতে তিন ভাব রহে সুনিশ্চয় ॥
অন্যভাবে হয় প্রাণ, অপান, সমান।
ব্যান ও উদান নামে কর অবধান ॥
নাগ, কূর্ম্ম, দেবদত্ত আর ধনঞ্জয়।
কৃকর সহিত দশ ভাব তার রয় ॥
আর এক শক্তি তাঁর ভোগ তারে কয়।
অধিভূত অধিদৈব অধ্যাত্ম নিশ্চয় ॥
এইরূপে সর্ব্বদেহে বিরাট রতন।
বিভিন্ন শক্তিতে একা করেন যাপন ॥
ইহাকেই আত্মা বলে নিয়ন্তাও কয়।
হরির স্বরূপ ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
শ্রীহরি চৈতন্য ল'য়ে যাহার কারণ।
ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণে করেন সৃজন ॥
সর্ব্বাগ্র চৈতন্য ইনি আদ্য অবতার।
ইনিই সৃজেন এই ত্রিলোক সংসার ॥
ত্রিধায় আত্মায় যবে করেন ভাজন।
করেন অধ্যাত্ম আদি ভোগ সংসাধন ॥
অধ্যাত্ম ও অধিদৈব অধিভূত আর।
বিরাট পুরুষ হন এ তিন প্রকার ॥
আত্মার দশটি ভাগে হয় দশ প্রাণ।
একক হইলে আত্মা চৈতন্য সমান ॥
এবে শুন কেমনেতে দেহের প্রকাশ।
কেমনে পূরান বিভু দেবগণ-আশ ॥
মহত্তত্ত্ব আদি দেব হ'য়ে উদ্ভাবন।
পূর্ব্বরূপে সে ঈশ্বরে করিলা স্তবন ॥
তাঁদের প্রার্থনা বিভু করিয়া স্মরণ।
ইচ্ছিলেন তাঁহাদের সাকারে গমন ॥
মহত্তত্ত্ব বলে যাহা হ'ল প্রকটন।
ব্রহ্মোর শরীর তাহা বেদের বচন ॥
আপনি স্বরূপ দেহে সেই চিন্তামণি।
অন্তর্য্যামি-রূপে তাহে গেলেন আপনি ॥
প্রবেশিয়া আয়তন করিতে বর্দ্ধন।
করিলেন সেই ক্রিয়া ত্যজে আলোচন ॥
ইহাতেই ব্রহ্মতপ কহে জ্ঞানীজন।
ইহাতেই শরীরের এমন বর্দ্ধন ॥
তাঁর তেজ লভি যত মহত্তত্ত্ব সুর।
বিচিত্র নিয়মে অঙ্গ বাড়ায় প্রচুর ॥
কোন্ ভাবে কোন্ অঙ্গ হইল প্রকাশ।
বলিব বিদুর তব পূরাইতে আশ ॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা কহিতে বচন।
সেই তেজে প্রকাশিল আপনি বদন ॥
বাগিন্দ্রিয়-দেব অগ্নি বসিল তথায়।
ল'য়ে নিজ তেজ অংশ প্রকাশে কথায় ॥
সেই বলে জীবে কহে মনোমত বাণী।
বাক্‌শক্তি এইরূপে লভে যত প্রাণী ॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা রস আস্বাদন।
আপনি তাহাতে তালু প্রকাশে তখন ॥
বরুণ তাহার দেব তথায় উদয়।
ইন্দ্রিয় রসনা নামে সমুৎপন্ন হয় ॥
জিহ্বায় এমতে হয় রস আস্বাদন।
জীবের ইহাতে হয় সুস্পষ্ট বচন ॥
যখন ইচ্ছেন বিষ্ণু লইতে আঘ্রাণ।
উভয় নাসিকা তবে পায় সুবিধান ॥

অশ্বিনীকুমার তাহে দেব নির্ব্বাচন।
তার বলে ঘ্রাণ লয় যত জীবগণ ॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা করিতে দর্শন।
তখনি প্রকাশ হয় উভয় নয়ন ॥
সূর্য্যদেব তাতে রহে অংশের সহিত।
প্রত্যক্ষ ক্ষমতা জীবে ইহাতে বিহিত ॥
যখন স্পর্শনে ইচ্ছা করে ভগবান্।
তখনি অঙ্গেতে হয় ত্বকের বিধান ॥
তাহাতে আপনি দেব রহেন পবন।
ইহাতেই জীব পারে করিতে স্পর্শন ॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা করিতে শ্রবণ।
কর্ণদ্বয় আবির্ভূত হইল তখন ॥
লোকপাল দিক্-দেব তাহে অধিষ্ঠান।
ইহাতেই শুনে জীব শাস্ত্রের বিধান ॥
ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা অঙ্গ কণ্ডূয়ন।
চর্ম্মোপরি ত্বগিন্দ্রিয় হয় প্রকাশন ॥
ওষধি দেবতা যত তাহে অধিষ্ঠান।
রোম নামে তাঁর ক্রিয়া অঙ্গেতে প্রমাণ ॥
এই রোমে জীব সুখে করে কণ্ডূয়ন।
স্পর্শসুখ অনুভব করে জীবগণ ॥
রমণে করিলে ইচ্ছা সেই ভগবান্।
উপস্থ প্রকাশ হয় দেহেতে প্রমাণ ॥
প্রজাপতি স্বীয় অংশ শুক্রের সহিত।
দেবতা স্বরূপে তথা হন অধিষ্ঠিত ॥
সম্ভোগের সুখ জীবে ইহাতেই পায়।
অতীব আনন্দ কথা মণ্ডিত মায়ায় ॥
পুরীষ ত্যজিতে ইচ্ছা করিলে সে জন।
অপান প্রদেশ তাহে হয়ে প্রকাশন ॥
মিত্র দেব স্বীয় অংশে সেই গুহ্য দেশে।
পায়ু এ ইন্দ্রিয় সহ ভিতরে প্রবেশে ॥
এই পায়ু স্থান দিয়া জীবগণ যত।
মল আদি ত্যাগ সবে করে অবিরত ॥
অতঃপর ইচ্ছা বিভু করেন যখন।
হস্তদ্বয় আবির্ভূত অমনি তখন ॥
সুরপতি ইন্দ্র তাহে হন দেবরাজ।
বৃত্তিকারী হস্তেন্দ্রিয় তাহাতে বিরাজ ॥
ইহাতেই জীবে করে জীবিকা উপায়।
সেই হেতু শ্রেষ্ঠেন্দ্রিয় ইহারে জানায় ॥
গমনে করিলে ইচ্ছা শ্রীমধুসূদন।
পাদদ্বয় আবির্ভূত হইল তখন ॥
লোকপাল বিষ্ণুদেব অংশে আপনার।
প্রকটিত হইলেন চরণে তাঁহার ॥
ইহাতেই জীবগণ গতিশক্তি পায়।
ইচ্ছামত সবে তারা দেশান্তরে যায় ॥
অনন্তর বুদ্ধি হয় প্রকট যখন।
জ্ঞান সহ ব্রহ্মা সেথা অধিষ্ঠিত হন ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জীব সেই বলে করে।
জ্ঞানের প্রধান দ্বার মনের ভিতরে ॥
মনন করিলে ইচ্ছা সেই ভগবান্।
অন্তরে হৃদয় নামে স্থানের প্রমাণ ॥
লোকপাল চন্দ্র তায় হয়েন প্রধান।
মানস ইন্দ্রিয় অংশ করেন বিধান ॥
সঙ্কল্প বিকল্প ক্রিয়া জীবের ইহাতে।
এমতে মানব হ'ল জনম যাহাতে ॥
যবে বিভু করিলেন ইচ্ছা অভিমান।
অহঙ্কার আবির্ভূত মানসে প্রমাণ ॥
রুদ্র তাহে দেব হন অহং অংশ তাঁর।
প্রবেশিল রুদ্র সহ মানস মাঝার ॥
কর্ত্তব্য কার্য্যের এতে হয় অনুষ্ঠান।
নহে কিছু মিথ্যা ইহা বেদের প্রমাণ ॥
অতঃপর চিত্ত তাঁর হইল প্রকাশ।
মহত্তত্ত্ব দেবরূপে করে সেথা বাস ॥
চৈতন্য তাহার সহ চিত্ত মাঝে রয়।
জ্ঞান অনুভবে তাতে জীব সমুদয় ॥
এমতে হইলে এই দেহের গঠন।
ঈশ্বর করেন তিন লোকের সৃজন ॥
মস্তক দ্যুলোক রয় পদেতে ভূলোক।
নাভিতেই প্রকাশিত অন্তরীক্ষ লোক ॥

তিনলোক সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণে রয় ।
সুখ-দুঃখ-মোহ তাতে অনুভব হয় ॥
তিন লোক সুরাসুর করয়ে নিবাস ।
সুরাসুর ইন্দ্রিয় ও রিপুতে প্রকাশ ॥
ঈশ্বরের সত্তা রহে দেবতার মাঝে ।
এ কারণে স্বর্গলোকে তাহারা বিরাজে ॥
রজোগুণে সৃষ্ট হত পশু ও মানব ।
পৃথিবী মাঝারে বাস করে তারা সব ॥
ভূত ও পিশাচ যত রুদ্র-অনুচর ।
অন্তরীক্ষ লোকে বাস করে নিরন্তর ॥
বিভুর হইল এবে ক্রিয়া সমাপন ।
প্রজাবর্গ ক্রমে তবে হইল সৃজন ॥
মুখেতে ব্রাহ্মণ অগ্রে হইল জনন ।
গুরু আর বর্ণশ্রেষ্ঠ সে হেতু গণন ॥
ক্ষত্রিয় বিভুর হয় হস্তে উৎপাদন ।
ব্রাহ্মণের আজ্ঞাকারী হয় সেই জন ॥
বাহুবলে নানা রাজ্য করিতে রক্ষণ ।
করিলেন বিভু আজ্ঞা বেদের বচন ॥
ব্রাহ্মণের বর্ণ রক্ষা করে ক্ষত্রগণ ।
বিভুর ঊরুতে বৈশ্য পরে উৎপাদন ॥
বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য করিবে সে জন ।
যাহাতে পালিত হবে অন্য জীবগণ ॥
ভগবান-পদে শূদ্র পরে জন্ম লয় ।
সকলের সেবা ধর্ম্ম তাহার নিশ্চয় ॥
শূদ্র আর শূদ্রবৃত্তি শুশ্রূষার তরে ।
সৃজন করিলা বিভু প্রসন্ন অন্তরে ॥
সকলেই ভগবানে হ'ল উৎপাদন ।
বৃত্তি ধর্ম্ম সকলেই করিল রক্ষণ ॥
কেহ কিছু কম নহে শ্রীহরি সকাশ ।
সকলেই পূজে তাঁরে পূরাইতে আশ ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি পিতা সবাকার ।
জীবিকা অর্জ্জন করে করুণাতে যাঁর ॥
বরণের শ্রেষ্ঠ যিনি অতি মনোরম ।
তাঁর আরাধনা করা পরম ধরম ॥
কাল কর্ম্ম স্বভাবেতে অতি তেজোময় ।
বিরাট পুরুষ রূপ প্রকাশিত হয় ॥
বিরাট সে রূপ কেহ বর্ণিবারে নারে ।
সে রূপ বর্ণনা আমি করি কি প্রকারে ॥
তথাপি গুরুর কাছে শুনিনু যেমন ।
সেইরূপ কীর্ত্তি আমি করিব কীর্ত্তন ॥
হরিগুণকথা ভিন্ন কহি অন্য কথা ।
বাক্যে মোর জন্মিয়াছে অতি মলিনতা ॥
এক্ষণে হরির গুণ করিয়া বর্ণন ।
সেই বাক্য সুবিশুদ্ধ করিব এখন ॥
ইহাতে আমার লাভ আছে মহাশয় ।
জ্ঞানদানে জ্ঞানবৃদ্ধি গুণিগণে কয় ॥
বিশেষতঃ পুরুষেতে আপন বচন ।
ল'য়ে যদি হরিগুণ করেন কীর্ত্তন ॥
তাহাতে সে পায় পুণ্য কীর্ত্তন শ্রবণে ।
পরম কৈবল্য লাভ করে সেই জনে ॥
বিশ্বাসে যে শুনে সেই শ্রীহরি-কথন ।
অন্তে তার বিষ্ণুলোকে নিশ্চয় গমন ॥
কি বলিব হে বিদুর আমি ক্ষুদ্রমতি ।
সে মহিমা বর্ণিবার নাহিক শকতি ॥
যোগেতে বিপক্কবুদ্ধি আপনি সে বিধি ।
বুঝিতে নারেন মায়া আর সেই নিধি ॥
দুর্ব্বোধ হরির মায়া নাহি বুঝা যায় ।
মায়াবীরা মুগ্ধ হয় হরির মায়ায় ॥
আপনি রচিয়া মায়া ত্রিভুবনপতি ।
বুঝিবারে নাহি পারে সে মায়ার গতি ॥
আপন মায়ায় হরি আপনি মোহিত ।
অপরের কিবা সাধ্য বুঝিতে নিশ্চিত ॥
হউন দুর্জ্ঞেয় হরি প্রেম কর তাঁয় ।
উদ্দেশে প্রণাম করি সেই রাঙ্গা পায় ॥
যাঁরে জানিবার তরে বাক্য আর মন ।
নানাভাবে অনুক্ষণ করে অন্বেষণ ॥
কিন্তু সেই পুরুষের সন্ধান না পায় ।
পরাজিত হইয়াছে হরির মায়ায় ॥

বাক্য মন যাঁরে কভু নারিল ধরিতে।
অগোচর সেই বস্তু পার্থিব বুদ্ধিতে॥
এস সবে সেই জনে করি নমস্কার।
যোগে ও বিশ্বাসে তাঁর পাইব আকার॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
অন্তরে ভাবহ হরি পাইতে উদ্ধার॥

ইতি বিরাট পুরুষের সৃষ্টি।

সপ্তম অধ্যায়

বিদুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন

সূত কহে শৌনকেরে শুন মহামতি।
শুক-মুখামৃত-বাক্য সুমধুর অতি॥
কহিলেন শুক তবে পাণ্ডব-নন্দনে।
বুঝ রাজা পরীক্ষিৎ আপনার মনে॥
এমতে মৈত্রেয় ঋষি করিলে উত্তর।
শুনিয়া বিদুর হন সুস্থির অন্তর॥
পুনরায় হৃদয়েতে উঠিল উচ্ছ্বাস।
সেই হেতু জিজ্ঞাসেন মৈত্রেয় সকাশ॥
মহর্ষি মৈত্রেয় তুমি মহা-জ্ঞানবান্।
কৃষ্ণ-শিষ্য তুমি দেব জ্ঞানের নিধান॥
পূর্ব্বে যে তত্ত্বের কথা কহিলে আমায়।
সমস্তে বিশ্বাস মোর নাহি রাখা যায়॥
হ’য়েছে বিশ্বাস মোর তাহার উপর।
বুঝাইয়া দাও দেব ওহে বিজ্ঞবর॥
নির্গুণ বেদাদি মতে সেই ভগবান্।
চিন্মাত্র স্বরূপ তাঁর বিশেষ প্রমাণ॥
আমাদের সম তাঁর নাহিক বিকার।
গুণ-ক্রিয়া সম্ভবিবে কেমনে তাঁহার॥
যদি ঋষি কহ তাঁর লীলার বিষয়।
লীলাই তাঁহাতে অতি অসম্ভব হয়॥
বালক বালক সনে সদা ক্রীড়া করে।
দুইটি উদ্দেশ্য ক্রমে সাধিবার তরে॥
একে ত পূরায় শিশু নিজ অভিলাষ।
দ্বিতীয়ে মনের বৃত্তি বিস্তারে বিকাশ॥
ঈশ্বর ত শিশু নন নাহি অভিলাষ।
আত্ম-তত্ত্ব হন তিনি স্বরূপে প্রকাশ॥
আসঙ্গ কামনা তাহে সম্ভব না হয়।
সঙ্গহীন সেই জন একা একা রয়॥
নিজগুণে ভগবান্ সৃজিলেন মায়া।
যাহাতে সৃজিত হয় এই বিশ্ব-কায়া॥
সেই মায়াবলে সৃষ্টি রক্ষা আর লয়।
পরিতৃপ্ত মন তাতে নহে মহাশয়॥
জীবের স্বরূপ মাত্র সেই ভগবান্।
দেশ-কাল-অবস্থায় না হয় প্রমাণ॥
বোধশক্তি লুপ্ত নাহি হয় কদাচন।
অবিদ্যার সহ তবে কিরূপে মিলন॥
সর্ব্বগত শ্রীহরির সর্ব্বস্থানে বাস।
দীপের প্রভাব সম সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
স্মৃতি সম অবিক্রিয় হরি ভগবান্।
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে রন বিদ্যমান॥

স্বপ্ন সম স্বতঃ তাঁর মিথ্যা রূপ নয়।
অন্য হ'তে ভিন্ন ভাব নাহি তাঁর হয় ॥
তাঁর বোধশক্তি লুপ্ত না হয় কখন।
অবিদ্যার সহ তাঁর কিরূপে মিলন ॥
জীবরূপে ভগবান্ সর্ব্বদেহে রন।
এইজন্য অংশ তাঁর যত জীবগণ ॥
তা হ'লে কিরূপে হয় জীবের সংহার।
বুঝিতে না পারি আমি কারণ ইহার ॥
সকলের ভোক্তা যিনি হরি দয়াময়।
তাঁর অংশে জন্ম লয় জীব সমুদয় ॥
আনন্দ-স্বরূপ যদি সেই পরমেশ।
তবে কেন জীবগণ পায় এত ক্লেশ ॥
অজ্ঞান আঁধারে অতি ক্ষিন্ন মোর মন।
মহামোহ নাশ তুমি কর তপোধন ॥
মুগ্ধ হ'য়ে আছি বিভো তোমার বচনে।
বুঝাইয়া দাও মোরে প্রণমি চরণে ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
বিদুরের প্রশ্ন-কথা অতি চমৎকার ॥

ইতি বিদুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

মৈত্রেয়ের দ্বিতীয়বার উত্তর বা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত কথা

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
বিদুরের প্রশ্ন-কথা করিলে শ্রবণ ॥
শুক-মুখামৃত সার ভাগবত কথা।
উত্তর শুনহ তাঁর পবিত্র সর্ব্বথা ॥
শুকদেব কহে তবে উত্তরা-নন্দনে।
শুন রাজা মৈত্রেয়-উত্তর এক মনে ॥
বিদুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় সুজন।
বিস্মিত সে মহামুনি হইল তখন ॥
অতঃপর মুনিবর স্থির করি মন।
উত্তরার্থে কহিলেন এ হেন বচন ॥
হে বিদুর জিজ্ঞাসিলে নাহি বুঝি সার।
এই কথা মনে মনে করিয়া বিচার ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি সদা মুক্ত রন।
হীনতা তাঁহার কিসে কিসে বা বর্দ্ধন ॥
শুন বৎস একমনে তাহার উত্তর।
আত্মযুক্তি-বলে তোমা বুঝাব বিস্তর ॥
অবিদ্যা সম্বন্ধে হয় দুঃখ ও বন্ধন।
বিচার করিলে তার হবে নির্দ্ধারণ ॥
স্বপ্রকাশ সেই ঈশ মায়াতে প্রকাশ।
মায়া স্বীয় বলে করে তাঁহে অপ্রকাশ ॥
প্রকাশ-বিরোধী তাঁর সেই মায়া হয়।
ব্রহ্মের সম্বন্ধ কিসে মায়াতে নিশ্চয় ॥
কহিব সে কথা পরে তর্ক ত্যাগ করি।
তর্কে নানা দোষ আসে যুক্তিবলে ধরি ॥
ব্রহ্মশক্তি নামে মায়া বেদেতে প্রকাশ।
তাহাতে স্বরূপ তাঁর জ্ঞানীর আভাষ ॥
আশ্চর্য্য মায়ার ভাব কে বলিতে পারে।
না মরিলে মৃত্যুভাবে সে মায়ার ডরে ॥
স্বপনে যেমন নিজে কাটে নিজ শির।
মায়াবলে মিথ্যা সত্য হয় বুঝ ধীর ॥
জলেতে চন্দ্রের চিহ্ন হইলে পতিত।
জলকম্পে বিম্ব মাত্র হয় সুকম্পিত ॥
আকাশের শশধর আছে সদা স্থির।
কিন্তু তার বিম্ব জলে সতত অধীর ॥
আত্মাও তদ্রূপ হয় ঈশ্বরের ছায়া।
দেহরূপী জীবে পড়ে নাম তার মায়া ॥

রাবণ বধ

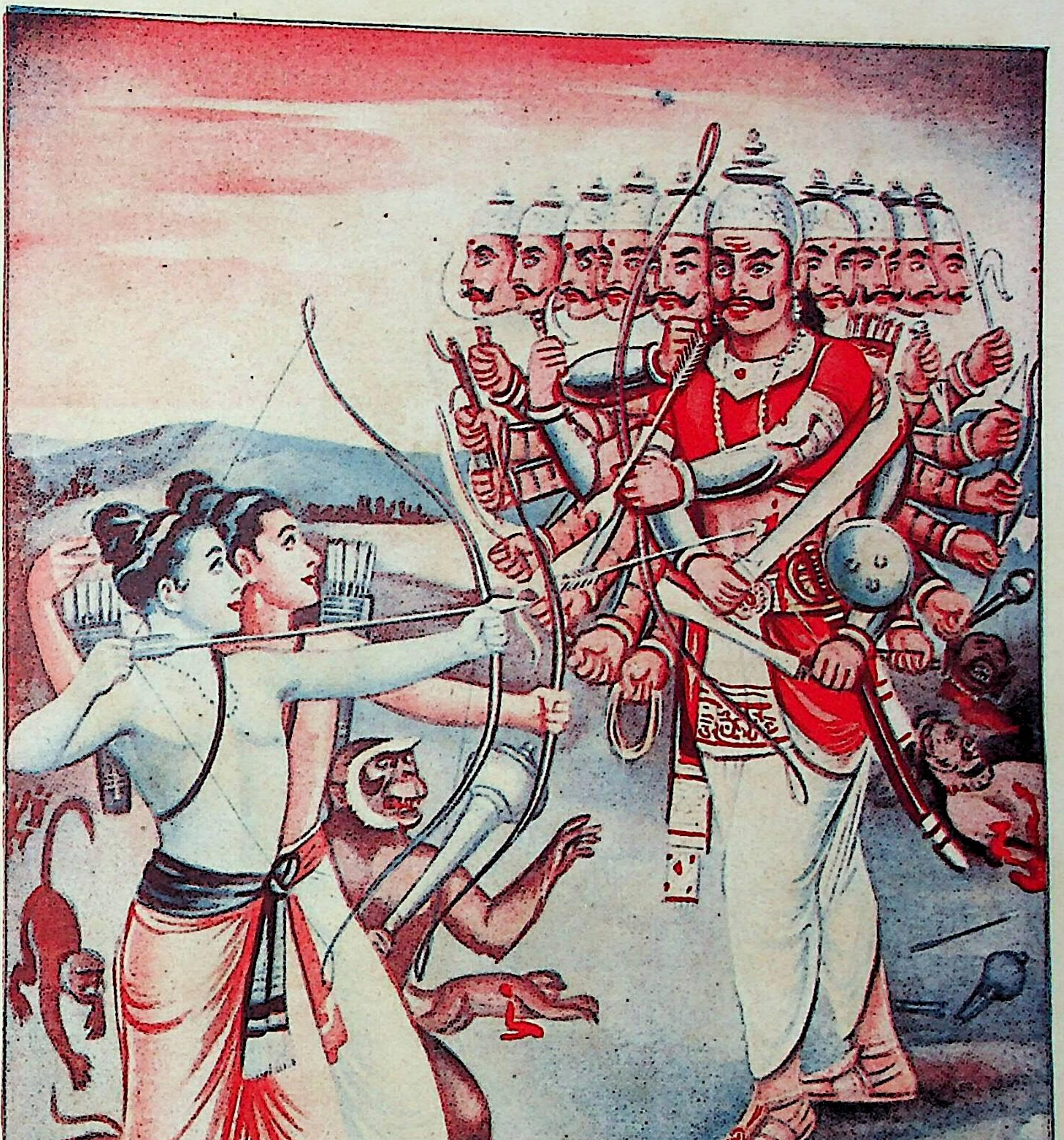

ধনুকে টঙ্কার দিয়া রাম অবতার।
লঙ্কেশ্বর দশাননে করেন সংহার॥

পৃষ্ঠা—১৪৭

অনাত্ম দেহের ধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয় ।
দেহ অভিমানী জীবে বোধ তাহা হয় ॥
কিন্তু দেহ অভিমান-বর্জ্জিত হরিতে ।
সেইরূপ বোধ নাহি হয় কভু চিতে ॥
অতএব মায়া ত্যজি দেখিলে ঈশ্বরে ।
জ্ঞানী পায় আত্মজ্ঞান ভাবিয়া অন্তরে ॥
নিবৃত্তি ধর্ম্মেতে যেই হয় অনুগত ।
ভগবান্ ভক্তিযোগে হয় যেই রত ॥
তাহার উপরে হরি কৃপা করে দান ।
ক্রমে ক্রমে যায় তার দেহ অভিমান ॥
আত্মাতে বিলীন হ'লে ইন্দ্রিয় সকল ।
সুপ্তজন সম যবে থাকয়ে নিশ্চল ॥
তখন জীবের ক্লেশ হ'য়ে যায় দূর ।
অশান্তি রহে না আর শুন হে বিদুর ॥
মুরারির গুণ-গাথা যে করে শ্রবণ ।
বিশেষ রূপেতে ক্লেশ হয় নিবারণ ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন সদা করে যেই নর ।
হরিপদে অনুরাগে যে করে নির্ভর ॥
কত ফল তার লাভ বলা নাহি যায় ।
দুঃখ ক্লেশ দূরে যায় মহাশান্তি পায় ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
শুনিলে সংসারবাসী হইবে উদ্ধার ॥

ইতি মৈত্রেয়ের দ্বিতীয়বার উত্তর বা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত কথা ।

বিদুরের তৃতীয় প্রশ্ন

সূত কহে শুন ঋষি শৌনক রাজন ।
কি বলেন সেই শুক অপূর্ব্ব কথন ॥
পাণ্ডব রাজনে শুক করি সম্বোধন ।
কহিলেন শুন রাজা স্থির করি মন ॥
বিদুর করিয়া যোড় আপনার কর ।
কহে বিভো তব চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নির্ভর ॥
তব বাণী-অসি-বলে ছেদিনু সংশয় ।
বুঝিলাম এবে বন্ধ মোক্ষ কারে কয় ॥
হরির স্বাতন্ত্র্য আর পারতন্ত্র্য বেশ ।
বুঝিতে পারিনু নাহি সংশয়ের লেশ ॥
জীব-বিষয়িণী মায়া করিয়া আশ্রয় ।
সুখ দুঃখ আদি যত প্রকাশিত হয় ॥
উত্তম তোমার কথা অতি মনোহর ।
শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত আমার অন্তর ॥
অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান স্বপ্নে দরশন ।
আপনার শির নিজে করয়ে ছেদন ॥
এই খেলা স্বপনের জাগ্রতের নয় ।
জাগ্রতের কিছু নাহি প্রত্যক্ষিত হয় ॥
অজ্ঞানের কার্য্য হয় স্বপ্নে সুপ্রকাশ ।
হরিতে বন্ধনদুঃখ তেমনি আভাস ॥
এ জগৎ মূল তবে নামেতে অজ্ঞান ।
মায়া ছাড়া কভু নাহি রহে বিদ্যমান ॥
সকল পদার্থ রয় আশ্রয়ে মায়ার ।
মায়া ভিন্ন এ জগতে নাহি কিছু আর ॥
যে জন এমন মায়া বুঝয়ে আপনে ।
সেই জন স্বপ্ন সম বিশ্ব-মায়া-গণে ॥
যেই উপদেশ দেব করিলে প্রদান ।
তাহাতে লভিনু আমি পরমার্থ জ্ঞান ॥
ইহাতেই দূর হ'ল আমার সংশয় ।
সংশয়ে পড়িয়া পূর্ব্বে কত কষ্ট হয় ॥
অল্পজ্ঞ হইলে হয় সংশয় উদয় ।
তাহাতেই মহাকষ্ট দেয় মহাশয় ॥

একেবারে অজ্ঞ যেই সুখী সেই জন ।
আর সেই সুখী যার ঈশ্বরে মিলন ॥
আর যেই নহে মূর্খ না জানে ঈশ্বর ।
সংশয়ই করে দগ্ধ তাহার অন্তর ॥
সংসার-প্রপঞ্চ ত্যাগ করিতে সে চায় ।
প্রকৃত আনন্দ কিসে জানিতে না পায় ॥
সে কারণে এ সংসার ত্যজিতে না পারে ।
বাধ্য হ'য়ে দুঃখ পায় অনিত্য সংসারে ॥
অনিত্য প্রপঞ্চ এই নেহারি নয়নে ।
সত্য বস্তু বলি বোধ হয় মনে মনে ॥
কিন্তু সেবি হে মৈত্রেয় তোমার চরণ ।
অনিত্য যে এই বিশ্ব জানিনু এখন ॥
মনে হয় এ জগৎ এক্ষণেতে ভাণ ।
দূর হবে অল্পে তাহা করি অনুমান ॥
আপনার উপদেশে আশা মধুকর ।
হরি-পাদপদ্মে গিয়া বসিবে সত্বর ॥
সংসারের মায়া বুঝি হ'ল মোর দূর ।
প্রেমমধু-পানে বুদ্ধি পাই যে প্রচুর ॥
অতি শুভাদৃষ্ট মোর বুঝিলাম মনে ।
অতি অল্প তপে তুষ্ট করিনু আপনে ॥
সামান্য কথায় তব হয় আত্মজ্ঞান ।
এ হেন পুরুষ কভু না হয় সন্ধান ॥
বিষ্ণুলোক পথ-রূপ তুমি মহাজন ।
তব সম জনে সদা সেবে নারায়ণ ॥
অল্পতপা ব্যক্তি যদি কভু অভিলাষে ।
তোমা সম জনে নাহি পায় অনায়াসে ॥
আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায় ।
তাহার উত্তর দিবে বুঝাতে আমায় ॥
কহিয়াছ পূর্ব্বে মোরে যে ভাবে কথন ।
তাহাতে করিনু আমি এই বিবেচন ॥
মহত্তত্ত্ব আগে বিভু করিয়া সৃজন ।
ইন্দ্রিয় তাহার সহ করেন মিলন ॥
অনন্তর সেই বিভু মহত্তত্ত্ব ল'য়ে ।
ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন পরে তার মাঝে র'য়ে ॥
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করি পরমেশ ।
বিরাট শরীরে তিনি করেন প্রবেশ ॥
বিরাট পুরুষ সেই ভীম দরশন ।
সহস্র উরু ও বাহু সহস্র চরণ ॥
প্রথম পুরুষ তিনি পণ্ডিতেরা কয় ।
তাঁহাতে বিরাজ করে লোক সমুদয় ॥
সর্ব্বাঙ্গে র'য়েছে লিপ্ত চৌদ্দ যে ভুবন ।
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়দেব তাহাতে গণন ॥
দশ প্রাণ তিন ভোগ তাঁর মাঝে রয় ।
কহিয়াছ এই সব পূর্ব্বে মহাশয় ॥
এক্ষণে বিভূতি তাঁর করহ বর্ণন ।
কৌতূহল সহ আমি করিব শ্রবণ ॥
তাঁহাতে জন্মিল যথা যত প্রজাগণ ।
কেবা তারা যাতে ব্যাপ্ত সকল ভুবন ॥
পুত্র পৌত্র দৌহিত্র ও গোত্রজ যাহারা ।
বিভূতি হইতে জন্ম লভেছে তাহারা ॥
কেমনে সৃজিত সর্গ অনুসর্গ আর ।
মনু আর মন্বন্তর করহ বিস্তার ॥
আর তাঁর বংশ আর বংশোদ্ভব জন ।
সবার চরিত ঋষি করহ বর্ণন ॥
ভূমির অধেতে ঊর্দ্ধে আছে যত স্থান ।
বল দেব তাহা কিছু সহ পরিমাণ ॥
দেবতা মনুষ্য আর পশু বিহঙ্গম ।
জন্মের কারণ বলি জুড়াও মরম ॥
জরায়ুজ গর্ভাণ্ডজ স্বেদজ সকল ।
উদ্ভিজ্জের কথা দেব বলহ কেবল ॥
এ সকল সৃষ্টি দেব কি ভাবে সৃজন ।
প্রকাশ করিয়া বল আমারে সুজন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আদি দেবতা সকলে ।
কিরূপে হইল সৃষ্ট বিভুমায়াবলে ॥
তাহাদের প্রতি তাঁর প্রভাব উদার ।
বর্ণনা করহ মোরে প্রভু এইবার ॥
রূপ শীল স্বভাবেতে বর্ণ বিভাজন ।
আশ্রয় ধর্ম্মের কথা করহ কীর্ত্তন ॥

ঋষিদের জন্ম-কর্ম্ম বেদকথা সার ।
করহ বর্ণন প্রভো যজ্ঞের বিস্তার ॥
ভগবান্ যেই জ্ঞান করেন বর্ণন ।
তার সহ সাংখ্য-যোগ করহ কীর্ত্তন ॥
আরো প্রশ্ন আছে মোর জিজ্ঞাসি তোমায় ।
পাষণ্ড প্রবৃত্তি বল বৈষম্য মায়ায় ॥
কোথায় সঙ্কর জাতি কোথা তার স্থান ।
জীবের কিরূপ গতি বল মতিমান্ ॥
কোন্ জীবে কোন্ গুণ কিবা কর্ম্মে গতি ।
কিসে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষে হয় রতি ॥
কোন্ বা উপায়ে সুখে বাণিজ্য সে হয় ।
কোন্ বাক্যে কোন্ অর্থ কোন্ শাস্ত্র কয় ॥
শ্রুতির বিধান দেব করহ বিন্যাস ।
শ্রাদ্ধবিধি পিতৃসর্গ কর সুপ্রকাশ ॥
কালচক্রে যথা গ্রহ নক্ষত্র সংস্থানে ।
তপস্যা ও ইষ্টফল কিবা ফল দানে ॥
যাগাদি কর্ম্মের কথা কিবা তার ফল ।
কোন্ ধর্ম্মে রত হয় বানপ্রস্থী দল ॥
প্রবাসীর কোন্ কর্ম্ম হয় সুবিধান ।
বিপদে পুরুষে কিবা করিবে নিদান ॥
কহ দেব হেন কথা করিব শ্রবণ ।
জগৎ বুঝিবে পেয়ে কৃপা বরিষণ ॥
কোন্ পথে গেলে তুষ্ট সেই জনার্দ্দন ।
কোন্ পথে রুষ্ট হন সেই সনাতন ॥
করহ ধর্ম্মের কথা জগতে প্রকাশ ।
শুনে সুস্থ হোক প্রাণ তোমার সকাশ ॥
যে গুরু দুঃখীর প্রতি হন কৃপাবান ।
অনুগত বুঝি শিষ্যে দেন জ্ঞানদান ॥
আমি অনুগত তব তুমি মহাজন ।
করহ প্রশ্নের ভাব উত্তরে বর্ণন ॥
আর কথা আছে মোর শুন মহাশয় ।
মহত্তত্ত্বে বল বল কত বা প্রলয় ॥
প্রলয়ে শুইল সেই কর্ত্তা ভগবান্ ।
তাঁর সহ কয় জন হইল শয়ান ॥
জীব ও পুরুষ তত্ত্ব করহ প্রকাশ ।
ঈশ্বর স্বরূপ কহি পূরাও হে আশ ॥
উপনিষদের মতে জ্ঞান কিবা হয় ।
গুরু শিষ্যে প্রয়োজন কিবা মহাশয় ॥
নিষ্পাপ আপনি দেব বলুন আমায় ।
গুরু বিনা জ্ঞান কভু নাহি পাওয়া যায় ॥
গুরু যদি না হইল ভক্তি কিসে হয় ।
ভক্তি না হইলে কোথা বৈরাগ্য নিশ্চয় ॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যাদি সংসার মাঝারে ।
পুরুষেরা নিজে লাভ না করিতে পারে ॥
এ কারণে কৃপা করি যত জ্ঞানী জন ।
জ্ঞানের সাধন পথ করেছে বর্ণন ॥
পরম সুহৃদ্ তুমি কৃপা সহকারে ।
যাহা যাহা জিজ্ঞাসিনু কহ তা' আমারে ॥
ইহাতে হইবে প্রভু আমার উদ্ধার ।
তুমিও লভিবে পুণ্য ভুল নাহি তার ॥
সেই হেতু এই প্রশ্ন করিনু আপনে ।
কর দেব সদুত্তর বুঝি মনে মনে ॥
যদি পড়ি চারি বেদ করি যজ্ঞ সব ।
তপান্তে যদ্যপি দান করি স্ববিভব ॥
উপদেশ সম জ্ঞান নাহি তাতে হয় ।
যদ্যপি তাহাতে তত্ত্ব কিঞ্চিৎ না রয় ॥
তত্ত্ব উপদেশ মহা জীবের অভয় ।
গুরু না সহায় হ'লে বৃথা সমুদয় ॥
যাহাতে আমার জ্ঞান হ'য়েছে বিনাশ ।
হিতকারী তুমি প্রভু পূর মোর আশ ॥
তত্ত্ব উপদেশে গুরু দেন যে অভয় ।
বেদযজ্ঞ তপ দান তার তুল্য নয় ॥
এতেক বলিয়া তবে বিদুর সুমতি ।
স্থির হ'য়ে বসিলেন করিয়া প্রণতি ॥
এ হেন পুরাণ-বাক্যে বিদুর সুজন ।
মৈত্রেয় উপর প্রশ্ন করেন বর্ষণ ॥
অতএব মহারাজ শুন পরীক্ষিত ।
মৈত্রেয়ের যা উত্তর হ'য়ে অবহিত ॥

PRESENTED

বিদুরের কথা শুনি মৈত্রেয় সুজন।
হৃদয় আনন্দে পূর্ণ প্রফুল্ল বদন॥
বিদুরের পানে চাহি প্রফুল্ল নয়নে।
কহিলেন তত্ত্বকথা সুমিষ্ট বচনে॥

সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা-সার।
বুঝিয়া দেখহ সবে সংসার অসার॥

ইতি বিদুরের তৃতীয় প্রশ্ন।

মৈত্রেয়ের তৃতীয়বার উত্তর বা নারায়ণ-মাহাত্ম্য

সূত কহে হে শৌনক আর ঋষিগণ।
শুক-মুখামৃত-বাক্য করহ শ্রবণ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুর সুজনে।
ধন্য তুমি হে বিদুর হরি আরাধনে॥
যে কুরু-বংশের মাঝে তব জন্ম হয়।
সেই বংশ সুপবিত্র শুদ্ধ অতিশয়॥
সেই কুরুবংশ সদা সকলের প্রিয়।
সাধুদের হয় তাহা নিত্য সেবনীয়॥
তুমি অতি পুণ্যবান্ জানি তাহা মনে।
শ্রীহরির কীর্ত্তিকথা কহ ক্ষণে ক্ষণে॥
যে প্রশ্ন করিলে তুমি অতি অভিনব।
তোমার গুণের কথা কত আর কব॥
সামান্য সুখেতে যারা করিয়া প্রয়াস।
মহাদুঃখ কষ্ট-লাভ করয়ে প্রকাশ॥
করিবারে তাহাদের দুঃখ নিবারণ।
ঋষিগণে সঙ্কর্ষণ বলেন যেমন॥
ভাগবত যে পুরাণ মহা উপদেশ।
বলিব তাহাই তোমা মধুর সন্দেশ॥
অতএব স্থির-মনে করহ শ্রবণ।
ভাগবত-কথা আমি করিব কীর্ত্তন॥
একদা পূর্ব্বেতে দেব মহা সঙ্কর্ষণ।
প্রদীপ্ত জ্ঞানেতে মাখা রূপের কিরণ॥
অকুণ্ঠ সত্ত্বেতে পূর্ণ অতি জ্ঞানবান।
পাতালের তলে যবে করে অবস্থান॥
সনৎকুমার আদি যত ঋষিজন।
তাঁহার নিকটে সবে করিয়া গমন॥
এই ভাগবত-কথা জিজ্ঞাসেন তাঁয়।
বাসুদেব-তত্ত্ব যাহে পাতায় পাতায়॥
পাতালে যাইয়া সেই মহাঋষিগণ।
আপন আশ্রয়ে স্থিত হেরে সঙ্কর্ষণ॥
তাঁহারেই বাসুদেব যোগী জনে কয়।
অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি শোভা তুলনা না হয়॥
পদ্মের সমান আঁখি ছিল নিমীলন।
মুনিগণ আগমনে মেলিলা তখন॥
ভাগবত শুনিবার প্রবল ইচ্ছায়।
মুনিগণ উপনীত হইলা তথায়॥
ভাগীরথী পথে তাঁরা করি আগমন।
পাতাল তলেতে শেষে অবতীর্ণ হন॥
আসিবার কালে সেই ভাগীরথী-নীরে।
সকলের জটারাশি সিক্ত হয় শিরে॥
সেই সিক্ত জটা দিয়া যত মুনিগণ।
চরণ যুগল তাঁর করে পরশন॥
পাতালেতে ছিল যত নাগকন্যাগণ।
পতিরূপে পাইবারে ব্যাকুলিত মন॥
প্রেমভাবে নানারূপ আনি উপহার।
পূজন করিত তাঁর চরণ আধার॥
শুন শুন তপোধন সেই মুনি যত।
শ্রীহরির কর্ম্ম সব ছিলা অবগত॥

সে কারণে বার বার করিয়া প্রণাম।
কীর্ত্তির কীর্ত্তন তারা করে অবিরাম॥
শিরেতে মুকুট তাঁর মণিতে মণ্ডিত।
করেন অনন্ত তাহে ফণা সংযোজিত॥
এমন শোভিত হরি হেরি মুনিগণ।
জিজ্ঞাসিল ভাগবত বিধান কেমন॥
তাঁদের এ প্রশ্ন শুনি দেব সঙ্কর্ষণ।
কহিলেন তাঁহাদেরে অপূর্ব্ব বচন॥
নিবৃত্তি ধর্ম্মেতে যথা সকলে নিয়ত।
সেইমত শাস্ত্র হরি কন ভাগবত॥
সেই ভাগবত শুনি সনৎকুমার।
স্বীয় শিষ্য সাংখ্যায়নে দিলেন আবার॥
পরম-হংসের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়ন মুনি।
মহাব্রতে ব্রতী হন গুরু-মুখে শুনি॥
সেই ভাগবত ঋষি করিয়া আখ্যান।
স্বীয় শিষ্য পরাশরে করিলেন দান॥
পবিত্র পুরাণ এই গুরু বৃহস্পতি।
শুনিল তাঁহার কাছে ভক্তিভরে অতি॥
পুলস্ত্যের উক্তি মতে মুনি পরাশর।
আমার নিকটে ইহা কহে অতঃপর॥
উপদেশ দেন তিনি যে মহাপুরাণ।
সেই বস্তু আমি তোমা করিব আখ্যান॥
তুমি অতি শ্রদ্ধাশীল অনুগত অতি।
এই ভাগবত তোমা কহিব সম্প্রতি॥
একার্ণবে মগ্ন ছিল আগে ত্রিসংসার।
সর্ব্বভূত মহত্তত্ত্ব জলে একাকার॥
জ্ঞানশক্তি ল’য়ে সেই প্রভু নারায়ণ।
অনন্ত শয্যায় তিনি করেন শয়ন॥
অপরূপ রূপ যাহা তাঁহাতে প্রকাশ।
কল্পনায় প্রকাশিয়া নাহি মিটে আশ॥
জ্ঞানশক্তি তিরোহিত না হয় তখন।
শায়িত রহেন তিনি মুদিয়া নয়ন॥
নাহি চেষ্টা নাহি ক্রিয়া স্থিরেতে বিরাজ।
মায়ার বিলাস নাহি অদ্বিতীয় সাজ॥
এমন ভাবেতে হরি করিলে শয়ন।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস করেন ধারণ॥
মহাভূত সূক্ষ্ম হ’য়ে জীবাত্মারে লন।
লিঙ্গ-দেহ আপনাতে করে সমর্পণ॥
এমন করিয়া শেষে ল’য়ে শক্তি কাল।
জগতে যাহার বল অতীব বিশাল॥
কহিলেন তারে হরি করিতে প্রবেশ।
আজ্ঞামতে তাঁর সঙ্গে প্রবেশিল শেষ॥
অগ্নি-ধূম রহে যথা কাষ্ঠের ভিতরে।
সব শক্তি ল’য়ে হরি রন জলোপরে॥
চারি যুগে হয় এক সহস্র যে কাল।
অগণ্য সময় তাহা মহা-মায়াজাল॥
এত দিন যোগ-নিদ্রা জলের উপর।
অবহেলে দিয়া হরি হন অকাতর॥
যোগ-নিদ্রা ভাঙ্গি হরি হ’য়ে জাগরিত।
ইচ্ছেন পুনশ্চ যাহে জগৎ সৃজিত॥
জাগিয়া দেখেন হরি করুণাবতার।
লীন রহে যত লোক শরীরে তাঁহার॥
প্রলয়ের অবসানে সৃষ্টি ইচ্ছা করি।
স্মরিতে পূর্ব্বের ক্রিয়া দয়াময় হরি॥
আপনার কালরূপা শক্তিরে তখন।
নিযুক্ত করেন তিনি সৃষ্টির কারণ॥
যেই সূক্ষ্ম অর্থে তাঁর দৃষ্টি নিয়োজিত।
সেই সূক্ষ্ম অর্থ হ’ল রজেতে ক্ষোভিত॥
অনন্তর সেই অর্থ রজোগুণময়।
কাল অনুসারে ক্ষুব্ধ হ’য়ে অতিশয়॥
বিশ্বের প্রসব তরে তাঁর নাভিদেশে।
অপূর্ব্ব রূপেতে জন্ম লয় অবশেষে॥
কাল দ্বারা জীবগণে কর্ম্মবোধ হয়।
এমন সে কালবশে হরি দয়াময়॥
আপনার গর্ভ হ’তে করেন প্রকাশ।
এক মহাপদ্মকোষ অতীব সুবাস॥
জলরাশি আলো করি প্রদীপ্ত কিরণে।
সেই কোষে রন হরি আপনার মনে॥

এই হেতু আত্মযোনি হরি সবে কয়।
আপনা সম্ভূত বলে শুন মহাশয় ॥
সেই পদ্মে শোভা করে এই তিন লোক।
আপনি তাহার মাঝে লইয়া গোলোক ॥
হরি-রূপ ত্যজি হরি হইলে বাহির।
বেদময় বিধাতা সে করে তবে স্থির ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
যেই শুনে একমনে স্বর্গগতি তার ॥

ইতি মৈত্রেয়ের তৃতীয়বার উত্তর বা নারায়ণ-মাহাত্ম্য।

ব্রহ্মার জন্ম, চতুর্ম্মুখ ধারণ ও শ্রীহরি সন্দর্শন

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
শুন ঋষি একমনে শুকের বচন ॥
সম্বোধিয়া কহে শুক পাণ্ডুবংশধরে।
মৈত্রেয়-সংবাদ রাজা শুন অতঃপরে ॥
বিদুরে বুঝাতে তবে মৈত্রেয় সুজন।
কহিলেন বিধাতার জন্মের কথন ॥
এক্ষণে কহেন তিনি অপূর্ব্ব সংবাদ।
শুন রাজা একমনে মিটাতে বিষাদ ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুর সুজনে।
বিধাতার জন্ম-ক্রিয়া শুন একমনে ॥
কমলে আপনি জন্মি সেই নারায়ণ।
ধরিলেন নিজ নাম ব্রহ্মা পদ্মাসন ॥
পদ্মেতে বসিয়া বিধি হেরেন নয়নে।
জলে পদ্ম-কোষ রহে কিসের কারণে ॥
পদ্মের কর্ণিকা মাঝে করি অবস্থান।
সম্মুখেতে কাহারেও দেখিতে না পান ॥
শূন্যস্থলে গ্রীবাদেশ করি সঞ্চালন।
প্রতিদিকে একবার ফিরান নয়ন ॥
চারিদিকে হেরিলেন বসি পদ্মাসন।
লভিলেন আপনার চারিটি আনন ॥
অপরূপ রূপ ধরি সেই পদ্মাসন।
চারি মুখে চারি দিক করেন দর্শন ॥
যেই পদ্মে বিধিবর লইয়া আশ্রয়।
সেই পদ্ম চিনিবারে শক্তি নাহি হয় ॥
লোকতত্ত্ব প্রজাপতি বুঝিতে না পারে।
কিছুতেই জানিতে নাহি পারে আপনারে ॥
সর্ব্বদাই ঘুরে বায়ু কম্পিত সাগর।
ভীষণ তরঙ্গ তাহে উঠে তর তর ॥
অতি ঘোর অন্ধকার বিহনে মিহির।
প্রলয়-পয়োধি-শব্দে সতত অস্থির ॥
এ ভীষণ জলোপরি কমল-আসন।
তদুপরি একা ব্রহ্মা রহেন শোভন ॥
না ভাঙ্গে পদ্মের নাল তরঙ্গ-তাড়নে।
না কাঁপে কিঞ্চিৎ পদ্ম পবন-বহনে ॥
ভুবনেতে কোষ-পদ্ম জলোপরি রয়।
হেরিয়া ব্রহ্মার মনে জাগিল বিস্ময় ॥
এ ভীষণ কালে আর এ ভীষণ স্থানে।
নাহিক বুঝেন তিনি কিছু অনুমানে ॥
সমুদ্রে ভাসিছে পদ্ম অতি অসম্ভব।
কোথা হ'তে এই পদ্ম হইল উদ্ভব ॥
এ সব দেখিয়া ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে।
কেবা আমি হই আর সৃষ্টি কি কারণে ॥
কোথা হ'তে এই পদ্ম হয় অধিষ্ঠান।
কেমনে পাইনু আমি পদ্মোপরি স্থান ॥
বিষ্ণুর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে পদ্মাসন।
কেবা নিজে কিবা পদ্ম করেন চিন্তন ॥
সমুদ্রে ফুটিল পদ্ম অতি অপরূপ।
জলেতে মৃণাল রহে অতীব অনুপ ॥

অবশ্যই আছে কোন স্থলরূপী স্থান।
নতুবা কিরূপে জন্ম লভিতে বিধান॥
সত্য বস্তু না থাকিলে স্থির কিসে রয়।
আশ্চর্য্য বিষয় ইহা ভাবিতে নিশ্চয়॥
নিম্নেতে পদ্মেরে হেরি সেই পদ্মাসন।
পদ্মে মৃণালের ছিদ্র করেন দর্শন॥
অতি খরতর নাল কণ্টকে আবৃত।
মাঝারে তাহার এক ছিদ্র অবস্থিত॥
কোথা হ'তে সেই নাল হইল উদ্ভব।
দেখিতে করিয়া ইচ্ছা সেই পদ্মভব॥
ছিদ্রমধ্যে করিলেন প্রবেশ তখন।
করিবারে অধিষ্ঠান স্থান অন্বেষণ॥
আপনিই নারায়ণ ব্রহ্মরূপে রন।
না পারেন হেন জ্ঞান করিতে ধারণ॥
পদ্মনালে প্রবেশিয়া সেই পদ্মাসন।
খুঁজিবারে রহিলেন আপন কারণ॥
এ দিকে আপনি কাল কর্ম্মবশে তার।
সম্বৎসর পরমায়ু হরিল ব্রহ্মার॥
সুদর্শন চক্ররূপী সেই মহাকাল।
দেহী মানবের কাছে অতীব ভয়াল॥
যত জীব আয়ু সেই করয়ে হরণ।
তাই ভয় করে তারে যত জীবগণ॥
এক বর্ষ গত হ'ল করি অন্বেষণ।
তথাপি না পান ব্রহ্মা হেরিতে কারণ॥
পদ্মনাল হ'তে তবে হ'য়ে নিঃসরণ।
প্রকাশিত হন তিনি আসনে আপন॥
পুনশ্চ আসনে আসি বিধাতা আপনি।
পদ্মাসনে বসি যোগ করে নৃপমণি॥
অতীব কঠোর যোগ হয় শ্বাসজয়।
চিত্তের একাগ্র করি সমাধি নিশ্চয়॥
এক বর্ষ দুই বর্ষ ক্রমে শত গত।
করিলেন মহাযোগ হইয়া নিরত॥
শত বছরের পরে বোধের প্রকাশ।
মহা-জ্ঞানবীজ তাহা বেদের আভাষ॥
তাহাতে করিয়া দৃষ্টি করেন দর্শন।
অপূর্ব্ব মোহন মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কন॥
কিবা সে রূপের কথা করিব প্রকাশ।
পদ্মের সদৃশ বর্ণ তাঁহাতে আভাষ॥
গৌর-রূপ গৌর-তেজ তাতে বিকিরণ।
একত্রেতে যেন ফোটে মহাপদ্ম-বন॥
অথবা রাখিলে এক সহস্র কমল।
সে বর্ণের কিছুমাত্র উপমার স্থল॥
দেখিতে পুরুষ তিনি আছেন শয়ান।
মহানাগরূপী খট্বা তাহাতে প্রমাণ॥
সহস্রেক ফণা ধরি অনন্ত মহান্।
শয্যার রূপেতে সেথা করে অবস্থান॥
সহস্রেক ফণা তার তুলি শিরোপরে।
ছত্রাকার-রূপ তথা সেই নাগ ধরে॥
বহুবিধ রত্ন রাজে অনন্ত ফণায়।
জলরাশি আলোকিত তাহার প্রভায়॥
প্রভাত-সময়ে যেন উদিত তপন।
অথবা শরতে পূর্ণ-শশীর শোভন॥
কিবা সে মোহন রূপ বর্ণন না যায়।
মরকতে বেড়া গিরি যেন শোভা পায়॥
কোথা মরকত জ্যোতিঃ লাগিবে তথায়।
অপমানে মণি যেন খনিতে লুকায়॥
মরকত-গিরি-সম পুরুষ শরীর।
নীবীতটে পীতাম্বর শোভিছে হরির॥
কোথা লাগে গিরিশৃঙ্গে সান্ধ্যমেঘশোভা।
তদপেক্ষা পীতাম্বর অতি মনোলোভা॥
শৈলের যদ্যপি হয় সুবর্ণ শিখর।
অগণ্য সে গণনায় অতি শোভাকর॥
হরির মুকুট তাহা হ'তে সুশোভন।
স্বর্ণ শৈলশৃঙ্গ তার নহেক তুলন॥
একে মরকত গিরি তাতে রত্ন রাজে।
সুনির্ম্মল জলধারা ঝরে তার মাঝে॥
কত সে ওষধি শোভে কত শত ফুল।
বনমালা কণ্ঠে দোলে আনন্দে আকুল॥

তথাপিও পরাজয় তাহাদের হয়।
হরি-গলে বনমালা দেখিয়া নিশ্চয় ॥
যদি বেণু পর্ব্বতের হয় কর-শ্রেণী।
বৃক্ষ হয় পদচয় নদী তার বেণী ॥
তথাপি হরির হস্ত না হয় তুলন।
অপরূপ পদ তাঁর মুক্তিতে শোভন ॥
কিবা পরিমাণ দিব হরির শরীর।
তিন লোকে তাহে ব্যাপ্ত বুঝ যত ধীর ॥
অঙ্গেতে শোভিত রহে নানা আভরণ।
অপূর্ব্ব সুন্দর বস্ত্র তাহাতে শোভন ॥
কত বা কিরীট আর কুণ্ডল বলয়।
কত কত নীলমণি পদ্মরাগ রয় ॥
কি কব নখর-শোভা না যায় বর্ণন।
চন্দ্রসম নখ-দাম চিন্ময় কিরণ ॥
সে কিরণে ঝলমল করিছে আঙ্গুল।
আঙ্গুলের শোভা ল'য়ে চরণ রাতুল ॥
হেন শোভাযুক্ত তাঁর কমল চরণ।
ভাগ্যগুণে ভক্ত জনে করিছে দর্শন ॥
শ্রুতিমতে যেইজন পূজা করে তাঁরে।
শ্রীপদ-পঙ্কজ তাঁর লভিবারে পারে ॥
কি কব বদন কথা কিবা শোভা তায়।
সুধামাখা হাসিখানি মুখেতে মিশায় ॥
রক্ত কমলের মত রাঙ্গা বিম্বাধর।
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতীব সুন্দর ॥
অপরূপ নাসা তার অতি মনোহর।
সুন্দর যুগল ভুরু আঁখির উপর ॥
সেই সে বদন মনে হইলে উদয়।
ভবের বন্ধন সেই ক্ষণে ছিন্ন হয় ॥
যে জন ভক্তিতে পূজে তাঁহার চরণ।
সেই জন পায় তাঁর স্বরূপ দর্শন ॥
যে হেরে চরণ, মুক্তি লভে সেইজন।
অবিলম্বে করে হরি-সমীপে গমন ॥
হরি তাঁরে ভক্ত বলি করি আলিঙ্গন।
অভিমত ফল দেন শ্রীমধুসূদন ॥
কদম্ব কুসুম যথা হলুদ বরণ।
তেমনই পীতবর্ণ হরির বসন ॥
কটিতে মেখলা তাঁর শোভার আধার।
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত অঙ্গে বনমালা-হার ॥
কত শত শোভে তাহে রত্ন-অলঙ্কার।
রক্ত নীল পীত মণি বিবিধ প্রকার ॥
মরকত বৃক্ষ যদি শাখাবান্ হয়।
কেয়ূরের সম যদি ফুল তাহে রয় ॥
সে কখনও সেই মত শোভা নাহি ধরে।
শ্রীহরির বাহু যথা শোভিছে কেয়ূরে ॥
চন্দনের মূল যথা নাহি দেখা যায়।
তেমন হরির মূল কেহ নাহি পায় ॥
চন্দনের স্কন্ধে যথা রহে নানা ফণী।
কারো অজগর নাম কারো শিরে মণি ॥
হরি-শিরোপরি শোভে অনন্তের ফণা।
মণির আলোতে যেন প্রকাশে জোছনা ॥
হরির উপমা হয় চন্দনের সনে।
চন্দন সুগন্ধ সম দয়া বিতরণে ॥
কেহ বা পর্ব্বত সম বাখানে তাঁহারে।
প্রমাণ প্রয়োগ তাঁর বিবিধ প্রকারে ॥
পর্ব্বতে নিবসে যত জীব চরাচর।
হরির দেহেতে তথা জীবের আকর ॥
অহীন্দ্রবান্ধব হন পর্ব্বত আপনি।
কত শত অজগর নানামতে গণি ॥
অনন্ত নামেতে নাগ সহস্রেক ফণ।
শ্রীহরির সহ তার বন্ধুত্ব বন্ধন ॥
মৈনাকাদি কোন কোন প্রধান অচল।
সাগর-সলিলে মগ্ন আছে অবিরল ॥
তেমনি প্রলয় কালে হরি সনাতন।
জলধি জলের মাঝে আচ্ছাদিত রন ॥
মেরুর মস্তক যথা সুবর্ণ-মণ্ডিত।
হরির মস্তক তথা কিরীট-ভূষিত ॥
কত রত্ন শোভা পায় পর্ব্বতের মাঝে।
হরির বক্ষেতে তথা কৌস্তুভ বিরাজে ॥

দেখ হে বিদুর এই পর্ব্বত প্রধান।
পর্ব্বতের সহ হরি কিরূপে সমান ॥
বেদগানে কীর্ত্তিময়ী সেই বনমালা।
হরির কণ্ঠেতে তাহা করিয়াছে আলা ॥
কি কব মহিমা তাঁর না হয় বর্ণন।
সূর্য্য চন্দ্র করিতে না পারে নিরূপণ ॥
যে অস্ত্র প্রভায় ব্যাপ্ত এ তিন ভুবন।
সেই সুদর্শন-চক্র হস্তেতে শোভন ॥
অনন্ত প্রভাব যুত হরি দয়াময়।
সেইমত হে বিদুর জ্ঞান মম হয় ॥
অনন্তর যোগবলে হেরি নারায়ণ।
আপনি কৃতার্থ হন সে ব্রহ্মা সুজন ॥
তখন মেলিয়া ব্রহ্মা আপন নয়ন।
চাহিলেন চতুর্দ্দিকে করিতে দর্শন ॥
নাভি-সরোবরে পদ্ম আত্মা বায়ু জল।
আকাশ ইতাদি ব্রহ্মা হেরিল কেবল ॥
এত বলি কহিলেন মৈত্রেয় সুধীর।
শুন হে বিদুর বৎস মন করি স্থির ॥
রজোগুণে জন্মি ব্রহ্মা হেরিলেন তাই।
পূর্ব্ব পঞ্চ বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু নাই ॥
মনে মনে ভাবিলেন ব্রহ্মা মহাশয়।
সৃষ্টির কারণ এই বস্তু সমুদয় ॥
এই পঞ্চ হয় সব সৃষ্টির নিদান।
বুঝিয়া করেন ব্রহ্মা হরিস্তুতি গান ॥

সুবোধ রচিল গীত সর্ব্বশাস্ত্রসার।
কলুষ বিনাশ হয় শ্রবণে যাহার ॥

ইতি ব্রহ্মার জন্ম, চতুর্ম্মুখ ধারণ ও শ্রীহরি সন্দর্শন।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীহরির স্তব

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
মৈত্রেয়-সংবাদ ঋষি করহ শ্রবণ ॥
শুকদেব পরীক্ষিতে কহিলেন তবে।
শুন রাজা ব্রহ্মস্তুতি প্রাণ তৃপ্ত হবে ॥
পঞ্চ বস্তু প্রলয়েতে হেরি পদ্মাসন।
জীবের অদৃষ্ট তারা করেন গণন ॥
করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে স্থির করি মন।
শ্রীহরির স্তব তবে করে পদ্মাসন ॥
কি কব মহিমা তব তুমি নারায়ণ।
এতদিনে জানিলাম করি উপাসন ॥
যদি কিছু জানিবার থাকে রত্নধন।
একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু তুমি নারায়ণ ॥
সংসারে পড়িয়া দেহী না ভাবে তোমায়।
কেমনে ভাবিবে তারা আবৃত মায়ায় ॥
একমাত্র সত্য তুমি জগৎ মাঝার।
সত্যের স্বরূপ অঙ্গ সত্যের আধার ॥
তোমা ছাড়া যাহা কিছু দেখা যায় হরি।
অনিত্য প্রপঞ্চ তাহা হেন মনে করি ॥
কি কহিব তব লীলা তুমি কোন্ জন।
কে বুঝে মায়ারে ত্যজি তোমার কারণ ॥
মায়ার গুণের ক্ষোভে তুমি নারায়ণ।
অনন্ত অনন্ত রূপ করিছ ধারণ ॥
তোমার মায়ার খেলা কে বুঝিতে পারে।
মিথ্যা বস্তু সত্য বলি বুঝায় তাহারে ॥

জ্ঞানশক্তি আবির্ভাবে তমোগুণ যত।
নিবৃত্ত হয়েছে তব জানি অবিরত॥
প্রতি-জীবে তুমি কিন্তু রহ এক রূপ।
বুঝিতে তোমার মায়া অতি অপরূপ॥
উপাসকদের প্রতি অনুগ্রহ করি।
যেই রূপ প্রকাশিলে দয়াময় হরি॥
এই যে বিরাট রূপ জগতে অতুল।
জানি ইহা শত শত অবতার মূল॥
নাভিপদ্মরূপ এই নিকেতন হ'তে।
জন্মলাভ করিলাম তব ইচ্ছা মতে॥
পরম পুরুষ তুমি তুমি আত্মবান্।
অনাবৃত হও তুমি প্রকাশ সমান॥
আনন্দ স্বরূপ তুমি অবিকল্প রূপ।
জ্ঞাননেত্রে দেখা যায় তোমার স্বরূপ॥
জ্ঞানচক্ষে তব রূপ দেখিতেছি যাহা।
প্রত্যক্ষ এ রূপ হ'তে ভিন্ন নহে তাহা॥
অভিন্ন মূরতি তব ভিতরে বাহিরে।
সে মূর্ত্তি আশ্রয় আমি করিলাম ধীরে॥
উপাসনা করিবার যোগ্য এ মূরতি।
উপাস্য যাঝারে ইহা শ্রেষ্ঠ হয় অতি॥
বিশ্বের সৃজনকারী মূরতি মোহন।
ভূত আর ইন্দ্রিয়ের প্রধান কারণ॥
ত্রিলোক মঙ্গলময় তুমি ওহে হরি।
জ্ঞানহীন জনে তোমা বুঝিবে কি করি॥
তব উপাসক মোরা ওহে নারায়ণ।
ধ্যানে তব যেই রূপ করিনু দর্শন॥
তাহাই তোমার রূপ সন্দেহ যে নাই।
তোমারে প্রণাম মোরা করি সর্ব্বদাই॥
কুতর্কে নিযুক্ত থাকে অনীশ্বরবাদী।
তব নিন্দা ক'রে তারা হয় অপরাধী॥
নারকী তাহারা ঘোর মূর্ত্তিরে তোমার।
মায়াময় রূপে তারা ভাবে অনিবার॥
তোমারে ভজে না সেই মূঢ় সম্প্রদায়।
তারা ভিন্ন সকলেই প্রণমে তোমায়॥
প্রীতি সহকারে তোমা যে করে ভজন।
অবশ্য কৃতার্থ হয় তাহার জীবন॥
চরণ কমলে তব যেই গন্ধ রাজে।
শ্রুতিরূপ বায়ুদ্বারা নাসারন্ধ্র মাঝে॥
নিত্য নিত্য যেই জন করয়ে আঘ্রাণ।
ধন্য ধন্য সেই জন অতি ভক্তিমান্॥
যে জন চরণ তব করে শুধু সার।
সে জন তোমার হয় অতি আপনার॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ভগবান্।
তাহার হৃদয়-পদ্মে কর অবস্থান॥
কি কব মহিমা তব ওহে জনার্দ্দন।
বড় ইচ্ছা করি বিভু তাহার বর্ণন॥
এই যে সুন্দর দেহ আত্মার বান্ধব।
মায়া মোহে মাখা যথা রহিয়াছে সব॥
দেহ লাগি অহঙ্কার আছে সবাকার।
আত্মীয়ের লাগি মায়া অতি চমৎকার॥
তাহাতেই দুঃখ শোক লোভ আর কাম।
তাহাতেই মুক্তি লাভে হয় লোকে বাম॥
অনিত্য সকলি ভাবে তবে জীবগণ।
যবে দেখিবারে পায় তোমার চরণ॥
এই যে মায়ার দেহ দেহী আত্মজন।
দূরে যায় সেই ভাব হেরিলে চরণ॥
কি কব মহিমা দেব বর্ণনে না যায়।
অতি সুখকর আহা ত্যজিলে মায়ায়॥
যত দুষ্টমতি নর সৃজিত মায়ায়।
রিপু বশীভূত হ'য়ে কাম্যসুখ চায়॥
রিপুবশে সারা জন্ম করে মন্দ কাজ।
লোভে মোহে সদা মুগ্ধ দুঃখেতে বিরাজ॥
যাহাতে না হবে মুক্ত সে কাজে নিরত।
পাপে মজি এ সংসারে উন্মত্ত সতত॥
সে যদি করয়ে তব গুণের কীর্ত্তন।
মালিন্য ত্যজিয়া তার শুদ্ধ হয় মন॥
অজ্ঞান তাহার দূর হয় সেইক্ষণ।
ব্রহ্মময় বুদ্ধিবলে পায় মুক্তিধন॥

যত দুঃখ লয়েছিল কর্ম্মে সেইজন।
সব ভুলে যায় হেরি তোমার চরণ ॥
ক্রমে রিপু জয়ে হয় ইন্দ্রিয় দমন।
মহাযোগে মহামুক্তি পায় মোক্ষধন ॥
দ্রুতগতি হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন।
একমাত্র তব পদ করিয়া সেবন ॥
তুমি বিভু কৃপাময় কর মোরে দয়া।
দাও সেই জ্ঞান যাহে নষ্ট হয় মায়া ॥
জনমি মানব লভি মায়ার আশ্রয়।
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মনেরে করয় ॥
তাহাতেই মহাদুঃখ সবে করে ভোগ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার সম্ভোগ ॥
কখন পাইবে শীত কভু উষ্ণ ভাব।
কখন বায়ুর ঝঞ্ঝা গ্রীষ্ম আবির্ভাব ॥
দুঃসহ কালাগ্নি কভু দহে দেহ তার।
কভু বা প্রচণ্ড ক্রোধ দহে অনিবার ॥
এক নয় বার বার এ ভাবে পীড়ন।
সর্ব্বদা মায়ার বশে লভে জীবগণ ॥
শৈশবে ইন্দ্রিয়-শূন্য উন্মত্ত সেজন।
বার্দ্ধক্যে বুদ্ধির হ্রাস শোকেতে মগন ॥
হেন ভাবে নিপীড়িত হেরি লোকগণ।
বড় দুঃখ মম মনে হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
এই যে সংসার দেব ক'রেছ রচন।
জীবগণ দুঃখ পায় মায়ার কারণ ॥
ক্রিয়াবশে ফল পায় কর্ম্মাধীন জ্ঞান।
কোথা পারে জুড়াইতে নিজ নিজ প্রাণ ॥
মায়ায় যতেক ক্রিয়া সর্ব্ব-দুঃখময়।
কর্ম্ম হেতু মানবের সহিবারে হয় ॥
যাবৎ তাহারা নাহি ত্যজে মায়াবল।
তাবৎ বুঝিবে নাহি মায়ার কৌশল ॥
মায়ার সম্বন্ধ হের অতীব কঠিন।
ত্যজিলে তাহারে ভাবি অতি সমীচীন ॥
তবেতো পাইবে তোমা হেরিতে নয়নে।
তবেতো মায়ার খেলা বুঝা যাবে মনে ॥
তবেতো হইবে তার সব দুঃখ দূর।
তবেতো পাইবে সুখ সে জন প্রচুর ॥
অনিত্য এ দেহ তার মায়ার কৌশল।
তবেতো বুঝিবে জীব পেয়ে জ্ঞানবল ॥
আত্মা হ'তে ভিন্ন দেহ মায়ার গঠন।
বৃথা তার জন্য স্নেহ মায়া বিরচন ॥
লভিলে পরম জ্ঞান ত্যজিয়া এ মায়া।
তবেতো ভাবিবে সেই অনিত্য এ কায়া ॥
ত্যজিয়া করম মায়া ইন্দ্রিয়-নিচয়।
তবেতো করিবে দুঃখ দূর সমুদয় ॥
কোথা পাবে সেই জ্ঞান মায়াতে মণ্ডিত।
সেই হেতু জীবে সদা দুঃখে সংযোজিত ॥
মূঢ় জনে কি জানিবে তোমার মহিমা।
মায়াতে সে বশীভূত আপন গরিমা ॥
নাহি করে তোমা ভক্তি মুক্তি নাহি পায়।
সর্ব্বদা বাসনা গতে সংসারে জন্মায় ॥
প্রতি জন্মে সেই জন দুঃখ ভুঞ্জে কত।
সেই জন মায়াবশে থাকে কর্ম্মে রত ॥
কি কব মহিমা তব তুমি জনার্দ্দন।
কে পারে বর্ণিতে তব রাতুল চরণ ॥
ঋষি হ'য়ে যদি কেহ রিপু করে বশ।
ইন্দ্রিয়ের নাশ করি পায় সে হরষ ॥
তথাপি তাহার যদি ভক্তি নাহি রয়।
এ ভববন্ধন-মুক্তি কভু নাহি হয় ॥
পুনর্ব্বার জন্ম তার সংসারে লিখন।
ভক্তিহীন জনে মুক্তি নহে কদাচন ॥
এত যে করিল তপ কি লভিল ফল।
ইন্দ্রিয় দমন চেষ্টা হইল বিফল ॥
পুনর্ব্বার এ সংসারে জন্মি সেই জন।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সদা হয় নিমগন ॥
দিবাভাগে কর্ম্মে রত ক্লান্ত হয় মন।
রাত্রিযোগে দুঃখ পায় করিয়া শয়ন ॥
শয়নেতে সুখ তার না হয় সঞ্চার।
স্বপনে অস্থির বুদ্ধি সদা হয় তার ॥

ক্ষণে নিদ্রা যায় সেই ক্ষণে জাগি রয় ।
কখন স্বপ্নের বলে ভীতমনা হয় ॥
আহারে বিহারে সুখ নাহি কদাচন ।
ভক্তিহীন জীবে দুঃখ পায় সর্ব্বক্ষণ ॥
অদৃষ্টের বশে রয় মায়াবী মানব ।
দৈবেতে করয়ে নাশ কর্ম্মফল সব ॥
কি কব মহিমা তব তুমি নারায়ণ ।
যেই জন তব গুণ করয়ে শ্রবণ ॥
তাহারি হৃদয়ে দেব কর অবস্থান ।
পবিত্র সে জনে তুমি মুক্তি কর দান ॥
যে জন না পড়ে শাস্ত্র যাহে ভক্তি রয় ।
স্বাভাবিক ভক্তিবলে সদা মুগ্ধ হয় ॥
আপনার জ্ঞানমতে করে তব ধ্যান ।
আপনার বুদ্ধিমতে করে তোমা জ্ঞান ॥
দীন-বন্ধু তুমি তারে কর কৃপা দান ।
কর তুমি তার প্রতি করুণা-বিধান ॥
মূর্খ যারা নাহি জানি শাস্ত্রের বচন ।
নামা-মতে তব মূর্ত্তি করে বিরচন ॥
যে মূর্ত্তি কল্পনা করি করে তারা ধ্যান ।
সে রূপ ধারণ তুমি কর ভগবান্ ॥
সর্ব্বজীবে সম দৃষ্টি তব ভগবান্ ।
সকলেরে কর দয়া সমান সমান ॥
সকলের বন্ধু তুমি বিপদেতে রও ।
সকলের প্রাণ তুমি অন্তর্য্যামী হও ॥
এক হ'য়ে প্রতি জীবে কর তুমি বাস ।
সকলের হৃদে তোমা দেখিবারে আশ ॥
নিষ্কাম যে ভক্ত হয় দয়া কর তারে ।
সহজে সে জন লাভ করে যে তোমারে ॥
ফলের কামনা যারা করে অহরহ ।
তারা নাহি পায় কভু তব অনুগ্রহ ॥
ফলকামী হ'য়ে যদি দেবতা সকল ।
নানাবিধ উপচারে পূজে অবিরল ॥
তথাপি তাদের প্রতি প্রসন্ন না হও ।
ভক্তজন-হৃদে তুমি অধিষ্ঠিত রও ॥
শাস্ত্রমতে যত যজ্ঞ আর যত জ্ঞান ।
যত কাম্য কার্য্য আছে জ্ঞানের বিধান ॥
তব আরাধনা-মাত্র সকলের সার ।
সকলের মাঝে তার রহে সুবিস্তার ॥
তুমি ভিন্ন ধর্ম্মে কিছু লাভ নাহি হয় ।
তোমাতে অর্পিলে ধর্ম্ম মুক্তি সুনিশ্চয় ॥
তোমার পূজার লাগি যজ্ঞ আদি যাহা ।
সে ধর্ম্ম অক্ষয় সদা জানি আমি তাহা ॥
যাগ যজ্ঞ ব্রতচর্য্যা তপস্যা ও দান ।
যে জন তোমার লাগি করে অনুষ্ঠান ॥
শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াফল তার ওহে দয়াময় ।
সকাম যে ধর্ম্ম তাহা সদা নষ্ট হয় ॥
তোমার সমান দেব কেবা কোথা রয় ।
তোমা না করিলে ভক্তি জন্ম মিথ্যা হয় ॥
অতএব নমি দেব তোমার চরণে ।
দাও আত্মজ্ঞান দেব পূজি এক মনে ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
পাঠ কর যদি চাও মুক্তির আধার ॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীহরির স্তব ।

ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিলীলার উদয় কারণ স্তব

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
অতঃপর শুক-বাণী শুন ঋষিগণ ॥
কহিলেন শুক তবে পাণ্ডুবংশধরে।
বিদুর-মৈত্রেয় কথা শুন অতঃপরে ॥
কহেন মৈত্রেয় তবে সম্ভাষি বিদুরে।
ব্রহ্ম-স্তব শুন বৎস দুঃখ যাবে দূরে ॥
জীবদেহ ল’য়ে যথা ব্রহ্মা সনাতন।
প্রকৃতি বুঝায়ে তাঁর করেন স্তবন ॥
কহি এবে সেই কথা স্থির করি মন।
ইহাতে জ্ঞানের স্রোত বহে অনুক্ষণ ॥
বিচারিয়া কহিলেন কমল-আসন।
ধন্য ধন্য তুমি দেব শ্রীমধুসূদন ॥
কি কব মহিমা তব বর্ণিব কেমনে।
তথাপি বড়ই আশা আলোচিতে মনে ॥
আপন চৈতন্যে রহ হে চৈতন্যময়।
চৈতন্য নহিলে তব দর্শন না হয় ॥
মায়াবলে ভেদ-দৃষ্টি যোজিত মানব।
তোমা সহ আত্মা ভিন্ন করে অনুভব ॥
তাহাতে বিষয়াসক্তি এত মায়া সাজ।
সদাই পাপেতে রত মূঢ়ের সমাজ ॥
যদ্যপি চৈতন্য পায় সেইরূপ নরে।
ভেদ-দৃষ্টি দূরে যায় চৈতন্যের জোরে ॥
তুমি প্রভু বিদ্যারূপী বিদ্যার আধার।
তোমা হ’তে এ বিশ্বের সৃজন সংহার ॥
সৃজন পালন লয় কর লীলাময়।
সকলেই লইয়াছে তোমার আশ্রয় ॥
তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব তুমিই ঈশ্বর।
তোমার চরণে আমি নমি নিরন্তর ॥
দেহ ত্যজি যবে প্রাণ করিবে গমন।
তখন যদ্যপি জীব করয়ে চিন্তন ॥
তোমার যতেক বিভু অবতার রূপ।
যত কর্ম্ম তব লীলা অতি অপরূপ ॥
গুণ গান করে আর নামের স্মরণ।
করিলে জীবের হয় পাপ বিমোচন ॥
পাপের বিনাশে হয় পুণ্যের সাধন।
তাহাতেই লাভ হয় ব্রহ্মপদ-ধন ॥
জন্মমৃত্যুহীন তুমি ওহে ভগবান্।
দিলাম তোমার পদে আজি মন প্রাণ ॥
কি কব মহিমা দেব বিচারের বলে।
যথা দেখে এ নয়ন তুমি সর্ব্বস্থলে ॥
একমাত্র হও তুমি আত্মময় জন।
আত্মারূপে এ জগতে রহ সর্ব্বক্ষণ ॥
ভুবন আকার তুমি বৃক্ষ সুবিপুল।
বিরাট বৃক্ষের প্রভু তুমি হও মূল ॥
পালনে আপনি রত বিষ্ণু নাম নিলে।
সৃজন কারণ হেতু মোরে শক্তি দিলে ॥
সে অবধি প্রজাপতি নাম মম হয়।
আপনার এক অংশে আমি মহাশয় ॥
সংহরণ লাগি নাম লইলেন হর।
ভূতগণ চারিপাশে নিজে দিগম্বর ॥
এইরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে হইলে প্রকাশ।
ভিন্ন বটে তবু এক জ্ঞানীর সকাশ ॥
প্রকৃতির সৃষ্টি হয় ল’য়ে তব মায়া।
কালরূপে মহারুদ্র সংহারেন কায়া ॥
এই তিন হ’তে ক্রমে বহুধা গণন।
শাখা ও প্রশাখা কত গণে কোন জন ॥
ত্রিপাদ ভুবন তরু প্রতি পাদে তার।
মরীচি প্রভৃতি যত মুনি মনু আর ॥
শাখা প্রশাখার রূপে অবস্থিত রয়।
কেমনে বর্ণিব তোমা ওহে দয়াময় ॥
হে ভুবনবৃক্ষ-রূপী ত্রিভুবন-স্বামী।
তোমার চরণে করি নমস্কার আমি ॥
কি কব মহিমা তব ওহে ভগবান্।
অতীব আশ্চর্য্য লীলা না বুঝি সন্ধান ॥

কাল নামে মহাশক্তি আছে হে তোমায়।
সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশ করিছে মায়ায়॥
সমকক্ষ নাহি তার অতি বলবান।
আয়ু-ক্ষয় তরে সদা আছে বিদ্যমান॥
পাপে মগ্ন জীব যেই রহে অনুক্ষণ।
এদিকে কালেতে করে আয়ুর হরণ॥
না হইবে তার মুক্তি মায়ার প্রভাবে।
দুঃখযোনি তার লাগি রয় নানা ভাবে॥
একমাত্র শুভগতি তোমার পূজন।
তব নাম সুখে করি হৃদয়ে কীর্ত্তন॥
ত্যজিয়া বিশুদ্ধ কর্ম্ম যে সেবে তোমায়।
হরুক কালেতে আয়ু শুভগতি পায়॥
কালের স্বরূপ তুমি কৃপা অবতার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
কি কব মহিমা দেব করিয়া বর্ণন।
যে ফল পাইনু তব করিয়া পূজন॥
দেখিতে স্বরূপ তব ওহে ভগবান্।
সহিলাম কত কষ্ট লইয়া এ প্রাণ॥
কহিতে চমক লাগে তপস্যার কাল।
যেই তপোবলে পাই তোমারে দয়াল॥
দশ কোটি গণি হয় অর্ব্বুদ প্রমাণ।
দ্বিপঞ্চ অর্ব্বুদ এক বৃন্দ পরিমাণ॥
দ্বিপঞ্চ বৃন্দেতে হয় এক খর্ব্ব গণি।
দশ খর্ব্বে হয় এক নিখর্ব্ব অমনি॥
দিপঞ্চ নিখর্ব্বে হয় এক শঙ্খ গণা।
দশ শঙ্খে এক পদ্ম হয় সুগণনা॥
দ্বিপঞ্চ পদ্মেতে এক সাগর প্রমাণ।
দ্বিপঞ্চ সাগরে এক অঙ্কের বাখান॥
দশ অঙ্কে এক মধ্য গণিত বচন।
দ্বিপঞ্চ মধ্যেতে এক পরার্দ্ধ গণন॥
একে একে ক্রমে দুই পরার্দ্ধ গণিলে।
যতেক বছর হয় গণিয়া দেখিলে॥
দ্বিপরার্দ্ধকাল প্রভু ওহে দয়াময়।
যে স্থানের অবস্থিতি যুগে যুগে রয়॥
সেই সত্যলোকে আমি থাকি সর্ব্বদাই।
তথাপিও ভয়ঙ্কর কালেরে ডরাই॥
সেই কালরূপী তুমি ওহে সারাৎসার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
যোগাদি কর্ম্মের সদা তুমি অধিষ্ঠাতা।
তোমারে প্রণাম আমি করি হে বিধাতা॥
তোমার মহিমা প্রভু বর্ণিব কেমনে।
বিরত বিষয়-সুখে তুমি সর্ব্বক্ষণে॥
দেহী নও আত্মারূপে কর বিচরণ।
সামান্য জীবের মত নও কদাচন॥
নহ কারো বশীভূত আসক্ত কাহায়।
আপনিই সদা রত আপন মায়ায়॥
ধর্ম্মরক্ষা হেতু প্রভু কেবল ভুবনে।
ধর নানা রূপ তুমি আনন্দ কারণে॥
কখন মানব-রূপ কভু বা তির্য্যক।
কভু হও জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ মায়ার ধারক॥
কখন বরাহ আর কখন বা মীন।
কখন শ্রীকৃষ্ণ রাম অতি সমীচীন॥
কে বুঝিবে তব লীলা নহ দেহধারী।
দেহ ধরি কর লীলা প্রমাণ আমারি॥
কি কব মহিমা দেব তোমার স্বরূপ।
জগতে প্রকাশ গুণ অতীব অনুপ॥
প্রলয়ে মায়ার শক্তি বিদ্যাবিদ্যা নাম।
সকলেই তব গর্ভে লয়েন বিশ্রাম॥
যে অবিদ্যা বলে দেব জীবে মায়াময়।
অজ্ঞানে আবৃত থাকি হয় ভেদময়॥
সে অবিদ্যা তব গর্ভে করিলে প্রবেশ।
নাহি হও তুমি তার শক্তিতে আবেশ॥
অবিদ্যা না পারে তোমা মোহিতে কখন।
আশ্চর্য্য তোমার শক্তি হে মধুসূদন॥
অবিদ্যা প্রকৃতি ধরে পঞ্চ মহামতি।
একে তো অবিদ্যা নিজে দুয়ে ক্রোধে রতি॥
তিনেতে অস্মিতা গুণ মোহ পরে কয়।
চতুর্থে বর্ণিত দ্বেষ হিংসা যাহে হয়॥

পঞ্চমে অভিনিবেশ অতীব প্রধান।
এই পঞ্চ প্রকৃতিতে অবিদ্যা প্রমাণ॥
প্রলয়েতে এই পঞ্চ তোমাতে মগন।
কিন্তু নারে তোমা মুগ্ধ করিতে কখন॥
এদ্দিকে প্রলয়-বারি পর্ব্বতের প্রায়।
সর্ব্ব-জীবশক্তি ল'য়ে ভাস তুমি তায়॥
নাগ-শয্যা 'পরে কভু সুখেতে শয়ন।
করহ সম্ভোগ সুখ বিশ্রাম মোহন॥
সেই কালে তব নাভি-পদ্মের উপরে।
মঙ্গল কারণ কর আবির্ভূত মোরে॥
ত্রিলোক মঙ্গল তরে মোর আবির্ভাব।
তোমার কৃপায় প্রভু আমার প্রভাব॥
তুমি বিশ্বপতি দেব ঈশ্বর আকার।
সর্ব্বপূজ্য তুমি হও করি নমস্কার॥
হেরিতেছি সেই রূপ এক্ষণে নয়নে।
যোগ-নিদ্রা ভাঙ্গ তুমি প্রফুল্ল আননে॥
পদ্মচক্ষু পদ্মগাত্র পদ্মের আকার।
করযোড়ে তব পদে করি নমস্কার॥
তুমি দেব অদ্বিতীয় তুমি অন্তর্য্যামী।
সবার সুহৃদ্ তুমি, তুমি সর্ব্বস্বামী॥
প্রণত জনের প্রিয় তুমি ভগবান্।
সত্ত্বগুণে তুমি সুখী কর সর্ব্বপ্রাণ॥
পূর্ব্বে পূর্ব্ব-প্রলয়েতে করিলে যেমন।
সৃজিলে আমারে দিতে সৃষ্টি বিবরণ॥
সেইরূপ এবারেতে করি তব স্তব।
দয়া করি দাও প্রভু সৃজন বৈভব॥
দাও মোরে সৃষ্টি-জ্ঞান ওহে ভগবান্।
জ্ঞানবলে করিলাম তব অনুমান॥
ও চরণে এই ভিক্ষা ওহে ভগবান্।
মায়াতে যেন না মজে অধমের প্রাণ॥
ভক্তজনে তুমি দেব কর বরদান।
ভক্তিযোগে তোমা প্রাণ করিনু প্রদান॥
কত কার্য্য কর তুমি হ'য়ে অবতার।
কিছুতে আসক্ত নও সদা নির্ব্বিকার॥
রতিশক্তি-বলে লীলা কর অনুষ্ঠান।
মায়াতে আসিয়া তাই হও মায়াবান্॥
মায়াতে সৃজন কর মায়াতে পালন।
মায়াতেই কর প্রভু বিশ্ব নিপাতন॥
তোমারি বিজ্ঞান-বলে লয়ে মায়াবল।
করিনু সৃজন পূর্ব্বে ভুবন সকল॥
এই ভিক্ষা তব পদে শ্রীমধুসূদন।
চিত্ত যেন নাহি ভুলে তোমারি চরণ॥
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে যেন সে বিষয়ে।
মজিয়া না করি পাপ মায়ার আশ্রয়ে॥
এই বর কর প্রভু এ অধীনে দান।
সঁপিলাম ও চরণে মম মনপ্রাণ॥
কিরূপে হেরিনু তোমা ওহে বিশ্বপতি।
একার্ণবে শুয়ে আছ অবিশ্রান্ত মতি॥
নাগ-শয্যা তব লাগি রহে বিশোভন।
সে অনন্ত শক্তি 'পরে তোমার শয়ন॥
এমন রূপের মাঝে নাভির কমল।
সৃজিত রয়েছি তাহে হয়ে অবিচল॥
কি কহিব ওহে দেব গোলোক-ঈশ্বর।
বেদবাক্যে তব স্তব করিনু বিস্তর॥
যা কহিনু তব কৃপা সর্ব্ব-সারাৎসার।
বিলোপ না হয় যেন এ ভিক্ষা আমার॥
এই বাক্য বুঝি নরে পাবে তব জ্ঞান।
পাপ তাপ দূরে যাবে হবে পুণ্যবান্॥
যত ছিল জ্ঞান মম করিনু স্তবন।
গাত্রোত্থান ভগবান্ করহ এখন॥
ত্যজহ অনন্ত শয্যা মেলহ নয়ন।
হাসিমাখা মুখখানি করিব দর্শন॥
কত স্নেহ তব হৃদে দেখি একবার।
করুণা-সাগর তুমি করুণা-আধার॥
মধুমাখা যে স্বরেতে ভুলাতে ভুবন।
কর দেব সেই স্বরে মোরে সম্ভাষণ॥
শুনিয়া মধুর বাণী জুড়াক হৃদয়।
দূরে যাক যত কিছু কালগত ভয়॥

তপস্যা ও বিদ্যাবলে বৈরাগ্য আশ্রয়ে ।
স্তবিলেন পিতামহ, পিতা মহাশয়ে ॥
যা কহেন পিতা তাঁর শ্রীমধুসূদন ।
শুনিয়া করেন ব্রহ্মা মৌনাবলম্বন ॥
প্রজাপতি-মুখে শুনি হেন আরাধন ।
জাগিলেন বিশ্বপতি প্রভু নারায়ণ ॥
মৌন হেরি পিতামহে বুঝিলেন মনে ।
চকিত আছেন ব্রহ্মা প্রলয় দর্শনে ॥
সৃষ্টির বিজ্ঞান লাগি বিষাদিত মতি ।
তুষিতে পুত্রেরে তবে ত্রিভুবনপতি ॥
হাসিমুখে গম্ভীরেতে কহেন বচন ।
শান্তি-পূর্ণ করিলেন বিষাদিত মন ॥
সাদরে ব্রহ্মারে ল'য়ে সেই নারায়ণ ।
কহিলেন একে একে বিজ্ঞান বচন ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার ।
বেদার্থ সঙ্গত ভাব পুণ্যের আধার ॥

ইতি ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিলীলার উদয় কারণ স্তব ।

ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উপদেশ

সূত কহে শৌনকাদি যত ঋষিজনে ।
ভগবান্ উপদেশ শুন একমনে ॥
যেই ভাবে শুকদেব পাণ্ডুবংশধরে ।
কহেন জ্ঞানের কথা গল্পের ভিতরে ॥
এতক্ষণে শুকদেব কহে নৃপবরে ।
ব্রহ্মা উপদেশ শুন বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
মৈত্রেয় বিদুরে কন আনন্দিত মতি ।
ভগবান্ উপদেশ বিধাতার প্রতি ॥
ব্রহ্মার স্তবন শুনি সেই হৃষীকেশ ।
আনন্দিত অন্তরেতে কহেন বিশেষ ॥
শুন শুন ওহে ব্রহ্মা দুঃখ কর দূর ।
সৃষ্টির নিমিত্ত কেন ভাবিছ প্রচুর ॥
দুঃখ দূর কর বৎস শান্ত কর মনে ।
মম পাশে আসি দুঃখ কিসের কারণে ॥
যে আশা ক'রেছ মনে পূর্ণ হবে আশ ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে মিটাতে প্রয়াস ॥
সৃজনের কর চেষ্টা হইবে সফল ।
রাখিয়াছি সাধনাতে তার ফলাফল ॥
পুনর্ব্বার কর তপ আপন মানসে ।
মম তত্ত্ব লাভ তবে হইবে হরষে ॥
তপে সিদ্ধ হ'লে বহু পাবে তত্ত্বজ্ঞান ।
তত্ত্বজ্ঞান লাভ হ'লে পাবে সৃষ্টিজ্ঞান ॥
এই যে যতেক লোক আছয়ে কল্পিত ।
মোহাবৃত সর্ব্বত্রেই জানিও বিহিত ॥
সকলি আপন দেহে দেহ ছাড়া নয় ।
দেহ ছাড়া কোন বস্তু জগতে না রয় ॥
আত্মজ্ঞান যবে তুমি করিবে ধারণ ।
তখনই পাইবে এই তত্ত্বের লক্ষণ ॥
আপনার অঙ্গে পাবে দেখিতে ভুবন ।
হৃদয় মাঝারে বৎস সর্ব্ব-সুশোভন ॥
ভক্তিযোগে যদি চাও দেখিতে আমারে ।
সর্ব্বভূতে চেয়ে দেখ আছি চারিধারে ॥
আমা ছাড়া কোন স্থানে কোন প্রাণী নাই ।
সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মা দেখিবে তাহাই ॥
হেন শক্তি যবে ব্রহ্মা হইবে তোমার ।
দেখিবে ভুবন যত আমার মাঝার ॥
একটি উপায় শুন কমল-আসন ।
যাহাতে জগৎ-ভ্রম হবে নিবারণ ॥
শুষ্ক-কাষ্ঠে যথা অগ্নি রহে অনিবার ।
সর্ব্বভূতে সেইরূপ প্রকাশ আমার ॥
এই ভাবে যেই জন ভাবিবে আমায় ।
পাইয়া অনিত্য জ্ঞান মোহ দূরে যায় ॥
ইন্দ্রিয়াদি বিরহিত যে জীবাত্মা রয় ।
মম সহ একীভূত সকল সময় ॥

ভগবানের লীলা

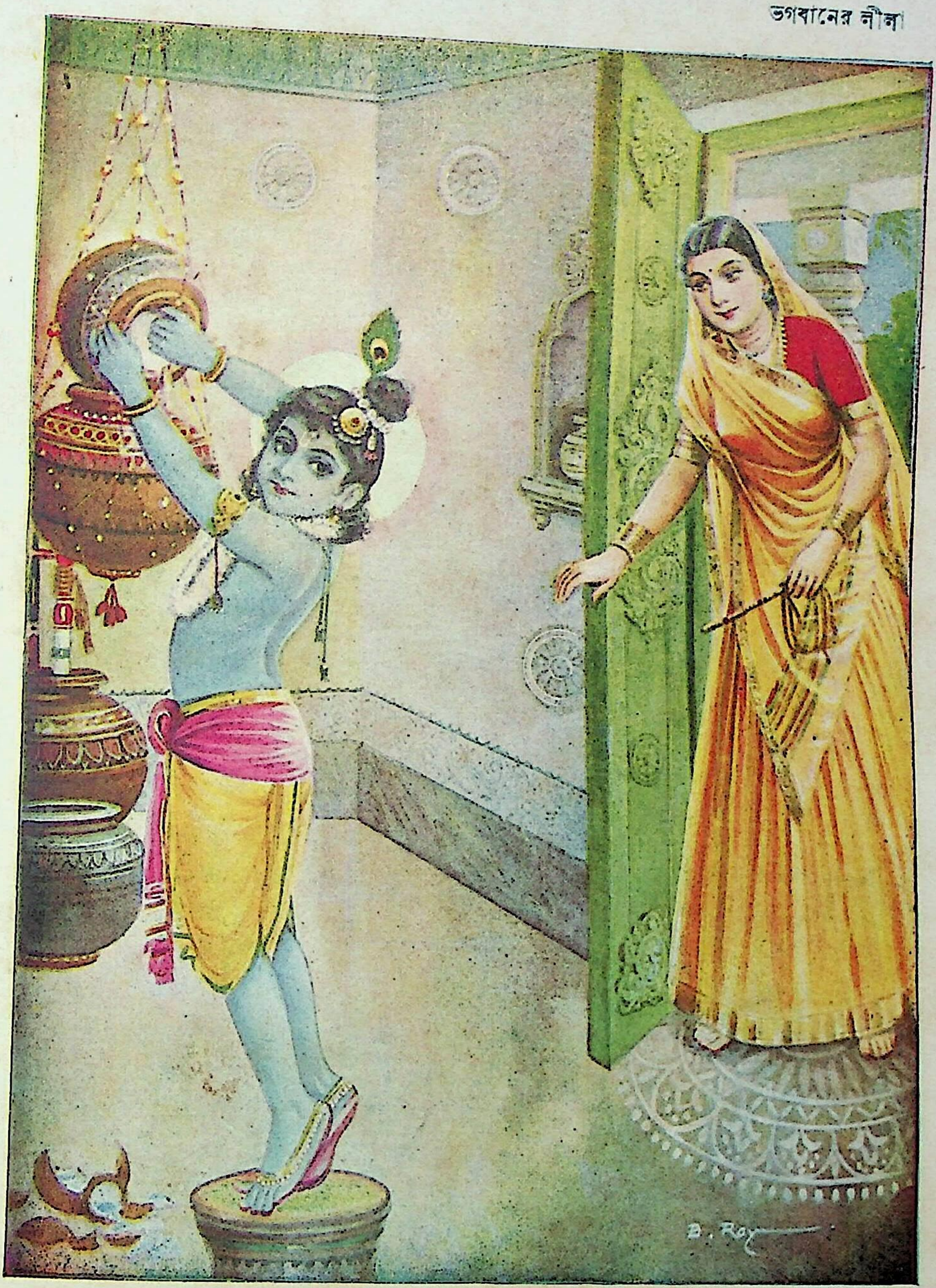

মায়ারূপে সেই হরি ননী চুরি করে।
তাঁহাতে ভ্রমান্ধ মাতা অতি ক্রোধ ভরে॥

পৃষ্ঠা—১৪৮

এইরূপ চিন্তা যদি করে কভু কেহ ।
মোক্ষ লাভ হয় তার নাহিক সন্দেহ ॥
ইচ্ছা তুমি করিয়াছ ওহে প্রজাপতি ।
বহু বহু প্রজা সৃষ্টি করিবে সম্প্রতি ॥
করিবে অনেকবিধ কর্ম্মের বিস্তার ।
সাধুবাদ করি এই তোমার ইচ্ছার ॥
দুঃসাধ্য যদ্যপি কর্ম্ম নাহি তব ভয় ।
মম অনুগ্রহে সিদ্ধ হইবে নিশ্চয় ॥
সকলের আগে তুমি হ'লে ঋষিজন ।
রজোগুণে নহে তব বিচলিত মন ॥
যে বাসনা তুমি মনে ক'রেছ উদয় ।
প্রজার সৃজন লাগি কাতর হৃদয় ॥
সেই হেতু পাপ-পথে নহে তব গতি ।
নিরুদ্ধ হইবে তব মন মোর প্রতি ॥
দুর্জ্ঞেয় সদাই আমি এ বিশ্ব নিখিলে ।
আমারে কেবল তুমি জানিতে পারিলে ॥
যে ভাবেতে তুমি ব্রহ্মা হও অধিষ্ঠান ।
ভেদ-বুদ্ধি তব হৃদে না পাইবে স্থান ॥
ইন্দ্রিয় সকল আর ভূত সমুদয় ।
সত্ত্ব আদি গুণ আর অহঙ্কার চয় ॥
এই সকলের সহ যোগ মোর নাই ।
এই জ্ঞান লাভ তব হইয়াছে তাই ॥
পূর্ব্বে তুমি একার্ণবে হইলে উদ্ভব ।
চতুর্দ্দিক শূন্যময় কর অনুভব ॥
পরে পদ্মনালে হেরি ছিদ্রের আকার ।
হেরিতে আমারে যাও তাহার মাঝার ॥
সেই পদ্মমূলে গিয়া লভি অধিষ্ঠান ।
হইল তোমার মনে সংশয়ের স্থান ॥
কোথা হ'তে এই পদ্ম এ হেন সংশয় ।
অবহেলে তবে মনে হইল উদয় ॥
নাশিবারে সে সংশয় কমল-আসন ।
হেনরূপে আমি তোমা দিনু দরশন ॥
যেরূপে করিলে স্তব কমল-আসন ।
তাহাই স্বরূপ মোর জ্ঞান-নিরূপণ ॥
যে ভাবে করিলে স্তব ওহে প্রজাপতি ।
যে ভাবে তপস্যা তুমি করিলে সম্প্রতি ॥
মম অনুগ্রহে সব জেনো তুমি মনে ।
তুষ্ট হ'য়ে আবির্ভূত মানস-নয়নে ॥
তব তপস্যায় আমি তুষ্ট অতিশয় ।
মঙ্গল হইবে তব জানিও নিশ্চয় ॥
গুণময় রূপে আমি দিনু দরশন ।
তথাপি নির্গুণ রূপে করিলে বর্ণন ॥
তব এই স্তবে আমি তুষ্ট অতিশয় ।
মম অনুগ্রহে তব হবে সদা জয় ॥
যেই ভাবে যেই স্থানে আর যেই জন ।
তব কৃত স্তোত্রে মোরে করে আরাধন ॥
উপাসনা সিদ্ধি তার হইবে নিশ্চয় ।
তাহার উপরে হব প্রসন্ন-হৃদয় ॥
হেন স্তবে যেই ফল চাহিবে যে জন ।
সর্ব্ব বর দিব তারে যাহা চায় মন ॥
যেই জন মোর প্রীতি করে উৎপাদন ।
শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করে সদা সেই জন ॥
পুণ্য কর্ম্ম যত কিছু যজ্ঞ দান আদি ।
যত কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম তপস্যা সমাধি ॥
এই সব কার্য্যে সদা হয় যেই ফল ।
আমারে করিলে তুষ্ট সিদ্ধ সে সকল ॥
যত আত্মময় জীব জগতে প্রকাশ ।
সকলেরি আত্মা আমি বুঝহ আভাষ ॥
সকলেরি যত প্রিয় আছে রত্নধন ।
সবা হ'তে প্রিয় আমা করিবে গণন ॥
সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম মোরে করিও ব্রহ্মন্ ।
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ তব হবে সর্ব্বক্ষণ ॥
সর্ব্ববেদময় তুমি আত্মযোনি হও ।
সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ তব মনে বুঝে লও ॥
সৃষ্টি বিষয়েতে তুমি নহ ত নূতন ।
পূর্ব্বে আরো কতবার ক'রেছ সৃজন ॥
যাহাদের সৃষ্টি তুমি করিবে এবার ।
শায়িত রয়েছে তারা হৃদয়ে আমার ॥

তাদের প্রকাশ তুমি করহে ব্রহ্মন্।
এ কর্ম্ম তোমার নয় অসাধ্য এখন ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
যোগে মগ্ন হ'য়ে ব্রহ্মা মুদেন নয়ন ॥
এতক্ষণে মৈত্রেয়ের সমাপ্ত বচন।
বিতুর আশ্চর্য্য হন করিয়া শ্রবণ ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
ভগবান্ অনুভব ব্রহ্মার বিচার ॥

ইতি ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উপদেশ।

নবম অধ্যায়

মৈত্রেয় মীমাংসা ও সৃষ্টিভেদ কথা

বিতুর কহেন ওহে মুনির প্রধান।
অন্তর্হিত হইলেন যবে ভগবান্ ॥
তখন কমলযোনি লোক-পিতামহ।
কত প্রজা সৃজিলেন কৃপা করি কহ ॥
পূর্ব্বেতে করিনু যেই প্রশ্ন সমুদয়।
তাহাও উত্তর দানে ঘুচাও সংশয় ॥
সূত কহে শুন শুন ভৃগুর নন্দন।
বিতুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় তখন ॥
আনন্দিত হইলেন মনে অতিশয়।
তারপর ধীরে ধীরে মৃদু হাস্যে কয় ॥
শুনহে বিতুর বৎস কহিব তোমায়।
অতি অপরূপ কথা সৃষ্টি হয় যায় ॥
অন্তর্দ্ধান করিলে সে বিভু পরমেশ।
ব্রহ্মা পালিলেন সেই বিষ্ণুর আদেশ ॥
পরমাত্মে মিলাইয়া আপন জীবন।
শতবর্ষ করে তপ কমল-আসন ॥
শতেক দিব্যের বর্ষ এইরূপে হয়।
এতদিন তপ ব্রহ্মা করেন নিশ্চয় ॥
ভীষণ প্রলয়-বায়ু হয় ঘূর্ণমান।
প্রলয় তরঙ্গ তাহে সুমেরু সমান ॥
যেই পদ্মে অধিষ্ঠিত ছিলা প্রজাপতি।
হেরিলেন সেই পদ্ম কাঁপিতেছে অতি ॥
পদ্মের আধাররূপী ছিল যেই জল।
প্রলয় বায়ুতে তাহা কাঁপে অবিরল ॥
বিজ্ঞানবলেতে বলী ব্রহ্মা ভগবান্।
জল সহ সেই বায়ু করিলেন পান ॥
অনন্তর প্রজাপতি আসনে বসিয়া।
অনন্ত আকাশব্যাপী পদ্মেরে হেরিয়া ॥
এই চিন্তা করিলেন মনে আপনার।
এই পদ্ম দ্বারা সৃষ্টি করিব আবার ॥
পূর্ব্বকালে সৃষ্ট হয় যে তিন ভুবন।
এই পদ্ম দ্বারা পুনঃ করিব সৃজন ॥
এত ভাবি বিধি তবে করি মন স্থির।
পদ্মকোষে ঢুকালেন আপন শরীর ॥
নিজ দেহ কোষমাঝে করায়ে প্রবেশ।
তিন খণ্ডে বিভাজিত করি অবশেষ ॥
তিন খণ্ডে রচিলেন তিনটি ভুবন।
এইরূপে ত্রিলোকের হইল সৃজন ॥
এমন বিশাল পদ্ম না দেখি কখন।
এক পদ্মে তিন লোক চৌদ্দ যে ভুবন ॥
চতুর্দ্দশ লোক সৃষ্ট যে কমলে হয়।
তিন লোক সৃষ্ট তাতে কি আছে বিস্ময় ॥
এত বলি কহিলেন মৈত্রেয় সুজন।
লোক-সৃষ্টি কথা তুমি শুনিলে এখন ॥
কি লাগি অগ্রেতে লোক হইল সৃজিত।
তাহার কারণ নাহি হ'ল স্থিরীকৃত ॥
তিন লোক নাম মাত্র ভোগাভোগ স্থান।
এই স্থানে জনমিয়া লভিবেক প্রাণ ॥

সত্যলোক মহলোক আছে যা সকল।
নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল জানি অবিরল ॥
অতএব অনশ্বর এই সমুদয়।
নিত্য নিত্য ইহাদের সৃষ্টি নাহি হয় ॥
কাম্যকর্ম্ম ফল এই ত্রৈলোক্য ভুবন।
কল্পে কল্পে তার সৃষ্টি আর বিনাশন ॥
নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল ব্রহ্মলোকে বাস।
দ্বিপরার্দ্ধকাল তার নাহিক বিনাশ ॥
তাহার পরেও যারা সেই লোকে রয়।
মোক্ষ লাভ করে তারা জানিও নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিদুরের হয় হৃষ্টমন।
সন্তুষ্ট হয়েন শুনি সৃষ্টি বিবরণ ॥
আর এক কথা তিনি জিজ্ঞাসেন পরে।
মৈত্রেয় শুনেন তাহা প্রফুল্ল অন্তরে ॥
বিদুর কহেন নমি মৈত্রেয়-চরণে।
আর এক প্রশ্ন প্রভু আছে মম মনে ॥
অনন্ত স্বরূপ হরি রন বিদ্যমান।
কাল এক রূপ তাঁর জ্ঞানের প্রমাণ ॥
কিরূপে সে কাল হয় কিবা কার্য্য তার।
কেমনে বুঝিব তাহা কহ এইবার ॥
এ প্রশ্ন শুনিয়া হৃষ্ট মৈত্রেয় সুজন।
উত্তর করেন তিনি হরষিত মন ॥
মন দিয়া শুন তুমি কহি অতঃপর।
বুঝিবে কালের লীলা ওহে ঋষিবর ॥
কারণাদি যবে ধরে মহত্তত্ব নাম।
ভূতাদির সমবায়ে এই পরিণাম ॥
যে শক্তি উহারে ল'য়ে রচেন ভুবন।
তাঁর নাম কাল এই জানহ সুজন ॥
আদি নাই অন্ত নাই অসীম সে কাল।
জীবগণ কাছে তাহা অতীব ভয়াল ॥
পরম পুরুষ যিনি হরি নারায়ণ।
কালেরে নিমিত্ত করি করেন সৃজন ॥
লইয়া আপন আত্মা সেই ভগবান্।
কালের অধীন তারে করেন প্রদান ॥
অপরূপ লীলা ইহা কালের কারণ।
সে অবধি আত্মা হন কালেতে শাসন ॥
বৈষম্য মায়াতে বিশ্ব হইলে সংহার।
রহিল অব্যক্ত ভাবে বিশ্বের আকার ॥
তন্মাত্রা তাহার নাম কারণেতে লয়।
নিরূপাদি রূপ তাহা দৃষ্ট নাহি হয় ॥
কালেরে নিমিত্ত করি কৃপা অবতার।
স্বতন্ত্র রূপেতে বিশ্ব সৃজিলা আবার ॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব র'য়েছে যেমন।
পূর্ব্বেও অব্যক্ত ভাবে আছিল তেমন ॥
ভবিষ্যতে এই ভাবে থাকে ত্রিভুবন।
অব্যক্ত ও অভিব্যক্ত বিভিন্ন দর্শন ॥
দুই ভাবে এই সৃষ্টি হ'তেছে সৃজন।
প্রকৃতি বিকৃত ভাব জেনো বিলক্ষণ ॥
প্রকৃতি বিকৃত ভেদে নববিধ হয়।
প্রকৃতির ভেদ হয় ছ-গুণ নিশ্চয় ॥
বিকৃত সৃষ্টির ভেদ তিন গুণ হয়।
এই নববিধ সৃষ্টি জানিও নিশ্চয় ॥
প্রলয় ত্রিবিধ আছে শুনহে অনুপ।
নিত্য নৈমিত্তিক আর প্রাকৃতিক রূপ ॥
কালকৃত যে প্রলয় 'নিত্য' নাম ঠিক।
রুদ্র কৃত যে প্রলয় তাহা 'নৈমিত্তিক' ॥
গুণকৃত যে প্রলয় শুন গুণধাম।
অন্তরে জানিও তার 'প্রাকৃতিক' নাম ॥
শুন হে বিদুর তুমি যে নয় প্রকার।
সৃষ্টি কথা কহিলাম নিকটে তোমার ॥
যে গুণে বৈষম্য হয় ভগবান্ হ'তে।
মহৎ নামেতে তাহা জ্ঞাত এ জগতে ॥
গুণের অধীন তাহা ভুবনে প্রকাশ।
সেই বস্তু প্রথমেতে সৃষ্টির আবাস ॥
যাহা হ'তে প্রকাশিত জ্ঞান সমুদয়।
যাহার প্রভাবে হয় ক্রিয়ার উদয় ॥
অহংতত্ত্ব কহে তারে যত জ্ঞানী জন।
তাহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি বিদুর সুজন ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত তন্মাত্র তাহার।
শব্দ স্পর্শ নামে খ্যাত ভুবন মাঝার॥
ইহারাই ভূতগণে করয়ে প্রকাশ।
তৃতীয় সৃষ্টির এই দিলাম আভাষ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃজন।
তাহাই চতুর্থ হয় শুন তপোধন॥
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যত দেবগণ।
আর যাহা সৃষ্ট হন সর্ব্বকর্ত্তা মন॥
বিচার করিয়া মনে ভাবি অবিরাম।
পঞ্চম যে সৃষ্টি ইহা শুন গুণধাম॥
পঞ্চ-বৃত্তি-রূপা যেই অবিদ্যা বিরাজে।
ষষ্ঠ সৃষ্টি হয় তাহা ত্রিভুবন মাঝে॥
ইহাতেই জীবদের বিক্ষেপাদি হয়।
অবুদ্ধিতে আচ্ছাদিত রহে সমুদয়॥
প্রাকৃত সৃষ্টির কথা বিদুর সুমতি।
আমার নিকটে তুমি শুনিলে সম্প্রতি॥
বৈকারিক সৃষ্টি কথা বলিব এখন।
নিরুদ্বেগ চিত্তে তুমি কর তা শ্রবণ॥
যে পরব্রহ্মের নাম করিলে শ্রবণ।
সংসারের ভয় দূর হয় সর্ব্বক্ষণ॥
রজোগুণধারী সেই বিশ্ববিধাতার।
এ সকল বিবরণ লীলা মাত্র তাঁর॥
স্থাবর নামেতে বস্তু প্রকাশ ভুবনে।
ছয় ভাগে বিরাজিত জ্ঞাত সর্ব্বজনে॥
বনস্পতি এক হয় ওষধি দ্বিতীয়।
চতুর্থেতে ত্বক্‌সার লতাতে তৃতীয়॥
বীরুধ পঞ্চম হয় দ্রুম-রূপে ছয়।
এই ত স্থাবর সৃষ্টি জানিহ নিশ্চয়॥
স্থাবর লক্ষণ কিবা শুন হে সুজন।
ঊর্দ্ধে আকর্ষিয়া খাদ্য ধরয়ে জীবন॥
অব্যক্ত চৈতন্য আছে তাহাদের মাঝে।
স্পর্শ জ্ঞান তাহাদের অন্তরে বিরাজে॥
নাহি কোন পরিমাণ একরূপ নয়।
সেই হেতু স্থাবরেতে নানা রূপ হয়॥
তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম লভি জীবগণ।
তির্য্যক্ লইয়া নাম অষ্টমে গণন॥
অষ্টমে তির্য্যক্ সৃষ্টি আটাশ প্রকার।
হিতাহিত নাহি জ্ঞান বিভিন্ন আকার॥
সততই আহারেতে উন্মত্ত সকলে।
আহার পাইলে তুষ্ট রহে সুকৌশলে॥
একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় এদের প্রবল।
তাহার সাহায্যে কার্য্য হয় অবিকল॥
গাভী ছাগ কৃষ্ণসার মহিষ গবয়।
শূকর রুরু ও মেষ উষ্ট্র সমুদয়॥
দ্বিশফ এদের নাম শুন হে বিদুর।
দুইটি করিয়া আছে তাহাদের খুর॥
অশ্ব অশ্বতর আদি গর্দ্দভ শরভ।
চমরী প্রভৃতি যত আছে জন্তু সব॥
ইহাদের পদে আছে একখানি খুর।
একশফ পশু এরা শুন হে বিদুর॥
কোন্ কোন্ জন্তুগণে পঞ্চনখ কয়।
শুন শুন কুরুশ্রেষ্ঠ কহি সমুদয়॥
কুকুর শশক বৃক শল্লক শৃগাল।
ব্যাঘ্র সিংহ হস্তী গোধা বানর বিড়াল॥
পাঁচটি করিয়া নখ ইহাদের আছে।
ইহারাই পঞ্চনখ কহি তব কাছে॥
মকরাদি জলচর শুন হে বিদুর।
কঙ্ক গৃধ্র শ্যেন বক ভল্লুক ময়ূর॥
চকোর সারস হংস আদি জীব যত।
খেচর বলিয়া তারা বিদিত সতত॥
এইতো তির্য্যক সৃষ্টি করিনু প্রকাশ।
অষ্টম গণনে সৃষ্টি বুঝিও আভাষ॥
অধোদেশে যেই প্রাণী করয়ে আহার।
মনুষ্য তাহার নাম নবম প্রকার॥
নবম বিকারে সৃষ্টি হইল মানব।
অতীব আশ্চর্য্য কথা শাস্ত্রেতে উদ্ভব॥
রজোগুণ বেশী রয় মানবের মাঝে।
সুখ দুঃখ ল'য়ে তাই তাহারা বিরাজে॥

নিয়তই কর্ম্মপর হয় সেই জন।
ক্ষণমাত্র কর্ম্মহীন নহে তো কখন॥
যে বৈকৃত সৃষ্টি কথা পূর্ব্বে কহিলাম।
উল্লিখিত তিন রূপ শুন গুণধাম॥
এই তিন মাত্র হয় সৃষ্টির বিকার।
বৈকৃতেই দেব-সৃষ্টি জানিবে প্রকার॥
সনক প্রভৃতি যত মুনি গুণাধার।
প্রাকৃত বৈকৃত তাঁরা উভয় প্রকার॥
দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব এই গুণদ্বয়।
সে সব মুনির মাঝে নিরন্তর রয়॥
অষ্টবিধ দেব-সৃষ্টি বিকারে প্রকাশ।
শুনহ বিদুর তার কিঞ্চিৎ আভাষ॥
দেবতা অসুর পিতৃ গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
চারিরূপে ইহাদের গণি নিরন্তর॥
পঞ্চমে রাক্ষস যক্ষ গণনার সার।
বুঝহ আপনে বাছা করিয়া বিচার॥
ষষ্ঠে ভূত প্রেত আর পিশাচ চারণ।
সিদ্ধ আর বিদ্যাধর সপ্তম গণন॥
অশ্বমুখ কিম্পুরুষ অষ্টম বিধান।
এই আটজনে দেব কর অনুমান॥
আর দুই দেব-সৃষ্টি পূর্ব্বে প্রকাশিনু।
সনৎকুমার নামে যাহারে কহিনু॥
ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাতা পূর্ব্বে পরিচয়।
একত্রেতে দশবিধ দেবের নিশ্চয়॥
অপূর্ব্ব সৃষ্টির কথা করিনু বর্ণন।
মন দিয়া সেই কথা করিলে শ্রবণ॥
অতঃপর কহি বাছা বংশ মন্বন্তর।
শুন বৎস হ'য়ে তুমি নিবিষ্ট অন্তর॥
কল্পের আদিতে হরি সৃষ্টিকর্ত্তা হ'য়ে।
সৃজনের অভিলাষে রজোগুণ ল'য়ে॥
নিজেরে নিজের দ্বারা করিলা সৃজন।
সঙ্কল্প তাঁহার নহে ব্যর্থ কদাচন॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
অপরূপ লীলা-কথা পবিত্র আধার॥

ইতি মৈত্রেয় মীমাংসা ও সৃষ্টিভেদ কথা।

দশম অধ্যায়

কাল ও মন্বন্তর নিরূপণ কথা

সূত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন।
কাল-পরিমাণ-কথা কহি বিবরণ॥
অতীব আশ্চর্য্য কথা কাল-পরিমাণ।
যেমতে কহেন শুক নৃপ বিদ্যমান॥
শুক কহে নরবরে শুন নরপতি।
কালের বিভাগ কিছু কহিব সম্প্রতি॥
যেমতে মৈত্রেয় কন বিদুর সকাশ।
করিব সে কাল-কথা তোমায় প্রকাশ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুর সুজনে।
শুন বৎস কাল-নাম অবহিত মনে॥
অতি অপরূপ কথা কাল-পরিমাণ।
যাহাতে হতেছে সৃষ্টি বিলীন বিধান॥
একে একে সেই কাল করিব গোচর।
শুন বৎস একমনে যেমত উত্তর॥
এই যে হেরিছ সৃষ্টি কর এসে ভাগ।
যত বুদ্ধি ধর তুমি যত অনুরাগ॥
করিতে করিতে শেষে অতীব ভাজন।
এমন পদার্থ অংশ রহিবে যখন॥
চরম পদার্থ তাহা জানিবে কারণ।
নাহিক স্থূলত্ব বেধ নাহিক বেষ্টন॥

অভাজিত বস্তু তাহা সবার কারণ।
না পায় দেখিতে তাহা মানব-নয়ন ॥
কাহার সহিত তার নাহিক মিশ্রণ।
নাহি তাহে কোন কার্য্য হয় প্রকাশন ॥
তাহাতে না হয় কোন অবস্থা আভাষ।
তাহাতে না হয় কোন কার্য্যের প্রকাশ ॥
সকল অবস্থা তার হয় অপগত।
তথাপি সে বিদ্যমান রহে অবিরত ॥
তাহারেই নিত্য বস্তু জ্ঞানী জনে কয়।
পরমাণু নাম তার জানিও নিশ্চয় ॥
পরমাণু সমষ্টিতে জগৎ সৃজন।
কারণ রূপেতে তাহা সর্ব্বত্র স্থাপন ॥
যোগ বিনা বুঝে তায় হেন সাধ্য কার।
কত জীবে কত দেহ তাহাতে প্রচার ॥
যবে পরমাণু হয় কার্য্যেতে প্রকাশ।
কার সাধ্য সে ঐক্যের বুঝিবে আভাষ ॥
সেই সৎ বস্তু বহে বিজ্ঞান বিধান।
যাহার বিকার নাই সদা বিদ্যমান ॥
চরম অবস্থা তার পরমাণু নাম।
হেন অবস্থায় তাহা অদৃশ্য অনাম ॥
যবে পরমাণু হয় বহুতে মিলিত।
অবস্থা অন্তর তার হয় সুবিদিত ॥
অবস্থা অন্তর যবে প্রাপ্ত নাহি হয়।
স্বরূপেতে অবস্থান করে যে সময় ॥
তখন যে ঐক্য রহে শুন গুণধাম।
পরম মহান্ তার হয় এই নাম ॥
পরমাণু স্থূলে হয় পরম মহান্।
সূক্ষ্মভাবে তারে কর পরমাণু জ্ঞান ॥
এক কথা এই স্থানে শুন সাধুবর।
ইহাতে বুঝিতে হবে কালের গোচর ॥
বস্তুর অবস্থা হ'তে কালের বিচার।
সূক্ষ্মকাল পরমাণু নাম হয় তার ॥
স্থূলভেদে যথা নাম পরম মহান্।
কালের তাহাই নাম বুঝ জ্ঞানবান্ ॥
পরমাণু আদি দ্বারা কাল সুনিশ্চয়।
সূক্ষ্ম স্থূল মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত সদা হয় ॥
স্থূল সূক্ষ্ম কালভেদে নামের কারণ।
কহিলাম তব কাছে ওহে সাধুজন ॥
আর এক তত্ত্বকথা শুনহ বিদুর।
ইহাতে সংশয় তব হইবেক দূর ॥
শুনেছ অনেক শাস্ত্রে শ্রীহরি দর্শন।
অব্যক্ত ভাবেতে যথা রহেন সে জন ॥
কেমনে অব্যক্ত ভাব করিব প্রকাশ।
শুনিয়া মিটিবে তব হৃদয়ের আশ ॥
অব্যক্ত এ পরমাণু শাস্ত্রে সুপ্রকাশ।
তাহাতেই সেই বিভু হয়েন বিকাশ ॥
অব্যক্ত প্রকাশ হ'লে অব্যক্ত গণন।
সেহেতু অব্যক্ত স্থিতি কহে জ্ঞানী জন ॥
অব্যক্ত যখন ব্যক্ত সংসার মাঝারে।
তার সহ সেই বিভু প্রকাশ সংসারে ॥
এইরূপ লীলা তাঁর মহালীলাময়।
অতীব আশ্চর্য্য কথা বিচারেতে হয় ॥
পরমাণু তার নাম পরম মহান্।
পাইলেন আগে কাল অবস্থা বিধান ॥
দুই পরমাণু যবে এক সাথে মিলে।
এক অণু বলি তাহা বিদিত নিখিলে ॥
ত্রসরেণু হয় তিন অণুর মিলনে।
দেখা যায় এই বস্তু মানব-নয়নে ॥
অতিশয় লঘু ইহা উড়য়ে গগনে।
দেখা যায় ছিদ্র মধ্যে সূর্য্যের কিরণে ॥
এই ত্রসরেণু যেই কালে ভোগ করে।
তিন গুণ হ'লে ত্রুটী নাম তাহা ধরে ॥
শতেক ত্রুটীতে কাল বেধ নাম পায়।
তিন বেধে এক লব কাল গণা যায় ॥
তিন লবে গণা হয় একই নিমেষ।
নিমেষ-ত্রয়েতে ক্ষণ বিচারি বিশেষ ॥
পঞ্চ ক্ষণে এক কাষ্ঠা কালের বিচার।
পঞ্চদশ কাষ্ঠা যাহা লঘু নাম তার ॥

পঞ্চদশ লঘু ল'য়ে করিলে গণন।
নাড়ী বা হইবে দণ্ড শুন হে সুজন॥
দুই দণ্ড এক সাথে মিলিবে যখন।
মুহূর্ত্ত তাহার নাম জ্যোতিষ বচন॥
ছয় সাত দণ্ড যবে মিলে এক সাথে।
একটি প্রহর সদা হইবে তাহাতে॥
এই যে প্রহর শুন বিদুর সদয়।
দিন বা রাতের তাহা চতুর্থাংশ হয়॥
অপর গণনা এক শুনহ বিদুর।
নাড়ীর সংশয় তাহা হইবেক দূর॥
ল'য়ে ছয় পল তাম্র গঠিলে আধার।
যে পাত্র হইবে শুন তাহার বিচার॥
চারি মাষা স্বর্ণে গঠি শলাকা সুন্দর।
প্রবেশিতে পারে হেন ছিদ্র পাত্রে কর॥
শলাকা দীর্ঘেতে হবে অঙ্গুল চতুর।
তাহার সে সূক্ষ্ম ব্যাস ছিদ্র মধ্যে পূর॥
ছ'পলে গঠিয়া পাত্র ছিদ্র হবে হেন।
এক প্রস্থ জল তার মধ্যে ধরে যেন॥
নিম্নেতে করিয়া ছিদ্র বসায়ে বারিতে।
দেখিবে বসিয়া বারি তাহাতে পূরিতে॥
পাত্রটি পূরাতে কাল লবে যতক্ষণ।
নাড়ী পরিমাণ তাহা বিদুর সুজন॥
যাহারে প্রহর কয় যাম তারে কয়।
তার অষ্টগুণে দিবা রাত্রি সুনিশ্চয়॥
চারি প্রহরেতে দিবা চারিতে রজনী।
মর্ত্ত্যবাসী নরপক্ষে কাল হেন গণি॥
দিবারাত্র মিলি এক অহোরাত্র হয়।
দিবস বা দিন তাহে কেহ কেহ কয়॥
পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষের বিচার।
দুই পক্ষ শুক্ল কৃষ্ণ আছয়ে বিস্তার॥
দুই পক্ষে এক মাস শুন মতিমান।
পিতৃলোকে তাহা দিবারাত্রের সমান॥
দুই মাসে এক ঋতু মানবের হয়।
জ্যোতিষের কথা ইহা সিদ্ধ সুনিশ্চয়॥
ছয় মাসে শুন মুনি হয় সে অয়ন।
দক্ষিণ উত্তর রূপে তাহার গণন॥
অয়ন দুয়েতে এক বছর প্রমাণ।
দেবলোকে এক অহোরাত্রের সমান॥
এইরূপ শত বর্ষে শুন তপোধন।
পরমায়ু শেষ হয় মানব জীবন॥
এমতে কহিনু বৎস কালের সন্ধান।
বুঝহ আপন মনে ইহার প্রমাণ॥
আছে এক চক্র বাছা কালচক্র নাম।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন গুণধাম॥
চন্দ্র সূর্য্য নামে যত গ্রহ সমুদয়।
অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ও ধ্রুবতারাচয়॥
সকলেই কালচক্রে হ'তেছে ঘূর্ণন।
সকল উপরে হন কাল সুশোভন॥
পরমাণু হ'তে ক্রমে স্থুল স্থূলতর।
কালচক্রে যত গ্রহ কহিনু বিস্তর॥
ইহারে জগৎ কয় জ্ঞানীর বচন।
বছরে বছরে কাল করেন ভ্রমণ॥
ইহাতেই জানা যায় বৎসরের শেষ।
তাহাতেই কাল-জ্ঞান হয় সবিশেষ॥
পাঁচ ভাগে এ জগতে বছর ভাজিত।
একে একে হে বিদুর করিব বর্ণিত॥
সংবৎসর রূপে এক পরিজ্ঞাত হয়।
পরি ইদা অনু আর বৎসর নিচয়॥
এই পাঁচ রূপে বর্ষ হয় বিভাজিত।
আরো বিবরণ শুন হ'য়ে অবহিত॥
এই যে হেরিছ সূর্য্য আপন নয়নে।
তোজোরূপী মহাভূত জ্ঞানীর গণনে॥
সবার প্রকাশ-কর্ত্তা আপনি তপন।
সবার মনের ভ্রম করেন হরণ॥
ভ্রম দূর করি তিনি সাক্ষীরূপী হ'য়ে।
জীবের মঙ্গল দেন অন্তরীক্ষে র'য়ে॥
তোজোবলে পরমায়ু করি তিনি হ্রাস।
জীবের বিষয়াসক্তি করেন বিনাশ॥

বিষয়াসক্তির নামে মুক্তি অনুভব ।
অপরূপ গুণ তাঁর মহা-তেজোভব ॥
নিবৃত্তি পক্ষের কর্ত্তা কহিনু তপন ।
সকাম পুরুষ পক্ষে বুঝিও সুজন ॥
যত যজ্ঞ যত কর্ম্ম করে জীবগণ ।
গুণময় স্বর্গ দেন তাহারে তপন ॥
তিনিই স্বর্গের ফল করেন বিস্তার ।
তিনিই সংসারিগণে করেন নিস্তার ॥
আপন তেজেতে সেই কালাত্মা তপন ।
বীজে অঙ্কুরিত করি জীবেতে জনন ॥
নানামতে নানা বস্তু কার্য্যান্বিত করি ।
অন্তরীক্ষে রহিছেন আপন বিহারি ॥
তাঁহা হ'তে কালভেদে গণিছ বৎসর ।
নমস্কার কর দেব সেই পরাৎপর ॥
সকলে তাঁহার পূজা কর বিধিমতে ।
হেন উপদেশ গ্রাহ্য করহ সুমতে ॥
মৈত্রেয়-বচন হেন শুনি চমৎকার ।
বিদুর জিজ্ঞাসা তাঁরে করে পুনর্ব্বার ॥
ধন্য ধন্য হে মৈত্রেয় জ্ঞানের আধার ।
কালের মীমাংসা কিছু বুঝিলাম সার ॥
মহাভাগ্যবান বলি হেন গুরু পাই ।
উত্তম সংবাদ লভি হৃদয় জুড়াই ॥
যে রূপ করিলে দেব পূর্ব্বেতে বর্ণন ।
তাহাতে বুঝিনু মাত্র এরূপ বচন ॥
পিতৃলোক পরমায়ু দেব ও মানব ।
যাহার যেমন আয়ু কালেতে সম্ভব ॥
এক প্রশ্ন এই স্থানে হইল উদয় ।
উত্তর করিয়া গুরো নাশহ সংশয় ॥
যে সকল জ্ঞানী জন শুন মহাপ্রাণ ।
মহর্লোক প্রভৃতিতে করে অবস্থান ॥
কিরূপ তাঁদের গতি ওহে যোগিরাজ ।
কৃপা করি সেই কথা কহ মোরে আজ ॥
কি কব গুণের কথা তুমি ভগবান্ ।
যোগযুক্ত অন্তশ্চক্ষু তোমাতে বিধান ॥
যোগবলে অন্তরেতে সকলি দেখিছ ।
কালাত্মক শ্রীহরির গতিও বুঝিছ ॥
তুমি অতি ধীরমতি অতি জ্ঞানবান্ ।
কৃপা করি মোরে তুমি কর জ্ঞান দান ॥
বিদুরের বদনেতে এই কথা শুনি ।
অতি তুষ্ট হইলেন শ্রীমৈত্রেয় মুনি ॥
তুষিয়া বিদুরে তবে সুমিষ্ট বচনে ।
উত্তর করেন ক্রমে প্রসন্ন বদনে ॥
শুনহ বিদুর বৎস হ'য়ে অবহিত ।
যেমনেতে মন্বন্তর হয় সমাহিত ॥
তাহাতে জানিতে পাবে পূর্ব্বের কথন ।
কেমনে করেন স্থিতি যত জ্ঞানী জন ॥
এ সংসারে চারি যুগ আছে শুন বলি ।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি অবশেষে কলি ॥
নর-মাঝে সুগণিত যুগ-চতুষ্টয় ।
ইহাতেই সর্ব্বস্থিতি জ্ঞানী জনে কয় ॥
সত্য ত্রেতা কলি আর দ্বাপর গণন ।
এই চারি যুগ হয় ভুবনে শোভন ॥
মানবের পক্ষে বিধি এইমত হয় ।
ইহাতেই দেব-সংখ্যা শুন মহাশয় ॥
চারি যুগ সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা-অংশ সাথে ।
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ দিব্য গণনাতে ॥
হাজারে গণিলে চারি যত কাল হয় ।
সত্যের প্রমাণ তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নামে দুই বিধি রয় ।
প্রতিযুগে আদ্যে অন্তে প্রকাশিত হয় ॥
শতেরে গণিলে চারি হয় চারি শত ।
সত্যের এতেক সন্ধ্যা জ্যোতিষের মত ॥
শতেরে গণিয়া চারি হ'লে চারিশত ।
সত্যের সন্ধ্যাংশ হয় জ্ঞানীর সম্মত ॥
ত্রেতার সহস্র তিন বৎসর গণন ।
ত্রিশত সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা নিরূপণ ॥
দ্বি-সহস্র বর্ষে হয় দ্বাপর গণন ।
দ্বিশত-সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা নিরূপণ ॥

সহস্রেক পরিমাণ কলিযুগে হয়।
শতেক সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা সুনিশ্চয়॥
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ মধ্যে যত কাল রয়।
জ্ঞানী জনে সেই কালে মহাযুগ কয়॥
ওই কাল মধ্যে যত ধর্ম্ম কর্ম্ম স্থির।
করিছেন স্মৃতিমত যতেক সুধীর॥
সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম মহারাজ।
মানবের পূর্ণরূপে ধর্ম্মেতে বিরাজ॥
যুগ-ভেদে এক পদ ধর্ম্ম পায় ক্ষয়।
ইহাতেই ধর্ম্ম ন্যূন জানিবে নিশ্চয়॥
বিদুর এতেক কথা করিলে শ্রবণ।
ইহাতে মানব-দেব কাল বিজ্ঞাপন॥
ব্রহ্মলোক কাল অংশ আছয়ে প্রকাশ।
শুনহ প্রকাশ তার দিতেছি আভাষ॥
তিন লোকে হেন বিধি রহে বিদ্যমান।
মনেতে বিচারি বুঝ বিদুর বিদ্বান্॥
ত্রিলোক বাহিরে বৎস আছে এক ধাম।
অতি মনোহর লোক মহর্লোক নাম॥
তদূর্দ্ধে ক্রমেতে দেখা যায় ব্রহ্মলোক।
এইরূপে পূর্ণ হয় যতেক গোলোক॥
ভুবনের চারি যুগে যত কাল হয়।
তাহাতেই এক যুগ দেবলোকে কয়॥
তেমন সহস্র যুগে এক ব্রহ্মদিন।
সেইরূপ পরিমাণ রজনী প্রবীণ॥
নিশায় আপনি ব্রহ্মা করেন শয়ন।
ভাঙ্গিলে আপনি নিদ্রা সৃষ্টিকার্য্যে মন॥
যখন আপনি নিশা হয় অবসান।
তখনি আরম্ভ সৃষ্টি ব্রহ্মার বিধান॥
ক্রমেতে যতই হয় দিবার প্রকাশ।
ততই সৃষ্টির ক্রিয়া হয় সুপ্রকাশ॥
চতুর্দ্দশ সংখ্যা মনু যতদিন হয়।
ব্রহ্মার এ সৃষ্টি কার্য্য ততদিন রয়॥
ভুবনে যতেক কালে এক যুগ হয়।
চারি যুগে এক যুগ মনুর নিশ্চয়॥
তথা একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর।
এক মনু রাজা রন পৃথিবী-ভিতর॥
এইরূপে এক গিয়া অন্য মনু হয়।
তাহার কালের সংখ্যা পূর্ব্বমত রয়॥
তাহার নিধনে পুনঃ নব মনু রয়।
তাহার রাজ্যের কার্য্য পূর্ব্বের নিশ্চয়॥
এই ভাবে চতুর্দ্দশ মনু অধিপতি।
ভুবনে করিলে রাজ্য ব্রহ্মার সন্ততি॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর আর শাস্ত্রে কয়।
তাহাই ব্রহ্মার দিন শুন মহাশয়॥
আর এক কথা বলি শুনহ বিদুর।
প্রতি মন্বন্তরে জন্মে কত ঋষি সুর॥
কত বা সুরেশ আর গন্ধর্ব্ব গণন।
কত প্রজা কত রাজা না যায় কথন॥
মন্বন্তর সহ সব আপনি বিলয়।
এই তো শাস্ত্রের কথা শুন মহাশয়॥
সুবোধ রচিল গীত ভারতের সার।
মন্বন্তর কাল-ব্যাখ্যা অমৃত-আধার॥

ইতি কাল ও মন্বন্তর নিরূপণ কথা।

ব্রহ্মার সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ

সূত কন শৌনকেরে শুন মুনিবর।
পুণ্য ভাগবত-কথা কহি অতঃপর॥
সম্বোধি কহেন শুক পাণ্ডু-বংশধরে।
শুন রাজা পরীক্ষিত যাহা কহি পরে॥
এত বলি বিদুরেরে মৈত্র ঋষিবর।
ব্রহ্মসৃষ্টি-কথা কিছু করেন গোচর॥
শুন সেই কথা রাজা অতি চমৎকার।
শ্রীহরির গুণকথা অতি পুণ্যাধার॥

মৈত্রেয় সম্বোধি তবে বিদুর প্রবরে ।
কহিলেন মিষ্টভাষে আনন্দের ভরে ॥
শুনহ বিদুর বৎস ব্রহ্মসৃষ্টি-কথা ।
শুনিলে ঘুচিবে তব সংসারের ব্যথা ॥
যেমতে কহিনু এবে দিবস রজনী ।
এইরূপে সব সৃষ্টি হয় রে বাছনি ॥
সকলি ব্রহ্মার সৃষ্টি জ্ঞানী জনে কয় ।
জগতে প্রজার সৃষ্টি এইরূপে হয় ॥
কি তির্য্যক্ কি মনুষ্য দেব পিতৃগণ ।
সেই কালে কর্ম্মমতে হয়েন সৃজন ।
পূর্ব্ব-কর্ম্মে যার যত হয় কর্ম্মফল ।
সেইমতে ইহলোকে জনমে সকল ॥
এই যে ব্রহ্মার সৃষ্টি কহি মহাজন ।
ইহাতেই ভগবান্ আবির্ভূত হন ॥
সেই সৃষ্টি করিবারে পালন-রক্ষণ ।
মন্বাদি রূপেতে হরি প্রকাশিত হন ॥
মায়াময়-রূপে হরি ভূমে অবতরি ।
পালেন ব্রহ্মার প্রজা দিবা-বিভাবরী ॥
ইহাকেই অবতার শাস্ত্র-মাঝে কয় ।
কারণ হরির সত্তা মন্বাদিতে রয় ॥
নতুবা কাহার তেজে পুরুষার্থ পাই ।
মন্বাদি সংসার রক্ষা করে সর্ব্বদাই ॥
এই তো ব্রহ্মার সৃষ্টি করিনু বিধান ।
ভগবান্ তাহে সদা রন বিদ্যমান ॥
ব্রহ্মার সৃষ্টির কথা শুনিলে এখন ।
প্রলয়ে হরির কার্য্য শুন দিয়া মন ॥
অনন্তর দিবা যবে হয় অবসান ।
তমোগুণ আশ্রয়েতে হরি ভগবান্ ॥
নিজের বিক্রম আর তেজ অগণন ।
ক্রমে ক্রমে পুনরায় করেন হরণ ॥
সে সময়ে কালবশে জীব-সমুদয় ।
তাঁহার মাঝারে আসি প্রবিষ্ট যে হয় ॥
তখন শ্রীভগবান্ শুন তপোধন ।
নিশ্চেষ্ট হইয়া তিনি তূষ্ণীম্ভাবে রন ॥
ক্রমে যবে ব্রহ্মনিশা হয় সমাগত ।
নিদ্রাঘোরে ব্রহ্মা স্থির শাস্ত্র সুসম্মত ॥
আসিয়া রাক্ষসী নিশা তমোময়ী হ’য়ে ।
হ’য়ে বলবান্ জ্যোতিঃ ত্রিলোক গ্রাসয়ে ॥
ঘোর অট্টহাসে বিশ্ব করিয়া গরাস ।
প্রলয় করেন তিনি জীবের তরাস ॥
চন্দ্র হয় জ্যোতিঃশূন্য নক্ষত্রের সহ ।
চির-অমাবস্যা যেন জগতের গ্রহ ॥
সূর্য্য হয় তেজোহীন ঘন অন্ধকারে ।
লোকত্রয় তিরোহিত হয় একেবারে ॥
হেরিয়া প্রলয়-কাল দেব নারায়ণ ।
ধরেন আপন রূপ নামে সংকর্ষণ ॥
ভীষণ সে রূপ হয় অগ্নি জ্বালাময় ।
কোটী কোটী রবি যেন অঙ্গেতে শোভয় ॥
মুখেতে শোভয় যেন অর্ব্বুদ তপন ।
ভীষণ কিরণ জাল তাহে প্রকাশন ॥
প্রচণ্ড দাবাগ্নি যেন হইয়া প্রকাশ ।
অবহেলে করে সর্ব্ব কানন গরাস ॥
লোমে লোমে কত সূর্য্য কত তেজ তার ।
প্রতি তেজে বিশ্ব দগ্ধ এ হেন বিচার ॥
এমন প্রলয়-মূর্ত্তি দেব সংকর্ষণ ।
মুখাগ্নির দ্বারা বিশ্ব করেন দহন ॥
এইরূপে সেই অগ্নি দহিলে ভুবন ।
আর তিন লোক প্রজা স্থাবর-জঙ্গম ॥
তেজের প্রখর তাপে মহর্লোক-বাসী ।
ভৃগু আদি যত ঋষি সদা দুঃখে ভাসি ॥
পীড়িত হইয়া তারা না হেরি উপায় ।
মহর্লোক ত্যাগ করি জনলোকে যায় ॥
সংকর্ষণ মুখাগ্নিতে দগ্ধ বিশ্বভার ।
ক্রমেতে সকলি হয় আপনি অসার ॥
সব হয় জলময় নাহি দিক্‌দেশ ।
ঘোর অন্ধকারে ব্যাপ্ত নাহি তার শেষ ॥
ক্রমেতে কল্পান্ত যেন হ’য়ে ক্রুদ্ধ অতি ।
প্রলয় প্লাবনে সৃষ্টি বিনাশিতে মতি ॥

আনন্দে প্রলয় বায়ু করয়ে বিহার।
অতি বেগবান্ তাহা অতি সুবিস্তার॥
বায়ু বেগে বৃদ্ধি পেয়ে সাগরের জল।
সুমেরু সমান ঢেউ গ্রাসে স্থলাস্থল॥
উত্তাল তরঙ্গ সেই ভীষণ দর্শন।
প্লাবিত করিয়া ফেলে এ তিন ভুবন॥
সেইকালে নারায়ণ নাগলোকে গিয়া।
অনন্ত-শয্যায় সুখে থাকেন শুইয়া॥
কিবা সে বিশ্রান্ত মূর্ত্তি বলিব কেমনে।
নিমীলিত আঁখিদ্বয় নিদ্রার কারণে॥
প্রলয়-জলধি-জলে অনন্ত শয্যায়।
সুপ্ত রন নারায়ণ যোগের নিদ্রায়॥
অতি অপরূপ শোভা ভাবহ বিদুর।
হৃদয়ে চিন্তিলে দুঃখ হয় সদা দূর॥
একে ত প্রলয়-বারি তরঙ্গে আকুল।
তাহাতে ঘুরিছে বায়ু তেজে সমাকুল॥
তাহে ঘোর অন্ধকার প্রলয় সময়।
প্রলয় গর্জ্জন তাহে ক্ষণে ক্ষণে হয়॥
যেন ক্রোধে সংকর্ষণ করেন চীৎকার।
সেই ভয়ে যেন বিশ্ব হ'তেছে সংহার॥
শত শত উল্কাপাত বিদ্যুতের জ্বালা।
শত শত বজ্রনাদ হুঙ্কারের মালা॥
শত শত গ্রহপিণ্ড ঋক্ষ অগণন।
সংকর্ষণ মুখাগ্নিতে হ'তেছে দহন॥
তাহার শব্দেতে ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণ।
বাসুকি তাহাতে ভীত বিষণ্ণ আনন॥
যত ছিল মহাশক্তি শ্রীহরি-সকাশ।
প্রলয়ে তাঁহার অঙ্গে লইলা আবাস॥
এ হেন সময়ে হরি নিজ মায়া হরে।
বিশ্রামের লাগি যান অনন্ত উপরে॥
অনন্ত আপন দেহে শয্যা বিরচিয়া।
শ্রীহরিরে তদুপরে রাখে শোয়াইয়া॥
কিবা পুণ্যবান্ সেই নাগ অধিপতি।
আপনার অঙ্গে হরি রাখে দিবারাতি॥
সুন্দরী নাগের বধূ রূপে অতুলন।
শোভিত মস্তকে চারু কবরী বন্ধন॥
কমল বরণ আর কমল ভূষণ।
হস্তেতে সকলে করি চামর গ্রহণ॥
রুনু ঝুনু শব্দে সবে দিতেছে ব্যজন।
কেহবা শ্রীহরি-পদ সেবে অনুক্ষণ॥
ধন্য ধন্য নাগ বধূ ধন্য সে জীবন।
ধন্য সে নাগের জন্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠজন॥
তা না হ'লে হরিপদ সেবিবারে পায়।
ধরিয়া নশ্বর জন্ম বেষ্টিত মায়ায়॥
হেন ভাবে হরি তবে করিলে শয়ান।
জনলোকে ভৃগু-আদি করেন প্রস্থান॥
সংকর্ষণ তেজে তাঁরা হত বিশ্ব হেরি।
ইচ্ছেন সকলে যেতে যথায় শ্রীহরি॥
অনন্ত-শয্যায় যথা শ্রীহরি-শয়ন।
ভৃগু আদি ঋষি তথা করেন গমন॥
হরির নিকটে গিয়া ভৃগু আদি ঋষি।
শুদ্ধ নারায়ণ-স্তব করে দিবানিশি॥
এই যে কহিনু বাছা প্রলয়-বিজ্ঞান।
ইহাতেই ব্রহ্মা দিবা নিশি বিদ্যমান॥
হেন দিবা নিশি মতে শতবর্ষ গণি।
ব্রহ্মার আয়ুর সংখ্যা দেন দেবমণি॥
এই আয়ু দুই ভাগে হয় বিভাজন।
পরার্দ্ধ উভয় নাম দেয় বিজ্ঞগণ॥
একই পরার্দ্ধ অন্তে হইবে প্রলয়।
তাহারেই প্রথমার্দ্ধ জ্ঞানী জনে কয়॥
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ পুনঃ সৃষ্টি বিরচন।
এইরূপে জগতের ধ্বংস ও গঠন॥
প্রথম পরার্দ্ধ ধরে ব্রহ্মকল্প নাম।
মহাকল্প এই কাল সর্ব্ব-শিরোধাম॥
ইহাতে প্রকাশ ব্রহ্মা নাম শব্দময়।
জ্ঞানিজন-বাক্য ইহা বুঝিও নিশ্চয়॥
এই কল্প অবশেষে পাদ্মকল্প হয়।
পাদ্মকল্পে প্রজাপতি ব্রহ্ম জন্ম লয়॥

সেইকালে নারায়ণ-নাভি-সরোবরে ।
ত্রিলোক সমান পদ্ম আপনি বিহরে ॥
তাহাতেই প্রকাশিত পদ্মাসন হন ।
পাদ্মকল্পে তাহে ব্রহ্মা নামে পদ্মাসন ॥
দ্বিতীয় পরার্দ্ধে যেই কল্পের প্রকাশ ।
বারাহ তাহার নাম দিতেছি আভাস ॥
এই কল্পে সেই হরি হইয়া শূকর ।
উদ্ধার করেন মহী অতি সুখকর ॥
এই যে ব্রহ্মার সৃষ্টি অতীব শোভন ।
প্রথম পরার্দ্ধ তারে কহে জ্ঞানিজন ॥
সেইকালে সৃষ্টি হয় প্রলয়ে বিলয় ।
তাঁহারেই দ্বিপরার্দ্ধ জ্ঞানী জনে কয় ॥
এত সংখ্যা কাল হয় হরির নিমেষ ।
বুঝিতে এ হেন মায়া কার সাধ্য শেষ ॥
তাই বলি ঈশ্বরের কে বুঝে মহিমা ।
কত কাল কোন্ ভাবে সে বিশ্বের সীমা ॥
এই বিশ্ব সৃষ্টি আর লয়রূপী কাল ।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় সে দুঃখ বিশাল ॥
অণু হ'তে একে একে দ্বিপরার্দ্ধ গুণি ।
কত বল ধরে কাল নাহি জানি মুনি ॥
এমন প্রলয়-কাল ব্রহ্মাণ্ড গরাসে ।
দ্বিপরার্দ্ধ নামে জীব কাঁপয়ে তরাসে ॥
সেইকাল শ্রীহরিরে নারে নিমগন ।
কার সাধ্য বশীভূত করে নারায়ণ ॥
এমন সুন্দর বিশ্ব ব্রহ্মসৃষ্টি হয় ।
ইহাদের হরে সেই কাল মহাশয় ॥
এক যুক্তি আছে মাত্র হরিকথা সার ।
হরিরে না পারে কাল করিতে সংহার ॥
যেই জীব হরি ত্যজি করে অভিমান ।
আপনার দেহ গৃহ স্বজনের জ্ঞান ॥
মায়া তার জ্ঞানচক্ষু করে আবরণ ।
কালে তার আয়ু ক্রমে করয়ে হরণ ॥
হরির কতই বল কিবা পরিমাণ ।
কেমনে বিচার তার হইবে বিধান ॥
যোগবলে যাহা সিদ্ধ বেদেতে বিহিত ।
তাহাই বিদুর শুন ইহাতে নিশ্চিত ॥
অষ্টরূপ প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার ।
ব্রহ্মাণ্ড আবদ্ধ রয় তাতে অনিবার ॥
যোজন পঞ্চাশ কোটী উদরে বিস্তার ।
তাহাতেই অণ্ডকোষ ব্রহ্মাণ্ড আকার ॥
পৃথিবী প্রভৃতি নামে সপ্ত আবরণ ।
তাহার বাহির ভাগে রহে অনুক্ষণ ॥
ব্রহ্মাণ্ড হইতে সেই আবরণচয় ।
পরিমাণে দশগুণ অধিক যে হয় ॥
এ হেন ব্রহ্মাণ্ড রহে পরমাণু-রূপে ।
কোটী কোটী গণনায় সেই বিশ্ব-ভূপে ॥
কোথায় সে কাল লাগে হরির নিকট ।
হরির নিকটে নাহি কিছুই সঙ্কট ॥
হেন ভাবে অনুমানি পণ্ডিত সুজন ।
হরিরে কহেন সর্ব্ব-করণ-কারণ ॥
সর্ব্ব বৃহত্তম তাই নাম ব্রহ্মবর ।
সকলের শ্রেষ্ঠ বলি নাম সে ঈশ্বর ॥
অক্ষর পরম ব্রহ্ম ত্রিভুবন-ভূপ ।
পরম পুরুষ তিনি বিষ্ণুর স্বরূপ ॥
অতএব হে বিদুর ভাব সেই জনে ।
কালই মহিমা তাঁর জ্ঞানীর বচনে ॥
ব্রহ্মসৃষ্টি সহ কাল ক'রেছি আখ্যান ।
বুঝ বৎস মনে মনে ইহার বিধান ।
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
বিদুর-মৈত্রেয় কথা করিয়া বিস্তার ॥

ইতি ব্রহ্মার সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ ।

একাদশ অধ্যায়

প্রজা সৃষ্টি, রুদ্র সৃষ্টি ও ভৃগ্বাদি প্রজাপতির কথা

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
পুণ্য ভাগবত-কথা করহ শ্রবণ॥
যে শুনিবে একমনে ভাগবত-বাণী।
সুস্থির হইবে তার মায়াময় প্রাণী॥
শুক-মুখামৃত সার অমৃত উপায়।
শুনিলে এ হেন শাস্ত্র জীবে মোক্ষ পায়॥
এত কহি বিদুরেরে মৈত্রেয় সুজন।
তুষিয়া কহেন পরে প্রজা-বিবরণ॥
কেমনে হইল প্রজা বিশ্বে মায়াময়।
সেই কথা শুন শুন ঋষি মহাশয়॥
সেই কথা শুকদেব কহেন সাদরে।
সম্ভাষিয়া সুভাষণে পাণ্ডু-বংশধরে॥
শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন্।
প্রজা-সৃষ্টি কথাযুক্ত মৈত্রেয়-বচন॥
মৈত্রেয় কহেন পুনঃ বিদুর মুনিরে।
শুন বাছা প্রজা-সৃষ্টি কহি ধীরে ধীরে॥
কালের মহিমা তোমা করিনু কীর্ত্তন।
কেমনে হইল প্রজা করহ শ্রবণ॥
প্রজাপতি-লীলা-কথা অতি সুমধুর।
শুনিলে বৈরাগ্য বাড়ে পাপ হয় দূর॥
প্রলয় হইলে গত শ্রীমধুসূদন।
করিলেন নিজে ইচ্ছা করিতে সৃজন॥
সৃজেন প্রথমে ব্রহ্মা দেব ভগবান্।
পাঁচটি প্রধান সৃষ্টি বেদের বিধান॥
তামিস্র অন্ধতামিস্র মহামোহ আর।
তম মোহ সহ পাঁচ করিয়া বিচার॥
অবিদ্যা সৃষ্টিই এরে কহে বুধগণ।
মায়ার বন্ধন ইহা সংসার পীড়ন॥
অতি পাপীয়সী এই সৃষ্টি সমুদয়।
হেরিয়া সৃষ্টিরে ব্রহ্মা দুঃখিত নিশ্চয়॥
ত্যজি পাপীয়সী সৃষ্টি মায়ার উপর।
ভাবিলেন পদ্মাসন সর্ব্ব-পরাৎপর॥
বসিয়া-আপন মনে স্থির করি চিত।
কিসে পুনঃ সৃষ্টি হবে ভাবেন বিহিত॥
হেনমতে পূতভাবে ভাবি ভগবান্।
সৃজেন পবিত্র প্রজা পবিত্র বিধান॥
চারি পুত্র তাহে পান কমল-আসন।
ঊর্দ্ধরেতা মহামুনি যেন নারায়ণ॥
সনক সনন্দ আর ঋষি সনাতন।
সনৎ-কুমার সহ ভাই চারি জন॥
জন্মিলে কুমার চারি ব্রহ্মা সনাতন।
জিজ্ঞাসেন সকলেরে করি সম্বোধন॥
শুন শুন বাছা-সব পবিত্র তনয়।
আমি পিতা পুত্র সবে করিয়া নিশ্চয়॥
সৃজিলাম তোমা সবে প্রজার কারণ।
তোমরা করহ সবে প্রজার বর্দ্ধন॥
লহ মনোমত নারী যত ইচ্ছা হয়।
পুত্র লাগি কর সবে বরণ নিশ্চয়॥
তা' হ'লে বাড়িবে সৃষ্টি শোভিবে ধরণী।
যাহাতে হইবে তুষ্ট ঈশ্বর আপনি॥
পিতৃমুখে হেন বাণী শুনি পুত্রগণ।
আশ্চর্য্য হইয়া মনে কহেন তখন॥
কেন হেন আজ্ঞা পিতা করহ বিধান।
আমরা সকলে ঋষি নারায়ণে জ্ঞান॥
নারায়ণ বিনা কিছু নাহি মনে আর।
কেমনে পালিব আজ্ঞা জনক তোমার॥

সংসার কাহাকে বলে মায়া বলে কারে।
জগৎ কাহারে বলে নাহি জানি তারে ॥
একমাত্র হরি জানি জীবনের সার।
তাঁর পদ ত্যজি নারী সেবিব কি ছার ॥
তাই বলি হেন আজ্ঞা না কর জনক।
নারায়ণ বিনা বিশ্বে কে আছে রক্ষক ॥
নারায়ণ ছাড়ি লোভ কিসে দিব আর।
কাহার লাগিয়া প্রজা করিব বিস্তার ॥
নারিনু পালিতে আজ্ঞা প্রণাম চরণে।
চলিলাম সেবিবারে সেই নারায়ণে ॥
এত বলি চারি পুত্র প্রণমি পিতায়।
নারায়ণ নারায়ণ মুখে বলি ধায় ॥
অতীব সুন্দর চারি প্রফুল্ল নয়ন।
পুণ্য জ্যোতি সর্ব্ব অঙ্গে কমল বদন ॥
সর্ব্বদা সহাস্য মুখ প্রসন্ন অন্তর।
হরি হরি মুখে সদা চারিটি সোদর ॥
পুত্রগণ মুখে শুনি এহেন বচন।
কাতর হয়েন ব্রহ্মা করিয়া সৃজন ॥
সৃজনের লাগি ব্রহ্মা করেন সন্তান।
শ্রীহরি স্মরণ করি তাই এ বিধান ॥
জন্মকালে হরি নামে জন্ম দিয়া সুত।
তেঁই ব্রহ্মা পান হেন কুমার অদ্ভুত ॥
জন্মমাত্রে হরি ভক্তি হরি কথা সার।
আপনি শ্রীহরি যেন চারি অবতার ॥
চারি পুত্রে উদাসীন হেরি পদ্মাসন।
ক্রোধেতে দহেন যেন দাবানল বন ॥
যত ইচ্ছা ক্রোধে দেব করেন সান্ত্বন।
তথাপি না হয় শান্ত হেন ক্রুদ্ধ মন ॥
বুদ্ধির আশ্রয়ে ব্রহ্মা ক্রোধ শান্তি তরে।
করিলেন নানা চেষ্টা বহুক্ষণ ধ'রে ॥
কোন মতে সেই ক্রোধ না হ'য়ে সান্ত্বন।
ভুরু হ'তে পুত্র এক হয় প্রকাশন ॥
অতিতেজোময় রূপ নামেতে কুমার।
সুনীল বরণ মরি গগন আকার ॥
ক্রমে ক্রমে তেজে হন লোহিত বরণ।
সে নীল-লোহিত তেঁই কহে সর্ব্বজন ॥
সকলের পূর্ব্বে জন্মে এ হেন কুমার।
ভব নামে অভিহিত জগৎ-মাঝার ॥
জনমিয়া উন্মীলিত করিয়া নয়ন।
শূন্যময় হেরিলেন এ বিশ্ব ভুবন ॥
কুমার এ দৃশ্য হেরি করেন রোদন।
অতীব ভীষণরূপ না যায় কথন ॥
কাঁদিয়া কুমার কন পিতা সম্ভাষিয়া।
কহ পিতা কি করিব কোথায় থাকিয়া ॥
কি নাম ধরিব আমি কহ পদ্মাসন।
কোথায় থাকিব আমি কর নিরূপণ ॥
কুমারের ক্রন্দনেতে মনে ব্যথা পেয়ে।
তুষিলেন ব্রহ্মা তাঁরে নিকটে যাইয়ে।
নিবৃত্ত হইলে পুত্র কমল-আসন।
ক্রোড়ে করি কহিলেন মিষ্ট সম্ভাষণ ॥
না কাঁদ না কাঁদ বাছা কি ভয় তোমার।
দিব তব নাম ধাম জগৎ-মাঝার ॥
সুরশ্রেষ্ঠ তুমি বাছা জন্ম ল'য়ে আগে।
উদ্বিগ্ন বালকসম কাঁদিতেছ রাগে ॥
এই হেতু রুদ্র নাম হইল তোমার।
মহারুদ্র নামে হ'লে জগতে প্রচার ॥
সেবিবে সকলে তোমা মহাজন জানি।
বর্ণিতে নারিবে গুণ ভবে কোন প্রাণী ॥
স্থির হও তুমি বৎস শুন মোর বাণী।
যেরূপেতে তব স্থান মনে অনুমানি ॥
সুরশ্রেষ্ঠ হ'লে তুমি পাবে শ্রেষ্ঠস্থান।
শ্রেষ্ঠস্থান আমি তামা করিব প্রদান ॥
শুন তবে পুত্র, শ্রেষ্ঠ আমার আশ্রম।
তদুপরি তব রাজ্য অনুমিত মম ॥
দেহীর হৃদয় আর ইন্দ্রিয় সকল।
পঞ্চ-প্রাণ পঞ্চভূত তপস্যার ফল ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি গ্রহ একাদশ হয়।
হে রুদ্র তোমার রাজ্য কহিনু নিশ্চয় ॥

তুমি অধিপতি এই একাদশ স্থানে।
দিলাম জগৎ-মাঝে তব বিদ্যমানে॥
এক্ষণে শুনহ তবে নামের বিচার।
জন্মিয়া ক্রন্দন কর লাগিয়া যাঁহার॥
মরু মনু মহীনস্ অথবা মহান্।
শিব ঋতুধ্বজ ভব কাল ভগবান্॥
বামদেব ধৃতব্রত উগ্ররেতা আর।
একাদশ নাম তব ধরার মাঝার॥
একাদশ অংশে তুমি একাদশ স্থানে।
করহ বিরাজ সবে সৃষ্টি বিদ্যমানে॥
একাদশ নামে শক্তি হোক তব নারী।
তাদের মিলনে প্রজা সৃজহ বিচারি॥
যেবা শক্তিচয় তব হবে অনুচরী।
একে একে শুন সব নাম আমি করি॥
ধৃতি রসলোমা সর্পি ইলা ও রুদ্রাণী।
স্বধা দীক্ষা ইরাবতী অম্বিকা ভদ্রাণী॥
নিযুক্তা নামেতে শক্তি মিলে একাদশ।
এমতে থাকহ রুদ্র শক্তি-রাজ্যে বশ॥
একে একে একাদশে করিয়া বরণ।
সস্ত্রীক হইয়া সৃষ্টি কর প্রকাশন॥
সস্ত্রীক হইয়া নাম করিয়া গ্রহণ।
বহুতর প্রজা সবে করহ সৃজন॥
এত বলি পদ্মাসন হইলেন ধীর।
ক্রন্দন থামায়ে রুদ্র হয়েন সুস্থির॥
নাম নারী রাজ্য লভি রুদ্র ভগবান্।
পদ্মাসন হ'তে লভি সৃষ্টির বিধান॥
সত্ত্বাকৃতি আর নিজ স্বভাবানুসারে।
আত্মতুল্য প্রজা সৃষ্টি করে নির্ব্বিচারে॥
রুদ্র হ'তে জন্ম লভি যত রুদ্রগণ।
ভীষণ তেজেতে বিশ্বে হন প্রকাশন॥
রুদ্র-তেজে কারো অঙ্গ অগ্নিময় জ্বলে।
কাহারো নয়নজ্যোতিঃ দহিল সকলে॥
অসংখ্য অসংখ্য রুদ্র সৃজি ভগবান্।
রুদ্রপ্রজা জগতেতে করেন বিধান॥
তাহাদের তেজে বিশ্ব ভস্মীভূত হয়।
তাহা হেরি ভীত হন ব্রহ্মা মহাশয়॥
এ হেন বিপদ হেরি কমল-আসন।
রুদ্রদেবে করিলেন তখনি স্মরণ॥
স্মরণ মাত্রেই রুদ্র যান ত্বরা করি।
যথায় আছেন ব্রহ্মা কমল উপরি॥
জিজ্ঞাসেন প্রণমিয়া পিতার চরণ।
কি লাগি করিলে পিতা আমারে স্মরণ॥
রুদ্রেরে সমীপে হেরি দেব পদ্ম-যোনি।
আশীর্ব্বাদ করি পুত্রে কহেন অমনি॥
তুমি সুরোত্তম বৎস শুনহ বচন।
এ কি তেজোবান্ প্রজা করিলে সৃজন॥
প্রত্যেকের অঙ্গে তব রুদ্রতেজ রয়।
এক জনে এক এক তপন নিশ্চয়॥
তাহাদের তেজে বিশ্ব হ'তেছে কম্পন।
প্রজার মঙ্গল তাহে কি হবে সাধন॥
কাহারো চক্ষের জ্যোতিঃ জ্বলিছে সতত।
কাহারো অঙ্গের জ্যোতিঃ জ্বলে অবিরত॥
জ্বলন্ত প্রজায় মোর নাহি প্রয়োজন।
কর বৎস এই প্রজা তুমি সংহরণ॥
হউক মঙ্গল তব করি আশীর্ব্বাদ।
ভাল প্রজা সৃষ্টি করি ঘুচাও বিষাদ॥
যে উপায়ে রুদ্র প্রজা করিলে সৃজন।
সেরূপ তপস্যা কর হ'য়ে এক মন॥
সর্ব্বভূত-সুখকর তপ তুমি কর।
তবে ত উত্তম প্রজা পাবে রুদ্রবর॥
পূর্ব্বকালে যথা বিশ্বে ছিল প্রজাগণ।
হেন সুখী প্রজা রুদ্র করহ সৃজন॥
তপোবলে নাহি মিলে হেন বস্তু নাই।
তপস্যায় ভগবানে সকলেতে পাই॥
তাই বলি তপস্যায় হইয়া নিরত।
বাসুদেবে ভক্তি কর হ'য়ে একমত॥
তাঁহার কৃপায় তব হবে সৃষ্টিজ্ঞান।
পাইবে উত্তম-প্রজা-সৃজন-বিধান॥

সে বিধান-বলে প্রজা করহ সৃজন ।
এ বিধান মম পুত্র করিও স্মরণ ॥
এত বলি প্রজাপতি হইলেন স্থির ।
পিতারে প্রণাম করি যান রুদ্রবীর ॥
পিতারে করিয়া রুদ্র সুখে প্রদক্ষিণ ।
যে আজ্ঞা বলিয়া যান সেই সে প্রবীণ ॥
পিতৃ-অনুমতি মতে সেই রুদ্রবীর ।
প্রবেশেন মহাবনে করি মন স্থির ॥
তপস্যার লাগি বনে করিয়া আসন ।
ভাবেন আপন মনে শ্রীমধুসূদন ॥
এ দিকেতে পিতামহ সৃষ্টির কারণ ।
পুনর্ব্বার সৃষ্টি ইচ্ছা করেন মনন ॥
মানস করিয়া সৃষ্টি ভাবি নারায়ণ ।
করিলেন দশ পুত্র অঙ্গে উদ্ভাবন ॥
দশাঙ্গ হইতে দশ জন্মিল সন্তান ।
হৃষ্ট হইলেন ধাতা হেরি তেজোবান্ ॥
মহাঋষি কয় জন শ্রীবিষ্ণু নিশ্চয় ।
পিতার সম্মুখে আসি যোড়করে রয় ॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ ।
ক্রতু ভৃগু বশিষ্ঠ ও দক্ষ যোগবহ ॥
নারদ লয়েন নাম অপর সন্তান ।
এইরূপে দশবিধ সন্তান বিধান ॥
প্রজাপতি দশ অঙ্গে এ দশ কুমার ।
কেমনে সৃজেন তাহা করিব বিচার ॥
ব্রহ্মা-ঊরুদেশ হ'তে জন্মেন নারদ ।
নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তি-বিশারদ ॥
অঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মে দক্ষ প্রজাপতি ।
অতি গুণবান্ তিনি বলবান্ অতি ॥
প্রাণ হ'তে জন্ম লন বশিষ্ঠ প্রধান ।
ত্বক্ হ'তে ভৃগু ঋষি অতি জ্ঞানবান্ ॥
হস্ত হ'তে জন্মিলেন ক্রতু মহামতি ।
নাভি হ'তে জন্ম লন পুলহ সন্ততি ॥
কর্ণ-ছিদ্র হ'তে জন্মে পুলস্ত্য নন্দন ।
অঙ্গিরা লয়েন জন্ম হইতে বদন ॥
আঁখিদ্বয় হ'তে জন্মে অত্রি তপোধন ।
মরীচি উৎপন্ন হন হ'তে ব্রহ্ম-মন ॥
দক্ষিণ স্তনেতে জন্মে ধর্ম্ম মহামতি ।
অধর্ম্মের জন্ম হয় পৃষ্ঠেতে সম্প্রতি ॥
নারায়ণ আসি ধর্ম্মে হন অবস্থিত ।
সেই তেজে এই সৃষ্টি হয় প্রকাশিত ॥
অধর্ম্মের প্রভাবেতে হয় সর্ব্বনাশ ।
ভয়ঙ্কর মৃত্যু আসি জীবে করে গ্রাস ॥
ব্রহ্মার হৃদয় হ'তে জন্মাইল কাম ।
জগৎ-মোহন রূপ বিশ্বমোহী নাম ॥
যুগল ভুরুতে জন্ম লইলেন ক্রোধ ।
অতি তেজোবান্ পুত্র নাহি অবরোধ ॥
অধরোষ্ঠ হ'তে লোভ বাক্য মুখ হ'তে ।
মেঢ্রদেশ হ'তে সিন্ধু জন্মিল জগতে ॥
শুন শুন তপোধন তাঁর পায়ুদেশে ।
ভীষণ নরক আদি জন্মে অবশেষে ॥
ছায়া হ'তে জন্ম লন কর্দ্দম সুমতি ।
তিনিই বিধাতৃ-বরে দেবহূতি-পতি ॥
এইরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়া সৃজন ।
প্রজাসৃষ্টি লাগি বিধি করেন যতন ॥
হেনরূপে হে বিদুর সেই পদ্মাসন ।
সৃজেন বিপুল বিশ্ব হ'তে দেহ মন ॥
দেহ ও মানস হ'তে জন্মায় সন্তান ।
তাঁহাদের দেন ব্রহ্মা সৃষ্টির বিধান ॥
তাঁহাদের ক্রিয়ামতে বিশ্ব প্রজাময় ।
সর্ব্বকর্ত্তা প্রজাপতি জানিবে নিশ্চয় ॥
শুনিলে এতেক বাছা সৃষ্টির বিধান ।
প্রজাপতি মতি শুন করি সপ্রমাণ ॥
কামনা মনেতে বিশ্ব করি বিরচন ।
সকাম হইয়া ব্রহ্মা করেন রমণ ॥
কামনা মনেতে ব্রহ্মা জন্মান কামিনী ।
সরস্বতী নাম তাঁর রূপে সৌদামিনী ॥
অতীব সুন্দর রূপ এ তিন ভুবনে ।
হেন রূপ হেরি ব্রহ্মা মুগ্ধ মনে মনে ॥

কল্কি অবতার

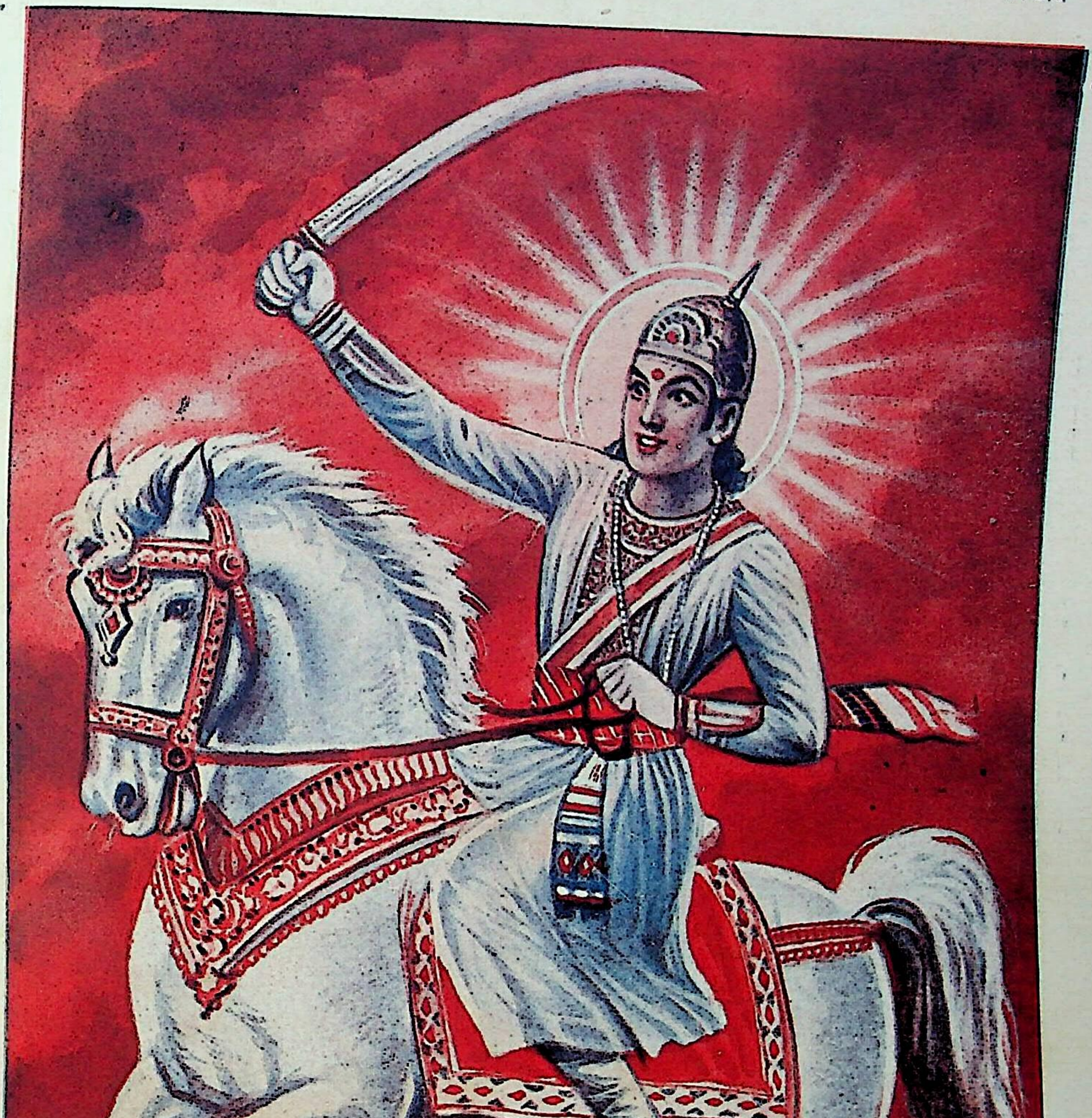

ধরিয়া কল্কির রূপ নাশি দুষ্টগণে।
সত্যযুগ পুনরায় আনিবে ভুবনে॥

পৃষ্ঠা—১৪৯

সকাম হইলে মন বিধাতা অস্থির।
কন্যা কিন্তু সকামনা হ'য়ে রহে ধীর ॥
অতীব সুন্দরী কন্যা হেরি পদ্মাসন।
হরিবারে তাঁরে ব্রহ্মা করেন মনন ॥
অতি পাপকর এই ব্রহ্মা অভিলাষ।
হেরিয়া ভুবন-ত্রয়ে লাগিল তরাস ॥
যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর এই অনাচার।
ধর্ম্মের নিকটে তাঁর নাহিক নিস্তার ॥
হে বিদুর যেই কথা করেছি শ্রবণ।
পরেতে করিব তার যথার্থ বর্ণন ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে জীবের হয় মুক্তি পারাবার ॥

ইতি প্রজাসৃষ্টি ও রুদ্রসৃষ্টি প্রভৃতি কথা।

ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যার হরণ কথা

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
শুন ভাগবত-বাণী মুনির নন্দন ॥
অতি অপরূপ কথা সন্ধ্যার হরণ।
যাহাতে ব্রহ্মার মোহ হয় নিরসন ॥
শুক যথা কহিলেন পাণ্ডু-বংশধরে।
মৈত্রেয় বিদুরে যথা কথা পরে পরে ॥
অতি জ্ঞানগর্ভ বাণী করি বিবেচন।
শুনহ শৌনক আদি যত মুনিজন ॥
বিদুরে মৈত্রেয় ক'ন আনন্দে প্রচুর।
সন্ধ্যার কাহিনী আজি শুন হে বিদুর ॥
সন্ধ্যা-পরিচয় আমি দিয়াছি অগ্রেতে।
যেমতে হইল সন্ধ্যা এ হেন জগতে ॥
ব্রহ্মার নন্দিনী সন্ধ্যা রূপের আকর।
চন্দ্রানন চন্দ্র-অঙ্গ চন্দ্র-ওষ্ঠাধর ॥
একদা ব্রহ্মার কাছে সন্ধ্যা উপস্থিত।
দেখি চন্দ্রানন তাঁর হন ব্যাকুলিত ॥
সকাম হইয়া ব্রহ্মা পড়ি কাম-ফাঁদে।
অধৈর্য্য হইয়া হেরে কন্যা-রূপ-চাঁদে ॥
এ হেন কামের বাণ অধৈর্য্য করিল।
কন্যা-পুত্র ভেদাভেদ-জ্ঞানহীন হৈল ॥
কামেতে মাতিয়া ব্রহ্মা উন্মত্ত নয়নে।
ইচ্ছিলেন স্বীয় কন্যা সন্ধ্যার হরণে ॥
মদনে মাতিয়া ব্রহ্মা কাঁপে থরথর।
চারিভিতে সপ্তপুত্র দেখিয়া কাতর ॥
মরীচি অঙ্গিরা আদি সপ্ত পুত্র চয়।
পিতৃ-আচরণ হেরি অত্যাশ্চর্য্য হয় ॥
সকলে দাঁড়ায়ে রয় নাহি সরে কথা।
এ হেন অধর্ম্ম হেরি মনে পায় ব্যথা ॥
সকলে দাঁড়ায়ে রয় নাহি সরে বাণী।
এ হেন অধর্ম্ম হেরি সকাতর প্রাণী ॥
বিষণ্ণ বদন সবে অঙ্গে বহে ঘর্ম্ম।
সন্ধ্যার মলিন মুখ হেরি পিতৃকর্ম্ম ॥
চিত্রের পুতুল সম কেহ খাড়া রয়।
কেহ বা নীরবে রয় হইয়া সভয় ॥
কাহার হৃদয়ে ঘৃণা তথা উপজয়।
কাহার দুঃখেতে মুখ অতি শুষ্ক হয় ॥
নির্ব্বাক হইয়া কেহ পদনখে চায়।
লাজে ক্ষোভে অতিশয় অবসন্ন কায় ॥
ব্রহ্মার এ হেন দশা হেরিয়া সকলে।
ঘৃণায় নীরবে রহে সবে সেই স্থলে ॥
হেথা সন্ধ্যা আহা মরি প্রথম যৌবন।
প্রফুল্ল সরোজ-কান্তি ফুল্ল সে বদন ॥
বালচন্দ্র-সূর্য্য-আভা অঙ্গেতে নিকলে।
একচন্দ্র এক নখে রহে কুতূহলে ॥

শিরেতে কুন্তল শোভে নিতম্ব-চুম্বিত।
সুমেরু-শিখর যেন মেঘেতে মণ্ডিত॥
পিতৃ-অভিলাষ হেরি ভয়ে জড়সড়।
অন্তরে অন্তরে ভাবে এ বিপদ বড়॥
একে তো সুরূপা তায় ক্ষীণ কটিতট।
ভয়েতে বঙ্কিম ভাব ব্রহ্মার নিকট॥
এক হাতে ঢাকে নারী পীন-পয়োধর।
অপর হাতেতে ঢাকে ত্রিবলী উপর॥
ভীষণ ঘটনা-বশে বিষণ্ণ-বদন।
শরতের চাঁদ যেন রাহুর গ্রহণ॥
থর থর কাঁপে নারী নাহি সরে বাণী।
ভ্রাতৃগণ প্রতি চাহে আকুল পরাণী॥
সন্ধ্যার নিগ্রহ দেখি ভাই সাত জন।
সবিনয়ে পিতৃপদে করে নিবেদন॥
শুন পিতা কোন কথা কহিব তোমায়।
হেন মন্দ কর্ম্মে মতি কেন তব হায়॥
নাহি হেরি নাহি শুনি হেন কর্ম্ম আর।
আপন দুহিতা প্রতি হেন ব্যবহার॥
অতীতে না হ'ল পিতা বর্ত্তমানে নয়।
ভবিষ্যতে না ঘটিবে এ কার্য্য নিশ্চয়॥
অধর্ম্মেতে কেন পিতা হ'ল তব মতি।
দূর কর মন হ'তে ওহে বিশ্বপতি॥
হে পিতঃ কেমনে দিব তোমা উপদেশ।
শ্রেষ্ঠ-জন তুমি হও সর্ব্বাগ্র ও শেষ॥
সকলের প্রভু হ'য়ে কামের তাড়নে।
উদ্যত হইলে তুমি স্বকন্যা-গমনে॥
সর্ব্বতেজীয়ান তুমি হও সর্ব্বসার।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পক্ষে হেন না হয় বিচার॥
মহতে করিলে কার্য্য নীচে তাহা করে।
এ হেন নিয়ম পিতা দেখি চরাচরে॥
এই যে ধরায় ধর্ম্ম যে করে রক্ষণ।
তিনিই মুকুন্দ হন তিনি নারায়ণ॥
আপন শরীর মাঝে আপনি যাইয়া।
প্রকাশেন হেন বিশ্ব বিস্তার করিয়া॥
তাঁহার সকলি মায়া ধর্ম্মমাত্র সার।
আমরা সকলে তাঁরে করি নমস্কার॥
মহাশক্তিমান তুমি এ-হেন বিকার।
দূর কর চিত্ত হতে ভাবি সারাৎসার॥
পুনশ্চ করহ বেদ বিবিধ প্রকাশ।
যাহে হিত এ জগতে হয় সুপ্রকাশ॥
এত বলি পুত্রগণ হয় স্থির মন।
পিতার শ্রীমুখ চাহি বিষণ্ণ বদন॥
পুত্রদের মুখে শুনি এ হেন বচন।
পরম লজ্জিত ব্রহ্মা হ'লেন তখন॥
আশ্চর্য্য হয়েন ব্রহ্মা নিজ কার্য্য স্মরি।
অধোমুখ হন তিনি লজ্জা মূর্ত্তি ধরি॥
লজ্জাবশে পূর্ব্ব কাম হ'ল তাঁর দূর।
কন্যা প্রতি অনুরাগ নাশিলেন সুর॥
ব্রহ্মারে নিরস্ত হেরি সে সন্ধ্যা রমণী।
ভয়ে চারিভিতে চান খঞ্জন-নয়নী॥
ঘৃণায় তাঁহার অঙ্গ হইল মলিন।
লজ্জায় তাঁহার মুখ সৌন্দর্য্য-বিহীন॥
যেন শরতের চাঁদ ঢাকে জলধরে।
অথবা বিশুষ্ক পদ্ম ভাসে সরোবরে॥
সে অবধি তাঁর অঙ্গ হল অন্ধকার।
সন্ধ্যা নামে বিশ্ব মাঝে খ্যাতি হল তাঁর॥
ত্রিলোকে তাঁহারে কেহ দেখিতে না পায়।
এইজন্য সন্ধ্যাসতী আঁধারে মিশায়॥
সে অবধি লজ্জা হয় রমণী-ভূষণ।
সতীত্ব নারীর হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন॥
হেন মতি ত্যজি ব্রহ্মা ভাবি নারায়ণ।
পুনশ্চ সৃষ্টিতে মতি করে নিয়োজন॥
সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা-সার।
সন্ধ্যা-পরিণাম বাণী পুণ্যের আধার॥

ইতি ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যার হরণ কথা।

বেদাদি প্রকাশ

সূত বলে শৌনকেরে সুমিষ্ট বচনে ।
শুন ভাগবত-কথা সবে স্থির মনে ॥
যেমন শুনেছি আমি শুকদেব পাশ ।
তেমনি কহিব সব ঋষির সকাশ ॥
বেদাদি করিতে সৃষ্টি ধাতা করি মনে ।
নির্জ্জনে একান্ত মনে ভাবে নারায়ণে ॥
পূর্ব্বকল্পে যেই রূপ ছিল সুসঙ্গত ।
কিরূপে সৃজন আমি করি সেই মত ॥
এইরূপ চিন্তা যবে করে ব্রহ্মা ধীর ।
চারি মুখ হ'তে বেদ হইল বাহির ॥
চাতুর্হোত্র উপবেদ কর্ম্ম তন্ত্র সার ।
চারিপদ ধর্ম্ম আর যজ্ঞের বিস্তার ॥
আশ্রমের বৃত্তি আদি যত কিছু রয় ।
প্রজাপতি মুখ হ'তে বিনির্গত হয় ॥
হেন কথা শুনি তবে বিদুর মহান্ ।
কহেন মৈত্রেয় প্রতি এ হেন বিধান ॥
যে কথা কহিলে গুরু অতি চমৎকার ।
যেমতে হইল দেব কর্ম্মের প্রচার ॥
এক প্রশ্ন করি দেব আপন নিকট ।
বুঝায়ে ঘুচাও মোর সংশয় সঙ্কট ॥
প্রজাপতি ভাবি সেই দেব নারায়ণ ।
সৃজিলেন চারিবেদ হইতে আনন ॥
অতীব আশ্চর্য্য কথা করিলে বিচার ।
চারিমুখে চারিবেদ হইল প্রচার ॥
বল দেব কোন্ মুখে কোন্ বেদ হয় ।
কাহার কেমন নাম করিয়া নিশ্চয় ॥
এই কথা শুনি তবে মৈত্র মহামুনি ।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহাগুণী ॥
উত্তম প্রশ্নই তুমি করিলে আমায় ।
কহি বেদ বিবরণ সংক্ষেপে তোমায় ॥
পূর্ব্ব ও উত্তর ভেদে পশ্চিম দক্ষিণ ।
চারিটি ব্রহ্মার মুখ বুঝিও প্রবীণ ॥
ঋক্ বেদ সৃষ্ট হয় পূর্ব্ব মুখে তাঁর ।
দক্ষিণেতে যজুর্ব্বেদ অতি চমৎকার ॥
সামবেদ সৃজিলেন পশ্চিম আননে ।
উত্তরে অথর্ব্ব বেদ সৃষ্ট সেই ক্ষণে ॥
ছন্দে বদ্ধ মন্ত্রযুক্ত পদ যত ছিল ।
ঋগ্বেদ তাহার নাম জ্ঞানী জনে দিল ॥
গীতযুক্ত যত মন্ত্র বেদ-মাঝে রয় ।
তাহাকেই সামবেদ কহে জ্ঞানিচয় ॥
যজ্ঞাদির যত মন্ত্র যজুর্ব্বেদ হয় ।
প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র সেই অথর্ব্ব নিশ্চয় ॥
হেন ভাবে বেদ ব্রহ্মা করিয়া ভাজন ।
উপবেদ কয়খানি করে প্রকাশন ॥
পূর্ব্ব মুখে আয়ুর্ব্বেদ করে নিরূপণ ।
ভেষজ তাহার যত হয় প্রয়োজন ॥
ধনুর্ব্বেদ প্রকাশিল দক্ষিণ আনন ।
সমর-কৌশল তাহে জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥
পশ্চিম হইতে বেদ গন্ধর্ব্ব বিধান ।
স্থাপত্য নামেতে বেদ উত্তরে প্রমাণ ॥
এই কয় উপবেদ নিয়মের সার ।
বুঝহ বিদুর তবে করিয়া বিচার ॥
অপর সন্দর্ভ এক করহ শ্রবণ ।
কেমনে পঞ্চম বেদ হইল সৃজন ॥
বেদ উপবেদ সৃজি সেই পদ্মাসন ।
ভাবেন কমল-যোনি পুরাণ কারণ ॥
ইতিহাস পুরাণাদি যত কিছু রয় ।
পঞ্চম বেদের রূপে সুবিখ্যাত হয় ॥
এমন পঞ্চম বেদ শুন তপোধন ।
ব্রহ্মার আনন হ'তে হইল সৃজন ॥

পুরাণ সৃজিয়া ব্রহ্মা যজ্ঞের কারণ।
নিয়ম মন্ত্রের ভার করেন সৃজন॥
ষোড়শী উক্‌থ নামে শ্রেষ্ঠ যাগ হয়।
পূর্ব্বমুখ হ'তে ব্রহ্মা তাদের সৃজয়॥
পুরিষী ও অগ্নিষ্টোম আর যাগদ্বয়।
দক্ষিণ মুখেতে সৃজে ব্রহ্মা মহাশয়॥
আপ্তোর্যাম অতিরাত্র আর দুই যাগ।
পশ্চিম আনন হ'তে সৃজে মহাভাগ॥
গোসব ও বাজপেয় দুই যাগ আর।
উত্তর আনন হ'তে সৃজন ইহার॥
এইরূপে অষ্ট যজ্ঞ চারিমুখ হ'তে।
সৃজনে ব্যাপিল বিশ্ব কর্ম্মের জগতে॥
কর্ম্মবিদ্যা নিরূপিয়া ব্রহ্মা গুণমণি।
ধর্ম্মের প্রচার ভাব ভাবেন আপনি॥
প্রলয়েতে চারিপদ ধর্ম্মহীন হয়।
গতিহীন হ'য়ে ধর্ম্ম কাননেতে রয়॥
ধর্ম্মবরে গতিযুক্ত করিতে ব্রহ্মন্।
আপন হৃদয়ে হেন করেন মনন॥
সত্য দান তপ শৌচ এই চারি পদ।
যে যে ধর্ম্ম গতিযুক্ত সহিত সম্পদ॥
সৃজেন সে চারি পদ ব্রহ্মা গুণমণি।
গতিযুক্ত ধর্ম্ম হন তাহাতে আপনি॥
গতিযুক্ত হ'য়ে ধর্ম্ম নাহি পান স্থান।
বিস্মিত হইয়া ধর্ম্ম চারিদিকে চান॥
ধর্ম্মের চারিটি গৃহ নামেতে আশ্রম।
চারিপদে একে একে ধর্ম্মের সংক্রম॥
ধর্ম্মের সংক্রম হেরি বুঝি পদ্মাসন।
চারিমুখে করে চারি আশ্রম সৃজন॥
ধর্ম্ম ল'য়ে নিজ বৃত্তি হেরি অধিষ্ঠান।
চারিপদে চারি স্থানে ধীরে ধীরে যান॥
ব্রহ্মচর্য্য প্রাজাপত্য ত্রিরাত্রেয় ব্রত।
ব্রাহ্ম ও বৃহৎ বার্ত্তা যাজনাদি যত॥
শালীন শিলোঞ্ছ আদি বৃত্তি সমুদয়।
ব্রহ্মার বদন হ'তে আবির্ভূত হয়॥
শুন শুন মুনিবর কহি তব কাছে।
চারি প্রকারের ভবে বানপ্রস্থ আছে॥
শুনহ বিদুর কিছু ইতিহাস তার।
সংক্ষেপে কহিব তাহা করিয়া বিচার॥
ফল মূল আহারেতে যে বৈরাগী রয়।
বহুকাল এই ভাবে জীবন যাপয়॥
হৃদয়ে ঈশ্বর নামে জপে সর্ব্বক্ষণ।
বৈখানস যোগী তারে কহে জ্ঞানী জন॥
আর এক শ্রেণী ঋষি না করে সঞ্চয়।
প্রত্যহ নূতন অন্নে অতি তুষ্ট রয়॥
যাহা পায় বিনা যত্নে করিয়া ভক্ষণ।
সন্তোষেতে জগদীশ ভাবে সর্ব্বক্ষণ॥
নাহি চিন্তা বিষয়ের হরিধ্যানে রত।
বালখিল্য কহে তারে জ্ঞানী জন যত॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থ হন।
প্রভাতে যে দিক হেরে সে দিকে গমন॥
তথা যাহা পায় করি তাহা আহরণ।
সন্তোষে করয়ে তাহে জীবন ধারণ॥
হৃদয়ে সতত জাগে শ্রীহরি কেবল।
ঔড়ম্বর কহে তারে জ্ঞানীদের দল॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থ হয়।
অহিংসা সর্ব্বথা ভাবে উদার হৃদয়॥
ফল-পুষ্পচ্ছেদ নাহি করে কদাচন।
সমান ভাবয়ে যথা জীবের জীবন॥
সুপক্ক পতিত ফল করিয়া ভক্ষণ।
জীবন ধরিয়া করে হরির সেবন॥
অতি বুদ্ধিমান্ হয় এ ঋষি সুজন।
ফেনপ শ্রেণীর নাম কহে জ্ঞানী জন॥
চারি প্রকারের আছে সন্ন্যাসী প্রধান।
তাহাদের নাম কহি শুন মতিমান॥
যে শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা আশ্রমেতে রয়।
কুটীরে সতত থাকি শ্রীহরি চিন্তয়॥
বিশ্বাসে জীবন রাখে খাদ্য চেষ্টা নাই।
নাই কোন অভিলাষ নিষ্ঠা সে সদাই॥

অতীব বিশ্বাসে সদা ঈশ্বরেরে ডাকে।
জীবন তাঁহারে সঁপি দেহ যেই রাখে ॥
অনায়াসে লভ্য যাহা করয়ে আহার।
কুটীচক নাম এর জ্ঞানীর বিচার ॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়।
কর্ম্ম ত্যাগ করি যবে জ্ঞানেতে মজয় ॥
শুদ্ধ ফলাহার করি করে জ্ঞানাভ্যাস।
বহ্বাদ ইহার নাম শ্রেণীতে সন্ন্যাস ॥
আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম বিলোপিয়া জ্ঞানেতে রহয় ॥
পূর্ণানন্দে এ জগতে করয়ে বিহার।
নাহি জ্ঞান ভেদাভেদ নাহিক বিচার ॥
ঈশ্বর স্বরূপ হ'য়ে প্রেমে মগ্ন মন।
হংস নাম ইহাদের জ্ঞানীর বচন ॥
আর এক শ্রেণী আছে সন্ন্যাসীর দল।
শুনহ বিদুর বৎস কহি অবিকল ॥
অতীব উৎকৃষ্ট তারা জ্ঞানের আধার।
সর্ব্বতত্ত্ব বিরাজিত অন্তর মাঝার ॥
বাহ্যজ্ঞান বিরহিত সর্ব্ব কর্ম্মহীন।
পরতত্ত্বে পরবস্তু হেরে সম্মুখীন ॥
বিষ্ণু-লীলা বুঝি তেজে খর্ব্ব বাহ্যজ্ঞান।
নিষ্ক্রিয় এদের নাম কহে জ্ঞানবান্ ॥
বানপ্রস্থ আশ্রমের দিলাম আভাষ।
শুনিয়া জ্ঞানীর বাড়ে হৃদয়ে উল্লাস ॥
আর তিন আশ্রমের কথা যত রয়।
জানহ বিদুর তুমি আপনি নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বোক্ত গণন মতে আশ্রম যে চার।
চারি পদে তাহে ধর্ম্ম করেন বিহার ॥
আর যত ধর্ম্মশাস্ত্র সেই পদ্মাসন।
নিজ চতুর্ম্মুখ হ'তে করেন সৃজন ॥
তর্ক-বিদ্যা বেদ-বিদ্যা দণ্ড-নীতি আর।
ব্যাহৃতি প্রণব আদি করিয়া বিচার ॥
হৃদয়-আকাশে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
অতি অপরূপ কথা বিদুর সুজন ॥
শুনহ বিদুর এবে বেদাঙ্গ নির্ণয়।
ছন্দাদিরে যেই ভাবে বেদে প্রকাশয় ॥
লোমেতে উষ্ণিক্ ছন্দ করিয়া সৃজন।
ত্বকেতে গায়ত্রী সৃজে কমল-আসন ॥
ত্রিষ্টুভের হ'ল সৃষ্টি অংশ হ'তে তাঁর।
স্নায়ু হ'তে হয় অনুষ্টুভের প্রচার ॥
অস্থিতে জগতি ছন্দ সৃজি পদ্মাসন।
মজ্জা হ'তে পংক্তি ছন্দ করয়ে সৃজন ॥
বৃহতী সৃজেন ব্রহ্মা নিজ প্রাণ হ'তে।
সপ্ত ছন্দ বেদ শাস্ত্রে হ'ল এই মতে ॥
শুনহ বিদুর এবে বর্ণের বিধান।
কেমনেতে সেই ব্রহ্মা করেন নির্ম্মাণ ॥
ক-কারাদি পঞ্চবর্গ স্পর্শবর্ণ যাহা।
জীবন হইতে ব্রহ্মা সৃজিলেন তাহা ॥
আপনার দেহ হ'তে ব্রহ্মা অতঃপর।
করিলা সৃজন তবে অকারাদি স্বর ॥
লইয়া ইন্দ্রিয় নিজ কমল-আসন।
শ-ষ-স-হ ঊষ্ম বর্ণ করিলা সৃজন ॥
য-র-ল-ব এই চারি অন্তঃস্থে গণন।
নিজ বল হ'তে সৃষ্টি কৈলা পদ্মাসন ॥
ষড়্জ ঋষভ আদি সপ্ত স্বর রয়।
তাঁর ক্রীড়া হ'তে সব সমুৎপন্ন হয় ॥
যে শব্দ-ব্রহ্মের কথা করিনু বিচার।
ব্যক্ত ও অব্যক্ত তাহা উভয় প্রকার ॥
শব্দ-ব্রহ্মরূপে যেই প্রণবের ধ্বনি।
আবির্ভূত হন তাতে ঈশ্বর আপনি ॥
পরব্রহ্ম নাম তাঁর মুক্তির কাণ্ডারী।
সর্ব্বপুণ্যাধার তিনি সর্ব্বত্র বিহারী ॥
সেই গোলোকেশ রন সতত প্রকাশ।
তাঁহাতেই এই বিশ্ব রহে সুপ্রকাশ ॥
ব্রহ্মা হ'তে এই বিশ্ব ব্রহ্মা হ'তে হরি।
সর্ব্বজীবে মুক্তি পায় সেইজন স্মরি ॥
হে বিদুর এই বিশ্ব তাঁহারই খেলা।
বর্ণিনু আভাসে তোমা নাহি করি হেলা ॥

অতঃপর শুন বাছা স্থূল-সৃষ্টি কথা ।
শুনিলে সন্তুষ্ট হবে সে সব বারতা ॥
কহিব সে সব কথা করিয়া বিচার ।
হরিকথা একমনে শুন জ্ঞানাধার ॥

সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা-সার ।
বুঝিলে হইবে নষ্ট মায়ার আধার ॥

ইতি বেদাদি প্রকাশ ।

ব্রহ্মার স্থূল-সৃষ্টি বিবরণ

শৌনকে সম্ভাষি কহে সূত তপোধন ।
শুনি মুনি স্থূল-সৃষ্টি শুকের বচন ॥
ভাগবত-বাণী হয় অতি পুণ্যময় ।
শুনিলে জুড়ায় প্রাণ কলুষ না রয় ॥
শুকদেব কহে তবে রাজা পরীক্ষিতে ।
স্থূল-সৃষ্টি বিবরণ শুন এক চিতে ॥
কেমনে সাকারে সৃষ্টি হইল প্রকাশ ।
শুন বৎস সেই বাণী মৈত্রেয়-আভাষ ॥
যেমতে কহেন মৈত্র বিদুর নিকটে ।
কহিব সে সব কথা অতি অকপটে ॥
সমাপিয়া পূর্ব্ব কথা মৈত্রেয় সুজন ।
বিদুরে করেন তিনি মিষ্ট সম্ভাষণ ॥
হে বিদুর যতক্ষণ কহিলাম সার ।
সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মসৃষ্টি করিয়া বিচার ॥
তাহাতে বুঝিলে হরি কিবা লীলাময় ।
এবে শুন বিশ্ব কিসে প্রকাশিত হয় ॥
এই যে সজীব বিশ্ব সজীব সংসার ।
পূর্ব্বেতে বলেছি আমি কারণ ইহার ॥
কেমনে হইল সব দেখিতে সাকার ।
বলিব সে তত্ত্ব কথা করিয়া বিচার ॥
পূর্ব্বমত বিশ্বসৃষ্টি করি বিরোচন ।
হেরেন কেমন বিশ্ব হয় সুশোভন ॥
মেলিয়া নয়ন তবে কমল-আসন ।
সর্ব্বত্র অপূর্ণ ভাব করেন দর্শন ॥
পুত্রগণ হ'তে সৃষ্টি না হয় বিস্তার ।
দুঃখিত হয়েন ব্রহ্মা করিয়া বিচার ॥
জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম আদি যতেক বিধান ।
প্রজা লাগি একে একে করিয়া নির্ম্মাণ ॥
প্রজা নাহি কেবা তাহা করে উপভোগ ।
কেহ নাহি তাহা ল'য়ে করয়ে সম্ভোগ ॥
অগ্রেতে রহিছে ধর্ম্ম ব্যাপি ত্রিভুবন ।
কারণ রহিছে শূন্যে করিতে সৃজন ॥
সর্ব্বত্রই সূক্ষ্মভাবে হয়েছে প্রকাশ ।
শূন্যময় তেঁই ব্রহ্মা হেরেন আভাস ॥
সাকারে সৃজিতে জীব করিয়া মনন ।
সাকার ভাবেতে ব্রহ্মা হয়েন সৃজন ॥
আপন আপন রূপ কল্পিয়া অন্তরে ।
সৃজেন আপন দেহ বিভিন্ন আকারে ॥
সাকার হইয়া ব্রহ্মা না হেরি সাকার ।
আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে সেই নিরাকার ॥
এই কথা মনে মনে করেন চিন্তন ।
কেহ নাহি সাকারেতে হইল সৃজন ॥
এত করি সৃষ্টি লাগি লুব্ধ মম মতি ।
পুরুষ আমারে সৃজে গোলোকের পতি ॥
কি করিব কি ভাবিব নাহি পাই কূল ।
বোধ হয় দৈব বুঝি সৃষ্টি প্রতিকূল ॥
বিষণ্ণ মনেতে ব্রহ্মা করেন চিন্তন ।
কেমনে সাকার বিশ্ব করেন গঠন ॥

ভাবিতে ভাবিতে শক্তি আবির্ভূত হন ।
দৈব বলি ভাবিলেন তাঁরে পদ্মাসন ॥
ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মা এমন সময় ।
মূর্ত্তি তাঁর নিজ হ'তে দ্বিখণ্ডিত হয় ॥
দুইখানি দেহ হ'ল বাম ও দক্ষিণ ।
তাহারে কহয়ে কায় যতেক প্রবীণ ॥
দ্বিধাভূত দেহ ক্রমে হইল যুগল ।
পুরুষ প্রথম অংশে জন্মে অবিকল ॥
দ্বিতীয় অংশেতে নারী পরেতে হইল ।
অতি অপরূপ ব্রহ্মা সাকারে মিলিল ॥
এই যে পুরুষরূপী ব্রহ্মা অংশ হয় ।
মনু নামে অভিহিত শাস্ত্রেতে নিশ্চয় ॥
ওই যে নারীর মূর্ত্তি হইল সৃজন ।
শতরূপা নাম তার জ্ঞানীর বচন ॥
স্বয়ম্ভু বলিয়া মনু স্বায়ম্ভুব নাম ।
শতরূপা পত্নী তাঁর শুন গুণধাম ॥
তিনি রাজা হইলেন ধরার মাঝার ।
শতরূপা সেই হেতু মহিষী তাঁহার ॥
উভয় সংযোগে প্রজা হইল বিস্তর ।
প্রজাবৃদ্ধি তাহাতেই হ'ল বহুতর ॥
শুনহ বিদুর বৎস কিঞ্চিৎ আভাষ ।
মনুর পুত্রের লীলা করিব প্রকাশ ॥
শতরূপা গর্ভ ধরি মনুর ঔরসে ।
পাঁচটি প্রসব করে সন্ততি হরষে ॥
দুইটি পুরুষরূপী পুত্র মনোহর ।
তিনটি কামিনীরূপে কন্যা শোভাকর ॥
প্রিয়ব্রত নামে পুত্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হয় ।
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ জানিও নিশ্চয় ॥
তিন কন্যা মাঝে এক নামেতে আকূতি ।
প্রসূতি নামেতে এক আর দেবহূতি ॥
পূর্ব্বেতে বলেছি আমি বিদুর সৃজন ।
যেই ভাবে দক্ষাদির হয় প্রকাশন ॥
কর্দ্দম ও দক্ষ রুচি তিন প্রজাপতি ।
অগ্রেতে হয়েন তাঁরা ব্রহ্মার সন্ততি ॥
এই তিন কন্যা লভি মনু অতঃপর ।
বিবাহ দিবার তরে হ'লেন তৎপর ॥
আকূতির সাথে দেন বিবাহ রুচির ।
দেবহূতি পত্নী হন কর্দ্দম ঋষির ॥
প্রসূতিরে অতঃপর মনু শুভক্ষণে ।
দক্ষহস্তে সমর্পণ করে ফুল্ল মনে ॥
তাঁহাদের বংশ ক্রমে লভিয়া বিস্তার ।
মানব নামেতে পূর্ণ এ বিশ্ব ভাণ্ডার ॥
অতি অপরূপ কথা বুঝিও বিদুর ।
শুনিলে সংশয় তব হইবেক দূর ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার ।
অতি পুণ্যতর কথা জ্ঞানের আধার ॥

ইতি ব্রহ্মার স্থূল-সৃষ্টি বিবরণ ।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বায়ম্ভুব মনুর উপাসনা বৃত্তান্ত কথন

সূত কহে শুন শুন মুনির নন্দন।
ভাগবত কথামৃত শুকের বচন॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডুনৃপ প্রতি।
মৈত্রেয়-কাহিনী তুমি শুন হে সম্প্রতি॥
মৈত্রেয় মুনির মুখে শুনি সব কথা।
দূর হ'ল বিদুরের অন্তরের ব্যথা॥
পরম পবিত্র কথা শুনি মহাভাগ।
বাসুদেব প্রতি তাঁর জাগে অনুরাগ॥
বাসুদেব-কথা তার প্রিয় অতিশয়।
এই হেতু মুনি প্রতি সম্বোধিয়া কয়॥
উল্লসিত হ'য়ে অতি হরিকথা শুনি।
মৈত্রেয়ে জিজ্ঞাসা করে সে বিদুর মুনি॥
হরি-লীলাময় কথা অতি সুমধুর।
শুনিতে তোমার মুখে আনন্দ প্রচুর॥
কহ প্রভু কৃপা করি জিজ্ঞাসি এখন।
কি করেন অতঃপর মনু মহাজন॥
ব্রহ্মাপুত্র মনু লভি শতরূপা নারী।
কি করিল বল প্রভু আমারে বিস্তারি॥
আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু মহাশয়।
ভগবানে যেইজন করিল আশ্রয়॥
তাহার চরিতকথা শুনিতে মধুর।
শুনিয়া অন্তর হয় রসামৃত পূর॥
বৈষ্ণব কীর্ত্তনে জীব পায় বহু ফল।
তার তুল্য নাহি হয় শাস্ত্রাদি সকল॥
অদ্ভুত লীলার সম তাঁর আচরণ।
অতি পুণ্যতম কথা করাও শ্রবণ॥
শুনিতে সে কথা মম মনে বড় আশা।
হরিলীলা-গুণ শুনে মিটাই পিপাসা॥
হরির আশ্রিত সেই মনু আদিরাজ।
তাঁর কথা দয়াময় কহ মোরে আজ॥
চিরকাল হরিনাম শুনে যেই জন।
যেই জন সদা করে শ্রীহরি সেবন॥
মুকুন্দ-চরণ রহে হৃদয়ে যাঁহার।
তাঁহার চরিত শোনা উচিত সবার॥
এতেক কহিয়া তবে প্রশ্নের আভাষ।
রাজা প্রতি শুকদেব করেন প্রকাশ॥
শুন পাণ্ডু-বংশধর হয়ে অবহিত।
মনু-জন্ম-কর্ম্ম-কথা মৈত্রেয় কথিত॥
বিষ্ণুর চরণপদ্ম-মকরন্দ পানে।
বিদুরের চিত্ত-অলি মত্ত সর্ব্বক্ষণে॥
তাঁর মুখ-বিনিঃসৃত প্রশ্নাবলী শুনি।
রোমাঞ্চিত হইলেন মৈত্রেয় আপনি॥
একে বিষ্ণুপদে মন সতত তাঁহার।
বিষ্ণু-কথাময় প্রশ্ন তাহাতে আবার॥
হেন প্রশ্ন শুনি তবে মৈত্রেয় সুজন।
কহিলেন মৃদুভাষে মনু-বিবরণ॥
সম্বোধি বিদুরে ধীরে কহেন তখন।
শুন বাছা হরিকথা স্থির করি মন॥
স্বায়ম্ভুব মনুবর স্বীয় ভার্য্যা সনে।
জন্ম লাভ করে যবে আনন্দিত মনে॥
ব্রহ্মারে প্রণাম করি ভক্তিভরে অতি।
কহিলেন যুক্তকরে প্রজাপতি প্রতি॥
মনু কন ভগবান্ কি কহিব আর।
সর্ব্বভূত-জন্মদাতা তুমি সারাৎসার॥
ভূতগণ-ক্রিয়া যত তোমার ভিতর।
তুমিই সবার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র গোচর॥

আমরা তোমার প্রজা তোমার সন্তান।
কেমনে সেবিব কর উপদেশ দান ॥
তুমি স্তবনীয় ধন করি নমস্কার।
তুমি ছাড়া কর্ম্ম নাই করিলে বিচার ॥
কহ প্রভু কৃপা করি কোন্ কর্ম্ম দিয়া।
তোমার শুশ্রূষা করি জুড়াইব হিয়া ॥
সেইরূপ কর্ম্ম যদি করি প্রজাপতি।
লভিব পরম যশ হইবে সদ্গতি ॥
অতএব তুমি সার জগৎ-মাঝার।
উভয়ে তোমার পদে করি নমস্কার ॥
হে পিতা আপনি হন প্রাণিগণ-পিতা।
সৃজিছ সকল জীব, জীবিকা-বিধাতা ॥
অপেক্ষা নাহিক তব অন্যের কারণে।
উপদেশ দাও প্রভু তোমার সন্তানে ॥
শক্তি সাধ্য কর্ম্মমাঝে কি কাজ করিলে।
পরেতে সদ্গতি পাই, যশ ইহকালে ॥
তোমার প্রকৃত সেবা কিসে বল হয়।
আমারে বিধান দাও পিতা মহাশয় ॥
এতেক স্তবন শুনি ব্রহ্মা গুণমণি।
তুষিবারে মনুবরে কহেন আপনি ॥
তুমি ক্ষিতীশ্বর পুত্র আমার হইলে।
মহিষী সহিত স্তবে আমারে তুষিলে ॥
হইনু অতীব প্রীত তোমার স্তবনে।
চিরসুখী হও দোঁহে কহি স্থিরমনে ॥
যে ভাবে তুষিলে মোরে হ’য়ে অকপট।
আত্মসমর্পণ করি আমার নিকট ॥
তাহাতে হয়েছি আমি অতি হৃষ্টমনা।
অচিরে হইবে সিদ্ধ তোমার কামনা ॥
অপ্রমত্ত পুত্র মোর হও মনুবর।
নাহিক মাৎসর্য্য কিছু অন্তর ভিতর ॥
সেই হেতু এই কথা বলি বারবার।
সযতনে সদা আজ্ঞা পালিবে পিতার ॥
এই মাত্র আজ্ঞা মম শুনহ সন্তান।
যথাশক্তি রাখিবে যে গুরুজন-মান ॥
গুরুরে করিবে পূজা হ’য়ে একমন।
সুখী হবে সুখে রবে সারাটি জীবন ॥
যেই জন সৃজে বিশ্ব নামে ভগবান্।
করেন তোমারে সৃষ্টি বুঝ জ্ঞানবান ॥
তাঁহার স্বরূপ তুমি তুমি ভগবান্।
কর্ত্তব্য তোমার এই করিব বিধান ॥
শতরূপা নামে পত্নী হ’য়েছে তোমার।
তব গুণ-যোগে পুত্র হইবে উহার ॥
বিধিমতে জায়া সনে করিয়া রমণ।
ওহে বৎস কর তুমি পুত্র উৎপাদন ॥
ধর্ম্মেরে করিয়া সাক্ষী পালহ ভুবন।
মহিষীর সহ কর প্রজা উৎপাদন ॥
করিয়া বিবিধ যজ্ঞ ভগবান্ তরে।
একান্ত করিবে তুষ্ট সেই যজ্ঞেশ্বরে ॥
আর এক কথা বাছা দিব উপদেশ।
যদি মোর সেবা ইচ্ছা থাকে সবিশেষ ॥
পালহ আমার আজ্ঞা প্রজা রক্ষা ক’রে।
তাহাতেই সেবা হবে জানিও অন্তরে ॥
যে জন আমার আজ্ঞা পালে একমনে।
সেবক সে জন হয় জ্ঞানী বিবেচনে ॥
আমারে সেবিলে তুষ্ট হন হৃষিকেশ।
তাঁহার সন্তোষে পুণ্য তোমার বিশেষ ॥
প্রজার পালক হও এই কার্য্য কর।
সন্তুষ্ট তোমার প্রতি হবেন ঈশ্বর ॥
আর এক কথা বাছা দিব উপদেশ।
শুন অবহিত চিত্তে করিয়া বিশেষ ॥
দেব ভগবানে তুষ্ট যে জন না করে।
নাহি তুষে জনার্দ্দনে যজ্ঞ সিদ্ধি তরে ॥
সকলি তাহার ব্যর্থ জানিবে নিশ্চয়।
প্রভু তুষ্ট না হইলে আত্মা দোষী হয় ॥
আত্মা কলুষিত হ’লে অধম নিশ্চয়।
উন্নতি না হয় তার অধোগতি হয় ॥
এত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মা মহামতি।
নিস্তব্ধ হয়েন তিনি হেরিয়া সন্ততি ॥

প্রফুল্ল কমল মুখ সহসা মুদিল ।
সুচারু নয়ন মরি ! আনন্দে ভাসিল ॥
কণ্ঠস্বর বিরামেতে বীণা যেন স্থির ।
প্রশান্ত মূর্ত্তিতে যেন অচঞ্চল নীর ॥
হেন ভাব হেরি তবে মনু সাধুবর ।
কহিলেন করযোড়ে তাঁহারে বিস্তর ॥
কি কব তোমায় পিতা পাপের নাশন ।
প্রাণপণে আজ্ঞা তব করিব পালন ॥
এই ভিক্ষা চাই আমি আপনার পাশ ।
কোথায় জন্মাই প্রজা কোথায় নিবাস ॥
হেন স্থান সুনির্দ্দেশ করহ ব্রহ্মন্ ।
করিব বহুল প্রজা তাহে উৎপাদন ॥
ভূতের নিবাস-স্থান যে পৃথিবী ছিল ।
প্রলয়ের কালে তাহা সিন্ধুতে ডুবিল ॥
হেন তেজ নাহি মম উদ্ধারিতে তায় ।
মেদিনী উদ্ধারে পিতা করহ উপায় ॥
পাইলে মেদিনী আমি হ'য়ে অধিপতি ।
সৃজিব অসংখ্য প্রজা যথা মম মতি ॥
এত কহি মনু রন যোড়হাত করি ।
ভাবিতে থাকেন ব্রহ্মা মনেতে বিচারি ॥

সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা সার ।
হরি গুণ গান সবে করহ প্রচার ॥

ইতি স্বায়ম্ভুব মনুর উপাসনা বৃত্তান্ত কথন ।

বরাহ অবতার বিবরণ

সূত কহে শুন ওহে শৌনক সুজন ।
শুন ভাগবত-বার্ত্তা মধুর বচন ॥
কহিলেন তবে শুক পাণ্ডু-বংশধরে ।
শুন রাজা উপদেশ একান্ত অন্তরে ॥
যেমনে হইল এই মেদিনী প্রকাশ ।
হইতে কারণ-বারি তাহার আভাষ ॥
বরাহ রূপেতে যথা সেই ভগবান্ ।
উদ্ধারেন মেদিনীরে শুন জ্ঞানবান্ ॥
হেন উপদেশ সেই মৈত্রেয় সুজন ।
বিদুরে সম্ভাষি আগে করি আরম্ভণ ॥
কহেন মৈত্রেয় তবে বিদুরের প্রতি ।
বরাহ-মাহাত্ম্য বাছা শুন শুদ্ধমতি ॥
যেরূপেতে ভগবান্ বরাহ-আকার ।
যে কার্য্য করেন তাহে কহিব বিস্তার ॥
মনুর মুখেতে শুনি মেদিনী-মজ্জন ।
হইলেন প্রজাপতি বিস্ময়ে মগন ॥
ভয়ঙ্কর মহার্ণব তরঙ্গে আকুল ।
অসীম অনন্ত বারি কারণ-সঙ্কুল ॥
কোথায় মেদিনী রয় উদ্ধারি কেমনে ।
সমস্ত দিবস ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে ॥
সলিলে নিমগ্না দেখি পৃথিবীসুন্দরী ।
উপায় ভাবিল ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরি ॥
কি প্রকারে পৃথিবীরে করিব উদ্ধার ।
মনে মনে চিন্তে ব্রহ্মা বিবিধ প্রকার ॥
প্রয়োজন বশে আমি সৃজিয়াছি জল ।
পৃথিবী প্লাবিতা হ'য়ে যায় রসাতল ॥
পূর্ব্বে আমি পান করি এই বারি-চয় ।
কি প্রকারে পুনঃ জল প্রকাশিত হয় ॥
অতীব আশ্চর্য্য ইহা অদ্ভুত ব্যাপার ।
কিরূপে পৃথিবী আমি করিব উদ্ধার ॥
যবে সৃষ্টি কার্য্য আমি করি সুকৌশলে ।
জলেতে প্লাবিতা ক্ষিতি গেছে রসাতলে ॥

কেমনে করিব-হায় তাহার উদ্ধার।
কেমনে মনুর বংশ হইবে বিস্তার ॥
সৃষ্টিকার্য্যে রত আমি কি করি উপায়।
মোর স্রষ্টা ভগবান্ হউন সহায় ॥
ভাবিতে ভাবিতে ইহা প্রজাপতি ধীর।
মনে মনে এই যুক্তি করিলেন স্থির ॥
যে ঈশ্বর সৃজিলেন মোদের নিশ্চয়।
মথিয়া চৈতন্য সহ নিজের হৃদয় ॥
ইহার উপায় তিনি দিবেন বিধান।
করিবেন পূর্ণ আশা সর্ব্ব-শক্তিমান ॥
শুনহ বিদুর তবে নিষ্পাপ অন্তরে।
চিন্তা অবসানে কিবা ঘটে অতঃপরে ॥
পূর্ব্ব-চিন্তা করি যবে ব্রহ্মা গুণমণি।
উপায় মনন করে হৃদয়ে আপনি ॥
এই ভাবে ব্রহ্মা যবে চিন্তা করে মনে।
নাসা হ'তে বাহিরিল বরাহ তখনে ॥
আশ্চর্য্য ক্রিয়ার তবে হইল প্রকাশ।
মরি মরি কি মাধুরী তাহাতে আভাস ॥
অতীব কোমল শিশু ক্ষুদ্রকায় অতি।
আশ্চর্য্য হয়েন তারে হেরি প্রজাপতি ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জীব দেখিতে দেখিতে।
আকাশে উঠিয়া ক্ষণে লাগিল বাড়িতে ॥
হস্তীর সমান রূপ বরাহ ধরিল।
তা' দেখিয়া জ্ঞানীজন তর্ক আরম্ভিল ॥
মরীচি সনক মনু ইত্যাদির সহ।
পদ্মাসন নিজে তবে আরম্ভে কলহ ॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে করি মন স্থির।
বরাহ-রূপের তত্ত্ব করেন বাহির ॥
বরাহ-রূপেতে সেই সর্ব্ব-শক্তিমান।
আবির্ভূত হইলেন সর্ব্ব বিদ্যমান ॥
হেরিলে মনেতে হয় অপার বিস্ময়।
বিনা ভগবান্ ইহা সম্ভব তো নয় ॥
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আসি সাগর মাঝার।
প্রকাশিত এই মাত্র পর্ব্বত আকার ॥
অদ্ভুত এ কর্ম্ম কিবা অদ্ভুত গঠন।
যজ্ঞেশ্বর না হইলে পারে কোন্ জন ॥
প্রকৃত মূর্ত্তিরে করি গোপন নিশ্চয়।
এইরূপে প্রকাশেন বিষ্ণু দয়াময় ॥
তাঁহার কৃপার কথা কে করে বর্ণন।
কোন্ ইচ্ছা তাঁর মনে জানে কোন্ জন ॥
এইরূপ নানা ভাব বিচারেন মনে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি নেহারি নয়নে ॥
দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি পর্ব্বত-প্রমাণ।
ভীষণ গর্জ্জনে তাঁর সবে কম্পমান ॥
গর্জ্জনে কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি।
প্রলয়-তরঙ্গ উঠে সমুদ্র উপরি ॥
তুমুল হুঙ্কারে তার অতি ভয়ঙ্কর।
চারিধারে প্রতিধ্বনি উঠিল সত্বর ॥
সে গর্জ্জন শ্রবণেতে সুখী সর্ব্বজন।
আনন্দিত মনু আর দ্বিজোত্তমগণ ॥
তপ-জন-সত্যলোকে যত জন রয়।
বরাহ-গর্জ্জনে সবে আনন্দিত হয় ॥
মায়াময় মূর্ত্তি তাহা বরাহের রূপ।
সংশয়-নাশক নাদ অতি অপরূপ ॥
সংশয়-নাশক রব করিয়া শ্রবণ।
সাম ঋক্ যজু মন্ত্রে করিল পূজন ॥
বরাহে করিলে স্তব বেদের বিধান।
সন্তুষ্ট হয়েন প্রভু সেই ভগবান্ ॥
বেদ-প্রতিপাদ্য সেই বরাহ-মূরতি।
বেদ-শাস্ত্র শুনি হন হরষিত অতি ॥
দেবগণ-স্তবে ভুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
সম্ভাষিতে তাঁহাদের করেন গর্জ্জন ॥
আনন্দে গর্জ্জন করি প্রফুল্ল অন্তর।
যেন গগনেতে শোভে ঘন জলধর ॥
আনন্দের ভাব সেই দেহেতে প্রকাশ।
যেন শত চন্দ্র-সূর্য্য জ্যোতিতে আভাষ ॥
পুচ্ছ ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হ'ল আনন্দের ভরে।
সরল হইল লোম ত্বকের উপরে ॥

খুরোপরে মেঘ যেন হইল ঘর্ষণ ।
এত দীর্ঘ সে শরীর কে করে বর্ণন ॥
স্কন্ধেতে কেশর-রাশি লাগিল দুলিতে ।
শুভ্র দন্ত দুই দিকে লাগিল জ্বলিতে ॥
চন্দ্র সম জ্যোতিঃ তার অঙ্গে প্রকাশিল ।
প্রলয়ের অন্ধকার তাহাতে নাশিল ॥
ত্রিভুবন-ব্যাপ্ত মূর্ত্তি সেই ভগবান্ ।
গগনে গগনে ব্যাপি হন বিদ্যমান ॥
ঘ্রাণশক্তি-বলে জানি মেদিনী নিবাস ।
উদ্ধারিতে তাঁরে মনে করি অভিলাষ ॥
প্রশান্ত নয়ন বটে করাল বদন ।
ভীষণ প্রলয় নীরে হন নিমগন ॥
ডুবিবার অগ্রে ঊর্দ্ধে করি দৃষ্টিপাত ।
দেখিলেন মনু আদি বিপ্রের সাক্ষাৎ ॥
ভীষণ তরঙ্গাকুল প্রলয় সাগর ।
হেরিয়া বরাহ-মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভয়ে কাঁপি থর থর করেন চীৎকার ।
বলে 'কর যজ্ঞেশ্বর আমার নিস্তার' ॥
ডুবিল বরাহ অঙ্গ সমুদ্রে রাজন ।
ভাবিলেন যেন শত সুমেরু পতন ॥
কাতর হইয়া তুলি তরঙ্গ-নিচয় ।
বাহু তুলি যেন ক্ষমা চাহে সুনিশ্চয় ॥
অসীম অপার রাজ্য ছিল সে সাগরে ।
আনিলেন ভগবান্ সীমার ভিতরে ॥
খুরবলে আলোড়িয়া সাগরের জল ।
বিদীর্ণ করিয়া নামে নিম্নে রসাতল ॥
রসাতলে মেদিনীরে হেরেন নয়নে ।
দুঃখিনী কামিনী যেন বিহীন ভূষণে ॥
মেদিনী কামিনী হেরি দেব নারায়ণ ।
বলিলেন পূর্ব্ব কথা করিয়া স্মরণ ॥
মেদিনী তোমার নাম স্নেহের সন্ততি ।
সর্ব্ব জীবাধার তুমি ওহে বসুমতী ॥
যখন প্রলয়-জলে বিশ্বের হরণ ।
করেছিনু তোমা বাছা আমিই গ্রহণ ॥
অনন্ত-শয্যায় যবে করেছি শয়ন ।
জঠরে যতনে তোমা করিনু গ্রহণ ॥
জাগিনু এখন আমি না দেখি তোমায় ।
উদ্ধারিতে তাই বাছা এসেছি হেথায় ॥
এই যে উভয় দন্ত দেখিছ আমার ।
অবস্থান কর বাছা উপরে উহার ॥
লয়ে শূন্যোপরে যাব প্রকাশ কারণ ।
ভূতযোনি তুমি বৎসে জীবের জনন ॥
কে হরিল নাহি পাই তার দেখা আর ।
নিশ্চয় সাধিব আমি নিধন তাহার ॥
তোমারে হারালে জীব জন্মিবে কেমনে ।
সেই হেতু নাশিব মা সেই দুরাত্মনে ॥
এত বলি ভগবান্ লইয়া মেদিনী ।
রসাতল হ'তে শূন্যে আসেন আপনি ॥
দন্তেতে শোভিল মহী সর্ব্ব-জীবাধার ।
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত অঙ্গ বরাহ-আকার ॥
মরি মরি কি মাধুরী হইল বিকাশ ।
আনন্দ-লহরী যেন তাহাতে প্রকাশ ॥
মেদিনী উদ্ধার হ'ল হৃষ্ট দেবগণ ।
ক্রোধে হিরণ্যাক্ষ বীর রক্তিম নয়ন ॥
অতি বলবান্ দৈত্য দেখিতে ভীষণ ।
স্বীয় বলে পূর্ব্বে ধরা করিল হরণ ॥
হাতে করি সুখে আনি রসাতল মাঝ ।
আনন্দে বিহার তাহে করে দৈত্যরাজ ॥
সে ধন হরিল হেরি নিজে নারায়ণ ।
হইল প্রবল দৈত্য ক্রোধপরায়ণ ॥
করেতে ভীষণ গদা করিয়া ধারণ ।
বরাহের সহ যায় করিবারে রণ ॥
না জানি বরাহ-রূপে আসি কোন্ জন ।
তাহার সাধের মহী করিল হরণ ॥
রোষেতে নয়ন জ্বলে প্রদীপ্ত তপন ।
কিম্বা শত উল্কা যেন জ্বলন্ত পতন ॥
নিশ্বাসের বেগ যেন প্রলয় পবন ।
ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস বহে কাঁপয়ে জঘন ॥

শিরোপরে শিরসিজ যেন কাল ঘন।
সুবিশাল দেহ তার সুমেরু-সমান ॥
ভীষণ দর্শন সেই দৈত্য মহাবীর।
হরিরে না চিনি মন করিয়া সুস্থির ॥
ধেয়ে যেয়ে বরাহের সহ করে রণ।
বরাহ করিল তাহে ভীষণ গর্জ্জন ॥
গর্জ্জনে কাঁপিল দৈত্য শেষ হ'ল বল।
হস্তধৃত গদা তার রহিল নিশ্চল ॥
এহেন দুর্ম্মতি হেরি দেব নারায়ণ।
দন্তে ধরি মেদিনীরে করি আকর্ষণ ॥
খুরাগ্রে আঘাত দৈত্যে করেন বিস্তর।
পঞ্চত্ব পাইল দৈত্য অতি ক্রোধপর ॥
যেইরূপ পশুরাজ হস্তীরে বিনাশে।
সেরূপ দৈত্যেরে হরি বধে অনায়াসে ॥
আঘাতে দৈত্যের অঙ্গে বহিল রুধির।
পর্ব্বতে বহিছে যেন বরিষার নীর ॥
পড়িল রণেতে দৈত্য হ'য়ে অচেতন।
সুমেরুর চূড়া ভাঙ্গে বজ্রের পতন ॥
বধিয়া বিষম দৈত্য আদি নারায়ণ।
বরাহ-রূপেতে রক্ত মাখেন তখন ॥
ক্রীড়াচ্ছলে ধরা যবে করে বিদারণ।
গজরাজ যে মূরতি করয়ে ধারণ ॥
গৈরিক মৃত্তিকা লাগি গণ্ডে মুণ্ডে তার।
যেরূপ অরুণ বর্ণে শোভে চমৎকার ॥
বরাহের রূপী সেই হরি ভগবান্।
সেরূপ দৈত্যের রক্তে কিবা শোভা পান ॥
দৈত্য বধি হরি তবে লইয়া মেদিনী।
প্রকাশেন যেন মেঘে স্থির সৌদামিনী ॥
তমাল-সদৃশ নীলকান্তি নারায়ণ।
ধরেন দন্তেতে ধরা রূপেতে কাঞ্চন ॥
হেরি হেন রূপ আর পৃথিবী উদ্ধার।
কীর্ত্তন করেন ব্রহ্মা বরাহাবতার ॥
বিরিঞ্চি প্রভৃতি ঋষি হইয়া মিলন।
করযোড়ে স্তব তাঁরে করে অনুক্ষণ ॥
বেদ অনুরাগে যথা বিষ্ণুর সন্তোষ।
সেমতে বরাহে ব্রহ্মা করে পরিতোষ ॥
কি বলিয়া ব্রহ্মা আদি করেন স্তবন।
শুনহ বিদুর কহি করি বিবেচন ॥
সুবোধ রচিল গীত ভুবন-মাঝার।
সার করি সেই নাম তর ভবপার ॥

ইতি বরাহ অবতার বিবরণ।

ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক বরাহমূর্ত্তির স্তব

সূত কহে মুনিগণ কর অবধান।
শুক-মুখে ভাগবত বেদের প্রমাণ ॥
যেমনে কহিলা শুক পাণ্ডু-নরবরে।
কহিব তেমনি সবে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
কহিলেন শুক তবে সম্বোধি রাজন।
শুন নৃপ এইবার বরাহ-স্তবন ॥
বিদুরের কাছে সেই মৈত্র ঋষিবর।
কহেন বরাহ-স্তুতি অতি মনোহর ॥
সেই কথা শুন রাজা হ'য়ে একমন।
বুঝিবে সংসার মাত্র মায়ার বন্ধন ॥
বিদুরের কাছে কহে মৈত্র ঋষিবর।
শুনহ বরাহ-স্তব বেদের গোচর ॥
পৃথিবী উদ্ধার হ'লে ব্রহ্মা গুণমণি।
মনুসহ স্তব তাঁরে করেন তখনি ॥
বরাহ-রূপেতে হরি মেদিনী উদ্ধার।
করিয়া রাখেন পুনঃ এ বিশ্ব সংসার ॥
অদ্ভুত এ লীলা দেব বরাহ-আকার।
মায়াদৃষ্টে হেন বোধ হয় সবাকার ॥
বরাহ না হয় উহা বেদের প্রমাণ।
অনন্ত স্বরূপ তাহা জ্ঞানীর বাখান ॥

অজিত তোমার নাম যজ্ঞের ভাবন।
কায়মনে করি পূজা যুগল চরণ॥
সর্ব্বত্র তোমার জয় কি কহিব আর।
বেদময়ী তনু তব কাঁপে অনিবার॥
তব লোমকূপে প্রভু হেরি অবিরল।
লয়প্রাপ্ত হইয়াছে সমুদ্র সকল॥
পৃথিবী উদ্ধার তরে তুমি নারায়ণ।
এই বরাহের মূর্ত্তি করিলে ধারণ॥
স্বয়ং ঈশ্বর তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
যে জনের আত্মা হয় পাপে কলুষিত।
সে জন না পায় তব সাক্ষাৎ নিশ্চিত॥
যজ্ঞময় মূর্ত্তি তব দয়াময় প্রভু।
দেখিতে না পায় যত দেবতারা কভু॥
কিবা পরিচয় দিব মোরা হীনমতি।
বেদ-রূপে তুমি দেব বরাহ-মূরতি॥
ত্বক্ নয় উহা ছন্দ গায়ত্রী প্রমাণ।
রোম নয় যজ্ঞভূমে জ্ঞানীর বিধান॥
চক্ষু নয় হবি উহা হোমেতে উদয়।
চারিপদে চাতুর্হোত্র কর্ম্ম পরিচয়॥
মুখাগ্রেতে স্রুক্ তব স্রুব নাসা হয়।
ইড়াই উদয় কর্ণ চমশ নিশ্চয়॥
প্রাশত্রয় মুখ তব জ্ঞানীর বিধান।
সোমপাত্র মুখানলে সর্ব্ব বিদ্যমান॥
চরণে প্রকাশ অগ্নি যজ্ঞের কারণ।
দীক্ষা হ'তে বার বার তব প্রকাশন॥
উপসদ্ নামে ইষ্টি গ্রীবা তব হয়।
প্রায়ণী উদয়নীয় যেন গণ্ডদ্বয়॥
প্রবর্গ্য তোমার জিহ্বা বেদেতে প্রমাণ।
সত্য আবসথ্য অগ্নি শিরেতে বিধান॥
ইষ্টকাচয়ন নামে তব পঞ্চ প্রাণ।
সোমরস রেতঃ তব সর্ব্ব বিদ্যমান॥
তিনটি সবন রূপে বাল্যাদি যৌবন।
অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞ ত্বকেতে শোভন॥
দ্বাদশাহ নামে যজ্ঞ সন্ধি দেহ মাঝ।
যজ্ঞরূপে তুমি হরি ধ'রেছ এ সাজ॥
অসোম যজ্ঞাদি আর ক্রতু অনুষ্ঠান।
উভয় স্বরূপ তব বন্ধন-নিদান॥
তুমি যন্ত্র তুমি বেদ তুমি দ্রব্যচয়।
তুমি যজ্ঞ মহাকর্ম্ম জ্ঞানেতে নিশ্চয়॥
যজ্ঞ-কর্ম্মে মন্ত্র-বলে সত্ত্ববোধ হয়।
সত্ত্ববোধে মহাভক্তি তাহে উপজয়॥
ভক্তি হ'তে আত্মজয় হয় সুপ্রকাশ।
তাহাতে চিত্তের ধৈর্য্য নামেতে বিশ্বাস॥
বিশ্বাসের অনুভবে জ্ঞানের উদয়।
সেই জ্ঞানরূপী তুমি বেদে ইহা কয়॥
তুমি জ্ঞানময় হরি তুমি গুরুভার।
অতীব আশ্চর্য্য লীলা তোমা নমস্কার॥
কি মাধুরী ভগবান্ ধ'রেছ এবার।
ভাবিলেই পুলকিত হৃদয় আগার॥
কমলিনী শুণ্ডে ধরি হ'তে সরোবর।
গজেন্দ্র তীরেতে যথা অতি শোভাকর॥
তেমনি দন্তাগ্রে ধরা করিয়া ধারণ।
কি রূপ ধ'রেছ মরি বিশ্ব-বিমোহন॥
বেদময় মূর্ত্তি এই বরাহ আকার।
তদুপরে ভূমণ্ডল শোভার আধার॥
যেন সুমেরুর শৃঙ্গে শুভ্রমেঘ দল।
তেমনি পৃথিবী সহ তুমি শোভাস্থল॥
জননী-রূপিণী ধরা সর্ব্ব-জীবে হয়।
পিতা রূপে তুমি দেব হইলে নিশ্চয়॥
জলের উপরে প্রভু রাখহ ধরণী।
সর্ব্বলোক রক্ষা তাহে হইবে আপনি॥
মন্ত্রপূত করি যথা যাজ্ঞিক মহান্।
অরণিতে করে সদা অগ্নির আধান॥
সেইরূপ দয়াময় মেদিনীর প্রতি।
করিলে নিহিত তুমি ধারণা শকতি॥
তুমি স্বামী এবে ধরা তোমার কামিনী।
সেবিব আমরা উভে দিবস যামিনী॥

কি বলিব তোমা দেব তুমি নারায়ণ ।
তোমা বিনা হেন কার্য্য করে কোন্ জন ॥
অতীব আশ্চর্য্য লীলা পৃথিবী উদ্ধার ।
তুমি ভিন্ন আশ্চর্য্যের কার্য্য সবাকার ॥
কি আশ্চর্য্য আছে দেব নিকটে তোমার ।
কিবা মায়াবলে গড় জগৎ-সংসার ॥
জন তপ সত্যলোকে করি মোরা বাস ।
বেদময় দেহ হেরি পূরাইনু আশ ॥
দেহের কম্পনে তব ওহে দয়াময় ।
যে পবিত্র জলকণা উচ্ছলিত হয় ॥
সেই জলকণা স্পর্শ করিয়া এখন ।
পবিত্র হইনু মোরা ওহে নারায়ণ ॥
কি ভিক্ষা চাহিব দেব তোমার সকাশ ।
না পারি বুঝিতে লীলা যা হয় প্রকাশ ॥
মূঢ়বুদ্ধি সেই হয় যেই করে আশ ।
তোমার লীলার তত্ত্ব করিতে প্রকাশ ॥
সর্ব্বব্যাপী তুমি তবু না হেরে তোমায় ।
তাই মূঢ় জীবগণ এত দুঃখ পায় ॥
যোগমায়া-জাত গুণে সকলে মোহিত ।
সেই হেতু তুমি নহ সর্ব্বপ্রকাশিত ॥
অচিন্ত্য অনন্ত তুমি ওহে ভগবন্ ।
কর প্রভু এ বিশ্বের মঙ্গল সাধন ॥
এতেক বর্ণিয়া তবে মৈত্রেয় সুধীর ।
কহেন বিদুর প্রতি হইয়া সুস্থির ॥
এতেক স্তবেতে তুষ্ট হ’য়ে নারায়ণ ।
জলোপরি মেদিনীরে করেন স্থাপন ॥
স্থাপন করিয়া ধরা সর্ব্বজীবাধার ।
অন্তর্হিত হইলেন অন্তরে তাঁহার ॥
এই মায়াময় রূপে শ্রীহরি কথন ।
অবতার ভাবে যাহা হ’ল প্রকাশন ॥
অতি জ্ঞানময় ইহা করিলে শ্রবণ ।
সংসার-জনিত দুঃখ হয় বিমোচন ॥
ভক্তি সহ যেই শুনে করায় শ্রবণ ।
হৃদয়-আসনে তার রহে জনার্দ্দন ॥
সকলের প্রভু হরি প্রসন্ন হইলে ।
ভুবনে দুর্লভ কিবা নিমেষে না মিলে ॥
কিবা ছার আশীর্ব্বাদ করুণার কাছে ।
সর্ব্বশান্তি বিরাজিত যার মাঝে আছে ॥
যে জন হরির ভজে ফল নাহি চায় ।
পায় সে পরম পদ হরির কৃপায় ॥
এমন করুণাময় হরি-গুণগান ।
ভববিষনাশী হরি-কথামৃত-পান ॥
পশু বিনা অন্য কেবা করিবে হেলন ।
ভক্ত বিনা হেন স্বাদ কে করে গ্রহণ ॥
এই কথা বলি মৈত্র মৌন হ’য়ে রন ।
হরিকথা শুনি মুগ্ধ বিদুরের মন ॥
সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা-সার ।
শুনিলে ঘুচিবে মোহ পাইবে নিস্তার ॥

ইতি ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক বরাহমূর্ত্তির স্তব ।

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিতির গর্ভোৎপত্তি

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
হিরণ্যাক্ষ অসুরের শুন বিবরণ॥
যাহা শুক কহিলেন পাণ্ডু-বংশধরে।
তেমনি কহিব সব কথা অতঃপরে॥
মৈত্রেয়-বর্ণিত বাণী শুনিয়া বিদুর।
আনন্দে ভাসিয়া শান্তি লভিলা প্রচুর॥
বরাহের কীর্ত্তিকথা শুনি ক্ষত্রবর।
পুনশ্চ করেন প্রশ্ন যুড়ি দুই কর॥
কহেন বিদুর তবে কহ মুনিবর।
জিজ্ঞাসিব এক বাণী কহ অতঃপর॥
বরাহরূপেতে সেই যজ্ঞমূর্ত্তি হরি।
বধিলেন অনায়াসে হিরণ্যাক্ষ অরি॥
দন্ত দ্বারা উদ্ধারিতে সুন্দর ভুবন।
দৈত্য সহ শ্রীহরির কেন হয় রণ॥
কহ ঋষি সেই কথা করুণা করিয়া।
ভক্ত আমি তৃপ্ত হব সে বাণী শুনিয়া॥
কেমনে জন্মিল সেই আদি দৈত্যরাজ।
কেমনে হরিল মহী কহ তাহা আজ॥
কেমনে হইল রণ সহ নারায়ণ।
সবিস্তারে কহ দেব তাহার কারণ॥
এতেক শুনিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর।
কহিলেন একে একে কথা অতঃপর॥
অতি সাধু তুমি তব চিত্ত অতি স্থির।
মৃত্যুনাশী হরিকথা জিজ্ঞাসিলে ধীর॥
অবতার কথা যেই করয়ে শ্রবণ।
মৃত্যু-পাশ হ'তে তার হয় বিমোচন॥
অতি পুরাকালে হয় এহেন আখ্যান।
নারদ কহেন ইহা ধ্রুব বিদ্যমান॥
নামেতে উত্তানপাদ ছিল ধরাপতি।
ধ্রুব নামে হয় বৎস তাহার সন্ততি॥
হরিকথা শুনি শিশু নারদের পাশ।
হ'য়েছিল তাঁর হৃদে জ্ঞানের প্রকাশ॥
মৃত্যুমুণ্ডে পদাঘাতি নিজ সাধনায়।
ধ্রুবলোকে স্থান পায় বিষ্ণুর কৃপায়॥
অতি অপরূপ হয় এই ইতিহাস।
শুন বৎস অতঃপর করিব প্রকাশ॥
যেমনে করিল দৈত্য হরি সহ রণ।
দেবগণ শুনিলেন ব্রহ্মার সদন॥
সেই বিবরণ বাছা করহ শ্রবণ।
হিরণ্যাক্ষ জন্মকথা করিব বর্ণন॥
একদা মিলিয়া যত সুরশ্রেষ্ঠগণ।
শুনিবারে দৈত্যবংশ-জন্ম-বিবরণ॥
প্রজাপতি নিকটেতে করি আগমন।
জিজ্ঞাসেন সেই কথা ব্রহ্মার সদন॥
সে কথায় হরষিত হ'য়ে প্রজাপতি।
দৈত্যবংশ কথা কহে দেবগণ প্রতি॥
শুনিনু সে বাণী আমি জ্ঞানীর নিকটে।
কহিব তোমারে সেই কথা অকপটে॥
অবহিত হ'য়ে বৎস করহ শ্রবণ।
হরি-লীলাময় কথা পাপ-বিনাশন॥
সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
হিরণ্যাক্ষ-জন্মকথা করহ শ্রবণ॥
শুক-মুখামৃত এই ভক্তি-শাস্ত্র-সার।
বিজ্ঞান-মণ্ডিত ইহা জ্ঞানের আধার॥
মৈত্রেয় বিদুরে কন সম্বোধন করি।
শুন বৎস দৈত্যবংশ নাশে যথা হরি॥

শ্রীমদ্ভাগবত— বরাহ অবতার বিবরণ

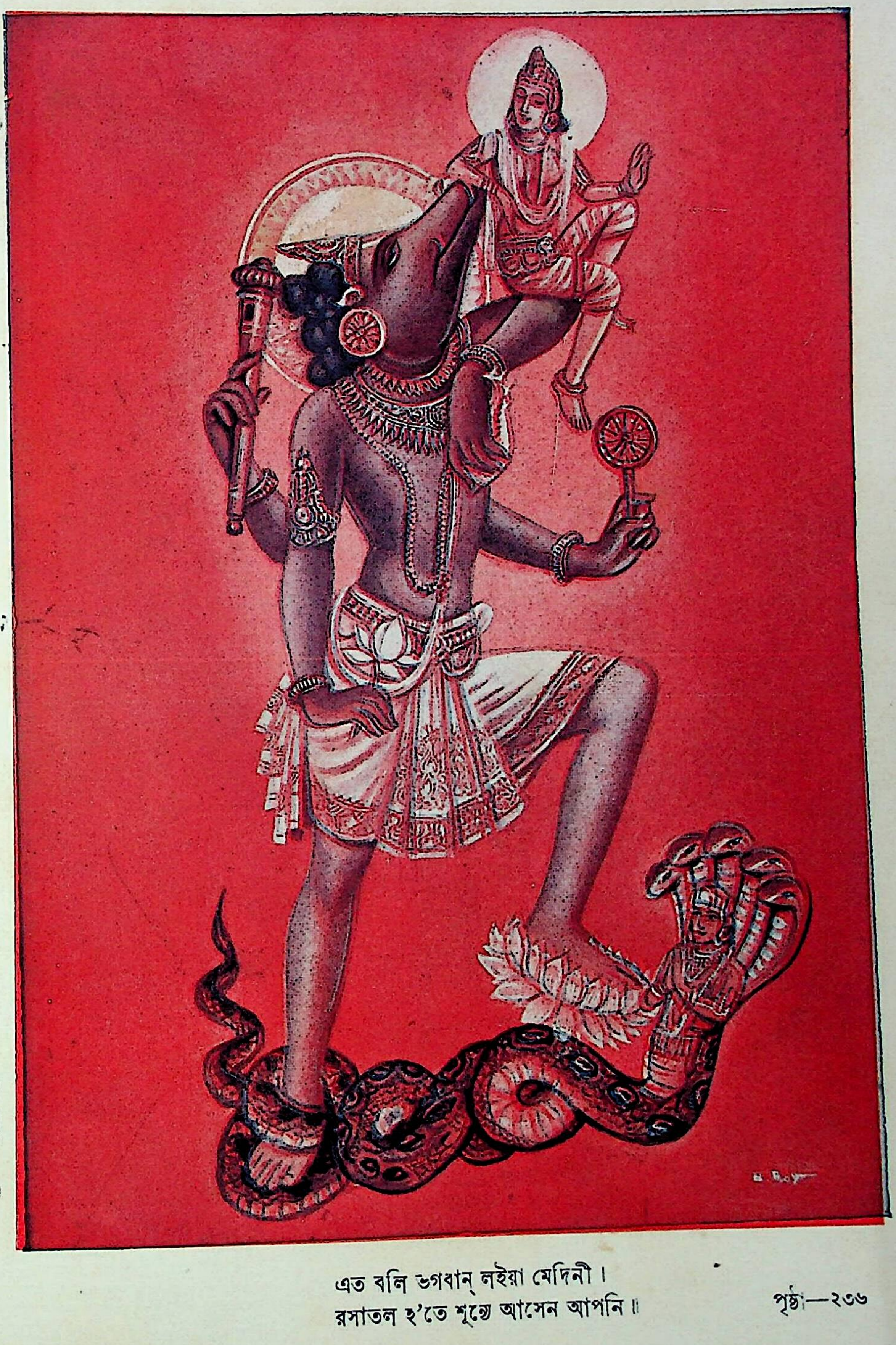

এত বলি ভগবান্ লইয়া মেদিনী।
রসাতল হ'তে শূন্যে আসেন আপনি॥

পৃষ্ঠা—২৩৬

পূর্ব্বে বর্ণিলাম বৎস করহ স্মরণ।
মরীচি দক্ষাদি সবে ব্রহ্মার নন্দন ॥
দক্ষ প্রজাপতি হন সৃষ্টির কারণ।
সৃজেন অনেক পুত্র কন্যা অগণন ॥
পুরাণে বিস্তর তার হয় যে বর্ণন।
সংক্ষেপে কহিব তার কিছু বিবরণ ॥
দিতি নামে যেই কন্যা দক্ষ জন্মাইল।
কশ্যপ ঋষির করে তারে সমর্পিল ॥
আর আর বহু কন্যা কশ্যপ সুমতি।
বিবাহ করেন সুখে দক্ষের সন্ততি ॥
সকলের সহ ঋষি করেন বিহার।
কামিনীগণের মনে আনন্দ অপার ॥
একদা রমণী দিতি সৌন্দর্য্য-আকর।
প্রফুল্ল যৌবন যেন পূর্ণ শশধর ॥
অতি মনোলোভা রূপ মনোহর বেশ।
যৌবনে হইল তাঁর অনন্ত আবেশ ॥
পতি সঙ্গ ইচ্ছা সদা পতি নাহি পায়।
আর আর ভগ্নী-প্রেমে পতি মত্ত রয় ॥
একেত অবলা জাতি পূর্ণ লজ্জা ভয়।
ভগ্নীতে হিংসন তাহে উচিত না হয় ॥
সেই ভাবি স্থির হয়ে থাকে কিছুদিন।
অনঙ্গ দহনে তনু সদা হয় ক্ষীণ ॥
একদা সুন্দরী দিতি সন্ধ্যার সময়।
তাপিত তপন যবে অস্তমিত হয় ॥
রজনী আগতমাত্র ধরা প্রায় স্থির।
মনে ভয় নাহি তবু হইল বাহির ॥
হেনকালে সাজাইলা মনোহর বেশ।
তাম্বুলে রঞ্জিলা মুখ বিনাইলা কেশ ॥
পরিলা সুন্দর শাড়ী অঙ্গেতে ভূষণ।
নানাগন্ধ দ্রব্য অঙ্গে করিলা লেপন ॥
অতি পরিপাটি হয়ে আনন্দে অস্থির।
হেনকালে পঞ্চশর আঘাতে অধীর ॥
সাজায়ে সুন্দর বেণী দেখিলা দর্পণে।
রতি ইচ্ছা হৃদয়েতে ইচ্ছিলা সেক্ষণে ॥
রতি লাগি পতি প্রতি হ'ল তাঁর মন।
সেই ক্ষণে পতি-পাশে করিলা গমন ॥
একে পতি ঋষি তায় সন্ধ্যার সময়।
সন্ধ্যাকৃত্যে পতি তাঁর ছিলেন নিশ্চয় ॥
নাহি কোন বাধা মানি অনঙ্গ পীড়নে।
গৃহ হ'তে যান তিনি পতির সদনে ॥
তপস্যায় আশ্রমেতে পতি রন তাঁর।
ঈশ্বরে নিমগ্ন চিত্ত রহে অনিবার ॥
হেনকালে কামাতুরা সে দিতি সুন্দরী।
পতির সম্মুখে যান অতি ত্বরা করি ॥
সমাধিতে পতি মগ্ন হেরিয়া নয়নে।
কহিলেন দিতি তাঁরে সুমিষ্ট বচনে ॥
কহিলা সুন্দরী তবে যুড়ি দুই কর।
আশ্রমের কাছে থাকি কামে জরজর ॥
শুন ওহে গুণমণি আমার বচন।
লজ্জা খেয়ে কহি তোমা সব বিবরণ ॥
বিজ্ঞতম তুমি নাথ সর্ব্ব-জ্ঞানাধার।
তাই দিলা মোরে তোমা জনক আমার ॥
ইহা ত লজ্জার কথা কহিতে না পারি।
আর যে যাতনা আমি সহিবারে নারি ॥
সার্থক আমার জন্ম হ'ল মহাশয়।
তাই তব সম পতি মম লাভ হয় ॥
সর্ব্বগুণ-শ্রেষ্ঠ তুমি মহামুনিবর।
অতুল জগতে তুমি সৌন্দর্য্য-আকর ॥
হইয়া তোমার নারী করিব রোদন।
যে যাতনা দেয় সেই কাম-শরাসন ॥
কদলীর দল যথা হস্তী অবহেলে।
পদ আর শুণ্ড দিয়া ছিন্ন করি ফেলে ॥
তেমনি মদন মোরে ভাবি হীনবল।
মন প্রাণ ধৈর্য্য নাথ হরিল সকল ॥
তোমা বিনা এ বিপদে কে করে উদ্ধার।
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু উপরে আমার ॥
ভেবে দেখ প্রাণনাথ আপন অন্তরে।
কত দুঃখ সহে দাসী যৌবনের ভরে ॥

যতেক সপত্নী সহ কর তুমি বাস।
ইচ্ছায় বিহরি কর হাস্য-পরিহাস ॥
তোমারে করিয়া লাভ সপত্নীর দল।
যৌবন আনন্দে রহে সতত বিহ্বল ॥
ভুলেও আমারে নাথ নাহি কর মনে।
যৌবনের ভার আমি সহিব কেমনে ॥
ধন-পুত্র রত্ন লাভ করিল সকলে।
থাকিতে আমার স্বামী দুঃখী পৃথ্বীতলে ॥
একে কামশর মোরে করে জরজর।
সপত্নী-সমৃদ্ধি-শেল তাহার উপর ॥
এতেক যাতনা আমি সহিতে না পারি।
একেত অবলা জাতি তাহে কুলনারী ॥
কি না জান তুমি স্বামী করহ স্মরণ।
যারে ভালবাসে স্বামী সেই শ্রেষ্ঠজন ॥
যশঃ তার চারিদিকে হয় প্রকাশিত।
সার্থক রমণী-জন্ম তাহাতে বিহিত ॥
পুত্র ভিন্ন কিবা সুখ রমণী-জীবনে।
তুমি পতি হ'য়ে কেন হয় দুঃখ মনে ॥
পূর্ব্বকথা কর দেব এক্ষণে স্মরণ।
যবে তুমি মোরে নাথ করহ গ্রহণ ॥
দক্ষ প্রজাপতি পিতা করুণ হৃদয়ে।
জিজ্ঞাসিলা যত কন্যা একত্রেতে ল'য়ে ॥
কহ না কহ না সবে যেবা মনে লয়।
কাহার গৃহিণী হ'তে অভিলাষ হয় ॥
যতেক ভগিনী মোর প্রকাশিল আশ।
প্রকাশিল যার প্রতি যার অভিলাষ ॥
মোরা ত্রয়োদশ ভগ্নী বরিনু তোমায়।
গুণমণি ভাবি তোমা সুখের আশায় ॥
সেই হেতু ত্রয়োদশে তোমা হেন বরে।
সঁপিলা জনক দক্ষ সানন্দ অন্তরে ॥
তেরটি ভগিনী মোরা ওহে গুণবান।
অনুরাগে তব প্রতি সঁপি মন প্রাণ ॥
সমান সবারে তবে ভাবিতে উচিত।
একভাবে রাখা সবে তোমার বিহিত ॥
কিন্তু হায় প্রাণনাথ ভালবাস সবে।
সুখেতে বিহার কত আনন্দ বৈভবে ॥
কেবল দুঃখিনী আমি হই তব দাসী।
নাহি মিষ্ট কথা কও মুখে ভালবাসি ॥
ছি ছি নাথ এই ভাব উচিত না হয়।
কেন দুঃখী হই আমি যৌবন সময় ॥
এক্ষণে আমার আশা করহ শ্রবণ।
মনের কামনা কহি তোমার সদন ॥
কামশরে নিপীড়িতা অবলা কামিনী।
ভজিনু তোমায় নাথ হইতে সুখিনী ॥
তুমি মহোত্তম জন বিদিত ভুবনে।
বিফল না হবে আশা এই লয় মনে ॥
কমল-লোচন ওহে তুমি দয়াময়।
আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর এ সময় ॥
এতেক কহিয়া দিতি মধুর সম্ভাষে।
দাঁড়ায়ে রহিল তথা প্রত্যুত্তর আশে ॥
এত শুনি নারী মুখে মরীচি-সন্ততি।
কহি শুন সেই বাণী ক্ষত্তা তব প্রতি ॥
অনঙ্গের শরে বিদ্ধ মধুর বচন।
দিতি-মুখে শুনি তবে মরীচি-নন্দন ॥
আনন্দে সম্ভাষি তাঁরে কহেন হরষে।
আপনার মনোভাবে মজি প্রেমবশে ॥
শুনগো ললনে তোমা করি নিবেদন।
মম প্রতি কেন তব এহেন বচন ॥
দোষারোপ মোর প্রতি উচিত না হয়।
কি দোষ করিনু তোমা কহত নিশ্চয় ॥
তব পিতা বিভা দিল ত্রয়োদশ কন্যা।
আমারে পাইয়া সবে হইয়াছে ধন্যা ॥
সবার যৌবনে আমি করেছি বিহার।
সবার জন্মিল পুত্র ঔরসে আমার ॥
তুমি মম প্রিয় পত্নী আমি হই পতি।
অবশ্য কামনা তব পূরাইব সতী ॥
পত্নী প্রিয় কার্য্য করা সবার উচিত।
তাহে ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ বিহিত ॥

হেন শাস্ত্র-মাঝে পত্নী শ্রেষ্ঠজন রয়।
অবহেলে যে পত্নীরে পাষণ্ড নিশ্চয় ॥
গৃহস্থের মহাধর্ম্ম পত্নীরে পালন।
সেই ধর্ম্মে সংসারের পারেতে গমন ॥
নৌকা বিনা নাহি যথা সাগরের পার।
গৃহিণী বিহনে নাহি সংসারে নিস্তার ॥
অতীব পণ্ডিতা তুমি কি কব তোমারে।
শরীরের অর্দ্ধভাগ পত্নী-অধিকারে ॥
বেদ-মাঝে প্রকাশিত আছে হেন বাণী।
সেই হেতু তোমা সবে শ্রেষ্ঠ ব'লে মানি ॥
আর এক কথা প্রিয়ে ভাবহে আপনে।
অযত্ন করিব আমি তোমা কি কারণে ॥
দুর্গপতি যথা দুর্গে করিয়া আশ্রয়।
বিবিধ কৌশলে শত্রু করে সুখে জয় ॥
ইন্দ্রিয়-সমান শত্রু নাহিক দুর্জ্জয়।
সংসারেতে মানবের ভাবিলে নিশ্চয় ॥
আর যে আশ্রম তিন শাস্ত্রেতে প্রকাশ।
তাদের কৌশলে হয় ইন্দ্রিয় বিনাশ ॥
আশ্রয় বিহনে কোথা শত্রু যায় মারা।
আশ্রয় ইন্দ্রিয়-নাশে একমাত্র দারা ॥
যার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়েরে লোকে করে জয়।
স্বর্গবাস করে সুখে প্রশান্ত হৃদয় ॥
সে হেন রমণী-ঋণ কে শোধিতে পারে।
কোটি জন্ম সেবা করি শুধিবারে নারে ॥
ললনার উপকার এক প্রতিশোধ।
পাওয়া যায় মনে ভাবি আপন প্রবোধ ॥
পুত্র উৎপাদন মাত্র সেই উপকার।
তাহাতে ললনা তুষ্ট ধর্ম্ম তুষ্ট আর ॥
করিব সে আশা তব অবশ্য পূরণ।
কিন্তু কার্য্য করিবার আগে বিবেচন ॥
যে কর্ম্মেতে নিন্দা হয় নিকট সবার।
বিহিত সে কার্য্য নয় জ্ঞানীর আচার ॥
তাই বলি হে সুন্দরী ভাবহ মনেতে।
পূরাব কামনা তব অল্প বিলম্বেতে ॥
রুদ্র অধিকারভুক্ত এই সন্ধ্যাকাল।
অতি ঘোরতমা ইহা অতীব ভয়াল ॥
ঘোর দর্শনের কালে ভূত-প্রেতগণ।
ভীষণ মূর্ত্তিতে করে সদা বিচরণ ॥
এ ঘোর দর্শন-কালে আপনি ভূতেস।
বৃষস্কন্ধে পর্য্যটন করে নানা দেশ ॥
সঙ্গে তাঁর অনুচর পিশাচের দল।
ভীষণ আকৃতি সব সকলে চঞ্চল ॥
সন্ধ্যাকালে ভূতনাথ ভীষণ মুরতি।
শ্মশানের বায়ুসম জটাজূট অতি ॥
দেখিতে অতীব ধূম্র ধূলায় ধূসর।
এ হেন জটার বর্ণ তাহে দিগম্বর ॥
সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি তিনে এবে সন্ধি হয়।
সেই হেতু সন্ধ্যা এই কালেরে কহয় ॥
তিন নেত্র ভূতনাথ জান ত নিশ্চয়।
অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য তার নামান্তর হয় ॥
এই কালে ভূতনাথ হেরে ত্রিনয়নে।
কোন্ ভাবে কে জগতে র'য়েছে কেমনে ॥
ভগ্নাপতি তব দেব ভূতনাথ হয়।
লজ্জা করা তাঁরে প্রিয়ে উচিত নিশ্চয় ॥
সেহেতু কহিনু তোমা বিলম্বের তরে।
ক্ষণকাল তিষ্ঠ সতী নিজে জ্ঞানভরে ॥
অপার মহিমা সেই ভূতনাথে রয়।
জগতে আপন পর যার ভেদ নয় ॥
আদরের মধ্যে কিছু অনাদর নাই।
সকলে সমান দৃষ্টি যাঁহার সদাই ॥
যাঁহার উচ্ছিষ্ট ভুক্ত বিভূতি সকল।
মহাপ্রসাদের রূপে চাহি অবিরল ॥
বিষয়-আসক্তি-শূন্য যাঁর আচরণ।
পণ্ডিতেরা সমাদরে করে উচ্চারণ ॥
তাঁর হেন পৈশাচিক আচরণ কেন।
তাহা লাগি উপহাস করিও না যেন ॥
দেহকেই আত্মারূপে যে করে গণন।
বস্ত্র মাল্য অলঙ্কারে করয়ে পোষণ ॥

সে জন না বুঝে কভু অভিপ্রায় তাঁর।
আচরণ হেরি তাঁর হাসে অনিবার॥
তাঁর অধিকার ব্রহ্মা করিছে পালন।
সৃজনের কর্ত্তা তিনি তিনিই কারণ॥
মায়া তাঁর আজ্ঞাকারী সকল সময়।
তাঁরে উপহাস করা উচিত না হয়॥
কেন তাঁর আচরণ পিশাচের মত।
অতর্কের বস্তু ইহা জেনো অবিরত॥
তাই বলি ক্ষণকাল তুমি ধৈর্য্য ধর।
রতির বাসনা তব মিটাব সত্বর॥
এত কথা শুনি দিতি নাহি ভাবে আন।
অগ্রসরি স্বামি-পাশে ত্বরা করি যান॥
পূর্ব্বকৃত উপদেশ করিল হেলন।
অনঙ্গ-বিকলা প্রায় উম্মাদিনী যেন॥
বারনারী সম সর্ব্ব লজ্জা বিসর্জ্জিয়া।
ব্রহ্মর্ষির বস্ত্র সতী ধরেন ধাইয়া॥
পত্নী-আচরণ হেন করি নিরীক্ষণ।
আশ্চর্য্য হইয়া ঋষি ভাবে মনে মন॥
ভার্য্যারে করিতে তুষ্ট মনে করি আশ।
একান্তে যায়েন তাঁর মিটাতে পিয়াস॥
ঈশ্বরের নামে মুনি করি নমস্কার।
সমাপন করিলেন রতির প্রকার॥
রতি সমাপিয়া ঋষি করিলেন স্নান।
প্রাণায়ামে শুদ্ধচিত্তে করি ব্রহ্ম-ধ্যান॥
মিটায়ে কামের আশা সে দিতি সুন্দরী।
জ্ঞানের উদয়ে নিজ বসন সংবরি॥
লজ্জাবশে অধোমুখে ঋষির সকাশ।
মধু সম্ভাষণে পুনঃ প্রকাশেন আশ॥
দিতি কন শুন নাথ মম নিবেদন।
অবিহিত কার্য্য সত্য হ'ল সংঘটন॥
ভূতপতি রুদ্রাদির সমীপে তাঁহার।
করিলাম বটে আমি মন্দ ব্যবহার॥
সবার রক্ষক সেই মহেশ শঙ্কর।
এই বর মাগি তাঁর নিকটে সত্বর॥
মম গর্ভ তিনি যেন না করেন নাশ।
থাকিলে এ গর্ভ স্বামী মিটে অভিলাষ॥
একেতো অবলা তাঁয় করি নমস্কার।
বিশ্বদেব মহারুদ্র চরণে তাঁহার॥
সকামের ফলদাতা নিষ্কামে মঙ্গল।
সংহার করেন যিনি ল'য়ে নিজ বল॥
সেই ঈশ্বরের পদে করি নমস্কার।
যেন না বিনষ্ট হয় এ গর্ভ আমার॥
মন্যুর স্বরূপ তিনি সংহারের ক্ষণে।
নমস্কার করি তাঁরে ভক্তিযুক্ত মনে॥
ভগ্নীপতি হন মোর সেই পশুপতি।
অতিশয় দয়া তাঁর আছে মম প্রতি॥
আমি যে রমণী জাতি কহি সকাতরে।
ব্যাধেরাও পত্নী প্রতি অনুগ্রহ করে॥
সতীপতি ভোলানাথ শম্ভু আশুতোষ।
মম প্রতি তুষ্ট হও নাহি কর রোষ॥
সতীর স্তবেতে ঋষি ক্ষুব্ধচিত্ত হন।
একে একে প্রজাপতি কহেন বচন॥
শুন সতী দিতি তোমা কহি সবিশেষ।
গর্ভ রক্ষা হবে, নাহি সন্দেহের লেশ॥
চারি দোষ তব গর্ভে হইল উদয়।
ভাবিয়া দেখিনু আমি করিয়া নিশ্চয়॥
নহে তুষ্ট তব মন রতির সময়।
ঘোর বেলাজাত দোষ তাহাতে উদয়॥
মম আজ্ঞা না শুনিলে তিন দোষ হয়।
রুদ্রচরে অবহেলা দোষ চারি কয়॥
এত দোষে গর্ভ তব হইল উদয়।
দুষ্ট পুত্র তব গর্ভে জন্মিবে নিশ্চয়॥
জন্মিয়া তোমার গর্ভে তোমার সন্ততি।
ত্রিলোকেরে দিবে পীড়া হইয়া দুর্ম্মতি॥
নির্দ্দোষের প্রতিকূল হইবে দুর্জ্জন।
নিপীড়িত হবে যবে দেবতা ব্রাহ্মণ॥
সেইকালে ভগবান্ হ'য়ে অবতার।
বধিবেন সুখে তব দুর্জ্জয় কুমার॥

ইন্দ্র যথা বজ্রে ভাঙ্গে উচ্চ গিরিবর।
তেমনি তোমার পুত্রে বধিবে ঈশ্বর॥
দিতি কন জোড়হাতে কি কহিছ স্বামী।
তব কথা শুনি বড় দুঃখ পাই আমি॥
জানিনু দুর্জ্জয় পুত্র হইবে নিশ্চয়।
ভগবান্ বধিবেন নাহি তাহে ভয়॥
ব্রহ্মকোপে যেন তারা নাহি নষ্ট হয়।
সেই ভয় বড় মম হৃদয়ে উদয়॥
ব্রাহ্মণের কোপানলে হয় যে দাহন।
সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর হয় সেই জন॥
যে যোনিতে সেই দুষ্ট জন্মে বার বার।
কভু না মঙ্গল তার হয় পুনর্ব্বার॥
তাই বলি হেন বিধি কর মোরে দান।
ব্রহ্মকোপানলে যাতে না মরে সন্তান॥
হেন ভিক্ষা করি দিতি করযোড়ে রয়।
কশ্যপ কহেন তারে উচিত যা হয়॥
মৈত্রেয় কহেন ওহে বিদুর সুমতি।
হরি-কৃপা শুন পরে দিতি নারী প্রতি॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ঘুচিবে মোহ পাইবে নিস্তার॥

ইতি দিতির গর্ভোৎপত্তি।

দিতির প্রতি কশ্যপের অভয় ও বর প্রদান

সূত কহে শুন শুন মুনির নন্দন।
দিতির অভয় কথা অমৃত বর্ণন॥
শুকদেব কহিলেন পাণ্ডু-বংশধরে।
শুন রাজা মৈত্র ঋষি কি কহেন পরে॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিদুরের প্রতি।
দিতির অভয় কথা শুন মহামতি॥
প্রিয়ারে দুঃখিত দেখি অনুতাপময়।
শ্রীহরির মান্য দিতি করে অতিশয়॥
স্বামীপদে ভক্তি দেখি দিতির তখন।
ধীরে ধীরে সতী প্রতি কহেন বচন॥
কশ্যপ কহেন শুন প্রেয়সী আমার।
না কাঁদ না কাঁদ প্রিয়ে মুছ অশ্রুধার॥
তুমি সতী পুণ্যবতী ভুবনের মাঝ।
ক্রন্দন না হয় তব উপযুক্ত কাজ॥
অকালে লভিলে গর্ভ হইয়া কুমতি।
তাই তব গর্ভে হবে দুর্জ্জন সন্ততি॥
অলঙ্ঘ্য বিধির ধর্ম্ম লঙ্ঘন না হয়।
অবশ্য জন্মিবে পুত্র দুর্জ্জয় নিশ্চয়॥
সবে বিষ্ণু বধিবেন দৌরাত্ম্য নাশিতে।
ইহাও নিশ্চিত কথা কহি তব হিতে॥
যেই জন অপরাধে অনুতাপ করে।
ন্যায় অন্যায়ের বোধ সেই করে পরে॥
পাপদণ্ড অন্তে বিধি সুখ দেন তারে।
এই দেব-বিধি প্রিয়ে কহিনু তোমারে॥
এত যে করিলে তুমি অনুতাপ মনে।
অনুতাপে শুদ্ধ হ'ল কর্ম্ম আচরণে॥
সেই অনুতাপে দগ্ধ হইলে আপনি।
করিয়াছ শুদ্ধ সব মনে অনুমানি॥
শুদ্ধমনে হরিপদ করেছ স্মরণ।
গুরুজনে ভয় প্রিয়ে কর অনুক্ষণ॥
এই পুণ্য হেতু তোমা সুফল ফলিবে।
তাহাতেই বংশ তব উদ্ধার হইবে॥
তোমার পুত্রের এক জন্মিবে কুমার।
সেই পৌত্র উদ্ধারিবে সবংশ তোমার॥
অতি ভাগ্যবান্ পৌত্র হবে সাধুজন।
তারে কৃপা করি দেখা দিবে নারায়ণ॥

তাহার পুণ্যেতে বংশ হইবে উদ্ধার।
সুখ্যাতি তাহার হবে জগতে প্রচার ॥
সর্ব্বলোকে তার খ্যাতি করিবেক গান।
তার গুণ সর্ব্বলোকে দিবেক প্রমাণ ॥
মলিন সুবর্ণ যথা অগ্নির মিলনে।
শুদ্ধ হ’য়ে ধরে সেই উজ্জ্বল কিরণে ॥
হেন গুণ তব পৌত্র করিবে ধারণ।
শুদ্ধ হবে তারে লোক করিয়া স্মরণ ॥
এ বিশ্ব প্রসন্ন হয় কৃপায় যাঁহার।
যাঁহার স্বরূপ বিশ্ব হয় অনিবার ॥
আত্মসাক্ষী সেই হরি জগতের পতি।
অতি তুষ্ট হইবেন কুমারের প্রতি ॥
যত গুণ ধরে হৃদে সাধু মহাজন।
তদপেক্ষা গুণ পৌত্র করিবে ধারণ ॥
সুশীল হইবে সেই অনাসক্ত মতি।
অতীব সুন্দর হবে শুন শুন সতী ॥
সর্ব্বদা আনন্দে মগ্ন হইবে কুমার।
পর-দুঃখে কষ্ট হবে হৃদয়ে তাহার ॥
শত্রুহীন হ’য়ে সেই মহারাজ হবে।
সুখ্যাতি পূরিবে ধরা অতুল বৈভবে ॥
গ্রীষ্মের উত্তাপ যথা চন্দ্র করে নাশ।
জগতের দুঃখ তথা করিবে বিনাশ ॥
শুন সতী হেন পৌত্র জন্মিবে তোমার।
তার পুণ্যে তব বংশ হইবে উদ্ধার ॥
নির্ম্মল যে ভগবান্ বাহিরে অন্তরে।
ভক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী রূপ যেই ধরে ॥
লক্ষ্মীরূপা রমণীর যিনি অলঙ্কার।
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুখ উজ্জ্বল যাঁহার ॥
কমল লোচন যিনি হরি নারায়ণ।
তাঁরে তব পৌত্র সদা করিবে দর্শন ॥
মৈত্রেয় কহিলা শুন বিদুর সুজন।
এইরূপ কথা দিতি শুনিলা যখন ॥
যখন শুনিলা সতী কশ্যপের মুখে।
মহাভাগবত পৌত্র লভিবে সে সুখে ॥
তখন তাহার চিত্ত আহ্লাদিত অতি।
পরম আনন্দ লাভ করে দিতি সতী ॥
যখন শুনিলা দিতি দুই পুত্র তার।
আপনি শ্রীকৃষ্ণ আসি করিবে সংহার ॥
অবশ্য পুত্রের তার হইবে সদ্গতি।
এই ভাবি উৎসাহিত হইলেন সতী ॥
স্বামীরে প্রণাম করি চলে অন্তঃপুরে।
অনুতাপ করে দিতি আপন অন্তরে ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিলীলা সার।
দিতির অভয় কথা পুণ্যের আধার ॥

ইতি দিতির প্রতি কশ্যপের অভয় ও বর প্রদান।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দিতির গর্ভতেজ দর্শনে দেবতাগণের শঙ্কা ও ব্রহ্মার স্তব

সূত কহে শুন শুন মুনীন্দ্র সুজন।
দিতির পুণ্যের কথা শেষ বিবরণ॥
শুক কহিলেন তবে পাণ্ডু-বংশধরে।
মৈত্রেয় সংবাদ রাজা শুন অতঃপরে॥
মৈত্র কন বিদুরেরে করি সম্বোধন।
শুন বৎস দিতি-গর্ভ মধুর কথন॥
কশ্যপ-অভয় লভি সেই দিতি সতী।
করিলেন নিজালয়ে হর্ষ শোকে গতি॥
একে যৌবনের ভরে অতীব সুন্দরী।
অনুতাপে বিষাদিতা আহা মরি মরি॥
শরতের চাঁদ যেন গ্রাসিল রাহুতে।
নন্দিত করিণী যেন পীড়িল মাহুতে॥
প্রভাতে ঘেরিল যেন তমোময় ঘন।
হেনরূপে দিতি রন হর্ষ দুঃখ মন॥
স্বামীর অভয় স্মরি সতী একবার।
হর্ষে পুলকিত হন পুণ্যের আধার॥
আরবার স্মরি নিজ কুমতির রীতি।
অন্তরে চঞ্চল হন পান কত ভীতি॥
এইরূপে কিছু দিন হইল বিগত।
গর্ভের সন্তান বাড়ে কালের সম্মত॥
গর্ভ ক্রমে পূর্ণ হয় করি দরশন।
অমঙ্গল চিন্তা দিতি করে অনুক্ষণ॥
যতই বাড়িল গর্ভ স্নেহ তত হয়।
পুত্রের মমতা তত হৃদয়ে উদয়॥
জন্মিলে কুপুত্র হবে সবার পীড়ন।
অবহেলে বিষ্ণু তারে করিবে নিধন॥
মা হ'য়ে কেমনে দিতি হেরিবে নয়নে।
নিধন করিবে বিষ্ণু যবে পুত্রগণে॥
সেই দুঃখে মায়াবশে দিতি মহাসতী।
শতবর্ষ গর্ভ মাঝে ধরেন সন্ততি॥
বাজ-ভয়ে পক্ষমাঝে কুক্কুটী যেমন।
শাবকে গোপন ভাবে করয়ে রক্ষণ॥
সেইমত দিতি-গর্ভ প্রসূত না হয়।
প্রাজাপত্য তেজ একশতবর্ষ রয়॥
সেই গর্ভতেজ ক্রমে এত বৃদ্ধি পায়।
সূর্য্য চন্দ্র প্রভা যত ম্লান হ'ল তায়॥
সূর্য্য হ'ল তমোময় বিশ্ব অন্ধকার।
দেখি দেবগণ মনে লাগে চমৎকার॥
গর্ভতেজে সূর্য্যালোক হ'ল অন্ধকার।
না জানি পরেতে ক্রমে কি ঘটিবে আর॥
এত ভাবি দেবগণ চিন্তিত অন্তরে।
ব্রহ্মলোকে একে একে আগমন করে॥
ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে রন কমল-আসন।
সে-কারণে দেবগণ করেন স্তবন॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে সবে যোড় হাত করি।
প্রশান্ত নয়নে হৃদে ব্রহ্মদেব স্মরি॥
করিতে লাগিল সবে মধুর স্তবন।
শত-চন্দ্র ব্রহ্মলোক দিল দরশন॥
সবে বলে মেল আঁখি কমল-লোচন।
মোসবার দুঃখ দেব কর দরশন॥
কিবা দৈত্য হৈল এই বিশ্বেতে প্রকাশ।
সূর্য্যালোক অন্ধকার আলো হয় নাশ॥
সেই হেতু অমঙ্গল বুঝি মনে মনে।
এসেছি আমরা সবে তোমার সদনে॥
মায়াতে আবিষ্ট মোরা না বুঝিতে পারি।
জ্ঞানাধার তুমি দেব জ্ঞানেতে সঞ্চারি॥

কার সাধ্য তব জ্ঞান করে বিলোপন ।
সর্ব্বজ্ঞ তুমি হে দেব সর্ব্ববিশোভন ॥
ধারণের কর্ত্তা তুমি এ বিশ্ব-সংসার ।
লোকনাথচূড়া তুমি পিতা সবাকার ॥
পর ও অপর নামে যত ভূত হয় ।
সবার হৃদয়-ভাব তোমাতে নিশ্চয় ॥
বিজ্ঞানের জ্ঞান হও বিজ্ঞান-শকতি ।
সবে করিলাম তব পদাম্বুজে নতি ॥
সকলের প্রতি তব আছে অতি স্নেহ ।
মায়ায় গ্রহণ কর ব্রহ্মময় দেহ ॥
ব্রহ্মময় হেতু সেই তোমা নমস্কার ।
কহ দেব কেন হ'ল হেন অন্ধকার ॥
রজোগুণময় তুমি প্রপঞ্চ-কারণ ।
জীবের জনক তুমি তোমাতে ভুবন ॥
তুমি না থাকিলে বিশ্ব হয় অচেতন ।
নাহি কোন কার্য্য হয় বিহনে আপন ॥
কার্য্য-কারণের কর্ত্তা তুমি মাত্র সার ।
এই বিশ্ব হয় মাত্র তোমার আধার ॥
মায়াতীত পরব্রহ্মে কর অবস্থান ।
জ্ঞানী জন করে সদা তোমাকেই ধ্যান ॥
যোগী যোগে তোমা দেব লভিয়া অন্তরে ।
জিতেন্দ্রিয় জিতশ্বাস হয় যোগভরে ॥
তব বলে যোগিগণ সর্ব্বজয়ী হয় ।
স্বাধীন হইয়া বিশ্বে সুখে তারা রয় ॥
কি কব তোমার মায়া না যায় বর্ণন ।
বুঝিতে মোহিত হয় যত জ্ঞানী জন ॥
বান্ধিলেই গলে রশি যথা বদ্ধ হয় ।
যা শিখাও তাই শিখে, যা বল, করয় ॥
সেই মত জগতের যত জীবগণ ।
পরাধীন হয় দেখি মায়ার বন্ধন ॥
মায়াবাক্যে বদ্ধ হ'য়ে যত জীবচয় ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলে মত্ত সর্ব্বদাই রয় ॥
মনোজ্ঞ রূপেতে তুমি আছহ সবার ।
ধন্য ব্রহ্মময় তুমি তোমা নমস্কার ॥
তব মন হয় দেব জগতের ধন ।
দয়া করি কর দেব তাহারে স্মরণ ॥
ভীষণ যে তমোবলে কর্ম্মলোপ হয় ।
সেইমত দিতি-গর্ভ হইতে উদয় ॥
সেই তমোবলে সূর্য্য হয় অন্ধকার ।
তাহাতেই কর্ম্ম-জ্ঞান বিনষ্ট সবার ॥
শুদ্ধ সত্ত্ব জ্যোতিঃ দেব করহ প্রদান ।
সুস্থ হোক তাহা দেখি আমাদের প্রাণ ॥
অন্তর্যামী তুমি দেব জানহ সকল ।
স্মরণার্থ কহি কিছু যথা রহে বল ॥
কশ্যপ ঔরসে আসি দিতির জঠরে ।
হেন অন্ধকার দেব সর্ব্বনাশ করে ॥
তৃণ-পুঞ্জে যথা অগ্নি হয় দাবানল ।
জগৎ করয়ে দগ্ধ হইয়া প্রবল ॥
তেমনি কশ্যপবীর্য্যে দিতি-গর্ভ হয় ।
গর্ভতেজে অন্ধকার ঘেরে সমুদয় ॥
এতেক কহিয়া তবে যত দেবগণে ।
করযোড়ে চাহি রহে ব্রহ্মার বদনে ॥
এতেক শুনিয়া তবে ব্রহ্মা গুণমণি ।
কহেন মধুর ভাষে বুঝিয়া আপনি ॥
বুঝিনু বচন সব ওহে দেবগণ ।
কি কারণে অন্ধকারে আবৃত ভুবন ॥
শুনহ রহস্য তার করিব বর্ণন ।
অতি মনোহর কথা করহ শ্রবণ ॥
মৈত্রেয় বিদুরে কন শুন মহামতি ।
দিতি-গর্ভ বিবরণ ব্রহ্মার ভারতী ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
শুনিলে অজ্ঞান যাবে হবে জ্ঞানাধার ॥

ইতি দিতির গর্ভতেজ দর্শনে দেবগণের শঙ্কা ও ব্রহ্মার স্তব ।

দিতির গর্ভ বৃত্তান্তোপলক্ষে ব্রহ্মা কর্তৃক বিষ্ণুলোক বর্ণন

লঘু-ত্রিপদী।

কহিলেন সূত, হ'য়ে হর্ষযুত,
শুন শুন মুনিগণ।
শুকদেব-বাণী, অমৃত বাখানি,
শুন তার বিবরণ॥
পাণ্ডু-বংশধরে, অতি হর্ষভরে,
শুক করে নিবেদন।
মৈত্রেয় যেমন, বিদুর সদন,
কহে শাস্ত্র বিবরণ॥
বিদুরে সম্বোধি, মৈত্র নিরবধি,
কহিল মধুর ভাষ।
শুন হে সুজন, শ্রীহরি-কথন,
যেমতে হ'ল প্রকাশ॥
আদি প্রজাপতি, ব্রহ্মা মহামতি,
বুঝি আপনার মনে।
দিতি-গর্ভকথা, সবিশেষ যথা,
কহিলেন দেবগণে॥
শুন দেবগণ, কহেন ব্রহ্মন্,
দিতি-গর্ভের আখ্যান।
দিতি মতি বশে, কশ্যপ ঔরসে,
হ'ল গর্ভের বিধান॥
পাপমতি বশে, আলোকের নাশে,
গর্ভতেজে অন্ধকার।
অতি মনোহর, কহিতে বিস্তর,
উপাখ্যান হয় তার॥
করি স্থির মন, শুন সর্ব্বজন,
যথা গর্ভের সঞ্চার।
অতি পুণ্যকথা, মনোজ্ঞ সর্ব্বথা,
সুপবিত্র জ্ঞানাধার॥
হ'তে মম মন, শুন দেবগণ,
সৃজিনু কুমার চারি।
তাহাদের কথা, মধুর বারতা,
অতি লোকহিতকারী॥
অতি উগ্র ঋষি, তারা দিবানিশি,
করে হরিগুণ গান।
সনকাদি নামে, খ্যাত ধরাধামে,
চারি ভাই মতিমান॥
সংসারের প্রতি, নাহি ছিল মতি,
নাহি স্পৃহা লোকমাঝে।
হরি-পরায়ণ, তারা অনুক্ষণ,
মন নাহি আন্ কাজে॥
সেই কয়জন, করিয়া মিলন,
সদা করে পর্য্যটন।
গগন উপর, ভ্রমে নিরন্তর,
বেড়িয়া চৌদ্দ ভুবন॥
একদা সকলে, হরি দৃষ্টিচ্ছলে,
বৈকুণ্ঠে করে গমন।
অতি মনোহর, বৈকুণ্ঠ নগর,
সর্ব্ব-লোক বিমোহন॥
নাহি জরা দুখ, নাহি কোন শোক,
রিপুর নাহি তাড়ন।
নাহি পাপলেশ, সদা শুদ্ধ বেশ,
আনন্দে সদা শোভন॥
শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, সবার হৃদয়,
বসয়ে তথা যে জন।
বিষ্ণুর সমান, সবে মূর্ত্তিমান,
চারি হস্ত সুদর্শন॥
নাহিক বাসনা, নাহিক কামনা,
হরি আরাধনা করে।
বৈকুণ্ঠ লোকেতে, তারা সকলেতে,
হরিমূর্ত্তি তাই ধরে॥
কিবা শোভা তার, কহিতে অপার,
উপমা নাহিক তার।

ত্রিভুবন মাঝে, কোথায় বিরাজে,
এত শান্তি অনিবার ॥
পুরুষ পরম, অতি অনুপম,
সেথায় করেন বাস।
তিনি ভগবান্, সদাই পূরান,
ভক্তজন-অভিলাষ ॥
সেথা যার বাস, নাই তার নাশ,
বন্ধু তার ভগবান্।
শুদ্ধ-মূর্ত্তি ধরি, বৈকুণ্ঠেতে হরি,
সর্ব্বদা বিরাজমান ॥
হেন বিষ্ণুলোক, ত্যজি সর্ব্বলোক,
সেই অনুভবে পায়।
বর্ণনা তাহার, করিব বিস্তার,
শুনহে সকলে তায় ॥
দিতি-গর্ভ কথা, প্রবেশিবে হেথা,
শুনিলে বৈকুণ্ঠে বাণী।
বিষ্ণুর কৃপায়, জগত মায়ায়,
শান্ত সবার পরাণী ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

শুন সব দেবগণ, বৈকুণ্ঠের বিবরণ,
অতি অপরূপ সে কাহিনী।
চৌদিকে বেড়িয়া যার, সর্ব্বপুণ্য জ্ঞানাধার,
মৃদু মৃদু বহে মন্দাকিনী ॥
ত্রিলোক পবিত্র নাম, পবিত্রিলা জগদ্ধাম,
জন্ম ল'য়ে হরির বচনে।
পদ-ধূলি মাখি গায়, আনন্দে নাচিয়া ধায়,
পবিত্রিতে ত্রিলোকের জনে ॥
এ হেন মহিমা যার, শ্রীহরি কৃপায় পার,
বিবেচিয়ে কত দয়াবান।
যথায় বসতি তাঁর, অতুলন শোভা তার,
নাহি পায় করি অনুমান ॥
ছয় ঋতু বর্ত্তমান, বৃক্ষ-লতা-শোভমান,
নিমেষে নূতন শোভা হয়।
নাহি বর্ষা, নাহি শীত, সব হয় বিপরীত,
ক্ষণে ক্ষণে অতীব উদয় ॥
ক্ষণমাত্র বর্ষা হ'ল, গ্রীষ্ম শোভা শুকাইল,
ধরিল বৈকুণ্ঠ নব-বেশ।
নীল মেঘ ডাকে ঘন, নাচিল ময়ূরগণ,
প্রেমভরে সারসী আবেশ ॥
আনন্দে মরালকুল, ফুটিল কহ্লার ফুল,
শ্বেতপুষ্পা শ্বেতবর্ণময়।
বজ্রের গর্জ্জন ঘন, সৌদামিনী প্রকাশন,
রাজহংস গঙ্গাতে শোভয় ॥
বর্ষার হইল শেষ, সব শোভা পরিশেষ,
শরতের হইল উদয়।
আসি-লক্ষ্মী পদতলে, কমল সুনীল জলে,
নব ফলে তরু পূর্ণ হয় ॥
সদা শোভে পূর্ণশশী, গগনের থালে বসি,
বৈকুণ্ঠেরে করে আলোময়।
আশা তার খর্ব্বমান, বৈকুণ্ঠে আলোকদান,
শ্রীহরি নখর শোভাময় ॥
বৈকুণ্ঠে প্রত্যেক দেহ, আলোময় সর্ব্বগেহ,
প্রত্যেক শরীর শত চাঁদ।
জোনাকীর শোভা সম, রূপ হেরি নিরুপম,
বৈকুণ্ঠেতে শরতের চাঁদ ॥
শরৎ হইল গত, ক্রমে হেমন্ত আগত,
মরি মরি কি মাধুরী ধরে।
নীলাম্বরী বস্ত্র যেন, গৌর অঙ্গ বিভূষণ,
পদ্ম যায় জলের ভিতরে ॥
সূর্য্য ক্ষীণপ্রভ হয়, জ্যোতিঃ কম নহে তায়,
কৌস্তুভেতে নিকলে কিরণ।
উন্মত্ত সে শোভা হেরি, মরি মরি কি মাধুরী,
আনন্দে বৈকুণ্ঠে সর্ব্বজন ॥
ক্ষণে শীত সমুদয়, তুষারে তুষারময়,
ক্ষণে শ্বেত শোভার সঞ্চার।
যত শোভা পূর্ব্বে ছিল, সব শীত হ'রি নিল,
হবে বলি নূতন সংস্কার ॥

সূর্য্য হয় ক্ষীণপ্রায়, চন্দ্র বিলোপিয়া যায়,
সর্ব্বজন ভাসিছে হরষে।
বৈকুণ্ঠের লীলা হেন, কে করিবে সুবর্ণন,
অনুভবে পায় প্রেম-বশে ॥
শ্রীহরি সেবন আশে, সূর্য শীতি-শোভা নাশে,
হ'ল বসন্তের আগমন।
কমল ফুটিল জলে, পঞ্চমে কোকিল বলে,
হরি-লীলা গায় সুরগণ ॥
যতেক বৈকুণ্ঠবাসী, হ'য়ে আনন্দে উদাসী,
হরিময় দেখে সর্ব্বক্ষণ।
সরোজ চরণে রাখি, কমল মূরতি আঁখি,
লক্ষ্মী সেবে বিষ্ণুর চরণ ॥
জগতের যত শোভা, নহে কিছু মনোলোভা,
ভক্তজন হৃদয়-রঞ্জন।
বিষ্ণুপুরে যাহা শোভে, সাধকের মনলোভে,
বসে তথা নিত্য নিরঞ্জন ॥
বর্ণনা নাহিক কার, লক্ষ্মী যেবা শোভাধার,
জ্যোতির্ম্ময়ী কহে ভক্তজন।
চারি হস্ত চক্রময়, ব্যাপ্ত এ ভুবন-ত্রয়,
লক্ষ্মী সেবে সেই নারায়ণ ॥
বৈকুণ্ঠ সৌভাগ্যকথা, বর্ণনা না যায় যথা,
ভক্তি ভিন্ন নহে সাধু গতি।
যে করে কামাদি মন, নাহি তার প্রবেশন,
ধায় সেই নরকের প্রতি ॥
ভক্তিসহ যুক্ত প্রেম, যেন জম্বুনদ হেম,
যেই পায় সেই তথা যায়।
সাধু তার নাম হয়, হরি প্রেমে পুণ্যময়,
দেবগণ শ্রেষ্ঠ পদ পায় ॥
চারিটি সন্তান মম, যোগে হ'য়ে অনুপম,
যোগেতে আনন্দময় হয়ে।
হেন বৈকুণ্ঠ নগরে, শান্তি সুধীর অন্তরে,
প্রবেশেন হরিনাম ল'য়ে ॥
সদা হরিময় সবে, নীরব শান্তির ভাবে,
বিষ্ণুময় রূপ সবাকার।
শুন তবে দেবগণ, বিষ্ণুলোক-বিবরণ,
বর্ণনে অতীব চমৎকার ॥
সুবোধ রচিল গীত, হরিকথা সুললিত,
সনকাদি বৈকুণ্ঠ প্রবেশ।
হরিপদে মতি যার, যমে নাহি ভয় তার,
পরীক্ষিত সাক্ষী তার শেষ ॥

ইতি দিতির গর্ভবৃত্তান্তোপলক্ষে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিষ্ণুলোক বর্ণন।

সনকাদির বৈকুণ্ঠ দর্শন ও দ্বারিদ্বয় প্রতি অভিশাপ

সূত কহে মুনিবর, হরিগুণ অতঃপর,
যে ভাবে কহিল শুকরায়।
যার উপদেশে রতি, পরীক্ষিৎ মহামতি,
বৈকুণ্ঠেতে স্থান পরে পায় ॥
কহিলেন পরীক্ষিতে, শুকদেব ধীরচিতে,
শুন রাজা হ'য়ে অবহিত।
মৈত্রেয়-বিদুর-বাণী, অতি পুণ্যময় জানি,
ব্রহ্মার বচন উপমিত ॥
মৈত্রেয় বিদুরে কন, শুন শুন হে সুজন,
ব্রহ্মা-মুখে বৈকুণ্ঠের বাণী।
শুনি যাহা দেবগণ, সুখেতে আকুল-মন,
সনকাদি প্রকাশে বাখানি ॥
ব্রহ্মা কহে দেবগণে, বৈকুণ্ঠের বিবরণে,
সনকাদি যাহা প্রকাশিল।
একমনে দেবগণ, শোনে সেই বিবরণ,
ব্রহ্মা একে একে বিরচিল ॥
পবিত্র বৈকুণ্ঠ ধামে, নিঃশ্রেয়স এই নামে,
রমণীয় আছে এক বন।
সেথাকার তরু যত, ফলভরে অবনত,
বনমাঝে শোভে অগণন ॥

মনোহর শোভা তার, কি দিব তুলনা আর,
সেই সব বৃক্ষ অবিরল ।
বাঞ্ছাকল্পতরু তাহা, যেই জন চায় যাহা,
দান করে বাসনার ফল ॥
গন্ধর্ব্ব বিমানচারী, লইয়া যতেক নারী,
সেই বনে হরিগুণ গায় ।
শুন শুন মহাভাগ, তাহাদের অনুরাগ,
বর্ণনা নাহিক করা যায় ॥
সেথা অলিকুল যত, গুঞ্জরিয়া অবিরত,
হরিগুণ গাহে যেন বনে ।
কোকিল সারস ডাক, হংস শুক চক্রবাক,
মুগ্ধ হ'য়ে সেই গান শুনে ॥
তুলসী হরির প্রিয়, অতিশয় রমণীয়,
তাই যত কুসুম নিচয় ।
পারিজাত কুন্দফুল, আদি যত ফুলকুল,
তুলসীরে ধন্য ধন্য কয় ॥
মরকত স্বর্ণময়, বিমানাদি কত রয়,
অনুপম কিবা শোভা আহা ।
শ্রীহরির শ্রীচরণ, পূজা করে যেই জন,
সেই জন লাভ করে তাহা ॥
সেথা আছে ভক্ত যত, ভগবানে অনুরত,
অন্য দিকে নাহি দেয় মন ।
হেরি নারী রূপবতী, নাহি মন তার প্রতি,
কামভাব না জাগে কখন ॥
যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ, সবে চাহে অহরহঃ,
সেই লক্ষ্মী সেথা বাস করে ।
হরিগৃহ অনিবার, করিছেন পরিষ্কার,
নিজ হাতে লক্ষ্মী ভক্তিভরে ॥
বৈকুণ্ঠের সরোবর, সুনির্ম্মল মনোহর,
অমৃত সমান তার বারি ।
অনুপম তটে তার, বন অতি চমৎকার,
শোভা তার বর্ণিবারে নারি ॥
অপরূপ সেই বনে, কমলা প্রফুল্ল মনে,
সখীগণ সাথে সেথা যান ।
সরসীর স্বচ্ছজলে, হেরি মুখ কৌতূহলে,
মনেতে আনন্দ বড় পান ॥
প্রতিবিম্ব হেরি জলে, লক্ষ্মীভাবে ক্রীড়াচ্ছলে,
বুঝি আজি হরি নারায়ণ ।
জলের মাঝারে হরি, আসি বুঝি কৃপা করি,
করিছেন বদন চুম্বন ॥
শুন শুন দেবগণ, সংসারেতে যেই জন,
নাহি শুনে হরিলীলা-কথা ।
অর্থ আর কাম ল'য়ে, বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে,
বাস করে যে জন সর্ব্বথা ॥
অতি মন্দ ভাগ্য তার, কি বলিব আমি আর,
বৈকুণ্ঠেতে না আসে সে জন ।
অন্তিমেতে সে যে হায়, ঘোর নরকেতে যায়,
মুক্তি তার নাহি কদাচন ॥
যারা অহঙ্কারহীন, হরিভক্ত নিশিদিন,
অতিশয় যোগী হয় যারা ।
পবিত্র বৈকুণ্ঠ দেশে, অন্তিমেতে অবশেষে,
গমন করিতে পারে তারা ॥
নিরন্তর হরিগানে, এত প্রভা হয় প্রাণে,
কি কহিব কথা অনুপম ।
জরা শোক নাহি রয়, নাহি তার কোন ভয়,
কিছু না করিতে পারে যম ॥
শুন শুন মহাভাগ, যার জাগে অনুরাগ,
কীর্ত্তন করে যে অনিবার ।
দেহ হয় রোমাঞ্চিত, বাষ্পবারি বিগলিত,
স্বভাব করুণ হয় তার ॥
শুন শুন দেবগণ, হ'য়ে সবে একমন,
কি ঘটনা হইল বা পরে ।
সনকাদি মুনিগণ, করিলেন আগমন,
মহানন্দে বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
বিশ্বগুরু ভগবান্, যেথা করে অবস্থান,
ভুবনের বন্দনীয় স্থান ।
চারিধারে দেবতার, বিরাজিছে চমৎকার,
শত শত মোহন বিমান ॥

কত দৃশ্য মনোহর, শোভিতেছে নিরন্তর,
নাহি তাহা হেরে মুনিগণ।
কোন দৃশ্যে নাহি ভুলে, নাহি চাহে মুখ তুলে,
হরিপ্রতি আকৃষ্ট যে মন ॥
পার হ'য়ে কক্ষ ছয়, সেই মুনি চতুষ্টয়,
সপ্তমেতে করিলা প্রবেশ।
করি সেথা আগমন, হেরিলেন মুনিগণ,
দ্বারী রয় মনোহর বেশ ॥
দ্বারপাল দুইজন, বয়সে সমান হন,
হাতে গদা অতীব ভীষণ।
কেয়ূর কুণ্ডল আর, কিরীটের অলঙ্কার,
পরিয়াছে তারা দুইজন ॥
বনমালা গলে শোভে, অলিকুল মধুলোভে,
উড়ে উড়ে তার কাছে ধায়।
নাসিকা সে সমুন্নত, দুই দ্বারী অবিরত,
রক্তবর্ণ নয়নেতে চায় ॥
স্বর্ণের কপাট-দ্বারে, দ্বারী রহে দুই ধারে,
নাহি দেয় করিতে প্রবেশ।
আগে পরিচয় লয়, পরে যদি মতি হয়,
অনুমতি দেয় যেতে শেষ ॥
সনকাদি ঋষিগণ, পুর করি উত্তরণ,
আসিলেন সপ্তম দুয়ারে।
হরিভক্ত মুনিদল, ছিল অতি জ্ঞানবল,
ভয় নাহি করয়ে কাহারে ॥
হরিনাম উচ্চারিয়া, দৌবারিকে সম্ভাষিয়া,
প্রবেশেন ভাই চারিজন।
না চিনিয়া চারিজনে, অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে মনে,
দ্বারী সবে করিল বারণ ॥
উলঙ্গ সে মুনিগণে, হেরি দ্বারী দুইজনে,
উপহাস করে বার বার।
মুনিদের তুচ্ছ করি, বেত্রদণ্ড হাতে ধরি,
পথ রোধ করিল সবার ॥
মুনিগণে তারা কয়, কিবা আশা মহাশয়,
দাও আগে তব পরিচয়।
শুনিলে হে মহামতি, দিব তবে অনুমতি,
যেতে পাবে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয় ॥
দ্বারীর বচন শুনি, হরিভক্ত চারি মুনি,
স্তম্ভিত হয়েন সেইক্ষণ।
ভগবানপদে আশ, দ্বারী করে তারে নাশ,
ক্রোধে হয় আরক্ত নয়ন ॥
কহেন দ্বারীর প্রতি, শুন ওরে অজ্ঞমতি,
নাহি জান আমা চারিজনে।
বিষ্ণুসেবা পুণ্যফলে, হেনপদ পাও বলে,
ভিন্ন বোধ কেন রাখ মনে ॥
বৈকুণ্ঠযাত্রীর প্রতি, কেন রাখ ভিন্নমতি,
কেন সবে নিবার প্রবেশ।
কিবা কর্ম্ম পরিচয়ে, ভিন্ন অনুমতি ল'য়ে,
কেন ধর বিসদৃশ বেশ ॥
কেহ যায় কেহ ফিরে, বৈকুণ্ঠে প্রবেশে ধীরে,
হেনমতে করে দ্বারিপনা।
ধূর্ত্ততায় বুঝিবারে, রহ এই দ্বার ধারে,
দিবানিশি করহ রক্ষণা ॥
কপট যে জন হয়, তার গতি হেথা নয়,
ভক্ত বিনা কে পারে আসিতে।
ঈশ্বর প্রশান্ত মন, ভক্তের নির্ভয় ধন,
নাহি ভয় তাঁয় দেখা দিতে ॥
যিনি নিজে ভগবান্, তাঁর নাহি ভেদজ্ঞান,
ভেদজ্ঞান ভয়ের কারণ।
যাঁহার কুক্ষির মাঝে, সদা এই বিশ্ব রাজে,
তাঁতে ভেদ কে করে দর্শন ॥
সামান্য রাজত্ব নয়, যথা হরি প্রেমময়,
যাহে নয় দৈত্য শত্রু ভয়।
অসীম অনন্তমান, হন সেই ভগবান্,
ভয় তাঁর নাহিক নিশ্চয় ॥
কেন তবে দ্বারে রও, কেন রুক্ষ কথা কও,
চাতুরী তোদের মাত্র হয়।
বৈকুণ্ঠেতে সদা র'য়ে, শ্রীহরির দাস হ'য়ে,
মন্দমতি তোরা অতিশয় ॥

করিলে যেমন পাপ, দিনু মোরা অভিশাপ,
বৈকুণ্ঠেতে নাহি রবে আর।
কাম-ক্রোধ-লোভ নামে, জন্ম লবে মর্ত্তধামে,
বৈকুণ্ঠ করিয়া পরিহার॥
শুনি সেই শাপবাণী, ব্রহ্মশাপ অনুমানি,
অস্থির হইল দ্বারিগণ।
দুইজনে মহাভয়ে, নিদারুণ ভীত হ’য়ে,
ধরে ত্বরা মুনির চরণ॥
ভূমিতে দণ্ডের মত, পড়িয়া কাঁদিল কত,
ভয়ে হিয়া থর থর কাঁপে।
ভক্তিবল এত হয়, বিশ্বেশ্বর পান ভয়,
উগ্র সেই মুনির প্রতাপে॥
কেঁদে কেঁদে দ্বারী কয়, শুন ঋষি মহাশয়,
পাপমতে পাইনু সাজন।
এই ভিক্ষা ও চরণে, পূরাবে প্রসন্ন মনে,
চিরপাপে না হয় দাহন॥
যা কহিলে তোমা সবে, নীচু কুলে জন্ম হবে,
পাপ-দণ্ডে নাহি কোন ক্ষোভ।
যে যোনিতে জন্ম লই, হরি না বিস্মৃত হই,
কর কৃপা এই শেষ লোভ॥
যেথা রহি অহরহঃ, তোমাদের অনুগ্রহ,
যেন লভে আমাদের প্রাণ।
দ্বারীদের কথা শুনি, শান্ত হ’য়ে চারিমুনি,
করিলেন আশীর্ব্বাদ দান॥
কহেন শৌনক গুণী, শুন শুন সূত মুনি,
শুকদেব কহিলেন যাহা।
পরীক্ষিৎ নৃপধন, শুনি যাহা তৃপ্ত হন,
শুন শুন কহিতেছি তাহা॥
শুক কহিলেন হাসি, একমনে শুন আসি,
হরিকথা পাণ্ডুর নন্দন।
মৈত্রেয় বিদুরে কন, মধুময় সে বচন,
হরি-প্রেম যাহাতে রচন॥
বৈকুণ্ঠের দ্বার-ভাগে, বিদুরে কহেন আগে,
যেমতে ঘটিল দ্বারি-শাপ।
ব্রহ্মা কন দেবগণে, শুন অবহিত মনে,
দ্বারী পরে পায় মনস্তাপ॥
সনকাদি মুনিগণ, ক্রোধ করে সম্বরণ,
শুনি আগে দ্বারীর স্তবন।
দ্বারীর বিনয় শুনি, হৃষ্ট হ’য়ে যত মুনি,
অনুতাপ করেন তখন॥
বিষ্ণুলোকে এ ঘটন, ক্রমে হ’ল সুঘটন,
অন্তর্যামী জানি নারায়ণ।
ভক্তদের এ প্রতাপে, আনন্দেতে হরি কাঁপে,
কাঁপে লক্ষ্মী কমল চরণ॥
ত্যজিয়া স্ফটিক পদ্ম, ল’য়ে শঙ্খ-গদা-পদ্ম,
চতুর্ভুজ রূপে নারায়ণ।
ভক্ত-পরিতোষ আশ, চলিলেন পীতবাস,
যথায় সনক সনাতন॥
যাঁরে ভাবে যোগিজন, স্থির করি নিজ মন,
ধ্যানে হেরে কমল চরণ।
নাভিতে কমল যাঁর, তাহে ভুবনের সার,
তাহে শোভে কমল আসন॥
সাথে ল’য়ে লক্ষ্মী সতী, হরি ত্রিভুবনপতি,
পদব্রজে চলিলেন ত্বরা।
ভক্তে দিতে দরশন, সুপ্রসন্ন তাঁর মন,
প্রাণ তাঁর কি আনন্দের ভরা॥
পদব্রজে নারায়ণ, কেন করে আগমন,
বলি শুন তাহার কারণ।
হেরিবারে শ্রীচরণ, ব্যস্ত অতি মুনিগণ,
হাঁটি তাই যান নারায়ণ॥
নিষ্কাম যে জন হয়, ভগবান্ দয়াময়,
ঐশ্বর্য্য করিতে তারে দান।
নারায়ণ তুষ্ট হ’য়ে, কমলারে সাথে ল’য়ে,
তাঁহার নিকটে সদা যান॥
এইরূপে নারায়ণ, করে যবে আগমন,
কত দাস সাথে আসে তাঁর।
কিবা ছত্র কি চামর, হীরামুক্তা-শোভাকর,
কিবা সে সুন্দর অলঙ্কার॥

শঙ্খ-চক্র-গদাধর, প্রেম পূরিত অন্তর,
যথা যান ভাই চারিজন।
প্রসন্ন বদন তাঁর, তিনি সর্ব্ব-গুণাধার,
সপ্রেমে চাহেন অনুক্ষণ ॥
কণ্ঠে বনমালা রয়, কৌস্তুভ তাহাতে হয়,
লক্ষ্মী দেবী বক্ষে শোভে তাঁর।
বদনে প্রেমের হাস, পরিধানে পীতবাস,
মেখলা বলয় চমৎকার ॥
তিলফুল সম নাশা, মধুমাখা প্রেমভাষা,
জ্যোতির্ম্ময় কর্ণের কুণ্ডল।
শ্রীহরি গরুড় শিরে, বামহস্ত রাখি ধীরে,
ডান হস্তে ঘুরান কমল ॥
কি আছে উপমা তাঁর, ত্রিভুবন শিল্প যাঁর,
আপনিই উপমা আপন।
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার, সর্ব্বশক্তি-মূলাধার,
হেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥
সেই নিত্য নিরঞ্জন, ভক্তের রাখিতে মন,
হেনরূপে হৃদয় প্রকাশ।
ভক্তেরা আপন-আশে, সাজায়ে সে পীতবাসে,
অনন্ত ও মোক্ষ তাঁর পাশ ॥
হেনরূপে ভগবান্, আবির্ভূত সেই স্থান,
যথা রহে ভাই চারিজন।
আনন্দ অন্তরে রয়, একদৃষ্টে স্থির হয়,
নাহি সরে কাহার বচন ॥
হেরিয়া সৌন্দর্য্য তাঁর, তৃপ্তি নাহি হয় আর,
মুখপানে চাহে অবিরাম।
অতি আনন্দিত মনে, বার বার চারিজনে,
চরণেতে করিলা প্রণাম ॥
করি হরি দরশন, হৃষ্ট ভাই চারিজন,
ব্রহ্মানন্দ পায় সেইক্ষণ।
সুগন্ধে ভরিল দেশ, তাহে মনোহর বেশ,
জগৎ শোভিল যে চরণ ॥
চরণ কমলে তাঁর, বিরাজে তুলসী ঝাড়,
তাহে বহে মলয়-পবন।
ব্রহ্মানন্দ যেই চায়, হেন গন্ধ সেই পায়,
পুলকিত হয় তার মন ॥
ব্রহ্মানন্দে আঁখি ভরি, হেনরূপে হেরি হরি,
নাসায় প্রবেশে হেন ঘ্রাণ।
প্রেমানন্দে তাহা পায়, কভু হাসে নাচে গায়,
কণ্টকিত অঙ্গ তৃপ্ত প্রাণ ॥
নীল-সরসিজ-কোষে, তাহে কুন্দরেখা ভাসে,
হাস্যযুক্ত সুন্দর আনন।
চারিভাই আঁখি ভরি, হেনরূপে হেরি হরি,
লাবণ্য করেন নিরীক্ষণ ॥
রূপের আকর হরি, কি সাধ্য যে আঁখি ভরি,
সব দেহ হেরিবে নয়নে।
সে কারণে যোগিজন, মিলাইয়া প্রাণ মন,
হেরি সেই যুগল চরণে ॥
হেন সাধনের ধন, সর্ব্ব সত্য নারায়ণ,
ক্ষণেক হেরিয়া বনমালী।
করযোড়ে মুনি সব, করিয়া হরির স্তব,
নিল ভরি হৃদয়ের ডালি ॥
সুবোধ রচিল গীত, হরিকথা সুললিত,
নাশিবারে ভবপাপভয়।
সনাতন মহামতি, যথা স্তব হরি প্রতি,
শ্রবণে আনন্দ সুনিশ্চয় ॥

ইতি সনকাদির বৈকুণ্ঠদর্শন ও দ্বারিদ্বয় প্রতি অভিশাপ।

সনকাদি কর্ত্তৃক হরির স্তব

ব্রহ্ম কন শুন শুন প্রিয় দেবগণ।
যেরূপে করেন স্তব ভাই চারিজন ॥
বিষ্ণুরে সম্মুখে দেখি চারিটি কুমার।
প্রেমের সাগর হেরি অসীম অপার ॥

তার মাঝে হরি হেরি করিল স্তবন।
অতি অপরূপ কথা মোক্ষের কারণ॥
কহেন কুমার তবে ওহে ভগবান্।
অসীম অনন্ত তুমি সর্ব্ব-গুণবান্॥
সর্ব্ব প্রাণি-হৃদয়েতে কর অধিষ্ঠান।
কিবা দুষ্ট কিবা সাধু নাহিক বিধান॥
কিন্তু এক মায়া তব অত্যাশ্চর্য্য হয়।
দুষ্টের অন্তরে তাহা প্রকাশিত রয়॥
সেই মায়াবলে তোমা না পায় দর্শন।
অন্ধ তাই হয় দুষ্ট থাকিতে নয়ন॥
আমাদের হৃদে দেব হও সুপ্রকাশ।
মায়া না আবরে তোমা মোদের সকাশ॥
এতদিন যেই আশা করেছিনু মনে।
আজ পূর্ণ হ'ল হরি তোমা দরশনে॥
শুন হরি পিতা হন তোমার সন্তান।
তাঁর কাছে পাইয়াছি তব তত্ত্বজ্ঞান॥
সেই তত্ত্ব কর্ণ পথে আসিয়া হৃদয়ে।
এতদূর আনিয়াছে মহাযোগময়ে॥
যত তপ যত যোগ তোমার কারণ।
আজ সব পূর্ণ তোমা পেয়ে দরশন॥
চারি ভায়ে পিতা দিলা এই উপদেশ।
যথা অনুভব তাহে হইল বিশেষ॥
প্রত্যক্ষ হেরিনু আজ অনুভব-বলে।
পূর্ণ হ'লে তুমি হেরি হৃদয়ের স্থলে॥
পরমাত্মা তত্ত্ব তুমি সত্ত্ব মূর্ত্তিময়।
ভক্তের চরম প্রেম হৃদয়ে উদয়॥
বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা ওহে বিশ্বপতি।
রচনা করিছ তুমি ভক্তদের রতি॥
ভক্তিযোগ মহাযোগ তত্ত্বের স্বরূপ।
তুমি দয়া ক'রে দাও দয়া অনুরূপ॥
ভক্তিযোগে সেই হরি জানে তোমা ধন।
মনের আনন্দে করে গুণের কীর্ত্তন॥
না চায় তাহারা মুক্তি নাহি কামভার।
সদা ইচ্ছা তব পদ-যুগল সেবার॥
কি ছার ইন্দ্রের রাজ্য বৈকুণ্ঠ কি ছার।
ভক্তের হৃদয়ে রাজে চরণ তোমার॥
হেন ভক্তিময় হরি তুমি নারায়ণ।
দয়া করি চারিজনে দিলে দরশন॥
বড় পাপ করিয়াছি হরি তব ঠাঁই।
ইতিপূর্ব্বে পাপ কারে বলে জানি নাই॥
আছিল তোমার ভৃত্য দ্বারের রক্ষণে।
প্রবেশিতে নাহি দিল বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
তাই রোষভরে মোরা দিনু অভিশাপ।
বোধহয় সেই পাপে পাই অনুতাপ॥
প্রায়শ্চিত্ত করি হরি করিয়া বিচার।
দণ্ডে যেন হরিনাম নাহি ভুলি আর॥
যদি হ'য়ে থাকি পাপী ভাই চারিজন।
দণ্ড তার দাও হরি চাই এইক্ষণ॥
যে যোনিতে জন্ম হোক নাহি তাহে ভয়।
তব পাদ-পদ্মে হরি যেন মন রয়॥
ভ্রমর যেরূপ পদ্মে করয়ে ভ্রমণ।
তথা যেন তব পদে রহে সদা মন॥
চরণে তুলসী যথা হয় সুশোভন।
তথা সত্য হয় যেন মোদের কীর্ত্তন॥
কর্ণে যেন সদা তব গুণের কীর্ত্তন।
দিবারাতি অবহেলে হয় প্রবেশন॥
এই মাত্র ইচ্ছা করি করহ উপায়।
পাপ দণ্ড যাহা ইচ্ছা তব মনে হয়॥
এই যে হেরিনু মূর্ত্তি মেলিয়া নয়ন।
ইহাই হইল কিন্তু মোক্ষের কারণ॥
চারি ভাই তোমা ধনে করি নমস্কার।
তুমি মুক্তিদাতা দেব জগৎ-আধার॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
সনকের স্তব ইহা ভক্তির আধার॥

ইতি সনকাদি কর্ত্তৃক হরির স্তব।

—

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষ্ণু কর্ত্তৃক সনকাদির প্রতি অভয় প্রদান

ব্রহ্মা কন শুন শুন সর্ব্ব দেবগণ।
হরির অভয় কথা অতি সুবচন ॥
সমাপিলা স্তব যবে চারিটি কুমার।
প্রসন্ন হ'লেন হরি হেরি ব্যবহার ॥
হাসিয়া তোষেন সবে বৈকুণ্ঠ-নিলয়।
সম্মানে তাহার সহ উচিত যা হয় ॥
সম্মানে তুষিয়া সবে কহিলেন হরি।
শুন চারি সহোদর একমন করি ॥
না কর না কর রোষ চারিটি সোদর।
জ্ঞান প্রেম সর্ব্ব-হৃদে ভাসে নিরন্তর ॥
যে করিল অপমান তোমা সবাকায়।
তুচ্ছ জ্ঞান সেই জন করিল আমায় ॥
মম পারিষদ হয় এই দুই দ্বারী।
জয় ও বিজয় নাম বৈকুণ্ঠ-বিহারী ॥
সাধুজনে হেলে যদি অপমান মম।
সাধুজন মম ভক্ত হয় প্রাণ সম ॥
তোমা সবে হেরি এই দুই প্রতিহারী।
হইল বৈকুণ্ঠে থাকি মহা পাপাচারী ॥
অভিশাপ দিলা যাহা উচিত সে হয়।
তাহে তোমা সবে দোষ না হয় নিশ্চয় ॥
দোষী বটে এই দুই প্রতিহারী হয়।
আমার সম্মতি আছে দণ্ডিতে উভয় ॥
উচিত করিলা কাজ দিলা অভিশাপ।
তোমা সবে পুণ্যবান্ নাহি তাহে পাপ ॥
দ্বারী যদি অতিথিরে করে অপমান।
গৃহী তাহে দোষী হয় কহে জ্ঞানবান ॥
সেই হেতু আমি দোষী কাছে সবাকার।
ক্ষম মম অপরাধ প্রার্থনা আমার ॥
অপরাধে কীর্ত্তিনাশ শাস্ত্রের বিধান।
শ্বেতকুষ্ঠ হরে ত্বক্ দেহেতে প্রমাণ ॥
এই অপরাধে মম হবে কীর্ত্তিনাশ।
সেই হেতু ক্ষম সবে দোষের প্রকাশ ॥
আচণ্ডাল পূত হয় যার নাম শুনি।
পবিত্র হইয়া মুক্তি পায় যত গুণী ॥
সেই ভগবান্ আমি জগৎ-ঈশ্বর।
ব্রাহ্মণ আমার কীর্ত্তি করহ গোচর ॥
ব্রাহ্মণের মুখে মোরে করিয়া শ্রবণ।
পবিত্র হইয়া উঠে যত পাপিজন ॥
সেই হেতু ব্রাহ্মণের গুণে কীর্ত্তিমান।
হইলাম আমি বস্তু জগতে প্রমাণ ॥
ব্রহ্ম-শ্রেষ্ঠ আপনারা চারিজন ঋষি।
জগতে ঘোষিছ মোর কীর্ত্তি দিবানিশি ॥
তাহাতেই জানে মোরে যত পাপিজন।
পবিত্র হইয়া হস্তে পায় মুক্তিধন ॥
তোমাদের সম মোর প্রিয় কেবা আর।
যেবা করে তোমাদের প্রতিকূলাচার ॥
অপরাধী সেই জন আমার নিকটে।
পাপদণ্ড পাবে সেই ভীষণ সঙ্কটে ॥
তব পিতা ব্রহ্মা যদি দোষে তোমা সবে।
তাহার আমার কাছে ক্ষমা নাহি হবে ॥
তোমাদের সেবা-বশে জগতের জন।
জানিল পবিত্র বলি আমার চরণ ॥
তাহাতে ভক্তির বল হইল প্রকাশ।
তাই পদধূলি প্রতি সবাকার আশ ॥
সদা মম পদধূলি পাপ করে নাশ।
তোমা সবে জগতেতে করিলে প্রকাশ ॥
ব্রহ্ম-স্তুতা লক্ষ্মী নাহি ত্যজে যে চরণ।
সে পদ সেবিয়া পাপী পবিত্রিল মন ॥
এ হেন উপায় সবে প্রকাশে ব্রাহ্মণ।
হেন পূজ্য তোমা সম আছে কোন্ জন ॥

ভক্ত প্রতি যেই করে হীন আচরণ ।
অবশ্যই তারে আমি করি যে নিধন ॥
তুষ্ট হও চারি ভাই প্রার্থনা আমার ।
মোরে দোষী করে ভৃত্য করি তিরস্কার ॥
ব্রাহ্মণ-আনন মোর রসের আকর ।
ব্রাহ্মণ ভোজনে তুষ্ট আমার অন্তর ॥
কীর্ত্তি স্তুতি ভালবাসি নিষ্কাম কারণ ।
নাহি প্রিয় তার কাছে যজ্ঞ আচরণ ॥
ব্রাহ্মণের মুখে মম সন্তোষ আহার ।
যজ্ঞ-অগ্নি-মুখে তত নহে সদাচার ॥
অখণ্ড বিভূতি মম অনিবার্য্য সার ।
কার সাধ্য সীমাবদ্ধ যজ্ঞে করে পার ॥
আর কি বিভূতি মম করাব শ্রবণ ।
পাদোদক পবিত্রিল এ চৌদ্দ ভুবন ॥
হেন শ্রেষ্ঠ হ'য়ে আমি করি মন স্থির ।
ব্রাহ্মণের পদরজঃ পাতি লই শির ॥
এ হেন ব্রাহ্মণ যদি করে অপকার ।
সকলেই সহ্য করে সব দোষ তার ॥
দুগ্ধবতী গাভী বিপ্র প্রাণী নিরাশ্রয় ।
এই তিনে মিলি সদা মম দেহ হয় ॥
এই তিনে ভেদ দৃষ্টি করে যেই জন ।
দৃষ্টি তার পাপে দগ্ধ হয় অনুক্ষণ ॥
সেই মূঢ়ে যম আসি করয়ে দণ্ডন ।
অঙ্গে তার যমদূত করয়ে পীড়ন ॥
ব্রাহ্মণ কঠোর যদি করে ব্যবহার ।
তথাপি অর্চ্চনা যারা করে অনিবার ॥
ক্রোধী ব্রাহ্মণেরে কহে সুমিষ্ট বচন ।
আমার সমান জ্ঞান করে অনুক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের প্রতি কভু না হয় কর্কশ ।
তাহাদের প্রতি আমি হই সদা বশ ॥
সর্ব্ব সুখী সেই হয় কৃপায় আমার ।
বশীভূত রহি আমি সতত তাহার ॥
আমারে না জানে এই দুই প্রতিহার ।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া তোমা করে তিরস্কার ॥
সেই পাপে লভ্য দণ্ড হউক উহার ।
পাপনাশে পাবে পুনঃ সামীপ্য আমার ॥
অতএব এর দণ্ড কর সম্পাদন ।
যা হয় উচিত সবে ব্রহ্মার নন্দন ॥
এত বলি হরি তবে হইলেন স্থির ।
আশ্চর্য্য হইয়া রন ভাই চারি ধীর ॥

সুবোধ রচিল গীত অভয় বচন ।
শুনিলে শুনালে পুণ্য হবে বিলক্ষণ ॥

ইতি বিষ্ণু কর্ত্তৃক সনকাদির প্রতি অভয়-প্রদান ।

শ্রীহরির প্রতি সনকাদির বিনয় এবং জয় বিজয়ের পতন

ব্রহ্মা কন শুন এবে যত দেবগণ ।
শ্রীহরির লীলা-কথা অমৃত-নিঃস্বন ॥
সর্প সম মহাক্রোধে অন্ধ ঋষিগণ ।
শ্রীহরির বাক্যে ক্রোধ করে সম্বরণ ॥
যত শুনে হরিকথা তত সাধ জাগে ।
পরিতৃপ্ত নাহি হয় বড় ভাল লাগে ॥
রোমাঞ্চিত হ'য়ে তারা অতি ভক্তিভরে ।
ভগবানে কহিলেন প্রফুল্ল অন্তরে ॥
তুমি সর্ব্বাধ্যক্ষ দেব তুমিই ঈশ্বর ।
নানা গুণ ধরে তব দয়ালু অন্তর ॥
দয়াল না হ'লে নাথ জীব কোথা যায় ।
কতদিন পীড়া পাবে জড়ায়ে মায়ায় ॥
হীনভাব হলে সাধু মান নাহি পায় ।
হীনতা দেখায় তাই মনেতে বুঝায় ॥
অপরাধী মোরা প্রভু হই তব দাস ।
ক্ষমা চাহ তুমি প্রভু মোদের সকাশ ॥

তাই সে দয়াল বলি ডাকে জগজ্জন।
তব দয়া গুণে রক্ষা এই ত্রিভুবন ॥
ব্রাহ্মণের তুমি আত্মা দ্বিজ-তেজ তব।
ব্রাহ্মণ প্রকাশে তব অতুল বৈভব ॥
যুগে যুগে রাখ তুমি ব্রাহ্মণের মান।
নানা অবতার ভাবে জগৎ বিধান ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ফল তুমি রূপে নির্ব্বিকার।
সেহেতু বিনীত রহ কাছে সবাকার ॥
এ হেন সংসার-ছায়া ভূষিত মায়ায়।
দেখিলে তোমার মূর্ত্তি দূরে সব যায় ॥
বৈরাগ্য লইয়া করে যোগ আচরণ।
যাহে পাবে মৃত্যুভয়-বারিত চরণ ॥
এমন অভয়-প্রদ হয় যে চরণ।
ছলনা বিনয়পূর্ণ তাঁহার বচন ॥
যাঁর পদরেণু যত অর্থকামী জন।
ভক্তি-ভরে সদা করে মস্তকে ধারণ ॥
সেই মহালক্ষ্মী দেবী তব শ্রীচরণ।
সেবন করেন সদা জানি নারায়ণ ॥
যে চরণদ্বয়ে তব যত ভক্তজন।
নবীন তুলসী মালা করে সমর্পণ ॥
দুর্ল্লভ চরণ সেই ওহে নারায়ণ।
সেবন করিতে চাহে লক্ষ্মী অনুক্ষণ ॥
নিরন্তর এই কথা ভাবে লক্ষ্মী সতী।
ভ্রমর স্বরূপ তুমি সুচঞ্চল অতি ॥
যে জন তোমার সদা হয় পদানত।
তোমা প্রতি তার আস্থা রহে অবিরত ॥
তুলসী চরণে থাকে হেরিয়া নয়নে।
চরণ সেবিতে লক্ষ্মী ইচ্ছা করে মনে ॥
যদিও কমলা দেবী করে আরাধন।
তথাপি তাহার প্রতি নাহি তব মন ॥
ভক্তের হৃদয়বাসী পরম রতন।
বৈকুণ্ঠে ত্যজিয়া ভক্তে করহ যতন ॥
প্রেমের আধার তুমি প্রেমিক রতন।
তুমি সর্ব্ব-গুণাশ্রয় সর্ব্বারাধ্য ধন ॥
তপ শৌচ দয়া নামে ত্রিপাদ তোমার।
ধর্ম্মমাঝে এ জগতে করিছে বিস্তার ॥
সেই ধর্ম্ম এ জগতে করিছে রক্ষণ।
তাহাতেই আবির্ভূত শ্রীমধুসূদন ॥
আমাদের মানে তব রক্ষা হয় মান।
অপমানে হবে নাথ তব অপমান ॥
আমাদের নাশে বেদ ধর্ম্ম হবে নাশ।
যথেচ্ছ হইবে লোক অধর্ম্মে বিনাশ ॥
সেই জন্য ব্রাহ্মণের রাখিবারে মান।
ভৃগুপদ-চিহ্ন হৃদে কর শোভমান ॥
ধর্ম্ম রক্ষা তরে প্রভু তুমি যে নিয়ত।
ব্রাহ্মণের কাছে সদা হও অবনত ॥
ইহাতে মাহাত্ম্য তব ক্ষীণ নাহি হয়।
কৌতুকের সহ লীলা কর দয়াময় ॥
এই যে আপন ভৃত্য জয় ও বিজয়।
সামান্য সে অপরাধে অপরাধী হয় ॥
না বুঝে দিয়াছি শাপ হেরি ব্যভিচার।
এক্ষণে না ধরি দোষ কিছুই উহার ॥
ইচ্ছা হয় অন্য-দণ্ড দাও নারায়ণ।
ইচ্ছা হয় কর পুনঃ বৈকুণ্ঠে রক্ষণ ॥
উভয়ে দণ্ডিব নাহি আমরা আবার।
অভিশাপ মিথ্যা হোক্ ইচ্ছা সবাকার ॥
তোমায় হেরিতে বিষ্ণু এসেছি সবাই।
যোগবলে একত্রেতে মোরা চারি ভাই ॥
যোগীর হৃদয়রত্ন ত্রিলোকের সার।
হেরিলাম তোমা ধনে নয়নে সবার ॥
পূর্ণ হ'লো আশা এবে হৈনু বিষ্ণুময়।
রিপুদল আর নাহি আমাদের রয় ॥
ধন্য ধন্য তুমি দেব ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
আশা পূর্ণ হ'লো নাথ তোমায় প্রণতি ॥
এতেক কহিয়া স্থির হয় চারি ভাই।
দুই দ্বারী মহাভয়ে কাঁপিছে সদাই ॥
বিনয় শুনিয়া বিষ্ণু হ'য়ে চমৎকার।
চতুর্ব্বাহু তুলি দেন প্রসাদ তাঁহার ॥

বৃথা অনুতাপ কেন ব্রহ্মার নন্দন।
যথার্থই দিলা সবে শাপের বচন ॥
ধন্য মম অঙ্গজাত ব্রহ্মা প্রজাপতি।
ধরিলা মানসে হেন সুভক্ত সন্ততি ॥
চারি ভাই ব্রহ্মতেজে হ'য়েছে ব্রাহ্মণ।
কভু মিথ্যা হবে নাহি সবার বচন ॥
অবশ্য ফলিবে শাপ উভয়ের 'পরে।
রিপুভাবে দ্বারে রহে শুদ্ধযোগভরে ॥
শাপে যোগ নাশ হ'লো আজি উভয়ের।
বৈকুণ্ঠেতে আর স্থান না হবে এদের ॥
মর্ত্ত্যলোকে এই দণ্ডে হইবে পতন।
অসুর-যোনিতে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥
তোমরা যে দিলে শাপ দোষ নাহি তায়।
এরূপ ঘটিল শুধু আমার ইচ্ছায় ॥
অসুর-যোনিতে জন্মি এই দ্বারিদ্বয়।
মুক্তিপথ অচিরাৎ পাইবে উভয় ॥
পুনরায় বৈকুণ্ঠেতে হবে আগমন।
এহেন বিধানে আজি কহিনু বচন ॥
হেন বাণী শুনি তবে সুখী চারি ভাই।
বৈকুণ্ঠের শোভা হেরি ভ্রমে সব ঠাঁই ॥
আনন্দে ভ্রমিয়া হেরি বৈকুণ্ঠ ভুবন।
প্রদক্ষিণ করি বিষ্ণু করিলা বন্দন ॥
চলিল যথেচ্ছ স্থানে চারি মুক্তজন।
সনৎকুমার আদি ব্রহ্মার নন্দন ॥
সকলে বিদায় দিয়া বিষ্ণু মহামতি।
বিষ্ণুলোকে সিংহাসনে করিলেন গতি ॥
সম্মুখে রহিল কাঁপি জয় ও বিজয়।
কাঁদিতে থাকিল ভয়ে তাহারা উভয় ॥
সুমিষ্ট বচন বিষ্ণু বলেন তখন।
বিপ্র-কাছে অপরাধী হইলে দু'জন ॥
সেই পাপে বিষ্ণুলোকে নাহি পাবে বাস।
মর্ত্ত্যলোকে কিছুকাল করহ নিবাস ॥
অসুর-যোনিতে জন্ম করহ গ্রহণ।
ভবিষ্যতে ভাল হবে আমার বচন ॥
ব্রহ্মশাপ মহাশাপ না যায় খণ্ডন।
ব্রহ্মশাপ নাহি আমি করি নিবারণ ॥
বিপ্রে অবহেলা করি করিয়াছ পাপ।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে চারি মুনি তাই দিলা শাপ ॥
অসুর-কুলেতে গিয়া লইবে জনম।
তোমরা আমার শত্রু হইবে পরম ॥
মোর প্রতি হবে দুয়ে ক্রোধ-পরায়ণ।
উভয়েরে আমি পরে করিব নিধন ॥
অতি শীঘ্র ব্রহ্মশাপ কাটিবে আবার।
আসিবে উভয়ে পুনঃ বৈকুণ্ঠ মাঝার ॥
এই কথা বলি তবে হরি পরমেশ।
লক্ষ্মী সহ নিজ গৃহে করেন প্রবেশ ॥
শাপে মজি দুই ভাই কাঁদে অনিবার।
মহাপাপ আসি গ্রাসে রক্ষা নাহি আর ॥
দেবমূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে হইল বিনাশ।
মর্ত্ত্যে নিপাতন হেরি ভীষণ তরাস ॥
ভীষণ পাপের বায়ু বৈশাখের ঝড়।
উড়াইয়া ফেলে দূরে হ'য়ে বড় দড় ॥
সেই কষ্টে কাঁদে উচ্চে জয় ও বিজয়।
স্বর্গবাসী তাহা দেখি দুঃখযুক্ত হয় ॥
সেই দুই পাপী ক্রমে আসিয়া ভুবনে।
অসুরের গর্ভ লাগি রহে অন্বেষণে ॥
অকালে ধরিল গর্ভ দিতি মহাসতী।
তাঁর গর্ভে প্রবেশিল দুইটি সন্ততি ॥
সেই হেতু দিতি-গর্ভ ধরে তেজ হেন।
সূর্য্য আচ্ছাদন তমঃ উদিয়াছে যেন ॥
যমজ অসুর দুই জন্মিল উদরে।
তাই হেন অলক্ষণ ভুবন ভিতরে ॥
আমি ব্রহ্মা কহিলাম যথার্থ বচন।
নাহি ভয় স্থির হও সর্ব্ব দেবগণ ॥
বিষ্ণু আসি করিবেন এর প্রতিকার।
নাহি কোন ভাবনার প্রয়োজন আর ॥
যে জন বিশ্বের সৃষ্টি বিনাশ কারণ।
যোগীরাও যোগে যাঁর না পায় দর্শন ॥

আদিভূত সর্ব্বাধার সত্য সনাতন।
ত্রিলোক অধীন যাঁর নামে নারায়ণ॥
ধরণীর পতি যিনি মঙ্গল আধার।
দৈত্যে বধিবেন তিনি করিয়া বিচার॥
ত্যজি চিন্তা ভয় দুঃখ সব দেবগণ।
সকলে ভাবহ সেই আদি নারায়ণ॥
অমঙ্গল যত হয় ভুবনে প্রচার।
সেই বিষ্ণু সকলেই করেন নিস্তার॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদিকর্ত্তা যিনি।
যার মায়া নাহি বুঝে যোগেশ্বর মুনি॥
গুণত্রয় অধীশ্বর ভগবান্ হরি।
কল্যাণ বিধান করে, বৃথা ভয় হরি’॥
চিন্তায় নাহিক ফল, শোন দেবগণ।
সবার রক্ষার হেতু আছে নারায়ণ॥
এত কহি ব্রহ্মা স্থির হয়েন যখন।
হাসিয়া চলিল স্বর্গে যত দেবগণ॥
এতেক কহিলে রাজা মৈত্র ঋষিবর।
বিদুরে কহেন কথা শুন অতঃপর॥
ওহে নৃপবর মম শুনহ বচন।
দিতি-গর্ভে অসুরের জনম গ্রহণ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে বিনষ্ট হয় মায়ার আঁধার॥

ইতি শ্রীহরির প্রতি সনকাদির বিনয় এবং জয় ও বিজয়ের পতন।

ষোড়শ অধ্যায়

অসুরের জন্মে চতুর্দ্দিকে অলক্ষণ প্রকাশ

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
শুকদেব ব্যক্ত বাণী অতি সুবচন॥
এতেক কহিয়া তবে মৈত্রেয় সুধীর।
বিদুরে কহেন পুনঃ হইয়া সুস্থির॥
এই কথা শুকদেব পাণ্ডু-বংশধরে।
কহিলেন শুনে যথা সব ঋষিবরে॥
সমাপিয়া পূর্ব্ব-কথা মৈত্র কন হাসি।
সুমিষ্ট বচন যোগে মধুর সম্ভাষি॥
যেমতে দিতির গর্ভ হইল সঞ্চার।
পূর্ব্বে প্রকাশিনু তাহা করিয়া বিস্তার॥
এবে শুন সে গর্ভের কিবা পরিণাম।
যে গর্ভ লাগিয়া কাঁপে স্বর্গ ধরাধাম॥
দিতি-গর্ভে প্রবেশিল জয় ও বিজয়।
বিষ্ণু-শাপে যেই ভাবে কহিনু নিশ্চয়॥
গর্ভের সময় দিতি সে কথা না জানে।
পতির মুখেতে পরে সেই কথা শুনে॥
সেই কথা শুনি দিতি পেয়ে মনে ভয়।
শতবর্ষ গর্ভ ধরে ভাবি সুনিশ্চয়॥
স্বামীর আদেশে দিতি শতেক বরষ।
ধরিল ভীষণ গর্ভ হইয়া হরষ॥
সেই গর্ভ হ’তে জন্মে বর্ষ শত পর।
যমজ সন্তান দুই অতি ভয়ঙ্কর॥
যখন জন্মিল দুই যমজ কুমার।
ত্রিলোকের লোকগণ করে হাহাকার॥
চারিদিকে অলক্ষণ হইল প্রকাশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল যেন হবে নাশ॥
ঘনঘন ভূ-কম্পন হইল উদয়।
দাবানলে দহে সদা দিক সমুদয়॥
ভীষণ গরজে বাজ উল্কা পড়ে ঘন।
কোটি কোটি ধূমকেতু দেয় দরশন॥
দুর্গন্ধে ভরিল বায়ু শব্দ তাহে রয়।
বেগ তার ঝড় সম সদা ধূলিময়॥

বেগেতে উপাড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গে গ্রাম-ঘর।
মেঘেতে বিদ্যুৎ হানে অতি ঘোরতর ॥
ঘেরিল প্রলয় মেঘ ঢাকিল তপন।
চতুর্দ্দিক অন্ধকার নিস্তেজ কিরণ ॥
অন্ধকারে কেহ কারে দেখিতে না পায়।
বায়ুতেজে ভূকম্পনে সমুদ্র উজায় ॥
অতীব ভীষণ তিমি মকর নিকর।
অবহেলে ভেসে যায় তরঙ্গ উপর ॥
তরঙ্গ প্রবল হ'য়ে করে হুহুঙ্কার।
যেন প্রলয়ের ধ্বনি করিছে চীৎকার ॥
চন্দ্র-সূর্য্য মুহুর্মুহু করে রাহু গ্রাস।
বিনা মেঘে বজ্রপাত সতত প্রকাশ ॥
চীৎকারে সঘনে শিবা অনল নয়নে।
পেঁচা ডাকে দিবানিশি বসি একমনে ॥
গ্রামেতে কুকুর কভু হাসে কাঁদে গায়।
শুনি লোকে ঘোরতর বিপদ জানায় ॥
জীব জন্তু ভয়াকুল হইল শঙ্কিত।
প্রাণভয়ে কোলাহল করে অবিরত ॥
কলরব শুনি পাখী নীড় ত্যজি যায়।
ইতস্ততঃ ঘোরে কিন্তু শান্তি নাহি পায় ॥
অকস্মাৎ গাভীদুগ্ধ হয় রক্তময়।
পাষাণ-প্রতিমা-নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥
বিনা বাতে বৃক্ষ উড়ে চঞ্চল সকলে।
গ্রহমাঝে সংঘর্ষ ঘটিল নভঃস্থলে ॥
ব্রহ্মাপুত্র সনকাদি মুনিগণ ছাড়া।
কারণ না জানে কেহ ভয়ে আত্মহারা ॥
অকস্মাৎ এইরূপ হেরি কুলক্ষণ।
প্রলয় আসিল বুঝি ভাবে প্রজাগণ ॥
জয় ও বিজয় জন্মে হেন অমঙ্গল।
কেহ না জানিল হেন জন্ম ফলাফল ॥
দিতি-গর্ভে জন্ম ল'য়ে জয় ও বিজয়।
আদি দৈত্যরূপে ক্রমে প্রকাশিত হয় ॥
পর্ব্বত সমান ক্রমে বাড়িল শরীর।
যেন গগনেতে ঠেকে সুমেরুর শির ॥
কিরীটের অগ্রভাগ স্বর্গে গিয়া ঠেকে।
দুই দৈত্য রহে যেন দশদিক ঢেকে ॥
উভয়ের হস্তে শোভে নানা অলঙ্কার।
অঙ্গদাদি ভূষণের দীপ্তি চমৎকার ॥
মনোহর কাঞ্চী আদি শোভে কটি-তটে।
ঘন ভূমিকম্প হয় চরণ দাপটে ॥
কটিদেশ দিয়া যেন তাহারা উভয়।
সূর্য্য অতিক্রম তরে সমুদ্যত হয় ॥
যমজ সন্তানে হেরি কশ্যপ সুধীর।
ভাগ্য-ফলাফল ক্রমে করিলেন স্থির ॥
পরে রাখিলেন নাম বিচারি সুমতি।
হিরণ্যকশিপু নাম প্রথম সন্ততি ॥
হিরণ্যাক্ষ শেষ পুত্র জানে প্রজাগণ।
উভয়েই সমবলী সম দরশন ॥
হিরণ্যকশিপু করি তপ আচরণ।
ব্রহ্মারে তুষিয়া বর করিল গ্রহণ ॥
অমর হইয়া তাই হ'য়ে হীনভয়।
বাহুবলে তিনলোক করিলেক জয় ॥
অনুজ অগ্রজ সম হয় বলবান।
যুদ্ধেতে নিপুণ বড় ভীষণ বয়ান ॥
গদা-হস্তে পরাভবে স্বর্গ রসাতল।
কার সাধ্য পরাভবে দু-জনার বল ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
অসুরের জন্মকথা দুঃখের প্রচার ॥

ইতি অসুরের জন্মে চতুর্দ্দিকে অলক্ষণ প্রকাশ।

হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক ত্রিলোক বিজয়ের সংক্ষেপ বর্ণন

সূত কহে শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
ভাগবত-কথামৃত শুকের বচন॥
রাজারে কহেন শুক মৈত্রেয় সংবাদ।
মৈত্রেয় মিটান যথা বিদুর-বিষাদ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে শুনহ বিদুর।
হিরণ্যাক্ষ-বীর্য্য-কথা শুনহ প্রচুর॥
দিতির সন্তান দৈত্য হয় দুই ভাই।
ত্রিভুবনে ভয়ঙ্কর রহে সর্ব্বদাই॥
ব্রহ্মবরে মৃত্যুহীন হিরণ্যকশিপু।
একাকার করে সবে নাহি রাখে রিপু॥
বাহুবলে জয় করে ক্রমে ত্রিভুবন।
তার কাছে পরাজিত হয় দেবগণ॥
ভ্রাতার সমান তেজে হিরণ্যাক্ষ বীর।
দেব সহ যুদ্ধে তার পুলক শরীর॥
গদা-হস্তে স্বর্গপুরে যুঝিবারে যায়।
যুদ্ধ লাগি দেবগণে খুঁজিয়া বেড়ায়॥
একে ত ভীষণ বেশ নূপুর চরণে।
যেন শত ঘণ্টানাদ একত্র শ্রবণে॥
বৈজয়ন্তী মালা শোভে তার গলদেশে।
স্কন্ধে গদা সুশোভিত ভয়ঙ্কর বেশে॥
ব্রহ্মবরে মৃত্যুহীন তাহে মহাবল।
বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করে অপূর্ব্ব কৌশল॥
এ হেন ভীষণ দৈত্য হেরি দেবগণ।
নাহি যুঝি দৃষ্টিমাত্র করে পলায়ন॥
গরুড়ে হেরিলে যথা দূরে যায় সাপ।
তথা দেবগণ যায় পেয়ে মনস্তাপ॥
স্বর্গেতে না হেরি কোন দেব যোদ্ধা বীর।
সমরের লাগি দৈত্য হইল অস্থির॥
যুদ্ধ লাগি আসি নারে করিবারে রণ।
ক্রোধভরে ভীমনাদে করিল গর্জ্জন॥
নাহি যুঝে কেহ হেরি ভীষণ মূরতি।
দেবে তিরস্কার করে দৈত্য মূঢ়মতি॥
স্বর্গেতে না পেয়ে যোদ্ধা করিয়া গর্জ্জন।
সমুদ্র আলোড়ি তাহে করে প্রবেশন॥
যেন মত্ত ঐরাবত গতি মদভরে।
ক্রীড়ার লাগিয়া যায় সমুদ্র ভিতরে॥
বরুণের সেনারূপী জলজন্তু দল।
দৈত্য-ভয়ে অবসন্ন হইল সকল॥
দৈত্যের ভীষণ তেজ সহিতে না পারি।
প্রাণভয়ে পলাইল সবে তাড়াতাড়ি॥
অবশেষে বারি সহ করিয়া সমর।
গদাঘাতে তরঙ্গেরে করিল কাতর॥
বরুণের পুরী ছিল সাগর ভিতর।
বিভাবরী নাম তার অতি মনোহর॥
তরঙ্গ করিয়া ভেদ গদার প্রহারে।
প্রবেশ করিল দৈত্য পুরীর মাঝারে॥
সমুদ্রের অধীশ্বর পাতালের পতি।
ছিলেন বরুণ দেব তথায় সম্প্রতি॥
বরুণ-সম্মুখে গিয়া দৈত্য মূঢ়মতি।
উপহাস-বাক্য কহে বরুণের প্রতি॥
ত্রিলোকেতে বীরপনা শুনিনু তোমার।
যুঝিতে আইনু তাই তোমা সহকার॥
উঠ উঠ জলপত্তি করহ সমর।
পরাভূত্ত হ’য়ে তুমি যাও যমঘর॥
ত্রিভুবনে দৈত্য জয় করি মহাশয়।
লভিয়াছ এই রাজ্য সর্ব্বজনে কয়॥
বলহীনে জয় করি রাজসূয় কর।
এস দেখি জলপতি কত বল ধর॥
নির্জ্জীবে জিনিয়া যজ্ঞ কর সমাপন।
আরাধিয়া ভগবানে পাও রাজ্যধন॥
কর যুদ্ধ দেখি তুমি ধর কত বল।
যুদ্ধ লাগি উপস্থিত হই এই স্থল॥
এত শুনি জলপতি কহেন বচন।
ক্রোধহীন মিষ্টভাষে অমৃত নিঃস্বন॥

শুন দৈত্য যুঝিবারে নাহি মম আশ।
বহুকাল মিটায়েছি সমর-প্রয়াস॥
বয়স হ'য়েছে বহু না চলে চরণ।
এবে করিয়াছি মনে শান্তি সংস্থাপন॥
অদ্বিতীয় যোদ্ধা বটে এবে তুমি বীর।
যথা ইচ্ছা গিয়া কর যুদ্ধ-পাত্র স্থির॥
একমাত্র ভগবান্ আদি নারায়ণ।
জয়লাভ করে তোমা সহ করি রণ॥
ভীষণ মাহাত্ম্য তাঁর অতি বলবান।
পরম পুরুষ হরি নামে ভগবান্॥
মোর প্রতি কেন তুমি করিতেছ রোষ।
হরি সহ যুদ্ধ করি পাইবে সন্তোষ॥
তোমা সম বলবান বীর আছে যত।
যুদ্ধ লাগি তাঁর স্তব করে অবিরত॥
দুষ্টের দমন লাগি সেই নারায়ণ।
ভূমণ্ডলে অবতার হবেন যখন॥
হইবে তাঁহার সহ তব পরিচয়।
তাঁর সহ রণে হবে তব পরাজয়॥
রণস্থলে তব প্রাণ হইবে বিগত।
খাইবে তোমার দেহ শৃগালাদি যত॥
অতএব কর দৈত্য অন্যত্র প্রস্থান।
যুদ্ধে নাহি ইচ্ছা মম তুমি বলবান॥
বরুণের কথা শুনি তবে দৈত্যেশ্বর।
ফিরিয়া চলিল পুনঃ গর্ব্বেতে সত্বর॥
নারদের মুখে পরে শুনি হরিনাম।
গর্ব্বেতে হরিল পৃথ্বী সর্ব্বজন-ধাম॥
পৃথ্বী হরি রসাতলে করিল গমন।
ইহাতে হইল জয় তার ত্রিভুবন॥
ভীষণ গর্ব্বেতে বীর রসাতলে রয়।
মৃত্যুহীন ব্রহ্মবরে নাহি অন্য ভয়॥
এত কহি মৈত্র কন শুনহ বিদুর।
নারায়ণ-রণ-কথা কহিব প্রচুর॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
তিনলোক যথা দৈত্য করে অধিকার॥

ইতি হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক ত্রিলোক বিজয়ের সংক্ষেপ বর্ণন।

সপ্তদশ অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষাধীন পৃথিবী-উদ্ধার

সূত কহে শুন শুন শুনক-নন্দন।
পৃথিবী উদ্ধার কথা শুকের বচন॥
পৃথিবী লইয়া দৈত্য পাতালেতে রয়।
প্রচণ্ড রুদ্রের সম নাহি মৃত্যু-ভয়॥
মনু-মুখে শুনি ধরা করিতে উদ্ধার।
মনে করি যান হরি দৈত্যের আগার॥
একে ত বরাহ-বেশ ভীষণ চরণ।
সুমেরুর শৃঙ্গ সম উভয় দশন॥
হেথায় নারদ ঋষি শ্রেষ্ঠ তপোধন।
ঘটিছে পৃথিবী লাগি দেখি বিড়ম্বন॥
বীণাযন্ত্র হাতে করি মুখে হরিনাম।
নির্ভয়ে গেলেন সেই হিরণ্যাক্ষ-ধাম॥
করিল সম্মান দৈত্য হেরিয়া ঋষিরে।
নানামতে নানা কথা কহে গর্ব্বভরে॥
আপনার বীর্য্য কথা ঋষিরে কহিল।
ত্রিলোক বিজয় দর্প ক্রমেতে বর্ণিল॥
দৈত্য দর্প শুনি ঋষি কহিলেন বাণী।
শুন দৈত্য মম কথা যদি চাও প্রাণী॥
ভুবনের হিত লাগি মম-অবতার।
প্রতি গৃহে যাই আমি করিতে নিস্তার॥

তুমি মম পিতৃপ্রিয় আসিলাম তাই।
সম্পর্কেতে পিতা তব হয় মম ভাই॥
অতএব আমি তব মাননীয় হই।
স্থির হয়ে হিত কথা কহি শুন এই॥
অতি সাধুপনা করি লভিয়াছ বর।
তাই পুণ্যবলে নাহি দেখ যমঘর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি ক'রে পরাজিত।
ত্রিলোক অধীন তব জানিনু নিশ্চিত॥
ভাল তব বীর্য্য পুত্র ভাল সব হয়।
রসাতলে ধরা রাখা অসম্ভবময়॥
ধরাতে জন্মায় জীব বিষ্ণুলীলা তরে।
সে ধরারে লোপ কর কেমন বিচারে॥
জ্ঞানী হও তুমি ওহে মহাবীর্য্যবান্।
প্রাণ দিয়া সেবা কর সেই ভগবান্॥
ভগবানে মন দিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হয় চিরজয়॥
ভাল যদি চাও পুত্র ফিরাও ধরণী।
একমনে জনার্দ্দনে কর শিরোমণি॥
ব্রহ্মবরে যত বীর্য্য ধর দৈত্যবর।
পাবে তুমি তিন গুণ পেলে বিষ্ণুবর॥
ফিরে দাও ধরণীরে ভজ জনার্দ্দন।
ত্রিলোক-অতীত লোক পাবে এইক্ষণ॥
অন্যায় আচার তব হেরি নারায়ণ।
ধরা নাহি মর্ত্ত্যে হেরি হন ক্রুদ্ধ মন॥
নাশিতে তোমারে হন বরাহ আকার।
অচিরে আসিবে হরি তোমার আগার॥
যার বলে ব্রহ্মা বলী জগতের পতি।
যুঝিবে তোমার সহ সেই মহামতি॥
তাঁরে হিংসা করি তব নাহিক নিস্তার।
অবশ্য হারিবে যুদ্ধে করি হাহাকার॥
তাই বলি শুন মম এই সুবচন।
ফিরি দিয়া ধরা, ধর বিষ্ণুর চরণ॥
অবশ্য রহিবে মান রবে তব প্রাণ।
অহিংসা তাহার ধর্ম্ম অতি ক্ষমাবান॥
এতেক বচন শুনি দৈত্য মহামতি।
রোষভরে কহিলেক নারদের প্রতি॥
ক্ষীণবুদ্ধি ঋষি তুমি কোথা তব বল।
তাই তুমি সে বিষ্ণুরে কহিছ প্রবল॥
ত্রিলোক বিজয়ী আমি মহাবীর্য্যবান।
ভ্রাতা মম সর্ব্বজয়ী অতি শক্তিমান॥
দুই ভাই স্বর্গ-ভূমি করি অধিকার।
কল্য লব বিষ্ণুলোক্ মুক্তির আগার॥
কেবা বিষ্ণু কোথা থাকে দেবতা সবার।
কোথা ছিল যবে জিনি দেবের আগার॥
মান্য তুমি তাই এত কহিনু বচন।
দূর হও যদি চাও হরির চরণ॥
কি বল কি বল ঋষি বুঝিতে না পারি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে মোরা অধিকারী॥
কোথা থাকে সেই বিষ্ণু কোথা তার ঘর।
কেমনে হইল সেই সর্ব্ব-অধীশ্বর॥
ইন্দ্র চন্দ্র পবনেরা করিল সমর।
ত্রিলোকেতে কভু বিষ্ণু না হয় গোচর॥
নাম রাখি যেই জন গোপনেতে রয়।
সেইজন সর্ব্বাধিপ বেদ-মাঝে কয়॥
দেখিব বিষ্ণুর আমি বরাহ-আকার।
পশু সম খেদাইব আসিলে আগার॥
এত বলি দৈত্যবর নিস্তব্ধ হইল।
বিষ্ণুনিন্দা শুনি ঋষি প্রস্থান করিল॥
হেথা হরি পৃথিবীকে করিতে উদ্ধার।
জলপুরী ভেদি যান দৈত্যের আগার॥
অদূরেতে দেখি হরি যথা রসাতল।
অপবিত্র স্থান সেই হীন-কর্ম্ম-ফল॥
নাহি তথা দেয় সূর্য্য আপন কিরণ।
নাহি চন্দ্র দেখা দেন করিতে শোভন॥
পূতিগন্ধময় দেশ দুঃখের আগার।
রিপুগণ নাচে গায় করয়ে চীৎকার॥
হেথায় ধরণী সতী হ'য়ে দুঃখমতি।
বিষণ্ণ বদনে রন বিষ্ণুপদে রতি॥

দৈত্য আসি ঘেরে রয় করে হুহুঙ্কার।
ভয়ে বিষ্ণু বলি সতী করে হাহাকার॥
শরতের চাঁদ যেন মেঘে ঢাকা রয়।
ক্ষণেক বরিষে জল ক্ষণে শোভাময়॥
তেমনি দুঃখিনী ধরা বিষণ্ণ বদনে।
কভু কাঁদে কভু শান্ত হয় নিজ মনে॥
হরিণী ধরিয়া রাখি যথা পশুরাজ।
ভীষণ চীৎকার করে ভয়ানক সাজ॥
তেমনি ধরাকে পেয়ে হিরণ্যাক্ষ বীর।
ভীষণ তাড়না করে রসাতলে ধীর॥
ধরা হেরি হরি তবে বরাহ আকার।
ধরিয়া চলেন তাঁরে করিতে উদ্ধার॥
মদমত্ত হিরণ্যাক্ষ গর্ব্বে না দেখিল।
গোপনেতে গিয়া হরি ধরা হ'রে নিল॥
দন্তের উপরে ধরি বিশাল ধরণী।
ঊর্দ্ধেতে তোলেন হরি বলেতে আপনি॥
স্থির সৌদামিনী যেন সুমেরুর 'পরে।
হেন শোভা হয় সেই দন্তের উপরে॥
চমকিত হয় তবে সেই দৈত্যবর।
যবে ধরা ঊর্দ্ধে রয় দন্তের উপর॥
মহাগর্ব্বে দৈত্যবর ধাইয়া আসিল।
পশুর আকারে হেরি অগ্রে ভৎর্সিল॥
একে জলময় দেশ সর্ব্ব অগোচর।
হেন বনবাসী পশু একি মনোহর॥
পশু হয়ে হরে ধরা মহাদর্প করি।
অসাধ্য যে এই কাজ না বুঝি বিচারি॥
মনে মনে হেন তর্ক করি দৈত্যপতি।
কহিতে থাকেন তাঁরে যথা নিজমতি॥
অজ্ঞ তুমি নাহি জান ইহার বিধান।
ব্রহ্মা দেন এই ধরা আমাদের স্থান॥
আমাদের বস্তু ইহা তুমি কেন লও।
ভাল যদি চাও তবে ফিরাইয়া দাও॥
সুরাধম তুমি হও জানি সবিশেষ।
মায়াবলে ধরিয়াছ শূকরের বেশ॥
থাকিতে জীবিত আমি সম্মুখে তোমার।
কোনমতে পশুরূপে নাহিক নিস্তার॥
সম্মুখে না কর রণ মায়াবল ধরি।
অলক্ষ্যে অসুরগণে মার তুমি হরি॥
তাই বুঝি ধরিয়াছ বরাহ আকার।
মম হাতে আজি তব নাহিক নিস্তার॥
মায়াতে বধেছ মোর আত্মীয় স্বজন।
ভ্রাতাপুত্র লাগি সবে করিছে রোদন॥
তোর জন্য মনঃপীড়া পায় সর্ব্বজন।
তোরে মারি ঘুচাইব তাদের ক্রন্দন॥
গদাঘাতে চূর্ণ তব মস্তক করিব।
ঋষিদের যজ্ঞ পূজা সকল হরিব॥
এতেক ভৎর্সিয়া তবে দৈত্য ক্রূরমতি।
করেতে ধরিয়া গদা ধায় শীঘ্রগতি॥
ক্রোধেতে নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
ক্রোধ-বাক্য কহিবারে অতিশয় দড়॥
দৈত্যের এ কটু বাক্য ত্রিশূলের প্রায়।
আসিয়া বিঁধিল যেন শ্রীহরির গায়॥
রণবেশে দেখি হরি ধরা কম্পমান।
হরি প্রতি চাহি রন বিষণ্ণ বয়ান॥
হেরিয়া পৃথ্বীরে ভীতা হরি ভগবান্।
সহ্য করিলেন এই দৈত্য-অপমান॥
ভীষণ কুম্ভীর দ্বারা হইয়া আহত।
হস্তী যথা জল হ'তে হয় বিনির্গত॥
সেইরূপ পৃথ্বী সহ হরি নারায়ণ।
অতি শীঘ্র জল হ'তে বহির্গত হন॥
দৈত্য ধায় ক্রোধভরে পশ্চাতে তাঁহার।
ত্যাগ করে ক্রোধভরে নানা অস্ত্র ভার॥
কিছুতে ব্যথিত নহে সেই নারায়ণ।
সমুদ্র উপরে ধরা করেন স্থাপন॥
বীর্য্য হেরি হিরণ্যাক্ষ লাগে চমৎকার।
বিধাতা করেন স্তব বিবিধ প্রকার॥
সর্ব্ব-জীবাধার সেই পৃথিবী উপরে।
ভাসিতে লাগিল সেই মহামায়া-ভরে॥

আধার-শকতি দিয়া সেই ভগবান্।
সমুদ্র উপরি ধরা করেন বিধান ॥
ক্রোধে দৈত্য এড়ে অস্ত্র বিবিধ প্রকার।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ভারে ভার ॥
ঋষিগণ স্তব করে বলি নারায়ণ।
ধরা সুস্থ হয় ধরি হরির চরণ ॥
এতেক বলিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর ॥
হিরণ্যাক্ষ বধ কথা কন অতঃপর ॥
শুকদেব মুখে শুনি পাণ্ডব রাজন।
বরাহের লীলা-কথা আশ্চর্য্য বর্ণন ॥
সুবোধ রচিল গীত পৃথিবী উদ্ধার।
যে শুনিবে যে শুনাবে পাইবে নিস্তার ॥

ইতি হিরণ্যাক্ষাধীন পৃথিবী-উদ্ধার।

বরাহরূপী শ্রীহরির সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুধীর।
হিরণ্যাক্ষ-যুদ্ধ-কথা করি মন স্থির ॥
পৃথিবী স্থাপিত করি জলের উপর।
হেরিলেন চারিদিক অতি শোভাকর ॥
পশ্চাতে হেরেন হরি ফিরায়ে নয়ন।
ভীম গদা হস্তে আসে দিতির নন্দন ॥
ভীষণ ক্রোধেতে তার জ্বলিছে নয়ন।
প্রলয়ের বহ্নি হেন হয় প্রকাশন ॥
নিদাঘের রবি যেন জ্বলিয়া গগনে।
জগতের জীবগণে দহিছে সঘনে ॥
দুই কর গিরিবর সুমেরুর শির।
উদয় ও অস্তাচল যেন সে রবির ॥
তদুপরি গদা ধনু সহিত ভূষণ।
শোভে যেন শৃঙ্গোপরি সরলের বন ॥
বহিছে সঘনে শ্বাস প্রলয় পবন।
কৃষ্ণবর্ণময় রূপ অতীব ভীষণ ॥
দন্ত কড়মড় করি ঘুরায় নয়ন।
কালো মেঘে যেন উল্কা হয় প্রকাশন ॥
অঙ্গ আস্ফালন করি করে হুহুঙ্কার।
অকালেতে বজ্রাঘাত ভীষণ আকার ॥
পশ্চাতে আসুরী সেনা কে পারে গণিতে।
কেহ কাট কেহ মার বলিছে গর্ব্বেতে ॥
শত শত আসে ঝাঁকে করি বীরপণা।
বিষ্ণুরে বধিতে আসে নির্ব্বোধ সে সেনা ॥
ভীষণ রণের বেশ হেরি নারায়ণ।
বরাহের রূপ ধ'রে আবির্ভূত হন ॥
বধিবারে হিরণ্যাক্ষে করি দৃঢ় পণ।
আরম্ভেন হুহুঙ্কারে সুভীষণ রণ ॥
গর্ব্বভরে দৈত্যপতি গদা হাতে করি।
ধাইয়া আইল যথা দাঁড়াইয়া হরি ॥
বরাহ আকার দৈত্য পাইয়া সম্মুখে।
অহঙ্কার করি গদা মারিলেক বুকে ॥
বক্রীভূত হ'য়ে তবে হরি অকস্মাৎ।
বিফল করেন সেই গদার আঘাত ॥
অন্যায় সমর দেখি বরাহ-আকার।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে রণ আশে লন গদাভার ॥
দৈত্যোপরি গদা হরি করিলা ক্ষেপণ।
অতি বলবান্ দৈত্য করিল দলন ॥
হেনমতে সুরাসুরে ভীষণ সমর।
ক্রমেতে হইল যেন অতীব প্রখর ॥
তার যত অস্ত্র ছিল করিল প্রহার।
হরি তাহে ক্ষুব্ধ নহে করেন বিহার ॥
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি না হয় খণ্ডন।
হিরণ্যাক্ষ রণে নাহি করে পলায়ন ॥
দৈত্য-সহ হরি রণ করেন আদরে।
মহাবীর হিরণ্যাক্ষ অটুট সমরে ॥
সহজে নারেন হরি বধিতে তাহারে।
বরাহে মারিতে দৈত্য কিছুতে না পারে ॥

দৈত্য সেনা রণ হ'তে করে পলায়ন।
বরাহের দাপে কত হারায় জীবন ॥
মাতা পিতা বলি কেহ করিছে ক্রন্দন।
রক্তস্রোত কারো অঙ্গে হয় প্রবাহন ॥
কার ভগ্ন ঊরু আর কার চক্ষু ক্ষত।
কেহ আঘাতের তরে হইয়াছে হত ॥
একা হরি রূপ ধরি বরাহ আকার।
করেন অদ্ভুত কর্ম্ম অতি চমৎকার ॥
ত্রিলোক কাঁপিল যুদ্ধে মত্ত নারায়ণ।
আসিলেন প্রজাপতি হেরিবারে রণ ॥
সঙ্গে তাঁর ঋষিগণ আর দেবগণ।
হিরণ্যাক্ষ যাহাদের করিত পীড়ন ॥
সমরেতে ক্লান্ত বীর দিতির নন্দন।
পরাভব-ভয়ে ভীত অতি ক্রোধমন ॥
যুঝিছে হরির সহ বিচিত্র কৌশলে।
কভু শেল শূল অসি কভু বাহুবলে ॥
নারায়ণ সহ রণ হেরি প্রজাপতি।
প্রণাম করিয়া কহে ভক্তিভরে অতি ॥
তুমি দেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলি তোমার।
আছে যত দেবগণ স্বর্গের মাঝার ॥
অকালে করিয়া দৈত্য সর্ব্বথা পীড়ন।
সকলের সুখ শান্তি ক'রেছে হরণ ॥
মম বরে হেন বীর্য্য ক'রেছে ধারণ।
তাই তুচ্ছ করি যুঝে সহ নারায়ণ ॥
ত্রিলোকের পতি তুমি বরাহ মূরতি।
বাল্যক্রীড়া সম রণ কর মহামতি ॥
ফণি-পুচ্ছ যথা ধরে বালক সুজন।
ফণী ধরি যেইরূপ করে আস্ফালন ॥
তেমনি দৈত্যের সহ করি তুমি রণ।
নিমেষেতে পার তুমি করিতে নিধন ॥
আসুর বেলাতে যত অসুরের দল।
বিষম বর্দ্ধিত হ'য়ে ধরে মহাবল ॥
সেই ঘোর বেলা যেন সমাগত-প্রায়।
শীঘ্র বধ কর হরি ধরিয়ে উহায় ॥
এইতো মঙ্গল যোগ সর্ব্ব সুসময়।
এই কালে হোক নাথ দেবকুলে জয় ॥
নাশ হোক দুষ্ট দৈত্য শান্তির কারণ।
পুলকেতে পূর্ণ হোক এবে ত্রিভুবন ॥
ওহে প্রভু নারায়ণ কিবা আর কব।
আমরা সকলে মিলি বন্ধু হই তব ॥
মোদের মঙ্গল করা উচিত তোমার।
শীঘ্র এই দৈত্যবরে করহ সংহার ॥
অতীব দুর্দ্দান্ত এই দানব প্রধান।
বধ করি কর প্রভু মঙ্গল বিধান ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে অবশ্য হবে পাপীর উদ্ধার ॥

ইতি বরাহরূপী শ্রীহরির সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আদি বরাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ-বধ

মৈত্রেয় কহিল শুন বিদুর সুজন।
হিরণ্যাক্ষ-বধ-কথা কহিব এখন ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি অমৃত সমান।
মৃদু হাস্য করিলেন হরি ভগবান্ ॥
বরাহের রূপী হরি কটাক্ষেতে তাঁর।
বিধাতার সেই বাক্য করিলা স্বীকার ॥
দিতির নন্দনে হেরি সম্মুখেতে হরি।
লম্ফ দিয়া পড়িলেন তার স্কন্ধোপরি ॥
গদা হাতে ভীম বেগে কশ্যপ-সন্তান।
ধাইয়া আইল নিতে বরাহের প্রাণ ॥
বরাহ ধাইয়া করি ঘোরতর রণ।
দৈত্যের যতেক অস্ত্র করেন কর্ত্তন ॥
তাহা দেখি দৈত্যবর হয় চমৎকৃত।
নানামতে করে রণ যাহা বিচারিত ॥
হরি নিজ দন্তবলে করিয়া ধারণ।
চক্রাঘাতে সব অস্ত্র করেন বারণ ॥
দুরন্ত সে দৈত্যবর পুনঃ অকস্মাৎ।
বরাহ উপরে করে গদার আঘাত ॥
তাহাতে হরির গদা হস্তচ্যুত হয়।
ঘুরিতে ঘুরিতে তাহা ভূমে পড়ি রয় ॥
অস্ত্রহীন হন যবে হরি নারায়ণ।
হাহাকার করি উঠে যত দেবগণ ॥
এ হেন বিপদ হেরি তবে নারায়ণ।
বধিবারে দৈত্যবরে লন সুদর্শন ॥
সুদর্শন চক্র হেরি যত দেবগণ।
উল্লসিত হ'য়ে কহে ওহে নারায়ণ ॥
শীঘ্র শীঘ্র দৈত্যবরে করহ সংহার।
অবশ্য হইবে তাতে মঙ্গল সবার ॥
সুদর্শন চক্র হেরি শ্রীহরির করে।
হুতাশন সম দৈত্য জ্বলে ক্রোধভরে ॥
ক্রোধে দিশাহারা হ'য়ে সেই দৈত্যবর।
দন্তে দন্ত আঘাতিল অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভীষণ দর্শন তার দশন সকল।
চক্ষু হ'তে উদ্গিরণ হইছে অনল ॥
ধাবিত হইয়া দৈত্য বরাহের প্রতি।
আঘাত করিল তারে ক্রোধভরে অতি ॥
বামপদ দিয়া তবে হরি নারায়ণ।
গদার আঘাত তার করিলা বারণ ॥
আবার আঘাত তাঁরে করি দৈত্যবর।
গর্জ্জন করিতে থাকে অতি ভয়ঙ্কর ॥
গরুড় যেমন সর্পে করয়ে ধারণ।
সেরূপ শ্রীহরি গদা করিলা বারণ ॥
তখন ত্রিশিখ শূল করিয়া গ্রহণ।
নিক্ষেপ করিল দৈত্য ক্রোধেতে ভীষণ ॥
শূলের ভীষণ তেজে আকাশমণ্ডল।
প্রলয় অগ্নিতে যেন হইল উজ্জ্বল ॥
সেই অস্ত্র অনায়াসে দেব জনার্দ্দন।
সুদর্শন চক্র দিয়া করিলা ছেদন ॥
গরুড়ের পক্ষ যথা ইন্দ্র ছেদ করে।
সেরূপ শূলেরে হরি নাশে হেলা ভরে ॥
ক্রোধেতে উন্মত্ত হ'য়ে দৈত্য অকস্মাৎ।
শ্রীহরির বক্ষে আসি করে মুষ্ট্যাঘাত ॥
এরূপ আঘাত যবে দৈত্যবর করে।
কিছুমাত্র ব্যথা হরি না পান অন্তরে ॥
শ্রীহরির প্রতি সেই মুষ্টির প্রহার।
যেন মত্তহস্তী গায়ে আঘাত মালার ॥

পরাজয় মানি দৈত্য ধরে নিজ মায়া ।
মায়াবলে ঢাকিল সে আপনার কায়া ॥
কখন বহিল বায়ু কভু বরিষণ ।
কখন হইল ঘন মেঘের গর্জ্জন ॥
অস্থি বিষ্ঠা স্বেদ রক্ত ঝরে অনিবার ।
ভীষণ আঁধার আসি ঢাকে চারিধার ॥
কোথা হ'তে যক্ষ রক্ষ করে আগমন ।
মার মার কাট্ কাট্ করে অনুক্ষণ ॥
উলঙ্গিনী রাক্ষসীরা ত্রিশূল লইয়া ।
মুক্ত কেশে ভীম বেগে আসিল ছুটিয়া ॥
অসুরের এই মায়া করিতে হরণ ।
প্রয়োগ করিলা হরি চক্র সুদর্শন ॥
সুদর্শন চক্র যবে লন ভগবান্ ।
কাঁপিয়া উঠিল ভয়ে দিতির পরাণ ॥
কাঁপিল দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন ।
যুগল স্তনেতে রক্ত হইল ক্ষরণ ॥
স্বামীর বারতা সতী কল্লিতে স্মরণ ।
শিহরি উঠিল প্রাণ পুত্রের কারণ ॥
হেথা সুদর্শন করে যত মায়া দূর ।
দৈত্য তত মায়া খেলে অতীব প্রচুর ॥
মায়ার খেলায় দৈত্য বিফল হইয়া ।
প্রাণভয়ে ভীমরবে উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
ইন্দ্র যথা বৃত্র বধ করেন কৌশলে ।
তেমতি বধিলা দৈত্যে নারায়ণ ছলে ॥
দৈত্য-কর্ণমূলে হরি করিলা প্রহার ।
ঘুরিয়া পড়িল দৈত্য করি হাহাকার ॥
বাহিরিল দুই আঁখি চূর্ণ পদ-কর ।
ভীষণ গর্জ্জনে বিশ্ব কাঁপে থরথর ॥
হতবল হ'য়ে দৈত্য ভূতলেতে পড়ে ।
বট বৃক্ষ ভাঙ্গে যথা বৈশাখের ঝড়ে ॥
দৈত্যের বিনাশ করি তবে নারায়ণ ।
ত্যজিয়া সমর-সজ্জা অচঞ্চল হন ॥
ঋষিগণ সহ আসি প্রজাপতি তবে ।
গোলোকপতিরে তুষ্ট করিলেন স্তবে ॥
হিরণ্যাক্ষে প্রশংসিল সবে বিধিমতে ।
হরির হস্তেতে মৃত্যু হইল যেমতে ॥
যাঁর নামে মুক্তি হয় সেই নারায়ণ ।
সমরে করিলা দৈত্যে আপনি নিধন ॥
মুক্তি তার সম্মুখেতে করে আগমন ।
পুষ্প-রথে করে দৈত্য বৈকুণ্ঠে গমন ॥
আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে দেবতারা সব ।
ভক্তিভরে করিলেন শ্রীহরির স্তব ॥
ভগবন্ তব পদে করি নমস্কার ।
অখিল যজ্ঞের তুমি করিলে বিস্তার ॥
জানি প্রভু তুমি লোক-স্থিতির কারণ ।
অপরূপ সত্ত্ব মূর্ত্তি কর যে ধারণ ॥
অতীব দুর্দ্দান্ত এই দানব ভীষণ ।
তাহারে আজিকে তুমি করিলে নিধন ॥
তোমার চরণে আছে মোদের ভকতি ।
তাই এ বিপদ হ'তে করিলে মুকতি ॥
মৈত্রেয় কহিলা শুন বিদুর সুজন ।
দৈত্য নাশি হরি করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
গুরুমুখে যেই কথা শুনি অকপটে ।
কহিলাম সেই কথা তোমার নিকটে ॥
সূত কহে শুন ওহে শৌনক ব্রাহ্মণ ।
মৈত্রমুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ ॥
প্রীতি লাভ করিলেন বিদুর পরম ।
অপূর্ব্ব শ্রীহরি-কথা অতি মনোরম ॥
একদা গজেন্দ্র এক পড়িয়া বিপদে ।
এক মনে ধ্যান করে হরির শ্রীপদে ॥
কৃপা করি ভগবান্ করি আগমন ।
তাহার উদ্ধার ত্বরা করেন সাধন ॥
ভক্তের বৎসল সেই ত্রিভুবনপতি ।
সরল মানবদের সুখারাধ্য অতি ॥
অসাধু জনের কাছে শ্রীহরি দুর্ল্লভ ।
তবে কেন সেবা তার না করে মানব ॥
বরাহ-লীলার কথা কানে শোনে যেই ।
ব্রহ্মহত্যা পাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই ॥

এই লীলা বিবরণ অতি যশস্কর।
শুনিলে আয়ুর বৃদ্ধি হয় নিরন্তর ॥
শৌর্য্য বীর্য্য বৃদ্ধি পায় শুদ্ধ হয় প্রাণ।
অন্তিমে সে বৈকুণ্ঠেতে করয়ে প্রস্থান ॥

সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা সার।
শুনিলে সাযুজ্য লাভ পাইবে নিস্তার ॥

ইতি আদি বরাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ-বধ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

লোকসৃষ্টি বর্ণন

হিরণ্যাক্ষ-বধ-কথা করিয়া শ্রবণ।
শৌনক কহেন সূতে আনন্দিত মন ॥
কহ সূত কহ কহ অপূর্ব্ব সংবাদ।
শুনিলে মিটিবে যাহে মনের বিষাদ ॥
পৃথিবী পাইয়া মনু হরিষ অন্তরে।
কহ প্রভু কিরূপেতে প্রজা সৃষ্টি করে ॥
আর এক কথা সূত শুধাই তোমায়।
হরিদ্বেষী হেরি জ্যেষ্ঠে যেই ত্যজি যায় ॥
ব্যাস হ'তে জন্ম যার হরি-পরায়ণ।
বিশুদ্ধ অন্তরে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
সেইজন মৈত্র পেয়ে অতি ভক্তিভরে।
কি জিজ্ঞাসে হরিকথা কহ অতঃপরে ॥
বিদুর মৈত্রেয় সবে হরি-পরায়ণ।
যে কথা কহিল তারা পাপ-বিনাশন ॥
অতএব কহ সূত আনন্দের ভরে।
মৈত্রেয় বিদুর বাণী মোদের গোচরে ॥
হরিকথা তব মুখে যত শোনা যায়।
তবু যেন প্রাণ আর তৃপ্তি নাহি পায় ॥
হরিলীলামৃত পান করে যেই জনে।
অল্পে পরিতৃপ্তি তার হইবে কেমনে ॥
যাহা যাহা জিজ্ঞাসিনু তোমার নিকটে।
কৃপা করি সেই কথা কহ অকপটে ॥
নৈমিষ অরণ্যবাসী যত মুনিদল।
এইরূপ প্রশ্ন যবে করে অবিরল ॥
হরির চরণে মন করিয়া অর্পণ।
উগ্রশ্রবা ঋষিবর কহিলা তখন ॥
যে প্রশ্ন করিলা ঋষি মনু বিবরণ।
বিদুর জিজ্ঞাসে তাই মৈত্রেয় সদন ॥
সেই কথা কহি তবে শুন ঋষিগণ।
সুপবিত্র হয় সেই মৈত্রেয়-বচন ॥
পৃথিবী-উদ্ধার আর হিরণ্যাক্ষ-নাশ।
বিদুর প্রত্যেকে শুনি হরির আভাষ ॥
মৈত্রেয়ে কহেন তবে আনন্দের ভরে।
কহ ঋষি অতঃপর যাহা ঘটে পরে ॥
কি না জান তুমি ঋষি সর্ব্বজ্ঞ সুজন।
প্রজাপতি সৃজি ব্রহ্মা কি করে সৃজন ॥
মরীচি প্রভৃতি যত ঋষি প্রজাপতি।
স্বায়ম্ভুব নামে মনু সকলের পতি ॥
কেমনেতে ইহাদের করেন সৃজন।
সেই কথা কহ ঋষি শুনিবারে মন ॥
বিদুরের মুখে সব এই প্রশ্ন শুনি।
মৈত্রেয় কহিলা ধীরে শুন শুন মুনি ॥
জীবের অদৃষ্ট যাহা দৈব নাম ধরে।
প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ সে পরে ॥

তাহাতে মিলিত কাল ঈশ্বরে বিলীন ।
প্রধানেতে দেয় ক্ষোভ সৃষ্টি সমীচীন ॥
প্রধানে ত্রিগুণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ রয় ।
পূর্ব্ব তিন মিলনেতে মহত্তত্ত্ব হয় ॥
রজোগুণী প্রধানেতে মহত্তত্ত্ব হ'লে ।
জীবের অদৃষ্টক্রমে তাহাতে মিলিলে ॥
অহং তত্ত্ব জন্ম লয় ঈশ্বর-ইচ্ছায় ।
ত্রিগুণ স্বরূপ তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ শুন এই গুণত্রয় ।
অহং-তত্ত্ব হ'তে মুনি সদা জন্ম লয় ॥
পাঁচটি তন্মাত্র আর পঞ্চ মহাভূত ।
জ্ঞানেন্দ্রিয় আদি হয় তাহাতে উদ্ভূত ॥
পাঁচটি করিয়া শুন প্রত্যেকের মাঝে ।
অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সুখেতে বিরাজে ॥
তিন এক রূপে থাকে কর্ম্মপর নয় ।
হেম-অণ্ডরূপে দৈব সবে প্রকাশয় ॥
প্রলয়ের জলোপরে সেই অণ্ড ভাসে ।
জীবশূন্য পদার্থ সে সর্ব্বত্র প্রকাশে ॥
তদন্তে ঈশ্বর তাতে করিয়া প্রবেশ ।
সহস্র বরষ সুখে রহে পরমেশ ॥
সর্ব্ব-জীবাশ্রয় স্থান করিতে প্রকাশ ।
ঈশ্বর-নাভিতে হয় পদ্মের আভাস ॥
লোক-পদ্ম তারে কহে ত্রিভুবনময় ।
পদ্মযোনি তদুপরি আবির্ভূত হয় ॥
প্রারম্ভ জীবের বুঝি সেই পদ্মাসন ।
করেন সকল সৃষ্টি আপনি সৃজন ॥
আপনার ছায়া হেরি অগ্রে পদ্মাসন ।
পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যায় করেন সৃজন ॥
তমঃ মোহ মহামোহ তিন সুনিশ্চয় ।
তামিস্র অন্ধতামিস্র এই পঞ্চ হয় ॥
তমঃ হ'তে যেই দেহ করেন সৃজন ।
রাত্রি নামে অঙ্গ তাহা কমল-আসন ॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণাযুক্ত তাহা অতি তমোময় ।
যক্ষ ও রাক্ষস লভি আনন্দিত হয় ॥
রাত্রিরে পাইয়া যক্ষ রক্ষযোনিময় ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতি ব্যাকুলিত হয় ॥
ব্যাকুল হইয়া মনে উন্মত্ত অন্তরে ।
ব্রহ্মারেই ভক্ষিবারে পরে আশা করে ॥
বিপদ হেরিয়া ব্রহ্মা ফাঁপরে পড়িল ।
কত মতে তাহাদের প্রশান্ত করিল ॥
'ভক্ষণ করিব তোমা' কহিল যাহারা ।
যক্ষ নামে পরিচিত হইল তাহারা ॥
'করিও না রক্ষা' তারে যাহারা কহিল ।
রাক্ষস নামেতে তারা বিখ্যাত হইল ॥
হইতে ব্রহ্মার প্রভা বিদ্যার প্রকাশ ।
মহাশক্তি জ্ঞানময় সর্ব্বত্র আভাস ॥
তাহাতেই সৃষ্ট হন যত দেবগণ ।
দিবস তাহার নাম কহে জ্ঞানিজন ॥
জঘন হইতে ব্রহ্মা সৃজেন অসুর ।
কামাসক্ত হয় তারা মৈথুনে চতুর ॥
অসুর হইলে সৃষ্ট কামময় অতি ।
মৈথুনের লাগি ধায় বিধাতার প্রতি ॥
ভীষণ বিপদে হেরি কমল-আসন ।
শ্রীহরি সমীপে ত্বরা করেন গমন ॥
শ্রীহরি সমীপে গিয়া কহেন বচন ।
রক্ষা কর হরি মোরে বিপদ-ভঞ্জন ॥
সৃজিলাম প্রজা কভু তোমার আজ্ঞায় ।
পাপময় প্রজা আসি বিনাশে আমায় ॥
অতি কামাতুর হ'য়ে মৈথুনেতে মন ।
উপায় না হেরি মোরে করে আক্রমণ ॥
দয়া কর প্রভু এবে রাখিতে আমায় ।
দাও আনি সেই বস্তু যাহা সবে চায় ॥
কাম পূর্ণ হয় যাহে এমন শরীর ।
যা হয় করহ প্রভু আপনিই স্থির ॥
শরণ লইনু আমি চরণে তোমার ।
বিপদ হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥
হেন কথা শুনি তবে শ্রীমধুসূদন ।
কামপূর্ণ তনু তব কর বিসর্জ্জন ॥

বিষ্ণুবাক্যে ব্রহ্মা তবে তনু তেয়াগিল।
সেই তনু সন্ধ্যারূপে আত্ম প্রকাশিল॥
রুণু রুণু চরণেতে বাজিছে নূপুর।
মৃদু মৃদু হাস্য নারী করিছে মধুর॥
ঢুলু ঢুলু আঁখি যার কটাক্ষ ক্ষেপণ।
সূক্ষ্ম কটি নিতম্বেতে কাঞ্চী সুশোভন॥
উন্নত যুগল স্তন চরণ সুন্দর।
মুকুতা জিনিয়া দন্ত বাক্য মনোহর॥
নীল মেঘ সম শোভা সে অঙ্গের ভাতি।
অসুর নেহারি রূপ উঠিলেক মাতি॥
সন্ধ্যা তার নাম হয় সর্ব্ব-মনোহর।
অসুর হইল মুগ্ধ কম্পিত অন্তর॥
কামে দগ্ধ অসুরেরা ভাবিল অন্তরে।
কিবা অপরূপ রূপ এই নারী ধরে॥
নবীন বয়স মরি কিবা চমৎকার।
মন মুগ্ধ করিয়াছে আমা সবাকার॥
কেহ বলে হে সুন্দরি কিবা পরিচয়।
কার নারী কিবা আশা কহ ত নিশ্চয়॥
কেহ বলে কেন তুমি হেথায় ললনে।
রূপেতে দহিছ সবে কামের পীড়নে॥
আর জন বলে ধন্যা তুমি হে রূপসী।
সকলের চিত্ত হরি ক্রীড়া কর বসি॥
এইরূপে মুগ্ধ ভাবে কহিয়া বচন।
নারীভাবে অসুরেরা করিল গ্রহণ॥
তাহাতে হইল মুগ্ধ অসুরের দল।
সন্ধ্যার লোভেতে ভুলি হয় হতবল॥
সৌন্দর্য্য হইতে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
যতেক গন্ধর্ব্ব আর অপ্সরার গণ॥
দেহ হ'তে ত্যজে ব্রহ্মা যেই কান্তিচয়।
জ্যোৎস্নারূপে সেই কান্তি প্রকাশিত হয়॥
বিশ্বাবসু আদি যত গন্ধর্ব্ব সকল।
গ্রহণ করিল সেই জ্যোৎস্না সুবিমল॥
আলস্য হইতে ব্রহ্মা করিলা সৃজন।
উলঙ্গ সে পিশাচাদি আর ভূতগণ॥
ভীষণ ভূতেরে হেরি তবে পদ্মাসন।
ভীতমনে করিলেন নেত্র নিমীলন॥
হেনকালে সেই রূপ ব্রহ্মাতে হইল।
জৃম্ভনা নামেতে নারী তাহে প্রকাশিল॥
জৃম্ভনারে পিশাচাদি করিল গ্রহণ।
জৃম্ভনার সহ মিলে যত ভূতগণ॥
ইন্দ্রিয়-বিক্লেদ-কার্য্যে সদা নিমগন।
তাই তারে নিদ্রা কহে যত জগজন॥
ইন্দ্রিয় বিক্লেদ হ'লে উচ্ছিষ্ট শরীর।
ভূতের আবেশে ভ্রান্ত হয় যত ধীর॥
ভ্রান্ত হ'লে জীবগণ ঘটায় প্রমাদ।
তাহারে জগৎবাসী কহয়ে উন্মাদ॥
আলস্য ও জৃম্ভা নিদ্রা উন্মাদ সকল।
গ্রহণ করিল ভূত পিশাচাদি দল॥
সমধিক বলে হেরি তবে পদ্মাসন।
অদৃশ্য রূপেতে প্রজা করেন সৃজন॥
সেইরূপে সাধ্যগণ আর পিতৃগণ।
একে একে ব্রহ্মা-বরে হয়েন সৃজন॥
দানের কারণ হয় নিমিত্ত শরীর।
অদৃশ্য থাকেন সাধ্য আর পিতৃ ধীর॥
হেতুভূত দেহসাধ্য আর পিতৃগণ।
করিলেন ব্রহ্মা তায় অদৃশ্যে গ্রহণ॥
যাঁর আছে ধর্ম্মজ্ঞান সেই পূজে সবে।
হব্য কব্য দিয়া যজ্ঞে শ্রাদ্ধাদি বৈভবে॥
পুনশ্চ অদৃশ্যে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
যত বিদ্যাধর আর যত সিদ্ধগণ॥
অন্তর্দ্ধান নামে দেহ করেন প্রদান।
তাহে তুষ্ট হ'য়ে সবে হয় তিরোধান॥
প্রতিবিম্ব মধ্যে দিয়া আত্মা আপনার।
কিন্নর ও কিম্পুরুষ করেন প্রচার॥
সৃষ্ট হ'য়ে তবে সেই কিন্নরের দল।
গ্রহণ করিল বিম্ব ব্রহ্মার সকল॥
প্রাতে হরিলীলা হেরি হরষ অন্তরে।
গাহিয়া বেড়ায় সবে আনন্দের ভরে॥

এত সৃষ্টি করি ব্রহ্মা হ'য়ে প্রসারণ।
পদাদি সকল ব্যাপি করেন শয়ন ॥
যেমতে হইল সৃষ্টি রহিল তেমন।
কেমনেতে কোন সৃষ্টি না হয় বর্দ্ধন ॥
সৃষ্টির না বৃদ্ধি হেরি কমল-আসন।
একান্তে বসিয়া করে বিষম চিন্তন ॥
ভোগযুক্ত দেহ তাহে হইল সৃজন।
ক্রোধবৃদ্ধি হয় তার রিপুর কারণ ॥
ক্রোধরূপী দেহ হ'তে কেশ হ'ল চ্যুত।
তাহাতে জন্মিল সর্প অতীব অদ্ভুত ॥
এই সর্প অতি ক্রূর নানা নাম ধরে।
সর্প নাম ধরে মাত্র প্রসর্পণ তরে ॥
খলমতি বলি ক্রূর কহে তাহে সবে।
অতি বেগ হেতু নাগ নাম তার ভবে ॥
ভোগযুক্ত বলি তারে সবে ভোগী কয়।
বিস্তীর্ণ মস্তক বলি ফণী নাম লয় ॥
হেনমতে নানা সৃষ্টি করি পদ্মাসন।
কৃতকার্য্য আপনারে ভাবেন তখন ॥
মন হ'তে লোকাতীত মনুর সৃজন।
তাহে ব্রহ্মা নিজ দেহ করেন অর্পণ ॥
ব্রহ্মদেহে হয় মনু পুরুষ আকার।
দেবগণ ইহা দেখি ভাবে চমৎকার ॥
মানব হইলে সৃষ্টি যজ্ঞ কার্য্য হবে।
হবি আদি ভক্ষ্য দ্রব্য পাব মোরা সবে ॥
সৃজিয়া প্রথমে মনু কমল-আসন।
তপ বিদ্যা সমাধিতে হন নিমগন ॥
তপোবলে শেষে ব্রহ্মা আপনারে ল'য়ে।
সৃজিলেন ঋষি প্রজা আনন্দিত হ'য়ে ॥
যোগ আদি সপ্ত অঙ্গ ছিল আপনার।
দিলেন ঋষিরে ব্রহ্মা করিতে আকার ॥
এইরূপে জগতের হইল প্রকাশ।
শুনহ বিদুর বৎস বেদের আভাষ ॥
সূতমুখে এত শুনি শৌনক সুজন।
হরি প্রতি আপনার সার করে মন ॥
এক মনে যেই শুনে সৃষ্টি-বিবরণ।
অচিরে বিশুদ্ধ তার হয় দুষ্ট মন ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত ধন।
নিজ সাধ্যমত সাধু কর আস্বাদন ॥

ইতি লোকসৃষ্টি-বর্ণন।

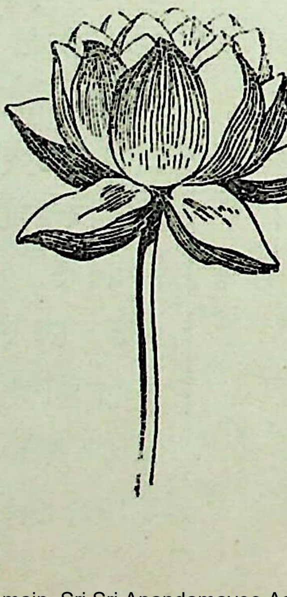

বিংশ অধ্যায়

কর্দ্দমের তপস্যা ও বিষ্ণুর বরদান

সূত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন ।
অপূর্ব্ব শুকের বাণী মুক্তি-পরায়ণ ॥
শুনিছে শুকের কাছে উত্তরা-তনয় ।
মৈত্রেয়-বিদুর-বাণী অতি জ্ঞানময় ॥
সেই কথা শুন সবে হ’য়ে একমন ।
শুনিয়া পাইবে জ্ঞান আর মুক্তিধন ॥
পূর্ব্বকথা শুনি তবে কহেন বিদুর ।
সৃষ্টিকথা তব মুখে শুনিনু প্রচুর ॥
আর এক কথা ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায় ।
যেমতে প্রজার বৃদ্ধি কহ তা’ আমায় ॥
মৈথুনেতে প্রজাবৃদ্ধি মন্বন্তরে হয় ।
সেই মনুবংশ কথা কহ মহাশয় ॥
কহ কহ সেই বাণী জ্ঞানী ভগবান্ ।
শুনিলে সুস্থির হবে এ তাপিত প্রাণ ॥
স্বায়ম্ভুব নামে মনু শুনেছি শ্রবণে ।
সপ্তদ্বীপা ধরা রক্ষা করে নিজগুণে ॥
শ্রীউত্তানপাদ আর প্রিয়ব্রত নামে ।
দুইটি তনয় তার জন্মে ধরাধামে ॥
যেমতে করিল রাজ্য পুত্র দুইজন ।
কর একে একে ঋষি সে কথা বর্ণন ॥
প্রজাপতি কর্দ্দমেরে করে কন্যাদান ।
আগে কহ সেই কথা মোরে ভগবান্ ॥
অতি যোগী সে কর্দ্দম লইয়া কামিনী ।
কতবিধ পুত্র-কন্যা উৎপাদেন তিনি ॥
দক্ষ রুচি নামে আর ব্রহ্মাপুত্র রয় ।
মানবী কামিনী তারা লন মহাশয় ॥
কামিনী লইয়া জীব সৃজেন কেমনে ।
কহ ঋষি সে সংবাদ হরষিত মনে ॥
এই কথা শুনি মৈত্র হৃষ্ট হ’য়ে মনে ।
আরম্ভিলা পূর্ব্বকথা মিষ্ট সম্ভাষণে ॥
শুনহ বিদুর আগে কর্দ্দমের কথা ।
শুনিলে ঘুচিবে তব সংশয় সর্ব্বথা ॥
আগেতে বলেছি বৎস করহ স্মরণ ।
পুত্রগণে চতুর্ম্মুখ কহে সে বচন ॥
কর্দ্দমাদি পুত্রে ডাকি কমল-আসন ।
কহিলেন সবে কর প্রজার সৃজন ॥
ব্রহ্মামুখে হেন বাণী কর্দ্দম শুনিয়া ।
সরস্বতী-তীরে যান সত্বর ধাইয়া ॥
কামনা করিয়া মনে প্রজার কারণ ।
অযুত বরষ তপ করে তপোধন ॥
ক্রমে তপস্যাতে তার ভক্তি হ’ল স্থির ।
বরদাতা হরি লাভ করিলেন ধীর ॥
তপস্যা সংযোগে হরি লাভ করি মুনি ।
আনন্দে উন্মত্ত হন ব্রহ্মপদ শুনি ॥
সেইকালে সত্যযুগ হইল উদয় ।
প্রসন্ন হ’লেন অতি হরি সে সময় ॥
নিরাকার ব্রহ্মা যিনি ধরিয়া শরীর ।
যান হরি মুনি-পাশে বর দিতে ধীর ॥
মুনির সমীপে হরি হইয়া প্রকাশ ।
দেখালেন আপনার বিচিত্র আভাস ॥
কিবা তেজোময় তনু যেমন তপন ।
শ্বেতোৎপল-পদ্মমালা কণ্ঠেতে শোভন ॥
কুঞ্চিত কুন্তল কৃষ্ণ বদনের পাশে ।
কটিতট আচ্ছাদিত সুনির্ম্মল বাসে ॥
মস্তকে কিরীট শোভে নবরত্নময় ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হস্তে রয় ॥

কণ্ঠদেশে শোভে তাঁর কৌস্তুভের মণি।
বক্ষঃস্থলে শোভিছেন কমলা আপনি ॥
উভয় চরণযুগ গরুড় উপর।
হেনরূপে সে কর্দ্দম করেন গোচর ॥
হরিরে নেহারি মনে কর্দ্দম সুজন।
করযোড়ে করে স্তব সুমিষ্ট বচন ॥
প্রণমিনু নারায়ণ চরণে তোমার।
কে পারে বর্ণিতে তোমা গুণের আধার ॥
জন্ম জন্ম যোগিগণ যে চরণ-আশে।
মহাযোগ তপস্যাতে শরীর বিনাশে ॥
যে চরণ কৃপাভরে আসি নারায়ণ।
দেখালেন স্বয়ং হরি পবিত্র বদন ॥
পাপী যদি ও চরণে করিয়া সেবন।
কর্ম্মফলে করে যদি নরক দর্শন ॥
নবকান্তে হয় তার লাভ যুগপদ।
কল্পবৃক্ষ তুমি হরি বিপদ-সম্পদ ॥
এমন যে কাল-চক্র ব্রহ্মরূপ রথে।
সংবৎসর চক্র ফেরে সদা নিজপথে ॥
অবাধে করিছে সর্ব্ব আয়ুর হরণ।
তব ভক্তজন আয়ু্ না করে গ্রহণ ॥
তব সম ধন হরি কোথায় আছয়।
অমূল্য রতন তুমি সর্ব্ব বিশ্বময় ॥
তোমাতে হইলে জ্ঞান কর্ম্ম হয় দূর।
জন্মমৃত্যু আর নহে জীবের প্রচুর ॥
যেইজন ভক্তিভাবে উপাসে চরণ।
পূর্ণ কর আশা তার হরি সেইক্ষণ ॥
দুরাশা ক’রেছি এক নিজ মনে মনে।
সেই হেতু মগ্ন আছি এই তপাসনে ॥
পিতা আজ্ঞা দিলা দেব আমার উপর।
প্রজা-সৃষ্টি কর পুত্র হ’য়ে ক্রিয়াপর ॥
ভার্য্যা বিনা কিসে প্রজা হইবে সৃজন।
সেই হেতু করিয়াছি পরিণয়ে মন ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ যে হয়।
হেন গুণ যে নারীতে আছে সমুদয় ॥
তাহারে করিব বিভা করিয়াছি মন।
সেই বর দাও প্রভু এই আকিঞ্চন ॥
সকাম যদিও আমি কি করিব আর।
তব শ্রীচরণ ভিন্ন গতি কি আমার ॥
ওহে প্রভু জগদীশ জানি অবিরত।
তব বাক্যে বদ্ধ আছে কামুকেরা যত ॥
সেই সব কামুকের আমি অনুগামী।
পত্নী লাভে অভিলাষী হইয়াছি আমি ॥
দেব ঋষি পিতৃ ঋণ যাহা কিছু রয়।
পত্নী বিনা কিছু হ’তে মুক্তি নাহি হয় ॥
কালের স্বরূপ তুমি ওহে দয়াময়।
তোমার ভয়েতে করি কর্ম্ম সমুদয় ॥
তব ভক্ত হয় যেই নাহি তার ভয়।
তোমার চরণ-ছায়ে লয় সে আশ্রয় ॥
তব গুণ-কথামৃত যে করিবে পান।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে তৃপ্ত হবে প্রাণ ॥
তোমার কালের চক্র অতি মনোহর।
ব্রহ্মার অক্ষের মাঝে ভ্রমে নিরন্তর ॥
তিন শত ষাট পর্ব্ব আছে তার মাঝে।
ছয় নেমি ছয় ঋতু ইহাতে বিরাজে ॥
চাতুর্ম্মাস্য নাভি তার বলয় আধার।
অতিশয় তীব্র বেগে ঘোরে অনিবার ॥
যদিও এ কালচক্র ঘোরে বারে বারে।
ভক্ত আয়ু্ তথাপিও হরিতে না পারে ॥
অদ্বিতীয় তুমি প্রভু ওহে দয়াময়।
করিতেছ এ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥
হে অধীশ মোরা সবে ভক্ত হই তব।
সর্ব্বজ্ঞ মহান্ তুমি তোমারে কি কব ॥
করিয়াছি মনে মনে সেই অভিলাষ।
কৃপা করি দয়াময় পূর্ণ কর আশ ॥
যে মূর্ত্তি তোমার আজি করিনু দর্শন।
তাহাতে লভিব আমি ভোগ মোক্ষ ধন ॥
ভগবদ্-জ্ঞান লাভ করে যেই জন।
কর্ম্মফল অন্তর্হিত হয় সেই ক্ষণ ॥

সকাম পুরুষে তুমি কাম কর দান।
ভক্তি-মুক্তিদাতা তুমি প্রভু ভগবান্॥
সকাম নিষ্কাম যত জীব অবিরাম।
তোমার চরণে তাই করয়ে প্রণাম॥
তপস্যায় যেই হেরে তোমার চরণ।
অলভ্য সংসারে তার কিবা নারায়ণ॥
পূরাও কামনা মম নারী কর দান।
পিতৃ-আজ্ঞা রক্ষা হোক্ এই অনুমান॥
এ হেন কামনা করি, করি নমস্কার।
পূর্ণ কর মন-আশা সর্ব্ব-বিশ্বাধার॥
এতেক শুনিয়া তবে প্রভু নারায়ণ।
কহিলেন হাসি হাসি মধুর বচন॥
যে জন্য করিলে তপ লভিতে আমায়।
পূর্ণ হবে মনস্কাম কহিনু তোমায়॥
একমনে যেইজন পূজিবে আমারে।
নিষ্ফল কামনা তার না হয় সংসারে॥
প্রজাগণ-অধিপতি মম পরায়ণ।
ব্রহ্মাবর্ত্ত রাজধানী সে মনু রাজন্॥
সপ্তপর্ব্ব বসুমতী করেন শাসন।
তাঁর এক কন্যা আছে অতি সুশোভন॥
তিন গুণে গুণবতী বয়সে যুবতী।
উপযুক্ত পাত্রে পিতা দিবেন সন্ততি॥
শতরূপা নামে হয় মহিষী তাঁহার।
পরশ্ব করিবে মনু অরণ্য বিহার॥
সেই কালে রাণী সহ সুধীর রাজন।
কন্যাসহ সেই স্থানে করিবে গমন॥
দেবহূতি নামে কন্যা সর্ব্ব-গুণবতী।
দেখিয়া তোমায় তার উপযুক্ত পতি॥
সেই কন্যা তোমা শীঘ্র করিয়া অর্পণ।
কৃতার্থ হইবে রাজা সত্য বিবরণ॥
নয়টি সন্তান হবে তোমার ঔরসে।
সপ্তর্ষি করিবে বিভা তাদের হরষে॥
করিয়া সন্ন্যাস ত্যাগ গৃহে হও রত।
কর্ম্মফল মোরে ঋষি অর্পিও নিয়ত॥
অবশেষে তুমি আমি সহিত জগৎ।
এই তিন হয় এক ভাবিবে এমত॥
এমতে হইলে শুদ্ধ তোমার অন্তর।
তব পত্নী-গর্ভে আমি লব কলেবর॥
অংশেতে জন্মিয়া হব তোমার সন্তান।
তত্ত্বশাস্ত্র এ জগতে করিব বিধান॥
হেন আজ্ঞা করি হরি গেলেন স্বস্থানে।
স্থির নেত্রে ঋষি রন চাহি পথ পানে॥
সরস্বতী নদী-তীরে বিন্দু সরোবর।
তাহার নিকটে যান পরম ঈশ্বর॥
কর্দ্দম করিলা স্তুতি সামবেদ গানে।
তাহাতে আনন্দ জাগে শ্রীহরির প্রাণে॥
শুনিতে শুনিতে সেই স্তব মনোহর।
চলিতে লাগিলা পথ পরম ঈশ্বর॥
হরির গমন পরে সেই প্রজাপতি।
নারী লাগি উৎকণ্ঠিত হইলেন অতি॥
হরির আজ্ঞায় তবে দুই দিন রয়।
যেদিন আসিবে রাজা মনু মহাশয়॥
এতেক কহিলা যবে মৈত্রেয় সুমতি।
শুনিয়া বিদুর হন হরষিত অতি॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে পাপীর নষ্ট হয় পাপ-ভার॥

ইতি কর্দ্দমের তপস্যা ও বিষ্ণুর বরদান।

কর্দ্দম ঋষির সমীপে মনুর আগমন

ঋষিগণে সম্বোধিয়া সূতের নন্দন।
কহিলেন শুন শুন পর বিবরণ॥
মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিদুরের প্রতি।
কর্দ্দম-বিবাহ-কথা শুন মহামতি॥
ক্রমে ক্রমে বহুদিন হ'লে অবসান।
পৃথিবী ভ্রমিতে মনু করেন প্রস্থান॥
শতরূপা সঙ্গে তাঁর কন্যা দেবহূতি।
সুবর্ণ রথেতে চাপি ঊর্দ্ধবায়ু গতি॥
ক্রমে উপনীত রাজা সরস্বতী-তীর।
পুণ্যস্রোত সঙ্গে যার বহে সদা নীর॥
তথা হ'তে যথা রাজা বিন্দু সরোবর।
কর্দ্দম-আশ্রমে যান ভুবন গোচর॥
শুনহ বিদুর এক কথা মনোহর।
যেমনে হইল নাম বিন্দু সরোবর॥
অযুত বরষ কষ্টে কর্দ্দম সুজন।
হরি লাগি করেছিল তপ আচরণ॥
তবে হরি হ'য়ে তার উপর সদয়।
ঋষির সমীপে আসি হ'লেন উদয়॥
কর্দ্দমের তপ হেরি হন চমৎকার।
কত কষ্ট তাঁর জন্য করে ব্যবহার॥
তপোবলে মহা-ভক্তি করি দরশন।
অন্তরে ব্যথিত হ'য়ে নিজে নারায়ণ॥
স্নেহেতে আকুল হন চক্ষে বহে নীর।
সেই নীর সরোবরে ক্রমে বহে ধীর॥
নারায়ণ-অশ্রু-বিন্দু-পতন কারণ।
বিন্দু সরোবর নাম করিল ধারণ॥
সরস্বতী এক অংশ সেই সরোবর।
অমৃত তাহার জল সবার গোচর॥
মুনি ঋষি দেবগণ সেবা করে তার।
জীবের পরম বস্তু হয় জলাধার॥
সেই সরোবর-তীরে কর্দ্দম-আশ্রম।
হেরিলে ঘুচিয়া যায় জীবনের ভ্রম॥
কত শত বৃক্ষলতা কত মৃগচয়।
কতবিধ শাখী-দল বর্ণন না হয়॥
ছয় ঋতু বর্ত্তমান ঋষির আশ্রমে।
নিশা দিবা সমভাগ হয় ক্রমে ক্রমে॥
ফলভারে অবনত বৃক্ষলতা-রাশি।
পুষ্পেতে শোভিত কুঞ্জ সৌরভ প্রকাশি॥
কোকিল কুহরে ডালে আর পাখীগণ।
প্রকৃতির শোভা হেরি পুলকিত মন॥
কখন কেতকী ফুটে কভু বা কমল।
ভ্রমে পড়ি উড়ি যায় ভ্রমরের দল॥
কদম্ব চম্পক কুন্দ করঞ্জ মন্দার।
অশোক পনস আদি শোভে চারিধার॥
ময়ূর মেলিয়া পুচ্ছ করয়ে নর্ত্তন।
চক্রবাক চক্রবাকী কোথাও মিলন॥
সারস সরল ভাবে সরোবরে রয়।
বৎস সহ গাভী-শ্রেণী তীরে বিহারয়॥
মৃগেতে সিংহেতে খেলে অতি চমৎকার।
শার্দ্দূল মেষেতে করে একত্র আহার॥
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ সদা শান্তিময়।
নাহি পীড়া নাহি দুঃখ সদা সুখোদয়॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ সদা প্রবাহিত।
কুসুমের পরিমলে দিক্ আমোদিত॥
তেজেতে তপন মনু সহ শতরূপা।
সঙ্গে দেবহূতি সদা লক্ষ্মীঅনুরূপা॥
প্রবেশেন সে আশ্রমে রাখি দূরে রথ।
নব-কিশলয়ে মাখা যেন সেই পথ॥
চমরী বিহারি করে চামর ব্যজন।
রাজার স্বাগত গান গাহে পাখীগণ॥
কুম্ভ সম হস্তি-কুম্ভ রহে সারি সারি।
তাহা ধরি গজ রহে আনন্দে বিহারি॥
মলয় বহিয়া মন্দ শ্রম করে দূর।
বৃক্ষের মুকুল শিরে হয় সুপ্রচুর॥

হেন পথে করে রাজা কুটীরে প্রবেশ।
তাহে যেন সূর্য্য চন্দ্র একত্রে আবেশ॥
কুটীরে হেরেন রাজা তপে মুনিবর।
যেন পূর্ণিমার চাঁদ মেঘেতে ধূসর॥
সমাধিতে বিমুদিত উভয় নয়ন।
তথাপি না হ্রাস হয় রূপের শোভন॥
অতি উগ্রতেজা ঋষি হন প্রজাপতি।
প্রজা লাগি মহাকার্য্যে তপস্যায় ব্রতী॥
অত্যুজ্জ্বল তনু হয় ধূমেতে ধূসর।
সংস্কার-বিহীন মণি যেন হীনকর॥
চীরবাস পরিধান কমল নয়ন।
বয়স নবীন কিন্তু জটা বিভূষণ॥
হেনরূপ হেরি রাজা হ'য়ে বিমোহিত।
প্রণাম করিতে হন সম্মুখে পতিত॥
কন্যা পত্নী সহ রাজা করি প্রণিপাত।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে রন মুনির সাক্ষাৎ॥
প্রণামে ভাঙ্গিল ধ্যান উঠি মুনিবর।
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজারে বিস্তর॥
দেবহূতি শতরূপা মনু মহামতি।
দেখিয়া ভাবেন মনে ধ্যানভঙ্গ যতি॥
পড়িল মুনির মনে বিষ্ণুর চরণ।
কি কারণে নৃপতির তথা আগমন॥
যথোচিত করি মুনি অতিথি-সৎকার।
কহেন মধুর বাণী অতি চমৎকার॥
ঋষি কন শুন শুন ওহে নরপতি।
পৃথিবী-বিহার তব মাত্র সাধুগতি॥
ভ্রমিয়া বেড়াও সাধু রক্ষার কারণ।
বিষ্ণুর পালন-শক্তি তুমি হে রাজন॥
চন্দ্র-সূর্য্যাদির সম করহ পালন।
বিষ্ণুর স্বরূপ তুমি অতি মহাজন॥
ধর্ম্মরক্ষা হেতু হয় তব নৃপ ভার।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহে করহ আচার॥
ধনুর টঙ্কারে তব ভীত পাপিগণ।
সূর্য্য সম মহীতল কর পর্য্যটন॥
বর্ণাশ্রম রক্ষা হয় তোমার কারণ।
সদাই করিছ তুমি ধর্ম্মের রক্ষণ॥
তুমি না শাসিলে ধরা নাহিক উপায়।
অধর্ম্ম বিরাজ তবে করিবে ধরায়॥
দস্যুদল বৃদ্ধি পাবে হবে নিরঙ্কুশ।
পৃথিবীর রাজা তুমি মহান্ পুরুষ॥
অকারণে নাহি তুমি করিছ ভ্রমণ।
কহ রাজা কি কারণে হেথা আগমন॥
যা হয় উদ্দেশ্য রাজা করহ প্রকাশ।
পূর্ণ হবে মম কাছে আপনার আশ॥
হেন কথা বলি ঋষি হইলেন স্থির।
অতঃপর কহে কথা বচন গভীর॥
সুবোধ রচিল গীত ভক্তির বচন।
মহাপাপী মুক্ত হয় ভজি নারায়ণ॥

ইতি কর্দ্দম ঋষির সমীপে মনুর আগমন।

মহর্ষি কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির বিবাহ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
কর্দ্দম-বিবাহ-কথা কহিব এখন॥
নিজের প্রশংসা কথা ঋষিমুখে শুনি।
লজ্জিত হইয়া মনু কহে ওহে মুনি॥
শ্রেষ্ঠের উচিত দেখাইতে নিজে হীন।
সেই হেতু মোরে শ্রেষ্ঠ বলিছ প্রবীণ॥
লইয়া আপন আত্মা কমল-আসন।
করিলেন তোমা সবে আপনি সৃজন॥
বেদ বিদ্যা তপোযুক্ত হও তোমা সবে।
ব্রাহ্মণ নামেতে হও এই মায়া-ভবে॥
ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার অঙ্গ ব্রাহ্মণ হৃদয়।
সেই হেতু তব সেবা উচিত যে হয়॥

যদিও ক্ষত্রিয় আমি সেবক আপন।
বিষ্ণুই সবার রক্ষী জানিবে সুজন ॥
যে কর্ম্ম করিয়া প্রভু কর তপাচার।
আশ্চর্য্য হইনু হেরি হেন ব্যবহার ॥
প্রথমে আমারে বিষ্ণু কন যে ধরম।
সংশয় আছিল তার বুঝিতে মরম ॥
হেরি তোমা ঋষিবর নাশিল সংশয়।
ধর্ম্ম উপদেশ তুমি দিলে মহাশয় ॥
বহুপুণ্য করেছিনু বিষ্ণুর সকাশ।
তাই হইলেন প্রভু আমাতে প্রকাশ ॥
দুরাত্মা তোমার কভু না পায় দর্শন।
তব পদরজঃ শিরে করিনু গ্রহণ ॥
মহাভাগ্যবলে আজি তব কৃপা পাই।
তোমার মধুর বাক্যে শ্রবণ জুড়াই ॥
বড় আশা করি ঋষি এসেছি এখানে।
অনুগ্রহ করি তাহা শুন প্রভু কাণে ॥
প্রিয়ব্রত-ভগ্নী হয় আমার দুহিতা।
ইচ্ছা বড় তুমি তারে কর বিবাহিতা ॥
বয়স যৌবন তার রূপবতী অতি।
শীলতাদি আচারেতে অতি পুণ্যবতী ॥
শুনিয়া নারদ-মুখে গুণ আপনার।
ইচ্ছা করে গলে তব দিতে মাল্যভার ॥
দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ তুমি হও সর্ব্ব-জ্ঞানাধার।
গ্রহণ করহ তায় এ ইচ্ছা আমার ॥
শ্রদ্ধা সহ করি আমি তোমা কন্যা-দান।
দোষ থাকে তাহে যদি কর প্রত্যাখান ॥
উপস্থিত প্রাপ্ত বস্তু যে করে হেলন।
দুঃখ তার ভাগ্যে ঘটে যশ বিনাশন ॥
আছে ঋষি বিবাহেতে ইচ্ছা আপনার।
তাই আনিয়াছি এই দুহিতা আমার ॥
করিতেছি এরে দান আপনার করে।
লও ঋষি দত্ত ধন নিজ-ধর্ম্ম তরে ॥
এত কহি রাজা তবে হইলেন স্থির।
আনন্দে কহেন ঋষি বচন গম্ভীর ॥
আপনার আজ্ঞা রাজা করিনু পালন।
তব কন্যা ঋষি হ'য়ে করিনু গ্রহণ ॥
যে অঙ্গের শোভা হেরি ভূষা লজ্জা পায়।
হেন কান্তিমতী কন্যা কেবা নাহি চায় ॥
নূপুরেতে বিভূষিত ধ্বনিত চরণ।
নেহারি রূপেতে হয় মোহিত মদন ॥
একদিন এই কন্যা প্রাসাদ উপরে।
হস্তেতে কন্দুক ল'য়ে ক্রীড়া যবে করে ॥
বিশ্বাবসু শোভা হেরি মুগ্ধ হয় চিতে।
বিমূঢ় হইয়া পড়ে বিমান হইতে ॥
সে ধনি আপনি আসি করে মাল্যদান।
তাহারে না লয় হৃদে কেবা সে বিদ্বান ॥
যে জন না সেবে রাজা লক্ষ্মীর চরণ।
উত্তানের ভগ্না কি সে পায় দরশন ॥
সেই নিধি আনি রাজা করিতেছ দান।
কেন না লইব আমি হইয়া বিদ্বান ॥
এক কথা আছে শুন নৃপ মহাশয়।
করিব তোমার কন্যা বিবাহ নিশ্চয় ॥
আমি ঋষি জান রাজা নহি গৃহচারী।
সেই হেতু ঋষিকর্ম্ম ভুলিতে না পারি ॥
যে অবধি কন্যা-গর্ভে না হবে সন্তান।
তদবধি কন্যা কাছে রব বিদ্যমান ॥
পরম-হংসের ব্রতে পরে যাব বনে।
এ প্রতিজ্ঞা আছে রাজা অধীনের মনে ॥
এত কহি ঋষি করে বিষ্ণুর স্মরণ।
সাক্ষী হ'ও বিভাস্থলে শ্রীমধুসূদন ॥
তোমাতে উৎপন্ন বিশ্ব বিশ্বের পালন।
তুমি সাক্ষী হও দেব এই আকিঞ্চন ॥
অন্তরে করেন ঋষি ব্রহ্মারে চিন্তন।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কমল-আসন ॥
সমাপিয়া কৃত্য ঋষি সুস্মিত বয়ানে।
চাহিলেন মনু-কন্যা দেবহূতি পানে ॥
কর্দ্দমে হেরিয়া কন্যা হয়েন বিহ্বল।
কর্দ্দম কন্যার রূপে হলেন চঞ্চল ॥

উভয়ে বিকার হেরি আপনি রাজন।
রাণী সহ করিলেন কন্যা সমর্পণ ॥
নব দম্পতীরে রাণী দেন বহুধন।
যৌতুক-স্বরূপ রাজা দিলেন রতন ॥
এমতে বিবাহ ক্রমে হ'লে সমাপন।
কন্যাদায় হ'তে রাজা তবে মুক্ত হন ॥
বিদায় লইতে রাজা করিলেন আশ।
রাণীসহ কন্যা-ধনে করেন সম্ভাষ ॥
স্নেহানন্দে করে রাণী অশ্রু বরিষণ।
ভিজিল কন্যার বক্ষ নীরে ততক্ষণ ॥
রাণীরে লইয়া রাজা সম্ভাষি মুনিরে।
আপনার রাজ্যপানে চলিলেন ধীরে ॥
সরস্বতী নদীতীরে মুনির আশ্রম।
চারিধারে হেরে রাজা শোভা অনুপম ॥
এইরূপ নানা দৃশ্য হেরিতে হেরিতে।
কন্যার বিরহব্যথা ভুলিলেন চিতে ॥
রাজ্যের নিকটে যবে আসে নৃপবর।
প্রজারা আনিতে তাঁরে হয় অগ্রসর ॥
কেহ বা বাজায় বাদ্য কেহ করে স্তব।
রাজারে হেরিয়া হয় উল্লসিত সব ॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে স্থান সুপবিত্র হয়।
বরাহ-রূপেতে প্রভু যথায় উদয় ॥
অতি পুণ্যধাম হয় সেই রাজধানী।
সুখে সেথা রহে রাজা ল'য়ে নিজ রাণী ॥
প্রত্যূষে উঠিয়া যত চারণের দল।
নৃপতির গুণগান করিত কেবল ॥
নিদ্রা হ'তে উঠি রাজা মহিষীর সনে।
শুনিতেন হরিকথা আনন্দিত মনে ॥
হরি-পরায়ণ রাজা মনু মহাশয়।
কোন কালে কোন দুঃখ সহিতে না হয় ॥
এক মন্বন্তর কাল একাত্তর যুগ।
হরিরে স্মরিয়া রাজা ভোগ করে সুখ ॥
জাগর্ত্তি সুষুপ্তি স্বপ্ন এ অবস্থাত্রয়।
পরাভূত করিলেন নৃপ মহাশয় ॥
শারীরিক মানসিক যত ক্লেশ আছে।
কিছু না করিতে পারে ভক্তদের কাছে ॥
মানবের বর্ণ ধর্ম্ম মুনিগণ পাশ।
আপনি করেন মনু কৃপায় প্রকাশ ॥
অদ্ভুত চরিত্র তাঁর আদি মনুরাজ।
শুনিলে পবিত্র হয় মানব-সমাজ ॥
এতেক বর্ণিনু আমি মনুর চরিত।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হবে পাবে হৃদে প্রীত ॥
এবে শুন কর্দ্দমের কিছু পরিচয়।
যেমতে কাটান কাল করি পরিণয় ॥
দেবহূতি গুণবতী মনুর কুমারী।
শুনহ সমৃদ্ধি তাঁর অতি সাধ্বী নারী ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
কর্দ্দমের বিভা আর মনু-সমাচার ॥

ইতি মহর্ষি কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির বিবাহ।

একবিংশ অধ্যায়

দেবহূতির পতি-সেবা ও পবিত্র বিহার

সূত কহে শৌনকেরে শুনহ সুজন ।
পুণ্য ভাগবত-কথা শুকের বচন ॥
সম্বোধি রাজারে তবে ব্যাসের কুমার ।
মৈত্রেয়-সংবাদ পুনঃ করেন বিচার ॥
পূর্ব্ব বিবরণ কহি মৈত্রেয় সুজন ।
কহেন বিদুরে পুনঃ মধুর বচন ॥
মনু-কন্যা বিভা করি কর্দ্দম সুধীর ।
পুলকে পূর্ণিত করি আপন শরীর ॥
রাণীসহ মনুরাজে করিয়া বিদায় ।
দেবহূতি প্রতি ঋষি ঘন ঘন চায় ॥
একে ত সুন্দরী কন্যা তাহাতে যৌবন ।
পূর্ণ শশী যেন শোভে শারদ গগন ॥
কিবা সে সৌন্দর্য্য-ঠাম কটাক্ষের হাস ।
হেরিয়া হর্ষিত ঋষি বদ্ধ প্রেমপাশ ॥
চঞ্চল হইয়া তবে ব্রহ্মার কুমার ।
পত্নী তুষিবারে করে প্রিয় ব্যবহার ॥
স্নেহ মায়া সহকারে নানাবিধ প্রেম ।
অগ্নিতে মিলিল যেন আকাশের হেম ॥
আঁখি আঁখি মিলি গেল মন সহ মন ।
ক্রমে প্রাণ দিল উভে আপন আপন ॥
কে কার লইল মন কে কার জীবন ।
কিছু স্থির নাহি হয় অন্ধ যে নয়ন ॥
পত্নী-গত প্রেম-ব্রত ধরি ঋষিবর ।
এক-প্রাণ হইলেন প্রিয়ার গোচর ॥
অতি সাধ্বী গুণবতী মনুর দুহিতা ।
যৌবনের তেজে ম্লান আপনি সবিতা ॥
রূপময় রাহু যেন প্রকাশি গগনে ।
পুরুষ সে রবি শশী গ্রাসে মনে মনে ॥
পতিরতা মহাব্রতা সর্ব্ব-গুণবতী ।
হইলেন প্রেমবদ্ধ নাম ল'য়ে সতী ॥
কাম দম্ভ দ্বেষ লোভ করি পরিহার ।
ঋষি-সম-পতি-পদ সেবে অনিবার ॥
দুর্ব্বাসনা মদ আদি যত কদাচার ।
ত্যজিয়া তোষেন সতী পতি আপনার ॥
একে ত তপস্বী পতি তপে সদা মন ।
তপস্বিনী হন সতী পতির মতন ॥
পতিরে পরম দেব ভাবি মনে মনে ।
পতি-সেবা দেবহূতি করে একমনে ॥
যাহাতে হবেন সুখী পতি আপনার ।
অবিরত তাহা সতী করেন আচার ॥
চন্দ্রমা-গঞ্জিত রূপ সম্পূর্ণ যৌবন ।
তুষিতে পতিরে করে তপ আচরণ ॥
নিরন্তর দেবহূতি পতিপদ আশে ।
তপোরত হ'য়ে তার সৌন্দর্য্য বিনাশে ॥
সন্তান-আকাঙ্ক্ষা করি ব্রতের বিধান ।
আচরিয়া দেবহূতি ক্রমে হয় ম্লান ॥
মনুর দুহিতা একে নাহি জানে ক্লেশ ।
পতি তুষিবারে ধরে তপস্বিনী-বেশ ॥
চীরবাস পরিধান ফল জলাহার ।
তৃণেতে শয়ন আর শিরে জটাভার ॥
হেন কার্য্যে নাহি সতী হন ক্ষুব্ধমন ।
সুখে সেবে তপস্যায় পতির চরণ ॥
হেন কৃশ ম্লান দেখি আপন নারীরে ।
দয়াহেতু মুনি তারে কহে ধীরে ধীরে ॥
দেহীদের দেহ হয় প্রিয় অতিশয় ।
আমা লাগি সেই দেহ কর তুমি ক্ষয় ॥
নিজেরে উপেক্ষা করি আমার সেবায় ।
তুষ্ট মোরে করিলে যে নাহি ভুল তায় ॥
শুন সতী ত্যজ এবে তপ আচরণ ।
কষ্ট হেরি স্থির নহে মম প্রাণ মন ॥

উপাসনারত আমি দিব্যভোগ পাই।
তপস্যা, সমাধি, বিদ্যা—যখন যা চাই॥
আমারে সেবিয়া তুমি পেলে তার ফল।
দিব্যদৃষ্টি দিই তোমা দেখিবে সকল॥
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ যেই সমাধিবিধান।
তাহাতে আনন্দ কত আমাতে প্রমাণ॥
সমাধিতে আমি সতী যেই পদ পাই।
পূর্ণরূপ ভগবানে নেহারি সদাই॥
সেই সমাধির ফল মোরে সেবি ধনি।
অনায়াসে লাভ তুমি করেছ আপনি॥
কালের ভ্রূভঙ্গে যাহা শীঘ্র নষ্ট হয়।
সে সকল তব কভু উপযুক্ত নয়॥
অভিমানী রাজা নাহি পায় যেই ধন।
পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তাহা করহ অর্জ্জন॥
মায়ার প্রভাবে তুমি না পাও দেখিতে।
দিব্যদৃষ্টি দিব আমি তোমায় তুষিতে॥
হরির ভ্রূভঙ্গি মাত্রে হে বর ললনা।
বিনষ্ট হইয়া যায় ভোগের বাসনা॥
পতিব্রতা আচরণে তুমি মম মন।
অনায়াসে পেলে সতী সে অমূল্য ধন॥
নাহি হেন রত্ন কভু রাজার ভাণ্ডারে।
জলধি-গর্ব্ভেতে কিংবা বিশ্বের মাঝারে॥
সমাধি-আনন্দ যাহে হয় বিনিময়।
নাই সতী এ জগতে কহিনু নিশ্চয়॥
পতিরতা হ'য়ে তপে তুষিয়াছ মন।
তাই পুরস্কার আমি দিব সে রতন॥
হেন মিষ্টকথা কহি তুষিয়া রমণী।
হৃদয়ে আনন্দ লাভ করেন আপনি॥
না জানেন রস-রঙ্গ কিংবা রতিরস।
সংসারের সার যাহা জন্মাতে ঔরস॥
দরশনে প্রিয়ভাষে তোষেণ রমণী।
নাহি সঙ্গ প্রেমরঙ্গ ল'য়ে নিজ ধনী॥
একে ত পবিত্র তাহে ব্রহ্মার কুমার।
কেমনে অভ্যাস হবে সে হেন আচার॥
বিভাকালে দেবহূতি করেছিল আশ।
সন্তান হইবে যাহে স্বামীর সকাশ॥
এবে অনুরত হেরি মনুর সন্তান।
করেন স্মরণ সতী পূর্ব্বের বিধান॥
উপযুক্ত হেরি এই মাত্র অবসর।
কন ধনী পতিপদ চাহি নিরন্তর॥
ধন্য মোর পিতা যিনি জন্ম দিলা মোরে।
পরে সমর্পিলা এই তোমা হেন বরে॥
বিদ্যায় অতুল তুমি তপে সিদ্ধিমান্।
সুপবিত্র মহা-ঋষি ব্রহ্মার সন্তান॥
স্বামিরূপে সেবি তোমা সফল জনম।
সফল করহ দেব নারীর ধরম॥
করহ স্মরণ নাথ ধর্ম্মচূড়ামণি।
বিভাকালে যে প্রতিজ্ঞা করিলা আপনি॥
করিয়া আমাতে নাথ সন্তান উদ্ভব।
পরে বৈরাগ্যেতে দিবে আপন বৈভব॥
এতকাল সেবিলাম সন্তানের আশে।
হের নাথ এ যৌবনে ক্রমে কাল নাশে॥
নারীর সার্থক জন্ম যে পায় সন্তান।
উপযুক্ত পতি সঙ্গে শাস্ত্রের বিধান॥
তোমা হেন পতি সেবি আমি ভাগ্যযুতা।
কেন সে সন্তান-ধনে হইব বঞ্চিতা॥
জন্মিনু পিতার ঘরে সদা জ্ঞানময়।
না শিখিনু রতি-রঙ্গ রমণ বিষয়॥
তুমি মহাযোগী হও সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান।
নাহি তব অগোচর রতির বিধান॥
প্রতিজ্ঞা করিলা আগে করি অনুরোধ।
জন্মাও সন্তান মোরে দিয়া রতি-বোধ॥
যৌবনে রমণ ইচ্ছা স্বভাবে নারীর।
বিধি প্রজাপতি ইহা করিলেন স্থির॥
সেই কাম হ'ল নাথ আমাতে উদয়।
করহ উপায় যাহে পুত্রলাভ হয়॥
অন্তরে অনঙ্গ ক্রমে হইয়া প্রকাশ।
পীড়ায় যৌবনকাল করে সদা হ্রাস॥

শীঘ্র শীঘ্র কর নাথ মোরে পরিত্রাণ।
জন্ম দাও নিজরূপে আমাতে সন্তান ॥
শ্রেষ্ঠ পতি সঙ্গে যেই পতিব্রতা নারী।
সন্তান ধরিবে সেই সর্ব্বগুণধারী ॥
কামশাস্ত্রে আছে যেই সাধনোপদেশ।
স্নান পান ভোজনাদি করহ বিশেষ ॥
সঙ্গমের যোগ্যা আমি হব সেই মতে।
রমণ-ইচ্ছায় ক্ষুব্ধা, কহি যথার্থেতে ॥
কামেতে আমারে বড় করিছে পীড়ন।
সেই হেতু সৃজ প্রভু বিহার-ভবন ॥
এই কথা শুনি ঋষি হন চমকিত।
তপোবশে আছিলেন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় যাহে হয় প্রজাগণ।
সেই লাগি করিলেন তপ আচরণ ॥
প্রজা জন্মিবার কাল সমাগত প্রায়।
হেরি ঋষি আনন্দেতে প্রিয়া প্রতি ধায় ॥
সন্তানের লাগি ঋষি করি স্থির মন।
অপূর্ব্ব বিহার-যন্ত্র করেন রচন ॥
তপোবলে সেই বস্তু হইল গঠন।
বিমান তাহার নাম কহে বুধগণ ॥
অপূর্ব্ব বিমান সেই অতীব বিস্তার।
শূন্যপথে অনায়াসে করয়ে বিহার ॥
নানারত্ন শোভাময় পতাকা সহিত।
নানা ফল-ফুলে তাহা হয় সুশোভিত ॥
গৃহ উপবন আর কুঞ্জ ফুলময়।
মধুর গুঞ্জন করে ভ্রমর নিচয় ॥
দুকূল কৌষের ক্ষৌম বসন সকল।
সেই বিমানের মাঝে শোভে অবিরল ॥
গৃহেতে প্রকোষ্ঠ সারি নানারত্নময়।
মণিদীপে আলোময় হয় সমুদয় ॥
পর্য্যঙ্ক ব্যজনে ছিল সজ্জিত বিমান।
নানাবিধ শিল্প-কর্ম্ম তাতে শোভমান ॥
মহামরকতময় বেদী মনোহর।
বজ্ররত্নে সুশোভিত কবাট সুন্দর ॥
ইন্দ্রনীলমণিময় চূড়ার উপরে।
সারি সারি হেমকুম্ভ কত শোভা ধরে ॥
বজ্রময় ভিত্তি মাঝে পদ্মরাগ মণি।
ভুবন উজ্জ্বল করি জ্বলিছে আপনি ॥
তোরণে চিত্রিত কত বিহগের কুল।
দেখিলে প্রকৃত বলি মনে হয় ভুল ॥
ক্রীড়ার প্রদেশ আর শয়নের ঘর।
প্রাচীর প্রাঙ্গণ আদি অতীব সুন্দর ॥
সংসারের সুখস্থান সুখের আগার।
যাহা থাকে সব আছে বিমান মাঝার ॥
অপূর্ব্ব রচনাবলে বায়ুভরে গতি।
তদুপরি প্রবেশেন ব্রহ্মার সন্ততি ॥
আপনি উঠিয়া তাহে ডাকেন প্রিয়ারে।
উঠি এস প্রিয়া এই বিমান মাঝারে ॥
বিষ্ণু-বিরচিত এই সুখের বিমান।
মনুষ্য না পায় এর কিছুই সন্ধান ॥
এবে প্রিয়ে এই স্থানে তুষিব তোমায়।
যেই ভাবে রতি তুমি চাও দিব তায় ॥
মায়ায় নির্ম্মিতা সেই মনুর নন্দিনী।
তমোময় বিমানেরে না দেখেন ধনী ॥
কোথা হতে পতি তাঁরে করে সম্বোধন।
হেরিতে না পান সতী ফিরান নয়ন ॥
বুঝিতে পারিয়া তাহা ব্রহ্মার কুমার।
শুদ্ধ করিবারে নারী করেন বিচার ॥
উপায় চিন্তিয়া তবে কহেন সতীরে।
মায়াতে আচ্ছন্ন তুমি না দেখ আমারে ॥
তপোবলে সৃজিয়াছি অপূর্ব্ব বিমান।
তদুপরি করিয়াছি বিহারের স্থান ॥
অশুদ্ধা এখন আছ না দেখিতে পাও।
শীঘ্র করি সরস্বতী সরোবরে যাও ॥
সরোবরে করি স্নান দিব্য আঁখি ধরি।
এস প্রিয়ে এ বিমানে সুখেতে বিহারি ॥
কর্দ্দমের উপদেশ পাইয়া তখন।
সাদরে সে কথা সতী করিলা গ্রহণ ॥

পরিধানে জীর্ণবাস রুক্ষ তার কেশ ।
পঙ্কেতে আচ্ছন্ন তার শরীর বিশেষ ॥
বিবর্ণ যুগল স্তন বদন মলিন ।
তপের প্রভাবে তার দেহ অতি ক্ষীণ ॥
পতির আদেশে সতী সরোবরে যান ।
সরস্বতী-জলে নামি করিলেন স্নান ॥
সেই সরোবর মাঝে নানা জলচর ।
মহাসুখে বাস করে জলের ভিতর ॥
সরোবর মনোহর বিচিত্র গঠন ।
তাহার মাঝারে রহে গৃহ ও প্রাঙ্গণ ॥
অযুত পদ্মিনী কন্যা তাহে করে বাস ।
যৌবনে সকলে মগ্না সুন্দর সুহাস ॥
দেবহূতি হেরিলেন তাদের সকলে ।
শত শত চন্দ্র যেন সরোবরতলে ॥
তাঁহারা নেহারি পরে কর্দ্দম-ঘরণী ।
করযোড়ে সম্মুখেতে আসিল তখনি ॥
দেবহূতি সমীপেতে আসিয়া সকলে ।
সবিনয়ে করযোড়ে কহে কথাচ্ছলে ॥
কিঙ্করী হইনু তব আমরা সবাই ।
সেবিব চরণ-দ্বয় সুখেতে সদাই ॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে দেবহূতি সতী ।
না কহেন কোন কথা রন মৌনব্রতী ॥
কি হইল কোথা হ'তে হেথা সমাবেশ ।
নারেন বুঝিতে সতী করিয়া বিশেষ ॥
তপস্যার লীলা কিছু বুঝে উঠা দায় ।
শুনহ বিদুর পরে কি ঘটে তথায় ॥
এত কহি কিছুক্ষণ মৈত্র হ'য়ে স্থির ।
বিদুরের প্রতি কন বচন গভীর ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
কর্দ্দমের তমোময় পবিত্র বিহার ॥

ইতি দেবহূতির পতি-সেবা ও পবিত্র বিহার ।

কর্দ্দমের পত্নীসহ বিমান-বিহার

মৈত্র কন শুন শুন কৌরব-সন্ততি ।
কর্দ্দম-বিমান-লীলা অমৃত ভারতী ॥
সতীরে নীরব হেরি পদ্মিনী সকলে ।
করে তাঁর অঙ্গ শোভা নানাবিধ ছলে ॥
কোথা গেল জলময় সেই সরোবর ।
দেখিলেন সতী এক আগার সুন্দর ॥
সখী হ'য়ে সবে তাঁর করিছে সেবন ।
কেহ বা পরায় বেশ কেহ বা ভূষণ ॥
চাঁচর চিকুরে কেহ বিনাইল বেণী ।
বেণী হেরি পলাইল দূরে কালফণী ॥
কেহ বা সুন্দর শিরে বাঁধিল কবরী ।
কুন্তলে বেষ্টিত সর্প যেন ফণা ধরি ॥
দুই গণ্ডে কেশগুচ্ছ লাগিল দুলিতে ।
শোভে তাহে অর্দ্ধ শশী কপোল সহিতে ॥
গৃধিনী নিন্দিত কর্ণে মণির কুণ্ডল ।
প্রভাতের শুকতারা করে ঝল্‌মল্ ॥
কণ্ঠে দোলে মুকুতার মালা মনোহর ।
হস্তেতে বলয় শোভে দেখিতে সুন্দর ॥
হৃদোপরি হিংসা করি কঞ্চুকী সুন্দর ।
স্তনযুগ আবরিত করে নিরন্তর ॥
কি সাধ্য কঞ্চুকী ঢাকে তুঙ্গ পয়োধর ।
তুষারে কি কভু ঢাকে গিরির শিখর ॥
মেখলা সহিতে কিবা নিতম্ব দুলিছে ।
ঘন মেঘে সৌদামিনী প্রকাশ রহিছে ॥
পদযুগে মরি মরি ধ্বনিত নূপুর ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুঞ্জরে প্রচুর ॥
মস্তকে পরায়ে দিল মুকুট সুন্দর ।
প্রভাতের কালে যেন রবি মনোহর ॥

আঁখিযুগে পরাইল সুন্দর অঞ্জন।
দুঃখেতে মুদিল আঁখি হরিণ খঞ্জন ॥
সুগন্ধ আনিয়া অঙ্গে করিলা সেচন।
আহারার্থে দিল আনি সুখাদ্য ব্যঞ্জন ॥
আহারান্তে দিল পাত্রে অমৃত ভরিয়া।
বিশ্রামার্থ করে গীত প্রেমেতে মাতিয়া ॥
কেমনে সাজাল সবে গুণপনা তরে।
মুকুর আনিয়া দিলা দেবহূতি-করে ॥
মুকুরে হেরিয়া সতী রূপ আপনার।
প্রেমবশে পতিপদ স্মরিল আবার ॥
পতিরে চিন্তন মাত্র হেরেন নয়নে।
পতি তাঁর সুশোভিত রত্ন সিংহাসনে ॥
বামে সতী ডানে পতি হেরেন সুন্দরী।
সম্মুখে প্রেমেতে নৃত্য করে সহচরী ॥
যোগের প্রভাব হেরি বিস্মিতা ললনা।
একি হ'ল বলি হন আশ্চর্য্যে মগনা ॥
সতীরে পবিত্র হেরি তবে প্রজাপতি।
জানালেন প্রেমভরে আপনার মতি ॥
সখী সহ রমণীরে করি সম্বোধন।
করেন কর্দ্দম তবে বিমানারোহণ ॥
বিমানে শোভিল যেন মিহির তপন।
সখীগণ তারা গ্রহ দীপ্তি অগণন ॥
এইরূপে বিমানেতে লইয়া রমণী।
যৌবন-বিহার ঋষি করেন আপনি ॥
বিমানে সকলি আছে বিহার কারণ।
প্রিয়া সঙ্গে রতিরঙ্গে সদা মত্ত মন ॥
বিমানের সহযোগে গগন উপরে।
যথা ইচ্ছা যান ঋষি আনন্দ অন্তরে ॥
কভু সুমেরুতে যান করিতে বিহার।
মলয় প্রবাহ মৃদু যথায় বিস্তার ॥
অষ্ট দিক্‌পাল যথা ভ্রময়ে সতত।
দাসরূপে সুখশান্তি রহে অবিরত ॥
কভু হিমালয়শিরে স্বর্গনদীধারে।
কর্দ্দম বিহার করে প্রীতি সহকারে ॥
স্বর্গেতে যতেক আছে বন উপবন।
চিত্ররথ বিশ্রম্ভক মানস নন্দন ॥
যত পুরে যত দেব করয়ে নিবাস।
যান ঋষি সর্ব্বত্রেই নাহি কোন ত্রাস ॥
কে তাঁর রোধিবে গতি হন যোগবান্।
কুবের কিঙ্কর সবে তুষ্ট ভগবান্ ॥
যোগবলে যত যোগী চড়িয়া বিমান।
ভ্রমণ করেন শূন্যে শাস্ত্রের বিধান ॥
কেহ নাহি কর্দ্দমেরে পারে জানিবারে।
কর্দ্দম সবার শ্রেষ্ঠ সকল উপরে ॥
হেনমতে করে ঋষি বিমানে বিহার।
কুবের কিঙ্কর করে লয়ে ধনভার ॥
বর্ষদ্বীপ অগণন গোলোক ভূলোক।
যথায় আশ্চর্য্য যত রহে গ্রহলোক ॥
প্রেমভরে প্রিয়া ল'য়ে ব্রহ্মার কুমার।
যৌবন উন্মাদে করে বিমান-বিহার ॥
ভ্রমণ করিয়া রঙ্গে তবে তপোমণি।
সুরতের লাগি যান আশ্রমে আপনি ॥
কামুকী যুবতী নারী করে রতি আশ।
যাহাতে না হন প্রিয়া তাহাতে নিরাশ ॥
এই ভাবি গৃহে আসি ব্রহ্মার নন্দন।
শিখান পত্নীরে নানা রতির খেলন ॥
রতি রসে পত্নী যবে লয়ে তাঁর সঙ্গ।
উথলে উভয় হৃদে আপনি অসঙ্গ ॥
অনঙ্গে মাতিয়া ক্রমে তবে ঋষিবর।
করিলেন নবভাগ আপন অন্তর ॥
বহুকাল তারপর দেবহূতি সনে।
রতিক্রীড়া করে মুনি আনন্দিত মনে ॥
এইরূপ কতকাল গত হয় শেষে।
জানিতে না পারে তারা রতির আবেশে ॥
শতেক বৎসর কাল কাটিল যখন।
না বুঝিল কিছু তারা কাম-নিবন্ধন ॥
দেবহূতি পুত্র লাগি অভিলাষ করে।
একথা যোগেতে মুনি জানিত অন্তরে ॥

গর্ভেতে দিলেন তাই নব বীর্য্যাধান।
রতিসুখে দেবহূতি পুলকিত প্রাণ ॥
দেবহূতি রূপ ভাবি ঋষি শিরোমণি।
রেত্ ত্যাগ করিলেন আনন্দে আপনি ॥
শত বৎসরের মধ্যে হইল সন্তান।
একে একে নয় কন্যা শাস্ত্রের বিধান ॥
অতি রূপবতী তারা কনক কমল।
অকলঙ্ক শশী শোভে গগনের স্থল ॥
রতিরঙ্গে সুখী হ'য়ে দেবহূতি সতী।
পতিপদে স্থাপিলেন আপনার মতি ॥
নয় কন্যা লাভ হ'ল নহে পুত্রবর।
এই দুঃখে সদা দগ্ধ তাঁহার অন্তর ॥
ইহা ছাড়ি আর দুঃখ হইল উদয়।
পতির প্রতিজ্ঞা শেষ এইবারে হয় ॥
সন্তান লাগিয়া ঋষি করে পরিণয়।
সন্তান হইলে ত্যাগ করিবে নিশ্চয় ॥
একে একে জন্ম নিল নয়টি সন্তান।
এইবারে পতি বুঝি করিবে প্রস্থান ॥
এই ভাবি সতী দুঃখে অন্তরে কাতর।
মুখে সদা মধুহাসি তোষে ঋষিবর ॥
বিহার হইল সাঙ্গ জন্মিল সন্তান।
হেরি ঋষি আনন্দেতে সুখী করে প্রাণ ॥
অবশেষে হ'ল তার প্রতিজ্ঞা স্মরণ।
ইচ্ছা তাঁর ভাগবত যোগ প্রতি মন ॥
চঞ্চল হেরিয়া সতী স্বামীর অন্তর।
বুঝিলেন যা ঘটিবে ভাগ্যে অতঃপর ॥
প্রেমেতে আকুল সতী সরল অন্তর।
কহিলেন মনকথা পতির গোচর ॥
পতির সম্মুখে রহি বিনীত আকারে।
কহিলেন সুমধুর বাণী এ প্রকারে ॥
লজ্জায় বিনত তাঁর হইল আনন।
মনোদুঃখে অশ্রু আসি তিতিল নয়ন ॥
জলভরে রুদ্ধ কণ্ঠ হইল তাঁহার।
গদগদ স্বরে সতী কহেন আবার ॥
উপযুক্ত ভাবি স্বামী সেবিনু চরণ।
তাই দেব দিলা মোরে কন্যা সুগঠন ॥
নারী আমি পদাশ্রিতা হই আপনার।
নাশিতে আমার দুঃখ রহে তব ভার ॥
প্রতিজ্ঞা করিলা পূর্ণ জন্মিল সন্ততি।
ভাগ্য-দোষে হ'ল কন্যা অতি রূপবতী ॥
স্বভাবের অনুরোধে যত কন্যাগণ।
আপনার পতি সবে করে অন্বেষণ ॥
সেবিবে পতিরে সবে ত্যজিয়া আমায়।
পতিপরায়ণা হবে বিধির লেখায় ॥
তুমিও প্রতিজ্ঞা পালি করিবে পয়ান।
কি হবে আমার গতি করহ বিধান ॥
জ্ঞান বিনা নাহি মুক্তি শাস্ত্রের বিচার।
তুমি গেলে কেবা শিক্ষা দিবে জ্ঞানাধার ॥
এতদিন রতিরঙ্গে কাটাইনু কাল।
না জানিনু কিবা আত্মা এ বিশ্ব বিশাল ॥
ইন্দ্রিয়-সুখেতে মগ্ন হ'য়ে প্রাণেশ্বর।
প্রেম-মগ্ন করিয়াছি তোমাতে অন্তর ॥
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হ'য়ে পাইনু তোমারে।
তোমার পরম ভাব নারি বুঝিবারে ॥
অনুগ্রহ কর তুমি ওহে দয়াময়।
কৃপা করি দান কর আমারে অভয় ॥
অসাধু বিষয় ভব-ভয়ের কারণ।
সে ভয় আমার তুমি কর নিবারণ ॥
ইচ্ছামত সঙ্গদোষে লাভ এ সংসার।
ইচ্ছাতেই সঙ্গনাশ এর ব্যবহার ॥
ধর্ম্ম লাগি যেই কর্ম্ম নহে অনুষ্ঠান।
তাহে নাহি আবির্ভূত হন ভগবান্ ॥
হেন কর্ম্ম নাহি করে লভিয়া জীবন।
শব-তুল্য জীবভাব তার সেইক্ষণ ॥
আমি পাপী সেই কর্ম্ম করিনু আচার।
তব সঙ্গে পাইনু যে মুক্তি-ব্যবহার ॥
তব সম স্বামী যার সে লভে সংসার।
তার সম দুঃখী নাথ কেবা আছে আর ॥

নিশ্চয় জানিনু মম হইবে পতন।
করহ উপায় নাথ ধরিনু চরণ॥
এত কহি দেবহূতি হইল কাতর।
শুনহ বিদুর কিবা ঘটে অতঃপর॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
কর্দ্দম বিমান লীলা যৌবন আচার॥

ইতি কর্দ্দমের পত্নীসহ বিমান-বিহার।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দেবহূতির গর্ভে বিষ্ণুর আবির্ভাব এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দম্পতিকে অভয় প্রদান

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
করিলা কর্দ্দম যাহা মহা তপোধন॥
একে ত প্রেমিকা নারী এক আত্মা হয়।
মনোদুঃখে নিপীড়িতা হেরি মহাশয়॥
বজ্রসম অনুতাপ লাগিল তাঁহায়।
অস্থির কর্দ্দম তাহে হইলা দয়ায়॥
প্রেয়সীরে অনুতপ্ত হেরি ঋষিবর।
করুণা মনেতে ল'য়ে অত্যন্ত কাতর॥
কহেন কামিনী প্রতি অভয় বচন।
কেন প্রিয়ে হও এত দুঃখেতে মগন॥
আমি যার স্বামী সতী তুমি যার নারী।
সে কি কভু হয় প্রিয়ে মুক্তির ভিখারী॥
রাজার কুমারী তুমি প্রাণসমা মম।
দুর্ভাগ্য হইবে কিসে না বুঝি মরম॥
পত্নীরে আশ্বাসি তবে বলে মুনিবর।
বৃথা খেদে পূর্ণ নাহি করিবে অন্তর॥
পরম পুরুষ কৃষ্ণ প্রভু নারায়ণ।
তোমার গর্ভেতে জন্ম করিবে গ্রহণ॥
শ্রদ্ধা-সহকারে কর ঈশ্বর অর্চ্চন।
প্রসন্ন হইবে তাহে শ্রীমধুসূদন॥
প্রসন্ন হইয়া ধর সদা শুক্লবেশ।
করিবেন তব গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ॥
কালবশে ক্রমে বিভু হইয়া প্রকাশ।
ব্রহ্মা-উপদেশে তব পূরাবেন আশ॥
এত কহি ঋষি তবে হয়েন সুস্থির।
আনন্দে হয়েন সতী তখন অধীর॥
স্বামীর আদেশে সতী করে তপাচার।
সেবেন বিষ্ণুরে সদা পূজ্য ব্যবহার॥
একমনে তপোধন তোষেণ কামিনী।
নাহি অন্য দৃষ্টি আশা বিনা চিন্তামণি॥
হেন তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
প্রভু আসি তাঁর গর্ভে করেন গমন॥
কর্দ্দম ঔরস-বলে সতীর উদরে।
বিষ্ণুর আবেশ হৈল অদ্ভুত বিচারে॥
কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যথা নহে প্রকাশন।
দেবহূতি গর্ভে তথা শ্রীমধুসূদন॥
দেবহূতি গর্ভে যবে প্রবেশেন হরি।
আসিল দেবতা যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
দুন্দুভি বাজিল ঘন পুষ্প বরষিল।
হরি-যশঃ-গাথা যত গন্ধর্ব্ব গাহিল॥
আনন্দে নাচিল যত বিদ্যাধরীগণ।
সুপ্রসন্ন চতুর্দ্দিক হইল তখন॥
দূর হ'ল অলক্ষণ মঙ্গল প্রকাশ।
আনন্দেতে সুর-নর করয়ে উল্লাস॥

দক্ষযজ্ঞ নাশ

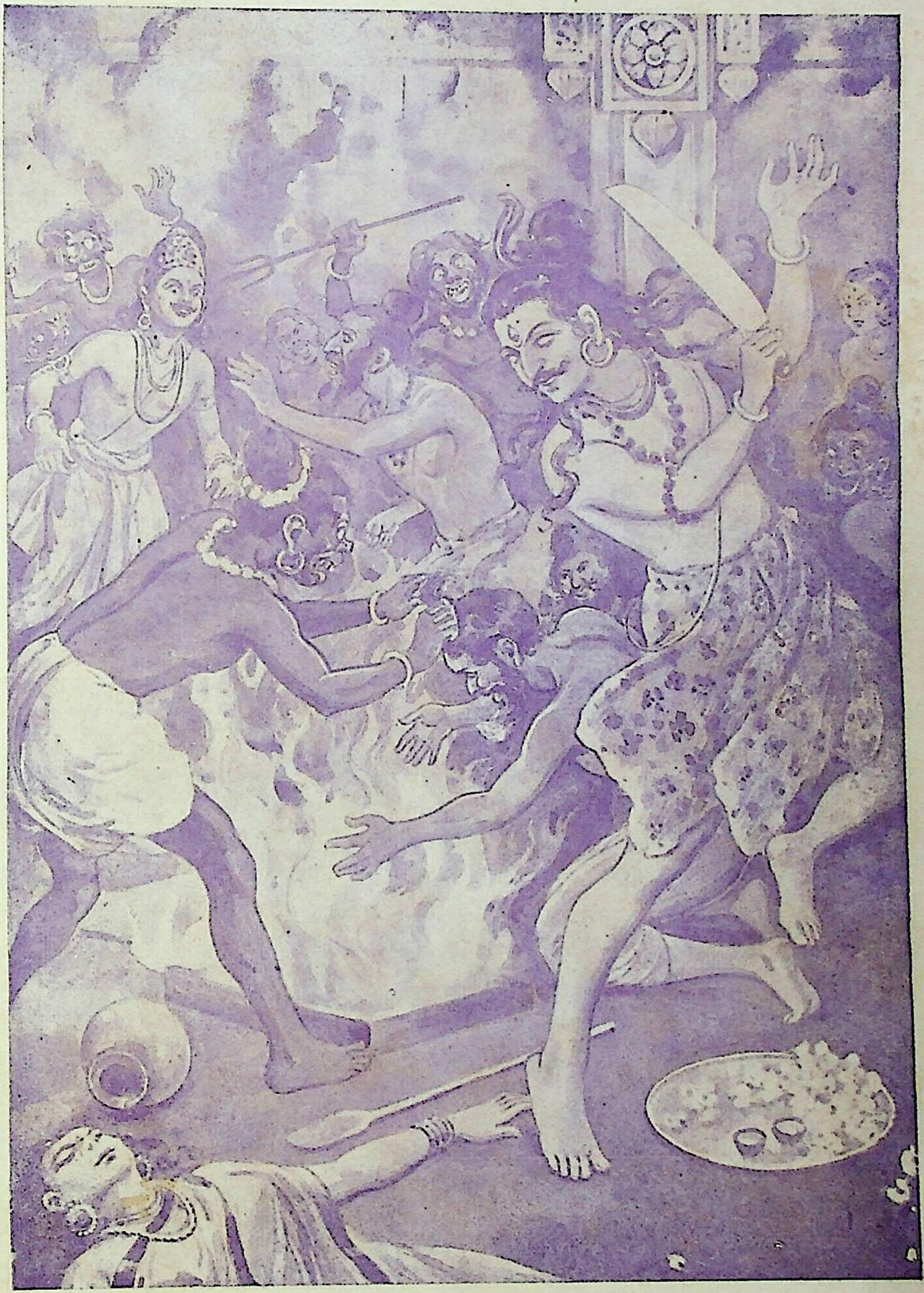

কেহ যজ্ঞশালা ভাঙ্গে কেহ যজ্ঞস্থান।
কেহ বা নিবায় অগ্নি কেহ লয় প্রাণ॥

পৃষ্ঠা—৩৩২

এত জানি মনে মনে কমল-আসন।
ঋষিগণ সহ যান্ পুত্রের ভবন ॥
সরস্বতী-নদীতীরে কর্দ্দম-কুটীর।
মনোরম উপবন পুষ্পের প্রাচীর ॥
সেই স্থানে প্রজাপতি ল'য়ে ঋষিগণ।
নিজ পুত্র কর্দ্দমেরে দিলা দরশন ॥
পিতারে হেরিয়া যত মুনীন্দ্র-বেষ্টিত।
কর্দ্দমের শিরোদেশ হইল নমিত ॥
দেবহূতি দেবগণে নেহারি নয়নে।
প্রণমেন সকলেরে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
পুত্রেরে অভয় দিয়া কহেন ব্রহ্মন্।
ধন্য পুত্র আমি তো'মা করিনু সৃজন ॥
বিধান করিনু আমি সৃজিয়া তোমারে।
করহ প্রজার সৃষ্টি তুমি এইবারে ॥
মম আজ্ঞা শুনি বাছা করি অঙ্গীকার।
প্রজা লাগি করিতেছ তপঃ ব্যবহার ॥
পিতা আমি পুত্র তুমি হ'য়েছ সুজন।
আশীর্ব্বাদ করে তোমা সদা মম মন ॥
গুরুজন-বাক্য সদা যে করে পালন।
গুরুর শুশ্রূষা সেই করে অনুক্ষণ ॥
পিতৃ-আজ্ঞা পালনেতে পুণ্য বড় হয়।
পুত্রের কর্ত্তব্য ইহা সকল সময় ॥
কন্যা তব হোক সতী পতি-পরায়ণা।
বিভা দিয়া সকলের পূরাও বাসনা ॥
ঋষি-সহবাসে হোক বংশের বিস্তার।
তব পুণ্যবলে হোক বিশ্ব উপকার ॥
আর এক কথা বৎস করহ শ্রবণ।
তোমার ঔরসে জন্ম ল'বে নারায়ণ ॥
তব পত্নী-উদরেতে করি প্রবেশন।
করিছেন মহাবিষ্ণু মায়ার সেবন ॥
ইনি হন আদ্যদেব সকলের সার।
সাংখ্য-তত্ত্ব কহিবেন করিয়া বিচার ॥
আরাধন করি বৎস নিজ তপোবলে।
লভিয়াছ হেন পুত্র ভক্তিরূপ ছলে ॥
কর্দ্দমে তুষিয়া ব্রহ্মা আনন্দেতে অতি।
কহিলেন সুমধুরে দেবহূতি প্রতি ॥
মনুর কুমারী তুমি সম্পর্কে নাতিনী।
ধন্য গর্ভ ধরিয়াছ তুমি হে কামিনী ॥
পদ্মপলাশের সম যাঁর দুনয়ন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হস্তেতে শোভন ॥
সেই জন যিনি হন মায়ারূপ ধ'রে।
প্রবেশ করেন সতী তোমার উদরে ॥
জ্ঞান ও বিজ্ঞান রূপ হ'তেছে ইঁহার।
এই ভাবে ঘুচাবেন যত কর্ম্মভার ॥
বাসনাতে জীব যত জন্মায় সংশয়।
তত্ত্বরূপে করিবেন নষ্ট সমুদয় ॥
সিদ্ধগণ-অধীশ্বর সাংখ্যের দেবতা।
সর্ব্বসিদ্ধ ইনি হন কহিনু বারতা ॥
সকলের মনোদুঃখ করি পরে নাশ।
কপিল নামেতে ইনি হবেন প্রকাশ ॥
ধন্যা নারী তুমি সতী করি আরাধন।
পাইলে বিষ্ণুরে নিজ সন্তান মতন ॥
এতেক কহিয়া তবে ব্রহ্মশিরোমণি।
দম্পতীরে আশীর্ব্বাদ করিলা আপনি ॥
আশ্বাস করিয়া সবে আনন্দিত মন।
করিলেন প্রজাপতি হংসে আরোহণ ॥
সনকাদি মুনিগণ সঙ্গেতে তাঁহার।
চলিলেন একে একে স্বর্গের মাঝার ॥
এতেক কহিয়া তবে মৈত্রেয় সুজন।
কহিলেন শুভ কথা অপূর্ব্ব বচন ॥

সুবোধ রচিল গীত হরি কথা-সার।
কপিলের জন্মকথা মহা জ্ঞানাধার ॥

ইতি দেবহূতির গর্ভে বিষ্ণুর আবির্ভাব ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ।

কর্দ্দমকন্যার পরিণয়, কপিলের জন্ম ও কর্দ্দমের বনে গমন

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
ভাগবত-সুধা-বাণী শুকের বচন ॥
যা কহেন শুকদেব পরীক্ষিৎ পাশ।
শুনিলে বারিত হয় সংসারের আশ ॥
পাণ্ডবে কহেন তবে শুক যোগিবর।
বিদুরে যা কন মৈত্র শ্রবণে সুন্দর ॥
মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিদুরের প্রতি।
শুন কপিলের জন্ম কৌরব-সন্ততি ॥
কর্দ্দম বিদায় দিয়া কমল-আসন।
আশ্রমেতে পুনরায় করেন গমন ॥
তথা উপস্থিত ছিল নব ঋষিবর।
সর্ব্বগুণযুত সবে যেন প্রভাকর ॥
ব্রহ্মার বচন মনে হইল উদয়।
কন্যাদান মহর্ষিকে উচিত নিশ্চয় ॥
কর্দ্দম করিয়া মনে হেন পণ স্থির।
কহিলেন ঋষিগণে বচন গভীর ॥
নবঋষি সম গুণে হও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
নাহি পাই বিচারিয়া কে কাহার জ্যেষ্ঠ ॥
সৃজিলা কমলযোনি তোমা সবাকার।
যাহাতে সৃষ্টির হয় সৃজন বিস্তার ॥
নারী নাহি হলে প্রজা সৃজিবে কেমনে।
সেই হেতু স্থির আছে প্রজা লাগি মনে ॥
কহিলেন ব্রহ্মা মোরে করিয়া নিশ্চয়।
মম নব কন্যা ঋষি উপযুক্ত হয় ॥
দেখিতে সুন্দরী নব নবীন যৌবন।
কুলে শীলে মম কন্যা পবিত্র তেমন ॥
তাঁর আজ্ঞা-মতে আমি ভাবিয়াছি মনে।
দিব নয় কন্যা দান সবার চরণে ॥
হেন কথা শুনি তবে নব ঋষিগণ।
সাধু সাধু বাদ তবে করে সর্ব্বক্ষণ ॥
সম্মতি পাইয়া তবে ব্রহ্মার তনয়।
কন্যাদান করিলেন দেখিয়া সময় ॥
কলা নামে শ্রেষ্ঠ কন্যা মরীচিরে দিল।
অনসূয়া নামে কন্যা অত্রি সে লভিল ॥
অঙ্গিরা লইল শ্রদ্ধা আনন্দের সহ।
হবির্ভূ পুলস্ত্য লন গতি সে পুলহ ॥
খ্যাতিরে লভিলা ভৃগু ক্রতু ক্রিয়াসতী।
বশিষ্ঠ লইলা পরে নারী অরুন্ধতী ॥
অথর্ব্ব লইয়া শান্তি আনন্দিত মন।
নয় ঋষি নয় কন্যা করিল গ্রহণ ॥
দারা ল'য়ে ঋষিগণ করিল গমন।
স্বামিলাভে কন্যাগণ হয় হৃষ্টমন ॥
দেবহূতি পূর্ণ গর্ভ হইলেন ক্রমে।
সৌভাগ্য চকোরী আসে শশীকলা ভ্রমে ॥
নিতম্ব হইল গুরু উদর সহিত।
সগর্ভা-কদলী যেন বায়ুতে কম্পিত ॥
পূতমনে দেবহূতি করেন স্মরণ।
একমাত্র দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর চরণ ॥
একে একে দশ মাস হইল বিগত।
কর্দ্দম পত্নীর তুষ্টি সাধনে নিরত ॥
পতির যতনে সতী ভুলিলা যাতনা।
শুভযোগে হ'লো ক্রমে প্রসব বেদনা ॥
উদিল মঙ্গল-গ্রহ ধরা শান্তিময়।
বহিল মলয় মৃদু অতি সুখময় ॥
বাজিল দুন্দুভি বিশ্বে আনন্দ প্রকাশ।
ভূমিষ্ঠ হলেন হরি ত্যজি গর্ভবাস ॥
সন্তানের রূপে আ'লো চারিদিক হয়।
ঋষিগণ করে স্তব সদা শ্রুতিময় ॥
সন্তানে হেরিয়া সতী ভুলিল যতনা।
করিয়া কোলেতে শিশু আনন্দে মগনা ॥
ব্রহ্ম বাক্য কর্দ্দমের হইল স্মরণ।
জননী প্রাণের সম করেন পালন ॥
ক্রমে শিশু সুবর্দ্ধিত শশিসম হয়।
শরতের চন্দ্র যেন নব-রেখাময় ॥

রাখিল কপিল নাম কর্দ্দম সুজন।
ভক্তিভাবে পুত্রে পিতা করয়ে পূজন॥
ক্রমেতে হইল শিশু শোভিত যৌবন।
বনবাসে ঋষি ইচ্ছা করিলেন মন॥
সন্ন্যাস করিয়া ইচ্ছা আপন হৃদয়ে।
পুত্রের সদনে যান ভক্তিযুক্ত হ'য়ে॥
কর্দ্দম কহেন পুত্রে করিয়া প্রণতি।
হোক মম হে আত্মজ তব পদে মতি॥
মমাত্মজ তুমি শিশু জনক সবার।
কে জানে তোমার মায়া তুমি এ সংসার॥
কে জানে মহিমা তব কিবা সুবিচার।
পাপিজনে নাহি ত্যজ করহ উদ্ধার॥
পাপীর উদ্ধার জন্য মহিমা এমন।
তব লাগি সমাধিতে মগ্ন যোগিজন॥
হেন ধন তুমি মম হইলে কুমার।
ভক্তের সাধিতে কার্য্য তব অবতার॥
পবিত্র জনম মম আর যোগবল।
তনয় হইয়া মন ভুলালে কেবল॥
তব আগমনে মম শ্রেষ্ঠ হ'ল মান।
জনক জননী উভে হই পরিত্রাণ॥
বড় পুণ্যবলে তব দরশন পাই।
ইচ্ছা করে এক দণ্ড ছাড়িয়া না যাই॥
কিন্তু মম মনোবাঞ্ছা শুনহ কুমার।
করিব সন্ন্যাস এবে প্রতিজ্ঞা আমার॥
অন্তর্য্যামী হও তুমি কি বলিব বল।
কি না জান তুমি দেব জানহ সকল॥
সৃজন করিয়া পিতা কহিল আমায়।
করহ বর্দ্ধন সৃষ্টি সৃজিয়া প্রজায়॥
সেই আজ্ঞা পালিবারে ভজি নারায়ণ।
পাইলাম মনু-কন্যা কামিনীরতন॥
বিভাকালে করিলাম মনু কাছে পণ।
জন্মায়ে সন্তান পুনঃ প্রবেশিব বন॥
সন্ন্যাস করিব তথা নিঃসঙ্গ হইয়া।
শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া॥
পূর্ণ হ'লো এতকালে সে পণ আমার।
দাও আজ্ঞা যাই বনে করি যোগাচার॥
আমার ঔরসে দেব হইয়া কুমার।
জননীর খেদ যত ঘুচালে সংসার॥
জানিয়াছি ব্রহ্মমুখে তুমি নারায়ণ।
বিস্তারিতে জ্ঞানপথ জন্ম লও ধন॥
তোমার লাগিয়া পুত্র করিব সন্ন্যাস।
অনুমতি কর মোরে করি বনবাস॥
জননী রহিল ঘরে তোমায় পালনে।
সেই বিধি কর হরি তব যাহা মনে॥
এতেক কহিয়া ঋষি হইলেন স্থির।
কপিল কহিল তবে বচন গভীর॥
জানিয়াছ সত্য পিতা মম পরিচয়।
আমি নিত্য নারায়ণ জগতে নিশ্চয়॥
যেরূপে করিব আমি জ্ঞানের প্রচার।
সেই ভাবে লইয়াছি এই দেহ-ভার॥
তব জ্ঞান লাগি কিছু দিব পরিচয়।
মোরে জানি বনে পিতা যাইও নিশ্চয়॥
যে জন মুক্তির ইচ্ছা করে মনে মন।
যাহাতে সবার হয় আত্মার বন্ধন॥
সেই ছয়কোষী দেহে মম জন্ম হয়।
এই জন্মে মম কার্য্য দেখ মহাশয়॥
না হেরিলে মোরে যত মুনি যোগিজন।
মুগ্ধ হ'য়ে নাহি পায় সে মুক্তি-রতন॥
যাহাতে সে আত্মজ্ঞান হয় সুনিশ্চয়।
কহিব সে হেন শাস্ত্র এবে মহাশয়॥
কালবশে সেই জ্ঞান হইয়াছে হত।
প্রকাশিতে সেই বস্তু মম মনোমত॥
সেই কার্য্য করিবারে জনম আমার।
আমারে জানিয়া মুনি কর যোগাচার॥
আমারে করিবে দান যত কর্ম্মফল।
তবে উপাসনা তব হইবে সফল॥
পরমাত্মা আমি হই জগৎ-আশ্রয়।
স্বপ্রকাশ-রূপ মম হের মহাশয়॥

সবার আত্মাতে আমি করি সদা বাস।
দেখ মুনি নিজ আত্মা আমাতে প্রকাশ ॥
আত্মাতে হেরিলে মোরে যোগ-সিদ্ধ হয়।
যোগীর আনন্দ তাহে সদা উপজয় ॥
জননীর বাঞ্ছা বড় লভিবারে জ্ঞান।
আধ্যাত্মিক বিদ্যা তারে করিব হে দান ॥
সমাপিয়া নিজ কার্য্য এ দেহ ত্যজিব।
সেই জ্ঞানে ভক্তজনে সদা দেখা দিব ॥
সেই ভাবে উপদেশ করিলাম দান।
উপাসনা কর পিতা করহ প্রয়াণ ॥
যাও যথা ইচ্ছা তব করহ সন্ন্যাস।
পুরাইব মনোরথ মুক্তি-অভিলাষ ॥
হেন কথা শুনি তবে ব্রহ্মার তনয়।
ব্রহ্মজ্ঞানে পুত্রে স্তব করে অতিশয় ॥
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে কর্দ্দম তখন।
প্রীতমনে অরণ্যেতে করেন গমন ॥
আত্মার শরণ ল'য়ে মুনি অতঃপর।
অবনীতলেতে মুনি ভ্রমে নিরন্তর ॥
বিষয়-আসক্তি-শূন্য হ'ল তাঁর মন।
পরিহার করিলেন অগ্নি-নিকেতন ॥
নিরন্তর ব্রহ্মপদে মন তাঁর রয়।
অবশেষে ব্রহ্মলাভ করে মহাশয় ॥
অহঙ্কারবুদ্ধি হয় বিনাশ তাঁহার।
শীত গ্রীষ্মে নাহি রহে ভেদাভেদ আর ॥
প্রশান্ত সাগর সম শান্ত হ'ল মন।
বাসুদেবে মন তাঁর রহে অনুক্ষণ ॥
রাগ-দ্বেষ-হীন তাঁর হইল প্রকৃতি।
ভক্তিযোগে লভিলেন ভাগবতী গতি ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
কর্দ্দমের মুক্তি কথা সাংখ্যের বিচার ॥

ইতি কর্দ্দমকন্যার পরিণয়, কপিলের জন্ম ও কর্দ্দমের বনে গমন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মাতার প্রতি কপিলের উপদেশ বা সাংখ্যতত্ত্ব কথা

কহিলা শৌনক মুনি শুন সূতবর।
শ্রীহরির লীলাকথা অতি মনোহর ॥
অজন্মা যে নারায়ণ জন্মেন আপনি।
শিখাতে অধ্যাত্ম শাস্ত্র জ্ঞান-শিরোমণি ॥
সর্ব্বযোগি-শ্রেষ্ঠ তিনি অতি কীর্ত্তিমান্।
প্রত্যক্ষ আত্মার রূপে হয় যাঁর জ্ঞান ॥
তাঁহার চরিত্রকথা যত শুনি কাণে।
তথাপি কিছুতে তৃপ্তি নাহি হয় প্রাণে ॥
ভক্তরুচি অনুরূপ কলেবর ধরি।
আত্মমায়া দ্বারা কর্ম্ম করেন শ্রীহরি ॥
সে সকল কর্ম্মকথা শুনিতে বাসনা।
কৃপা করি মুনিবর পুরাও কামনা ॥
সূত কন শুন শুন শৌনক সুজন।
শুকের অমৃত-বাণী মৈত্র-বিবরণ ॥
যে কথা জিজ্ঞাস তুমি অধ্যাত্ম-বিষয়।
মৈত্রেয়-বিদুরে তাহা বহুক্ষণ হয় ॥
শুন সেই কথা ঋষি করি এক মন।
শুনিলে মুক্তির পথ করিবে দর্শন ॥
মৈত্র কন বিদুরেরে করিয়া সম্ভাষ।
শুন বৎস আধ্যাত্মিক বচন-আভাস ॥

পিতা যবে করিলেন অরণ্যে প্রয়াণ।
রহিল আশ্রমে পুত্র মাতৃ-সন্নিধান ॥
বিন্দু-সরোবর-তীরে কর্দ্দম-কুটীর।
সাধেন কুমার প্রিয় নিজ জননীর ॥
একদা করিয়া মনে দেবহূতি সতী।
জিজ্ঞাসেন তত্ত্ব-কথা নিজ পুত্র প্রতি ॥
কুমার-রূপেতে তুমি জন্মিলে উদরে।
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু তোমার ভিতরে ॥
বিধাতা কহিল মোরে হেন পরিচয়।
জ্ঞান বিস্তারিতে তব জনম নিশ্চয় ॥
কেমনে করিব তোমা পুত্র সম্বোধন।
প্রভু তুমি নমি তোমা ধরিয়া চরণ ॥
যবে তব পিতা ঋষি করেন গমন।
করিলে প্রতিজ্ঞা তুমি হয় কি স্মরণ ॥
দিবে মোরে উপদেশ তুমি জ্ঞানাধার।
যাহাতে তরিব আমি এ ঘোর সংসার ॥
বিষয়ে কাতর মম হ'য়েছে অন্তর।
সেই হেতু সদা চিন্তা মনের ভিতর ॥
বড় কষ্টে ধরিয়াছি উদরে তোমায়।
পাব ব'লে মুক্তি-ধন যোগী যাহা চায় ॥
শুভাদৃষ্টবলে মম হইলে কুমার।
কর শশি-রূপে নাশ হৃদয় আঁধার ॥
তোমা লাভ করি প্রভু পাব পরিত্রাণ।
জন্মান্তরে মুক্তি পাব করি অনুমান ॥
কি আছে আমার ভয় সংসার ভিতর।
পুত্র যার ভগবান্ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
অজ্ঞান-আঁধার প্রাপ্ত জগৎ ভুবন।
সূর্য্যরূপে কর পুত্র তার বিনাশন ॥
যে জন শরণ তব লয় ও চরণে।
সংসার-কলুষ তার বিনাশ সেক্ষণে ॥
হেন জন তুমি হও আমার কুমার।
দাও উপদেশ পুত্র জ্ঞানের বিচার ॥
কোন্ বা পুরুষ হয় কিবা পরিচয়।
প্রকৃতি বা কারে কয় কহ মহাশয় ॥
প্রকৃতি পুরুষে কিসে হয় মায়া-ভার।
যাহাতে প্রকাশ হয় এ ঘোর সংসার ॥
এই প্রশ্ন করি তবে দেবহূতি সতী।
প্রসন্ন মানসে রন চাহি পুত্র প্রতি ॥
জননীর কথা শুনি কর্দ্দম-কুমার।
আনন্দে প্রসন্ন হন অতি চমৎকার ॥
জননীরে সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে।
কহেন বিচার করি আপন অন্তরে ॥
যা কহিলে মাতা তুমি শ্রেষ্ঠ বাণী অতি।
শুন শুন সেই কথা কহিব সম্প্রতি ॥
অন্তরের মায়া নাশ যে উপায়ে হয়।
কর আগে তাহা মাতা মনে সুনিশ্চয় ॥
প্রকৃতি পুরুষ বোধ তবে হবে পরে।
ঘুচিবে সংশয় যবে নেহারিবে মোরে ॥
সুখ-দুঃখরূপে প্রাপ্ত এ হেন সংসার।
আধ্যাত্মিক যোগমতে বিনাশ তাহার ॥
সেই যোগে হে জননি পূর্ণ হবে আশ।
ঘুচে যাবে সংসারের যত অভিলাষ ॥
পূর্ব্ব যুগে ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল যবে।
কহিনু এ হেন শাস্ত্র তাহাদের সবে ॥
সেই যোগ শুন মাতা অবহিত মনে।
শুনিলে মায়ার নাশ হইবে এখনে ॥
সর্ব্ব-জ্ঞানাধার এতে মুক্ত হবে প্রাণী।
কহিনু নিশ্চয় মাতঃ আমার এ বাণী।
শুন গো জননি এবে জ্ঞানের বিচার।
আত্মজ্ঞান যাহে হয় সেই জ্ঞানাধার ॥
মনের বাসনা-বশে আত্মা বদ্ধ হয়।
মনের সুক্রিয়া-মতে আত্মা মুক্ত রয় ॥
ইহাই আমার মত শুন গো জননি।
প্রকারে তাহারে বুঝ যা কহিব বাণী ॥
মমতা জন্মায় মনে দেহে আপনার।
তাহারেই পণ্ডিতেরা কহে অহঙ্কার ॥
অহঙ্কার পরবশে হ'য়ে গুণময়।
ভুলে যায় আত্মতত্ত্ব যত জীবচয় ॥

আত্মতত্ত্ব-নাশে হয় নিজ অভিমান।
আমার তোমার ভাব তাহাতে প্রমাণ ॥
আমি ও আমার ভাবে মগ্ন হ'লে মন।
স্বচ্ছন্দেই আত্মারাম হয়েন বন্ধন ॥
তাহাতেই সুখ দুঃখ ক্রমে বোধ হয়।
সংসারের পথ যাহা কষ্ট অতিশয় ॥
যখন হইবে জীব শূন্য অহঙ্কার।
তখন বিলোপ হবে আমি ও আমার ॥
আমিত্ব-বিনাশে হবে দুঃখ ক্রমে দূর।
চিত্ত-মল নাশি হবে সুখ যে প্রচুর ॥
চিত্ত-মল-নাশে হবে জীবে আত্মজ্ঞান।
প্রকৃতি-রহিত তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
সেই জ্ঞানে প্রত্যক্ষিত হবে আত্মধন।
বৈরাগ্যেতে পরিপূর্ণ হবে যবে মন ॥
বৈরাগ্য সহিত তাহে ভক্তির উদয়।
হেন ভাবে আত্মদৃষ্টি দেহিগণে হয় ॥
অতি সূক্ষ্ম সেই আত্মা হইলে দর্শন।
আপনি পাইবে দেহী হস্তে মুক্তিধন ॥
মায়া হবে হতবীর্য্য আত্ম-দরশনে।
হীনবীর্য্য রজ্জু যথা অগ্নির দহনে ॥
মনেতেই বন্ধ মোক্ষ জানিবে জননি।
তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে বলিনু এখনি ॥
একমাত্র ভক্তিযোগ সকলের সার।
ইহা ভিন্ন পথ নাই জ্ঞান লভিবার ॥
ভক্তিযোগে যোগিগণ ব্রহ্মলাভ করে।
দ্বিতীয় নাহিক পথ জ্ঞান লাভ তরে ॥
সাধু-সহবাসে মাতঃ উপজয়ে জ্ঞান।
তাহাতেই ভক্তি-লাভ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
যেই জীব দয়াবান সকল উপর।
সর্ব্বজীবে সমভাব সদা অকাতর ॥
শত্রুহীন সত্ত্বগুণী অতি নম্রতম।
এ জগতে নাহি আর সাধু তার সম ॥
সংসারে অনেক তাপ পীড়ার কারণ।
দুঃখভোগ তাহে করে কর্ম্মে জীবগণ ॥
নাশিবারে সেই তাপ যত জ্ঞানবান্।
মম স্মৃতি হৃদয়েতে করে বিদ্যমান ॥
মম লীলা-কথা তাঁরা শুনয়ে যতনে।
মম প্রতি দৃঢ় ভক্তি করে মনে মনে ॥
যেই জন মম ভাব জানিবারে চায়।
উচিত সাধুর সঙ্গ তাদের নিশ্চয় ॥
হে জননি তব ইচ্ছা মোরে জানিবার।
সাধু সঙ্গ সেই হেতু উচিত তোমার ॥
সাধু-আলাপনে হবে মম প্রতি জ্ঞান।
তাহে আত্মানন্দ হবে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
মম লীলা-কথা শুনি শোধিবে হৃদয়।
তাহাতে অবিদ্যা-নাশ সহজেই হয় ॥
অবিদ্যা হইলে নাশ শ্রদ্ধা উপজয়।
শ্রদ্ধাভরে অনুরাগ হইবে নিশ্চয় ॥
অনুরাগভরে ভক্তি অবশ্যই হয়।
এমতে ভক্তির ভাব কহিনু তোমায় ॥
ভক্তিযোগে ক্রমে সাধু করি মোরে ধ্যান।
মম লীলা শুনি সুস্থ করে নিজ প্রাণ ॥
সংসারের সব সুখ দিয়া জলাঞ্জলি।
মম দেখা পাবে বলি হয় কুতূহলী ॥
ভক্তিযোগে জীব শুদ্ধ হইয়া তখন।
যোগমার্গ ক্রমে ক্রমে করয়ে গ্রহণ ॥
যোগেতে করিয়া চিত্ত একাগ্রেতে স্থির।
তাহাতে বিনাশ পুনঃ হবে প্রকৃতির ॥
প্রকৃতির গুণ নাশে হ'য়ে সাধুবর।
আপনি পাইবে জ্ঞান তবে নিরন্তর ॥
যোগবলে জ্ঞান দ্বারা ভক্তি সহকারে।
এই দেহে জীবগণ হেরিবে আমারে ॥
ছয় কোষে এই দেহ হ'য়েছে নির্ম্মিত।
তন্মধ্যে বিরাজ মোর হইবে দর্শিত ॥
আত্মায় প্রত্যক্ষে মোক্ষ মহাসিদ্ধি হয়।
ভবজ্বালা এই ভাবে বিনষ্ট নিশ্চয় ॥
ভক্তি-জ্ঞান দুই ভাবে মোর দরশন।
ভক্তিযোগে দেহ শুদ্ধ জ্ঞানে শুদ্ধ মন ॥

মন শুদ্ধ হ'লে দেহী পাবে আত্মজ্ঞান ।
সেই জ্ঞান-মাঝে আমি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
অতএব বুঝি মাতঃ কর আচরণ ।
যেমতে করিতে পার মম দরশন ॥
এত বলি জননীরে প্রভু হন স্থির ।
জননী কহিলা পরে বচন গভীর ॥
সুবোধ রচিলা গীত হরিকথা-সার ।
শুনিলে বিনষ্ট হবে যত পাপ-ভার ॥

ইতি মাতার প্রতি কপিলের উপদেশ বা সাংখ্যতত্ত্ব কথা ।

কপিল কর্ত্তৃক ভক্তি-বিষয়ক সামান্য উপদেশ

মৈত্র কহে শুন শুন বিদুর মহান্ ।
কপিল-সংবাদ হয় অমৃত সমান ॥
পূর্ব্বের বিষয় শুনি দেবহূতি সতী ।
কহেন পুত্রেরে নিজ মনের ভারতী ॥
এবে তুমি উপদেষ্টা পুত্র নহ আর ।
ভগবান্ বলি তোমা করিব বিচার ॥
যা কহিলে বুঝিলাম অপূর্ব্ব আখ্যান ।
দুই পথ আছে তব ভক্তি আর জ্ঞান ॥
কিবা ভক্তি কারে কয় কোন্ খানে হয় ।
আমরা অবলা জাতি না জানি নিশ্চয় ॥
ভক্তি সিদ্ধ হ'লে তবে উপজয়ে জ্ঞান ।
তবে তব পদমূলে পাইব নির্ব্বাণ ॥
কিরূপে সে ভক্তি হয় কিসে পরিত্রাণ ।
কর পুত্র কৃপা করি মোরে শিক্ষা দান ॥
একে ত অবলা জাতি সংসারে কাতর ।
কারে বলে ভক্তি তাহা না জানে অন্তর ॥
কর দেব সেই ধন আমার গোচর ।
যাহাতে নির্ব্বাণ পাবে পাপিনী সত্বর ॥
কাহারে বা যোগ বলে কিবা সে রতন ।
যাহাতে করিব লাভ আত্ম-জ্ঞান-ধন ॥
কিবা তার রূপ হয় কিরূপ প্রকার ।
বল বল প্রভু মোরে করিয়া বিচার ॥
কোন্ ক্রিয়াবলে যোগ হইবে অভ্যাস ।
কহ ভগবান্ সেই বিধির প্রকাশ ॥
অল্পমতি ও দুর্ম্মতি অবলা কামিনী ।
সংসার-তাপেতে প্রভু বড়ই তাপিনী ॥
ভক্তি-জ্ঞান-যোগ তিন করহ আখ্যান ।
যাহাতে বুঝিতে পারি প্রকৃত বিধান ॥
বিধান পাইয়া যাহে পাইব নির্ব্বাণ ।
যাহাতে দেখিতে পাব তোমার বয়ান ॥
হেন প্রশ্ন করি সতী হইলেন স্থির ।
সন্তুষ্ট কপিল শুনি বাণী জননীর ॥
যেবা প্রশ্ন করে মাতা অতি চমৎকার ।
আধ্যাত্মিক জ্ঞান হবে করিলে বিচার ॥
সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে করিতে প্রকাশ ।
আরম্ভ করেন প্রভু সাংখ্যের আভাষ ॥
সাংখ্য সহযোগে ভক্তি করেন বিধান ।
শুনিলে সুস্থির হবে জননীর প্রাণ ॥
বিচারিয়া মনে প্রভু সম্বোধি মাতায় ।
মৃদুভাবে কন তাঁরে মধুর কথায় ॥
প্রণম্য হ'তেছ তুমি জননী আমার ।
জন্মিনু তোমাতে জ্ঞান করিতে প্রচার ॥
শুন মাতা করি আগে ভক্তির বিচার ।
পরে জ্ঞানপথ ক্রমে হইবে বিস্তার ॥
পুরুষের চিত্ত যাহে হয় সুনির্ম্মল ।
হীন হয় প্রকৃতির যাহে গুণ-বল ॥
যার সহযোগে হয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ।
অল্প অল্প শুভকর্ম্ম শ্রুতির বিধান ॥

যার বলে ইন্দ্রিয়াদি করে রিপুজয়।
ইন্দ্রিয় দেবতা যাহে হরিপদে রয়॥
মনের মানস যাহে সত্বর বিনাশ।
নিষ্কাম ভাবেতে যার আয়ত্ত প্রকাশ॥
তাহাতেই প্রথমেতে জীব শুদ্ধ হয়।
উত্তমা ভক্তিই তারে জ্ঞানিজনে কয়॥
মানসী শরীর হ'তে ক্রিয়ার প্রকাশ।
তার শুদ্ধি অগ্রে মাতা করিবে অভ্যাস॥
সেই শুদ্ধি ভক্তিযোগে করিনু বর্ণন।
মুক্তি হ'তে শ্রেষ্ঠ ইহা সর্ব্বস্ব রতন॥
ভুক্ত দ্রব্য যথা দহে জঠর-অনল।
এই ভক্তি নাশে তথা অন্তরের মল॥
এই ভক্তিযুক্ত জীবে কয় ভক্তজন।
শুন মাতা বলি তার কিঞ্চিৎ লক্ষণ॥
অনাসক্ত ভাবে সেই করিয়া সমাজ।
মম লীলা প্রসঙ্গেতে করয়ে বিরাজ॥
নাহি অন্য মন আর করিতে চিন্তন।
সর্ব্বদাই মম কীর্ত্তি করয়ে শ্রবণ॥
ভাগবত তার হয় ভক্তের প্রধান।
সর্ব্বকর্ম্মফল তারা মোরে করে দান॥
সর্ব্বদাই করে তারা আমার সেবন।
তুচ্ছ তারা ভাবে মনে সেই মুক্তিধন॥
প্রসন্ন বদন মোর অরুণ লোচন।
দর্শন করিতে তারা চাহে অনুক্ষণ॥
সেই দিব্যমূর্ত্তি হেরি তুষ্ট তারা হয়।
মম মূর্ত্তি সাথে তারা বাক্য কত কয়॥
ত্যাগ করি সংসারের যত কার্য্য-ভার।
মম লীলা শুনি সবে করয়ে বিহার॥
লীলাতে যেরূপ আমি হইব নির্দ্দেশ।
সেই রূপে লয় তারা আমার বিশেষ॥
কভু মম অবয়ব হেরে মনোহর।
কভু মম হাসিমুখ দেখয়ে সুন্দর॥
মম প্রেমে তাঁহাদের সহ প্রিয়গণ।
সর্ব্বদাই অবহেলে আছে নিমগন॥
যদিও না চায় তারা মম মুক্তিধন।
ভক্তি-যোগ-বলে পায় তেমন রতন॥
ভক্তিতে আকৃষ্ট মুক্তি ভাগবতী গতি।
অনায়াসে পায় যেই মোরে দেয় মতি॥
যেই ভক্ত মোরে করে মন সমর্পণ।
বিফলে না যায় তার মানব-জীবন॥
অনন্ত ভোগের সিন্ধু ভক্তেতে প্রকাশ।
অসীম আনন্দ তাহে দেখায় আভাস॥
অবিদ্যা-নাশের পরে মুক্ত জীবগণ।
অনায়াসে বৈকুণ্ঠেতে করয়ে গমন॥
ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা অষ্টরূপ আছে।
সকলি সুলভ হয় তাহাদের কাছে॥
ভক্তের অনেক রীতি কি বলিতে পারি।
কত বা বুঝিবে তুমি হ'য়ে মাতা নারী॥
মোরে কেহ স্বামী সম করিছে প্রণয়।
আত্মা সম প্রেম কেহ আমারে করয়॥
পুত্র সম স্নেহ কেহ করে মোর প্রতি।
সখ-ভাবে কেহ মোরে দেয় নিজমতি॥
গুরু-ভাবে কেহ মোরে লয় উপদেশ।
বন্ধু ভাবি কেহ মোরে না ভাবে বিশেষ॥
নিঃস্বার্থ হিতৈষী ভাবি করয়ে বিশ্বাস।
ইষ্টদেব ভাবি কেহ পূজি পূরে আশ॥
যত ভাবে মোরে ভাবে যত ভক্তজন।
কাল তাহাদের আয়ু না করে হরণ॥
এই আজ্ঞা কাল প্রতি রয়েছে আমার।
অনিত্য আনন্দ-ভোগ ভক্তে অনিবার॥
সেই তেজে মম লাগি মমতা আত্মার।
সন্তান কলত্র ধন মায়ার সংসার॥
পশু পক্ষী গৃহে আর যত প্রয়োজন।
আমারেই সব ত্যজি করয় যতন॥
ভক্তিভাবে বিনা-আশে যে করে ভজন।
আমি করি তার তরে মৃত্যু নিবারণ॥
মৃত্যু হ'তে সেইজনে করিয়া উদ্ধার।
লইয়া তাহারে যাই বৈকুণ্ঠ আগার॥

সকলের অধিষ্ঠাতা আমি ভগবান্।
আত্মরূপে সর্ব্বভূতে মম অবস্থান ॥
আমি বিনা কেহ নাহি জীবে উদ্ধারিতে।
আমি বিনা জীব মুক্তি না পায় মহীতে ॥
এই যে হেরিছ বায়ু জননি নয়নে।
বহিতেছে মম ভয়ে জেনো স্থির মনে ॥
এই যে করিছে সূর্য্য তাপ বরিষণ।
আমার আদেশ-মতে বিতরে কিরণ ॥
এই যে করিছে মেঘ জল বরিষণ।
মম ভয় বিনা মাতা নাহিক কারণ ॥
ওই যে হেরিছ অগ্নি হয় প্রজ্বলন।
মম ভয়ে হে জননি করিছে দাহন ॥
এই যে হেরিছ মৃত্যু সংসার-মাঝার।
মম আজ্ঞা-বলে করে মায়াতে বিহার ॥
হেনরূপে জানি মোরে যত যোগিগণ।
মহাকষ্টে লাভ করে জ্ঞান-ভক্তিধন ॥
জ্ঞান-ভক্তি-বলে তারা শুদ্ধ করি মন।
লাভ করে অন্তিমেতে আমার চরণ ॥
ভক্তিযোগে কর্ম্মফল ল'য়ে যেই জন।
স্থির মনে মোর প্রতি করে সমর্পণ ॥
তাহাতেই সেই জন পায় মুক্তিধন।
আমার অনুজ্ঞা ইহা বিশ্বের কারণ ॥
এই তো ভক্তির ফল কহিলাম সার।
বুঝিয়া সন্তুষ্ট হও জননি আমার ॥
কপিল এতেক বলি হইলেন স্থির।
দেবহূতি পরে কহে নত করি শির ॥
সুবোধ রচিল গীত হরি-কথা-সার।
ভক্তিযোগে ফলাফল কপিল বিচার ॥

ইতি কপিল কর্ত্তৃক ভক্তি-বিষয়ক সামান্য উপদেশ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কপিলদেব কর্ত্তৃক সামান্য জ্ঞানোপদেশ

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন।
কপিল-মীমাংসা কিছু জ্ঞান বিবরণ ॥
ভক্তির লক্ষণ শুনি দেবহূতি সতী।
জিজ্ঞাসেন আনন্দেতে সন্তানের প্রতি ॥
ধন্য তুমি মম পুত্র তুমি ভগবান্।
শুনিয়া ভক্তির কথা জুড়াইল প্রাণ ॥
এবে কিছু কহ প্রভু জ্ঞানের লক্ষণ।
কোন্ বা সে বস্তু হয় কিসে উপার্জ্জন ॥
একে ত অবলা জাতি সংসারে কাতর।
কিসে পাবে দেখা তব এ দাসী সত্বর ॥
জননীর কথা শুনি কপিল তখন।
আরম্ভেন একে একে জ্ঞানবিবরণ ॥
কপিল বলেন মাতা করহ শ্রবণ।
বলিব এখন আমি তত্ত্বের লক্ষণ ॥
মুমুক্ষু মানব সব জানিয়া লক্ষণ।
গুণকার্য্য হৈতে মুক্ত হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
জীবের মোক্ষের লাগি অজ্ঞান-নাশক।
মোহধ্বংসী জ্ঞান দেয় বেদাদি পুস্তক ॥
আত্মতত্ত্বপ্রকাশক সেই উপদেশ।
এক্ষণে কহিব আমি তোমারে বিশেষ ॥

শুন গো জননি মম জ্ঞানের বিধান।
কিবা সেই জ্ঞান হয় করিব প্রমাণ ॥
প্রকৃতির গুণে জীব আত্ম-বিস্মরণ।
সেই গুণ হ'তে মুক্ত যাহে জীবগণ ॥
এ হেন বিষয় যাহে হইবে প্রমাণ।
তার নাম বুধগণ দিয়াছেন জ্ঞান ॥
গুণ হ'তে মুক্তি তরে যে বিষয় চাই।
তত্ত্ব তত্ত্ব বলি তারে কহেন সবাই ॥
সেই তত্ত্ব জানিলে মা উপজয়ে জ্ঞান।
জ্ঞান লভি জীব আসে মম বিদ্যমান ॥
আমার স্বরূপ তাহে সুখে দেখা যায়।
সূর্য্যের প্রকাশে যথা আঁধার পলায় ॥
তথা সংসারের দুঃখ হয় দ্রুত দূর।
শুনিলে মায়ার গ্রন্থি হ'য়ে যায় চূর ॥
হে জননি সেই তত্ত্ব যাহে হয় জ্ঞান।
কহিতেছি বিধিমতে এক্ষণে প্রমাণ ॥
অনাদি যে রত্ন হয় নির্গুণ আপনি।
পুরুষ তাঁহার নাম প্রকৃতির মণি ॥
প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির আকার।
জগৎ ও জীব দেহে সর্ব্বত্র বিহার ॥
ঈশ্বর প্রভাব তাঁর আত্মানাম হয়।
তাঁহার জ্যোতিতে এই বিশ্ব প্রকাশয় ॥
কেন বা হইল বিশ্ব কোন্ বা প্রকার।
আত্মা সহ কোন্ রূপে সম্বন্ধ উহার ॥
শুন মাতা সেই কথা করিব প্রকাশ।
শুনিলে সম্পূর্ণ হবে তব হৃদি-আশ ॥
সর্ব্বব্যাপী সেই আত্মা লীলার কারণ।
গুণময়ী প্রকৃতিরে করেন গ্রহণ ॥
তাহাতেই লীন ছিল মায়া শক্তি তাঁর।
অব্যক্ত ভাবেতে ছিল দৈবের আকার ॥
প্রকৃতি পাইয়া সৃষ্টি করি অভিলাষ।
প্রকৃতি মাঝারে নিজে হয়েন প্রকাশ ॥
তাঁহারে পাইয়া তবে প্রকৃতি সুন্দরী।
আপনার আবরণে ঢাকিলেন হরি ॥
তমোময় আবরণ নাহি জ্ঞান তায়।
হরির আপন জ্ঞান তাহে মিশি যায় ॥
এমতে জীবের সৃষ্টি হইতে ঈশ্বর।
মায়া হেতু নিজ-ভাব না হয় গোচর ॥
লীলাবশে আপনিই প্রকৃতি ভিতর।
জীবরূপে বদ্ধ হন সবার ঈশ্বর ॥
এই লীলাবশে হরি লয়েন সংসার।
জীবরূপে তদুপরি করেন বিহার ॥
আবার জগৎরূপে হয়েন প্রকাশ।
এইরূপে লীলা তাঁর বুঝিবে আভাষ ॥
কার্য্য ও কারণ দেহ ইন্দ্রিয় দেবতা।
প্রকৃতি সবার মূল সুধীদের কথা ॥
ইহাকেই তত্ত্ব কহে নিগূঢ় কথন।
এ তত্ত্ব বুঝিলে হয় জ্ঞান উপার্জ্জন ॥
কপিল এতেক কহি হইলেন স্থির।
কহিলা জননী তবে বাণী অতি ধীর ॥
যা কহিলে শ্রীহরির লীলার আখ্যান।
নাহি কিছু বুঝিলাম ইহার বিধান ॥
কেমনে সৃজেন হরি এ বিশ্ব সংসার।
স্থূল সূক্ষ্ম কিবা আছে কারণ ইহার ॥
কিরূপ প্রকৃতি আর পুরুষ কেমন।
বিস্তারিয়া কহ বাছা তাহার লক্ষণ ॥
জননীর বাণী শুনি তবে ভগবান্।
কহেন তত্ত্বের কিছু বিস্তৃত প্রমাণ ॥
অব্যক্ত ঈশ্বর যিনি তিনি গুণময়।
কার্য্য ও কারণ জন্য নিত্যরূপী হয় ॥
অবশেষে ভাব যাঁর নামেতে প্রধান।
প্রকৃতি প্রমাণ তাঁহে করেন বিদ্বান্ ॥
পাঁচ ভূত পাঁচ মাত্র ইন্দ্রিয় ও মন।
বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত চব্বিশ গণন ॥
ইহারাই ব্রহ্মরূপী সগুণ কেবল।
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব ইহা প্রমাণের স্থল ॥
আর এক তত্ত্ব আছে কাল নাম তাঁর।
দুই গুণ তার ব্যক্ত জগৎ-মাঝার ॥

এই কাল দ্বারা হুত জগৎ কারণ।
জ্ঞানিজন কহে তারে নামেতে মরণ ॥
দ্বিতীয় অবস্থা তার ক্ষোভ প্রকৃতির।
তাহাতে জগৎ ব্যক্ত বিজ্ঞানেতে স্থির ॥
কাল দ্বারা ক্ষোভ করি প্রকৃতি সুন্দরী।
চিচ্ছক্তি নামেতে বীর্য্য দেন তাহে হরি ॥
সেই বীর্য্য লভি তবে প্রকৃতি কামিনী।
বীর্য্য-তেজে হইলেন ক্রমেতে গর্ভিণী ॥
সেই গর্ভে এক অণ্ড হইল প্রসব।
তাহাতে রহিল বিশ্ব-কারণ বৈভব ॥
ক্রমেতে রূপের তার হইল বর্ত্তন।
মহত্তত্ত্ব আখ্যা তার দিল জ্ঞানিজন ॥
ভগবান্ বীর্য্য সেই মহত্তত্ত্ব নাম।
তাহাতে প্রকাশ হয় এই বিশ্বধাম ॥
এ বিশ্ব প্রকাশ করি আসিলে প্রলয়।
তেজ দ্বারা তম পান করে সে সময় ॥
সত্ত্বগুণযুক্ত চিত্ত রাগাদিবিহীন।
বাসুদেব বলি তারে জেনো নিশিদিন ॥
উপলব্ধি স্থান সেই চিত্ত রমণীয়।
মহত্তত্ত্বরূপী হয় সদাই জানিও ॥
ভগবদ্-বিম্বধারী বিক্ষেপবিহীন।
আর শান্ত চিত্ত মাঝে এ লক্ষণ তিন ॥
ভূমির সংসর্গ ভেদে যেইরূপ জল।
সুমধুর স্বচ্ছ আর হয় সুশীতল ॥
সেইরূপ বৃত্তিভেদে শুন দিয়া মন।
ভিন্নরূপে প্রকাশিত চিত্তের লক্ষণ ॥
ভগবান্ বীর্য্য হ'তে হইয়া উদয়।
বিকৃত সে মহত্তত্ত্ব হয় সে সময় ॥
শুন মাতঃ তাহা হ'তে জন্মে অহঙ্কার।
তিন ভাগে সেই তত্ত্ব হয় যে প্রচার ॥
প্রথম সাত্ত্বিক আর তৈজস দ্বিতীয়।
শেষ তত্ত্বরূপী হয় তামস তৃতীয় ॥
ভূতেন্দ্রিয় মনোময় এই অহঙ্কার।
অনন্তরূপেতে হেরে সুধী অনিবার ॥
দেবতারূপেতে আছে কর্ত্তৃত্ব তাহাতে।
কারণত্ব বিরাজিত ইন্দ্রিয়ের সাথে ॥
কার্য্যত্ব ভূতের রূপে অহঙ্কারে রয়।
শান্ত ঘোর বিমূঢ়ত্ব আছে গুণত্রয় ॥
বৈকারিক অহঙ্কার হইলে বিকৃত।
মনস্তত্ত্ব তাহা হ'তে হয় প্রকাশিত ॥
সঙ্কল্প বিকল্প দ্বারা সেই মন হ'তে।
কামের উৎপত্তি সদা হয় এ জগতে ॥
সাত্ত্বিক অহং হইতে মনের গঠন।
জ্ঞানরূপী পদ্মবর্ণ ভাবে যোগিজন ॥
সর্ব্বজীব অধীশ্বর হয় এই মন।
অনিরুদ্ধ নাম এর জ্ঞানীর বচন ॥
তৈজস অহং হইতে ইন্দ্রিয় জন্মিল।
বুদ্ধিতত্ত্ব তারে বলি জ্ঞানী বিচারিল ॥
বিজ্ঞান স্বরূপ তাহা জেনো এই রীতি।
মিথ্যা ও প্রমাণ জ্ঞান নিদ্রা আর স্মৃতি ॥
ইহারা সদাই হয় বুদ্ধির লক্ষণ।
শুন গো জননি তুমি আমার বচন ॥
কর্ম্ম আর জ্ঞানেন্দ্রিয় আদি যাহা রয়।
তৈজস অহং হ'তে জন্ম তারা লয় ॥
তামস অহং হইতে ভূতের প্রকাশ।
তন্মাত্রা তাহার সহ জগতে আভাস ॥
ক্ষিতি অপ্ তেজ শূন্য বায়ু পঞ্চ হয়।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ মাত্রা বয় ॥
এমতে হইল মাতা ভূতের প্রকাশ।
তামস অহং হইতে বুঝিতে আভাষ ॥
কালেতে বিকার প্রাপ্ত হইলে আকাশ।
তাহা হ'তে জন্ম লয় ত্বক্ ও বাতাস ॥
ত্বক হ'তে স্পর্শজ্ঞান লভে জীবগণ।
স্পর্শত্ব সদাই হয় তাহার লক্ষণ ॥
বিকৃত হইলে বায়ু শুন গো জননী।
রূপ তেজ নয়নাদি জন্মিল অমনি ॥
তেজ হ'তে জন্মে রস রস হ'তে জল।
রসনা ইন্দ্রিয় আদি জন্মে অবিকল ॥

বিকৃত হইলে জল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
ভূমি আর ঘ্রাণ আদি জন্ম লয় তায় ॥
পূর্ব্ব উক্ত মহত্তত্ত্ব আদি সমুদয়।
পরস্পর না মিলিয়া যবে স্থিত রয় ॥
কাল কর্ম্ম গুণ যুক্ত হইয়া-ঈশ্বর।
তাহাদের মাঝে গিয়া প্রবেশে সত্বর ॥
তাহাতে ক্ষুভিত হ'য়ে পদার্থ সকল।
পরস্পর সম্মিলিত হইল কেবল ॥
অনন্তর তাহা হ'তে শুন গো জননি।
অচেতন অণ্ড এক জন্মিল অমনি ॥
এই অণ্ডমধ্যশায়ী প্রভু সে ঈশ্বর।
অনন্ত যাঁহার নাম ব্যাপ্ত চরাচর ॥
হইল তাঁহার ইচ্ছা সৃষ্টির প্রকাশ।
সেই জন্য উঠি তিনি করেন প্রয়াস ॥
উপবিষ্ট হ'য়ে তবে সেই ভগবান্।
সৃজিলেন কর্ম্মেন্দ্রিয় বিজ্ঞান বিধান ॥
কর্ম্মেরে অদৃষ্ট কয় জন্ম হয় তায়।
ইন্দ্রিয়রূপেতে বস্তু জীবে যাহা পায় ॥
শুন গো জননি তার কিছু পরিচয়।
যেমতে যাহার জন্ম ব্রহ্মাণ্ডেতে হয় ॥
বাগিন্দ্রিয় স্থান মুখ শক্তি বহ্নি হয়।
ঘ্রাণের নাসিকা স্থান বায়ু শক্তি রয় ॥
চক্ষুর আঁখিই স্থান দেবতা তপন।
শ্রোত্রেন্দ্রিয় কর্ণস্থান শক্তি দিক্‌গণ ॥
উপস্থের শিশ্ন স্থান শক্তি প্রজাপতি।
পায়ুর সে গুহ্য স্থান যম তার পতি ॥
হস্তের হস্তই স্থান দেব দেবরাজ।
গমনের পদ স্থান বিষ্ণু তার মাঝ ॥
ইন্দ্রিয় হইয়া হ'ল রূপের প্রচার।
গঠনের কথা শুন কিঞ্চিৎ তাহার ॥
পরে প্রকাশিতে নাড়ী শোণিত কারণ।
রক্তের প্রবাহ যাহে বহে অনুক্ষণ ॥
তাহারাই নদী নামে জগতে বিখ্যাত।
অপরে উদরে জন্মে বুঝিবেন মাতঃ ॥
ক্ষুধা ও পিপাসা তাহে হইল উদ্ভব।
তাহাতে জন্মিল সিন্ধু আবরিয়া ভব ॥
আপনি হইল পরে হৃদয় প্রকাশ।
তাহাতে জন্মিল মন বুঝিলে আভাষ ॥
মন হ'তে জন্মিলেন চন্দ্রমা সুজন।
ভাল করি বুঝ মাতা করি বিবেচন ॥
চন্দ্র হ'তে জন্মে বুদ্ধি জ্ঞানের বিচার।
বুদ্ধি হ'তে বাক্যপতি উদয় ব্রহ্মার ॥
ব্রহ্মা হ'তে জন্মিলেন সেই অহঙ্কার।
অহঙ্কার হ'তে রুদ্র বুঝ চমৎকার ॥
এতেক দেবতা যদি প্রবেশে অন্তর।
তথাপি না ক্রিয়াশীল পুরুষপ্রবর ॥
তারপর জন্মে চিত্ত চৈতন্য তাহা হ'তে।
ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার নাম জানিও জগতে ॥
ঈশ্বর হইতে ক্রমে জন্মিল সকল।
সকলি তাঁহাতে মগ্ন রহিল কেবল ॥
সাধ্য না হইল কার তাঁরে জাগাইতে।
সঙ্কর্ষণ রূপে তিনি শয়ান জলেতে ॥
জগতে কারণ বিশ্ব বিরাট নামেতে।
সবার প্রকাশ-কর্ত্তা সকল ধামেতে ॥
নিজ কর্ম্ম ইন্দ্রিয়েরা প্রকাশ করিয়া।
নারিল জাগাতে তাঁরে বিশেষ বুঝিয়া ॥
অবশেষে অভিমানে রুদ্র ভয়ঙ্কর।
প্রবেশ করিল তাঁহে জাগাতে সত্বর ॥
তথাপি না ভাঙ্গে ঘুম বিরাট শরীর।
ভগবান্ সুনিদ্রিত সলিলে সুস্থির ॥
কিছু পরে চৈতন্য দেব প্রবেশেন তাঁয়।
ইনিই আপন বলে বিরাটে জাগায় ॥
তবেত শ্রীভগবান্ হয় ক্রিয়াশীল।
ধীরে ধীরে উঠিলেন ত্যজিয়া সলিল ॥
আত্মার প্রবেশে তবে বিরাট শরীর।
ইন্দ্রিয় মনাদি সহ হয়েন বাহির ॥
ইন্দ্রিয় সকল আর প্রাণ বুদ্ধি মন।
চিত্ত বিনা কিছু নাহি করে সম্পাদন ॥

বিরাট পুরুষ যবে সুপ্ত হ'য়ে ছিল।
ক্ষেত্রজ্ঞ সে চিত্ত বিনা জাগাতে নারিল॥
অতএব ধর মাতঃ হেন উপদেশ।
যাহাতে পুরুষ বোধ হবে সবিশেষ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে বিমুক্ত হবে ভব মায়াভার॥

ইতি কপিলদেব কর্ত্তৃক সামান্য জ্ঞানোপদেশ।

পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ-বর্ণন

ভগবান্ করিলেন শুন গো জননি।
নির্গুণ সে পরমাত্মা হয়েন আপনি॥
দেহস্থ যদিও হন পুরুষপ্রধান।
সুখদুঃখে তবু লিপ্ত নহে তাঁর প্রাণ॥
অহঙ্কারমুগ্ধ যবে হয় তাঁর প্রাণ।
'আমি কর্ত্তা' এইরূপ জাগে অভির্মান॥
প্রকৃতির সঙ্গদোষে অবশতা লভে।
সংসার মাঝারে আসি জন্ম লন যবে॥
দেবতা মানব আর পশুপক্ষী রূপে।
যখন আবদ্ধ হন সংসারের কূপে॥
স্থির না থাকেন তিনি সেই অবস্থায়।
বিচিত্র বারতা মাতঃ কহিনু তোমায়॥
সংসারের অর্থ যত মিথ্যা সমুদয়।
তথাপি সংসার কভু নিবৃত্ত না হয়॥
স্বপ্নে শিরশ্ছেদদুঃখ অনুভূত হয়।
তথাপি জানিবে তাহা সত্য নাহি হয়॥
স্বপ্ন সম অবাস্তব নাহি তাতে ভুল।
বিষয়ের চিন্তা সদা অনর্থের মূল॥
সংসার হইতে মুক্তি চায় যেই জন।
ভক্তি আর বৈরাগ্যেতে সেই দিবে মন॥
সেজন একাগ্রচিত্তে হ'য়ে শ্রদ্ধাবান্।
মোর প্রতি নিয়োজিত করে তার প্রাণ॥
আমার আদেশ সেই করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্বভূতে সেইজন সমদর্শী হন॥
যাহা পায় তাই ল'য়ে তুষ্ট প্রাণ তার।
পরিমিতভোজী সেই স্বভাব উদার॥
শান্ত কৃপাবান্ সেই মিত্র সবাকার।
অভিমান কিছুমাত্র নাহি রহে তার॥
প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বে হয় তার জ্ঞান।
আত্মা উপলব্ধি করে সেই মহাপ্রাণ॥
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সদা করে সেইজন।
অবশ্য সেজন করে ব্রহ্মেরে দর্শন॥
শুদ্ধ জীব হ'তে ভিন্ন এই ব্রহ্ম হন।
কার্য্য-প্রকাশক ইনি সবার কারণ॥
সুষুপ্ত যখন থাকে ইন্দ্রিয়াদি সবে।
বিনিদ্র সে আত্মা রহে স্বরূপেতে তবে॥
দ্রষ্টারূপে সেই আত্মা করে অবস্থান।
আপনারে সে সময় করে নষ্ট জ্ঞান॥
সাহঙ্কার যত আছে দ্রব্য সমুদয়।
আত্মা প্রকাশক তার তাহার আশ্রয়॥
হরির বচন শুনি দেবহূতি সতী।
মৃদুভাষে কহিলেন ভক্তিভরে অতি॥
পুত্ররূপে এলে তুমি ওহে নারায়ণ।
কহিলে আমারে তুমি অপূর্ব্ব বচন॥
বিবেক বিহীনা আমি বুদ্ধিহীনা নারী।
তোমার সকল কথা বুঝিতে না পারি॥
এতেকে প্রবোধ মোর নাহি মানে মন।
বিস্তারিয়া তুমি মোরে বল বিবরণ॥
প্রকৃতি পুরুষ মাঝে নিত্য যোগ হয়।
প্রকৃতি পুরুষে নাহি ত্যজে দয়াময়॥
তা হ'লে কিরূপে বল হইবে মুকতি।
বুঝিতে না পারি আমি জ্ঞানহীনা অতি॥

জননীর বাক্য শুনি শ্রীহরি অমনি ।
কহিলেন মধুবাক্যে শুন গো জননি ॥
নিষ্কাম ধরম আর সুনির্ম্মল মন ।
তীব্র ভক্তিযোগ আর তত্ত্বজ্ঞান ধন ॥
কঠোর বৈরাগ্য আর তপোযুক্ত যোগ ।
সমুদয়ে দূর হয় প্রকৃতির ভোগ ॥
প্রকৃতি পুরুষে তবে করে পরিহার ।
পুরুষের অমঙ্গল নাহি হয় আর ॥
পুরুষ তত্ত্বজ্ঞ যবে হয় এ সংসারে ।
প্রকৃতি কিছুই তার না করিতে পারে ॥
অধ্যাত্মে হইয়া রত পুরুষ যখন ।
আত্মতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করে সেইজন ॥
কৈবল্যধামেতে যায় সেজন নিশ্চয় ।
মহানন্দে লাভ করে আমার আশ্রয় ॥
লিঙ্গদেহ তবে তার রহে নাক আর ।
সেজন না জন্ম লয় সংসারে আবার ॥
জ্ঞানভক্তিযোগে সিদ্ধ যোগীর মনেতে ।
অণিমা সিদ্ধি স্থান নাহি কোন মতে ॥
আসক্ত তাহার চিত্ত নয় কদাচন ।
লভিবে পরমাগতি, মরণ-বর্জ্জন ॥

ইতি পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ-বর্ণন ।

ধ্যানযোগ বর্ণন

ভগবান্ কহিলেন শুন গো জননি ।
ধ্যানযোগ লক্ষণাদি বর্ণিব এখনি ॥
স্বধর্ম্মাচরণ আর সন্তোষ প্রাণেতে ।
ভক্তের চরণ পূজা আসক্তি মোক্ষেতে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম হ'তে নিবৃত্তি সাধন ।
বিশুদ্ধ আহার-দ্রব্য সদাই ভক্ষণ ॥
অহিংসা ও সত্য কথা ব্রহ্মচর্য্য আর ।
তপস্যা ও শৌচ আদি পূজা অনিবার ॥
বেদ অধ্যয়ন আর মৌনাবলম্বন ।
প্রাণ বায়ু জয় করা ইন্দ্রিয় দমন ॥
শ্রীহরির লীলা ধ্যান স্থির করি মন ।
এরূপে করিবে ক্রমে যোগের সাধন ॥
প্রাণায়ামে শ্বাস জয় যে করিতে পারে ।
মন তার সুনির্ম্মল হয় বারে বারে ॥
পূরক কুম্ভক আর রেচক সহায়ে ।
প্রাণায়াম করিবেক অচঞ্চল হয়ে ॥
বায়ু অগ্নি যথা করে স্বর্ণে সুনির্ম্মল ।
প্রাণায়ামে শুদ্ধ হয় মনোগত মল ॥
বাত পিত্ত শ্লেষ্মা আদি রোগ দূরে যায় ।
ইন্দ্রিয় বিষয়ে মন কভু নাহি ধায় ॥
ভগবান্ চিন্তা সার ধ্যানের আশ্রয়ে ।
ধারণায় পাপ দগ্ধ হয় সমুদয়ে ॥
প্রত্যাহারে দূর হয় বিষয়ের আশ ।
ধ্যানে রাগ দ্বেষ আদি হয় যে বিনাশ ॥
যখন হইবে মন বিশুদ্ধ নির্ম্মল ।
শ্রীহরির মূর্ত্তি ধ্যান করিবে কেবল ॥
নাসাগ্রে রাখিয়া দৃষ্টি সমাহিত মনে ।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধ্যান কর সর্ব্বক্ষণে ॥
প্রসন্নবদন তাঁর রক্তিম লোচন ।
নীলোৎপলশ্যাম প্রভু অস্ত্র-বিভূষণ ॥
রমণীয় পীত পট্ট, কৌস্তুভশোভিত ।
বনমালী প্রভু কত রত্নে অলঙ্কৃত ॥
কটিদেশে চন্দ্রহার আনন্দবর্দ্ধন ।
সর্ব্ব পূজ্য জন সেই সৌম্যসুদর্শন ॥
কীর্ত্তনয় সদা যার অপূর্ব্ব কীরিতি ।
শয়নে বসনে সদা বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি ॥
নখেতে জোছনাপ্রভা আঁধি করে দূর ।
বজ্রাঙ্কুশধ্বজপদ্ম চিত্র সমধুর ॥
পদে যার গঙ্গা স্থিতা, সেই পূত বারি ।
আপনি ধরেন শিব নিজ শিরোপরি ॥

ব্রহ্মার জননী লক্ষ্মী নিজে সেবে যারে ।
গরুড় লইয়া কাঁধে আকাশে বিহরে ॥
ব্রহ্মার আশ্রয়স্থল যার নাভিমূল ।
লক্ষ্মীর আবাসবক্ষ জগতে অতুল ॥
যাহার আশ্রয়ে সব দেবতা উজ্জ্বল ।
একচিত্তে ভাব তার বদনকমল ॥
শ্রীহরির প্রতিঅঙ্গ ভক্তি সহকারে ।
হে জননি ধ্যান তুমি কর বারে বারে ॥
এ রূপে করিলে ধ্যান রহে না বিকার ।
যোগীর মনেতে হয় পুলক সঞ্চার ॥
প্রেমে অঙ্গ পুলকিত হয় যে তাহার ।
নয়নে আনন্দ-অশ্রু ঝরে অনিবার ॥
পরম আনন্দ যবে চিত্ত করে লাভ ।
বিষয়ে বিরক্ত হয় তাহার স্বভাব ॥
দেহাদি উপাধিশূন্য হইয়া তখন ।
অখণ্ড আত্মারে হেরে যত যোগিজন ॥
সুখদুঃখাতীত হ'য়ে তাহাদের প্রাণ ।
ব্রহ্মরূপ মহিমায় হয় অবসান ॥
আপন স্বরূপ প্রাপ্তি হইবে যখন ।
নশ্বর এ দেহ-জ্ঞান না রহে তখন ॥
দেহ হ'তে আত্মা ভিন্ন জানিও সদাই ।
এই উভয়ের মাঝে কোন যোগ নাই ॥
ইন্দ্রিয় ও ভূত মন জীব আদি যত ।
আত্মা হ'তে ভিন্ন তারা হয় অবিরত ॥
জীবসংজ্ঞা আত্মা হ'তে শুন গো জননি ।
ব্রহ্মসংজ্ঞা আত্মা হন পৃথক্ আপনি ॥
সর্ব্বভূতে আত্মা হেরে যত যোগী জন ।
আত্মাতে সকল ভূত করয়ে দর্শন ॥
দেহের আশ্রিত আত্মা গুণ বৈষম্যেতে ।
নানারূপে বোধ হয় বিভিন্ন জীবেতে ॥
বিস্ফুলিঙ্গ কাষ্ঠধূম অঙ্গার হইতে ।
স্বতন্ত্র যেমন অগ্নি জান বিধিমতে ॥
সেইরূপ ভূত জীব প্রকৃতি ইন্দ্রিয় ।
পরমাত্মা ব্রহ্ম নহে জানিবে নিশ্চয় ॥
অংশ যথা অংশী হ'তে ভিন্ন কভু নয় ।
ব্রহ্মে-জীবে সেই ভাব জানিবে নিশ্চয় ॥

এক অগ্নি পাত্রভেদে নানা ভাবে জ্বলে ।
জীবাত্মা বিভিন্ন দেহে সেইভাবে চলে ॥

ইতি ধ্যানযোগ বর্ণন ।

ভক্তিযোগ ও সংসার বর্ণন

দেবহূতি বলে পুত্র কর অবধান ।
ভক্তির লক্ষণ কহ হ'য়ে যত্নবান্ ॥
জীবের সংসার-গতি বলহ আমারে ।
মুমুক্ষু মানব যাহে পারে তরিবারে ॥
যার ভয়ে প্রজা সব পুণ্যকর্ম্ম করে ।
কালের লক্ষণ বল আমার গোচরে ॥
অজ্ঞতা কারণে যারা আসক্ত সংসারে ।
আবির্ভূত তুমি তার দুঃখ দূরিবারে ॥
শুনিয়া জননী বাক্য কপিল সুমতি ।
প্রশংসা করেন আর প্রীত হন অতি ॥
ধীরে ধীরে ভক্তিযোগ কহে অতঃপর ।
দেবহূতি পাইলেন প্রশ্নের উত্তর ॥
ভক্তিযোগ হয় মাতঃ অনেক প্রকার ।
বিশেষ বিশেষ মার্গে প্রকাশ তাহার ॥
হিংসা-দম্ভ-ভরে ভক্তি করে যেইজন ।
সে ভক্তি তামস ভক্তি হয় অনুক্ষণ ॥
ঐশ্বর্য্য কামনা করি ভক্তি যেই করে ।
সে ভক্তি রাজস ভক্তি জানিও অন্তরে ॥
শ্রীহরির প্রীতি তরে যে করে ভকতি ।
তাহাই সাত্ত্বিক ভক্তি শুন শুন সতী ॥

নির্গুণ ভকতি কামী হয় যেই জন।
মুক্তি তরে লালায়িত নহে তার মন॥
কিছু নাহি কাম্য তার সংসার মাঝার।
কেবল আমার সেবা করে সেই সার॥
এই ভক্তিযোগে জীব পায় পরিত্রাণ।
ব্রহ্মপদ লাভ করে সেই মহাপ্রাণ॥
নিত্য নিত্য যেই করে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
নিষ্কাম হইয়া করে পূজার বিধান॥
প্রতিমা দর্শন আর স্পর্শন পূজন।
নিত্য নিত্য যেই করে স্তবন বন্দন॥
সর্ব্বভূতে যেই ভাবে অস্তিত্ব আমার।
ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যশালী হয় চিত্ত যার॥
সাধুরে সম্মান করে দয়া করে দীনে।
ইন্দ্রিয় দমন যেই করে প্রতিদিনে॥
মোর নাম গান করে সাধুসঙ্গ করে।
সদা দীনভাব যেই দেখায় অন্তরে॥
সেই জন ভাগ্যবান্ ভুল নাহি তার।
অনায়াসে পায় সেই চরণ আমার॥
ভক্তিযোগযুক্তি চিত্ত রহে অবিকারে।
অক্লেশে লভিয়া থাকে পরম আত্মারে॥
পুষ্প হ'তে গন্ধ যথা বায়ুভরে যায়।
যোগারূঢ় ব্যক্তি মোরে সেইভাবে পায়॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে আমি বর্ত্তমান।
সবার ঈশ্বর আমি সবার নিদান॥
প্রাণিনিন্দা করে যেই, কভু তার প্রতি।
অর্চ্চিত হ'লেও আমি নাহি লভি প্রীতি॥
ব্রহ্মা আর ভূতে যার পৃথক্ দর্শন।
আমারে সে দ্বেষ করে, বিদ্বেষভাজন॥
যে জন মূঢ়তাবশে নাহি ভজে মোরে।
শান্তি নাহি পায় কভু সে জন অন্তরে॥
যতদিন জীব মোরে না বুঝিতে পারে।
ততদিন জীব যেন পূজে প্রতিমারে॥
অচেতন বস্তু হ'তে শ্রেষ্ঠ সচেতন।
সচেতন হ'তে শ্রেষ্ঠ প্রাণধারী জন॥
প্রাণধারী হ'তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান্ যত।
সংসার মাঝারে মাগো জানিও সতত॥
জ্ঞানবান্ হতে শ্রেষ্ঠ পাদপ সকল।
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় যত মৎস্যদল॥
মৎস্য হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় যতেক ভ্রমর।
ভ্রমর হইতে শ্রেষ্ঠ সর্প নিরন্তর॥
সর্প হ'তে শ্রেষ্ঠ কাক সেই কাক হ'তে।
বহুপদ জীবগণ শ্রেষ্ঠ এ জগতে॥
বহুপদ হ'তে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদ সব।
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় যতেক মানব॥
মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় বিপ্রগণ।
বিপ্রের মাঝারে শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় বেদার্থজ্ঞ জন।
সকলের শ্রেষ্ঠ হয় সঙ্গত্যাগিগণ॥
নিষ্কাম ও সঙ্গত্যাগী যেই জন হয়।
কর্ম্মফল দান মোরে করে সমুদয়॥
সর্ব্বত্র সমানদর্শী হয় সেই জন।
অভিমানশূন্য হ'য়ে রহে অনুক্ষণ॥
সর্ব্বভূতে ভগবান্ রহে অবিরাম।
তাই সর্ব্বজীবে মাগো করিবে প্রণাম॥
যোগ আর ভক্তিযোগে শুন গো জননি।
পরম পুরুষে লাভ করিবে আপনি॥
পরমাত্মা ভগবান্ নিয়ন্তা সবার।
প্রধান পুরুষ রূপী হন অনিবার॥
দৈব নামে যেই বস্তু অভিহিত হয়।
আমি ছাড়া সেই দৈব আর কিছু নয়॥
ভূতগণ-অভ্যন্তরে করিয়া প্রবেশ।
ভূতযোগে ভূতে যেই করয়ে নিঃশেষ॥
সংসারেতে বিরাজিত যে কাল ভয়াল।
শ্রীবিষ্ণুর রূপে স্পষ্ট হয় সেই কাল॥
বিষ্ণুই সবার প্রভু যজ্ঞফলদাতা।
সবার কারণ তিনি সবার বিধাতা॥
কালের নাহিক বন্ধু, প্রিয় বা অপ্রিয়।
অপ্রমত্ত থাকি নিজে প্রমত্তে ধ্বংসয়॥

তাঁহার ভয়েতে সদা বহিছে পবন।
তাঁহার ভয়েতে রবি দিতেছে কিরণ॥
তাঁহার আদেশে বৃক্ষে ফুটে ফুলফল।
তাঁহারি শাসনে সদা বহে নদীজল॥
জলধি তাঁহার ভয়ে না করে প্লাবন।
তাঁহারি আদেশে দীপ্ত হয় হুতাশন॥
মহত্তত্ত্ব আর যত আছে দেবগণ।
তাঁহার ভয়েতে কর্ম্ম করে অনুক্ষণ॥
সকলের আদি কর্ত্তা সেই নারায়ণ।
যমেরেও মৃত্যু দ্বারা করেন নিধন॥
সকলের অন্তকর সকল সময়।
আপনি অনাদি তিনি অনন্ত অব্যয়॥

ইতি ভক্তিযোগ ও সংসার বর্ণন।

অধার্ম্মিকদিগের তামসী-গতি বর্ণন

ভগবান্ কহিলেন শুন গো জননি।
আরো কিছু তত্ত্বকথা কহিব এখনি॥
মেঘ যথা বায়ুদ্বারা হয় বিতাড়িত।
তথাপি না জানে তার শক্তি অগণিত॥
কালেতে চালিত তথা জীব সমুদয়।
তথাপি বিক্রম তার জ্ঞাত নাহি হয়॥
যে অর্থ তাহারা কষ্টে করে উপার্জ্জন।
ভগবান্ কাল তাহা নাশে অনুক্ষণ॥
পুত্রকলত্রাদি সহ গৃহ ক্ষেত্র ধন।
চিরস্থায়ী ব'লে সদা জানে যেই জন॥
মোহমুগ্ধ হ'য়ে জীব আপন অন্তরে।
অনিত্য বস্তুরে সদা নিত্য জ্ঞান করে॥
যে যোনিতে জন্ম লয় আপন স্বভাবে।
সেই যোনি সুখকর বলি মনে ভাবে॥
নরকস্থ হ'য়ে জীব মায়ায় মোহিত।
ত্যজিতে নারকদেহ নারে কদাচিত॥
দেহ, নারী, পুত্র, পশু, বন্ধু আর ধন।
এতেকে আসক্ত থাকি ধন্য ভাবে মন॥
কাজেই তাহারা কভু মুক্তি নাহি পায়।
দুর্ম্মতি তাহারা অতি নাহিক উপায়॥
সাধুসঙ্গ নাহি করে কভু যেই জন।
গুরুজনসেবা নাহি করে কদাচন॥
আমারে না ভজে যেই স্বার্থপর হয়।
নানা বাসনায় মন সদা মুগ্ধ রয়॥
পুত্র পরিবার তরে সেই মূঢ়জন।
চিন্তায় বিদগ্ধ হয় সদা তার মন॥
নানারূপ অপকর্ম্ম সেই জন করে।
গৃহধর্ম্মে রত হয় প্রফুল্ল অন্তরে॥
মোহে অন্ধ যত জীব তারা অহরহঃ।
মন্দ কর্ম্ম করি করে অর্থের সংগ্রহ॥
অর্থের চিন্তায় তারা প্রপীড়িত হয়।
দীন আর শোভাহীন হয় সুনিশ্চয়॥
জীবিকা বিনষ্ট হ'লে আবার সে জন।
নিষ্ফল চেষ্টায় চায় অপরের ধন॥
অক্ষম পোষণে পুত্র কলত্রাদি যত।
দীর্ঘশ্বাস সেই জন ছাড়ে অবিরত॥
নির্দ্দয় কৃষক বৃদ্ধ বৃষে না আদরে।
রমণী না করে যত্ন সে বৃদ্ধ পতিরে॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে রোগে ধরে দেহ।
তবুও হরির চিন্তা নাহি করে কেহ॥
ক্রমে ক্রমে কাল আসি করে তারে গ্রাস।
অজ্ঞান হইয়া ত্যজে অন্তিম নিঃশ্বাস॥
অনন্তর যমদূত করি আগমন।
তাহারে লইয়া যায় করিয়া বন্ধন॥
তখন স্মরিয়া নিজ অতীতের পাপ।
সেই হতভাগ্য জন করে অনুতাপ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় হয় সে কাতর।
কষার আঘাত পড়ে পৃষ্ঠের উপর॥

প্রতপ্ত বালুর পথ দগ্ধ সূর্য্যতাপে।
তাহাতে চলিতে হয় আপনার পাপে॥
অগ্নিময় বায়ু বহে জাগে দাবানল।
পথেতে আশ্রয় নাহি নাহি খাদ্য জল॥
চলিতে শকতি নাহি তথাপি সে জন।
যমদূতভয়ে পথ করে পর্য্যটন॥
এইরূপে ভয়ঙ্কর পথ হ'য়ে পার।
ক্রমে উপনীত হয় যমের আগার॥
ভীষণ যমের পুরী অতি ভয়াবহ।
পাপীরা যন্ত্রণা সেথা ভোগে অহরহঃ॥
আগুনে পুড়িয়া কেহ করিছে চীৎকার।
কেহ বা নিজের মাংস করিছে আহার॥
ভীষণ কুক্কুর আর গৃধিনীর দল।
খাইতেছে অন্ত্র আদি করি কোলাহল॥
কোথাও বৃশ্চিক আর বিষধরগণ।
নিরুপায় পাপীদেরে করিছে দংশন॥
কোথাও পাপীর দেহ কাটে যমদূত।
কোথাও বিদীর্ণ করে গজাদি অদ্ভুত॥
এইরূপে নরকের ঘোর যাতনায়।
নিরন্তর পাপিগণ অতি কষ্ট পায়॥
তামিস্র অন্ধতামিস্র রৌরব নামেতে।
যে সব নরক আছে বর্ণিত শাস্ত্রেতে॥
নর-নারী যেই হোক পাপ করে যদি।
ভয়ঙ্কর সে নরক ভোগে নিরবধি॥
অন্তিমেতে যবে জীব ত্যজে কলেবর।
কর্ম্মফল যায় তার সাথে নিরন্তর॥
পাপরূপ পাথেয় সে ল'য়ে নিজ সাথে।
নরকে প্রবেশ করে ভুল নাহি তাতে॥
অধর্ম্ম যে জন করে হয় অধার্ম্মিক।
ভীষণ নরক সেই ভোগ করে ঠিক॥
নরকভোগের পর সেই মূঢ় জন।
কুকুর শূকর জন্ম লভে অনুক্ষণ॥

এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাপ হ'লে ক্ষয়।
আবার মানব-জন্ম সেই জন লয়॥

ইতি অধার্ম্মিকদিগের তামসী-গতি-বর্ণন।

জীবের গর্ভবাসাদি গতি বর্ণন

ভগবান্ কহিলেন হে জননি শুন।
তামসী-গতির কথা কহি আমি পুনঃ॥
পুরুষের রেতঃকণা করিয়া আশ্রয়।
স্ত্রীর গর্ভে যায় যত জীব সমুদয়॥
রেতঃকণা গর্ভমাঝে করিলে গমন।
শোণিতের সাথে তার হয় যে মিশ্রণ॥
প্রথমে বুদ্বুদ রূপে হয় পরিণত।
ক্রমে ক্রমে হয় তাহা বদরীর মত॥
মাংসপিণ্ডরূপ ধরে সেই জীব ক্রমে।
ক্রমে শিরোদেশ হয় জানিও মরমে॥
হস্ত পদ নখ লোম অস্থি চর্ম্ম আর।
সপ্তধাতু ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মিবে তাহার॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে হয় তার জ্ঞান।
মাতার কুক্ষির মাঝে করে অবস্থান॥
যদিও না ইচ্ছা হয় তবুও তখন।
বিষ্ঠা-মূত্র মাঝে জীব করয়ে শয়ন॥
ক্ষুধিত যতেক কৃমি দংশে অনিবার।
তাহাতে সে ভোগ করে যাতনা অপার॥
ভিতরে জরায়ু আর অন্ত্র বাহিরেতে।
আবৃত সে রহে যেন পক্ষী পিঞ্জরেতে॥
মস্তক স্থাপন করি মাতৃ-কুক্ষিদেশে।
কুটিল করিয়া গ্রীবা থাকে অতি ক্লেশে॥
গর্ভমাঝে জীব যবে বাস করে নিতি।
মনে জাগে নিরন্তর পূর্ব্বকর্ম্মস্মৃতি॥

শত শত জন্মকৃত যত আছে পাপ।
সকল স্মরণ করি জাগে অনুতাপ॥
সপ্তম মাসেতে জীব লাভ করে জ্ঞান।
অস্থির তখন হয় কৃমির সমান॥
পুনর্ব্বার গর্ভবাস নাহি যাতে হয়।
তাই সে হরির স্তব করে সে সময়॥
যেঁই হরি নানা রূপ করয়ে ধারণ।
তাঁহার চরণ আমি লইনু শরণ॥
অতীব অসাধু আমি অতীব দুর্ম্মতি।
লাভ করিয়াছি আমি উপযুক্ত গতি॥
যে দেহ লভিয়া এই সহিতেছি ক্লেশ।
তাহাতেও বিরাজিত সেই পরমেশ॥
অখণ্ড বিশুদ্ধ তিনি সদা নির্ব্বিকার।
অধিষ্ঠিত তিনি সদা হৃদয়ে আমার॥
পঞ্চভূতময় দেহ আচ্ছন্ন মিথ্যায়।
তথাপি রহেন প্রভু নিজ মহিমায়॥
সর্ব্বজ্ঞ মহান্ তিনি নিয়ন্তা সবার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার॥
উপাস্য সদাই হন সেই ভগবান্।
আমারে দিলেন তিনি ত্রৈকালিক জ্ঞান॥
ওহে ভগবন্ প্রভু অগতির গতি।
মাতার উদরে আমি রয়েছি সম্প্রতি॥
শোণিতে ও বিষ্ঠা-মূত্রে পূর্ণ এ উদর।
অতিশয় ক্লেশ ভোগ করি নিরন্তর॥
এই কূপ হ'তে কবে পাইব উদ্ধার।
কৃপা করি বল ওহে কৃপা-অবতার॥
পুনঃ পুনঃ গর্ভবাস অতি ক্লেশকর।
এ যাতনা হ'তে মুক্ত করহে ঈশ্বর॥
ভগবান্ কহিলেন দেবহূতি প্রতি।
এইরূপ স্তব করে গর্ভের সন্ততি॥
দশ মাস কাল গত হয় যে সময়।
বায়ুবলে সেই জীব অধঃক্ষিপ্ত হয়॥
বাহিরে আসিয়া শিশু হয় অচেতন।
স্মৃতিশক্তি লোপ পায় জন্মের কারণ॥
ভূমিতে পড়িয়া শিশু সব যায় ভুলে।
ক্রন্দন করিতে থাকে উচ্চরব তুলে॥
ক্রমে শিশু বড় হয় পায় নানা ক্লেশ।
শৈশবের দুঃখ ভোগ করে সে অশেষ॥
অপবিত্র শয়নেতে থাকে সর্ব্বক্ষণ।
উঠিতে বসিতে নারে করয়ে রোদন॥
ডাঁশ মশা জীব আদি দংশয় তাহারে।
পঞ্চবর্ষ কাল কিছু করিতে না পারে॥
পৌগণ্ড অবস্থাকালে যতেক মানব।
অধ্যয়ন আদি দুঃখ করে অনুভব॥
যৌবনের কাল যবে উপনীত হয়।
অর্থ তরে নানা কষ্ট পায় সে সময়॥
অবিদ্যায় মুগ্ধ হ'য়ে মিথ্যা কর্ম্ম করে।
কর্ম্মের বন্ধনে শুধু জড়াইয়া পড়ে॥
কামাতুর হ'য়ে করে অবৈধ বিহার।
নরকেতে বাস হয় অবশ্য তাহার॥
অসাধু-সংসর্গ-দোষে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
সত্য শৌচ দয়া হয় নষ্ট সমুদয়॥
প্রজাপতি ব্রহ্মা হেরি নিজ দুহিতারে।
বিমুগ্ধ হইয়াছিল কাম সহকারে॥
উপায় না হেরি কন্যা মৃগীরূপ ধরে।
ব্রহ্মার নিকট হ'তে পলায়ন করে॥
কামাতুর ব্রহ্মদেব লজ্জাহীন চিতে।
মৃগরূপে ছুটিলেন কন্যার পশ্চাতে॥
আপনি ব্রহ্মাও যবে মুগ্ধ রমণীতে।
কোন্ নর নারী হেরি মুগ্ধ নহে চিতে॥
অপূর্ব্ব রমণী-মায়া অতি তার বল।
বীরেরা লুটায়ে পড়ে কটাক্ষে কেবল॥
কশ্যপ মরীচি আদি যত ঋষিজন।
সকলেই মুগ্ধ বটে, বাদে নারায়ণ॥
যে জন হইবে যোগী সংসার ভিতরে।
সে যেন প্রমদা-সঙ্গ কভু নাহি করে॥
নরকের দ্বাররূপা হয় নারীগণ।
মৃত্যুর স্বরূপ তারা হয় অনুক্ষণ॥

মুমুক্ষু রমণী সব আমার মায়ায় ।
পতি পুত্র বিত্ত লাগি মোহে পড়ে ধায় ॥
এ সব জানিবে তার মৃত্যুর কারণ ।
মুক্তি নাহি পাবে, আছে মায়া যতক্ষণ ॥
মুক্তিকামী জীবগণ মঙ্গলনিদান ।
মায়ারে মৃত্যুর রূপে করে হেন জ্ঞান ॥
এরূপ জীবের গতি জানি মনে মনে ।
ত্যজিবে অসাধু-সঙ্গ যত ধীর জনে ॥
জীবের বিনাশ নাই, জানিবে নিশ্চয় ।
জীবনে ধিক্কার তাই উচিত না হয় ॥
মৃত্যুতে নাহিক ভয়, অযত্ন জীবনে ।
নিশ্চয় জানয়ে তাহা যত জ্ঞানীজনে ॥

যোগ ও বৈরাগ্য যুক্ত করিয়া বুদ্ধিতে ।
আসক্তিবিহীন হ'য়ে থাকিবে মহীতে ॥

ইতি জীবের গর্ভবাসাদি গতি বর্ণন ।

কপিল কর্ত্তৃক ব্রহ্ম মীমাংসার উপসংহার

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন ।
শুনহ শুকের বাণী অমৃত নিঃস্বন ॥
সম্বোধি রাজায় শুক কহি পূর্ব্ব বাণী ।
আরম্ভেন অপরূপ মীমাংসা বাখানি ॥
যে কথা কহিল মৈত্র বিদুর সদন ।
পুনঃ সেই যোগভাগ কর আস্বাদন ॥
পূর্ব্ব বিবরণ কহি মৈত্রেয় সুজন ।
কহিলেন বিদুরেরে অন্য বিবরণ ॥
বিদুরে আগ্রহ হেরি তবে মুনিবর ।
কপিল-মীমাংসা-বার্ত্তা কহে অতঃপর ॥
মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন ।
ব্রহ্মের মীমাংসা যাহা কপিল-বচন ॥
কেমনে সংসারে রতি বর্ণিয়া পূরবে ।
কহেন তত্ত্বের রীতি যাহা এই ভবে ॥
গৃহীদের ফলাফল বৈরাগীর যথা ।
কহেন কপিল এবে প্রকাশি সর্ব্বথা ॥
সম্বোধি মাতাকে পুনঃ কহেন কপিল ।
শুন শুন মাতা কিছু মীমাংসা জটিল ॥
অতি কূট এ মীমাংসা সর্ব্ব-সারাৎসার ।
বুঝিলেই জীবে যায় ভব-পারাবার ॥
একা ধর্ম্ম হ'তে জন্ম এ হেন সংসার ।
সেই ধর্ম্মবলে জ্ঞাত মুক্তি-পারাবার ॥
ধর্ম্ম বিনা অন্য পথ নাহিক সংসারে ।
কহিলাম সত্য মাতঃ আপন বিচারে ॥
গৃহস্থ তাহারে কয় যেই গৃহে রয় ।
সংসারেই সেই জন মায়াবদ্ধ হয় ॥
সংসারের ধর্ম্মরূপী গাভী বর্ত্তমান ।
কাম অর্থ দুগ্ধ তার কহেন বিদ্বান ॥
গৃহিজনে সেই দুগ্ধ করিয়া দোহন ।
কামযুক্ত চিত্তে ভুলে পরম রতন ॥
কামবশে ভুলি সেই আদি ভগবানে ।
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে থাকে সে অজ্ঞানে ॥
নিষ্কাম না হ'য়ে করে সদা কামাচার ।
যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ আদি শাস্ত্র ব্যবহার ॥
সকাম ভাবেতে তার পরিপূর্ণ মন ।
না পায় শ্রীহরিপদ করিতে সেবন ॥
স্বর্গমাঝে খ্যাত যাহা মহাচন্দ্রলোক ।
সেই স্থানে গৃহী যায় ত্যজিয়া ভূলোক ॥
চন্দ্রলোক-স্থায়ী নয় এই হেতু নরে ।
পুনশ্চ আইসে এই সংসার ভিতরে ॥
যখন হইবে লয় ব্রহ্মাণ্ড সকল ।
অনন্ত-শয্যায় হরি শয়ান কেবল ॥
ভূমি চন্দ্র দুই তবে হইবেক লয় ।
সেই হেতু চিরসুখী গৃহস্থ না হয় ॥

সংসারী হইয়া জীব হইলে সকাম।
নাহি পূর্ণ হয় মাতঃ তার মনস্কাম॥
এই তো কহিনু মাতা সংসারি-বিচার।
এক্ষণে কহিব কিছু যোগি-ব্যবহার॥
জন্মিয়া সংসারে যেই ল'য়ে নিজ মন।
ধর্ম্ম হ'তে কাম অর্থ না করে দোহন॥
সর্ব্বদা প্রশান্ত হ'য়ে শুদ্ধ রাখে মন।
সর্ব্বদা নিবৃত্তি করে ধর্ম্ম-পরায়ণ॥
মমতা ত্যজিয়া হয় শূন্য অহঙ্কার।
বিষয়েতে চিত্ত যার না হয় বিকার॥
সত্ত্বগুণ অবলম্বে যেই যোগী মুনি।
চিত্ত যার সুনির্ম্মল হরিলীলা শুনি॥
যেই ভগবানে করে কর্ম্ম সমর্পণ।
সূর্য্য দ্বারা হরি-স্থানে করে সে গমন॥
মহাকৃতি সূর্য্য-লোক নাহি তার লয়।
জীবের উৎপত্তি নাশ যার জন্য হয়॥
সেই সূর্য্যে মিলি যায় নিষ্কাম সাধক।
সূর্য্য তার ভার ল'য়ে হয়েন বাহক॥
মহা-সাধু সেই জন পায় মুক্তিধন।
নিষ্কাম জীবের ভাগ্যে এ হেন ঘটন॥
বুঝিয়া করিবে কার্য্য জননী আমার।
নিষ্কাম সকল ভাব জীবের বিচার॥
লয়-কালে লীন কভু না হয় তপন।
সূর্য্যলোকে রয় যত নিষ্কাম সুজন॥
সূর্য্যই ব্রহ্মের পথ জানিবে নিশ্চয়।
মুক্তি লাগি সূর্য্যপথে প্রবেশিতে হয়॥
অতএব জননি গো মোর বাণী শুন।
ব্রহ্মপ্রতি মন তুমি দাও পুনঃ পুনঃ॥
যেই ভক্তি আশ্রয়েতে রহে সে চরণ।
নিষ্কাম ভক্তিই তারে কহে জ্ঞানিজন॥
সেই ভক্তি হে জননি করহ ভজন।
পাইবে তাহাতে মুক্তি আমার বচন॥
বাসুদেবে ভক্তি-দান যেই জন করে।
জ্ঞান ও বৈরাগ্য ফলে তাহার অন্তরে॥
এই দুই পথ হয় ব্রহ্মের কারণ।
উহাতেই লাভ হয় ব্রহ্ম-দরশন॥
চিত্ত যার অনুরাগী হরির চরণে।
বিষয় বাসনা ত্যজে ইন্দ্রিয়ের গণে॥
আপনি নিঃসঙ্গ হয় হরি-প্রেম পানে।
পরম আনন্দ তার উপজয়ে প্রাণে॥
কেমন সে ব্রহ্ম হয় শুনহ জননি।
করিব বিচার তায় বুঝিয়া এখনি॥
অগণ্য তাঁহার নাম জ্ঞানের গোচর।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুরুষ-ঈশ্বর॥
জ্ঞানবলে এই নাম করিয়া নির্দ্দেশ।
বুঝিলে পাইবে ব্রহ্ম-দর্শন বিশেষ॥
সঙ্গ না ত্যজিলে বোধ নাহি হবে জ্ঞান।
জ্ঞান বিনা নাহি পাবে ব্রহ্মের প্রমাণ॥
জ্ঞানবলে যদি জীব ভাবে অনুক্ষণ।
অন্তর ভিতরে ব্রহ্ম করে দরশন॥
শব্দাদি সকলি ব্রহ্ম হ'লে অনুমান।
পাইবে সাধক ব্রহ্ম নিজ বিদ্যমান॥
যেই জন শব্দাদিকে ভাবয় স্বভাব।
সর্ব্বদাই হৃদে তার যুক্ত ভ্রম-ভাব॥
ঈশ্বর হইতে জন্ম আপনি প্রধান।
তাহা হ'তে জন্ম পায় ক্রমেতে মহান্॥
মহত্তত্ত্ব হ'তে সৃষ্ট হয় অহঙ্কার।
সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-ভেদে ত্রিবিধ আকার॥
সত্ত্বেতে অন্তর লাভ নাম তার মন।
ইন্দ্রিয় দেবতা যত তাহাতে জনন॥
রজোভাবে জনমিল ইন্দ্রিয় সকল।
কর্ম্ম জ্ঞান ভেদাভেদ দেহেতে কেবল॥
তমেতে জন্মিল ভূত মাত্রা গুণ ল'য়ে।
জগৎ প্রকাশে তাহে শব্দাদিতে র'য়ে॥
অতএব শব্দ আদি ব্রহ্ম নিরূপণ।
তাঁর রূপান্তর সব জগৎ-কারণ॥
জ্ঞানবলে হেন বোধ হ'লে অনুমান।
তবে অর্থ-ভাব তার হৃদে বিদ্যমান॥

ইহারেই ব্রহ্মতত্ত্ব কহে জ্ঞানিজন।
ইহারে জানিলে মুক্তি লভে সেইক্ষণ॥
আপন সঙ্কল্প জ্ঞানে করিলে প্রদান।
জ্ঞানে নাশ অহঙ্কার যোগের প্রমাণ॥
এই জ্ঞান-লাভ লাগি সন্ন্যাসীরা যত।
করিতেছে যোগাচার সংসারে সতত॥
যোগ-রত যেই জন হয় কর্ম্মবশে।
ব্রহ্মতত্ত্ব সেই জন নয়নে দরশে॥
সামান্য জ্ঞানের বোধ করিনু প্রকাশ।
বুঝিলে বিস্তার হবে ইহার আভাষ॥
ইহা জানি মাতঃ আগে ভক্তিযোগ কর।
ভক্তিবলে জ্ঞানভাব হৃদয়েতে ধর॥
পাইবে তাহাতে মুক্তি আমার বচন।
ইহারেই সাংখ্য-যোগ বলে জ্ঞানিজন॥
যেই জন করে মাতঃ মুক্তি অভিলাষ।
এই যোগ ভিন্ন তার নাহি পূরে আশ॥
ভক্তিযোগ করি মাতঃ পূর্ব্বেতে আমার।
ভক্তিতে হইলে সিদ্ধ জ্ঞানের বিচার॥
প্রকৃতি পুরুষ বোধ জ্ঞানেতে হইবে।
তবে মুক্তিধন সাধু আপনি পাইবে॥
জ্ঞান ভক্তি দুই এক ব্রহ্মের কারণ।
যেই যাহা পারে তাহা করে আচরণ॥
বহু-গুণযুত যদি এক ফল রয়।
রূপ রস গন্ধ আদি নানা গুণময়॥
ফলের বিচার লাগি ল'য়ে ভিন্ন গুণ।
বিভিন্ন আস্বাদ করে ইন্দ্রিয় নিপুণ॥
রসনায় লয় রস গন্ধ নাসিকায়।
নয়নেতে লয় রূপ যাহে জানা যায়॥
সবার উদ্দেশ্য এক জানিবারে ফল।
ঈশ্বরের তথা পথ শাস্ত্রেতে সফল॥
নানা পথে গতি করি লভে সে ঈশ্বর।
বুঝিয়া করিবে কর্ম্ম জ্ঞানের গোচর॥
কহি ভক্তি-জ্ঞান-বাণী জননী তোমায়।
কহিনু বিচার ভাবে শ্রেষ্ঠ যে বুঝায়॥
যেমতে ঈশ্বর হন যেমতে সংসার।
যেমতে মায়ার সৃষ্টি করিনু বিচার॥
যেমতে জীবের জন্ম অবিদ্যা যেমন।
একে একে সব মাতঃ করিনু বর্ণন॥
এই উপদেশমতে করি যোগাচার।
পাইবেন করতলে মুক্তি সারাৎসার॥
অতি গোপনীয় বাণী জননি তোমায়।
কহিলাম একে একে বুঝিয়া স্বাধ্যায়॥
পর-উদ্বেজক যারা অবিনীত খল।
তাদের নিকটে নাহি বলিবে সকল॥
দুরাচার লোভী যারা অহঙ্কারী অতি।
গৃহেতে আসক্ত যারা অতীব দুর্ম্মতি॥
মোর প্রতি যাদের না ভক্তিযুত মন।
তাহাদের কাছে ইহা না কর কীর্ত্তন॥
শ্রদ্ধাশীল যারা হয় ভক্ত ও বিনীত।
জীবে প্রেম করে যারা অতি শুদ্ধচিত॥
বৈরাগ্য যাদের সদা বাহ্য বিষয়েতে।
শান্তচিত্ত পরসেবা করে আনন্দেতে॥
প্রিয় হ'তে প্রিয় যেবা ভাবিছে আমারে।
এই জ্ঞান দিও তুমি শুধুই তাহারে॥
এই বাণী যেই জন শুনে একমনে।
মুক্তি তার হস্তগত হয় সেইক্ষণে॥
পরম ভক্তিতে যেই করিবে শ্রবণ।
একবার যদি ইহা করয়ে কীর্ত্তন॥
ভক্তিযোগ সেই জন পাইবে নিশ্চিত।
জানিবে ইহাই মাতা শাস্ত্রের বিহিত॥

এতেক কহিয়া তবে হইলেন স্থির।
দেবহূতি আনন্দেতে রোমাঞ্চ-শরীর॥

ইতি কপিল কর্তৃক ব্রহ্ম মীমাংসার উপসংহার।

দেবহূতির স্তব ও কপিলের বনগমন

সূত কহে শৌনকেরে শুন মহামতি।
শুক-মুখামৃত বাণী মৈত্রেয়-ভারতী ॥
কহিলেন শুকদেব সম্বোধি রাজারে।
শুন রাজা মৈত্র-বার্ত্তা ভক্তিসহকারে ॥
অতি অপরূপ বাণী মৈত্রেয়-বচন।
দেবহূতি-কপিলের কথা সমাপন ॥
সমাপিয়া পূর্ব্বকথা মৈত্র হ'ল স্থির।
কহেন বিদুর তবে বচন গম্ভীর ॥
শুনিলাম তব মুখে সাংখ্যের বিচার।
যেমতে কপিলদেব করেন বিস্তার ॥
ধন্য ধন্য দেবহূতি ধন্য জ্ঞান সার।
ধন্য সে কপিলদেব যাঁহাতে প্রচার ॥
কহ দেব বিচারিয়া কিবা ঘটে পরে।
জ্ঞান লভি দেবহূতি জননী কি করে ॥
জননীরে জ্ঞান দিয়া জগতের হিতে।
কপিল করেন কিবা আপন বিহিতে ॥
বিদুরের কথা শুনি মৈত্রেয় সুজন।
আরম্ভেন একে একে গম্ভীর বচন ॥
যেই কথা কহ সাধু মিষ্ট অতিশয়।
দেবহূতি-পরিণাম শুন মহাশয় ॥
পুত্রমুখে শুনি বাণী জ্ঞানের আধার।
আনন্দে মগনা হন ভাবিতে অপার ॥
জ্ঞানবলে ক্রমে তাঁর মোহ হ'ল দূর।
দেখেন উপায় আছে মুক্তির প্রচুর ॥
ভাবেন পুত্রেরে তবে প্রভু নারায়ণ।
জগতের মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞানের তপন ॥
মোহনাশে সেই ভাব উপজিল মনে।
করযোড়ে কুমারেরে তোষেন স্তবনে ॥
জন্ম দিলা পিতা মোরে মহা-পুণ্য-বলে।
তাই নারী-জন্ম মম সুকর্ম্মের ফলে ॥
পাইনু উত্তম স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মন্।
জন্মিলে ঔরসে তাঁর তুমি নারায়ণ ॥
গর্ভেতে ধরিনু হরি হইনু জননী।
মম সম ভাগ্যবতী কে আছে রমণী ॥
ধন্য প্রভু তব মায়া বুঝিব কেমনে।
তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হ'য়ে জন্মিলে আপনে ॥
যেই জন পূজে তোমা ভাবি হৃদি সার।
পুত্র হ'য়ে নাশ তার সংসারের ভার ॥
ভক্তাধীন ভগবান্ এইজন্য কয়।
সত্য সেই বাণী এবে হইল নিশ্চয় ॥
করেছিনু বহু পুণ্য জন্ম-জন্মান্তরে।
তাই তোমা হেন পুত্র ধরিনু উদরে ॥
জগৎ-কারণ-রূপী তোমার শরীর।
বেদ-মাঝে এই ব্যাখ্যা করে যত ধীর ॥
ত্রিগুণ-প্রবাহ তাহে রহে নিরন্তর।
অহঙ্কার জন্ম লয় যাহার ভিতর ॥
ইন্দ্রিয় ও ভূত যত জন্মায় যাহাতে।
শব্দ আদি সূক্ষ্ম ভাব সুব্যক্ত মায়াতে ॥
মনোরূপে ব্যাপ্ত তাহা জগৎ-মাঝার।
সেই শক্তি তুমি হও ওহে সারাৎসার ॥
কারণ-সলিলে তব আছিল শরীর।
তাই জগতেতে ব্যাপ্ত কহে যত ধীর ॥
তোমা হ'তে হয় প্রভু ব্রহ্মার জনন।
অজ তুমি কেবা তোমা করে দরশন ॥
ব্রহ্মাও ধরিয়া তোমা না দেখে নয়নে।
হেন অপরূপ তুমি জানিব কেমনে ॥
নাভি-সরোবর হ'তে বাহিরে কমল।
তাহাতে জন্মায় ব্রহ্মা হইয়া প্রবল ॥
ব্রহ্মা তব রূপান্তর নহে অন্য জন।
তুমি বিনা কেবা করে সৃষ্টির সাধন ॥
কি লীলা কহিব তব হইয়া রমণী।
নিষ্কাম হইয়া হও কাম-চূড়ামণি ॥
আপনার শক্তি ল'য়ে করিলে যে মায়া।
অনন্ত শকতি তার অপরূপ কায়া ॥

তাহার মাঝারে গিয়া হ'য়ে কামপতি।
সৃজিলেন নানা জীবে তাহাদের গতি ॥
মায়ারে লইয়া কর সৃষ্টির বিধান।
কি কহিব সেই কথা বেদেতে প্রমাণ ॥
প্রলয়ে ধরিলে বিশ্ব আপন উদরে।
সেই তুমি পুত্র হ'লে কোন মায়া তরে ॥
জগতেতে ব্যাপ্ত তুমি প্রভু নারায়ণ।
কেমনে করিনু তোমা উদরে ধারণ ॥
কেমনে বা তুমি প্রভু হ'য়ে সৃষ্টিপতি।
হইলে কুমার মম ল'য়ে শিশু-মতি ॥
জগৎ-পালনে আর দুষ্টের দমনে।
বরাহরূপেতে তুমি এলে এ ভুবনে ॥
জ্ঞান প্রকাশিতে তুমি এই অবতার।
দয়া করি হ'লে প্রভু আমার কুমার ॥
চণ্ডাল হইয়া যদি শুনে তব নাম।
ভক্তিভাবে যদি করে তোমারে প্রণাম ॥
ধন্য তার জন্ম তার পাপ নাশ হয়।
ব্রাহ্মণের সম পূজ্য সে জন নিশ্চয় ॥
যাহারা করয়ে তব নাম উচ্চারণ।
তপস্যা হোমের ফল, বেদ-অধ্যয়ন ॥
তীর্থস্নান আদি যত পুণ্যকর্ম্ম হয়।
সমুদয় ফল তারা পাইবে নিশ্চয় ॥
আদি তুমি অন্ত তুমি ব্রহ্মা হতে শ্রেষ্ঠ।
চিন্তিলে না পাই প্রভু তোমা বিনা জ্যেষ্ঠ ॥
বেদগর্ভ বিষ্ণু তুমি কপিল যে নাম।
তোমারে জানাই আমি আমার প্রণাম ॥
এ হেন মহিমা যার তুমি সেইজন।
কিবা তার ভাগ্য যেই পায় দরশন ॥
ধন্য সেই জন যেবা তব নাম করে।
কীর্ত্তনে উন্মত্ত হয় যেই অকাতরে ॥
ধন্য সেই তব লাগি হয় যে ভিখারী।
তব লাগি যেই জন হয় তপ-চারী ॥
ধন্য সেই তব জন্য যে করে ভজন।
ধন্য সেই তব জন্য যে করে পূজন ॥
ধন্য সেই তব লাগি করে অধ্যয়ন।
চারিবেদে যথা পায় তব দরশন ॥
পরম পুরুষ তুমি ব্রহ্ম মহীয়ান।
চিন্তায় তোমার কেহ না পায় সন্ধান ॥
তুমি কৃপা করি বেদ করিলে প্রচার।
তুমিই সৃজিলে এই জগৎ সংসার ॥
মায়াময় হও তুমি অন্ত কেবা পায়।
বিষ্ণু হ'য়ে পুত্ররূপে তারিলে আমায় ॥
হইলাম ধন্য আমি তব দরশনে।
হৃদয় ভরিয়া করি প্রণাম চরণে ॥
পুত্র বলি নাম দিনু কপিল তোমারে।
পবিত্র করিলে দিব্য জ্ঞানেতে আমারে ॥
ধন্য আমি ধন্য এই জননী তোমার।
ধন্য মম ভাগ্যফল ধন্য এ সংসার ॥
ধন্য ধন্য তুমি দেব জগতের সার।
কোটি বার প্রণমিনু চরণে তোমার ॥
এত বলি দেবহূতি হইলেন স্থির।
হেরিলেন হরিময় অন্তর বাহির ॥
শুনহ রহস্য তার ওহে ভক্তবর।
কপিল মাতারে কিবা দিলেন উত্তর ॥
জননীর কথা শুনি তবে নারায়ণ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে মধুর বচন ॥
তব ভক্তিপাশে বদ্ধ হইনু জননি।
একমাত্র তুমি ধন্যা জগতে রমণী ॥
ত্রিলোকের পিতা আমি তব ভক্তিডোরে।
স্বচ্ছন্দে সন্তানরূপে বাঁধিলে মা মোরে ॥
যেবা তব আশা ছিল ত্যজিতে সংসার।
কহিলাম একে একে সেই জ্ঞানাধার ॥
এই পথে মুক্তি আছে অভীষ্ট রতন।
খুঁজিয়া লইও মাতঃ করিয়া যতন ॥
অতি সুখময় ইহা নাহি ভ্রমভয়।
অনায়াসে অনুষ্ঠান কর মা নিশ্চয় ॥
এই পথে গেলে মুক্তি পাইবে জননী।
হৃদয়-কমলে মোরে হেরিবে আপনি ॥

যেই জ্ঞান দিনু তোমা শ্রদ্ধা কর তায় ।
ব্রহ্মজ্ঞানী জনে মোরে এই মতে পায় ॥
এই মত সেবা লাগি কর আয়োজন ।
অচিরে আত্মার সহ হবে দরশন ॥
মূর্খজনে ভ্রমবশে হয় যে পতন ।
ইহাপেক্ষা সুখ-পথ নাহিক কখন ॥
কমনীয় মার্গ কথা কহিনু জননি ।
এবার বিদায় আমি লইব আপনি ॥
জ্ঞানলাভ হ'ল তব দাও মা বিদায় ।
ছাড়িয়া আশ্রম যাব যথায় তথায় ॥
হেন বাণী শুনে তবে দেবহূতি সতী ।
আশ্চর্য্য মানেন মনে পুত্রের ভারতী ॥
জ্ঞানবলে মায়া তাঁর না হ'ল উদয় ।
কেবা কার জ্ঞান-ভেদ নাহি পুনঃ হয় ॥
ভুলিল সন্তান-স্নেহ ব্রহ্ম-দরশনে ।
কপিলে বিদায় দিল আনন্দিত মনে ॥
লইয়া কপিল তবে মাতৃ-অনুমতি ।
প্রস্থান করিল যেথা হয় তার গতি ॥
শূন্য হ'ল কর্দ্দমের আশ্রমের ঘর ।
জননী ত্যজিয়া বনে যান পুত্রবর ॥
বন-শোভা মনোলোভা সব হ'লো দূর ।
কাঁদিল অরণ্যে পশু দুঃখেতে প্রচুর ॥
যাঁর জ্ঞান-বিধানেতে হরি দরশন ।
সেইজন করিলেন বনেতে গমন ॥
দয়াতে যাঁহার বদ্ধ জগতের জন ।
তাঁর জন্য পশু-পক্ষী কাঁদে সর্ব্বক্ষণ ॥
কাঁদিল বৃক্ষের পত্র শিশিরের ভরে ।
হরিণী কাঁদিল তৃণ-শয্যার উপরে ॥
সরস্বতী-স্রোত কাঁদে না পাই চরণ ।
পুষ্প-কুঞ্জ কাঁদে তাঁর না পেয়ে দর্শন ॥
যাঁহা হ'তে এ জগতে মায়ার প্রচার ।
ভুলাতে কি মায়া পারে অন্তর তাঁহার ॥
অনায়াসে বনবাসে করেন গমন ।
কপিল বলিয়া কাঁদে বনবাসিগণ ॥
পুত্র গেল জ্ঞান দিয়া মুক্তির কারণ ।
মায়া ত্যজি দেবহূতি করেন সাধন ॥
অসাধ্য সাধন তাহা বর্ণনে না যায় ।
শুনহ বিদুর তাহা যদি প্রাণ চায় ॥
অতি সুললিত বাণী কপিল-কাহিনী ।
শুনিলে শীতল হয় তাপিতের প্রাণী ॥
এত কহি মৈত্র ঋষি হইলেন স্থির ।
বিদুর জিজ্ঞাসে পুনঃ বচন গম্ভীর ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
কপিলের গৃহত্যাগ জ্ঞানের বিচার ॥

ইতি দেবহূতির স্তব ও কপিলের বনগমন ।

দেবহূতির বিলাপ ও সিদ্ধি-প্রাপ্তি

মৈত্র কন শুন শুন বিদুর সুজন ।
দেবহূতি সিদ্ধি-কথা অপূর্ব্ব বচন ॥
এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান করিয়া প্রকাশ ।
জননীরে মুক্তিতত্ত্ব দেখায়ে আভাস ॥
আশ্রম ত্যজিয়া পুত্র করিল গমন ।
হাহাকার চারিদিকে উঠিল তখন ॥
কপিলের দয়াগুণে বনপশু পাখী ।
লতা গুল্ম মুগ্ধ ছিল আর যত শাখী ॥
কপিলে না হেরি সবে হ'লো বিষাদিত ।
বনের হরিণী কাঁদে বসি অবিরত ॥
ত্যজি নৃত্য শিখী কাঁদে উচ্চ বৃক্ষোপরে ।
শাখী ত্যজি কলধ্বনি স্তব্ধ পরে পরে ॥
সুগন্ধ মলয় ত্যজে সরস্বতী স্থির ।
পুষ্পচ্ছলে লতা কাঁদে ভাসাইয়া তীর ॥
হরিণের শিশু যত করিল চীৎকার ।
গাভীগণ হাম্বারবে করে হাহাকার ॥

সকলের বিষাদেতে হয় প্রতিধ্বনি।
কোথায় কপিল তুমি দয়া-শিরোমণি ॥
সুখের আশ্রয় হৈল ক্রমে তমোময়।
জ্ঞানভরে দেবহূতি নাহি মুগ্ধ হয় ॥
কিন্তু মায়াময় দেহ ক্রমেতে তাঁহার।
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ করি হাহাকার ॥
পুনঃ পুনঃ দেবহূতি চারিদিকে চায়।
কি যেন হৃদয়মাঝে খুঁজিয়া না পায় ॥
কিবা ছিল হারাইল কোন শিরোমণি।
খুঁজিয়া না পায় সতী লোটায় ধরণী ॥
জ্ঞানভরে পুত্রধনে করিল বিদায়।
ক্ষণেক মায়াতে হয় অচেতন প্রায় ॥
চারিদিকে চায় সতী সবে কাঁদে বসি।
সকলেই হারায়েছে সেই দয়াশশী ॥
হরিণের শিশু কাঁদে হরিণী সহিত।
বৎস সহ গাভী কাঁদে হ'য়ে বিষাদিত ॥
পশু পক্ষী সব কাঁদে আর কুঞ্জলতা।
হেরি দেবহূতি শোকে হয়েন উন্মত্তা ॥
কোথা গেল পুত্র মোর জাগে মনে তাঁর।
কপিল কপিল বলি ডাকে বারবার ॥
কখন লোটান ভূমে কভু বা চীৎকার।
কপিল কপিল বলি করে হাহাকার ॥
জননীর কথা শুনি আশ্রম-দেবতা।
উভরায় কাঁদে যেন হইয়া উন্মত্তা ॥
ক্রমেতে হইল তাঁর জ্ঞানের সঞ্চার।
ত্যজিলেন পুত্রস্নেহ জননী এবার ॥
যেই জ্ঞান দিলা পুত্র করিলা স্মরণ।
জ্ঞানযোগে করে সতী অসাধ্য সাধন ॥
ত্যজিলেন ভব-অরি দেহের মমতা।
ত্যজিলেন মায়াভার আশ্রম-জনতা ॥
অতি পুণ্যময় সেই সরস্বতী-তীর।
সুপবিত্র হয় যার স্রোত-যুক্ত নীর ॥
তাহার মাঝারে ছিল বিন্দু সরোবর।
তথা যোগাভ্যাসে সতী হয়েন তৎপর ॥
মায়া করিবারে দূর করিলেন যোগ।
একে একে নাশ হ'ল সংসারের ভোগ ॥
কি ছিলেন কি হ'লেন কি পরিবর্ত্তন।
আশা তাঁর হৃদে মাত্র হরির চরণ ॥
সরস্বতী-নীরে স্নান করি তিনবার।
বনফল-মূল সুখে করেন আহার ॥
চীরমাত্র পরিধান যোগের আসন।
ভীষণ বৈরাগ্য যোগ না যায় বর্ণন ॥
কর্দ্দমের নারী সতী মনুর দুহিতা।
কপিল-জননী সতী সবার পূজিতা ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যতেক বৈভব।
আছিল তাঁহার কাছে সকল গৌরব ॥
অট্টালিকা সৌধময় রত্নের পতাকা।
হস্তি-দন্ত-খট্বা কত স্বর্ণের হলকা ॥
দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা স্বর্ণের আসন।
স্বর্ণেতে মণ্ডিত গৃহ ফুল্ল পুষ্পবন ॥
স্ফটিকে নির্ম্মিত স্তম্ভ রত্নের প্রদীপ।
সখীগণ-শোভা যেন শত শত দীপ ॥
অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ কান্তি হয় ঋতুময়।
কমল কুমুদে শোভা একত্রেতে হয় ॥
কত পাখী শোভি শাখী করে কলরব।
মধুকর করে শব্দ লভিতে আসব ॥
নন্দনে না হেন শোভা হইত কখন।
ত্রিভুবনে কোথা তার হইবে তুলন ॥
কর্দ্দম পত্নীরে দিলা নিজ যোগবলে।
ভুলাতে পত্নীরে সদা যৌবনের ছলে ॥
সে ভোগ ত্যজিয়া সতী করি যোগাচার।
ত্যজিলেন সে বৈভব সকল সংসার ॥
যে গার্হস্থ্য লোভনীয় দেবীদের ছিল।
অনায়াসে দেবহূতি তাহারে ত্যজিল ॥
শত সখী যেই অঙ্গ করিত সেবন।
ক্রমে তাহা কালি হ'ল যোগের কারণ ॥
যে কেশ হেরিয়া শিখী মরিত মরমে।
জটাবদ্ধ হ'ল তাহা যোগের ধরমে ॥

যে মুখে মধুর হাসি আছিল সতত।
গম্ভীর হইল যোগে ভাবি অবিরত ॥
কি কব বিদুর আর করিয়া বিস্তার।
যেই মতে করে সতী যোগ ব্যবহার ॥
যোগেতে ভোগের তনু ক্রমে হয় ক্ষয়।
পূর্ণশশী যেন ক্ষীণ দিনে দিনে হয় ॥
ক্রমে তাঁর চিত্ত স্থির হইল আসনে।
তখন হরির রূপ ভাবে সতী মনে ॥
যেই মূর্ত্তি সদা হয় ধ্যানের গোচর।
সেই রূপ ধ্যান করে সতী নিরন্তর ॥
ক্রমেতে সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করিয়া চিন্তন।
দেখিলেন দেবহূতি হরির বদন ॥
সুকোমল ফুল্ল পদ্ম মৃদু মৃদু হাস।
প্রসন্ন বয়ান হরি হৃদে সুপ্রকাশ ॥
এইরূপে ভক্তি-যোগে স্থির করি মন।
পাইলেন দেবহূতি জ্ঞান-দরশন ॥
প্রবল বৈরাগ্য আর ভক্তি-যোগ সহ।
আত্মার করিল ধ্যান সতী অহরহঃ ॥
জ্ঞানবলে জানিলেন দেবহূতি সতী।
সবার আশ্রয় সেই ত্রিভুবনপতি ॥
ক্রমে চিত্ত মাঝে হ'ল আত্মদরশন।
মায়ানাশ এইভাবে করে জীবগণ ॥
মায়ানাশে ব্রহ্মস্থিতি জীবগণে হয়।
দেবহূতি পক্ষে তাহা ঘটে সমুদয় ॥
বুদ্ধি তাঁর ব্রহ্মে স্থির হয় ক্রমে ক্রমে।
মায়া আর রহিল না সংসারের ভ্রমে ॥
ব্রহ্ম অবস্থানে তাঁর মায়া হ'ল দূর।
নাহি আর সুখ কিংবা দুঃখ সুপ্রচুর ॥
ইহারে সমাধি কয় যতেক বিদ্বান্।
সাধনার ফল সতী অনায়াসে পান ॥
ক্রমে তাঁর অহঙ্কার হইল বিনাশ।
ছিন্ন হ'ল একেবারে বাসনার ফাঁস ॥
অন্য ভাব ক্রমে তার বিদূরিত হয়।
ব্রহ্মভাবে সদা সতী মগ্ন হ'য়ে রয় ॥
জীবন্মুক্ত এই ভাব যোগিজন কয়।
অভেদ যে জীবেশ্বর এই ভাব হয় ॥
পরম অবস্থা এই শুনহ বিদুর।
সংসারীর শেষ আশা ইহাতে প্রচুর ॥
জীবভাব নাশে শেষে হইল সাধন।
পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিল তখন ॥
চিন্তানল নাশে তাঁর ক্লেশ হ'ল নাশ।
পরম আনন্দ এবে হইল প্রকাশ ॥
যে অঙ্গ আছিল কৃশ হ'ল তেজবান।
আনন্দের ভোগ ইহা বেদের বিধান ॥
যৌবনের শোভা পুনঃ হইল উদয়।
ভস্ম আচ্ছাদিত অগ্নি যেন দীপ্ত হয় ॥
গৃহ-লজ্জা দূর হ'ল উলঙ্গ শরীর।
আনন্দের স্রোত বহে বরিষার নীর ॥
বাহ্যজ্ঞান একেবারে হইল বিনাশ।
বাসুদেব-রূপে মগ্ন জীবনের আশ ॥
কোথা গেল কেশভার কোথা কটিবাস।
নাহি লজ্জা বাহ্যজ্ঞান আনন্দ প্রয়াস ॥
বালক সমান চিত্ত হইল নির্ম্মল।
কেবা তিনি মনে তাঁর নাহি পায় স্থল ॥
সর্ব্বদা আনন্দময় আনি ব্রহ্মভাব।
উজ্জ্বল মূরতি তাহে মায়ার অভাব ॥
জীবন্মুক্ত হ'য়ে সতী রাখিয়া শরীর।
জ্ঞান-বলে ব্রহ্মলাভ করিলেন স্থির ॥
মহা-সিদ্ধি এই হয় বেদের বিধান।
সিদ্ধিলাভ করি সতী পায়েন নির্ব্বাণ ॥
নিত্য ব্রহ্মে পরে সতী ক্রমে প্রাপ্ত হয়।
সত্য ফলাফল যাহা ভগবান্ কয় ॥
সম্বোধি বিদুরে তবে মৈত্রেয় প্রবর।
কহিলেন প্রীতিভরে কথা মনোহর ॥
শুনিলে বিদুর বাছা সতীর নির্ব্বাণ।
যেমতে প্রমাণ হ'ল কপিলের জ্ঞান ॥
দেবহূতি সিদ্ধিলাভ করে যেই স্থানে।
'সিদ্ধপদ' নামে খ্যাত হয় ত্রিভুবনে ॥

বিনষ্ট পাপের রাশি হয় যে শরীরে।
পরিণত তাহা সিদ্ধপদ নদীনীরে ॥
অতীব পবিত্র ক্ষেত্র মহাতীর্থময়।
যোগসিদ্ধ সেই স্থানে হইবে নিশ্চয় ॥
যোগে তাঁর দেহ যবে পাইল বিলয়।
নদীরূপে সেই দেহ প্রবাহিত হয় ॥
সকল নদীর শ্রেষ্ঠ হয় সেই নদী।
সকলের সিদ্ধিদাত্রী তাহা নিরবধি ॥
সিদ্ধগণ সদা সেবে সেই নদী-জল।
সেবিলে বিনষ্ট হয় অন্তরের মল ॥
মাতৃ অনুমতি ল'য়ে কপিল সুজন।
উত্তর দিকের পানে করিলা গমন ॥
সকলে তাঁহার পূজা করে নিরন্তর।
কিবা যোগী ঋষি মুনি সিদ্ধ বিদ্যাধর ॥
শান্তিদান করিবারে এই লোকত্রয়ে।
অদ্যাবধি রন তিনি মহাযোগী হ'য়ে ॥
সাংখ্যবাদিগণ তাঁর করেন পূজন।
মুক্তি পায় যেই করে চরণ স্মরণ ॥
যে প্রশ্ন করিলে বৎস অগ্রেতে আমার।
করিলাম একে একে গোচর তোমার ॥
কপিলের গুহ্যযোগ যে করে সাধন।
প্রবেশেন অন্তরেতে আসি নারায়ণ ॥
যথার্থ এ বাণী বৎস করিনু প্রকাশ।
অবশ্য মিটিবে এতে তোমার প্রয়াস ॥
মৈত্রেয় এতেক কহি হইলেন স্থির।
হরি-প্রেমে পুলকিত বিদুর শরীর ॥
তবে সম্বোধিয়া শুক কহেন রাজায়।
বিদুর-সংবাদ রাজা হ'ল এবে সায় ॥
এই জ্ঞান-ভক্তি স্থির করহ রাজন।
না পারিবে মৃত্যু আসি করিতে পীড়ন ॥
কেবা সে তক্ষক হয় কিবা ভয় তার।
এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ হইবে তোমার ॥
পাপী যদি শুনে তার হয় পাপক্ষয়।
অতি পুণ্যময় কথা ভাগবতময় ॥
এই কথা যেই শুনে পাপ হয় নাশ।
অন্তিমকালেতে হয় তার স্বর্গবাস ॥
হে শৌনক আদি মুনি করিলে শ্রবণ।
হইল এখন মম কথা সমাপন ॥
বুঝহ অন্তরে সবে হরি সর্ব্বসার।
সেই হরি ভাবি কর সাধন বিচার ॥

সকলেই ক্রমে স্থির হইল এখন।
আনন্দে তৃতীয় স্কন্ধ হ'ল সমাপন।

ইতি দেবহূতির বিলাপ ও সিদ্ধিপ্রাপ্তি।

[তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত]

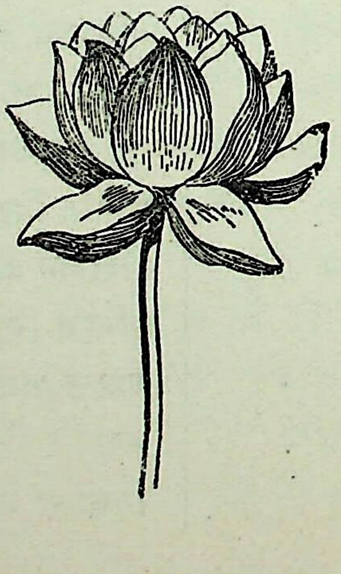

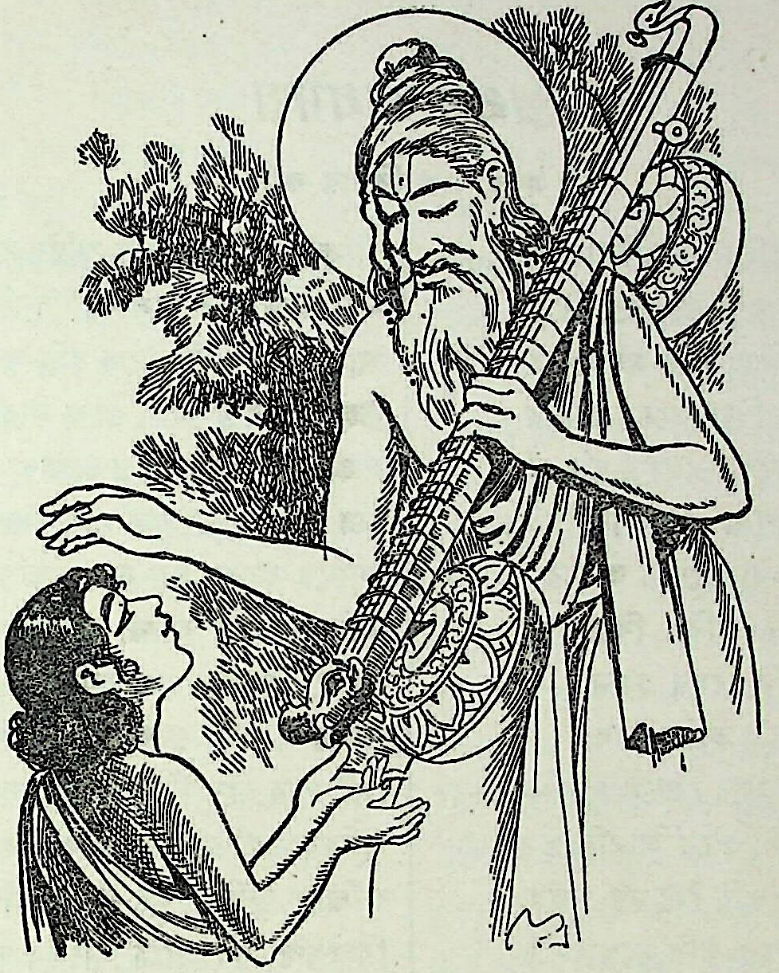

শ্রীমদ্ভাগবত

চতুর্থ স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণে নমস্করি, নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি॥
সর্ব্বজনে বন্দি ‘জয়’ করি উচ্চারণ।
নমিলাম হৈমস্থতে, বিঘ্নবিনাশন॥

প্রথম অধ্যায়

মনুর বংশ বিস্তার বর্ণন

সূত কন সম্বোধিয়া শৌনকাদি প্রতি।
মানব-বংশের কথা শুনহ সম্প্রতি ॥
পূর্ব্ব কথা সমাপিয়া শুক মহাজন।
পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥
শুন রাজা অবহিতে ভাগবত-সার।
মৈত্রেয় বিদুরে পুনঃ যেমত বিচার ॥
অতি অপরূপ কথা পুণ্যের আধার।
মনুবংশ কন মৈত্র করিয়া বিস্তার ॥
পূর্ব্ব বিবরণ শুনি বিদুর সুজন।
হৃদয়ে চিন্তেন মাত্র হরির চরণ ॥
নাহি মুখে বাক্য সরে প্রেমে পুলকিত।
হরি হরি বলে সদা হ'য়ে আনন্দিত ॥
প্রেমে পুলকিত হেরি মৈত্রেয় সুজন।
কহেন পুনশ্চ তাঁরে করি সম্বোধন ॥
যথার্থই সাধু তুমি হও এ সংসারে।
মায়া তোমা ভুলাইতে কভু নাহি পারে ॥
এক্ষণে শুনহ বৎস আমার বচন।
মনুবংশ বিস্তারিয়া করিব বর্ণন ॥
অতি পুণ্যময় বাণী বংশের বিস্তার।
স্মরণেতে নারায়ণ সাক্ষাৎ তাহার ॥
শতরূপা নামে ছিল মনুর রমণী।
মহিমা তাঁহার ব্যাপ্ত সমস্ত অবনী ॥
তিন কন্যা দুই পুত্র জন্মে তাঁর ঠাঁই।
অতুল রূপেতে সবে হীন-শ্রেষ্ঠ নাই ॥
দেবহূতি ও আকূতি প্রসূতি নামেতে।
তিন কন্যা সুবিখ্যাত আছে ত্রিলোকেতে ॥
রুচি নামে প্রজাপতি ব্রহ্মার তনয়।
তার সনে আকূতির হয় পরিণয় ॥
আকূতি পাইয়া রুচি সৃষ্টির কারণ।
নানামতে রতি-রসে কাটায় জীবন ॥
আকূতি ও রুচি উভে হরি-পরায়ণ।
উহাদের পুত্র রূপে জন্মে নারায়ণ ॥
লক্ষ্মী সম কন্যা জন্মে দক্ষিণা এ নামে।
যজ্ঞ নামে পুত্র তার খ্যাত ধরাধামে ॥
রুচিরে করেন মনু যবে কন্যাদান।
করিলেন এক আজ্ঞা প্রতিজ্ঞা সমান ॥
জন্মিবে যতেক পুত্র রুচির ঔরসে।
তনয়ে লবেন মনু অতীব হরষে ॥
সেই পুত্র হবে নিজ পুত্রের সমান।
পুত্রিকা-প্রতিজ্ঞা এরে কহেন ধীমান ॥
জন্মিলে রুচির পুত্র মনু হৃষ্টমনে।
বিষ্ণুরূপী সেই পুত্রে আনেন ভবনে ॥
তনয়ে পাইয়া মনু পালে অহরহঃ।
দক্ষিণা রহিল তার পিতামাতা সহ ॥
ক্রমে উভয়ের হ'ল যৌবন বিকাশ।
বিবাহের ইচ্ছা দোঁহে করেন প্রকাশ ॥
দক্ষিণা করেন বিভা আপন সোদর।
পুলকে পূর্ণিত হ'ল যজ্ঞের অন্তর ॥
দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞ সন্তান কারণ।
রতির বিধানে করে বীর্য্য নিক্ষেপণ ॥
একে একে হয় তার দ্বাদশ কুমার।
অতীব সুন্দর সবে দেবতা-আকার ॥
প্রতোষ সন্তোষ তোষ ভদ্রশান্তি নাম।
ইড়স্পতি ইধ্ম আর স্বাহ্ন গুণধাম ॥
বিভু ও সুদেব আদি কবি ও রোচন।
এমতে হইল পুত্র দ্বাদশ গণন ॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই বার জন।
তুষিত দেবের রূপ করিল ধারণ ॥
স্বায়ম্ভুব মনু আর তুষিত দেবতা।
মরীচি প্রভৃতি যত সপ্তঋষি তথা ॥
ইন্দ্র ও উত্তানপাদ আর প্রিয়ব্রত।
এ ছয় প্রকার সৃষ্টি হয় রীতিমত ॥
রুচি আর আকূতির সুরতবিহার।
তাহাতে হইল মনু-বংশের বিস্তার ॥
হে বিদুর পুনঃ শুন আর এক কথা।
শুনিলে সুস্থির হবে সাধুর বারতা ॥
দেবহূতি-পরিণয় কর্দ্দমের সনে।
পূর্ব্বে আমি কহিলাম আনন্দিত মনে ॥
সে সকল কথা বৎস ক'রেছ শ্রবণ।
এখন শ্রবণ কর অপর কীর্ত্তন ॥
প্রসূতি নামেতে কন্যা মনুর যে ছিল।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষে তারে সমর্পিল ॥
এই কন্যা-গর্ভ হ'তে জন্মিয়া কুমার।
হইল তাহাতে ব্যাপ্ত বংশের বিস্তার ॥
শুন এবে কহি কিছু পূর্ব্ব বিবরণ।
কর্দ্দমের কথা বৎস করহ স্মরণ ॥
নবঋষি প্রতি নয় কন্যা করে দান।
কর্দ্দমের এই কীর্ত্তি শাস্ত্রের বিধান ॥
তাহাদের যেইরূপ বংশের বিস্তার।
শুন হে বিদুর তাহা করিব বিচার ॥
মরীচির নারী কলা কর্দ্দম-তনয়া।
রূপেতে চন্দ্রমা যেন গুণেতে অভয়া ॥
কন্যার গর্ভেতে জন্মে যুগল তনয়।
কশ্যপ পূর্ণিমা নাম শুন মহাশয় ॥
কশ্যপের বংশ ক্রমে জগতে বিস্তার।
তাহাদের কীর্ত্তিকথা সর্ব্বত্র প্রচার ॥
পূর্ণিমার দুই পুত্র জ্ঞাত সর্ব্বজন।
বিরাজ বিশ্বগ নাম অতি মহাত্মন ॥
দেবকুল্যা নামে কন্যা হইল তাঁহার।
গঙ্গা নামে পরে তিনি জগতে প্রচার ॥
কর্দ্দমের অন্য কন্যা অনসূয়া নামে।
ব্যক্ত যাঁর গুণকীর্ত্তি এই ধরাধামে ॥
অনসূয়া কন্যা করে অত্রিহস্তে দান।
তাহাতে জন্মিল তিন পুত্র মতিমান্ ॥
বিষ্ণু রুদ্র ব্রহ্মা-অংশে জন্মিল তনয়।
দত্ত সোম ও দুর্ব্বাসা এই পরিচয় ॥
বিষ্ণু-অংশে জন্মে দত্ত শাস্ত্রমাঝে কয়।
দুর্ব্বাসার রুদ্র-অংশে সম্ভব নিশ্চয় ॥
সোম জন্মে মহাপুণ্য করিয়া সঞ্চয়।
ব্রহ্মার অংশেতে যাহ সর্ব্বজনে কয় ॥
এমতে জন্মিল যত শ্রেষ্ঠ মহাজন।
শোণিতে তাদের বংশ হয় প্রকাশন ॥
এতেক শুনিয়া তবে বিদুর সুমতি।
ধীরে ধীরে কহিলেন মৈত্রেয়ের প্রতি ॥
যা কহিলে তুমি ঋষি সব সত্য হয়।
কিছু কথা জানিবারে ব্যাকুল হৃদয় ॥
কি কারণে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দেব আর।
জন্মিলেন মহামুনি অত্রির আগার ॥
কেমনে তাঁদের অংশে জন্মিল কুমার।
কহ ঋষি সেই কথা করিয়া বিস্তার ॥
এই কথা শুনি মৈত্র কহেন বচন।
করিব সন্দেহ দূর বিদুর এখন ॥
পূর্ব্বাপর সৃষ্টিকথা করহ স্মরণ।
কেমনে সৃজেন ব্রহ্মা ঋষি সপ্তজন ॥
সৃজিয়া সকল ঋষি কহে প্রজাপতি।
সৃষ্টির লাগিয়া বৎস জন্মাও সন্ততি ॥
সেই আজ্ঞা পালিবারে অত্রি সে সুজন।
সন্তান কারণে করে তপ আচরণ ॥
অতীব কঠোর তপ বর্ণনে না যায়।
ঋক্ষ পর্ব্বতের শৃঙ্গে নিভৃত গুহায় ॥
অতীব সুন্দর গিরি যাহে পুষ্পময়।
নির্ব্বিন্ধ্যা নামেতে নদী প্রবাহিতা হয় ॥
প্রাণায়াম করি মুনি সন্তান কারণ।
ভীষণ তপস্যা তবে করে আচরণ ॥

এক পায়ে দাঁড়াইয়া সেই অত্রি ঋষি।
উৎকট তপস্যা সদা করে দিবানিশি॥
শীতে রৌদ্রে জর্জ্জরিত দেহ হয় তার।
শুধু মাত্র করে মুনি অনিল আহার॥
এইরূপে তপ করি শতবর্ষ ধ'রে।
ক্রমে মুনি যোগবলে সিদ্ধিলাভ করে॥
যোগের প্রদীপ্ত তেজ হইল প্রকাশ।
শির ভেদি জ্বালারূপে স্পর্শিয়া আকাশ॥
যোগাগ্নি প্রকাশি বিশ্ব করিল দহন।
তাহাতেই কম্পান্বিত জগতের জন॥
সেই যোগ শান্তি লাগি প্রভু নারায়ণ।
রুদ্র ব্রহ্মা সহ আসি দেন দরশন॥
তাঁহাদের আবির্ভাবে আনন্দিত প্রাণ।
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব আদি করে যশোগান॥
এক পদে মহাযোগে মুনির আবেশ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেখেন বিশেষ॥
হেরিয়া সবারে মুনি হ'য়ে পুলকিত।
যোগ-সিদ্ধি মনে ভাবি হন চমকিত॥
বৃষস্কন্ধে ভগবান্ নিজে মহেশ্বর।
সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি রন হংসের উপর॥
গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি প্রভু নারায়ণ।
তিন মূর্ত্তি যোগে ঋষি করে দরশন॥
তিন জনে হেরি ঋষি মানিয়া সফল।
লুটাইল তাঁহাদের চরণের তল॥
লইয়া কুসুম-ভার অঞ্জলি ভরিয়া।
একমনে তিন দেবে পূজিল বসিয়া॥
ক্রমে ঋষি ভক্তি পূজা করি' সমাপন।
বিনয়েতে তিন দেবে কহেন বচন॥
দেবোত্তমত্রয় শুন আমার বচন।
কল্পে কল্পে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ॥
মায়ার গুণের ভাগ করি অনিবার।
শরীর ধারণ কর ভুবন মাঝার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জানি তোমাদের নাম।
তোমাদের পদতলে করিনু প্রণাম॥
তোমাদের মাঝে যিনি হন নারায়ণ।
তপস্যা করিনু আমি তাঁহার কারণ॥
আশা মনে তাঁর কাছে মাগিব সন্তান।
যাহাতে রাখিতে পারি নিজ পিতৃমান॥
কার নাম নারায়ণ দাও পরিচয়।
একেরে ডাকিলে কেন তিনের উদয়॥
প্রসন্ন যদ্যপি সবে আমার উপর।
কৃপা করি দেহ তবে প্রশ্নের উত্তর॥
এতেক বচন শুনি তবে দেবগণ।
কহেন অত্রিরে তবে মধুর বচন॥
এতদিনে যাঁর তুমি করিয়াছ ধ্যান।
মোরা তিনে সেই এক কর অবধান॥
সেই এক আমরাই হই তিন জন।
আমরাই বর তোমা করি বিতরণ॥
আমাদের অংশে তব হইবে কুমার।
তাহারা করিবে তব বংশের বিস্তার॥
এতেক কহিয়া তবে দেব তিন জন।
বাহন লইয়া পরে করেন গমন॥
এই হেতু তিন অংশে তিনটি কুমার।
পাইলেন অত্রি মুনি জগতে প্রচার॥
ব্রহ্মা-অংশে সোমদেব, দত্ত বিষ্ণু-অংশে।
দুর্ব্বাসা শঙ্কর-অংশে জানহ বিশেষে॥
কর্দ্দমের আর কন্যা শ্রদ্ধা নাম তার।
শাস্ত্রমতে পত্নী হয় ঋষি অঙ্গিরার॥
চারি কন্যা তাঁর হয় দুইটি কুমার।
সকলেই সর্ব্বগুণে হইল প্রচার॥
কুহূ রাকা সিনীবালী আর অনুমতি।
চারি কন্যা, বৃহস্পতি উতথ্য সন্ততি॥
নারায়ণ-অবতার উতথ্য নামেতে।
স্বারোচিষ মন্বন্তরে খ্যাত ত্রিজগতে॥
বৃহস্পতি জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ দেব-নারায়ণ।
ব্রহ্মভাবে মগ্ন থাকে সদা তাঁর মন॥
কর্দ্দমের আর কন্যা হবির্ভূ যে হয়।
পুলস্ত্যের সাথে তার হয় পরিণয়॥

প্রথমে অগস্ত্য জন্মে তাহার উদরে।
জঠরাগ্নি রূপ পুনঃ ধরে জন্মান্তরে॥
পরেতে বিশ্রবা নামে আর পুত্র হয়।
দুইটি বিবাহ তার শুন মহাশয়॥
ইলবিলা জ্যেষ্ঠা পত্নী কনিষ্ঠা কেশিনী।
উভয়েই রূপে গুণে সমান মোহিনী॥
ইলবিলা-গর্ভে জন্মে কুবের সন্তান।
কেশিনীর গর্ভে জন্মে রাক্ষস-প্রধান॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ রাক্ষস রাবণ।
কেশিনীর ইহারাই পুত্র তিনজন॥
কালেতে এদের হয় বংশের প্রচার।
ক্রমেতে তাহাতে প্রজা জগতে বিস্তার॥
কর্দ্দম-তনয়া গতি পুলস্ত্য-রমণী।
তিন পুত্র প্রসবিল সবে গুণমণি॥
কর্ম্মশ্রেষ্ঠ বরীয়ান্ সহিষ্ণু নামেতে।
এই তিন পুত্র হয় খ্যাত ত্রিজগতে॥
কর্দ্দমের আর কন্যা ক্রিয়া নাম হয়।
ক্রতুর সহিত তার হয় পরিণয়॥
বালখিল্য ঋষি যত অগণ্য গণন।
ব্রহ্মতেজে উভয়ের হয় উৎপাদন॥
কর্দ্দমের আর কন্যা উর্জ্জা তার নাম।
বশিষ্ঠ করেন বিভা শুন গুণধাম॥
চিত্রকেতু আদি পুত্র তাঁর সপ্তজন।
সপ্তর্ষি সমান মান্য সর্ব্বত্র গণন॥
চিত্রকেতু মিত্র আর বসুভৃদ্‌মান।
সুরোচি বিরজা আর উল্বন দ্যুমান্॥
বশিষ্ঠের আর এক আছিল রমণী।
শক্তি আদি সন্তানের তিনিই জননী॥
কর্দ্দমের আর কন্যা চিত্তি নাম যার।
অথর্ব্বের সহ হয় বিবাহ তাহার॥
দধীচি বা অশ্বশিরা তাদের সন্তান।
অতঃপর ভৃগুবংশ করিব ব্যাখ্যান॥
কর্দ্দমের অন্য কন্যা খ্যাতি তার নাম।
বিবাহ করিলা তারে ভৃগু গুণধাম॥
ধাতা ও বিধাতা নামে জন্মিল সন্তান।
শ্রী নামেতে এক কন্যা সুন্দরী প্রধান॥
মেরু নামে গিরিবর দুই কন্যা তার।
আয়তি নিয়তি নামে জগতে প্রচার॥
বিধাতা ও ধাতা করে তাদের গ্রহণ।
উভয়ের দুই পুত্র তাহে উৎপাদন॥
মৃকণ্ডু নামেতে পুত্র হইল ধাতার।
প্রাণ নামে এক পুত্র হয় বিধাতার॥
মৃকণ্ডুর পরে এক রহিল সন্তান।
মার্কণ্ডেয় নাম যার শাস্ত্রেতে প্রমাণ॥
বেদশিরা নামে পুত্র লভিলেন প্রাণ।
এমতে ভৃগুর বংশ জগতে প্রধান॥
কবি নামে এক পুত্র বিশ্বে প্রকাশিল।
উশনা তাঁহার পুত্র বিশ্বে প্রকাশিল॥
কর্দ্দম-দুহিতা বংশে পূরিল ভুবন।
শুনিলে যথার্থ হয় পাপ বিমোচন॥
আকূতি ও দেবহূতি নন্দিনী মনুর।
তাহাদের পরিচয় দিলাম প্রচুর॥
প্রসূতি নামেতে কন্যা মনুর আছিল।
প্রজাপতি দক্ষে মনু তারে সমর্পিল॥
কেমনে তাদের বংশ হইল বিস্তার।
শুনহ বিদুর পরে করিব বিচার॥
এতেক কহিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর।
বিদুরে বলেন শুন কিছু অতঃপর॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে ঘুচিবে সত্য ভব মায়াভার॥

ইতি মনুবংশ বিস্তার বর্ণন।

এক পায়ে দাঁড়াইয়া সেই অত্রি ঋষি।
উৎকট তপস্যা সদা করে দিবানিশি॥
শীতে রৌদ্রে জর্জ্জরিত দেহ হয় তার।
শুধু মাত্র করে মুনি অনিল আহার॥
এইরূপে তপ করি শতবর্ষ ধ'রে।
ক্রমে মুনি যোগবলে সিদ্ধিলাভ করে॥
যোগের প্রদীপ্ত তেজ হইল প্রকাশ।
শির ভেদি জ্বালারূপে স্পর্শিয়া আকাশ॥
যোগাগ্নি প্রকাশি বিশ্ব করিল দহন।
তাহাতেই কম্পান্বিত জগতের জন॥
সেই যোগ শান্তি লাগি প্রভু নারায়ণ।
রুদ্র ব্রহ্মা সহ আসি দেন দরশন॥
তাঁহাদের আবির্ভাবে আনন্দিত প্রাণ।
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব আদি করে যশোগান॥
এক পদে মহাযোগে মুনির আবেশ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেখেন বিশেষ॥
হেরিয়া সবারে মুনি হ'য়ে পুলকিত।
যোগ-সিদ্ধি মনে ভাবি হন চমকিত॥
বৃষস্কন্ধে ভগবান্ নিজে মহেশ্বর।
সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি রন হংসের উপর॥
গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি প্রভু নারায়ণ।
তিন মূর্ত্তি যোগে ঋষি করে দরশন॥
তিন জনে হেরি ঋষি মানিয়া সফল।
লুটাইল তাঁহাদের চরণের তল॥
লইয়া কুসুম-ভার অঞ্জলি ভরিয়া।
একমনে তিন দেবে পূজিল বসিয়া॥
ক্রমে ঋষি ভক্তি পূজা করি' সমাপন।
বিনয়েতে তিন দেবে কহেন বচন॥
দেবোত্তমত্রয় শুন আমার বচন।
কল্পে কল্পে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ॥
মায়ার গুণের ভাগ করি অনিবার।
শরীর ধারণ কর ভুবন মাঝার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জানি তোমাদের নাম।
তোমাদের পদতলে করিনু প্রণাম॥
তোমাদের মাঝে যিনি হন নারায়ণ।
তপস্যা করিনু আমি তাঁহার কারণ॥
আশা মনে তাঁর কাছে মাগিব সন্তান।
যাহাতে রাখিতে পারি নিজ পিতৃমান॥
কার নাম নারায়ণ দাও পরিচয়।
একেরে ডাকিলে কেন তিনের উদয়॥
প্রসন্ন যদ্যপি সবে আমার উপর।
কৃপা করি দেহ তবে প্রশ্নের উত্তর॥
এতেক বচন শুনি তবে দেবগণ।
কহেন অত্রিরে তবে মধুর বচন॥
এতদিনে যাঁর তুমি করিয়াছ ধ্যান।
মোরা তিনে সেই এক কর অবধান॥
সেই এক আমরাই হই তিন জন।
আমরাই বর তোমা করি বিতরণ॥
আমাদের অংশে তব হইবে কুমার।
তাহারা করিবে তব বংশের বিস্তার॥
এতেক কহিয়া তবে দেব তিন জন।
বাহন লইয়া পরে করেন গমন॥
এই হেতু তিন অংশে তিনটি কুমার।
পাইলেন অত্রি মুনি জগতে প্রচার॥
ব্রহ্মা-অংশে সোমদেব, দত্ত বিষ্ণু-অংশে।
দুর্ব্বাসা শঙ্কর-অংশে জানহ বিশেষে॥
কর্দ্দমের আর কন্যা শ্রদ্ধা নাম তার।
শাস্ত্রমতে পত্নী হয় ঋষি অঙ্গিরার॥
চারি কন্যা তাঁর হয় দুইটি কুমার।
সকলেই সর্ব্বগুণে হইল প্রচার॥
কুহূ রাকা সিনীবালী আর অনুমতি।
চারি কন্যা, বৃহস্পতি উতথ্য সন্ততি॥
নারায়ণ-অবতার উতথ্য নামেতে।
স্বারোচিষ মন্বন্তরে খ্যাত ত্রিজগতে॥
বৃহস্পতি জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ দেব-নারায়ণ।
ব্রহ্মভাবে মগ্ন থাকে সদা তাঁর মন॥
কর্দ্দমের আর কন্যা হবির্ভূ যে হয়।
পুলস্ত্যের সাথে তার হয় পরিণয়॥

প্রথমে অগস্ত্য জন্মে তাহার উদরে।
জঠরাগ্নি রূপ পুনঃ ধরে জন্মান্তরে ॥
পরেতে বিশ্রবা নামে আর পুত্র হয়।
দুইটি বিবাহ তার শুন মহাশয় ॥
ইলবিলা জ্যেষ্ঠা পত্নী কনিষ্ঠা কেশিনী।
উভয়েই রূপে গুণে সমান মোহিনী ॥
ইলবিলা-গর্ব্ভে জন্মে কুবের সন্তান।
কেশিনীর গর্ব্ভে জন্মে রাক্ষস-প্রধান ॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ রাক্ষস রাবণ।
কেশিনীর ইহারাই পুত্র তিনজন ॥
কালেতে এদের হয় বংশের প্রচার।
ক্রমেতে তাহাতে প্রজা জগতে বিস্তার ॥
কর্দ্দম-তনয়া গতি পুলস্ত্য-রমণী।
তিন পুত্র প্রসবিল সবে গুণমণি ॥
কর্ম্মশ্রেষ্ঠ বরীয়ান্ সহিষ্ণু নামেতে।
এই তিন পুত্র হয় খ্যাত ত্রিজগতে ॥
কর্দ্দমের আর কন্যা ক্রিয়া নাম হয়।
ক্রতুর সহিত তার হয় পরিণয় ॥
বালখিল্য ঋষি যত অগণ্য গণন।
ব্রহ্মতেজে উভয়ের হয় উৎপাদন ॥
কর্দ্দমের আর কন্যা উর্জ্জা তার নাম।
বশিষ্ঠ করেন বিভা শুন গুণধাম ॥
চিত্রকেতু আদি পুত্র তাঁর সপ্তজন।
সপ্তর্ষি সমান মান্য সর্ব্বত্র গণন ॥
চিত্রকেতু মিত্র আর বসুভৃদ্‌মান।
সুরোচি বিরজা আর উল্বন দ্যুমান্ ॥
বশিষ্ঠের আর এক আছিল রমণী।
শক্তি আদি সন্তানের তিনিই জননী ॥
কর্দ্দমের আর কন্যা চিত্তি নাম যার।
অথর্ব্বের সহ হয় বিবাহ তাহার ॥
দধীচি বা অশ্বশিরা তাদের সন্তান।
অতঃপর ভৃগুবংশ করিব ব্যাখ্যান ॥
কর্দ্দমের অন্য কন্যা খ্যাত্তি তার নাম।
বিবাহ করিলা তারে ভৃগু গুণধাম ॥
ধাতা ও বিধাতা নামে জন্মিল সন্তান।
শ্রী নামেতে এক কন্যা সুন্দরী প্রধান ॥
মেরু নামে গিরিবর দুই কন্যা তার।
আয়তি নিয়তি নামে জগতে প্রচার ॥
বিধাতা ও ধাতা করে তাদের গ্রহণ।
উভয়ের দুই পুত্র তাহে উৎপাদন ॥
মৃকণ্ডু নামেতে পুত্র হইল ধাতার।
প্রাণ নামে এক পুত্র হয় বিধাতার ॥
মৃকণ্ডুর পরে এক রহিল সন্তান।
মার্কণ্ডেয় নাম যার শাস্ত্রেতে প্রমাণ ॥
বেদশিরা নামে পুত্র লভিলেন প্রাণ।
এমতে ভৃগুর বংশ জগতে প্রধান ॥
কবি নামে এক পুত্র বিশ্বে প্রকাশিল।
উশনা তাঁহার পুত্র বিশ্বে প্রকাশিল ॥
কর্দ্দম-দুহিতা বংশে পূরিল ভুবন।
শুনিলে যথার্থ হয় পাপ বিমোচন ॥
আকূতি ও দেবহূতি নন্দিনী মনুর।
তাহাদের পরিচয় দিলাম প্রচুর ॥
প্রসূতি নামেতে কন্যা মনুর আছিল।
প্রজাপতি দক্ষে মনু তারে সমর্পিল ॥
কেমনে তাদের বংশ হইল বিস্তার।
শুনহ বিদুর পরে করিব বিচার ॥
এতেক কহিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর।
বিদুরে বলেন শুন কিছু অতঃপর ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে ঘুচিবে সত্য ভব মায়াভার ॥

ইতি মনুবংশ বিস্তার বর্ণন।

দক্ষবংশ বিস্তার বর্ণন

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
ব্রহ্মা-পুত্র-দক্ষ-বংশ করিব বর্ণন॥
প্রসূতি নামেতে কন্যা মনুর আছিল।
রূপবতী হেরি দক্ষ বিবাহ করিল॥
ষোড়শ তনয়া হয় প্রসূতি-উদরে।
বিভা দেন ধর্ম্ম অগ্নি পিতৃগণে হরে॥
ধর্ম্ম করিলেন বিভা কন্যা ত্রয়োদশ।
সবে রূপবতী আর নবীন বয়স॥
অগ্নি লন এক কন্যা অতি সুলক্ষণ।
আর এক কন্যা লন যত পিতৃগণ॥
শেষ কন্যা পাইলেন ভগবান্ হর।
বিদুর শুনহ তার রীতি পরপর॥
শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি ক্রিয়া বুদ্ধি তুষ্টি।
তিতিক্ষা উন্নতি মেধা লজ্জা মূর্ত্তি পুষ্টি॥
এই ত্রয়োদশ কন্যা ল'য়ে প্রজাপতি।
ধর্ম্ম হস্তে দান করে হ'য়ে হৃষ্টমতি॥
ধর্ম্ম-সহযোগে জন্মে সবার সন্তান।
শুনহ বিদুর তার বিশেষ প্রমাণ॥
শ্রদ্ধাতে জন্মায় সত্য মৈত্রীতে প্রসাদ।
দয়াতে অভয় জন্মে মিটাতে বিষাদ॥
তুষ্টিতে জন্মায় হর্ষ শান্তি হ'তে শম।
পুষ্টিতে জন্মায় গর্ব্ব অতীব বিষম॥
ক্রিয়াতে জন্মায় যোগ দর্প উন্নতিতে।
মেধাতে জন্মায় স্মৃতি অর্থ সে বুদ্ধিতে॥
লজ্জা ও তিতিক্ষা হ'তে বিনয় মঙ্গল।
নর-নারায়ণ জন্মে মূর্ত্তিতে কেবল॥
নারায়ণ-অংশীভূত নর-নারায়ণ।
প্রসন্ন হইল দিক্ জন্মিল যখন॥
মুনিগণ করে স্তব গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
আনন্দেতে নৃত্য করে যতেক কিন্নর॥
পৃথিবীতে সুমঙ্গল হইল প্রচার।
পুষ্পবৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়ে ভারে ভার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করি আগমন।
একমনে পূজে সবে নর-নারায়ণ॥
সে হেন পূজার বিধি শুনহ বিদুর।
শ্রবণেতে আত্মজ্ঞান উপজে প্রচুর॥
আগে নর-নারায়ণ ধর্ম্মের কুমার।
সম্মুখে যতেক দেব সাজায়ে কাতার॥
করযোড়ে কহে সবে নারায়ণ প্রতি।
তব মায়া বুঝে হেন কাহার শকতি॥
যে আত্মার রূপ হয় মহামায়া নাম।
যাহার উদরে রহে এই বিশ্বধাম॥
যেই আত্মা করিবারে কার্য্যেতে প্রকাশ।
ধর্ম্মগৃহে জন্মিবার কর অভিলাষ॥
ঋষিরূপী হ'য়ে এবে আছহ ভুবনে।
ধন্য ধন্য তুমি দেব প্রণাম চরণে॥
সমুদ্রপ্রমাণ শাস্ত্র করিলে মন্থন।
যার তত্ত্ব কিছু নাহি হয় নিরূপণ॥
সেই আত্মারাম তুমি ধর্ম্মের কুমার।
তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার॥
সত্ত্বগুণে যেই জন বাসনা করিয়া।
রাখিল অদ্ভুত কীর্ত্তি দেবতা সৃজিয়া॥
যাহাদের পালনেতে এ বিশ্ব-সংসার।
কিছুমাত্র ত্রুটি নাহি হয় অবিচার॥
আঁখি-পদ্ম যার তোষে লক্ষ্মীর প্রতিমা।
কে পারে বর্ণিতে তাঁর অপার মহিমা॥
তুমি দেব সেই জন ধর্ম্মের কুমার।
কৃপাভরে কর দৃষ্টি সবে একবার॥
এইরূপে করি স্তব স্তব্ধ দেবগণ।
প্রবোধ মানিল তবে নর-নারায়ণ॥
যুগ্ম ভাই কৃপা ভরে হেরি দেবগণ।
সানন্দে করিয়া সর্ব্ব পূজার গ্রহণ॥
চলিলেন দ্রুতপদে ত্যজিয়া সংসার।
গন্ধমাদন নামে যেথায় পাহাড়॥

পরকালে নররূপে দুই সহোদর।
কুরু-যদুকুলে জন্ম লয়েন সত্বর॥
দুই কৃষ্ণ দুই কুলে হন উৎপাদন।
অর্জ্জুন একের নাম আর কৃষ্ণধন॥
ক্রমেতে হইল দুয়ে দুকুল প্রচার।
এই যদু-কুরুবংশ অপূর্ব্ব বিস্তার॥
দক্ষের অপর কন্যা স্বাহা নাম তার।
বিবাহ করিলা অগ্নি তাহারে এবার॥
তাঁর গর্ভে তেজীয়ান তিন পুত্র হয়।
পবমান পাবক ও শুচি মহাশয়॥
পঞ্চ-চত্বারিংশ অগ্নি তিনেতে জন্মিল।
পিতৃগণ হ'তে চারি অগ্নি উপজিল॥
ঊনপঞ্চাশৎ অগ্নি দেবের কারণ।
যজ্ঞ-কার্য্যে নাম করে যতেক ব্রাহ্মণ॥
এমতে অগ্নির বংশ হইল প্রচার।
তাহারাই জগতেতে ক্রমেতে বিস্তার॥
দক্ষের অপর কন্যা স্বধা নাম যার।
পিতৃগণ সহ হয় বিবাহ তাহার॥
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ সোমপ আজ্যপ।
পিতৃগণ হন এঁরা, করে তপ-জপ॥
এদের যাদের লাগি হোম করা হয়।
সাগ্নিক এদের, অন্যে নিরগ্নিক কয়॥
দুই কন্যা তার জন্মে বয়ুনা ধারিণী।
অতি উগ্রতেজা দোঁহে ঈশ্বর-বাদিনী॥
জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে করেন বিহার।
তাঁদের সন্তান কিছু নাহি হয় আর॥
সতী নামে আর কন্যা দক্ষের আছিল।
বাছিয়া যতনে শিব বিবাহ করিল॥
অতি পতিপরায়ণা হয় সেই সতী।
স্বামি-নিন্দা নাহি শুনে স্বামীতে ভকতি॥
স্বামি-নিন্দা পিতৃমুখে করিয়া শ্রবণ।
ত্যজিয়াছিলেন দেহ থাকিতে যৌবন॥
অপূর্ব্ব কাহিনী এই পরমার্থ সার।
শুনিলে নাহিক থাকে যত পাপভার॥
দক্ষের বংশের ব্যাপ্তি কহিনু এখন।
কি কহিব বল এবে ওহে সাধুজন॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
যেমন হইল দক্ষবংশের বিস্তার॥

ইতি দক্ষবংশ বিস্তার বর্ণন।

দক্ষ কর্ত্তৃক শিব নিন্দা

সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ।
শুনহ শুকের বাণী দক্ষ-বিবরণ॥
সতী প্রাণত্যাগ কথা শুনিয়া বিদুর।
সংশয় আপন মনে করেন প্রচুর॥
কারণ জানিতে তাঁর হয় অভিলাষ।
সেই হেতু জিজ্ঞাসেন মৈত্রেয় সকাশ॥
বিদুর কহেন শুন মৈত্রেয় ব্রহ্মন্।
আর এক কথা কহ, মম আকিঞ্চন॥
কহ ঋষি কেন সতী ত্যজিলা জীবন।
কেন দক্ষ নিন্দে শিব অতি সাধুজন॥
কনিষ্ঠা তনয়া সতী মায়ার আধার।
অতীব স্নেহের ধন আপন পিতার॥
সেই ধন দিয়া করি জামাতা গ্রহণ।
কেন প্রভু মহাদেবে করেন নিন্দন॥
চরাচর-গুরু শিব সন্তুষ্ট আপনি।
নাহি পাই শত্রু তাঁর খুঁজিয়া অবনী॥

পরম দেবতা যিনি অতি শান্তিময়।
কলহ কারণ কিবা কহ মহাশয়॥
প্রাণ হয় প্রিয় বস্তু জগতের সার।
কেন সতী প্রাণ ল'য়ে ত্যজে পুনর্ব্বার॥
বিস্তার করিয়া ঋষি কহ বিবরণ।
শুনিতে চঞ্চল মম হইয়াছে মন॥
মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিদুর সুজনে।
অতি অপরূপ কথা শুন স্থিরমনে॥
পুরাকালে যজ্ঞ করে সৃষ্টি-কর্ত্তাগণ।
ষজ্ঞস্থলে সকলের হ'ল নিমন্ত্রণ॥
সপ্তর্ষি দেবতা আদি আর মুনিগণ।
অনুচর সহ সবে করেন গমন॥
অপূর্ব্ব যজ্ঞের ভূমি বর্ণিতে কে পারে।
অনন্ত সহস্র-মুখে বর্ণিবারে নারে॥
ত্রিজগতে যেই শোভা দেখিতে সুন্দর।
সেই শোভা ল'য়ে সভা হয় শোভাকর॥
তথায় বসিল যত নিমন্ত্রিত জন।
যথাস্থানে যত ঋষি দেব মুনিগণ॥
অগ্নি শিব ব্রহ্মা কৈলা আসন গ্রহণ।
অঙ্গের তেজেতে লজ্জা পায় সে তপন॥
হেন স্থলে প্রজাপতি দক্ষ মহাজন।
প্রবেশ করেন যেন দ্বিতীয় তপন॥
দক্ষেরে হেরিয়া যত দেব ঋষিগণ।
মান্যার্থে উঠিল সবে ত্যজিয়া আসন॥
নিমন্ত্রিত যত দেব সকলে উঠিল।
শুধু ব্রহ্মা আর শিব বসিয়া রহিল॥
সবার পাইয়া পূজা দক্ষ প্রজাপতি।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বসে হ'য়ে হৃষ্টমতি॥
হেনকালে শিব প্রতি পড়িল নয়ন।
মান্য নাহি করে শিব হইল স্মরণ॥
বাড়িল তাহাতে ক্রোধ ভাবি অপমান।
শিবে চাহি কহে তবে ব্রহ্মার সন্তান॥
শুন শুন একমনে যত সভাজন।
বিশেষ কহিব আজি সাধু আচরণ॥
সাধুগণ যাহা করে লোকে তাহা করে।
সাধুতে করিলে মন্দ মন্দ হয় পরে॥
এই শিবে সাধু বলি কর গুণগান।
দেখহ সাধুত্ব তার এই কি বিধান॥
সাধুর আচার শিব না করে পালন।
এর তরে লজ্জা পায় লোকপালগণ॥
সম্পর্কে আমার শিষ্য হয় মহেশ্বর।
কন্যা মোর বিভা করে সবার গোচর॥
সাবিত্রী-সমান কন্যা করিলাম দান।
শ্বশুর বলিয়া মোর না রাখিল মান॥
মর্কট-লোচন এই অসাধু দুর্জ্জন।
হরিণী-নয়না কন্যা করি সমর্পণ॥
সেই দুঃখে প্রাণ মোর কাঁদিছে সতত।
তথাপি না করে পূজা হ'য়ে অবনত॥
নাহি ছিল ইচ্ছা মোর দিতে কন্যাদান।
অপাত্রে করিয়া দান পাই অপমান॥
অবিধেয় যথা শূদ্রে বেদবাক্য দান।
তেমতি করিনু দুষ্টে কন্যা সম্প্রদান॥
অতীব অশুচি এই প্রেত-সহচর।
শ্মশানে মশানে ফিরে হ'য়ে দিগম্বর॥
কখন রোদন করে হাসে বা কখন।
আলুথালু কেশ-পাশ উন্মত্ত যেমন॥
চিতাভস্ম মাখে গায় অস্থিমালা গলে।
শব অস্থি ভূষা-রূপে পরে কুতূহলে॥
শিব নাম হয় কিন্তু অশিবপ্রধান।
উন্মত্ত জনের প্রিয় নাহি অপমান॥
তমোময় যে প্রমথ তাহাদের পতি।
ভূতনাথ এই দুষ্ট অপবিত্র অতি॥
পিতা মোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কমল-আসন।
তাঁর আজ্ঞামতে আমি দিনু কন্যাধন॥
অপাত্রে জামাতা করি পাইলাম ফল।
ইচ্ছা মোর ভস্ম করি তাহারে কেবল॥
এত কহি ক্রোধে দক্ষ আরক্ত-লোচন।
ক্রোধহীন সদাশিব না কহে বচন॥

ক্রোধমতি প্রজাপতি চাহি শিব প্রতি।
সবার সমক্ষে পুনঃ কহেন ভারতী ॥
পাপিষ্ঠের অপমান সহ্য নাহি হয়।
শাপিব ইহারে আমি সভ্য সমুদয় ॥
এত কহি জল ল'য়ে দক্ষ ক্রোধমতি।
দুর্ব্বাক্য কহিয়া শাপ দেন শিব প্রতি ॥
দেবতা অধম হয় এই মহেশ্বর।
উপেন্দ্র ও ইন্দ্র হ'তে পৃথক্ বিস্তর ॥
দিনু আমি অভিশাপ ক্রোধভরে অতি।
যজ্ঞভাগ যেন নাহি পায় পশুপতি ॥
কোপভরে দিয়া শাপ ব্রহ্মার নন্দন।
অস্থির হয়েন চিত্তে কম্পিত-লোচন ॥
অচল-অটল-রূপে দেব মহেশ্বর।
রহিলেন শান্তমতি না দেন উত্তর ॥
পরেতে বিদুর শুন কি ঘটে ঘটন।
অপূর্ব্ব কাহিনী এই দক্ষ-বিবরণ ॥
মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
দক্ষ প্রতি অভিশাপ নন্দীর বচন ॥
দক্ষ যবে কটুবাক্য কহি হর প্রতি।
শৈবদের শাপ দিতে হন ক্রুদ্ধমতি ॥
চঞ্চল হইল তবে যত সভাজন।
সকলে করিল দক্ষে বহু নিবারণ ॥
অতি হীনমতি দক্ষ নাহি শুনি কথা।
ভোলানাথ শঙ্করের প্রাণে দিল ব্যথা ॥
কাহার না শুনি বাধা কম্পিত হৃদয়ে।
দাঁড়াইয়া শাপ দেন শিব মহোদয়ে ॥
শাপ দিয়া দেবসভা করি পরিহার।
প্রস্থান করেন দক্ষ আপন আগার ॥
হাস্যমুখে আশুতোষ রহেন সভায়।
নাহি ক্রোধ নাহি দুঃখ সরল কথায় ॥
আছিল শঙ্কর পাশে নন্দী অনুচর।
শিব-নিন্দা শুনি সেই হয় ক্রোধপর ॥
দক্ষ যত নিন্দা করে গায়ে নাহি সয়।
ইচ্ছা তার দক্ষমুণ্ড ছিন্ন করি লয় ॥
কিন্তু শিব-আজ্ঞা বিনা করিতে না পারে।
দমন করিল ইচ্ছা হৃদয় মাঝারে ॥
যখন উঠিয়া দক্ষ অভিশাপ দিল।
একেবারে তার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল ॥
শিবের না ল'য়ে আজ্ঞা নন্দী ক্রুদ্ধমতি।
আরক্তনয়নে কহে দেবগণ প্রতি ॥
শিবেরে নিন্দিয়া দক্ষ করিলে গমন।
করিতে না পারে নন্দী সে ক্রোধ দমন ॥
সভাজনে সম্বোধিয়া কহেন তখন।
শুন শুন মম বাণী সর্ব্ব সভাজন ॥
শিবের কিঙ্কর আমি নন্দী মম নাম।
শিবের চরণপ্রান্তে কৈলাসেতে ধাম ॥
দেবতার শ্রেষ্ঠ শিব তাঁর অপমান।
না পারি সহিতে আর থাকিতে পরাণ ॥
দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হন উমাপতি।
তাঁর অপমান করে দক্ষ হীনমতি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অভেদ গণন।
অভিশাপে দক্ষ তার করিল পাতন ॥
থাকিতে জীবিত আমি শিবের কিঙ্কর।
মম প্রভু অপমান হন বহুতর ॥
বিশেষ করিয়া দিব অভিশাপ তারে।
সবার সম্মুখে দিব শাস্তি দুরাচারে ॥
যদি সেবা ক'রে থাকি শিবের চরণ।
সত্য হবে অভিশাপ কহিনু এখন ॥
দক্ষ হয় ভিন্নদর্শী শিবে কি জানিবে।
পরমার্থ নাহি তাহে ভবে কি দেখিবে ॥
মায়াবাদী মূঢ় সেই কোথা পাবে জ্ঞান।
এই ভগবানে সেই করে অপমান ॥
এই দোষে আমি তারে দিব অভিশাপ।
করিয়াছে মূঢ় অতি ঘোরতর পাপ ॥
শুনিয়া দক্ষের বাণী যতেক ব্রাহ্মণ।
দেব আদি যত কেহ আছে সভাজন ॥
শিবেরে করিল ঘৃণা না বুঝি কারণ।
হইবে তাদের বুদ্ধি সত্য বিনাশন ॥

পরমার্থ হবে হারা নাহি পাবে জ্ঞান।
সংসারে আসক্ত হবে দুঃখে যাবে প্রাণ॥
দেহকেই আত্মা বলি জানে প্রজাপতি।
পশু সম আত্মহীন সেই মূঢ়মতি॥
যে শুনিবে তার বাণী দেবতা ব্রাহ্মণ।
হইবে সে পশু সম আমার বচন॥
নারীতে আসক্ত তার কর্ম্মে হবে মতি।
ছাগসম মুখ হবে বিষয়েতে রতি॥
এই চারি শাপ হ'ক দক্ষের উপর।
শিব-শক্তি-বাণী ইহা শাস্ত্রের গোচর॥
এ জগতে হরদ্বেষী হবে যেই জন।
সর্ব্বপাপী হবে সেই পাপের ভাজন॥
বহু ক্লেশ পাবে সেই দুরাত্মা মানব।
জন্ম আর মরণাদি হবে অনুভব॥
হীন কর্ম্ম করিবে সে জীবিকার লাগি।
দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রতি হবে অনুরাগী॥
নিজ কর্ম্মফলে সেই যাচকের বেশে।
ভ্রমণ করিবে সদা দেশে ও বিদেশে॥
সত্য হবে এই বাণী আমার আজ্ঞায়।
যদি মতি থাকে মম শঙ্করের পায়॥
হেনমতে নন্দী দিয়া অভিশাপ ঘোর।
শিবের সম্মুখে রন ক্রোধেতে বিভোর॥
যজ্ঞ-পুরোহিত ভৃগু দক্ষের বান্ধব।
সম্পর্কেতে ভ্রাতা আর মুনির গৌরব॥
হেন নন্দি-অভিশাপ করিয়া শ্রবণ।
অন্তরে পাইয়া ব্যথা কহেন তখন॥
দক্ষ মম ভাই হয় ব্রহ্মার কুমার।
দেবগণ-প্রিয়পাত্র জগতের সার॥
তারে দিল অভিশাপ প্রমথের পতি।
কেমনে শুনিলে যত দেব-সভাপতি॥
না শুনিব কারো বাণী দিব অভিশাপ।
আপনি নাশিব আমি শিবের প্রতাপ॥
যা কহিল দক্ষপতি সত্য সেই হয়।
মহা মূঢ়জন শিব পাষণ্ড নিশ্চয়॥
যে করিবে শিব পূজা হবে বুদ্ধিনাশ।
অনাচারী হবে সেই নরকে নিবাস॥
মহাপাপী হবে সেই বেদ-বিধি-হীন।
শাস্ত্র-প্রতিকূলাচারী হবে নিশিদিন॥
গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী সুরা আসব সকল।
যেথায় আদরণীয় হয় অবিরল॥
নষ্ট শৌচ মূঢ় বুদ্ধি যতেক মানব।
জটা-ভস্মধারী হ'য়ে যাবে সেথা সব॥
নিশ্চয় পাষণ্ড হবে কহিলাম সার।
বেদমার্গ-হীন হবে তাহার আচার॥
হেনমতে অভিশাপ দিয়া ভৃগুবর।
ক্রোধেতে কম্পিত হয় চঞ্চল-অন্তর॥
মুনিবর ভৃগুর এ হেন আচরণ।
হেরিয়া নয়নে শিব অতি ক্ষুণ্ণ হন॥
উত্থান করিলা তবে ল'য়ে অনুচর।
প্রস্থান করেন তথা হ'তে মহেশ্বর॥
নন্দী সহ মহেশ্বর করিলে প্রস্থান।
ক্রমেতে হইল সেই যজ্ঞ সমাধান॥
দেব ঋষিগণে শাপ দিল নন্দিগণ।
শিবভক্তে দিল শাপ ভৃগু তপোধন॥
দক্ষ দিল অভিশাপ প্রভু মহেশ্বরে।
এই মত শাপ-বাণী শাস্ত্রের ভিতরে॥
শুনিলে সংশয়নাশ হইবে বিদুর।
শুন সেই বাণী এবে কহিব প্রচুর॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
নন্দী অভিশাপ বাণী মুক্তির আধার॥

ইতি দক্ষ কর্ত্তৃক শিব নিন্দা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সতীর দক্ষালয়ে গমন-প্রার্থনা

মৈত্রেয় কহেন শুন কুরুর কুমার।
কি ঘটিল অতঃপর শুন সমাচার ॥
শিব দক্ষে এ বিবাদ রহে বহুকাল।
তাহাতে স্বর্গেতে ঘটে বিপদের জাল ॥
ক্রমে জগতের স্বামী কমল-আসন।
দক্ষে আধিপত্য-ভার করিল অর্পণ ॥
সর্ব্বাধিপ হ'য়ে দক্ষ গর্ব্বভরে অতি।
অগ্রাহ্য করেন সব ব্রহ্মিষ্ঠের প্রতি ॥
রুদ্রেরে না ডাকি যজ্ঞ করে সমাপন।
বাজপেয় করি সাঙ্গ মঙ্গল কারণ ॥
পুনরায় হ'ল তার যজ্ঞে অভিলাষ।
বৃহস্পতি সব যজ্ঞ বেদের আভাষ ॥
এই যজ্ঞ মহাযজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সর্ব্বজনে নিমন্ত্রিল দক্ষ মহাশয় ॥
শিব শিবা করি ত্যাগ ল'য়ে দেবগণ।
তপস্বী মহর্ষি আর যত পিতৃজন ॥
একে একে দক্ষরাজ করি নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞস্থানে সমাদরে করে আনয়ন ॥
ভূচর খেচর যত আছে ত্রিভুবনে।
সকলে যজ্ঞের কথা কহিল স্বজনে ॥
এদিকে কৈলাসপুরে মহেশরমণী।
পিতৃযজ্ঞ-সুসংবাদ পায়েন আপনি ॥
সবে যজ্ঞে গিয়া লাভ করিছে সম্মান।
নানা অলঙ্কার আর ল'য়ে বহু দান ॥
হইল তাঁহার ইচ্ছা যজ্ঞ দেখিবারে।
জনক-জননী আর সোদর সবারে ॥
হেন আশা করি তবে ভবের রমণী।
পতি-পাশে হাসি হাসি কহিলা অমনি ॥
কি কর হে আশুতোষ না জান সংবাদ।
করিছেন যজ্ঞ পিতা সবার আহ্লাদ ॥
আকাশ করহ নাথ আঁখিতে দর্শন।
যজ্ঞস্থানে দেবগণ করিছে গমন ॥
দেবলোকে যত ছিল ভগিনী আমার।
ওই দেখ যায় সবে পরি অলঙ্কার ॥
নিতান্ত আমার ইচ্ছা যাব যজ্ঞস্থলে।
দেখিব তথায় যত আত্মীয়ের দলে ॥
নেহারি আমায় যজ্ঞে করিয়া আদর।
বস্ত্র অলঙ্কার পিতা দিবে বহুতর ॥
অতি বিস্তারিত যজ্ঞ হয় আরম্ভণ।
করিব পিতার কাছে তাহা দরশন ॥
কৃপা করি অনুমতি দাও তুমি স্বামী।
পিতার ভবনে যেন যেতে পারি আমি ॥
স্ত্রীজাতি আমরা হই সদা পরবশ।
জনকের গৃহে যাব ইহাতে হরষ ॥
আমি নারী তব তত্ত্ব পাইব কি ক'রে।
অজন্মা তোমারে কয় বেদের ভিতরে ॥
নাহি তব মায়া-মাত্র সম্বন্ধ কাহার।
কেমনে বুঝিবে তুমি জায়া-ব্যবহার ॥
অনুগ্রহ কর নাথ দাও অনুমতি।
যাইব জনক-গৃহে ইহা মম মতি ॥
সতীর শুনিয়া বাণী কন মহেশ্বর।
কেমনে যাইবে প্রিয়ে তুমি পিতৃঘর ॥
তব পিতা মোরে ঘৃণা করে নিরন্তর।
নিমন্ত্রণ নাহি করে আমার গোচর ॥
এত শুনি সতী কন শুন প্রাণেশ্বর।
বড় আশা যাব আমি নিজ পিতৃঘর ॥
গুরু নাহি নিমন্ত্রিল দোষ নাহি তায়।
স্বচ্ছন্দে তাহার গৃহে যেতে পারা যায় ॥
অতএব কৃপা করি দাও অনুমতি।
জননী হেরিয়া হই আহ্লাদিত অতি ॥

এত কহি অধোমুখে সতী হন স্থির ।
তবে হর ধীরে কন বচন গভীর ॥
শুন সতী তোমা প্রতি করি এ মিনতি ।
ত্যাগ কর তব আশা পিত্রালয়ে গতি ॥
প্রাণের প্রেয়সী তুমি হও সর্ব্বাধার ।
কেমনে ত্যজিয়া মোরে যাবে পিত্রাগার ॥
আমি স্বামী হই তব জীবনের সার ।
শ্রবণ করিবে নিন্দা কিরূপে আমার ॥
তব পিতা ঘৃণা করে সদা মোর প্রতি ।
সেই হেতু তোমা প্রতি নাহি স্নেহমতি ॥
যাইলে তথায় তুমি না পাবে আদর ।
অভিমানে দগ্ধ হবে দুঃখে নিরন্তর ॥
দেবসভা-মাঝে মোরে কহি কুবচন ।
অভিশাপ দিল দক্ষ জান বিলক্ষণ ॥
অতীব গর্ব্বিত সেই দক্ষ মহাবীর ।
মম প্রতি দ্বেষ তার অতিশয় স্থির ॥
ঐশ্বর্য্য তপস্যা বিদ্যা দেহ ও যৌবন ।
এই ছয় গুণ সদা সাধুর লক্ষণ ॥
ছয় গুণে সাধু হয় যতেক সংসারী ।
উহারাই করে হ্রাস হ'লে অহঙ্কারী ॥
ছয় গুণ দক্ষে আছে জানে সর্ব্বজন ।
অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ হয়েছে এখন ॥
বিনা নিমন্ত্রণে পারে করিতে গমন ।
তাঁর ঘরে যেই করে মিষ্ট সম্ভাষণ ॥
স্নেহপাত্রী অতিশয় তুমি যে তাহার ।
তথাপি না পাবে সেথা ভাল ব্যবহার ॥
দক্ষ তব পিতা বটে অজ্ঞান দুর্ম্মতি ।
নাহি পাবে মান প্রিয়ে তথা করি গতি ॥
দক্ষের অন্তরে আছে যেই ভগবান্ ।
মনে মনে তারে আমি করেছি প্রণাম ॥
কিন্তু সেই তত্ত্ব নাহি বোঝে তব পিতা ।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয় তব জন্মদাতা ॥
প্রজাপতি-যজ্ঞে মোরে করে অপমান ।
অপরাধহীন আমি, এই কি বিধান ॥
জন্মদাতা পিতা তব মোর শত্রু হয় ।
তাহার দর্শন কভু উচিত না হয় ॥
নাহি শুনি অনুরোধ করিলে গমন ।
অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে ঘটন ॥
অপমান নহে সহ্য অভিমানী জনে ।
অবশ্য মরণ তাহে শাস্ত্রের বচনে ॥
সেই হেতু শুন প্রিয়ে করি হে বারণ ।
দক্ষযজ্ঞে প্রিয়তমে না কর গমন ॥
সুবোধ রচিত গীত হরিকথা-সার ।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় যত পাপ ভার ॥

ইতি সতীর দক্ষালয়ে গমন-প্রার্থনা ।

সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহত্যাগ

মৈত্রেয় বলেন শুন সুমতি বিদুর ।
শিববাক্যে শঙ্করীর শান্তি হয় দূর ॥
অসুস্থা হ'লেন সতী শুনিয়া বচন ।
যজ্ঞালয়ে যেতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥
প্রেম-স্নেহে দগ্ধ হ'ল সতীর অন্তর ।
নয়ন মাঝারে বারি ঝরে দরদর ॥
অভিমান স্বামী প্রতি হইল উদয় ।
ক্রোধের সঞ্চার তাহে তবে প্রকাশয় ॥
ক্রোধের আগুন ক্রমে জ্বলিল নয়নে ।
যেন ভস্ম করিবারে দেব ত্রিলোচনে ॥
একে ত স্ত্রীজাতি তাহে ইচ্ছা জাগে মনে ।
জননীর কাছে যাবে পিতার ভবনে ॥
সেই আশাভরে সতী ত্যজিলেন পতি ।
হিমালয় উদ্দেশেতে করিলেন গতি ॥
সতীর গমনে হর বুঝিলেন মনে ।
অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে ভুবনে ॥

সতী-দেহ অপমানে হইবে বিনাশ।
অনিবার্য্য এই কার্য্য নাহি তার আশ॥
প্রবোধ মানিয়া মনে আপনি শঙ্কর।
স্মরণ করেন নিজ বহু অনুচর॥
আজ্ঞা দেন সবাকারে সাজাইতে সতী।
শোভিতা হইলে যেন হয় তাঁর গতি॥
আজ্ঞা ল'য়ে নন্দী আদি বহু অনুচর।
সাজাইয়া বৃষ ল'য়ে ধাইল সত্বর॥
কেহ মাল্য কেহ পুষ্প কেহ অলঙ্কার।
কেহ বা বাজায় বাদ্য আনন্দ অপার॥
মহাসমারোহে সতী যান পিত্রালয়।
ক্রমে যান যথা সেই মহাযজ্ঞ হয়॥
অপূর্ব্ব শোভায় তাঁর উজলিল দেশ।
সুচারু চিকণ কান্তি মনোমত বেশ॥
বিভূষিতা হ'য়ে সতী নানা অলঙ্কারে।
প্রবেশ করিলা ক্রমে পিতার আগারে॥
ক্রমে সতী-আগমন হইল প্রচার।
লইতে তাঁহারে কেহ নহে আগুসার॥
তথাপি গেলেন সতী যজ্ঞের সভাতে।
দেখিলেন পিতা তথা দেবগণ সাথে॥
অপূর্ব্ব দেহের কান্তি কহন না যায়।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য উদিত তথায়॥
মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র তথা বসি অগণন।
মধ্যস্থলে প্রজাপতি করেন যজন॥
সতীরে নেহারি পিতা না করে আদর।
সেই হেতু সভাসদে ভাবে তাঁরে পর॥
কেহ নাহি মুখ তুলি চাহে তাঁর পানে।
শুভাশুভ বার্ত্তা নাহি পুছে কোন জনে॥
স্বভাবে কোমলা সেই জননী তাঁহার।
কন্যারে নেহারি কাঁদে হৃদয়-আগার॥
আর আর কন্যা সহ ল'য়ে অলঙ্কার।
সতীরে লইতে আসে হ'য়ে আগুসার॥
কেহ তাঁরে কোলে করে কেহ বা চুম্বন।
কেহ বা প্রেমেতে কাঁদে কার মুগ্ধ মন॥
কিছুতেই সতী হর্ষ নাহি পান প্রাণে।
বিমর্ষ হয়েন তিনি পিতৃ-অপমানে॥
নাহি লন অলঙ্কার নাহি আলিঙ্গন।
সব ত্যজি পিতৃ-পাশে করেন গমন॥
যজ্ঞে ব্রতী প্রজাপতি ছিল সেই স্থলে।
যত দেব মুনি ঋষি আছে দলে দলে॥
সকলেরি যজ্ঞভাগ রহে শোভমান।
কেবল হরের তথা হয় অপমান॥
নাহি তাঁর যজ্ঞভাগ নাহি নিমন্ত্রণ।
পিতা নাহি তাঁর প্রতি করে সম্ভাষণ॥
ইহাতে সতীর মনে ক্রোধের উদয়।
হইল তাহাতে যেন অকালে প্রলয়॥
ক্রোধবহ্নি ভয়ঙ্কর হয় প্রজ্বলিত।
হেরিয়া সে অগ্নি সবে হইল কম্পিত॥
সতীর সে মহাতেজে সহসা তখন।
উদ্ভূত হইল ভূত ভীষণ দর্শন॥
দক্ষেরে বধিতে যায় সেই ভূতগণ।
সতীরাণী তাহাদের করে নিবারণ॥
অনন্তর সবাকারে করি সম্ভাষণ।
বরিষার স্রোতসম কহেন বচন॥
পতি মম সর্ব্বপ্রিয় সন্তোষ আধার।
একমাত্র পিতা দ্বেষ করেন তাঁহার॥
সর্ব্বপ্রভু মহেশ্বর নিখিল কারণ।
তদুপরি দ্বেষ করা মহা বিড়ম্বন॥
স্বভাব জগতে ব্যাপ্ত তিন ভাব তার।
উত্তম মধ্যম আর অধম বিচার॥
আপনার প্রমাণেতে বিচারি যে জন।
গুণকেই দোষ বলি করয়ে গণন॥
অধম স্বভাব তার সংসার মাঝার।
কহিলাম শাস্ত্রমতে এই বাণী সার॥
পরদোষ-শ্রবণেতে যে করে বিচার।
মধ্যম স্বভাবী তারে কহে শাস্ত্রকার॥
সামান্য পাইলে গুণ যে হয় সন্তোষ।
যেই জন এ সংসারে নাহি দেখে দোষ॥

এ সংসারে সেই জন সর্ব্বোত্তম হয়।
যেই গুণ একমাত্র মহেশ্বরে রয়॥
এমন আমার পতি প্রভু দিগম্বর।
কেন তাঁরে ঘৃণা পিতা কর নিরন্তর॥
পতি মম শিব নামে হয় দ্বি-অক্ষর।
উচ্চারণে পাপনাশ হয় গো সত্বর॥
জগতে মহিমা তাঁর পবিত্রতাময়।
অসংখ্য শাসন যাঁর বিশ্বে প্রকাশয়॥
অশিব হইয়া পিতা শিবনিন্দা কর।
অসাধু জনের ভাব কেন হৃদে ধর॥
ব্রহ্মা যাঁর পদ লাগি করে উপাসন।
সবে সেবে অনায়াসে শিবের চরণ॥
আমি যাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি জগৎ মাঝার।
যাঁহারে সেবিয়া কৃপা পাই অনিবার॥
শ্মশানে যাঁহার বাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন।
ব্রহ্মা যাঁর পদরেণু করেন ধারণ॥
সেই শিবে পিতা তুমি বৃথা ঘৃণা কর।
শিবনিন্দা মহাপাপ না হয় গোচর॥
আর শুন পিতা তুমি আমার বচন।
স্বামি-নিন্দা শুনি প্রাণ নাশে সতীজন॥
স্বামীর শুনিলে নিন্দা সতী যদি হয়।
নিন্দুকের প্রাণনাশ করিবে নিশ্চয়॥
তাহা যদি নাহি পারে করিবে গমন।
অথবা রসনা তার করিবে ছেদন॥
অশক্ত হইলে নিজে ত্যজিবে পরাণ।
কোন্ সতী সহ্য করে পতি-অপমান॥
তুমি ত জনক মোর তব এ শরীর।
নাহি পারি বিনাশিতে এই জানি স্থির॥
অতএব নিজ দেহ করি বিসর্জ্জন।
আত্মশুদ্ধি করা মম উচিত এখন॥
শিবের নিন্দুক তুমি জনক আমার।
না ধরিব আর আমি এই দেহভার॥
কুজন আপনি পিতা কহিলাম সার।
সেই হেতু এত লজ্জা জগতে আমার॥
পাপ হতে জন্ম যার পাপেতে নিলয়।
ধিক্ এই দেহ ইহা পাপের আলয়॥
দক্ষের নন্দিনী ব'লে করিলে আহ্বান।
শিব-নিন্দা উঠি মনে ফেটে যায় প্রাণ॥
অতএব এই দেহে নাহি মম কাজ।
অবশ্য ত্যজিব ইহা সবাকার মাঝ॥
এত বলি দুঃখে সতী হইয়া অধীর।
প্রাণত্যাগ ইচ্ছা করি হইলেন স্থির॥
অধোমুখে বসিলেন হ'য়ে নিরুত্তর।
বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকি যেন মেঘে শশধর॥
স্মরিয়া শিবেরে সতী মহাযোগ ধরে।
মুদিলা নয়ন দুটি প্রাণত্যাগ তরে॥
আসনে বসিয়া সতী প্রাণ ও অপান।
নাভিচক্রে সংস্থাপিল করিয়া সমান॥
ক্রমে সেই বায়ু গ্রাসে সহজে উদান।
নাভিচক্র মাঝে যাহা করে অবস্থান॥
সেই বায়ু ঊর্দ্ধে গিয়া দিয়া কণ্ঠদ্বার।
ক্রমে ক্রমে উপনীত ভ্রূদ্বয়-মাঝার॥
যে দেহ আদর সদা করিত শঙ্কর।
ত্যজিতে করিল ইচ্ছা সেই কলেবর।
পতি-অপমান শুনি সে সতী রমণী।
সর্ব্বাঙ্গে বায়ুরে তিনি রোধেন আপনি॥
হৃদয়ে তাঁহার মাত্র জাগে মহেশ্বর।
হেন সমাধিতে শুদ্ধ হ'ল কলেবর॥
যোগাগ্নিতে তনু তাঁর হ'ল অগ্নিময়।
পাপশূন্য দেহ তাঁর প্রজ্বলিত হয়॥
হেরি সেই ভাব সবে করে হাহাকার।
গেল গেল সতী বলি করিল চীৎকার॥
দুষ্টমতি প্রজাপতি পাষাণ নিশ্চয়।
তা না হ'লে প্রাণ-সমা কন্যা নাশ হয়॥
এমতে উঠিল গোল আর হাহাকার।
পুরজনে কম্পান্বিত দক্ষের আগার॥
পতিনিন্দা দুঃখে সতী ত্যজিলেন প্রাণ।
প্রজাপতি সম্মুখেতে যথা যজ্ঞস্থান॥

সতীর বিনাশ হেরি শিব-অনুচর।
হুড়াহুড়ি করে সবে কাঁদে নিরন্তর॥
দক্ষেরে নাশিতে করে অস্ত্র বরিষণ।
কেহ যজ্ঞস্থলে করে ভীষণ গর্জ্জন॥
যজ্ঞ-বিঘ্ন হেরি ভৃগু মহাতপোধন।
ঋভু নামে দেবগণে করে উৎপাদন॥
শিব-অনুচরে নাশ করিতে তখন।
অবহেলে দেন আজ্ঞা আনন্দিত মন॥
ব্রহ্মতেজোবলে সেই দেবতা-নিকর।
শিব-অনুচরে গ্রাস করিতে তৎপর॥
ভীষণ বিপদ হেরি যত অনুচর।
ইতস্ততঃ পলায়ন করে অতঃপর॥
প্রাণহীন সতীদেহ পড়ি যজ্ঞস্থলে।
রাহুগ্রস্ত শশী যেন লুটায় ভূতলে॥
চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল চীৎকার।
অকালে প্রলয় যেন ঘটিল আবার॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
সতী দেহত্যাগ বাণী সর্ব্বযোগ সার॥

ইতি সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহত্যাগ।

তৃতীয় অধ্যায়

বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংস কথা অতি সুবচন॥
সতীরে বিদায় দিয়া প্রভু মহেশ্বর।
অমঙ্গল চিন্তা মনে করেন বিস্তর॥
বিষণ্ণ বদনে রন কৈলাস উপরে।
মণিহারা ফণী যেন শীতার্ত্ত গহ্বরে॥
আলুলিত জটাভার স্থির ত্রিনয়ন।
বদনে নাহিক হাস্য বিষাদিত মন॥
তাঁহারে বিষণ্ণ হেরি অঙ্গের ভূষণ।
সবে রহে বিষাদিত মলিন বদন॥
তাঁর সম বিষাদিত কৈলাস-শিখর।
নাহি নাচে শিখী নাহি ডাকে পিকবর॥
নির্ঝর নিস্তব্ধ আর মলয় পবন।
নাহি পুষ্প প্রস্ফুটিত ছিন্ন উপবন॥
হেন অমঙ্গল হেরি প্রভু মহেশ্বর।
অমঙ্গল ভাবনাতে ব্যাকুল-অন্তর॥
হেনকালে দেব-ঋষি নারদ সুজন।
মহেশ্বর সমীপেতে করেন গমন॥
ঋষিরে সম্ভাষি হর দিলেন আসন।
জিজ্ঞাসেন শুভাশুভ যতেক ঘটন॥
শুনিয়া হরের কথা দেব-ঋষিবর।
দক্ষযজ্ঞ-বিবরণ কহেন সত্বর॥
কি কহিব দেবদেব আমি মূঢ়জন।
সদা যেন পাই দেখা যুগল চরণ॥
আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে দক্ষের ভবনে।
শিবহীন যজ্ঞ করে দক্ষ নিজ মনে॥
করিল সভাতে তোমা অতীব নিন্দন।
সহিতে নারিল সতী সে সব বচন॥
সতী কভু স্বামি-নিন্দা সহিতে না পারে।
সেই হেতু প্রাণত্যাগ করে যজ্ঞাগারে॥
ঋভু দ্বারা বিতাড়িত ভূত-প্রেতগণ।
দক্ষযজ্ঞস্থলে যত ঘটে বিবরণ॥

শুনিয়া সে বাণী শিব হইয়া চঞ্চল।
সতী-হারা দশদিক দেখেন কেবল ॥
সতীর বিনাশে তাঁর ক্রোধের উদয়।
ত্রিনয়ন জ্বলে যেন অগ্নি-শিখাময় ॥
বিদ্যুৎ বহ্নির যেন হইল মিলন।
সতীরে হারায়ে হর হ'লেন এমন ॥
মস্তকের জটা এক করিয়া ছেদন।
ক্রোধে ভূমিতলে শিব করেন ক্ষেপণ ॥
তাহাতে জন্মিল এক বিচিত্র কুমার।
দেখিতে ভীষণ নাম বীরভদ্র তার ॥
বিদ্যুতের সম দেহ বজ্রসম স্বর।
সুমেরুর সম দীর্ঘ ভীম কলেবর ॥
তিনটি নয়ন তার প্রখর তপন।
কেশজাল জটারূপী অগ্নির কারণ ॥
নানা অস্ত্রে শোভে তূণ দেখিতে ভীষণ।
সুভীষণ মুখে তার ভীষণ গর্জ্জন ॥
করযোড়ে আসি প্রভু মহেশ্বর পাশে।
প্রণাম করিয়া বাক্য কহে সবিশেষে ॥
কি আজ্ঞা পালিব রুদ্র করহ জ্ঞাপন।
অকালে প্রলয় নাথ করিব এখন ॥
কহ দেব জন্ম দিলে মোরে কি কারণ।
কি প্রিয় সাধিব তব করহ জ্ঞাপন ॥
বীরভদ্র-বাণী শুনি কহেন শঙ্কর।
মম অংশে জন্ম নিলে তুমি পুত্রবর ॥
সাধহ আমার হিত করিতে প্রকাশ।
সবংশে দক্ষেরে শীঘ্র করহ বিনাশ ॥
অজেয় আমার তেজে হইলে কুমার।
সতী-দুঃখে আমি দুঃখী শাস্তি দেহ তার ॥
এত শুনি বীরভদ্র বীরের কুমার।
ক্রোধেতে উন্মত্ত শুনি দক্ষ ব্যবহার ॥
প্রমথের সেনাপতি হইয়া তখন।
প্রণমে সে ভক্তিভাবে ভবের চরণ ॥
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে ল'য়ে সেনাদল।
উপনীত হ'ন যথা দক্ষ-যজ্ঞস্থল ॥
সুমেরুর সম বাহু দেখিতে ভীষণ।
কোপেতে ঘূর্ণিত তাঁর রক্ত ত্রিনয়ন ॥
ক্রোধছটা ঘনঘটা অকালে প্রলয়।
জটার কম্পনে যেন বেগে বায়ু বয় ॥
নিশ্বাস মেঘের ধ্বনি কটাক্ষ দামিনী।
হুহুঙ্কার ঘোর রব তাহে বজ্রধ্বনি ॥
ভীষণ ত্রিশূল হাতে চরণে নূপুর।
ভূত-প্রেতদল সঙ্গে বেষ্টিত প্রচুর ॥
রবি শশী অন্ধকার তার সমাগমে।
ধূলিময় দিক হয় সভাজন ভ্রমে ॥
সকলে বিবিধ তর্ক করি মনে মনে।
দক্ষের বিনাশ ভাবে প্রসূতি আপনে ॥
রুদ্র অপমানে অদ্য তাহার বিনাশ।
সেই পাপদণ্ড আজি হইবে প্রকাশ ॥
কটাক্ষে প্রলয় যার ঘটে অনুক্ষণ।
যাঁর কোপে ভীত সদা ব্রহ্মা দেবগণ ॥
সেই শঙ্করের প্রিয়া সতীর বিনাশ।
ঘটায়ে করিল দক্ষ নিজ সর্ব্বনাশ ॥
প্রসূতি এতেক ভাবি কাঁদে নিরন্তর।
শুনহ বিদুর কিবা ঘটে অতঃপর ॥
রবি শশী আবরিয়া বেড়িয়া আকাশ।
অবহেলে প্রমথেরা হইল প্রকাশ ॥
কেহ শ্বেতাকার কেহ বরণে কপিল।
মকর-উদর কেহ বরণে পঙ্কিল ॥
দন্ত খিল খিল আর অট্টহাস মুখে।
সর্ব্বনাশ ইচ্ছা সবে দেখায় সন্মুখে ॥
কেহ যজ্ঞশালা ভাঙ্গে কেহ যজ্ঞস্থান।
কেহ বা নিবায় অগ্নি কেহ লয় প্রাণ ॥
কেহ ধরে মুনিগণে কেহ মুনি-নারী।
কেহ বা গর্জ্জন করে ভেদ না বিচারি ॥
যজ্ঞস্থল করি নাশ প্রমথের পতি।
ত্বরায় যাইয়া ধরে দক্ষ প্রজাপতি ॥
ভয়েতে কম্পিত দক্ষ প্রাণেতে কাতর।
মণিমান নামে রুদ্র ধরে ভৃগুবর ॥

অরুণ দেবেরে ধরে সেনা চণ্ডেশ্বর।
ভগদেবে করে নন্দী বন্ধন সত্বর ॥
এইরূপে সবে ধরি বিনাশ কারণ।
সভাজন লাগি ধায় যত সেনাগণ ॥
প্রাণ লাগি ঊর্দ্ধশ্বাসে দেব ঋষিবর।
দ্রুতবেগে ধায় সবে হইয়া কাতর ॥
সকলেই পায় প্রায় প্রমথ-প্রহার।
তাহাতে জন্মিল ব্যথা অঙ্গেতে সবার ॥
কেহ শির ল'য়ে কাঁদে কেহ ল'য়ে কর।
কেহ পদ ল'য়ে কাঁদে রাখ দিগম্বর ॥
শিব-নিন্দা শুনি সবে যাতনা পাইল।
নানামতে প্রমথেরা শাস্তি সবে দিল ॥
ভীষণ বিপদ হেরি ভৃগু মহাশয়।
প্রেত নাশিবারে দেন আহুতি-নিচয় ॥
ভৃগু-ব্যবহার দেখি বীরভদ্র বীর।
ক্রোধেতে কম্পিত তাঁর হইল শরার ॥
ভৃগুমুনি-ব্যবহার হইল স্মরণ।
হাসে শ্মশ্রু দেখাইয়া শিবের কারণ ॥
বীরভদ্র শ্মশ্রু তার করি উৎপাটন।
অবশেষে অঙ্গে তাঁর করেন ঘাতন ॥
যবে দক্ষ শিব-নিন্দা করেন পূরবে।
কটাক্ষেতে ভগদেব উৎসাহেন তবে ॥
বীরভদ্র সেই ভাব করিয়া দর্শন।
ভূমে ফেলি ভগদেবে উপাড়ে নয়ন ॥
দক্ষ যবে নিন্দে শিবে দেবসভা-মাঝ।
দন্ত ল'য়ে হাসে পূষা ধরি ক্রূর সাজ ॥
বীরভদ্র সেই ভাব করিয়া দর্শন।
দুই মুষ্ট্যাঘাতে দন্ত করে উৎপাটন ॥
অবশেষে বীরভদ্র ক্রোধেতে অধীর।
ভূমেতে ফেলেন টানি দক্ষের শরীর ॥
রুদ্র-অনুচর সেই বলবান অতি।
কি সাধ্য পাইবে রক্ষা দক্ষ প্রজাপতি ॥
দক্ষের বক্ষেতে চাপি বীরভদ্র বীর।
ক্রোধেতে কম্পিত করি আপন শরীর ॥
তীক্ষ্ণধার অসি তবে করিয়া গ্রহণ।
যাইলেন করিবারে মস্তক ছেদন ॥
কঠিন দক্ষের নিজ দেহ অতিশয়।
অসিতে মুণ্ডের ছেদ কভু নাহি হয় ॥
আশ্চর্য্য তাহাতে হন রুদ্র-অনুচর।
কি করি করেন ছেদ ভাবেন বিস্তর ॥
যজ্ঞস্থলে দেখিলেন কণ্ঠের মর্দ্দন।
তাহা ল'য়ে দক্ষ-কণ্ঠে করি আরোপণ ॥
অবশেষে করিলেন মুণ্ডের ছেদন।
হইল পিশাচ দলে আনন্দ বর্দ্ধন ॥
ত্রিভুবনে ঘটে তাহে মহা হাহাকার।
দক্ষ সহ যজ্ঞ নাশ ঘটে কি এবার ॥
লইয়া দক্ষের মুণ্ড প্রমথের পতি।
যজ্ঞ-অগ্নি-মধ্যে তার দিলেন আহুতি ॥
এইরূপে দক্ষযজ্ঞ সুখে করি নাশ।
প্রমথের সহ বীর গেলেন কৈলাস ॥
অতি অপরূপ বাণী শুনিলে বিদুর।
বুঝিলেই আত্মজ্ঞান পাইবে প্রচুর ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে শুনালে নাশ হবে পাপভার ॥

ইতি বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ-নাশ।

ব্রহ্মার নিকট দক্ষ-বিনাশ সংবাদ-প্রদান ও তৎ কর্ত্তৃক শিবের আরাধন

(ত্রিপদী)

মৈত্রেয় কহেন পুনঃ, হে বিদুর শুন শুন,
দক্ষযজ্ঞে কিবা ঘটে পরে।
অতীব উত্তম বাণী, শুনিলে জুড়াবে প্রাণী,
মোক্ষ তাহে পায় সাধু নরে ॥
বীরভদ্র সেনাপতি, লইয়া সেনা-সংহতি,
যজ্ঞ ধ্বংস করি অনায়াসে।
দক্ষের কাটিয়া শির, প্রমথের সহ বীর,
আনন্দেতে গেলেন কৈলাসে ॥
সতীদুঃখে সতীপতি, আছিলেন দুঃখমতি,
সদা মুখে কোথা প্রাণসতী।
কেন গেলে পিতৃঘর, দুঃখ দিতে নিরন্তর,
কেন বাম হ'লে মোর প্রতি ॥
বীরভদ্র হেনকালে, ল'য়ে প্রমথের পালে,
প্রণমেন শিবের চরণে।
দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস-কথা, শুনি দূরে যায় ব্যথা,
ক্রমে দুঃখ ত্যজিলেন মনে ॥
প্রজাপতি ব্রহ্মা আর, ভগবান্ সারাৎসার,
অন্তর্য্যামী এই দুই জন।
দক্ষযজ্ঞে নাহি গেল, সেই হেতু না দেখিল,
পূর্ব্ব হ'তে জানে বিবরণ ॥
রুদ্র-অনুচরগণ, ল'য়ে কত প্রহরণ,
নিস্ত্রিংশ পট্টিশ আর শূল।
পরিঘ মুদ্গার কত, হেন অস্ত্র শত শত,
যার ঘায়ে দেবতা আকুল ॥
সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, ভূতহস্তে পরাজিত,
ঋত্বিক্ ও সভ্যদেবগণ।
ভয়েতে অতীব ভীত, পলাইল ইতস্ততঃ,
ক্রমে গিয়া উপনীত ব্রহ্মার সদন ॥
তার ঠাঁই যোড়করে, অতীব আবেগ ভরে,
কহে যত দেব মুনিগণে।
কি কর কি কর প্রভু, এ দুঃখ না পাই কভু,
যে পীড়া পাইনু সর্ব্বজনে ॥
শিবে করি অপমান, যজ্ঞ অংশ নাহি দান,
সতী প্রাণ ত্যজে অপমানে।
অপমানে মহেশ্বর, পাঠাইয়া অনুচর,
নাশি যজ্ঞ মারে সবে প্রাণে ॥
দক্ষের কাটিল শির, শ্মশ্রু-হীন ভৃগুবীর,
ভগদেব হারায় নয়ন।
কাহার লইল প্রাণ, ভঙ্গ করে যজ্ঞস্থান,
পূষনের দন্ত উৎপাটন ॥
যজ্ঞ নাহি হ'ল শেষ, সকলে পাইল ক্লেশ,
প্রাণনাশ হ'ল সবাকার।
পীড়ায় না বাঁচি আর, হরকোপে বাঁচা ভার,
কর দেব এর প্রতিকার ॥
এত কহি দেবগণ, দেখায় অঙ্গ-পীড়ন,
কার শির কাহার চরণ।
কাহার ভাঙ্গিল হস্ত, কেহ ভয়ে মহাত্রস্ত,
কার দগ্ধ হয় দু'নয়ন ॥
কোন ঋষি জটাহীন, কার নাহি শ্মশ্রু চিন,
কার নাসা কার কর্ণ নাই।
কাহার চিরিল চীর, অঙ্গক্ষত কোন ধীর,
দুঃখে সবে অধোমুখে চাই ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজন, জানিতেন বিলক্ষণ,
ঘটিবেক এ হেন ঘটন।
সতী হ'ল হরপ্রাণ, নিন্দা শুনি ত্যজি প্রাণ,
কোপে দগ্ধ হ'ল ত্রিভুবন ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর, জগৎ-মঙ্গলকর,
দক্ষ করে তাঁর অপমান।
পতিপ্রাণা সেই সতী, পতিপদে যাঁর মতি,
কেমনেতে শুনি রাখে প্রাণ ॥
মঙ্গলের অপমানে, যেই রহে সেই স্থানে,
সকলের নিশ্চয় দুর্গতি।
দেব ঋষি সবে শুন, ভাব শিবে পুনঃ পুনঃ,
আশুতোষ দিবেন মুকতি ॥

জ্ঞানের আধার যিনি, প্রজাপতি মহামুনি,
দেবতার দুঃখ শুনি মনে।
সম্বোধিয়া দেবগণ, ধীর বাক্যে পদ্মাসন,
কহিলেন মধুর বচনে ॥
অপরাধ যদি করে, তেজস্বী পুরুষবরে,
প্রতিশোধ তার নাহি হয়।
জানিবে দেবতাগণ, চেষ্টা হয় অকারণ,
ফল তার অকল্যাণময় ॥
নামে যিনি হন হর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বর,
যজ্ঞে তাঁর নাহি দিলে অংশ।
অবশ্য ঘটিবে দুখ, মঙ্গল বিহনে সুখ,
যথার্থই তাহে যজ্ঞ ধ্বংস ॥
আমি ব্রহ্মা সুরেশ্বর, জীব জন্তু মুনিবর,
কার সাধ্য জিনে মহেশ্বরে।
অসীম যাহার বল, প্রলয় সে কোপানল,
কার সাধ্য তাঁর কোপ হরে ॥
একমনে সেইজনে, ডাক দেবমুনিগণে,
যন্ত্রণা হইতে পাবে ত্রাণ।
নাম তাঁর আশুতোষ, অল্পে দূর হয় রোষ,
আরাধিলে সুস্থ হবে প্রাণ ॥
প্রিয়ার বিরহে তাঁর, হৃদি দহে অনিবার,
মনে তাঁর নাহি কোন সুখ।
দেব মুনিগণ শুন, তাহার উপরে পুনঃ,
রূঢ় বাক্যে দিলে তাঁরে দুখ ॥
এত কহি প্রজাপতি, নিশ্চয় করিয়া মতি,
বুঝিলেন আপনার জ্ঞানে।
সান্ত্বনা না করি হর, এই বিশ্ব চরাচর,
কার সাধ্য রাখে নিজস্থানে ॥
ল'য়ে দেব আদিগণ, হরষে কমলাসন,
করেন সে কৈলাসে গমন।
যথা বসি মৃত্যুঞ্জয়, প্রলয় যাঁহ'তে হয়,
সবার অভয় যে চরণ ॥
জন্ম মন্ত্র যোগ আর, ওষধিতে সিদ্ধি যাঁর,
তপঃসিদ্ধ যেই দেবগণ।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব আর, অপ্সরীরা রূপাধার,
নিত্য থাকে কৈলাসভবন ॥
সে কৈলাস শোভাকর, দেখিবারে মনোহর,
শোভে কত বন উপবন।
ছয় ঋতু একত্রেতে, উদয় দিবস-রেতে,
রবি শশী শোভিত গগন ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত, গাহিতেছে অবিরত,
লতা গুল্ম কুঞ্জ সারি সারি।
সিংহ হস্তী একস্থানে, রহে আনন্দিত প্রাণে,
ব্যাঘ্র মৃগ আনন্দে বিহারি ॥
কেকারব নিনাদিত, অলিকুল মুখরিত,
মদমত্ত ভ্রমর গুঞ্জন।
প্লুতস্বর কোকিলের, সুকূজন বিহগের,
নিত্য সেথা রয় বিরাজিত ॥
কৈলাসপর্ব্বত যেন, গজরূপে ধায় হেন,
নির্ঝরের ধ্বনি আসে কানে।
পারিজাত দেবদারু, কাঞ্চন অর্জ্জুন তরু,
শাল তাল তমাল আসনে ॥
আম্র পুন্নাগ পারুল, নীপ চম্পক বকুল,
কদম্ব অশোক কুন্দ নাগ।
কুরুবক আদি যত, বৃক্ষ শোভে শত শত,
আছে সেথা পনস গুবাক ॥
স্বর্ণবর্ণ পদ্ম এলা, মালতী কুঞ্জক মালা,
মাধবীর লতা আর ফুল।
ডম্বুর অশ্বত্থ হিঙ্গু, ভূর্জ্জ বট আদি জম্বু,
পিয়াল মধুক বেণুকুল ॥
সরোবরে শোভে কত, পদ্ম আদি অগণিত,
কুমুদ কহ্লার গন্ধময়।
বিহঙ্গ কূজন সহ, সেই গন্ধ অহরহ,
বায়ু সহ কৈলাসেতে বয় ॥
কৈলাসের উপবনে, কত জীবজন্তুগণে,
সর্ব্বক্ষণ করে বিচরণ।
বানর শূকর হাতী, ভল্লুক সজারু জাতি,
মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র অশ্বগণ ॥

শরভ গবয় ঊর্ণ, কস্তূরীমৃগ গোকর্ণ,
মহিষ তরক্ষু আদি যত।
কৈলাসভূমিতে তারা, হ'য়ে সব হিংসাহারা,
মিলে মিশে থাকে অবিরত॥
সরোবর তীরে কত, কদলীবৃক্ষ শোভিত,
মনোরম রূপ হয় তার।
এইরূপ রূপ আর, কোথাও না দেখি আর,
শিবভূমি শোভার আধার॥
এ হেন গিরির পর, বাস করে দিগম্বর,
উপনীত ব্রহ্মা দেবগণ।
দেখি গিরি শোভাময়, সকলে মোহিত হয়,
হেরে সবে মেলিয়া নয়ন॥
দুই নদী মনোহর, বহে বারি পুণ্যতর,
নন্দা ও অলকনন্দা নাম।
বিষ্ণু-পদরেণু ছুঁয়ে, গিরিশের পদ ধুয়ে,
পূত করে এই বিশ্বধাম॥
তদুপরি শোভাকর, রহে অলকানগর,
পার্শ্বে তার সৌগন্ধিক বন।
সেই বনে মহেশ্বর, হরি-প্রেমে দিগম্বর,
করে সুখে হরি আরাধন॥
অলকার কত শোভা, জগতের মনোলোভা,
কার সাধ্য বর্ণিবারে পারে।
অনন্ত সহস্র মুখে, বর্ণিতে না পারে সুখে,
ত্রিলোকের শোভা তায় হারে॥

(পয়ার)

সবে প্রবেশেন সুখে অলকানগর।
কত শাখী করে শোভা হেরে নিরন্তর॥
চারিদিকে শোভা করে কত সরোবর।
চন্দ্র সম কত মণি জ্বলে নিরন্তর॥
ব্রহ্মা ল'য়ে দেবগণ অলকানগরে।
নাহি দেখা পান সেই প্রভু দিগম্বরে॥
সৌগন্ধিক বনে তবে করেন গমন।
প্রবেশিয়া বনে সবে আনন্দিত মন॥
অদূরে দেখেন এক তরু ভয়ঙ্কর।
শতেক যোজন সেই হয় দীর্ঘতর॥
অসংখ্য যোজনে শাখা প্রশাখা বিস্তার।
ছায়াতে কৈলাস স্নিগ্ধ হয় অনিবার॥
নাম তার হয় বট পশু-পক্ষি-শূন্য।
দেখিলে জীবের তাহে উপজয় পুণ্য॥
যোগ-প্রভাময় তরু মূলদেশে তার।
সমাসীন মহেশ্বর অন্তক-আকার॥
ভীষণ মূরতি বটে তবু ক্রোধহীন।
স্নিগ্ধভাবে উপবিষ্ট বদন মলিন॥
সনকাদি করে স্তব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কুবের পূজয়ে তায় শব্দ হর হর॥
ললাটে দীপিছে চন্দ্র শারদ আকাশে।
কিন্তু ম্লান বোধ হয় সতীর বিনাশে॥
তপস্বীর সম বেশ মহাব্রত-ধারী।
সকল-ঐশ্বর্য্যময় দেখিতে ভিখারী॥
ঋষিশ্রেষ্ঠ সে নারদ সম্মুখে তাঁহার।
জিজ্ঞাসেন ব্রহ্মজ্ঞান বিবিধ প্রকার॥
ব্রহ্মের মহিমা হর প্রকাশেন সুখে।
তাহাতে বিস্মৃত তাই রন সতীশোকে॥
অপরূপ ব্রহ্ম-বাণী নারদ সুমতি।
শিবের নিকটে বসি শুনেন সম্প্রতি॥
এ ভাবে হেরিয়া তবে কমল-আসন।
দেবগণ সহ মিলি বন্দিলা চরণ॥
যদ্যপি সবার শ্রেষ্ঠ উঠিয়া সত্বর।
ব্রহ্মারে করেন নতি সুখে দিগম্বর॥
সহসা দেবতা সহ দেব পদ্মযোনি।
কৈলাস ভুবনে হ'ল উদয় যেমনি॥
আশ্চর্য্য হইয়া যত মুনি সিদ্ধগণ।
সকলে বন্দিলা সুখে ব্রহ্মার চরণ॥
শ্রেষ্ঠ হ'য়ে নিজে হর নমে প্রজাপতি।
এই হেতু কন ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রতি॥
প্রকৃতি বিশ্বের যোনি জানি ভগবান্।
পুরুষ তাহার বীজ জ্ঞানের প্রধান॥

আপনি হয়েন প্রভু সবার কারণ।
আপনিই বেদ-বিধি পরব্রহ্ম জন॥
আপনি করেন সৃষ্টি পালন সংহার।
আপনিই দেন শিক্ষা যজ্ঞের আচার॥
আপনিই ব্রত মন্ত্র হোম অনুষ্ঠান।
আপনিই ভক্তি মুক্তি স্বর্গের নিদান॥
এক কথা তব প্রতি মম মহেশ্বর।
অনুগ্রহে শুন দেব হ'য়ে কৃপাপর॥
মায়াতে জন্মায় বুদ্ধি নানা মায়াপর।
ইহাই হরির লীলা সবার গোচর॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে সংসার মাঝারে।
ভেদদর্শী হয় যারা বুদ্ধি অনুসারে॥
সাধুগণ তাহাদের নাহি ধরে দোষ।
নিজ গুণে ক্ষমা করে নাহি করে রোষ॥
কুপথিক হয় দেব দক্ষ প্রজাপতি।
কেমনে তোমার তত্ত্ব জানিবে দুর্ম্মতি॥
আপনিই ফলদাতা হ'য়ে যজ্ঞেশ্বর।
না বুঝি করিল কার্য্য সেই দক্ষবর॥
আপনারে নাহি জানি নাহি দিল অংশ।
সেই হেতু যজ্ঞ তার করিলেন ধ্বংস॥
যজ্ঞ সহ প্রজাপতি হইল বিনাশ।
ভগ ভৃগু পূষা আদি দেব অঙ্গনাশ॥
সভাতে আছিল যত দেব মুনিগণ।
তব অনুচর সবে করিল পীড়ন॥
দক্ষ-নাশে যজ্ঞ-নাশ শুন পশুপতি।
কার্য্য-নাশে ধর্ম্মনাশ তাহাতে সম্প্রতি॥
অতএব কর কৃপা হে প্রভু শঙ্কর।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর গিয়া হ'য়ে যজ্ঞেশ্বর॥
কৃপা করি দাও দেব দক্ষের জীবন।
পূষাদেবে দাও দেব তাহার দশন॥
ভগদেবে দাও নাথ যুগল নয়ন।
ভৃগুর পুনশ্চ হোক্ শ্মশ্রু সুশোভন॥
অস্ত্র আর শিলাঘাতে দেব মুনিগণ।
পাইয়াছে যে আঘাত, হর তপোধন॥
অনুগ্রহ কর সবে তুমি কৃপা করি।
তা' সবার স্বাস্থ্য পুনঃ আসে যেন ফিরি॥
যজ্ঞ অবশেষে যাহা থাকিবে নিশ্চয়।
তাহাই তোমার ভাগ শুন মহাশয়॥
এবে প্রভু কর তুমি যজ্ঞ সমাপন।
অগতির গতি তুমি হে যজ্ঞ-নাশন॥
যদি নাহি কৃপা কর নষ্ট ত্রিভুবন।
কর ওহে ত্রিপুরারি কৃপা বিতরণ॥
কর জুড়ি এত কহি কমল-আসন।
হইলেন স্থির তবে ল'য়ে দেবগণ॥

অপরে কি ঘটে তাহা শুন হে বিদুর।
শুনিলে সন্দেহ নাশ হইবে প্রচুর॥

ইতি ব্রহ্মার নিকট দক্ষ-বিনাশ সংবাদ-প্রদান ও তৎ কর্ত্তৃক শিবের আরাধনা।

দক্ষযজ্ঞ সমাপন

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
যেমতে দক্ষের যজ্ঞ হয় সমাপন॥
ব্রহ্মার বচনে তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর।
ক্রোধ ত্যাগে হইলেন প্রফুল্ল অন্তর॥
আনন্দে মাতিয়া দেব কহিলেন যাহা।
সুস্থির হইল শুনি দেব ঋষি তাহা॥
যা কহিলে ব্রহ্মা তুমি যুক্তিযুক্ত হয়।
যজ্ঞের বিনাশ মোর অভিপ্রায় নয়॥
মায়াবশে বিমোহিত হয় যেই জন।
তাহাদের দণ্ড আমি দেই বিলক্ষণ॥
দক্ষ সহ মায়া-মুগ্ধ ছিল যত জন।
করিলাম মাত্র আমি তাদের শাসন॥

দক্ষ প্রজাপতি পুনঃ লভুক পরাণ।
পুনর্ব্বার হোক সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান॥
দক্ষের মস্তক দগ্ধ দক্ষিণ অগ্নিতে।
লভুক ছাগের মুণ্ড আমার বরেতে॥
মিত্র দেবতার চক্ষু লভিয়া আপনি।
দেখুক যজ্ঞাংশ স্বীয় ভগদেব মুনি॥
যজ্ঞীয় পিষ্টকভোজী দেব দিনমণি।
যজমান দন্তে খাবে এই শাস্ত্র মানি॥
যে সব দেবতা যজ্ঞভাগ দিবে মোরে।
সুস্থ অঙ্গ পাবে তারা জানিবে অচিরে॥
অশ্বিনীকুমার আর সূর্য্যের কৃপায়।
অবশ্য ঋত্বিকগণ হস্ত বাহু পায়॥
ছাগের লইয়া শ্মশ্রু ভৃগু তপোধন।
আমার আজ্ঞায় শ্মশ্রু করুক যোজন॥
সকলেই যজ্ঞ-ভাগ করুক গ্রহণ।
অবশেষে লব ভাগ শুন দিয়া মন॥
এত বলি আশুতোষ ল'য়ে অনুচর।
সর্ব্ব অনুরোধে যান যজ্ঞের ভিতর॥
যজ্ঞস্থলে গিয়া হর রাখিলেন পণ।
সকলে সবার অঙ্গ করেন যোজন॥
ছাগমুণ্ড লাভ করে দক্ষ মহাশয়।
এতক্ষণে হ'ল তার চৈতন্য উদয়॥
গাত্রোত্থান করি দক্ষ হেরিলেন হর।
শান্তমনে দেখিলেন তনু দিগম্বর॥
সতী-দুঃখে দুঃখী সেই দেব মহেশ্বর।
তথাপি হইয়া তুষ্ট দেন সবে বর॥
মহাদেবে হেরি দক্ষ করিল ক্রন্দন।
তনয়ার মুখচন্দ্র হইল স্মরণ॥
দক্ষ রাজা ছিল পাপে কলুষিত অতি।
শিবেরে হেরিয়া শুদ্ধ হ'ল তার মতি॥
অনুক্ষণ কাঁদি তবে দক্ষ অতঃপর।
করযোড়ে মহাদেবে কহিলা সত্বর॥
না বুঝিয়া নিন্দি তোমা মূঢ়মতি আমি।
নিজজন বলি মোরে দণ্ড দিলে তুমি॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রূপে তুমি হও একজন।
এতক্ষণে জানিলাম তাহা বিলক্ষণ॥
অপরাধ করি হেন হ'য়ে হীনমতি।
করিলাম আমি হেন পাপ-কর্ম্ম অতি॥
দয়াল বলিয়া তুমি করি দয়া দান।
উদ্ধারিলে অধমেরে দিয়া দেহে প্রাণ॥
আশুতোষ নাম তব হইল সফল।
আর কি বলিব তোমা নাহি মম বল॥
বেদ রক্ষা লাগি ব্রহ্মা সৃজিল ব্রাহ্মণ।
আপনি করিছ তার সর্ব্বদা রক্ষণ॥
ধন্য ধন্য তুমি দেব সকলের সার।
করিলাম প্রাণ ভরি পদে নমস্কার॥
হেনমতে দক্ষ করি গিরিশে স্তবন।
আজ্ঞা ল'য়ে যজ্ঞ পুনঃ করে আরম্ভণ॥
পুরোহিত হরি নামে দিলেন আহুতি।
আসিলেন ত্বরা তথা গোলোকের পতি॥
দশদিক উজলিয়া গরুড়-বাহন।
আসিলেন বিষ্ণুরূপে প্রভু নারায়ণ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করেতে শোভন।
ভকত জনের সদা হৃদয়রঞ্জন॥
বক্ষঃস্থলে বনমালা লক্ষ্মী বামে বসি।
মন্দ মন্দ হাসি মুখে পূর্ণিমার শশী॥
বিষ্ণুরে হেরিয়া সবে করিয়া উত্থান।
কায়মনে পাদ্য অর্ঘ্য করে সবে দান॥
রূপে উজলিল সব যজ্ঞের আগার।
সকলে প্রণাম করে পদে বার বার॥
যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষ ল'য়ে পূজা উপহার।
বিষ্ণুর সমীপে যান অগ্রেতে সবার॥
শান্তরূপে ভুলি দক্ষ কহেন বচন।
সৃষ্টি স্থিতি বিলয়ের তুমিই কারণ॥
চিন্ময় তোমার রূপ অতি অপরূপ।
গুণাতীত তুমি দেব আনন্দ স্বরূপ॥
মায়াতে অশুদ্ধ তুমি শুদ্ধ স্বরূপেতে।
কি বুঝিব তব লীলা প্রণাম পদেতে॥

এত বলি দক্ষ পূজি হরির চরণ।
যথাস্থানে করিলেন আসন গ্রহণ॥
পার্ষদে বেষ্টিত যেই দেব নারায়ণ।
লইলেন দক্ষরাজা তাঁহার শরণ॥
করিলেন স্তবস্তুতি যতেক বিধানে।
একচিত্তে ভক্তিযুক্ত ঈর্ষ্যাহীন মনে॥
পুরোহিত পরে উঠি ল'য়ে পূজাচার।
মুখে হরি হরি ধ্বনি প্রশান্ত আকার॥
হরির হেরিয়া রূপ সুস্থ সবে হয়।
আপনার মনোগত বাণী প্রকাশয়॥
ধন্য ধন্য তুমি দেব সবার কারণ।
অভয় মোদের দাও হে মধুসূদন॥
নন্দীর শাপেতে বুদ্ধি কর্ম্মে হয় রত।
না পারি জানিতে তোমা পূজি অবিরত॥
কৃপা করি আমাদের দাও হেন বর।
পরিশুদ্ধ হয় যাহে মোদের অন্তর॥
কর্ম্মেতে যাহাতে পাই তোমার চরণ।
দাও দীনে হেন বর দেব নারায়ণ॥
এত বলি স্থির হন পূজিয়া চরণ।
হরিরে পূজিতে পরে যায় সভাজন॥
মনোমত পূজা ল'য়ে যত সভাজন।
হরির সমীপে কহে মনের বচন॥
তুমি হরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সবার আশ্রয়।
কিবা সাধ্য তব মূর্ত্তি দেখিবে হৃদয়॥
ক্লেশাগার এ সংসার দুর্গম নিশ্চয়।
কৃষ্ণসর্পরূপে যম তাহাতেই রয়॥
সুখ দুঃখ কালে কালে তাহাতে প্রকাশ।
মায়া-মরীচিকা নাথ তাহাতে আভাষ॥
শোকরূপ দাবানল দহে নিরন্তর।
কামবাণ মহাপীড়া তাহাতে গোচর॥
এ হেন সংসারে জন্ম ল'য়ে জীবগণ।
কেমনে পাইবে তব যুগল চরণ॥
কৃপা করি দয়াময় করহ উপায়।
সংসারের মায়া নাশ জীবে যাহে পায়॥
এত কহি স্থির হন যত সভাজন।
হরিপূজা লাগি রুদ্র করেন গমন॥
করযোড়ে হর কন শ্রীহরির প্রতি।
বরদ তোমার নাম বৈকুণ্ঠের পতি॥
চতুর্ব্বর্গ ফল মাত্র যুগল চরণ।
যার লাগি মুনি করে তপ আচরণ॥
এত জানি আমি দেব চরণের প্রতি।
উন্মত্ত ভাবেতে মগ্ন রাখিয়াছি মতি॥
অজ্ঞ লোক নাহি বুঝি আমার অন্তর।
সদর্পে সর্ব্বত্র বলে হীনাচার হর॥
তাহাতে না হয় যেন ক্রোধের উদয়।
কর দেব এই কৃপা আমাতে নিশ্চয়॥
এত বলি হরি পূজি স্তব্ধ হন হর।
অপরে করেন পূজা ঋষি ভৃগুবর॥
কি কহিব নাহি জানি কহিতে বচন।
মায়া ল'য়ে লীলা তুমি কর নারায়ণ॥
যেই মায়ামতে তত্ত্ব-জ্ঞানের বিনাশ।
তাহাতেই নাহি পাই তোমার প্রকাশ॥
যাহে মায়ামুক্ত হ'য়ে ওহে নারায়ণ।
বর দাও যেন তোমা পাই দরশন॥
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি হও সর্ব্বধাম।
করিলাম কায়মনে চরণে প্রণাম॥
এত বলি ভৃগু তবে হইলেন স্থির।
শ্রীহরির পদ পূজা করে ব্রহ্মা ধীর॥
ইন্দ্রিয়ের অগোচর তুমি নারায়ণ।
ইন্দ্রিয়ে না হয় কভু তব দরশন॥
ইন্দ্রিয়েতে লাভ মাত্র বস্তু মায়াময়।
মায়ার অতীত তুমি হও সুনিশ্চয়॥
জ্ঞানের আশ্রয় তুমি করিয়াছ দান।
পদার্থ ইন্দ্রিয় মাত্র তোমার প্রদান॥
হেন বোধ যবে হবে মুক্ত জীবগণ।
নচেৎ কেমনে তব হবে দরশন॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে হইলেন স্থির।
তবে পূজা লাগি ইন্দ্র হয়েন বাহির॥

অচ্যুত তোমার নাম তুমি নারায়ণ ।
জ্ঞান-নেত্র মাত্রে পায় তব দরশন ॥
বিশ্বের কারণ তুমি ওহে দয়াময় ।
তোমা হ'তে হয় এই বিশ্বের উদয় ॥
মনোহর মূর্ত্তি তব ওহে বিশ্বভূপ ।
নয়ন মনের সদা আনন্দস্বরূপ ॥
আনন্দরূপেতে তুমি সদা বর্ত্তমান ।
অসুর-বিনাশে হস্ত তোমাতে প্রমাণ ॥
হীরকে খচিত অলঙ্কার বিদ্যমান ।
তাহাতে শোভিত অস্ত্র অতি খরশাণ ॥
কে বুঝিবে তব মায়া মায়ার ঈশ্বর ।
করিনু প্রণাম হ'য়ে একান্ত অন্তর ॥
ক্রমে বিষ্ণু-পূজা করি যত দেবগণ ।
লইলেন একে একে আপন আসন ॥
তবে উঠিলেন যত ঋষিপত্নীগণ ।
সুগন্ধি সুমাল্য হাতে রূপেতে তপন ॥
ইচ্ছামত পূজি সবে বিষ্ণুর চরণ ।
কহিতে লাগিল মৃদু মধুর বচন ॥
পদ্মনাভ তব নাম তুমি যজ্ঞময় ।
তব পূজা লাগি যজ্ঞ ব্রহ্ম-সৃষ্ট হয় ॥
সেই যজ্ঞ আশুতোষ করিলা বিনাশ ।
দক্ষের উপরে করি কোপের প্রকাশ ॥
কর কৃপা তুমি দেব মেলিয়া নয়ন ।
হউক পুনশ্চ সেই যজ্ঞ সমাপন ॥
এত কহি প্রণমিয়া সকলে চলিল ।
অপর যতেক ঋষি ক্রমেতে উঠিল ॥
দেখিতে পরম শান্ত উগ্র তপঃ অতি ।
করযোড়ে ভক্তিভরে কহে বিষ্ণু প্রতি ॥
অদ্ভুত চরিত্র তব কহনে না যায় ।
বিজ্ঞানে নাহিক স্থির করিল তাহায় ॥
আপনিই কর কার্য্য কিন্তু সঙ্গহীন ।
কর্ম্মমাঝে লিপ্ত নাহি হও কোন দিন ॥
যে লক্ষ্মীর লাগি জীব করিছে সাধন ।
সেই লক্ষ্মী সেবে প্রভু তোমার চরণ ॥
তথাপি আসক্ত তাহে নহ নারায়ণ ।
ইহাপেক্ষা অসঙ্গের কি উদাহরণ ॥
এত কহি স্তব্ধ হন যত ঋষি জন ।
পূজার্থে উঠেন তবে যত সিদ্ধগণ ॥
করযোড়ে কহে তবে নারায়ণ প্রতি ।
রহে যেন তব পদে আমাদের মতি ॥
মন-রূপ হস্তী আছে দুর্গম কাননে ।
সহিছে সে নানা ক্লেশ দাবাগ্নি-দহনে ॥
তব কথামৃত-নদী বহিছে যথায় ।
তথা যেন মন-হস্তী শান্ত হ'তে পায় ॥
অতি শান্তিময়ী নদী অমৃতের সার ।
ডুবিলে সকল ক্লেশ দূর হয় তার ॥
ব্রহ্মের সহিত হয় তবে ত মিলন ।
চিরতরে ছিন্ন হয় এ ভব-বন্ধন ॥
এত কহি সিদ্ধগণ হইলেন স্থির ।
পূজিতে হরিরে হন প্রসূতি বাহির ॥
মনুর কুমারী হয় প্রসূতি সুন্দরী ।
দক্ষ-প্রিয়তমা পত্নী ধনের ঈশ্বরী ॥
যথাবিধি করি পূজা বিষ্ণুর চরণ ।
কহিতে লাগিল মৃদু মধুর বচন ॥
নাম তব শ্রীনিবাস করি নমস্কার ।
লক্ষ্মীর সমান ভাব আমা সবাকার ॥
এই কৃপা কর প্রভু আমাদের প্রতি ।
তব পদে রহে যেন আমাদের মতি ॥
তুমি বিনা যজ্ঞ হয় কবন্ধ আকার ।
বিকৃত যাহার অঙ্গ শির নাই যার ॥
হেন যজ্ঞে হইয়াছে তব আগমন ।
শান্তি যেন পায় মম সতীহারা মন ॥
এতেক বলিয়া সতী করিয়া ক্রন্দন ।
প্রণমিয়া নারায়ণে করেন গমন ॥
তবেতে করেন স্তব লোকপালগণ ।
আপন জ্ঞানেতে সব করহে দর্শন ॥
তোমারে জানিতে কভু না পারি আমরা ।
যাহা জানি সেই সব তব মায়া-ঘেরা ॥

এত বলি লোকপাল করিল প্রণতি।
যোগেশ্বরগণ বলে অতি হৃষ্টমতি ॥
জীব থেকে প্রিয় তব কেহ নাহি হয়।
এই ভাবি আমা সবে দাও হে আশ্রয় ॥
কর্ম্ম-অনুসারে ভাগ কর জীবগণে।
আবার নিবৃত্ত কর তব প্রয়োজনে ॥
নমস্কার করি প্রভু হরি নারায়ণ।
শব্দব্রহ্ম এইবার বলিল বচন ॥
বেদ-ব্রহ্মা-প্রবর্ত্তক তুমি মহাশয়।
কেহ না তোমারে চিনে জানি যে নিশ্চয় ॥
অগ্নি বলে তব তেজে হই প্রজ্বলিত।
পঞ্চযজ্ঞে পঞ্চমন্ত্রে তুমিই পূজিত ॥
দেবগণ বলে প্রভু সৃষ্টির কারণ।
অনাদি পুরুষ তুমি করহে রক্ষণ ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যত বলে ভক্তি করি।
ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র আদি তব অংশ হরি ॥
বিদ্যাধরগণ ভজে আপনার মনে।
আশ্রয় কামনা করে হরির চরণে ॥
ব্রাহ্মণ যতেক ছিল হরি স্তব করে।
যজ্ঞ হবি অগ্নিমন্ত্র তব রূপ ধরে ॥
সমিধ্ সদস্য যজ্ঞ-পাত্র আদি যত।
দেবতা ঋত্বিক স্বধা সোম পশু ঘৃত ॥
যজমান পত্নী তার রূপ আপনার।
তোমারেই মোরা প্রভু করি নমস্কার ॥
যত জন দক্ষযজ্ঞে ছিল উপস্থিত।
সকলে পূজিল কিছু করিয়া বিহিত ॥
এইভাবে সবে যদি করে উপাসন।
ধীরে ধীরে ভগবান্ বলিল বচন ॥
অপূর্ব্ব এ কথা তবে শুনহ বিদুর।
শুনিলে হৃদয়ে প্রেম হইবে প্রচুর ॥
এ দিকে সে দক্ষ বীর ল'য়ে অনুমতি।
আসক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্ব যজ্ঞ প্রতি ॥
যজ্ঞকার্য্য সমাপিয়া এক ভাগ ল'য়ে।
বিষ্ণুরে করেন দান প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
যজ্ঞভাগ ল'য়ে বিষ্ণু হরিষ অন্তরে।
কহিলেন দক্ষ প্রতি সুমধুর স্বরে ॥
বড় প্রীত হইলাম ব্রহ্মার তনয়।
উপযুক্ত এই কর্ম্ম এতক্ষণে হয় ॥
শুন কিছু উপদেশ করিব হে দান।
বুঝিলে পাইবে শান্তি তব দগ্ধ প্রাণ ॥
জগৎ-কারণ আমি আত্মা ও ঈশ্বর।
ভেদশূন্য সাক্ষিরূপে সর্ব্বত্র গোচর ॥
আমি ব্রহ্মা আমি শিব নাহি অন্যজন।
আমিই মায়াতে করি বিশ্বের সৃজন ॥
এই বিশ্ব ধ্বংস সৃষ্টি করিতে পালন।
গুণ-ভেদে তিন নাম করি হে ধারণ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এক জ্ঞানবান্।
এই তত্ত্ব যেই জানে সেই ভগবান্ ॥
ভেদ-দৃষ্টি করে সদা জ্ঞানহীন জন।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তার নাহি নিরূপণ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে ভেদ নাই।
বিভিন্ন এ তিন নামে আছি সর্ব্বদাই ॥
যেই করে আমাদের সদা এক জ্ঞান।
সেই করে শান্তি লাভ সর্ব্বত্র প্রমাণ ॥
অতএব হেন বুঝি করিবে যতন।
তাহাতে পাইবে মম ত্রিরূপ-দর্শন ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া শ্রীমধুসূদন।
গরুড়-বাহনে ত্বরা করেন গমন ॥
বিষ্ণুরে বিদায় দিয়া দক্ষ মহাশয়।
মায়া বিনাশনে সব একদৃষ্ট হয় ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করিয়া পূজন।
দিলেন যজ্ঞের ভাগ যাঁহার যেমন ॥
অবশেষে মহাদেবে করিয়া আদর।
দিলেন তাঁহার ভাগ হইয়া সত্বর ॥
দ্বিজ আদি আর যত ছিল সভাজন।
সবারে করেন দক্ষ ক্রমেতে পূজন ॥
এমতে পাইয়া সবে পরম সান্ত্বন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গমন ॥

এমতে হইল দক্ষযজ্ঞ সমাপন।
ছাগমুণ্ড মাত্র পান ব্রহ্মার নন্দন ॥
মৈত্রেয় কহিলা শুন বিদুর সুজন।
কিবা করিলেন সতী লভিয়া মরণ ॥
যজ্ঞে দেহ ত্যজি সতী গিয়া হিমালয়।
ধার্ম্মিক হেরিয়া তাঁরে করেন আশ্রয় ॥
আছিল মেনকা নামে কামিনী তাঁহার।
তাঁর গর্ভে সতী পান নূতন আকার ॥
জন্মিয়া তথায় সতী পাইয়া যৌবন।
পুনঃ করিলেন হরে পতিত্বে বরণ ॥
অতি অপরূপ এই যজ্ঞ-নাশ-বাণী।
শুনিলে বিষ্ণুর কৃপা পায় যত প্রাণী ॥
বৃহস্পতি-প্রিয়-শিষ্য উদ্ধব সুজন।
করিলাম তাঁর কাছে এ কথা শ্রবণ ॥
যেই শুনে এই কথা হ’য়ে অবহিত।
দিব্য জ্ঞান জন্মে তার কহিনু নিশ্চিত ॥
অপর শুনহ তবে বিদুর সুজন।
যেমতে অধর্ম্ম হয় বিশ্বে প্রকাশন ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় যত পাপাচার ॥

ইতি দক্ষযজ্ঞ সমাপন।

চতুর্থ অধ্যায়

অধর্ম্মের বংশবিবরণ

সূত কহে শুন শুন ওহে মুনিগণ।
অপরূপ ভাগবত শুকের বচন ॥
শুক কহিলেন তবে পরীক্ষিৎ প্রতি।
শুনহ মৈত্রেয়-বাণী পাণ্ডব-সন্ততি ॥
কহিলেন মৈত্র তবে বিদুরে সম্ভাষি।
শুন অধর্ম্মের বংশ কহিব প্রকাশি ॥
অধর্ম্মেই পুণ্যনাশ কহে সর্ব্বজন।
সেই অমঙ্গল-বংশ করিব কীর্ত্তন ॥
অনেক হইল সেই ব্রহ্মার নন্দন।
কর্দ্দম ও দক্ষ আর মনু মহাজন ॥
একে একে ইহাদের বংশের বিস্তার।
কহিলাম তব ঠাঁই করিয়া বিচার ॥
সনকাদি ঋষি আর ব্রহ্মার কুমার।
না হইল গৃহী তারা যোগীর আকার ॥
নারদ অরুণি হংস ঋভু আর যতি।
ঊর্দ্ধরেতা ইহারাও ব্রহ্মার সন্ততি ॥
গৃহস্থ-আশ্রমে কভু মন নাহি হয়।
এই হেতু বংশহীন জানিবে নিশ্চয় ॥
আর এক হয় বাছা ব্রহ্মার তনয়।
অধর্ম্ম তাহার নাম ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥
অধর্ম্ম করিল বিভা মিথ্যা নামে নারী।
কহিব তাহার বংশ এক্ষণে বিচারি ॥
দম্ভ নামে এক পুত্র হইল তাহার।
কন্যা এক জন্মে পরে মায়া নাম তার ॥
নির্ঋতি নামেতে ছিল এক মহাজন।
মায়া দম্ভে সেই জন করেন পালন ॥
দম্ভ আর মায়া দোঁহে হ’ল পরিণয়।
এক পুত্র এক কন্যা তাহাদের হয় ॥
লোভ নামে পুত্র আর শঠতা কুমারী।
উদরে ধরিল সেই মায়া নামে নারী ॥
লোভ ও শঠতা মাঝে হয় পরিণয়।
ক্রোধ হিংসা নামে পুত্র কন্যা তাহে হয়।

উহাদের সহযোগে জন্মিল কুমার।
কলিই তাহার নাম জগতে প্রচার ॥
দুরুক্তি নামেতে কন্যা হিংসার হইল।
কলি সহোদরা ভগ্না বিবাহ করিল ॥
কলি ও দুরুক্তি দু'য়ে জন্মায় সন্তান।
ভীতি কন্যা পুত্র মৃত্যু শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
তাহাদের সহযোগে জন্মিল সন্তান।
নরক নামেতে পুত্র অতি বলবান্ ॥
যাতনা নামেতে কন্যা পরেতে জন্মায়।
নরক রমণীরূপে বিবাহিল তায় ॥
এমতে হইল এই বংশের বিস্তার।
প্রলয়ের হেতু ব'লে করিবে বিচার ॥
অধর্ম্মের জ্ঞান হ'তে ধর্ম্মজ্ঞান হয়।
পুণ্যের কারণ উহা জানিবে নিশ্চয় ॥
সেই হেতু এই বংশ করিলে শ্রবণ।
আত্মমল দূর হয় লভে পুণ্যধন ॥
তিনবার শুনি এই অধর্ম্ম-কাহিনী।
সর্ব্বপাপ যাবে দূরে জানিবে আপনি ॥
অপরে শুনহ বাছা করিব বর্ণন।
মনুর পুত্রের বংশ অপূর্ব্ব কথন ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে, শুনালে, নাশ হবে পাপভার ॥

ইতি অধর্ম্মের বংশবিবরণ।

ধ্রুব ও নারদ সংবাদ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
অপরূপ কথা সাধু ধ্রুব-বিবরণ ॥
ব্রহ্মার তনয় মনু সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ জন।
আছিল তাঁহার বৎস যুগল নন্দন ॥
কনিষ্ঠ উত্তান্‌পাদ জ্যেষ্ঠ প্রিয়ব্রত।
জ্ঞানে গুণে উভয়েই জগতে বিখ্যাত ॥
উভয়ে হইয়া রাজা করেন শাসন।
একচ্ছত্র রূপে করে মেদিনী পালন ॥
অতি উগ্রতেজা রাজা অতি বলবান্।
দেখিতে সুন্দর অতি নীতিতে বিদ্বান্ ॥
উত্তানপাদের ছিল পত্নী দুইজন।
সুরুচি সুনীতি নাম শাস্ত্রেতে গণন ॥
সুরুচি কনিষ্ঠা হয় প্রেয়সী রাজার।
সুনীতি অপ্রিয়া হন ভাগ্যদোষে তাঁর ॥
উভয়ের পুত্রলাভ হয় সময়েতে।
সমরূপবান্ দোঁহে মণ্ডিত গুণেতে ॥
সুরুচির তুষ্টি সদা চাহে নৃপবর।
সেই লাগি যত্ন তার তনয় উপর ॥
উত্তম নামেতে হয় সুরুচি-কুমার।
সুনীতির পুত্র ধ্রুব অপ্রিয় রাজার ॥
অতীব বালক দোঁহে রাজার কুমার।
নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান এক ব্যবহার ॥
একদা উভয়ে গেল নিকটে পিতার।
উত্তমে করেন পিতা ভাল ব্যবহার ॥
অঙ্কেতে লয়েন তারে করিয়া যতন।
ঘন ঘন মুখে তার করেন চুম্বন ॥
সম্মুখে আছিল ধ্রুব অতি শিশুমতি।
উঠিতে তাঁহার কোলে ধায় পিতা প্রতি ॥
সুরুচি দেখিয়া তাহা করে নিবারণ।
রাজাও না করে তায় ক্রোড়েতে ধারণ ॥
একে ত সপত্নী হয় সুরুচি সুন্দরী।
হিংসায় অন্তর তার সদা আছে ভরি ॥
ধ্রুবের প্রয়াস দেখি হাসিয়া তখন।
কহিতে লাগিল তাহে নানা কুবচন ॥
আমার তনয় নও সুনীতি-তনয়।
কি লাগিয়া রাজ-কোল তব ইচ্ছা হয় ॥

আমি হই প্রিয়তমা মহিষী রাজার।
আদর করেন রাজা তনয়ে আমার ॥
কোন্ ভাগ্যে পাবে তুমি রাজার আদর।
সপত্নীর পুত্র হ'য়ে আস্পর্দ্ধা বিস্তর ॥
যদি ইচ্ছা কর ধ্রুব রাজ-সিংহাসন।
অথবা রাজার কোল করহ কামন ॥
বনে গিয়া কর তথা হরি উপাসন।
যাহাতে আমার গর্ভে হবে উৎপাদন ॥
নচেৎ কি সাধ্য তুমি পাবে রাজ্যভার।
ছাড়ি আশা চলি যাও কহিনু এবার ॥
বিমাতার কথা শুনি ধ্রুব শিশুমতি।
হৃদয়ে পাইল ব্যথা দুঃখে মগ্ন অতি ॥
ত্বরায় আসিয়া নিজ জননী-সদন।
মুখে তার হাসি নাই বিষণ্ণ বদন ॥
অভিমানে রহে মন অধর কম্পন।
সজল নয়ন আর মলিন বদন ॥
ঘন ঘন ফেলে শ্বাস অতি অভিমানে।
পিতৃস্নেহহীন ধ্রুব মাতৃসন্নিধানে ॥
তনয়ে হেরিয়া তবে সুনীতি সুন্দরী।
লইলেন নিজ বক্ষে অতি ত্বরা করি ॥
চুম্বিতে যাইয়া নিজ পুত্রের বদন।
বিষাদিত তনয়েরে করে নিরীক্ষণ ॥
তনয়ে জিজ্ঞাসে তবে দুঃখ কি কারণ।
জননীরে কহে ধ্রুব পূর্ব্বের ঘটন ॥
সপত্নীর কথা শুনি সুনীতি সুন্দরী।
বিষাদে হয়েন মগ্ন নিজ ভাগ্য স্মরি ॥
দাবানলে দগ্ধ যথা হয় লতাকুল।
অন্তরদহনে তথা হইল আকুল ॥
ধৈর্য্য নাহি মানে হৃদে করি উচ্চরব।
কাঁদিল সুনীতি সতী বৃথাই বিভব ॥
নয়নে বহিল ধারা ঘন বহে শ্বাস।
কহিলেন পুত্রে তবে অতি গূঢ় ভাষ ॥
ত্যজ দুঃখ বাপ তুমি কি দোষ তোমার।
ভাগ্যদোষে জন্মিয়াছ গর্ভেতে আমার ॥
রাজার মহিষী আমি তুমিও কুমার।
আমাদের এত দুঃখ লীলা বিধাতার ॥
সত্য যাহা বলিলেন সুরুচি বিমাতা।
আমারে মানিতে লজ্জা পান তব পিতা ॥
দুর্ভাগা আমার গর্ভে লইলে জনম।
বর্দ্ধিত আমার স্তন্যে যেমন করম ॥
বিমাতার প্রতি ক্রোধ না আনিবে মনে।
যাইবে সকল কষ্ট হরি-আরাধনে ॥
কর বাছা শ্রীহরির চরণ পূজন।
পরজন্মে পাবে তুমি জনম রতন ॥
সুরুচি-সমান গর্ভে জনম হইবে।
রাজপদ শ্রীহরির কৃপায় লভিবে ॥
কমল-নয়ন যিনি ভকতবৎসল।
পূজিলে তাঁহারে লাভ হয় সর্ব্বফল ॥
তোমাদের পিতামহ মনু ভগবান্।
সুদক্ষিণা যজ্ঞে করে যাঁহারে আহ্বান ॥
ব্রহ্মা লক্ষ্মী আদি পূজে যাঁহার চরণ।
কর পূজা তুমি বাপ সেই নারায়ণ ॥
ঘুচিবে তোমার দুঃখ হবে নরপতি।
ত্যজ দুঃখ হ'য়ে পুত্র দুঃখিনী-সন্ততি ॥
মাতার বচন শুনি সে ধ্রুব কুমার।
বসন ভূষণ ত্যজি ধরেন বিকার ॥
নারায়ণে হেন গুণ করিয়া শ্রবণ।
হরি লাগি ত্যজিলেন রাজগৃহ-ধন ॥
পুত্র লাগি মাতা তাঁর করিল ক্রন্দন।
কেহ করিবারে নারে ধ্রুবে আনয়ন ॥
এদিকে নারদ ঋষি ভকত প্রধান।
বীণাযন্ত্রে গায় সদা হরিগুণ গান ॥
ধ্রুবের বৈরাগ্য হেরি হ'য়ে চমকিত।
আসেন সমীপে তাঁর বীণার সহিত ॥
হেরিয়া ক্ষত্রিয়তেজ বিস্ময় তাঁহার।
বালকে না সয় কভু বাক্য বিমাতার ॥
আশীর্ব্বাদ করি ঋষি কহেন বচন।
কোথা যাও ত্যজি বাছা নিজ গৃহ-ধন ॥

বয়সে শৈশব তব কিবা অভিমান ।
কিসে অপমান তব কিসে বা সম্মান ॥
সুখদুঃখ-সুমণ্ডিত এ হেন সংসার ।
মোহবশে অসন্তোষ হয় সবাকার ॥
যেরূপ যে কর্ম্ম করে পায় সেই ফল ।
সুখ দুঃখ বীজ কর্ম্ম হয় অবিরল ॥
যার লাগি করিয়াছ বৈরাগ্য ধারণ ।
অসাধ্য সে বস্তু বাছা করিতে সাধন ॥
তীব্রযোগে দেখে যাঁরে মহামুনিগণে ।
শিশু হ'য়ে তাঁর দেখা পাইবে কেমনে ॥
বয়স বাড়ুক পরে করিও সাধন ।
এক্ষণে নারিবে তারে করিতে দর্শন ॥
সুখ-দুঃখ-ফলাফল হয় এ সংসারে ।
বিধির ঘটনা ইহা ঘটে বারে বারে ॥
যেই ব্যক্তি পারে দুই করিতে সহন ।
অবশ্য সে পাইবেক মহামুক্তি-ধন ॥
ত্যজ হেন মহা আশা শৈশবে কুমার ।
শুনহ উচিত বাছা বচন আমার ॥
সংসারে থাকিয়া কর সুখেতে সংসার ।
অভিমান ত্যাগ কর পুণ্য ব্যবহার ॥
মুনিগণ জন্ম জন্ম ভক্তিযুত হ'য়ে ।
যাহারে না পায় কভু আপনার হিয়ে ॥
সহজ কভু ত নয় তাহার দর্শন ।
অতএব কেন কষ্ট কর অকারণ ॥
মায়ারে করিয়া দূর গুরুজনে মান ।
সুখে দুঃখে মুগ্ধ নহে থাকিবে সমান ॥
সমানের সঙ্গে তুমি করিবে মিতালি ।
আনন্দে রাখিবে মনে সেই বনমালী ॥
এইমতে এ সংসার করি সমাপন ।
বার্দ্ধক্য বয়স যবে হবে আগমন ॥
তখন হইও বৎস বিরক্ত বিষয়ে ।
তপস্যা করিও তবে একচিত্ত হ'য়ে ॥
এত কহি হইলেন নারদ সুস্থির ।
বলিলেন ধ্রুব তবে বচন গভীর ॥
যা কহিলে সত্য তুমি ঋষি মহাশয় ।
সর্ব্বজ্ঞ জগতে তুমি ব্রহ্মার তনয় ॥
বিমাতার বাক্যবাণে দহিতেছে প্রাণ ।
সেহেতু সংসারে মম এত অভিমান ॥
বয়সে বালক আমি জাতিতে ক্ষত্রিয় ।
নাহি পারি সহিবারে নিন্দা পরকীয় ॥
সেহেতু সংকল্প মোর হয় অতিশয় ।
ত্যজিব এ মায়াময় সংসার নিশ্চয় ॥
পার্থিব-রাজত্ব-গর্ব্বী জনক আমার ।
না করিল মোর প্রতি ভাল ব্যবহার ॥
পিতা পিতামহ যাহা না পায় কখন ।
লইতে আমার ইচ্ছা সে হেন রতন ॥
নাহি চাই রাজ্য-ধন বৈভব না চাই ।
হরির চরণ যেন দেখিবারে পাই ॥
দেবর্ষি নারদ হন জানি অনুমানে ।
আছেন মঙ্গল হেতু জগৎ-ভ্রমণে ॥
আপনি হরির দাস দিন উপদেশ ।
কেমনে সে ধনে মোর হইবে আবেশ ॥
বড় দুঃখী আমি প্রভু সংসার-যাতনে ।
দয়া কর মোরে ঋষি এ ভিক্ষা চরণে ॥
এত কহি ধ্রুব হন বিনম্র-বদন ।
যোড়করে বন্দিলেন ঋষির চরণ ॥
হরিপ্রেমে সদা মত্ত নারদ সুজন ।
আশ্চর্য্য হয়েন শুনি ধ্রুবের বচন ॥
আশীর্ব্বাদ করি তাঁহে তুলি দুই কর ।
কহিলেন সাধনের বচন বিস্তর ॥
যেরূপ কহিল বৎস জননী তোমার ।
সেই বাসুদেব হন প্রভু সবাকার ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাঁহার কিঙ্কর ।
তাঁহারে পূজিলে লাভ হইবে সত্বর ॥
যেইজন সেই আশে পূজয়ে তাঁহারে ।
ভক্তের পুরান বাঞ্ছা হরি নির্ব্বিচারে ॥
কেমনে সাধন তাঁর করিবারে হয় ।
শুনহ কুমার তোমা কহিব নিশ্চয় ॥

কালিন্দী নদীর তটে রম্য উপবন।
মধুবন বলি খ্যাত এ তিন ভুবন॥
সেই বনে বনমালী করেন বিহার।
তথায় পূজিলে দেখা পাইবে তাঁহার॥
কালিন্দীর পুণ্য-জলে করি অগ্রে স্নান।
প্রাণায়ামে পরে রুদ্ধ ক'রো নিজ প্রাণ॥
পূরক কুম্ভক আর রেচক সহায়ে।
চাঞ্চল্য করিবে দূর মন-প্রাণেন্দ্রিয়ে॥
মধুবনে ব'সো বাছা করিয়া আসন।
ক্রমেতে ইন্দ্রিয় তাহে হবে নিরসন॥
ইন্দ্রিয় হইলে শুদ্ধ হবে শুদ্ধ মন।
ভেবো মনে বাছা সেই শ্রীহরি-চরণ॥
তখন দেখিবে বৎস মদনমোহন।
কিবা সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি নলিন-নয়ন॥
খগ-চঞ্চু জিনি নাসা ভুরু মনোহর।
চরণে সরোজ রক্ত যুগ্ম ওষ্ঠাধর॥
ভক্তের আশ্রয় তিনি করুণাসাগর।
নবীন নীরদ সম বর্ণ শোভাকর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি কর।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে কিবা মনোহর॥
মনোহর চূড়া শিরে সুপীত বসন।
বনমালা গলে দোলে কমল চরণ॥
কটিদেশে চন্দ্রহার নূপুর চরণে।
পীত পট্ট বস্ত্র তার সদা পরিধানে॥
মৃদু মৃদু হাস্যভরে মুরলী বাজায়।
সেই সুরে ত্রিভুবন মুগ্ধ হ'য়ে যায়॥
হেনরূপে হেরি সেই দেব নারায়ণ।
এক এক অঙ্গ তাঁর করিবে চিন্তন॥
চিন্তিয়া করিবে পূজা শান্ত করি মন।
পূজিবার মন্ত্র শুন সুনীতি-নন্দন॥
প্রণবের পরে রেখো "নমো ভগবতে"।
"বাসুদেবায়" এ বাক্য রাখ বিধিমতে॥
দ্বাদশ অক্ষরী মন্ত্র শুদ্ধ অতিশয়।
উচ্চারণে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে নিশ্চয়॥
ওই মন্ত্রে ল'য়ে হস্তে নানা ফুল জল।
তুলসী ভূষণ বস্ত্র নানাবিধ ফল॥
করিবে প্রতিমা পূজা করিয়া কল্পনা।
তাহাতে হৃদয়ে লাভ করিবে সান্ত্বনা॥
দ্রব্যময়ী পূজা শেষে করিবে যতনে।
ভূমি জল গুরু আর আকাশ-অর্চ্চনে॥
পরিমিত বন্যফলে সারিবে ভোজন।
ভজিবে গোবিন্দে সদা হ'য়ে একমন॥
নৃসিংহ শ্রীরামরূপ যার অবতার।
করিবে তাহার ধ্যান আনন্দ অপার॥
যতবিধ পূজা আছে জানিবেক মনে।
বাসুদেব মন্ত্র হয় শ্রেষ্ঠ সর্ব্বস্থানে॥
এইরূপে ক্রমে সিদ্ধি হইলে সাধন।
হইবে ক্রমেতে সিদ্ধ যত ভক্তজন॥
মুক্তির বাসনা যারা করে অবিরত।
ইন্দ্রিয়ের ভোগে তারা হইবে বিরত॥
ভক্তিযোগ সহকারে এক মন প্রাণে।
ভজন করিবে তারা নিত্য ভগবানে॥
বলিলাম মুক্তি প্রেম দুই উপদেশ।
বুঝিয়া করিও বাছা সাধন আবেশ॥
এত কহি ঋষিবর হইলেন স্থির।
হেন উপদেশে মুগ্ধ হন ধ্রুব ধীর॥
ঋষিরে পূজিয়া ধ্রুব করেন গমন।
অপরূপ সাধনের সে মধু-কানন॥
নারদ আনন্দে দিয়া কুমারে বিদায়।
রাজার প্রাসাদে যান দেখিতে রাজায়॥
অপূর্ব্ব প্রেমের বাণী শুনহ বিদুর।
ধ্রুবের চরিত্র পরে বর্ণিব প্রচুর॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে অবশ্য নষ্ট হবে পাপভার॥

ইতি ধ্রুব ও নারদ সংবাদ।

উত্তানপাদের সহিত নারদের কথোপকথন

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
অপরূপ এই বাণী ধ্রুব-বিবরণ ॥
কুমারে বিদায় দিয়া নারদ সুজন।
রাজার সমীপে শীঘ্র করেন গমন ॥
নারদে দেখিয়া রাজা উঠিয়া সত্বর।
নমস্কার করি স্তুতি করিল বিস্তর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে দিলেন আসন।
পরেতে জিজ্ঞাসে মৃদু মধুর বচন ॥
কহিয়া কুশল ঋষি হেরেন রাজায়।
হইয়াছে শুষ্ক মুখ যেন ভাবনায় ॥
রাজারে বিষণ্ণ হেরি নারদ প্রবর।
জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে শুন নরবর ॥
কি চিন্তা করহ রাজা কেন বিষাদিত।
মনুর সন্ততি তুমি কি হেতু চিন্তিত ॥
ধর্ম্ম অর্থ কিবা কাম কি নাই তোমার।
কোন্ দুঃখে তুমি ধর বিষণ্ণ আকার ॥
শুনিয়া মুনির প্রশ্ন কহেন রাজন।
ঋষিরে মনের ভাব না করি গোপন ॥
কহিব কি দেবঋষি বুক ফেটে যায়।
পুত্র-শোক-শেল বাজে আমার হিয়ায় ॥
কামাতুর হ'য়ে আমি পত্নীর বচনে।
অবহেলা করিলাম শিশু-পুত্রধনে ॥
পুত্র সহ মহিষীরে করি নির্ব্বাসন।
এ সব দুঃখেতে মম সকাতর মন ॥
বালক আমার ধ্রুব রাজার কুমার।
কেমনে বিজন বনে করিছে বিহার ॥
রাজার নন্দিনী প্রিয়া মহিষী আমার।
কোন্ আশে নিজ প্রাণ রাখিবেন আর ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আদি জন্তু রহে কত বনে।
সংহার করিবে দোঁহে এই লয় মনে ॥
নারীর কথায় আমি কি কাজ করিনু।
বিনাদোষে পুত্রসহ মহিষী ত্যজিনু ॥
পঞ্চম বরষ পুত্র সুকুমার মতি।
মৃদু মৃদু হাস্য মুখে আনন্দিত অতি ॥
ক'রেছিল ইচ্ছা মম অঙ্ক আরোহণে।
সপত্নীর বাক্যে ত্যজি পাঠাইনু বনে ॥
না করি আদর সহ জননী তাহার।
পাঠালাম বনবাসে করি অবিচার ॥
অন্তরে এক্ষণে মোর শোকের উদয়।
সেই হেতু বিষাদিত দেখ মহাশয় ॥
কি নিষ্ঠুর আমি ঋষি বলিতে না পারি।
বিনাদোষে পত্নীপুত্রে করিনু ভিখারী ॥
তনয় হইলে ক্লান্ত ক্ষুধায় তৃষ্ণায়।
কি দিয়া জননী শান্ত করিবে তাহায় ॥
কুশাঙ্কুর-কণ্টকেতে আচ্ছন্ন যে বন।
কেমনে সে বনে প্রিয়া করিবে ভ্রমণ ॥
কোথায় আহার পাবে কোথা পাবে জল।
পথশ্রান্তি নাশিবারে কোথা পাবে স্থল ॥
কি কাজ করিনু আমি হইয়া রাক্ষস।
ঘটিবে ভুবনে মোর মহা অপযশ ॥
কাঙ্গালিনী-বেশে প্রিয়া লইয়া কুমার।
কাঁদেন অরণ্যে বসি করি হাহাকার ॥
ভাবিতে আমার প্রাণ হয় সকাতর।
অবিচার করি পাপ করিনু বিস্তর ॥
রাজার কাতর বাক্য শুনি ঋষিবর।
করিলেন তাঁরে শান্ত বুঝায়ে বিস্তর ॥
ধ্রুব তব মহাপুত্র করি মহা-আশ।
অন্তরে পূজেন সদা সেই শ্রীনিবাস ॥
না ভাব রাজন তুমি তাহার কারণ।
রক্ষিবেন ধ্রুবে সেই প্রভু নারায়ণ ॥
কি ছার করিছ রাজ্য পার্থিব কারণে।
ধ্রুব নাহি করে ইচ্ছা তব রাজ্যধনে ॥
যে ধন নারিবে তুমি দেখিতে কখন।
অবশেষে পাবে ধ্রুব সে হেন রতন ॥

এত বলি ঋষি তবে বীণা ল’য়ে করে।
গমন করেন অন্য ভুবন ভিতরে ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
ভাগবত পুণ্য বাণী পুণ্যের আধার ॥

ইতি উত্তানপাদের সহিত নারদের কথোপকথন

ধ্রুবের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
ধ্রুবের তপস্যা-কথা অমৃত নিঃস্বন ॥
নারদের উপদেশে ধ্রুব সুকুমার।
মধুবন উদ্দেশেতে হন আগুসার ॥
কত বন কত নদী কত বা নগর।
ছাড়িয়া দেখেন ধ্রুব রম্য সরোবর ॥
কালিন্দী তাহার নাম পবিত্র সে নীর।
কদম্ব তরুতে শোভে মনোহর তীর ॥
কালিন্দীর তীরে শোভে রম্য বৃন্দাবন।
তথায় সতত রহে কৃষ্ণের চরণ ॥
কালিন্দী নেহারি ধ্রুব প্রেমেতে আকুল।
নয়নে বহিল ধারা হৃদয় ব্যাকুল ॥
কালিন্দীর কৃষ্ণ-জলে বায়ুর হিল্লোল।
লাগিয়া তুলিছে যেন মধুর কল্লোল ॥
কল্লোলে উঠিছে বাণী আয় পাপী আয়।
আমাতে করিয়া স্নান ভজ যদুরায় ॥
ধ্রুবের মনেও তাহা হইল উদয়।
সত্বরে কালিন্দী নীরে ডুবায় হৃদয় ॥
স্নান করি শোক মোহ করি বিসর্জ্জন।
প্রবেশিল শিশু ধ্রুব মধু বৃন্দাবন ॥
আছিল কদম্ব বৃক্ষ বৃন্দাবন মাঝে।
ছয় ঋতু সমভাবে নবফুল সাজে ॥
অতি মনোহর বৃক্ষ সদা পুষ্পময়।
উচ্চতায় মেঘ চুম্বে শাখা পত্রময় ॥
পুষ্পের সৌরভে মত্ত যতেক ভ্রমর।
কোকিল কুহরে ডাকে গুঞ্জে মধুকর ॥
ময়ূর করিছে নৃত্য শাখা’পরে বসি।
অগণ্য প্রফুল্ল ফুল যেন বহু শশী ॥
সেই তরুতলে ধ্রুব করিয়া গমন।
করেন হৃদয়ে চিন্তা শ্রীমধুসূদন ॥
অসাধ্য সাধন যোগ করিয়া আশ্রয়।
বসিলেন তরুমূলে ধ্রুব মহাশয় ॥
বয়সে বালক ধ্রুব জ্ঞানেতে প্রবীণ।
আরম্ভিল ক্রমে ক্রমে সাধনা নবীন ॥
অন্তরে সতত জাগে কৃষ্ণ দরশন।
নাহি কষ্ট কিছু ভাবে যোগ আচরণ ॥
যে দেহ কোমল অতি অলঙ্কার-ময়।
রাজার কুমার বলি সদা যত্ন হয় ॥
সেই দেহ ধরিলেক কৃষ্ণ চীরবাস।
অঙ্গেতে হাড়ের মালা হইল প্রকাশ ॥
রাজার কুমার শিশু দেখিতে কোমল।
শিরে মণিময় চূড়া শোভিত কেবল ॥
দেব-শিশু সম ধ্রুব আজি কেশহীন।
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ ধূলায় মলিন ॥
রাজবস্ত্র দূর হ’ল চর্ম্মময় বাস।
সুখাদ্য হইল দূর অনশনে আশ ॥
রাজভোগ দূরে গেল সাধনায় মন।
জাগরণ অনশন হইল সাধন ॥
এত কষ্ট আচরিয়া রাজার কুমার।
আনন্দে কদম্ব-তলে করেন বিহার ॥
যোগানন্দে সদা মত্ত রেচন পূরণ।
কভু প্রাণায়ামে মগ্ন কুম্ভকেতে মন ॥

বালকের অঙ্গ একে অতি সুকোমল ।
বালচন্দ্র সম কান্তি প্রেমে ঢল ঢল ॥
অক্ষমালা শোভে অঙ্গে মস্তক মুণ্ডিত ।
ত্রিপুণ্ড্র ললাটে কিবা অতি সুশোভিত ॥
শৈশবে সন্ন্যাসী ধ্রুব অতি মনোহর ।
দেবগণ সম তনু সাধনে তৎপর ॥
ক্রমেতে যোগের সিদ্ধি হইল প্রকাশ ।
বালকের অঙ্গে হ'ল জ্ঞানের আভাস ॥
আনন্দে মাতিল অঙ্গ প্রেমামৃত-পান ।
নিমীলিত আঁখিযুগ পদ্মাসনে স্থান ॥
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা নাহি নিদ্রাভয় ।
সর্ব্বদাই হরিনামে পরিতুষ্ট রয় ॥
আহার ক্রমেতে ত্যজি ধরিলেন তৃণ ।
তৃণ ত্যজি বায়ু-পান ভোগ আশা ক্ষীণ ॥
হৃদয়ে রাখিয়া সেই শ্রীমধুসূদন ।
মনোহর রূপ তাঁর করেন চিন্তন ॥
অনশনে একমনে দিবা-নিশি ধরি ।
বলিতে থাকেন ধ্রুব সদা হরি হরি ॥
হরিপ্রেমে গদগদ হরিময় হেরে ।
বনজন্তু দেখি তারে হরি বলি ধরে ॥
কোথা হরি এস হরি হৃদয়-কমলে ।
হেরিব রক্তিম তব চরণ-যুগলে ॥
মহদাদি তত্ত্ব সব যে করে ধারণ ।
তাহারে অর্চ্চয়ে ধ্রুব সেই নারায়ণ ॥
কঠোর তপেতে তবে মেদিনী কাঁপিল ।
দশদিক্ প্রকম্পিত তাহাতে হইল ॥
অনন্ত অসহ্য ধরি তপস্যার ভার ।
সুচিন্তিত হন মনে সাধন প্রকার ॥
ধ্রুবের তপস্যা হেরি যত দেবগণ ।
পীড়িত হ'লেন সবে সাধন কারণ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সূর্য্য বরুণ পবন ।
আপনি অনন্তদেব করিয়া মিলন ॥
ধাইলেন ত্বরা করি বৈকুণ্ঠ-ভিতরে ।
যথায় শ্রীহরি সদা স্বরূপে বিহরে ॥
সকলে বিনয়ে করি হরির বন্দন ।
করিলেন একে একে আত্ম-নিবেদন ॥
বয়সে বালক একে রাজার কুমার ।
নাম তার ধ্রুব হয় করে যোগাচার ॥
অতীব কঠোর তপ করে আচরণ ।
অসাধ্য সাধিল শিশু না দেখি কখন ॥
তপস্যার তেজে মোরা হইনু পীড়িত ।
কর নাথ শীঘ্র করি ইহার বিহিত ॥
তপস্যার বলে রুদ্ধ করিয়াছে শ্বাস ।
তাহাতে না পারি মোরা ছাড়িতে নিশ্বাস ॥
বড় কষ্ট দিল ধ্রুব আমা সবাকারে ।
অসাধ্য সাধিল শিশু ভুবন-মাঝারে ॥
কর দেব যাহে হয় ভয় নিবারণ ।
যাহা চায় সেই শিশু কর সমর্পণ ॥
শুনিয়া সবার বাণী বৈকুণ্ঠের পতি ।
মধুর হাসিয়া কন দেবগণ প্রতি ॥
ধ্রুবের তপস্যা দেখি কেন কর ভয় ।
আমার উপরে তার অভিমান হয় ॥
আমার নিকটে বৎস শিশু বৃদ্ধ নাই ।
ডাকিলেই আমি ত্বরা তার কাছে যাই ॥
অসাধ্য সাধিল শিশু কঠোর সাধন ।
অতিশীঘ্র দিব আমি তারে দরশন ॥
মম দরশন লাগি হেন তার আশ ।
আমায় একান্ত তার হ'য়েছে বিশ্বাস ॥
বিশ্বাস হ'য়েছে দৃঢ় আমাতে তাহার ।
দূর হবে এইবার সাধন প্রকার ॥
ভয় নাহি কর তোমা সব দেবগণ ।
এখনি ঘুচাব আমি ভয়ের কারণ ॥
এত বলি দেবগণে করিয়া বিদায় ।
গরুড়ে আরোহি হরি বৃন্দাবনে যায় ॥
বনফুলমালা দোলে শ্যাম অঙ্গে তাঁর ।
মস্তকে মুকুট শোভে কিবা চমৎকার ॥
চারি বাহু শোভমান শঙ্খচক্রময় ।
কটিতটে পীতবাস কিবা শোভা হয় ॥

যুগল চরণে শোভে মধুর নূপুর।
অতি মনোহর বেশ প্রশান্ত প্রচুর॥
হেন বেশে যান হরি সেই মধুবনে।
শুনহ বিদুর পরে অবহিত মনে॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে ধ্রুবের কীর্ত্তি পাইবে নিস্তার॥

ইতি ধ্রুবের তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ।

ধ্রুবের বরলাভ ও রাজ্যে আগমন

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
কিরূপে ধ্রুবের হয় হরি দরশন॥
ভয়শূন্য করে দেবে নিজে ভগবান্।
প্রণমিয়া দেবগণ স্বর্গলোকে যান॥
ভক্তেরে দেখিতে তবে দেব নারায়ণ।
মধুবনে আসিলেন করি গরুড়ারোহণ॥
যোগে চিত্ত করি স্থির ধ্রুব শান্তমতি।
হৃদয়ে ভাবিছে সদা কৃষ্ণের মুরতি॥
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম মুরলী অধরে।
পীত-ধড়া বাঁকা আঁখি চূড়া শিরোপরে॥
কর্ণেতে কুণ্ডল আর চরণে নূপুর।
মধুমাখা হাসি মুখে শোভে সুপ্রচুর॥
শ্যামরূপে আলো করি সর্ব্বদিক্ দেশ।
পৃষ্ঠেতে দুলিছে বেণী মনোহর বেশ॥
এহেন মোহন রূপ হৃদয়েতে ধরি।
ভাবেন একান্তে ধ্রুব সর্ব্বেশ্বর হরি॥
হৃদয়েতে সেইমত হইয়া উদয়।
দেখান আপন রূপ হরি সর্ব্বাশ্রয়॥
হৃদয়-পথেতে হেরি ধ্রুব নারায়ণ।
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে আনন্দে মগন॥
হৃদয় হইতে রূপ হইয়া প্রকাশ।
ধ্রুবের সম্মুখে আসি দিলেন আভাস॥
এমত হেরিয়া ধ্রুব আনন্দে মাতিয়া।
চক্ষু মেলি দেখে হরি সম্মুখে থাকিয়া॥
মদন-মোহন রূপে হেরি নারায়ণ।
একান্তে করিল ধ্রুব চরণ বন্দন॥
হরির আনন্দে ধ্রুব হইয়া পাগল।
সর্ব্বত্রেই হরিময় দেখেন সকল॥
আঁখিতে দেখেন হরি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
জীবনের সখা যেন সর্ব্বত্র গোচর॥
দ্রুত গিয়া শিশু ধ্রুব দেয় আলিঙ্গন।
হরিরে আদরে করে বদন চুম্বন॥
সরল সে শিশু ধ্রুব স্তব নাহি জানে।
যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহে সেই স্থানে॥
ইচ্ছা বড় করে স্তব খুঁজিয়া হৃদয়।
বালক বলিয়া বাক্য নাহি উপজয়॥
নারদ-আদেশে যার ভক্তির উদয়।
ধ্রুবলোকে হবে ঠাঁই অমর অক্ষয়॥
বুঝিয়া অন্তরে তার দেব নারায়ণ।
বালকের মুখে বাক্য দিলেন তখন॥
বাক্য-লাভ করি ধ্রুব খুলিয়া হৃদয়।
স্তব করে নারায়ণে যা মনে উদয়॥
সবার দেবতা তুমি পরম ঈশ্বর।
মায়াশক্তিবলে সৃষ্টি কর নিরন্তর॥
তোমা হ'তে কেহ আর নহে শক্তিমান্।
ভক্তজনে মুক্তি তুমি দাও ভগবান্॥
আর্ত্তবন্ধু তুমি প্রভু দয়ার সাগর।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তুমি হে ঈশ্বর॥
ওহে প্রভু পদ্মনাভ কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
পরম পুরুষ তুমি মায়া শক্তি তব।
বিশ্বসৃষ্টি কর তুমি নিত্য অভিনব॥

অগ্নি যথা এক হ'য়ে ভিন্নরূপ ধরে ।
তোমার বিচিত্ররূপ বোঝে কোন্ নরে ॥
তোমার প্রদত্ত জ্ঞানে ব্রহ্মা তোমা পায় ।
তুমি না শরণ দিলে কি হবে উপায় ॥
প্রাকৃত পদার্থ লাগি ভজে তোমা যারা ।
নরকের সুখ সদা বাঞ্ছয়ে তাহারা ॥
যেই জন তোমাপ্রতি ভক্তিমান্ হয় ।
তার সঙ্গ লভি যেন পাই হে আশ্রয় ॥
তোমার চরণে যারা পাইয়াছে স্থান ।
পত্নী পুত্র গৃহে সেই নয় ইচ্ছাবান ॥
বৃক্ষ পক্ষী সরীসৃপ দেব দৈত্য আর ।
বিবিধরূপেতে হয় তোমার প্রকার ॥
কিছুমাত্র তার আমি না জানি বিষয় ।
তাইতে চরণে তব মেগেছি আশ্রয় ॥
ত্রিলোক জঠরে ধরে কল্প অবসানে ।
নমস্কার করি সেই প্রভু নারায়ণে ॥
এইরূপ নানা বাক্য শিশু ধ্রুব কয় ।
আনন্দে আপ্লুত তার হইল হৃদয় ॥
ভক্ত-অনুরক্ত সেই পরম ঈশ্বর ।
ধ্রুবের স্তবেতে তুষ্ট হন অতঃপর ॥
কিশোর রূপেতে হরি মদনমোহন ।
সেই রূপে মুগ্ধ হ'ল শিশু ধ্রুব মন ॥
ধ্রুবের আনন্দ হেরি শ্রীমধুসূদন ।
কহেন তাহার প্রতি মধুর বচন ॥
অসাধ্য সাধিলে বৎস আমার কারণ ।
দেবের দুর্লভ হয় মম দরশন ॥
সর্ব্বাত্মাই আমি হই আমি সর্ব্বাশ্রয় ।
সর্ব্বত্রই বিদ্যমান সকল সময় ॥
ক্ষত্রিয় বালক তুমি করিয়া সাধন ।
বালক হইয়া পেলে মোর দরশন ॥
ধন্য সে জননী তব ধরিল জঠরে ।
যার পুণ্যে তব শক্তি জন্মিল অন্তরে ॥
উঠ বৎস ত্যাগ কর পূর্ব্ব যোগাচার ।
যোগের অভীষ্ট সিদ্ধি হ'য়েছে তোমার ॥
যাহা ইচ্ছা মাগ বর আমি দিব তায় ।
কি কাজ বিমর্ষভাবে থাকিয়া হেথায় ॥
এত শুনি শিশু ধ্রুব হইয়া সত্বর ।
প্রেম পুলকিত অঙ্গে হয়েন গোচর ॥
করযোড়ে নারায়ণে কহেন বচন ।
ধন্য ধন্য তুমি দেব সর্ব্বসনাতন ॥
তুমি কি প্রাণের হরি ওহে নারায়ণ ।
সুখ দুঃখ পায় জীব তোমার কারণ ॥
হও যদি তুমি নাথ শ্রীমধুসূদন ।
বেদেতে যাহার গুণ করিছে কীর্ত্তন ॥
হৃদয়ের ব্যথা মোর মিটাও মাধব ।
এইমাত্র দাও বর সর্ব্বত্র বৈভব ॥
ধ্রুবের বাসনা শুনি গোলোকের পতি ।
অন্তরে হইলা অতি হরষিত মতি ॥
পদ্মকরে ধরি কর নেহারি নয়নে ।
কহেন তাহার প্রতি মধুর বচনে ॥
অভীষ্ট জেনেছি আমি আপন অন্তরে ।
সেই স্থান লও যাহা নাহি পায় নরে ॥
যাও বাছা সেই স্থান দিলাম এবার ।
চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাদি নিম্ন হয় যার ॥
প্রলয়েতে নাহি হয় যাহার বিনাশ ।
বৈকুণ্ঠের জ্যোতি যথা সদা সুপ্রকাশ ॥
ধর্ম্ম অগ্নি ইন্দ্র আর সপ্তর্ষি সুজন ।
থাকিবে সে স্থান তব করিয়া বেষ্টন ॥
যত গ্রহ এ ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে ঘেরিয়া ।
ভ্রমণ করিবে তারা তোমায় সেবিয়া ॥
ধ্রুবলোক নাম তার তব নামে হয় ।
পরলোকে হবে তব নিবাস নিশ্চয় ॥
ফিরি এবে যাও বৎস আপন সদন ।
তোমার সুধীর পিতা যাইবেন বন ॥
বনে রাজা মোর লাগি করি আরাধন ।
ত্যজিবেন আপনার মায়ার জীবন ॥
হবে তুমি রাজ্যেশ্বর তাঁর সিংহাসনে ।
ছত্রিশ সহস্র বর্ষ পাল প্রজাগণে ॥

ইতিমধ্যে ভ্রাতা তব উত্তম সুধীর।
মৃগয়ায় গিয়া প্রাণ হারাবেন বীর ॥
সুরুচি জননী তার পুত্রের কারণে।
বনে বনে ফিরিবেন তার অন্বেষণে ॥
সহসা হইবে তথা দাবাগ্নি উদয়।
করিবে তাহারে ভস্ম কহিনু নিশ্চয় ॥
এই সর্ব্ব ফলাফল কহিনু তোমারে।
শুন কিছু উপদেশ কহিব এবারে॥
যজ্ঞই আমার মূর্ত্তি ভুবনে প্রচার।
সেই যজ্ঞ ভূরি ভূরি করিও আচার ॥
অন্তিমে করিও তুমি আমায় স্মরণ।
পাইবে সে ধ্রুবলোক আমার বচন ॥
সর্ব্বসুমঙ্গলধাম পূজিত সকল।
ঋষি-যোগী সেই স্থানে গমন কেবল ॥
যেই জন একবার সেই স্থানে যায়।
নাহি ফিরে এ সংসারে কহিনু তোমায় ॥
প্রলয়ে বিনাশ তার না হয় কখন।
দেহ-অন্তে সেই স্থানে করিবে গমন ॥
এত বলি হরি তবে করি আশীর্ব্বাদ।
ঘুচালেন যত ছিল ধ্রুবের প্রমাদ ॥
স্বচ্ছন্দে উঠিয়া তবে গরুড় উপরে।
চলিলেন বৈকুণ্ঠেতে প্রসন্ন অন্তরে ॥
অভিপ্রেত বর লাভ করি ধ্রুব ধীর।
অন্তরে ব্যাকুল হয়ে হ'লেন অস্থির ॥
যেই নারায়ণে ভজি লোকে মোক্ষ পায়।
অনিত্য এ রাজ্য-লাভ ধ্রুবের তাহায় ॥
এত ভাবি হন ধ্রুব বিষাদিত-মতি।
নিজ গৃহ পানে তবে করিলেন গতি ॥
ফুরাল আনন্দ তার হরি দরশন।
তখন ভাবেন ধ্রুব নিজ মনে মন ॥
দাস্য মাত্র যাঁর আশা করে ভক্তজন।
তাঁর কাছে রাজ্যবাঞ্ছা বৃথাই গ্রহণ ॥
মোক্ষ পদ যেই পদে হয় দরশন।
অনিত্য এ রাজ্য লাভ একি বিড়ম্বন ॥
আমার উৎকর্ষ হেরি দেবতানিচয়।
মতিভ্রম ঘটাইল অনুমান হয় ॥
দরিদ্র রাজার কাছে শস্যকণা চায়।
আমার মূঢ়তা দেখি সেই পথে যায় ॥
এত ভাবি ধ্রুব হ'য়ে বিষাদিত অতি।
যাইলেন বন ছাড়ি নগরের প্রতি ॥
হেথায় উত্তানপাদ পুত্রের কারণ।
আছিলেন শোকাকুল বিষণ্ণ বদন ॥
হা পুত্র হা পুত্র করে তাঁহার অন্তর।
সদাই পুত্রের লাগি অতীব কাতর ॥
ধ্রুব আগমন কথা শুনিয়া রাজন্।
বার্ত্তাবাহককে দিল বহুমূল্য ধন ॥
জননী সুনীতি হয় স্নেহের মুরতি।
পুত্রশোকে সকাতর শোকযুক্ত মতি ॥
শুনিয়া সকলে নিজ পুত্র আগমন।
অচেতন দেহে যেন পাইল জীবন ॥
আনন্দে উঠিয়া রাজা ল'য়ে সৈন্যগণ।
রথ রথী হয় হস্তী বাদ্য অগণন ॥
চলিলেন সমাদরে পুত্র আনিবারে।
স্নেহরসে গদগদ হইয়া অন্তরে ॥
সুনীতি সুরুচি আর উত্তম সুজন।
রাজা সহ আগুসরি লন ধ্রুব-ধন ॥
ধ্রুবের পাইয়া দেখা আনন্দিত সবে।
কেহ চুম্বে কেহ কাঁদে শোকে উচ্চরবে ॥
মস্তকের ঘ্রাণ লয় আনন্দিত মন।
বাহু বেড়ি ধ্রুবপুত্রে করে আলিঙ্গন ॥
রাজা রাণী কোলে করি আপন তনয়।
মিটায় মনের খেদ যা ছিল সংশয় ॥
ধ্রুব করি সবাকার চরণ বন্দন।
করিলেন উত্তমেরে সুখে আলিঙ্গন ॥
মাতৃস্তন হ'তে ধীরে বাহিরায় ক্ষীর।
পুরনারীগণ ঘোষে মঙ্গল রাণীর ॥
ধ্রুবের প্রশংসা করে সব জনগণ।
আনন্দে হইল মগ্ন পুরবাসীজন ॥

ধ্রুবের বরলাভ

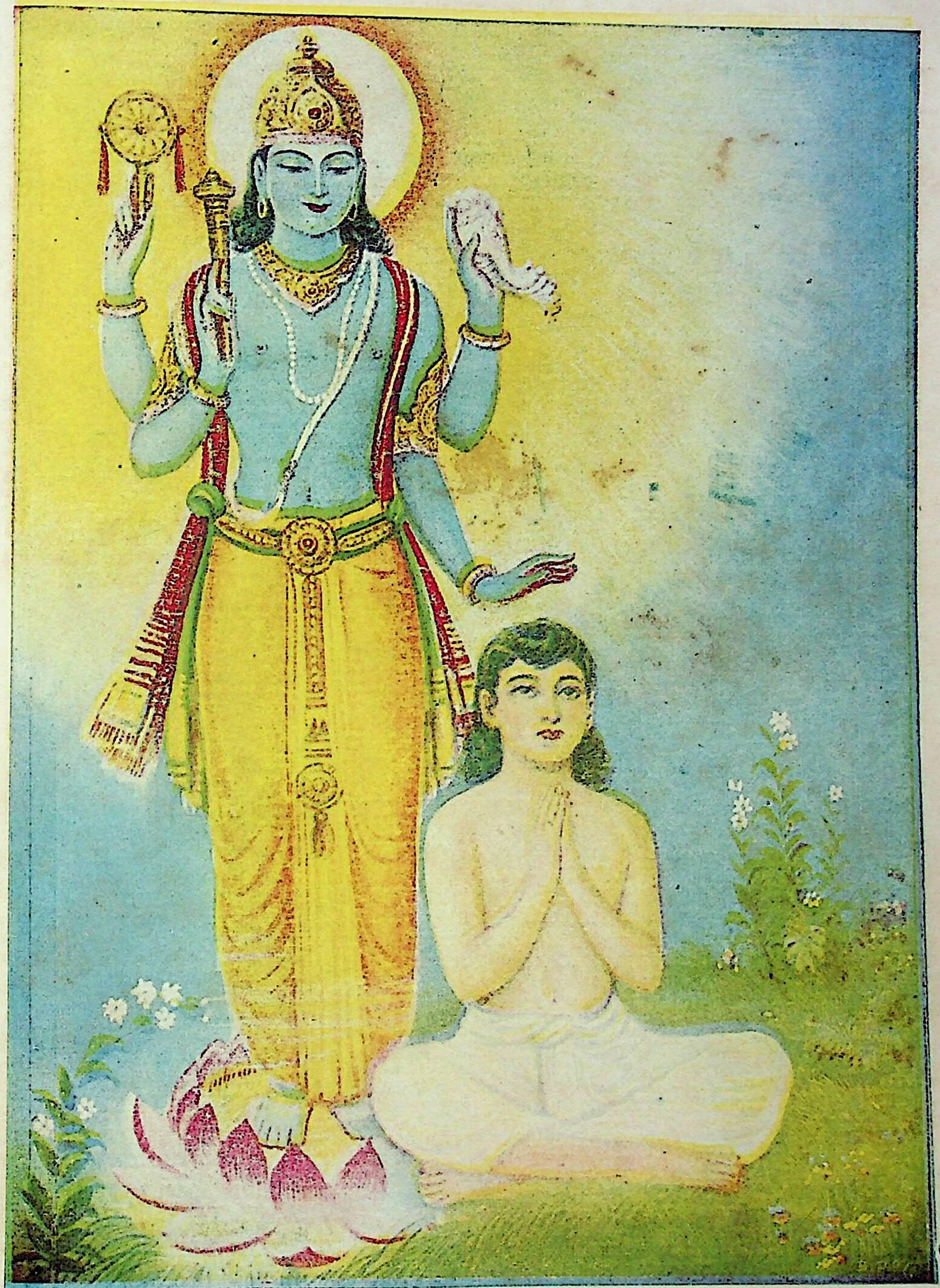

যোগে চিত্ত করি স্থির ধ্রুব শান্তমতি।
হৃদয়ে ভাবিছে সদা কৃষ্ণের মুরতি॥

পৃষ্ঠা—১৫০

উত্তম সহিত ধ্রুব গজে আরোহিয়া।
পুরীর দিকেতে চলে ধাইয়া ধাইয়া ॥
এইমতে হর্ষে মাতি লইয়া তনয়।
প্রবেশেন নগরেতে রাজা মহাশয় ॥
নগরীর স্থানে স্থানে দ্বার বিদ্যমান।
কদলী বৃক্ষেতে তাহা হয় শোভমান ॥
তোরণ মকরাকৃতি অতি রমণীয়।
প্রদীপ সহিত কুম্ভ হয় স্থাপনীয় ॥
আম্রের পল্লব বস্ত্র মাল্য বহুতর।
যব লাজ পুষ্প ধান্য সাজে স্তরে স্তর ॥
ধ্রুবেরে আসিতে হেরি যত পুরনারী।
পুষ্প বরিষণ করে সবে সারি সারি ॥
ব্রাহ্মণে আশিস্ করে বন্দী করে গান।
চারণেরা করে স্তুতি সর্ব্ব বিদ্যমান ॥
মঞ্জরী কদলী আর ঘটপূর্ণ জল।
রাজার প্রাসাদদ্বারে বিরাজে সকল ॥
এইরূপে সমাদরে ধ্রুব সুকুমার।
রাজ রাণী সহ যান আপন আগার ॥
স্বর্গতুল্য হয় সেই রাজার ভবন।
গজদন্তে শোভে খাট কাঞ্চন আসন ॥
রমণীগণের আছে বহু অলঙ্কার।
তাহার আলোক নাশে ঘরের আঁধার ॥
উদ্যান সরসী সেথা আছে শত শত।
আনন্দ-কারণ তথা থাকয়ে সতত ॥
ধ্রুবের নিকট রাজা শোনে বিবরণ।
হরিকথা শুনি হন বিস্ময়ে মগন ॥
অতঃপর শুন বৎস বিদুর সুজন।
ধ্রুবলোকে ধ্রুব যথা করেন গমন ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে পাইবে সেই হরি সর্ব্বাধার ॥

ইতি ধ্রুবের বরলাভ ও রাজ্যে আগমন।

যক্ষদিগের সহিত ধ্রুবের যুদ্ধ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
ধ্রুব-ধ্রুবলোক-প্রাপ্তি অপূর্ব্ব কথন ॥
গৃহেতে আনিয়া রাজা আপন তনয়।
রূপ হেরি কীর্ত্তি শুনি হৃষ্ট অতিশয় ॥
রাজা রাণী পুত্র ল'য়ে করয়ে যতন।
স্নেহপূর্ণ তাহাদের স্নেহময় মন ॥
এইরূপে কিছুদিন হইল বিগত।
ধ্রুবের যৌবনকাল প্রায় সমাগত ॥
পূর্ণ শশধর যেন শারদ গগনে।
তেমতি কুমার শোভে প্রথম যৌবনে ॥
সকল শাস্ত্রেতে ধ্রুব হ'য়ে সুপণ্ডিত।
শিখিলেন ভাল করি নিজ রাজনীত ॥
শাস্ত্রেতে নিপুণ হেরি মন্ত্রী মহাশয়।
রাজার সমীপে তবে করযোড়ে কয় ॥
প্রবীণ বয়স তব হইল রাজন।
উচিত তোমার হয় বনেতে গমন ॥
ইহকালে সুখভোগ করিলে বিস্তর।
পরকাল লাগি ধর্ম্মে করহ নির্ভর ॥
উপযুক্ত ধ্রুব তব যৌবনের ভরে।
দাও তাহে রাজ্য-ভার সানন্দ-অন্তরে ॥
অসীম-ক্ষমতাপন্ন তোমার কুমার।
ভক্তিডোরে ভগবানে বাঁধে গুণাধার ॥
অসাধ্য কি আছে তার এ তিন ভুবনে।
যুবরাজ কর রাজা সে হেন নন্দনে ॥

মন্ত্রীর শুনিয়া বাণী সহর্ষ রাজন।
প্রজাগণে ডাকি রাজা কহিল তখন ॥
ধ্রুবে দিব সিংহাসন করিয়াছি মন।
কিবা ইচ্ছা তোমাদের কহ প্রজাগণ ॥
ভগবান্ যার গুণে দিলা দরশন।
সেই গুণে প্রজা মুগ্ধ না হবে কেমন ॥
সকলে আনন্দ মানি কহে নৃপবরে।
পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ তরে ॥
ধ্রুব হইবেন রাজা শ্রীকৃষ্ণের দাস।
আমরা তাঁহার দাস হব ছিল আশ ॥
এতদিনে পূরিল সে মনের কামনা।
পূর্ণ হোক মহারাজ সবার বাসনা ॥
সবার সাক্ষাতে রাজা আনিয়া কুমার।
শুভদিনে শুভক্ষণে দিলা রাজ্যভার ॥
মণ্ডলে শোভিত চন্দ্র যথা শোভাকর।
তেমতি শোভিল ধ্রুব সিংহাসনোপর ॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার উত্তান রাজন।
পরমার্থ আহরণে প্রবেশেন বন ॥
ধ্রুব রাজা হ'য়ে রাজ্য করি সুশাসন।
বিমুগ্ধ করিলা গুণে যত প্রজাগণ ॥
শিশুমার নামে রাজা সুবিখ্যাত অতি।
আছিল তাহার কন্যা রূপ-গুণবতী ॥
ভ্রমি নাম হয় তার জগতে বিদিত।
ধ্রুব সনে হয়েছিল সেই বিবাহিত ॥
তাঁহাতে ধ্রুবের হয় যুগল কুমার।
কল্প ও বৎসর নামে খ্যাত চারিধার ॥
ইলা নামে কন্যা এক বায়ুর কুমারী।
তাহারে করিল বিভা ধ্রুব গুণধারী ॥
মহাবীর ধ্রুব আর ইলার সন্ততি।
উৎকল কুমার আর কন্যা গুণবতী ॥
উত্তম না করি বিভা রহিল কুমার।
মৃগয়া করিতে মনে আনন্দ তাহার ॥
একদিন মৃগয়ায় যায় হিমালয়।
যক্ষ সহ ঘটে তথা সমর দুর্জ্জয় ॥
সেই যুদ্ধে হারাইল উত্তম জীবন।
সুরুচি তাহার দুঃখে প্রবেশিল বন ॥
দাবানল প্রকাশিয়া অন্তকের প্রায়।
বনসহ সুরুচিরে অবহেলে খায় ॥
মনুর বংশেতে ধ্রুব একমাত্র রয়।
তাঁহার শাসনে পুরী সুশাসিত হয় ॥
অন্যায় সমরে যক্ষ নাশিল সোদর।
ইহা শুনি কোপভরে কাঁপিল অন্তর ॥
ভ্রাতৃহত্যা প্রতিশোধ লইবার তরে।
সৈন্য সহ চলে ধ্রুব রণসজ্জা ক'রে ॥
হিমাচলশৃঙ্গে যথা কুবের নগর।
উপনীত ধ্রুব তথা করিতে সমর ॥
ধ্রুব করে শঙ্খধ্বনি প্রতিধ্বনি তার।
আকাশে বিভিন্ন দিকে লভিল বিস্তার ॥
যক্ষনারীগণ সব ভয়েতে চকিত।
চতুর্দ্দিকে চায় তারা অতি ত্রাসান্বিত ॥
কুবের-সৈনিক সব শুনি শঙ্খধ্বনি।
অধীর হইল চিত্তে আপনা-আপনি ॥
অস্ত্রশস্ত্র ল'য়ে তারা অতি হৃষ্টমতি।
অলকা ছাড়িয়া আসে ধ্রুবের সংহতি ॥
যুদ্ধের ঘোষণা শুনি যত যক্ষগণ।
আসিল আনন্দে তারা করিবারে রণ ॥
বাধিল তুমুল যুদ্ধ অকালে প্রলয়।
রবি-শশী কাঁপে ঘন জলধির ভয় ॥
শর বর্ষে যেন ঘন বিজলী চমকে।
দুন্দুভির ধ্বনি বজ্র ডাকিছে পলকে ॥
অস্ত্রাঘাত মহাবৃষ্টি ভীষণ বর্ষণ।
শোণিতের স্রোত যেন নদীর গমন ॥
প্রতি সৈন্যে তিন বাণে করিয়া আহত।
মহাবীর বলি ধ্রুব হইল আখ্যাত ॥
পদাঘাত যথা সর্প সহিতে না পারে।
সেরূপ অস্থির হয় কুবেরানুচরে ॥
প্রতিহিংসা বশে তারা করিল প্রহার।
পরিঘ নিস্ত্রিংশ প্রাস শক্তি শূল আর ॥

পরশু ভূষণ্ডী ঋষ্টি অস্ত্র আদি যত ।
বিচিত্র আছয়ে পক্ষ অস্ত্রে রীতিমত ॥
সারথি ও রথ সহ ধ্রুবের উপর ।
একে একে নিক্ষেপিল অস্ত্র খরতর ॥
বৃষ্টিপাতে সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত যেমন ।
অদৃশ্য থাকয়ে তথা হইল ঘটন ॥
কুবের-সৈন্যের অস্ত্রে ধ্রুব আচ্ছাদিত ।
অদৃশ্য হইয়া রহে সর্ব্ব-অলক্ষিত ॥
আকাশেতে সিদ্ধগণ ঘটনা দেখিয়া ।
'হায় হায়' করে সবে দুঃখিত হইয়া ॥
যক্ষগণ ভাবে সবে হইয়াছে জয় ।
তিমির ভেদিয়া যেন রবির উদয় ॥
অস্ত্রজাল ভেদ করি ধ্রুব মহাবীর ।
সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে হইল বাহির ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিক্ষেপিল ।
যক্ষের সকল অস্ত্র তাহে নিবারিল ॥
পর্ব্বত বিদীর্ণ যথা বজ্রের প্রতাপে ।
যক্ষ বর্ম্ম ভিন্ন করে ধ্রুব ধরি চাপে ॥
ভল্ল ধরি যক্ষগণে করিল আঘাত ।
তাহাতে হইল কত যক্ষের নিপাত ॥
মুকুট কেয়ূর হার রত্ন কত শত ।
রণক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে অগণিত ॥
গজ যথা সিংহ ভয়ে করে পলায়ন ।
কুবেরের সৈন্য তথা ভঙ্গ দেয় রণ ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে আর কোন শত্রু নাই দেখি ।
পুরীতে না পশে ধ্রুব রহিল একাকী ॥
হেনকালে শোনে যথা সমুদ্রগর্জ্জন ।
বায়ুতে বিক্ষিপ্ত ধূলি না হেরে গগন ॥
আকাশ মেঘেতে ঢাকা বিদ্যুৎ সেথায় ।
ত্রাসকারী বজ্রধ্বনি শোনে ধ্রুব রায় ॥
শ্লেষ্মা পূয বিষ্ঠা মূত্র কত যে রুধির ।
কবন্ধ আকাশ হৈতে পড়ে, দেখে বীর ॥
আকাশে পর্ব্বত দেখে শিলা গদা আর ।
পরিঘ মুষল পড়ে বৃষ্টির আকার ॥
সর্পগণ আসে জ্বলে তাহার নয়ন ।
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র ধায় ধ্রুবের সদন ॥
ভীষণ সমুদ্রঢেউ আসে অগণন ।
প্রলয়কালেতে যেন মেঘের গর্জ্জন ॥
আসুরী মায়ায় যক্ষ এই ভাবে তবে ।
আক্রমিল ধ্রুবরাজে ভীষণ আহবে ॥
ধ্রুবের বিপদ হেরি যত মুনিগণ ।
শ্রীহরির নাম সবে করে উচ্চারণ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার ।
যাহাতে হৃদয়ে হবে ভকতি সঞ্চার ॥

ইতি যক্ষদিগের সহিত ধ্রুবের যুদ্ধ ।

ধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ

মৈত্র কহে শুন শুন বিদুর সুজন ।
ঋষিগণ এইরূপ করিলা যখন ॥
তাঁহাদের বাক্য শুনি হরিরে স্মরিয়া ।
নারায়ণ-অস্ত্র ধ্রুব ত্যজেন হাসিয়া ॥
সহস্র বিদ্যুৎ সম অস্ত্র নারায়ণ ।
জ্বলিয়া করিল নাশ যত মায়া-রণ ॥
অগণ্য যক্ষের তাহে হইল নিধন ।
নিধনান্তে পরলোকে করিল গমন ॥
ময়ূর করিয়া ধ্বনি যেমন বনেতে ।
করয়ে প্রবেশ সেথা দেখিতে দেখিতে ॥
সেই ভাবে ধ্রুব-অস্ত্র শত্রু সৈন্য-মাঝে ।
করিল প্রবেশ কলহংসপক্ষ সাজে ॥

বিস্তারিয়া ফণা যথা ভীত সর্পগণ ।
গরুড়ের দিকে ধায় করিবারে রণ ॥
সেই ভাবে যক্ষসৈন্য ধ্রুব প্রতি ধায় ।
নিমেষে সংহারে ধ্রুব রক্ষা নাহি পায় ॥
চারিদিকে প্রাণ লাগি উঠিল চীৎকার ।
ভয়ার্ত্ত যক্ষের দল করে হাহাকার ॥
এ হেন ঘটনা হেরি মনু মহীপতি ।
আসেন বুঝাতে তবে আপন সন্ততি ॥
ধ্রুবের নিকটে আসি ব্রহ্মার কুমার ।
কহিলেন একে একে যত নীতিসার ॥
কুবেরের অনুচর এই যক্ষগণ ।
কি কাজ তোমার বৎস করিয়া নিধন ॥
বধিল সোদর তব যক্ষ একজন ।
সেই জন্য কুলনাশ না হয় শোভন ॥
দৈবই করিল নাশ তোমার সোদরে ।
উপলক্ষ যক্ষ-মাত্র জানিও অন্তরে ॥
ত্যজ রোষ ত্যজ হিংসা তুমি মহাজন ।
জ্ঞানেতে নিভাও তব শোকের দাহন ॥
কেবা তব ভ্রাতা হয় কেবা হন্তা তার ।
কেহ না বুঝিতে পারে লীলা বিধাতার ॥
সবার নিয়ন্তা হন সেই নারায়ণ ।
সৃজন সংহার হয় তাঁহার কারণ ॥
অনাদি অনন্ত তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ।
সমভাবে সর্ব্বজীবে রন ভগবান্ ॥
কর্ম্মের অধীন হয় জীবেরা সকল ।
সকলেই ভোগ করে নিজ কর্ম্মফল ॥
ভ্রাতৃহন্তা নহে তব যক্ষ অনুচর ।
সৃজন সংহার যত করেন ঈশ্বর ॥
সকলের আত্মা তিনি মৃত্যু সবাকার ।
তাঁহার মহিমা বল কে বুঝিবে আর ॥
নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ গো-সকল প্রায় ।
ব্রহ্মাদি সকল করে যাঁহার আজ্ঞায় ॥
সেই কর্ত্তা ভগবান্ কর্ম্ম ইচ্ছা তাঁর ।
কর্ম্মফলদাতা সেই প্রভু সারাৎসার ॥
পঞ্চমবর্ষীয় তুমি বিমাতা-বচনে ।
ক্ষুব্ধচিত্তে পেলে ঠাঁই যাহার চরণে ॥
তা হ'তে পৃথক্ কিছু নাই এ জগতে ।
সকলি তাঁহার ইচ্ছা জান বিধিমতে ॥
ঔষধ সহায়ে যথা রোগের বারণ ।
আমার বচনে কর ক্রোধ নিবারণ ॥
ক্রোধ সংবরণ কর ওহে ধ্রুব বীর ।
শাস্ত্রজ্ঞানে তুমি আজ হও হে সুস্থির ॥
ক্রোধ ঘোরতর রিপু অমঙ্গল্‌কর ।
কেন বৃথা ক্রুদ্ধ আজি তোমার অন্তর ॥
মনেতে করহ পূজা সেই ধনপতি ।
শিবসখা হন তিনি অতি সাধুমতি ॥
তব বংশে যাহে তাঁর ক্রোধ নাহি হয় ।
কর রাজা হেন কার্য্য সেই সমুদয় ॥
এত বলি মনুদেব করিল গমন ।
সরম ত্যজেন ধ্রুব হ'য়ে শান্তমন ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
শুনিলে মনেতে আসে আনন্দ অপার ॥

ইতি ধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ ।

ধ্রুবের বিষ্ণুধামে গমন

মৈত্রেয় কহিলা শুন বিদুর সুজন ।
ক্রোধ পরিহার ধ্রুব করিলা যখন ॥
এ কথা শুনিয়া তবে যক্ষ-অধিপতি ।
ধ্রুবের সমীপে যান হ’য়ে হৃষ্টমতি ॥
অপরূপ রূপ তাঁর অতুল সুন্দর ।
বেষ্টিত কিন্নর যক্ষ অতি শোভাকর ॥
কুবেরে নেহারি তবে ধ্রুব শান্তিমতি ।
করযোড়ে তাঁর পূজা করিলেন অতি ॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হ’য়ে কহে ধনপতি ।
সন্তুষ্ট হইনু রাজা আমি তব প্রতি ॥
হিংসা করা অনুচিত যাঁরা জ্ঞানিজন ।
অভিমান ত্যাগ করা উচিত রাজন ॥
নিষ্পাপ ক্ষত্রিয় তুমি অতি শুদ্ধমতি ।
পরিতুষ্ট হইলাম আমি তোমা প্রতি ॥
যে সকল যক্ষ আজি লভিল মরণ ।
তুমি তাহাদের বধ করনি সাধন ॥
অথবা তোমার ভ্রাতা উত্তম সুজন ।
যক্ষদের হাতে কভু না লভে মরণ ॥
কালে জীব জন্ম লয় কালে মৃত্যু হয় ।
তুমি উপলক্ষ্য মাত্র শুন মহাশয় ॥
মিথ্যা বুদ্ধি বশে জীব জন্মে মরে আর ।
কলহ ইহারে ল’য়ে হয় কত বার ॥
তোমার মঙ্গল হোক গৃহে যাও ফিরে ।
জীবের আশ্রয় কৃষ্ণ ভজিবে তাঁহারে ॥
ভগবান্-ভক্ত তুমি অতি শ্রেষ্ঠজন ।
লও বর দিব তব যাহা চাহে মন ॥
কুবের-বচনে তুষ্ট হইয়া রাজন ।
মাগিলেন এক বর কুবের সদন ॥
দাও দেব এই বর যাহে মম মন ।
সর্ব্বদাই হরিপদ করয়ে স্মরণ ॥
তথাস্তু বলিয়া যক্ষ করেন গমন ।
ফিরিল নগরে ধ্রুব হ’য়ে হৃষ্টমন ॥
নগরে ফিরিয়া করি বিবিধ যাজন ।
ছত্রিশ সহস্র বর্ষ করেন শাসন ॥
ব্রাহ্মণের হিতে রত সুধীর সুশীল ।
দরিদ্র বৎসল আর অতি ধর্ম্মশীল ॥
সেই ধ্রুবে প্রজাগণ পিতৃসম ভাবে ।
তাহার তুলনা কভু কেহ নাহি পাবে ॥
রাজকার্য্য সমাপিয়া যোগে দিয়া মন ।
আপন কুমারে দিল রাজ-সিংহাসন ॥
জগৎ স্বপ্নের মত অনিত্য সদাই ।
ভোগেতে তাহার কভু চিত্তে সুখ নাই ॥
জানিয়া পরম সত্য ধ্রুব ভক্তবর ।
ত্যজিল সকল কিছু পবিত্র অন্তর ॥
ত্যজিল সমৃদ্ধ পুরী রত্ন সিংহাসন ।
ত্যজিল ভোগের বস্তু যত অগণন ॥
ত্যজিল সবার মায়া পুত্র-বন্ধুগণ ।
প্রবেশেন হরি লাগি বদরী-কানন ॥
বদরিকা নামে ছিল পবিত্র আশ্রম ।
তথায় প্রবেশ মাত্র যায় মন-ভ্রম ॥
যোগবলে প্রাণ জয় করিয়া রাজন ।
চিত্তেতে করেন তবে বিরাট দর্শন ॥
বিরাট ভুলিয়া রাজা ভেদশূন্য হয় ।
আপন সহিত বিশ্ব দেখে হরিময় ॥
হরিপ্রেমে পুলকিত হইয়া তখন ।
হরির বিরহে সদা করেন ক্রন্দন ॥
উপযুক্ত কাল হেরি তবে নারায়ণ ।
ধ্রুবলোকে আনিবারে করেন যতন ॥
বিষ্ণুদূত সহ তথা বিমান পাঠান ।
জ্যোতির্ম্ময় রথ সেই ব্যোম বিদ্যমান ॥
হীরক প্রবাল মুক্তা তাহাতে শোভিছে ।
নীল পীত রক্তমণি তাহাতে ভাসিছে ॥
বিষ্ণুদূত সেই রথে কিবা শোভা তার ।
চারি হস্ত দুই পদ অতি চমৎকার ॥

পদ্মের সমান আঁখি অঙ্গে অলঙ্কার।
হরিলীলা-গীতে মত্ত প্রশান্ত আকার॥
তাঁহাদের হেরি তবে প্রশান্ত রাজন।
হরিনাম জয়ধ্বনি করি উচ্চারণ॥
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে যুড়ি দুই কর।
বিষ্ণুদূতে প্রণমেন আনন্দ অন্তর॥
সুনন্দ ও নন্দ নামে দুই অনুচর।
ধরিলেন প্রেমভাবে তাঁর দুই কর॥
বলিলেন শুন রাজা আদেশ এখন।
যাইতে হইবে তোমা বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
শৈশব বয়সে রাজা করিয়া সাধন।
লভিয়াছ হরিপদ অমূল্য রতন॥
ধ্রুবপদ নাম তার নাহি যার লয়।
সেই পদে যাইবার এই ত সময়॥
অতীব পবিত্র তব এই কলেবর।
সশরীরে সেই স্থানে চলহ সত্বর॥
সপ্তর্ষি না পায় যাহা পরম যতনে।
দূর হ'তে তৃপ্তি পায় যার দরশনে॥
সে দুর্লভ ধ্রুবলোক লোকের প্রধান।
সেথায় হইবে ধ্রুব তব অধিষ্ঠান॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ আদি ঘোরে চারিধার।
অন্য কেহ নাহি পায় মহিমা অপার॥
এত শুনি ধ্রুব তবে স্নানাদি সারিয়া।
মুনিগণে প্রণমিল যুক্তকর হৈয়া॥
তাদের সহায়ে হয় সুস্বস্তিবাচন।
তবে ত করিল ধ্রুব বিমানারোহণ॥
রথে উঠি হইলেন যেন হিরণ্ময়।
রবি-শশী সম জ্যোতি অঙ্গে প্রকাশয়॥
আছিল যতেক ঋষি বদরিকাবাসী।
জয়ধ্বনি করে সবে পুলকেতে ভাসি॥
গন্ধর্ব্বে করিল গান দেব বর্ষে ফুল।
দুন্দুভি বাজিল ঘন হৃষ্ট সিদ্ধকুল॥
যাইতে যাইতে রাজা ভাবেন জননী।
দেখিলেন আর রথে যান সুলোচনী॥
সুনীতির পূর্ব্ব দুঃখ হ'ল এবে দূর।
ধ্রুবের সৌভাগ্যে প্রাণ হর্ষে ভরপূর॥
রবি-শশী-গ্রহ-তারা করিয়া দর্শন।
উঠিলেন ধ্রুব উচ্চে আপন সদন॥
সেই স্থানে রবি-শশী হইয়া কিঙ্কর।
বেষ্টন করিয়া ঘুরে তাহা নিরন্তর॥
নারদের প্রাণে নাহি আনন্দের সীমা।
বীণা যোগে গান তিনি ধ্রুবের মহিমা॥
যে পদ লভিল এই ধ্রুব মহাশয়।
সেথায় যাইতে কারো সাধ্য নাহি হয়॥
শৈশবে বিমাতা-বাক্যে হইয়া কাতর।
ভগবানে বশীভূত করিলা সত্বর॥
সেই শিশু ধ্রুব তার নির্ম্মল স্বভাবে।
লভিল পরমপদ তপের প্রভাবে॥
যেই শুনে এই বাণী মুক্তি তার হয়।
ধ্রুবের পরম গতি অতি প্রেমময়॥
প্রাতঃ কিংবা সন্ধ্যাকালে পবিত্র হইয়া।
কীর্ত্তন করিবে সদা ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
পূর্ণিমা দ্বাদশী কিংবা অমাবস্যা দিনে।
শ্রবণানক্ষত্রে কিংবা মাস-অন্তক্ষণে॥
ব্যতীপাতযোগে আর রবির বাসরে।
ধ্রুবের চরিত্র যেই উচ্চারণ করে॥
শ্রদ্ধাবান্ সেই জন বহু পুণ্য পাবে।
যেই মন একমনে হরিপদ ভাবে॥
এই ত হইল বাছা ধ্রুবের বচন।
এক্ষণে বিদুর শুন অন্য বিবরণ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
ধ্রুবের বৈকুণ্ঠলাভ পুণ্যের আধার॥

ইতি ধ্রুবের বিষ্ণুধামে গমন।

পঞ্চম অধ্যায়

বেণ-পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত কথন

সূত কহে হে শৌনক কর অবধান।
কুশারুনন্দন ঋষি মৈত্রেয় মহান্॥
ধ্রুবের কাহিনী বলে বিদুর সকাশে।
শুনিয়া বিদুর বলে অতীব উল্লাসে॥
যাহাদের যজ্ঞস্থলে নারদ সুমতি।
ধ্রুবের কীর্ত্তন গান করে হৃষ্টমতি॥
কারা সে প্রচেতা আর কার পুত্র হয়।
কোথা করে যজ্ঞ আর কিবা পরিচয়॥
শ্রীহরির পরিচর্য্যা বিধি অনুষ্ঠান।
পঞ্চরাত্রে বর্ণিল যে নারদ মহান্॥
পরমবৈষ্ণব তিনি হরির কীর্ত্তন।
নিশ্চয় করেছে বলি হয় মোর মন॥
সে সকল কথা আমি চাহি শুনিবারে।
দয়া করি বল মোরে সব সবিস্তারে॥
এতেক শুনিয়া তবে মৈত্রেয় মনীষী।
কহিলেন সেই কথা মুখে মৃদু হাসি॥
আছিল ধ্রুবের বৎস তিনটি তনয়।
উৎকল সবার জ্যেষ্ঠ সর্ব্বজনে কয়॥
কল্প ও বৎসর নামে ভ্রমির নন্দন।
বৎসর গুণেতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
জন্মাবধি উৎকলের হরি প্রতি মন।
অনিত্য ভাবেন মনে তুচ্ছ রাজ্যধন॥
উচ্চনীচ ভাব তাঁর নাহি ছিল মনে।
সর্ব্বজীবে সমভাব ছিল সর্ব্বক্ষণে॥
সর্ব্বদা আনন্দে মগ্ন বাহে মূক সম।
জড় বলি সবাকার তাহে লাগে ভ্রম॥
ব্রহ্মানন্দে সদা মগ্ন কেহ না জানিত।
উন্মত্ত বধির বলি সকলে হাসিত॥
শান্তশীল হ'য়ে স্থির থাকিত উৎকল।
কেহ নাহি হৃদি জানি কহিত পাগল॥
সর্ব্বত্যাগী সেই বীর ধ্রুবের নন্দন।
মন্ত্রিগণ নাহি তাঁরে দিলা রাজ্যধন॥
বৎসর নামেতে ছিল ভ্রমির তনয়।
রূপে গুণে ব্যবহারে ধ্রুব সম হয়॥
তাহারে করিল রাজা যত মন্ত্রিগণ।
স্ববীথি তাহার ভার্য্যা সুন্দর গঠন॥
তার গর্ভে বৎসরের ছয় পুত্র হয়।
পুষ্পার্ণ ও তিগ্মকেতু ইষ উর্জ্জ জয়॥
ষষ্ঠ পুত্র বসু নাম বিদিত ভুবনে।
পুষ্পার্ণ হইয়া রাজা বসে সিংহাসনে॥
পুষ্পার্ণের দুই পত্নী দোষা প্রভা হয়।
উভয়েতে পুষ্পার্ণের জন্মে পুত্র ছয়॥
মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন প্রাতঃ প্রভাব কুমার।
প্রদোষ নিশীথ ব্যুষ্ট তনয় দোষার॥
সর্ব্বগুণযুক্ত ব্যুষ্ট হ'ল নরপতি।
হইল তাঁহার ভার্য্যা পুষ্করিণী সতী॥
পুষ্করিণী-পুত্র এক সর্ব্বতেজা নাম।
আকূতি মহিষী তাঁর খ্যাত ধরাধাম॥
তাঁহাদের পুত্র এক মনু নাম হয়।
নডলা মহিষী তাঁর শ্রেষ্ঠ অতিশয়॥
মনুর জন্মিল তাহে দ্বাদশ কুমার।
সবে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ সুন্দর আকার॥
পুরু কৃৎস্ন ঋত আর ধৃত সত্যবান্।
ব্রত অগ্নিষ্টোম শিবি প্রত্যুম্ন দ্যুমান্॥
উল্মূক ও অতিরাত্র অতিগুণবান্।
জন্মিল মনুর এই দ্বাদশ সন্তান॥
উল্মূক কনিষ্ঠ বটে গুণেতে বরিষ্ঠ।
অভিষেক করে তাঁরে হ'য়ে সবে হৃষ্ট॥
পুষ্করিণী নামে রাণী সুরূপা সুন্দর।
তাঁহার গর্ভেতে জন্মে ছয় বংশধর॥

সুমনা অঙ্গিরা স্বাতি ক্রতু আর গয়।
মহামতি অঙ্গ নামে প্রথম তনয়॥
অঙ্গের সুনীথা পত্নী জ্ঞাত সর্ব্বজন।
তাঁহার উদরে বেণ জন্মিল নন্দন॥
অতীব দুর্দ্দান্ত পুত্র অতি পাপময়।
পুত্রের নিন্দায় রাজা সংসার ত্যজয়॥
দুর্ব্বৃত্ত হেরিয়া তাঁরে যত ঋষিজন।
অভিশাপে করিলেন নিঃশেষ জীবন॥
অরাজক হ'ল সব না হেরি শাসন।
তাহা হেরি ত্বরা করি যতেক ব্রাহ্মণ॥
বেণের দক্ষিণ বাহু করিয়া মন্থন।
জন্মাইল অপরূপ একটি নন্দন॥
আদি রাজা পৃথু তিনি হন অবতার।
তাঁহার গুণেতে বশ জগৎ সংসার॥
এত শুনি কহিলেন বিদুর তখন।
আশ্চর্য্য হইনু তব শুনিয়া বচন॥
হরি-পরায়ণ সেই অঙ্গ নরবর।
বিশেষতঃ ধ্রুববংশে তিনি বংশধর॥
কেন তাহে জন্মে পুত্র দুষ্ট কুলাঙ্গার।
কেন তিনি করিলেন অরণ্যে বিহার॥
ধর্ম্মমতে নৃপ শ্রেষ্ঠ হয় সবাকার।
দুর্দ্দান্ত হইলে নৃপ মান্য নহে তাঁর॥
কোন্ ধর্ম্ম-বলে মিলি যত ঋষিজন।
করিলেন অবহেলে বেণের নিধন॥
কহ ঋষি একে একে এই সমাচার।
জানিবারে কৌতূহল জাগিছে আমার॥
বিদুরের কথা শুনি মৈত্রেয় তখন।
কহিলেন একে একে সেই বিবরণ॥
ধ্রুব-বংশধর অঙ্গ সর্ব্ব-গুণধর।
একছত্রে পালিলেন বিশ্ব নৃপবর॥
একদা করিতে যজ্ঞ হ'ল তাঁর মন।
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
আসিল ঋত্বিক্ আর যতেক ব্রাহ্মণ।
হইল ক্রমেতে সব যজ্ঞ আয়োজন॥
পৃথিবীর চারিদিকে হ'ল নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞস্থলে উপনীত নিমন্ত্রিতগণ॥
রৌপ্য-স্বর্ণে সুখচিত রম্য হর্ম্ম্যচয়।
যথাযোগ্য স্থানে যত নিমন্ত্রিত রয়॥
ভক্ষ্য ভোজ্য নানাবিধ কৌতুকে গঠন।
হইতে লাগিল সদা আশ্চর্য্য দর্শন॥
এদিকে হইল ক্রমে যজ্ঞ আরম্ভণ।
হোমেতে আহুতি দিল যতেক ব্রাহ্মণ॥
যত দেবতার নামে হয় হবি দান।
কেহ নাহি উপস্থিত হন যজ্ঞস্থান॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
কহেন রাজার কাছে শুনহ রাজন॥
সকলে সদ্বংশ বিজ্ঞ আমরা ব্রাহ্মণ।
অশুদ্ধ নহেক মন্ত্র বেদের বচন॥
আয়োজনে ত্রুটি নাহি দেখি যে নয়নে।
তবে কেন উপস্থিত নহে দেবগণে॥
ব্রাহ্মণের বাণী শুনি ব্রতী নরপতি।
সম্বোধিয়া কহিলেন সভাজন প্রতি॥
নির্দ্দোষে করিনু যজ্ঞ আমি আরম্ভণ।
প্রত্যক্ষ না হন তবু কেন দেবগণ॥
কি পাপ করিনু আমি বুঝিতে না পারি।
কহ সভাজন মোরে মনেতে বিচারি॥
অঙ্গের গুণেতে সবে আছিল মোহিত।
না পাইল কোন পাপ করি নির্ব্বাচিত॥
বিজ্ঞজনে কহে করি মনেতে বিচার।
কহিল রাজার কাছে করিয়া বিস্তার॥
শুন রাজা ইহজন্মে পাপ নাহি তব।
পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ অপুত্র-সম্ভব॥
পাপ নাশিবারে আগে হউক কুমার।
করহ কামনা যজ্ঞে করিয়া বিচার॥
পুত্র বিনা পুরুষের কোন ফল নাই।
বরদাতা যজ্ঞেশ্বর দিবেন তাহাই॥
হরির নিকটে যাহা করিবে প্রার্থনা।
অবশ্য ভক্তের তিনি পূরাবে কামনা॥

সকলের বাক্য শুনি রাজা মহাশয়।
পুত্রের কামনা লাগি হোম তবে হয়॥
হরির উদ্দেশে হোম করি নরমণি।
পূজিলেন ভগবানে সর্ব্বচিন্তামণি॥
শিপিবিষ্ট বিষ্ণু লাগি দেয় পুরোডাশ।
করিলেন যজ্ঞ রাজা করি পুত্র আশ॥
হোম হ'তে উঠি তবে সাধু একজন।
হেম-মালাময় পরি নির্ম্মল বসন॥
অঞ্জলি করিয়া ল'য়ে অমৃত পায়স।
দিলেন রাজার আগে হইয়া হরষ॥
পায়স লইয়া রাজা করি নমস্কার।
তাহার পত্নীরে দিল আজ্ঞায় সবার॥
আপনি আঘ্রাণ করি দিলেন পত্নীরে।
আহার করিল পত্নী অতি ধীরে ধীরে॥
স্বামী সহবাসে হয় গর্ভের সঞ্চার।
তাহাতে জন্মিল এক দুর্দ্দান্ত কুমার॥
অধর্ম্মের অংশজাত মাতামহ তাঁর।
মৃত্যু নামে খ্যাত তিনি জ্ঞাত ত্রিসংসার॥
তাঁহার অংশেতে জন্ম দৌহিত্র হইল।
অধর্ম্মের ভাব তাই বেণ প্রকাশিল॥
অতীব দুর্দ্দান্ত পুত্র শৈশব বয়সে।
সবার পীড়ক সেই মত্ত রঙ্গরসে॥
অকাতরে বনে বনে করিয়া ভ্রমণ।
তীক্ষ্ণবাণে মৃগশিশু করিত নিধন॥
যজ্ঞের পশুর ন্যায় আত্মবন্ধু সনে।
বধিত পাপিষ্ঠ সেই পুলকিত মনে॥
নারিলেন অঙ্গ তাঁরে করিতে শাসন।
মহাদুঃখে হইলেন চিন্তায় মগন॥
বয়সের সঙ্গে তাঁর বুদ্ধি পায় দোষ।
হিংসা-বৃত্তি দুষ্টমতি মত্ত সদা রোষ॥
যজ্ঞ করি লাভ তাঁর হ'ল কুলাঙ্গার।
নিজ পাপ এতে হয় করিয়া বিচার॥
দুঃখিত মনেতে রাজা করেন চিন্তন।
অপুত্রক হ'লে দুঃখ নহে কদাচন॥
কুপুত্র অর্জ্জন করে অধর্ম্ম অখ্যাতি।
মনোপীড়া জন্মে আর নাহি সদ্‌গতি॥
যাহার নিমিত্ত গৃহ দুঃখপ্রদ হয়।
আত্মার বন্ধন সেই আদরের নয়॥
এতেক নির্ব্বেদ পেয়ে অঙ্গ দুঃখমতি।
নিদ্রা না হইল তার জাগে সারারাতি॥
অর্দ্ধরাত্রে শয্যা ত্যজি, ত্যজি রমণীরে।
অলক্ষিতে চলে যান গৃহের বাহিরে॥
আত্মীয় অমাত্য আর পুরোহিত যত।
রাজার বৈরাগ্য শুনি অতীব দুঃখিত॥
সর্ব্বত্র করিল তারা অঙ্গ-অন্বেষণ।
তবু না পাইল তারা রাজার দর্শন॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় যত পাপ ভার॥

ইতি বেণ-পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত কথন।

বেণের নিধন ও নিষাদগণের উৎপত্তি

মৈত্রেয় কহিলা শুন বিদুর সুজন।
রাজ্য ত্যাগ করিলেন নৃপতি যখন॥
রাজার অভাবে রাজ্য ছারেখারে যায়।
প্রজাগণ সবে মিলি করে হায় হায়॥
অবশেষে মিলি যত মন্ত্রী ঋষিগণ।
বেণের হস্তেতে দিলা পৃথিবী শাসন॥
শাসনের ভার ল’য়ে বেণ দুষ্টমতি।
সবার পীড়নে তাঁর হয় সদা রতি॥
রস-রঙ্গে মত্ত বেণ রহে অবিরত।
উন্মত্ত গজের মত কুকর্ম্মে নিরত॥
যজ্ঞ দান ভজনাদি করিতে বিনাশ।
আপনার আজ্ঞা রাজ্যে করিল প্রকাশ॥
যেবা পূজা ব্রত আদি করে উপাসন।
তাহারে আনিয়া ধরি করয়ে নিধন॥
যজ্ঞ না করিবে কেহ, না করিবে দান।
ঋষিগণে এই রাজা দিলেন বিধান॥
অরাজক সম রাজ্য হয় একবারে।
ধর্ম্মাচার লোকাচার নষ্ট এ সংসারে॥
এত দেখি ভৃগু আদি যত ঋষিজন।
সত্রযজ্ঞে মিলে তারা করে আলোচন॥
প্রজ্বলিত কাষ্ঠমধ্যে পিপীলিকা যথা।
দুঃখের মধ্যেতে মোরা পড়েছি সর্ব্বথা॥
অরাজক রাজ্যে সবে বেণে রাজ্য দিল।
সকলের ভয়স্থল সেই রাজা হ’ল॥
স্বভাবেতে খল বেণ ধর্ম্মে নাই মতি।
তথাপি দানিব তারে যতেক যুকতি॥
তাহ’লে পাতক আর না হ’বে কাহার।
অগত্যা করিব তারে শাপে ছারখার॥
এত বলি ক্রোধ তারা করিয়া গোপন।
বেণের সান্ত্বনা লাগি করিল গমন॥
সম্বোধিয়া কহে তারে সুমিষ্ট বচন।
নৃপ হ’য়ে দুষ্টমতি আচার কেমন॥
ধর্ম্ম-রক্ষা শান্তি-রক্ষা উচিত রাজার।
ধর্ম্মেতে জীবন রক্ষা শান্তিতে সংসার॥
ধর্ম্মেতে জীবের মুক্তি যজ্ঞে ধর্ম্ম রয়।
নৃপগণ সেই যজ্ঞ সদা আচরয়॥
সেই যজ্ঞে হিংসা রাজা কর অনুক্ষণ।
পুণ্যনাশে ভয় তব না হয় কখন॥
অতএব শুন রাজা ত্যজি হিংসাচার।
ধর্ম্মমতে প্রজাধর্ম্ম পালহ সংসার॥
এত শুনি ক্রোধে বেণ হইয়া অধীর।
কহিতে লাগিল সবে বচন গভীর॥
অধর্ম্ম যা হয় তাহে কহ সবে ধর্ম্ম।
নাহিক বুঝিতে পারি আমি কিছু মর্ম্ম॥
আমি হই অন্নদাতা স্বামী সবাকার।
আমি বিনা অন্য স্বামী যজ্ঞে কেবা আর॥
রাজাই ঈশ্বর বটে শাস্ত্রের কথন।
তাহারে না সেবা করি অন্যে উপাসন॥
কুলটা রমণী মত অন্যে কেন মতি।
স্বামীরে ছাড়িয়া কেন ভজ উপপতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আর কুবের পবন।
ইন্দ্র যম সূর্য্য চন্দ্র যত দেবগণ॥
কেবা তারা হয় মুনি বলত আমায়।
সর্ব্বদেব একত্রেতে ভূষিত রাজায়॥
কর মোর পূজা এবে যত ঋষিজন।
মম লাগি যজ্ঞ কর মম উপাসন॥
বারবার মুনি সব পরামর্শ দিল।
অবজ্ঞাভরেতে রাজা কিছু না শুনিল॥
অপমান পেয়ে পরে যতেক ব্রাহ্মণ।
অভিশাপ দিল ক্রোধে হইতে নিধন॥
তখনি মরিল বেণ হ’য়ে শবাকার।
সুনীথা জননী কাঁদে করি হাহাকার॥
অরাজক হ’ল সব দেশের মাঝার।
দস্যুর পীড়নে রাজ্য হয় ছারখার॥

একদা যতেক ঋষি করিয়া মিলন।
সরস্বতী তীরে বসি করে উপাসন ॥
দুর্দ্দৈব দেখেন চক্ষে শব্দ হাহাকার।
দস্যুর পীড়নে নষ্ট হইল সংসার ॥
নীতিহীন প্রজাগণ শাস্ত্র ধর্ম্মহীন।
হিংসায় নিরত সবে আছে নিশিদিন ॥
এহেন দুর্দ্দশা হেরি যত ঋষিজন।
উপায় করিল স্থির শান্তির কারণ ॥
একে ত ধ্রুবের বংশ হরি-পরায়ণ।
তাহাতে জন্মিল অঙ্গ অতি মহাজন ॥
তাহার বংশের লোপ অন্যায় বিচার।
অরাজকে নষ্ট হয় বুঝি এ সংসার ॥
এত বলি সবে ল'য়ে বেণ-শবাকার।
মন্থন করিয়া ঊরু জন্মায় কুমার ॥
তাহাতে উদ্ভূত হয় পুরুষ বামন।
কাককৃষ্ণ খর্ব্ব-অঙ্গ রক্তাভ লোচন ॥
ক্ষুদ্র বাহু দীর্ঘ হনু ক্ষুদ্র পদদ্বয়।
নিম্ন-নাস তাম্র কেশ তুষ্ট অতিশয় ॥
জন্মিয়া পুরুষ সেই জিজ্ঞাসা করিল।
'কি কার্য্য করিব আমি' তোমরাই বল ॥
মুনিগণ সেই জনে সেথা বসাইল।
ব্যাধ বা নিষাদ বলি তার আখ্যা দিল ॥
জন্মমাত্র সেইজন আপন শরীরে।
বেণের পাতকরাশি লয় ধীরে ধীরে ॥
সেহেতু নিষাদ জাতি অরণ্যে রহিল।
পুরীতে করিতে বাস সুযোগ না পেল ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
যাহাতে ঘুচিয়া যাবে সব পাপভার ॥

ইতি বেণের নিধন ও নিষাদগণের উৎপত্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৃথুদেবের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক

অতঃপর মুনিগণ ভাবে মনে মন।
হইল তথাপি রাজা সুপুত্রবিহীন ॥
সেই হেতু পুনরায় মুনি মহাশয়।
মন্থন করিল জোরে বেণ-বাহুদ্বয় ॥
ভগবান্ অংশে তবে হইল সৃজন।
লভিল কুমার এক নারী একজন ॥
রূপে গুণে অনুপম উভয়ে হইল।
ভগবান-অংশ বলি সকলে বুঝিল ॥
প্রসন্ন হইল দিক্ বহিল মলয়।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষয় ॥
পুত্র কন্যা হেরি সবে আনন্দে মগন।
কুমারের পৃথু নাম দিলা ঋষিজন ॥
নারায়ণ-অংশে পৃথু হ'ল অবতার।
অর্চ্চিনামে লক্ষ্মী-অংশে কামিনী তাঁহার ॥
এমতে জন্মিল শুদ্ধ বেণের কুমার।
জগতে মাতিল সবে আনন্দে অপার ॥

কহিলা মৈত্রেয় মুনি, শুন হে বিদুর গুণী,
যেমতে হইল অভিষেক।
হেরি দশা ধরণীর, দয়া হ'ল শ্রীহরির,
ঘুচাইতে প্রজাদের বেদন যতেক ॥
মায়ারূপে আসি হরি, অবনীতে অবতরি,
লইলা আপনি পৃথু নাম।
অতুল রূপের সার, দেখে ঘুচে দুঃখভার,
অতি অনুপম গুণধাম ॥

ব্রাহ্মণেরা মিলি সবে, নারায়ণে আনে ভবে,
সবে তার গুণ করে গান।
গন্ধর্ব্বেরা গুণ গায়, পুষ্প বর্ষিল ধরায়,
নাচেতে অপ্সরা মোহে প্রাণ ॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ, বাজে তূর্য্য জয়ডঙ্ক,
দেব ঋষি আর পিতৃগণ।
স্রষ্টা ব্রহ্মা প্রজাপতি, আইসে ইন্দ্রসংহতি,
দেখে সবে বেণের নন্দন ॥
বয়সে শৈশব অতি, প্রকাশে রূপের জ্যোতি,
রবি যেন বেষ্টিত মণ্ডলে।
রূপ অতি মনোহর, যেন পূর্ণ শশধর,
মুগ্ধ হয় নেহারি সকলে ॥
যৌবন উদয় যবে, মন্ত্রিগণ মিলি সবে,
শুভদিন করি নির্দ্ধারণ।
পুণ্য সরিতের জলে, অভিষেকে কুতূহলে,
দিল রাজ্য যতেক ব্রাহ্মণ ॥
সিংহাসন লাভ করি, যেমত বৈকুণ্ঠে হরি,
শোভিলেন রত্ন-সিংহাসনে।
সুমন্ত্রী ঘেরিয়া তাঁয়, জয়শব্দ সদা গায়,
আশীর্ব্বাদ করে ঋষিগণে ॥
হরি হেরি সিংহাসনে, আসি যত দেবগণে,
করে স্তব অলক্ষ্যে থাকিয়া।
নিজ নিজ উপহার, দিলেক চরণে তাঁর,
দেব দ্বিজ দেখিল চাহিয়া ॥
ছত্র দিলা জলপতি, সিংহাসন যক্ষপতি,
বায়ু দিলা দুইটি চামর।
ধর্ম্ম আর ইন্দ্র মিলে, মালা ও মুকুট দিলে,
দণ্ড দিলা যম দণ্ডধর ॥
কবচ সে বেদময়, দিলা ব্রহ্মা মহাশয়,
সরস্বতী দেন হেমহার।
হরি দেন সুদর্শন, যাহে শান্ত ত্রিভুবন,
বিত্ত লক্ষ্মী দিলা উপহার ॥
রুদ্র দেন খর অসি, যাহাতে অঙ্কিত শশী,
চন্দ্র দেন সুলক্ষণ হয়।
অগ্নি ধনু সূর্য্য বাণ, বিশ্বকর্ম্মা রথখান,
মেদিনী দিলেন পুষ্পচয় ॥
খেচরেরা ইন্দ্রজাল, নাট্যগীত সুরসাল,
আশীর্ব্বাদ দেন ঋষিগণ।
শঙ্খ দিলা জলনিধি, রত্নরাজি গিরিনদী,
স্তব করে যত বন্দীজন ॥
রাজা সিংহাসনে বসি, যেন পূর্ণিমার শশী,
করিলেন সবারে সন্তোষ।
হরষ অন্তর সবে, মোহিত তাঁহার রবে,
শাসনে সবার পরিতোষ ॥
ঋষির আদেশ ল'য়ে, মাগধ মিলিত হ'য়ে,
কীর্ত্তিগাথা করিতে বর্ণন।
সেথা আসিল যখন, মৃদু হাসি পৃথু কন,
কণ্ঠ যেন মেঘের গর্জ্জন ॥
হে সৌম্য মাগধ সূত, কী কারণে অদ্‌ভুত,
বলিবারে চাহ মোর কথা।
এখনও আমার গুণ, প্রকাশিত নয় শুন,
কালান্তরে বর্ণিবে সর্ব্বথা ॥
জগতে বিদিত নই, কীভাবেতে আমি কই,
বর্ণিবারে মোর বিবরণ।
অতএব ধৈর্য্য ধর, ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
মোর কার্য্য হোক আরম্ভণ ॥

ইতি পৃথুদেবের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক।

পৃথুদেবের স্তব

মৈত্রেয় বলেন শুন বিদুর সুজন।
রাজার বাক্যেতে তবে যত বন্দীগণ॥
মুনিগণ-অনুরোধে তুষ্ট চিত্তে অতি।
নৃপস্তব গান করে সবে মহামতি॥
সর্ব্বদেব পূজনীয় তুমি মহারাজ।
তব গুণ গাহিবারে পাই মোরা লাজ॥
অতীব অধম মোরা নাহিক শকতি।
তব কীর্ত্তি বর্ণিবারে, তুমি মহামতি॥
দেবগণ-সাধ্য নহে তোমার কীর্ত্তন।
বেণ-অঙ্গজাত তুমি যেন নারায়ণ॥
পৃথুরূপী হরি তুমি, ধর্ম্মের মর্য্যাদা।
সতত করিবে রক্ষা না ভুলিবে কদা॥
প্রজার পালন আর প্রজানুরঞ্জন।
স্বর্গমর্ত্ত্য হিত লাগি কর অনুক্ষণ॥
আকর্ষিয়া জল সূর্য্য নিজের তাপেতে।
বর্ষায় বরষে তাহা জগতের হিতে॥
সেইরূপ প্রজা হ'তে ল'য়ে যত ধন।
দুর্ভিক্ষের কালে তাহা করে বিতরণ॥
অপরাধী জন কভু হইলে কাতর।
সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করে নৃপবর॥
বর্ষণ না হয় যদি, রাজদেহী হরি।
আপনি বর্ষণ তবে করে কত বারি॥
বরুণ সদৃশ রাজা ইহার গমন।
কেহ না জানিবে, কার্য্য হইবে গোপন॥
ধনরত্ন সুরক্ষিত হইবে সবার।
ঔদার্য্য কারুণ্য গুণ আশ্রয় ইহার॥
রিপুকুল তেজ তার সহিতে না পারে।
কর্ম্মফলদাতা রাজা গোপনে বিহরে॥
দণ্ডনীয় পুত্রে কভু ক্ষমা না করিবে।
লঙ্ঘনীয় আজ্ঞা এর কভু নাহি হবে॥
প্রজানুরঞ্জক ইনি রাজা নাম তার।
সার্থক হইবে সবে লোকব্যবহার॥
দৃঢ়ব্রত সত্যসন্ধ বিপ্রহিতকারী।
বৃদ্ধের সেবক আর দীনে দয়াধারী॥
প্রাণিগণ প্রিয় তিনি আনন্দবর্দ্ধন।
সাধুজনে রক্ষাকারী বধিবে দুর্জ্জন॥
লক্ষ্মীসহ ভগবান্ আবির্ভূত হয়।
পৃথু নামে এজগতে তার পরিচয়॥
পৃথিবী রক্ষার লাগি করে পর্য্যটন।
জয়শীল রথে সদা করি আরোহণ॥
রাজগণ সবে এঁরে দিবে উপহার।
রাণীরা করিবে যশ কীর্ত্তন ইহার॥
মৃগেন্দ্র লাঙ্গুল তুলি করে বিচরণ।
তথা রাজা ভ্রমে করি ধনু উত্তোলন॥
সারস্বত দেশে রাজা পৃথু ভগবান্।
শত অশ্বমেধ যাগ করে অনুষ্ঠান॥
ভয়ে ভীত দেবরাজ ভাবি অমঙ্গলে।
যজ্ঞাশ্ব হরণ করে অতীব কৌশলে॥
সনৎকুমার পাশে করি অবস্থান।
নৃপশ্রেষ্ঠ পৃথুরাজা লভে ব্রহ্মজ্ঞান॥
দিগন্তবিস্তৃত কীর্ত্তি হইবে রাজার।
শুনিবে প্রশংসা বাণী পূর্ব্বোক্ত প্রকার॥
রথচক্র রুদ্ধ এর কোথা নাহি হবে।
দুষ্টগণে উৎপাটিত করিবে আহবে॥
দেবতা অসুর সবে করিবে কীর্ত্তন।
পৃথ্বী অধিপতি রাজা পৃথু নারায়ণ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
ভাগবত পুণ্য কথা অমৃত পাথার॥

ইতি পৃথুদেবের স্তব।

পৃথিবী নিগ্রহে পৃথুর উদ্যোগ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
এইভাবে স্তব করে যত বন্দীগণ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা করে বরদান।
ভোগ্যবস্তু মধুবাক্য করিল প্রদান॥
সর্ব্বজনে অতঃপর পৃথু মহাশয়।
যথাযোগ্য করে দান যাহা ইচ্ছা হয়॥
বিদুর কহেন তবে বলহে ব্রাহ্মণ।
কি কারণে পৃথ্বী করে গোরূপ ধারণ॥
নিম্নোন্নতা পৃথিবীকে কেন নৃপবর।
সমতল করে কহ আমার গোচর॥
কি কারণে ইন্দ্র করে অশ্বাপহরণ।
ব্রহ্মজ্ঞান লভি কোন্ গতি প্রাপ্ত হন॥
সূত বলে হে শৌনক কর অবধান।
বিদুরের প্রশ্নে বলে মৈত্রের মহান্॥
পৃথু নামে যবে হরি লয় সিংহাসন।
যখন করেন নিজে পৃথিবী শাসন॥
ছলিবারে ইচ্ছা করি মেদিনী সুন্দরী।
লইলেন শস্যবীজ আপনি আহরি॥
শস্য বিনা ক্ষুধাতুর হ'য়ে প্রজাগণ।
কাতরে রাজার কাছে করিল গমন॥
বসিয়া আছেন রাজা সিংহাসনোপরে।
আসিয়া তাঁহার ঠাঁই নিবেদন করে॥
করযোড়ে ক্ষুধা লাগি কহিল সবাই।
প্রাণ যায় রাখ নৃপ বল কিবা খাই॥
মেদিনী করিল গ্রাস শস্য-বীজ যত।
ওষধি সুফল বৃক্ষ হইয়াছে হত॥
প্রাণ যায় ক্ষুধা লাগি করহ উপায়।
আত্মীয় বান্ধব সনে প্রাণ রাখা দায়॥
এত শুনি নৃপমণি বুঝিয়া তখন।
বাহির হয়েন দ্রুত ল'য়ে শরাসন॥
ক্রোধেতে নয়ন করে অনল বর্ষণ।
দন্তে দন্তে নিরন্তর হইছে ঘর্ষণ॥
দ্বিতীয় কালের সম ধনু ল'য়ে করে।
ধাইলেন ত্বরা করি সংসার ভিতরে॥
শরহস্ত ব্যাধে হেরি হরিণী যেমন।
প্রাণ-ভয়ে বনমাঝে করে পলায়ন॥
তেমতি পৃথুরে হেরে আপনি ধরণী।
ধরিল রাখিতে প্রাণ গোরূপ তখনি॥
গোরূপ ধরিয়া পৃথ্বী করে পলায়ন।
পশ্চাতে ধায়েন রাজা ল'য়ে শরাসন॥
খরশান ধনুর্ব্বাণ কার সাধ্য সয়।
পলায় ধরণী সতী পেয়ে প্রাণে ভয়॥
ভীষণ ক্রোধেতে পৃথু হ'য়ে আকুলিত।
অনুসরি ধরণীরে হ'লেন ধাবিত॥
দীপ্ত সূর্য্য সম আঁখি ঝড় সম শ্বাস।
দন্তে দন্ত বিঘর্ষিত মুখে নাহি ভাষ॥
বজ্রসম হুহুঙ্কার করি বার বার।
ধনু আস্ফালন করি করেন চীৎকার॥
সে ভীষণ দাপে কাঁপে অষ্ট কুলাচল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন করে টলমল॥
ত্রিপুরে বধিতে যথা ধরিয়া ত্রিশূল।
যান শম্ভু মহাবেগে ক্রোধেতে আকুল॥
তেমনি ধায়েন রাজা ধরণীর প্রতি।
অনন্ত সে দাপে কাঁপে সশঙ্কিত মতি॥
প্রাণভয়ে ধরাসতী করি পলায়ন।
গোরূপেতে স্বর্গ মর্ত্ত্য আর ত্রিভুবন॥
কোথাও না পান সতী কিঞ্চিৎ নিস্তার।
সর্ব্বত্র দেখেন রুষ্ট পৃথুর আকার॥
সর্ব্বত্র দেখেন পৃথু ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ।
ক্রোধেতে পশ্চাতে তাঁর হন ধাবমান॥
তপ সত্য রসাতল এ চৌদ্দ ভুবন।
একে একে সর্ব্বত্রই করি পর্য্যটন॥
কোথাও না পায় স্থান রক্ষার কারণ।
আশ্চর্য্য মানেন ধরা মনেতে আপন॥

যেখানে মাগেন ধরা লইতে আশ্রয় ।
সর্ব্বত্র প্রকাশ হ'ন বেণের তনয় ॥
রক্ষা নাহি দেখি ধরা কহেন তখন ।
রাজারে সুমিষ্ট ভাষে করি সম্বোধন ॥
ক্ষত্রিয় বটে হে রাজা ভুবন মাঝার ।
জানি যে তোমারে মনু-বংশ-অলঙ্কার ॥
প্রজার রক্ষাই হয় উচিত তোমার ।
তবেই থাকিবে কীর্ত্তি জগতে প্রচার ॥
পালিতা তোমার আমি ইথে কিবা ভ্রম ।
মোর নাশ লাগি তুমি কেন কর শ্রম ॥
ধর্ম্মজ্ঞ বট হে নৃপ কহে জ্ঞানিগণ ।
নারীজনে বধ কিহে করে বিজ্ঞজন ॥
আমি ধরা মোরে সৃজে কমল-আসন ।
আমার উপরে রহে এ চৌদ্দ ভুবন ॥
আমারে নাশিলে বিশ্ব হইবে সংহার ।
এই কি উচিত কর্ম্ম হইবে তোমার ॥
পৃথিবীর কথা শুনি ক্রোধিত রাজন ।
কহে রোষভরে তবে যথার্থ বচন ॥
অতি মন্দমতি তুমি হ'য়েছ ধরণী ।
অবশ্য নিধন তোমা করিব এখনি ॥
আমি নৃপ দেখি হেন আমার শাসন ।
যজ্ঞভাগ ল'য়ে শস্য না কর অর্পণ ॥
পূর্ব্বমত হ'য়ে প্রজা না কর তোষণ ।
খাদ্যাভাবে দুঃখ পায় যত প্রজাগণ ॥
সৃজিয়া বিবিধ বীজ কমল-আসন ।
তোমাতে রাখিল বিধি প্রজার কারণ ॥
সেই বীজ-শস্য ল'য়ে যত প্রজাগণ ।
করিবে ক্ষুধার শান্তি রাখিবে জীবন ॥
কি কারণে কর গ্রাস সে বীজ অঙ্কুর ।
কেন না জন্মাও শস্য ভুবনে প্রচুর ॥
শস্যহীন প্রজাগণ ক্ষুধায় কাতর ।
প্রজা লাগি প্রাণ তব লইব সত্বর ॥
তব মাংস প্রজাগণে দিব উপহার ।
তাহাতে হইবে শান্ত ক্ষুধা দুর্নিবার ॥
যে জন প্রাণীর প্রাণ করয়ে বিনাশ ।
তাহারে বধিলে পাপ না হয় প্রকাশ ॥
মায়াবলে গাভীরূপ ক'রেছ ধারণ ।
বাহুবলে মায়াবল করিব ছেদন ॥
যদি মম হে ধরণী থাকে যোগবল ।
বিষ্ণুশক্তি যদি মম থাকয়ে কেবল ॥
পালিব আপনি প্রজা নিজ যোগবলে ।
শান্ত নহে মোর মন তোমা না বধিলে ॥
এত শুনি ধরা তবে যুড়ি দুই কর ।
কান্দিতে কান্দিতে করে স্তবন বিস্তর ॥
নয়নে ঝরিছে নীর বক্ষ ভেসে যায় ।
হিমালয় বক্ষ বেয়ে যেন গঙ্গা ধায় ॥
ক্রন্দন হেরিয়া রাজা না হ'য়ে কাতর ।
ক্রোধেতে অস্থির হন কাঁপে ওষ্ঠাধর ॥
হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধরি করিয়া গর্জ্জন ।
করেন বধিতে ধরা হস্ত প্রসারণ ॥
ইহা দেখি ধরা তবে হইয়া কাতর ।
নানা স্তব নৃপতির করি বহুতর ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে করি নৃপে সম্বোধন ।
কহিলেন পুনরায় মধুর বচন ॥
স্থির হও নৃপ কর রোষ সংবরণ ।
কর দেব অধীনীরে অভয় অর্পণ ॥
বিশ্বের আকারে তুমি হ'য়েছ প্রকাশ ।
পালক হইয়া কেন করিবে বিনাশ ॥
জগৎকারণ তুমি বরাহরূপেতে ।
ধারণ করিলে মোরে জগতের হিতে ॥
এক্ষণে বধিতে চাও ধরি ধনুর্ব্বাণ ।
নমস্কার করি প্রভু তুমি ভগবান্ ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-কথা ।
মোক্ষ লাভ ঘটে যাতে না হয় অন্যথা ॥

ইতি পৃথিবী নিগ্রহে পৃথুর উদ্যোগ ।

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিবী দোহন

পুনরপি কহে ঋষি শুনহে বিদুর।
পৃথ্বী বলে আপনার ক্রোধ কর দূর ॥
অভয় পাইলে তোমা কহিব উপায়।
কি উপায়ে রক্ষা হবে প্রজা এ ধরায়॥
ভ্রমরের সম রাজা পণ্ডিত যে জন।
সকল হইতে সার করেন গ্রহণ ॥
ইহ-পর-লোক লাগি যত মুনিগণ।
করেন বিবিধ কার্য্য হিতের কারণ ॥
সেই পথে গিয়া যেই আচরণ করে।
পুরুষার্থ সিদ্ধ তার হইবে সত্বরে ॥
মুনিদত্ত পথে যেই না করি গমন।
কোন কার্য্য অন্য ভাবে করে আচরণ ॥
অসিদ্ধ তাহার কার্য্য কহিনু নিশ্চয়।
এই মম হিত কথা শুন মহাশয় ॥
অবধ্যা রমণী আমি কহি সে কারণ ।
না বধি করহ শস্য উপায়ে গ্রহণ ॥
সৃজিলা কমলযোনি আমার কারণ।
ওষধি ও নানা বীজ প্রজার জীবন ॥
ধার্ম্মিকের জন্য তাহা অধার্ম্মিকে নয়।
কিন্তু অধার্ম্মিক প্রজা জন্মে বিশ্বময় ॥
অধার্ম্মিক রাজা প্রজা নানা অত্যাচার।
নাহি যজ্ঞ উপাসনা পালন আমার ॥
ধর্ম্মপথ তেয়াগিয়া ভোগে নিমগন।
অকাতরে ধর্ম্মশস্য করিছে ভক্ষণ ॥
যজ্ঞ-কার্য্য নাহি কিন্তু শস্য অপচয়।
বাড়িছে অধর্ম্মে মতি কহিনু নিশ্চয় ॥
ভবিষ্যৎ হিত লাগি ল’য়ে বীজগণ।
আপন উদরে তারে করিনু রক্ষণ ॥
অধর্ম্ম প্রবল ব’লে করিনু আহার।
ধর্ম্ম প্রকাশিলে বিশ্বে হইবে প্রচার ॥
বহুদিন সেই কার্য্য হয় সম্পাদন।
উদরে হইল জীর্ণ সে বীজ রতন ॥
তুমি হে ধার্ম্মিক রাজা করহ উপায়।
যাহাতে পাইবে নৃপ বীজ পুনরায় ॥
তোমারে দেখিয়া মম বাৎসল্য উদয়।
সেই হেতু বৎস তুমি হও মহাশয় ॥
বৎস হ’য়ে মোরে ল’য়ে জননী মতন।
দুগ্ধপাত্র ল’য়ে কর আমারে দোহন ॥
মম স্তন হ’তে তবে প্রকাশিবে ক্ষীর।
তাহাতেই শস্য হবে কহিলাম স্থির ॥
কাটিয়া পর্ব্বত বৃক্ষ কর সমতল।
বহাও প্রবল নদী করি কলকল ॥
সর্ব্বত্রই বীজক্ষেপ আনন্দেতে কর।
অবশ্য ফলিবে শস্য প্রজা-হিতকর ॥
এত কহি গাভীরূপী মেদিনী রমণী ॥
হইলেন স্থিরমতি আনন্দে তখনি ॥
এ দিকেতে পৃথুরাজ শুনিয়া বচন।
বিস্ময়ে ভাবেন তবে নিজ মনে মন ॥
চিন্তিয়া উপায় করি সেইক্ষণে স্থির।
দোহনের ইচ্ছা করে ধরণীর ক্ষীর ॥
মনুরে করিয়া বৎস নিজে দোগ্ধা হন।
করপুটে গাভী ধরা করেন দোহন ॥
তাহাতে ওষধি বাজ হইল প্রকাশ।
ঘুচিল প্রজার দুঃখ ধর্ম্মের আভাষ ॥
এমন করিয়া যত দেবতা মানব।
অপ্সরা পর্ব্বত সর্প রক্ষ ও দানব ॥
সকলেই দোগ্ধা বৎস পাত্র ল’য়ে করে।
গাভীরূপ ধরা স্তন দোহে প্রীতিভরে ॥
বৃহস্পাতি করি বৎস দোগ্ধা ঋষিগণ।
করিল ইন্দ্রিয় পাত্রে বেদের দোহন ॥

ইন্দ্রকে করিয়া বৎস দোগ্ধা দেবগণ।
অমৃতাদি আর শক্তি করিল দোহন॥
প্রহ্লাদে করিয়া বৎস দানব নিচয়।
সেই পাত্রে সুধামধু দোহে মহাশয়॥
বিশ্বাবসু করি বৎস গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
সৌন্দর্য্য ও গন্ধ দোহে পদ্ম-পত্রোপর॥
অর্য্যমাকে করি বৎস যত পিতৃগণ।
মৃন্ময় পাত্রেতে দোহে সুকব্য তখন॥
কপিলে করিয়া বৎস যত সিদ্ধগণ।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি করেন দোহন॥
বাণীরে করিয়া বৎস যত বিদ্যাধর।
দুহিল গগন পাত্রে বিদ্যা বহুতর॥
কিন্নর মায়াবী যত বৎস করি ময়।
দুহিল ভীষণ মায়া মুগ্ধ বিশ্বময়॥
রুদ্রকে করিয়া বৎস যক্ষ ও রাক্ষস।
পিশাচাদি ভাল-পাত্রে দোহে রক্ত-রস॥
তক্ষকে করিয়া বৎস যত নাগজাতি।
মুখপাত্রে দোহে বিষ আনন্দেতে মাতি॥
মাংসাশী যতেক পশু সিংহে বৎস করি।
নিজ নিজ দেহ-পাত্রে মাংস লয় ধরি॥
গরুড়ে করিয়া বৎস যত পক্ষিগণ।
ফল জল আহারার্থে করিল দোহন॥
বটকে করিয়া বৎস পাদপনিচয়।
দুহিল মেদিনী হ'তে তেজ রসময়॥
হিমালয়ে করি বৎস যত গিরিগণ।
দুহিল বিবিধ ধাতু করিয়া যতন॥
এইমত যেথা যত জাতি বিশ্বে ছিল।
একে একে স্বার্থ লাগি ধরারে দুহিল॥
এ দিকেতে পৃথুরায় দুহিয়া ধরণী।
আনন্দ অন্তরে যান গৃহে নৃপমণি॥
অকাতরে কাটি বৃক্ষ পর্ব্বত-নিচয়।
করিলেন সমতল পৃথিবী নিশ্চয়॥
পৃথিবীরে কন্যারূপে পালিয়া রাজন।
করিলেন নানা রাজ্য-নগর পত্তন॥
গ্রাম পুর দুর্গ গোঠ জঙ্গল আকর।
মনোহর রাজপথ করেন বিস্তর॥
নানা শস্য জন্মাইল তাঁহার কারণ।
তাহাতে হইল সুখী যত প্রজাগণ॥
ক্রমেতে হইল ধর্ম্ম আচার প্রচার।
সুবৃষ্টি বর্ষিল মেঘ সুখী সর্ব্বাধার॥
অপূর্ব্ব পৃথুর লীলা যে করে শ্রবণ।
নিশ্চয় তাহার হৃদি হয় সুশোভন॥
শুনিলে বিদুর বাছা মেদিনী-দোহন।
অপর পৃথুর লীলা করহ শ্রবণ॥
এত বলি মৈত্র ঋষি হইলেন স্থির।
হরি-লীলামৃত পানে আনন্দিত ধীর॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে পৃথুর কথা নষ্ট পাপভার॥

ইতি পৃথিবী দোহন।

ইন্দ্রবধে উদ্যত পৃথুকে ব্রহ্মার নিবারণ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
মনোরম পৃথু-কথা করহ শ্রবণ॥
গাভীরূপা পৃথিবীরে করিয়া দোহন।
রাখিলেন পৃথুরাজ সবার জীবন॥
পৃথুরে দৃষ্টান্ত করি দেব যক্ষপতি।
সকলে দুহিল পৃথ্বী করিয়া যুকতি॥
হেন কীর্ত্তি লাভ করি ক্ষত্রিয় রাজন।
মনুবংশ সমুজ্জ্বল করেন তখন॥
অতঃপর পৃথুরাজ করিলা মানস।
শত যজ্ঞ করি বিশ্বে লভিবেন যশ॥
সরস্বতী নদীতীরে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে।
যজ্ঞের সঙ্কল্প রাজা করে অবশেষে॥

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র শুনিয়া কাহিনী ।
সহ্য না করিতে পারে হিংসা মনে গণি ॥
যজ্ঞেশ্বর হরি নিজে করে আগমন ।
আসিলেন শিব ব্রহ্মা লোকপালগণ ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আর যত মুনিগণ ।
যজ্ঞস্থলে করে সবে হরির কীর্ত্তন ॥
দানব গুহ্যক দৈত্য সিদ্ধবিদ্যাধর ।
নন্দ ও সুনন্দ আদি আসে অতঃপর ॥
কপিল নারদ আর দত্তাত্রেয় মুনি ।
সনকাদি যোগেশ্বর আসিল আপনি ॥
ধেনুরূপে পৃথ্বী দেবী হ'য়ে হরষিত ।
যত বস্তু করে দান যজ্ঞের বিহিত ॥
নদীরা বহন তথা করে সর্ব্ব রস ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি অমৃত-পরশ ॥
সমুদ্র দানিল রত্ন, পর্ব্বতসকল ।
চতুর্বিধ অন্ন দেয় নানাবিধ ফল ॥
এই ভাবে পৃথু যবে মহাযজ্ঞ করে ।
দেবরাজ ইন্দ্র তাহা সহিতে না পারে ॥
শেষ যজ্ঞ পৃথু যবে সমাধিতে চায় ।
যজ্ঞ অশ্ব হরে ইন্দ্র না দেখি উপায় ॥
পাষণ্ডের বেশে ইন্দ্র আকাশেতে চলে ।
দেখিয়া তাহারে অত্রি পৃথুরাজে বলে ॥
ইন্দ্রের বধের লাগি ধরি ধনুর্ব্বাণ ।
মহাক্রোধে পৃথুপুত্র করিল সন্ধান ॥
জটাজূটধারী ইন্দ্রে যবেতে দেখিল ।
ধর্ম্মরাজ ভাবি তারে নৃপতি থামিল ॥
অত্রিমুনি তবে নৃপে ক্রোধ জন্মাইল ।
রাবণ পশ্চাতে যেন জটায়ু চলিল ॥
পরাজিত ইন্দ্র তবে করে অশ্বদান ।
পৃথুপুত্র অশ্ব ল'য়ে আসে যজ্ঞস্থান ॥
বিজিতাশ্ব নাম তবে পৃথুপুত্র পায় ।
এই নামে পরিচিত হইল ধরায় ॥
সৃজিয়া আঁধার পুনঃ মহেন্দ্র দুর্ম্মতি ।
হরিল যজ্ঞের অশ্ব হৃষ্টচিত্ত অতি ॥
শূন্যপথে পলায়ন পুনরপি করে ।
যজ্ঞস্থলে অত্রিমুনি পায় দেখিবারে ॥
বিজিতাশ্ব ক্রোধে যবে ধরে ধনুর্ব্বাণ ।
ইন্দ্র অশ্ব প্রত্যর্পিল ভয়ে কম্পমান ॥
শুনিলেন পৃথু যবে অশ্বের হরণ ।
ইন্দ্র হত্যা লাগি হস্তে লয় শরাসন ॥
পুরোহিতগণ তবে কহিল বিনয় ।
যজ্ঞস্থলে বধ কভু কর্ত্তব্য না হয় ॥
আমরা মন্ত্রেতে আনি ইন্দ্র দুরাশয়ে ।
নিক্ষেপিব যজ্ঞাগ্নিতে অতি হৃষ্ট হ'য়ে ॥
এত বলি স্রুক হস্তে পুরোহিতগণ ।
হোম লাগি মন্ত্র যবে করে উচ্চারণ ॥
হেনকালে ব্রহ্মা আসি করিল বারণ ।
যজ্ঞনামী ইন্দ্র কভু বধ্য নাহি হন ॥
যজ্ঞকর্ম্মে বিঘ্ন করি ইন্দ্র দুরাশয় ।
নিন্দিত পাষণ্ড অতি নাহিক সংশয় ॥
মোক্ষধর্ম্ম জান রাজা, যজ্ঞ সম্পাদন ।
তোমার লাগিয়া কভু নহে প্রয়োজন ॥
তোমরা উভয়ে হও প্রভু-অবতার ।
অতএব ক্রোধ তুমি কর পরিহার ॥
যজ্ঞবিঘ্ন লাগি কভু না কর চিন্তন ।
অবহিত মোর বাক্য করহ শ্রবণ ॥
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ ধর্ম্মের কারণ ।
নতুবা করিবে ইন্দ্র অশ্বাপহরণ ॥
পাষণ্ডের ধর্ম্ম তবে ছড়াবে ধরায় ।
এই হেতু লোকধর্ম্মে হবে অন্তরায় ॥
বেণের লাগিয়া যবে ধর্ম্ম লোপ পায় ।
সেই ধর্ম্ম রক্ষা হেতু আসিলে ধরায় ॥
জগৎ-কল্যাণ কর তুমি মতিমান্ ।
বিনাশ পাষণ্ডপথ অধর্ম্মনিদান ॥
মৈত্রেয় বলেন শুন বিদুর সুমতি ।
তবে পৃথু মৈত্রী করে ইন্দ্রের সংহতি ॥
পৃথুযজ্ঞে আসি তবে যত দেবগণ ।
বরেতে তুষিল নৃপে হরষে মগন ॥

মান আর শ্রদ্ধা সহ পাইয়া দক্ষিণা।
বিপ্র করে আশীর্ব্বাদ অতি হৃষ্টমনা॥
এইরূপে পৃথুযজ্ঞ সমাধা হইল।
বিদুরে লক্ষিয়া তবে মৈত্রেয় বলিল॥

সুবোধ রচিল সুখে পবিত্র আখ্যান।
ভাগবত কথা যত শোনে পুণ্যবান॥

ইতি ইন্দ্রবধে উদ্যত পৃথুকে ব্রহ্মার নিবারণ।

পৃথুর প্রতি ভগবানের উপদেশ

মৈত্রেয় বলেন তবে যজ্ঞেশ্বর হরি।
আবির্ভূত হইলেন ইন্দ্রে সঙ্গে করি॥
পৃথুরে লক্ষিয়া হরি বলেন বচন।
ইন্দ্র করে অশ্বমেধ যজ্ঞ বিনাশন॥
করিছে প্রার্থনা ক্ষমা, ক্ষম তুমি তারে।
সাধুজন প্রাণীপ্রতি দ্রোহ নাহি করে॥
প্রকৃতিশক্তির দ্বারা মোহিত না হয়।
সেই জন সাধু বলি পায় পরিচয়॥
দেহ হেতু গৃহ পুত্র ধনাদি অর্জ্জন।
মমতা না করে দেহ-অনাসক্ত জন॥
জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ হয় ভগবান্।
সকলেই হয় তার অংশের সমান॥
কল্যাণ-আধার তিনি অনন্যআশ্রয়।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্য্যামী হয়॥
অন্তর্য্যামী জনে যেই জানে ভালমতে।
কাম-ক্রোধে বদ্ধ সেই নয় কোনমতে॥
নিষ্কাম স্বধর্ম্মে স্থিত ভজে যেই মোরে।
প্রসন্ন হইবে চিত্ত তার ধীরে ধীরে॥
সুখে দুঃখে সমভাব সমদৃষ্টি আর।
জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে পাল জগৎ-সংসার॥
রাজধর্ম্মে থাকি কর প্রজার পালন।
প্রজারে বঞ্চিলে হয় পুণ্যের হরণ॥
বিপ্রানুমোদিত রাজধর্ম্মই প্রধান।
অর্থ কাম তৎসঙ্গে রহে বিদ্যমান॥
সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি হইবে অচিরে।
সিদ্ধগণ আসিবেন তোমার দুয়ারে॥
তব কাছে বশ আমি হইনু সুমতি।
প্রার্থনা করহ বর লভিবে সম্প্রতি॥
মৈত্রেয় বিদুরে ডাকি কহে অতঃপর।
হরির আদেশ পৃথু লয় শিরোপর॥
দেবরাজ ইন্দ্র তবে লজ্জাযুক্ত চিতে।
পৃথুপদস্পর্শ করে অতি আচম্বিতে॥
পৃথু দেবরাজে ধরি করে আলিঙ্গন।
ইন্দ্র আর নহে তার বিদ্বেষভাজন॥
পৃথু তবে শ্রীহরির চরণকমল।
ভক্তিভরে ধরে শিরে চোখে আসে জল॥
ভক্তেরে ছাড়িয়া যেতে নারে ভগবান্।
পদযুগ ধরে থাকে নরেন্দ্র মহান্॥
আত্মস্থ হইয়া পরে পৃথুরাজা কয়।
ভোগ্যবস্তু প্রতি লোভ নাহি মহাশয়॥
সংসার-আসক্ত যারা তারা চায় বর।
আমি নাহি চাহি তাহা জগৎ-ঈশ্বর॥
তব কীর্ত্তি-সুধা যাহে শুনিবারে পাই।
অযুত শ্রবণ প্রভু তোমা কাছে চাই॥
একবার যেইজন তব কথা শোনে।
বিরত কি হয় কভু সে কথা শ্রবণে॥
লক্ষ্মী যথা তব কথা চাহেন শুনিতে।
তথা শুনিবারে চাহি ভক্তিযুত চিতে॥
তোমার সেবায় প্রভু মোর অভিলাষ।
ইহা ভিন্ন ধনে জনে নাহি মোর আশ॥
এই ভাবে পৃথু যদি ভজে ভগবানে।
শ্রীহরি বলেন তারে হরষিত মনে॥

আমার আদিষ্ট কর্ম্ম কর সমাপন।
লভিবে কল্যাণ তুমি, অতীব সজ্জন॥
দেব ঋষি পিতৃ সিদ্ধ ছিলা যত জন।
সবাকারে তোষে পৃথু ভাবি নারায়ণ॥
সকলের সহ হরি করিল প্রস্থান।
আপনার পুরী পৃথু করিল পয়াণ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-কথা।
শুনিলে খণ্ডিবে পাপ না হয় অন্যথা॥

ইতি পৃথুর প্রতি ভগবানের উপদেশ।

প্রজাগণের প্রতি পৃথুর উপদেশ

বলেন মৈত্রেয় ঋষি অতি হৃষ্টমতি।
ভক্তিযুত চিত্তে শুনে বিদুর সুমতি॥
পৃথু-পুরী পুষ্পে মাল্যে হয় সুশোভিত।
অভ্যন্তরে পথ আর অঙ্গন সজ্জিত॥
চন্দন অগুরুজলে অভিষিক্ত হয়।
ফল পুষ্প লাজ দীপে অলঙ্কৃত রয়॥
কদলী গুবাকবৃক্ষে হইল শোভিত।
নূতন পল্লবে সব হয় অলঙ্কৃত॥
প্রজা আর অলঙ্কৃতা সুন্দরী সকল।
পৃথু-পাশে যায় সহ দ্রব্য সুমঙ্গল॥
শঙ্খ ও দুন্দুভিনাদ বেদধ্বনি আর।
মুহূর্ত্তে সর্ব্বত্র সব হইল বিস্তার॥
পুরীতে প্রবেশকালে পৃথু মহামতি।
সকলে দেখিয়া হন হৃষ্টচিত্ত অতি॥
দীর্ঘকাল সুশাসনে পালেন ধরিত্রী।
এইভাবে স্থাপিলেন সুমহতী কীর্ত্তি॥
অতঃপর বিষ্ণুলোকে করেন প্রয়াণ।
মর্ত্ত্যের প্রধান রাজা পৃথু সুমহান্॥
বিদুর বলেন প্রভু তৃপ্তি নাহি হয়।
শুনিবারে ইচ্ছা আরো পৃথু-পরিচয়॥
পৃথিবী দোহনে পৃথু পেলো কত ফল।
লোকপালগণ ভোগে বস্তু সে সকল॥
পৃথুর পবিত্র কীর্ত্তি করুন বর্ণন।
শুনিব সকল কথা ভক্তিযুক্ত মন॥
শুনহ বিদুর বলি পবিত্র কথন।
গঙ্গা ও যমুনা-মধ্যে আছে পুণ্যস্থান॥
তথা অবস্থিয়া পৃথু মুমুক্ষু ভাবেতে।
কাটাতে লাগাল দিন হর্ষযুত চিতে॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ছাড়া আর যারা ছিল।
সর্ব্বত্র পৃথুর তেজ ক্রমে বিস্তারিল॥
একদা এক মহাযজ্ঞে পৃথু ব্রতী হন।
ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি আর আসে দেবগণ॥
তারাগণ মধ্যে যথা শশাঙ্কের স্থান।
সভার মাঝারে তথা পৃথুর সম্মান॥
উন্নত শরীর তার স্থূল বাহুদ্বয়।
দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ, চক্ষু কুবলয়॥
সুগঠিত নাসা আর প্রশান্ত মুরতি।
সমুন্নত স্কন্ধ আর সুশ্রী দন্তপাঁতি॥
বিশাল উরস্ আর ত্রিবলী উদরে।
সুগভীর নাভিদেশ অপূর্ব্ব আকারে॥
সূক্ষ্ম বক্র কৃষ্ণ স্নিগ্ধ কেশরাশি তার।
শঙ্খরেখা সুশোভিত গ্রীবার বাহার॥
মহামূল্য উত্তরীয় স্কন্ধে বিলম্বিত।
সুচারু বসন পৃথু-অঙ্গে পরিহিত॥
যজ্ঞেতে দীক্ষিত বলি অলঙ্কারহীন।
কুশ-হস্ত পৃথু-সঙ্গে আছে কৃষ্ণাজিন॥
সকল সন্তাপহারা পৃথু মহারাজ।
আসন ছাড়িয়া চাহে সবার সমাজ॥
সভ্যগণে সম্বোধিয়া বলে নরবর।
সকলে আসিছ হেথা সজ্জনপ্রবর॥
যাহা জানি তাহা আমি বলি তব ঠাঁই।
তোমা সবা কাছে কিছু গোপনীয় নাই॥

শাসি' অপরাধী জনে, দূরি চৌরভয়।
ধর্ম্মেতে রক্ষণ সবে কর্ত্তব্য সে হয়॥
দিষ্টদৃক্ শ্রীহরির সন্তোষ বিধান।
করিবারে পারি যেন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
প্রজারে না করি যুক্ত আপন ধর্ম্মেতে।
যেই জন নেয় কর সকল হইতে॥
প্রজার পাপের ফল ভুঞ্জিবেক সেই।
ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হবে, সুখ ভাগ্যে নেই॥
তাই প্রজা সব কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তাহাতে দেখাবে সবে আমার সম্মান॥
পিতৃ দেব ঋষি আর আছ যতজন।
সকলে করহ মোর কর্ম্মানুমোদন॥
কর্ম্মকর্ত্তা শিক্ষাদাতা ও অনুমোদিতা।
পরলোকে সম ফল দিবেন বিধাতা॥
ভিন্নমতে যজ্ঞপতি ভিন্নজন হয়।
তবুও আছেন এক জানি সুনিশ্চয়॥
প্রহ্লাদ উত্তানপাদ ধ্রুব প্রিয়ব্রত।
মনু ব্রহ্মা শিব বলি সকলেরি মত॥
যজ্ঞপতি অবশ্যই হয় একজন।
ইহাই বিশ্বাস করি শাস্ত্রের বচন॥
ধর্ম্মমূঢ় বেণ আদি অন্য কথা কয়।
তাহা ছাড়া সকলেই অতি নিঃসংশয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর স্বর্গমোক্ষদাতা।
আছে ভগবান্ এক সর্ব্বপরিত্রাতা॥
তাহার ভজনা সবে করুন হরষে।
মনোমল দূরে যায় যাহার তরাসে॥
মালিন্যবিমুক্ত জীব বৈরাগ্যসহায়।
শ্রীহরি-চরণ লভি তবে মোক্ষ পায়॥
পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় সেবাদি কারণে।
সকলে আশ্রয় লও শ্রীহরি-চরণে॥
দ্রব্যগুণ ক্রিয়া মন্ত্র যত যজ্ঞজাত।
আপনি শ্রীভগবান্ হন পরিজ্ঞাত॥
বিধাতার রূপ হয় যজ্ঞ যজ্ঞফল।
তথাপি শরীর-দোষে না হন বিফল॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে লয় হরির আশ্রয়।
সকলেই তারা মোর প্রিয় অতিশয়॥
ক্ষত্রিয় কখন যেন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণে।
পীড়িত না করে প্রভু দণ্ডের বিধানে॥
লোকশিক্ষা হেতু কর ধর্ম্ম আচরণ।
বিনাদ্বেষে ভজ সবে ব্রাহ্মণ-চরণ॥
সর্ব্বদেবমুখ্য যিনি সেই হুতাশন।
ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কদাচন॥
ব্রাহ্মণসেবায় সিদ্ধ হয় যজ্ঞফল।
অতএব কর দূর যত মনোমল॥
শ্রদ্ধা ব্রত অনুষ্ঠান গুরু নমস্কারে।
সনাতন বেদে রক্ষে ব্রাহ্মণপ্রবরে॥
সেই ব্রাহ্মণের পদ আমার আশ্রয়।
হইবে বিনষ্ট পাপ নাহিক সংশয়॥
গো-ব্রাহ্মণ আর সহ যত ভক্তগণ।
আমায় করুন আশীঃ দেব নারায়ণ॥
এইভাবে পৃথুরাজা বলিলে বচন।
স্তব করে যত পিতৃ দেবতা ব্রাহ্মণ॥
পুত্রহেতু পিতা জয় করেন সংসার।
তোমা হেতু পিতা তব পাইল উদ্ধার॥
নরকে পতিত বেণ পাপীচূড়ামণি।
তোমার কারণে রক্ষা পাইবে আপনি॥
হিরণ্যকশিপু পূর্ব্বে হরি নিন্দা করি।
নরকে প্রবেশ করে ঘৃণ্য রূপ ধরি॥
পুত্র প্রহ্লাদের লাগি পায় পরিত্রাণ।
উদ্ধারে পিতারে পুত্র অতীব মহান্॥
চিরজীবী হও প্রভু সবার কামনা।
বিষ্ণুবাক্য কহিলে যে পূরালে বাসনা॥
দৈব নাম খ্যাত কর্ম্মে অজ্ঞান-অধীন।
সংসারে ভ্রমণ মোরা করি নিশিদিন॥
রক্ষিলে সকলে তুমি দেখাইলে পথ।
এই হেতু সকলের পূরে মনোরথ॥
ক্ষত্রিয় জাতিতে পৃথু আত্রেয় ব্রাহ্মণ।
স্বীয় তেজে করে তারা বিশ্বের পালন॥

শুদ্ধসত্ত্ব সেই জনে করি নমস্কার।
দেবসুত ভণে প্রভু তরাও সংসার॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত বাণী।
শুনিলেই মুক্তি পায় পাপময় প্রাণী॥

ইতি প্রজাগণের প্রতি পৃথুর উপদেশ।

পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ

একদা আপনি রাজা ল'য়ে সভ্যগণ।
মন্ত্রী সহ আলো করি রাজ-সিংহাসন॥
চিন্তা করিছেন বসি প্রজাদের হিত।
মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত॥
মনোহর রাজসভা নাহিক তুলনা।
কি কব সৌন্দর্য্য কথা না হয় গণনা॥
স্ফটিকের স্তম্ভ-সারি হীরকে খচিত।
মস্তকেতে চন্দ্রাতপ স্ফটিকে মণ্ডিত॥
অপরূপ শোভা তার বর্ণনে না যায়।
বাসুকি ধরেন যেন পৃথিবী মাথায়॥
চন্দ্র সূর্য্য নাহি তথা সদা জ্যোতির্ম্ময়।
সঞ্চালিত হয় সদা পবন মলয়॥
কাঞ্চনে মিলিয়া মণি রহে সিংহাসনে।
যেন শিখী বিস্তারিয়া নিজ পুচ্ছগণে॥
কার্ত্তিকের সম পৃথু তদুপরি রয়।
ইন্দ্র চন্দ্র সম যেন মন্ত্রিগণ হয়॥
দেবতা-সমাজ সম যেন সভ্যগণ।
ইন্দ্রপুরী সম শোভা না হয় বর্ণন॥
এতেক শোভাতে ভূষি পৃথিবীর পতি।
প্রজাহিত মন্ত্রণাতে অবহিত মতি॥
চামরী চামর করে দণ্ডী দণ্ড ধরে।
ছত্রধারী মুক্তাছত্র ধরে শিরোপরে॥
হেনকালে সভাদেশ উজ্জ্বল হইল।
বাল-সূর্য্য যেন আসি তথা প্রকাশিল॥
সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে জ্যোতিপানে চায়।
হেনকালে চারি সিদ্ধ আসেন সভায়॥
সনৎকুমার আর সত্যসনাতন।
সনক সনন্দ এই ভাই চারি জন॥
ব্রহ্মার কুমার সবে জ্ঞানেতে প্রবীণ।
রূপের তুলনা যেন তপন নবীন॥
রাজার সমক্ষে আসি ভাই চারি জনে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মধুর বচনে॥
চিনিয়া তখনি রাজা ত্যজি সিংহাসন।
তাঁহাদের পাদপদ্ম করেন বন্দন॥
যাঁহারে অগ্রজ ভাবে দেব পঞ্চানন।
সন্তুষ্ট হইয়া তাঁরা লয়েন আসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি চারি সহোদরে।
কৃতাঞ্জলিপুটে পৃথু ক'ন অন্তঃপরে॥
অপরাধ ক্ষম দেব ব্রহ্মার কুমার।
যথাযোগ্য সেবা করি কি সাধ্য আমার॥
তব তুল্য বিপ্র আর বিষ্ণু পঞ্চানন।
যার প্রতি তুষ্ট তার কিবা আকিঞ্চন॥
মহৎ আদি তত্ত্ব যথা না পায় দর্শন।
পরমাত্মা বিরাজিত থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
সেইরূপ তোমরাও কর বিচরণ।
তথাপি না দেখে তোমা যত জনগণ॥
সাধুর গ্রহণযোগ্য ভূমি তৃণ জল।
যে গৃহে থাকয়ে তার জীবন সফল॥
বৈষ্ণবের পদধূলি যেথা নাহি পড়ে।
সর্পাবাস বৃক্ষ তুল্য সেই নাম ধরে॥
জিজ্ঞাসিব কিবা তোমা আত্মারাম সবে।
ভগবৎ-প্রাপ্তি বল কি উপায়ে হবে॥
মোরে দয়া করি যদি দিলা দরশন।
চারি ভ্রাতা লও তবে চারি সিংহাসন॥
উপবেশি শ্রান্তি দূর কর দয়াময়।
দেখিয়া হউক মম সুশান্ত হৃদয়॥

এতেক শুনিয়া তবে রাজার মিনতি।
চারি ভাই বসিলেন হ'য়ে হৃষ্টমতি ॥
রাজারে সম্বোধি তবে কহেন তখন।
উপবিষ্ট হও রাজা ল'য়ে সিংহাসন ॥
মনুবংশ-অলঙ্কার ধন্য পৃথুরায়।
রাখিলে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সমগ্র ধরায় ॥
ত্রিলোকেতে তব কীর্ত্তি করিয়া শ্রবণ।
আসিলাম তব মূর্ত্তি করিতে দর্শন ॥
বিষ্ণু-অবতার তুমি বেণের নন্দন।
নিজ পুণ্যে পাপী তাপী কর উদ্ধারণ ॥
হিরণ্যকশিপু ছিল পাপী অতিশয়।
ততোধিক পাপী হন বেণ মহাশয় ॥
প্রহ্লাদ জন্মিয়া ভজি কৃষ্ণ অবতার।
করিল আপন পিতা হিরণ্যে নিস্তার ॥
তেমতি জন্মিয়া তুমি বেণের কুমার।
করিলে আপনি নিজ পিতারে উদ্ধার ॥
পুত্র হ'তে রক্ষা পিতা পায় সুনিশ্চয়।
তোমা হ'তে মহারাজ অন্য স্থির হয় ॥
এত বলি চারি ভাই হইলেন স্থির।
কহিলেন তবে রাজা বচন গম্ভীর ॥
সুপ্রভাত আজি মোর সফল জীবন।
বহুপুণ্যফলে আমি পাই দরশন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের যেই অনুচর।
ইহ-পরলোকে শুভ তাহার গোচর ॥
তোমা সবাকারে দেখি তেমনি আকার।
হইল সর্ব্বত্র সবে একত্র নিস্তার ॥
হরিব্রত কর সবে সর্ব্বথা কুশল।
কি কুশল জিজ্ঞাসিব কিবা ফলাফল ॥
আত্মানন্দে সদা মত্ত হয় সেই জন।
কুশলাদি তার প্রতি কিবা প্রয়োজন ॥
বহুপুণ্যফলে লাভ তব দরশন।
এক্ষণে করিছ মোরে কৃপা বিতরণ ॥
সিদ্ধরূপী নারায়ণ হও চারিজন।
জীবের মঙ্গল লাগি করহ ভ্রমণ ॥
কহ দেব সবিশেষ করিয়া নিশ্চয়।
মায়াময় এ সংসারে শুভ কিসে হয় ॥
কেমনে পাইবে জীবে অনন্ত নিস্তার।
কহ দেব সেই বাণী জীবনের সার ॥
এত কহি রাজা তব হইলেন স্থির।
কহেন সনক তবে বচন গম্ভীর ॥
শুন রাজা কহি তোমা নিস্তার-কারণ।
একমাত্র হরি হন সর্ব্বনিরঞ্জন ॥
সংসারের ছলনায় দুর্ম্মতি বাসনা।
সেই দোষ নাশ হয় করিলে সাধনা ॥
আত্মা ভিন্ন এ জগতে নাহি কিছু সার।
নির্গুণ ব্রহ্মের জ্যোতি তাহার আকার ॥
ভক্তিরূপী সাধনাতে করি দৃঢ়পণ।
একান্তে করিলে সেই আত্মা আরাধন ॥
উপজিবে সেই জ্ঞান দুর্লভ যে হয়।
জীবের নিস্তার তাহে হইবে নিশ্চয় ॥
অতএব হরিভক্তি করহ সাধন।
যাহাতে পাইবে জ্ঞান অমূল্য রতন ॥
নিস্তার পাইবে জীবে কহিনু নিশ্চয়।
কুশলে থাকিবে রাজা ইহা সত্য হয় ॥
আপনি পরম জ্ঞানী সাধু অতিশয়।
অতএব প্রশ্ন তব সমুচিত হয় ॥
সাধুর মিলনে হয় কথোপকথন।
জগৎ-কল্যাণ হয় তাহার কারণ ॥
পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে নিশ্চয়।
অনাসক্তি থাকিবেক যেই সাধু হয় ॥
ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান তত্ত্বের জিজ্ঞাসা।
যোগী পরিচর্য্যা আর পুণ্যের পিপাসা ॥
সংসারে আসক্ত যারা তাদের ছাড়িয়া।
পরমাত্মা ধ্যানে মগ্ন হৃষ্টযুক্ত হিয়া ॥
অহিংসা শমাদিবৃত্তি তত্ত্বের স্মরণ।
ব্রতাদি নিয়ম আর ইন্দ্রিয় দমন ॥
অন্য ধর্ম্মে নিন্দা নাহি, লোভ নাহি মনে।
সংসারবৈরাগ্য জন্মে সেই সব জনে ॥

পুরুষ লভিবে গুরু, গুরুর কৃপায়।
জ্ঞান ও বৈরাগ্য লভি মুক্তি সেই পায়॥
স্বপ্নেতে কতই দেখে, স্বপ্ন-অবসানে।
কিছুই না দেখিবারে পায় সেই জনে॥
বাসনা নিবৃত্তি হ'লে সেই মত হয়।
ভেদজ্ঞান অপমান কিছুই না রয়॥
জলেতে দর্পণে যথা হয় ভেদজ্ঞান।
নাহি ভেদ যদি কিছু নহে বিদ্যমান॥
অজ্ঞানতা না থাকিলে ভেদজ্ঞান নাই।
জীবাত্মা ও পরমাত্মা হয় এক ঠাঁই॥
বিষয়ে আকৃষ্ট মন বুদ্ধি নাহি মানে।
বুদ্ধিভ্রংশে স্মৃতিনাশ সকলেই জানে॥
তাহাতে স্বরূপ জ্ঞান হইবে বিনাশ।
আত্মনাশ সেই হেতু হইবে প্রকাশ॥
আত্মার লাগিয়া দেহ স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়।
আত্মার বিনাশে সব পাইবে বিলয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহে নাহি পায়।
সে বিষয়ে সঙ্গ করা উচিত না হয়॥
চতুর্ব্বর্গ মধ্যে মোক্ষ সবার প্রধান।
অন্য কিছু স্থায়ী নহে শুন মতিমান্॥
কালাধীন নহে মোক্ষ অবিনাশী তাই।
ধর্ম্মাদি কাল-অধীন জানিবে সদাই॥
ভক্তিমার্গে মুক্ত হয় সংসার-বন্ধন।
অতএব ভজ রাজা শ্রীহরি-চরণ॥
জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা সেই জন চায়।
সংসারবিমুক্ত হ'তে না হেরি উপায়॥
অতিশয় ক্লেশ তার ভুগিতে যে হয়।
অতএব ভক্তিযোগে করহ আশ্রয়॥
মৈত্রেয় বলেন শুন বিদুর সুজন।
এত বলি থামিলেন ব্রহ্মাপুত্রগণ॥
অতঃপর পৃথু রাজা সবিনয়ে অতি।
ধীরে ধীরে বলিলেন তাদের সংহতি॥
পরম দয়ালু সবে দিলে উপদেশ।
কি গুরুদক্ষিণা দিব করহ আদেশ॥
ভৃত্য যথা সর্ব্ববস্তু অর্পয়ে রাজায়।
সেই মত সর্ব্ববস্তু দিনু তব পায়॥
প্রাণ পুত্র দারা গৃহ রাজ্য সৈন্য আর।
আজি হৈতে সব কিছু হইল তোমার॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে হয় সব অধিকার।
ক্ষত্রিয়াদি অন্ন পায় কৃপায় তাঁহার॥
ব্রহ্মজ্ঞানী সরে তোমা অতি দয়াশীল।
তোমা কাছে কিছু নহে ব্রহ্মাণ্ড নিখিল॥
এই ভাবে পৃথু যবে ভজে মুনিগণে।
আকাশমার্গেতে তারা চলে হৃষ্টমনে॥
মুনি উপদেশমত পৃথু মহাশয়।
আত্মস্থ হইয়া নিজে পূর্ণকাম হয়॥
দেশ কাল শক্তি ধন আদি অনুসারে।
কর্ত্তব্য করিয়া সঁপে ব্রহ্মের গোচরে॥
কর্ম্মফল সমর্পিয়া পরম আত্মায়।
সমাহিত চিত্ত পৃথু বিসর্জ্জে সত্তায়॥
বিজিতাশ্ব ধূম্রকেশ হর্য্যক্ষ দ্রবিণ।
বৃক নামে পাঁচ পুত্র সৃজিল প্রবীণ॥
পৃথিবী হইতে রস করিয়া গ্রহণ।
সূর্য্য যথা বারি করে ধরায় বর্ষণ॥
সেই মত প্রজা হ'তে ল'য়ে যত কর।
প্রজার হিতের লাগি দেয় নৃপবর॥
গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রতুল্য, যম বিচারেতে।
বৈচিত্র্যেতে হিমালয় যোগ্য সর্ব্বমতে॥
বায়ুবৎ সর্ব্বত্রগ, অতি বলবান্।
নানাগুণে পৃথু মনু ব্রহ্মার সমান॥
তাহার তুলনা নাহি হয় ত্রিজগতে।
যশোরাশি ব্যাপ্ত তার হয় অবনীতে॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
সনৎকুমার বাণী মুক্তির আধার॥

ইতি পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ।

অষ্টম অধ্যায়

পৃথুর বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি

মৈত্রেয় বলেন শুন মনীষী বিদুর।
যিনি অন্ন গ্রাম পুর সৃজেন প্রচুর॥
সেই প্রজাপতি পৃথু করেন পালন।
যে কারণে জন্ম তাহা করে সম্পাদন॥
বৃদ্ধকালে রাজ্যত্যাগ ইচ্ছিয়া মনেতে।
কন্যারূপা পৃথিবীকে দেন পুত্রহাতে॥
পত্নীসহ তপোবনে করেন গমন।
তাহার বিরহে প্রজা করয়ে রোদন॥
তপোবনে গিয়া রাজা তপে বড় মন।
ফলমূল শুষ্কপত্র করয়ে ভোজন॥
চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড ঊর্দ্ধলোকে রবি।
শীতেতে আকণ্ঠ জলে সহ্য করে যবি॥
কঠোর তপস্যাফলে সংসারবন্ধন।
হইল বিমুক্ত রাজা, ভজে নারায়ণ॥
পরব্রহ্মে ঐকান্তিকী ভক্তি উপজিল।
'আমার আমিত্ব' বোধ সব দূর হ'ল॥
যোগৈশ্বর্য্যে লোভ নাই অনাসক্ত অতি।
শ্রীকৃষ্ণে সঁপিয়া আত্মা লভে পরাগতি॥
মূলাধার চক্র হ'তে প্রাণবায়ু ধীরে।
স্বাধিষ্ঠানচক্রে তোলে পৃথু নৃপবরে॥
পরে মণিপুরচক্রে করিল স্থাপন।
অনাহত চক্রে পরে করিল গমন॥
ভ্রমিয়া বিশুদ্ধচক্রে আজ্ঞাচক্রে যায়।
তথা হ'তে প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে ধায়॥
দেহগত বায়ু শেষে মহাবায়ু হয়।
দেহের কঠিন অংশ পঞ্চভূতে লয়॥
বৈরাগ্যপ্রভাবে নাশে কর্ম্মরাশি জ্ঞান।
লিঙ্গদেহ ত্যজি ব্রহ্মরূপে অবস্থান॥
অর্চিনাম্নী পৃথু পত্নী অতীব মহতী।
বনেতে গমন করে অনুসরি পতি॥
পতি সহ করে অর্চ্চি ধর্ম্ম আচরণ।
করে ব্রত অনুষ্ঠান ভূমিতে শয়ন॥
বিলাপ করিয়া কান্দে পতির মরণে।
চিতাশয্যা রচিলেন শাস্ত্রের বিধানে॥
যথাবিধি শেষকৃত্য করি অনুষ্ঠান।
চিতায় পশিল করি পতিপদ ধ্যান॥
আকাশেতে দেববাদ্য পুষ্পবৃষ্টি হয়।
প্রশংসে রমণীবৃন্দ তারে অতিশয়॥
পৃথুর পিছনে অর্চ্চি ঊর্দ্ধলোকে যায়।
পরমাত্মা আরাধিয়া বিষ্ণুলোক পায়॥
মৈত্রেয় বলেন শুন বিদুর সুজন।
অর্চ্চিরে প্রশংসে যত দেবনারীগণ॥
পরম বৈষ্ণব পৃথু চরিত্র তাহার।
অনুরোধে কহিলাম তোমা সবাকার॥
পৃথুর চরিত্র যেই করে অধ্যয়ন।
শ্রেষ্ঠতা লভিবে সেই শুন মুনিগণ॥
নিঃসন্তানে পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
মূর্খের পাণ্ডিত্য জন্মে পাপ বিনাশন॥
বিষয় আসক্তি ত্যজি পৃথুগুণগান।
যে জন করিবে তার গোলোকেতে স্থান॥
এত কহি বিদুরেরে মৈত্রেয় সুধীর।
হইলেন হরিপ্রেমে ক্ষণেক সুস্থির॥

সুবোধ রচিল এই ভক্তিময় গীত।
শুনিলে জীবের মুক্তি পৃথুর রচিত॥

ইতি পৃথুর বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি।

নবম অধ্যায়

প্রচেতা ও রুদ্র সংবাদ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
রুদ্র-প্রচেতার কথা করিব কীর্ত্তন॥
প্রচেতাগণের কাছে যেমতি শঙ্কর।
কহিলেন ভাগবত পুণ্যের আকর॥
আভাষ তাহার তোমা কহিব সুজন।
অবহিত চিত্তে বৎস করহ শ্রবণ॥
বিজিতাশ্ব আদি পঞ্চ পৃথুর কুমার।
বিজিতাশ্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে প্রচার॥
পিতার মরণে তিনি পান সিংহাসন।
অন্তরে ছিলেন তিনি হরি-পরায়ণ॥
সসাগরা পৃথিবীরে করিতে শাসন।
নাহি ইচ্ছা হয় তাঁর ত্যজিয়া সাধন॥
সেই হেতু পৃথিবীরে চারিভাগ করি।
চারিদিক্ চারি ভায়ে দিলেন বিতরি॥
পূর্ব্বেতে হর্য্যক্ষ আর পশ্চিমেতে বৃক।
ধূম্রকেশে বিজিতাশ্ব দিল ডান দিক্॥
অপর যে ভ্রাতা হয় দ্রবিণ নামেতে।
তাহে অধিপতি কৈল উত্তরদিকেতে॥
ইন্দ্রেরে করিয়া তুষ্ট নিজ ভুজবলে।
অন্তর্দ্ধান বিদ্যা পান জ্ঞানের কৌশলে॥
সেই হেতু নাম তাঁর হয় অন্তর্দ্ধান।
সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি অতি কৃপাবান্॥
রূপেতে কন্দর্প সম নবীন যৌবন।
তেজেতে প্রভাত-সূর্য্য সত্যে সনাতন॥
শিখণ্ডিনী নামে ভার্য্যা অতি রূপবতী।
স্বামিরতা মনোহরা পতিব্রতা সতী॥
সে হেন যুবতী পত্নী করি সহবাস।
লভিলেন তিন পুত্র জগতে প্রকাশ॥
পাবক ও শুচি নাম আর পবমান।
আত্মতুল্য তিন পুত্র অতি গুণবান্॥
নভস্বতী নামে তাঁর আর পত্নী ছিল।
অনুপমা রূপসী সে যৌবনে শোভিল॥
যৌবনে লইয়া পতি লভিল সন্তান।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম হবির্দ্ধান॥
হরি-পরায়ণ সেই জন্মিল কুমার।
অতি রূপবান্ সেই গুণের আধার॥
শশিকলা সম বাড়ে রাজার সন্তান।
দেখিয়া হয়েন হৃষ্ট নৃপ অন্তর্দ্ধান॥
জ্ঞানেতে বৈরাগ্য বৃদ্ধি হইল তাঁহার।
রাজকার্য্য তাঁর পক্ষে হ'ল অবিচার॥
দণ্ড কর শুল্ক ল'য়ে প্রজার শাসন।
দয়ার বিরুদ্ধ কার্য্য ভাবেন তখন॥
সেই হেতু বৈরাগ্যের হইল উদয়।
যজ্ঞ করি করিলেন পূর্ব্ব বিত্ত ক্ষয়॥
সঞ্চিত বিত্তের ক্ষয় করি নৃপমণি।
তপস্যার লাগি বনে গেলেন আপনি॥
হরিতে রাখিয়া চিত্ত মহাযোগভরে।
ত্যজিলেন দেহভার হরিপদ তরে॥
ধার্ম্মিক কুমার তাঁর হবির্দ্ধান নামে।
সিংহাসন লভিলেন খ্যাত ধরাধামে॥
মহাজ্ঞানী সেই জন হরি-পরায়ণ।
রূপেতে অতুল হন নবীন যৌবন॥
হবির্দ্ধানী নামে ভার্য্যা আছিল তাঁহার।
রোহিণী সমান রূপে নারী অলঙ্কার॥
ছয় পুত্র একে একে জন্মিল তাঁহার।
বর্হিষদ্ নামে তাঁর প্রধান কুমার॥

শুক্ল কৃষ্ণ জিতব্রত সত্য আর গয়।
ইহারা মিলিয়া সবে পুত্র হ'ল ছয় ॥
পূর্ণশশী সম পুত্রে পাইয়া যৌবন।
হইল একান্ত মনে হরি-পরায়ণ ॥
যেমতে করিল সেই প্রজার শাসন।
তেমতি করিল পুত্র হরির সাধন ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে যোগ্য হেরি তবে হবির্দ্ধান।
তপস্যার লাগি বনে করিল প্রয়াণ ॥
অতীব যাজ্ঞিক পুত্র যোগ-ক্রিয়াময়।
কুশেতে ছাইল তাঁর নগরী নিশ্চয় ॥
সেহেতু প্রাচীনবর্হি নাম তাঁর হয়।
পিতৃসম গুণবান্ হইল তনয় ॥
সমুদ্রের কন্যা ছিল শতদ্রুতি নাম।
রূপে গুণে নিরুপমা খ্যাত ধরাধাম ॥
সেই কন্যা ল'য়ে ব্রহ্মা কমল-আসন।
প্রাচীনবর্হির হস্তে করিল অর্পণ ॥
বিবাহ কালেতে অগ্নি নেহারি তাঁহায়।
কামেতে উন্মত্ত হন না বুঝি মায়ায় ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি যক্ষ দেব নর।
কামশরে জরজর হয়েন কাতর ॥
সেই শতদ্রুতি ল'য়ে বর্হিষ রাজন।
সম্ভোগ করেন সুখে আপন যৌবন ॥
দশ পুত্র একে একে জন্মিল তাঁহার।
জ্ঞানবান্ পুণ্যবান্ হ'ল সর্ব্বাধার ॥
শৈশবে হইল তারা হরি-পরায়ণ।
প্রচেতা বলিয়া খ্যাতি ভরিল ভুবন ॥
মহাজ্ঞানবান্ পিতা ডাকি পুত্রগণে।
কহিলেন কিবা ইচ্ছা তোমাদের মনে ॥
সকলে কহিল ইচ্ছা করিতে সাধন।
তপোবলে সেবিব সে হরির চরণ ॥
পুত্রের বচন শুনি বর্হিষ রাজন।
হৃদয়েতে আনন্দিত হয়েন তখন ॥
আনন্দিত হ'য়ে সবে কহেন বচন।
অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু সবে করিলা কামন ॥
যাও সবে একে একে সমুদ্রে মাঝার।
দ্বিপঞ্চ সহস্র বর্ষ কর যোগাচার ॥
পুনশ্চ আসিয়া রাজ্য করিও গ্রহণ।
চিরকাল রেখো মনে সেই নারায়ণ ॥
আশীর্ব্বাদ করি রাজা দিলেন বিদায়।
দশ ভায়ে চলিলেন সাগর যথায় ॥
হরিনাম মুখে গাহি চলে দশ জন।
গিরিশের সহ পথে হয় সন্দর্শন ॥
সন্তুষ্ট হইয়া হর কহেন বচন।
মহাভাগবত বাণী পুণ্যের কীর্ত্তন ॥
সেইমত দশ ভাই করিয়া পূজন।
অন্তেতে পায়েন দেখা দেব-নারায়ণ ॥
এই কথা শুনি কহে বিদুর সুজন।
কোথায় গিরিশে পান সে প্রচেতাগণ ॥
কি কথা গিরিশে কহে কহ মহাশয়।
শুনিতে উৎসুক তাহা আমার হৃদয় ॥
যোগিজন যেই হরে না পান দর্শন।
কেমনেতে দেখে তাঁরে সে প্রচেতাগণ ॥
বিদুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় তখন।
কহিতে লাগিলা ক্রমে মধুর বচন ॥
বর্হিষ রাজন দিলে পুত্রের বিদায়।
সকল কুমার তবে তপস্যাতে যায় ॥
মাতামহ জলাধিপ রাজ্য তাঁর জল।
অসীম প্রভাব তাঁর সর্ব্বত্র অমল ॥
সেই স্থানে তপস্যায় করিয়া মনন।
সাগর উদ্দেশে সবে করেন গমন ॥
বহুদূর পদভরে গিয়া চারি ভাই।
সম্মুখেতে সরোবর দেখেন সবাই ॥
অতীব বিস্তীর্ণ বাপী স্বচ্ছ তার জল।
মধুর পবনে স্রোত করে কল কল ॥
তাহাতে ফুটেছে কত কহ্লার কমল।
মধু-লোভে মধুকর করে কোলাহল ॥
কত মীন ভাসে জলে সারসী সারস।
রাজহংস চক্রবাক ক্রীড়ায় অবশ ॥

নিকুঞ্জ মণ্ডিত তীর ফলফুলময় ।
কত বৃক্ষ কত লতা কত গুল্মচয় ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে পিক করে গান ।
অপরূপ শোভা হেরি মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥
মনোহর সরোবর করিয়া দর্শন ।
হয়েন প্রচেতাগণ পুলকিতমন ॥
বর্হিষের পুত্র সবে সমৃদ্ধির সার ।
নাহি দেখিয়াছে চক্ষে হেন চমৎকার ॥
সেই শোভা হেরি সবে তথা স্থির হয় ।
দশ ভায়ে ভাবে সদা হরিপদদ্বয় ॥
হেনকালে সেই স্থানে হইল বাদন ।
মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি পণব-নিস্বন ॥
সুকণ্ঠ সুস্বর গীত বামা-কণ্ঠস্বর ।
শ্রবণে হইল মুগ্ধ তাপিত অন্তর ॥
হেন গীত-বাদ্য শুনি রাজার নন্দন ।
আশ্চর্য্য হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি সুতপ্ত কাঞ্চন ।
সরোবরতল হ'তে উঠিল তখন ॥
নীলকণ্ঠ শান্তিময় আর ত্রিনয়ন ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িল সে দেব-দেবীগণ ॥
কিবা সে উজ্জ্বল তনু প্রখর তপন ।
শিরোদেশে তাহে চন্দ্র অপূর্ব্ব শোভন ॥
সুমেরুর শৃঙ্গ যেন হ'য়ে স্বর্ণময় ।
উজ্জ্বল হইতেছিল বাড়ব-আলয় ॥
গিরিশে নেহারি তবে বর্হিষ-নন্দন ।
দশ ভায়ে প্রণমিল বন্দিয়া চরণ ॥
রাজার কুমার একে হরি-পরায়ণ ।
সত্যময় মধুমূর্ত্তি নবীন যৌবন ॥
নেহারি সকলে তবে কহে মহেশ্বর ।
পূর্ণ হোক মনস্কাম এই দিনু বর ॥
চিনিয়াছি তোমা সবে বর্হিষ-কুমার ।
রাজ্যসুখ ত্যজি সবে কর যোগাচার ॥
উত্তম কামনা হেরি বুঝিয়া অন্তরে ।
দিলাম সকলে দেখা এই সরোবরে ॥
দেবের দুর্লভ আমি মনুষ্য কি ছার ।
কিন্তু বাসুদেব-ভক্ত প্রিয় সে আমার ॥
বহুপুণ্য-ফলে লোকে ব্রহ্মপদ পায় ।
ততোধিক পুণ্যবলে নেহারে আমায় ॥
ভগবান্ সম প্রিয় হয় ভক্তজন ।
তোমরাও সেই ভক্ত রাজার নন্দন ॥
সেই হেতু সরোবরে দিয়া দরশন ।
যোগ-শিক্ষা দিতে মোর হইল মনন ॥
যে মন্ত্রে তপস্যা করি পায় শ্রীনিবাস ।
কহিব সবারে আজি সে মন্ত্র-আভাষ ॥
হইবে তাহাতে জ্ঞান মুক্তির সাধন ।
তাহাতে পাইবে দেখা নিত্য-নিরঞ্জন ॥
এত বলি রুদ্রদেব করি যোগাসন ।
হৃদয়ে ভাবেন সেই নিত্য নারায়ণ ॥
ভক্তিভাবে হরিপদ করিয়া স্মরণ ।
কত ভাবে স্তবস্তুতি করিল পঠন ॥
তোমার কল্যাণে হয় জগৎ-কল্যাণ ।
আমার মঙ্গল তুমি করহ বিধান ॥
সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মক তুমি জীবাশ্রয় ।
তোমারে প্রণাম করি ওগো দয়াময় ॥
পদ্মনাভ দেব সর্ব্বকরণ-কারণ ।
নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ প্রভু নারায়ণ ॥
তুমি দেব সঙ্কর্ষণ, প্রলয়-বিধাতা ।
প্রদ্যুম্নরূপেতে তুমি বুদ্ধি-অধিষ্ঠাতা ॥
অনিরুদ্ধরূপী দেব মনের কারণ ।
বিষ্ণুরূপে সনকাদি অজ্ঞাননাশন ॥
নানা অবতাররূপে আবির্ভাব তব ।
রূপের তুলনা নাহি নিত্য নব নব ॥
স্বর্গ-মোক্ষ দ্বার তুমি অনলস্বরূপ ।
চাতুর্হোত্রকর্ম্মে তব কত কত রূপ ॥
পিতৃ-গণ অন্ন তুমি বেদ অধিপতি ।
জলরূপী দেব তুমি বিরাটমূরতি ॥
বায়ু তুমি শক্তি তুমি তুমি ভগবান্ ।
জ্ঞানময় তুমি প্রভু যজ্ঞ তপ দান ॥

সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা তুমি দেব ধর্ম্ম ।
তোমা হ'তে হয় যত জ্ঞান আর কর্ম্ম ॥
তুমি রুদ্র তুমি ব্রহ্মা নিত্যসনাতন ।
অভিলাষী মোরা তুমি দাও হে দর্শন ॥
যে রূপেতে ভক্তহৃদে তোমার আসন ।
নবজলধর শ্যাম তোমার বরণ ॥
পদ্মকোশপলাশাক্ষ নাসা ভুরু আর ।
সুন্দর কপোল দন্ত, কত অলঙ্কার ॥
সহাস্য কটাক্ষ তব অলকশোভিত ।
সুপীত বসন, কর্ণ কুণ্ডল ভূষিত ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর মণিমালা ।
সেরূপে ভুবন তুমি করিয়াছ আলা ॥
কণ্ঠদেশে শোভা পায় কৌস্তুভ রতন ।
বক্ষঃদেশে লক্ষ্মীদেবী লয়েন আসন ॥
নিতম্বে বসন পীত তাহে চন্দ্রহার ।
জানু জঙ্ঘা পদ হয় রূপের আধার ॥
নখকান্তি দূর করে হৃদয়-আঁধার ।
দেখাও মোদের প্রভু সে রূপ তোমার ॥
অজ্ঞান সংসারী জীবে তুমি হও গুরু ।
ভক্তমনোবাঞ্ছা পূর দেব কল্পতরু ॥
আত্মশুদ্ধকামী জন রূপ করে ধ্যান ।
ও মূর্ত্তি ভজনে হয় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥
স্বর্গরাজ্য যেই জন করে অধিকার ।
তোমারে পাইতে বাঞ্ছা আছয়ে তাহার ॥
ভক্তিহীন জন কভু তোমা নাহি পায় ।
সাধুগণ চায় ঠাঁই তব রাঙা পায় ॥
আপন প্রভাবে কাল বিশ্ব ধ্বংস করে ।
তব ভক্তে কভু কাল ধরিবারে নারে ॥
এই ভাবে রুদ্রদেব করে স্তবস্তুতি ।
শুনিয়া প্রচেতাগণ অতি হৃষ্টমতি ॥
রুদ্রগীত অনুসরি শ্রীহরি-চরণ ।
বন্দিল প্রচেতাগণ হরষিত মন ॥
পুনরপি করে স্তুতি রুদ্র প্রচেতারা ।
যে স্তব পঠনে দূর হয় মোহকারা ॥
শ্যামরূপী সেই হরি শূন্য ব্রহ্মময় ।
সদাই সাকার রূপ ব্যাপ্ত বিশ্বচয় ॥
আত্মারূপে সর্ব্বব্যাপ্ত সেই নারায়ণ ।
তাহার গুণেতে কার্য্য মায়াতে সৃজন ॥
মায়াতে মহৎ জন্মে তাহে অহংকার ।
তাহাতে জন্মায় সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাকার ॥
ত্রিভুবনে যত আছে জীব-সমুদয় ।
সকলি সে নারায়ণ হ'তে জন্ম লয় ॥
সকলি ক্রমেতে লয় চারিটি শরীর ।
জরায়ুজ ও স্বেদজ আদি প্রকৃতির ॥
চারি আকারের মধ্যে আত্মরূপ হ'য়ে ।
পুরুষরূপেতে হরি থাকেন হৃদয়ে ॥
মধুকর সম জীব তাঁহারি চেতন ।
ইন্দ্রিয় করেতে করে বিষয় গ্রহণ ॥
সুখ দুঃখ ইত্যাদিতে বেষ্টিত সংসার ।
উপভোগ করে জীব মোহ সবাকার ॥
এই মোহ হয় ক্রমে বিশ্বের সংহার ।
তাহাতেই পুনঃ সৃষ্টি কহিলাম সার ॥
এমতে করিয়া কার্য্য সেই নারায়ণ ।
আপনি বিরাটরূপে উজলে ভুবন ॥
পূর্ণ ব্রহ্মরূপে র'ন শ্রীমধুসূদন ।
ভক্তের হৃদয়ে জাগে সে বংশীবদন ॥
আত্মারূপে সেই হরি মহাতত্ত্বময় ।
সর্ব্বজীবাত্মার মাঝে আনন্দেতে রয় ॥
সেই ভগবানে ভাব সিদ্ধ করি জ্ঞান ।
হইবে তপস্যা পূর্ণ কহিনু সন্ধান ॥
রাজার কুমার সবে হরিভক্ত জন ।
মহা-ভাগবত জ্ঞান করানু শ্রবন ॥
এইরূপে সেই হরি করিয়া ধারনা ।
পূরাও কুমার সবে শ্রীহরি-সাধনা ॥
পুরাকালে সৃষ্টিকর্ত্তা কমল-আসন ।
সপ্তর্ষি সহিতে এই কহেন বচন ॥
তাঁহার আজ্ঞায় তত্ত্ব কহিনু সবায় ।
করিবে এ হেন যোগ বুঝিয়া আমায় ॥

এই যোগ নিত্য যেই করে অবিরল।
অচিরে অবশ্য তার হইবে মঙ্গল ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন মহেশ্বর।
দশ ভাই চমকিত হইয়া সত্বর ॥
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে সবে করেন প্রণাম।
চলিয়া গেলেন হর সে কৈলাস-ধাম ॥
এতেক বিস্তারি কহি মৈত্রেয় সুজন।
কহেন বিদুরে পুনঃ মধুর বচন ॥
মহাভাগবত-স্তোত্র হয় রুদ্র-বাণী।
শুনিলেই মুক্তি পায় পাপময় প্রাণী ॥
তপস্যার শ্রেষ্ঠ ধন হয় এ বচন।
শুনিলে জীবের হৃদে হয় জ্ঞানধন ॥
এত বলি মৈত্র ঋষি হইলেন স্থির।
হরিপ্রেমে পুলকিত বিদুর সুধীর ॥
সুবোধ রচিল গীত রুদ্র ভাগবত।
শুনিলে পাপীর মুক্তি ঋষিদের মত ॥

ইতি প্রচেতা ও রুদ্র সংবাদ

দশম অধ্যায়

পুরঞ্জন রাজার পরিচয় বর্ণন

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
পুরঞ্জন উপাখ্যান নারদ-বচন ॥
রুদ্রের বচন শুনি প্রচেতার দল।
তপস্যার লাগি চলে জলধির তল ॥
নন্দনে বিদায় দিয়া বর্হিষ রাজন।
মোহানলে দগ্ধ হ'য়ে করে বিলাপন ॥
একদা অন্তরে বুঝি ঋষি বীণাধর।
রাজার সমীপে যান হইয়া তৎপর ॥
বীণাসহ হরিধ্বনি করি ঋষিবর।
রাজার সভায় গিয়া হয়েন গোচর ॥
একে ত প্রদীপ্ত তেজ ব্রহ্মার কুমার।
তাহাতে বীণার শব্দে মুগ্ধ ত্রিসংসার ॥
হেনরূপে নারদেরে নেহারি রাজন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অগ্রে করেন বন্দন ॥
আসন দিলেন রাজা বসিবার তরে।
আপনি করেন সেবা পরম আদরে ॥
সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মার তনয়।
রাজারে কহেন মিষ্ট বচন-নিচয় ॥
মনুবংশে জন্ম তব ক্ষত্রিয় রাজন।
তব যশে পূর্ণ হয় সমগ্র ভুবন ॥
সংসারের ছলে কেন ভুলিয়া মায়ায়।
মোহময় কর্ম্মে কেন মতি তব ধায় ॥
কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান-লাভ করহ রাজন।
শুনহ উপায় তার কহিব বচন ॥
দুঃখ যাহে হয় দূর সুখ আগমন।
সে সাধনে সুমঙ্গল কহে জ্ঞানিজন ॥
কর্ম্মেতে থাকিলে মতি তাহা নাহি হয়।
বিনা জ্ঞানে মঙ্গলের নাহিক উদয় ॥
যজ্ঞেতে বধিলে পশু মোক্ষের কারণ।
বৃথাই হইল ক্রিয়া মিথ্যা হে বচন ॥
যোগবল ধরি রাজা করহ দর্শন।
যজ্ঞ-হত পশু যত রহিছে কেমন ॥
সকলে অপেক্ষা করে তোমার মরণ।
মরিলে উহারা আসি করিবে দংশন ॥
যোগবলে পশু দেখি তবে নরবর।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন হইয়া কাতর ॥

কি উপায় হবে ঋষি কহ গো সংবাদ।
পুণ্যার্থ করিনু কর্ম্ম ঘটিল প্রমাদ॥
না জানি কর্ম্মের মর্ম্ম করি আচরণ।
অমৃত-লোভেতে করি বিষ আহরণ॥
কহ দেব সে উপায় যাহে শান্তি পাই।
বৃথা কর্ম্মে আর আমি ধর্ম্ম নাহি চাই॥
এত বলি রাজা তবে হইলেন স্থির।
কহিতে থাকেন তবে নারদ সুধীর॥
শুন রাজা কহি তোমা এক উপাখ্যান।
তাহাতে পাইবে শান্তি লভি আত্মজ্ঞান॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছিল রাজা নামে পুরঞ্জন।
আছিল সুবিজ্ঞ তাঁর সখা একজন॥
অতীব প্রাচীন সখা নাহি তাঁর লয়।
কিবা নাম কিবা কর্ম্ম গোচর না হয়॥
নিজ ভোগস্থান লাগি রাজা পুরঞ্জন।
সমগ্র পৃথিবী মাঝে করিলা ভ্রমণ॥
দেখিলেন কত পুর গ্রাম উপবন।
কোনটিতে থাকিবারে না হইল মন॥
সম্ভোগের আশা যত আছিল তাঁহায়।
সেই সব গ্রাম পুর ভোগ না জুড়ায়॥
এত ভাবি রাজা তবে করিয়া ভ্রমণ।
হিমালয় নামে গিরি করেন দর্শন॥
অতীব উন্নত গিরি দেবের আবাস।
নানা ধাতু পশু বৃক্ষ তাহাতে প্রকাশ॥
তাহার দক্ষিণে ছিল পুরী মনোহর।
সর্ব্ব-সুলক্ষণা সেই জ্ঞানের গোচর॥
অপূর্ব্ব সে পুরী হয় দ্বার তার নয়।
অসংখ্য প্রাচীরে ঘেরা উপবনময়॥
সরিৎ পল্লব আর গবাক্ষ তোরণ।
রৌপ্য-স্বর্ণময় গৃহ তাহে সুশোভন॥
স্ফটিক মাণিক্য মুক্তা নীলকান্ত আর।
গঠিত সকল গৃহ অতি চমৎকার॥
ভোগবতী যথা শোভে পাতাল আগার।
তেমতি এ পুরী শোভে ব্রহ্মাণ্ড মাঝার॥
পুরীর বাহিরে রহে এক উপবন।
দিব্য তরু লতা গুল্ম তাহে সুশোভন॥
পদ্মময় জলাশয়ে শোভে জলচর।
হংস চক্রবাক বক সারস সুন্দর॥
সরোবর-তীরে শোভে নানা বৃক্ষচয়।
কুসুমে ছড়ায় গন্ধ ফল মধুময়॥
সতত নবীন পত্রে পাখী করে গান।
বসন্ত সতত রহে জুড়ায় পরাণ॥
সিংহ ব্যাঘ্র হয় হস্তী হরিণের দল।
হিংসা ত্যজি আনন্দেতে করে কোলাহল॥
কোন ভয় নাহি দেখি তাদের নয়নে।
সুখেতে বেড়ায় যার ইচ্ছা উপবনে॥
সতত মধুপ-কুল করয়ে ঝঙ্কার।
কোকিলের কুহুরবে লাগে চমৎকার॥
হেন মনোহর বনে রাজা পুরঞ্জন।
বিমুগ্ধ হইয়া সুখে করেন ভ্রমণ॥
হেনকালে নারী এক আসিল তথায়।
চন্দ্রমা জিনিয়া কান্তি যৌবন-শোভায়॥
দশজন রক্ষী তাঁর দশদিকে রয়।
প্রত্যেকের শত শত নায়িকা নিচয়॥
সকলে রূপসী অতি নবীন যৌবন।
সকলেই নারী-সেবা করে বিলক্ষণ॥
পঞ্চমুণ্ড এক সর্প কালকূটময়।
কামিনীর চারিদিকে সর্ব্বক্ষণ রয়॥
ইচ্ছাময় সেই নারী বয়সে যৌবন।
ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ করেন ধারণ॥
যৌবন-পীড়নে কন্যা হ'য়ে জর্জ্জরিত।
উপযুক্ত পতি লাগি হয় লালায়িত॥
পতি-অন্বেষণ লাগি আসি উপবন।
অনুচর সঙ্গে বামা করেন ভ্রমণ॥
কিবা সে সুন্দর রূপ বর্ণনে না যায়।
কটাক্ষে বিজলী হানে দন্ত মুকুতায়॥
কুচশোভা হেরি লাজে দাড়িম্ব বিদরে।
নিতম্বে মেদিনী কাঁপে ভয়ে থরথরে॥

গমনে মরাল দুঃখী ডুবে সরোবরে।
নয়নে হরিণী কাঁদে বনের ভিতরে॥
রূপে কাম হয় ভস্ম শঙ্করের শাপে।
সুবর্ণ অনলে যায় উজলিতে তাপে॥
হেন সে যুবতী নারী পতি লাগি ধায়।
রতি যেন যায় কাম দেবের আশায়॥
একে ত অতুল রূপ নবীন যৌবন।
তাহাতে নিতম্বভরে মন্থর গমন॥
কুচ-ভরে অবনত হয় মধ্যদেশ।
কটাক্ষে পুরুষ মুগ্ধ হয় সবিশেষ॥
হেন রূপ হেরি তবে রাজা পুরঞ্জন।
কামশরে জর্জ্জরিত হয়েন তখন॥
বামা-সহবাস ইচ্ছা হইল রাজার।
আনন্দে হয়েন রাজা নিজে আগুসার॥
আগুসারি হ'য়ে রাজা কামিনী-গোচর।
মৃদু মৃদু কহে বাণী হ'য়ে কামপর॥
কে তুমি কহ লো বামা দেহ পরিচয়।
কার নারী হে সুন্দরী বাস কোথা হয়॥
কোথা হ'তে আগমন কমললোচনে।
কিবা অভিপ্রায়ে বল এই উপবনে॥
দশজন রক্ষী তব কিবা পরিচয়।
আর এক বলবান্ তার মধ্যে রয়॥
অগণ্য রঙ্গিণী নাচে বেষ্টিয়া তোমায়।
কে উহারা সে কথা কহ ত আমায়॥
পঞ্চমুণ্ড সর্প বেড়ি কিবা উহা হয়।
আশ্চর্য্য শকতি দেখি জ্ঞান নাহি রয়॥
স্বাহা স্বধা কিবা লক্ষ্মী সাবিত্রী ভবানী।
কোন্ জন তুমি বামা জ্ঞানে নাহি জানি॥
চিনিতে না পারি কিন্তু করি অনুমান।
দেবযোনি-সহ তব ভূপৃষ্ঠে প্রয়াণ॥
দেবী যদি নাহি হও মম বাণী ধর।
কেন মিছা এ যৌবন বৃথা নষ্ট কর॥
লক্ষ্মী যথা বিষ্ণুসহ বৈকুণ্ঠে বসতি।
আমা সহ তুমি হেথা থাকগো যুবতি॥
মহাবীর হই আমি নাম পুরঞ্জন।
দেখিতে এসেছি গ্রাম পুর উপবন॥
অদ্যাপি না করি আমি রমণী রমণ।
কর বামা মনসুখে আমারে বরণ॥
তোমার কটাক্ষে মম আকুল পরাণ।
কর মোর হৃদে আসি তাহা দীপ্তিমান্॥
আবরিত কেন বামা মেঘে শশধর।
বদন লুকায়ে রাখ বসন ভিতর॥
সুন্দর নয়ন তব সুন্দর বদন।
তুলিয়া করহ মোরে বারেক দর্শন॥
এত বলি স্থির হন রাজা পুরঞ্জন।
অতঃপর কি ঘটিল করহ শ্রবণ॥
রাজার নেহারি রূপ সুন্দরী কাতর।
লজ্জা ত্যজি মৃদু মৃদু কহেন সুস্বর॥
পুরুষের শ্রেষ্ঠ বট তুমি হে সুজন।
কিবা দিব পরিচয় নাহি নিদর্শন॥
কে সৃজিল তোমা আমা দেখিতে না পাই।
কোন্ গোত্র কিবা নাম কভু জানি নাই॥
এই যে হেরিছ পুরী রহে নব দ্বার।
না জানি করিল কেবা সৃজন ইহার॥
অধীন আমার উহা চিরকাল হয়।
কুমারী হইয়া রাজ্য করি মহাশয়॥
নরনারী যত দেখ বেষ্টিত আমায়।
সকলেই সখা সখী কহিলাম রায়॥
এই সর্প রক্ষে পুরী যত্ন সহকারে।
নিদ্রিত হইলে উহা সদা জাগে দ্বারে॥
বহুপুণ্যবলে তুমি আসিলে হেথায়।
ইন্দ্রিয়-সুখেতে স্বাদ প্রাণ তব চায়॥
তব রূপে মুগ্ধ আমি হইলাম রায়।
কর অভিলাষ পূর্ণ লইয়া আমায়॥
তুমি হও মম রাজা আমি রাণী হই।
পুরীর মাঝারে মোরা চিরসুখে রই॥
মম সখা সখী তব হয়ে অনুচর।
সকলে লইয়া রব শতেক বছর॥

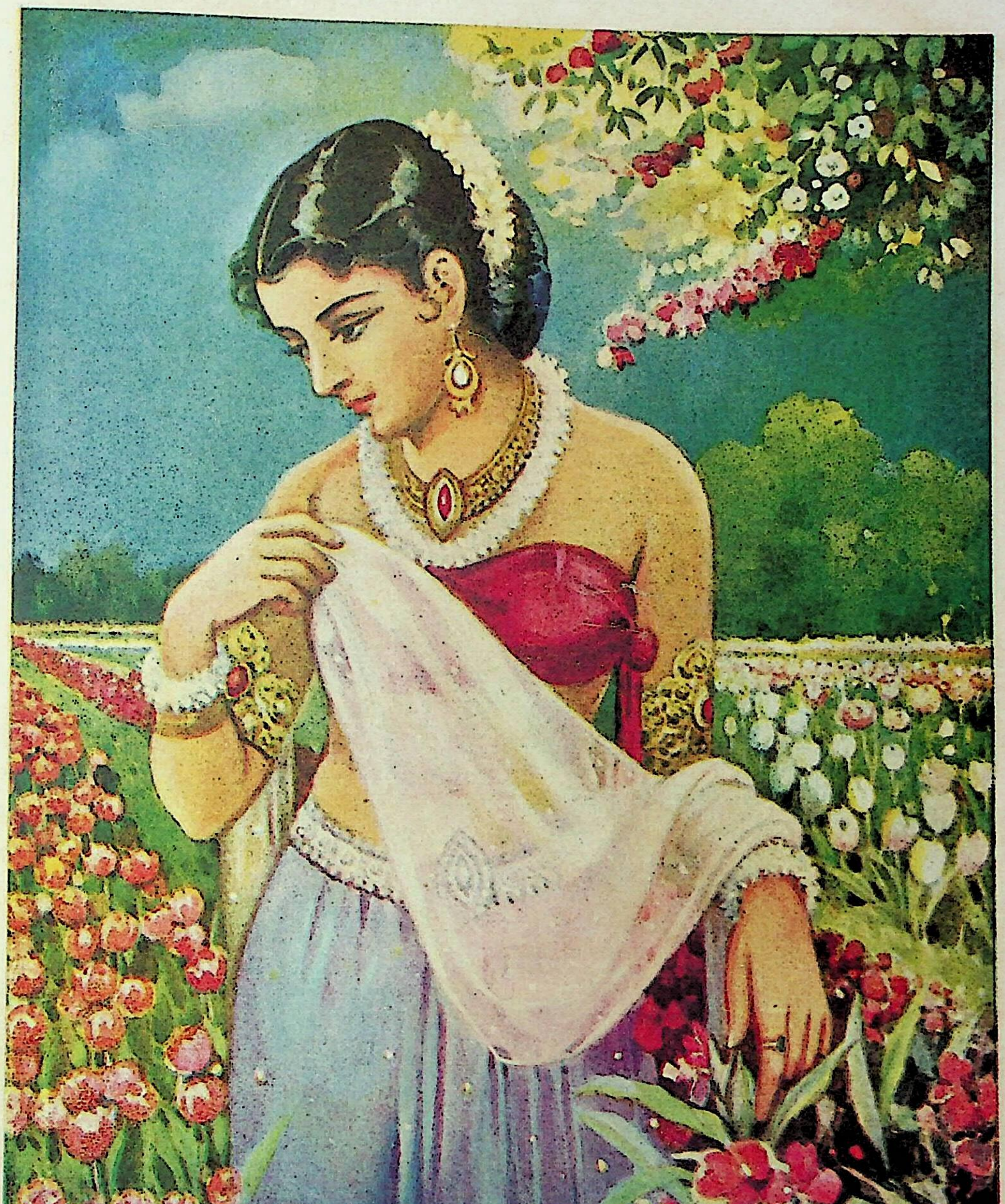

হেন সে যুবতী নারী পতি লাগি ধায়।
রতি যেন যায় কাম দেবের আশায়॥

পৃষ্ঠা—৩৮৪

যাহা সাধ হবে তব সম্ভোগ কারণ।
দিব আমি দাসী সম তোমা সেইক্ষণ॥
বিখ্যাত তুমি হে বীর নবীন যৌবন।
সম্ভোগের লাগি তোমা হইয়াছে মন॥
নবদ্বার পুরে তুমি কর অবস্থান।
আমা-দত্ত বস্তু ভুঞ্জ শত বর্ষমাণ॥
রতিরসে অনভিজ্ঞ যেই জন হয়।
অন্যে সে বরিয়া কেন মরি মহাশয়॥
গৃহস্থ আশ্রমে আছে ধর্ম্ম অর্থ কাম।
নির্ম্মল আনন্দ হেথা, যতিগণ বাম॥
পিতৃ দেব ঋষি নর সবে হিতকর।
গৃহধর্ম্ম তুল্য নাহি সংসার ভিতর॥
স্বেচ্ছাগত তুমি বীর তোমারে বঞ্চিয়া।
কি সুখ পাইব বল দুঃখযুক্ত হিয়া॥
কোন্ বা রমণী হেন ব্রহ্মাণ্ড মাঝার।
নাহি চায় আলিঙ্গন সতত তোমার॥
এত বলি উভে যোগ হইল তখন।
নারী-সহ পুরাধীশ হ'ন পুরঞ্জন॥
অপরে কি ঘটে শুন বর্হিষ রাজন।
মনোহর উপাখ্যান নামে পুরঞ্জন॥
মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
নারদ হয়েন স্থির করিতে বর্ণন॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
পুরঞ্জন উপাখ্যান ভোগের বিচার॥

ইতি পুরঞ্জন রাজার পরিচয় বর্ণন সমাপ্ত।

পুরঞ্জনের সম্ভোগ

মৈত্রেয় কহেন ওহে বিদুর সুজন।
অপরূপ কথা পুনঃ করহ শ্রবণ॥
বর্হিষে সম্বোধি তবে ব্রহ্মার নন্দন।
পুরঞ্জন-সম্ভোগের কহেন কথন॥
যে পুরের অধীশ্বর হন পুরঞ্জন।
নবদ্বার তার হয় করিনু বর্ণন॥
সাতটি উপরে থাকে নীচে দুই দ্বার।
তদ্দ্বারা পুরের রাজা করেন বিহার॥
উপরে যে সাত দ্বার আছিল পুরীর।
পাঁচ তার পূর্ব্বমুখী দক্ষিণ একটির॥
উত্তরেতে এক রয় পশ্চিমেতে দ্বয়।
এইরূপে পুরঞ্জন নবদ্বারে রয়॥
খদ্যোতা ও আবির্ম্মুখী নামে দুই দ্বার।
দ্যুমৎ সখার সহ যায় অই ধার॥
বিভ্রাজিত দেশে রাজা করিল গমন।
এই দুই দ্বার কথা হ'ল সমাপন॥
নলিনী নালিনী নামে আর দ্বারদ্বয়।
তাহাতে সৌরভে যায়, সঙ্গে সখা রয়॥
মুখ্যা নামে আর দ্বার সবার প্রধান।
রসজ্ঞ বিপণ সহ সেই পথে যান॥
আপন ও বহূদন নামে দুই দেশ।
সখাসহ পুরঞ্জন করিল প্রবেশ॥
এই পঞ্চ পূর্ব্বদ্বারে পুরঞ্জন রায়।
নানাবিধ বিষয়ের সম্ভোগে কাটায়॥
পিতৃহূ নামেতে ছিল দক্ষিণের দ্বার।
দক্ষিণ পঞ্চালে হয় গমন রাজার॥
দেবহূ নামেতে ছিল উত্তরের দ্বার।
উত্তর পঞ্চালে তাহে গমন রাজার॥
পশ্চিমেতে এক দ্বার আসুরী সে নাম।
তদ্দ্বারা দেখেন রাজা গ্রাম্যরতি-ধাম॥
নৈর্ঋতি নামেতে তথা আর এক দ্বার।
এই দ্বারে মলমূত্র করে পরিহার॥
এইরূপে সম্ভোগেতে রত পুরঞ্জন।
হস্ত পদ পুরবাসী করয়ে সেবন॥
হস্ত পদ দুয়ে অন্ধ দেখিতে না পায়।
আজ্ঞামাত্র সর্ব্বকার্য্য করিতে জুয়ায়॥

বিষুচীন নামে সখা সঙ্গেতে লইয়া।
অন্তঃপুরে যায় রাজা হরষিত হিয়া॥
অন্তঃপুরে রহে যবে রাজা পুরঞ্জন।
মোহে ও প্রমাদে সদা রহে নিমগন॥
মহিষীর রাজ্যে রাজা হ'য়ে পুরঞ্জন।
কামাত্মা হইয়া কর্ম্মে আসক্ত তখন॥
মহিষী যা করে রাজা তাহাতেই মতি।
আসক্ত হইয়া রহে কামিনীর প্রতি॥
পত্নীর ভোজনে রাজা করেন ভোজন।
পত্নীর রমণে রাজা করেন রমণ॥
পত্নীর রোদনে রাজা করেন রোদন।
হাস্যে হাস্য গল্পে গল্প শয়নে শয়ন॥
ঘ্রাণে ঘ্রাণ স্পর্শে স্পর্শ শ্রবণে শ্রবণ।
আনন্দেতে আনন্দিত তুষ্টিতে তোষণ॥
এইরূপে সুলোচনা মোহি পুরঞ্জনে।
ক্রীড়া-মৃগ সম করে বিহার কারণে॥
রাজার বাসনা নাই তবু মোহবশে।
রাণীর মায়ায় মুগ্ধ সদা রঙ্গ-রসে॥
মোহমুগ্ধ পুরঞ্জন রমণী-কারণ।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে পশ্চাৎ ধাবন॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
পুরঞ্জন ভোগ কথা যাহাতে প্রচার॥

ইতি পুরঞ্জনের সম্ভোগ।

রূপকচ্ছলে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা বর্ণন

নারদ বলেন শুন সুমতি রাজন্।
মৃগয়ার কথা এবে করিব বর্ণন॥
একদা করিল রাজা মৃগয়াতে মন।
আজ্ঞামাত্রে করালেন রথ সুশোভন॥
পঞ্চ অশ্ব দুই দণ্ড দুই চক্র তার।
এক অক্ষ তিন ধ্বজ তাহে ব্যবহার॥
এক গাছি রজ্জু আর পাঁচটি বন্ধন।
সারথি তাহার পরে রহে একজন॥
তাহে দুই দেখা যায় যুগবন্ধ স্থান।
রথীর আসন তাহে একটি প্রমাণ॥
সাতখানি চর্ম্ম হয় রথ আবরণ।
পাঁচটি গতিতে হয় রথের গমন॥
সুবর্ণ-কবচে ঢাকা অঙ্গ পুরঞ্জন।
অক্ষয় তূণীর পৃষ্ঠে করেন বন্ধন॥
সঙ্গে চলে সেনাপতি নাম তার মন।
এমতে করিয়া রাজা রথ আরোহণ॥
ত্যাগের অযোগ্যা জায়া করিয়া বর্জ্জন।
পঞ্চপ্রস্থ বনে রাজা করেন গমন॥
মহাবীর একে রাজা হাতে ল'য়ে শর।
শ্বাপদ সংহার লাগি হয়েন তৎপর॥
রাজার দাপটে বনে হয় কোলাহল।
প্রাণভয়ে পশুকুল হইল চঞ্চল॥
এ নীতি অনীতি হয় বর্হিষ রাজন্।
পশুহত্যা নৃপকর্ম্ম হ'লে প্রয়োজন॥
শাস্ত্রের নির্দ্দেশে ব্যাপ্ত সেই প্রয়োজন।
শাস্ত্রে যজ্ঞ কার্য্যে ভিন্ন নহে নিদর্শন॥
হেনমতে যেই করে পশুর হনন।
কর্ম্মে জ্ঞান উপজিবে তাহার রাজন॥
হেন ভাবি যেইজন হানে জীবচয়।
অবশ্য নিরয়গামী কর্ম্মে তার হয়॥
এইরূপে মৃগয়ায় রাজা পুরঞ্জন।
নানাবিধ বন্যপশু করিয়া হনন॥
ক্রমেতে হইয়া শ্রান্ত ক্ষুধা পিপাসায়।
নিজাগারে আসিলেন আপন ইচ্ছায়॥
শ্রান্তি পরিহরি করি আহার ও স্নান।
নানাবেশে সাজি পরে হয়েন শয়ান॥

অগুরু চন্দন মাল্যে হইয়া শোভিত।
পত্নীরে স্মরেন রাজা পুলকে মোহিত॥
শয়ন করিয়া রাজা করে আশা মনে।
ইচ্ছিলেন করিবারে তুষ্ট কামধনে॥
রমণীর সহবাস হ'ল অভিলাষ।
রাণীরে না হেরি তবে হয়েন উদাস॥
মহিষীরে না দেখিয়া উচাটন মন।
সখীগণে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে তখন॥
কহ কহ বামাগণ কামিনী কোথায়।
কুশল তাঁহার বল এক্ষণে আমায়॥
গৃহিণী রমণী ভিন্ন শোভাহীন ঘর।
চক্রহীন রথে রথী যথা দুঃখপর॥
বল বল কোথা গেল প্রেয়সী আমার।
কোথায় রহিল প্রিয়া জীবনের সার॥
এত শুনি সখীগণ কহিল তখন।
কি কব তোমায় নৃপ বড় অঘটন॥
কি দুঃখে মাতিয়া রাণী পড়ি ভূমিতলে।
ধূলায় লুটায় আর ভাসে অশ্রুজলে॥
সহচরী-বাণী শুনি দেখে পুরঞ্জন।
অতি দুঃখে রহে রাণী ভূমিতে শয়ন॥
জীবনের সার যারে ভাবে পুরঞ্জন।
কেমনে সহিবে তার ভূমেতে শয়ন॥
ত্বরা করি যান নৃপ প্রণয়িনী-পাশ।
যথায় শয়ান নারী হইয়া উদাস॥
কামভরে নিপীড়িত অন্ধ অনুরাগে।
সীমন্তিনী-পদে নৃপ ধরিলেন আগে॥
অবশেষে সাদরেতে করি আলিঙ্গন।
আপন কোলেতে তাঁরে করেন ধারণ॥
কোলে করি ধরি প্রিয়া-মুখ-শশধর।
কহিতে থাকেন নৃপ প্রবোধ বিস্তর॥
কিবা অপরাধ মম কহ গো সুন্দরী।
আমি দাস এ পুরীতে তুমি অধীশ্বরী॥
দাস হ'য়ে ক'রে থাকি যদি মন্দ কর্ম্ম।
দাসের বিধান দণ্ড প্রভুদের ধর্ম্ম॥
দণ্ড দিয়া কর প্রিয়ে নিজাদেশ দান।
কেমনে সেবিব তোমা হ'য়ে এক প্রাণ॥
সুদর্শনে সুভ্রু তুমি মম অধীশ্বরী।
অভিমান ত্যাগ কর ক্ষমহে গোহারি॥
অনুরাগে হাস্যময় তোমার বদন।
অলকে শোভিত অতি নয়নরঞ্জন॥
আমাকে দেখাও সেই মুখচন্দ্রখানি।
অপূর্ব্ব সুন্দর অতি, কি করে বাখানি॥
বীরপত্নী তুমি হও কি বিরাগ মনে।
কহ কহ প্রাণেশ্বরী মোরে এইক্ষণে॥
অপরাধ তব পাশে করে কোন্ জন।
প্রকাশিয়া বল তারে করিব শাসন॥
হরিভক্ত আর দ্বিজ বধ্য কভু নয়।
এই দুই ছাড়া রাণী শাসিব নিশ্চয়॥
কোন্ দুঃখে বিষাদিনী হইয়াছ ধনী।
ভূমিতে শয়ান কেন কহ সুবদনী॥
তিলকবিহীন কেন বদন তোমার।
হর্ষহীন কেন তুমি হইলে এবার॥
অভিমানে সুরঞ্জিত ও মুখমণ্ডল।
প্রদোষের ভানু যেন অস্তেতে চঞ্চল॥
শোক-অশ্রু নয়নেতে ঝরিছে কেবল।
প্লাবিত হইছে তাতে ও কুচ যুগল॥
ক'রে থাকি অপরাধ ক্ষম সীমন্তিনী।
স্বামীর সেবায় রুষ্ট কোন্ বা কামিনী॥
তোমারে না বলি মোর মৃগয়া গমন।
অপরাধী হই আমি, ক্ষমহে এখন॥

ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর।
সুবোধ রচিল গীত হরিষ অন্তর॥

ইতি রূপকচ্ছলে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা বর্ণন।

জীবের সংসার-বন্ধন ও দুঃখভোগ বর্ণন

এত বলি স্থির হন নৃপ পুরঞ্জন।
ছলনায় মহারাণী ভুলায় রাজন ॥
রাজারে ভুলায়ে রাণী করি হতজ্ঞান।
করিলেন বেশভূষা বিবিধ বিধান ॥
সুবেশে রাজার সহ করিলা শয়ান।
মধুর আলাপে মুগ্ধ হয় নৃপ-প্রাণ ॥
রাজার চৈতন্য নাশ ক্রমেতে হইল।
রতিতে উন্মত্ত হ'য়ে জ্ঞান হারাইল ॥
ক্ষণে ক্ষণে পরমায়ু হয় তথা ক্ষয়।
তথাপি রাজার জ্ঞান জাগ্রত না হয় ॥
মহাবীর পুরঞ্জন মুগ্ধ হ'য়ে পরে।
কামিনী-সঙ্গেতে রন প্রফুল্ল অন্তরে ॥
কামিনীর হস্তে রাখি নিজ শিরোদেশ।
কামিনীর সঙ্গে ক্রীড়া করিলা অশেষ ॥
তাহারেই পুরুষার্থ করিয়া মনন।
ভুলিলেন পরব্রহ্ম আর বন্ধুজন ॥
এইরূপে বহুদিন করিয়া বিহার।
একাদশ শত পুত্র জন্মিল তাহার ॥
ইহাতে অর্দ্ধেক আয়ু করিলেন ক্ষয়।
ইন্দ্রিয় বিকার হয় বুদ্ধিতে নিশ্চয় ॥
অনন্তর জন্মে কন্যা একশত দশ।
রূপে গুণে বিভূষিতা নবীন বয়স ॥
পৌরঞ্জনী নামে খ্যাতা হয় ত্রিভুবনে।
বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সৃজে নরগণে ॥
যথাকালে পুত্রগণে করাল সংসার।
যোগ্যপাত্রে কন্যাগণে বিভা দিল আর ॥
পুত্র কন্যা হ'তে বহু জন্মিল তনয়।
এমতে তাহার বংশ ক্রমে বৃদ্ধি হয় ॥
পুত্র কন্যা মায়ামোহে আবদ্ধ রাজন।
জ্ঞানহীন কর্ম্মযজ্ঞে সদা তাঁর মন ॥
নানাবিধ পশুহত্যা করিয়া তথায়।
কুটুম্ব ভরণে রত হইলেন রায় ॥
রতিতে উন্মত্ত রাজা ত্যজিয়া শাসন।
অনাচার রাজ্যমধ্যে ঘটিল তখন ॥
চণ্ডবেগ নামে রাজা গন্ধর্ব্বের পতি।
তিনশত ষষ্টি সেনা যার ভীমগতি ॥
প্রত্যেকের শুক্ল কৃষ্ণ রমণীর দলে।
লুটে লয় জীবপুরী মিলিয়া সকলে ॥
তাহারা যুঝিয়া গৃহ লুটিবার তরে।
পুরঞ্জন-গৃহ-দ্বারে আসিল সত্বরে ॥
প্রাণ নামে মহাসর্প ল'য়ে শরাসন।
শতেক বরষ ধরি করে মহারণ ॥
গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্বী মিলি সাত শত বিশ।
একাকী কে যুঝিবারে পারে অহর্নিশ ॥
ক্রমে সর্প তেজ-হত মহারণ-বশে।
রাজা হন সুচিন্তিত শত্রুর পরশে ॥
শত শত ভৃত্য আদি সেবিত রাজায়।
নানা ভোগ্য দ্রব্য আনি যোগাত তাঁহায় ॥
সকলি হইলে ক্ষয় না ভাবি রাজন।
বিষয়-কর্ম্মের ফাঁসে হয়েন বন্ধন ॥
গন্ধর্ব্বের বিবরণ অতি মনোহর।
কেন তার চৌর্য্যবৃত্তি শুন নরবর ॥
বর্হিষে সম্ভাষি তবে ব্রহ্মার কুমার।
কি কন বিদুর শুন উপমা তাহার ॥
মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
কিবা ঘটে অতঃপর নারদ বর্ণন ॥
নারদ সম্বোধি কন বর্হিষের প্রতি।
গন্ধর্ব্বের কথা এবে শুনহ নৃপতি ॥
কাল নামে মহাবীর ব্যাপ্ত এ সংসার।
জরা নামে কন্যা তার অত্যন্ত দুর্ব্বার ॥
দুর্ব্বৃত্ত হেরিয়া কেহ না করে বরণ।
ত্রিভুবনে করে সেই পতি অন্বেষণ ॥
দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কন্যা অবশেষে।
দুর্ভগা বলিয়া খ্যাত হয় নানা দেশে ॥

যযাতির পুত্র পুরু করিল সেবন।
সেই হেতু হয় তাঁর লাভ রাজ্যধন॥
এইরূপ স্বামী লাগি কালের কুমারী।
ত্রিভুবন মাঝে ধায় পতি অভিসারী॥
একদিন যবে আমি ব্রহ্মলোক হ'তে।
আসিতেছিলাম নামি এ বিশ্ব জগতে॥
সেইকালে কাল-কন্যা আসিয়া তথায়।
বিশেষ বিনয়ে তবে কহিল আমায়॥
শুনিয়াছি তুমি ঋষি হও জ্ঞানময়।
তোমারে বরিতে মোর বড় ইচ্ছা হয়॥
শুনিয়া তাহার বাণী না করি স্বীকার।
তাহাতে হইল তার ক্রোধের সঞ্চার॥
ক্রোধেতে উন্মত্ত হ'য়ে শাপিল আমায়।
অস্থির হইব আমি সংসার-মায়ায়॥
সেই হেতু ত্রিভুবনে কভু নহি স্থির।
পতি লাগি সে কামিনী হইল বাহির॥
যাইবার কালে আমি কহিনু তাহায়।
ভয় নামে আছে এক যবনের রায়॥
যাও গিয়া কহ তারে করিতে বরণ।
করিবে উপায় তব সেই মহাজন॥
শুনিয়া আমার বাণী কাল-কন্যা ধায়।
যবন-ঈশ্বর ভয় আছিল যথায়॥
নিকটে যাইয়া তারে কহিল বচন।
হও মম স্বামী নৃপ এই আকিঞ্চন॥
দত্ত বস্তু নাহি যেই করয়ে গ্রহণ।
সেজন সুজন নয় শাস্ত্রের বচন॥
করিতেছি দান আমি তোমা মন-প্রাণ।
করহ গ্রহণ রাজা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দুর্ভগার বাণী শুনি যবন-রাজন।
হাসিয়া কহিল তারে মধুর বচন॥
ত্রিলোকে সবার কাছে করিয়া গমন।
করেছিলে তুমি ইচ্ছা করিতে বরণ॥
মন্দমতি হেরি তোমা কেহ নাহি লয়।
কেমনে লইব তোমা কহ ত নিশ্চয়॥
এক বর আছে আমি করিয়াছি স্থির।
লহ তাহা বরাননে ফলিবে অচির॥
ভুবনে কর্ম্মের বশে মত্ত যত জন।
অলক্ষ্যে করিয়া গ্রাস তাদের জীবন॥
প্রজ্বার নামেতে আছে আমার সোদর।
তাহারে করহ বিভা হইয়া সত্বর॥
তার সহ মিলি তুমি হও ক্রিয়াপর।
সেনাপতি ল'য়ে ভ্রম ভুবন ভিতর॥
যথায় পাইবে কর্ম্মী পুর-গৃহ-দ্বার।
লুণ্ঠন করিবে তাহা নিয়ম আমার॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
শুনালে শুনিলে হয় আনন্দ অপার॥

ইতি জীবের সংসার-বন্ধন ও দুঃখভোগ বর্ণন।

পুরঞ্জনের নরক দর্শন

নারদ বলেন শুন বর্হিষ রাজন্।
পরবর্ত্তী কথা বলি অজ্ঞাননাশন॥
কাল হন ওহে নৃপ গন্ধর্ব্বের পতি।
গন্ধর্ব্ব তাঁহার সেনা অতি ভীমগতি॥
গন্ধর্ব্বের সেনাপতি প্রজ্বার ভীষণ।
তাহার সহিত হ'ল দুর্ভগা-মিলন॥
অবনী ভ্রমণ করে মিলিয়া উভয়ে।
যত পায় জীবগৃহ লুণ্ঠন করয়ে॥
রতিতে উন্মত্ত এবে সেই পুরঞ্জন।
কিছু নাহি আছে তাঁহে পুরের শাসন॥
হেরিয়া দুর্ভগা ল'য়ে নিজ অনুচর।
পুরঞ্জন-পুরে আসি বাধায় সমর॥

প্রাণরূপী সর্প করি শতবর্ষ রণ ।
ক্রমে ক্রমে হ'ল জীর্ণ তাহার জীবন ॥
অধিকার করি পুরী কালের নন্দিনী ।
প্রবেশ করিল তাহে ল'য়ে অনীকিনী ॥
রতিরত পুরঞ্জন হেরিয়া লুণ্ঠন ।
আয়ু-বল-হীনে তবে সকাতর হন ॥
বিষয়ে আসক্ত চিত্ত আছিল তাঁহার ।
গন্ধর্ব্বের পীড়নেতে সব অন্ধকার ॥
কালের নন্দিনী তাঁরে করি আলিঙ্গন ।
করিলেন সে পুরীর শোভা বিনাশন ॥
শোভারে বিনষ্ট হেরি প্রাণের রমণী ।
সাদরে না কয় বাণী যেন কাল-ফণী ॥
কান্তিহীন হতবুদ্ধি রাজা পুরঞ্জন ।
লুণ্ঠিয়া লইল সব গন্ধর্ব্ব যবন ॥
পুত্র পৌত্র যার লাগি তাঁহার বন্ধন ।
সকলেই শত্রু ক্রমে হইল তখন ॥
কালের সঙ্গিনী বশে তবে পুরঞ্জন ।
কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য ভাব ধরেন জীবন ॥
গন্ধর্ব্বের বলে ক্রমে হইয়া অধীর ।
নবদ্বার পুরত্যাগ করিলেন স্থির ॥
পঞ্চাল তাহার নাম পুর নবদ্বার ।
পুরঞ্জন আছিলেন নৃপতি তাহার ॥
বাসনায় নানা ধন তাহাতে সঞ্চিত ।
দুর্ভগা সৈন্যের সহ করে তায় হৃত ॥
অস্থির হইয়া রাজা পলাতে না পায় ।
পুরীর সর্ব্বস্ব গ্রাস সহিত তাহায় ॥
ইহা ভাবি সে দুর্ভগা স্মরিল প্রজ্বার ।
ভয়রাজ সেনাপতি ভর্ত্তা দুর্ভগার ॥
সুভীষণ রূপ তার অনলেতে মাখা ।
নিদাঘের ভানু যেন ফেলিছেন শিখা ॥
হুঙ্কার করিয়া তবে সেই সেনাপতি ।
আক্রমিল সুভীষণ পুরঞ্জন প্রতি ॥
অঙ্গের অনলে তার পুর দগ্ধ হয় ।
ক্রমে অগ্নি আসি গ্রাসে নৃপেরে নিশ্চয় ॥
স্বজন আত্মীয় সহ রাজা পুরঞ্জন ।
হইলেন অতিশয় সন্তাপিত মন ॥
দুর্ভগার পরাজিত পঞ্চশির ফণী ।
এতদিন প্রাণ ধরি আছিল আপনি ॥
প্রজ্বারের অগ্নিতেজ অসহ্য তাহার ।
রাজদুঃখে নিজ দুঃখে করে হাহাকার ॥
এত জ্বালা দেখি সর্প স্নেহ ত্যাগ করি ।
ইচ্ছিলেন ত্যজিবারে পুরঞ্জন-পুরী ॥
সর্পেরে যাইতে দেখি পুরাধীশ রায় ।
আকুল হইয়া পড়ি কান্দে হায় হায় ॥
বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্ত আছিল তাঁহার ।
রত্ন ধন পত্নী পুত্র সকলি আমার ॥
সে সকলে ত্যজি রাজা যাবেন কেমনে ।
সেই ভাবি কাঁদিলেন নিজ মনে মনে ॥
কোথা রবে প্রিয় পত্নী বধূ পুত্রবর ।
কোথা রবে ধন রত্ন ভাণ্ডার নগর ॥
এত সুখে জলাঞ্জলি কেমনেতে দিব ।
কোন্ স্থানে গিয়া কোন্ দুঃখে বা রহিব ॥
এত ভাবি কাঁদে রাজা করিয়া চীৎকার ।
না শুনে দুর্ভগা আর না শুনে প্রজ্বার ॥
দয়া-মায়া-হীন তারা শুনিয়া ক্রন্দন ।
ক্রোধেতে অধীর হ'য়ে কহিল তখন ॥
কোথা আছ সেনাগণ হও অগ্রসর ।
রাজারে করহ বন্দী বিনাশ নগর ॥
যত পার দাও সাজা ধরিয়া রাজায় ।
ইহা মম নিবেদন শুনহ ত্বরায় ॥
সেনা সবে পেয়ে তবে হেন অনুমতি ।
ভীষণ হুঙ্কারে ধায় নৃপতির প্রতি ॥
বিষয়ের প্রভাবেতে রাজা হীন-জ্ঞান ।
দুর্ভগা তাহাতে আসি করে অধিষ্ঠান ॥
প্রজ্বার করিল হ্রাস এই ভোগবল ।
গৃহ গ্রাম ধন রত্ন লুটিল সকল ॥
এ সব দেখিয়া রাজা ভাবি মহিষীরে ।
ভবিষ্যৎ ভাবি তায় কাঁদে ধীরে ধীরে ॥

ধন রত্ন গৃহ গ্রাম যদি নাহি রয়।
কোথায় থাকিবে প্রিয়া না জানি নিশ্চয়॥
এত ভালবাসাবাসি ভুলিব কেমনে।
আমারে হারায়ে ধনি রবে অচেতনে॥
নিশ্চয় হারাবে প্রাণ বিরহে আমার।
কে তারে বুঝাবে তবে কহি বারংবার॥
কত পাপ করেছিনু কে সাধিল বাদ।
সুখের বিষয় ভোগে ঘটিল বিষাদ॥
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষী আমার।
করিতেছে নিরন্তর বুঝি হাহাকার॥
এইরূপ বিলাপেন পুরঞ্জন রায়।
প্রজ্বারের সেনা হেথা বাঁধিল তাঁহায়॥
মহিষী-পুত্রেরে ডাকে বন্ধন-যাতনে।
কেন নাহি আর আসে অন্তিম কারণে॥
অন্তিম হেরিয়া তাঁর কেহ নাহি রয়।
বৃথাই চীৎকার তাঁর হইল নিশ্চয়॥
বিষয়ের মমতাতে একে তো অধীর।
তাহাতে বন্দিত্ব রাজা হয়েন অস্থির॥
নানা পীড়নেতে তাঁর বিনষ্ট চেতন।
যত সেনা মিলি তাঁয় করিল বন্ধন॥
কেহ ধরে কণ্ঠ চাপি কেহ বা চরণ।
কেহ চাপে হৃদি-স্থল কেহ বা নয়ন॥
কেহ ধরে কেশগুচ্ছ কেহ ধরে কর।
কেহ বা আঘাত করে হইয়া তৎপর॥
প্রাণনাশে সর্প হেরি যতেক যাতন।
রাজ-দুঃখে কাঁদি ত্যজে পুরীরে তখন॥
রাজারে লইয়া তবে যত সেনা দলে।
নরকের অভিমুখে দ্রুতপদে চলে॥
বিষয়ের শোকে রাজা করয়ে চীৎকার।
হুঙ্কারিয়া যত সেনা মারে বারে বার॥
প্রাণনাশে গৃহ তাঁর হইল বিলয়।
রাজার পশ্চাতে যায় অনুচর-চয়॥
রাজা সহ অনুচর কাঁদিতে কাঁদিতে।
বন্দিভাবে যায় ঘোর নরক দেখিতে॥
যত যায় রাজা তত দেখে অন্ধকার।
মার মার কাট কাট ভীষণ চীৎকার॥
কেহ স্মরে মাতা পিতা কেহ বন্ধুগণ।
কেহ প্রিয়তমা পত্নী পুত্র কোন জন॥
কেহ পূর্ব্ব-ভাব স্মরি করে হাহাকার।
সর্ব্বত্র বিকট ধ্বনি ঘোর অন্ধকার॥
প্রতিপক্ষ যত আসি করয়ে পীড়ন।
কেহ দগ্ধ লৌহ লয় কেহ শরাসন॥
কেহ দগ্ধ তৈল লয় কেহ বা অনল।
কেহ দণ্ড শূল বর্শা কেহ উষ্ণ জল॥
এই সব ল'য়ে ধায় প্রতিদ্বন্দ্বিগণ।
দেখিয়া আকুল তবে রাজা পুরঞ্জন॥
কোথাও ভীষণ অগ্নি পরশে গগন।
পাপীরে লইয়া তথা যমদূতগণ॥
যাহার যেমন কর্ম্ম করায় শ্রবণ।
সেই মত সবাকারে করে আচরণ॥
জীবন্ত ধরিয়া আনি অনল মাঝার।
নিক্ষেপ করিয়া ক্ষণে তুলিছে আবার॥
আবার পূর্ব্বের পাপ করায় শ্রবণ।
কেশে ধরি পুনঃ করে অনলে ক্ষেপণ॥
এইমতে নানা সাজা পায় পাপিগণ।
হেরিয়া কাঁদেন উচ্চে রাজা পুরঞ্জন॥
কোথা রয় পত্নী পুত্র গৃহ রাজ্য ধন।
বিষম বিষয়-পাপে নরক দর্শন॥
কোথা রহে পূতিময় ভীষণ গহ্বর।
বিষ্ঠা মূত্র পচা বস্তু দুর্গন্ধ বিস্তর॥
স্বেদজ ভীষণ কীট বিহরে তথায়।
যমদূতে পাপী ধরি ফেলিছে তাহায়॥
কোথাও পাহাড় রয় নিম্নে নদী বয়।
ভীষণ তরঙ্গ তাহে প্রবাহিত হয়॥
শৃঙ্গে তুলি পাপিজনে যমদূতগণ।
ভীষণ-প্রবাহে দ্রুত করিছে ক্ষেপণ॥
এইরূপে করি রাজা নরক দর্শন।
হা পুত্র হা পত্নী বলি করেন ক্রন্দন॥

হেনকালে আসি যত যমদূতগণ।
কেশে ধরি লয় তাঁরে করিতে পীড়ন॥
নরকের মাঝে দেখি কোন এক স্থান।
পুরঞ্জনে ল'য়ে তথা করিল প্রয়াণ॥
অগণ্য অগণ্য পশু সেই স্থানে রয়।
রাজারে দেখিয়া সবে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়॥
কত অশ্ব কত অজ কত মৃগচয়।
যজ্ঞ-মাঝে অসংখ্যক পশু হত্যা হয়॥
সেই সব পশু এবে পাইয়া রাজায়।
কেহ শৃঙ্গে কেহ ক্ষুরে কেহ ক্রোধে ধায়॥
যজ্ঞেতে নাশিল রাজা যত পশুগণ।
এক্ষণে হ'য়েছে তারা দেখিতে ভীষণ॥
কালানল সম ক্রোধে নৃপ প্রতি ধায়।
কেহ শৃঙ্গ মারে অঙ্গে কেহ বা গর্জ্জায়॥
এতেক যাতনে রাজা করিয়া রোদন।
ব্রহ্মেরে ভুলিয়া ভাবে প্রিয়া প্রিয়ধন॥
প্রিয়া-সহবাসে সুখ হইল তাহার।
প্রিয়া বিনা এত কষ্ট ভাবে বারে বার॥
শতেক বরষ ক্রমে নরক-যাতন।
পাইয়া কাঁদিল সেই রাজা পুরঞ্জন॥
ক্রমেতে হইল তাঁর হিংসা পাপক্ষয়।
নারী ভাবি নারী-জন্ম পরে লাভ হয়॥
বিষয়ে উন্মত্ত রাজা মহিষী ভাবিয়া।
পরে নারী-জন্ম পায় সংসারে আসিয়া॥
এতেক বর্ণিয়া তবে ব্রহ্মার কুমার।
কৃতকর্ম্ম ফলাফল করেন বিস্তার॥
নারদের কথা শুনি বর্হিষ তখন।
তাঁহারে করিতে প্রশ্ন করিল মনন॥
কহিলে আমায় ঋষি অদ্ভুত কাহিনা।
কহ পুরঞ্জন হয় কোন্ বা কামিনী॥
রাজার জিজ্ঞাসা শুনি ঋষি বীণাধর।
একে একে পূর্ব্বকথা করেন গোচর॥
বাসনাতে জন্মলাভ করে জীবচয়।
অন্তিম-কালেতে মন যাহে মগ্ন রয়॥
নরকের যন্ত্রণাতে মাতি পুরঞ্জন।
মহিষীরে এক প্রাণে করিল মনন॥
সেই হেতু পাপক্ষয়ে নারী-জন্ম তার।
বিদর্ভের কন্যা হ'য়ে জন্মে পুনর্ব্বার॥
বৈদর্ভী তাহার নাম খ্যাত চরাচর।
কহিব আখ্যান রাজা শুন অতঃপর॥
অজ্ঞানে করিলে কার্য্য ফল নাহি হয়।
এই হয় শ্রুতি-সিদ্ধ কহিনু নিশ্চয়॥
অজ্ঞানে করিল যজ্ঞ রাজা পুরঞ্জন।
না বুঝি করিল পশু তাহাতে হনন॥
হিংসা জন্য পাপ তাহে হইল রাজার।
সেই হেতু গতি তার নরক মাঝার॥
যারে হিংসা করা যায় সে পায় জীবন।
হন্তারে পাইয়া যম করয়ে পীড়ন॥
এই হেতু অজ্ঞানেতে কর্ম্ম অনুচিত।
কর্ম্মপর হও রাজা জ্ঞানে শুদ্ধচিত॥
এত বলি বীণাধর হইলেন স্থির।
অতঃপর শুন বাণী বিদুর সুধীর॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
বুঝিলে পাইবে মোক্ষ কর্ম্ম ব্যবহার॥

ইতি পুরঞ্জনের নরক দর্শন।

পুরঞ্জনের মুক্তি সংবাদ

মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
পুরঞ্জন-মুক্তি-কথা নারদ-বচন॥
নারদ কহেন তবে বর্হিষের প্রতি।
শুন পুরঞ্জন কথা হ'য়ে স্থিরমতি॥
নারীজন্মে পরিণত হ'য়ে পুরঞ্জন।
বিদর্ভ রাজার গৃহে করে আগমন॥
বৈদর্ভী হইল নাম রূপে শশধর।
ক্রমেতে যৌবন-শোভা তাহে শোভাকর॥
কিবা সে সুন্দর কান্তি সুন্দর গঠন।
অপরূপ রূপ তার নাহিক তুলন॥
কন্যার বিবাহ লাগি বিদর্ভ রাজন।
ক্ষত্রিয় সমাজে এক প্রকাশিল পণ॥
সেই পণ জিনিবারে বেড়িয়া ভুবন।
আসিল ক্ষত্রিয় রাজা কত অগণন॥
নৃপতি মলয়ধ্বজ পশু অধিপতি।
শত্রু-পুরঞ্জয় রাজা অতীব শকতি॥
বাহুবলে করি যত ক্ষত্রে পরাজয়।
বিদর্ভকন্যারে লভে ধার্ম্মিক তনয়॥
শুভক্ষণে বৈদর্ভীরে করিলা গ্রহণ।
হীরকের সাথে যেন মিলিল কাঞ্চন॥
সম রূপবান্ দোঁহে যেন রতি-কাম।
পত্নীতে নৃপতি মুগ্ধ রহে অবিরাম॥
মহা হরিভক্ত রাজা মুখে হরিনাম।
মায়ামুক্ত মন তার আনন্দের ধাম॥
হেন সাধু সহবাসে বৈদর্ভী সুন্দরী।
প্রসবিলা সাত পুত্র এক এক করি॥
ক্রমে এই নৃপতির সাতটি নন্দন।
দ্রাবিড়ের অধীশ্বর হইল তখন॥
বৈদর্ভীর এক কন্যা জন্মিল অপর।
অগস্ত্যেরে দান করে রাজা গুণধর॥
সে মলয়ধ্বজ রাজা শত্রু-পুরঞ্জয়।
কন্যাপুত্রে বিভা দিল বুঝিয়া সময়॥
কন্যা পুত্র উপযুক্ত দেখিয়া রাজন।
মনেতে ইচ্ছিল তবে শ্রীহরি সেবন॥
শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাগি ত্যজিয়া সংসার।
যাইতে বাসনা হ'ল ক্রমেতে রাজার॥
একদা মলয়ধ্বজ ত্যজি সিংহাসন।
পত্নী পুত্রে জিজ্ঞাসিয়া করিল গমন॥
পতি-সোহাগিনী সেই বৈদর্ভী তাহাতে।
পতি-সেবা লাগি যান স্বামী সাথে সাথে॥
তপস্যার লাগি রাজা গেল কুলাচল।
সুন্দর পর্ব্বত সেই দেখিতে উজ্জ্বল॥
তপস্যার শ্রেষ্ঠ স্থান ভুবন ভিতর।
চন্দ্র সূর্য্য যার সেবা করে নিরন্তর॥
তাম্রপর্ণী বটোদকা আর চন্দ্রসর।
তিন পুণ্যময়ী নদী বহে খরতর॥
দেবদেবী সিদ্ধগণ করয়ে বিহার।
হেন স্থানে রাজা যান লাগি তপাচার॥
বৈদর্ভী ত্যজিয়া সুখ সম্পত্তি সংসার।
ব্রত ধরি যান তিনি পর্ব্বত-মাঝার॥
রাজা রাণী একত্রেতে বিষ্ণুর কারণ।
নিরন্তর করে দোঁহে তাঁর আরাধন॥
রাজা রাণী সেই স্থানে বসি যোগাসনে।
ভাবিতে লাগিল দোঁহে সেই নিরঞ্জনে॥
কন্দ ফল মূল আদি করিয়া আহার।
করিতে লাগিল তারা তপস্যা আচার॥
অনশনে অর্দ্ধাশনে কভু তারা রয়।
ক্রমে তাহাদের তনু অতি কৃশ হয়॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বাত আসে ক্ষণে ক্ষণে।
হাসিমুখে সহ্য তারা করে দুইজনে॥
ভোগ রূপ নষ্ট হ'ল যোগের উদয়।
জ্ঞানের আলোক তাঁর যেন দৃষ্ট হয়॥
ভোগ অবসানে রাজা করি যোগভর।
পরমাত্মাময় ক্রমে করেন অন্তর॥

সিদ্ধভাবে আত্মমাঝে দেখি নিত্যধন ।
ইচ্ছিলেন দেহত্যাগে দ্রাবিড় রাজন ॥
কঠোর সমাধি-যোগে বৈদর্ভী তখন ।
আছিলেন ব্রহ্ম-প্রেমে সুখে নিমগন ॥
হেনকালে স্বামী তাঁর ত্যজিলেন কায় ।
বৈকুণ্ঠে উঠিল আত্মা ত্যজিয়া মায়ায় ॥
চারিদিকে পুষ্পরাশি হয় বরিষণ ।
আনন্দে দুন্দুভি নাদ করে দেবগণ ॥
ক্রমে বৈদর্ভীর যোগ হ'ল সমাপন ।
পতি-সেবা লাগি সতী মেলিল নয়ন ॥
ত্বরায় ধরিয়া সতী পতির চরণ ।
কাষ্ঠবৎ দেহ দেখি করিলা চিন্তন ॥
ক্রমেতে দেখিয়া তাঁর মৃত্যুর লক্ষণ ।
শোকেতে বিহ্বল রাণী হইলা তখন ॥
স্বামীর যতেক স্মৃতি মনেতে উদয় ।
স্বামীর শোকেতে তাঁর অধীর হৃদয় ॥
স্বামীর বিহনে রাণী হইয়া কাতর ।
হাহাকার ক্ষণকাল করেন বিস্তর ॥
প্রাণের বল্লভ তুমি ওগো প্রাণধন ।
উঠ উঠ মেল প্রভু তোমার নয়ন ॥
জলধি-বেষ্টিত এই ধরিত্রীর 'পরে ।
অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়েরা অত্যাচার করে ॥
উঠ উঠ জাগ জাগ হে প্রিয় আমার ।
অধর্ম্ম হইতে ধরা কর হে উদ্ধার ॥
ক্রন্দন ত্যজিয়া তবে করি স্থির মতি ।
ইচ্ছিলেন একেবারে স্বামী সনে গতি ॥
রাজার নন্দিনী একে রাজার কামিনী ।
ব্রহ্মপ্রেমে স্বামী সহ হন ভিখারিণী ॥
জীবনের সার মাত্র সেই স্বামিধন ।
ত্যজিলেন তাঁরে ভাবি করেন ক্রন্দন ॥
একবার কাঁদে রাণী বক্ষে বহে নীর ।
পুনঃ পতি-চিন্তা লাগি হয়েন অধীর ॥
অতি কষ্টে করি রাণী দারু আহরণ ।
করিল সুন্দর চিতা স্বামীর কারণ ॥
স্বামী যার সর্ব্বসুখী জীবনের সার ।
কেমনে ত্যজিয়া তাঁরে দেখিবে সংসার ॥
এত ভাবি হ'য়ে রাণী ব্রত-পরায়ণ ।
ইচ্ছিলেন স্বামী সহ চিতা আরোহণ ॥
সঙ্কল্প করিয়া স্থির হরি ভাবি মনে ।
স্বামি-সহমৃতা হ'তে পুণ্যের কারণে ॥
প্রদীপ্ত করিয়া চিতা হ'য়ে একমন ।
হরি স্মরি করে যেই চিতা আরোহণ ॥
হেনকালে সেই স্থানে আসি একজন ।
সহসা করিল তারে করেতে ধারণ ॥
কেবা তার ধরে কর করি নিরীক্ষণ ।
আশ্চর্য্য হইয়া সতী ভাবিল তখন ॥
বিষম বিস্ময় তাঁর মনেতে উদয় ।
সেই জন যেন তাঁর পরিচিত হয় ॥
পূর্ব্ব স্মৃতি হ'ল যেন মনের গোচর ।
বহুকাল হ'তে পরিচিত বহুতর ॥
বিস্ময়ে না সরে বাণী সজল নয়ন ।
সঘনে নিশ্বাস বহে সুচিন্তিত মন ॥
কামিনীরে হেন রূপ হেরি সেইজন ।
কহিতে লাগিল মৃদু মধুর বচন ॥
নাহি কিছু ভয় সতী আমি ত ব্রাহ্মণ ।
আশীর্ব্বাদ দান করি ব্যাপিয়া ভুবন ॥
কোন্ জন তুমি হও কেবা এই নর ।
কার জন্য তুমি এত হইলে কাতর ॥
চিনিতে কি পার মোরে আমি কোন্ জন ।
তুমি মোর পূর্ব্ব বন্ধু করহ স্মরণ ॥
আমি তব সখা ছিনু তুমি বন্ধুজন ।
একত্র থাকিয়া পূর্ব্বে হইল মরণ ॥
আমারে ত্যজিয়া লাভ করিয়া সংসার ।
হেনরূপে রূপান্তর হইল তোমার ॥
তুমি আমি দুইজনে দুইটি মরাল ।
মানস সরের মাঝে রহি বহুকাল ॥
সংসার করিয়া আশা ত্যজিয়া আমায় ।
প্রবেশিলে এক পুরে মনে কর তায় ॥

নারীকৃত গৃহে সেই পঞ্চ উপবন।
নয় দ্বার এক রক্ষী তাহে সুশোভন॥
পঞ্চ উপাদান আর পঞ্চ হাট তার।
তিন কোঠা শোভে তাহে ছয় কুল আর॥
বাসনা নামেতে নারী অধীশ্বরী তার।
তার সহ রাজ্যভোগ কর বারে বার॥
তাহার মিলনে ব্রহ্ম হ'য়ে বিস্মরণ।
আমার বন্ধুত্ব-যোগ ভুলিলে তখন॥
বৈদর্ভী নহ ত তুমি নহ নারীময়।
এই মৃত জন তব স্বামী কভু নয়॥
নহ তুমি পূর্ব্বজন্মে নামে পুরঞ্জন।
পুরঞ্জনী-স্বামী তুমি নহ ত তখন॥
নর নারী মায়া মাত্র লীলার কারণ।
একমাত্র সত্য হয় নিত্য নিরঞ্জন॥
তুমি আমি এক হই ত্যজি মায়াভার।
আমারে তোমার সহ ভাব একাকার॥
যেইজন এই ভাবে করয়ে দর্শন।
মায়া-বন্ধ হ'তে মুক্ত হয় সেইজন॥
এক কথা শুনি তবে বৈদর্ভী সুন্দরী।
কর্ম্মনাশে স্মৃতি তাঁর হয় ব্রহ্মোপরি॥
ব্রহ্মস্মৃতি লাভে মায়া নাহি হয় ধ্বংস।
দেখিল সত্যই সেই মহামিত্র হংস॥
বন্ধুরে চিনিয়া তবে করিল মিলন।
ফুরাইল কর্ম্মফল ঘুচিল বন্ধন॥
জীব ব্রহ্ম এক এই মহামুক্তি বাণী।
কহিনু তোমার কাছে আমি যাহা জানি॥
বর্হিষেরে এত কহি নারদ সুজন।
অধ্যাত্ম বর্ণন করি হন স্থির মন॥
মৈত্রেয় কহেন এবে বিদুর সুজন।
প্রচেতাগণের সিদ্ধি করহ শ্রবণ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
অধ্যাত্ম যোগের কথা অতি জ্ঞানাধার॥

ইতি পুরঞ্জনের মুক্তি সংবাদ।

পুরঞ্জন উপাখ্যানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

নারদে প্রাচীনবর্হি করে সম্বোধন।
তব বাক্য বুঝিতে না পারি কদাচন॥
জ্ঞানিগণ যেই কথা বুঝিতে না পারে।
কর্ম্মাসক্ত জীব তাহা বোঝে কি প্রকারে॥
দেবর্ষি নারদ বলে, শুনহে রাজন্।
জীবকে জানিবে সদা এই পুরঞ্জন॥
কর্ম্মহেতু জীব ধরে বহুতর দেহ।
শরীর জানিবে পুর নাহিক সন্দেহ॥
অবিজ্ঞাত সখা সেই স্বয়ং ঈশ্বর।
নাম ক্রিয়া গুণ নাহি জানে কোন নর॥
ইন্দ্রিয়াদি হয় তার পূর্ব্ব সহচর।
সহচরী তৎবৃত্তি শুন গুণধর॥
পঞ্চবৃত্তি সহযোগে সর্প হয় প্রাণ।
ইন্দ্রিয় নায়ক মন সেনার প্রধান॥
শব্দাদি পঞ্চাল নামে অভিহিত হয়।
নবদ্বার দেহমধ্যে পাইবে নিশ্চয়॥
দুইটি নাসিকা আর নেত্র কর্ণ দ্বয়।
মুখ শিশ্ন পায়ু্ এই দ্বার হয় নয়॥
দ্বারের সাহায্যে নর বহির্দ্দেশে যায়।
বিষয় জানিতে নবদ্বারই উপায়॥
পূর্ব্বদিকে চক্ষু নাসা আর মুখ রয়।
উত্তরে দক্ষিণে দুটি কর্ণ নাম হয়॥
পশ্চাদ্দেশে গুদ শিশ্ন রহে অবস্থিত।
নবদ্বার কথা এই জানিবে অদ্ভুত॥
খদ্যোতা ও আবির্ম্মুখী নামে নেত্রদ্বয়।
বিভ্রাজিত নামে এক জনপদ রয়॥
নলিনী নালিনী হয় নাসিকার নাম।
ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবধূত, সৌরভের ধাম॥
মুখ হয় মুখ্য দ্বার রসনা বিপণ।
রসজ্ঞ ইন্দ্রিয় তার শুনহে রাজন্॥
পিতৃহূ দেবহূ নামে দুই কর্ণ হয়।
নানা অন্ন বহূদন, জানিবে নিশ্চয়॥

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড দুইটি পঞ্চাল।
শ্রুতধর কর্ণ হয় না ভাব ভয়াল॥
আসুরী উপস্থেন্দ্রিয় মেঢ্র নাম তার।
স্ত্রীসঙ্গে গ্রামক নামক রূপক আকার॥
মলদ্বারে জানিবেক নির্ঋতি নামেতে।
পশ্চাৎ দেশেতে যাহা রহে বিধিমতে॥
হৃদয় অন্তর দেশ বিষূচিন মন।
স্বপ্নদেহ রথ হয় চড়ে পুরঞ্জন॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় অশ্ব তার, বেগ তার কাল।
পাপপুণ্য চক্র হয় শুন লোকপাল॥
পঞ্চপ্রাণ বন্ধনেতে ধ্বজা গুণত্রয়।
বাসনা লাগাম তার আসন হৃদয়॥
শোক আর মোহ হয় যুগবন্ধ তার।
কর্ম্মেন্দ্রিয় ঐ রথের বিক্রম আধার॥
মরীচিকান্যায় তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি।
দেহরথ ধেয়ে যায় অতি দ্রুতগতি॥
এগার ইন্দ্রিয় তার সেনা নাম ধরে।
মৃগয়া বিষয়ভোগ কহি যে তোমারে॥
সংবৎসর নামকাল চণ্ডবেগধারী।
দিবস গন্ধর্ব্ব আর গন্ধর্ব্বী শর্ব্বরী॥
কালকন্যা যার নাম সেই হয় জরা।
স্বেচ্ছায় কেহ না তারে দিতে চায় ধরা॥
যবন-ঈশ্বর যেই মৃত্যু নাম তার।
জরাকে ভগিনীরূপে চাহে পাইবার॥
যবনের সেনা হয় পীড়াদি সকল।
অনায়াসে করে তারা মানুষে দুর্ব্বল॥
শীত উষ্ণ ভেদে জ্বর প্রজ্বার নামেতে।
প্রাণীর ঘটায় মৃত্যু অতীব ত্বরিতে॥
দুঃখে নিপীড়িত জীব শতেক বছর।
অভিমানবশে কর্ম্ম করিতে তৎপর॥
দেহাসক্ত জীব যেই ভুলি ভগবানে।
কর্ম্মবশে বার বার আসে ত্রিভুবনে॥
সত্ত্বকর্ম্মফলে দেব দেহধারী হয়।
রাজস কর্ম্মের ফলে মানুষ নিশ্চয়॥
তির্য্যকরূপেতে জন্মে তমঃকর্ম্মফলে।
কর্ম্মগুণ মতে জন্মে ধরায় সকলে॥
কামনা-আসক্ত জীব নানা দেহ ধরে।
দুঃখ হ'তে মুক্তি নাহি কোনই প্রকারে॥
মস্তকের ভার যথা স্থাপে স্কন্ধদেশে।
দুঃখ হ'তে দুঃখান্তরে ভ্রমে কর্ম্মবশে॥
বাসুদেবে ভক্তি শুধু খণ্ডাইতে পারে।
সকলের কর্ম্মভোগ দুঃখ-পারাবারে॥
ভগবান্ লীলাকথা করিলে কীর্ত্তন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ শোক স্পর্শে না কখন॥
ব্রহ্মা শিব মনু আর দক্ষপ্রজাপতি।
সনক মরীচি অত্রি সবে বাচস্পতি॥
কেহ না জানিতে পারে সেই ভগবানে।
তপজপ উপাসনা কিংবা অন্বেষণে॥
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহ করে ভগবান্।
বাসুদেবে সমর্পণ করে কর্ম্মজ্ঞান॥
কুশেতে আচ্ছন্ন করি সারা ক্ষিতিতল।
আপনি যাজ্ঞিক বলি ভাবিছ কেবল॥
শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম কিবা হয়, নার জানিবারে।
হরিপ্রীতি একমাত্র কর্ম্ম এ সংসারে॥
প্রিয়তম সকলের বাসুদেব হয়।
তাহা হ'তে বিন্দুমাত্র নাহি কোন ভয়॥
এই তত্ত্ব যেই জন আছে অবগত।
জ্ঞানী বলি সেইজন হইবে আখ্যাত॥
দেবর্ষি নারদ বলে শুন নরপতি।
বলিব রহস্য এবে গূঢ়তর অতি॥
পুষ্পবাটিকায় এক মৃগ আনন্দেতে।
মৃগীগণ সহ বনে থাকে বিচরিতে॥
সম্মুখে আছয়ে ব্যাঘ্র, ব্যাধ পিছনেতে।
তবু না মানয়ে শঙ্কা আসক্তি মোহেতে॥
জীব সেই মৃগ অতি আসক্ত সংসারে।
কালরূপী ব্যাঘ্রে কভু নারে দেখিবারে॥
ব্যাধরূপী যম তার পিছু পিছু ধায়।
তবু সেই জীব নাহি ভাবিছে উপায়॥

বৈষ্ণবআশ্রয় কৃষ্ণে প্রীতি সম্পাদন।
সংসারে বিরত হও, শুনহে রাজন্॥
কহিল প্রাচীনবর্হি মনীষী নৃপতি।
আত্মতত্ত্ব উপদেশ শুনিনু সম্প্রতি॥
পূর্ব্বে এই উপদেশ কভু নাহি পাই।
বিদূরিত ভ্রম মোর হয়েছে গোঁসাই॥
নারদ বলেন শুন অপূর্ব্ব কথন।
স্থূলদেহে জীব করে কর্ম্ম সম্পাদন॥
লিঙ্গদেহে এই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়।
লোকান্তরে কর্ম্মফল ভুগিবে নিশ্চয়॥
জনমমরণ-রূপ সংসার-বন্ধন।
মুক্তি পেতে ভজ শুধু শ্রীহরি-চরণ॥
এত বলি মহাঋষি নারদ সুমতি।
সিদ্ধলোকে চলিলেন অতি হৃষ্টমতি॥
এদিকে প্রাচীনবর্হি পুত্রগণ প্রতি।
আদেশ প্রদান করে মন্ত্রীর সংহতি॥
বিষয় আসক্তি ত্যজি কপিল আশ্রমে।
করিলেন গতি শুধু তপস্যা কারণে॥
একাগ্র হৃদয়ে ভজি শ্রীহরি-চরণ।
মুক্তিলাভ করিলেন বর্হিষ রাজন্॥
লিঙ্গদেহ ত্যাগ করে নারদ বচনে।
সকলেই মুক্তি পায় ইহার কারণে॥
নারদের মুখ হ'তে অধ্যাত্মবিষয়।
যেই জন শুনে তার শুভ গতি হয়॥
পুরঞ্জন কথা হয় অতি মনোহর।
গুরুমুখে শুনি আমি একাগ্র অন্তর॥
জনম মরণ লভে যেই বুদ্ধি হ'তে।
সেই দুঃখ হয় দূর এর শ্রবণেতে॥
পরলোকে নাই ভয়, সকল সংশয়।
দূরীভূত হইবেক জানিবে নিশ্চয়॥
যেইরূপ শুনি আমি গুরুপ্রমুখাৎ।
সমুদয় বর্ণিলাম তোমার সাক্ষাৎ॥

সুবোধ রচিল গীত হরি আশা করি।
শুনে যেবা দুঃখ তার ঘুচান শ্রীহরি॥

ইতি পুরঞ্জন উপাখ্যানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

ভগবানের নিকট প্রচেতাগণের বরলাভ

বিদুর বলেন শুন করি নিবেদন।
কিবা করিল প্রাচীনবর্হির নন্দন॥
প্রচেতারা রুদ্রগীতে ভজি নারায়ণে।
কিবা ফল পাইলেন বুঝিব কেমনে॥
রুদ্রশিষ্য হ'য়ে তারা মোক্ষ কিবা পায়।
অথবা সকলে তারা স্বর্গলোকে যায়॥
পৃথিবীর সুখ তারা কেহ কি ভুঞ্জিল।
বিস্তৃত করিয়া মোরে বলহ সকল॥
মৈত্রেয় কহেন শুন বিদুর সুজন।
প্রচেতাগণের যাহে ঘুচিল বন্ধন॥
রুদ্র-উপদেশ শুনি বর্হিষ-নন্দন।
দশ ভাই সাগরেতে করেন গমন॥
মাতামহ-রাজ্য সেই বিস্তীর্ণ সাগর।
তাহার মাঝারে গিয়া দ্বিপঞ্চ সোদর॥
আরম্ভিল যজ্ঞ তপ শ্রীহরি কারণ।
অতীব কঠোররূপে করি আয়োজন॥
গ্রীষ্মে অগ্নি শীতে বারি করিয়া আশ্রয়।
সর্ব্বংসহ হইল সে বর্হিষ-তনয়॥
অঙ্গ-যোগ স্থির করি করি মহাযোগ।
একে একে ত্যজিলেন সংসার-সম্ভোগ॥
মনোযোগ ত্যাগে মহা জ্ঞানযোগ হয়।
সিদ্ধ ধ্যানযোগ তাহে ক্রমেতে উদয়॥
সর্ব্বদা হরির ধ্যান হরিরে স্মরণ।
তাহাতে চিত্তের মল হয় বিনাশন॥

এইরূপে সিদ্ধধ্যানে বর্হিষ-তনয় ।
একে একে দশ ভাই মহাসিদ্ধ হয় ॥
এদিকে বর্হিষ রাজা হরি-পরায়ণ ।
ক্রমেতে বার্দ্ধক্য তাঁর হৈল আগমন ॥
বার্দ্ধক্য ত্যজিতে ইচ্ছা ভোগ রাজ্যভার ।
কেবল হইল ইচ্ছা শ্রীহরি সেবার ॥
পুত্র ভিন্ন কেবা রাজ্য করিবে রক্ষণ ।
কেবা সুখে প্রজাগণে করিবে পালন ॥
প্রজাদুঃখে ভাবি রাজা হইলা কাতর ।
প্রজা-স্নেহে নাহি হন ব্রহ্ম-তপ-পর ॥
জ্ঞান তাঁর হৈল নারদের উপদেশে ।
হরিময় এ সংসার দেখিলেন শেষে ॥
সেই মায়া-ভ্রম তার হৈল ক্রমে দূর ।
ইচ্ছাভোগ নাহি তার হইল প্রচুর ॥
বিষ্ণুরে ডাকিয়া রাজা করেন জ্ঞাপন ।
উপায় বিধান কর তুমি নারায়ণ ॥
বড় ইচ্ছা করি তোমা সদাই স্মরণ ।
কর মোর রাজ্যভোগ শীঘ্র নিবারণ ॥
জ্ঞানবলে পুত্রগণে দাও এই মতি ।
অনাসক্ত হ'য়ে প্রজা পালনের রতি ॥
ভক্তের মনের আশা করিয়া শ্রবণ ।
মনোবাঞ্ছা পূরিবারে ইচ্ছি নারায়ণ ॥
ত্বরা করি যান সেই বরুণ-আলয় ।
দ্বিপঞ্চ প্রচেতা যথা ধ্যানযোগে রয় ॥
পীতবাস বনমালী চতুর্ব্বাহু-ধারী ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে সারি সারি ॥
অষ্টবিধ অস্ত্রধারী কত অনুচর ।
সঙ্গেতে রয়েছে কত দেব মুনি নর ॥
গরুড় কিন্নর তাঁর গুণগান করে ।
বনমালা অলঙ্কৃত সমস্ত শরীরে ॥
গরুড় উপরে হরি করি আরোহণ ।
উজ্জ্বল রূপেতে আসে প্রচেতা-সদন ॥
ধ্যানরূপে দশ ভায়ে দিয়া দরশন ।
কহিতে লাগিলা সবে মধুর বচন ॥
অসাধ্য সাধিলে বৎস বর্হিষ-নন্দন ।
সন্তুষ্ট হইনু আমি হেরিয়া সাধন ॥
যেমতি কহিলা রুদ্র মম উপদেশ ।
সেই আচরণ কর ধরি যোগবেশ ॥
যে কারণে যোগিজন করে যোগাচার ।
করিতে প্রত্যক্ষ মোরে এ আশা সবার ॥
পূরিল সে আশা আজি তোমা সবাকার ।
ধ্যানে জ্ঞানে নেহারিলে আমার আকার ॥
সিদ্ধ-জ্ঞান সিদ্ধযোগ লভিলে এখন ।
অতঃপর কর মোর আদেশ পালন ॥
প্রজা লাগি রাজবংশে জনম সবার ।
সেই কর্ম্মে কর্ম্ম-বদ্ধ করহ সংসার ॥
তোমাদের পুত্র এক হইবে অচিরে ।
তার পুত্রগণ ছাইবে পৃথিবী ভিতরে ॥
পিতা তব জরাগ্রস্ত মম ভক্তজন ।
ইচ্ছা তাঁর বৈকুণ্ঠেতে করেন গমন ॥
যাও সবে পিতৃরাজ্য করহ গ্রহণ ।
পিতৃসম গুণে প্রজা করিও পালন ॥
প্রম্লোচা অপ্সরা যোগে কণ্ডু মুনিবর ।
জন্মাইল এক কন্যা গুণের আকর ॥
কমলনয়না কন্যা করি পরিত্যাগ ।
অপ্সরা চলিয়া গেলে বৃক্ষ মহাভাগ ॥
গ্রহণ করিল সেই কন্যা গুণবতী ।
পালেন তাহারে চন্দ্র বৃক্ষ-অধিপতি ॥
ক্ষুধায় কাতর কন্যা করিছে রোদন ।
চন্দ্রের তর্জ্জনী চুষি শান্ত হয় মন ॥
সমধর্ম্মা সবে তোমা পত্নী কর তারে ।
দোষ তোমাদের নাহি হবে মোর বরে ॥
কন্যা সনে সহবাসে জন্মাবে কুমার ।
সহস্র বরষ রাজ্য করি ভোগাচার ॥
পুনর্ব্বার জ্ঞানে মোরে করিও স্মরণ ।
আমিই আনিব সবে গৃহেতে আপন ॥
গৃহস্থ আশ্রমে তব না হবে বন্ধন ।
সব কর্ম্মফল কর মোরে সমর্পণ ॥

হেন কথা শুনি তবে ভাই দশ জন।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া করিল স্তবন॥
ক্লেশহন্তা তুমি প্রভু সকলের সার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
বাক্য ও মনের তুমি সদা অগোচর।
সুনির্ম্মল শান্ত তুমি পরম ঈশ্বর॥
ব্রহ্মা আদি নানারূপে প্রকাশ তোমার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
শুদ্ধ-সত্ত্বরূপী তুমি ভক্ত-প্রাণারাম।
তোমার চরণে মোরা করিনু প্রণাম॥
তুমি বাসুদেব কৃষ্ণ কমললোচন।
পদ্মনাভ তুমি প্রভু তুমি নারায়ণ॥
সর্ব্বলোকসাক্ষী তুমি সদা অন্তর্য্যামী।
মোক্ষদাতা তুমি প্রভু ত্রিভুবনস্বামী॥
শরণ-আপন্ন জনে ক্লেশ বিনাশন।
বাক্যমন-অগোচর তুমি নারায়ণ॥
শুদ্ধশান্তরূপ প্রভু, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
তোমার আজ্ঞায় সব ঘটে যে নিশ্চয়॥
তোমাতে অর্পিত বুদ্ধি মুক্তি করে দান।
হরি কৃষ্ণ বাসুদেব বৈষ্ণবের প্রাণ॥
ইয়ত্তা নাহিক প্রভু তব মহিমার।
তোমার চরণে মোরা নমি বারবার॥
কিবা বর চাই মোরা হে জগৎপতি।
কৃপাদৃষ্টি থাকে যেন আমা সবা প্রতি॥
তোমার চরণ বিনা কিছু নাহি চাই।
জগৎ-আরাধ্য প্রভু বৈষ্ণব গোঁসাই॥
এইরূপে ভগবানে করিয়া স্তবন।
আসন করিল ত্যাগ ভাই দশ জন॥
জল হৈতে উঠে যবে ভাই দশজন।
বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন দেখে ব্রহ্মাণ্ড ভুবন॥
কুপিত হইয়া তবে রুদ্রশিষ্যগণ।
মুখেতে করিল সৃষ্টি অনল পবন॥
তরুলতাহীন পৃথ্বী করিবারে চায়।
ঝটিতি আসিল ব্রহ্মা না হেরি উপায়॥
প্রবোধি প্রচেতাগণে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কহিলেন একে একে কত বাক্য নীতি॥
ভয়েতে বৃক্ষাদি যত হয় কম্পমান।
বৃক্ষপতি তাহাদের কন্যা করে দান॥
ব্রহ্মার আদেশে তারা মারিষা কন্যায়।
সকলে করিল বিভা না হেরি উপায়॥
অতঃপর দশ ভাই রাজধানী যায়।
আনন্দের কোলাহল উঠিল তথায়॥
পুত্রগণে হেরি বৃদ্ধ বর্হিষ রাজন।
একে একে করিলেন রাজ্য সমর্পণ॥
দশ ভায়ে দশ দিক্ করিয়া অর্পণ।
হরির চরণে নিজে ত্যজেন জীবন॥
এদিকে সহস্র বর্ষ ভাই দশ জন।
মারিষা সহিত কাল করেন যাপন॥
মারিষার গর্ভে জন্মে একটি কুমার।
অতি গুণবান্ পুত্র দক্ষ নাম তার॥
এই দক্ষ পূর্ব্ব জন্মে যজ্ঞের সভায়।
মহাদেবে অপমান করেন হেলায়॥
সেই অপরাধে তার হইল পতন।
ক্ষত্রিয়-বংশেতে করে জনম গ্রহণ॥
সহস্র বৎসর ধরি এই দশ ভাই।
পালন করিল প্রজা সুখেতে সদাই॥

সুবোধ রচিল গীত অতি মনোহর।
ভক্তিমনে জ্ঞানিজন শুন নিরন্তর॥

ইতি ভগবানের নিকট প্রচেতাগণের বরলাভ।

একাদশ অধ্যায়

প্রচেতাগণের বনগমন ও মুক্তিলাভ

মৈত্রেয় বলেন শুন বিদুর সুজন।
অতঃপর যা হইল অপূর্ব্ব ঘটন ॥
সহস্র বৎসর কাল প্রচেতাসকল।
সংসার ভুঞ্জিয়া হইল অতীব বিহ্বল ॥
বিবেক-দংশনে তারা হইল জর্জ্জর।
বুঝিল সকলি মায়া সংসার ভিতর ॥
ক্রমেতে পূর্ব্বের স্মৃতি হইল উদয়।
পুত্রে দিতে রাজ্যভার করিল নিশ্চয় ॥
শুভক্ষণে দশ জনে ত্যজি রাজ্যধন।
সমুদ্রের পূর্ব্ব-তীরে করেন গমন ॥
দশ ভায়ে যোগে বসি হ’য়ে একমন।
ধ্যানে পুনর্ব্বার হরি করিল স্মরণ ॥
হেনকালে সেই স্থানে নারদ সুজন।
উপস্থিত হন করি শ্রীহরি কীর্ত্তন ॥
নারদে নেহারি তবে ভাই দশ জন।
শুনিল তাঁহার মুখে অধ্যাত্ম কীর্ত্তন ॥
অধ্যাত্ম শুনিয়া লভে প্রখর বিজ্ঞান।
শ্রীহরি-রূপেতে আত্মা করেন প্রদান ॥
প্রচেতার মুক্তি হেরি যত দেবগণ।
দুন্দুভি বাজায় করে পুষ্প বরিষণ ॥
সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
পরীক্ষিতে কন শুক এ হেন বচন ॥
ভাগবত-বাণী শুনি মৈত্রেয়ের মুখে।
বিদুর প্রেমের নীরে ভাসিলেন সুখে ॥
প্রেমে মুগ্ধ হ’য়ে মুনি আনন্দে তখন।
কহিতে লাগিল মৈত্রে মধুর বচন ॥
ধন্য ধন্য তুমি ঋষি করিলা সাধন।
যেই ফলে দেখা পাও শ্রীকৃষ্ণ রতন ॥
জগতের গুরু যিনি তুমি শিষ্য তাঁর।
অবিদিত তব কাছে কিবা আছে আর ॥
বড় পাপী ছিনু আমি তাই মহাশয়।
এ জনমে না করিনু শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় ॥
পাপিষ্ঠ আছিল ভ্রাতা অন্ধ নরপতি।
তাঁর অন্নে পুষ্ট হ’য়ে হই হীনমতি ॥
সেই পাপে না চিনিনু দুর্লভ রতন।
ধর্ম্মের সহায় সেই নন্দের নন্দন ॥
অর্থ কাম দুই বর্গ ধর্ম্ম মোক্ষ চার।
কৃষ্ণ সেবনের কাছে কিছু নাহি আর ॥
কৃষ্ণভক্তি সম বস্তু কি আছে ভুবনে।
যার লাগি এ ব্রহ্মাণ্ডে মুগ্ধ দেবগণে ॥
শিব করে যাঁরে ধ্যান হইয়া পাগল।
প্রজাপতি যাঁর লাগি তপেতে চঞ্চল ॥
এ হেন রতন সম কি আছে ধরায়।
যে নামের গুণে পাপী বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥
যে প্রেমের গুণে বদ্ধ জগৎ সংসার।
যে আশ্রয়ে সংবর্দ্ধিত পৃথিবী আধার ॥
বৃক্ষমূলদেশে জল করিলে সেচন।
স্কন্ধ শাখা পত্র পুষ্প সবে তুষ্ট মন ॥
সেইরূপ নারায়ণে যেই জন ভজে।
তার পূজা উপনীত দেবতা সমাজে ॥
বর্ষাকালে সূর্য্য হ’তে উপজাত বারি।
পুনরায় গ্রীষ্মে তাহা যায় সূর্য্যোপরি ॥
চেতনাচেতন বিশ্ব সেইরূপ হয়।
হরি হ’তে সৃষ্টি আর হরিতেই লয় ॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে সৃজন।
ভূত প্রাণী অগণন এ চৌদ্দ ভুবন ॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে পালন।
ব্রহ্মাণ্ড হইতে যত কীটাণু গণন ॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে সংহার।
চন্দ্র সূর্য্য ছারখার সহ এ সংসার ॥

কেবা করে দরশন সেই নারায়ণে।
অন্য কোন পথ নাহি বিজ্ঞান বিহনে ॥
সহস্র সহস্র বর্ষ যোগীন্দ্র সুজন।
করিয়া বিবিধ রূপে তপ আচরণ ॥
তবে তাঁরা পায় হৃদে সে রাঙ্গা চরণ।
তপস্যার কষ্ট তাহে হয় নিবারণ ॥
এত যে সংসারে কষ্ট পায় জীবগণ।
একবার যদি করে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥
অমনি ভক্তের সখা করি নানা ছল।
সন্তুষ্ট করেন ভক্তে করিয়া কৌশল ॥
কাহার হয়েন পুত্র কার গুরুজন।
কাহার হয়েন বন্ধু স্বামী কার হন ॥
কাহার নেহারি মহা বিপদে পতন।
তথা বিঘ্নহারী হন শ্রীমধুসূদন ॥
এমন মহিমা যাঁর গোলোকের পতি।
বর দাও যেন মোর তাঁহে থাকে মতি ॥
এত বলি প্রেমভরে বিদুর সুজন।
হইলেন স্থিরচিত্ত না মেলি নয়ন ॥
মধুর সম্ভাষে তবে মৈত্র ঋষিবর।
আতিথ্য করেন তাঁর যতনে বিস্তর ॥
অবশেষে হ'ল তবে বিদুরের মন।
জ্ঞাতিগণে করিবারে শেষ সম্ভাষণ ॥
পুত্রশোকে জর্জ্জরিত অন্ধ নৃপমণি।
হা পুত্র বলিয়া কাঁদে দিবস রজনী ॥
তাঁহার উদ্ধার লাগি করিয়া মনন।
হস্তিনাপুরের দিকে করেন গমন ॥
প্রচেতাগণের হ'ল স্বর্গ-আরোহণ।
এত দূরে মোর কথা হ'ল সমাপন ॥
এত বলি সূত তবে হইলেন স্থির।
হরি-প্রেমে সনকাদি হয়েন অধীর ॥
গীত ছন্দে ভাগবত করিনু রচন।
চতুর্থ স্কন্ধের বাণী হৈল সমাপন ॥
হরির কীর্ত্তন বাণী সদা পুণ্যময়।
থাকিলেও বহু ভ্রম পূজ্য ইহা হয় ॥
পাপী যদি শুনে তার পাপ হয় ক্ষয়।
অতি পুণ্যময় কথা ভাগবত-ময় ॥
এই কথা যেই শুনে পাপ হয় নাশ।
অন্তিম কালেতে হয় তার স্বর্গবাস ॥
রচিল সুবোধ করি সংগীতে বন্ধন।
ভ্রম ভ্রান্তি নাহি ধরো করে আকিঞ্চন ॥

ইতি প্রচেতাগণের বনগমন ও মুক্তিলাভ।

[চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত]

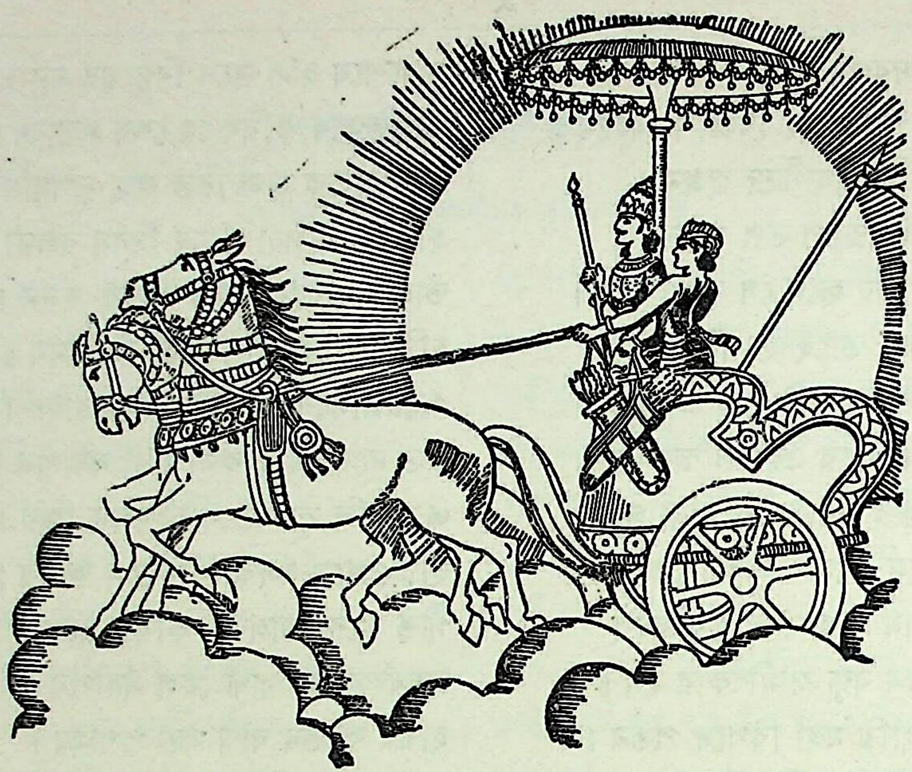

শ্রীমদ্ভাগবত

পঞ্চম স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণে নমস্করি নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি॥
সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ।
নমিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন॥

প্রথম অধ্যায়

রাজা প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান

সূত বলে শুন শুন শৌনক সুজন।
অপরূপ কথা এই শুকের বচন॥
পরীক্ষিৎ এই কথা শুনি মুনিমুখে।
শুকদেবে সম্বোধিয়া কহিলেন সুখে॥
যা কহিলে মুনিবর ভাগবত-কথা।
শুনিয়া ঘুচিল যত অন্তরের ব্যথা॥
আমার সংশয় এবে করহ নির্ব্বাণ।
কোথা পাব গুরু আমি তোমার সমান॥

বিষম বিস্ময় এক হইল আমার।
উপায় করহ তার মোরে বুঝাবার॥
শুনিয়াছি প্রিয়ব্রত মনুর কুমার।
অতি ভাগ্যবান্ রাজা পুণ্যের আধার॥
ভুজবলে শাসিলেন সমগ্র ধরারে।
অতীব উত্তমরূপে পালেন প্রজারে॥
শুনিলাম সেই জন ভক্তিসহকারে।
করিলা ভীষণ ব্রত হরি লভিবারে॥
সেই ব্রতে হ'ল তাঁর সিদ্ধ আত্মজ্ঞান।
আত্মজ্ঞানে পান তিনি ব্রহ্মের সন্ধান॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সেই হরি করিয়া দর্শন।
মুক্ত হন এ সংসারে যত জ্ঞানিজন॥
জ্ঞানী হ'য়ে প্রিয়ব্রত বিশ্ব নৃপমণি।
বিষয়ে আসক্ত কেন হয়েন আপনি॥
সেইটি সংশয় মোর কহিলাম সার।
কহ ঋষি সে সংবাদ গূঢ় সমাচার॥
যে জন বিষয়-সুখে মত্ত অনুক্ষণ।
পুত্র কন্যা দারা সহ থাকয়ে বন্ধন॥
গৃহাসক্ত একেবারে হয় যেই জন।
কি প্রকারে সেবিল সে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
কি উপায়ে সিদ্ধিলাভ হইল তাঁহার।
পুনশ্চ সংসারে রতি একি ব্যবহার॥
ভীষণ সংশয় মোর হতেছে উদয়।
দয়া করি কহ ঋষি কিবা ইহা হয়॥
শুকদেব কহে তবে করি সম্বোধন।
উত্তম করিলে প্রশ্ন তুমি হে রাজন॥
শুনহ রহস্য তার করিব বর্ণন।
কেন প্রিয়ব্রত হন সংসারে মগন॥
যা কহিলে সত্য তুমি বিজ্ঞজন মত।
জ্ঞানীর অন্তর নহে সংসারে নিরত॥
একবার যেই সেবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।
তুচ্ছ হয় তার কাছে পুত্র-রাজ্য-ধন॥
একবার যেই জন পূজে ভগবানে।
বিধিমতে তাঁর জ্ঞান বিরাজে পরাণে॥
একবার যেই দেয় তাঁহে প্রাণ মন।
তুচ্ছ হয় তার কাছে সংসার-বন্ধন॥
প্রিয়ব্রত হন নৃপ জ্ঞানী সেইমত।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বাসনা সতত॥
উপাখ্যান কহি তাঁর করহ শ্রবণ।
শুনিলে সংশয় তব হবে নিবারণ॥
মনুর প্রধান পুত্র প্রিয়ব্রত নাম।
যাঁহার যশেতে পূর্ণ এই ধরাধাম॥
জন্মিল কুমার তাঁর অতি শুভক্ষণে।
আনন্দিত হন মনু হেরি পুত্রধনে॥
সকল লক্ষণযুক্ত সুন্দর তনয়।
পূর্ণিমার শশী যেন ভূতলে উদয়॥
মনু সম পিতা যাঁর শতরূপা মাতা।
পিতামহ যাঁর হন আপনি বিধাতা॥
কি তাঁর অসাধ্য আছে বিশ্বের মাঝার।
ধন রত্ন অতুলন কুবের-ভাণ্ডার॥
সেই পুত্র ক্রমে ক্রমে লভিল যৌবন।
নানা নীতি শিখালেন মনু মহাজন॥
প্রজার পালন আর শত্রুর দমন।
করেন সমগ্র রাজ্য উত্তম শাসন॥
দেবগণে ভক্তি আর বিষ্ণুর সেবন।
মোক্ষ ধর্ম্ম আদি যত নীতির বচন॥
এ সব শিখিয়া পুত্র হ'ল জ্ঞানবান্।
আনন্দে উন্মত্ত হন মনু মতিমান্॥
বিদ্বান্ হেরিয়া পুত্রে মনু মহাশয়।
ইচ্ছিলেন রাজ্যভার দিবারে নিশ্চয়॥
একে রূপবান্ যুবা তাহে গুণময়।
ত্রিভুবনে বুঝি তার তুলনা না হয়॥
প্রিয়ব্রত করি শিক্ষা লভি কিছু জ্ঞান।
একান্তে শ্রীহরি-পদে সঁপেছেন প্রাণ॥
হরির মহিমা তার অন্তরে জাগিত।
হরির কীর্ত্তন গান সতত করিত॥
সহজে বিরাগী হ'য়ে বিষয় উপর।
হরি-প্রেমে উন্মাদিত আপন অন্তর॥

দৈবযোগে একদিন নারদ সুজন।
মনুর প্রাসাদে আসি উপনীত হন॥
মুনিরে হেরিয়া তবে মনুর কুমার।
করযোড়ে কন তাঁরে এই সমাচার॥
দয়া করি মোরে ঋষি দাও আত্মজ্ঞান।
যাহাতে দেখিব কৃষ্ণ করুণা-নিধান॥
শুনিয়া বচন তাঁর ব্রহ্মার নন্দন।
কহিলা তাঁহারে বৎস করহ শ্রবণ॥
তপস্যার শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন।
না হয় অর্জ্জন তার মায়া বিদ্যমান॥
ত্যাগ কর এ সংসার কিছুকাল মত।
চলহ আমার সহ করি হরিব্রত॥
সে গন্ধমাদন গিরি অতি পুণ্যস্থান।
তথায় সাধিলে সিদ্ধ ব্রহ্মার বিধান॥
সেই স্থানে চল বৎস দিব উপদেশ।
যাহাতে হইবে তব শ্রীকৃষ্ণে আবেশ॥
এত বলি প্রিয়ব্রতে করিয়া সংহতি।
গন্ধমাদনেতে ঋষি করিলেন গতি॥
কিবা সিদ্ধ স্থান সেই দেখিতে সুন্দর।
স্বর্ণময় হ’তে শোভে স্বর্ণ শশধর॥
স্বর্ণময় পক্ষী করে মধুর কূজন।
স্বর্ণলতা সহকারে করে আলিঙ্গন॥
স্বর্ণময় নীর বহে সুন্দর গমনে।
স্বর্ণময় মেঘদাম শিখর গগনে॥
হেন রম্যস্থানে গিয়া মনুর কুমার।
ভাবিতে লাগিল মনে হরি সারাৎসার॥
সেবিয়া দেবর্ষিপদ লভে আত্মজ্ঞান।
ভগবান্ পদে মতি দেয় মতিমান্॥
নিদিধ্যাসন জ্ঞানযজ্ঞে রহে সর্ব্বক্ষণ।
ভগবৎ-কীর্ত্তি কথা শ্রবণ মনন॥
পুত্রের বৈরাগ্য হেরি মনু মহাশয়।
পুত্র লাগি সেই স্থানে উপস্থিত হয়॥
পুত্রের মহতী ইচ্ছা করি দরশন।
বিনয় করিয়া কন মনু মহাজন॥
ধন্য সেই জন যেই সেবে নারায়ণ।
সেই হেতু ধন্য তুমি হইলে নন্দন॥
এক আছে সাধ মম করহ শ্রবণ।
আমি হই পিতা তব বহু বিচক্ষণ॥
বয়স অধিক মম হ’য়েছে এখন।
এখন উচিত মোর সেবি নারায়ণ॥
বিশ্ব পালিবারে ব্রহ্মা সৃজিলা আমায়।
কেমনে না পালি বল তাঁহার আজ্ঞায়॥
তোমা গুণবান্ হেরি সাধ মম হয়।
সেবিব শ্রীহরি দিয়া তোমা রাজ্যচয়॥
নবীন বয়স তব অধিক জীবন।
বহুকাল পাবে তুমি সেবিতে সে জন॥
ঈশ্বরে রাখিয়া মতি পাল প্রজাগণে।
লহ পুত্র রাজ্যভার বস সিংহাসনে॥
পিতার বচন শুনি তাঁহার কুমার।
পিতারে কহেন তবে করিয়া বিচার॥
অনিত্য এ রাজ্য-ধন আত্মীয় স্বজন।
কেন পিতা মোরে তাহে করিছ বন্ধন॥
আমি হই তব পুত্র তুমি গুরুজন।
মম হিত ইচ্ছা করা উচিত এখন॥
অতএব রাজ্য-ধনে কেন দাও আশ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মোর সতত প্রয়াস॥
একবার যেই সেবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।
তার কাছে তুচ্ছ হয় এ চৌদ্দ ভুবন॥
রাজ্য-ধনে কার্য্য নাই কহিনু নিশ্চয়।
ইচ্ছা মোর হরিপদে সদা মতি রয়॥
পুত্রমুখে হেন কথা করিয়া শ্রবণ।
বিমুখ হইয়া মনু করেন চিন্তন॥
পিতা তুমি হও মম কমল-আসন।
করহ উপায় মোর বিধান এখন॥
যাহাতে পুত্রের হয় রাজ্য প্রতি মতি।
কর দেব সে উপায় ডাকিছে সন্ততি॥
তব আজ্ঞা পালিলাম সমস্ত জীবন।
এক্ষণে নিতান্ত ইচ্ছা শ্রীহরি-সেবন॥

দয়া করি দয়াময় করহ উপায়।
তব পদে এ মিনতি উদ্ধার আমায়॥
এত বলি স্থির হন মনু মহাশয়।
সে প্রার্থনা ব্রহ্মলোকে শব্দবহ লয়॥
নারদের পাশে তবে প্রিয়ব্রত রন।
তাঁহার সমীপে বসে মনু মহাজন॥
সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ যেন একত্র উদয়।
সে গন্ধমাদন তাহে হয় শোভাময়॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
শুনিলে অবশ্য হবে পাপীর উদ্ধার॥

ইতি রাজা প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রিয়ব্রতকে প্রবোধ

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
প্রিয়ব্রত-বিবরণ অতি মনোহর॥
মনুর বিনয় শুনি তাঁহার কুমার।
না শুনিল লইবারে প্রজা-রাজ্যভার॥
অতি দুঃখে ক্ষুব্ধ মনে মনু নৃপমণি।
পূজিতে থাকেন পিতা ব্রহ্মা পদ্মযোনি॥
মনে আশা হেন তিনি করেন উপায়।
যাহাতে এ রাজ্যভার প্রিয়ব্রত পায়॥
মনুর পূজনে ব্রহ্মা হইয়া চকিত।
ভাবিলেন কেবা পূজা করে আচম্বিত॥
সপ্তর্ষি-বেষ্টিত হ'য়ে কমল-আসন।
মনেতে বিচার করি বুঝেন তখন॥
প্রিয়পুত্র মনু আজি পূজিছে আমারে।
ইচ্ছা তার রাজ্য ত্যজি কৃষ্ণ ভজিবারে॥
তার পুত্র প্রিয়ব্রত অতি ভক্তজন।
বৈরাগ্যে মণ্ডিত সেই করিয়াছে মন॥
নাহি তার ইচ্ছা রাজ্য করিতে গ্রহণ।
সদাই সেবিতে ইচ্ছা হরির চরণ॥
এই কথা মনে ভাবি ব্রহ্মা মহাশয়।
স্বস্থান হইতে ধীরে অবতীর্ণ হয়॥
অপূর্ব্ব মরাল-যানে করি আরোহণ।
নারদের কাছে ব্রহ্মা করে আগমন॥
যেই চায় রথ-পানে এক দৃষ্টে রয়।
অপূর্ব্ব রথের জ্যোতি প্রকাশিত হয়॥
ইন্দ্রাদি যতেক দেব সবে চিনে তাঁরে।
করজোড়ে স্তব পাঠ করে ভক্তিভরে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর ঋষি আর দেবগণ।
একে একে দেখি সবে চিনিল তখন॥
ভক্তিভাবে সকলেই করিল প্রণতি।
সকলেই আনন্দিত নেহারি মূরতি॥
কিবা বর্ণ রক্তময় শোভে চারি কর।
রত্ন মণি নানা অঙ্গে শোভার আকর॥
চারিদিকে সপ্ত ঋষি করে গুণগান।
নবগ্রহ-বেষ্টিত যে চন্দ্রের সমান॥
হেনরূপে দেবলোক করি বিমোহন।
আসিল পুষ্পক রথে উজলি ভুবন॥
একে ত পুষ্পক রথ তাহাতে ব্রহ্মন্।
সপ্ত ঋষি সহ শোভে যেন গ্রহগণ॥
হেনরূপে আলো করি এ মর্ত্ত্যভুবন।
আসিলেন ব্রহ্মা যথা সে গন্ধমাদন॥
যথায় নারদ সহ মনু প্রিয়ব্রত।
জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করে অবিরত॥
ব্রহ্মার বিমান হেরি নারদ সুজন।
পিতার বিমান বলি করে নির্দ্ধারণ॥

মনু মনুপুত্র সহ হ'য়ে একত্রিত।
ত্বরা করি আসিলেন হ'য়ে পুলকিত॥
ক্রমেতে পুষ্পক রথ সম্মুখে আসিল।
আলোকেতে সেই গিরি অতি উজলিল॥
প্রভাতী রক্তিমা যেন অরুণ-কিরণে।
ভূষিয়াছে এ সংসার আপন বরণে॥
সেইরূপ পিতামহ সে গন্ধমাদন।
শোভিলেন নিজ রূপে হ'য়ে প্রকাশন॥
নারদে নেহারি বিধি আগুসারি যায়।
মনুরে নেহারি ব্রহ্মা একদৃষ্টে চায়॥
ব্রহ্মারে নেহারি সবে করিয়া পূজন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দেন কুশের আসন॥
সপ্তর্ষি করিয়া পূজা অপরে তখন।
বসিবারে দিল সবে বিভিন্ন আসন॥
উত্তম বাক্যেতে বলে গুণাবলী তাঁর।
বর্ণনা করিল পরে যত অবতার॥
উৎকর্ষ সকল তাঁর কহে সবিস্তার।
এইরূপে লভে কৃপাদৃষ্টি বিধাতার॥
হেনকালে চতুর্হস্ত তুলি পদ্মযোনি।
আশীর্ব্বাদ করি সবে কহেন তখনি॥
এস বৎস প্রিয়ব্রত মনুর কুমার।
সম্পর্কেতে পৌত্র মম আনন্দ-আধার॥
সুপুত্র হইল মনু করিতে পালন।
আজ্ঞায় আমার করে প্রজার শাসন॥
তাহার তনয় তুমি অতীব সুদক্ষ।
বিদ্যায়, বুদ্ধিতে তব নাহি সমকক্ষ॥
বুঝাতে কি আছে তব বলিতে না পারি।
পিতামহ বলি তব কহি যে বিচারি॥
সামান্য বয়স তব প্রথম যৌবন।
ভোগ-সুখ এ বয়সে হয় আচরণ॥
তাহারে করিয়া ত্যাগ কোন্ বিধানেতে।
ত্যজিয়াছ রাজ্যসুখ বৈরাগ্য মনেতে॥
যাঁর লাগি ত্যজিয়াছ জগৎ সংসার।
হেন ইচ্ছা কভু বাছা নহে তো তাঁহার॥
ভোগ-সুখ আদি যত জীবের কারণ।
তাঁহার ইচ্ছায় বৎস ক'রেছি সৃজন॥
ইচ্ছা তাঁর করি নাশ বৈরাগ্য গ্রহণ।
ইহাতে ঘটিল তব দোষ অগণন॥
প্রভুর সমীপে দোষী হ'য়ে তাঁর দাস।
কেমনে পাইবে তাঁরে করহ বিশ্বাস॥
শিশুমতি তুমি হও কি বুঝ কারণ।
তব পিতা আর গুরু নারদ সুজন॥
আমি যে বিধাতা হই সংসার ভিতর।
সকলেই তাঁর আজ্ঞা পালি নিরন্তর॥
কোন্ বা তপস্যা হেন কোন্ বা সমাধি।
কোন্ বুদ্ধি কিংবা কোন্ বিদ্যা জ্ঞান আদি॥
পারিয়াছে লঙ্ঘিবারে তাঁর অনুমতি।
অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাঁর কহি তব প্রতি॥
ভোগ-সুখ যত কিছু তাঁহার সৃজন।
কোন্ বুদ্ধিবলে তুমি করিছ হেলন॥
জন্ম মৃত্যু শোক মোহ কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
সুখ দুঃখ মোক্ষ আর বিধির বিধান॥
দেব নর পশু যত দেহরূপ ধরে।
ঈশ্বর আদেশে সব কর্ম্ম করিবারে॥
যথাযোগ্য ভোগ-আদি দেন ভগবান্।
জীবের ইচ্ছায় কিছু নয় মতিমান্॥
জন্ম-মৃত্যু সুখ দুঃখ শোক মোহ ভয়।
এই সপ্ত কার্য্যে রত জীব সমুদয়॥
এই সপ্ত পালিবারে দেহের ধারণ।
দেহ ধরি কার সাধ্য করিতে লঙ্ঘন॥
জীব হ'য়ে তুমি বৎস কোন্ বুদ্ধিমতে।
জীবত্বের বিপরীত রত কর্ম্মব্রতে॥
কোন্ বা স্বাধীন হেন আছয়ে ভুবনে।
ঈশ্বর ব্যতীত শক্ত কর্ম্মের কারণে॥
তাঁহারি নিয়মে সৃষ্টি হইল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের শব্দে শাস্ত্র হ'ল বিরচন॥
সেই শাস্ত্রমতে হয় তাঁহার পূজন।
তপনে পূজনে বল স্বাধীন কেমন॥

বলীবর্দ্দে বাঁধি যথা কৃষকনিচয়।
নাসিকা করিয়া বিদ্ধ রজ্জু প্রবেশয়॥
রজ্জুতে আবদ্ধ করি কার্য্যের কারণ।
আপনার ইচ্ছামত করায় ভ্রমণ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় তথা আমি স্রষ্টাজন।
তাঁহারি নিমিত্ত কার্য্য করি অনুক্ষণ॥
আমি হ'য়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহার অধীন।
কার সাধ্য তাঁর কাছে হইতে স্বাধীন॥
শিশুমতি তুমি বৎস না বুঝ কারণ।
ভ্রমহেতু এ বৈরাগ্য ক'রেছ ধারণ॥
কোটি কোটি জীবে যাহা করিছ দর্শন।
এ সমস্ত ভোগাচারী বুঝিও এমন॥
আমা সহ দেবগণে ল'য়ে ভগবান্।
পশু পক্ষী আদি জীব করেন প্রদান॥
চক্ষুষ্মান্ যথা অন্ধে করিয়া ধারণ।
ছায়া-রৌদ্রে যথা ইচ্ছা করায় ভ্রমণ॥
তেমতি ঈশ্বর যিনি আপন ইচ্ছায়।
কার্য্যমতে সুখ-দুঃখে রাখেন সবায়॥
তাঁহারি ইচ্ছায় সুখ দুঃখ ভোগ হয়।
কর্ম্ম জন্য বিধি এই কহিনু নিশ্চয়॥
কর্ম্মত্যাগ করিবারে সাধ্য বল কার।
সুখ দুঃখ সেই হেতু বিধি ব্যবহার॥
মুক্তরূপী যদি বৎস হয় কোন জন।
তথাপি পূর্ব্বের কর্ম্ম না হয় খণ্ডন॥
এইমাত্র ভেদ হয় বদ্ধ মুক্ত জনে।
জন্মান্তর ফলভোগ করে বদ্ধগণে॥
জন্মান্তরে ভোগ নষ্ট করে মুক্তজন।
কর্ম্মহীন কেহ নয় আমার বচন॥
কোন্ ধর্ম্মমতে বাছা নহ কর্ম্মপর।
নাহি তার ফলভোগ কর নিরন্তর॥
বন গৃহ এক হয় সংসার-মাঝারে।
গৃহে বদ্ধ বনে মোক্ষ এ কোন্ বিচারে॥
দোঁহার কর্ত্তাই মন ইন্দ্রিয় যে হয়।
ছয় রিপু সাধনের মহা শত্রুচয়॥
লোলুপ ইন্দ্রিয় যদি থাকয়ে জীবনে।
কেমনে পাইবে মোক্ষ গিয়া সেই বনে॥
জিতেন্দ্রিয় এ সংসারে যেই জ্ঞানিজন।
সমান তাহার পক্ষে গৃহ আর বন॥
গৃহাশ্রম হয় দুর্গ রিপুর কারণে।
প্রবল থাকিতে শত্রু মঙ্গল কেমনে॥
গৃহে থাকি রিপু জয় করি সাধুজন।
তবে বৈরাগ্যের পথে করে বিচরণ॥
ভোগতত্ত্ব এইমত কহিলাম সার।
বুঝিয়া করহ বৎস ইহার বিচার॥
হরি-পাদপদ্মযুক্ত হয় মহাশ্রয়।
বিশুদ্ধ লোকের পক্ষে কহিনু নিশ্চয়॥
বিশুদ্ধ হইতে গেলে চাই গৃহাশ্রয়।
তাহাতে করিয়া ভোগ করে রিপু জয়॥
জ্ঞানী বটে তুমি বৎস মনুর কুমার।
নারদ উত্তম গুরু সত্যই তোমার॥
তথাপি ঈশ্বর-দত্ত যত ভোগচয়।
আগে ভোগ করি কর বৈরাগ্য আশ্রয়॥
উত্তম এ আশা বাছা হরি-পদাশ্রয়।
পালিতে তাঁহার আজ্ঞা উচিত নিশ্চয়॥
পালিয়া তাঁহার আজ্ঞা ভোগ করি শেষ।
বিশুদ্ধ হইও বাছা কহিনু বিশেষ॥
ইহাতে সুফল পাবে মনুর নন্দন।
হরিপদে মতি দিয়া পাল প্রজাগণ॥
পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণকমল।
কোষরূপ দুর্গ কর আশ্রয় কেবল॥
ভোগ সব ভোজ্যবস্তু রাজ্য-অধিকারে।
জিনিয়া ছয়টি রিপু এসো তারপরে॥
স্ত্রীপুত্র করিয়া ত্যাগ, জগৎ-কারণে।
ভজিবে একান্ত মনে নিত্যসনাতনে॥
শুকদেব বলে শুন কহি অতঃপর।
তাহাতে সম্মত রাজা ব্রহ্মার গোচর॥
হরি-কথা বলি তবে কমল-আসন।
আশীর্ব্বাদ করি করে রথে আরোহণ॥

ব্রহ্মার ভারতী হেন করিয়া শ্রবণ।
প্রিয়ব্রত পিতৃ-রাজ্যে করেন গমন ॥
এই তো কহিনু রাজা প্রশ্নের উত্তর।
অতীব উত্তম ইহা শ্রুতি-মনোহর ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
প্রিয়ব্রত উপাখ্যান নাশে মায়া ভার ॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রিয়ব্রতকে প্রবোধ।

প্রিয়ব্রত চরিত্র কথা

শুক কন শুন শুন নৃপ পরীক্ষিৎ।
প্রিয়ব্রত-গুণকথা স্বভাব চরিত ॥
ব্রহ্মার শুনিয়া বাণী মনুর কুমার।
করিতে হইল ইচ্ছা পুনশ্চ সংসার ॥
প্রিয়ব্রতে দিয়া রাজ্য মনু মহাশয়।
ছাড়িল সকল কিছু বিষয়-আশয় ॥
যাহার প্রভাবে ছিন্ন সংসার-বন্ধন।
প্রিয়ব্রত ভজে সেই শ্রীহরি-চরণ ॥
রাগ দ্বেষ মল যত দূরীভূত হয়।
তথাপি পালিল ব্রহ্মা-আজ্ঞা সুনিশ্চয় ॥
বিশ্বকর্ম্মা-দুহিতা সে নাম বর্হিষ্মতী।
নবীনা যুবতী তাহে সর্ব্বগুণবতী ॥
ব্রহ্মার অনুজ্ঞা-মতে নবীন রাজন্।
রাজ্য সহ তার পাণি করেন গ্রহণ ॥
একে ত মনুর পুত্র নৃপতি ধরার।
কিসের অভাব বল হইবে তাহার ॥
কুবের ভাণ্ডারী যার রাজ্য ভূমি ধরা।
চন্দ্র সূর্য্য যার ভৃত্য শক্তি যার পরা ॥
সিংহের কুমার সম তেজেতে ভীষণ।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কষিত কাঞ্চন ॥
নবীন যৌবনে ধরি সংসারেতে মতি।
প্রাণসমা পাইলেন সতী বর্হিষ্মতী ॥
উর্ব্বশী মেনকা লজ্জা পায় হেরি রূপ।
অতুলনা ধরা-ধামে কে বর্ণে স্বরূপ ॥
সে হেন যুবতী সহ নবীন রাজন।
আনন্দে মাতিয়া রাজ্য করেন শাসন ॥
তেজেতে দ্বিতীয় সূর্য্য করিতে শাসন।
আনন্দে দ্বিতীয় চন্দ্র প্রেমিক-রতন ॥
দুঃখীর দুঃখের কালে করুণা-সাগর।
দুষ্টের শাসনে যেন যম দণ্ডধর ॥
কি কব চন্দ্রের কথা পক্ষে পক্ষে লয়।
আজন্ম সম্ভোগে নৃপে যৌবন না ক্ষয় ॥
অক্ষয় যৌবনে নৃপ প্রেয়সী পাইয়া।
নিশিদিন রহিলেন আনন্দে মাতিয়া ॥
করিলেন ভোগ রাজা নিজ অভিলাষে।
কার সাধ্য সেই লীলা বর্ণিয়া প্রকাশে ॥
যৌবন-আনন্দে মাতি নবীন রাজন।
করেন ভার্য্যাতে দশ পুত্র উৎপাদন ॥
দশ পুত্র দশ শশী ভূমে খসি রয়।
কলায় কলায় যেন ক্রমে বৃদ্ধি হয় ॥
জ্যোৎস্না সমান দুই কুমারী হইল।
শারদ আকাশে যেন রোহিণী শোভিল ॥
ঊর্জ্জস্বতী ও স্বরূপা দোঁহাকার নাম।
রূপে গুণে ধর্ম্মে খ্যাত এই ধরাধাম ॥
অগ্নীধ্র সবন কবি আর মহাবীর।
যজ্ঞবাহু ইধ্মজিহ্ব ঘৃতপৃষ্ঠ ধীর ॥
মেধাতিথি বীতিহোত্র শান্তমতি হয়।
লইয়া হিরণ্যরেতা দশটি তনয় ॥
দশপুত্র মধ্যে সাত সংসারী কুমার।
ঊর্দ্ধরেতা তিনজন ভক্তির আধার ॥
কবি মহাবীর আর সবন সুজন।
পরমহংসের ব্রত করি আচরণ ॥

সংসারে বিরাগী হ'য়ে ত্যজি রাজ্যধন।
শ্রীকৃষ্ণে করিল এবে প্রাণাদি অর্পণ॥
আর সাত পুত্রে ল'য়ে রাজা প্রিয়ব্রত।
রাজনীতি শিখিবারে করেন নিরত॥
পিতার যতনে তাঁর সাতটি কুমার।
বৃহস্পতি সম জ্ঞানে ধরিল আকার॥
আর এক পত্নী ছিল নৃপের নিশ্চয়।
তার গর্ভে তিন পুত্র ক্রমে ক্রমে হয়॥
তামস রৈবত আর উত্তম নামেতে।
তিন পুত্র রূপে গুণে অসীম বীর্য্যেতে॥
তিন মন্বন্তরে এই তিনটি কুমার।
লইয়াছিলেন ক্রমে বিশ্ব-রাজ্যভার॥
এই তিন পুত্র তাঁর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হয়।
রাজ্যভার এই তিনে সমর্পিত রয়॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার মনুর কুমার।
অখণ্ড যৌবনে রত সম্ভোগে অপার॥
ক্রমে তিন পুত্র আয়ু একে একে ক্ষয়।
একাধিক দশার্ব্বুদ বর্ষ গত হয়॥
এত কাল ভোগ করি প্রতাপে ভীষণ।
রহিলেন কর্ম্মে রত মনুর নন্দন॥
কি কব তেজের কথা পাণ্ডুবংশধর।
এক ইতিহাস তার শুন অতঃপর॥
একদা ভ্রমণকালে মনুর নন্দন।
অকস্মাৎ নভস্তলে মেলিল নয়ন॥
নয়ন মেলিয়া নৃপ করেন দর্শন।
করিতেছে সূর্য্যদেব সুমেরু বেষ্টন॥
সুমেরু বেষ্টন-কালে প্রবল তপন।
জগতে প্রকাশ করে আপন কিরণ॥
বিশ্বের অর্দ্ধাংশে আসি পড়িছে কিরণ।
অপরার্দ্ধ অন্ধকারে রহে আবরণ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া রাজা হন ক্রুদ্ধ অতি।
হেন কার্য্য মম রাজ্যে করে দিবাপতি॥
একদিক সুপ্রকাশ আর অন্ধকার।
একদিকে সুখী প্রজা অন্যে দুঃখভার॥
অনাচার হেরি নৃপ করিয়া মনন।
আপনার দেহ-তেজ করেন বর্দ্ধন॥
কি অসাধ্য আছে তার মনুর নন্দন।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র তাহে হরি-পরায়ণ॥
মহাবীর্য্যে নিজ তেজ করিয়া বর্দ্ধন।
কোটী সূর্য্য সম প্রভা করি প্রকাশন॥
আনিয়া আপন রথ করি আরোহণ।
উঠিলেন সূর্য্যলোকে দেখাতে কিরণ॥
ধ্রুবলোকে উঠি রাজা ধরিয়া কিরণ।
সূর্য্যদেবে সাতবার করেন বেষ্টন॥
তাঁহার বেষ্টনে নিশা হইল বিনাশ।
সর্ব্বত্রই চিরকাল দিবার প্রকাশ॥
হেন কার্য্য দেখি তবে কমল-আসন।
ত্বরায় তাঁহার কাছে করেন গমন॥
আসি পিতামহ তাঁহে কহেন বচন।
এ কার্য্য করিছ বৎস বল কি কারণ॥
ভূমি-ভাগ শাসিবারে ক্ষমতা তোমার।
সম্পত্তি দিলাম মম যতেক ভূভার॥
পিতৃধনে অধিকারী তুমি নরপতি।
স্বর্গলোকে কেন বৎস হ'ল তব গতি॥
অনিয়ম ত্যাগ কর ফিরহ ভুবন।
আমার আজ্ঞায় রবি দেখাবে কিরণ॥
ব্রহ্মার বচনে রাজা হ'য়ে হরষিত।
শূন্যলোক হ'তে ভূমে হন উপনীত॥
অপূর্ব্ব নৃপের বীর্য্য শুন পরীক্ষিৎ।
কি ঘটিল অতঃপর কহিব নিশ্চিত॥
রথবেগে প্রিয়ব্রত ক্রমে সপ্তবার।
তপনের চারিদিকে করেন বিহার॥
সেই সপ্ত রথচক্রে ভুবন ভিতর।
হইল ভীষণ গর্ত্ত সাতটি সাগর॥
সাতটি সাগরে ভাগ এই বিশ্ব হয়।
সপ্তদ্বীপ সে অবধি মর্ত্ত্যে প্রকাশয়॥
জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ শাল্মলী পুষ্কর।
শাক সহ সপ্তদ্বীপ পৃথিবী-ভিতর॥

প্রথম হইতে পরবর্ত্তী দ্বীপচয়।
আধিক্যে দ্বিগুণতর বিস্তারেতে হয়॥
সাত দ্বীপে সপ্তাম্বুধি করিয়া বেষ্টন।
বিভিন্ন করিয়া রাজ্যে করিল শোভন॥
ইক্ষু সুরা দধি দুগ্ধ ক্ষীর শুদ্ধ জল।
লবণ লইয়া সপ্ত সাগর সকল॥
এই সাত দ্বীপে তবে মনুর কুমার।
ভাগ করি সাত পুত্রে দেন রাজ্যভার॥
সাত পুত্রে সাত দ্বীপ করি সমর্পণ।
নিশ্চিন্ত হয়েন তব মনুর নন্দন॥
আছিল দুহিতা তাঁর নামে উর্জ্জস্বতী।
ক্রমেতে হইল সেই নবীনা যুবতী॥
যৌবন নেহারি তার নৃপ প্রিয়ব্রত।
পরিণয় দিতে তার হন সমুদ্যত॥
দৈত্যের আচার্য্য শুক্র অতীব সুজন।
তাঁহারে করিলা নৃপ কন্যা সমর্পণ॥
তার গর্ভে দেবযানি নামেতে তনয়া।
হয় সেই ক্রমে রূপে ভুবন-বিজয়া॥
এইরূপে সংসারের যত ভোগচয়।
একে একে নৃপমণি ভোগেন নিশ্চয়॥
ভোগ সমাপন করি করি স্থির মন।
নারদের উপদেশ করেন মনন॥
বিরক্তি পুনশ্চ তাঁর হইল উদয়।
ভোগেতে ক্রমেতে ঘৃণা হইল নিশ্চয়॥
পরম বিবেক নৃপ করিয়া আশ্রয়।
রাজ্য-ধন-পত্নী-পুত্রে বিস্মরণ হয়॥
ছেদ করি স্নেহপাশ ভ্রম মোহ যত।
হইলেন জ্ঞানময় হরিপদে নত॥
হরিপদে প্রাণ সঁপি পত্নী রাজ্যধন।
পরিত্যাগ করি রাজা করেন গমন॥
দেহ মন প্রাণ রাজ্য হরির চরণে।
সঁপিলেন একে একে পুলকিত মনে॥
ভোগ করি যেই জন হয় জ্ঞানপর।
অবশ্য তাঁহার মুক্তি সংসার ভিতর॥
অনাসক্ত ভোগে হয় মহাকর্ম্ম ক্ষয়।
কর্ম্মক্ষয়-স্থান এই সংসার নিশ্চয়॥
এত কহি শুকদেব কহেন রাজনে।
হরি স্মরি মুক্তি পায় যত ভোগিজনে॥
যেই কর্ম্ম অনায়াসে সাধে প্রিয়ব্রত।
কেবা সেই কর্ম্ম পারে ঈশ্বর ব্যতীত॥
অন্ধকার লুপ্তি ইচ্ছা করিয়া মানসে।
রথচক্রে সৃজে সপ্ত সিন্ধু অনায়াসে॥
দ্বীপ ভাগ করি পৃথ্বী করে সন্নিবেশ।
নদী গিরি বন আদি স্থাপিল বিশেষ॥
ভগবৎভক্ত-প্রিয় রাজা প্রিয়ব্রত।
ত্রিগুণ-উৎপন্ন কর্ম্মে নাহি দেয় মত॥
নরকের তুল্য তাহা মনে মনে মানে।
একমাত্র ভক্তি তাঁর ঈশ্বর-চরণে॥
এই ত কহিনু রাজা প্রিয়ব্রত-কথা।
বংশের চরিত্র এবে শুনহ সর্ব্বথা॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে পাপীর নাশ হয় পাপভার॥

ইতি প্রিয়ব্রত চরিত্র কথা।

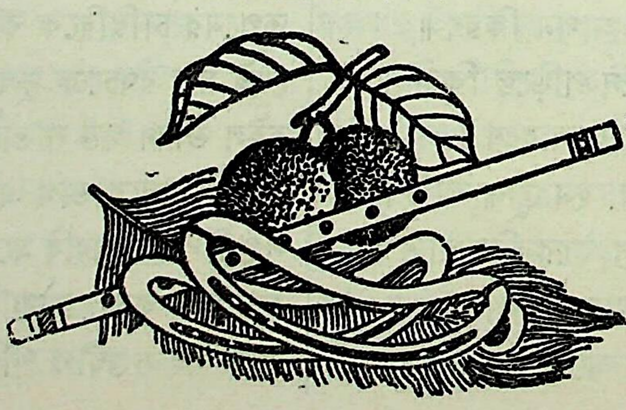

দ্বিতীয় অধ্যায়

অগ্নীধ্র-চরিত্র-কথা

শুকদেব পরীক্ষিতে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
প্রিয়ব্রত-জ্যেষ্ঠ-পুত্র অগ্নীধ্র নামেতে।
রাজা হ'ল জম্বুদ্বীপে পিতৃ-আদেশেতে॥
রাজার ধরম হয় প্রজার পালন।
অগ্নীধ্র জানেন এই পিতার বচন॥
প্রতাপে দ্বিতীয় সূর্য্য সম বলবান্।
সৌন্দর্য্যে হয়েন তিনি কন্দর্প সমান॥
রাজনীতি ব্রহ্মনিষ্ঠা সকলে তৎপর।
কিন্তু তাঁর দৃঢ়মতি সংসার উপর॥
সংসার করিতে ইচ্ছা রাজার সন্ততি।
সেইমতে থাকিলেন কিছু দিবারাতি॥
ক্রমেতে হইল ইচ্ছা সম্ভোগ কারণ।
যাহাতে সন্তান তাঁর হয় উৎপাদন॥
পুত্র-পত্নী ধন ল'য়ে সুখে নৃপবর।
যাপিবেন নিজ আয়ু সংসার ভিতর॥
ইহার সাধন আশে হইয়া তৎপর।
সাধনার লাগি যান পর্ব্বত মন্দর॥
মন্দর পর্ব্বতে গিয়া জম্বু নৃপবর।
ভগবান্ আরাধনে সঁপিলা অন্তর॥
যজ্ঞ পুষ্প অগ্নি আর পূজোপকরণ।
লইয়া ব্রহ্মার পূজা করিতে মনন॥
কঠিন তপস্যা-ভরে করি স্থির মন।
একান্তে করেন নৃপ কঠোর সাধন॥
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মাঝে বর্ষার বরষে।
শীতেতে জলের মধ্যে সাধেন হরষে॥
এক পদে সূর্য্য প্রতি মেলিয়া নয়ন।
করিতে লাগিল নৃপ কঠোর সাধন॥
সঙ্কল্প কেবল তাঁর নারী লভিবারে।
রতি পুত্র লাভ যাহে হয় এ সংসারে॥
কঠোর তপস্যা-বলে অগ্নীধ্র রাজন।
ক্রমেতে হইল তাঁর সিদ্ধির লক্ষণ॥
প্রজাপতি জানিলেন নৃপতির আশ।
করিলেন ইচ্ছা তাঁর মিটাতে পিয়াস॥
দেব-সভা-মাঝে এক অপ্সরা সুন্দরী।
পূর্ব্বচিত্তি নামে ছিল তথায় বিহরি॥
অপ্সরা দেখিয়া তবে প্রভু ভগবান্।
করিলেন মিষ্টভাষে আদেশ প্রদান॥
শুনহ অপ্সরা এবে আমার বচন।
ভুবনে ত্বরায় তুমি করহ গমন॥
জম্বুদ্বীপ-অধিপতি অগ্নীধ্র রাজন।
নারী লাগি করিতেছে কঠিন সাধন॥
তাঁহার সমীপে গিয়া মোহিয়া তাঁহায়।
দাও তাঁরে রতি-পুত্র যাহা নৃপ চায়॥
ভগবান্ আজ্ঞা পেয়ে অপ্সরা তখন।
মন্দর পর্ব্বতে ত্বরা করিল গমন॥
একে ত মন্দর গিরি পর্ব্বতের সার।
তাহাতে বসন্তকাল তথায় প্রচার॥
শৃঙ্গেতে সুবর্ণ-মেঘ তলে তৃণ নব।
কত শত উপবন শোভে অভিনব॥
অঙ্গেতে তটিনী বহে অতি মৃদুধারে।
হীরকের কণা হেন রৌপ্যের আধারে॥
সারস সারসী কত কুমুদ কহ্লার।
কনক কমল কত অতুল শোভার॥
স্থানে স্থানে কুঞ্জচয় অতি শোভাময়।
নব লতা নব গুল্ম নব তরুচয়॥

নবীন মুকুল কিবা নব পুষ্প ফল।
নানা বর্ণে সুরঞ্জিত দেখিতে উজ্জ্বল ॥
নিকুঞ্জে কুসুমকলি মুকুতার সার।
নানা বর্ণে শোভে যেন নানা মণি-ভার ॥
এ হেন কুঞ্জের শাখে সুকণ্ঠ বিহঙ্গ।
দলে দলে ডাকে করি কত শত রঙ্গ ॥
হরিণ-হরিণী রহে সারস সারসী।
সারী শুক পিকবর গান গাহে বসি ॥
আনন্দের স্থান সেই আনন্দে মণ্ডিত।
অপ্সরা কিন্নরী সবে তথায় শোভিত ॥
আপন বল্লভ সহ দেবকন্যাগণ।
অনঙ্গ-রঙ্গেতে সবে করে বিচরণ ॥
কেহ হাসে কেহ রত মান-অভিমানে।
কেহ বা যুগল প্রেমে মত্ত নিজ প্রাণে ॥
দেবকন্যা গন্ধর্ব্বাদি সকলে মিলিয়া।
যুগল আনন্দে তথা ঘুরিছে ভ্রমিয়া ॥
হেন মনোহর স্থানে অগ্নীধ্র রাজন।
পত্নীর লাগিয়া তপ করে আচরণ ॥
তপস্যায় রত রাজা কামের আশয়ে।
বিষ্ণুর সমীপে করে কামনা হৃদয়ে ॥
শতচন্দ্র সম দীপ্তি কুঞ্জের মাঝার।
কার সাধ্য নহে মুগ্ধ হেরিলে আকার ॥
হেনরূপে আলো করে অগ্নীধ্র রাজন।
পূর্ব্বচিত্তি তাঁর কাছে করে আগমন ॥
স্বর্গের অপ্সরা একে দেব-বিমোহিনী।
যৌবনে মণ্ডিত মূর্ত্তি নবীনা কামিনী ॥
রূপের প্রভায় রাজা মেলিয়া নয়ন।
চিত্তির অদ্ভুত মূর্ত্তি করিলা দর্শন ॥
কামিনী কাহারে বলে জ্ঞান নাহি ছিল।
কি বলিবে রাজা তারে ভাবিতে লাগিল ॥
কামিনী কি দেবমায়া হইল সংশয়।
কিন্তু হেরি কামী মন চঞ্চল যে হয় ॥
চঞ্চল হইয়া রাজা চাহে একমনে।
ভাবে কিসে তায় আমি তুষি সম্বোধনে ॥
লইয়া রূপের ডালি অপ্সরা সুন্দরী।
রাজার সম্মুখে আসি মন নিল হরি ॥
সুঠাম হেরিয়া তার উন্মত্ত রাজন।
করিতে লাগিল তারে মিষ্ট সম্ভাষণ ॥
নয়ন অর্পিয়া সেই মোহিনীর রূপে।
আশ্চর্য্য কামের বাণ প্রবেশিল ভূপে ॥
রাজা কহে কে তুমি হে রূপের আকর।
বিষ্ণুমায়া কিংবা তুমি হও মুনিবর ॥
নেহারি আকার তব ঘটিল সংশয়।
কি লাগি বদনে তব শোভে ধনুর্দ্বয় ॥
গুণহীন ধনু ল’য়ে কি করিবে বল।
ভয় প্রদর্শন তব ব্রত কি কেবল ॥
আমরা মৃগের সম কামময় জন।
করিতেছ সাবধান ল’য়ে শরাসন ॥
পুরুষ কেমনে তোমা কহিব সুজন।
তুমি ত পুরুষ নহ আমার মতন ॥
কমল সমান তব যুগল নয়ন।
তাহাতে সুতীক্ষ্ণ তীর কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥
কি জন্য ধরিলা তীর হেন খরসান।
বল বল বাঞ্ছা কার বধিবারে প্রাণ ॥
শর ধনু দেখি আমি হইয়াছি ভীত।
নারী যদি হও তুমি কর সন্তোষিত ॥
অকালে মলয় মাখি সুগন্ধি চন্দন।
তব অঙ্গ-গিরি হ’তে হয় প্রবহন ॥
বদন-সরসী ’পরে কমল নয়ন।
তাহাতে তারকাদ্বয় যুগল খঞ্জন ॥
পীত পটরূপ তব নিতম্বমণ্ডলে।
কদম্বকুসুমকান্তি কিভাবে লভিলে ॥
চক্রাকারে শোভে তাহে জ্বলন্ত অঙ্গার।
কোথায় বল্কল তব বসন-আকার ॥
নূপুরের ধ্বনি যেন ভ্রমর-ঝঙ্কার।
উদয় ও অস্তগিরি যুগ্ম-স্তনভার ॥
ইহাতে কুঙ্কুম মাখা অশোকের দাম।
ইহা দেখি লুপ্ত কার থাকে বল কাম ॥

কি দ্রব্য ধরিয়া তুমি স্তনের ভিতর।
সাবধানে রাখিবারে এতই কাতর ॥
আমি পৃথিবীর রাজা লোভ তোমা প্রতি।
এ হেন অমূল্য ধন সংসারে সম্প্রতি ॥
কি জন্য যতনে রাখ ও কুচ-ভাণ্ডার।
কি জানি কি ধন আছে উহার মাঝার ॥
দাও লো সুভগে মোরে স্তন-পরিচয়।
কেন ঢাক বারংবার বস্ত্রে স্তনদ্বয় ॥
অপূর্ব্ব রূপেতে তুমি রতি কোন্ ছার।
বুঝিয়াছি তুমি নারী প্রকৃতির সার ॥
আহার করেছ কিবা বলত আমারে।
তাহাতে হবির গন্ধ আসে চারিধারে ॥
বিষ্ণুকলা হও তুমি, তব কর্ণদ্বয়।
মকরকুণ্ডলে দেখি সুশোভিত হয় ॥
সরোবর তুল্য তব বদনমণ্ডল।
মীনদ্বয় তাহে যেন নয়নযুগল ॥
হংসতুল্য দন্তপংক্তি তাহে শোভা পায়।
গন্ধলুব্ধ অলিকুল সমীপেতে যায় ॥
যে কন্দুকে কর তুমি করেতে আঘাত।
চঞ্চল নয়নে মোর করিছে নির্ঘাৎ ॥
বক্রকেশ হয় দেখ বন্ধন মোচন।
কামুক পবন বস্ত্র করিছে হরণ ॥
তপস্বীর বিঘ্নকর রূপরাশি তব।
কোথায় পাইলে সখা এত অভিনব ॥
কিবা ব্রহ্মা পাঠালেন বলহ সত্বর।
ভার্য্যারূপে মোর সাথে করিবারে ঘর ॥
বোধ হয় তুষ্ট হ'য়ে কমল-আসন।
নির্জ্জনে বসিয়া তোমা করিয়া গঠন ॥
নারীরূপে মোর আজি পূরাতে বাসনা।
পাঠাইলা তোমা সম অপূর্ব্ব ললনা ॥
তোমারে না কভু আমি করিব বর্জ্জন।
তোমাতে নিবিষ্ট মোর হইয়াছে মন ॥
শুন শুন সুলোচনে আমি তব দাস।
চল চল সেই স্থানে যথা অভিলাষ ॥
প্রাণের প্রেয়সী তুমি হও অবিরত।
চিরদিন আমি তব রব অনুগত ॥
এত বলি মুগ্ধ হ'য়ে অগ্নীধ্র রাজন।
শিলাতলে বসিলেন প্রেমাকুল মন ॥
রাজায় আকুল হেরি অপ্সরা সুন্দরী।
কায়মনে পিতামহে হৃদয়েতে স্মরি ॥
বুদ্ধি রূপ চরিত্র আর অনন্ত যৌবন।
দেখিয়া আকৃষ্ট হয় অপ্সরার মন ॥
কটাক্ষ-ক্ষেপণে আর সুহাস হাসিয়া।
নৃপের সমীপে কহে কটাক্ষে চাহিয়া ॥
অতি পুণ্যবান্ তুমি ভারত রাজন।
তোমা সম গুণবান্ আছে কোন্ জন ॥
অপূর্ব্ব সাধিলা আগে ব্রহ্মার কারণ।
অন্তরে করিয়া এক ভার্য্যার কামন ॥
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে সেই বিধিবর।
পাঠাইল আমা এবে তোমার গোচর ॥
আমি নারী জাতি হই কামিনী তোমার।
নবীনা যুবতী তাহে সকলের সার ॥
শাস্ত্রমতে কর রাজা আমায় গ্রহণ।
আমাতে জন্মিবে তব পুত্র কন্যাগণ ॥
হেন কথা শুনি রাজা নমি বিধিবরে।
শুভক্ষণে অপ্সরীর ধরে দুই করে ॥
প্রেমেতে উন্মত্ত হ'য়ে সম্ভোগ করিয়া।
লভিলেন নয় পুত্র তাঁহারে পাইয়া ॥
ঋতুমতে মহারাজা অপ্সরা সহিত।
কাম চরিতার্থ করি রহিলা নিশ্চিত ॥
প্রেম কাম পুত্র ধন যুবতী কামিনী।
এই ল'য়ে গত হয় দিবস যামিনী ॥
ক্রমেতে বিগত তাঁর হইল যৌবন।
বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহে দিল দরশন ॥
কিম্পুরুষ হরিবর্ষ নাভি হিরণ্ময়।
রম্যক ভদ্রাশ্ব কুরু তার পুত্র হয় ॥
আর পুত্র ইলাবৃত কেতুমাল নাম।
সকলেই হয় তারা অতি গুণধাম ॥

এই নয় পুত্র তাঁর হ'ল গুণবান।
যৌবনে পড়িল সেই নয়টি সন্তান॥
সুপুত্র হেরিয়া তবে আপনি রাজন।
নয় অংশে রাজ্য তাঁর করে বিভাজন॥
নয় অংশে জম্বুদ্বীপ নয় পুত্রে দিয়া।
নানা যজ্ঞে রত রাজা বেদ-বিধি নিয়া॥
পত্নী পুত্র কাম্য কর্ম্মে করি উপাসন।
অপ্সরালোকেতে যায় অগ্নীধ্র রাজন॥
ভোগে যার মতি থাকে বিষ্ণুকে স্মরিয়া।
মোক্ষহীন সুখ তার সংসারে থাকিয়া॥
স্বর্গাদি তাহার লাগি হয় ভোগ-স্থান।
অগ্নীধ্র ত্যজিয়া দেহ সেই স্থান পান॥
পিতার মৃত্যুর পর ভাই নয় জন।
একে একে বিবাহিল রমণীরতন॥
মেরুদেবী প্রতিরূপা উগ্রদংষ্ট্রী রম্যা।
দেববীতি ভদ্রা নারী আর লতা শ্যামা॥
মেরুর নয়টি কন্যা নয়জনে তারা।
বিবাহ করিয়া সুখে পালে পিতৃধারা॥
এত কহি শুক তবে হইলেন স্থির।
আশ্চর্য্য হয়েন তবে পাণ্ডুবংশবীর॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
অগ্নীধ্র-চরিত্র-কথা ভোগের বিচার॥

ইতি অগ্নীধ্র-চরিত্র-কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

নাভির চরিত্র উপাখ্যান

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি চরিত্র সুন্দর॥
অগ্নীধ্রের নয় পুত্র অতি সুলক্ষণ।
নাভি হরিবর্ষ আর রম্যক সুজন॥
ইলাবৃত কিম্পুরুষ কুরু মহাজন।
সকলেই রূপে গুণে হয় অতুলন॥
হিরণ্ময় ও ভদ্রাশ্ব কেতুমাল নয়।
এই গুণধর পুত্র অগ্নীধ্রের হয়॥
সর্ব্বগুণে গুণধর এই নয় জন।
রূপ গুণ ইহাদের না যায় বর্ণন॥
উপযুক্ত হেরি সবে অগ্নীধ্র রাজন।
নয়ভাগে এই ধরা করি বিভাজন॥
প্রত্যেকে বিভিন্ন রাজ্যে অভিষেক করি।
দেহত্যাগ করিলেন নৃপতি-কেশরী॥
নয় ভাই লাভ করি নয় সিংহাসন।
শোভিল গগনে যেন নবীন তপন॥
মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রা, শ্যামা।
লতা, ভদ্রা, নারী আর দেববীতি রম্যা॥
মেরুর এ নয় কন্যা অতি রূপবতী।
বিবাহ করিল এই নয়টি সন্ততি॥
নবীনা মহিষী সবে করিল গ্রহণ।
চন্দ্রের সহিত যেন রোহিণী মিলন॥
এই ভাবে নয় ভাই ধর্ম্মরক্ষা করি।
পৃথিবী পালনে রত দিবা বিভাবরী॥
বয়োজ্যেষ্ঠ হয় নাভি যশঃ কীর্ত্তিমান্।
নিজ নামে নিজ রাজ্য করেন আখ্যান॥
রূপেতে দ্বিতীয় কাম নবীন যৌবন।
জ্ঞানে বৃহস্পতি তুল্য শাসনে শমন॥

হেনরূপে সেই নাভি পালি প্রজাগণ।
স্থাপিল অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দ্বিতীয় তপন॥
মেরুদেবী নামে তাঁর মহিষী সুন্দরী।
অতি পতিব্রতা রহে নৃপে মুগ্ধ করি॥
দান ধ্যান ব্রত কর্ম্ম প্রজার পালন।
দণ্ড কর আর যত রাজ্যের শাসন॥
মান ধন যত কিছু হয় প্রয়োজন।
সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ সে নাভি রাজন॥
সর্ব্বভোগে নাভি রাজা মহিষী সহিত।
হৃদয়ের যত আশা করেন পূরিত॥
কুবের ভাণ্ডারী যার দাস দেবগণ।
কি অলভ্য তার কাছে এ বিশ্বে গোপন॥
হেন ভাবে গেল দিন বিষয়ের রসে।
তথাপি না তৃপ্ত রাজা কামের হরষে॥
একদা মহিষী সহ নিকুঞ্জে পশিয়া।
নানা প্রেমালাপে গেল সময় কাটিয়া॥
নন্দন সমান একে সেই উপবন।
তাহাতে বসন্তকাল হয় প্রকাশন॥
ফল ফুলে তরু গুল্ম আর লতাচয়।
পরিমল মাখি বায়ু উপবনে রয়॥
গগনে বাসন্তী জ্যোৎস্না নিম্নে পুষ্পচয়।
সরসীতে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত রয়॥
শাখিশাখে করে পাখী সন্ধ্যার কূজন।
মধুর মলয় বহে গন্ধে সুশোভন॥
হেনকালে রাণী করে সম্ভাষ রাজায়।
মধুর গুঞ্জন যেন কমলের গায়॥
একে ত সুন্দরী তাহে পতি-পরায়ণা।
কমলের সম কান্তি নবীন-যৌবনা॥
চঞ্চল নয়নে করি কটাক্ষ ক্ষেপণ।
বাম করে নৃপ-কর করিয়া ধারণ॥
কহিতে লাগিল শুন প্রাণের ঈশ্বর।
কেন যে হৃদয় মম হইল কাতর॥
তুমি যার পতি তার অভাব কি রয়।
স্বর্গের মঙ্গল তার করগত হয়॥
এত সুখে আমি হই অতি দীন হীন।
দুর্ভাগা সে নারী যেই সুপুত্র-বিহীন॥
দুর্ভাগ্য সে কুল যাহে নাহি বংশধর।
পাপী পিতা যার নাই পুত্র গুণধর॥
কহ রাজা হ'য়ে আমি তোমার গৃহিণী।
কেন পুত্রধনে আজ হই কাঙ্গালিনী॥
ত্রিলোকের মাঝে যত বৈভব বিষয়।
সকলই মোর পক্ষে বিষ সম হয়॥
কর রাজা সে উপায় নিবেদি তোমায়।
পুত্রহীনে এ বৈভব শোভা নাহি পায়॥
রমণীর কথা শুনি সে নাভি রাজন।
পুত্র লাভ করিবারে করে আকিঞ্চন॥
নিকুঞ্জ হইতে গৃহে আগমন করি।
মহাদুঃখে যাপিলেন দিবা বিভাবরী॥
প্রভাতে উঠিয়া বসি রাজ-সিংহাসনে।
ডাকিল যতেক নিজ বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে॥
গুরু পুরোহিত আর পণ্ডিত সুজন।
রাজার হিতৈষী আর যত সভ্যগণ॥
সকলেরে একে একে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল নৃপ মধুর বচন॥
পুরজন আদি শুন সবার সকাশ।
মনোভাব আজি এক করিব প্রকাশ॥
পুণ্যবান্ পিতা মম মনুবংশধর।
নব পুত্রে নেহারিয়া নব-গুণধর॥
সমর্পিলা এই ধরা করিতে পালন।
করিতে বংশের নাম মর্য্যাদা রক্ষণ॥
পিতৃলোক দেবলোক যজন যাজন।
জীব-হিত-কর্ম্ম যত করিতে সাধন॥
কুপুত্র জন্মিনু আমি বংশেতে তাহার।
কোন কর্ম্ম আমা হ'তে না হ'ল উদ্ধার॥
আজীবন ভোগে মাতি লইয়া বিষয়।
অতীত করিনু এই যৌবন নিশ্চয়॥
অদ্যাপি না হয় মম একটি নন্দন।
কেমনে থাকিবে বংশ কহ সভাজন॥

অপুত্রক্ যেই হয় পাপী তারে কয়।
কুলনাশ ধর্ম্মনাশ তার জন্য হয়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি সব নিষ্ফল তাহার।
পুত্রহীনে মুক্তি নাই শাস্ত্রের বিচার॥
যৌবন হইল গত না হয় কুমার।
করহ সকলে মিলি যুকতি ইহার॥
রাজার বচন শুনি যতেক ব্রাহ্মণ।
এক বাক্যে সুমন্ত্রণা করে সর্ব্বজন॥
সুযুক্তি সকলে করি মঙ্গল মন্ত্রণ।
কহিল রাজার আগে মধুর ভাষণ॥
যা কহিলে সত্য নৃপ মিথ্যা কিছু নয়।
পুত্রহীন এ সংসার সব শূন্যময়॥
পুত্রহীন যেই জন সেই কুলাঙ্গার।
পুত্রহীনে দৈব পিত্র্য কর্ম্মের সংহার॥
মনুর সন্ততি দেব তব বংশ হয়।
এ বংশেতে অপুত্রক নিন্দার বিষয়॥
আমরা ব্রাহ্মণ সবে করিয়া মন্ত্রণ।
করিয়াছি এই এক উপায় সৃজন॥
প্রবর্গ্য নামেতে কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
তাহে হরি তুষ্ট হ'লে পাইবে সন্তান॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সে নাভি রাজন।
আনন্দিত হ'য়ে ডাকি যত কর্ম্মিগণ॥
কহিলেন করিবারে যজ্ঞ আয়োজন।
নিমন্ত্রিল সবাকারে আত্মীয় স্বজন॥
রাজার আজ্ঞায় স্থির হ'ল যজ্ঞস্থল।
ঋত্বিক ব্রাহ্মণ আদি সদস্যের দল॥
নিমন্ত্রিত যত রাজা করে আগমন।
ভক্ষ্য ভোজ্য বাসস্থান হ'ল নিরূপণ॥
সুরম্য প্রাসাদ কত হইল গঠিত।
সুমেরুর স্বর্ণশৃঙ্গ যেন প্রকাশিত॥
নৃত্য গীত পান্থশালা অতিথি-আলয়।
কত শত স্থানে স্থানে সুগঠিত হয়॥
শুভক্ষণে শুভদিনে যজ্ঞ আরম্ভণ।
রাজা রাণী যজ্ঞস্থলে করে অধ্যাসন॥
ভিক্ষুক লইছে দান বন্দী করে গান।
নর্ত্তকীরা নৃত্য করে মানী পায় মান॥
দান ধর্ম্ম মহানন্দ করিয়া মিলন।
একে একে যজ্ঞস্থলে হইল শোভন॥
শুভক্ষণে মহাহোম পুত্রের কারণ।
বিষ্ণুনামে অর্ঘ্য দান করিল ব্রাহ্মণ॥
মন্ত্রবলে চারিদিক হ'ল শান্তিময়।
হরি হরি শব্দ যেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে হয়॥
সুমন্দ মলয় বহে কুসুম বরিষে।
পশু পক্ষী আদি যত বিহরে হরিষে॥
হেনকালে উজলিয়া সর্ব্বদিক দেশ।
যজ্ঞস্থলে ভগবান্ করেন প্রবেশ॥
ভক্তের পূরাতে বাঞ্ছা সেই যজ্ঞেশ্বর।
যজ্ঞস্থলে প্রকাশেন রূপে মনোহর॥
কি সুন্দর বনমালা দোলে কণ্ঠোপর।
কৌস্তুভ তাহার মাঝে অতি শোভাকর॥
পীতধড়া ল'য়ে হরি গরুড় উপর।
চতুর্ব্বাহু পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর॥
প্রশান্ত বদন আর সপ্রেম নয়ন।
দেখিয়া ঘুচিল যত মনের বেদন॥
হেরিয়া হরিরে তবে পুরোহিতগণ।
করযোড়ে এ মিনতি করে নিবেদন॥
পূজ্যতম তুমি দেব ভকতবৎসল।
স্তবস্তুতি নাহি জানি ভকতি সম্বল॥
পূরাও মনের বাঞ্ছা বাঞ্ছাকল্পতরু।
পিতা তুমি মাতা তুমি, তুমি জগৎগুরু॥
দুর্জ্ঞেয় তোমার গুণ কেহ নাহি জানে।
স্তুতি জল দূর্ব্বাঙ্কুরে তুষ্ট তুমি মনে॥
মোদের মঙ্গল কিসে তাহা নাহি জানি।
তথাপি করি যে যজ্ঞ শুধু অনুমানি॥
কৃতার্থ হই যে প্রভু তব দরশনে।
তথাপি প্রার্থনা আছে তোমার চরণে॥
স্খলন পতন ত্রুটি কতই তো হয়।
সেকারণে যদি তোমা ভুলি মহাশয়॥

কেহ যেন তব নাম করে উচ্চারণ ।
তাহাতে হইবে পুনঃ মোদের স্মরণ ॥
কি না জান তুমি প্রভু দেব নারায়ণ ।
ভক্তের হৃদয়-আশা করহ পূরণ ॥
যজ্ঞেশ্বর তুমি নাথ বিশ্বের মাঝার ।
অধম পূজক মোরা করি নমস্কার ॥
কিবা আছে মনে আশা অজ্ঞাত তোমার ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মা তুমি ব্যাপ্ত ত্রিসংসার ॥
যে কামনা করি দেব যজ্ঞ আরম্ভণ ।
করিয়াছি মন্ত্রবলে সব নিবেদন ॥
ভক্তের পূরাতে বাঞ্ছা তুমি ওহে হরি ।
মন্ত্রের রাখিতে মান এলে ত্বরা করি ॥
দয়া করি যদি দেব দিলা দরশন ।
এক্ষণে ভক্তের বাঞ্ছা করহ পূরণ ॥
তোমার নির্ম্মিত দেব এ বিশ্ব-ভাণ্ডার ।
হিতৈষী তোমায় জানি করি নমস্কার ॥
তব নাম কেহ যদি করে উচ্চারণ ।
সর্ব্বপাপ দূরে যায় শান্ত হয় মন ॥
সবার ঈশ্বর তুমি জগতের নাথ ।
তোমার চরণে মোরা করি প্রণিপাত ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তুমি নারায়ণ ।
তব সম পুত্র এক চাহিছে রাজন ॥
ইচ্ছা তাঁর কর পূর্ণ কর বর দান ।
রাজা পুত্র লভে যেন তোমার সমান ॥
এত বলি সকলেতে করিল প্রণাম ।
দুন্দুভি-ধ্বনিতে তবে পূরে বিশ্বধাম ॥
তাহাদের কথা শুনি দেব নারায়ণ ।
কহিলা মধুর বাণী মধুর নিঃস্বন ॥
যজ্ঞেশ্বর হই আমি যজ্ঞের কারণ ।
অবশ্য ভক্তের আশা করিব পূরণ ॥
কিন্তু এ বিষয়ে মম এই নিবেদন ।
শ্রবণ করহ যত ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ॥
অসাধ্য কামনা সবে করিলে মনন ।
কেমনে হইবে বল তাহার পূরণ ॥
মম সম পুত্র ইচ্ছা করে যজমান ।
কোথায় পাইব পুত্র আমার সমান ॥
আমা সম দ্বিতীয়ের অসম্ভব হয় ।
অতএব এ যজ্ঞের কিবা ফলোদয় ॥
বিষ্ণুর বচন শুনি বাক্য না জুয়ায় ।
হেঁটমুণ্ডে সভাজন রহিল তথায় ॥
রাজাসহ মহারাণী হইলা কাতর ।
নয়ন হইতে অশ্রু বহে দরদর ॥
হেন সকাতর ভাব করি নিরীক্ষণ ।
কহিতে লাগিল তবে দেব নারায়ণ ॥
অবশ্য পুরাব বাঞ্ছা রাখি যজ্ঞমান ।
পবিত্র মনুর বংশ জগতে প্রমাণ ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয় ।
ত্রিবর্ণের মাঝে বিপ্র শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয় ॥
ব্রাহ্মণ আমার মুখ, তাহার প্রার্থনা ।
অবশ্য পূরাব আমি না কর ভাবনা ॥
আমার সমান পুত্র করিয়াছ আশ ।
আমি তব পুত্ররূপে হইব প্রকাশ ॥
মহিষীর গর্ভে আমি রাজার ঔরসে ।
ভক্তের রাখিতে মান জন্মিব হরষে ॥
এত বলি নারায়ণ হন অন্তর্দ্ধান ।
পূর্ণ হ'ল মহাযজ্ঞ সর্ব্ব বিদ্যমান ॥
রাজা রাণী হরষিত আর সভাজন ।
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ॥
ঋত্বিকেরা মুগ্ধ হ'ল শুনি হেন বাণী ।
ভক্তাধীন ভগবান্ সর্ব্বলোকে জানি ॥
শুভক্ষণে মহিষীর গর্ভের সঞ্চার ।
আনন্দ হইল শুনি এতেক রাজার ॥
চন্দ্রকলা সম গর্ভ হইল বর্দ্ধিত ।
দশমাস দশদিন হইল অতীত ॥
দেবী-মূর্ত্তি মেরুদেবী করিয়া ধারণ ।
শুভক্ষণে প্রসবিল পুত্র নারায়ণ ॥
সর্ব্ব-দিক্-দেশে শান্তি হইল স্থাপন ।
সর্ব্ব-সুলক্ষণ পৃথ্বী করিল ধারণ ॥

রাখিতে ভক্তের মান নিজে নারায়ণ।
পুত্ররূপে নাভিগৃহে করে আগমন ॥
শুদ্ধসত্ত্ব রূপে বিষ্ণু হন আবির্ভূত।
বিষ্ণু অবতারে হয় জগৎ মোহিত ॥

সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
নাভির চরিত্র কথা শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি নাভির চরিত্র-উপাখ্যান।

চতুর্থ অধ্যায়

ঋষভদেবের উপাখ্যান

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
নাভি-পুত্র কথা বলি অতি মনোহর ॥
জন্মমাত্র বালকের পদতলাদিতে।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন হইল চকিতে ॥
প্রকাশ হইল যত ভগবল্লক্ষণ।
সাম্য শান্তি বৈরাগ্যাদি বাড়ে সর্ব্বক্ষণ ॥
অমাত্য ব্রাহ্মণ প্রজা দেবগণ আর।
কামনা করেন যশ সর্ব্বদা ইহার ॥
সৌন্দর্য্য-প্রভাব এর কবি বর্ণনীয়।
দেহ তেজ বল হয় অতি রমণীয় ॥
একারণে পিতা তার ঋষভ নামেতে।
পরিচিত করালেন তাহারে ধরাতে ॥
স্পর্দ্ধাবশে একবার স্বর্গ-অধিপতি।
অধিক বর্ষণ নাহি করিলেন ক্ষিতি ॥
যোগেশ্বর রাজা সেই নাভির নন্দন।
অজনাভ বর্ষখণ্ডে করিল বর্ষণ ॥
সুপুত্র পাইয়া নাভি হরষিত অতি।
অতিরিক্ত স্নেহ তার সেই পুত্র প্রতি ॥
মায়াবশে কর্ম্মে রতি হইল রাজার।
বিষ্ণু না বলিয়া বলে সতত কুমার ॥
পুত্ররূপে নারায়ণে নেহারি যৌবন।
শুভক্ষণে দিলা তাঁরে রাজ-সিংহাসন ॥
বৈকুণ্ঠের সম শোভা হ'ল পুত্রস্পর্শে।
নারায়ণে পুত্র হেরি রহিলেন হর্ষে ॥
যাহার নিয়মে এই বিশ্বের পালন।
সেইজন নাভি-রাজ্য করিলা শাসন ॥
কেমনে তাঁহার গুণ করিব বর্ণন।
ভক্তাধীন ভগবান্ শ্রীমধুসূদন ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া নাভি করে যোগাশ্রয়।
মেরুদেবী সহ যান বদরী আলয় ॥
বদরী আশ্রমে গিয়া করিয়া সাধন।
পাইলেন মহামুক্তি দুর্লভ রতন ॥
এইতো কহিনু রাজা বিষ্ণু-যজ্ঞফল।
সুফল যে কার্য্য যাহে শ্রীবিষ্ণু সম্বল ॥
ভাগবত পুণ্য কথা শুনে যেই জন।
তাহার দেহের পাপ হয় বিমোচন ॥
ঋষভরূপেতে হরি অবনীতে আসি।
বিহরেন নানামতে ভবভয় নাশি ॥
কুমার ঋষভ যবে পাইল যৌবন।
লভিলেন প্রজাসহ রাজ-সিংহাসন ॥
সমত্ব বৈরাগ্য আর ঐশ্বর্য্য নিচয়।
দিনে দিনে তাঁর মাঝে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥
ভালমন্দ সুবিচার যমের সমান।
আপনি করেন বিষ্ণু লীলার বিধান ॥

এমতে জগতে তাঁর হইল আবেশ।
ত্রিলোকে সুখ্যাতি তাঁর করিল প্রবেশ ॥
অজনাভবর্ষ করি কর্ম্মক্ষেত্র তার।
ঋষভ শাসন করে প্রজা পুত্রাকার ॥
লোকশিক্ষা লাগি পরে গুরুগৃহে যায়।
দীর্ঘকাল থাকে সেথা গুরুর কৃপায় ॥
উপযুক্ত কালে গুরু-দক্ষিণা দানিয়া।
গার্হস্থ্যধর্ম্মের লাগি উল্লসিত হিয়া ॥
ক্রমে তাঁর হয় ইচ্ছা সংসার কারণ।
গৃহস্থধর্ম্মের ইহা নিত্য আচরণ ॥
জানিয়া তাঁহার ইচ্ছা দেবেন্দ্র সুজন।
জয়ন্তী নামেতে কন্যা করেন অর্পণ ॥
লক্ষ্মীসমা সে জয়ন্তী লভি নারায়ণে।
করিতে লাগিল লীলা আনন্দিত মনে ॥
যাঁর লাগি করে ধ্যান ব্রহ্মা মহেশ্বর।
জয়ন্তী সুভাগ্যে তাঁরে করিলেন বর ॥
নরলীলা লাগি হরি ঋষভরূপেতে।
যৌবনে মাতিয়া মন নব সম্ভোগেতে ॥
ছয় ঋতু বার মাস নূতন নূতন।
যাপন করেন হরি নবীন যৌবন ॥
যৌবন-সম্ভোগে হরি মাতাইয়া মন।
জন্মাইলা একে একে শতেক নন্দন ॥
প্রথম ভরত হন সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ।
সমগুণ সকলের বয়সেতে জ্যেষ্ঠ ॥
তাঁহার নামেতে খ্যাত ভারতবরষ।
কর্ম্মভূমি-রূপে খ্যাত জীবের হরষ ॥
ভরত কর্ম্মেতে রত ল'য়ে নয় ভাই।
আর নয় বিষ্ণুপ্রেমে মগন সদাই ॥
মহাভাগবত হয় সেই নয় জন।
তাহাদের দ্বারা বিষ্ণুধর্ম্ম প্রচারণ ॥
প্রকাশিত আর পুত্র ধার্ম্মিক সুজন।
কর্ম্মজ্ঞানে এ সংসারে মুগ্ধ সর্ব্বক্ষণ ॥
সংসারে থাকিয়া তাঁরা হইল সংসারী।
ঋষভের বংশ কহি সবিস্তার করি ॥
এইরূপে শত পুত্র ল'য়ে নারায়ণ।
ঋষভরূপেতে করে পৃথিবী পালন ॥
ক্রমে পুত্রগণ লভে নবীন যৌবন।
প্রভাত গগনে তারা যেন সুশোভন ॥
পিতৃ-আজ্ঞাবহ তারা অতীব বিনীত।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আর যজ্ঞে কর্ম্মে রত ॥
রাগদ্বেষহীন রাজা ঋষভ সুমতি।
সমদর্শী হিতকারী কারুণিক অতি ॥
আপনি ঈশ্বর তিনি নহে পরাধীন।
লোকশিক্ষা লাগি তবু থাকে কর্ম্মাধীন ॥
ধর্ম্ম অর্থ যশ ভোগ মোক্ষ ও সন্তান।
প্রাপ্তির লাগিয়া সবে বুদ্ধি করে দান ॥
বেদের রহস্য নিজে জানে ভালমতে।
সাম দান ভেদ দণ্ড মানে প্রজাহিতে ॥
যতবিধ অঙ্গযজ্ঞ আছে ধরণীতে।
শতবার সাধে নৃপ লোকশিক্ষা দিতে ॥
বসন্তাদি কাল আর সমুচিত স্থানে।
দেবতা উদ্দেশে যজ্ঞ বিহিত বিধানে ॥
দেবতা হয়েন তুষ্ট আহুতি পাইয়া।
এইরূপ কার্য্য নৃপ গেলেন করিয়া ॥
একদিন ভগবান্ ঋষভ সুমতি।
ব্রহ্মাবর্ত্তে উপনীত পুত্রাদি সংহতি ॥
ব্রহ্মর্ষিগণের সভা, প্রজা উপস্থিত।
সবার সাক্ষাতে বলে পুত্রগণ-হিত ॥
ভক্তিভরে বশীভূত সংযত সকলে।
তবু উপদেশ রাজা দেন কথাচ্ছলে ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত কথা।
শুনিলে ঘুচিবে পাপ না হবে অন্যথা ॥

ইতি ঋষভদেবের উপাখ্যান

পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ

পুত্রগণে সম্বোধিয়া ঋষভ সুজন।
সবার সমক্ষে বলে মধুর বচন ॥
সংযত করিয়া সবে কহিলেন বাণী।
মন দিয়া শুন মোর উপদেশখানি ॥
জ্ঞান বিনা এ সংসারে পাপের উদয়।
সেই হেতু জ্ঞান লাভ করিবে নিশ্চয় ॥
জ্ঞান সম দীপ নাই সংসার ভিতরে।
না জ্বলিলে সেই দীপ পাপী হয় নরে ॥
অতএব জ্ঞান-কথা শুন বৎসগণ।
ভক্তি মুক্তি তাহাতেই হইবে সাধন ॥
প্রণমিয়া পুত্রগণ পিতার চরণে।
শুনিতে লাগিল পিতৃ-জ্ঞানের বচনে ॥
ঋষভ কহিলা তবে করি সম্বোধন।
তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কোন ধন ॥
মানব-জনম লভি মানব-নিচয়।
তপোহীন হ'লে তার হীন-গতি হয় ॥
তপস্যায় শুদ্ধ তত্ত্ব হয় উপার্জ্জন।
তাহাতে বিশুদ্ধ হয় জীবের জীবন ॥
বিশুদ্ধ হইলে মন সংসার ভিতরে।
নাহি পশে পাপ তাপ তাহার অন্তরে ॥
নারীগণ প্রতি মুগ্ধ সংসার কারণ।
যেই মুগ্ধ তার বৃথা জীবন ধারণ ॥
শূকর সমান সেই সুখ-বোধ নাই।
সংসারেতে দুঃখ-ভোগ করে সে সদাই ॥
মোহ ত্যজি দৃষ্টি যবে হইবে সমান।
কর্ত্তব্য ভাবিয়া কর্ম্ম কর জ্ঞানবান্ ॥
কর্ত্তব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব আর নাই।
সেই ভাবে এ সংসারে থাকিবে সদাই ॥
জীবের যাহাতে হবে অভেদ দর্শন।
কিংবা ঈশ্বরেতে যার সৌহার্দ্দ্য স্থাপন ॥
মায়া মোহ তার চাই করিবারে নাশ।
মনের একধা গতি সংসারে প্রকাশ ॥
দারা পুত্র পরিজনে যদি থাকে মন।
কার সাধ্য সেই ভাবে হেরে নিরঞ্জন ॥
যখন সংসারপ্রীতি হইবে বিনাশ।
তখন ঈশ্বর-প্রেম হইবে প্রকাশ ॥
রিপু ও ইন্দ্রিয়ে জীব হ'লে অনুগত।
পাপকর্ম্মে মতি তার যায় অবিরত ॥
ইন্দ্রিয়-সাধনে নর হইয়া তৎপর।
পাপেতে আসক্ত অতি শুন গুণধর ॥
পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান যদি নাহি হয়।
সংসার-বন্ধন তার নাহি হ'বে ক্ষয় ॥
অজ্ঞানে আবৃত জীব না জানে ভকতি।
বাসুদেব কৃপা পায় নাহিক শকতি ॥
নারীতে পুরুষে হয় আত্মার মিলন।
জন্মায় আমিত্ববোধ শুন বাছাধন ॥
যে কর্ম্ম করিয়া পাপ হবে উপার্জ্জন।
অবিদ্যা আঁধারে সদা সমাচ্ছন্ন মন ॥
পুনরায় সেই কর্ম্ম অনুচিত হয়।
অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করিবে নিশ্চয় ॥
বৈরাগ্য বিবেক কভু না হবে প্রকাশ।
কোথায় পাইবে আত্মজ্ঞানের আভাষ ॥
যদবধি আত্মজ্ঞান নাহি পায় মন।
তদবধি অহঙ্কার নহে বিনাশন ॥
অহঙ্কারে থাকিলে ত মুক্তি নাহি হয়।
অহঙ্কারে মন হয় আসক্ত নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মমত মুগ্ধ থাকে মন।
যদি নাহি অহঙ্কার করয়ে মোচন ॥
যদি কার আমা প্রতি ভক্তি নাহি হয়।
নাহি মুক্তিলাভ তার কর্ম্ম নহে ক্ষয় ॥
যদবধি ভোগসুখে না হয় বিরতি।
তদবধি এ সংসারে মুগ্ধ থাকে মতি ॥
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তবে না হয় উদয়।
ভ্রমেতে পতিত হয় জীব সমুদয় ॥

মোহের কারণ মাত্র রমণী সুজন।
তাহাতে মজিলে দুঃখ বাড়ে সর্ব্বক্ষণ ॥
এই ত কহিনু বৎস সংসার-যাতনা।
কিরূপে হইবে মুক্ত শুনহ সাধনা ॥
শত নারী-উপভোগ শত প্রলোভন।
কি করিতে পারে যার শুদ্ধ থাকে মন ॥
কিসে নাশ হয় মোহ আর অহঙ্কার।
শুনহ উপায় তার বিশেষ প্রকার ॥
মহাযোগী গুরুপ্রতি সেবাভক্তি আর।
বিষয়ে বিতৃষ্ণা, শীতে গ্রীষ্মে সমাকার ॥
তত্ত্বজ্ঞান ইচ্ছা আর সমান দর্শন।
কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ, আমার ভজন ॥
জপ তপ সর্ব্বফল মোরে সমর্পণ।
ভক্তগণ সঙ্গ আর গুণের কীর্ত্তন ॥
বৈর ত্যাগ চিত্তশান্তি অধ্যাত্ম অভ্যাস।
অহংবুদ্ধি পরিহার নির্জ্জন আবাস ॥
প্রাণেন্দ্রিয় মনোজয় শ্রদ্ধা সজ্জনেতে।
ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাভ্যাস সংযম বাক্যেতে ॥
এই সব জানিবেক নিশ্চিত উপায়।
যাহা হ'তে অজ্ঞানতা মোহ দূরে যায় ॥
যে জন না ভক্তিমার্গ দেয় উপদেশ।
নহে সে গুরু কি পিতা নহে সে দেবেশ ॥
সর্ব্ব দুঃখ অনুভব বুদ্ধিতে বিচার।
তপস্যা সাধন সদা কাম পরিহার ॥
শ্রবণ মনন মম কীর্ত্তন পূজন।
অধ্যাত্ম অভ্যাস আর কর্ত্তব্য সাধন ॥
সত্যবাদী ব্রহ্মচারী প্রাণেন্দ্রিয় জয়।
মম অনুভব চিত্তে সমাধি নিশ্চয় ॥
এ সব উপায়ে করি বিবেক ধারণ।
অবহেলে অহঙ্কার হয় নিবারণ ॥
অতএব সংসারেতে ওহে পুত্রগণ।
শিখাও শিখিও সবে হেন আচরণ ॥
যাহাতে ভক্তির বৃদ্ধি জ্ঞানের সহিত।
কহিও সে হেন কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিহিত ॥
সংসার হইতে যিনি জীবের উদ্ধার।
চেষ্টা নাহি করে সেই অতি দুরাচার ॥
শিষ্য না করিবে সেই গুরু যদি হয়।
পুত্র না জন্মাবে সেই পিতা মহাশয় ॥
জননী সন্তান নাহি করিবে প্রসব।
পূজা না লইবে হেন দেবতা বাসব ॥
পতি কভু পত্নী নাহি করিবে গ্রহণ।
স্বজন আত্মীয় সদা করিবে বর্জ্জন ॥
শুদ্ধ সত্ত্বময় আমি ধর্ম্মে অবস্থিত।
তাহাতে ঋষভ নামে আমি যে আখ্যাত ॥
আমার শরীর হ'তে জন্ম তোমাদের।
সর্ব্বদা যাইবে পিছু ভ্রাতা ভরতের ॥
অসন্দিগ্ধচিত্ত আর দ্বেষলেশহীন।
জানিবে ভরত হয় সবার প্রবীণ ॥
তারপর সম্বোধিয়া ব্রাহ্মণ সকলে।
কহিলা ঋষভ রাজা শিক্ষাদান-ছলে ॥
স্থাবর সবার শ্রেষ্ঠ চেতনাচেতনে।
পশু পক্ষী শ্রেষ্ঠ বটে অই সবগণে ॥
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় মনুষ্যনিচয়।
তদধিক শ্রেষ্ঠ ভূত প্রেত সমুদয় ॥
গন্ধর্ব্ব তাহার শ্রেষ্ঠ শুন সর্ব্বজন।
সিদ্ধগণ তারো শ্রেষ্ঠ সত্য এ বচন ॥
সিদ্ধ হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় কিন্নরাদি যত।
অসুর তাহার শ্রেষ্ঠ জানিবে সতত ॥
দেবগণ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
সর্ব্বোত্তম ইন্দ্র বটে নাহিক সংশয় ॥
দক্ষ আদি তদপেক্ষা হয় শ্রেয়তর।
তাহার অধিক শ্রেষ্ঠ হয় যে শঙ্কর ॥
শঙ্কর হইতে শ্রেষ্ঠ দেব প্রজাপতি।
আমি যে তাহারো শ্রেষ্ঠ নিঃসংশয় অতি ॥
ব্রাহ্মণে পূজি যে শ্রেষ্ঠ করিয়া মনন।
ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কোনজন ॥
শম দম সত্য আর তপঃ অনুগ্রহ।
ব্রাহ্মণগণের মাঝে রহে অহরহঃ ॥

কিছু নাহি চাহে তারা নাহি অন্যমতি ।
আমারে কেবল তারা করয়ে ভকতি ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যাহা বর্ত্তমান ।
সে সকল হয় মোর অধিষ্ঠান-স্থান ॥
তাদের সম্মান সেবা করিও কেবল ।
তবেই আমার পূজা হইবে সফল ॥
এইমত জ্ঞানশিক্ষা দেখায়ে সকলে ।
সংসার যাপেন হরি অতি কুতূহলে ॥
বিজ্ঞানী হইয়া নর কোন রূপী হয় ।
দেখাতে হইল তাঁর বাসনা নিশ্চয় ॥
সেই হেতু শুভক্ষণে রাজ-সিংহাসন ।
ভরতের করে তিনি করেন অর্পণ ॥
ভোগ-সুখ ত্যাগ করি লজ্জা মমতার ।
বিজ্ঞানে উন্মত্ত হ'য়ে উলঙ্গ আকার ॥
পুর গ্রাম বন রাজ্য করিয়া ভ্রমণ ।
আনন্দে সর্ব্বত্র ব্যাপি রন সর্ব্বক্ষণ ॥
ভক্তি মুক্তি এক জীবে করিয়া নির্ণয় ।
পরমহংসের ব্রত দেখায় নিশ্চয় ॥
উন্মাদের সম তার হেরিয়া আচার ।
করিত দুরাত্মা সবে হীন ব্যবহার ॥
কিছুতেই ঋষভের জন্মে না বিকার ।
পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমে অনিবার ॥
তারপর লন তিনি অজগর-ব্রত ।
একস্থানে জড় সম রন অবিরত ॥
আপনি ঈশ্বর তিনি কৈবল্যের পতি ।
সকল ফলেতে পরিপূর্ণ তিনি অতি ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার ।
শুনিলে শুনালে পুণ্য হয় সবাকার ॥

ইতি পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ ।

ঋষভদেবের দেহত্যাগ

এত শুনি পরীক্ষিৎ হ'য়ে আনন্দিত ।
শুকদেব প্রতি কন বচন বিস্মিত ॥
কহ গুরু শুনিয়াছি গুরুজন পাশ ।
বারেক অন্তরে হ'লে সিদ্ধির প্রকাশ ॥
কর্ম্ম-জন্য পাপে তার নাহি আর ভয় ।
পাপ-জন্য মোহ-ক্লেশ তার নাহি হয় ॥
ঋষভ-রূপেতে হরি হ'য়ে জিতেন্দ্রিয় ।
যোগের ঐশ্বর্য্য কেন নহে তাঁর প্রিয় ॥
রাজার বচন শুনি আনন্দিত মনে ।
কহিলেন শুক তবে মধুর বচনে ॥
একবার এ সংসারে মুগ্ধ যার মন ।
চিত্তশুদ্ধি লাভ তার কঠোর সাধন ॥
জ্ঞান-তেজ শুদ্ধি যদি হয় কদাচন ।
জ্ঞানীতে বিশ্বাস তাহে না করে কখন ॥
অরণ্যে মৃগেরে যথা কিরাত ধরিয়া ।
সাবধানে রাখে তারে পিঞ্জরে পূরিয়া ॥
যদি পিঞ্জরের দ্বার কভু খোলা পায় ।
অমনি বনের মৃগ অরণ্যেতে ধায় ॥
সেইরূপ এ সংসারে বুদ্ধিমান্ জন ।
মনেরে বিশ্বাস নাহি করে কদাচন ॥
মনেতে চাঞ্চল্য যদি রহে বর্ত্তমান ।
মিত্রতাবন্ধনে নহে উচিত বিধান ॥
তপস্যার গুরু যেই দেব মহেশ্বর ।
বিষ্ণুর মোহিনীরূপে তিনিও কাতর ॥
অতএব অবিশ্বাসী হয় এই মন ।
বৈরাগী সতত তাই হয় যোগিজন ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ শোক মদ ভয় ।
কর্ম্মের বন্ধনে হয় মনই আশ্রয় ॥

তেঁই অবধূতবেশ করিয়া ধারণ।
লোকশিক্ষা হেতু করে এই আচরণ॥
হেন বিধি দেখাইতে দেব নারায়ণ।
পরমহংসের ব্রত করেন ধারণ॥
অবশেষে যোগদেহ ত্যাগ ইচ্ছা করি।
দক্ষিণ অরণ্য-মধ্যে চলিলেন হরি॥
বেঙ্কট কুটক কোঙ্ক কর্ণাট দক্ষিণ।
এ সমস্ত দেশ রাজা করে প্রদক্ষিণ॥
কেশের সংস্কার নাই নগ্ন আবরণ।
মুখমধ্যে শিলাখণ্ড অদ্ভুতাচরণ॥
মহাব্রত ধরি গিয়া অরণ্য ভিতরে।
আত্মার মহিমা ভূমে দেখাবার তরে॥
রহিলেন মহাযোগে ত্যজিতে জীবন।
অনাহারে উপবনে করিয়া ভ্রমণ॥
একদা দাবাগ্নি আসি দহিয়া কানন।
ঋষভের দেহ ক্রমে করিল স্পর্শন॥
মহাযোগে উপগত নাহি বাহ্য-জ্ঞান।
কি করিবে অগ্নিতাপ তাঁর বিদ্যমান॥
ক্রমে তাঁর স্থূল-দেহ অগ্নি বলবান্।
একে একে গ্রাস করি হইল নির্ব্বাণ॥
ভোগ-মুক্তি-পথ হরি জীবের কারণ।
ঋষভ-রূপেতে বিশ্বে করি আচরণ॥
ত্যজিয়া মানব-দেহ পৃথ্বী পরিহরি।
বৈকুণ্ঠ-মাঝারে পুনঃ যান ত্বরা করি॥
হেনমতে লীলা করি দেব নারায়ণ।
প্রিয়ব্রত-বংশ খ্যাতি করি প্রচারণ॥
শান্তি দান করি সবে করি জ্ঞান-দান।
সমাপেন নিজ লীলা জগতে প্রমাণ॥
সপ্তসিন্ধুবেষ্টনেতে আছে দ্বীপ যত।
তন্মধ্যে ভারতবর্ষ উৎকৃষ্ট নিয়ত॥
ঋষভাদি অবতার যত আদি হয়।
তাহার কীর্ত্তন শুধু এখানেতে রয়॥
প্রিয়ব্রত-বংশ হয় পরিশুদ্ধ অতি।
ঋষভমূর্ত্তিতে হরি জন্মিলেন যথি॥
অণিমাদি গুণ যত করি আহরণ।
অবস্তু বলিয়া ত্যাগ করেন রাজন্॥
ব্যাসাদি যতেক জ্ঞানী করেন কীর্ত্তন।
ঋষভের কীর্ত্তিকথা অতি হৃষ্টমন॥
যেই জন এই কথা পড়ে কিংবা শুনে।
হইবে তাহার ঠাঁই শ্রীহরি-চরণে॥
এত কহি শুক তবে হইলেন স্থির।
রাজা পরীক্ষিৎ শুনি আনন্দে অধীর॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে অবশ্য ঘুচে মায়ার আঁধার॥

ইতি ঋষভদেবের দেহত্যাগ।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজর্ষি ভরতের ভগবৎসেবা

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
ভরত-চরিত্র-কথা অতি মনোহর॥
ঋষভের পুত্র হয় ভরত নামেতে।
সুখ্যাতি প্রচার যাঁর এ মর্ত্ত্য ধামেতে॥
অতি পুণ্যবান রাজা মনু-বংশধর।
হরি-আরাধনে সদা থাকেন তৎপর॥
অতীব প্রতাপী রাজা মহা-বলবান্।
কার সাধ্য তাঁর কীর্ত্তি করে পরিমাণ॥
জ্ঞানে বৃহস্পতি সম ধর্ম্মে ধর্ম্ম সম।
শাসনে স্বয়ং যেন দণ্ডধর যম॥
দ্বিতীয় কন্দর্প সম আভাষ প্রণয়ে।
রতি সম তাঁর ভার্য্যা প্রেমিকা হৃদয়ে॥
রূপবতী কন্যা ছিল পঞ্চজনী নামে।
সৌন্দর্য্যের কথা যাঁর খ্যাত ধরাধামে॥
যৌবনে বিবাহ করি ভরত রাজন।
চন্দ্রের সহিত যেন রোহিণী মিলন॥
পঞ্চজনী সহবাসে করিয়া রমণ।
জন্মাইল তাঁর গর্ভে পাঁচটি নন্দন॥
অহঙ্কারতত্ত্ব যথা সৃজে পঞ্চভূত।
পঞ্চজনী গর্ভে তথা জন্মে পঞ্চসুত॥
সুমতি ও রাষ্ট্রভৃৎ আর সুদর্শন।
ধূম্রকেতু নামে এক অন্য আবরণ॥
অসামান্য রূপে গুণে পাঁচটি কুমার।
পূর্ণশশী সম যেন সবার আকার॥
হেনরূপে পুত্রগণ পাইলে যৌবন।
রাজনীতি ধর্ম্মনীতি শিখান রাজন॥
জম্বুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল।
ভরতের গুণে নাম ভারত পাইল॥
ভরতে করিয়া স্বামী এ ভূমি ভারত।
নিয়মিত শস্য-দানে ছিলেন নিরত॥
চন্দ্র সূর্য্য নবগ্রহ সাধিতে মঙ্গল।
ভরতের শিরোপরি বেষ্টিত কেবল॥
ইন্দ্র বর্ষে জলধারা ভাস্কর কিরণ।
সুগন্ধ প্রদান করে বিশুদ্ধ পবন॥
গিরি নদী একে একে হ'য়ে স্রোতবলে।
রসময় করে সুখে এই ধরাতলে॥
অতুল প্রজার সুখ বর্ণনে না যায়।
ভারতে ভরত রাজা সর্ব্বসিদ্ধ তায়॥
হেনমতে করি রাজা সম্ভোগ বিষয়।
নানামতে মায়া-জাত আনন্দ নিচয়॥
ক্রমেতে বৈরাগ্য আসি উদিলেক মনে।
যাগ যজ্ঞ ব্রত যত আর উপাসনে॥
যূপ সহ যজ্ঞ আর ক্রতু যূপহীন।
সমানে আচরে রাজা কিছু নহে হীন॥
চাতুর্ম্মাস্য পশু সোম দর্শ পৌর্ণমাস।
সকল যজ্ঞেতে তাঁর প্রবৃত্তি প্রকাশ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন সহ করি উপাসন।
ক্রমেতে হইল তাঁর পরিশুদ্ধ মন॥
ক্রমে কর্ম্মফল করি বিষ্ণুতে অর্পণ।
মহাফল ক্রমে রাজা করেন গ্রহণ॥
ক্রমে তাঁর জ্ঞানোদয় হইল প্রকাশ।
ব্রহ্মরূপে বাসুদেবে হইল বিশ্বাস॥
চন্দ্র সূর্য্য আঁখিদ্বয় বিশ্ব যাঁর দেহ।
স্বর্গ যাঁর শিরোভাগ শূন্য যাঁর গেহ॥
ভূমণ্ডল নাভি যাঁর পাতাল চরণ।
দিক্ সব বাহু যাঁর নিশ্বাস পবন॥
এইরূপ মহাচিন্তা করিলে রাজন।
ক্রমেতে বৈরাগ্য মনে হইল তখন॥
মহাবৈরাগ্যের ভরে ত্যজি বিষয়াশ।
সমাধির ইচ্ছা তাঁর হইল প্রকাশ॥

হেন ইচ্ছা করি রাজা ডাকি পুত্রগণ।
পাঁচ ভায়ে নিজ রাজ্য করিল অর্পণ॥
অযুত বরষ রাজা করিয়া শাসন।
ত্যজিলেন রাজ্য-ধন শ্রীহরি কারণ॥
বিষম বিষয়-ফাঁস মায়ার বন্ধন।
বৈরাগ্য-বলেতে রাজা করিয়া ছেদন॥
সন্ন্যাস করিয়া রাজা ত্বরা যান বন।
সমাধিতে হেরিবারে শ্রীহরি-চরণ॥
পুলহ-আশ্রম সেই অতি পুণ্যময়।
বিদ্যাধর কুণ্ড তথা বিরাজিত রয়॥
সেই কুণ্ডে ভগবান্ করুণা আপন।
ভক্তের লাগিয়া সদা করে বিতরণ॥
কালিঞ্জর নামে গিরি তাহার নিকট।
গণ্ডক পর্ব্বত তাহে অতীব বিকট॥
সেই গিরিতটে বহে গণ্ডকী তটিনী।
কিবা সুশোভন নদী মানস-হারিণী॥
শালগ্রাম নামে শিলা তাহে ভগবান্।
নিত্য নিত্য করিছেন হরি অধিষ্ঠান॥
হেন পুণ্য উপবনে পৃথিবীর পতি।
সন্ন্যাসী হইয়া সদা করেন বসতি॥
সক্ষম হইয়া রাজা অষ্টাঙ্গ যোগেতে।
আরাধেন সদা হরি বিশুদ্ধ মনেতে॥
নব দূর্ব্বা শিলা ল'য়ে তুলসী সজল।
ফল-ফুল দিয়া হরি পূজেন কেবল॥
এই রূপে নিরবধি ভজি দয়াময়।
হইল রাজার মনে প্রেমের উদয়॥
সামান্য আহার আর যোগ আচরণ।
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান করেন পূজন॥
গায়ত্রীর বলে রাজা পূজিয়া তপনে।
হেরেন হৃদয়ে যেন সেই নারায়ণে॥
এইরূপে সেই রাজা করিয়া সাধন।
মহাসিদ্ধি লাভ তাঁর হইল অর্জ্জন॥
সমাধির বলে হেরি শ্রীমধুসূদন।
আনন্দে অরণ্যে রাজা করেন যাপন॥
হেন রাজ্যভোগ ত্যজি সেই নারায়ণে।
শ্রেষ্ঠ লোক সেই যেই ডাকে প্রাণে মনে॥
ভরত-চরিত্র রাজা অতি মনোহর।
শুনহ বর্ণনা তার করিব বিস্তর॥
এই স্থানে কহিলাম ভোগান্তে সাধন।
যাতে হয় মহাসিদ্ধি করিনু বর্ণন॥
সিদ্ধের যদ্যপি হয় মোহের উদয়।
ক্ষণে ক্ষণে হয় তার সিদ্ধি সমুদয়॥
ভরতের ভাগ্যে তাহা হইল ঘটন।
শুন ইতিহাস রাজা করিব বর্ণন॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে অবশ্য নাশ হয় পাপভার॥

ইতি রাজর্ষি ভরতের ভগবৎসেবা।

ভরতের হরিণ-জন্ম লাভ

শুক সম্বোধিয়া কন পাণ্ডুবংশধরে।
ভরতের মৃগ-জন্ম শুন অতঃপরে॥
পূর্ব্বরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজন।
হরিপ্রেমে রত হ'য়ে করেন ভ্রমণ॥
একদা প্রভাতকালে যতীন্দ্র রাজন।
গণ্ডকীর তীরে যান হইতে শোধন॥
স্নান পূজা সমাধিয়া বসি তীরোপর।
বিশ্বনাথ বিশ্বলীলা করেন গোচর॥
প্রকৃতি-শোভার প্রতি রাখিয়া নয়ন।
করেন প্রণব জপ ধরি কিছুক্ষণ॥
মহা সিংহনাদ এক বনের ভিতর।
উঠিল সহসা যেন ভেদিয়া অম্বর॥
সিংহনাদে কাঁপে সেই বন উপবন।
সচকিত হন তাহে মুনীন্দ্র রাজন॥
তৃষ্ণার্ত্ত হরিণী এক এ হেন সময়।
জল-আশে নদী-তীরে উপস্থিত হয়॥
তৃষ্ণায় আকুল একে পূর্ণগর্ভা তায়।
শুনিয়া সিংহের নাদ হ'ল তার দায়॥
ভয়ের সহিত কিছু করি জলপান।
দীর্ঘ লম্ফ দিল মৃগী বাঁচাইতে প্রাণ॥
তীর হ'তে অতি উচ্চ ভূমি সমতল।
গণ্ডক-শৈলের শিলা পতিত কেবল॥
শিলোপরি লম্ফ দিল হরিণী যখন।
বেগভরে গর্ভ তার হইল পতন॥
সিংহনাদ-ভয় একে তাহে গর্ভনাশ।
ভীষণ যন্ত্রণা তার দেহেতে প্রকাশ॥
শিশু তাহে চ্যুত হ'য়ে নদীর ভিতর।
ত্বরায় পড়িল আসি স্রোতের উপর॥
হেন দৃশ্য দেখি মৃগী হ'য়ে অচেতন।
ত্যজিল যন্ত্রণা-বলে আপন জীবন॥
রাজর্ষি ভরত দেখি এ হেন ঘটন।
দয়াতে হৃদয় তাঁর হ'ল উচাটন॥
জলোপরি আসি রাজা দিয়া সন্তরণ।
নবজাত মৃগ-শিশু করিলা গ্রহণ॥
কোমল মৃগের শিশু লইয়া রাজন।
মৃগীরে আসিয়া দেখে বিগত জীবন॥
আনিলেন সেই শিশু আশ্রমে আপন।
যতনে করেন তারে রক্ষণাবেক্ষণ॥
একে ত তপস্বী রাজা বিশুদ্ধ অন্তর।
মন তাঁর রত হ'ল শাবক উপর॥
আমিত্ববুদ্ধিতে তার হয় অভিমান।
ভরত হারান ক্রমে অন্য যত জ্ঞান॥
তাহার পালনে সদা হ'য়ে অবহিত।
তার তুষ্টি সাধিবারে থাকেন চেষ্টিত॥
একে ত কোমল শিশু তাহে অনুগত।
তাহারে লইয়া রাজা উন্মত্ত সতত॥
শয়নে ভোজনে আর ভ্রমণ-সময়ে।
রাখিতেন মৃগশিশু নিজ কোলে ল'য়ে॥
হরিণশিশুর প্রতি আসক্তিবন্ধন।
ক্রমেতে বাড়িল তাঁর ছায় সর্ব্বমন॥
স্নানাদি নিয়ম নাই, অহিংসাদি যম।
ভগবৎসেবা নাই, বিচার বিভ্রম॥
সর্ব্বগুণ একে একে হয় অপনীত।
হরিণ রক্ষায় রাজা সদাই চিন্তিত॥
ভীষণ অরণ্যে ছিল হিংস্র-পশু ভয়।
সমীপে রাখিয়া তারে থাকেন নির্ভয়॥
আঁখির আড়ালে মৃগ যেত কভু যদি।
প্রাণ তাঁর উৎকণ্ঠিত হ'ত নিরবধি॥
ক্রমেতে বয়স তার হইল প্রকাশ।
বিচরণ করিবার পাইল প্রয়াস॥
নব নব কিশলয় করিয়া আহার।
রাজাকে বেষ্টন করি করিত বিহার॥
ফল-পুষ্প ল'য়ে রাজা অর্চ্চনা কারণ।
যজ্ঞস্থলে পূজা লাগি করিত স্থাপন॥

অবোধ হরিণ-শিশু আসিয়া তথায়।
উচ্ছিষ্ট করিত সব মনের হেলায়॥
ভাবিতেন রাজা মনে অতি নিরাশ্রয়।
স্বজনবান্ধবছিন্ন হরিণ-তনয়॥
আমি এর সঙ্গী জ্ঞাতি পিতা মাতা ধন।
আমাতে বিশ্বাস এই করেছে স্থাপন॥
শরণ-আগত এই হরিণ-শাবক।
উপেক্ষিলে এরে মোর হইবে পাতক॥
এত ভাবি মৃগ প্রতি রাজর্ষি ভরত।
দেখান কত যে স্নেহ তিনি অবিরত॥
যজ্ঞকাষ্ঠ কুশ জল আনিবার কালে।
সঙ্গেতে লয়েন রাজা মৃগের ছাওয়ালে॥
পথিমধ্যে তারে রাজা নেন স্কন্ধোপরি।
কখন ক্রোড়েতে বক্ষে, কভু ক্রীড়া করি॥
পূজায় নিরত রাজা সময় সময়।
উঠিয়া দেখিতে যান মৃগের তনয়॥
পুত্রসম রাজা তারে করিলে তাড়ন।
দেখা'ত কোমল ভাব হরিণ-নন্দন॥
কপটে কুপিত হ'লে ভরত রাজন।
করিত পশ্চাতে তার শৃঙ্গে কণ্ডূয়ন॥
সমাধির কালে আসি চক্ষের উপর।
তনয়ের ভাবে দৃষ্টি করিত সত্বর॥
এই মতে পুত্র সম ভাবিয়া রাজন।
হরিণ-যতনে রত হ'ল তার মন॥
ক্রমে পূজা উপাসনা সমাধির বল।
হরিণ-মমতা-বলে হইল বিফল॥
হরিণ-অন্তর হ'ল সমাধি-সময়।
হরি-চিন্তা নাশি নৃপে মৃগ-চিন্তা হয়॥
মৃগ বিনা সুখ তার না হয় আশ্রমে।
এই মতে মায়া তার হরিণ-ধরমে॥
হরিণ-পালনে তার রত হ'ল মন।
দূর হ'ল যত সিদ্ধি শ্রীহরি-সাধন॥
এক দিন মৃগে রাজা দেখিতে না পায়।
পাগলের প্রায় হয় তাহার চিন্তায়॥
হরিণের শোকে রাজা করে হাহাকার।
মৃগ বিনা অন্ধকার হেরে চারিধার॥
মৃগের বিরহে রাজা হইয়া কাতর।
সর্ব্বত্র পাগল সম ভ্রমে নিরন্তর॥
কাননে প্রান্তরে আর নগরে নগরে।
সেই মৃগশিশু লাগি অন্বেষণ করে॥
হা হরিণ হা হরিণ হরিণ হরিণ।
ভাবিয়া ক্রমেতে রাজা হয়েন প্রবীণ॥
হরিণের কথা রাজা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ।
কি কার্য্য করিত মৃগ কখন কখন॥
সেই স্মৃতি রাজর্ষিরে করিল আকুল।
হরিণ-চিন্তায় তাঁর চিত্ত বেআকুল॥
পথেতে দেখিয়া মৃগচরণ-অঙ্কন।
শোকেতে আকুল রাজা হইত তখন॥
চন্দ্রমধ্যে মৃগরূপ দেখি চন্দ্রোদয়ে।
রাজা ভাবে কেবা রক্ষে মৃগের তনয়ে॥
পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফলে ভরত সুমতি।
রাজ্য পুত্র ত্যজি পান এই কিবা গতি॥
সকল আসক্তিহীন হন বিধিমতে।
জন্মাল আসক্তি পুনঃ মৃগের শিশুতে॥
মৃত্যুকাল ক্রমে তার হইল উদয়।
নিশ্বাস সকল তার ক্রমে বদ্ধ হয়॥
হেনকালে হেরে রাজা মৃগের নন্দন।
পুত্র সম তার পার্শ্বে করিছে রোদন॥
তাহারে কান্দিতে হেরি সেই চিন্তা করি॥
ত্যজিলেন ঋষিবর নিজ দেহতরী॥
মৃত্যুকালে এইরূপ মৃগচিন্তা ক'রে।
মৃগরূপে জন্মিলেন হরিণ-উদরে॥
পূর্ব্বজন্ম-সিদ্ধিবলে স্মৃতি রহে তার।
হরিণ-জন্মের কষ্ট তাহাতে প্রচার॥
হরিণ হইয়া রাজা ভাবি ফলাফল।
স্মৃতি-ভরে অনুতাপ করেন কেবল॥
যে ধন লাগিয়া তুচ্ছ করি রাজ্যধন।
বৈরাগী হইয়া আমি পশিনু কানন॥

হরিণ-মমতা লাগি ভুলি সেই ধন।
ভুলিলাম অন্তিমেতে শ্রীহরি-চরণ॥
কোথা মম যোগ আর সমাধি-আনন্দ।
হইলাম মৃগরূপ মম ভাগ্য মন্দ॥
সামান্য মমতা-পাশে পুণ্য মম ক্ষয়।
ভীষণ মায়ার পাশে চিত্ত বদ্ধ হয়॥
মায়ারে নিন্দিয়া রাজা অনুতাপ করি।
সদা ভাবিলেন মনে হরিপদ তরী॥
হরি স্মরি ক্রমে তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়।
শুদ্ধ হ'ল চিত্ত তাঁর চিন্তিয়া নিশ্চয়॥
অনুতাপ মনে তার করিয়া গোপন।
ত্যজিল মায়েরে আর আপন ভবন॥
কালঞ্জর হ'তে আসে মুনিপ্রিয় স্থান।
পুলহ-আশ্রমে পুনঃ শালগ্রাম ধাম॥
প্রাক্তনের ফল জন্য অপেক্ষা করিয়া।
একাকী কাটায় কাল দুঃখযুক্ত হিয়া॥
ত্যজিতে হরিণ-দেহ করিয়া মনন।
মৃগদেহে ব্রহ্মচর্য্য করেন তখন॥
মহাব্রতে কর্ম্মফল হ'ল তাঁর ক্ষয়।
গণ্ডকীর স্রোতে দেহ ত্যজে সে সময়॥
মৃগদেহ ত্যজি রাজা মহাপুণ্যফলে।
জন্মিলেন দ্বিজ-গৃহে মহাজ্ঞানবলে॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ ইতিহাস তার।
কর্ম্ম-ফলাফল এতে হইবে বিচার॥

স্ববোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে জীবের ঘুচে অজ্ঞান-আঁধার॥

ইতি ভরতের হরিণ-জন্মলাভ।

ভরতের ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ

শুক কন সম্বোধিয়া পরীক্ষিৎ প্রতি।
ভরতের মুক্তি শুন পাণ্ডব-সন্ততি॥
কর্ম্মফলে জ্ঞানলাভ করিয়া রাজন।
মৃগরূপ ত্যজি হন ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
রাজ্যমধ্যে ছিল এক পবিত্র ব্রাহ্মণ।
গুণের তুলনা নাই শ্রদ্ধার ভাজন॥
আঙ্গিরস গোত্র তার বহুগুণধারী।
শম দম তপশ্চর্য্যা অতি সদাচারী॥
বেদপাঠ সহিষ্ণুতা দান ধর্ম্ম আর।
সন্তোষ বিনয় বিদ্যা সব ছিল তার॥
অনসূয়া আত্মজ্ঞান সবে অলঙ্কৃত।
চরিত্রে আচারে করে সকলে মোহিত॥
সর্ব্বগুণান্বিত সেই পবিত্র ব্রাহ্মণ।
সংসার আশ্রমী কিন্তু হরি-পরায়ণ॥
দুইটি রমণী সেই করিল গ্রহণ।
একেতে নয়টি পুত্র হয় উৎপাদন॥
পুত্রগণ ব্রাহ্মণের যতনের তরে।
পাইল উত্তম শিক্ষা আনন্দের ভরে॥
অপর ভার্য্যাতে জন্ম কন্যা পুত্র হয়।
সর্ব্বসুলক্ষণে পূর্ণ হইল তনয়॥
এই পুত্ররূপে সেই ভরত রাজন।
জন্মিলেন মৃগ-দেহ করি বিসর্জ্জন॥
দেখি ত বটেন শিশু পূর্ণ জ্ঞানময়।
জন্মাতে তাঁহার স্মৃতি লক্ষণাদি রয়॥
জন্মলাভ করি রাজা করেন স্মরণ।
মায়াপাশে পূর্ব্ব দেহ যতেক যাতন॥
সংসারে সংসারী হ'লে বাড়ে মায়াবল।
পুনরায় ভোগ তার হয় কর্ম্মফল॥

এই ভাবি জ্ঞানবলে জড়রূপ ধরি।
মূক শান্ত ভাবে রহে ভাবিয়া শ্রীহরি॥
শিশুকালে বাক্যহীন হেরিয়া সকলে।
জড়শিশু এই কথা সর্ব্বদাই বলে॥
বাক্যহীন পুত্র হেরি জননী তাঁহার।
মরমে দারুণ ব্যথা পান অনিবার॥
জড়-মূক হ'লে পুত্র কিবা আসে যায়।
জনক-জননী স্নেহ হ্রাস নাহি পায়॥
অতিশয় যত্নে তারে করিয়া পালন।
উপবীত দিলা পিতা দেখি শুভক্ষণ॥
জনকের ইচ্ছা তারে করিতে শিক্ষিত।
মহাজ্ঞানী পুত্র তাঁর ইহা অবিদিত॥
শিখালেন যত্ন করি শৌচ আচমন।
স্বেচ্ছায় ভরত করে অন্য আচরণ॥
প্রণব ব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী শিখায়।
চারিমাসে নাহি শিখে কি আছে উপায়॥
পুত্রেতে আসক্ত পিতা বুঝিতে না চায়।
তথাপি শিখাতে ইচ্ছা বেদের অধ্যায়॥
শৌচব্রত গুরুসেবা হোম অধ্যয়ন।
মনোরথ নাহি পূরে ভরতের স্থান॥
কি শিক্ষা দিবেন পিতা ভরতের পাশ।
যাঁর প্রাণ মন সদা হরিতে বিশ্বাস॥
অপূর্ণ রাখিয়া ইচ্ছা সেই সে ব্রাহ্মণ।
ত্যজিল শরীর তার মুক্তির কারণ॥
তনয়া-তনয়ে মাতা সপত্নীর হাতে।
সঁপি তনু ত্যাগ করে স্বামীর চিতাতে॥
অপর ভ্রাতারা ধন করিল বণ্টন।
মূকে অবহেলা করি না করে অর্পণ॥
না জানে সোদরগণ মূক কোন্ জন।
জড়ভরতের নামে খ্যাত তিনি হন॥
ব্রহ্মানন্দে মাতি রহে মূকের সমান।
কলেবর বৃদ্ধি ক্রমে হ'ল সমাধান॥
নিষ্ক্রিয় ও মূক হেরি যতেক সোদর।
ঘৃণা অবহেলা তাঁরে করে নিরন্তর॥
জড় বলি সম্ভাষিত জ্ঞানহীন জন।
তা' সবার সহ করে তথা আচরণ॥
অপরের ইচ্ছামত কার্য্যসম্পাদনে।
নাহিক আপত্তি কভু ভরত সুজনে॥
বল করি কেহ তারে কার্য্যে খাটাইয়া।
যে অন্ন তাহারে দিত হৃষ্টযুক্ত হিয়া॥
তাহাতেই পরিতৃপ্ত হ'ত তার মন।
কভু না খায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কারণ॥
কারণরহিত শুদ্ধ আনন্দে মগন।
সুখদুঃখহীন তিনি রন সর্ব্বক্ষণ॥
বলিষ্ঠ হেরিয়া তাঁরে সকলে ধরিয়া।
কৃষিকর্ম্ম শ্রম লাগি দিল লাগাইয়া॥
সর্ব্ব দুঃখে সুখী তিনি যেমন যখন।
যথাসাধ্য শ্রমকর্ম্ম করেন সাধন॥
বহু খাটাইয়া তারে যতেক সোদর।
উচ্ছিষ্ট আহার দিত ভরিতে উদর॥
এ হেন নিষ্ঠুর কার্য্যে নিজ জ্ঞানবলে।
উপেক্ষিয়া কর্ম্মে তিনি রন কুতূহলে॥
এইরূপে সবে তাঁরে না বুঝি কারণ।
কর্ম্ম জন্য দিত তাঁরে বিবিধ পীড়ন॥
একদা বৃষের সম ক্ষেত্র কর্ষিবারে।
পল্লীবাসী একজন লইল তাহারে॥
সারা দিবা নিশি তাঁরে দিল খাটিবারে।
ভরত সে কর্ম্ম করে তৃপ্তি সহকারে॥
একদা এক চৌররাজ পুত্রের কারণ।
ভদ্রকালী পূজিবারে করিল মনন॥
সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত ধরি এক নর।
রাখিল তাহারে বাঁধি কালীর গোচর॥
পূজা অন্তে বলি দিয়া করিবে তর্পণ।
নররক্তে চৌররাজ পুত্রের কারণ॥
নিশাকালে সেই নর করে পলায়ন।
চৌর অনুচর করে তার অন্বেষণ॥
আঁধারে মিলায় সেই খুঁজি নাহি পায়।
অনুচরগণ ভাবে কি হবে উপায়॥

হেনকালে সেথা জড়ভরত সুমতি।
ক্ষেত্র রক্ষা করিবারে আসে ক্ষেত্রপ্রতি॥
বরাহ অনিষ্ট করে ক্ষেতের ফসল।
বিধিবশে তাই আসে রক্ষিতে সকল॥
হেনকালে ক্ষেত্রমাঝে হেরিয়া ভরতে।
নির্ব্বোধ ও মহামূর্খ ভাবি নিজমতে॥
ধরিয়া সবলে তাঁরে করিয়া বন্ধন।
দেবীর উদ্দেশে ল’য়ে করিল গমন॥
পুত্র-কামনায় চোর দেবীপূজা করি।
নরবলি লাগি আনে ভরতেরে ধরি॥
স্নাপিয়া ভরতে তারা বিধি অনুসারে।
মাল্য চন্দনাদি দিয়া সাজাইল তারে॥
খড়্গ ল’য়ে যবে যায় করিতে ছেদন।
তুলিয়া সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিতে ভীষণ॥
মহাদেবী সেইকালে হইল চঞ্চল।
ব্রহ্মতেজে জ্বলে তার শরীর সকল॥
সহিবারে নারি তেজ প্রতিমা হইতে।
বাহিরিয়া আসে দেবী ভীষণা রূপেতে॥
হাতেতে লইয়া খড়্গ জননী তখন।
নিজ হস্তে চোর-মুণ্ড করেন ছেদন॥
পিশাচ-পিশাচীগণে করিয়া আহ্বান।
আজ্ঞা দিলা চোরগণে লইবারে প্রাণ॥
ভীষণ হুঙ্কারে তবে পিশাচের দল।
বধিলেক একে একে তস্কর সকল॥
মস্তক ছেদন করি যত চৌরগণে।
অত্যুষ্ণ রুধিরাসব খায় যতজনে॥
অত্যধিক পানহেতু মদেতে বিহ্বলা।
নাচিতে গাইতে থাকে যত ছিল বালা॥
চৌরগণ ছিন্নমুণ্ড লইয়া হাতেতে।
অনুচরী সহ দেবী লাগিল খেলিতে॥
নীতিবাক্য তবে কহি শুনহে রাজন্।
মহাজন প্রতি যদি দ্রোহ-আচরণ॥
অপরাধ ফল তার পড়ে নিজ শিরে।
সবংশে বিনষ্ট হয় আপনি অচিরে॥
দেহেন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করিয়া ছেদন।
সর্ব্বভূতে আনুকূল্য করেন যে জন॥
তার প্রতি বৈরভাব কভু না উচিত।
সুদর্শনধারী তারে রক্ষে যে সতত॥
মৃত্যুভয়ে তারা কভু ভীত নাহি হয়।
দৃষ্টান্ত ভরত তার দেহ মহাশয়॥

সুবোধ রচিল গীত ভরত-কাহিনী।
যা শুনিলে পরিত্রাণ পায় সব প্রাণী॥

ইতি ভরতের ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ।

জড়ভরত ও রহূগণ রাজার সংবাদ

শুকদেব বলিলেন শুন হে রাজন্।
ভরতের অন্য কীর্ত্তি বর্ণিব এখন॥
সিন্ধু-সৌবীরের প্রতি রাজা রহূগণ।
একদা শিবিকা ল’য়ে করিছে গমন॥
গমনের কালে পথে বাহক তাঁহার।
নষ্ট করে একপদ পাইয়া প্রহার॥
বাহকে বিনষ্ট হেরি আর কয়জন।
বাহকের লাগি লোক করে অন্বেষণ॥
রাজার শিবিকা একে রাজা তাহে রয়।
বহিতে হইবে ত্বরা তাঁহারে নিশ্চয়॥
নানা দিক্ অন্বেষিয়া বাহকের দল।
পথমাঝে ভরতেরে দেখিল সকল॥

দেখিতে বলিষ্ঠ বটে মূক জ্ঞানহীন।
সহজে বহিবে রাজা বলে নহে ক্ষীণ॥
এত ভাবি তারে ধরি যুড়ে শিবিকায়।
অতি কষ্টে ভরতেরে শিবিকা বহায়॥
জীবহিংসা ভয়ে ভীত ভরত কেবল।
ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করে অবিরল॥
শিবিকা মন্থরে চলে দেখি রহূগণ।
ভৃত্যগণ প্রতি ক্রোধ করে বরিষণ॥
তাহা শুনি ভৃত্য সব কহে সবিনয়ে।
সঙ্গী এই মহামূর্খ চলে ধীর পায়ে॥
শুনিয়া তাদের কথা ভাবে রহূগণ।
সঙ্গদোষে অসাধুতা করেছে গ্রহণ॥
এতেক ভাবিয়া তারে রাজা রহূগণ।
ক্রোধভরে কটুবাক্য করে উচ্চারণ॥
নানারূপে শ্লেষভরে করিয়া শাসন।
আজ্ঞা দিল তারে শীঘ্র করিতে বহন॥
কতদূরে গিয়া তবে ত্যজিয়া বাহন।
শ্রম শান্তি লাগি পথে রহে কতক্ষণ॥
হেন ভাব হেরি রাজা কহিল তাহায়।
এত অল্পে ক্লান্ত হও হ'য়ে স্থূলকায়॥
সিন্ধু-সৌবীরের পতি আমি রহূগণ।
মহাপুণ্যবলে মোরে করিছ বহন॥
ইচ্ছা যদি থাকে তোর রাখিতে জীবন।
ত্বরায় আবার কর স্কন্ধেতে বহন॥
এত যদি তিরস্কার করিল তাঁহায়।
বিন্দুমাত্র দুঃখ তাঁর না জাগিল তায়॥
নির্ব্বিকার সে ব্রাহ্মণ প্রফুল্ল অন্তরে।
নৃপতিরে কহিলেন মৃদু হাস্যভরে॥
মায়াবী মানব রাজা তুমি রহূগণ।
এতেক যন্ত্রণা দাও কিসের কারণ॥
কেবা রাজা কেবা প্রজা এই বিশ্বে হয়।
কেবা বাহ্য কে বাহক কহত নিশ্চয়॥
দুদিনের তরে সব মায়ার কারণ।
হরির সমীপে প্রভু ভৃত্য কোন্ জন॥
জ্ঞানের নিকটে তুচ্ছ হয় এ সংসার।
মুক্ত জনে নাহি করে মন্দ ব্যবহার॥
অতএব বুঝি রাজা করহ করম।
অবশ্য থাকিবে তব পরম ধরম॥
বলিয়াছ মোর নাহি হয় পরিশ্রম।
ইহাই যথার্থ কথা, নাহি এতে ভ্রম॥
আমার আমিত্ববোধ নাই মোর মনে।
ব্রহ্মময় সর্ব্ব দেখি এই ত্রিভুবনে॥
অতএব পরিশ্রম আমার না হয়।
দেহ মোর স্থূল বটে আত্মা স্থূল নয়॥
স্থূলতা কৃশতা ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা মান।
কিছুই আমার নাই আত্ম-অভিমান॥
প্রভু ভৃত্য কে কাহার বলত রাজন্।
প্রভু যদি তুমি মোর কর আজ্ঞাপন॥
মত্ত জড়বৎ আমি করি অবস্থান।
দুর্লভ পেয়েছি রাজা আমি ব্রহ্মজ্ঞান॥
জড়মুখে হেন বাক্য শ্রবণ করিয়া।
নরপতি রহিলেন আশ্চর্য্য হইয়া॥
কতক্ষণ পরে হেরি ভরত-শরীর।
হেরিলেন সুলক্ষণ রহে যত ধীর॥
দীর্ঘবাহু স্থূলশির উজ্জ্বল বরণ।
প্রশান্ত ললাট দৃষ্টি উজ্জ্বল তপন॥
হেন রূপ নেহারিয়া ভরত-আকার।
শিবিকা ত্যজিয়া রাজা হন আগুসার॥
আগুসরি রাজা তাঁর ধরিয়া চরণ।
ক্ষমিবারে নিজ দোষ করে আরাধন॥
রাজা কহে প্রভু মোরে দাও পরিচয়।
দত্তাত্রেয় তুমি কিবা ব্রাহ্মণ-তনয়॥
তুমি কি কপিলমুনি, মঙ্গলকারণ।
পাপপুণ্য পৃথিবীতে কর পদার্পণ॥
ইন্দ্রবজ্র শিবশূল যমদণ্ড আর।
অগ্নি চন্দ্র সূর্য্যে ভয় নাহিক আমার॥
এক ভয় আছে শুধু ব্রাহ্মণের ঠাঁই।
তাঁর অপমানে ভয় জানাই গোঁসাই॥

বলিয়াছ গূঢ় কথা বুঝিতে না পারি।
আমারে বুঝায়ে দাও বিশ্লেষণ করি ॥
বিশ্বের সুহৃৎ তুমি অভিমানহীন।
সর্ব্বত্র সমান দেখ বিকারবিহীন ॥
মোর প্রতি ক্রোধ যদি করহ পোষণ।
অবশ্য হইব নষ্ট, রক্ষে কোন্ জন ॥
সুবোধ রচিল গীত মহা ভাগবত।
যা শুনিলে পাপী তাপী পায় মুক্তিপথ ॥

ইতি জড়ভরত ও রহূগণ রাজার সংবাদ

রহূগণের প্রতি জড়ভরতের তত্ত্বোপদেশ

রাজার মিনতি হেরি করুণা-সাগর।
নানা জ্ঞানবাক্য কহে তাঁহার গোচর ॥
ভরত কহেন রাজা কর অবধান।
অবিবেকীতুল্য কথা কহ মোর স্থান ॥
যজ্ঞ আদি কর্ম্ম নহে মোক্ষের উপায়।
চিত্তশুদ্ধি না হইলে মোক্ষ নাহি পায় ॥
স্বপ্নদৃষ্ট সুখ যথা হয় মায়াময়।
তবু সত্য বলি তারে জানত নিশ্চয় ॥
সেইরূপ গৃহসুখ কভু নিত্য নয়।
আমার কথায় কভু না কর সংশয় ॥
সত্ত্ব রজ তমে ব্যাপ্ত পুরুষের মন।
ধর্ম্মাধর্ম্মাচরণেতে দেয় প্ররোচন ॥
জীবদেহ অবলম্বি চক্ররূপে মন।
নানা দেহে ঘুরি করে মোহ উৎপাদন ॥
নিকৃষ্ট ভাবেতে মন অনিষ্টভাজন।
পুনঃ এই মন হয় মোক্ষের কারণ ॥
বিষয়-আসক্ত মন ঘটায় বন্ধন।
বিরাগী মনেতে হয় বন্ধনমোচন ॥
ঘৃতাক্ত প্রদীপে শিখা ধূমসমন্বিতা।
ঘৃতের নিঃশেষে তাহা তেজ মহাভূতা ॥
সেইরূপ সংসারেতে আসক্ত যে মন।
রূপগুণ ধরে তাহা সংসারকারণ ॥
সংসারবিমুক্ত মন শুদ্ধরূপ ধরে।
মালিন্য না আসে কিছু ইহার গোচরে ॥
গমন গ্রহণ উক্তি মলত্যাগ রতি।
পাঁচটি জন্মায় মন কর্ম্মের সংহতি ॥
জ্ঞানযোগে আরো পাঁচ মন সৃষ্টি করে।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ও শরীরে ॥
বিষয় স্বভাব কাল সংস্কারাদি বশে।
কত কোটি সৃজে মন এই একাদশে ॥
নিজে মন নাহি পারে করিতে সৃজন।
আধারে থাকিয়া করে, হয় সে করণ ॥
মনোবৃত্তি ভিন্ন কালে ভিন্ন রূপ ধরে।
কভু সুপ্ত কভু স্বপ্ন জাগ্রতে বিহরে ॥
সর্ব্বদোষশূন্য শুধু আছে ভগবান্।
মনোবৃত্তি সমূহেরে দেখে মতিমান্ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে তিনি সর্ব্বব্যাপী হন।
পুরাণপুরুষরূপে জগৎ-কারণ ॥
সাক্ষাৎ ও স্বয়ংজ্যোতি অজ নাম ধরে।
পরেশ নামেতে ব্রহ্মা নিয়ন্ত্রণ করে ॥
নারায়ণ বাসুদেব আর ভগবান্।
বিভিন্নরূপেতে তিনি রন বর্ত্তমান ॥
প্রাণরূপে বায়ু যথা স্থাবর-জঙ্গমে।
প্রবিষ্ট হইয়া তারে চালে ক্রমে ক্রমে ॥
সেইরূপ ভগবান্ অন্তর্য্যামী রূপে।
বিশ্বেরে চালান নিজে থাকিয়া নিশ্চুপে ॥
দেহধারী জীব যদি রিপুজয়ী নয়।
জ্ঞানেতে মায়ারে যদি ছিন্ন না করয় ॥

আত্মতত্ত্ব যে পর্য্যন্ত না পারে জানিতে।
সংসার মাঝারে তারে হইবে ভ্রমিতে॥
শোক মোহ রোগ রাগ বৈর আদি যত।
সূক্ষ্মদেহে থাকি মন চালায় সতত॥
ত্রিবিধ তাপের ক্ষেত্র সেই মন হয়।
তাহার স্বরূপ যারা না বুঝে নিশ্চয়॥
ততকাল তাহাদের হইবে ভ্রমিতে।
পৃথিবী মাঝারে এই সংসারচক্রেতে॥
অতএব শুন সিন্ধু-সৌবীর-ঈশ্বর।
মনোরূপ শত্রু নাশ হইয়া তৎপর॥
উপেক্ষার ফলে উহা বিবর্দ্ধিত হয়।
আত্মলোপকারী এই শত্রু অতিশয়॥

সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
মহা ভাগবত কথা শোনে পুণ্যবান॥

ইতি রহূগণের প্রতি জড়ভরতের তত্ত্বোপদেশ।

রাজা রহূগণের সন্দেহভঞ্জন

এত শুনি বলে তবে রাজা রহূগণ।
বিচিত্র মূরতি তুমি করহে ধারণ॥
ভগবদ্ ধ্যানে মগ্ন তুমি সর্ব্বক্ষণ।
প্রণাম তোমারে প্রভু জগৎ-কারণ॥
সম্পন্নদেহাত্মবুদ্ধি, আমি হীনমতি।
তব বাক্যে শ্রদ্ধা মোর জাগিছে সম্প্রতি॥
গ্রীষ্মতপ্ত ব্যক্তি কাছে যথা হয় জল।
তব বাক্য মোর কাছে অতি সুশীতল॥
সন্দেহবিষয় আমি জিজ্ঞাসিব পরে।
এক্ষণে দুর্ব্বোধ্য কথা বুঝাও আমারে॥
বাহক ও ভার কিসে ব্রহ্মাত্মক হয়।
এই বাক্য চিত্তে মোর জাগায় সংশয়॥
যেরূপে সমস্ত কিছু হয় ব্রহ্মময়।
সে কথা বলিয়া শান্ত করুন হৃদয়॥
রাজার কথায় জড়ভরত সুমতি।
অমৃত ব্রহ্মের কথা বলে ধীরে অতি॥
অন্নময় যাহা হয় পৃথী পরিণাম।
জীবের সম্বন্ধ হেতু ধরে নানা নাম॥
চরণ উপরে গুল্ফ জঙ্ঘা তদুপরি।
জানু ঊরু মধ্যভাগ বক্ষঃ আদি ধরি॥
গ্রীবা স্কন্ধ যত কিছু পার্থিব সকল।
শিবিকা সৌবীররাজ তথা অবিকল॥
তোমার আমিত্ববোধ আত্মা-অভিমান।
পার্থিব তাহাও সত্য, জানে জ্ঞানবান্॥
সমধিক ক্লেশে হয় বাহক কাতর।
নিষ্ঠুরতা তার প্রতি কর নিরন্তর॥
প্রজার পালক বলি আত্মশ্লাঘা কেন।
কভু কি উচিত বল নির্ল্লজ্জতা হেন॥
পার্থিব দেহের এই ক্ষিতিই কারণ।
ক্ষিতিরে করিয়া সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ॥
স্বীয় শক্তি দ্বারা করি সঙ্কল্পে রচন।
করিলেন বাসুদেব পৃথিবী ঘটন॥
অতএব ব্রহ্মাত্মক এই ক্ষিতি হয়।
পরবর্ত্তী কথা এবে শুন মহাশয়॥
হ্রস্ব-দীর্ঘ ছোট-বড় চেতনাচেতন।
স্বভাব আশয় কাল কার্য্য ও কারণ॥
বাসুদেব নামে যারে পূজে জ্ঞানিজন।
জ্ঞানের স্বরূপ তিনি শুদ্ধ সনাতন॥
সর্ব্ব-অভ্যন্তরে স্থিত সেই ভগবান্।
যাহার কারণে জীবে শান্ত হয় মন॥
মহাপুরুষের কৃপা না হয় যখন।
কিছুতে না পায় কেহ তাঁহার চরণ॥
ব্রত কর্ম্ম উপবাস ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
জল অগ্নি সূর্য্য পূজা নহেক বিধান॥

এই সব কর্ম্মে কেহ ঈশ্বরে না পায়।
ঈশ্বরের নামগান এইত উপায়॥
তাহার প্রমাণ শুন রাজা রহূগণ।
পূর্ব্ব জন্মে ছিনু আমি ভরত রাজন॥
হরি স্মরি রাজ্য ত্যজি প্রবেশিয়া বনে।
হরিণের মমতায় রহি সর্ব্বক্ষণে॥
মমতায় মৃগজন্ম হইল তখন।
কিন্তু হরি সেবা-ফলে নাহি বিস্মরণ॥
সেই স্মৃতি-বলে পুনঃ এ হেন আকারে।
জন্মলাভ করিয়াছি এ ভব সংসারে॥
সেই হেতু সাধনার ফল হয় নাশ।
সেই হেতু জড় আমি কিছুতে না আশ॥
নাহি সুখ নাহি দুঃখ নাহি সঙ্গালাপ।
কর্ম্মক্ষয় লাগি আমি করি যে বিলাপ॥
সংসারে ত্যজিয়া সঙ্গ হ'য়ে মুক্তজন।
যেই ভজে সেই পায় শ্রীহরি-চরণ॥
এক উপাখ্যান রাজা করহ শ্রবণ।
তাহাতে সংসার-চিত্র হ'য়েছে অঙ্কন॥
এতেক বলিয়া শুক কহে পরীক্ষিতে।
সেই উপাখ্যান শুন অবহিত চিতে॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
হরিনাম কর সবে নাশ পাপভার॥

ইতি রাজা রহূগণের সন্দেহভঞ্জন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভবাটবী-উপাখ্যান

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
জড়ভরতের কথা অতি মনোহর॥
সযতনে রহূগণ ভরতে পাইয়া।
আপন প্রাসাদে লন পবিত্র ভাবিয়া॥
নৃপের যতন হেরি ঋষি মহাশয়।
প্রকাশি আপন ভাব রহূগণে কয়॥
মায়া-পাশে বদ্ধ তুমি রাজা রহূগণ।
শ্রুতি-বাক্য বোধ করা অসাধ্য সাধন॥
যদি ইচ্ছা কর কিছু জ্ঞান লভিবারে।
উপাখ্যান কহি শুন শ্রদ্ধা সহকারে॥
ত্রিভুবন মাঝে এক বিস্তৃত কানন।
ভবাটবী নাম তার দেখিতে ভীষণ॥
বিভীষিকা-পূর্ণ বন ভীষণ আকার।
মায়া-বিদ্যা ইন্দ্রজালে ঘেরা চারিধার॥
ব্যবসার বস্তুরূপে রহে দ্রব্যচয়।
সত্ত্ব রজ তম গুণে বিভাজিত রয়॥
দেখিতে সুন্দর হেরি সেই দ্রব্যচয়।
দৃষ্টিমাত্রে বণিকের ক্রয়-ইচ্ছা হয়॥
অদৃষ্ট-সঞ্চিত দেখে বহু রত্ন-ধন।
জীবনের সহ গিয়া যত মহাজন॥
লোভে পড়ি বনমাঝে লাভ আশা করে।
উপনীত হয় সবে তাহার ভিতরে॥
অদৃষ্ট ধনের ধনী যত জীবগণ।
মায়াফল লভিবারে প্রবেশয়ে বন॥
দেহ-রথে আরোহিয়া যত মহাজন।
বুদ্ধিরে সারথি করি প্রবেশিল বন॥
সেই বনে ছয় দস্যু ছয় রিপু রয়।
ভীষণ প্রবল তারা ভয়ঙ্কর হয়॥

হীনবল সারথিরে করিয়া দর্শন।
অদৃষ্ট ও ধর্ম্ম ধনে করয়ে লুণ্ঠন॥
আর যত বল হরি সারথি বিনাশি।
মহাজনে একে একে ফেলায় গরাসি॥
দস্যুতে হরিলে অর্থ নিঃস্ব মহাজন।
সেইমত সেই বনে করয়ে ভ্রমণ॥
অরণ্য মাঝারে থাকে আর ধূর্ত্তগণ।
দারাপুত্র নামে যত শৃগাল কুজন॥
ধূর্ত্তরূপী শৃগালেরা যত মহাজনে।
অসহায় হেরি সবে নিজাভীষ্ট ধনে॥
বৃকগণ যথা সুখে হরে মেষগণ।
সেইমত শৃগালেরা হরে মহাজন॥
তরু গুল্ম লতা পূর্ণ ভীষণ গহ্বর।
অরণ্য মাঝারে থাকে বহু থরে থর॥
মমতাদি নানা দুঃখ তাহার মাঝার।
নানাবিধ বিষ-কীট করিছে বিহার॥
শৃগালেরা হেরি তথা যত মহাজন।
একে একে গহ্বরেতে করয়ে ক্ষেপণ॥
গৃহাশ্রম-রূপী সেই মহাগর্ত্তচয়।
নানা দুঃখ পাপকীটে রহে বিষময়॥
গহ্বরে পড়িয়া দেখে বণিকের দল।
ইন্দ্রজাল চারিদিকে নেহারে কেবল॥
গন্ধর্ব্বের পুরী কোথা কোথা স্বর্ণপুর।
মণিমুক্তা কাম্য কর্ম্ম অনিত্য প্রচুর॥
হেনরূপ কাম্য কর্ম্ম দেখি মনোরম।
দুঃখে মিথ্যা সুখ দেখি হয় মতিভ্রম॥
দেহ ধন জনে মোহ হইয়া উদয়।
আত্মারূপে তাহাদেরই শ্রেষ্ঠ মনে হয়॥
এ হেন বিস্ময়ে তবে বণিকের দল।
ধূম্রাক্ষে ধূমিত যেন নেহারে সকল॥
সদ্‌বুদ্ধি সদ্দৃষ্টি হয় ক্রমেতে বিলয়।
অনিত্য বিষয়ে ক্রমে বিশ্বাস নিশ্চয়॥
আশ্রম-গহ্বরে সদা হয় ঝিল্লীরব।
শ্রবণেতে অতি কটু হয় সেই সব॥
পেচকের সম সদা অশিব চীৎকার।
ইহা শুনি মহাজনে করে হাহাকার॥
এইরূপ সুখ দুঃখে মাতি মহাজন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সদা হয় উচাটন॥
অবশেষে ভ্রমে দুঃখে হইয়া কাতর।
ফল-আশে যায় পাপ-তরুর গোচর॥
অতি ফলবান্ তরু হয় নিরন্তর।
কটু আস্বাদন মাত্র দেখিতে সুন্দর॥
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বণিকের দল।
মরীচিকা মিথ্যা স্থলে যায় ভাবি জল॥
আত্মীয় পাষাণ সম স্রোত নেহারিয়া।
নদীরূপে হেরি যায় জলের লাগিয়া॥
স্রোত নহে বালিময় শুষ্ক নাহি নার।
প্রস্তর কলহরূপে শোভে দুই তীর॥
পড়িলে তাহাতে সবে শান্তি আশা করি।
সুখ আশা দূরে যায় ধরে রোগ অরি॥
কোথা যক্ষ সম যত সংসারের পতি।
ধন হরি পীড়া দেয় বণিকের প্রতি॥
এইরূপে সে গহ্বরে নানা পীড়া পায়।
কার সাধ্য সেই দুঃখ বর্ণিতে জুয়ায়॥
শোক মোহ মহাসুর দেখিতে ভীষণ।
সময়ে সময়ে আসি করে আক্রমণ॥
কভু পিতা-পুত্র ইন্দ্রজালে ভাবি সার।
ক্ষণ সুখ করি পরে করে হাহাকার॥
কভু আশা-গিরি 'পরে করি আরোহণ।
বিপদ কণ্টকে তাহা করে নিবারণ॥
কভু বা অনলে আসি সবার অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাতনায় সকাতর করে॥
নিদ্রারূপী অজগর সদা সর্ব্বক্ষণ।
সময় পাইয়া সবে করে আকর্ষণ॥
নিদ্রাবিষে জর্জ্জরিত দেখি সব প্রায়।
আলস্যাদি দুর্দ্দশায় ভোগে সবে হায়॥
অন্ধপ্রায় ভ্রমে মহাদুঃখে এইরূপে।
শেষে ক্ষিপ্ত হয় মোহরূপী অন্ধকূপে॥

মধুরস সম বনে আছে নারীগণ ।
মধু আশ মোহে যদি পায় মহাজন ॥
বিষধর নারী সবে করি স্বামিচয় ।
মহাজনে ধরি কত পীড়নে পীড়য় ॥
কেহ যদি নাহি পায় এ হেন পীড়ন ।
নারী সম মধু যদি করে আস্বাদন ॥
অন্য বলবানে আসি করিয়া প্রহার ।
কাড়ি লয় সেই মধু বিপদ্ অপার ॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যত ঋতুচয় ।
অনাশ্রয়ে মহাজনে সকলে পীড়য় ॥
এইরূপ ধনহীন হ'লে মহাজন ।
প্রবৃত্তির দোষে শিখে করিতে হরণ ॥
সেই কর্ম্মফলে পায় ভীষণ যাতন ।
কার সাধ্য কু-অদৃষ্টে করিবে শোধন ॥
মোহবশে ভাগ্যহীন কেহ কেহ হয় ।
কেহ রোগী কেহ কেহ উন্মত্ত নিশ্চয় ॥
এইরূপে ভাগ্যহীন যত মহাজন ।
সংসার-অটবী-মাঝে করিয়া ভ্রমণ ॥
অবশেষে পাপভরে পেয়ে মহাভার ।
আপনার ভাগ্য নিজে করয়ে সংহার ॥
কি বলিব রহূগণ অটবীর কথা ।
কার সাধ্য শুদ্ধ থাকে অরণ্যে সর্ব্বথা ॥
দিক্‌হস্তী সম বলী যোগে মহাযোগী ।
সে জন যদ্যপি হয় অরণ্যের ভোগী ॥
আমার বলিয়া তার হয় অহঙ্কার ।
অহঙ্কারে বিষ্ণুপদ অপ্রাপ্তি তাহার ॥
যেই জন একবার অরণ্য-মাঝার ।
প্রবেশ করিয়া করে বারেক বিহার ॥
অরণ্যের সীমা রাজা জন্ম-জন্মান্তরে ।
নাহি পায় দেখিবারে কহি সত্য ক'রে ॥
হাহাকার অনিবার সুখ দুঃখ মতি ।
শোক মোহ সমাপনে সদা কামে রতি ॥
মায়াময় মনোরম হয় সে কানন ।
স্পর্শনে বিবেক নাশ কহিনু রাজন ॥
লতা শাখা পুষ্পময় মহাবৃক্ষচয় ।
নারীগণ সম শোভে তথায় নিশ্চয় ॥
পক্ষিধ্বনি কণ্ঠধ্বনি সদা তথা হয় ।
মধুর নিনাদে মত্ত পথিকেরা রয় ॥
মোহিত হইয়া নিলে বৃক্ষের আশ্রয় ।
মহাসিংহ কাল সম সমর করয় ॥
ভীষণ গর্জ্জনে নিজ প্রতাপ প্রচারে ।
কার সাধ্য সে ভ্রুকুটী পারে সহিবারে ॥
ভীত হেরি কঙ্ক গৃধ্র পাষণ্ডের দল ।
কুমতি লইয়া তারা প্রকাশয়ে বল ॥
কুমতি না বুঝে যত পথিক সুজন ।
আশ্রয় পাইল বলি করয়ে মিলন ॥
মহামোহে এইরূপে করে হাহাকার ।
শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত জীবন তাহার ॥
এইরূপে মুগ্ধ হ'য়ে যত মহাজন ।
কভু পুত্রাদির স্নেহে হ'তেছে বন্ধন ॥
কভু বা প্রমাদ-বশে করে অহঙ্কার ।
প্রমাদে বিস্মৃত হয় মৃত্যু দুর্নিবার ॥
অপার ঘটনাময় সেই সে কানন ।
কত বা মোহিনী শক্তি করিব বর্ণন ॥
মায়া তার পথ এই কহিলাম সার ।
তুমি রাজা সেই পথে করিছ বিহার ॥
যদি হিত চাও রাজা জীবনে আপন ।
ভক্তিরূপী অসি করে করহ ধারণ ॥
হরিপ্রেমে ছেদ করি সংসার-বন্ধন ।
হেরহ সকল প্রাণী আপন মতন ॥
সম-দৃষ্টিমান্ হ'য়ে নিষ্ক্রিয় হইয়া ।
প্রবৃত্তি-বিনাশে রহ বৈকুণ্ঠে বসিয়া ॥
বুঝ রাজা রহূগণ আমার বচন ।
অতি ভয়ঙ্কর স্থান ভবের কানন ॥
শুক কন সম্বোধিয়া পরীক্ষিৎ প্রতি ।
অপূর্ব্ব কাহিনী এই পাণ্ডব-সন্ততি ॥
ভরতের মুখে এই শুনি উপদেশ ।
পরমাত্মা জ্ঞান লাভ করিলা নরেশ ॥

রহূগণ শান্তি লাভ করিলা প্রচুর।
অবিলম্বে হ'ল তার দেহ বুদ্ধি দূর ॥
ভরতের উপদেশ অপূর্ব্ব বিচার।
বুঝিয়া করিলে কর্ম্ম নষ্ট পাপভার ॥
অপরে শুনহ রাজা ভরতের বাণী।
শুনিয়া অস্থির হবে সচকিত প্রাণী ॥
মায়ামোহ ছুটি হয় ভবের কাননে।
সংসারের সুখ দুঃখ শোভে সেই বনে ॥
কার সাধ্য ত্যজে তাহা করিয়া প্রবেশ।
নাহি দিলে নারায়ণে আপন আবেশ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
ইহাতে ঘুচিতে পারে মায়ার আঁধার ॥

ইতি ভবাটবী-উপাখ্যান।

সপ্তম অধ্যায়

ভরতবংশ-চরিত্র কথন

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
ভরত-বংশের কথা হ'য়ে অবহিত ॥
রহূগণ রাজে দিয়া আত্ম-পরিচয়।
ভীষণ যোগেতে যোগী ভরত সে হয় ॥
ত্যজিলেন আত্ম-দেহ হরিরে স্মরিয়া।
দেহান্তে থাকেন সুখে বৈকুণ্ঠেতে গিয়া ॥
এইমতে ভরতের লীলা হ'ল শেষ।
অপার মহিমা তাঁর বর্ণিতে বিশেষ ॥
পুণ্য বংশ ভরতের রাজা পরীক্ষিৎ।
মহিমা কিঞ্চিৎ তাঁর হও অবহিত ॥
ভরতের এক পুত্র নামেতে সুমতি।
পিতা সম গুণবান্ হরিপদে মতি ॥
ঋষভের সম গুণী সর্ব্বজনে কয়।
হরি-অংশে জন্ম তার সদা সত্ত্বময় ॥
হংসের পদবী ল'য়ে পালি প্রজাগণ।
শ্রীহরি-মহিমা করে জগতে কীর্ত্তন ॥
দেবরূপে প্রজাজনে দেখায়ে প্রভাব।
রাখিলেন হরি প্রতি আপন স্বভাব ॥
জীবন্মুক্ত মহাজন সুমতি সুজন।
কর্ত্তব্য পালিয়া এই ভূমে প্রজাগণ ॥
অন্তিমে হরিতে লীন হয়েন সুজন।
সম্যক্ মহিমা তাঁর কে করে বর্ণন ॥
বৃদ্ধসেনা নামে তাঁর আছিল কামিনী।
রূপেতে তুলনা তার স্থির সৌদামিনী ॥
অতি পতিব্রতা সতী হরি প্রতি মতি।
প্রসবিলা এক পুত্র রূপে রতিপতি ॥
নামেতে দেবতাজিৎ দেবেন্দ্র-সমান।
কার সাধ্য ক্ষমতার করে পরিমাণ ॥
দান যজ্ঞ ব্রতাদিতে রাখি নিজ মন।
কর্ত্তব্য ভাবিয়া পালি রাজ্য প্রজাগণ ॥
দুষ্টের দমন করি শিষ্টের পালন।
কুলরক্ষা জন্য করি পুত্র উৎপাদন ॥
হরিপদে মতি রাখি ত্যজিলেন কায়।
দেবরূপে বৈকুণ্ঠেতে সম্মান তাহায় ॥
আসুরী নামেতে ছিল তাহার কামিনী।
রূপেতে ছিলেন তিনি ভুবন-মোহিনী ॥
শুভক্ষণে স্বামী সেবি লভিল সন্তান।
দেবদ্যুম্ন নাম তার সর্ব্ব-গুণবান্ ॥
বংশ-অলঙ্কার পুত্র ধর্ম্ম-নীতিময়।
তেজে বৈশ্বানর-সম-মনে বিষ্ণুময় ॥

স্বধর্ম্মে থাকিয়া রাজা স্মরি নারায়ণ।
প্রজা রাজ্য পালি অন্তে ত্যজেন জীবন॥
জীবনান্তে বৈকুণ্ঠেতে হয় তাঁর স্থিতি।
কল্পান্তে বৈকুণ্ঠে ভোগ কর্ম্মফল গতি॥
তাঁর পত্নী ধেনুমতী গুণে ধেনু-সমা।
তড়িৎ পলায় লাজে রূপে অনুপমা॥
যৌবনে সেবিয়া পতি লভিল কুমার।
পরমেষ্ঠী নাম তার সুন্দর আকার॥
বিষ্ণুভক্তি-অলঙ্কারে সদা তার জ্ঞান।
দেব-সম তেজে আর অতি বলবান্॥
শত্রুর কৃতান্ত হন দুষ্টের দমন।
শিষ্টেরে পালিয়া রাজা করেন শাসন॥
হরিপদে মতি রাখি পালি প্রজাগণ।
অন্তিমে তাঁহার হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
অতি কীর্ত্তিমান্ রাজা বর্ণন না যায়।
সুবর্চ্চলা তাঁর পত্নী বিখ্যাত ধরায়॥
রূপে অনুপমা আর সাবিত্রী গুণেতে।
স্বামী লভি পুত্র লাভ করে আনন্দেতে॥
প্রতীহ নামেতে পুত্র বিষ্ণু-পরায়ণ।
বিষ্ণু-নামে পরিপূর্ণ তাহার জীবন॥
বসুন্ধরা ধন্য হয় প্রতীহ শাসনে।
বিষ্ণুভক্তময়ী ধরা তাঁহার সাধনে॥
প্রজাগণে ডাকি রাজা শিখাতেন জ্ঞান।
যাহাতে পাইবে তারা দুঃখে পরিত্রাণ॥
একদা ডাকিয়া সবে অনুভব করি।
তত্ত্বজ্ঞানে মতি রাজা বর্ণিলেন হরি॥
তাহার বর্ণনে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
সিদ্ধ ভক্ত বলি তাহে দিলা দরশন॥
প্রতীহের পত্নী নাম সুবর্চ্চলা ছিল।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা সকলে দেখিল॥
শাশুড়ীর সম নামে সম গুণবতী।
লভিলা কুমার তিন ল'য়ে সাধু পতি॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার প্রতীহ রাজন।
রম্যস্থান পাইলেন যথা নারায়ণ॥
প্রতিহর্ত্তা প্রতিস্তোতা উদ্গাতা আখ্যায়।
তেজেতে কুমার তিন ব্যাপিল ধরায়॥
হরি-নাম হরি-যজ্ঞ হরি-সংকীর্ত্তন।
প্রজাগণে হরি-সিদ্ধি করায় সাধন॥
হেন পুণ্য করি সবে পালি প্রজাগণ।
কুলরক্ষা লাগি পুত্র করি উৎপাদন॥
অন্তিমে বৈকুণ্ঠ-পুরী করিল দর্শন।
কার সাধ্য সে মহিমা করিবে বর্ণন॥
প্রতিহর্ত্তা-ভার্য্যা স্তুতি স্তুতিরূপা হয়।
অজ ভূমা নামে পুত্র সাধুজনে কয়॥
কনিষ্ঠা সে ভূমা নামে অতি ভক্তিমান্।
দুই পত্নী ছিল তাঁর শাস্ত্রের প্রমাণ॥
পুণ্যকর্ম্মে মতি রাখি সেই মহাজন।
পশিয়া সংসারে করে রাজ্যের শাসন॥
দুই নারী গর্ভে করি পুত্র উৎপাদন।
হরি-যোগ করি কৈলা বৈকুণ্ঠে গমন॥
ঋষিকুল্যা নামে তার প্রধানা রমণী।
উদ্গীথ নামেতে পুত্র পায় সেই ধনী॥
দেবকুল্যা নামে ছিল দ্বিতীয় রমণী।
প্রস্তাব নামেতে পুত্র ভক্ত-শিরোমণি॥
প্রস্তাব কনিষ্ঠ বটে গুণে বরীয়ান্।
বিষ্ণুপদে মতি তাঁর অতি গুণবান্॥
নিজগুণে লভি এই ধরা সিংহাসন।
পুত্র সম পালিতেন যত প্রজাজন॥
বিরুৎসা নামেতে তাঁর সুরূপা কামিনী।
রূপেতে আছিল যেন প্রফুল্ল নলিনী॥
বিভু নামে তাঁর গর্ভে জন্মায়ে কুমার।
প্রস্তাব বৈকুণ্ঠে যান ত্যজিয়া সংসার॥
বিভুসম গুণে বিভু পালি প্রজাজনে।
রাখিল একান্ত মতি শ্রীহরি-চরণে॥
পুণ্যবান্ তিনি যথা ভার্য্যা গুণবতী।
বিষ্ণুর সেবায় রতা নাম তাঁর রতি॥
রতি-সমা রূপে গুণে সে হেন কামিনী।
সুখ্যাতি প্রচারি এই বিস্তীর্ণ মেদিনী॥

পৃথুসেন নামে পুত্র করে উৎপাদন।
রূপে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরি-পরায়ণ॥
পুত্রে দিয়া ধরা-ভার বিভু ভাবি হরি।
বৈকুণ্ঠেতে যান রাজা অতি ত্বরা করি॥
আকূতি নামেতে ছিল পৃথুর কামিনী।
রূপে গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ হন তিনি॥
সংসারের লীলা করি ভাবি নারায়ণ।
উভয়েই ধর্ম্মে রত শান্তিপূর্ণ মন॥
শুভক্ষণে লভিলেন একটি কুমার।
অতি ভক্তিমান্ পুত্র নক্ত নাম তাঁর॥
নক্তেরে রাজত্ব দিয়া ত্যজি রাজ্যভার।
বৈকুণ্ঠে চলিল রাজা ত্যজিয়া সংসার॥
যৌবনে পাইয়া নক্ত ঋতি নামে নারী।
পালিলেন নিজ রাজ্য ধরম আচরি॥
অতুল সম্পদ্ তাঁর পাণ্ডুবংশধর।
ভোগ মোক্ষ দুই পথে তাঁহার অন্তর॥
এ ভীষণ ব্রতে রাজা করি দেহ জয়।
লভিল ধার্ম্মিক পুত্র নাম তার গয়॥
তারে দিয়া রাজ্যভার ত্যজিয়া সংসার।
নরদেহ ত্যজি যান বৈকুণ্ঠ-আগার॥
গয় নামে তাঁর পুত্র ধার্ম্মিক সুজন।
রাজর্ষি তাঁহার খ্যাতি ব্যাপিয়া ভুবন॥
পিতা সম ভোগ মোক্ষে মতি তাঁর হয়।
তাঁহার শাসনে ধরা পুণ্যে পূর্ণ রয়॥
দীর্ঘ আয়ু প্রজাজন আধি-ব্যাধি-হীন।
যজ্ঞ ব্রতে তাঁর কীর্ত্তি সতত প্রবীণ॥
ভোগদেহ রাখি রাজা ব্রহ্মে রাখি মন।
সংসার-মাঝারে ব্রহ্ম করেন দর্শন॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়ময় তিনি হীন-অভিমান।
শুনিলে তাঁহার নাম লোকে পুণ্যবান্॥
তাঁহার চরিত্র ল'য়ে যত কবিগণ।
লিখিল কতেক শাখা শাস্ত্রের লিখন॥
যাঁর কাছে পরাজিত হইয়া সমরে।
কর দিত নৃপগণ অতি শ্রদ্ধা-ভরে॥
যাঁর দ্বারা সম্মানিত হও বিপ্রগণ।
তাঁর মত কর্ম্ম বল করে কোন্ জন
রাজর্ষি গয়ের তুল্য সজ্জন সুজন।
হইতে পারিবে কেবা কহত রাজন্॥
দক্ষকন্যাগণ যারে অভিষেক করে।
স্বয়ং পৃথিবী মাতা যারে বুকে ধরে॥
তার তুল্য কোন্ জন পারিবে হইতে।
গয়ের সমান রাজা নাহিক মহীতে॥
তাঁর যজ্ঞে সোমরস সেবিয়া প্রচুর।
অতিশয় প্রীত হ'ত ইন্দ্র আদি সুর॥
যেই বিষ্ণু লাগি এত তপ যোগ দান।
সে বিষ্ণু আসিত সেই যজ্ঞ বিদ্যমান॥
হস্তে করি যজ্ঞভাগ করিয়া গ্রহণ।
সন্তুষ্ট হইনু বলি বলিত বচন॥
ব্রহ্মা হ'তে যাঁর প্রীতি সমস্ত জগতে।
হইল বিস্তৃত সেই শ্রেষ্ঠ বিধিমতে॥
যাঁর যজ্ঞে তৃপ্ত হন নিজে নারায়ণ।
তাঁর তুল্য এ জগতে হয় কোন্ জন॥
গায়ন্তী নামেতে সাধ্বী তাঁহার রমণী।
তাঁর গর্ভে তিন পুত্র লভে নরমণি॥
চিত্ররথ জ্যেষ্ঠ হয় মধ্যম সুগতি।
সে অবিরোধন হয় কনিষ্ঠ সুমতি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্য দিয়া মহারাজ গয়।
গমন করেন তিনি বৈকুণ্ঠ আলয়॥
পিতা সম চিত্ররথ ছিলেন মহৎ।
নানামতে প্রজাদের পূরি মনোরথ॥
ঊর্ণা নামে সাধ্বী ভার্য্যা করিয়া গ্রহণ।
সম্রাট্ নামেতে পুত্র করে উৎপাদন॥
পিতা সম পুত্র সেই লভিলে যৌবন।
চিত্ররথ করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন॥
উৎকলা কামিনী সহ সম্রাট্ কুমার।
হরিপদে মতি রাখি করেন সংসার॥
মরীচি নামেতে পুত্র অতীব সুমতি।
তাঁহে দিয়া রাজ্য রাজা লীন হরি প্রতি॥

মরীচি লইয়া রাজ্য পেয়ে বিন্দুমতী ।
জন্মাইলা বিন্দুমান নামেতে সন্ততি ॥
সরলা রমণী ল'য়ে রাজা বিন্দুমান ।
জন্মাইলা মধু নামে রাজর্ষি সন্তান ॥
সুমনা পত্নীরে ল'য়ে মধু মহাজন ।
বীরব্রত নামে পুত্র করে উৎপাদন ॥
ভোজা নামে ভার্য্যা ল'য়ে বীরব্রত ধার ।
মন্থু ও প্রমন্থু নামে জন্মাইলা বীর ॥
সত্যারে বিবাহ করি মন্থু মহামতি ।
ভৌবন নামেতে পরে জন্মায় সন্ততি ॥
ভৌবনের ত্বষ্টা নামে হইল কুমার ।
তাঁর পত্নী বিরোচনা পুণ্যের আধার ॥
বিরজ নামেতে তাঁর হইল সন্তান ।
অতি মহাবীর সেই অতীব বিদ্বান্ ॥
সূর্য্য সম তেজে আর শাসনে শমন ।
হরিব্রতে সদা ব্রতী ভাবে নারায়ণ ॥
বিষুচী নামেতে তাঁর আছিল কামিনী ।
গুণে অদ্বিতীয়া তিনি রূপে সৌদামিনী ॥
তাঁর গর্ভে শত পুত্র এক কন্যা হয় ।
সবে মহাকীর্ত্তিমান্ খ্যাত বিশ্বময় ॥
শতজিৎ নামে পুত্র জ্যেষ্ঠ সবাকার ।
তাঁহার তুলনা বিশ্বে নাহি ছিল আর ॥
একে একে ভরতের যতেক সন্ততি ।
করিলা প্রতাপে রাজ্য হরিপদে মতি ॥
ধার্ম্মিক হইয়া সবে করিল শাসন ।
কার সাধ্য সব কথা করিতে বর্ণন ॥
সকলেই ভোগসুখে মাতায়ে সংসার ।
অন্তিমে বৈকুণ্ঠে গিয়া করেন বিহার ॥
কেহ না সংসার-মাঝে জন্মে পুনরায় ।
কর্ম্মফলে একবারে স্বর্গে চলি যায় ॥
এ হেন পবিত্র বংশ রাজা পরীক্ষিৎ ।
ভুবনে না ছিল কভু একথা নিশ্চিত ॥
হেন বংশ-কথা যেই করিবে কীর্ত্তন ।
প্রসন্ন তাঁহার প্রতি হন নারায়ণ ॥
ভরতের বংশ-কথা সেহেতু তোমায় ।
বর্ণিলাম তব কাছে নাশিতে মায়ায় ॥
মহাভোগে ভোগী হ'য়ে ভাবে যদি হরি ।
ভরত-বংশের সম পায় ভব-তরী ॥
তাই বলি মহারাজ স্থির করি মন ।
এক মনে ভাব সেই প্রভু নারায়ণ ॥
ভুবনের কথা রাজা শুন অতঃপর ।
যথায় যেরূপে হরি হয়েন গোচর ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
শুনিলে শুনালে নাশ হবে মায়াভার ॥

ইতি ভরতবংশ-চরিত্র কথন ।

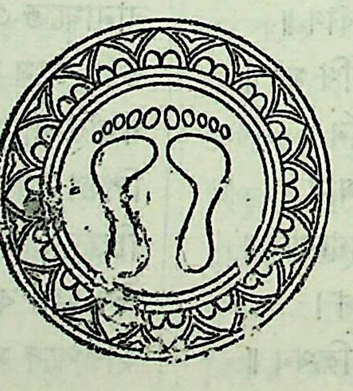

অষ্টম অধ্যায়

ভুবনকোষ বর্ণন

শুকে সম্বোধিয়া কন পাণ্ডুবংশধর।
এক কথা জিজ্ঞাসিব তোমার গোচর॥
ইতিপূর্ব্বে কহ গুরো মম বিদ্যমান।
প্রিয়ব্রত-কীর্ত্তিকথা করিতে প্রমাণ॥
মহারাজ প্রিয়ব্রত রথচক্রবলে।
সপ্তখাত হ'য়েছিল এই ভূমণ্ডলে॥
সেই সপ্তখাতে হয় সাতটি সাগর।
সপ্তদ্বীপ রূপে ধরা তাহার ভিতর॥
সূর্য্যকরে যতদূর হয় আলোকিত।
শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষে নক্ষত্রসহিত॥
চন্দ্রমা যতেক দূর দৃষ্টবান্ হয়।
ততদূর ভূমণ্ডল জানি সুনিশ্চয়॥
সংক্ষেপেতে এ সকল কহিলেন মোরে।
সকল জানিতে চাহি আমি সবিস্তারে॥
পৃথক্ পৃথক্ যাহা ইহার লক্ষণ।
সমুদয় মোরে প্রভু বল বিবরণ॥
অতএব কহ ঋষি দ্বীপের কাহিনী।
যে ভাবে পূজিত যথা নারায়ণ যিনি॥
এই ধরা স্থূলরূপে সেই ভগবান্।
সবার প্রত্যক্ষ হ'য়ে রহে বিদ্যমান॥
ইহার কীর্ত্তনে ক্রমে হ'য়ে সূক্ষ্মবোধ।
অবশ্য মানিবে তাহে অন্তর প্রবোধ॥
পরব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ যিনি জ্যোতির্ম্ময়।
স্থূল রূপে তাঁর কথা বল মহাশয়॥
রাজার বচন শুনি শুক মহাশয়।
ভূমি-বিবরণ-বাণী কহেন নিশ্চয়॥
শুনহ শৌনক আদি যত ঋষিগণ।
অপরূপ স্থূলরূপ এ চৌদ্দ ভুবন॥
যেখানে যে ভাবে হরি হইত পূজন।
যে স্থানের যে মাহাত্ম্য করিব কীর্ত্তন॥
শুক কন শুন শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
কহিব ভূমির বৃত্তি শাস্ত্রের উচিত॥
এই যে ভুবন রাজা করিছ দর্শন।
কার সাধ্য পারিবেন করিতে বর্ণন॥
দেবতুল্য পরমায়ু যদি কারো হয়।
অগস্ত্য সমান যদি শক্তি কভু রয়॥
তথাপি না পারে কেহ করিতে বর্ণন।
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীর সব বিবরণ॥
প্রধান প্রধান নাম পরিমাণ তার।
দ্বীপাদির সন্নিবেশ যাহা যথাকার॥
সেই ভাবে ব্যাখ্যা আমি করি অতঃপর।
শ্রদ্ধা সহ শুন তাহা কহি নৃপবর॥
সবার প্রধান হয় এই সপ্তদ্বীপ।
কর্ম্ম-ভূমি সব এই উজ্জ্বল প্রদীপ॥
পদ্ম সম ভূমণ্ডল দেখিতে আকার।
সপ্তদ্বীপ একমাত্র কোষ হয় তার॥
সপ্তদ্বীপে একস্থল জম্বুদ্বীপ নাম।
ইহাই প্রথম দ্বীপ খ্যাত সর্ব্বধাম॥
নিযুত যোজন দীর্ঘে প্রস্থে তাহা হয়।
সরসিজ পত্র সম বর্ত্তুল নিশ্চয়॥
এই দ্বীপে নয় বর্ষ ভাগে হয় নয়।
ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল সর্ব্বক্ষুদ্র হয়॥
সহস্র যোজন হয় তাহার বিস্তার।
অতীব পবিত্র দ্বীপ সুন্দর আকার॥
সীমার নির্দ্দেশ লাগি অষ্ট কুলাচল।
নয় বর্ষে আট সীমা রাখিল কেবল॥

হিমালয়-আদি হয় তাহাদের নাম।
ক্রমেতে বর্ণিব রাজা তব বিদ্যমান॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইলাবৃত সর্ব্ব-মধ্যস্থল।
তাহার মাঝারে রহে সুমেরু অচল॥
পদ্ম যথা কর্ণিকার মধ্যস্থলে রয়।
ভূমণ্ডলে সে সুমেরু তেমনি নিশ্চয়॥
উচ্চতা যোজন লক্ষ শতেক বিস্তার।
ইলাবৃত পরিমাণে সমান তাহার॥
ইলাবৃত তিন বর্ষে রহে বিভাজন।
কুরু হিরণ্ময় আর রম্যক গণন॥
তিন বর্ষ সীমা লাগি তিন কুলাচল।
নীল শ্বেত শৃঙ্গবান্ বিখ্যাত কেবল॥
জলনিধি পরশিয়া এই গিরি তিন।
রহিয়াছে ইলাবৃত নামে নিশিদিন॥
দক্ষিণে উহার আর তিন গিরি রয়।
নিষধ ও হেমকূট আর হিমালয়॥
তাহার দক্ষিণে রহে নামেতে ভারত।
হরি আর কিম্পুরুষ আদি বর্ষ যত॥
পূর্ব্বে রহে মাল্যবান্ অতি সুদর্শন।
তাহার পার্শ্বেতে কেতুমাল সুশোভন॥
পশ্চিমে বিশাল গিরি সে গন্ধমাদন।
ভদ্রাশ্ব তাহার পার্শ্বে করিহ গণন॥
এইরূপে তিন দিকে রহে বর্ষময়।
ইলাবৃত উত্তরেতে সাগর নিশ্চয়॥
চারিদিকে মেরু রহে বেড়ি মধ্যস্থল।
সুপার্শ্ব কুমুদ আর মন্দর অচল॥
সুমেরু মন্দর নামে চতুর্থ সে হয়।
সকল উপরে চারি পাদপ যে রয়॥
মন্দরেতে আম্র আর জম্বু সুমন্দরে।
কদম্ব সুপার্শ্বে বট কুমুদ উপরে॥
অতীব বিস্তীর্ণ বৃক্ষ শাখা-পত্রময়।
ধ্বজারূপে জানাইছে ব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয়॥
সহস্র যোজনাধিক ইহারা উন্নত।
শাখাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ হয় সেইমত॥
চারিটি পর্ব্বতে চারি হ্রদ বিদ্যমান।
দুগ্ধ মধু ইক্ষুরস জলে পূর্ণ স্থান॥
রস পান করি উপদেবতা নিচয়।
যোগৈশ্বর্য্য ধরে সবে জানিবে নিশ্চয়॥
চারি পার্শ্বে রহে চারি সুরম্য উদ্যান।
বৈভ্রাজক চিত্ররথ নন্দন আখ্যান॥
সর্ব্বভদ্র নামে হয় চতুর্থ কানন।
কত শোভা ধরে তাহা কে করে বর্ণন॥
রমণীগণের সহ যত সুরগণ।
সেইস্থানে আনন্দেতে করিছে ভ্রমণ॥
মন্দরের ক্রোড়দেশে বৃক্ষ দেবচূত।
গিরিশৃঙ্গ সম স্থূল আর যে উন্নত॥
সুধাস্বাদ ফল তার নিপতিত হয়।
তার রসে অরুণোদা নদী বাহিরয়॥
ভবানীর অনুচরী যক্ষ নারীগণ।
এই রস পান করি আহ্লাদিত হন॥
অঙ্গস্পর্শে বায়ু তার শতেক যোজন।
সুরভিত করে তাহা জানে সর্ব্বজন॥
মেরুমন্দরের কোলে জম্বু-অধিষ্ঠান।
তার রসে জম্বুনদী রহে বহমান॥
পর্ব্বতশিখর হ'তে ভূতলে পড়িয়া।
ইলাবৃত বর্ষে তাহা যায় প্রবাহিয়া॥
জম্বুফলরসে আর্দ্র নদীতীর স্থান।
দেব আভরণরূপে হয় খ্যাতিমান্॥
সুপার্শ্ব পর্ব্বত পার্শ্বে কদম্ব মহান্।
কোটর হইতে পঞ্চ ব্যাম পরিমাণ॥
পঞ্চ মধুধারা সদা হয় নিপতিত।
তাহাতে আনন্দে রহে বর্ষ ইলাবৃত॥
কুমুদ পর্ব্বতে বৃক্ষ শতবল্‌শ নাম।
স্কন্ধ হ'তে বিনির্গত হয় অবিরাম॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত গুড় অন্ন বস্ত্রাসন।
বহন করিয়া নদী হয় প্রবাহন॥
এ সকল উপভোগ করে যেই জন।
জরা রোগ আদি তার নয় কদাচন॥

চর্ম্মের সঙ্কোচ আর কেশের পক্কতা।
কান্তি ঘর্ম্ম জরা রোগ গ্রীষ্ম বিবর্ণতা ॥
কিংবা অন্য কোন তাপ না হয় নিশ্চয়।
পরন্তু তাহারা সুখ লভে অতিশয় ॥
কুরঙ্গ কুরব শঙ্খ কুসুম্ভ বৈকঙ্ক।
ত্রিকূট শিশির নাগ রুচক পতঙ্গ ॥
নিষধ কপিল আর হংস শিতিবাস।
বৈদূর্য্য জারুধি আদি দেবতা-আবাস ॥
কালঞ্জর গিরি আর নীরদ পর্ব্বত।
সুমেরুর চারিদিকে রয় বিরাজিত ॥
পূর্ব্বেতে জঠর আর দেবকূট গিরি।
পশ্চিমেতে পারিযাত্র, পবন প্রহরী ॥
কৈলাস ও করবীর দক্ষিণেতে হয়।
উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ আর মকর আছয় ॥
এইভাবে সর্ব্বদিকে বেষ্টি আপনারে।
সুমেরু পর্ব্বত রহে শোভিত প্রাচীরে ॥
সুমেরুর শোভা কত কহিতে না পারি।
ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ-স্থান শাস্ত্রের বিচারি ॥
শিরোদেশে তার রহে মহা-ব্রহ্মপুরী।
স্বর্গ আদি অষ্টলোক অষ্ট স্থান জুড়ি ॥
পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রপুরী অমরানগরী।
অগ্নিকোণে তেজোবতী হুতাশনপুরী ॥
দক্ষিণে যমের পুরী সংযমনী নাম।
নৈর্ঋতে কৃষ্ণাঙ্গনা নির্ঋতির ধাম ॥
পশ্চিমে বরুণ পুরী শ্রদ্ধাবতী রহে।
বায়ুকোণে বায়ুপুরী গন্ধবতী কহে ॥
উত্তরেতে মহোদয়া কুবের নগরী।
ঈশানেতে ঈশানের যশোবতী পুরী ॥
সুমেরু পর্ব্বতমাঝে ব্রহ্মাপুরী রয়।
তাহার বর্ণনা কভু ভাষাতে না হয় ॥
কি শোভা কহিব তার সুবর্ণের চূড়া।
প্রকৃতি সাজায় তাহা দিয়া মণিগুঁড়া ॥

সুবোধ রচিল গীত হরি আশা করি।
ত্যজিয়া অনিত্য আশা বল সবে হরি ॥

ইতি ভুবনকোষ বর্ণন।

নবম অধ্যায়

গঙ্গাবতরণ ও রুদ্র-কর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণস্তোত্র

শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
অতঃপর কহি আমি সর্ব্ব বিবরণ ॥
ইলাবৃত-মাহাত্ম্য সে না যায় বর্ণন।
আপনি আসিয়া গঙ্গা করিছে বেষ্টন ॥
ইতিহাস শুন রাজা কহিব তাহার।
যবে বলি যজ্ঞ করে ভুবন মাঝার ॥
বামনরূপেতে হরি ছলিয়া তাঁহারে।
তিনপদে ত্রিভুবন লন একেবারে ॥
ডান পায়ে করে সব পৃথ্বী অধিকার।
বামপদ তোলে ঊর্দ্ধে তথা রাখিবার ॥
অঙ্গুষ্ঠনখেতে লাগি ব্রহ্মাণ্ডাবরণ।
বিদীর্ণ হইয়া তাহা পড়িল তখন ॥
ছিদ্রপথে জলধারা ব্রহ্মাণ্ড মাঝেতে।
প্রবিষ্ট হইল, পরে সহস্র যুগেতে ॥
স্বর্গশীর্ষে অবতীর্ণ হইল যখন।
ভগবান্ তাহে করে পাদপ্রক্ষালন ॥

অরুণ কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হইল।
সেই নদী পাপনাশী অতি নিরমল॥
ভাগীরথী আদি নাম না ছিল তখন।
বিষ্ণুপদী নামে খ্যাতা হয় ত্রিভুবন॥
স্বর্গশীর্ষ বিষ্ণুপদ নামে পরিচিত।
ধ্রুব যেথা ভক্তিযোগে বিগলিতচিত॥
পুলকে পূরিত অঙ্গ ধ্রুব মহাত্মন্।
বিষ্ণুপদী জল শিরে করিল ধারণ॥
সপ্তর্ষি সকলে ল'য়ে সে গঙ্গার নীর।
জটার মাঝারে রাখে শোধিতে শরীর॥
বিষ্ণুপদে জন্ম ল'য়ে সেই গঙ্গাজল।
প্রথমে প্লাবিত করে চন্দ্রের মণ্ডল॥
চন্দ্র হ'তে ব্রহ্মলোকে সুমেরু শিখরে।
তথা হ'তে চারিধারে ভুবন ভিতরে॥
বংক্ষু ও অলকনন্দা ভদ্রা সীতা আর।
চারিরূপে পরিত্রাণ করে জলধার॥
সীতারূপী স্রোতনদী সুমেরু হইতে।
পড়িল আপন তেজে বিবিধ-গিরিতে॥
গন্ধমাদনেতে পরে হয় নিপতন।
ভদ্রাশ্ব বাহিয়া করে সাগরে গমন॥
মাল্যবান্ হ'তে বংক্ষু বাহি কত স্থান।
পশ্চিম সাগরে গিয়া করিল প্রয়াণ॥
সুমেরু উপরে পড়ি ভদ্রা স্রোত জল।
আসিল ক্রমেতে যথা কুমুদ অচল॥
কুমুদ হইতে নীলে শ্বেত গিরিবরে।
মাল্যবান্ স্পর্শি যায় কুরুর ভিতরে॥
কুরু দিয়া ক্রমে সবে করি পরিত্রাণ।
লবণ সাগরে গিয়া করিলা প্রয়াণ॥
অলকনন্দার স্রোত ব্রহ্মলোক হ'তে।
একে একে আসি পড়ে হেমকূটপথে॥
হেমকূট বাহি ব্যাপি ভারত-বরষ।
মিলে সে সাগর প্রতি লইয়া হরষ॥
কেহ যদি করে স্নান অলকনন্দায়।
রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞফল পায়॥

এইরূপে গঙ্গা-সম কত নদীচয়।
সকল বরষ পূত করিছে নিশ্চয়॥
সর্ব্ব বর্ষ দ্বীপ শ্রেষ্ঠ ভারত-বরষ।
কর্ম্মক্ষেত্র বলি সবে গায় তার যশ॥
জন্ম ল'য়ে কর্ম্মী করে কর্ম্ম আরম্ভণ।
কর্ম্মমতে তিন স্বর্গে তাদের গমন॥
দিব্য ভৌম বিল নামে স্বর্গ তিন রয়।
সপ্তদ্বীপ অষ্টবর্ষ ভৌম স্বর্গ হয়॥
উহাতে জন্মিয়া জীবে সুখভোগ করে।
অযুত বরষ আয়ু সকলেই ধরে॥
পত্নীগর্ভে একবার জন্মায় সন্তান।
পাপপুণ্য কর্ম্মে রত শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অষ্টবর্ষে সকলেই সেবে দেবপতি।
দেববালাগণ সবে আনন্দিত অতি॥
কাল ঋতু সমভাবে করে অবস্থান।
এইরূপে সপ্তদ্বীপ ভূমে বর্ত্তমান॥
নানা বর্ণ নানা বৃক্ষ প্রস্তর কানন।
প্রমোদ কুটীর গৃহ নগর গঠন॥
এইরূপে নানা সুখে কত নারী নর।
এই সপ্তদ্বীপে সুখে রহে নিরন্তর॥
অতঃপর শুন রাজা শ্রীহরি পূজন।
কোন্ বর্ষে কোন্ ভাবে হয় উপাসন॥
ইলাবৃত বর্ষে ভব ভবানী সহিত।
হরি-রূপে সদা তথা হন সুপূজিত॥
ইলাবৃত বর্ষে রহে শুধু নারীগণ।
পুরুষ সেথায় কভু না করে গমন॥
কেবল পুরুষ সেথা ভব ভগবান্।
রমণীগণের দ্বারা সদা সেবা পান॥
না জানিয়া যদি কোন নর সেথা যায়।
অবিলম্বে নারীভাব সেইজন পায়॥
সহস্র অর্ব্বুদ নারী ভবানীর সহ।
ভবসেবা করে তারা থাকে অহরহ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধ আর।
প্রদ্যুম্ন নামেতে চারি হরি-অবতার॥

ভগবান্ ভব সেবে দেব সঙ্কর্ষণে ।
হৃদয়ে ধরিয়া মূর্ত্তি মন্ত্র জপে মনে ॥
সঙ্কর্ষণ হয় জেনো ভবের প্রকৃতি ।
সেকারণে সঙ্কর্ষণে ভবের প্রণতি ॥
এইভাবে ভব সদা ধ্যান করে তাঁর ।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তুমি সারাৎসার ॥
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি রূপে তোমা বেদে ।
বর্ণনা করিয়া থাকে সর্ব্বদা নির্ব্বাধে ॥
অব্যক্ত অনন্ত তুমি প্রভু ভগবান্ ।
তোমার চরণে আমি জানাই প্রণাম ॥
পরম-আরাধ্য পাদপদ্ম আপনার ।
আশ্রয়ভাজন সদা হয় সবাকার ॥
ঐশ্বর্য্য আশ্রয় তব, ভকতবৎসল ।
হরিয়া সংসার-ক্লেশ তরাও সকল ॥
নয়ন মুদ্রিত যদি তথাপি না পারি ।
সংযত করিতে ক্রোধ গোলোকবিহারী ॥
প্রাণিগণে নিয়মিত কর নিরীক্ষণ ।
তথাপি তোমার নাহি ক্রোধ অকারণ ॥
বিষয়ে আসক্ত মোরা, তরিবার তরে ।
তুমিই আশ্রয় শুধু মুকুন্দমুরারে ॥
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন দৃষ্টি হয় যাহাদের ।
তব মায়াবলে মোহ জন্মে তাহাদের ॥
তোমারে ভাবে যে তারা পাগলের মত ।
মধু ও আসবপানে সদা তুমি রত ॥
নাগবধূগণ তব চরণপরশে ।
লজ্জায় অবশচিত্ত হয় যে হরষে ॥
দেহ সেবা করিবারে নাহি পারে আর ।
তব সেবা নাহি চাহে কোন্ দুরাচার ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়-হেতু তুমি সঙ্কর্ষণ ।
অনন্ত বিনাশহীন জানে ঋষিগণ ॥
সহস্র মস্তকে তব সর্ষপ আকৃতি ।
ভূমণ্ডল আছে কিন্তু নাহি বোঝা স্থিতি ॥
তোমা হ'তে সৃষ্টি মোর, সহায়ে তোমার ।
ভূত ও ইন্দ্রিয়ে সৃজি আমি বারবার ॥
মোর পূর্ব্বজাত যেই ব্রহ্মা মহাশয় ।
তোমাতে উৎপত্তি তাঁর নাহিক সংশয় ॥
সকলের স্রষ্টা তুমি প্রভু সঙ্কর্ষণ ।
ভরসা একান্ত মোর তোমার চরণ ॥
সূত্রবদ্ধ পক্ষীন্যায় তোমার ইঙ্গিতে ।
দেব জীব সবে চলে বিচিত্র ভঙ্গীতে ॥
তব ক্রিয়া শক্তি হেতু সৃজি আমি ধরা ।
অন্য কিছু নাহি জানি প্রভু তুমি ছাড়া ॥
প্রকৃতি বিশ্বের সৃষ্টি লয়ের কারণ ।
তাহারো কারণ তুমি প্রণমি চরণ ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
ভাগবত পুণ্যকথা অতি চমৎকার ॥

ইতি গঙ্গাবতরণ ও রুদ্র-কর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণস্তোত্র ।

দশম অধ্যায়

বর্ষদেবস্তুতি

পরীক্ষিতে লক্ষ্য করি বলে মুনিবর।
ভদ্রাশ্বাদি বর্ষ-কথা বলি অতঃপর ॥
উপাস্য ও উপাসক, উপাসনারীতি।
যে ভাবেতে চলে তাহা বলিব সম্প্রতি ॥
ভদ্রাশ্ববর্ষেতে ধর্ম্মপুত্র বর্ষপতি।
ভদ্রশ্রবা নামে রাজা করেন বসতি ॥
পুত্র পৌত্র আর যত সেবক তাহার।
হয়গ্রীবমূর্ত্তি পূজে ভক্তি সহকার ॥
সকলে মিলিয়া তারা মন্ত্র জপ করে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা ধর্ম্ম অবতারে ॥
কী বিচিত্র লীলা তাঁর দেখি ধরাধামে।
মানুষ না বোঝে তাঁরে অজ্ঞানেতে ভ্রমে ॥
অনিত্য বিষয়সুখে মগ্ন থাকে যারা।
সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যু দেখি না ভাবয়ে তারা ॥
পিতা কিংবা পুত্র যদি কালগ্রাসে পড়ে।
চিতায় তুলিয়া দেহ, ধন বাট করে ॥
জ্ঞানী ও বিবেকী জন মায়াতে তাহার।
বিষয়ে আসক্ত, তাঁর লীলা বোঝা ভার ॥
বেদ বলে প্রভু তুমি আবরণহীন।
প্রকৃতি পদার্থ যত তোমার অধীন ॥
কিছুতে আসক্ত তুমি কভু নাহি হও।
সব কর্ম্ম তব কীর্ত্তি, সকলেতে রও ॥
দৈত্য যবে বেদ সব করিল হরণ।
হয়গ্রীবরূপে দৈত্যে করি বিনাশন ॥
ব্রহ্মাহস্তে বেদ সব কর প্রত্যর্পণ।
আমরা লইনু প্রভু তোমার শরণ ॥
হরিবর্ষে ভগবান্ নৃসিংহরূপেতে।
করিছেন অবস্থান বলি বিধিয়তে ॥
সদ্‌গুণ আশ্রয় আর চরিত্র যাঁহার।
পবিত্রিল দৈত্যকুল আচরণে তার ॥
পরমবৈষ্ণব সেই প্রহ্লাদ নৃপতি।
নৃসিংহে প্রার্থনা করে ভক্তিযুক্ত অতি ॥
তেজোরূপ নৃসিংহকে করি নমস্কার।
কর্ম্মের বাসনা কর সমূলে সংহার ॥
অজ্ঞানতা কর দূর দান গো অভয়।
অগতির গতি তুমি পরম আশ্রয় ॥
জগতের হিত হোক শান্ত হোক খল।
কামনাবিহীন হোক মানব সকল ॥
গৃহ পত্নী পুত্র বিত্ত বন্ধু প্রতি আর।
আসক্তি না জন্মে যেন, তব পদ সার ॥
তোমাতে আসক্ত হ'লে সিদ্ধিলাভ হয়।
গৃহাসক্ত জনে সিদ্ধি নাহিক নিশ্চয় ॥
যেবা করে লীলা তব শ্রবণ কীর্ত্তন।
তাহার হৃদয়ে সদা ভগবান্ রন ॥
মনের মালিন্য যত দূর হ'য়ে যায়।
তীর্থ সেবি এত ফল কেহ নাহি পায় ॥
ভগবান্ প্রতি যার অনন্যা ভকতি।
ধর্ম্ম জ্ঞান দেব আদি তুষ্ট তার প্রতি ॥
বিষয়সুখেরে যারা অন্বেষণ করে।
ধর্ম্ম আদি তুষ্ট কভু নয় সেই নরে ॥
মীনের আশ্রয় জল যেইরূপ হয়।
ভগবান্ সেইরূপ প্রাণীর আশ্রয় ॥
তাঁরে ত্যজি যেই জন গৃহাসক্ত হয়।
মহত্ত্ব তাহার কিছু কভু নাহি রয় ॥
আসক্তি বিষাদ ক্রোধ স্পৃহা মান ভয়।
দৈন্য আদি তৃষ্ণা যত মূল হেতু হয় ॥

জনম-মরণ স্রোত যাহা হ'তে চলে।
গৃহ পরিত্যজি তাঁরে ভজিবে সকলে॥
কেতুমালবর্ষে প্রভু করে অবস্থান।
সম্বৎসর রাজ্ঞা তথা রহে বিদ্যমান॥
দেবরূপী দিনগণ পুত্র তার হয়।
রাত্রিরূপী দেবতারা কন্যা সুনিশ্চয়॥
মহাপুরুষের কালচক্রের তেজেতে।
কন্যাগণ উদ্বেজিত হয় বিধিমতে॥
সম্বৎসর শেষে গর্ভ ধ্বস্ত মৃত হয়।
অতঃপর সেই সব নিপতিত রয়॥
ভগবান্ লক্ষ্মীসহ করিয়া রমণ।
ইন্দ্রিয়সমূহে তৃপ্ত করে সেইক্ষণ॥
রাত্রিকালে দেবী আর দেব সহ দিনে।
লক্ষ্মীদেবী উপাসনা করে ভগবানে॥
ইন্দ্রিয়ের পতি প্রভু রহে বর্ত্তমান।
তুমি ছাড়া রমণীর নাহি অন্য স্থান॥
ভীত জনে হও তুমি একান্ত আশ্রয়।
এ কারণে তুমি পতি, অন্য কেহ নয়॥
যে নারী তোমার পদে জানায় কামনা।
সর্ব্বসিদ্ধি লভে সেই, নহে অন্যমনা॥
মম কৃপাদৃষ্টি লাগি দেবাসুরগণ।
সর্ব্বদা করে যে কত তপ আচরণ॥
তোমারে না তুষি কভু আমা নাহি পায়।
তবে ভক্ত লভে ধন আমার কৃপায়॥
স্বর্ণরেখারূপে তুমি বক্ষে মোরে ধর।
তাহাতে কৃতার্থ আমি সর্ব্বপাপহর॥
রম্যকবর্ষেতে তার মনু অধিপতি।
আরাধনা করে মৎস্য অবতার প্রতি॥
অদ্যাপি সে মনু অতি ভক্তি সহকারে।
এই মন্ত্রে পূজিতেছে মৎস্য অবতারে॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানে করি নমস্কার।
সত্ত্ব প্রাণেন্দ্রিয় মন শক্তির আধার॥
কাঠের পুতুল যথা নর-বশীভূত।
সেইরূপ তোমা হ'তে বিশ্ব নিয়মিত॥
বেদেতে রয়েছে যাঁর অস্তিত্ব জ্ঞাপন।
সেই নানা অবতারে করে বিচরণ॥
তথাপি না দেখে তারে লোকপালগণে।
অসমর্থ তারা পর উৎকর্ষ সহনে॥
সে কারণে তারা কেহ না পারে রক্ষিতে।
জঙ্গমস্থাবরে যাহা পায়গো দেখিতে॥
সনাতন তুমি প্রভু, প্রলয়কালেতে।
পৃথিবী রক্ষার লাগি আমার সহিতে॥
মহাবেগে তরঙ্গেতে কর বিচরণ।
জীবের আশ্রয় তোমা লই যে শরণ॥
হিরণ্ময়বর্ষে প্রভু কূর্ম্ম অবতার।
পিতৃ-অধিপতি নৃপ অধিপতি তার॥
কূর্ম্মমূর্ত্তিরূপী সেই প্রভু ভগবানে।
সর্ব্ব অধিবাসী মিলে পূজে একমনে॥
সত্ত্বগুণ হয় তাঁর এক বিশেষণ।
কভু তিনি কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নন॥
পৃথিব্যাদি মূর্ত্তি তাঁর, ব্রহ্মাণ্ড শরীর।
অসংখ্য যাঁহার রূপ দৃষ্টির বাহির॥
বিশ্বরূপী ভগবানে করি নমস্কার।
দৃশ্যমান বস্তু মাত্র স্বরূপ যাঁহার॥
মনুষ্য মশক পক্ষী স্থাবর জঙ্গম।
দেব ঋষি নর নগ গ্রহ দ্বীপগণ॥
সমস্ত তোমার রূপ অন্য কিছু নাই।
তোমারেই সেই হেতু প্রণমি গোঁসাই॥
উত্তরকুরুবর্ষেতে প্রভু ভগবান্।
বরাহমূর্ত্তিতে সদা করে অবস্থান॥
ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী সহ কুরুগণ।
মন্ত্রযোগে আরাধনা করে সর্ব্বক্ষণ॥
মন্ত্র স্বরূপজ্ঞাপক, সর্ব্ব যজ্ঞ যার।
অবয়ব হয় তাঁরে করি নমস্কার॥
পৃথিবী উদ্ধারে যিনি আবির্ভূত হন।
ষড়ৈশ্বর্য্য লভে ভক্ত যাহার কারণ॥
বরাহমূরতি যিনি করিয়া ধারণ।
দন্তাগ্রে আমারে রক্ষা করে যেই জন॥

প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তী যথা বিনাশে অপরে।
সেই মত হিরণ্যাক্ষে যেই বধ করে॥
বরাহমূরতি সেই প্রভু নারায়ণ।
নমস্কার করি লই চরণে শরণ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত কথা।
শুনিলে ঘুচিবে পাপ না হবে অন্যথা॥

ইতি বর্ষদেবস্তুতি।

একাদশ অধ্যায়

ভারতবর্ষের উৎকর্ষ-বর্ণন

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
ভারত-উৎকর্ষ-কথা বর্ণি অতঃপর॥
কিম্পুরুষবর্ষে রাজা হন সীতাপতি।
লক্ষ্মণ-অগ্রজ প্রভু পুরুষ মূরতি॥
হনুমান্ সহ যত বিষ্ণুভক্তজন।
চরণসেবায় রত করে উপাসন॥
গন্ধর্ব্বের শ্রেষ্ঠ হয় আর্ষ্টিষেণ নাম।
নিরন্তর বলে মুখে শুধু রাম রাম॥
তাহার সকাশে শুনি বীর হনুমান্।
অন্তরে জপয়ে নাম করে কীর্ত্তি গান॥
ধ্বজবজ্রচিহ্নযুক্ত ভগবান্ রাম।
লোকধর্ম্ম শিক্ষা লাগি যেই গুণধাম॥
ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি সদাই আচরে।
সাধুত্ব পরীক্ষাস্থান হয় যেই নরে॥
সেই রামচন্দ্র মোর নয়নাভিরাম।
তাঁহার চরণে আমি জানাই প্রণাম॥
অনুভব মাত্র হয় বিষয় যাহার।
শরণ-আগতে যথা শান্তি-পারাবার॥
দশরথপুত্ররূপে মনুষ্যাবতার।
সীতাদুঃখ সহে যেই সর্ব্বগুণাধার॥
বীরগণ-আত্মা যিনি আসক্তিবিহীন।
প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণেরে ত্যজে শোকহীন॥
সৎকুল সৌন্দর্য্য কিংবা অন্য কিছু ধার।
সন্তোষকারণ নহে, সাধু ব্যবহার॥
আর ভক্তি যার হয় সন্তোষকারণ।
বনচর প্রতি যার মিত্র সম্ভাষণ॥
দেবদৈত্য সহ মোরা ভজি সেই রামে।
অযোধ্যাবাসীরে যিনি নেন স্বর্গধামে॥
ভারতবর্ষেতে প্রভু নরনারায়ণ।
আবির্ভূত হ'য়ে করে তপ আচরণ॥
অলক্ষিত হ'য়ে তিনি করে অবস্থান।
তাহার তপেতে বাড়ে ধর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান॥
পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে আছে যেই উপদেশ।
নারদ যে ভাবে ভজে করিয়া বিশেষ॥
সেই মন্ত্রে প্রজাগণ ভক্তিযুক্ত মনে।
সদাই প্রার্থনা করে নরনারায়ণে॥
উপশমশীল যিনি অহঙ্কারহীন।
ইহকালসুখে যিনি রহে উদাসীন॥
ঋষিশ্রেষ্ঠ যেই রহে প্রাণের আরামে।
যতিগণ-অধিপতি নমি গুণধামে॥
সৃষ্টি-স্থিতি লয় হেতু হইয়া আপনি।
আমি কর্ত্তা বলি যিনি নয় অভিমানী॥
দেহমধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান।
সর্ব্বদ্রষ্টা কিন্তু যিনি নহে দৃশ্যমান্॥

প্রহ্লাদের যন্ত্রণা

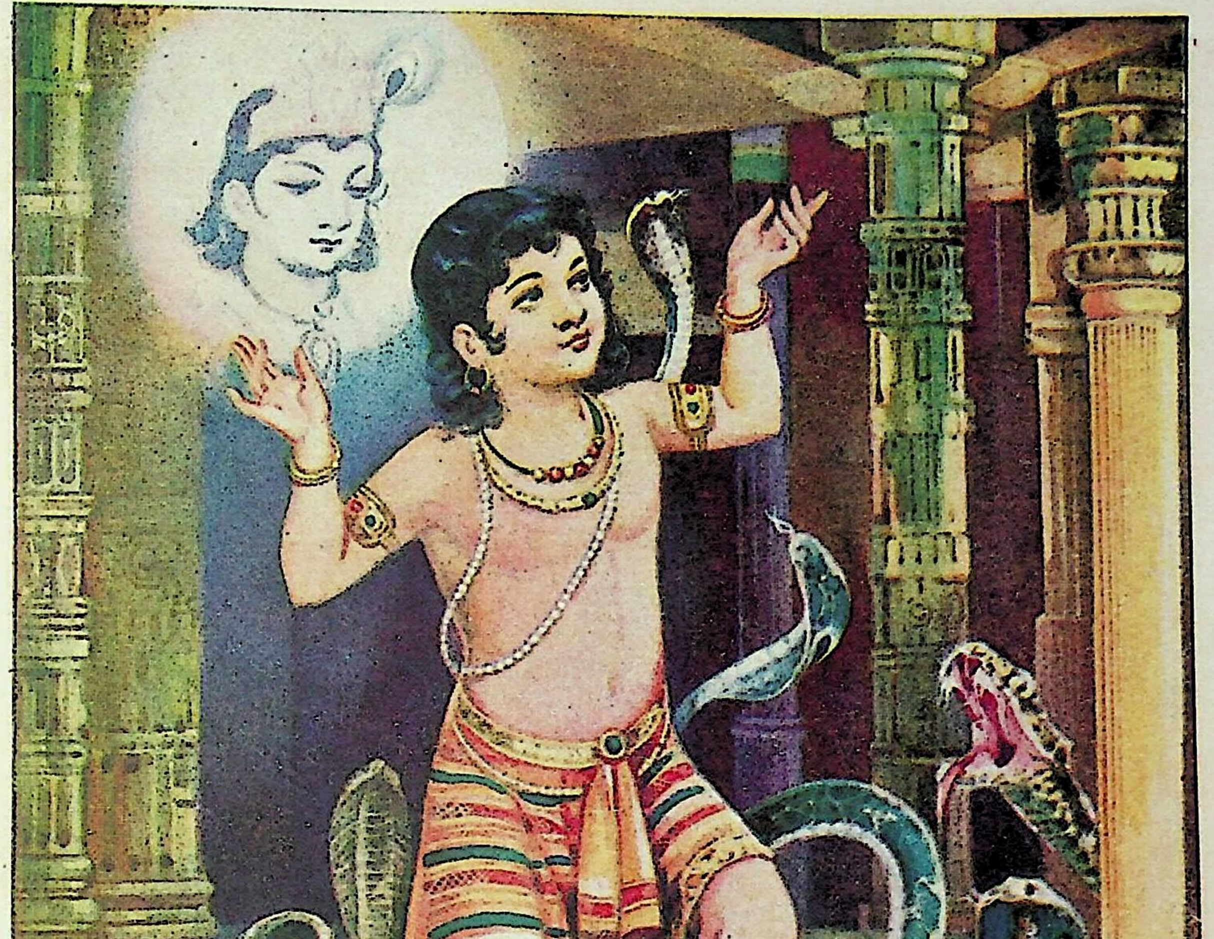
SAILESH PAUL

করতালি দিয়া শিশু নাচে হরি ব'লে।
আনন্দেতে সর্প নাচে হরি হরি বলে॥

পৃষ্ঠা—৫৩৩

ব্রহ্মা নিজে সদা করে উপদেশদান।
নির্গুণ তোমাতে করি চিত্তের আধান॥
গৃহাসক্ত ব্যক্তি যথা মৃত্যুর ভয়েতে।
সদাই শঙ্কিত থাকে ভীতিযুক্ত চিতে॥
জ্ঞানিগণ সেইরূপ গৃহাসক্ত হ'লে।
সর্ব্ব বিদ্যা জ্ঞান তার যায় যে বিফলে॥
তোমার কৃপায় প্রভু আত্মঅভিমান।
যাহাতে ত্যজিতে পারি দাও সেই জ্ঞান॥
ইলাবৃতবর্ষ মত ভারতবরষে।
কত কিছু রহে হেথা মনের হরষে॥
মৈনাক মঙ্গলপ্রস্থ ত্রিকূট মলয়।
ঋষভ কূটক কোণ্ব সহ্য আদি রয়॥
দেবগিরি ঋষ্যমূক শ্রীশৈল বেঙ্কট।
শুক্তিমান্ ঋক্ষগিরি বিন্ধ্য চিত্রকূট॥
বারিধার রৈবতক দ্রোণ গোবর্দ্ধন।
পারিযাত্র ইন্দ্রকীল মহেন্দ্র শ্রীমান্॥
গোকামুক কামগিরি আর ইন্দ্রনীল।
ককুভ পর্ব্বত আর রহে সেথা নীল॥
এইরূপ শত শত রহিয়াছে গিরি।
তাহাতে যে কত নদী বর্ণিতে না পারি॥
নাম উচ্চারণে যার শুদ্ধ হয় মন।
তাহাতে করয়ে স্নান ভারতীয়গণ॥
চন্দ্রবংশা তাম্রপণা আর সরস্বতী।
অবটোদা কৃতবালা আছে দৃশদ্বতী॥
বৈহায়সী পয়স্বিনী কাবেরী ও বেণী।
নির্ব্বিন্ধ্যা শঙ্করাবর্ত্তা রেবা মন্দাকিনী॥
তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা বেণ্বা পয়োষ্ণী গোমতী।
ভীমরথী গোদাবরী তাপী সপ্তবতী॥
সুরসা নর্ম্মদা আর সিন্ধু চর্ম্মণ্বতী।
মহানদী ঋষিকুল্যা বিশ্বা বেদস্মৃতি॥
ত্রিযামা কৌশিকী আর নদী রোধস্বতী।
যমুনা সরযূ নদী আর ষষ্ঠবতী॥
শতদ্রু সুষোমা অন্ধ চন্দ্রভাগা রয়।
বিতস্তা অসিক্লী শোণ নদ-নদী হয়॥
মরুদ্বৃধা আদি নদী রহে বিদ্যমান।
সেহেতু ভারতবর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান॥
বহুবিধ কর্ম্ম করি দেব নর যত।
স্বকর্ম্মের ফলভোগ করে অবিরত॥
অবিদ্যা ছেদন করি সর্ব্বভূতাশ্রয়।
বাসুদেবে ভজি করে মোক্ষের উপায়॥
মনুষ্যের মোক্ষ হেরি দেবতানিচয়।
ভারতে জন্মিতে মনে কত লোভ হয়॥
হেথায় জন্মিলে হয় পুণ্য আচরণ।
হরি সদা তুষ্ট তার প্রতি অকারণ॥
দুষ্কর তপস্যা যজ্ঞ ব্রত দান করি।
স্বর্গেতে না পায় তারা রাখিবারে হরি॥
কল্পান্ত বাঁচিয়া তারা লভে অন্যগতি।
তাহাতে মানবশ্রেষ্ঠ হরিপদে মতি॥
ভারতের অধিবাসী ভক্ত ভগবানে।
অনায়াসে লভে ঠাঁই তাঁহার চরণে॥
যথা নাহি হরিনাম হইবে কীর্ত্তন।
যথায় না বাস করে যত সাধুজন॥
যজ্ঞেশ্বর হরিপূজা যেথা নাহি হয়।
ব্রহ্মলোক হ'লে তাহা ত্যজিবে নিশ্চয়॥
ভারতবর্ষেতে জীব জ্ঞানক্রিয়াযুত।
নরজন্ম পেয়ে মোক্ষে নহে অবগত॥
বারবার লভে নর সংসার-বন্ধন।
জালাবদ্ধ পক্ষীমত তার আচরণ॥
তথাপি মানব সেথা করে হবিঃ দান।
আনন্দে গ্রহণ তাহা করে ভগবান্॥
সকল উদ্দেশ্য নরে সিদ্ধ সেথা হয়।
মোক্ষলাভ করে লভি শ্রীহরি-আশ্রয়॥
দেবতারা স্বর্গে যত পুণ্যকার্য্য করে।
তার ফলে ভারতেতে চায় আসিবারে॥
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
বর্ষবিভাগেতে কিছু আছে মতান্তর॥
সগরের পুত্রগণ অশ্ব অন্বেষণে।
অষ্টদ্বীপ সৃষ্টি করে পৃথিবী খননে॥

স্বর্ণপ্রস্থ চন্দ্রশুক্ল আর আবর্ত্তন।
রমণক লঙ্কা মন্দহরিণ প্রধান॥
পাঞ্চজন্য দ্বীপ আর নাম যে সিংহল।
বর্ণিলাম উপদ্বীপ হয় সে সকল॥

সুবোধ রচিল গীত মহাভাগবত।
যাহাতে সকল প্রাণী পায় মুক্তিপথ॥

ইতি ভারতবর্ষের উৎকর্ষ-বর্ণন।

দ্বাদশ অধ্যায়

সমুদ্র-দ্বীপ-বর্ণন।

শুকদেব পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া বলে।
প্লক্ষ আদি দ্বীপকথা বলি এই ছলে॥
সুমেরুপর্ব্বত যথা জম্বুতে বেষ্টিত।
জম্বু চারিদিকে তথা সমুদ্রবিস্তৃত॥
লবণ সমুদ্র পুনঃ দ্বিগুণ আকার।
প্লক্ষদ্বীপে সীমায়িত, যেন সে প্রাকার॥
হিরণ্ময় প্লক্ষে বৃক্ষ সদা বর্ত্তমান।
সপ্তজিহ্ব অগ্নি তথা করে অবস্থান॥
প্রিয়ব্রত-পুত্র তাঁর ইধ্মজিহ্ব নাম।
দ্বীপ-অধিপতি হন সর্ব্বগুণধাম॥
সপ্তবর্ষে ভাগ করি প্লক্ষ মহাদ্বীপে।
আপনি নিলেন মুক্তি বিষয়-সন্তাপে॥
সপ্ত পুত্র সপ্ত বর্ষে অধিপতি হয়।
বয়স সুভদ্র শিব অমৃত অভয়॥
শান্ত ক্ষেম এই নামে সপ্ত বর্ষ রয়।
বর্ষ নামে পুত্র নাম জানিবে নিশ্চয়॥
মণিকূট বজ্রকূট ইন্দ্রসেন আর।
জ্যোতিষ্মান্ মেঘমাল সুবর্ণ পাহাড়॥
নামেতে হিরণ্যষ্ঠীব সপ্ত গিরি হয়।
সপ্তবর্ষ সীমান্তেতে অবস্থিত রয়॥
অরুণা সাবিত্রী নৃম্না আঙ্গীরসী আদি।
সুপ্রভাতা ঋতম্ভরা সত্যম্ভরা নদী॥
সপ্তবর্ষে এই সব নদীর সলিলে।
স্নান আচমন আদি করিবার ফলে॥
রজঃ-তমোগুণহীন হংস ঊর্দ্ধায়ন।
পতঙ্গ সত্যাঙ্গ এই চারিটি বরণ॥
সহস্র বৎসর আয়ু কান্তি দেব ন্যায়।
প্রজাস্রষ্টা রূপে তারা রহেন সেথায়॥
সূর্য্যরূপী পরমাত্মা প্রভু ভগবানে।
এই মন্ত্রে উপাসনা করে চারিজনে॥
শব্দব্রহ্মরূপ যিনি বিশ্বচরাচর।
জীবন-মরণহেতু বিষ্ণু পরাৎপর॥
সূর্য্যরূপী সেই দেবে করিনু আশ্রয়।
সেই দেব সকলেরে দানেন অভয়॥
তথায় সকল জীবে বুদ্ধি বর্ত্তমান।
ইন্দ্রিয় বিক্রম শক্তি আয়ু আর জ্ঞান॥
প্লক্ষদ্বীপ ইক্ষুরসে যথা আবেষ্টিত।
তেমনি শাল্মলীদ্বীপ সুরায় বেষ্টিত॥
বিপুল বিস্তার এক শাল্মলী তথায়।
আপনি গরুড় বাস করেন শাখায়॥
প্রিয়ব্রত-পুত্র যার যজ্ঞবাহু নাম।
সেই দ্বীপ-অধিপতি সর্ব্বগুণধাম॥
সপ্তদ্বীপে ভাগ করি বর্ষ আপনার।
সপ্তপুত্রে যজ্ঞবাহু দান করে আর॥

সৌমনস্য রমণক আর সুরোচন।
দেববর্হ পারিভদ্র আর আপ্যায়ন ॥
অভিজ্ঞাত নামে এই সপ্তদ্বীপ হয়।
তাহাতে সাতটি নদী প্রবাহিত রয় ॥
সিনীবালী কুহূ নন্দা আর অনুমতী।
রজনী ও রাকা আর নদী সরস্বতী ॥
সাতটি পর্ব্বত সেথা অবস্থিত রয়।
সুরস সহস্রশ্রুতি শতশৃঙ্গ হয় ॥
বামদেব কুন্দ আর কুমুদ নামেতে।
পুষ্পবর্ষ সহ সাত রহে সে দ্বীপেতে ॥
শ্রুতধর বীর্য্যধর বসুন্ধর আর।
ইষুন্ধর নামে চারি পুরুষপ্রকার ॥
সোমরূপী ভগবান্ যিনি বেদময়।
তাঁর উপাসনা সবে করে ত নিশ্চয় ॥
সেই সোমদেব তাঁর প্রসারি কিরণ।
অন্নভাগ করি পালে দেব-পিতৃগণ ॥
মোদের পালনে তিনি সদাই তৎপর।
সবার প্রণাম রহে তাঁহার গোচর ॥
সুরাসিন্ধু বাহিরেতে কুশদ্বীপ রহে।
ঘৃতের সমুদ্র তার চারিধারে বহে ॥
কুশস্তম্ব আছে এক দেবের নির্ম্মিত।
কোমল তৃণেতে তার দিক্ উদ্ভাসিত ॥
নামেতে হিরণ্যরেতা রাজা তার হয়।
প্রিয়ব্রত-পুত্র সেই জান সুনিশ্চয় ॥
সপ্তদ্বীপে ভাগ করি রাজ্য আপনার।
সপ্তপুত্র হাতে তুলি দেয় তার ভার ॥
চতুঃশৃঙ্গ চিত্রকূট কপিল নামেতে।
দেবানী বভ্রুগিরি রহে সে বর্ষেতে ॥
দ্রবিণ ও ঊর্দ্ধরোমা নামেতে পাহাড়।
সপ্তগিরি সেই বর্ষে প্রাচীর আকার ॥
রসকুল্যা মধুকুল্যা আর ঘৃতচ্যুতা।
মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা রহে প্রবাহিতা ॥
মন্ত্রমালা নামে আর নদী এক রয়।
এই সপ্তনদী তথা প্রবাহিত হয় ॥
কুলক ও অভিযুক্ত কোবিদ কুলল।
এই চারিবর্ণ বাস করে দ্বীপস্থল ॥
অগ্নিরূপী ভগবানে পূজা তারা করে।
যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান বিবিধ প্রকারে ॥
পরমপুরুষ তুমি তোমার সহায়।
হবনীয় দ্রব্য যায় দেবতার পায় ॥
ঘৃতসিন্ধু বহির্ভাগে ক্রৌঞ্চদ্বীপ রয়।
ক্রৌঞ্চনামে গিরি সেথা অবস্থিত হয় ॥
ষড়ানন-বাণে তাহা হয় উন্মথিত।
তথাপি বরুণ দ্বারা হয় সুরক্ষিত ॥
ক্ষীরসিন্ধু স্পর্শে তাহা অভিষিক্ত হয়।
এই হেতু ক্রৌঞ্চদ্বীপে নাহি কোন ভয় ॥
প্রিয়ব্রত-পুত্র এক ঘৃতপৃষ্ঠ নাম।
সেই দ্বীপ অধিপতি সর্ব্বগুণধাম ॥
সপ্তবর্ষে ভাগ করি রাজ্য আপনার।
সপ্তপুত্র হাতে তুলে দেন তার ভার ॥
আপনি স্বয়ং লভি আত্মতত্ত্বজ্ঞান।
শ্রীহরির চরণেতে লভিল নির্ব্বাণ ॥
মধুরুহ মেঘপৃষ্ঠ ভ্রাজিষ্ঠ সুধামা।
লোহিতার্ণ বনস্পতি আর আত্মনামা ॥
সপ্ত পুত্র নামে সপ্ত বর্ষ পরিচয়।
সপ্ত গিরি সপ্ত নদী সেই বর্ষে রয় ॥
শুক্ল বর্দ্ধমান আর নন্দ ও নন্দন।
সর্ব্বতোভদ্র ও উপবর্হণ ভোজন ॥
এই সপ্ত গিরি রয় বিভিন্ন দ্বীপেতে।
তা ছাড়া সাতটি নদী রহে সেই ভিতে ॥
অভয়া পবিত্রবতী শুক্লা তীর্থবতী।
আর্যকা ও অমৃতৌঘা আর রূপবতী ॥
পুরুষ ঋষভ আর দেবক দ্রাবণ।
চারিবর্ণ নদীজল খায় নিশিদিন ॥
জলপূর্ণ অঞ্জলিতে পূজে ভগবানে।
এই ভাবে-মন্ত্র তারা পড়ি একমনে ॥
পরমপুরুষশক্তি সর্ব্ব নদীজল।
পবিত্রতা-সম্পাদক তোমরা সকল ॥

তোমাদের স্পর্শে সব পাপ দূর হয়।
পরমপুরুষ হন তোমার আশ্রয় ॥
ক্ষীরসিন্ধু বহির্ভাগে শাকদ্বীপ রয়।
শাকবৃক্ষ সুরভিতে আমোদিত হয় ॥
প্রিয়ব্রত-পুত্র তার মেধাতিথি নাম।
শাকদ্বীপ-অধিপতি সর্ব্বগুণধাম ॥
সপ্ত দ্বীপে ভাগ করি রাজ্য আপনার।
সপ্ত পুত্রহস্তে রাজা তুলে দেন ভার ॥
পুরোজব মনোজব বেপমান্ আর।
ধূম্রানীক চিত্ররেফ আর বিশ্বাধার ॥
বহুরূপ নামে সেই সাত পুত্র হয়।
অতঃপর রাজা নেন শ্রীহরি-আশ্রয় ॥
সাতটি পর্ব্বত সেথা রহে বিদ্যমান।
উরুশৃঙ্গ বলভদ্র পর্ব্বত ঈশান ॥
সহস্রস্রোতা ও শত কেশর নামেতে।
দেবপাল মহানস রহে সে বর্ষেতে ॥
সপ্তনদী রহে সেথা সদা প্রবাহিতা।
অনঘা উভয়স্পৃষ্টি ও অপরাজিতা ॥
আয়ুর্দা সহস্রশ্রুতি আর পঞ্চপদী।
নিজধৃতি নামে সেথা রহে সপ্ত নদী ॥
ঋতব্রত সত্যব্রত দানব্রত আর।
অনুব্রত নামে চার পুরুষ প্রকার ॥
রজঃ-তমোগুণ নাশি ভক্তিযুক্ত মনে।
উপাসনা করে তারা বায়ু ভগবানে ॥
প্রাণাদি রূপেতে পশি ভূতের অন্তরে।
পালন করিছ সবে আগ্রহের ভরে ॥
যাঁহার বশেতে এই বিশ্ব বর্ত্তমান।
তাঁহার চরণে মোরা জানাই প্রণাম ॥
দধিমণ্ড সমুদ্রের বাহির দেশেতে।
পুষ্কর নামেতে দ্বীপ রহে চারিভিতে ॥
স্বাদুজলপরিপূর্ণ বিরাট সাগর।
বেষ্টিয়াছে সেই দ্বীপে, যথায় পুষ্কর ॥
ভগবান্ পদ্মাসন উপবিষ্ট তায়।
সেই হেতু এই দ্বীপ নিজ নাম পায় ॥
একটি পর্ব্বত তাহে রহে বিদ্যমান।
ইন্দ্রাদির চারি পুরী হেথা বর্ত্তমান ॥
প্রিয়ব্রত-পুত্র এক বীতিহোত্র নাম।
পুষ্কর দ্বীপের রাজা সর্ব্বগুণধাম ॥
দুই পুত্রে রাজ্যভার করিয়া প্রদান।
আপনি করেন শুধু জপতপধ্যান ॥
ধাতক ও রমণক দুইটি তনয়।
তাহাদের নামে নাম পায় বর্ষদ্বয় ॥
বর্ষদ্বয় অধিবাসী যত নরনারী।
ভগবান্ বাসুদেবে নিত্যপূজাকারী ॥
কর্ম্মযোগ সহযোগে করেন্ পূজন।
ব্রহ্মারূপী ভগবানে ভক্তিযুক্ত মন ॥
কর্ম্মসাধ্য ফলরূপ সৃষ্টির বিষয়।
একমাত্র নিষ্ঠা যাঁর তিনিই আশ্রয় ॥
ব্রহ্মারূপী ভগবানে করি নমস্কার।
বেদেতে বর্ণিত যিনি অদ্বৈত আকার ॥
শুদ্ধজল সিন্ধুপারে আছে দুই দেশ।
আলোহীন আলোপূর্ণ এইত বিশেষ ॥
কোথাও বসতি করে জীব কত শত।
তার পরে আছে ভূমি দর্পণের মত ॥
নির্ম্মলকাঞ্চনময়ী অদ্ভুত প্রকৃতি।
দেবগণ ছাড়া নাই নরের বসতি ॥
লোকালোক নামে গিরি দুই দেশমাঝে।
অবস্থান করি সেথা সদাই বিরাজে ॥
সূর্য্য কভু নাহি পারে যাইতে ওপারে।
একপারে আলো তার অন্যত্র আঁধার ॥
লোকালোক পর্ব্বতের চারিটি কোণেতে।
চারি হস্তী বিদ্যমান ব্রহ্মা-আদেশেতে ॥
ঋষভ পুষ্করচূড় ও অপরাজিত।
বামন নামেতে চারি হস্তী বিরাজিত ॥
বিষ্ণুপদ অধিপতি নিজে ভগবান্।
পর্ব্বতের চারিদিকে করে অবস্থান ॥
বিবিধ বিভূতি যোগে প্রভু নারায়ণ।
লোকত্রয়ে সর্ব্বদাই করিছে ধারণ ॥

ব্রহ্মাণ্ডগোলক মধ্যে সূর্য্য অবস্থিত।
যোজন পঁচিশ কোটি আলোক বিস্তৃত॥
মৃত অণ্ডে সূর্য্যদেব করেন প্রবেশ।
এহেতু মার্ত্তণ্ড নাম পেলেন বিশেষ॥
হিরণ্ময় অণ্ড হ'তে সমুদ্ভূত হন।
নামেতে হিরণ্যগর্ভ পরিচিত রন॥
পূর্ব্বাদি যতেক দিক স্বর্গ ভোগস্থান।
অন্তরীক্ষ অতলাদি যত বর্ত্তমান॥
সকল বিভাগ করে দেব দিনকর।
আশ্রয় সবের তিনি জঙ্গম স্থাবর॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
সমুদ্র-দ্বীপের কথা যাহাতে প্রচার॥

ইতি সমুদ্র-দ্বীপ-বর্ণনা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সূর্য্যগ্রহের স্থিতি-বর্ণনা

শুকদেব পরীক্ষিতে বলে সম্বোধিয়া।
ভূমণ্ডল কথা এবে বর্ণি বিস্তারিয়া॥
প্রমাণ লক্ষণ সহ বিস্তৃত আখ্যান।
এতক্ষণ কহিলাম শুন মতিমান্॥
চণক শস্যের এক ফলের বর্ণনা।
অপর দলের জ্ঞান যায় যে গণনা॥
সেইরূপ পৃথিবীর যাহা পরিমাণ।
পণ্ডিত বলেন তাহা স্বর্গের সমান॥
ভূমণ্ডল-স্বর্গ মাঝে অন্তরীক্ষ রয়।
অনায়াসে স্পর্শ তাহা করে যে উভয়॥
উভয়ের মধ্যে থাকি সূর্য্য ভগবান্।
আতপে উত্তপ্ত করে যত আছে স্থান॥
মন্দ ক্ষিপ্র সমগতি লভি দিনকর।
দীর্ঘ হ্রস্ব সম দিন করেন ভাস্কর॥
মেষাদি রাশিতে যবে করে অবস্থান।
দিবারাত্রি হয় তবে উভয়ে সমান॥
বৃষাদি রাশিতে যবে করে পর্য্যটন।
কিছু কিছু করি হয় দিবস বর্দ্ধন॥
মাসেতে ঘটিকা এক রাত্রি হ্রাস পায়।
এইরূপে সূর্য্যদেব ভ্রমেণ তথায়॥
বৃশ্চিক আদিতে যবে করে অবস্থান।
ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় দিবামান॥
মাসেতে ঘটিকা এক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।
সেই ভাবে রাত্রিমান বাড়িবে নিশ্চয়॥
উত্তর অয়নে দিবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
দক্ষিণ অয়নে তার আরম্ভয়ে ক্ষয়॥
মানস-উত্তরে আছে সুমেরু পর্ব্বত।
তার পূর্ব্বদিকে পুরী অতীব মহৎ॥
দেবধানী নাম তার ইন্দ্রের নগর।
দক্ষিণেতে সংযমনী হয় যমঘর॥
নিম্লোচনী নাম্নী পুরী পশ্চিমেতে রয়।
বরুণের পুরী তাহা জান সুনিশ্চয়॥
উত্তরেতে চন্দ্রপুরী রহে বিদ্যমান।
বিভাবরী নাম তার শুন মতিমান্॥
বিশেষ বিশেষ কালে অস্ত ও উদয়।
মধ্যাহ্ন বা অর্দ্ধরাত্র সেখানেতে হয়॥
সুমেরুতে যেই জন করে অবস্থান।
মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য সদা দৃশ্যমান॥
নক্ষত্রাভিমুখী সূর্য্য আপন গতিতে।
সুমেরু ভ্রমণ করে রাখিয়া বামেতে॥

দক্ষিণাবর্ত্তের যেই প্রবর্ত্তক হয়।
প্রবহ নামেতে বায়ু সদা সেথা বয়॥
জ্যোতিশ্চক্র তার বলে হয় বিঘূর্ণিত।
তার ফলে সূর্য্যরশ্মি হয় আবর্ত্তিত॥
যেথায় উদিত ভানু প্রথমেতে হন।
সমসূত্রপাতে অস্ত করেন গমন॥
ইন্দ্রপুরী হ'তে সূর্য্য চলিবার কালে।
পঞ্চদশ ঘটিকায় যমপুরী চলে॥
বরুণপুরীতে যায় সেস্থান হইতে।
তথা হৈতে যায় সূর্য্য চন্দ্রের পুরীতে॥
তথা হৈতে পুনর্ব্বার ইন্দ্রপুরী যায়।
সমান দূরত্ব আর সম ঘটিকায়॥
সূর্য্যসহ চন্দ্র আদি অন্য গ্রহগণ।
জ্যোতিশ্চক্রে এইভাবে উদয়াস্ত হন॥
মুহূর্ত্তে চৌত্রিশ লক্ষ আট শ যোজন।
বেদময় সূর্য্যরথ করে সে ভ্রমণ॥
সূর্য্যরথচক্র রাজা হয় সম্বৎসর।
ছয় ঋতু ছয় নেমি মাস তার অর॥
চাতুর্ম্মাস্য নাভি তার জানিবে নিশ্চয়।
সুমেরু-শিখরে অক্ষ অবস্থিত রয়॥
মানস-উত্তরে অন্য অক্ষ অবস্থিত।
সূর্য্যরথচক্র চলে হইয়া গ্রথিত॥
ধ্রুবলোকে এক অক্ষ সুসম্বদ্ধ রয়।
তৈলযন্ত্র-অক্ষ ন্যায় জানিবে নিশ্চয়॥
যোজন ছত্রিশ লক্ষ রথের আসন।
উচ্চতা তাহার হয় ন' লক্ষ যোজন॥
যুগের বিস্তার হয় সম পরিমাণ।
গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দ অশ্বের প্রমাণ॥
অরুণ সারথি তার সম্মুখে আসন।
পশ্চিমেতে সদা কিন্তু তাহার বদন॥
বালখিল্য নামে ঋষি করে স্তবগান।
আকারেতে অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বের সমান॥
সংখ্যায় হাজার ষাট্ সেই ঋষিগণ।
সূর্য্যের সম্মুখে তারা রহে সর্ব্বক্ষণ॥
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব ঋষি যক্ষ নাগ আর।
রাক্ষস দেবতা পূজে চরণ তাহার॥
নয় কোটি আর লক্ষ একান্ন যোজন।
সূর্য্যদেব প্রতিদিন করেন গমন॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
পাপী তাপীজন যাহে হইবে উদ্ধার॥

ইতি সূর্য্যগ্রহের স্থিতি-বর্ণনা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গ্রহগণের স্থিতি-বর্ণনা

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিল কহ হে ব্রহ্মন্।
যেইভাবে সূর্য্যদেব করেন ভ্রমণ॥
বিপরীত দিকে তার যেইভাবে গতি।
বুঝিতে না পারি, কর মোরে অবগতি॥
শুকদেব বলে শুন কুরুকুলপতি।
পিপীলিকা যথা ভ্রমে কুলাল সঙ্গতি॥
যদ্যপি কুলাল চলে পশ্চিম দিকেতে।
তাহে অবস্থানি কীট চলে পূরবেতে॥
নক্ষত্র ও রাশিযুক্ত জ্যোতিশ্চক্র তথা।
ধ্রুব ও সুমেরু গিরি ভ্রমিছে সর্ব্বথা॥
তদাশ্রিত সূর্য্য আদি করিছে ভ্রমণ।
স্বকীয় গতিতে চলে এই সে কারণ॥
এইভাবে জ্যোতিশ্চক্র একদিকে যায়।
অন্য দিকে সূর্য্য, নহে বিরুদ্ধ উপায়॥
যাহার স্বরূপ লাগি যত জ্ঞানিগণ।
বেদাদি শাস্ত্রেতে করে তর্ক আরম্ভন॥

সূর্য্যরূপী ভগবান্ সেই নারায়ণ।
লোকসমূহের করে মঙ্গল সাধন ॥
দ্বাদশ প্রকারে ভাগ করে আপনারে।
শীতোষ্ণ ভোগায় জীবে কর্ম্ম অনুসারে ॥
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানি, করি আচরণ।
নানা কর্ম্ম করে ভোগী মোক্ষকামী জন ॥
সূর্য্যরূপী নারায়ণে আরাধনা করি।
অনায়াসে তরিবারে পারে ভবতরী ॥
লোকাত্মস্বরূপ সূর্য্য থাকিয়া আকাশে।
বার মাস ভোগ করে মেষাদি দ্বাদশে ॥
চান্দ্রমতে দুই পক্ষে এক মাস হয়।
সো' দুই নক্ষত্রে মাস সৌরমতে কয় ॥
পিতৃলোকে দিবারাত্রি হয় এক মাসে।
দুই মাসে ঋতু জানি জ্ঞানি-উপদেশে ॥
যেকালে আকাশ-অর্দ্ধ করেন ভ্রমণ।
সেই ছয় মাসে হয় একটি অয়ন ॥
সংযুক্ত থাকিয়া স্বর্গ পৃথিবী সহিত।
নভোমণ্ডলেরে সূর্য্য ভোগে যথোচিত ॥
মন্দ শীঘ্র সমগতি দেখিয়া তাহার।
সেই কাল ভাগ হয় বিভিন্ন প্রকার ॥
সম্বৎসর ও পরিবৎসর ইদা অনু আর।
বৎসর নামেতে তার পাঁচটি প্রকার ॥
চন্দ্রমা যোজন লক্ষ সূর্য্যের উপর।
দুই পক্ষে ভোগে চন্দ্র সূর্য্য সম্বৎসর ॥
চন্দ্রকলা বাড়ে যবে শুক্লপক্ষ হয়।
কৃষ্ণপক্ষ হয় যবে চন্দ্রমার ক্ষয় ॥
পিতৃ-দেব-অহোরাত্র এই পক্ষদ্বয়ে।
বিধান করেন চন্দ্র বলি সমুদয়ে ॥
কৃষ্ণপক্ষে রাত্রি হয় শুক্লপক্ষে দিন।
অন্ন ও অমৃতময় জানিবে শশিন্ ॥
সর্ব্বপ্রাণী-প্রাণ আর জীবন কারণ।
মনোময় চন্দ্র মন-অধিষ্ঠাতা হন ॥
ওষধির অধিপতি তাই অন্নময়।
প্রাণতৃপ্তিসিদ্ধি হেতু সর্ব্বময় কয় ॥
উত্তর-আষাঢ়া আর শ্রবণাসন্ধিতে।
নক্ষত্র কল্পিত হয় নামে অভিজিতে ॥
চন্দ্র হৈতে দুই লক্ষ যোজন দূরেতে।
নক্ষত্র অষ্টবিংশতি থাকে আবর্ত্তিতে ॥
নক্ষত্রমণ্ডল হ'তে দু' লক্ষ যোজন।
উপরিভাগেতে সূর্য্যগ্রহ দৃষ্ট হন ॥
আগে পাছে কিংবা শুক্র কভু সূর্য্যসহ।
সূর্য্যের সহিত ভ্রমে সদা অহরহ ॥
লোকের কল্যাণহেতু বৃষ্টি প্রবর্ত্তন।
সর্ব্বদাই জানিবেক ইহার কারণ ॥
শুক্র তুল্য বুধ গ্রহ করে বিচরণ।
আগে পিছে কিংবা কভু সঙ্গেতে মিলন ॥
শুভকারী গ্রহ এই সূর্য্যের মিলনে।
বিচ্ছেদেতে অনাবৃষ্টি ভয় হয় মনে ॥
বুধ হৈতে বহু দূরে আপনি মঙ্গল।
অবস্থান করি করে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
সেথা হৈতে বহু দূরে থাকে বৃহস্পতি।
ব্রাহ্মণের অনুকূল হয় তাহা অতি ॥
তথা হৈতে শনিগ্রহ থাকে বহুদূরে।
অশান্তি-কারণ তাহা সবার গোচরে ॥
তথা হৈতে বহু লক্ষ যোজন দূরেতে।
সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয় বিধিমতে ॥
তাহারা সকলে করে মঙ্গলবিধান।
প্রদক্ষিণ করিতেছে ধ্রুবলোকস্থান ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
শুনালে শুনিলে পুণ্য হয় সবাকার ॥

ইতি গ্রহগণের স্থিতি-বর্ণনা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিশুমারের সংস্থান-বর্ণনা

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
ধ্রুবস্থান কথা আমি বলি অতঃপর॥
শিশুমারচক্রকথা ইহার সঙ্গেতে।
বর্ণনা করিব সব যথাবিধিমতে॥
বিষ্ণুর পরমস্থান যাহা উক্ত হয়।
সপ্তর্ষিমণ্ডল হৈতে বহুদূরে রয়॥
যোজনেতে ত্রয়োদশ লক্ষ পরিমাণ।
তথায় থাকেন ধ্রুব বৈষ্ণবপ্রধান॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাশয়।
কল্পান্তজীবীর যিনি হয়েন আশ্রয়॥
কশ্যপ অনল ইন্দ্র ধর্ম্ম সদাশয়।
প্রজাপতি সহ মিলি নক্ষত্রনিচয়॥
ধ্রুবে করে প্রদক্ষিণ সবহু সম্মানে।
সে কথা বলেছি আমি ধ্রুবের আখ্যানে॥
অব্যক্ত বেগসম্পন্ন নিমেষরহিত।
ভগবান্ গ্রহগণে ঘোরায় নিয়ত॥
ধ্রুব সেই জ্যোতির্গণে পরম আশ্রয়।
স্থাণুবৎ এক ঠাঁই থাকে মহাশয়॥
ঈশ্বর-বিহিত দীপ্তি নিত্যকাল পায়।
সেই ধ্রুব জানিবেক সবার উপায়॥
ধান্য মাড়িবার তরে যথা পশুগণ।
কৃষকের দ্বারা মেধীস্তম্ভে সংযোজন॥
অতিক্রম না করিয়া আপনার স্থান।
স্বীয় মণ্ডলেতে সদা করে অবস্থান॥
সেইভাবে গ্রহ আদি যত জ্যোতির্গণ।
বায়ুতে চালিত হ'য়ে করে যে ভ্রমণ॥
ধ্রুবেরে করিয়া কেন্দ্র কল্পান্তসময়।
ঈশ্বর-নির্দ্দেশে চলে শুন মহাশয়॥
আকাশেতে মেঘ আর পক্ষিদল যথা।
না পড়িয়া বায়ুবশে চলিছে সর্ব্বথা॥
প্রকৃতি-পুরুষযুক্ত থাকি তদধীন।
গ্রহ-নক্ষত্রাদি চলে ঈশ্বর অধীন॥
ভূমিতে না পড়ে কভু, কর্ম্ম-অনুসারে।
নিজ নিজ গতি প্রাপ্ত হয় এ সংসারে॥
কেহ কেহ এ বিষয়ে হন মতান্তর।
বাসুদেব-শক্তি 'পর করেন নির্ভর॥
সেই শক্তি শিশুমারে করি অবস্থান।
জ্যোতিচক্র না পড়িয়া রহে বিদ্যমান॥
কুণ্ডলী করিয়া দেহ সেই শিশুমার।
অধোমুখ হ'য়ে থাকে, পুচ্ছ করে ধার॥
পুচ্ছাগ্রেতে ধ্রুব আর পুচ্ছে প্রজাপতি।
অগ্নি ইন্দ্র ধর্ম্ম সহ করেন বসতি॥
ধাতা ও বিধাতা রয় ধরি পুচ্ছমূল।
কটিদেশে অবস্থিত সপ্তর্ষিমণ্ডল॥
দক্ষিণেতে অভিজিৎ ধনিষ্ঠা শ্রবণা।
শতভিষা ভাদ্রপদ দুইটি গণনা॥
রেবতী অশ্বিনী আর্দ্রা কৃত্তিকা রোহিণী।
মৃগশিরা পুনর্ব্বসু রহে যে ভরণী॥
বামপার্শ্বে পুষ্যা মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী।
অশ্লেষা বিশাখা হস্তা উত্তরফল্গুনী॥
চিত্রা স্বাতী অনুরাধা জ্যেষ্ঠা পূর্ব্বাষাঢ়া।
চতুর্দ্দশ হয় মূলা উত্তর-আষাঢ়া॥
শিশুমার-পৃষ্ঠদেশে অজবীথী রয়।
উদরে আকাশগঙ্গা জানিবে নিশ্চয়॥
নিতম্বেতে পুনর্ব্বসু পুষ্যার বসতি।
দুই পদে থাকে আর্দ্রা অশ্লেষাসংহতি॥
অভিজিৎ উত্তরাষাঢ়া দুই নাসিকায়।
শ্রবণা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নেত্রে ঠাঁই পায়॥
ধনিষ্ঠা ও মূলা থাকে দুইটি কানেতে।
মঘা আদি অবস্থান বামের অস্থিতে॥

মৃগশিরা আদি তার ডান হাড়ে রয়।
শতভিষা জ্যেষ্ঠা তার স্কন্ধ দুটি হয় ॥
উত্তর হনুতে রহে অগস্ত্য মহান্।
অধর হনুতে যম রহে বিদ্যমান ॥
উপস্থেতে শনি আর মুখেতে মঙ্গল।
ককুদেতে বৃহস্পতি সূর্য্য বক্ষঃস্থল ॥
মনে চন্দ্র নাভি শুক্র হৃদে নারায়ণ।
অশ্বিনীকুমারদ্বয় অধিকারে স্তন ॥
প্রাণাপানে বুধ আর রাহু গলদেশে।
সর্ব্বদেহে কেতু, তারা শরীর রোমশে ॥
পবিত্র সংযত হ'য়ে সর্ব্বদেবময়।
ভগবান্‌রূপ এই ভজিবে নিশ্চয় ॥
গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতি করে অবস্থান।
কালচক্ররূপী তুমি দেবের প্রধান ॥
পুনঃ পুনঃ নমস্কার তোমার চরণে।
এই মন্ত্র প্রতিদিন জপ মনে মনে ॥
শিশুমার গ্রহ আর নক্ষত্র আশ্রয়।
সর্ব্বদেব অধিষ্ঠাতা যেই দেব হয় ॥
তাঁহারে ভজিয়া যারা মন্ত্র জপ করে।
সকল পাতক তার নিমেষেই হরে ॥

সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
মহাভাগবত কথা শোনে পুণ্যবান ॥

ইতি শিশুমারের সংস্থান-বর্ণনা।

ষোড়শ অধ্যায়

অতলাদি সপ্তলোক বর্ণনা

শুকদেব বলিলেন শুন মহারাজ।
সপ্তলোক কথা আমি কহি তোমা আজ ॥
অযুত যোজন দূর দিনকর হ'তে।
নক্ষত্রের ন্যায় রাহু লাগিছে ভ্রমিতে ॥
সিংহিকার পুত্র রাহু অসুরঅধম।
দেবত্ব গ্রহত্ব লাভে করে কত শ্রম ॥
তার কথা বিস্তারিয়া বলিব পরেতে।
অন্য সব কথা আমি বলি এখানেতে ॥
অমৃতপানের কালে রাহু অধিষ্ঠান।
সূর্য্য চন্দ্র মধ্যে করে সৃষ্টি ব্যবধান ॥
সেই কথা চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ করিল।
তাহাদের প্রতি রাহু অগ্নিমূর্ত্তি হৈল ॥
অমাবস্যা দিনে রাহু সূর্য্য প্রতি ধায়।
চন্দ্রেরে ধরিতে চাহে তিথি পূর্ণিমায় ॥
তাহা দেখি চন্দ্র-সূর্য্য রক্ষার কারণে।
ভগবান্ প্রেরিলেন অস্ত্র সুদর্শনে ॥
ইহারে দেখিয়া রাহু ভীত অতিশয়।
চন্দ্র-সূর্য্য সকাশেতে ক্ষণমাত্র রয় ॥
চন্দ্র-সূর্য্য থাকে যবে রাহু অন্তরালে।
গ্রহণ বলিয়া তারে জানে যে-সকলে ॥
রাহুর সরল স্থিতি সর্ব্বগ্রাস হয়।
অর্দ্ধগ্রাস যদি রাহু বক্র হ'য়ে রয় ॥
অযুত যোজন দূর রাহু গ্রহ হ'তে।
সিদ্ধ বিদ্যাধর রহে চারণ সমেতে ॥
তার নীচে যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেতগণ।
মনের আনন্দে সেথা করে বিচরণ ॥
নাহি গ্রহ-নক্ষত্রাদি, শুধু বায়ু বয়।
অন্তরীক্ষ সীমা বায়ু জানিবে নিশ্চয় ॥

যক্ষাদি লোকের নীচে শতেক যোজন।
দূরেতে পৃথিবী এই জানে সর্ব্বজন ॥
হাঁস ভাস শ্যেন আদি যত পক্ষিচয়।
যতদূর উড়ে যায় ধরা তারে কয় ॥
পৃথিবী-আখ্যান পূর্ব্বে করেছি কীর্ত্তন।
তার তলবর্ত্তী কথা কহিব এখন ॥
সপ্তলোক আছে সেথা বিবর স্থানীয়।
অযুত যোজন দূরে তারা গণনীয় ॥
অতল বিতল আর পাতাল সুতল।
তলাতল মহাতল আর রসাতল ॥
স্বর্গতুল্য লোক সব ভোগ্য অতিশয়।
ঐশ্বর্য্য আনন্দ ভোগ সব কিছু রয় ॥
সমৃদ্ধ ভবন আর বিহার উদ্যান।
সম্পত্তি বিভূতি সেথা রহে বিদ্যমান ॥
দানব ও দৈত্য নাগ সেথা গৃহপতি।
পত্নীপুত্রবন্ধু সহ আনন্দিত অতি ॥
মায়াবী দানব ময় রচে পুরী কত।
মণিমাণিক্যের দ্বারা পুরী বিরচিত ॥
বিচিত্র ভবন সভা কত পুরদ্বার।
দেবালয় রম্যোদ্যান কত যে প্রাকার ॥
কৃত্রিম মূর্ত্তিতে কত গৃহ শোভা পায়।
পারাবতমিথুন ও শুকসারিকায় ॥
দেবলোক শোভা হেথা পরাজিত হয়।
পুষ্প ফল পল্লবেতে শোভে বৃক্ষচয় ॥
বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া লতা করে অবস্থান।
জলাশয় কূলে কূলে বিহঙ্গম-গান ॥
মৎস্যাদি সতত সেথা করে উল্লম্ফন।
সরসীর জলে সেথা তাই আন্দোলন ॥
কমল কুমুদ আর কত কুবলয়।
কহ্লার উৎপল সব সুশোভিত রয় ॥
ভ্রমর গুঞ্জন সেথা করে সর্ব্বক্ষণ।
আনন্দেতে ভরে ওঠে ইন্দ্রিয় ও মন ॥
সূর্য্য চন্দ্র নাই সেথা, রাত্রি দিবা নাই।
আয়ুক্ষয় বলি ভয় নাহিক গোঁসাই ॥
নাগমণি সেথা করে অন্ধকার নাশ।
বহু ভোজ্য পায় যারা হেথা করে বাস ॥
স্নান পান রসায়ন ওষধি কারণে।
কোন পীড়া নাই সেথা দেহে কিংবা মনে ॥
অধিবাসী সব হয় কল্যাণভাজন।
সুদর্শন ভিন্ন নাহি মৃত্যুর কারণ ॥
ক্বচিৎ প্রবেশ যদি করে সুদর্শনে।
গর্ভস্রাব গর্ভপাত হয় বহু জনে ॥
অতল নামক লোকে ময়ের তনয়।
বল নামধারী বীর থাকে সুনিশ্চয় ॥
নব্বই অধিক ছয় মায়া সেই জানে।
ত্রিবিধ নারীর সৃষ্টি তাহার জৃম্ভণে ॥
স্বৈরিণী কামিনী আর পুংশ্চলী রমণী।
মোহমুগ্ধ করে তারে যায় সে অবনী ॥
হাটক নামেতে রস করাইয়া পান।
রমণেচ্ছা করে পূর্ণ আলিঙ্গনদান ॥
ভগবান্ মহাদেব বিতললোকেতে।
হাটক-ঈশ্বর নামে থাকে হৃষ্টচিতে ॥
ভবানী সহিত সেথা হইয়া মিলিত।
প্রজা সৃষ্টি করে সেথা ব্রহ্মা-অভীপ্সিত ॥
উভয়ের বীর্য্যে নদী হাটকী নামেতে।
অবস্থান করে আর চলে অতি স্রোতে ॥
বায়ুর সাহায্যে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া।
সবলে নদীর জল শোষণ করিয়া ॥
ফুৎকারি হাটক নামে স্বর্ণ সৃষ্টি করে।
অসুরের পরে তাহা স্বীয় অন্তঃপুরে ॥
বিতলের নীচে আছে সুতল প্রদেশ।
বিরোচন-পুত্র বলি আছয়ে বিশেষ ॥
অদিতি ও দেবেন্দ্রের ইচ্ছা সম্পাদনে।
অদিতির গর্ভে জন্ম লয় ভগবানে ॥
বামনরূপেতে সেথা অবতীর্ণ হয়।
বলিরাজে ছলি বিপ্র তিন লোক লয় ॥
নাগপাশে বান্ধি তারে পাঠায় সুতলে।
সুতলেতে বলিরাজ থাকে কুতূহলে ॥

সেথায় থাকিয়া বলি পূজে ভগবান্ ।
একাগ্র হইয়া তাঁরে করে আত্মদান ॥
মরণ পতন কিংবা ক্ষুধার কালেতে ।
কেহ যদি মত্ত হয় হরির নামেতে ॥
সকল বন্ধন তার হইবে মোচন ।
মুমুক্ষু সকলে হরি ভজে এ কারণ ॥
কৃষ্ণে বলি যেই ভূমি করিল প্রদান ।
অনিত্য ঐশ্বর্য্য নহে তাহার সমান ॥
বামনরূপেতে প্রভু করিল হরণ ।
দেহ ভিন্ন আর সব বলির রতন ॥

বরুণপাশেতে পরে বান্ধিয়া তাহারে ।
করিল নিক্ষেপ তারে গিরিগুহা ’পরে ॥
সেথায় পড়িয়া বলি হেন বাক্য বলে ।
স্বীয় ভাগ্য বিস্তারিয়া অতি কুতূহলে ॥
বৃহস্পতি মন্ত্রী যার সেই দেবরাজ ।
কার্য্যাকার্য্যবিষয়েতে অনিপুণ আজ ॥
ঈশ্বর-সহায় ত্যজে বৃহস্পতি তাই ।
ত্রিভুবন যাচ্ঞা করে ইন্দ্র মম ঠাঁই ॥
তথাপি না মাগে দাস্য, চাহে ধন জন ।
ঈশ্বরের দাস্যে হয় বন্ধনমোচন ॥
মম পিতামহ যেই প্রহ্লাদ নৃপতি ।
হিরণ্যকশিপু পিতা পেলে অন্য গতি ॥
ঈশ্বরের দাস্য চায়, নহে রাজপদ ।
কর্ত্তব্যেতে সুনিপুণ কহি যে বিশদ ॥
নহি যোগ্য আমি কভু পিতামহ মত ।
একারণে আমি তাঁর কৃপায় বঞ্চিত ॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ বলির কাহিনী ।
পরেতে বলিব আমি ঈষৎ বাখানি ॥
ভগবান্ গদাহস্তে বলির দ্বারেতে ।
অবস্থান করে সদা তাহারে রক্ষিতে ॥
দশানন যেই কালে আসে দিগ্বিজয়ে ।
পদাঙ্গুষ্ঠে তারে প্রভু দূরে নিক্ষেপয়ে ॥
সুতললোকের নিম্নে তলাতলধাম ।
তথাকার রাজা যেই ময় তার নাম ॥
প্রথমে ছিলেন পুরত্রয় অধিপতি ।
শঙ্কর পুড়িল পুরী তবেত সম্প্রতি ॥
এই তলাতলে বাস করে অতঃপর ।
সুদর্শনে ভয় নাই, রক্ষিবে শঙ্কর ॥
তাহার নীচেতে হয় মহাতল নাম ।
মহাক্রোধী কদ্রুপুত্র সর্পগণ ধাম ॥
কুহক তক্ষক আদি মহাকায় যত ।
কালিয় সুষেণ আদি নাগ শত শত ॥
পক্ষিরাজ গরুড়ের ভয়েতে তাহারা ।
সদাই কাতর তবু নহে ভোগ ছাড়া ॥

স্ত্রীপুত্র আত্মীয় বন্ধু লইয়া সতত ।
প্রমত্ত বিহারে তারা কভু হয় রত ॥
মহাতল নিম্নদেশে রসাতল নাম ।
নিবাতকবচ দৈত্যে দানবাদি ধাম ॥
দানব অসুর পণি কত শত রয় ।
হিরণ্ময় পুরে এই আবাসে নিশ্চয় ॥
দেবশত্রু অসুরেরা মহাতেজা অতি ।
সুদর্শন তেজে শুধু আতঙ্কিতমতি ॥
একদা অসুরগণ দেবধেনু হরে ।
দেবশুনী সরমারে অন্বেষণ তরে ॥
পাঠাইল ইন্দ্র তবে রসাতল ধামে ।
সন্ধিকামী অসুরেরা সম্বোধে সরমে ॥
সরমা কর্কশবাক্যে বলিল নিশ্চয় ।
একে একে ইন্দ্র সবে করিবেন ক্ষয় ॥
ইহাতে অসুরগণ ভীত অতিশয় ।
রসাতল-বিবরণ হেথা শেষ হয় ॥
পাতাল সবের নীচে নাগপতিগণ ।
তথায় নিবাস করে অতি হৃষ্ট মন ॥
বাসুকি কুলিক শঙ্খ মহাশঙ্খ শ্বেত ।
ধনঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কত যে উদ্ভূত ॥
শঙ্খচূড় অশ্বতর দেবদত্ত নাম ।
কম্বলাদি সকলের পাতালই ধাম ॥
মহাকায় মহাক্রোধী ইহারা সকলে ।
কত মত ফণা তার কেবা তাহা বলে ॥

পঞ্চ সপ্ত দশ শত সহস্র কাহার।
এদের মণিতে কাটে পাতাল-আঁধার॥
সুবোধ রচিল গীত হরি আশা করি।
জীব যাতে মুক্তি পায় দুঃখ পরিহরি॥

ইতি অতলাদি সপ্তলোক বর্ণনা।

সপ্তদশ অধ্যায়

সঙ্কর্ষণদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা

শুকদেব বলে শুন কুরুকুলপতি।
সঙ্কর্ষণদেব কথা বর্ণিব সম্প্রতি॥
বিষ্ণুর তামসী কলা অনন্ত গোঁসাই।
পাতালের বহু দূরে লভেছেন ঠাঁই॥
দ্রষ্টা ও দৃশ্যেরে তিনি করেন কর্ষণ।
তেঁই বৈষ্ণবেরা তাঁরে বলে সঙ্কর্ষণ॥
সহস্রমস্তক প্রভু অনন্তমূরতি।
একটি মস্তকে রহে তিলতুল্য ক্ষিতি॥
অনন্ত প্রলয়কালে ধ্বংসকামনায়।
ক্রোধভরে সৃজিলেন রুদ্র মহাকায়॥
শূলঅস্ত্রধারী রুদ্র নামে সঙ্কর্ষণ।
একাদশ রূপ তার, তিনটি নয়ন॥
অরুণ নখের মণি অনন্ত চরণে।
ভক্তিভরে নাগগণ পূজে মনে মনে॥
হৃষ্টচিত্তে নখপ্রতি তাকায় যখন।
দেখিতে পায় যে তারা আপন বদন॥
গণ্ডস্থল সমুজ্জ্বল কুণ্ডল প্রভায়।
বদনের রূপ তার বলা নাহি যায়॥
সম্পদ কামনা করি নাগের কুমারী।
অগুরু চন্দন আদি দ্রব্য মনোহারী॥
অনন্তের বাহুরূপ রজতস্তম্ভেতে।
অনুলিপ্ত করে তাহা মনের হর্ষেতে॥
বাহু সেই মনোহর বলয়ে শোভিত।
নির্ম্মল বিশাল বাহু সুরুচিসম্মত॥
তাঁর অঙ্গস্পর্শে কাম জাগে যবে মনে।
লজ্জায় আনত মুখ চাহে দেবপানে॥
অন্তহীন গুণাধার অনন্ত গোঁসাই।
জগৎকল্যাণহেতু মনে ক্রোধ নাই॥
ধীরচিত্ত হ'য়ে তিনি করে অবস্থান।
দেবাসুর আদি সবে করে তাঁর ধ্যান॥
বিদ্যাধর সিদ্ধ মুনি গন্ধর্ব্বাদি যত।
সর্ব্বক্ষণ অনন্তের ধ্যানে থাকে রত॥
মদভরে সদা চক্ষু মুদিত বিকৃত।
অনন্তনয়ন রহে সদা বিঘূর্ণিত॥
সুললিত বাক্যে তিনি সিদ্ধদেবগণে।
আপ্যায়িত করে সদা হৃষ্টযুক্ত মনে॥
নীলবস্ত্রধারী দেব ধরেন কুণ্ডল।
সুভগ সুন্দর ভুজ স্কন্ধদেশে হল॥
ঐরাবত পরে মালা কাঞ্চনে নির্ম্মিত।
বৈজয়ন্তীমালা প্রভু পরে সেই মত॥
তুলসীর মধুরসে বিমুগ্ধ ভ্রমর।
নিয়ত গুঞ্জন করে কত মধুকর॥
সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি ধ্যান করে যেই জন।
অনন্ত তাহার হৃদে আবির্ভূত হন॥
কালকর্ম্মবাসনাদি যতেক অজ্ঞান।
সকল ছেদন করে সেই মতিমান্॥
তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব সহ নারদ সুমতি।
অনন্তের গুণ গায় যথা প্রজাপতি॥

বিশ্বোৎপত্তি স্থিতি আর লয়ের কারণ।
নিত্য যিনি সিদ্ধ যিনি যিনি সনাতন ॥
তাদৃশ ব্রহ্মের তত্ত্ব কে জানিতে পারে।
হেন জন নাহি কেহ এ বিশ্বসংসারে ॥
যাহা হ'তে স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ-প্রকাশ।
জীবপ্রীতি বশে যার সত্ত্বের বিকাশ ॥
মুমুক্ষু মানবচিত্ত বশ করিবারে।
কতশত লীলা সৃষ্টি করেন সংসারে ॥
সেই দেব অনন্তকে ছাড়ি কোন্ জন।
সংসার-আবর্ত্তে বল হইবে পতন ॥
মহাপাপী যদি কেহ শুনে নাম তার।
পরিহাসে সেই নাম করয়ে উচ্চার ॥
তখনি সমস্ত পাপ পাইবে বিনাশ।
তাঁহার চরণ ছাড়া আর কোথা আশ ॥
সহস্র মস্তক মাঝে শুধু একটিতে।
গিরি নদী সিন্ধু প্রাণী রহে একভিতে ॥
তথাপি তাহার কাছে এই ভূমণ্ডল।
অণুতুল্য মনে হয় শুন সে সকল ॥
সহস্র রসনা যদি কোন নর পায়।
তথাপি তাঁহার গুণ বর্ণনা না যায় ॥
অনন্ত যাঁহার বল, বহু গুণ যাঁর।
স্বাধীন হ'য়েও ধরে পৃথিবীর ভার ॥
তাঁহার চরণ সার জানিবেক মনে।
এই ভাবি লও তব শরণ চরণে ॥
এত বলি শুকদেব ধীরে ধীরে কয়।
তোমার প্রশ্নের কথা যাহা যাহা হয় ॥
সকল করেছি আমি ক্রমেতে বর্ণন।
বল রাজা আর কিবা শুনিবারে মন ॥

সুবোধ রচিল গীত মাহাত্ম্য বর্ণনা।
মহাভাগবত কথা অপূর্ব্ব রচনা ॥

ইতি সঙ্কর্ষণদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নরক বর্ণনা

এত শুনি পরীক্ষিৎ বলে মুনিবরে।
এতেক বৈচিত্র্য কেন পৃথিবী ভিতরে ॥
দয়া করি প্রভু মোরে করহ জ্ঞাপন।
সমস্ত বিস্তৃতভাবে শুনিবারে মন ॥
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ সৃজেন ঈশ্বর ॥
গুণত্রয় মানবের বন্ধন নিশ্চয়।
গুণ অনুসারে সবে ফলপ্রাপ্ত হয় ॥
শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কাজ করে যেই জন।
সেই মত ফল তারা করিবে অর্জ্জন ॥
যে কার্য্য করিয়া তারা যে নরকে যায়।
সে সব নরক-কথা বর্ণিব হেথায় ॥
শুকদেব বলে শুন কহিব এখন।
ত্রিলোক মাঝারে এই নরক ভবন ॥
কারণসলিলোপরি, পাতালের তলে।
একে একে বিরাজিত নরক সকলে ॥
তাহার দক্ষিণে অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ।
স্বীয় গোত্রোদ্ভব জন-মঙ্গলকারণ ॥
পরম সমাধি যোগে বাস করে তথা।
ইহাকেই সত্য বলি জানিবে সর্ব্বথা ॥

সেথা যম স্বীয় ভৃত্যগণের সহিত ।
অবস্থান করিতেছে হইয়া মিলিত ॥
ভগবৎ-আজ্ঞামত কিঙ্কর সহায় ।
মৃত প্রাণীদের আনে নিজ এলাকায় ॥
কর্ম্ম-অনুরূপ দণ্ড দেয় সকলেরে ।
ভগবান্-আজ্ঞা কিন্তু লঙ্ঘন না করে ॥
একুশ নরক আছে কোন কোন মতে ।
নাম রূপ লক্ষণাদি বর্ণিব ক্রমেতে ॥
তামিস্র অন্ধতামিস্র অসিপত্রবন ।
রৌরব মহারৌরব ও কৃমিভোজন ॥
কুম্ভীপাক কালসূত্র তপ্তসূর্ম্মি আর ।
সন্দংশ শূকরমুখ কত রূপ তার ॥
বজ্র কণ্টকশালী আর বৈতরণী ।
অন্ধকূপ প্রাণরোধ এই ভাবে জানি ॥
পূয়োদ অবীচি আর সারমেয়াদন ।
অয়ঃপান লালাভক্ষ আর বিশসন ॥
এ বিষয়ে মতান্তর আছে কোন মতে ।
সাতটি নরক আর আছে এ জগতে ॥
ক্ষার কর্দ্দম আর রক্ষোগণ ভোজন ।
পর্য্যাবর্ত্তন আর অবটনিরোধন ॥
শূলপ্রোত নাম এক আর দন্দশূক ।
নরক একটি আর নাম সূচিমুখ ॥
আটাশ নরক হয় যাতনার স্থান ।
এক্ষণে বিস্তৃত কথা শুন মতিমান্ ॥
যে পাপ করিলে নরে যে নরক পায় ।
বর্ণনা করিব রাজা শুনহ তাহায় ॥
পরধন পরনারী পরের নন্দন ।
যেই জন বলযোগে করয়ে হরণ ॥
তামিস্র নরকে তারে যমের কিঙ্কর ।
হাত পা বাঁধিয়া করে নিক্ষেপ সত্বর ॥
অন্ধকারময় স্থান ভীষণ গহ্বর ।
অনাহারে থাকে তথা তাড়নে কাতর ॥
স্বামীরে বঞ্চনা করি তার রমণীরে ।
আনন্দেতে যেই জন উপভোগ করে ॥
যমদূতগণ তারে ধরি ল'য়ে যায় ।
অন্ধতামিস্র নামক নরকে ফেলায় ॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট জ্ঞানহীন হয় তথা পড়ে ।
যাতনায় ছট্‌ফট্ সর্ব্বক্ষণ করে ॥
পরের পীড়ন করি যেই মূঢ়জন ।
পালন করয়ে নিজ পরিজনগণ ॥
হিংসারিপু আচরণে সেই ক্রূরমতি ।
রৌরব নরকে তার শীঘ্র হয় গতি ॥
রুরু নামে শৃঙ্গী এক সেই স্থানে রয় ।
পাপীরে ধরিয়া শৃঙ্গে সদা প্রহারয় ॥
পরদ্রোহ ক'রে যেই নিজেদেহ পোষে ।
মহারৌরবেতে সেই পড়ে নির্ব্বিশেষে ॥
ক্রব্যাদ নামেতে রুরু করে অত্যাচার ।
মাংসের লাগিয়া যাহা তাহার আহার ॥
প্রাণিহিংসা এ সংসারে করে যেই জন ।
কুম্ভীপাকে তার গতি শুনহ রাজন ॥
ভীষণ অগ্নিতে তপ্ত তৈলভার তায় ।
পাপীরে লইয়া করে নিক্ষেপ তথায় ॥
ব্রাহ্মণে যেজন হিংসে করে অপমান ।
কালসূত্র নরকেতে তাহার পয়ান ॥
তাম্রময় অগ্নিদগ্ধ সেই স্থান রয় ।
উত্তাপে পাপীর প্রাণ সদা দগ্ধ হয় ॥
অস্থির হইয়া করে কখন শয়ন ।
কখন উঠিয়া পুনঃ করে পর্য্যটন ॥
কুলধর্ম্ম ত্যজি যার অন্যে হয় মতি ।
অসিপত্রবনে তার সুনিশ্চয় গতি ॥
ভীষণ যাতনা তথা সততই হয় ।
নিরাহারে পাপীজনে সদা প্রহারয় ॥
অসিতুল্য তালপত্র আঘাতে তাহার ।
পাপীদেহ ছিন্নভিন্ন করে বারবার ॥
অন্যায় বিচার যদি রাজা কভু করে ।
হইয়া শূকর মুখ নরকেতে মরে ॥
ইক্ষুদণ্ডতুল্য তারে করয়ে পেষণ ।
মূর্চ্ছিত কখন করে কাতরে রোদন ॥

মৎকুণাদি জীবে যেই করে পীড়াদান।
অন্ধকূপ নরকেতে হয় তার স্থান॥
সেই সব জীব তারে পীড়ে নিরন্তর।
অনিদ্রায় সেই কষ্ট পায় বহুতর॥
অপরে না দিয়া খাদ্য যেই জন খায়।
পঞ্চ যজ্ঞ কভু নাহি করিবারে চায়॥
কাকতুল্য সেই জন কৃমিভোজনেতে।
পড়িয়া কত যে কষ্ট পায় নানামতে॥
স্বয়ং হইয়া কৃমি কৃমির ভোজনে।
দিনপাত করে সেই পাপীতাপীজনে॥
ইহলোকে যেই জন চৌর্য্যবৃত্তি করে।
অথবা যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরে॥
পরলোকে চর্ম্ম তার ছিন্নভিন্ন হয়।
সাঁড়াশিতে তোলে যত যমদূতচয়॥
অগম্যাগমন করে যেই সব জন।
কশাঘাত করে তারে যমদূতগণ॥
উত্তপ্ত লৌহের পিণ্ডে করে আলিঙ্গন।
স্ত্রীপুরুষ ভেদ কিছু না হয় এখন॥
পশুতে যেজন হয় হেথা উপগত।
শাল্মলীবৃক্ষেতে সেই হয় আরোপিত॥
তাহারে নিক্ষেপে যমদূত বলশালী।
নরক নামেতে বজ্রকণ্টকশাল্মলী॥
একালে যে রাজা করে ধর্ম্মের লঙ্ঘন।
পরকালে বৈতরণী জলে নিমগন॥
তাহারে ভক্ষণ করে জলজন্তুগণ।
তথাপি মরে না করে কর্ম্মের স্মরণ॥
শূদ্রাপতি হ'য়ে যেই পশুতুল্য হয়।
মৃত্যুপরে নদীগর্ভে নিপতিত হয়॥
বিষ্ঠা মূত্র পূয শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ নদী।
বাভৎস ভোজন তার লালা বিষ্ঠা আদি॥
কুকুর গর্দ্দভ সহ যে সব ব্রাহ্মণ।
মৃগয়াতে করে বৃথা পশুর হনন॥
নরকেতে পড়ে সেই নামে বিশসন।
তথায় যাতনা দেয় যমদূতগণ॥
অগ্নি কিংবা বিষ দিয়া গ্রাম ও বণিকে।
যে জন লুণ্ঠন করে, সেই পরলোকে॥
কুক্কুরের রূপে তারে যমদূতগণ।
অতীব উৎসাহে শেষে করিবে ভোজন॥
মিথ্যাবাক্য কোনকালে বলে যেই জন।
পর্ব্বত উপরে তুলি যমদূতগণ॥
অধোমুখে ছুঁড়ে তারে ফেলে নরকেতে।
ভীষণ নরক সেই অবীচি নামেতে॥
ব্রতধারী কেহ যদি সুরাপান করে।
পড়ে সেই অয়ঃপান নরক ভিতরে॥
বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করি দূতগণে।
দ্রবীভূত লৌহ ঢালে তাহার বদনে॥
অহঙ্কারবশে যেই না করে সম্মানে।
জ্যেষ্ঠ জন্ম তপ বিদ্যা বর্ণ আর জ্ঞানে॥
জীবন্মৃত সেই ক্ষার কর্দ্দম নামকে।
দারুণ যাতনা ভোগ করে যে নরকে॥
নরবলি দেয় কিংবা নরমাংস খায়।
রাক্ষস হইয়া সেই যমালয়ে যায়॥
কুঠারেতে তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে।
আনন্দেতে রক্তমাংস খায় পরস্পরে॥
প্রলোভনে লুব্ধ করি পশুপক্ষিগণে।
যে জন যন্ত্রণা দেয় দেহে কিংবা মনে॥
পরলোকে শূলাদিতে বিদ্ধ সেই হয়।
চঞ্চুধারী পাখী তারে আঘাতে নিশ্চয়॥
সর্পাদি প্রাণীরে যেই হিংসা অতি করে।
সেই যায় দন্দ শূক নরক ভিতরে॥
যেই জন প্রাণিগণে গর্ত্তে কি গোলায়।
আবদ্ধ করিয়া মনে আনন্দ জোগায়॥
সবিষ অগ্নিতে ধূমে নিরুদ্ধ করিয়া।
তাহারে মারিবে যম যন্ত্রণাদি দিয়া॥
অতিথির প্রতি যেই ক্রুদ্ধ অতিশয়।
সেই পর্য্যাবর্ত্তনেতে নিশ্চিত পড়য়॥
কাকপক্ষিগণ পরে তাহার নয়ন।
তীক্ষ্ণতুণ্ডে অবশ্যই করে উৎপাটন॥

ধনেতে গর্বিত যেই অহঙ্কারী অতি।
কৃপণ আপনি, লোভ পরধন প্রতি ॥
সূচিমুখ নরকেতে নিপতিত হয়।
সূত্রবিদ্ধ করে দেহ যমদূতচয় ॥
এইরূপ কত শত রয়েছে নরক।
অনেক রয়েছে উহ্য, বলেছি কতক ॥
স্বকর্ম্মানুসারে লোক নরকেতে যায়।
কর্ম্ম-অনুযায়ী ফল পাইবে তথায় ॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ বলি যে বচন।
দ্বীপ বর্ষ নদীকথা করিনু বর্ণন ॥
আকাশ পর্ব্বত আর সমুদ্র পাতাল।
দিক্ ও নরক গ্রহ-নক্ষত্রাদি কাল ॥
ঈশ্বরের স্থূল দেহ জীবের আশ্রয়।
এইগুলি হয়, তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
যথাসাধ্য বর্ণিলাম শুনিলে রাজন।
এস্থানে পঞ্চম স্কন্ধ করি সমাপন ॥
ভাগবত-কথা হয় অমৃত সমান।
শ্রবণে কীর্ত্তনে পাপী পায় পরিত্রাণ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
প্রমাদ ক্ষমিও সবে প্রার্থনা-আমার ॥

ইতি নরক বর্ণনা।

[পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত]

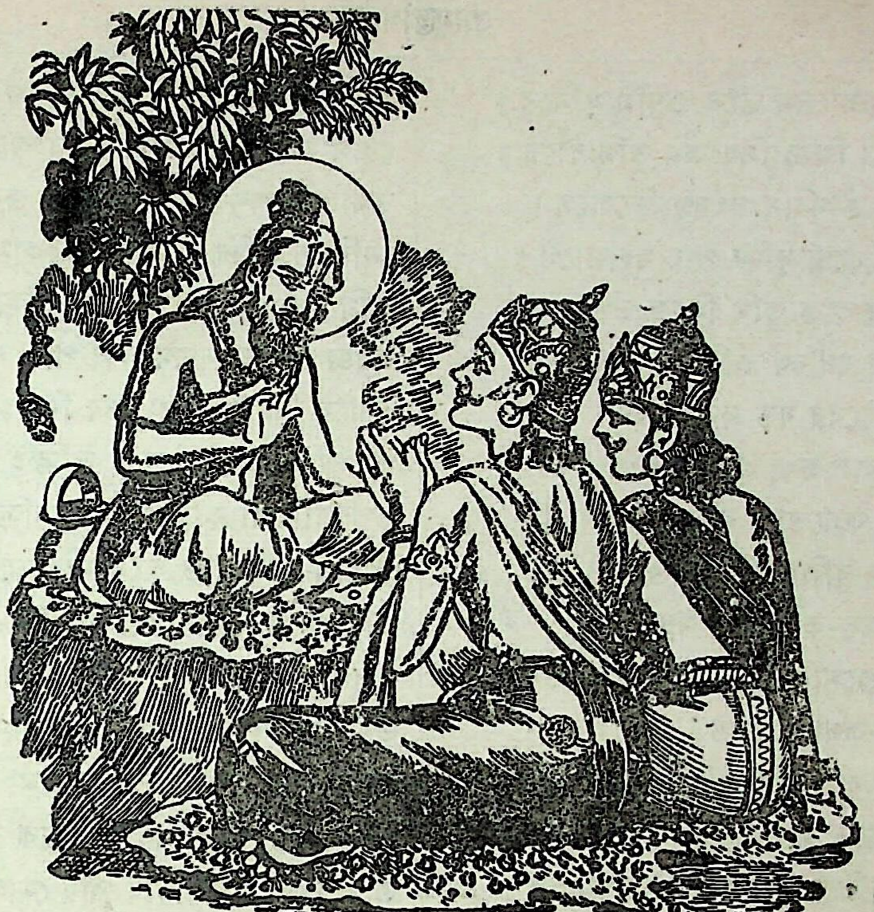

শ্রীমদ্ভাগবত

ষষ্ঠ স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণে নমস্করি নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি॥
সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ।
নমিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন॥

প্রথম অধ্যায়

অজামিলের উপাখ্যান

সূত কন সম্বোধিয়া যত ঋষিগণে।
শুন ভাগবত-বাণী যত সাধুজনে॥
রাজার আজ্ঞায় শুক ব্যাসের কুমার।
যেইমতে বর্ণিলেন হরিতত্ত্ব সার॥
যেইমতে প্রশ্ন রাজা করেন তাঁহায়।
উত্তরে জ্ঞানের লাভ ক্রমে দেখা যায়॥
পঞ্চম স্কন্ধেতে শুনি কর্ম্ম-ফলাফল।
যেই কর্ম্মে পাপ পুণ্য নরক সকল॥

রাজা জিজ্ঞাসেন তবে প্রণমি মুনিরে।
এক কথা জিজ্ঞাসিব কহ তুমি ধীরে॥
শুভজন্ম তীর্থবাস সৎসঙ্গাদিযোগে।
অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে মুক্তি পায় মহাভাগে॥
ব্রাহ্মণরূপেতে তুমি নিজে ভগবান্।
মোক্ষধর্ম্ম যথাযথ করিলে ব্যাখ্যান॥
বুভুক্ষু জীবের যত জনম মরণ।
ইহ-পরকাল-সুখ, প্রবৃত্তিলক্ষণ॥
অধর্ম্মের ফলভোগ নরক-কাহিনী।
সকলি ত বলিয়াছ তুমি গুণমণি॥
স্বায়ম্ভুব মনু-কথা আর মন্বন্তর।
তাহাও শুনেছি প্রভু তোমার গোচর॥
প্রিয়ব্রত-কথা আর উত্তানপাদের।
চরিত্র ও বংশকথা কহিলে মোদের॥
সমুদ্র পর্ব্বত দ্বীপ বর্ষ নদী আর।
উদ্যান পৃথিবী বৃক্ষ জ্যোতির আধার॥
যাহা কিছু ভগবান্ করিল সৃজন।
সকলি বর্ণিছ তুমি ওগো তপোধন॥
পুণ্যেতে সুফল আর পাপে সাজা হয়।
এ ঘটনা জীবভাগ্য কহিলা নিশ্চয়॥
কিন্তু এক প্রশ্ন তোমা করি মহাশয়।
শাস্ত্রে কহে প্রায়শ্চিত্তে পাপী শুদ্ধ হয়॥
যদি জীব সদা পাপে হইয়া নিরত।
প্রায়শ্চিত্ত করে সদা শাস্ত্রবিধিমত॥
বারবার প্রায়শ্চিত্ত আর পাপ করি।
সুখী হয় পাপ-পথে সতত বিচরি॥
কেমনে তাহার শুদ্ধ হইবে অন্তর।
প্রায়শ্চিত্ত কিবা কার্য্য বল গুরুবর॥
রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন।
উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি হে রাজন॥
প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আর তপস্যা-নিচয়।
জ্ঞানধর্ম্ম আর যত শুদ্ধ কর্ম্ম হয়॥
জ্ঞানীব্যক্তি দৈবাধীন করিলে পাতক।
প্রায়শ্চিত্ত হয় তার পাপের নাশক॥
হিতকর অন্ন যেই করয়ে ভোজন।
রোগ যথা তারে নাহি করে আক্রমণ॥
তথা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে যেই জন।
নিশ্চিত লভিবে মোক্ষ সর্ব্বকাম্যধন॥
অগ্নি যথা বেণুগুল্মে ভস্মসাৎ করে।
ধর্ম্মজ্ঞ তপস্যাযোগে সর্ব্ব পাপ হরে॥
তুষারে বিনাশে যথা দেব দিনকর।
পাপেরে নাশিতে তথা ভক্তিই তৎপর॥
তপস্যাদি না করিয়া শুদ্ধা ভক্তিযোগে।
শ্রীহরি-চরণ লাভ করে মহাভাগে॥
ভক্তিযোগ সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন হয়।
সাধুগণ এই কথা বলেন নিশ্চয়॥
ভক্তিযুক্ত আচরণে শুদ্ধিলাভ হয়।
ভক্তি বিনা কোন ফল হবে না নিশ্চয়॥
ভক্তি নামে এক পথ ধর্ম্মমাঝে বসে।
তাহার তেজেতে জীব পায় মোক্ষরসে॥
সবার প্রধান সেই সর্ব্ব-শুদ্ধকারী।
ভক্তিহীন প্রায়শ্চিত্ত নহে ফলধারী॥
বিশুদ্ধ নদীর বারি মলিনত্ব নাশে।
মদ্যভাণ্ড শোধিবারে কভু না প্রয়াসে॥
তথা তপঃ প্রায়শ্চিত্ত দানাদি-নিচয়।
না পারে শোধিতে ভক্তিহীনের হৃদয়॥
যেই জন এ জীবনে হরি-পরাঙ্মুখ।
কোন কর্ম্মে তার লাভ নহে মুক্তিসুখ॥
তাই বলি হে রাজন ভক্তি করি সার।
অচিরে সে কর্ম্ম শুদ্ধ নতুবা অসার॥
পূজন সেবন আদি নাম উচ্চারণ।
একমনে সংকীর্ত্তনে ভক্তির সাধন॥
এই রূপে যেই ভাবে সেই নারায়ণ।
অবশ্য তাহার শাস্তি হয় নিবারণ॥
ভ্রমেও যদ্যপি কেহ করে হরিনাম।
মহাপাপী হইলেও পায় স্বর্গধাম॥
এ বিষয়ে ইতিহাস আছে পুরাতন।
বিষ্ণুদূত-যমদূত কলহকারণ॥

নামের মাহাত্ম্য রাজা করহ শ্রবণ।
অজামিল নামে এক আছিল ব্রাহ্মণ॥
বিষ্ণুদূতে যমদূতে মহা বিসংবাদ।
ভ্রমে হরিনাম ল'য়ে ঘটিল বিবাদ॥
কান্যকুব্জ দেশে ছিল জনৈক ব্রাহ্মণ।
অজামিল নাম তার অতীব দুর্জ্জন॥
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে অতি কদাচারী।
পাপকর্ম্মে রত সদা কুপথ-বিহারী॥
শূদ্রা দাসী সহ তার হ'য়ে কামে মতি।
ধর্ম্ম ত্যজি হয়েছিল শূদ্রাণীর পতি॥
পাশাক্রীড়া চৌর্য্য আর করিয়া বঞ্চন।
কৌশল করিয়া অর্থ করে উপার্জ্জন॥
দাসীরে লইয়া সদা মদ্য করি পান।
কামমদে মাতি সদা ছিল হীনজ্ঞান॥
ক্রমেতে দাসীর গর্ভে জন্মিল কুমার।
একে একে দশ জন ভীষণ আকার॥
ক্রমেতে যৌবন তার হইল বিগত।
মহাকাল বৃদ্ধকাল হ'ল সমাগত॥
অষ্টাশি-সংখ্যক বর্ষ হইলে অতীত।
ক্রমেতে উত্থান-শক্তি হইল রহিত॥
দাসীর প্রণয়ে তবু সতত কাতর।
কুকর্ম্ম করিয়া পুত্র পালনে তৎপর॥
কনিষ্ঠ বালক ছিল দেখিতে সুন্দর।
পিতার অত্যন্ত প্রিয় পাইত আদর॥
সাধ করি পিতা দিল নাম নারায়ণ।
সদা নারায়ণ বলি করে সম্বোধন॥
আপনি যখন করে শয়ন ভোজনে।
সেই মত করে বিপ্র পুত্র নারায়ণে॥
একদা ভীষণ কাল হইল প্রকাশ।
ইচ্ছিল সে অজামিলে করিবারে গ্রাস॥
মৃত্যু-যাতনায় দ্বিজ পড়ি ভূমিতলে।
দাসীপুত্র লাগি কত কান্দিলেক ছলে॥
হেনকালে পাশধারী যমদূতগণ।
অজামিল শয্যাপার্শ্বে করে আগমন॥
ঊর্দ্ধরোম বক্রমুখ ভীষণদর্শন।
ব্যাকুল হইল তার ইন্দ্রিয় ও মন॥
ক্রীড়ারত পুত্রে তবে সম্মুখে দেখিয়া।
যাতনায় নারায়ণে বলিল ডাকিয়া॥
এস বাপ নারায়ণ ধরহ আমায়।
বুঝি মরিলাম আমি ঘোর যাতনায়॥
সেইকালে প্রাণ তার হইল বাহির।
যতদূত ত্বরা করি ধরে তার শির॥
মৃত্যুকালে মুখে তার শুনি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত অবিলম্বে করে আগমন॥
প্রভুর মধুর নাম করিয়া শ্রবণ।
কেমনে থাকিবে দূরে বিষ্ণুদূতগণ॥
বিষ্ণুদূত যমদূতে করিল বারণ।
তবে যমদূত সব করে নিবেদন॥
কে তোমরা কহ তব সত্য পরিচয়।
ধর্ম্মরাজকার্য্যে বাধা দিতেছ নিশ্চয়॥
কার ভৃত্য, কোথা হৈতে তব আগমন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিংবা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ॥
অপরূপ রূপ সবে সুবর্ণ-বরণ।
বনমালা গলে দোলে কৌস্তভ-ভূষণ॥
বেণীরূপে কৃষ্ণ-কেশ পৃষ্ঠে শোভা পায়।
বেণু-ধ্বনি সদা করে যথায় তথায়॥
ধনু তুণ অসি গদা শঙ্খ চক্র আর।
কমল শোভিছে হাতে রূপের বাহার॥
অন্ধকার যত সব দূর হ'য়ে যায়।
ধর্ম্মরাজ কর্ম্ম করি না হেরি উপায়॥
ত্বরা করি আসি তারা দেখিবারে পায়।
যমদূত অজামিলে ধ'রে ল'য়ে যায়॥
এই দৃশ্য নেহারিয়া বিষ্ণুদূতচয়।
যমদূতে নিবারিয়া মিষ্ট কথা কয়॥
শুন ওরে যমদূত আমাদের বাণী।
কোন্ ধর্ম্মে ল'য়ে যাও অজামিল-প্রাণী॥
মহাবিষ্ণুভক্ত এই সুবোধ ব্রাহ্মণ।
অন্তিমে ডাকিল উচ্চে সেই নারায়ণ॥

নারায়ণ বলি যেই ডাকে একপ্রাণে।
কি সাধ্য যমের তারে লয় নিজ স্থানে॥
সাবধান সাবধান না কর পরশ।
বৈকুণ্ঠে লইব এরে হইয়া হরষ॥
এত কথা শুনি কহে যমদূতগণ।
দেখিতে সুন্দর বট অতি সাধুজন॥
কোন্ জন নারায়ণ কেবা হও সব।
প্রকাশি বাধিত কর আপন গৌরব॥
পরিচয় বিনা মোরা পাপীর জীবন।
কভু না ত্যজিব ইহা আমাদের পণ॥
এই কথা শুনি তবে বিষ্ণুদূতগণ।
কহে যমদূতে সবে করি সম্বোধন॥
বেদ-ধর্ম্ম-পালনার্থে রত যমরাজ।
তাহার সেবার লাগি কর সবে কাজ॥
ধর্ম্ম জানি কহ কথা শুনি হে বচন।
কোন্ ধর্ম্মে অজামিলে করিবে গ্রহণ॥
হরিনাম মাত্রে হয় সর্ব্বপাপ-ক্ষয়।
নারায়ণ শব্দ মাত্রে মুক্তি-লাভ হয়॥
এ বিশ্বের কর্ত্তা যিনি তিনি নারায়ণ।
আমরা তাঁহার ভৃত্য করহ শ্রবণ॥
ভক্তগণে দিবানিশি করিতে উদ্ধার।
চরাচরে সর্ব্বত্রই করি হে বিহার॥
অতএব বল দেখি কোন্ সে নীতিতে।
অজামিলে আসিয়াছ যমালয়ে নিতে॥
তোমরা সকলে যদি ধর্ম্ম অনুচর।
ধর্ম্মের স্বরূপ কহ মোদের গোচর॥
কি প্রকারে ধরে দণ্ড, কেবা সে ভাজন।
কেন দণ্ডনীয় হয় কোন কোন জন॥
বিষ্ণুদূত মুখে শুনি এ হেন কথন।
উত্তর দানিল ধীরে যমদূতগণ॥
দেবের বিধান ধর্ম্ম বিধিই প্রমাণ।
ইহাই চরম সত্য নাহি অন্য মান॥
নিজস্ব রূপেতে যিনি হন সর্ব্বাধার।
সত্ত্ব রজো তমো আদি সৃজন যাহার॥
ব্রাহ্মণাদি নাম আর ক্রিয়া অধ্যয়ন।
যেই জন সৃজে তিনি হন নারায়ণ॥
নারায়ণ হ'তে ভিন্ন কভু নয় বেদ।
বেদে নারায়ণে নাহি কোনই বিভেদ॥
চন্দ্র সূর্য্য জল অগ্নি আকাশ পবন।
অন্তর্যামী দিন রাত্রি পৃথিবী ভবন॥
জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাক্ষী এরা হয়।
অধর্ম্মকারণে দণ্ড জানিবে নিশ্চয়॥
কর্ম্ম-অনুসারে পাপী দণ্ডভোগ করে।
বিভিন্ন পাপের দণ্ড বিবিধ প্রকারে॥
পুণ্য এবং পাপ দুই করে কর্ম্মিগণ।
দেহধারী কর্ম্ম ছাড়া না থাকে কখন॥
পাপসম্ভাবনা তাই থাকয়ে সকলে।
ভুগিবে সকলে ভোগ পুণ্যপাপফলে॥
ইহলোকে যেই কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
পরলোকে ফল তার রয় বিদ্যমান॥
উত্তম অধম ভেদ একালে যেমন।
পরকালে সেই ভেদ থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
বর্ত্তমান কাল হেরি জ্ঞানবান জন।
অতীত ও অনাগত বুঝিবে যেমন॥
বর্ত্তমান জন্ম হয় এইরূপ শুন।
ধর্ম্ম-অধর্ম্ম জ্ঞাপক নহে কিছু ঊন॥
জন্মাদিরহিত প্রভু পরম ঈশ্বর।
দেখিয়া জীবের কর্ম্ম বিচারে তৎপর॥
স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তি যথা ভবিষ্য বিষয়।
বুঝিতে না পারে কিছু মোহাচ্ছন্ন রয়॥
বিষয়ে আসক্ত জীব সেইরূপ হয়।
জন্মান্তর স্মৃতি কভু না লভে নিশ্চয়॥
পঞ্চভূতময় দেহ করি আলম্বন।
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ে ক্রিয়া করে সম্পাদন॥
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে করে শব্দাদি গ্রহণ।
মনের সাহায্যে করে ভাবের মিশ্রণ॥
পৃথক্ সমস্ত হ'তে এই জীব হয়।
চেতনার অধিষ্ঠাতা জানিবে নিশ্চয়॥

ষোড়শকলাবিশিষ্ট ও ত্রিগুণময়।
এই লিঙ্গদেহ হয় জীব-পরিচয় ॥
এরি ফলে জীব করে কর্ম্মসম্পাদন।
কর্ম্ম না করিয়া কেহ না থাকে কখন ॥
প্রকৃতিকে হেতু করি জীব সমুদয়।
স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে ধরে দেহচয় ॥
প্রকৃতির সঙ্গহেতু জনম মরণ।
মুক্তিদান করে শুধু শ্রীহরি-চরণ ॥
এই পাপী অজামিল মহাপাপী হয়।
শুন তার বিবরণ কহিব নিশ্চয় ॥
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে ল'য়ে উপবীত।
উপযুক্ত বয়সেতে হয় বিবাহিত ॥
প্রথম বয়সে শুদ্ধ আছিল ব্রাহ্মণ।
যাগ-যজ্ঞ-তপোদানে সদা ছিল মন ॥
মৃদুভাষী সত্যবাদী মন্ত্রজ্ঞ মহান্।
সদাচারে পরিপূর্ণ ছিল তার প্রাণ ॥
একদা অরণ্য হ'তে তাপস আবাসে।
আসিবার কালে পথে এক স্থানে আসে ॥
যৌবন বয়স একে দেখিতে সুন্দর।
ব্রহ্মতেজ শরীরেতে তাহে শোভাকর ॥
শান্ত হ'য়ে অজামিল বসে তরুতলে।
অদূরে আছিল এক কুটীর সে স্থলে ॥
শূদ্রজাতি এক বেশ্যা ছিল সেই স্থানে।
উপপতি সম্ভোগেতে রত মদ্যপানে ॥
কটাক্ষে হরিল এই ব্রাহ্মণের মন।
তদবধি এ ব্রাহ্মণ ভুলিল আপন ॥
বংশের মর্য্যাদা আর জনক-জননী।
কুলধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞান সধর্ম্মা রমণী ॥
সকল ত্যজিয়া মাতি শূদ্রা সহবাস।
যতেক কুকর্ম্মে ক্রমে করিয়া প্রয়াস ॥
চৌর্য্য প্রবঞ্চনা আর যত পাপচয়।
নারীহত্যা নরহত্যা জীবহত্যা হয় ॥
সর্ব্ব পাপকর্ম্ম ক্রমে করি আচরণ।
দাসী ও দাসীর পুত্র করিয়া পোষণ ॥
অন্তিমে রাখিল শিশু নারায়ণ নাম।
মৃত্যুকালে ডাকে পুত্রে নাহিক বিরাম ॥
ঘোরতর এ ব্রাহ্মণ করিয়াছে পাপ।
অবশ্য এ মহাপাপী পাবে পরিতাপ ॥
অতএব এরে ত্যাগ কর সাধুজন।
নরকে লইব এরে করিতে পীড়ন ॥
করিয়াছে বহু পাপ এই দুরাচার।
নাহি করে প্রায়শ্চিত্ত নাই যে উদ্ধার ॥
সেকারণে লই এরে ধর্ম্ম-সন্নিধান।
দণ্ডভোগে হবে এর পাপের প্রয়াণ ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
অধর্ম্মের শাস্তি ভোগ যাহাতে বিচার ॥

ইতি অজামিলের উপাখ্যান।

অজামিলের বিষ্ণুলোকে গমন

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
অজামিল মুক্তি-কথা কহি অতঃপর ॥
যমদূত বাক্য শুনি বিষ্ণুদূতগণ।
সিদ্ধান্ত-অভিজ্ঞ তারা বলিল বচন ॥
বড়ই আশ্চর্য্য আর দুঃখের বিষয়।
অধর্ম্মী স্পর্শিল যেন ধর্ম্মের আলয় ॥
পিতৃতুল্য হন যিনি প্রজার পালক।
সদাচার সুসম্পন্ন সুহৃৎ শিক্ষক ॥
তার প্রতি হয় যদি অন্যায়াচরণ।
প্রজাগণ তবে কার লইবে শরণ ॥
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেইরূপ করে আচরণ।
অন্যেরা তাহার করে তথানুকরণ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীন পশুতুল্য নর।
ধর্ম্মক্রোড়ে মাথা রাখি করিছে নির্ভর ॥
তাদৃশ জনের প্রতি দ্রোহ আচরণ।
কভু কি পারেন ধর্ম্ম অন্যায়করণ ॥
কোটিজন্মকৃত পাপ যাহা কিছু ছিল।
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে এই অজামিল ॥
কোটিজন্মকৃত পাপ হরির নামেতে।
সমূলে বিনষ্ট হয় জান বিধিমতে ॥
হরিনামামৃত এই দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ।
না জানিয়া অন্তিমেতে করে উচ্চারণ ॥
মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র ডাকে নারায়ণে।
এই হেতু সর্ব্ব পাপ হইল খণ্ডনে ॥
সুরাপায়ী মিত্রদ্রোহী বিপ্রঘাতীজন।
কৃতঘ্ন ও গোহন্তার বিষ্ণু উচ্চারণ ॥
এই নাম উচ্চারণে বিষ্ণুপদে মতি।
এই হেতু বিষ্ণুভক্ত রক্ষণীয় অতি ॥
হরিনাম উচ্চারণে যত শুদ্ধ হয়।
মনুর কথিত ব্রতে ততখানি নয় ॥
এই নামে হরিগুণ হয় অবগত।
পাপের নিবৃত্তি শুধু ঘটায় যে ব্রত ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মানুষের মন।
পাপপথে নিয়তই করে যে ভ্রমণ ॥
আত্যন্তিক নাশ তার ইচ্ছা হয় যার।
হরিগুণগান হয় একমাত্র সার ॥
মৃত্যুকালে এই ব্যক্তি বলে নারায়ণ।
সম্পূর্ণরূপেতে নাম করে উচ্চারণ ॥
অশেষ পাপের হয় প্রায়শ্চিত্ত এতে।
তোমরা না যাবে কেহ এর কাছেভিতে ॥
গীতালাপে পরিহাসে পুত্রনামচ্ছলে।
হরিনাম কেহ যদি একবার বলে ॥
সকল পাপের তবে হইবে বিনাশ।
জ্ঞানিগণ এইরূপ করেছে প্রকাশ ॥
স্খলিত পিচ্ছিল পথে অথবা পতিত।
জ্বরেতে সন্তপ্ত কিংবা অবশ আহত ॥
অবধানহীন হ'য়ে হরি উচ্চারণে।
নরকযাতনা তার না হয় কখনে ॥
মনু আদি প্রায়শ্চিত্ত করেছে বিধান।
পাপের খণ্ডন তাহে হয় মতিমান্ ॥
পাপের সংস্কার কিন্তু দূর নাহি হয়।
হরির নামেতে শুধু পাপ দূরে রয় ॥
অগ্নি পরশিলে কভু জ্ঞানে বা অজ্ঞানে।
তাহাতে হইবে দগ্ধ জানে সর্ব্বজনে ॥
সেইরূপ পাপরাশি সদা দগ্ধ হয়।
হরিনাম কেহ যদি কভু উচ্চারয় ॥
না জানি অমৃত যদি কেহ করে পান।
অবশ্য অমর তার হ'য়ে থাকে প্রাণ ॥
এই ভাবে হরিনাম কেহ উচ্চারিলে।
পাপ নষ্ট হয় আর মোক্ষ তার মিলে ॥
নামের গুণেতে শুদ্ধ অন্তর ইহার।
সেই হেতু বিষ্ণুলোকে গতি-অধিকার ॥
হরিনাম প্রায়শ্চিত্ত সকলের সার।
একমনে করিলেই হইবে উদ্ধার ॥
জানিলে সে পুণ্য তাহা না জানিলে হয়।
হরিনাম-দ্রব্যগুণে নষ্ট পাপভয় ॥
নারায়ণে স্মরে যেই অন্তিম সময়।
কোটিজন্মকৃত পাপ হয় তার ক্ষয় ॥
শুন শুন যমদূত মোদের বারতা।
ব্রাহ্মণে লইতে তব নাহিক ক্ষমতা ॥
এত বলি অজামিলে বিষ্ণুদূতগণ।
অবিলম্বে করিলেন বন্ধন মোচন ॥
তাহা দেখি যমদূত ভয় পেয়ে মনে।
ত্বরায় যাইল সবে যমের সদনে ॥
এতক্ষণ অজামিল অচেতন ছিল।
মীমাংসা শুনিয়া পুনঃ চেতনা লভিল ॥
যমপাশ হ'তে মুক্ত হইল যখন।
আনন্দিত হ'য়ে বন্দে তাদের চরণ ॥
অজামিলে বলিবার সুযোগ দানিতে।
অন্তর্হিত হ'ল তারা অতীব চকিতে ॥

নিজকৃত পূর্ব্বপাপ করিয়া স্মরণ।
অনুতপ্ত হয় সেই ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥
আপনারে লক্ষ্যি বলে কত যে বচন।
শূদ্রাগর্ভে পুত্র আমি করি উৎপাদন ॥
সতী ও যুবতী পত্নী পরিত্যাগ করি।
সুরাপায়ী শূদ্রা নারী সহ ব্যভিচারী ॥
অতীব দুষ্কর্ম্মকারী সজ্জন-নিন্দিত।
কুলের কলঙ্ক আমি শূদ্রা-উপগত ॥
বৃদ্ধ পিতামাতা আমি পরিত্যাগ করি।
আত্মীয়বিহীন তারে পালিতে না পারি ॥
ধর্ম্মদ্রোহী কামীগণ যে নরকে যায়।
তথায় যাইব আমি নাহিক উপায় ॥
অদ্ভুত ব্যাপার এক হইল ঘটন।
পাশহস্তে কারা যেন করে আকর্ষণ ॥
কোথায় লুকাল তারা গেল কোন্ ঠাঁই।
আমারে করিল মুক্ত, তারা কে গোঁসাই ॥
অতি অপরূপ রূপ প্রিয়দরশন।
আমারে করিয়া মুক্ত দৃশ্য নাহি হন ॥
অন্য জন্মে পুণ্য আমি করিনু নিশ্চয়।
দেবোত্তম দরশন তাই ভাগ্যে হয় ॥
নতুবা মরণকালে কেন নারায়ণ।
অপবিত্র জিহ্বা মোর করে উচ্চারণ ॥
কোথা আছি আমি আর কোথা ভগবান্।
অপবিত্র মোরে তবু করে দেখা দান ॥
মহাপাপী আমি এবে বুঝিনু নিশ্চয়।
এই পথে গতি মোর নাহি যেন হয় ॥
সংসার-আঁধারে আর ডুবিতে না চাই।
শ্রীহরি-চরণে যেন লভি আমি ঠাঁই ॥
অজ্ঞানতা হেতু এই সংসার-বন্ধন।
মায়ামোহ যত কিছু করিব মোচন ॥
সর্ব্বভূতহিত আমি করিব সাধন।
আত্মজ্ঞানী শান্ত রব তপস্যামগন ॥
অহংবুদ্ধি ত্যাগ করি নামাদিকীর্ত্তনে।
বিশুদ্ধ করিয়া মন ভজি ভগবানে ॥
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
সংসার-বন্ধন তার ঘোচে অতঃপর ॥
গৃহ পুত্র সংসারাদি সকলি ত্যজিল।
ভগবৎপদে মতি দেয় অজামিল।
সকলে বিদায় করি হরি করি মন।
গঙ্গার তীরেতে দ্বিজ করিল গমন ॥
তথা এক দেবালয়ে করিয়া আসন।
ভীষণ বৈরাগ্য জ্ঞান করি আহরণ ॥
ভক্তিবলে জ্ঞানবল করি একাধার।
ত্যজিল আছিল যত মায়া অহঙ্কার ॥
পাপ মায়া একবারে সব হ'ল নাশ।
হরিনাম-দ্রব্যগুণে মাহাত্ম্য প্রকাশ ॥
এইরূপে শেষ করি আপন সাধন।
সুখেতে সে হরিপদে ত্যজিল জীবন ॥
মৃত্যুকালে বিষ্ণুদূত ল'য়ে দিব্য রথ।
লইয়া চলিল তারে দিয়া স্বর্গপথ ॥
বিষ্ণুর পার্ষদ ক্রমে হয় অজামিল।
নামের মাহাত্ম্য রটে এ বিশ্বে নিখিল ॥
এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির।
আশ্চর্য্য মানিয়া রাজা হয়েন অধীর ॥
যেইজন হরিনাম করে উচ্চারণ।
সেজন অবশ্য করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥

সুবোধ রচিল গীত আনন্দিত মনে।
ভাগবত কথা যত শোনে সাধুজনে ॥

ইতি অজামিলের বিষ্ণুলোকে গমন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যম ও যমদূত সংবাদ

পরীক্ষিৎ বলে শুন তুমি হে ব্রহ্মন্ ।
ধর্ম্মের অধীন থাকে যত জীবগণ ॥
সেই ধর্ম্ম আজ্ঞা লঙ্ঘি বিষ্ণুদূতগণ ।
অজামিলে দান করে আবার জীবন ॥
নিজ দূত-মুখে শুনি সে সব কাহিনী ।
ধর্ম্মরাজ কি করিল, বল তাহা শুনি ॥
এহেন ঘটনা কভু শুনা নাহি যায় ।
যমদণ্ড হ'তে কভু কেহ মুক্তি পায় ॥
এ বিষয়ে সকলের রয়েছে সংশয় ।
তুমিই ভঞ্জিতে তাহা পারিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি শুকদেব বলে পরীক্ষিতে ।
অবহিত হ'য়ে শুন ঘটনা ক্রমেতে ॥
বিষ্ণুদূত অজামিলে করিলে গ্রহণ ।
আশ্চর্য্য হইয়া রহে যমদূতগণ ॥
মান অপমান ভয়ে হ'য়ে দুঃখমতি ।
ত্বরায় আসিল সবে যমের বসতি ॥
কাঁদিয়া বিনয়ে কহে করি যোড়কর ।
অবধান কর রাজা বিপদ্ বিস্তর ॥
চারিযুগ রাজ্য তুমি করিছ রাজন ।
আমরাও করি তব আদেশ পালন ॥
কার সাধ্য আমাদের করে অনাদর ।
পাপী জনে তব কাছে আনি সে সত্বর ॥
অপূর্ব্ব ঘটিল অদ্য রাজ্যে বিশৃঙ্খল ।
তোমার শাসন রাজা হইল বিফল ॥
মহাপাপী ছিল এক অজামিল নামে ।
শূদ্রাপতি সে ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ ধামে ॥
চৌর্য্য প্রবঞ্চনা আর যতেক কুকর্ম্ম ।
সতত করিত দ্বিজ নাহি মানি ধর্ম্ম ॥
আজীবন কামে মত্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি-হীন ॥
ক্রমেতে হইল তার আয়ুষ্কাল ক্ষীণ ॥
মরণ-কালেতে সেই যাতনার ভরে ।
শিশুপুত্র নারায়ণে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
ডাকিবার কালে তার দেহ ত্যজে প্রাণ ।
আমরাও পাপী জানি হই আগুয়ান ॥
পাশ ল'য়ে সবে যাই করিতে বন্ধন ।
কয় জন সাধু দ্রুত আসিল তখন ॥
অপরূপ জ্যোতি যেন ভানুর প্রকাশ ।
বলে মোরা বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥
আমাদের কহে বল কিসের কারণ ।
করিলে এ ভক্তজনে পাশেতে বন্ধন ॥
মৃত্যুকালে যেইজন বলে নারায়ণ ।
কি আছে এমন পাপ না হয় নাশন ॥
যমদূত তোরা, যম যাঁহার কিঙ্কর ।
সেই বিষ্ণু নাম করে এই দ্বিজবর ॥
ত্যাগ করি মানে মানে যাও অন্য স্থানে ।
নাহি কোন অধিকার ইহার পরাণে ॥
এত বলি তাড়াইয়া দিয়া সবাকায় ।
আবার বাঁচায়ে দিল পাপিষ্ঠ জনায় ॥
আশ্চর্য্য কৌতুক রাজা হেরিনু নয়নে ।
তোমা ছাড়ি কর্ত্তা কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥
কহ রাজা বিশেষিয়া এই সমাচার ।
হইল রাজত্বে তব বড় অত্যাচার ॥
দূত-মুখে বাণী শুনি হৃষ্ট যমরায় ।
আদর করিয়া কহে বচন সবায় ॥
শুন শুন দূতগণ আমার বচন ।
আমাপেক্ষা সর্ব্বভাবে শ্রেষ্ঠ যেইজন ॥
বলীবর্দ্দে নর যথা করয়ে বন্ধন ।
সেইরূপ বেদসূত্রে যত নরগণ ॥
বদ্ধ ভীত হ'য়ে লয় পূজা-উপহার ।
শ্রীহরি-চরণে নতি জানায় তাঁহার ॥

অধীন তাঁহার আমি জান সর্ব্বমতে ।
সকলি সাধন হয় তাঁর আজ্ঞামতে ॥
যাঁহার নিয়মে চলে এই চরাচর ।
যাঁহার তেজেতে বাঁচে জঙ্গম স্থাবর ॥
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ।
চন্দ্র ও নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক নিকর ॥
বায়ু অগ্নি বারি আদি এই পঞ্চভূত ।
যাদের মিলনে বিশ্ব হইল উদ্ভূত ॥
যাঁহার অধীন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ।
আমি আর দক্ষ আদি প্রজাপতিবর ॥
সেই নিত্য নিরঞ্জন নামে নারায়ণ ।
ভক্তের অধীন তিনি মঙ্গল-কারণ ॥
জীবের মুক্তির হেতু সেই কৃপাময় ।
নানা মূর্ত্তি নানা নাম ধরে মহাশয় ॥
ভ্রমে যদি জীবে ভাবে তাঁহার আকার ।
অথবা মনেতে করে নামের বিচার ॥
যম অগ্নি শক্র হ'তে বিষ্ণুদূতগণ ।
মানবে করয়ে রক্ষা করহে শ্রবণ ॥
ধর্ম্ম ভৃগু ঋষি দেব আর সিদ্ধগণ ।
ভগবদ্ধর্ম্ম নাহি জানে কদাচন ॥
অসুর মনুষ্য আদি জানিতে না পারে ।
কিপ্রকারে জানিবেক তবেতে অপরে ॥
সনৎকুমার ব্রহ্মা নারদ শঙ্কর ।
কপিল প্রহ্লাদ মনু বলি নৃপবর ॥
জনক কপিল ভীষ্ম শুকদেব আর ।
আমি শুধু জানি কিছু ধর্ম্মের প্রকার ॥
পবিত্র দুর্ব্বোধ গুহ্য ধর্ম্ম এই হয় ।
ইহারে জানিলে মোক্ষ পাইবে নিশ্চয় ॥
ক্ষণমাত্রে মহাপাপী পুণ্যময় হয় ।
ত্যজিয়া সংসার-জ্বালা বৈকুণ্ঠেতে রয় ॥
সেই হেতু মহাপাপী সেই যে ব্রাহ্মণ ।
ভ্রমে উচ্চারিয়া পুত্র নাম নারায়ণ ॥
নাম-দ্রব্যগুণে তার পাপ হ'ল নাশ ।
বিষ্ণুদূত বিষ্ণুপথে পাইল প্রকাশ ॥
যথা হরিগান হবে হরি-তত্ত্ব-বাণী ।
অধিকার-শূন্য মোর তথা যত প্রাণী ॥
অতএব ভক্তজনে ত্যজিবে নিশ্চয় ।
আনিবে পাপীরে শুধু আমার আলয় ॥
যে পাষণ্ড হরিনাম কভু নাহি লয় ।
হরিতে বিমুখ যার চিত্ত সদা হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্মে না করে প্রণাম ।
অবশ্য আনিবে তারে এই যমধাম ॥
শ্রীহরি-মাহাত্ম্য কথা ওহে ভৃত্যজন ।
একমুখে কার সাধ্য করিবে বর্ণন ॥
এত বলি তুষ্ট করি নিজ ভৃত্যজনে ।
ক্ষমা চাহে যমরাজ প্রভু নারায়ণে ॥
অপরাধ করিয়াছে দূতেরা আমার ।
ক্ষমা কর তুমি প্রভু কৃপা-অবতার ॥
অবোধ অজ্ঞান অতি আমার কিঙ্কর ।
অপরাধ ক্ষমা কর জগৎ-ঈশ্বর ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ ।
পরম পুরুষ হও তুমি ভগবান্ ॥
ক্ষমাগুণে বিভূষিত তোমার অন্তর ।
তোমার চরণে আমি নমি নিরন্তর ॥
এই রূপ স্তব করি ভক্তিযুক্ত মনে ।
বিচারে বসিলা যম নিজ সিংহাসনে ॥
আপন কর্ম্মেতে রত যমদূতগণ ।
ভক্তেরে ত্যজিয়া করে পাপীরে গ্রহণ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
শ্রীহরি-মাহাত্ম্য-কথা ইহাতে প্রচার ॥

ইতি যম ও যমদূত সংবাদ ।

তৃতীয় অধ্যায়

হংসগুহ্য স্তব

শুকের সংবাদ রাজা পরীক্ষিৎ সনে।
কহিলেন সূত যত মুনিবরগণে ॥
জিজ্ঞাসেন পরীক্ষিৎ রাজা অতঃপর।
বিস্তারিয়া সৃষ্টিকথা কহ মুনিবর ॥
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবাসুর নাগ।
বলিয়াছ মনুষ্যাদি-কথা মহাভাগ ॥
অতীব সংক্ষিপ্ত কথা তৃপ্তি নাহি হয়।
বিস্তৃত করিয়া এবে বল মহাশয় ॥
শুনিয়া সে প্রশ্ন শুক আনন্দিত মন।
করিতে লাগিলা তবে সৃষ্টির বর্ণন ॥
প্রাচীনবর্হির দশ প্রচেতা তনয়।
সমুদ্রের গর্ভ হ'তে সমুত্থিত হয় ॥
পৃথিবীর পানে তারা দেখিল চাহিয়া।
জন্মিয়াছে বৃক্ষ সারা ধরণী ব্যাপিয়া ॥
হেরি তাই বৃক্ষকুল দহিবার তরে।
বদন হইতে অগ্নি উদ্গিরণ করে ॥
বায়ু সহযোগে অগ্নি হইয়া প্রবল।
ভস্মীভূত করে যত পাদপ সকল ॥
তাহা দেখি বৃক্ষকুল পতি নিশাকর।
প্রচেতাগণের ক্রোধ শান্তিতে তৎপর ॥
কহিলেন শুন ওহে মহাভাগগণ।
নির্দ্দোষ পাদপচয়ে নাশ কি কারণ ॥
প্রজাসৃষ্টি তোমাদের কর্ত্তব্য বিহিত।
বৃক্ষকুল নাশ তাই না হয় উচিত ॥
অতএব সংযমন কর ক্রোধানল।
ক্রোধের দমনে লাভ হয় মুক্তিফল ॥
বৃক্ষ ফল ওষধাদি ভক্ষ্য অন্ন হয়।
ইহার কারণে বাঁচে যত জীবচয় ॥
স্থিতিশীল বৃক্ষ আদি পক্ষী গতিশীল।
বন্য বা পালিত জন্তু সুশীল দুঃশীল ॥
মনুষ্যাদি যত জীব আছে এ সংসারে।
বৃক্ষের কারণে সবে বাঁচিবারে পারে ॥
পিতামাতা বালবন্ধু পত্নী-বন্ধু পতি।
গৃহস্থ ভিক্ষুক বন্ধু প্রজা প্রজাপতি ॥
প্রাণিদেহে বাস করে নিজে ভগবান্।
শ্রীহরিরে তুষ্ট তুমি কর মতিমান্ ॥
অবশিষ্ট তরুগণে না কর দহন।
তোমাদের প্রতি তুষ্ট হন নারায়ণ ॥
বৃক্ষকুলে আছে কন্যা নামেতে অপ্সরা।
তাহারে বিবাহ সবে করহ তোমরা ॥
চন্দ্রের বচন শুনি প্রচেতা সকল।
প্রশমিত করে ক্রোধ জ্বলন্ত অনল ॥
প্রম্লোচার সর্ব্বোত্তমা কন্যা ধরি করে।
সোম তারে বিভা দিল প্রচেতা কুমারে ॥
অপ্সরায় পরিণয় করি অতঃপর।
তার গর্ভে জন্মাইল তনয় সুন্দর ॥
দক্ষ নামে পুত্র সেই সর্ব্বগুণধাম।
পুত্র কন্যা সৃজি পূরে বিধি মনস্কাম ॥
দক্ষ প্রজাপতি মন হইতে প্রথমে।
দেবাসুর মনুষ্যাদি সৃষ্টি করে ক্রমে ॥
কিন্তু তাহে তুষ্ট নহে দক্ষের অন্তর।
সেই হেতু আরম্ভিলা তপস্যা দুশ্চর ॥
বিন্ধ্যগিরি সমীপেতে অতি পুণ্যময়।
অঘমর্ষণ নামেতে মহাতীর্থ রয় ॥
তার জলে স্নান করি দক্ষ প্রজাপতি।
নারায়ণে করে স্তব ভক্তিভরে অতি ॥

হংসগুহ্য মন্ত্রে সেই স্তব বিরচিত।
যাহাতে শ্রীহরি হন অতিশয় প্রীত॥
যাহা হ’তে প্রকাশিত হয় গুণত্রয়।
তাহাতে দেখিতে নর সমর্থ তো নয়॥
যিনি নিজে স্বপ্রকাশ তাঁরে নমস্কার।
চেতনাচেতন হ’তে ভিন্নরূপ তাঁর॥
দেহী জীবাত্মার নাহি জানে পরিচয়।
বিষয়-আসক্ত জীব সেইরূপ হয়॥
দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার।
সেইরূপ নাহি জানে স্বরূপ তাহার॥
পরম চিন্ময় যিনি নিয়ন্তা মায়ার।
গুণদর্শী নাহি জানে স্বরূপ যাঁহার॥
সীমা পরিমাণ যাঁর না হয় নির্দ্দেশ।
প্রণমি চরণে তাঁর তিনি পরমেশ॥
দৃশ্য বস্তু যথা কভু না দেখে দ্রষ্টায়।
সেইরূপ কেহ যাঁরে দেখিতে না পায়॥
পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্রের সহায়।
যেভাবে যজ্ঞীয় অগ্নি উচিত বিধেয়॥
যজ্ঞকর্ত্তা সেই ভাবে মন্ত্র মন্থনেতে।
তাদৃশ অগ্নিরে সৃজে অরণি হইতে॥
সেইভাবে যোগিগণ আপন হৃদয়ে।
নবধা ভক্তিতে ভজে পরম-আশ্রয়ে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন দাস্য অর্চ্চন বন্দন।
সখ্য ও স্মরণ আর আত্মনিবেদন॥
শ্রীপাদসেবন এই সবে মিলে নয়।
শ্রীহরি উদ্দিষ্ট সবে জানি যে নিশ্চয়॥
দর্শন স্মরণ শক্তি হইলে বিলয়।
স্বরূপ জ্ঞানেতে মনে যাঁহার উদয়॥
যেখানে বা যাহা হ’তে সহায়ে যাহার।
যাহাকে দানিতে কিংবা সম্বন্ধেতে আর॥
কর্ত্তা কর্ম্ম কারণাদি সেই জন হয়।
যাঁর তত্ত্ব মনে বাক্যে নাহি প্রকাশয়॥
সর্ব্বভূতে বিরাজিত সত্য সনাতন।
জ্ঞানী যাঁরে বলে সর্ব্ব কারণ কারণ॥
নামরূপহীন তবু ভক্তেরে তুষিতে।
নামরূপ নিয়ে অবতীর্ণ ধরণীতে॥
সেই সত্য সনাতন হরি নারায়ণ।
করুন আমার মনোবাসনা পূরণ॥
এই মত স্তব করে দক্ষ নিরন্তর।
স্তবে তুষ্ট হ’য়ে শেষে দেব দামোদর॥
ভুবন-মোহন রূপ করিয়া ধারণ।
গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে করি আরোহণ॥
আজানুলম্বিত ভুজে শঙ্খ চক্র বাণ।
অসি চক্র ধনু পাশ গদা বিদ্যমান॥
নবজলধরশ্যাম পীতাম্বরধারী।
প্রসন্নবদন-অক্ষি অতি মনোহারী॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভচিহ্ন বক্ষে শোভা পায়।
চরণ হইতে কণ্ঠ শোভিত মালায়॥
কিরীট বলয় হার অঙ্গদ নূপুর।
গুণগান করে দেব গন্ধর্ব্ব অসুর॥
দেবর্ষি দেবতাগণে হইয়া বেষ্টিত।
অষ্ট-ভুজ রূপে তথা হন উপনীত॥
হেরি সেই রূপ দক্ষ প্রচেতানন্দন।
আনন্দরসেতে তার চিত্ত নিমগন॥
কহিলেন তার প্রতি প্রভু নারায়ণ।
আপন স্বরূপ আর সৃজন কথন॥
শুন দক্ষ প্রজাপতি পূর্ব্ব বিবরণ।
সৃষ্টিতে অশক্ত যবে কমল আসন॥
সেই কালে দিই আমি উপদেশ তারে।
বিশ্বের সৃজন হেতু তপ করিবারে॥
তবে ব্রহ্মা আচরিয়া তপস্যা দুশ্চর।
করিলেন উৎপাদন নব প্রজেশ্বর॥
তাহাদের একজন নামে পঞ্চজন।
অসিক্লী তাহার কন্যা রূপে অতুলন॥
হে দক্ষ তাহারে তুমি কর পরিণয়।
যাহে এই চরাচরে প্রজাবৃদ্ধি হয়॥
সম্ভোগের ইচ্ছা নারী পুরুষ অন্তরে।
আমিই দিয়াছি শুধু প্রজা বৃদ্ধিতরে॥

অতএব অসিক্নীরে করিয়া গ্রহণ।
তার গর্ভে পুত্র কন্যা কর উৎপাদন॥
এত বলি নারায়ণ অন্তর্হিত হন।
দক্ষপ্রজাপতি যেন হেরিল স্বপন॥

সুবোধ-রচিত এই ভাগবত তরী।
হেলায় ভবের সিন্ধু দেয় পার করি॥

ইতি হংসগুহ্য স্তব।

চতুর্থ অধ্যায়

নারদের প্রতি দক্ষের শাপ

শুক কহে শুন পরীক্ষিৎ নৃপবর।
কি করিলা প্রজাপতি দক্ষ অতঃপর॥
পঞ্চজন তনয়ারে করিয়া গ্রহণ।
তার গর্ভে জন্ম দিলা অযুত নন্দন॥
অযুত তনয় সেই হর্য্যশ্ব নামেতে।
পিতৃ-আজ্ঞা ল'য়ে যায় পশ্চিম পানেতে॥
সিন্ধু-সমুদ্রেতে যেথা হইল মিলন।
সেস্থানেতে তপোমগ্ন সিদ্ধমুনিগণ॥
নারায়ণ সরঃ নামে পুণ্য তীর্থস্থান।
তার পূত জলে তারা করিলেক স্নান॥
সেই পুণ্যতীর্থে স্নান করিবার ফলে।
রাগদ্বেষ মলশূন্য হইল সকলে॥
পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে পুত্রলাভ তরে।
কঠোর তপস্যা তারা আচরণ করে॥
হেন কালে একদিন নারদ আসিয়া।
কহিলেন হিতবাণী সবে সম্বোধিয়া॥
প্রজার পালক বট হে হর্য্যশ্বগণ।
পৃথিবীর অন্ত কিবা করনি দর্শন॥
রয়েছে একটি রাজ্য এই ত ধরাতে।
একটি পুরুষ শুধু বিদ্যমান যাতে॥
গর্ত্ত এক আছে নাহি জান তত্ত্ব তার।
পড়িলে যাহাতে কেহ নাহি ফিরে আর॥
আছয়ে রমণী এক বিবিধ রূপিণী।
পুরুষ আছেন ভ্রষ্টা যাহার কামিনী॥
আছে এক নদী দুই দিকে প্রবাহিত।
বস্তু পঞ্চবিংশতিতে গৃহ বিনির্ম্মিত॥
সুমধুর ধ্বনিকারী হংস এক আছে।
আর এক বস্তু আছে শুন মোর কাছে॥
সেই বস্তু বিনির্ম্মিত বজ্র আর ক্ষুরে।
স্বয়ং ভ্রমণ তাহা করে ঘুরে ঘুরে॥
করনি তোমরা এর কিছু দরশন।
কেমনে পিতার আজ্ঞা করিবে পালন॥
নারদের বাক্য শুনি দক্ষসুতগণ।
মনে মনে করে তার অর্থ বিবেচন॥
জীব নামে আদিহীন যে লিঙ্গ শরীর।
তাহাই রূপক বটে এই পৃথিবীর॥
না জানিয়া অন্ত তার কার্য্যে কিবা ফল।
বিশ্বরাজ্যে নারায়ণ পুরুষ কেবল॥
পরব্রহ্ম রূপ গর্ত্তে হইলে পতন।
তাহা হ'তে নাহি হয় পুনরাগমন॥
রজস্তমো গুণাশ্রিতা বুদ্ধি মানবের।
অসতী পত্নীর মত নিদান মোহের॥
মায়া নামে নদী তার দুই দিকে ধারা।
কোন দিকে জীব তার না পায় কিনারা॥

তত্ত্ব পঞ্চবিংশতির পুরুষ আশ্রয়।
ঈশ্বর দর্শক শাস্ত্র কলহংস হয়॥
ক্ষুরধার কালচক্র অশনির প্রায়।
বিশ্ব আকর্ষিয়া নিজে দ্রুতগতি ধায়॥
শস্ত্রই পিতার তুল্য উপদেশ দিতে।
নিষেধ করিছে এই কর্ম্মে জড়াইতে॥
এত ভাবি প্রজাসৃষ্টি বাসনা ত্যজিয়া।
দক্ষপুত্রগণ ভাবে মুক্তির লাগিয়া॥
চিরতরে সেই পথে করিল গমন।
যাহাতে না হয় আর পুনরাগমন॥
নিশ্চিত হইয়া তবে হর্য্যশ্ব সকল।
প্রদক্ষিণি নারদেরে লভে বহু ফল॥
বীণাযন্ত্রে নানাস্বর করি প্রবর্ত্তন।
হরিনাম গেয়ে ঋষি করে বিচরণ॥
এই বার্ত্তা শুনি তবে দক্ষ প্রজাপতি।
শোকেতে বিহ্বল তিনি হইলেন অতি॥
সুপুত্র সত্ত্বেও তার দুঃখ অতিশয়।
কি আছে বক্তব্য আর কুপুত্র বিষয়॥
শোক ভুলি গর্ভে শেষে স্ত্রী পাঞ্চজনীর।
জন্মদান করিলেন সহস্রেক বীর॥
সবলাশ্ব নামে সেই সহস্র নন্দন।
হর্য্যশ্বগণের পন্থা করিল গ্রহণ॥
নারায়ণ সরোবরে হ'য়ে উপনীত।
অগ্রজসকল যেথা তপে ছিল রত॥
তীর্থজল স্পর্শমাত্র রাগদ্বেষ মল।
দূরীভূত হ'য়ে মন হইল নির্ম্মল॥
মন্ত্র জপ করি তারা তপে রত হয়।
যত দিন যায় তত কঠোর নিশ্চয়॥
প্রথমেতে জল শুধু পরেতে পবন।
ভক্ষণ করিয়া করে বিষ্ণু-আরাধন॥
নারায়ণে নমস্কার সত্ত্বগুণাশ্রয়।
পরমপুরুষ যিনি শুদ্ধ অতিশয়॥
হেনকালে ব্রহ্মাসুত নারদ সুমতি।
উপনীত হ'য়ে বলে কটুবাক্য অতি॥
নারদ বলিল শুন দক্ষসুতগণ।
অগ্রজগণের মত কর আচরণ॥
সংসার ত্যজিয়া ভজ শ্রীহরি-চরণ।
তাহাতে লভিবে মুক্তি মোক্ষের কারণ॥
নারদের উপদেশ লভি অতঃপর।
নির্ব্বাণের পথে তারা চলিল সত্বর॥
এদিকেতে দক্ষ হেরি নানা অমঙ্গল।
নিজ পুত্র লাগি মন হইল চঞ্চল॥
অতঃপর শুনি বার্ত্তা নারদের মুখে।
হইলেন অভিভূত শোকে আর দুঃখে॥
রুষিয়া নারদ প্রতি কহিলা বচন।
সাধুবেশে কর তুমি শ্রীহরি ভজন॥
কিন্তু হেরি অসাধুর ভাব তব মনে।
আমার অনিষ্ট কর সেই সে কারণে॥
না করে বিষয় ভোগ মোর পুত্রগণ।
ভোগ না হইলে নহে নিবৃত্তি কখন॥
সেই মোর পুত্রগণে মিথ্যা উপদেশে।
বৈরাগ্যের পথে তুমি চালাইলে শেষে॥
মোরে দুঃখ দিয়া তব যে হইল পাপ।
তার লাগি দিই তোমা এই অভিশাপ॥
স্থির হ'য়ে কোথা তুমি থাকিতে নারিবে।
ত্রিলোকের মাঝে শুধু ভ্রমণ করিবে॥
দেবর্ষি নারদ তাহে তথাস্তু বলিয়া।
চলিলেন দক্ষ শাপ শিরেতে ধরিয়া॥
নারদ সমর্থ ছিল প্রতিশাপদানে।
কিছু না বলিল তবু সাধুতার গুণে॥

সুবোধ ব্যাসের বাণী অন্তরে স্মরিয়া।
দক্ষের শাপের কথা কহে বিস্তারিয়া॥

ইতি নারদের প্রতি দক্ষের শাপ।

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষকন্যাগণের বংশবর্ণন

শুকদেব কহিলেন পরীক্ষিৎ প্রতি ।
কেমনে জন্মিল শেষে দক্ষের সন্ততি ॥
অসিক্নী ভার্য্যার গর্ব্ভে দক্ষ প্রজাপতি ।
জন্মাইলা ষষ্টি কন্যা রূপগুণবতী ॥
তার মধ্যে দশ কন্যা ধর্ম্মে লভে স্বামী ॥
মুহূর্ত্ত, সঙ্কল্পা, ভানু, লম্বা, বিশ্বা, জামি ॥
মরুত্বতী, সাধ্যা, বসু, ককুদ দশম ।
শুন এবে তাহাদের পুত্রগণ ক্রম ॥
দেবর্ষভ হয় নাম ভানুর পুত্রের ।
ইন্দ্রসেন হ'ল নাম তাঁর তনয়ের ॥
বিদ্যোত লম্বার পুত্র জনক মেঘের ।
সঙ্কট নামেতে হয় পুত্র ককুদের ॥
বিদ্যোত ঔরসে করে জনম গ্রহণ ।
যত আদি আছে সেই স্তনয়িত্নুগণ ॥
কীকট হইল ওই সঙ্কট নন্দন ।
ভূবিবর অধিষ্ঠাতৃ দেবতার গণ ॥
জামির তনয় স্বর্গ, নন্দি পুত্র তার ।
বিশ্বদেবগণ হয় নন্দন বিশ্বার ॥
সাধ্যগণ হয় সব সাধ্যার তনয় ।
অর্থসিদ্ধি নামে পুত্র তাহাদের হয় ॥
অপত্য মরুত্বতীর আর মরুত্বান্ ।
জয়ন্ত মৌহূর্ত্তিক হয় মুহূর্ত্তা-সন্তান ॥
সঙ্কল্প নামেতে হয় পুত্র সঙ্কল্পার ।
কাম নামে এক পুত্র হইল তাহার ॥
দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, বাস্তু, বিভাবসু ।
দোষ, অগ্নি অষ্ট পুত্র প্রসবিলা বসু ॥
অভিমতী নামে নারী দ্রোণভার্য্যা হয় ।
তার গর্ব্ভে জন্মে পুত্র হর্ষ, শোক, ভয় ॥
উর্জ্জস্বতী নাম হয় প্রাণের ভার্য্যার ।
সহ, আয়ু, পুরোজব তিন পুত্র তার ॥
ধ্রুবের রমণী হয় নামেতে ধরণী ।
নগরগণের সেই হইলা জননী ॥
অর্চ্চপত্নী হইলেন নামেতে বাসনা ।
অভিলাষ আদি পুত্র জন্মে কয়জনা ॥
বসুধারা হইলেন কামিনী অগ্নির ।
জননী তিনিই কার্ত্তিকেয় প্রভৃতির ॥
বিশাখ প্রভৃতি পুত্র হ'ল কার্ত্তিকের ।
শর্ব্বরী নামেতে ভার্য্যা হইলা দোষের ॥
তার পুত্র শিশুমার অংশ শ্রীহরির ।
আঙ্গিরসী নাম হয় বাস্তুর পত্নীর ॥
শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা তাহার তনয় ।
চাক্ষুষ নামেতে মনু তার পুত্র হয় ॥
বিশ্বদেব, সাধ্যগণ অপত্য মনুর ।
ঊষা নামে ভার্য্যা হয় শ্রীবিভাবসুর ॥
আতপ রোচিষ ব্যুরু জন্মে গর্ব্ভে তার ।
দিবস নামেতে পুত্র আতপ ভার্য্যার ॥
দক্ষকন্যা স্বরূপা সে কামিনী ভূতের ।
জনক জননী তারা ত্রিকোটি রুদ্রের ॥
প্রধান তাদের মধ্যে একাদশ জন ।
অনুচর তাহাদের প্রেত শ্রেষ্ঠগণ ॥
দক্ষের অপর কন্যা তাদের জননী ।
স্বরূপার সপত্নী সে ভূতের রমণী ॥
অঙ্গিরা নামেতে মুনি শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ।
পত্নী তার দক্ষকন্যা স্বধা আর সতী ॥
পিতৃগণে পালে স্বধা সন্তান রূপেতে ।
সতীর তনয় বেদ অথর্ব্ব নামেতে ॥
কৃশাশ্বের পত্নী দুই দক্ষকন্যা হয় ।
অর্চ্চির গর্ব্ভেতে চারিপুত্র জন্ম লয় ॥
বেদশিরা আর মনু, বয়ুন, দেবল ।
চারিপুত্র এই নাম খ্যাত ধরাতল ॥

আর চারি দক্ষকন্যা তার্ক্ষের কামিনী।
পতঙ্গী, বিনতা, কদ্রু অপর যামিনী॥
পতঙ্গী পতঙ্গগণ যামিনী শলভ।
অরুণ গরুড়ে করে বিনতা প্রসব॥
অশ্বিনী ভরণী আদি দক্ষের নন্দিনী।
সপ্তবিংশ তারা হয় চন্দ্রের গৃহিণী॥
কশ্যপ ভার্য্যার এবে শুন বিবরণ।
ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা প্রধানে গণন॥
তার মধ্যে তিমি নাম যেই ভার্য্যা ধরে।
মকর কুম্ভীর আদি প্রসব সে করে॥
শ্বাপদ সকল জন্মে গর্ভে সরমার।
সুরভি উদরে জন্মে দুই খুর যার॥
তাম্রগর্ভে পক্ষিগণ সুনিতে অপ্সরা।
ক্রোধবশা গর্ভ হ'তে সর্পে ভরে ধরা॥
ইলা হ'তে জনমিল বৃক্ষ আদি সব।
সুরসা হইতে রক্ষোগণের উদ্ভব॥
অরিষ্টার গর্ভে জন্মে গন্ধর্ব্বের গণ।
কাষ্ঠার অপত্য যত পশুতে গণন॥
দনু নামে হয় যেই দুহিতা দক্ষের।
সেইত জননী একষষ্টি দানবের॥
স্বর্ভানু নামেতে হয় দানব প্রধান।
সুপ্রভা কন্যারে করে নমুচিরে দান॥
বৃষপর্ব্বা দানবের শর্ম্মিষ্ঠা নন্দিনী।
যযাতি নহুষপুত্র তাহার কামিনী॥
বৈশ্বানর-কন্যা চারি অতি রূপবতী।
পুলোমা কালকা হয় কশ্যপের সতী॥
হিরণ্যাক্ষ পত্নী করে উপদানবীরে।
হরশিরা পতিরূপে পায় ক্রতুবীরে॥
কালকার পুত্র হয় কালকেয়গণ।
যুদ্ধে অতি বীর তারা প্রতাপে ভীষণ॥
পুলোমার গর্ভে জন্মে পৌলোম সকল।
কালকেয় মত তারা যুদ্ধেতে কুশল॥
সংখ্যাতে সহস্র ষষ্টি পুত্র তাহাদের।
অতীব দুর্জ্জন তারা নাশক যজ্ঞের॥
ইন্দ্রের আহ্বানে স্বর্গে গিয়া ধনঞ্জয়।
বিনাশ করিলা সেই অসুর নিচয়॥
বিপ্রচিত্তি দানবের সিংহিকা ঘরণী।
সেই একশত এক পুত্রের জননী॥
রাহু নামে হয় তার প্রথম তনয়।
অবশিষ্ট একশত কেতু নাম হয়॥
অদিতির বংশ এবে করহ শ্রবণ।
যার গর্ভে জন্মিলেন নিজে নারায়ণ॥
বিবস্বান্ আদি দেব দ্বাদশ সংখ্যক।
জননী অদিতি আর কশ্যপ জনক॥
বিবস্বান্ পত্নী সংজ্ঞাদেবীর উদরে।
শ্রাদ্ধদেব নামে মনু জন্ম লাভ করে॥
যম নামে পুত্র আর যমুনা-তনয়।
ভগিনী তপতী নামে তাহাদের হয়॥
বিবস্বান্ ভয়ে ধরি অশ্বিনী আকার।
প্রসবিলা সংজ্ঞা দুই অশ্বিনীকুমার॥
সবিতার সহযোগে ছায়া দেবী তবে।
দুই পুত্র এক কন্যা সুখেতে প্রসবে॥
উদরেতে ধরিলেন সংজ্ঞাদেবী তিনি।
জামি ও সাবর্ণি মনু নামেতে নন্দিনী॥
সংবরণ নামে রাজা জগতে বিদিত।
তপতীর পরিণয় তাহার সহিত॥
আর পুত্র অদিতির নামেতে অর্য্যমা।
মাতৃকা তাহার নাম অতি অনুপমা॥
তাহাদের পুত্রগণ মনুষ্য নামেতে।
করিল বসতি সবে এ ধরা ধামেতে॥
পুষা নামে আর এক অদিতিতনয়।
শিব অভিশাপে সেই দন্তহীন হয়॥
অপর অদিতিসুত ত্বষ্টা নামে ছিল।
দৈত্যকন্যা রচনারে বিবাহ করিল।
তার গর্ভে জন্মে দুই পুত্র চমৎকার।
এক পুত্র সন্নিবেশ বিশ্বরূপ আর॥
যদ্যপিহ বিশ্বরূপ দানবী তনয়।
বৃহস্পতি বিহনে সে দেবগুরু হয়॥

অপূর্ব্ব কাহিনী এই শুন গুণাধার।
ক্রমেতে বলিব আমি করিয়া বিস্তার॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে মনেতে হয় ভক্তির সঞ্চার॥

ইতি দক্ষকন্যাগণের বংশবর্ণন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃহস্পতির অপমান

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিল বচন।
এক প্রশ্ন আছে মম শুন ভগবন্॥
কি কারণে দেবগুরু নিজে বৃহস্পতি।
ত্যজিলেন দেবগণে হ'য়ে রুষ্টমতি॥
কোন্ অন্যায় শিষ্যগণ করে আচরণ।
যার ফলে দেবগুরু ত্যজে দেবগণ॥
শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
গুরুর মাহাত্ম্য শুন হ'য়ে একান্তর॥
অভিমানে যদি কেহ হয় হতজ্ঞান।
মন্ত্রদাতা গুরুজনে করে অপমান॥
সম্পত্তি তাহার নাশ সেইক্ষণ হয়।
বিবিধ বিপত্তি তার সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
নারায়ণ-রূপী গুরু গুরু মহাবল।
গুরুহীনে ইন্দ্র হন একান্ত দুর্ব্বল॥
একদা করিল ইন্দ্র গুরু-অপমান।
বৃহস্পতি মনোদুঃখে করে অন্তর্দ্ধান॥
অসুরে আসিয়া স্বর্গ করে অধিকার।
গুরুহীন ইন্দ্র হ'ল দুর্ব্বল অপার॥
বৃহস্পতি-অপমান শুনি পরীক্ষিৎ।
কহিলেন শুকদেবে হইয়া বিনীত॥
কহ ঋষি দেবগুরু সেই বৃহস্পতি।
ইন্দ্র কেন অপমান করে তার প্রতি॥
কিরূপে অসুর আসি বৈজয়ন্তী নিল।
ইন্দ্রের দুর্দ্দশা তাহে কেমনে হইল॥
শুনিবারে ইচ্ছা হয় বারতা ইহার।
শ্রীগুরু-মহিমা হয় যাঁহাতে প্রচার॥
গুরুগণ সহ যদি হরিনাম হয়।
অপূর্ব্ব মধুর তাহা কহ মহাশয়॥
শুনি পরীক্ষিৎ-বাণী শুকদেব কন।
শুন শুন একমনে উত্তরা-নন্দন॥
ব্রহ্মার অনুজ্ঞা মতে দক্ষ মহাশয়।
সৃজন করিয়া শেষে পুত্র কতিপয়॥
নারদের উপদেশে যত পুত্রগণ।
সকলে বৈরাগী হ'ল হরি-পরায়ণ॥
তাহাতে সৃষ্টির কিছু না হয় বর্দ্ধন।
ক্রমে গত-আয়ু হ'ল সকল নন্দন॥
পুত্র-শোকে দক্ষ তবে সৃজিলা কামিনী।
একক্রমে ষষ্টি কন্যা রূপে সৌদামিনী॥
চন্দ্র আদি যত ছিল প্রজাপতিগণ।
সকলেরে করে দক্ষ কন্যা সমর্পণ॥
কশ্যপেরে ত্রয়োদশ কন্যা দান করে।
দেব দৈত্য নাগ জন্মে তাদের উদরে॥
দিতি ও অদিতি নামে আছিল কামিনী।
উভয়ে কশ্যপযোগে হইল গর্ভিণী॥
দিতি হ'তে অসুরের জন্ম হ'ল সার।
অদিতি হইতে জন্ম যত দেবতার॥
অঙ্গিরা ঋষির পুত্র গুরু বৃহস্পতি।
জ্ঞানবলে দেবগণে পালে মহামতি॥

দেবেরা অমৃত-বলে হ'য়ে বলীয়ান্।
বৃহস্পতি-সহযোগে লাভ করে জ্ঞান ॥
সবার অধিপ হ'য়ে স্বর্গে বাস করে।
অসুর আশ্রয় লয় পাতাল ভিতরে ॥
হীনবল দেবে কভু দেখিলে সমরে।
দৈত্যগণ আসি স্বর্গ অধিকার করে ॥
এইরূপে সুরাসুরে শত্রুতা ভীষণ।
অসুরগণের গুরু শুক্রাচার্য্য হন ॥
বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্য দুই দলে জ্ঞানী।
উভয়ের ক্ষমতাতে উভয়ে সম্মানী ॥
একদা ঐশ্বর্য্যমদে মাতি বজ্রধর।
দেবগণ সহ স্বর্গে প্রাসাদ ভিতর ॥
মত্ত থাকে রঙ্গরসে অপ্সরা লইয়া।
নৃত্য-গীতে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া ॥
বৈজয়ন্তী-সিংহাসন অতি শোভাকর।
চন্দ্র সূর্য্য সম শোভে হীরক-নিকর ॥
গ্রহগণ সম শোভে যত দেবগণ।
মধ্যস্থলে ইন্দ্র যেন দ্বিতীয় তপন ॥
সম্মুখে বিদ্যুৎ সম স্বর্গীয় রমণী।
সুধাপানে মত্ত হ'য়ে করে গীতধ্বনি ॥
রমণীর সুধামাখা সঙ্গীত পরশে।
দেব সহ দেবপতি ছিলেন হরষে ॥
হেনকালে দেবগুরু সাধু বৃহস্পতি।
সে সভার মাঝে যান অতি দ্রুতগতি ॥
মধুর সঙ্গীতে মদ্যপানে হতজ্ঞান।
রমণী-সম্ভোগে মত্ত সবার পরাণ ॥
তাঁহারে আসন কেহ না করে প্রদান।
প্রত্যুত্থান করি নাহি দেখায় সম্মান ॥
কেহ না তখন করে গুরুর সম্মান।
তাহাতে হইলা ক্ষুব্ধ আচার্য্য-প্রধান ॥
ক্ষুব্ধ হ'য়ে জানিলেন আপনার মনে।
ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ত ইন্দ্র হইল এক্ষণে ॥
যার তেজে এ ঐশ্বর্য্য জানে না তাহারে।
অচিরে হইবে নাশ বিধির বিচারে ॥
সমর্থ ছিলেন তিনি অভিশাপ দানে।
কিন্তু নাহি দেন তাহা সাধুতার গুণে ॥
এত ভাবি দেবগুরু করে অন্তর্দ্ধান।
হেথা শচীমুখমধু ইন্দ্র করে পান ॥
সময় হইলে গত ভোগ করি শেষ।
ইন্দ্রের চেতন হ'ল ভাবিয়া বিশেষ ॥
বৃহস্পতি যেইমাত্র করিল প্রস্থান।
ইন্দ্রের চেতনা হয়, বুঝে বুদ্ধিমান ॥
সমাদর নাহি হয় দেবগুরু প্রতি।
ধিক্কার নিজেরে দিল ইন্দ্র দেবপতি ॥
বড়ই কুকর্ম্ম হ'ল গুরু অপমান।
আসুরিক ভাবে মুগ্ধ দেবতাপ্রধান ॥
কুপথ দেখায় রাজা মদমত্ত হ'য়ে।
ভেলা সহ ডোবে তারা অতল নিরয়ে ॥
অপরাধী আমি হই দেবগুরু প্রতি।
প্রসন্ন করিব তারে করিয়া প্রণতি ॥
ইন্দ্র অভিপ্রায় বুঝি গুরু বৃহস্পতি।
অন্তর্হিত হইলেন হ'য়ে অন্যমতি ॥
দেবগণ সিদ্ধগণ আর সাধুগণ।
লইয়া করিলা ইন্দ্র বিবিধ মন্ত্রণ ॥
সকলে সংহতি করি ক্রমে সুরপুরী।
ফিরিলেন গুরু লাগি নানাস্থান ঘুরি ॥
কোথাও না পান গুরু হ'ল সর্ব্বনাশ।
ঐশ্বর্য্য-মদের দুঃখ হ'ল পরকাশ ॥
হেথা অসুরের দল পেয়ে সমাচার।
শুক্রাচার্য্যে জিজ্ঞাসিল বিহিত ইহার ॥
গুরু আজ্ঞা দিল সবে করিতে সমর।
গুরুহীন দেবগণে করিতে কাতর ॥
ভীমমূর্ত্তি শস্ত্রপাণি অসুরের দল।
স্বর্গের দুয়ারে আসি করে কোলাহল ॥
গুরুবলহীন হ'য়ে ভীত দেবগণ।
অসুরের শব্দে সবে করেন চিন্তন ॥
উপযুক্ত আর গুরু চাহি এ সময়।
নচেৎ কেমনে হবে দানব-বিজয় ॥

উপায় না হেরি আর যত দেবগণ।
ত্যজিল দানব-ভয়ে আপন ভবন॥
শচী সহ শচীপতি ত্যজি সিংহাসন।
মনোদুঃখে গুরু লাগি করিলা ক্রন্দন॥
না বুঝিয়া করিলাম ঘোর অপরাধ।
গুরু-অবহেলা করি ঘটিল প্রমাদ॥
এরূপে বিলাপ করি দেবেন্দ্র তখন।
অপমান-ভয়ে যান করিবারে রণ॥
স্বর্গদ্বারে দুই পক্ষে লাগে হুলুস্থূল।
দুই পক্ষে বেধে যায় সংগ্রাম তুমুল॥
ঘোর কোলাহলধ্বনি রথের ঘর্ঘর।
বজ্রসম ভীমনাদ ভীম ভেরী-স্বর॥
বিদ্যুৎ চমকে যথা তথা চলে তীর।
অস্ত্র চলে ত্বরা যেন বরিষার নীর॥
ঊর্ম্মি সম বেগবান দুই সেনাবল।
সুমেরু সমান সবে রণেতে অটল॥
পাষাণ সমান হেন ভীম অস্ত্রধারী।
পর্ব্বতের অঙ্গে যেন শালবৃক্ষ সারি॥
হেন ভাবে দুই দলে করিয়া সমর।
শোণিতের স্রোতে যেন বহিল সাগর॥
ক্রমে রণে দেবগণ মানে পরাজয়।
কত দেব হত হ'ল কহিবার নয়॥
অমর বলিয়া পুনঃ পাইল চেতন।
হস্ত পদ শির আদি হইল ছেদন॥
এ হেন আঘাতে হারি অমর-নিকর।
অনুচরগণ সহ পলায় সত্বর॥
উপায় না হেরি সবে হইয়া কাতর।
বিচারিয়া যান সবে ব্রহ্মার গোচর॥
ব্রহ্মারে কহিল সবে ওহে দয়াময়।
কি কর্ম্মে এ হেন ফল হ'ল মহাশয়॥
গুরুজন-অপমানে ঐশ্বর্য্য-বিনাশ।
শুন রাজা পরীক্ষিৎ ইথে পরকাশ॥
পরেতে কি ঘটে রাজা করহ শ্রবণ।
মধু ভাগবত বাণী ব্যাসের বর্ণন॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
হরিনাম মাহাত্ম্যের করিতে প্রচার॥

ইতি ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃহস্পতির অপমান-কথা।

ইন্দ্রের প্রতি ত্বষ্টার ক্রোধ

স্বর্গোপরি হয় সেই ব্রহ্মার নগরী।
আপনি আপন রূপে রহে শোভা করি॥
শান্তিপূর্ণ সেই স্থান মন্দাকিনী বয়।
ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যানে সদা তথা রয়॥
গ্রীষ্ম বর্ষা আদি ঋতু ব্রহ্মার আজ্ঞায়।
এ ভুবনমাঝে আসি সর্ব্বত্র বেড়ায়॥
হেন মনোহর স্থানে ব্রহ্মা মহাশয়।
ত্রিভুবন আলো করি পদ্মমধ্যে রয়॥
ব্রহ্মার সমীপে গিয়া যত দেবগণ।
মহেন্দ্রে সম্মুখে করি করিল বন্দন॥
প্রণমি মহেন্দ্র কন হইয়া কাতর।
রক্ষা কর প্রজাপতি যতেক অমর॥
কি কর্ম্ম করিনু আমি বলিতে না পারি।
তাহে গুরুদেব সবে করিলা ভিখারী॥
সেই ক্রোধে আমাদের বল হ'ল নাশ।
অসুর আসিয়া স্বর্গে হইল প্রকাশ॥
ভীষণ সমরে করি দেবে পরাজয়।
ঘেরিয়া অমরপুরী অসুরেরা রয়॥
কর বিধি এর বিধি যা হয় বিহিত।
নচেৎ দেবত্ব যায় কহিনু নিশ্চিত॥

ইন্দ্র-মুখে শুনি ব্রহ্মা কহেন তখন।
শুন বজ্রধর এবে আমার বচন॥
করিয়াছ মহাপাপ না বুঝিয়া মনে।
তাহাতেই এত সাজা পাইলে এক্ষণে॥
কি ছার ইন্দ্রত্ব যদি নিজে বিষ্ণু হন।
গুরু-অপমান-সাজা পান সেইক্ষণ॥
গুরুরূপে নারায়ণ করেন রক্ষণ।
জ্ঞানবল দিয়া সবে করেন পালন॥
ঐশ্বর্য্য পাইয়া ইন্দ্র মাতি মোহমদে।
অপরাধ করিয়াছ তুমি গুরুপদে॥
সেই গুরু-অপমানে ঐশ্বর্য্য-বিনাশ।
কহিলাম সার কথা বুঝিও আভাষ॥
অদৃশ্য হইলে গুরু না পাবে সন্ধান।
অনুকূল হ'লে পুনঃ পাবে পরিত্রাণ॥
হেথা দেখ অসুরেরা গুরু-অপমানে।
হয়েছিল ক্ষীণ অতি উচিত বিধানে॥
শুক্রাচার্য্যে তুষ্ট করি এক্ষণে তাহারা।
অনায়াসে নিয়ে গেল তোমার অমরা॥
গুরুবলে স্বর্গে তারা গ্রাহ্য নাহি করে।
আমার আশয় বুঝি লইবে অচিরে॥
গো-ব্রাহ্মণ ভগবান্ কৃপা করে যারে।
তার অমঙ্গল নাহি কোনই প্রকারে॥
তাই বলি অন্যজনে করহ বরণ।
যাহার কৌশলে পার করিবারে রণ॥
ত্বষ্টা-প্রজাপতি-পুত্র বিশ্বরূপ হয়।
বয়সে কনিষ্ঠ বটে জ্ঞানী অতিশয়॥
দানবের ভাগিনেয় ভজে নারায়ণ।
তাহারে করহ গুরু জিনিবারে রণ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি যত দেবগণ।
ইন্দ্র সহ চলিলেন ত্বষ্টার সদন॥
আশ্রমে বসিয়া সেই মহা-যোগিবর।
নারায়ণ-ধ্যানে রত বিশুদ্ধ অন্তর॥
বয়সে যুবক বটে তপেতে প্রবীণ।
ব্রহ্মতেজ-বলে হয় অন্য তেজ হীন॥
পূর্ণিমার শশী সম প্রকাশি প্রভায়।
বসিয়াছিলেন ঋষি মগ্ন তপস্যায়॥
ইন্দ্র গিয়া স্তব করি কহিলেন বাণী।
অতিথি এ দেবকুল ওহে শুদ্ধজ্ঞানী॥
অতিথির নাম শুনি ত্যজি তপাচার।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ঋষি করেন আচার॥
কুশল জিজ্ঞাসি নিজে লইলে আসন।
কহিলেন সুরপতি কাতর বচন॥
ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ত হেরি দেব-গুরুবর।
অন্তর্হিত হইলেন নির্দ্দয় অন্তর॥
সেই পাপে হীনবল হইলাম সবে।
অসুরে জিনিল সব মোদের বৈভবে॥
মনোদুঃখে শচী কাঁদে ল'য়ে দেবনারী।
সমরেতে দেবগণ পথের ভিখারী॥
ব্রহ্মা কহিলেন তোমা করিতে বরণ।
তুমি গুরু হ'লে মোরা জিনিব এ রণ॥
মোরা সব পিতৃগণ জান মুনিবর।
পিতৃসেবা কর তুমি একাগ্র অন্তর॥
আচার্য্য বেদের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতি।
ভ্রাতা ইন্দ্র দেবরাজ জননী ধরিত্রী॥
ভগিনী দয়ার মূর্ত্তি অতিথি ধরম।
অগ্নির মূরতি হয় অভ্যাগতজন॥
শত্রুর পীড়নে মোরা হীন অতিশয়।
আমাদের রক্ষা তব উচিত যে হয়॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ তোমা সবে গুরুরূপে বরি।
শত্রুগণে অনায়াসে জিনিতে যে পারি॥
পুত্রবৎ যদি তুমি কিন্তু গুণে জ্ঞানে।
তোমারে বন্দিব মোরা সর্ব্ব দেবগণে॥
এই ভাবে স্তবস্তুতি করে দেবগণ।
তাহাতে সন্তুষ্ট মুনি অতিশয় হন॥
দেবগণে লক্ষ্যি তবে বিশ্বরূপ মুনি।
ধীরে ধীরে কহে অতি সুমধুর বাণী॥
পৌরোহিত্য কর্ম্ম হয় নিন্দনীয় অতি।
কি ভাবেতে করি তাহা তোমাদের প্রতি॥

উঞ্ছবৃত্তি করি করি জীবিকা পালন।
ধনহেতু লোভ নাহি করি কদাচন॥
তোমাদের তবু নাহি করি প্রত্যাখ্যান।
সামান্য প্রার্থনা তব দিব ধন প্রাণ॥
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
এইভাবে বিশ্বরূপ দেবের গোচর॥
প্রতিশ্রুতি দানি হন দেবগুরু পরে।
তাহার বিদ্যায় ইন্দ্র জিনে দেবপুরে॥
নারায়ণ কবচের তুল্য কিছু নাই।
সেই বিদ্যা দেবতারে দিলেন গোঁসাই॥
সুবোধ রচিল গীত বিশ্বরূপ কথা।
শুনিলে ঘুচিবে পাপ না হবে অন্যথা॥

ইতি ইন্দ্রের প্রতি ত্বষ্টার ক্রোধ।

সপ্তম অধ্যায়

নারায়ণ কবচ দান

পরীক্ষিৎ বলে প্রভু বল কৃপা করি।
নারায়ণ কবচের কথা সবিস্তারি॥
শুকদেব বলিলেন পরীক্ষিৎ প্রতি।
অতঃপর যাহা ঘটে বলিব সম্প্রতি॥
দেব-অনুরোধ শুনি ঋষি মহাশয়।
গুরু-পদ লইলেন করিবারে জয়॥
দেবগুরু হ'য়ে গিয়ে অমরনগরে।
দেবসেনাগণ যত একত্রিত ক'রে॥
মন্ত্রপূত করিলেন কবচ অক্ষয়।
তাহাতে অবশ্য নষ্ট অসুর-নিচয়॥
অবশেষে ইন্দ্রে ডাকি কহিলেন বাণী।
শুন শুন মহামন্ত্র ওহে বজ্রপাণি॥
কবচ উত্তম এক নামে নারায়ণ।
তাহাই করহ তুমি অঙ্গেতে ধারণ॥
সর্ব্বজয়ী হবে তুমি সে কবচ-বলে।
যক্ষ রক্ষ ভয়ে ভীত হইবে সকলে॥
এত বলি মহেন্দ্রেরে ল'য়ে একাসনে।
কহিতে লাগিলা ঋষি অতীব যতনে॥
অঙ্গন্যাস করি হরিনাম-উচ্চারণ।
প্রণব সহিত নিজে করিবে ধারণ॥
শিরে গণ্ডে ভালে আর যুগল নয়নে।
বদনে কণ্ঠেতে আর নিজ হৃদাসনে॥
হস্তে কটিতটে আর যুগল চরণে।
একে একে হরিনাম গাঁথিবে মন্ত্রণে॥
অপূর্ব্ব কবচ হবে নামে নারায়ণ।
তাহাতে নাহিক হয় কাহার ছেদন॥
কবচের মন্ত্র শুনে হইয়া তৎপর।
এই মন্ত্রে আপনারে রক্ষ নিরন্তর॥
গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে পাদপদ্ম যাঁর।
অষ্টভুজে শঙ্খ চক্র অসি গদা আর॥
চর্ম্ম বাণ ধনু পাশ করেন ধারণ।
অষ্টসিদ্ধিযুক্ত যিনি প্রভু নারায়ণ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা সকলপ্রকারে।
শ্রীহরি করুন রক্ষা বিপদে আমারে॥
মৎস্যমূর্ত্তি ভগবান্ জলজন্তু হ'তে।
আমারে করুন রক্ষা সর্ব্ব বিপদেতে॥
বামনরূপেতে যিনি ছলেন বলিরে।
স্থলভাগে তিনি যেন রক্ষিবেন মোরে॥
ত্রিবিক্রম করে রক্ষা গগনমণ্ডলে।
নরসিংহদেব রক্ষ সঙ্কটের স্থলে॥

যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহের কৃপা বাঞ্ছা করি।
পথিমধ্যে তিনি মোর নাশিবেন অরি ॥
জমদগ্নি-পুত্র রক্ষ পর্ব্বতশিখরে।
প্রবাসেতে রামচন্দ্র রক্ষিবেন মোরে ॥
নারায়ণ ঋষি রক্ষে অভিচার হ'তে।
নরঋষি গর্ব্ব হ'তে রক্ষে বিধিমতে ॥
যোগভ্রংশে দত্তাত্রেয় করিবেন ত্রাণ।
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে কপিল মহান্ ॥
হয়গ্রীব রক্ষ মোরে সনৎকুমার।
শ্রীহরি করুন রক্ষা কূর্ম্মের আকার ॥
দেবর্ষি নারদ রক্ষ রক্ষ ধন্বন্তরি।
ঋষভ দেবতা রক্ষ নাশি মোর অরি ॥
বলভদ্র শেষনাগ যজ্ঞ অবতার।
সকলে আমার শত্রু করুন সংহার ॥
ব্যাসদেব নাশ কর আমার অজ্ঞান।
বুদ্ধদেব বুদ্ধিমোহ হ'তে কর ত্রাণ ॥
কল্কিদেব রক্ষ মোরে, রক্ষ নারায়ণ।
দিবসের ভিন্ন ভাগে দেব জনার্দ্দন ॥
কেশব গোবিন্দ বিষ্ণু আর নারায়ণ।
শ্রীমধুসূদন রক্ষা কর অনুক্ষণ ॥
মাধব আমারে রক্ষা কর দিনশেষে।
হৃষীকেশ রক্ষ মোরে কালেতে প্রদোষে ॥
অর্দ্ধরাত্রে পদ্মনাভ রক্ষা কর মোরে।
শ্রীবৎসচিহ্নিত ঈশ রাত্রির অপরে ॥
অসিধর ঈশ যেই দেব জনার্দ্দন।
প্রত্যূষে আমারে রক্ষা কর অনুক্ষণ ॥
প্রভাতে আমারে রক্ষা কর দামোদর।
সন্ধ্যায় রক্ষিবে মোরে কালবিশ্বেশ্বর ॥
অগ্নির সহায়ে বায়ু ধ্বংসে তৃণ যত।
শত্রুসৈন্য ধ্বংস কর চক্র সেই মত ॥
বজ্রতুল্য গদা মোর শত্রু ধ্বংস কর।
বৈনায়ক ভূত প্রেত রক্ষ ভয় হর ॥
পাঞ্চজন্য কর তুমি ভয়ঙ্কর ধ্বনি।
ভূত প্রেত প্রমথেতে রক্ষহ আপনি ॥
তীক্ষ্ণধার খড়্গরাজ শত্রু নাশ কর।
মণ্ডলআকৃতি চর্ম্ম মম ভয় হর ॥
গ্রহকেতু মনুষ্যাদি ভূত পাপচয়।
তা হ'তে আমার যেন নাহি হয় ভয় ॥
নারায়ণ নাম করি কীর্ত্তন শ্রবণ।
যত ভয় আপদাদি হোক বিনাশন ॥
সামমন্ত্রে স্তুত যিনি হন বেদময়।
শ্রীহরি গরুড় মোরে রক্ষিবে নিশ্চয় ॥
স্থূল সূক্ষ্ম জড়াজড় সব নারায়ণ।
এই সত্য হোক্ মোর বিঘ্নবিনাশন ॥
যার তেজে সব তেজ লুপ্ত হ'য়ে যায়।
সেই দেব নারায়ণ রাখুন আমায় ॥
এই মন্ত্র শুন ইন্দ্র কহি তব প্রতি।
অনায়াসে জয় কর অসুরের পতি ॥
নারায়ণ কবচেরে করিলে ধারণ।
স্পর্শনে শ্রবণে কিংবা ভয় বিমোচন ॥
রাজা দস্যু গ্রহ ব্যাধি নাশে সর্ব্বভয়।
আত্মরক্ষা করি সেই হইবে অজয় ॥
এই মন্ত্র মহেন্দ্ররে দিয়ে ঋষিবর।
কহিল দৈত্যের সহ করিতে সমর ॥
পুরাকালে কোন বিপ্র কৌশিক আখ্যায়।
এই মন্ত্র লাভ করে নিজ তপস্যায় ॥
মৃত্যুকালে এই মন্ত্র রাখি ভূমি'পর।
বৈকুণ্ঠে গমন করে সেই দ্বিজবর ॥
যে স্থানে ব্রাহ্মণ সেই দেহত্যাগ করে।
বিমানেতে চিত্ররথ পত্নীসহকারে ॥
সে স্থান উপর দিয়া চলিছে তখন।
বিমান সহিত ভূমে হইল পতন ॥
বালখিল্য উপদেশে গন্ধর্ব্ব নৃপতি।
ব্রাহ্মণাস্থি নিক্ষেপিল যথা সরস্বতী ॥
সে অবধি এই মন্ত্র জগতে প্রচার।
কঠোর তপস্যা-বলে করে ব্যবহার ॥
উপযুক্ত পাত্র বটে তুমি সুরপতি।
এ কবচ ল'য়ে যুদ্ধ কর শীঘ্রগতি ॥

কবচ ও মন্ত্রবলে তবে দেবগণ।
অসুরের তেজ ক্রমে করিল হরণ ॥
স্বর্গ ছাড়ি পলাইল অসুরের দল।
তথায় হইল পুনঃ সুখ-কোলাহল ॥
গুরুবলে পুনঃ স্বর্গ পায় দেবগণ।
বৃহস্পতি-দুঃখ ক্রমে হ'ল নিবারণ ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
শ্রীহরি-মহিমা হল যাহাতে প্রচার ॥

ইতি নারায়ণ কবচ দান।

অষ্টম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের প্রকাশ ও ভগবদারাধনা

শুকদেব বলে শুন নৃপতি ভারত।
বিশ্বরূপ কথা আরো আছে কত শত ॥
শুনেছি আমরা সবে তিন মুণ্ড তার।
সোমপানে এক মুণ্ড, সুরাপানে আর ॥
তৃতীয় মুণ্ডেতে অন্ন করিত ভোজন।
পিতৃপক্ষ হন তাঁর যত দেবগণ ॥
যজ্ঞকালে সবিনয়ে দেবের উদ্দেশে।
আহুতি প্রদান করে মন্ত্রের বিশেষে ॥
বিশ্বরূপ পুনঃ কিন্তু অতি সঙ্গোপনে।
অসুর উদ্দেশ্যে হবি দেয় মনে মনে ॥
মাতামহকুল হয় অসুর-নিচয়।
মাতৃকুল প্রতি তিনি বশ অতিশয় ॥
ব্রতী হ'য়ে তাই তিনি যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে।
অসুরের যজ্ঞভাগ দিতেন গোপনে ॥
দেবে তার অবহেলা বুঝে দেবপতি।
ধর্ম্মে কপটতা দেখি ক্ষুণ্ণ হন অতি ॥
এই হীন আচরণ করিয়া দর্শন।
দেবরাজ পুরন্দর অতি ক্রুদ্ধ হন ॥
মদে মাতি কাটে ইন্দ্র ঋষিবর-শির।
ব্রহ্মশাপ দেবেন্দ্রের আচ্ছাদে শরীর ॥
বিশ্বরূপ-মুণ্ড যবে কাটে পুরন্দর।
তিন মুণ্ড তিন ভাবে হয় রূপান্তর ॥
এক মুণ্ড ধরে তার চাতক আকার।
চটক তিত্তির হয় অন্য মুণ্ড তার ॥
পুত্রের নিধন শুনি ত্বষ্টা মহাশয়।
শোকার্ত্ত হইয়া ইন্দ্র প্রতি ক্রুদ্ধ হয় ॥
দানবের প্রজাপতি ত্বষ্টা মহাশয়।
সহজেই ইন্দ্রশত্রু সর্ব্বজনে কয় ॥
এই কর্ম্মে একেবারে হ'য়ে ক্রোধ-মন।
ইন্দ্রের সংহার-চেষ্টা করিল তখন ॥
গুরুবধ-ব্রহ্মশাপ পেয়ে মহাশয়।
ত্রিলোকের পতি হ'য়ে কি দুর্দ্দশা হয় ॥
বিশ্বরূপে বধ করি ইন্দ্র মহাশয়।
মনে মনে সশঙ্কিত হন অতিশয় ॥
জাতিতে দানব বটে জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ।
আছিলেন বিশ্বরূপ জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥
ব্রাহ্মণ করিলে বধ ব্রহ্মহত্যা হয়।
সেই পাপ করিলেন ইন্দ্র মহাশয় ॥
পাপে জর্জ্জরিত তনু হইল তখন।
পরিতাপানলে দহে মহেন্দ্রের মন ॥
বিবর্ণ হইল সেই সোণার বরণ।
শরীরের তেজ যেন মেঘেতে তপন ॥
পাপের তাড়নে ইন্দ্র হইয়া অস্থির।
পাপ ত্যাগ কিসে হবে ভাবেন সুধীর ॥

ভূমি জল বৃক্ষ নারী ডাকি চারিজনে।
সকলে কহেন ইন্দ্র কাতর বচনে ॥
না জানি করিনু পাপ ব্রহ্মহত্যা নাম।
সতত পীড়ন করে না দেয় বিরাম ॥
দেবপতি হই আমি অনুরোধ করি।
তোমরা সকলে এই পাপ লও ধরি ॥
ক'রে দেই এই পাপ ভাগ চারি অংশে।
একে একে প্রবেশিবে তোমাদের বংশে ॥
মম পাপ অন্তে সবে দিব আমি বর।
কিছু কষ্টে মহাসুখ পাইবে সত্বর ॥
ইন্দ্রের বচনে সবে হইল সম্মত।
অগ্রে ভূমি এক অংশে লয় পাপ যত ॥
ভূমি প্রতি তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র দিল বর।
হইলে তোমাতে খাত পূরিবে সত্বর ॥
ভূমিতে যখন পাপ করিল প্রবেশ।
ঊষর রূপেতে তাহা প্রকাশে বিশেষ ॥
পরেতে আসিয়া বৃক্ষ এক অংশ লয়।
বর দিল তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র মহাশয় ॥
ছেদিলে তোমার অঙ্গ অঙ্কুর হইবে।
কোন কষ্ট সেই জন্য কভু না পাইবে ॥
বৃক্ষেতে প্রবেশি পাপ দহিল শরীর।
সেই হেতু রস বহে কহিলাম স্থির ॥
অপরে আসিয়া নারী পাপ-অংশ লয়।
বহু রতি-শক্তি তারে দেন পুরঞ্জয় ॥
ঋতুরূপে সেই পাপ পীড়য়ে কামিনী।
অপূর্ব্ব পাপের ত্যাগ ইন্দ্রের কাহিনী ॥
শেষেতে আসিয়া জল লয় পাপ অংশ।
বুদ্বুদ রূপেতে পাপ তারে করে ধ্বংস ॥
ইন্দ্র দিল বর তাহে ক্ষীর আস্বাদন।
করিবে জীবেতে পান পাইতে জীবন ॥
এইমতে ত্যজি পাপ ইন্দ্র মহাজন।
হইলেন মেঘশূন্য মধ্যাহ্ন তপন ॥
পাপ ত্যজি শোভমান হন দেবরাজ।
দেবগণ সহ সুখে করিল বিরাজ ॥
হেথা পুত্রশোকে ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ অতিশয়।
ইন্দ্র বধিবারে মনে সঙ্কল্প উদয় ॥
তপস্যাতে উগ্র সেই ত্বষ্টা প্রজাপতি।
পুত্রশোকে জর্জ্জরিত ছিল তাঁর মতি ॥
ইন্দ্র বধ করিবারে সঙ্কল্প করিয়া।
করিল ভীষণ যজ্ঞ মন্ত্র সঞ্চারিয়া ॥
হব্য কব্য পেয়ে অগ্নি জ্বলিল ত্বরায়।
কার সাধ্য তার তেজে তথায় দাঁড়ায় ॥
ধক্ ধক্ অগ্নি জ্বলে কালাগ্নির প্রায়।
ক্রোধে ত্বষ্টা মন্ত্র কহে যেন যমরায় ॥
মন্ত্র বলি কহে ত্বষ্টা ডাকিয়া অনলে।
তপ সত্য হয় যদি শুনহ সকলে ॥
অবশ্য অগ্নিতে হবে বীরের উদয়।
যাহার তেজেতে ইন্দ্র-সুখ-নাশ হয় ॥
জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ সেই ত্বষ্টা শিরোমণি।
বচনে কাঁপিল অগ্নি ভয়েতে তখনি ॥
পৃথিবী কাঁপিল ভাবি মহা অমঙ্গল।
স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে করি টলমল ॥
ব্রহ্মার আসন কাঁপে ইন্দ্রের নয়ন।
অষ্ট কুলাচল কাঁপে সহিত পবন ॥
বিনা মেঘে বজ্রপাত পড়ে উল্কাচয়।
সাগরের জলে যেন ঘটিল প্রলয় ॥
হেনকালে অগ্নি হ'তে উঠে এক বীর।
কার সাধ্য দৃষ্টি করে তাহার শরীর ॥
সুমেরু সমান উচ্চ পাষাণ-গঠন।
দুইটি নয়ন যেন মধ্যাহ্ন-তপন ॥
তাম্রবর্ণ কেশ যেন ধূম্র বারিধর।
কুটিল ললাট দ্বীপ বেষ্টিত সাগর ॥
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ভীষণ দর্শন।
লক্ লক্ করে জিহ্বা ভীষণ গর্জ্জন ॥
তালতরু সম বাহু বিশাল চরণ।
তেজোময় দীপ্তি সহ পিঙ্গল বরণ ॥
হেন রূপে উঠি বীর হইতে অনল।
ঋষিরে প্রণাম করি রহিল অটল ॥

প্রণমি কহিল তাঁরে কি কর্ম্ম করিব।
কহ পিতঃ আমি পুত্র আদেশ পালিব ॥
ক্ষণ তিষ্ঠ বলি ঋষি বৃত্র দিল নাম।
তার তেজে আবরিত হ'ল বিশ্বধাম ॥
এই মতে বৃত্র জন্ম কহিনু রাজন।
পরেতে কি ঘটে নৃপ করহ শ্রবণ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
গুরু-অপমান-পীড়া হয় সে প্রকার ॥

ইতি বৃত্রাসুরের প্রকাশ ও ভগবদারাধনা।

বিষ্ণুর আদেশে বজ্র নির্ম্মাণ

ত্বষ্টা কহে শুন বৃত্র প্রাণের কুমার।
পুত্রশোকে হৃদি মম দহে অনিবার ॥
পুত্রশোক মহাশোক কে বর্ণিতে পারে।
দাবানল সম জ্বালা হৃদয়-মাঝারে ॥
দেবরাজ ইন্দ্র মাতি অতি অহঙ্কারে।
নাশিল আমার যেই সুবিজ্ঞ কুমারে ॥
তাহারে পীড়ন করি কর জ্বালাতন।
তাহাতে হইবে মোর শোক নিবারণ ॥
তুমিও পুত্রের সম পালিলে আদেশ।
পাইবে পরম গতি কহিনু বিশেষ ॥
এই বাণী শুনি তবে বৃত্র বীরমতি।
হুঙ্কার করিল এক সুভীষণ অতি ॥
সে গর্জ্জনে স্বর্গ হ'তে আর রসাতল।
ভূমিকম্প সম কাঁপে হইয়া চঞ্চল ॥
দেবগণ মনে মনে পাইলেন ভয়।
না জানি কি অমঙ্গল ঘটিল নিশ্চয় ॥
ধ্যানেতে জানিয়া সবে হইল কাতর।
আক্রমিল স্বর্গ এক অসুর প্রবর ॥
ভীষণ আকার সেই ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
কার সাধ্য তার সহ করে কেহ রণ ॥
এত বলি দেবকুল হইয়া তৎপর।
সেনা চতুরঙ্গ সহ আইল সত্বর ॥
কোটী কোটী দেবসেনা সুবর্ণ-মণ্ডিত।
দেবগণ-সেনাপতি সুবর্ণে ভূষিত ॥
সুবর্ণ-কবচ অঙ্গে হীরক-উষ্ণীষ।
তুলিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ যেন অগ্নিবিষ ॥
তপন সমান তেজ অসুর দাঁড়ায়।
তাহার সমীপে দেব খদ্যোতের প্রায় ॥
যত বাণ মারে তার কিছুই না হয়।
বদনে চিবায়ে দুষ্ট দেবে সংহারয় ॥
হস্তিদন্ত-সম দন্ত করিয়া বিকাশ।
কোমল দেবের অঙ্গ চর্ব্বণে প্রয়াস ॥
দুই হস্তে দেবসেনা করিয়া ধারণ।
আছাড়ি আপন অঙ্গে করিল নিধন ॥
অস্থি মাংস সহ গিলে করিয়া চর্ব্বণ।
ওষ্ঠপ্রান্তে রক্ত বহে নদীর মতন ॥
পাষাণ সমান অঙ্গ ভেদ নাহি হয়।
ক্রমে দেব-সেনাগণে হইল সংশয় ॥
হুঙ্কার তাহার শুনি ভয়েতে পলায়।
অস্ত্রে নাহি বিঁধে অঙ্গ ঠিকরিয়া যায় ॥
এত দেখি দেবগণ লইয়া জীবন।
সেনা সহ সকলেই করে পলায়ন ॥
দেবগণে নাহি দেখি হুঙ্কারি অসুর।
তিরস্কার আস্ফালন করিল প্রচুর ॥
জীবনের ভয়ে যত মিলি দেবগণ।
একে একে লইলেন বিষ্ণুর শরণ ॥
অনন্ত-শয়নে বিষ্ণু ছিলেন শায়িত।
লক্ষ্মী পদসেবা করে ভক্তিতে মণ্ডিত ॥

দেব-ঋষি-নাগকন্যা করে গুণগান ।
পৃথিবীর সত্ত্বগুণ তথায় বিধান ॥
হরি স্মরি দেবগণ করে স্তব কত ।
রাখ দেব এ বিপদে তুমি আপাততঃ ॥
বিশ্বের পালনকারী শ্রীমধুসূদন ।
বিপদ-ভঞ্জন হরি তুমি নারায়ণ ॥
ভক্তের হৃদয়ে দেখা দাও ত্বরা করি ।
নতুবা দেবতা সবে বুঝি প্রাণে মরি ॥
কেমনে বুঝিব তোমা ওহে লীলাময় ।
দুষ্টে দিয়া অহঙ্কার নাশ মহাশয় ॥
আমরা অমর-বৃন্দ রাখহ জীবন ।
অসুর-যাতনা আর না যায় সহন ॥
ক্ষিতি আদি পঞ্চ তত্ত্ব আর ত্রিভুবন ।
দেবতা ব্রহ্মাদি যত লোকপালগণ ॥
সকলে উদ্বিগ্ন অতি প্রভু নারায়ণ ।
তোমার চরণে মোরা লইনু শরণ ॥
কুক্কুর লাঙ্গুলে ধরি সিন্ধু উত্তরণ ।
অসম্ভব যথা, তথা হয় আচরণ ॥
তোমারে ছাড়িয়া যদি ভজে অন্যজনে ।
সংসার-বন্ধন হৈতে মুক্তির কারণে ॥
প্রলয়েতে মনু যথা তোমার সহায় ।
সঙ্কট হইতে তরে, কর সে উপায় ॥
নিজের ইচ্ছাতে কর জগৎ-সৃজন ।
এক্ষণে সকলে তুমি করহে রক্ষণ ॥
আবির্ভূত হ'য়ে তুমি নানা অবতারে ।
আপন বলিয়া রক্ষা কর সবাকারে ॥
তোমার শরণ মোরা লইনু সকল ।
বৃত্রাসুরে বধি কর সবার মঙ্গল ॥
নানা ভাবে স্তব করি দেখে দেবগণ ।
শ্রীহরি সম্মুখে আসি দিলেন দর্শন ॥
নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম সুন্দর বরণ ।
কনক-কমল সম দুইটি চরণ ॥
নীলপদ্ম আঁখি-যুগ প্রসন্ন বদন ।
সৌদামিনী-সম রূপে ভূষা বিভূষণ ॥
গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি চতুর্ভুজ হরি ।
দেখা দেন দেবগণে শঙ্খ-চক্র ধরি' ॥
দেবগণ স্থিরনেত্রে করি দরশন ।
অভয় পাইতে সবে ইচ্ছিল চরণ ॥
দেখিয়া তাঁহারে সবে দণ্ডবৎ হ'য়ে ।
প্রণাম করিল তাঁরে ভূমিতে লুটায়ে ॥
করজোড়ে সব স্তব করে উচ্চারণ ।
যজ্ঞফল দান তুমি কর ভগবন্ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকের নিয়ন্তা আপনি ।
তোমারেই সবে মোরা শ্রেষ্ঠ বলে মানি ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ তুমি, তুমি ভগবন্ ।
হে আদিপুরুষ বাসুদেব নারায়ণ ॥
হে মহানুভব তুমি পরম মঙ্গল ।
পরমকল্যাণ তুমি সর্ব্বেশ কেবল ॥
হে লোকৈকনাথ তুমি জগৎ-আধার ।
লক্ষ্মীনাথ সর্ব্বেশ্বর তুমি সারাৎসার ॥
একাগ্রতাসহকারে যেবা করে ধ্যান ।
তোমার দর্শন পায় সেই মতিমান্ ॥
বিশ্বসৃষ্টিলীলা তব দুর্ব্বোধ ভীষণ ।
অপর সাহায্য ছাড়া করেছ সৃজন ॥
গৃহবাসী লোক হয় কর্ম্মের অধীন ।
জীবদেহে থাকি তুমি কিগো কর্ম্মাধীন ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী তুমি নিজে ভগবান্ ।
তর্কের অতীত তব মাহাত্ম্য মহান্ ॥
তোমার মহিমাবিন্দু করি আস্বাদন ।
আনন্দিত থাকে সদা ভক্ত সাধুগণ ॥
ভক্ত মোরা চরণেতে জানাই প্রণতি ।
দর্শন দানিয়া কর আমাদের গতি ॥
হরি কন আশ্বাসিয়া শুন দেবগণ ।
পুত্রশোকে বৃত্রে ত্বষ্টা করিল সৃজন ॥
সেই হেতু বলবান্ হয় ওই বীর ।
সমরে উহার সহ কেহ নহে স্থির ॥
অভিমান ত্যাগ কর শুদ্ধ কর মন ।
অহঙ্কারশূন্য হ'য়ে কর সবে রণ ॥

বজ্র অস্ত্র নামে এক মহা অস্ত্র রয়।
তাহাতে বৃত্রের নাশ কহিনু নিশ্চয়॥
দধীচি নামেতে ঋষি মহা-তপোময়।
ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ মহাতেজী হয়॥
অশ্বমুণ্ডে যেই বিদ্যা হইল কথিত।
ব্রহ্মবিদ্যা অশ্বশিরঃ নামে পরিজ্ঞাত॥
প্রবর্গ্য নামেতে যেই কর্ম্মবিদ্যা হয়।
তার সহ ব্রহ্মবিদ্যা শিখে সুনিশ্চয়॥
অধিগত হন তিনি সুবিশুদ্ধ জ্ঞান।
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে করে তাহা দান॥
এই বিদ্যাবলে দুই অশ্বিনীকুমার।
জীবন্মুক্ত হইলেন প্রভাবে তাহার॥
অথর্ব্বমুনির পুত্র দধীচি সুমতি
নারায়ণ কবচেতে হন বিজ্ঞ অতি॥
দধীচির নিকটেতে ত্বষ্টা তপোধন।
অভেদ্য কবচ এক তিনি প্রাপ্ত হন॥
ত্বষ্টা তাহা বিশ্বরূপে করে সমর্পণ।
বিশ্বরূপ হ'তে ইন্দ্র পাইল সে-ধন॥
তাই বলি দধীচিরে করি অনুনয়।
তার দেহ হ'তে অস্থি লহ মহাশয়॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রার্থনা করিলে।
দধীচি দিবেন অস্থি অতি অবহেলে॥
সেই দেহে যত অস্থি হইবে বাহির।
বিশ্বকর্ম্মা তাহে বজ্র নির্ম্মাইবে ধীর॥
মম তেজে ইন্দ্র তুমি তেজস্বী হইয়া।
সেই বজ্র ল'য়ে হাতে যাইবে ধাইয়া॥
সেই বজ্রে ব্রহ্মতেজ হইবে প্রকাশ।
তাহার প্রহারে বৃত্র হইবে বিনাশ॥
সেই বজ্রে হ'লে পরে অসুর নিহত।
পাইবে তোমরা তেজ অস্ত্রশস্ত্র যত॥
তোমাদের হবে পরে মঙ্গলসাধন।
আমার ভক্তেরে কেহ না হিংসে কখন॥
ইন্দ্রে আদেশিয়া হরি হন অন্তর্দ্ধান।
দধীচি-সমীপে যত দেবগণ যান॥
দধীচিরে পূজা করি যত দেবগণ।
কহিতে লাগিল সবে মধুর বচন॥
বহুযত্নে তপস্যায় তুমি মহাত্মন্।
সন্তুষ্ট করিলে ঋষি শ্রীমধুসূদন॥
তাঁহার আজ্ঞায় এবে যত দেবগণ।
তোমার সমীপে মোরা করি আগমন॥
দেবের দুর্লভ কার্য্য করিতে সাধন।
হইবে তোমারে ঋষি ত্যজিতে জীবন॥
পরহিত লাগি ঋষি যত মহাজন।
তুচ্ছ ভাবি ত্যাগ করে এ ছার জীবন॥
মহা পুণ্যময় তুমি পবিত্র শরীর।
দেব-উপকারে ত্যাগ কর তাহে ধীর॥
হইবে বৈকুণ্ঠ লাভ কহিনু নিশ্চয়।
তপস্যার শ্রেষ্ঠ যারে সর্ব্বজন কয়॥
দেবের প্রার্থনা শুনি ঋষি মহাশয়।
ধ্যান ত্যজি দেখিলেন দেবতা-নিচয়॥
দেবগণে দেখি ঋষি আনন্দিত মনে।
কহিতে লাগিল বহু সম্মান বচনে॥
আসিয়াছ দেবগণ নিকটে আমার।
তাই মনে জাগিতেছে আনন্দ অপার॥
জীবন ধারণে ইচ্ছা যাহাদের রয়।
দেহ তাহাদের কাছে প্রিয় অতিশয়॥
যদিও এ দেহ মোর প্রিয় অতিশয়।
একদা ত্যজিতে হবে নাহিক সংশয়॥
তুচ্ছ মোর দেহে যদি হয় উপকার।
সফল জনম তবে হইবে আমার॥
অনিত্য এ দেহ হয় সংসারের মাঝে।
ধন্য হয় যদি লাগে অপরের কাজে॥
এ ছার দেহেতে মোর কিবা প্রয়োজন।
বহু পুণ্যে তোমাদের পাইনু দর্শন॥
করিয়াছি বহু পুণ্য নাহিক সংশয়।
পরহিতে বিষ্ণুপদ পাইব নিশ্চয়॥
প্রাণ মন বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয় আপন।
সংযত করিয়া ব্রহ্মে করিল স্থাপন॥

অতঃপর হর্ষে ঋষি ত্যজিল জীবন।
বিষ্ণুদূত আসি তাহা করিল গ্রহণ॥
পরহিতে যেই জন দেয় নিজ প্রাণ।
অবশ্য তাঁহারে বিষ্ণু কাছে দেন স্থান॥
অস্থি ল'য়ে দেবগণ ফিরিল ত্বরায়।
বিশ্বকর্ম্মা মহা-অস্ত্র নির্ম্মাইল তায়॥
ব্রহ্মতেজোময় অস্থি বজ্র তাহে হয়।
অস্ত্রতেজে এ ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত নিশ্চয়॥
বজ্রের টঙ্কার শুনি কাঁপে ত্রিভুবন।
দেবগণ হৃষ্ট দুঃখী দানবের মন॥
বজ্রের তেজের কথা বলিব কাহারে।
এককালে সর্ব্বজন দহিবারে পারে॥
সেই বজ্র লাভ করি ইন্দ্র শচীপতি।
সমরের আয়োজন করে শীঘ্র অতি॥
ভীষণ অসুর যত এ সংবাদ পেয়ে।
আসিল গ্রাসিতে ইন্দ্রে ত্বরা করি ধেয়ে॥
এমতে হইল রাজা বজ্রের নির্ম্মাণ।
ব্রহ্মজ্ঞানী অস্থি হ'তে যাহার বিধান॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
ব্রহ্মতেজ অস্ত্ররূপে করিতে প্রচার॥

ইতি বিষ্ণুর আদেশে বজ্রনির্ম্মাণ।

নবম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ

পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুকদেব কয়।
বৃত্রাসুর কথা এবে শুন মহাশয়॥
বজ্র ল'য়ে দেবরাজ ঐরাবতে চড়ি।
সেনাপতি হ'য়ে ক্রমে চলে ত্বরা করি॥
কোটী কোটী দেবসেনা সশস্ত্র হইয়া।
বেড়িল সমর-ভূমি সাহস করিয়া॥
সাগর-তীরের বালি যদি গণা যায়।
দেবতা-সেনার সংখ্যা তবু নাহি পায়॥
রুদ্র বসু অগ্নি পিতৃ আর দেবগণ।
অশ্বিনীকুমার করে সমরে গমন॥
সাধ্য ঋভু বিশ্বদেব আদিত্য সকল।
ইন্দ্রেরে বেষ্টন করি করে কোলাহল॥
ঐশ্বর্য্য তাদের দৈত্য সহিতে না পারে।
ক্রমে ক্রমে বজ্রধর হয় আগুসারে॥
অনর্দ্ধা দ্বিমূর্দ্ধা হেতি নমুচি শম্বর।
শঙ্কুশিরাঃ হয়গ্রীব আদি দৈত্যবর॥
বিপ্রচিত্তি আয়োমুখ পুলোমা সুমালী।
উৎকল প্রহেতি আর বৃষপর্ব্বা মালী॥
দানব রাক্ষস দৈত্য যক্ষ আদি যত।
স্বর্ণময় পরিচ্ছদে হইয়া ভূষিত॥
ইন্দ্রসৈন্য অগ্রভাগ অবরোধ করি।
সিংহনাদে করিলেক নিপীড়িত অরি॥
কেহ শূল কেহ অসি কেহ বা তোমর।
কেহ বা ধরিল শেল কেহ বা ভোমর॥
গদা-চক্রে কেহ ধরে করে শঙ্খনাদ।
তুরী ভেরী জয়ঢাক বাজায় অবাধ॥
বৈবস্বত মন্বন্তরে নর্ম্মদার তটে।
দেবাসুরে ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধ ঘটে॥
সমরের সজ্জা শুনি বৃত্র বীরবর।
সশস্ত্র হইয়া রণে হয় অগ্রসর॥
দূরে থাকি অস্ত্র হানে ল'য়ে অনুচর।
কেহ নাহি পারে হেন করিতে সমর॥

দেবের উৎসাহ-ধ্বনি অসুর-গর্জ্জন ।
বাণে বাণে কাটাকাটি অগ্নি উৎপাদন ॥
অসির ঝঞ্ঝনা শব্দ ত্রিশূলের গতি ।
অস্ত্রের ঘূর্ণন আর শূল ভীম অতি ॥
কেহ করে হাহাকার অতি উচ্চরবে ।
কেহ বা হারায়ে প্রাণ পড়িছে নীরবে ॥
বাধিল তুমুল রণ ইন্দ্র দেবপতি ।
অসুরের নাশে যান অতি শীঘ্রগতি ॥
মদমত্ত ঐরাবত ভীষণ গর্জ্জনে ।
কাঁপিল অসুরদল ভয় পেয়ে মনে ॥
বৃত্রের তেজেতে তেজী অসুরের দল ।
দেবতা তাহার কাছে হয় হীনবল ॥
উভয় পক্ষেতে হায় যায় কত প্রাণ ।
শোণিতের স্রোতে যেন নদী বহমান ॥
হেনরূপে রক্তনদী স্রোত বেগে বয় ।
দেবাসুরে রণ এই বহুদিন হয় ॥
অসুরেরা দ্রুত বাণ করে নিক্ষেপণ ।
বাণে বাণে রেখা যেন হয় সংগঠন ॥
মেঘাবৃত তারা মত দেবতাসকল ।
বাণে বাণে আচ্ছাদিত হইল কেবল ॥
কিন্তু বাণ দেবসৈন্যে স্পর্শিতে না পারে ।
শতধা বিচ্ছিন্ন বাণ হয় পথ ’পরে ॥
অসুরের বাণ সব হ’য়ে গেলে ক্ষয় ।
পর্ব্বত পাষাণ বৃক্ষ ক্রমে নিক্ষেপয় ॥
তবু দেবসব রহে সুস্থ ও অক্ষত ।
তা দেখিয়া অসুরেরা হ’ল বড় ভীত ॥
রোষবাক্য ক্ষুদ্র যদি বলে মহাজনে ।
বিফল হয় যে তাহা জানে সর্ব্বজনে ॥
দেবের বিনাশে তথা অসুর-প্রয়াস ।
হইল বিফল তার মিটিল না আশ ॥
অসুরের যুদ্ধগর্ব্ব বিনষ্ট হইল ।
তাহাদের ধৈর্য্য দেব হরণ করিল ॥
হরিভক্তিহীন যত দিতিসুতগণ ।
বৃত্রাসুরে পরিত্যজি করে পলায়ন ॥
স্থিরচিত্ত বৃত্রাসুর করিয়া দর্শন
হাস্য করি সৈন্যগণে বলিল বচন ॥
বিপ্রচিত্তে হে নমুচে পুলোমন্ ময় ।
অনর্ব্বন্ হে শম্বর শুন বাক্যচয় ॥
যেই জন জন্ম লয় তাহার নিশ্চয় ।
ঘটিবে মরণ তাহা সন্দেহ না হয় ॥
মৃত্যুপ্রতিকার নাহি জগতে বিহিত ।
এইকালে যশ স্বর্গ লভহ নিশ্চিত ॥
দুই প্রকার মৃত্যু হয় শাস্ত্রের সম্মত ।
প্রাণেন্দ্রিয় করি জয় ব্রহ্মার্চ্চনারত ॥
জ্ঞানভক্তিযোগে যেই ত্যজে কলেবর ।
দুর্লভ সে মৃত্যু তার পৃথিবী ভিতর ॥
অগ্রণী হইয়া যুদ্ধে দেহত্যাগ করে ।
শাস্ত্রের সম্মত তাহা দ্বিতীয় প্রকারে ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার ।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় যত পাপভার ॥

ইতি বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ ।

বৃত্রাসুরের স্পর্দ্ধা ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রবধ

শুকদেব বলে শুন কহি যে রাজন্ ।
যুদ্ধধর্ম্মকথা বৃত্র করিল বর্ণন ॥
ভীত ত্রাসান্বিত যত অসুর-নিচয় ।
প্রভুবাক্য কদাপিও মনে নাহি লয় ॥
সুযোগ পাইয়া যত দেবসৈন্যগণ ।
অসুর-পশ্চাতে সবে করিল ধাবন ॥
কিছু পরে দেবসেনা হ'য়ে উত্তেজিত ।
একে একে দানবেরে করে নিপাতিত ॥
ক্রমে দানবের দল হইল বিনাশ ।
মহাযুদ্ধে দেবসেনা হ'ল বল-হ্রাস ॥
অসুরে একাই বৃত্র করিতেছে রণ ।
দেবতার একা ইন্দ্র সমরে বরণ ॥
ইন্দ্রেরে একাকী পেয়ে দানবের পতি ।
সব অস্ত্র সন্ধানিলা অতি শীঘ্রগতি ॥
নারায়ণ-বর্ম্মে ঢাকা ইন্দ্রের শরীর ।
ছেদিবারে সে কবচ নাহি কোন বীর ॥
অবহেলে মহারণ করি সুরপতি ।
উত্তেজিত করিলেন অসুরেরে অতি ॥
উভয়ে করিল রণ সম্মুখ হইয়া ।
দেবরাজ করে যুদ্ধ বজ্র হস্তে নিয়া ॥
বজ্র-জ্বালা নেহারিয়া বৃত্র মহাশয় ।
হঠাৎ হৃদয়ে হ'ল জ্ঞানের উদয় ॥
জ্ঞানবলে অবহেলে করি তিরস্কার ।
কহিতে লাগিল ইন্দ্রে বিবিধ প্রকার ॥
দেবকুল-পতি তুমি অমর-প্রধান ।
বিষ্ণুর আদেশে কর ব্রহ্মাণ্ড-বিধান ॥
নারায়ণ-কবচেতে আবরি শরীর ।
অভেদ্য কবচ উহা জানে সব বীর ॥
এত তেজ সহ মিলি কর তুমি রণ ।
তথাপি আমার ভয়ে সকাতর মন ॥
দানব হইনু আমি হই মৃত্যুময় ।
নাহি কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দেখ মহাশয় ॥
কি কারণে নাহি বধ কর মোর প্রাণ ।
বুঝিনু তোমায় ইন্দ্র কত বলবান্ ॥
এত বলি শূল ল'য়ে বৃত্র মহাবীর ।
ভেদিতে ধাইল পুনঃ ইন্দ্রের শরীর ॥
পুনশ্চ ধাইল ইন্দ্র লইয়া অশনি ।
বৃত্র তাহে স্তব্ধ হ'ল যেন মন্ত্রে ফণী ॥
চমকিয়া পুনঃ বৃত্র কহিল তাঁহায় ।
ধিক্ ধিক্ বলি তবে ওহে দেবরায় ॥
না জানিলে মোরে তুমি ওহে জ্ঞানবান্ ।
বিষ্ণুতেজে ইচ্ছা মম ত্যজিবারে প্রাণ ॥
তুমি বিষ্ণুভক্ত আর বজ্র বিষ্ণুময় ।
বিষ্ণুমতি দধীচির অস্থি-যোগে হয় ॥
ত্যাগ কর এই অস্ত্র আমার উপরে ।
অবহেলে এ শরীর নাশহ সত্বরে ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় আমি শাসিতে দুর্জ্জন ।
এ ভুবনে সুরপতি করিহে ভ্রমণ ॥
অভিমানে অহঙ্কারে যেই মত্ত হয় ।
বৃত্ররূপে তারে আমি নাশি মহাশয় ॥
স্বর্গ-অধিপতি তুমি কর অহঙ্কার ।
বধিলে ভ্রাতারে মোর করি অবিচার ॥
ব্রহ্মঘাতী গুরুহন্তা তুমি দেবরাজ ।
ভাগ্যবলে উপস্থিত সম্মুখেতে আজ ॥
শূলেতে ভেদিয়া প্রাণ শোধি ভ্রাতৃঋণ ।
পাঠাইব যমালয়ে ভাবনাবিহীন ॥
আত্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভ্রাতা বিশ্বরূপ হয় ।
তব লাগি যজ্ঞ আদি কতই করয় ॥
তাহার মস্তক তুমি ছেদন করিলে ।
লজ্জা দয়া কীর্ত্তি সব তুমি যে ত্যজিলে ॥
তব কর্ম্ম লাগি সবে করিছে নিন্দন ।
মম শূলে দেহ তব করিব ছেদন ॥
তোমার দেহের কভু না হবে সৎকার ।
গৃধ্রগণ সবে দেহ করিবে আহার ॥

আমার প্রভাব নাহি জানে দেবগণ।
প্রহারে আমারে করি অস্ত্র উত্তোলন॥
সকলের গলদেশ করিয়া ছেদন।
সানুচর ভূতপতি করিব অর্চ্চন॥
অথবা বজ্রেতে শির ছেদন করিলে।
পিতৃঋণশূন্য আমি হই অবহেলে॥
ভূতবলি দিয়া লাভ করি অন্য গতি।
যেহেতু আমার জন্ম, লভি সে সদ্গতি॥
সন্মুখেতে আমি তব রই উপস্থিত।
অব্যর্থ তোমার বজ্র কর হে নিক্ষিপ্ত॥
বজ্র তব ব্যর্থ নাহি হয় কদাচন।
শ্রীহরির তেজে বজ্র উজ্জ্বল মতন॥
বিষ্ণুপ্রণোদিত বজ্রে নাশ কর মোরে।
লক্ষ্মী শ্রীবিজয় রহে হরির গোচরে॥
সেই হেতু এ যাতনা দিলাম তোমায়।
কেবল বিষ্ণুতে গতি মম অভিপ্রায়॥
যদি নাহি বজ্র দিয়া বধ মম প্রাণ।
অবশ্য গ্রাসিব তোমা আমি বলবান্॥
এক গ্রাসে পারি আমি গ্রাসিতে ভুবন।
কিন্তু বজ্র-হস্তে আমি ত্যজিব জীবন॥
কত যোনি দেখিলাম ভ্রমিয়া সংসার।
বিষ্ণু-পারিষদ হ'য়ে থাকিব এবার॥
কামনা আমার লভি চরণ-আশ্রয়।
দেহ পুত্র গৃহাদিতে আসক্তি না হয়॥
সেই বজ্র বজ্রপতি করহ সন্ধান।
অবশ্য ত্যজিব আমি তাহাতেই প্রাণ॥
এত বলি বৃত্র করে মহা হুহুঙ্কার।
ত্রিভুবন থর থর কাঁপে বারে বার॥
অনল অনিল স্তব্ধ সাগরের বারি।
নাহি উড়ে পাখীকুল হ'য়ে ব্যোমচারী॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ ক্ষণ স্থির হয়।
বৃত্রের হুঙ্কারে সবে পাইলেক ভয়॥
হেন বাক্য শুনি ইন্দ্র ভাবিলেন প্রাণে।
দানব কার্য্যেতে বটে ব্রাহ্মণ যে জ্ঞানে॥
বৃত্রবধে ব্রহ্মহত্যা যদি পুনঃ হয়।
নিজেকে জ্বলিতে হবে বুঝিনু নিশ্চয়॥
এত ভাবি সশঙ্কিত দেবপতি হন।
ক্রোধান্বিত হ'য়ে বৃত্র করিল গর্জ্জন॥
নিস্তার নাহিক আর শুন দেবরাজ।
মোরে না বধিলে আমি বধি তোমা আজ॥
বৃত্রের বীরত্ব দেখি দেবাসুরগণ।
শতেক প্রশংসা তবে করিল বর্ষণ॥
ইন্দ্রের সঙ্কট বুঝি তবে ত আবার।
উচ্চৈঃস্বরে সকলেতে করে হাহাকার॥
ইন্দ্রহস্তে যেই বজ্র ভূমে খসে পড়ে।
লজ্জায় সে বজ্র ইন্দ্র তুলিতে না পারে॥
তাহা দেখি বৃত্র তবে ইন্দ্রে ডাকি কয়।
আদিদেব কারণেতে জয়-পরাজয়॥
ভগবানে প্রাণ নাহি করি সমর্পণ।
কেহ না সমর্থ হয় জয়ে কদাচন॥
জালাবদ্ধ পক্ষিবৎ লোকপালগণ।
কালের অধীন কর্ম্ম করে অনুক্ষণ॥
কালরূপ ভগবান্ সকলকারণ।
তারে না জানিলে জয় না হয় কখন॥
দারুময় নারী-মূর্ত্তি যথা পরাধীন।
সেইরূপ প্রাণিগণ কালের অধীন॥
অস্ত্র বাহু ছিন্ন মোর তোমার কারণ।
আমারে দেখিয়া হর্ষ কর উৎপাদন॥
দ্যূতক্রীড়া মত এই সমরনিচয়।
কারো জয় কারো পুনঃ হয় পরাজয়॥
বৃত্রের শুনিয়া বাক্য বজ্রধারী কয়।
তুমি বুঝি সিদ্ধ তবে হ'য়েছ নিশ্চয়॥
আসুরিক ভাব তব হইয়াছে দূর।
ভাগবত ভাবে তব মন হয় পূর॥
শ্রীহরির প্রতি যার ভক্তি জাত হয়।
স্বর্গাদি বিষয় তার কাম্য কভু নয়॥
অমৃতসমুদ্রে যেই খেলিবারে পায়।
গর্ত্তে জলে ক্রীড়া লাগি কভু সে কি চায়॥

শুকদেব বলে শুন ভারত রাজন্ ।
ইন্দ্রে বৃত্রে এইরূপ কথোপকথন ॥
পরেতে উভয়ে যুদ্ধে পুনঃ রত হয় ।
ভীষণ পরিঘ বৃত্র ইন্দ্রে নিক্ষেপয় ॥
শতপর্ব্বযুক্ত বজ্রে ইন্দ্র দেবপতি ।
বৃত্রাসুর-অস্ত্রে ছিন্ন করে হৃষ্টমতি ॥
ইন্দ্র-অস্ত্রে অসুরের হস্ত ছিন্ন হয় ।
হস্তহীন বৃত্র যেন পর্ব্বত শোভয় ॥
ছিন্নপক্ষ গিরি যথা আকাশ হইতে ।
দেবরাজ বজ্রাঘাতে পড়িল ভূমিতে ॥
বিপুল সে বৃত্রাসুর এক গণ্ড তার ।
ভূমি স্পর্শ করে তবে বিরাট আকার ॥
অন্য গণ্ডোপরি স্বর্গ অবস্থিত রয় ।
আকাশসদৃশ মুখ বিরাট বিস্ময় ॥
সর্পতুল্য জিহ্বা তার বিরাট আকৃতি ।
মৃত্যুতুল্য হয় তার মুখদন্তপাঁতি ॥
পর্ব্বত-আকৃতি দেহ অতি দ্রুত গতি ।
নিমেষে পৌঁছিল ইন্দ্র বৃত্রের সংহতি ॥
বাহন সহিত ইন্দ্রে গ্রাসিল তখন ।
হায় হায় রব তবে উঠে ত্রিভুবন ॥
মহাবল সর্প যেন গ্রাসে ঐরাবতে ।
প্রজাপতি দেব ঋষি লাগিল কাঁদিতে ॥
দেবরাজ ইন্দ্র গিয়ে অসুর-উদরে ।
বর্ম্মাবৃত নারায়ণ কবচের জোরে ॥
আর মায়াবলে নাহি হ'ল মৃত্যু তার ।
বৃত্রকুক্ষি দীর্ণ করি হইলেন বার ॥
গিরিশৃঙ্গতুল্য শির হয় অসুরের ।
বলেতে ছেদন করে সহায়ে বজ্রের ॥
বৃত্রগ্রীবা বেষ্টি বজ্র লাগিল কাটিতে ।
দুইটি অয়নকাল পার হ'ল ইথে ॥
একটি বছরে বজ্র করিয়া যতন ।
বৃত্রমুণ্ড দেহ হ'তে করিল ছেদন ॥
আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইল তখন ।
গন্ধর্ব্বাদি দেব করে পুষ্প বরিষণ ॥
বৃত্রদেহ হ'তে জ্যোতিঃ জীব নাম তার ।
দেবতা সমক্ষে করে গোলোক বিহার ॥
সুবোধ রচিল গীত আনন্দিত মনে ।
ভক্তিযুক্ত হয়ে যত শোনে গুণীজনে ॥

ইতি বৃত্রাসুরের স্পর্দ্ধা ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রবধ ।

দশম অধ্যায়

পাপভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন ও নহুষ রাজার উপাখ্যান

মুনি বলে পরীক্ষিৎ কর অবধান ।
এক্ষণে বলিব আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
বৃত্রের মৃত্যুতে যত লোকপালগণ ।
সন্তাপরহিত করে আনন্দানুষ্ঠান ॥
বৃত্রাসুর-হন্তা ইন্দ্র না বলে কারণ ।
মনেতে সন্তোষ তার নাহি কদাচন ॥
দেব ঋষি ভূত দৈত্য শিব প্রজাপতি ।
ইন্দ্রে না জিজ্ঞাসি যায় আলয়ের প্রতি ॥
পরীক্ষিৎ বলে মুনি কহত কারণ ।
ইন্দ্র তুষ্ট নাহি বৃত্রে করিয়া নিধন ॥
বৃত্রেরে বধিয়া তুষ্ট কৈল দেবগণে ।
অসন্তুষ্ট নিজে রয় কিবা সে কারণে ॥

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর ।
দেব ঋষি করে আশা ইন্দ্রের গোচর ॥
বৃত্রের বধের লাগি, সমুদ্বিগ্ন হ'য়ে ।
ইন্দ্র রাজী নাহি হয় ব্রহ্মবধ ভয়ে ॥
তাহাদিগে লক্ষ্য করি বলে দেবরাজ ।
বিশ্বরূপে বধি আমি পাই বড় লাজ ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ আমি চারিভাগ করি ।
জল বৃক্ষ ভূমি স্ত্রীতে দিলাম বিতরি ॥
পুনরপি বৃত্রে বধি সেই পাপভার ।
কোথা প্রক্ষালন আমি করিব আবার ॥
শুকদেব বলে শুন ভারত রাজন্ ।
ইন্দ্রে লক্ষ্যি বলে তবে যত ঋষিগণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ মোরা তোমার কারণ ।
করিয়া করিব তব ভয় নিবারণ ॥
অশেষ মঙ্গল তব হইবে সাধিত ।
বৃত্রাসুরে বধ তুমি না হইয়া ভীত ॥
অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে পূজ নারায়ণ ।
বৃত্রাসুরবধ পাপ হইবে খণ্ডন ॥
গোব্রাহ্মণ পিতামাতা বধে যেই জন ।
সেও পাপমুক্ত হয় ভজি নারায়ণ ॥
খল বৃত্রে হত্যা কৈলে কোথা সেই পাপ ।
বৃথা তুমি ইন্দ্র নাহি কর মনস্তাপ ॥
শুকদেব বলে শুন ভারত রাজন্ ।
ঋষিবাক্যে ইন্দ্র বৃত্রে বধিল তখন ॥
ব্রহ্মহত্যাপাপ তাহে ইন্দ্রে পরশিল ।
ইন্দ্র তবে মনে মনে বড় গ্লানি পেল ॥
ব্রহ্মহত্যা চণ্ডালীর মূরতি ধরিয়া ।
ইন্দ্রানুসরণ করে, ভীত ইন্দ্র-হিয়া ॥
ব্রহ্মহত্যা-দেহ হয় জরাতে কম্পিত ।
ক্ষয়রোগাক্রান্ত রক্তবাস পরিহিত ॥
শুভ্রকেশ উড়াইয়া অতীব চীৎকারে ।
'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলি ডাকিল ইন্দ্রেরে ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র হইয়া কাতর ।
স্বর্গ ত্যজি পলায়ন করেন সত্বর ॥
ব্রহ্মলোকে আছে এক পুণ্য সরোবর ।
মানস তাহার নাম দেখিতে সুন্দর ॥
কোটি কোটি পদ্ম ছিল তাহে প্রস্ফুটিত ।
এক পদ্মনালে ইন্দ্র হন লুক্কায়িত ॥
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ-পাণ্ডুবংশধর ।
দেবরাজ ইন্দ্র দেখ পাপেতে কাতর ॥
ইন্দ্র যবে ব্রহ্মশাপে হইয়া কাতর ।
লুক্কায়িত হ'য়ে রহে পদ্মের ভিতর ॥
ইন্দ্রশূন্য দেবলোক হ'ল সেইক্ষণ ।
চিন্তিত হইল তবে যত দেবগণ ॥
বিশৃঙ্খলা নানারূপ ঘটে ক্ষণে ক্ষণে ।
রাজা বিনা কার সাধ্য প্রজার শাসনে ॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে যত দেবগণ ।
আবশ্যক ছিল ব'লে স্বর্গের কারণ ॥
সকলে মিলিত হ'য়ে স্থির করি মনে ।
আমন্ত্রিল নহুষেরে মহা-জ্ঞানী জনে ॥
নহুষ নামেতে রাজা আছিল ধরায় ।
অতুলন বিদ্যা-বুদ্ধি-যোগ-তপস্যায় ॥
তাঁহার গুণেতে মুগ্ধ হ'য়ে দেবগণ ।
সযতনে দিল তাঁরে স্বর্গ-সিংহাসন ॥
জাতিতে সে নর বটে হইয়া অমর ।
পাইলা অমর প্রজা দেব অনুচর ॥
অতুল সম্পদ্ আর স্বর্গসম ভোগ ।
কার সাধ্য সে ভোগের করে উপভোগ ॥
এ হেন সম্পদ্ পেয়ে নহুষ রাজন ।
স্বপ্নেতে কল্পনা যাহা না হয় কখন ॥
মহাযোগ-তপস্যায় এই মহাফল ।
পাইল ইন্দ্রত্ব রাজা নহুষ কেবল ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী তাঁর করহ শ্রবণ ।
শুনিলে হইবে মুগ্ধ তুমি হে রাজন্ ॥
জ্ঞানের নিকটে তুচ্ছ সম্পদ্-নিচয় ।
সম্পদে মজিলে মন জ্ঞান তুচ্ছ হয় ॥
সাধনায় সে নহুষ লভি স্বর্গফল ।
হইল সম্পদ্-ভোগে আপনি চঞ্চল ॥

স্বর্গের ইন্দ্রত্ব আর রত্ন-সিংহাসন।
মোহিনী অপ্সরা আর নন্দন-কানন॥
এ সকলে মুগ্ধ হ'য়ে নহুষ রাজন।
হারাইলা তত্ত্বজ্ঞান ভোগে দিয়া মন॥
মনস্কাম বৃদ্ধি হ'ল ক্রমে হতজ্ঞান।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহে না থাকে সন্ধান॥
ভক্তি-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে একদা রাজন।
কামাদিতে মুগ্ধ হ'ল নহুষের মন॥
উন্মত্ত হইয়া তবে সম্পদের মদে।
ভাবিতে লাগিল রাজা লভি ইন্দ্রপদে॥
আমি ইন্দ্র হইলাম স্বর্গের ভিতর।
দেব দেবী হইয়াছে আমার কিঙ্কর॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি আর নক্ষত্র-নিচয়।
পবন বরুণ আর দিক্‌পালচয়॥
আমার আজ্ঞায় সবে করিছে পালন।
মম সম কেবা আর আছে শ্রেষ্ঠজন॥
নিজ কর্ম্মফলে লভি দেব-সিংহাসন।
ইন্দ্র হ'য়ে কেন শচী না করি গ্রহণ॥
হেন অহঙ্কারে মাতি হারাইয়া জ্ঞানে।
বাহির হইলা রাজা শচীর সন্ধানে॥
স্বামিশোকে শোকান্বিতা ইন্দ্রের ভবনে।
রাহুগ্রস্ত শশী সম শচী একাসনে॥
অঞ্চলে বদন নিজ করি আবরণ।
অষ্টমীর শশী সম উজলি ভবন॥
শোকে-দুঃখে গৃহোপান্তে ছিলেন ইন্দ্রাণী।
প্রবেশ করেন রাজা হইয়া অজ্ঞানী॥
নহুষে হেরিয়া শচী চমকিত মন।
জিজ্ঞাসিল কেন রাজা হেথা আগমন॥
রাজা কন শুন শচী আমার বচন।
আনন্দলহরী তুমি দুঃখী কি কারণ॥
মহেন্দ্র-বিরহে কাঁদ দিবানিশি বসি।
কাঁদিয়া সুবর্ণ-বর্ণ করিয়াছ মসী॥
বহু কর্ম্মফলে পাই স্বর্গ-সিংহাসন।
কিন্তু তব লাগি মোর উচাটন মন॥
বদন খুলিয়া দেখ হইয়া হরষ।
পূরাও আমার সাধ যা চাহে মানস॥
এত শুনি শচী তবে বিষাদিত মন।
বৃহস্পতি কাছে শীঘ্র করিল গমন॥
এলায়ে পড়িছে কেশ ঘন বহে শ্বাস।
নেত্রে নীর বহে সদা হইয়া নিরাশ॥
হেন ভাব হেরি তবে গুরু বৃহস্পতি।
কহিতে লাগিল কেন কাঁদিতেছ সতী॥
শচী কন গুরুদেব করহ শ্রবণ।
নহুষ ইচ্ছিল মোরে করিতে হরণ॥
কর্ম্মফলে নর হ'য়ে হইল অমর।
পাইল ইন্দ্রত্ব রাজা স্বর্গের ভিতর॥
সম্পদে হারায়ে জ্ঞান হইয়া অজ্ঞান।
কামোন্মত্ত হ'য়ে মোরে করে অপমান॥
এত শুনি বৃহস্পতি কহিলেন বাণী।
শুন শুন মম বাক্য তুমি শচীরাণী॥
সম্পদ্‌ পাইয়া যার জ্ঞান নাশ হয়।
ব্রহ্মশাপ তার পক্ষে দণ্ড সুনিশ্চয়॥
যখন নহুষ পুনঃ বলিবে তোমায়।
ব্রাহ্মণ-বাহনে এস কহিও তাহায়॥
আনন্দিত মনে রাজা লইয়া ব্রাহ্মণ।
করিবে শিবিকামাঝে যবে আরোহণ॥
সেই কালে ব্রহ্মশাপ হইবে তাহার।
ইন্দ্রত্ব হইবে নষ্ট করিনু বিচার॥
এত শুনি শচী যান আপন ভবন।
ভজিতে আসিল পুনঃ নহুষ রাজন॥
নহুষে কহিল তবে মহেন্দ্রের নারী।
রাখিলে আমার বাণী ভজিবারে পারি॥
শিবিকা-বাহক করি যদ্যপি ব্রাহ্মণ।
আমার নিকটে এস তুমি হে রাজন॥
পূর্ণ হবে মনোবাঞ্ছা ভজিব তোমায়।
থাকিবে ইন্দ্রত্বে তুমি সুখেতে হেথায়॥
এত শুনি আনন্দিত নহুষ রাজন।
আনিল অগস্ত্য আদি ঋষি কয় জন॥

কহিলা সম্বোধি সবে শুন ঋষিগণ।
আমি ইন্দ্র কর মোরে সকলে বহন ॥
ইন্দ্র-আজ্ঞা ঠেলিবারে নারে ঋষিগণ।
অহঙ্কার হেরি তার সবে ক্রুদ্ধমন ॥
শিবিকা ধরিয়া সবে করিল বহন।
নহুষ কহিল তবে করি সম্বোধন ॥
অতি শীঘ্র যাও সবে করিয়া মিলন।
নচেৎ করিব সবে পাদ-প্রহারণ ॥
এত বলি অগস্ত্যেরে পদাঘাত করে।
পদাঘাতে ক্রোধ জাগে ঋষির অন্তরে ॥
অহঙ্কার হেরি তবে ক্রোধে তপোধন।
শাপ দিলা স্বর্গচ্যুত হও এইক্ষণ ॥
সম্পদ্ বৈভব যত আছিল প্রচুর।
ইন্দ্রত্বাদি যোগ জ্ঞান সব হ'ল দূর ॥
সর্পরূপী হ'য়ে তবে নহুষ নৃপতি।
স্বর্গ হ'তে মহাবেগে পড়ে দ্রুতগতি ॥
অহঙ্কার-ফলাফল দেখহ রাজন।
অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ জ্ঞানীর বচন ॥
এদিকেতে ইন্দ্রদেব সহস্র বৎসর।
পদ্মের নালেতে থাকে চকিত অন্তর ॥
পদ্মবন-অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী আর।
রুদ্রদেব ইন্দ্রে রক্ষা করে অনিবার ॥
বিষ্ণুধ্যানচ্যুত ইন্দ্র নহে কদাচন।
পাপক্ষয়ে করে পুনঃ স্বর্গে আগমন ॥
লোকশিক্ষা লাগি তবু অশ্বমেধ করে।
যত তাঁর পাপ ছিল নিমেষেই হরে ॥
এইরূপে যজ্ঞ যবে করে সম্পাদন।
ব্রহ্মহত্যা-পাপ তার হইল মোচন ॥
এই পুণ্যকথা যেই করিবে শ্রবণ।
সকল পাপের মুক্তি হইবে তখন ॥
ধনপ্রদ যশস্কর পাপবিনাশক।
মঙ্গল আস্পদ তার যে হয় পাঠক ॥
জ্ঞানিজন পাঠ ইহা করে সর্ব্বক্ষণ।
অন্য লোকে পর্ব্বে পর্ব্বে করিবে শ্রবণ
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
নহুষের উপাখ্যান অতি চমৎকার ॥

ইতি পাপভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন ও নহুষ রাজার উপাখ্যান।

একাদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর উপাখ্যান

সূত সম্বোধিয়া কহে শুন সাধুগণ।
বৃত্র-পূর্ব্বজন্ম-কথা কহিব এখন ॥
বৃত্রবধে মহেন্দ্রের হ'ল ব্রহ্মশাপ।
এত শুনি পরীক্ষিৎ পান মনস্তাপ ॥
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে কহ গুরুজন।
অসুর হইয়া বৃত্র কেমনে ব্রাহ্মণ ॥
ভয়ঙ্কর সেই বৃত্র সুদক্ষ সমরে।
দেব-বৈরী হয় সেই জানে চরাচরে ॥
তাহারে বধিয়া ইন্দ্র করিলেন পাপ।
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি পাই পরিতাপ ॥
অসুর-যোনিতে জন্ম অতি দুষ্টজন।
অন্তিমে পাইল সেই শ্রীহরি-চরণ ॥
দেব ঋষি নাহি পায় হরির চরণ।
বৃত্রাসুর কী ভাবেতে লভিল সে ধন ॥
অসংখ্য প্রাণীর মাঝে অল্প কতজন।
বিষয়-বিমুক্ত তত্ত্ব করে আহরণ ॥
তার মধ্যে বৃত্রাসুর কী ভাবেতে হয়।
শ্রীকৃষ্ণেতে দৃঢ়ভক্তি লভে সুনিশ্চয় ॥
কেমন ঘটনা ইহা করহ প্রকাশ।
দয়া করি পূর্ণ কর মোর অভিলাষ ॥
মহান্ সংশয় মোর হইয়াছে মনে।
খণ্ডন করহ তাহা প্রত্যুত্তর দানে ॥
রাজার বচনে কহে শুক মুনিবর।
শুন রাজা স্থির চিত্তে সংবাদ বিস্তর ॥
যে ভাবে বলেন ব্যাস নারদ দেবল।
সেইরূপ ভাবে আমি কহি অবিকল ॥
যেমতে আছিল বৃত্র জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ।
যেরূপেতে পাইল সে অন্তে নারায়ণ ॥
শূরসেন নামে রাজ্য বিখ্যাত ধরায়।
চিত্রকেতু নামে রাজা বিরাজে তথায় ॥
যম-সম দণ্ডধর ইন্দ্র-সম জ্ঞান।
ভুবনে কেহ না ছিল তাহার সমান ॥
সর্ব্বগুণান্বিত সেই রূপে অতুলন।
রূপবতী ভার্য্যা তার ছিল অগণন ॥
আপনি যুবক বটে যুবতী রমণী।
ঐশ্বর্য্যে লাবণ্যে হয় সর্ব্ব-শিরোমণি ॥
রঙ্গরসে মত্ত রাজা পাইয়া যৌবন।
নিত্য নব ভার্য্যা সহ করেন রমণ ॥
যৌবন অতীত হয় তথাপি রাজার।
না হইল কোনমতে একটি কুমার ॥
পুত্রমুখ না দেখিয়া কাতর রাজন।
সম্পদে ঐশ্বর্য্যে তাঁর বিষাদিত মন ॥
জন্ম বিদ্যা উদারতা রূপ আদি যত।
সর্ব্বগুণধরা তারা হয় বিধিমত ॥
বন্ধ্যা নারিগণ সবে এই ভাবি মনে।
চিন্তাকুল চিত্রকেতু থাকে সর্ব্বক্ষণে ॥
পুত্র বিনা পিতৃগণ না হয় উদ্ধার।
পুত্র বিনা সংসারেতে সকলি অসার ॥
পুত্র লাগি সেই হেতু হইয়া কাতর।
একান্তে নৃপতি বসি ভাবে নিরন্তর ॥
একদা অঙ্গিরা ঋষি করিয়া ভ্রমণ।
শূরসেন রাজ্য-মাঝে করেন গমন ॥
চিত্রকেতু-খ্যাতি শুনি ঋষি মহাশয়।
রাজার সমীপে গিয়া উপস্থিত হয় ॥
ঋষিরে দেখিয়া রাজা ত্যজি সিংহাসন।
সবিনয়ে মান্য করি বন্দিলা চরণ ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে বসায়ে আসনে।
আপনি বসিলা রাজা নিজ সিংহাসনে ॥
কুশলাদি নানা কথা ঋষি তপোধন।
চিত্রকেতু মহারাজে জিজ্ঞাসে তখন ॥

তোমার ও প্রজাগণে হয়ত কুশল।
কল্যাণে আছে ত গুরু অমাত্য সকল ॥
রাষ্ট্র দুর্গ কোষ দণ্ড মিত্র আদি যত।
তাদের কুশল রাজা হয়ত সতত ॥
প্রজাদের দুঃখ কিছু নাহিত অন্তরে।
সুনৃপতি প্রজাদুঃখ সর্ব্বদাই হরে ॥
অধীনস্থ রাজা আর পুত্রগণ তার।
কুশল নিশ্চয় হয় তোমার ভার্য্যার ॥
সকলে তোমার সেবা করে নিরন্তর।
তথাপি দুঃখিত দেখি তোমার অন্তর ॥
অভীপ্সিত বস্তু কিছু অলভ্য কি রয়।
কুশল তোমার রাজা কহ সমুদয় ॥
কুশলের কথা শুনি তবে নররায়।
অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন তাঁয় ॥
ঋষিশ্রেষ্ঠ তুমি দেব হও অন্তর্যামী।
জান তুমি কত দুঃখ পাইতেছি আমি ॥
তব আশীর্ব্বাদবলে সম্পদ্ যৌবন।
ধরাব্যাপ্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হ'য়েছি এখন ॥
কি কব দুঃখের কথা না হয় তুলন।
পুত্রহীন এ সংসারে শূন্য হয় মন ॥
হেন সুখ-সাগরেতে দুঃখের অনল।
এক মাত্র পুত্র বিনা জ্বলিছে কেবল ॥
যদি কৃপা করি ঋষি দিলা দরশন।
ঘুচাও আমার দুঃখ দাও পুত্রধন ॥
নরকের ভয়ে ভীত হই অতিশয়।
আমারে রক্ষহ তুমি মুনি মহাশয় ॥
পুত্রের সহায়ে তরি নরক দুষ্পার।
তাহার উপায় কর তুমি গুণাধার ॥
রাজার ভারতী শুনি ক'ন মুনিবর।
সন্তুষ্ট হইনু রাজা তোমার উপর॥
যাহে পুত্র হয় তব করিব উপায়।
পুত্র-চিন্তা ত্যাগ কর শান্ত হও রায় ॥
তুষ্ট নামে মহাযজ্ঞ কর আরম্ভণ।
আমি তাহে চরুপাক করিব রাজন ॥
প্রধানা মহিষী যেই আছয়ে তোমার।
সেই চরু দিবে তারে করিতে আহার ॥
তাহাতেই গর্ভে হবে পুত্র উৎপাদন।
পূর্ণ হবে মনোরথ কহিনু রাজন ॥
ঋষির বচনে হ'ল যজ্ঞ-আয়োজন।
সুখেতে করিল চরু আপনি রন্ধন ॥
কৃতদ্যুতি নামে ছিল প্রধানা রমণী।
তাহাকে অঙ্গিরা চরু দিলেন তখনি ॥
অগ্নির মিলনে যথা কৃত্তিকা সুন্দরী।
আত্মজ ধরেন গর্ভে অতি যত্ন করি ॥
তথা চিত্রকেতু সহ কৃতদ্যুতি সতী।
সেই চরু পান করি হন গর্ভবতী ॥
চন্দ্রকলা সম গর্ভ ক্রমে পূর্ণ হয়।
ক্রমে কাল পূর্ণ দেখে রাজা মহাশয় ॥
কাল পূর্ণে সেই গর্ভে জন্মিল কুমার।
না পারি বর্ণিতে রূপ সৌন্দর্য্য তাহার ॥
জন্মিল কুমার শুনি হৃষ্ট নরপতি।
অগণন ধন-রত্ন ল'য়ে শীঘ্রগতি ॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে দান করেন তখন।
ধেনু স্বর্ণ খাদ্য আর বিবিধ বসন॥
অশ্ব হস্তী গাভী বৎস নগর ভূষণ।
অকাতরে দান করে আনন্দে রাজন ॥
প্রজারে করিলা সুখী বাড়ায়ে সম্মান।
বিষ্ণুভক্তি করিলেন স্থাপি দেবস্থান ॥
যেভাবেতে ইন্দ্র করে বারি বরিষণ।
চিত্রকেতু তথা করে ধন বিতরণ ॥
কাঙ্গাল পাইলে ধন যথা হৃষ্ট হয়।
তথা পুত্র-লাভে হৃষ্ট নৃপ মহাশয় ॥
জনক-জননী মিলি লইয়া সন্তান।
নানামতে সমাদর সকলে দেখান ॥
লালনে পালনে পুত্র হইল বর্দ্ধন।
কলায় কলায় শশী যেন পূর্ণ হন ॥
হইয়া পুত্রের মাতা কৃতদ্যুতি সতী।
নৃপসহ বাস করে হরষেতে অতি ॥

রাণীর গৃহেতে রাজা র'ন সর্ব্বক্ষণ ।
না দেখেন আর সব ভার্য্যার বদন ॥
কৃতদ্যুতি-সুখ হেরি সপত্নী সকল ।
জ্বলিয়া উঠিল হৃদে ঈর্ষ্যার অনল ॥
পুত্র পেয়ে কৃতদ্যুতি গর্ব্বিত অন্তরে ।
সপত্নীগণের সহ সম্ভাষ না করে ॥
এত দেখি সপত্নীরা করিয়া মিলন ।
হিংসা-বসে করে সবে মন্ত্রণা তখন ॥
রাজার ঘরণী মোরা সকলেই হই ।
তবে কৃতদ্যুতি সম কেন প্রিয় নই ॥
সন্তান লভিয়া সেই সপত্নী সবার ।
হইয়াছে এত প্রিয় মোদের রাজার ॥
বৃথা জন্ম মোরা সবে করিনু গ্রহণ ।
সেই হেতু নাহি লাভ হ'ল পুত্রধন ॥
সপত্নী সে কৃতদ্যুতি অতি সুখী জন ।
না পারি তাহার সুখ করিতে দর্শন ॥
একমাত্র পুত্র তার সুখের কারণ ।
কর সুখ-নাশ বধি তার পুত্রধন ॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে আনিল গরল ।
অতি তীব্র বিষ সেই উগ্র হলাহল ॥
রাজার হৃদয় সার সেই পুত্রধন ।
একদা আছিল যেই করিয়া শয়ন ॥
সেই কালে সপত্নীরা মিলিত হইয়া ।
শিশুর জিহ্বায় বিষ দিল লাগাইয়া ॥
সেই বিষভরে শিশু হারাইল প্রাণ ।
রহিল যেমন পূর্ব্বে আছিল শয়ান ॥
কুমারে দেখিতে তবে ধাত্রী একজন ।
ক্ষণ পরে ধীরে করে গৃহে প্রবেশন ॥
প্রবেশিয়া হেরে শিশু রহে অচেতন ।
নহে ত নিদ্রার ঘোর বিহীন জীবন ॥
পঞ্চপ্রাণ আত্মা আর ইন্দ্রিয় সকল ।
সর্ব্বশূন্য মাত্র দেহ শায়িত কেবল ॥
আছিল সে বর্ণ যেন কষিত কাঞ্চন ।
সে বদন সুধাময় কমল নয়ন ॥
আজি সে বিবর্ণ প্রায় দেহমধ্যে রয় ।
উন্মীলিত আঁখি নাসা শ্বাসহীন হয় ॥
এত দেখি ধাত্রী তবে ভূমেতে তখন ।
কপালে হানিয়া কর হইল পতন ॥
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে অনিবার ।
শীঘ্রগতি যান রাণী শুনিয়া চীৎকার ॥
সন্তান নয়ন যার সন্তান পরাণ ।
অমঙ্গল শুনি তার রাণী হতজ্ঞান ॥
আলুথালু কেশ-পাশ বসন-ভূষণ ।
পুত্র-পাশে মায়াবশে করিল গমন ॥
হেরিয়া জীবনশূন্য শায়িত সন্তান ।
পড়িলা ভূতলে রাণী হইয়া অজ্ঞান ॥
স্নেহ-বসে পুনঃ রাণী পাইয়া চেতন ।
মোহভরে মৃতপুত্রে করিলা ধারণ ॥
ভ্রমবশে পুত্রে রাণী হৃদয়ে লইয়া ।
শোকে মুগ্ধ হ'য়ে কাঁদে কত বিনাইয়া ॥
রাণীর ক্রন্দন শুনি আসিয়া রাজন ।
প্রাণহীন পুত্রে হেরি করিলা ক্রন্দন ॥
শোকে দুঃখে উভয়ের দগ্ধ হ'ল প্রাণ ।
শোকে দুঃখে উভয়েই হয় হতজ্ঞান ॥
কভু বক্ষে কর হানে করি হাহাকার ।
পুত্র পুত্র করি দোঁহে করিলা চীৎকার ॥
রাজা-রাণী সহ যত পুরবাসী জন ।
সকলেই পুত্র লাগি করিলা ক্রন্দন ॥
কেবল সপত্নী যারা দিয়াছে গরল ।
মুখে কাঁদে অন্তরেতে হর্ষিত কেবল ॥
আনন্দ রাজার পুরী দুঃখে পূর্ণ হয় ।
রাজকার্য্য ত্যজি রাজা অন্তঃপুরে রয় ॥
কুররীর তুল্য রাণী করিছে রোদন ।
অশ্রুতে মিশিল তার কুঙ্কুম চন্দন ॥
বিধাতারে লক্ষ্য করি পুত্রশোকাতুরা ।
বিলাপে নিন্দিছে তাঁরে হইয়া কাতরা ॥
মূর্খ তুমি হে বিধাতা সৃষ্টি করি জনে ।
তাহারে বিনাশ তুমি কর অকারণে ॥

পিতামাতা-পূর্ব্বে মৃত্যু লভিল সন্তান।
হেন কার্য্য কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্‌॥
জন্ম মৃত্যু ক্রম যদি নাহি থাকে ভবে।
তব প্রয়োজন কিছু আছে কি হে তবে॥
পুত্র প্রতি স্নেহ আর করে কোন্‌ জন।
আপনার পূর্ব্বে যদি তাহার মরণ॥
মৃত পুত্রে সম্বোধিয়া বলে তবে মাতা।
আমারে না ত্যজ তুমি আমি যে অনাথা॥
উঠ বৎস ত্যজ নিদ্রা সঙ্গীরা তোমার।
ক্রীড়া লাগি তোমা তারা ডাকে বারবার॥
ক্ষুধায় কাতর তুমি কর স্তন্য পান।
মুদ্রিত নয়ন কেন, করহ উত্থান॥
এইভাবে কৃতদ্যুতি করিছে রোদন।
চিত্রকেতু পত্নীসহ কাঁদিল তখন॥
অঙ্গিরা নারদ নামে দুই তপোধন।
বিহার কারণে তথা উপস্থিত হন॥
অন্তর্যামী দুই ঋষি বসিয়া নগরে।
উপায় করিল যাহে রাজ-শোক হরে॥
অন্তঃপুরে রাজা রাণী শিশু কোলে তুলে।
শোকে মোহে মুগ্ধ রহে রাজকার্য্য ভুলে॥
সেই স্থানে দুই ঋষি সাজিয়া ব্রাহ্মণ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন সম্বোধি রাজন॥
সে ভবনে ছিল তবে শোক মূর্ত্তিমান।
সকলে কাঁদিতেছিল লাগিয়া সন্তান॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
চিত্রকেতু-উপাখ্যান যাহাতে প্রচার॥

ইতি চিত্রকেতুর উপাখ্যান।

অঙ্গিরা ও নারদ কর্ত্তৃক চিত্রকেতুর শোকাপনোদন

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
অঙ্গিরা নারদ সেথা পশিল সত্বর॥
সান্ত্বনার লাগি তবে অঙ্গিরা ব্রাহ্মণ।
সম্বোধি রাজায় কহে অনেক বচন॥
আজি তব চিত্রকেতু একি ব্যবহার।
কার জন্য কাঁদিতেছ করিয়া চীৎকার॥
কেবা কার পিতা আর কে কার সন্তান।
না বুঝিয়া সদা কাঁদ হ'য়ে হতজ্ঞান॥
সংযোগে বিয়োগ হয় স্বধর্ম্ম জীবের।
সংযোগ সম্বন্ধ মাত্র দুঃখ সে কিসের॥
স্রোতেতে বালুকা যথা বিচ্ছিন্ন মিলিত।
কালের বেগেতে জীব হয় সেই মত॥
যতকাল দেহে জীব সুসংযুক্ত হয়।
সে অবধি মাতাপিতা সম্বন্ধ যে রয়॥
মৃত্যুতে হইল মাত্র সম্বন্ধ বিনাশ।
সে সম্বন্ধে কেন রাজা হ'য়েছ উদাস॥
সর্ব্বব্যাপী আত্মা হয় না হয় তোমার।
অসৎ দেহেতে মাত্র সম্বন্ধ বিচার॥
জন্ম-মৃত্যু দুই কর্ম্ম জীবের ভিতরে।
সেই কর্ম্মে রত জীব আছে পূর্ব্বাপরে॥
এ দেহ প্রপঞ্চ মাত্র সত্য কিছু নয়।
মিথ্যার লাগিয়া সব জ্ঞানী মুগ্ধ হয়॥
আপনার ধর্ম্ম জীব করিল পালন।
জন্মিয়া সম্বন্ধ সেই করিল স্থাপন॥
মৃত্যুকালে সেই জীব ত্যজে দেহাগার।
কেন রাজা তার লাগি করহ চীৎকার॥
বীজ হ'তে যব আদি সমুৎপন্ন হয়।
কভু কভু কোন বীজ নাহি অঙ্কুরয়॥

সেইরূপ পিতা হ'তে পুত্রের জনম।
কখনও জনম নাহি হয় বা ঘটন॥
শান্ত হও তুমি রাজা চরাচর-পতি।
শ্রীহরির ভক্ত তুমি অতীব সুমতি॥
এ সংসারে মায়া ত্যজি করহ বিহার।
নারায়ণে ভক্তি কর পাইবে নিস্তার॥
ব্রাহ্মণের বাণী শুনি সুবুদ্ধি রাজন।
নিবৃত্ত হইয়া তবে ভাবে কিছুক্ষণ॥
জ্ঞানের বাক্যেতে রাজা পাইয়া সান্ত্বন।
জিজ্ঞাসিল বল বল কে তুমি ব্রাহ্মণ॥
মূঢ়-বুদ্ধি আমি নর বুঝিব কেমনে।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেবা ছলিলা এ জনে॥
শুনিয়া জ্ঞানের বাণী সুস্থ হ'ল মন।
পরিচয় দাও দেব আমায় এখন॥
মহীয়ান্ অপেক্ষাও হও মহত্তর।
অবধূত বেশে বট আমার গোচর॥
সত্য পরিচয় প্রভু কহত আপনি।
আপনা সদৃশ কভু নাহি দেখি জ্ঞানী॥
গ্রাম্যবুদ্ধিযুক্ত যারা হয় এ সংসারে।
তাদের জ্ঞানের লাগি যথেচ্ছ বিচরে॥
সনৎকুমার ঋভু নারদ অঙ্গিরা।
দেবল অসিত আর ঋষি বেদশিরা॥
বেদব্যাস মার্কণ্ডেয় দত্তাত্রেয় নাম।
গৌতম বশিষ্ঠ আর শ্রীপরশুরাম॥
কপিল দুর্ব্বাসা আর চ্যবন আরুণি।
যাজ্ঞবল্ক্য জাতুকর্ণ পঞ্চশিখ মুনি॥
রোমশ আসুরি ধৌম্য আর পতঞ্জলি।
কৌশল্য হিরণ্যনাভ ইঁহারা সকলি॥
শ্রুতদেব ঋতধ্বজ সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ।
উপদেশ দান লাগি করে আগমন॥
গ্রাম্য পশু তুল্য মোরে দান কর জ্ঞান।
আমি হই তোমা কাছে আপন সন্তান॥
রাজার বচন শুনি অঙ্গিরা সুজন।
কহিলা সুমিষ্ট ভাষে শুনহ রাজন॥
নারদ ইঁহার নাম ব্রহ্মার কুমার।
হই তব গুরু, নাম অঙ্গিরা আমার॥
এ সংসারে ভোগে মুগ্ধ হ'য়ে যত নর।
ভোগকেই সত্য ভাবে ব্যাপি চরাচর॥
আমার আমার বলি করে অহঙ্কার।
মিথ্যাতেই সত্যজ্ঞান ভ্রম ব্যবহার॥
উচিত মোদের হয় জ্ঞান-শিক্ষাদান।
সেই হেতু ব্রহ্মাণ্ডেতে থাকি বিদ্যমান॥
উপদেশ দিতে তোমা পূর্ব্বে একবার।
এসেছিনু আমি রাজা তোমার আগার॥
দেখি তোমা ভক্তিমান্ হরি-পরায়ণ।
হইল আমার ইচ্ছা দিতে জ্ঞানধন॥
কিন্তু মোর দেখা পেয়ে তুমি হে রাজন।
চাহিলে আমারে বর পুত্রের কারণ॥
সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য তব দেখি অভিলাষ।
ভোগ মিথ্যা দেখাবার হ'ল মম আশ॥
আছিল ঐশ্বর্য্য রত্ন না ছিল সন্তান।
তোমার ইচ্ছায় তাহা করিনু প্রদান॥
দেখাইনু শোক-মোহে হয় কিবা ফল।
ধরিয়া মানব-মূর্ত্তি করে কত ছল॥
অতুল ঐশ্বর্য্যে রাজা না পূরিল আশ।
তখন সন্তান লাগি করিলা প্রয়াস॥
জান না যে কত শোক সন্তান নিধনে।
প্রত্যেক ভোগেতে দুঃখ কহে জ্ঞানিগণে॥
ব্রাহ্মণের বাণী শুনি নৃপতি তখন।
প্রবোধ মানিয়া মনে ধরিল চরণ॥
অঙ্গিরা নারদে রাজা বন্দিয়া চরণে।
কহিল উদ্ধার কর কৃপা বিতরণে॥
রাজার বিনয় শুনি নারদ তখন।
কহিলেন শুন শুন সুবুদ্ধি রাজন॥
দেহে জীবে যতক্ষণ থাকয়ে মিলন।
ততক্ষণ মায়া-মোহ সম্বন্ধ স্থাপন॥
দেহ ত্যজি যবে জীব করেন গমন।
সম্বন্ধ তাহার সহ করে পলায়ন॥

দেখ রাজা সম্মুখেতে তাহার প্রমাণ।
যোগ-বলে জিয়াইব তোমার সন্তান॥
সন্তানের দেহে যেই জীব করে বাস।
মরণের মাত্রে তার সম্বন্ধ বিনাশ॥
পিতা বলি তার আর না হইবে জ্ঞান।
তোমা সহ কি সম্বন্ধ না পাবে সন্ধান॥
এত বলি সেই পুত্রে দিলেন জীবন।
পুত্রেরে বাঁচায়ে ঋষি কহিল বচন॥
অকালে মরিলে শিশু পুনঃ লও প্রাণ।
জনক জননী তোষ হইয়া সন্তান॥
দেখ তব মাতা পিতা তোমার লাগিয়া।
শোকে মোহে কত দুঃখ করেন বসিয়া॥
নারদের বাণী শুনি বিনষ্ট কুমার।
সবার সাক্ষাতে কহে বাণী এ প্রকার॥
কেবা হয় মোর পিতা পুত্র আমি কার।
সত্য করি কহ ঋষি করিয়া বিচার॥
মনে নাহি পড়ে মম জনক আমার।
জননী বয়স্য ধাত্রী আর বা সংসার॥
আপনার কর্ম্মফলে আমি অনুক্ষণ।
নানা যোনি মাঝে সদা করি বিচরণ॥
কখন দেবতা পশু কখন মানব।
এইরূপ নানা যোনি ভ্রমিতেছি সব॥
এই জন্মে পুত্র আমি অন্য জন্মে অরি।
আমার মৃত্যুতে তবে কেন শোক হেরি॥
শত্রু ভাবি আনন্দিত কেন নাহি হন।
কত রূপে আমি করি জনমগ্রহণ॥
আজ যেই ভৃত্য সেই কভু প্রভু হয়।
প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধটি কভু নিত্য নয়॥
পিতা পুত্র সম্বন্ধও এই রূপ ধরে।
পুত্রের মৃত্যুতে পিতা কেন শোক করে॥
আত্মা নিত্য সূক্ষ্ম সত্য অক্ষয় অব্যয়।
নিরন্তর স্ব-প্রকাশ সবার আশ্রয়॥
কার্য্য কারণের সাক্ষী আত্মা অবিরল।
গ্রহণ না করে কভু কোন ক্রিয়াফল॥
যতদিন দেহসাথে সম্বন্ধ তাহার।
ততদিন তার লাগি মায়া অনিবার॥
এতেক বলিয়া জীব করিল প্রস্থান।
উপস্থিত সর্ব্ব জনে লভে তবে জ্ঞান॥
ভোগ মিথ্যা দেখাইয়া ঋষি দুইজন।
রাণীসহ মহারাজে করেন তোষণ॥
দিব্যজ্ঞান পেয়ে রাজা সুস্থ করি মন।
তুষিল উভয় সাধু বন্দিয়া চরণ॥
জ্ঞাতিগণ-জ্ঞানচক্ষু হয় উন্মীলন।
ক্রমেতে করিল ছিন্ন স্নেহের বন্ধন॥
মৃত বালকের শোক করি পরিহার।
ক্রমেতে করিল তারা উচিত সৎকার॥
পুত্রধন মিথ্যা শুনি সপত্নীর দল।
আপনারা সুখী ভাবি করে কোলাহল॥
কিন্তু পুত্রহত্যা জন্য পেয়ে পাপভয়।
সকলে অন্তরে দগ্ধ সর্ব্বদাই হয়॥
সেই অনুতাপে সবে করে হাহাকার।
কোন্ পুণ্যে হেন পাপে পাইব নিস্তার॥
জ্ঞান উপদেশ শুনি পেয়ে সবে জ্ঞান।
কৃতকর্ম্ম-পাপ হেতু আকুল পরাণ॥
প্রায়শ্চিত্ত হেতু সবে যমুনায় যায়।
পাপ নাশি তথা সবে হরিপদ পায়॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ কি হইল পরে।
চিত্রকেতু-ভাগ্য-কথা কহিব সত্বরে॥
ঋষির সমীপে রাজা করিয়া বিনয়।
চাহিল এ হেন পদ যাহে মুক্তি হয়॥
নারদ সন্তুষ্ট হ'য়ে দিল তত্ত্বজ্ঞান।
যেই ভাবে চিত্রকেতু করিবেক ধ্যান॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তুমি ভগবান্।
তোমারেই মনে মনে জানাই প্রণাম॥
বাসুদেব অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন নামেতে।
আর সঙ্কর্ষণরূপে আছ অবনীতে॥
বিজ্ঞানস্বরূপ তব আনন্দমূরতি।
আত্মারাম শান্ত তুমি জানাই প্রণতি॥

মৃত্যু শোক মোহ ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায়।
তোমারে স্মরিলে প্রভু, তুমিই উপায় ॥
যাতে অবস্থিত বিশ্ব, যাতে লয় হয়।
ব্রহ্মরূপ তোমা দেবে করিব আশ্রয় ॥
অন্তর বাহির ব্যাপ্ত, তবুও তো কেহ।
না ছুঁইতে পারে তোমা মন কিংবা দেহ ॥
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ।
ভক্তবাঞ্ছাতরু তুমি প্রভু নারায়ণ ॥
তপোধর্ম্ম শিখাইয়া তাহে ঋষিগণ।
করিল আপন স্থানে দু'জনে গমন ॥
তপ-বিদ্যা মহাবিদ্যা অভ্যাসিয়া যায়।
কিছুদিনে মহাসিদ্ধি লাভ করি তায় ॥
জলমাত্র করি পান অতি ভক্তিভরে।
নারদ-প্রদত্ত মন্ত্র সদা জপ করে ॥
হেরিল স্বচক্ষে রাজা দেব সঙ্কর্ষণ।
ব্রহ্মাণ্ডেতে ব্যাপ্ত যিনি সৃষ্টির কারণ ॥
মৃণাল সদৃশ গৌর নীলবস্ত্রধারী।
কেয়ূর কিরীটে কত শোভা বলিহারি ॥
প্রসন্নবদন তিনি অরুণলোচন।
চারিদিক ঘিরে আছে সিদ্ধেশ্বরগণ ॥
দর্শনে তাঁহার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়।
তাঁহার চরণে রাজা লইল আশ্রয় ॥
নারায়ণে হেরি রাজা ভক্তিযুক্ত মনে।
করিতে লাগিলা স্তব বিনম্র বচনে ॥
অজেয় তুমি হে প্রভু জানি দয়াময়।
তথাপি ভক্তেরা তোমা সদা করে জয় ॥
ভক্তের অধীন তুমি কৃপার সাগর।
ত্রিভুবনমাঝে তুমি পরম ঈশ্বর ॥
এ বিশ্বের তুমি কর সৃষ্টি স্থিতি লয়।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তোমা সম নয় ॥
তোমারে হেরিলে মুক্ত হয় জীবগণ।
কোটি জন্ম পাপ তাপ করে পলায়ন ॥
শুনিলে তোমার নাম কিবা ভয় আর।
সর্ব্বপাপ হ'তে জীব হইবে উদ্ধার ॥
হে অনন্ত ভগবান্ সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
তোমার নিকটে আর কি কহিব আমি ॥
তুমি হে পরম গুরু সকলের সার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
এই স্তব করি রাজা লভিলেন বর।
সিদ্ধি গুণে পাইলেন পদ বিদ্যাধর ॥
চিত্রকেতু-স্তবে তুষ্ট হন সঙ্কর্ষণ।
তার প্রতি বলে তবে মধুর বচন ॥
নারদ অঙ্গিরা তোমা দিল উপদেশ।
সেই উপদেশে ধ্যান কর সবিশেষ ॥
আমার দর্শন লাভ সেই হেতু হয়।
সর্ব্বভূতহেতু আমি জানিবে নিশ্চয় ॥
শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম নিত্য মূর্ত্তি মোর।
ভোক্তা ভোগ্য আমাতেই, নহে তারা দূর ॥
জাগ্রতে শয়নে করে পরব্রহ্ম ধ্যান।
পরব্রহ্মপদে সেই লভিবেক স্থান ॥
শ্রদ্ধাসহকারে কর আদেশ পালন।
অচিরেই সিদ্ধিলাভ করিবে রাজন ॥
এত বলি সঙ্কর্ষণ সম্মুখে সবার।
অন্তর্হিত হইলেন সর্ব্বগুণাধার ॥
সুবোধ রচিল গীত বিষ্ণু করি আশ।
চিত্রকেতু-পুত্রশোক যাহাতে বিনাশ ॥

ইতি অঙ্গিরা ও নারদ কর্ত্তৃক চিত্রকেতুর শোকাপনোদন।

উমার শাপে চিত্রকেতুর অসুরকুলে জন্মগ্রহণ

শুকদেব বলে শুন ভারত রাজন্ ।
অন্তর্হিত হ'লে পর দেব নারায়ণ ॥
বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেদিকে চাহিয়া ।
প্রণমিল নারায়ণে ভক্তিযুক্ত হিয়া ॥
মহাযোগী চন্দ্রকেতু নিযুত বৎসর ।
ইন্দ্রিয়সামর্থ্য বল রাখিতে তৎপর ॥
সিদ্ধমুনি চারণেরা স্তব তাঁর করে ।
ইচ্ছামত থাকে সেই সুমেরুশিখরে ॥
বিদ্যাধর নারী সহ করিত বিহার ।
ইচ্ছামত সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয় তাঁর ॥
বিষ্ণু-দত্ত বিমানেতে করি আরোহণ ।
চিত্রকেতু একদিন করিছে ভ্রমণ ॥
সিদ্ধগণ-পরিবৃত দেবতা শঙ্কর ।
ক্রমেতে হলেন তাঁর দৃষ্টির গোচর ॥
মুনির সভায় দেব ক্রোড়েতে পার্ব্বতী ।
বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করে হৃষ্টমতি ॥
তদবস্থ দেখি তাঁরে চিত্রকেতু বলে ।
উচ্চহাস্য করি আর শুনিয়ে সকলে ॥
দেহীদের শ্রেষ্ঠ যিনি গুরু সর্ব্বজনে ।
সভামধ্যে ভার্য্যা সহ আছেন মিলনে ॥
জটাধারী তপাচারী ব্রহ্মবাদী হ'য়ে ।
নির্লজ্জ আছেন বসি নারী কোলে ল'য়ে ॥
চিত্রকেতু বাক্য শুনি শিব মৌনী রন ।
নীরবে রহিল যত সভাসদ্গণ ॥
শঙ্কর প্রভাব সেই বুঝিতে না পারে ।
অনুচিত বাক্য সেই বলে এ প্রকারে ॥
দুষ্টবাক্যে রুষ্ট হ'য়ে শঙ্কর-গৃহিণী ।
ধৃষ্টে লক্ষ্যি বলে কিন্তু সুকঠোর বাণী ॥
মোদের সদৃশ দুষ্ট নির্লজ্জগণের ।
এই কিহে দণ্ডধর প্রভু সকলের ॥
ব্রহ্মা ভৃগু নারদাদি ধর্ম্ম নাহি জানে ।
মহাদেবে না নিবারে সেই কি কারণে ॥
জ্ঞানিগণে অজ্ঞ ভাবি ক্ষত্রিয়-অধম ।
শাসন করিছে শিবে পরমধরম ॥
ভৃগু আদি ঋষিগণ যাঁর ধ্যান করে ।
ধৃষ্ট চিত্রকেতু চাহে তাঁরে নিন্দিবারে ॥
অতীব গর্ব্বিতবুদ্ধি এই দুরাচার ।
শ্রীহরি-চরণে তার নাই অধিকার ॥
দুষ্টবুদ্ধি রে সন্তান, লভিবি জনম ।
অসুরযোনিতে তুই, যেমন করম ॥
অপরাধ না করিবি আর মহাজনে ।
পাপীয়সীগর্ভে তুই যাইবি এক্ষণে ॥
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর ।
উমা-অভিশাপ শুনি রাজা অতঃপর ॥
বিমান হইতে ভূমে নামিল তখন ।
পার্ব্বতীর প্রসন্নতা করে সম্পাদন ॥
চিত্রকেতু বলে মাতঃ অভিশাপ তব ।
অঞ্জলি পাতিয়া আমি গ্রহণ করিব ॥
প্রারব্ধের ফল ইহা জানিব নিশ্চয় ।
সুখদুঃখচক্রে জীব সদাই ভ্রময় ॥
সুখদুঃখকর্ত্তা জীব নিজে নহে কভু ।
আপনার কর্ত্তা বলি সেই ভাবে তবু ॥
কিবা স্বর্গ কি নরক সুখদুঃখ কিবা ।
সবই হরির সৃষ্টি যথা রাত্রি দিবা ॥
প্রিয়াপ্রিয় জ্ঞাতিবন্ধু কেহ নাই তার ।
সংসার-আসক্তি নাই সর্ব্বগুণাধার ॥
শাপমুক্তি হেতু মোর কোন ইচ্ছা নাই ।
অন্যায় যে উক্তি আমি করি তব ঠাঁই ॥
তার লাগি ক্ষমা চাই, অন্য কোন আশা ।
আমার মনেতে নাহি বাঁধিয়াছে বাসা ॥
শুকদেব বলে রাজা শুন অতঃপর ।
বিস্মিত করিয়া সবে চলে বিদ্যাধর ॥
দেব ঋষি দৈত্য সিদ্ধ সবার সাক্ষাতে ।
মহাদেব পার্ব্বতীকে বলে বিধিমতে ॥

শ্রীহরির দাস যেই তার আচরণ।
অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ করিলে দর্শন॥
নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত যেই জন।
ভীত তাঁরা কিছুতেই কভু নাহি হন॥
স্বর্গ মোক্ষ ও নরক সদৃশ তাঁহার।
সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি সর্ব্বগুণাধার॥
ভেদজ্ঞান হয় তার যেজন অজ্ঞান।
শ্রীহরি-চরণাশ্রয়ে থাকে জ্ঞানবান্॥
সনৎকুমার ব্রহ্মা আমি কিংবা আর।
কেহ না বুঝিতে পারি হরিলীলাভার॥
অংশাংশ যাহারা তারা জানিবে কিরূপে।
ভগবান্-অভিপ্রায় শ্রীহরি-স্বরূপে॥
চিত্রকেতু সমদর্শী শান্ত অতি হয়।
শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত হইবে নিশ্চয়॥
সেই হেতু তার প্রতি ক্রোধ নাহি করি।
মহাত্মা অতীব তিনি ভজে যেই হরি॥
মহাদেববাক্য শুনি আপনি পার্ব্বতী।
হইলেন গর্ব্বশূন্যা শান্তচিত্তা অতি॥
সমর্থ যদিও রাজা প্রতিশাপদানে।
তথাপি না দেয় তাহা সাধুতার গুণে॥
ভবানীর বাণীমতে সিদ্ধি বিনাশন।
অসুরত্ব প্রাপ্তি তার হইল তখন॥
সিদ্ধিনাশে চিত্রকেতু অসুরত্ব পেয়ে।
বৃত্র নামে ত্বষ্টাযজ্ঞে জন্মিলেন যেয়ে॥
বৃত্ররূপে ইন্দ্র সহ করিয়া সমর।
পুনশ্চ লভেন জ্ঞান মুক্তি অতঃপর॥
বৃত্র-চিত্রকেতু-কথা রাজা পরীক্ষিৎ।
বলিলাম যাহা পূর্ব্বে শুনিনু নিশ্চিত॥
পবিত্র কাহিনী এই যে করে শ্রবণ।
অনায়াসে মুক্ত হয় সংসার-বন্ধন॥
প্রাতঃকালে যেই ব্যক্তি করি গাত্রোত্থান।
শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করে এ আখ্যান॥
শ্রীহরি স্মরণ করি লভে পরাগতি।
শাস্ত্রের বচন ইহা শুন ধর্ম্মমতি॥
দেবসুত করে পাঠ সুবোধ সুমতি।
উপাধ্যায় রচে তাহা অতি হৃষ্টমতি॥

ইতি উমার শাপে চিত্রকেতুর অসুরকুলে জন্মগ্রহণ।

দ্বাদশ অধ্যায়

সবিতা প্রভৃতির বংশ ও মরুদ্গণের জন্মকথন

বৃত্রের বৃত্তান্ত শুক করি সমাপন।
আরম্ভিলা দেব-দৈত্য-বংশানুকীর্ত্তন॥
কহিলেন শুকদেব উত্তরা-নন্দনে।
দেবাদির বংশ বৃদ্ধি হইল কেমনে॥
পৃশ্নিদেবী হইলেন পত্নী সবিতার।
তিন কন্যা আর কয় পুত্র হ'ল তাঁর॥
সাবিত্রী ব্যাহৃতি ত্রয়ী নামে তিন কন্যা।
জগৎ-বন্দিতা তারা রূপে গুণে ধন্যা॥
অগ্নিহোত্র পশুযাগ সোমযাগ আর।
চাতুর্ম্মাস্য আদি যাগ পুত্র সবিতার॥
ভগের বনিতা সিদ্ধি তার গর্ভে হয়।
অঙ্গ, বিভু, প্রভু আর মহিমা তনয়॥
আর হয় আশীঃ নামে কন্যা অনুপমা।
রূপে গুণে হয় সেই লক্ষ্মীদেবী সমা॥
চারিপত্নী ধাতৃদেব করেন গ্রহণ।
তাহাদের গর্ভে জন্মে চারিটি নন্দন॥

সায়ং প্রাতঃ পৌর্ণমাস দর্শ এই নাম।
ধাতার তনয় সবে অতিগুণধাম॥
বিধাতার পত্নী ক্রিয়া তাঁহার গর্ভেতে।
পঞ্চ অগ্নি জন্ম লয় পুরীষ্য নামেতে॥
বরুণের ভার্য্যা হয় নামেতে চর্ষণী।
ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগুর জননী॥
ব্রহ্মার মানস হ'তে পূর্ব্ব জন্মে যার।
বরুণের পুত্ররূপে জন্মে পুনর্ব্বার॥
বাল্মীকি নামেতে যেই শ্রেষ্ঠ তপোধন।
সেই হয় বরুণের অপর নন্দন॥
আর এক শুন রাজা বিচিত্র কাহিনী।
একদিন স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশী মোহিনী॥
মুখে মৃদুমন্দ হাস কটাক্ষ নয়নে।
বিপুল-স্তনজঘনা ক্ষৌম পরিধানে॥
মিত্র ও বরুণ সেই রূপ নেহারিয়া।
কামের তাড়নে তারা উঠিল মাতিয়া॥
কামাবেগে বীর্য্য রোধ করিতে নারিল।
লজ্জাবশে সেই বীর্য্য কুম্ভে নিক্ষেপিল॥
সেই বীর্য্য হ'তে দুই জনমে কুমার।
অগস্ত্য একের নাম বশিষ্ঠ সে আর॥
রেবতী মিত্রের ভার্য্যা গর্ভে জন্মে তার।
উৎসর্গ অরিষ্ট আর পিপ্পল কুমার॥
ইন্দ্রপত্নী পৌলোমীর গর্ভেতে জনমে।
তিনটি কুমার তার জয়ন্ত প্রথমে॥
ঋষভ মীঢ়াষ নামে দ্বিতীয় তৃতীয়।
গুণে অনুপম তারা রূপে অদ্বিতীয়॥
ছলিতে বলিরে হরি বামন রূপেতে।
অবতার হৈলা যবে অদিতি-গর্ভেতে॥
কীর্ত্তিরে বিবাহ কৈলা সেই অবতার।
নামেতে বৃহৎশ্লোক নন্দন তাহার॥
সৌভগ প্রভৃতি পুত্র বৃহৎশ্লোকের।
এই ভাবে বংশবৃদ্ধি হইল দেবের॥
সংক্ষেপে কহিয়া দেববংশের বিস্তার।
দৈত্যবংশ বিবরণ কহি এইবার॥
দিতিপুত্র হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু।
অসুরকুলের রাজা দেবতার রিপু॥
কয়াধূ নামেতে সতী জম্ভের দুহিতা।
হিরণ্যকশিপুসনে হয় বিবাহিতা॥
হ্লাদ অনুহ্লাদ আর সংহ্লাদ প্রহ্লাদ।
চারি পুত্র পেয়ে মনে পরম আহ্লাদ॥
সিংহিকা নামেতে বিপ্রচিত্তির রমণী।
কয়াধূর সহোদরা রাহুর জননী॥
সংহ্লাদের ঔরসেতে কৃতির উদরে।
পঞ্চপুত্র একে একে জন্মলাভ করে॥
ধমনি আছিল নাম হ্লাদের ভার্য্যার।
বাতাপি ইল্বল নামে দুই পুত্র তার॥
একদা অগস্ত্যমুনি অর্থ আনিবারে।
চলে যান দৈত্যরাজ ইল্বলের ঘরে॥
মুনিপ্রাণ নাশিবার ইচ্ছা ল'য়ে মনে।
বাতাপিরে মেষরূপ দিল সেইক্ষণে॥
মায়াতে ইল্বল ছিল অতি বিচক্ষণ।
বাতাপির মেষমাংস করিল রন্ধন॥
ভোজনেতে মুনিবর পরিতৃপ্ত হ'য়ে।
সেই মাংস জীর্ণ করে উদর আলয়ে॥
দুষ্টের দুর্ম্মতি মুনি বোঝে মনে মনে।
ইল্বল ভ্রাতাকে তবে ডাকে সেইক্ষণে॥
বাতাপি নাহিক আর হইল বাহির।
মুনির প্রতাপ বুঝি ইল্বল অস্থির॥
তুষ্ট তাঁরে করিলেক বহু অর্থ দানে।
ইল্বল-বাতাপি কথা সমাপ্ত এখানে॥
অনুহ্লাদ পত্নী সূর্য্যা ধরিলা জঠরে।
বাষ্কল মহিষ নামে দুই পুত্রবরে॥
প্রহ্লাদের পত্নী তার দর্ব্বী নাম হয়।
বিরোচন নাম ধরে তাহার তনয়॥
তার পুত্র বলি নামে বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার বিবাহ হয় অশনার সনে॥
শতপুত্র জন্মে তবে গর্ভে অশনার।
বাণ নাম ধরে যেই জ্যেষ্ঠ সবাকার॥

আরাধনা করি শিবে বলিপুত্র বাণ।
হইলেন মহাদেব পার্ষদ প্রধান॥
সে অবধি গুণমুগ্ধ মহেশ তাহার।
লয়েছেন ভার তার নগর রক্ষার॥
মরুদ্‌গণের জন্ম দিতির উদরে।
তথাপি দেবতা নাম তারা সবে ধরে॥
পরীক্ষিৎ রাজা তবে এই কথা শুনি।
কহিলেন দয়া করি কহ মোরে মুনি॥
দিতির গর্ভেতে জন্মি মরুতের গণ।
দৈত্য না হইয়া দেব হৈল কি কারণ॥
শুনি পরীক্ষিৎ-প্রশ্ন শুক মুনিবর।
প্রথমে প্রশংসা তার করিলা বিস্তর॥
অতঃপর ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলা।
কেমনে মরুদ্‌গণ দেবতা হইলা॥
বিষ্ণুর সহায়ে ইন্দ্র প্রকাশ হইয়া।
বধিল দিতির পুত্র কৌশল করিয়া॥
সেই শোকে দিতি অতি ব্যথা পেয়ে মনে।
ভাবিত ইন্দ্রের নাশ হইবে কেমনে॥
ব্যাকুলা হইল হেন পুত্রলাভ তরে।
ইন্দ্রেরে বধিতে সেবা পারিবে সমরে॥
আপন মনেতে চিন্তা করে দিতি সতী।
ইন্দ্রিয়-আসক্ত ইন্দ্র অতি ক্রূরমতি॥
ভ্রাতৃহন্তা হয় সেই পাপী অতিশয়।
পাপাত্মা ইন্দ্রের বধ কি উপায়ে হয়॥
দেহাদি পদার্থে সেই নিত্য জ্ঞান করে।
ইন্দ্রনাশী পুত্র কবে জন্মিবে উদরে॥
যে উপায়ে সেই পুত্র পারিব লভিতে।
স্বামিসেবা করি আমি সেই বিধিমতে॥
স্বামীর নিকটে তাই করিয়া গমন।
ভক্তি সহকারে তাঁর সেবিল চরণ॥
নানাভাবে কশ্যপের তুষিয়া অন্তর।
অবশেষে মাগে দিতি অভিমত বর॥
দিতির সেবায় তুষ্ট হ'য়ে মুনিবর।
কামনা পূরাতে তার হইল তৎপর॥
পুরুষের মোহ লাগি নারীর সৃজন।
মহাজ্ঞানী ঋষি তবু মুগ্ধ তাঁর মন॥
মোহবশে করে মুনি দিতিরে সম্ভাষ।
কহ কহ সুবদনি কিবা অভিলাষ॥
বামোরু হে সুবদনি তুষ্ট আমি অতি।
অপ্রাপ্য না থাকে কিছু তুষ্ট যার পতি॥
রমণীর হয় পতি পরম দেবতা।
বাসুদেব ভাবে স্বামী অতি পতিব্রতা॥
তোমার তাদৃশ পতি জানিবে আমারে।
পূরাব তোমার বাঞ্ছা জানিবে অচিরে॥
যেবা ইচ্ছা বর তুমি করহ প্রার্থনা।
অবশ্য পূরাব তব মনের বাসনা॥
শুনিয়া পতির বাক্য দিতির উল্লাস।
আপন মনের কথা করিল প্রকাশ॥
হে স্বামিন্ মম প্রতি তুষ্ট যদি তুমি।
এই বর তব ঠাঁই মাগি তবে আমি॥
বধিল বাসব মোর দুইটি তনয়।
ইন্দ্রহন্তা পুত্র যেন মোর গর্ভে হয়॥
এত শুনি মুনিবর করে পরিতাপ।
হায় হায় মোহবশে কি করিনু পাপ॥
অতি খল নারীজাতি পাতি মায়াফাঁদ।
সাধিতে আপন স্বার্থ ঘটায় প্রমাদ॥
বদন যাহার হয় শরৎকমল।
মুখে মিষ্ট মধু তার হৃদে হলাহল॥
তার আচরণ কেহ বুঝিতে না পারে।
স্বার্থ-ইচ্ছা বশ নারী জানে চরাচরে॥
মনেতে গরল মুখে অমৃত বরষে।
পত্নীবাক্যে ভুলি আমি ইন্দ্রিয়ের বশে॥
বর দিব বলি আগে কৈনু বাক্যদান।
মম বাক্য কোনমতে নাহি হবে আন॥
বধযোগ্য ইন্দ্র নাহি হয় কদাচন।
মম বাক্য পুনরপি না হয় লঙ্ঘন॥
এক্ষণে করিতে হবে এমন উপায়।
মম বাক্য থাকে আর ইন্দ্র রক্ষা পায়॥

এই ভাবে চিন্তা করি ক্রুদ্ধ হয় মনে।
তবে ত বলিল মুনি পত্নী-সন্নিধানে॥
মম উপদেশ তুমি করিয়া ধারণ।
সম্বৎসরকাল কর ব্রতের পালন॥
যদি তব সেই ব্রতে না ঘটে ব্যত্যয়।
ইন্দ্রহন্তা পুত্র তব হইবে নিশ্চয়॥
কিন্তু যদি তাহে কোন অনিয়ম হয়।
দেবতার মিত্র তব হইবে তনয়॥
এতেক শুনিয়া দিতি বলে স্বামী প্রতি।
ব্রত-উপদেশ মোরে দাও তুমি পতি॥
যাহাতে নিয়ম কভু নষ্ট নাহি হয়।
নিষিদ্ধ কর্ত্তব্য যাহা কহ সমুদয়॥
এত শুনি মুনিবর কহিল বচন।
নিষিদ্ধ কর্ত্তব্য যাহা ব্রতের সাধন॥
এক বর্ষ-কাল তুমি হিংসা না করিবে।
মিথ্যা না কহিবে আর কারে না শাপিবে॥
অপবিত্র বস্তু নাহি করিবে স্পর্শন।
জলে না নামিবে ক্রুদ্ধ না হবে কখন॥
নখরোম ছেদন না করিতে পারিবে।
উচ্ছিষ্ট বসন মাল্য বর্জ্জন করিবে॥
না করিয়া আচমন না বান্ধিয়া কেশ।
সংযম না করি বাক্য না পরিয়া বেশ॥
গৃহের বাহিরে নাহি যাইবে সন্ধ্যায়।
না শোবে উত্তর কিংবা পশ্চিম শিরায়॥
না ধুয়ে চরণ আর না পরি বসন।
সন্ধ্যায়, অন্যের সহ না কর শয়ন॥
পূজা কর গো-ব্রাহ্মণ লক্ষ্মী-নারায়ণে।
পতি-দেবতারে পূজ ভক্তিযুত মনে॥
পূজাশেষে একমনে কর শুধু ধ্যান।
নিজ জঠরেতে যেন পতি বিদ্যমান॥
এইরূপে সংবৎসর হইলে বিগত।
অবশ্য জন্মিবে তব পুত্র মনোমত॥
শুনিয়া পতির মুখে ব্রতের বিধান।
একমনে করে দিতি তার অনুষ্ঠান॥
অমোঘ কশ্যপ বীর্য্য ধরিয়া উদরে।
পালে দিতি মহাব্রত ইন্দ্রনাশ তরে॥
মনের বাসনা তার জানি দেবরাজ।
আসিলা আশ্রমে ছাড়ি দেবের সমাজ॥
এক মনে সেবে ইন্দ্র দিতির চরণ।
ব্রতচ্ছিদ্র অন্বেষণ করে অনুক্ষণ॥
ভৃত্যবেশে ইন্দ্র সদা সেবা তার করে।
কিন্তু ব্রতচ্ছিদ্র নাহি পায় দেখিবারে॥
অতীব উদ্বিগ্ন ইন্দ্র হইল তাহাতে।
কেমনে মঙ্গল হয় লাগিল ভাবিতে॥
একদিন দিতি তবে সায়াহ্ন সময়।
ভোজনান্তে তার অতি নিদ্রাবেশ হয়॥
না করিয়া আচমন পাদপ্রক্ষালন।
হইল কশ্যপপত্নী নিদ্রায় মগন॥
সেই ছিদ্র পেয়ে ইন্দ্র যোগ মায়াবলে।
প্রবেশিলা দিতিগর্ভে মায়ার কৌশলে॥
সন্তান কনকপ্রভ দিতিগর্ভে স্থিত।
বজ্র-অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিল কর্ত্তিত॥
সপ্তধা হইল ছিন্ন তবু নাহি মরে।
প্রতিখণ্ডে ইন্দ্র পুনঃ সপ্তখণ্ড করে॥
ঊনপঞ্চাশৎ ভাগে করিল কর্ত্তন।
না মরি লাগিল সবে করিতে ক্রন্দন॥
অশ্বত্থামা অস্ত্রে যথা হইয়া আহত।
তুমি পরীক্ষিৎ যথা না হও নিহত॥
খণ্ড খণ্ড তথা হয় গর্ভস্থ সন্তান।
কিন্তু না মরিল কেহ শুন মতিমান্॥
বর্ষকাল দিতি করে শ্রীহরি ভজন।
সেই পুণ্যে পুত্র তার না মরে তখন॥
“মা রুদ” বলিয়া ইন্দ্র করিল সান্ত্বন।
মরুৎ নামেতে তারা খ্যাত সে কারণ॥
ওহে মোর ভ্রাতৃগণ না কর রোদন।
হইবে তোমরা মম পারিষদগণ॥
এরূপে মরুদ্‌গণ দিতির উদরে।
জন্মিয়া তবুও দেব-আখ্যা লাভ করে॥

অতঃপর শ্রীহরির বরলাভ করি।
হইল তাহারা সোমপানে অধিকারী ॥
নিদ্রাভঙ্গে হেরিলেন কশ্যপবনিতা।
ঊনপঞ্চাশৎ পুত্র তেজেতে সবিতা ॥
ইন্দ্রে জিজ্ঞাসিলা দিতি মানিয়া বিস্ময়।
ঊনপঞ্চাশৎ পুত্র কি ভাবেতে হয় ॥
দেবরাজ হ'য়ে অতি শঙ্কিত অন্তর।
কহিলা সকল কথা দিতির গোচর ॥
যে ভাবেতে সপ্ত খণ্ড করিল সন্তানে।
পুনরপি খণ্ড তাহা করে যে বিধানে ॥
বিনয়ে করিয়া তাঁর সন্তোষ বিধান।
মরুদ্গণের সহ করিলা প্রয়াণ ॥
ইন্দ্রেরে করিলা ক্ষমা সতীনারী দিতি।
মরুৎ বৃত্তান্ত করি এখানেতে ইতি ॥
অন্য বিবরণ যদি চাহ শুনিবারে।
সঙ্কোচ না করি তাহা জিজ্ঞাসহ মোরে ॥

সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
পাপী তাপী পায় যাতে মোক্ষের সন্ধান ॥

ইতি সবিতা প্রভৃতির বংশ ও মরুদ্গণের জন্মকথন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিতি-পালিত বৈষ্ণবব্রতের বিশেষ বিধান

শুনিয়া শুকের বাক্য পাণ্ডুবংশধর।
কহিলেন দয়া করি কহ মুনিবর ॥
কেমনে করিলে সেই ব্রত পুংসবন।
লক্ষ্মীপতি আর লক্ষ্মীদেবী তুষ্ট হন ॥
এত শুনি শুকদেব কহিল রাজায়।
যেমতে আচরি ব্রত শুভ ফল পায় ॥
শুক্লপক্ষ প্রতিপদে অগ্রহায়ণেতে।
অবশ্য হইবে ব্রতী পুংসবন ব্রতে ॥
প্রাতঃস্নান অন্তে শুক্ল বেশভূষা পরি।
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা ল'য়ে মরুদ্গণে স্মরি ॥
দন্তধাবন ও স্নান করি সমাপন।
পরিধান করিবেক বিশুদ্ধ বসন ॥
শুনিয়া তাদের জন্মবৃত্তান্ত কথন।
লক্ষ্মী-নারায়ণে তবে করিবে পূজন ॥
লক্ষ্মী আর নারায়ণে করি স্তবস্তুতি।
ভক্তিভরে উভয়েরে করিয়া প্রণতি ॥
সকল পদার্থ তোমা রহে পূর্ণকাম।
নিরপেক্ষ তোমাকেই জানাই প্রণাম ॥
মহৈশ্বর্য্য তোমা হৈতে লাভ জানি হয়।
অণিমাদি সিদ্ধি তোমা বিরাজিত রয় ॥
ঐশ্বর্য্য মহিমা কৃপা সত্য তেজ আর।
মণ্ডিত সকল গুণে তুমি সারাৎসার ॥
বিষ্ণুপত্নী মহাশক্তি লোকমাতা তুমি।
তুষ্ট হও মোর প্রতি তোমারে প্রণমি ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা হে বিভূতিপতি।
পূজোপহার অর্পণ করি তব প্রতি ॥
এই মন্ত্রে বিষ্ণুদেবে করি আবাহন।
অর্ঘ্য পাদ্যাচমনীয় স্নানীয় বসন ॥
উপবীত গন্ধপুষ্প ভূষণাদি যত।
ধূপদীপ উপহার দিবে কত শত ॥
অনন্তর স্বাহা মন্ত্র করি উচ্চারণ।
দ্বাদশ আহুতি দিবে অগ্নিতে তখন ॥

সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা নমস্কার করি।
তোমার উদ্দেশ্যে হোম সভক্তি আচরি ॥
ব্রতচারিণীর যদি থাকয়ে কামনা।
ভক্তিভরে নিত্য পূজা করে সেই জনা ॥
ভক্তিনম্র চিত্তে কর ভূতলে প্রণাম।
তারপর কর জপ মন্ত্রে সেই নাম ॥
দশবার মন্ত্র জপি স্তোত্র পাঠ করি।
প্রতিদিন লক্ষ্মীসহ পূজিবে শ্রীহরি ॥
পূজা অন্তে পতিদেবে করিবে পূজন।
পতি প্রতি বিরক্ত না হইবে কখন ॥
সধবা নারীরে দিবে বস্ত্র অলঙ্কার।
পূজিবে ব্রাহ্মণে দিয়া নানা উপহার ॥
অনন্তর দেবমূর্ত্তি করি বিসর্জ্জন।
দেবতা-প্রসাদ পরে করিবে ভক্ষণ ॥
এই ভাবে বর্ষকাল হইলে বিগত।
কার্ত্তিকের শেষ দিন হ'লে সমাগত ॥
উপবাসে কাটাইবে সমস্ত দিবস।
অন্ন আর পানীয় না করিবে পরশ ॥
পরদিন করি স্বামী হরি-আরাধন।
দুগ্ধপক্ক চরু ল'য়ে করিবে হবন ॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন আদি পরে সমাপিয়া।
যজ্ঞ-চরু-অংশ নিজে ভক্ষণ করিয়া ॥
অবশিষ্ট স্ত্রীকে দিবে করিতে ভোজন।
এইরূপে বিষ্ণুব্রত হবে সমাপণ ॥
ধনপুত্র যশোভাগ্য এই ব্রতফল।
যাহে তুষ্ট পিতৃগণ দেবতা সকল ॥
পুরুষ বৈষ্ণবব্রত করিলে সাধন।
অভীপ্সিত দ্রব্য লাভ করে সে তখন ॥
সৌভাগ্য সম্পদ যশ লাভ করে নারী।
অবৈধব্য পুত্র পায় এই ব্রত করি ॥
কুমারী লভিবে পতি সর্ব্বসুলক্ষণ।
অবীরা নিষ্পাপ গতি পাইবে তখন ॥
মৃতবৎসা নারী-পুত্র থাকিবে জীবিত।
দুর্ভাগা নারীর দুঃখ ঘুচিবে সতত ॥
সৌন্দর্য্য লভিবে যত কুৎসিত রমণী।
রোগী হবে রোগমুক্ত দীন হবে ধনী ॥
এই পুণ্য ব্রতকথা যে করে শ্রবণ।
ইষ্টসিদ্ধি হয় তার দুঃখ বিনাশন ॥
সুবোধ-রচিত গীত অতি সুমধুর।
শুনিলে পাপীর হয় পাপ তাপ দূর ॥

ভাগবত গ্রন্থ এই ভকতের ধন।
ষষ্ঠ স্কন্ধ তার এবে হ'ল সমাপন ॥

ইতি দিতি-পালিত বৈষ্ণবব্রতের বিশেষ বিধান।

[ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত]

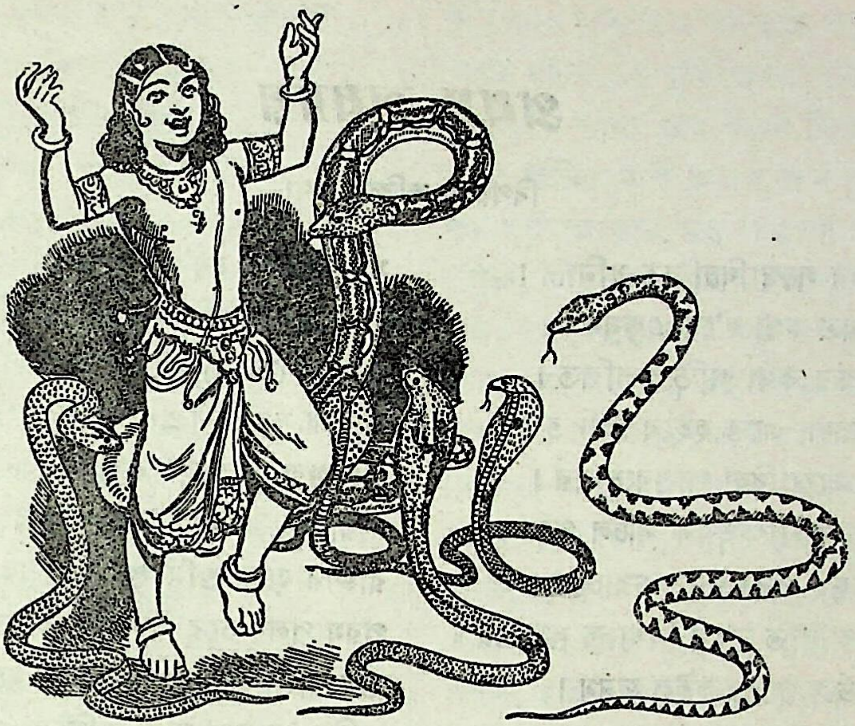

শ্রীমদ্ভাগবত

সপ্তম স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারায়ণে নমস্করি নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে ॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি ॥
সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ।
নমিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন ॥

প্রথম অধ্যায়

বিপরীত ভক্তির কথা

সূত কন সম্বোধিয়া যত মুনিগণ ।
শুন ভাগবত-কথা হ'য়ে একমন ॥
সপ্তম স্কন্ধের কথা অতি সুললিত ।
শ্রীহরি-করুণা এতে হইবে বিদিত ॥
শুক কন সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধরে ।
শুন রাজা পরীক্ষিৎ কি ঘটিল পরে ॥
কশ্যপের দুই পত্নী খ্যাত চরাচরে ।
দিতি ও অদিতি নামে বিখ্যাত সংসারে ॥
দিতি-গর্ভে অসুরের হইল জনম ।
অদিতির গর্ভে জন্মে যত দেবগণ ॥
অসুরে দেবেতে কভু না হয় মিলন ।
উভয়ে উন্মত্ত রয় সদা করি রণ ॥
যতেক অসুর হয় মহা-দুরাচার ।
দেবগণ বিষ্ণু-প্রিয় ব্যক্ত এ সংসার ॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র অতি বলবান্ ।
কৌশলে অসুর নাশ করেন বিধান ॥
যতেক দিতির পুত্র অসুর জন্মিল ।
দেবগণ সহ ইন্দ্র সকলে নাশিল ॥
যবে দেবগণ রণে হয় পরাজয় ।
অসুর নাশেন আসি বিষ্ণু দয়াময় ॥
এইরূপে দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব হয় ।
বিষ্ণু আসি অসুরের প্রাণ সংহারয় ॥
এই কথা শুনি তবে উত্তরা-নন্দন ।
শুকদেব প্রতি এই কহিলা বচন ॥
অপূর্ব্ব বারতা গুরু করিনু শ্রবণ ।
প্রিয়াপ্রিয়-বোধ আছে যথা নারায়ণ ॥
কি প্রিয় সাধিল দেব ভজি নারায়ণ ।
কোন্ বা অপ্রিয় করে অসুরের গণ ॥
সমবুদ্ধি যার হয় সম-দৃষ্টিময় ।
শুদ্ধসত্ত্বময় যিনি অসম্ভব নয় ॥
সুরাসুর-ভেদবুদ্ধি কেমনে তাঁহার ।
কাহার সাধেন প্রিয় কাহার সংহার ॥
কহ গুরু এ অধমে করিয়া বিচার ।
নারায়ণে এ বৈষম্য এ কি ব্যবহার ॥
রাজার বচন শুনি শুক মহাশয় ।
পরম পুলকভরে পরীক্ষিতে কয় ॥
শুন রাজা এই কথা অবহিত মনে ।
কহিব সে প্রশ্ন যাহা কহিলে এক্ষণে ॥
বড়ই সুন্দর তব প্রশ্ন সমুদয় ।
ভগবৎকথা বড় উপাদেয় হয় ॥
হরিভক্ত প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য শ্রবণে ।
গূঢ় ভক্তি জন্মে সদা হরির চরণে ॥
নারদাদি ঋষি সদা করয়ে কীর্ত্তন ।
ব্যাসদেবে নমস্করি করিব বর্ণন ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই প্রকৃতি ত্রিগুণ ।
ভগবান্ ভিন্ন তাতে সদাই নির্গুণ ॥
দেহাদি ইন্দ্রিয় তাঁর নাই কোন কালে ।
তথাপি আশ্রয় দেহ করে অবলীলে ॥
সমকালে হ্রাসবৃদ্ধি ত্রিগুণ না পায় ।
ঋষিদেব দেহে সদা সত্ত্ব বেড়ে যায় ॥
অসুরেতে রজোগুণ বৃদ্ধি পায় সদা ।
তমোগুণ রাক্ষসেতে বাড়ে তো সর্ব্বদা ॥
কাষ্ঠদেহে তেজ যথা প্রকাশিত হয় ।
আত্মাও সবার দেহে প্রকাশে নিশ্চয় ॥
যে কর্ম্মেতে পুনর্জ্জন্ম করয়ে গ্রহণ ।
জ্ঞানী সেই কর্ম্ম নাহি করে কদাচন ॥

ভোগ যবে কাম্য হয় তবে ভগবান্ ।
রজোগুণাশ্রিত দেহ করেন নির্ম্মাণ ॥
লীলা ক্রীড়া বাসনায় সেই দেহে তার ।
সত্ত্বগুণ সৃজে প্রভু সর্ব্বগুণাধার ॥
শরীর নাশের তরে স্রষ্টা ভগবান্ ।
তমোগুণ সৃজি করে জগৎবিধান ॥
প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গে করে বিচরণ ।
যেই কাল, তার স্রষ্টা হন নারায়ণ ॥
এই কাল দেবতার বৃদ্ধি সদা করে ।
রজোতমোগুণে তাহা অসুর সংহারে ॥
মায়াময় সেই হরি বুঝে শক্তি কার ।
সকল কার্য্যেতে হয় মঙ্গল অপার ॥
যে কথা জিজ্ঞাস তুমি পাণ্ডুবংশধর ।
ধর্ম্মরাজ সেই কথা হয়েন গোচর ॥
যবে রাজসূয় যজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠির ।
আমন্ত্রিল রাজগণে সব পৃথিবীর ॥
শিশুপাল দন্তবক্র দুষ্ট রাজগণ ।
সকলি সভার স্থলে করে আগমন ॥
শিশুপাল হেরি সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ।
পাইল সাযুজ্য মুক্তি করি বিদ্বেষণ ॥
ইহা দেখি যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য হইয়া ।
জিজ্ঞাসেন নারদের নিকটে আসিয়া ॥
আশ্চর্য্য দেবর্ষি আজ করিনু দর্শন ।
চিরকাল যে করিল হরিরে নিন্দন ॥
হরিনামে যার ঘৃণা কৃষ্ণে দ্বেষ করে ।
কৃষ্ণমুখ নাহি যেই হেরে ক্রোধভরে ॥
সেই শিশুপাল বল কোন্ পুণ্যবলে ।
পাইল সাযুজ্য মুক্তি কৃষ্ণ-পদতলে ॥
মহারাজ বেণ যবে নিন্দে ভগবানে ।
নরকে নিক্ষেপ তারে করেন ব্রাহ্মণে ॥
দমঘোষসুত এই অতি দুষ্টমতি ।
দন্তবক্র শিশুপাল কৃষ্ণে দ্বেষ অতি ॥
তাহার জিহ্বায় কুষ্ঠ কেন নাহি হয় ।
বলামাত্র কেন নাহি প্রবেশে নিরয় ॥
বায়ুতে প্রদীপশিখা যেভাবে চালিত ।
আমাদের বুদ্ধি চলে কর্ম্মেতে সতত ॥
অদ্ভুত ঘটনা এই বুঝিতে না পারি ।
দয়া করি ব্যাখ্যা এর করুন বিস্তারি ॥
নারদ শুনিয়া বাণী কহেন বচন ।
শুন ধর্ম্মরাজ তার তত্ত্ব নিরূপণ ॥
অনুভব করিবারে নিন্দা এবং স্তুতি ।
অজ্ঞান অংশেতে সৃষ্ট পুরুষ প্রকৃতি ॥
আমার আমিত্ববোধ এই অভিমান ।
দুঃখ কষ্ট ও অরিতা নরে করে দান ॥
সকলের আত্মারূপী নিজে ভগবান্ ।
কিরূপেতে হিংসা আদি পায় তাতে স্থান ॥
হিতসাধনের লাগি করে দণ্ডদান ।
নানাভাবে তাঁর পূজা হয় মতিমান্ ॥
অপূর্ব্ব মহিমা যাঁর নাম নারায়ণ ।
শত্রু মিত্র নাহি ভেদ যাঁর কদাচন ॥
যেরূপে যে ভাবে তাঁরে সেই ভাবে পায় ।
মুক্তিদাতা হরি তিনি কে বুঝিবে তাঁয় ॥
শিশুপাল শত্রুভাবে ভাবি নারায়ণ ।
সর্ব্বদা করিত চিন্তা স্থির করি মন ॥
শত্রু মিত্র ভাব মাত্র অমৃত সে হরি ।
যে ভাবে ভাবিলে তাঁরে পায় পদতরী ॥
তৈলপায়ী কীট যথা ভাবিয়া ভ্রমর ।
ভ্রমরের রূপ সেই ধরে অতঃপর ॥
শিশুপাল শত্রুরূপে ভাবি নারায়ণ ।
অমৃত হরির গুণে পাইল চরণ ॥
কাম হেতু কৃষ্ণে প্রাপ্ত হয় গোপীগণ ।
ভয় জন্য কংস পায় সেই নারায়ণ ॥
হিংসা জন্য শিশুপাল পায় সেই হরি ।
যাদব পাইল কৃষ্ণ সুসম্বন্ধ করি ॥
স্নেহ-গুণে হে পাণ্ডব পাও নারায়ণ ।
ভক্তিগুণে পাই তাঁরে মোরা ঋষিগণ ॥
বাসনার শুভাশুভে মন্দ শুভ হয় ।
কেহ হরি ভজে তাহে কেহ তাহা নয় ॥

পূর্ব্বজন্মে শিশুপাল আছিল সুজন।
বিষ্ণু-পারিষদ ছিল তেজে অগণন ॥
বিপ্র-শাপে দুষ্ট-জন্ম করিয়া ধারণ।
করিল বিষ্ণুরে দ্বেষ জানিবে রাজন ॥
এ কথা শুনিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
নারদেরে কহে পুনঃ বচন গভীর ॥
শিশুপাল-জন্ম-কথা করহ বর্ণন।
শুনিয়া হউক স্থির এ চঞ্চল মন ॥
কেবা তারে দেয় শাপ, কেন শাপদান।
বৈকুণ্ঠনিবাসী কেন মর্ত্ত্যে লয় স্থান ॥
দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধেতে বদ্ধ যারা নয়।
কিরূপেতে দেহবদ্ধ হয় মহাশয় ॥
রাজার শুনিয়া বাণী নারদ তখন।
শিশুপাল-জন্ম-বাণী করিল বর্ণন ॥
সনকাদি চারি ভাই ব্রহ্মার কুমার।
বিষ্ণুলোকে যান যবে করিতে বিহার ॥
মরীচিরো অগ্রজাত ইঁহারা যে হন।
তথাপি বালকতুল্য করিতে দর্শন ॥
দুই দ্বারপাল ছিল জয় ও বিজয়।
বিষ্ণু-পারিষদ দোঁহে শুন মহাশয় ॥
ঘারি ভায়ে নিষেধিল করিতে প্রবেশ।
সনকের তাহাতেই ক্রোধের আবেশ ॥
অবারিত বিষ্ণুদ্বার তাহার মাঝারে।
সনকাদি চারি ভাই প্রবেশিতে নারে ॥
তবে বিপ্রগণ মিলি অভিশাপ দিল।
জয় ও বিজয় ক্রমে দৈত্য-জন্ম নিল ॥
অজ্ঞানে করিয়া তারা সাধু-অপমান।
দুই জনে দুষ্ট-যোনি একত্রেই পান ॥
অভিশাপ পেয়ে তবে জয় ও বিজয়।
শাপ-মুক্তি লাগি তবে করে অনুনয় ॥
সেই কালে মিলি তবে ব্রহ্মার নন্দন।
কহিল তৃতীয় জন্মে পাবে নারায়ণ ॥
বিপরীত ভাবে করি হরি-বিদ্বেষণ।
হরি সহ করি রণ হইবি নিধন ॥
সেই হেতু ধর্ম্মরাজ দুষ্ট-বুদ্ধি ধরে।
দুষ্টগণ অবিরত হরিদ্বেষ করে ॥
প্রথম জন্মেতে সেই জয় ও বিজয়।
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ হয় ॥
উভয়েই বলবান্ দিতির তনয়।
ব্রহ্মাণ্ড পীড়ন করে সদা মত্ত রয় ॥
হিরণ্যাক্ষ বধে হরি বরাহ হইয়া।
ধরার উদ্ধার লাগি সমরে মাতিয়া ॥
শ্রীহরির হিংসা বশে না হয় সে রণ।
যেমন ইচ্ছিল দৈত্য পাইল তেমন ॥
হরি সহ করে ইচ্ছা করিবারে রণ।
সেই ইচ্ছা ফলে তারে বধে নারায়ণ ॥
কশিপুরে বধে হরি হ'য়ে নরহরি।
প্রহ্লাদেরে রাখিবারে দিয়া পদতরী ॥
অপূর্ব্ব সে কথা রাজা করিব প্রকাশ।
যে ভাবে ভাবহ হরি পূরিবে সে আশ ॥
দ্বিতীয় জনমে তবে জয় ও বিজয়।
রাবণ ও কুম্ভকর্ণ দুই নামে হয় ॥
রাঘবরূপেতে সেই শ্রীমধুসূদন।
পবিত্র করিলা দোঁহে করিয়া নিধন ॥
পাণ্ডুবংশ-অবতংস! মার্কণ্ডেয়মুখে।
শুনিবেন রাম-কথা অতি মনোসুখে ॥
তৃতীয় জনমে সেই জয় ও বিজয়।
দন্তবক্র শিশুপাল দুই নামে হয় ॥
এ জনমে করি তারা হরি বিদ্বেষণ।
সর্ব্বদা ভাবয়ে কৃষ্ণে তারা দুইজন ॥
বৈরিভাববশে সদা কৃষ্ণ চিন্তা করে।
তেকারণে পাপধ্বংস হয় একেবারে ॥
শ্রীহরির চক্রাঘাতে পাপ অবসান।
অতএব তারা লভে বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
যে ভাবে ভাবহ হরি বিপরীত নয়।
অবশ্য পাইবে মুক্তি নাহিক সংশয় ॥
মিত্র শত্রু নারায়ণে নাহি কদাচন।
ভাবনায় সব লোকে করে দরশন ॥

শত্রুরূপে ভাবে তাঁরে অসুরের দল।
সেই হেতু তাঁর সহ সমর কেবল ॥
পবিত্র করিতে যত দুষ্টবুদ্ধি জন।
করুণার লাগি রণ করে নারায়ণ ॥
বিপরীত-ভক্তি-কথা এইরূপ হয়।
হরি-মায়া বুঝা ভার কহিনু নিশ্চয় ॥
অপরে কি ইচ্ছা রাজা করহ প্রকাশ।
যথাসাধ্য পূরাইব তব মন-আশ ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার
বিপরীত ভাবে করি ভক্তির বিচার ॥

ইতি বিপরীত ভক্তির কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর চরিত্র-বিবরণ

পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুকদেব ক'ন।
শুন রাজা হরিদ্বেষ কহিব এখন ॥
যুধিষ্ঠির ক'ন তবে নারদের প্রতি।
হেনভাব কেন দৈত্য করে মহামতি ॥
দ্বেষভাবে কেন ভাবে যত দৈত্যগণ।
না পারি বুঝিতে আমি উহার কারণ ॥
হিরণ্যকশিপু নিজ পুত্রের উপর।
কেন বা বিদ্বিষ্ট হয় বুদ্ধি-অগোচর ॥
প্রহ্লাদ তাহার পুত্র কোন্ বা কারণে।
শ্রীহরিতে অনুরক্ত থাকে সর্ব্বক্ষণে ॥
কারণ তাহার প্রভু কর বিজ্ঞাপন।
এ সকল কথা প্রভু করহ কীর্ত্তন ॥
নারদ কহেন তবে যুধিষ্ঠির প্রতি।
অপূর্ব্ব কাহিনী তাহা শুন নরপতি ॥
কশ্যপ-ঔরসে দিতি লভিল সন্তান।
দুইটি ভীষণ দৈত্য শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ হয় মহা-বলবান্।
হিরণ্যকশিপু ছোট বলেতে সমান ॥
ব্রহ্মশাপে দৈত্য-জন্ম লভি দুইজন।
আজন্ম হরির দ্বেষ করে অনুক্ষণ ॥
সৃষ্টিকালে যবে ব্রহ্মা সৃজেন ধরণী।
কোমলা নবীনা বালা জীবের জননী ॥
ব্রহ্মদ্বেষ্টা হিরণ্যাক্ষ আসিয়া তখন।
হরিদ্বেষ করি ধরা করিল হরণ ॥
সৃষ্টি-লোপ হয় দেখি ব্রহ্মা মহাজন।
বিপদে স্মরিলা সেই প্রভু নারায়ণ ॥
সৃষ্টি-নাশ হেরি তবে দয়াল শ্রীহরি।
ধরিল বরাহ-রূপ আহা মরি মরি ॥
বরাহ-রূপেতে হরি প্রবেশি পাতাল।
ভীষণ উভয় দন্ত যেন বৃক্ষ শাল ॥
হুহুঙ্কার করি আর ইচ্ছিয়া সমর।
ডাকিলেন ঘোর রবে যথা দৈত্যবর ॥
হরিদ্বেষ্টা দৈত্য সেই হেরি নারায়ণ।
তিরস্কার করি মাতে করিবারে রণ ॥
রণ লাগি নারায়ণে সদা আশা করি।
রণ দিয়া পূরালেন তার আশা হরি ॥

রণান্তে হইল তার জীবন নিধন ।
সেই শোকে ভ্রাতা তার করিল ক্রন্দন ॥
হরিহস্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে নিধন ।
হরিরে আপন শত্রু করিল মনন ॥
সে অবধি নারায়ণে শত্রুতা স্থাপিল ।
দেবতার সহ বৈর সর্ব্বদা করিল ॥
কি উপায়ে নারায়ণে বিচ্ছেদ করিবে ।
কি উপায়ে জগজ্জনে হরি না পূজিবে ॥
সেই কর্ম্ম লাগি যত্ন করে বারংবার ।
অপূর্ব্ব হরির মায়া বুঝা বড় ভার ॥
হিরণ্যাক্ষ-বধে তার ভার্য্যা ও জননী ।
সুলোচনা কন্যা আর পুত্র গুণমণি ॥
শোকে মোহে সকলেই হইল কাতর ।
কিছুতেই শোক দূর না হয় অন্তর ॥
হিরণ্যকশিপু তবে হ'য়ে ক্রুদ্ধমন ।
সর্ব্বদা করিতে থাকে হরিরে দ্বেষণ ॥
স্বজন সকলে হেরি শোকেতে কাতর ।
কহিল প্রবোধ-বাক্য বুঝায়ে বিস্তর ॥
কেন মিছা কর দুঃখ তোমরা স্বজন ।
বধিল ভ্রাতায় মম দুষ্ট নারায়ণ ॥
তোমাদের মধ্যে আমি যদি হই বীর ।
যদ্যপি ভ্রাতার প্রতি ভক্তি থাকে স্থির ॥
দেখিব কেমন হরি কিংবা দেবগণ ।
প্রতিশোধ অবশ্যই করিব গ্রহণ ॥
এত বলি বীর তবে তুলি মহাশূল ।
কহিতে লাগিল রোষে প্রতাপে অতুল ॥
নিশ্বাসে পবন বহে নয়নে তপন ।
ক্রোধে চরাচর কাঁপে বীর্য্যে ভূকম্পন ॥
চক্ষু তার রক্তবর্ণ ক্রোধে কম্পমান ।
ত্রিশূল লইয়া করে কহে মতিমান্ ॥
কোথা ওহে দৈত্যগণ ত্র্যক্ষ দ্বিমূর্দ্ধন্ ।
শতবাহু হয়গ্রীব পাক পুলোমন্ ॥
নমুচি ইল্বল আদি যত দৈত্যগণ ।
মম বাক্য সকলেই করহ শ্রবণ ॥
আমার ভ্রাতারে বধ করে দেবগণ ।
বিষ্ণুর নাহিক আর সমানদর্শন ॥
উপাসকপ্রতি তিনি শুধু পক্ষপাতী ।
ভক্ত অনুরোধে কার্য্য করেন সম্প্রতি ॥
গ্রীবাদেশ ছিন্ন তার করিব ত্রিশূলে ।
তর্পণ করিব তার রকতসলিলে ॥
বৃক্ষচ্ছেদে শাখা তার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ।
বিষ্ণুরে বধিলে মৃত্যু লভে দেবচয় ॥
যাও সবে পৃথিবীতে বিপ্র ক্ষত্রজন ।
করে যারা ব্রত যজ্ঞ বেদ-অধ্যয়ন ॥
সকলে করহ নাশ, ধর্ম্ম নাশ কর ।
হরির আশ্রয় সব ত্যজহ সত্বর ॥
শুন সবে একমনে অনুচরগণ ।
রাজ্যে মোর বন্ধ কর হরি-উপাসন ॥
যথা হয় যজ্ঞ তপ ব্রত আচরণ ।
হরির পূজন লাগি বেদ-অধ্যয়ন ॥
যথায় নিবাসে যত বৈষ্ণবের দল ।
সংকীর্ত্তন সদা করে করি কোলাহল ॥
নিবাও যজ্ঞের অগ্নি নাশহ পূজন ।
করহ সতত হিংসা হরি-ভক্তগণ ॥
একবার মুখে যেই লবে হরিনাম ।
কাটিবে তাহার মাথা ভাঙ্গিবে সে ধাম ॥
হরির মন্দির শুন যে গ্রামেতে রয় ।
ঋষির আশ্রম যথা সুসজ্জিত হয় ॥
আগুন লাগায়ে তাহা করিবে দাহন ।
না মানিবে কারো কোন প্রবোধ-বচন ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি যত ।
ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ গৃহী ভিক্ষু কত ॥
বর্ণাশ্রম যত কিছু আছে পৃথিবীতে ।
সকল করহ ধ্বংস পুড়ি বিধিমতে ॥
স্বভাবত দানবেরা ধ্বংসপ্রিয় হয় ।
রাজার বাক্যেতে তারা প্রীত অতিশয় ॥
এত শুনি মহাবেগে ধায় দৈত্যদল ।
গ্রাম-ব্রজ-পথ পানে করি কোলাহল ॥

যথায় বৈষ্ণব দেখে করিল নিধন।
ভাঙ্গিল মন্দির যথা হয় উপাসন॥
ক্ষেত্র পুর ব্রজোদ্যান খেট বনাশ্রম।
আকর খর্ব্বট পল্লী রাজধানী গ্রাম॥
যেখানেতে ছিল যাহা সব ধ্বংস করে।
বৃক্ষাদির ফলমূল অনায়াসে ছিঁড়ে॥
যে গ্রামেতে তীর্থ ছিল করে ছারখার।
প্রাণ ল'য়ে কাঁদে যত বৈষ্ণব তাহার॥
অনুচরে আজ্ঞা দিয়া দৈত্যের রাজন্।
প্রবেশিল যথা মাতা ভ্রাতা পুত্রগণ॥
এদিকে দানবপতি প্রেতক্রিয়া সারি।
শ্রাদ্ধতর্পণাদি করি গৃহে যায় ফিরি॥
মাতা দিতি ভ্রাতৃবধূ ভানুরে রাজন্।
করিতে আশ্বাস দান গৃহেতে গমন॥
পুত্রশোকে দুঃখী মাতা হ'য়ে অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় করিয়া রোদন॥
এলায়ে পতিত কেশ উন্মুক্ত ভূষণ।
অশ্রুবেগে বরিষার ধারা বরিষণ॥
নয় পুত্র হিরণ্যাক্ষে শকুনি শম্বর।
ধৃষ্টি ভূত কালনাভ সন্তাপনকর॥
মহানাভ হরিশ্মশ্রু পুত্র এক আর।
উৎকচ নামেতে হয় নয় পুত্র তার॥
পুত্রগণ পিতা লাগি করে হাহাকার।
আকুল হইয়া কাঁদে প্রেয়সী তাহার॥
হিরণ্যকশিপু ইহা করিয়া দর্শন।
কহিতে লাগিল সবে প্রবোধ বচন॥
কেন কাঁদ জননী গো সম্বর রোদন।
কে কোথায় চিরকাল ধরিল জীবন॥
আত্মার মরণ নাই তিনি সর্ব্বগত।
দেহ হ'তে ভিন্ন তিনি হন অবিরত॥
আত্মা পরে দেহ বুদ্ধি করে যেই লোক।
দেহের বিনাশে করে অকারণ শোক॥
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন চিরকাল নয়।
পণ্ডিতে না করে শোক বুঝিয়া নিশ্চয়॥
চিরকাল যদি সবে করহ রোদন।
তথাপিও না ভুলিবে শোকের চিন্তন॥
তাই বলি ত্যজ শোক থাক ধৈর্য্য ধ'রে।
নাশিব সে বৈরী আমি কিছুদিন পরে॥
সম্মুখসমরে যেই দেহত্যাগ করে।
শ্রেষ্ঠ বীর বলি খ্যাত হয় এ সংসারে॥
জলপানসূত্রে সবে একত্রিত হয়।
জলপান-অন্তে তারা ভিন্ন দিকে রয়॥
সেইরূপ কর্ম্মবশে যত জীবগণ।
একত্রিত হ'য়ে তারা থাকে কিছুক্ষণ॥
তারপর কর্ম্ম-অন্তে পৃথক্ সকলে।
যারা যারা ফিরে নাহি আসে কান্না ফলে॥
আত্মার দেহাদি নাই, অবিদ্যাপ্রভাবে।
লিঙ্গদেহ ধরি আত্মা থাকে নানাভাবে॥
জলের কম্পনে হয় ছায়া কম্পমান।
ভ্রান্ত মনে আত্মা হয় দেহের সমান॥
ভ্রান্তিহেতু প্রিয়াপ্রিয় অনুভূতি হয়।
আত্মার অন্যথাভাব কর্ম্ম সুনিশ্চয়॥
ইহাই সংসার হয় শোকের কারণ।
অকারণে শোক হয় ঘটিলে মরণ॥
অপূর্ব্ব আখ্যান মাতা করহ শ্রবণ।
যমের সংবাদ তাহে আছয়ে বর্ণন॥
আছিল বিস্তীর্ণ দেশ নামে উশীনর।
সুযজ্ঞ তাহার রাজা খ্যাত চরাচর॥
একদা করিয়া রাজা সমর ভীষণ।
শত্রুহস্তে নিজ প্রাণ দিল বিসর্জ্জন॥
বজ্রমাল্য ও কবচ আভরণচয়।
বাণেতে বিদীর্ণ তার হ'য়েছে হৃদয়॥
রাজার নিধন দেখি আত্মীয় সকল।
পুত্র কন্যা আর যত মহিষীর দল॥
সকলে বেড়িয়া দেহ করিল ক্রন্দন।
মায়ার বন্ধন নারে করিতে ছেদন॥
ক্রন্দন না হয় স্থির কাঁদে বহুদিন।
কেহ না আছিল তথা বুদ্ধিতে প্রবীণ॥

তাহারা রোদন করে এই কথা বলি।
উশীনর রাজা তুমি কোথা গেলে চলি ॥
তোমার শোকেতে প্রাণ ছিন্ন যেন হয়।
এক্ষণে প্রজারে পালে কোন মহাশয় ॥
এত বলি মহিষীরা করিছে ক্রন্দন।
মৃতদেহ নাহি দেয় দাহের কারণ ॥
হাহাকার রব সদা অতি উচ্চস্বর।
ক্রমেতে হইল তাহা যমের গোচর ॥
যম শুনি উচ্চস্বর শোকের ক্রন্দন।
বালকের বেশে তথা করেন গমন ॥
অরুণ বরণ আহা কান্তি সুকোমল।
আঁখিযুগ ঢল ঢল সরল কমল ॥
মৃদু মৃদু হাসিমুখ শশী পূর্ণিমার।
অতি খর্ব্ব বপু মরি অতি সুকুমার ॥
যথায় বেড়িয়া রাজা আত্মীয় স্বজন।
শোকে মাতি সবে মিলি করিছে ক্রন্দন ॥
বালক হইয়া যম নিকটে যাইয়া।
মৃদু মৃদু কন কথা হাসিয়া হাসিয়া ॥
বালকের মিষ্ট কথা করিয়া শ্রবণ।
সকলে ত্যজিল মাত্র ক্ষণেক রোদন ॥
যম কহে সম্বোধিয়া ছিল লোক যত।
কার জন্য এত শোক কর অবিরত ॥
দেহে যেই কর্ত্তা হয় নামেতে জীবন।
নাহি তার হয় নাশ কহে জ্ঞানিগণ ॥
মিথ্যা এই ভূতদেহ মাত্র অহঙ্কার।
মরিলে তাহার নাশ কহিলাম সার ॥
মিথ্যা লাগি কেন মিছা কর হাহাকার।
কালে দেহ পায় জীব কালে নাশ তার ॥
চিরকাল যদি সবে করহ ক্রন্দন।
তোমরাও এককালে হইবে নিধন ॥
যথা হ'তে আসে নর সেইখানে যায়।
চিরকাল রাখিবার নাহিক উপায় ॥
জন্মিলে মরিতে হবে নাহিক ব্যত্যয়।
তবে কেন মৃত্যু লাগি হয় এত ভয় ॥
পিতামাতা যাহাদের পরিত্যাগ করে।
তথাপিহ থাকে তারা এখানে সংসারে ॥
পথিমধ্যে যেই জন পরিত্যক্ত হয়।
ঈশ্বর তাহারে রক্ষা করেন নিশ্চয় ॥
গৃহমধ্যে থাকিলেও ঘটিবে মরণ।
অতএব নাহি দুঃখ মরণ কারণ ॥
জলীয় বুদ্বুদ আর ঘটপটচয়।
কালক্রমে সব নষ্ট জান সুনিশ্চয় ॥
আত্মা কভু দেহে নাহি লিপ্ত হ'য়ে রয়।
দেহের মরণে আত্মা জীবিত নিশ্চয় ॥
তবে কেন শোক কর মূঢ়ের মতন।
নিত্য আত্মা এইরূপ জানে গুণিজন ॥
শুনহ তাহার এক অপূর্ব্ব আখ্যান।
পর লাগি শোক করি নাশ নিজ প্রাণ ॥
ঈশ্বরে সেবিয়া এক ব্যাধ দুষ্টজন।
পক্ষিবধ বর তাঁহে করিল গ্রহণ ॥
যেখানে পাইত পক্ষী লোভ দেখাইয়া।
বধিত তাহার প্রাণ জালেতে ফেলিয়া ॥
একদা কুলিঙ্গদ্বয় শাখার উপরে।
আনন্দেতে বসেছিল হরিষ অন্তরে ॥
সেই বৃক্ষ-নীড়ে তার আছিল সন্তান।
উভয়েই মহাসুখে পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥
সহসা অন্তক সম ব্যাধ দুষ্টজন।
পক্ষিণীরে প্রথমেতে করিল ধারণ ॥
কুলিঙ্গী পড়িয়া জালে করে হাহাকার।
তাহে শোকযুক্ত পক্ষী করিল চীৎকার ॥
প্রেয়সীর শোক লাগি উন্মত্ত হইয়া।
কহিতে লাগিল পক্ষী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
হা প্রিয়ে হা প্রিয়ে তুমি হারা'লে জীবন।
কে বল পালিবে তব শিশু পুত্রগণ ॥
আমার অর্দ্ধাংশ এই ইহার মরণে।
বাঁচিয়া থাকিব আমি কোন্ বা কারণে ॥
কিভাবেতে শিশুগণ থাকিবে বাঁচিয়া।
মায়ের লাগিয়া তারা আছে প্রতীক্ষিয়া ॥

এইরূপে কাঁদে পাখী কাতর হইয়া।
শোকেতে উন্মত্ত সদা জ্ঞান হারাইয়া॥
পুনঃ ব্যাধ চুপি চুপি জাল ফেলাইয়া।
ধরিল সে পক্ষিবর হরষিত হৈয়া॥
যেই জন হিত চিন্তা না করি আপন।
মিথ্যা লাগি শোকে মোহে করয়ে চিন্তন॥
পর লাগি হয় তার আপনার নাশ।
জ্ঞানীর বচন ইহা সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
কশিপু এতেক বলি হইলেন স্থির।
স্বজনে তখন মুছে নিজ আঁখিনীর॥
মৃত দৈত্যবর লাগি সকলে তখন।
শোক ত্যজি হইলেন প্রবোধিত মন॥
সবারে সান্ত্বনা দিয়া কশিপু তখন।
বিষ্ণুবধ লাগি গেল করিতে তপন॥
পুত্রশোকাতুরা দিতি করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে করে তবে শোক সংবরণ॥
এতেক বলিয়া তবে নারদ সুধীর।
কহেন পরেতে শুন রাজা যুধিষ্ঠির॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
দ্বেষভাবে ভক্তি যথা শাস্ত্রেতে প্রচার॥

ইতি হিরণ্যকশিপুর চরিত্র-বিবরণ।

হিরণ্যকশিপুর তপস্যার কথা

সূত ক'ন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর।
কশিপু-চরিত্র-কথা অতি মনোহর॥
ভ্রাতৃশোক সম্বরিয়া দৈত্য মহাবীর।
প্রবোধ মানিয়া মনে হইলেন স্থির॥
জননী প্রভৃতি যত আত্মীয় স্বজনে।
প্রবুদ্ধ করেন শেষে বুঝায়ে বচনে॥
সংকল্প করেন শেষে আপনার মনে।
তপোবলে সংহারিব সেই নারায়ণে॥
এত ভাবি মহাবীর ডাকি দৈত্যগণে।
কহিতে লাগিল অতি গম্ভীর বচনে॥
শুন দৈত্যগণ সবে আমার বচন।
ভ্রাতার নিধনে শোক পাইনু ভীষণ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা গুরুজন অতি।
তাঁহারে বধিল দুষ্ট সেই যদুপতি॥
না পাই তাহার দেখা কেমনে যুঝিব।
পাইলে তাহার দেখা প্রতিশোধ নিব॥
সুমেরুর শৃঙ্গ সম বাহু মম হয়।
পর্ব্বত-সমান অঙ্গ দৃঢ় সুনিশ্চয়॥
সূর্য্য-সম দু'নয়ন রহিছে প্রকাশ।
প্রলয় পবন সম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন শরীরের বলে।
নিমেষে জিনিতে পারি আমি কুতূহলে॥
সাগর যদ্যপি আসে করিতে সমর।
সুমেরু যদ্যপি আসে হ'য়ে অগ্রসর॥
তথাপি না মানি কিন্তু করি মহারণ।
অবহেলে জিনি তায় হেন মম পণ॥
একবার পাই যদি অরির সন্ধান।
যদি সে লুকায়ে থাকে ল'য়ে নিজ প্রাণ॥
পর্ব্বতে অরণ্যে কিংবা জলধির জলে।
সূর্য্য-চন্দ্র-লোকে কিংবা গ্রহ চক্র-স্থলে॥
নিমেষে ধরিয়া তার সংহারি পরাণ।
হেন বীরগর্ব্বে ধরি বীর-অভিমান॥
আশ্চর্য্য অরাতি সেই হয় নারায়ণ।
ত্রিভুবনে নাহি পাই তার দরশন॥
গুরুজনে জিজ্ঞাসিয়ে এই বার্ত্তা পাই।
তপস্যায় তার দেখা হয় সর্ব্বদাই॥

যেজন করিল এই বিশ্বের সৃজন ।
ব্রহ্মা নাম কহে লোকে অতি মহাজন ॥
তপস্যা করিয়া তাঁয় করিলে সন্তুষ্ট ।
যদি তিনি মম প্রতি হন পরিতুষ্ট ॥
তপোবলে তাঁর মূর্ত্তি করি দরশন ।
মাগিব অজেয় বর এই আকিঞ্চন ॥
তপস্যা লাগিয়া আমি আজি এইক্ষণ ।
মন্দর-পর্ব্বত-মাঝে করিব গমন ॥
সুখে থাক দৈত্যগণ লইয়া নগর ।
জননী স্বজনে দেখ না ভাবিও পর ॥
এত কহি দৈত্যপতি ভ্রাতৃশোক স্মরি ।
মন্দর-পর্ব্বতে যান ঋষিবেশ ধরি ॥
সমাধি-নিয়মে শুদ্ধ করি আগে মন ।
পরেতে করিল দৈত্য যোগ আরম্ভণ ॥
অতি মহাযোগ সেই বর্ণিতে বিস্তর ।
কশিপুর যোগে ধর্ম্ম কাঁপে থর থর ॥
দৈত্যের শরীর একে অতি ভীমকায় ।
তাহাতে যোগের অগ্নি প্রকাশিত তায় ॥
তাম্রবর্ণ জটারাশি শিরে শোভা পায় ।
নয়ন ঝলকে যেন তপনের প্রায় ॥
গ্রীষ্মে অগ্নি-মাঝে দৈত্য করে তপাচার ।
বরিষায় মাখে অঙ্গে বরিষার ধার ॥
হেমন্তে হিমেতে রহে যামিনী দিবস ।
শীতে সরোবরমাঝে হইয়া হরষ ॥
হেনরূপে দেহযোগ করি সমাপন ।
পরিশেষে মনোযোগ করে আরম্ভণ ॥
ঊর্দ্ধবাহু একপদে দাঁড়াইয়া রয় ।
অনিলে সলিলে অঙ্গ ক্লান্ত নাহি হয় ॥
ইন্দ্রিয় সহিত করি ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় ।
ব্রহ্মার সাক্ষাৎ লাগি অনশনে রয় ॥
শত শত বর্ষ যোগ করি আরম্ভণ ।
এক স্থানে বসি রয় দেখিতে ব্রহ্মন্ ॥
তপস্যার বলে ভেদি শিরোদেশ তার ।
বাহিরিল অগ্নি জ্যোতি ব্যাপিয়া সংসার ॥
ধরা কাঁপে থর থর সশঙ্কিত প্রাণে ।
চন্দ্র সূর্য্য বিকম্পিত আপনার স্থানে ॥
অষ্টকুলাচল কাঁপে সহিত সাগর ।
স্রোতোহীন হয় নদী গর্জ্জে জলধর ॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় সর্ব্বক্ষণ ।
ভূকম্পনে কাঁপে সদা এ তিন ভুবন ॥
তপস্যার তেজ ক্রমে স্বর্গে প্রবেশিল ।
দেবগণ দগ্ধ তাহে অন্তরে হইল ॥
তপস্যার তেজে তবে যত দেবগণ ।
ব্রহ্মলোকে একে একে করে পলায়ন ॥
অবিলম্বে গিয়া সবে ব্রহ্মার নিকটে ।
কাতর বচনে সবে কহে অকপটে ॥
জগতের পতি তুমি সৃষ্টির কারণ ।
সকলের আত্মা তুমি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠজন ॥
তিন-গুণময় তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ।
ত্রিসংসারে কোন্ বস্তু তব অগোচর ॥
হে বিধি সৃজিলে বিশ্ব করিতে পালন ।
তাহে সুখী যত প্রাণী ব্যাপী ত্রিভুবন ॥
সবার অনিষ্টকারী দৈত্য দুষ্টমতি ।
অত্যাচার করে সদা শুন সৃষ্টিপতি ॥
তাহাদের বংশে শ্রেষ্ঠ কশিপু সে বীর ।
ভ্রাতৃশোকে প্রাণ তার হইল অস্থির ॥
শোক নিবারণ লাগি করে যোগাচার ।
যোগে কাঁপে ত্রিভুবন জ্বলে এ সংসার ॥
তপস্যার তেজে দগ্ধ অমর-নগর ।
আমরা সতত হই মনেতে কাতর ॥
যে উদ্দেশ্যে দৈত্যপতি তপশ্চর্য্যা করে ।
নিবেদন করিতেছি তোমার গোচরে ॥
তপঃযোগ প্রভাবেতে তোমার সমান ।
হইয়া করিবে ব্রহ্মলোকে অধিষ্ঠান ॥
কিংবা ইচ্ছা বিপর্য্যস্ত করে চরাচর ।
সেই হেতু আসিয়াছি তোমার গোচর ॥
বিহিত ইহার কিছু নাহি যদি কর ।
স্বীয় স্থানভ্রষ্ট তুমি হইবে সত্বর ॥

ব্রাহ্মণের দুঃখ তবে হইবে ভীষণ।
ব্রহ্মলোক ব্রাহ্মণের উদ্ভবকারণ॥
দয়া করি তুমি দেব যাও তার পাশ।
কি ইচ্ছা তোমার কাছে করুক প্রকাশ॥
ইচ্ছামত বর তাহে দাও প্রজাপতি।
সংসার হউক শান্ত ঘুচুক দুর্গতি॥
এত বলি দেবগণ হইলেন স্থির।
তুষিতে কশিপু ব্রহ্মা হয়েন বাহির॥
প্রভাত-অরুণ সম লোহিত বরণ।
অতীব প্রসন্ন মূর্ত্তি কমল-আসন॥
হংসোপরি উঠি তবে আনন্দিত মনে।
বেষ্টিত হইয়া চলে যত দেবগণে॥
ভীষণ মন্দর-গিরি ব্যাপি চরাচর।
নিবিড় অরণ্যে ব্যাপ্ত সেই ধরাধর॥
প্রবেশ না হয় তথা সূর্য্যের কিরণ।
চন্দ্রমার প্রভা তথা না যায় কখন॥
এ হেন ভীষণ স্থানে সেই দৈত্যবর।
অনশনে মহাযোগ করে ঘোরতর॥
সচেতন অঙ্গ তার হয়েছে পাষাণ।
নাহি রক্তবিন্দু দেহে হয় বহমান॥
লতায় জড়িত অঙ্গ বল্মীকে বেষ্টিত।
মেদ-মাংস হইয়াছে কীটেতে পূর্ণিত॥
হেনভাবে মহাদৈত্য করে যোগাচার।
উপস্থিত হন ব্রহ্মা সম্মুখে তাহার॥
তপস্যা হেরিয়া তার মানিয়া বিস্ময়।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা চমৎকৃত হয়॥
সুমধুর ভাষে বিধি করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিলা দৈত্যে মধুর বচন॥
স্থির হও স্থির হও কশ্যপ-কুমার।
আজি সিদ্ধ হইয়াছে করি যোগাচার॥
তোমার যোগেতে বৎস কাঁপে ত্রিভুবন।
নয়ন মেলিয়া মোরে কর দরশন॥
পুরাকালে আছিলেক যত ঋষিগণ।
নারিলা করিতে হেন যোগ-আচরণ॥
তোমার কীর্ত্তিতে পূর্ণ হইবে সংসার।
মহাযোগী হও তুমি কশ্যপ-কুমার॥
জল বিনা দিব্য শত সহস্র বৎসর।
কেবা পারে বাঁচিবারে পৃথিবী ভিতর॥
মর্ত্ত্যস্থত তুমি হও করি আশীর্ব্বাদ।
আমার দর্শনে তুমি পাইবে প্রসাদ॥
এতেক কহিলে ব্রহ্মা মধুর বচন।
সমাধির বলে দৈত্য না মেলে নয়ন॥
অবশেষে ল'য়ে ব্রহ্মা কমণ্ডলু জল।
সিঞ্চন করেন তার অঙ্গেতে সকল॥
অমৃত-পরশে দৈত্য পাইল চেতন।
সেইক্ষণে পূর্ব্ব অঙ্গ করিল ধারণ॥
কোথা গেল কীটজাল কোথা লতাচয়।
অরণ্য হইতে যেন তপন উদয়॥
কাষ্ঠ হৈতে অগ্নি যথা আবির্ভূত হয়।
কীচকাবরণ ত্যজি দৈত্যের উদয়॥
চৈতন্য পাইয়া দৈত্য ত্যজিয়া আসন।
ঊর্দ্ধদৃষ্টে হেরিলেন তপস্যার ধন॥
এতেক বর্ণিয়া তবে নারদ সুধীর।
কহিতে লাগিল শুন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ব্রহ্মারে হেরিয়া তবে কশ্যপ-নন্দন।
পুলকে পূরিত তনু আনন্দে মগন॥
করযোড়ে স্তব করে ভক্তিভরে অতি।
প্রণাম চরণে তব ওহে বিশ্বপতি॥
তিন-গুণময় তুমি পরম ঈশ্বর।
তুমি সবাকার শ্রেষ্ঠ সংসার-ভিতর॥
তুমি বেদ তুমি বিদ্যা তুমি আত্মময়।
তুমি অন্তর্য্যামী দেব জানি সুনিশ্চয়॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা জগৎকারণ।
আদ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান তব রূপায়ন॥
প্রাণেন্দ্রিয় বুদ্ধি আদি যতেক বিকার।
এই সব তব কার্য্য সাধক আকার॥
স্থাবর জঙ্গমে তুমি করহ পালন।
চিত্তমনেন্দ্রিয় পতি প্রজানুরঞ্জন॥

পঞ্চভূত বিষয়াদি তোমার সৃজন।
প্রাণিগণ-আত্মা তুমি যজ্ঞাদি কারণ॥
কালরূপে তুমি দেব কর আয়ুক্ষয়।
জন্মমৃত্যুশূন্য তুমি জানিহে নিশ্চয়॥
তোমা-অতিরিক্ত কিছু নাহি কোন ঠাঁই।
কার্য্যকারণের রূপে তুমিই গোঁসাই॥
নিরুপাধি তুমি ব্রহ্ম পুরুষ পুরাণ।
তোমারে জানাই প্রভু আমার প্রণাম॥
তপস্যায় যদি তুষ্ট হ'য়েছ এখন।
দাও বর যাহে তুষ্ট হয় মম মন॥
এতেক বচনে তবে কন পদ্মযোনি।
যাচহ অভীষ্ট বর দিব দৈত্যমণি॥
ব্রহ্মার বচন শুনি তবে দৈত্যবর।
চাহিলেন একে একে অভিপ্রেত বর॥
শুন শুন মম আশা কমল-আসন।
দেহ হ'তে প্রাণ যেন না যায় কখন॥
গৃহের ভিতরে কিংবা গৃহের বাহিরে।
সমস্ত দিবস কিংবা নিশার গভীরে॥
তব সৃষ্ট প্রাণী হ'তে না হবে মরণ।
অমর হইব আমি এই আকিঞ্চন॥
মারিতে নারিবে নরে কিংবা মৃগচয়।
অস্ত্রে না মরিব আমি এ সংকল্প হয়॥
আকাশে ভূমিতে মম না হবে মরণ।
সুরাসুরে না পারিবে করিতে নিধন॥
যুদ্ধে না মরিব আমি এ সংকল্প হয়।
যেন সকলেরে পারি করিবারে জয়॥
দেব দৈত্য নর যত ত্রিভুবনে রাজে।
অধিপতি হব আমি তাহাদের মাঝে॥
এত যে কষ্টেতে যোগ করি সমাপন।
মোহ সহ যোগৈশ্বর্য্য রহে সর্ব্বক্ষণ॥
সদয় হইয়া যদি দিলে দরশন।
এই বর দিলে প্রভু শান্ত হয় মন॥
এত বলি দৈত্য তবে হইল সুস্থির।
লাভ কর বর ব্রহ্মা কহিলা গভীর॥
শুকদেব কন তবে পাণ্ডুবংশধর।
কি ঘটিল তবে রাজা শুন অতঃপর॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-কথা।
হিরণ্যকশিপু-সিদ্ধি অমৃত বারতা॥

ইতি হিরণ্যকশিপুর তপস্যার কথা।

হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে উদ্বিগ্ন দেবতাগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব

শুকদেব ক'ন শুন উত্তরা-নন্দন।
অতঃপর যাহা হয় বিচিত্র ঘটন॥
নারদের বাণী শুন অতি ভক্তিভরে।
প্রজাপতি-স্তবস্তুতি করে দৈত্যবরে॥
প্রার্থনা করিয়া দৈত্য স্থির হ'য়ে রয়।
বর দান করে তারে ব্রহ্মা মহাশয়॥
যেই বর কেহ নাহি পায় কোন কালে।
সেই বর দৈত্য পায় স্বীয় কর্ম্মফলে॥
বিধাতা বলেন শুন আমার বচন।
অতীব দুষ্প্রাপ্য বর করিলে যাচন॥
তথাপি তোমার প্রতি তুষ্ট আমি অতি।
অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হবে দৈত্যপতি॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হইল্ল অমর।
প্রকাশে ভীষণ গর্ব্ব সেই দৈত্যবর॥
তাহার চরিত্র-কথা নারদ সুজন।
রাজা যুধিষ্ঠিরে যথা করান শ্রবণ॥

সেই কথা আজি রাজা নিকটে তোমার।
বর্ণন করিব যাহা হরিভক্তি-সার ॥
নারদ কহেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্রহ্মার সমীপে বর লভি দৈত্যবীর ॥
দানব-নগরে পুনঃ করি আগমন।
বন্দিলা জননী আর আত্মীয় স্বজন ॥
একে বীরবপু তায় অজেয় অমর।
ভ্রাতৃবধ-কথা পুনঃ হইল গোচর ॥
হরি সহ ইচ্ছা তার করিতে সমর।
সেই হেতু ত্রিভুবনে ভ্রমে নিরন্তর ॥
অজেয় অমর একে দৈত্য মহাবীর।
আরম্ভিল আক্রমিতে নগর প্রাচীর ॥
দশদিক তিনলোক সুরাসুর যত।
হিরণ্যকশিপু-হস্তে হয় পরাজিত ॥
গন্ধর্ব্ব গরুড় সর্প সিদ্ধ ও চারণ।
বিদ্যাধর পিতৃপতি যক্ষ ঋষিগণ ॥
রাক্ষস পিশাচপতি ভূত প্রেত যত।
দৈত্যহস্তে একে একে হয় পরাজিত ॥
সপ্তদ্বীপা এ পৃথিবী বেষ্টিত সাগর।
একে একে আক্রমণ করিল বিস্তর ॥
মর্ত্ত্যলোক আক্রমিয়া নিল রাজ্যধন।
সসাগরা ধরণীর লভি সিংহাসন ॥
চরাচরে যত রয় বিশ্ববাসী জন।
হরিরে করিতে দ্বেষ আরম্ভে পীড়ন ॥
যোগ-কর্ম্ম আরাধনা উপাসনা আর।
যেই করে তারে ধরি করয়ে সংহার ॥
যেই করে একবার মুখে হরিনাম।
দৈত্য-অনুচর গিয়া লুটে তার ধাম ॥
গৃহেতে আগুন দিয়া ধন-প্রাণ হরে।
কাম্য-কর্ম্ম পরে দৈত্য সদা হিংসা করে ॥
হেনরূপে ভক্তজনে করিয়া পীড়ন।
অমর-বরেতে দৈত্য করয়ে শাসন ॥
এইরূপে ধরাধাম আক্রমণ করি।
হরিনাম ঘুচাইল দেবতার অরি ॥
স্বর্গ আক্রমিতে শেষে ইচ্ছা হ'ল তার।
সাজাইয়া দৈত্যসেনা উদ্দেশে তাহার ॥
অশ্বমুখ হস্তিমুখ উষ্ট্রমুখ আর।
দেখিতে ভীষণ-কায় পর্ব্বত-আকার ॥
রণেতে সুদক্ষ সবে হইয়া মিলন।
স্বর্গ আক্রমিতে তবে করিল গমন ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল যেই স্বর্গধাম।
মঙ্গলের মেঘ বর্ষে শান্তি অবিশ্রাম ॥
স্বর্ণময় পুরী সব নন্দন কানন।
পারিজাত ফুল শোভে মধ্যে দেবগণ ॥
দেব দেবী আর যত কিন্নর কিন্নরী।
বিহরে হরষে যথা দিবা বিভাবরী ॥
তাহার মাঝারে রয় মহেন্দ্র ভবন।
অপরূপ শোভা তার কে করে বর্ণন ॥
মণি-মরকতময় স্তম্ভ সারি সারি।
চন্দ্রাতপ-সম ছাদ শোভে বলিহারি ॥
তাহার মাঝারে রয় রত্ন-সিংহাসন।
শচীসহ ইন্দ্র তথা রহে সর্ব্বক্ষণ ॥
ভ্রম-দুঃখ নাহি তথা সদা শান্তিময়।
দেবগণ হরিগুণ-গানে মত্ত রয় ॥
এ হেন আনন্দময় ধামে দৈত্যবীর।
হুড়াহুড়ি আরম্ভিল হইয়া অস্থির ॥
দেব-দৈত্যে মহারণ ঘটিল তখন।
অবশেষে পরাজিত হ'ল দেবগণ ॥
হরিষে কশিপু করি দেবে পরাজয়।
কাহার ধরিল কেশ কার শিরচয় ॥
দেব-দেবী একত্রেতে করিয়া ধারণ।
কাহার কাটিল শির কাহারে পীড়ন ॥
পদসেবা করে কেহ হইয়া পীড়িত।
মদ্যপানে মত্ত দৈত্য চক্ষু বিঘূর্ণিত ॥
এইরূপে নষ্ট করি যত দেবগণে।
স্ববশে আনিল দৈত্য অমর-ভবনে ॥
শচীসহ ইন্দ্র আর যত দেবগণ।
প্রাণভয়ে বিষ্ণুলোকে করিল গমন ॥

হেথা বাহুবলে লভি স্বর্গ-সিংহাসন।
গর্ব্বভরে দৈত্য করে ভীষণ গর্জ্জন॥
গর্জ্জনে কাঁপিল ধরা সহ কুলাচল।
কাঁপিল পর্ব্বত-শৃঙ্গ জলধির জল॥
অবহেলে লভি দৈত্য স্বর্গ-সিংহাসন।
বসিল তাহার পরে শাসিতে ভুবন॥
বাহুবলে কত দেবে করিল কিঙ্কর।
পবনে কহিল দৈত্য ধরিতে চামর॥
বরুণে কহিল দৈত্য করিতে বর্ষণ।
অগ্নিরে কহিল দৈত্য করিতে রন্ধন॥
তপনে কহিল দিতে সুমৃদু কিরণ।
চন্দ্রে কহে পূর্ণরূপে থাক সর্ব্বক্ষণ॥
মোর স্তব কর সবে কহে ঋষিগণে।
শাস্ত্রে মোরে কর শ্রেষ্ঠ কহিল ব্রাহ্মণে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভিন্ন যত দেবগণ।
ভৃত্যরূপে দৈত্যবরে করে উপাসন॥
বিশ্বাবসু বিদ্যাধর সিদ্ধাপ্সরাগণ।
আমরা ঋষিরা করি তাহার স্তবন॥
ব্রাহ্মণেরা তার লাগি যজ্ঞ তপ করে।
যজ্ঞহবিঃ তুলি তারা দেয় দৈত্যকরে॥
বিনা চাষে পৃথ্বী হয় তার বীর্য্যবলে।
উর্ব্বরা, পূরিত সদা শস্যে ফলে ফুলে॥
লবণাদি সপ্ত সিন্ধু আর নদীচয়।
দৈত্যধন বহনেতে পুলকিত হয়॥
পর্ব্বতের গুহা হয় দৈত্যক্রীড়াস্থান।
তাহার শাসনে তরু করে ফলদান॥
শাসনের তেজে ধরা হয় শস্যময়।
বিহার-কালেতে সদা বহিত মলয়॥
হেন তেজে রাজ্য করে সেই দৈত্যবর।
তার ভয়ে ত্রিভুবন কাঁপে থরথর॥
ত্রিভুবন নিজ বশে করি আনয়ন।
বিষ্ণুসহ যুঝিবারে দৈত্য করে মন॥
অদ্বিতীয় রাজা হয় সেই দৈত্যপতি।
সর্ব্বদিক্ করে জয় শক্তিমান্ অতি॥
ইন্দ্রিয়জয়েতে কিন্তু সমর্থ না হয়।
স্বর্গরাজ্য ভোগ করি পরিতৃপ্ত নয়॥
ঐশ্বর্য্যমদেতে মত্ত নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
দ্বিজকুল সদা তারে করে শাপদান॥
না পারি সহিতে তার এত অত্যাচার।
লোকপালবর্গ ভাবে এর প্রতিকার॥
বায়ু মাত্র সেবি তারা করে উপাসনা।
সমাহিতচিত্তে স্তুতি চলে আরাধনা॥
এইভাবে কিছুদিন তপস্যার ফলে।
হরিরে সন্তুষ্ট করে তাহারা সকলে॥
মেঘধ্বনি তুল্য নাদ পশিল শ্রবণে।
তাহাদের ভয় দূর হয় এতক্ষণে॥
কার নাহি বেশভূষা ছিন্ন অঙ্গ কার।
মুকুট রতন ভ্রষ্ট হ'য়েছে সবার॥
অপমানে কার চক্ষু হ'তে বহে নীর।
অসহ্য দুঃখেতে কেহ অত্যন্ত অধীর॥
হেন বেশে দেবগণে হেরি নারায়ণ।
কহিতে লাগিলা মৃদু মধুর বচন॥
ভয় ত্যাগ কর এবে যত দেবগণ।
মঙ্গল করিবে সবে আমার দর্শন॥
শুনিয়াছি দুরাত্মার অত্যাচার-কথা।
দূরিত হইবে তাহা জানিও সর্ব্বথা॥
গো বিপ্র দেবতা সাধু অথবা আমারে।
দ্বেষিবে যেজন তারে করিব সংহারে॥
সম্পদ্ পাইয়া যেই করে অহঙ্কার।
ত্রিভুবনে দর্পহারী আমি হই তার॥
ব্রহ্মার বরেতে দৈত্য হইয়া অমর।
ত্রিভুবনে কষ্ট দিয়া করিল কাতর॥
ধরা হ'তে উঠাইল মম উপাসন।
অবশেষে ইচ্ছা করে মম সনে রণ॥
বৈরিভাবে যেই করে মম প্রতি আশ।
তাহারেও করি মুক্ত কাটি মায়াপাশ॥
প্রহ্লাদ নামেতে বংশে জন্মিবে কুমার।
সেই সাধু মহাভক্ত হইবে আমার॥

যখন করিবে দৈত্য তাহারে পীড়ন।
অবহেলে দৈত্যে আমি করিব নিধন॥
এতেক শুনিয়া তবে যত দেবগণ।
উপস্থিত বিপদেতে শান্ত করে মন॥
এতেক বর্ণিল যদি নারদ সুধীর।
আশ্চর্য্য হয়েন তবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
ভাগবত পুণ্য কথা অমৃত পাথার॥

ইতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে উদ্বিগ্ন দেবতাগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রহ্লাদ চরিত্র

শুকদেব ক'ন শুন পাণ্ডুবংশধর।
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা ভক্তির আকর॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন করি মন স্থির॥
অপূর্ব্ব কহিলে ঋষি পূর্ব্ব বিবরণ।
যেই কথা দেবগণে কহে নারায়ণ॥
দানব-ঔরসে ভক্ত জন্মিল কেমনে।
কহ ঋষি প্রকাশিয়া সে সব এক্ষণে॥
যুধিষ্ঠির কথা শুনি নারদ সুজন।
কহিলেন শুন তবে স্থির করি মন॥
হিরণ্যকশিপু-পত্নী কয়াধূ্ নামেতে।
জন্মিল চারিটি পুত্র তাহার গর্ব্ভেতে॥
সংহ্লাদ ও অনুহ্লাদ হ্লাদ তিনজন।
কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ নাম দৈত্যের নন্দন॥
কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি অতি সুন্দর সুধীর।
জন্মাবধি হরিভক্ত হয় সেই বীর॥
সর্ব্বভূতে সমদর্শী সুচরিত্রবান।
জিতেন্দ্রিয় ভাগবত সেই সে সন্তান॥
দাসবৎ সেবা করে আর্য্যজন প্রতি।
দীনজনে ছিল তার বৎসলতা অতি॥
গুরুজন প্রতি ছিল ঈশ্বরের জ্ঞান।
ধন-রূপ বিদ্যা সত্ত্বে নাহি অভিমান॥
প্রশান্ত সর্ব্বদা সেই না ছিল বাসনা।
বিষয়ে অসার জ্ঞান ছিল একমনা॥
অসুরকুলেতে জন্ম না ছিল সে ভাব।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী নির্ম্মল স্বভাব॥
কত যে তাহার গুণ না যায় বর্ণন।
বাসুদেবে মগ্নচিত্ত বিচিত্র ঘটন॥
বাল্যকালে ঈশ্বরের চিন্তা যবে করে।
জড়বৎ ভাব তার হইত অচিরে॥
শয়ন ভোজন পান যদি বা করিত।
নারায়ণে মন তার থাকিত নিরত॥
ঈশ্বর চিন্তায় কভু করিত রোদন।
কখন করিত হাস্য সঙ্গীত কখন॥
নেহারি তাহার মূর্ত্তি দৈত্যের ঈশ্বর।
ভাবিত আপন মনে হইয়া কাতর॥
দেখিতে সুন্দর বটে কনিষ্ঠ তনয়।
মম পক্ষে বিষধর যেন বোধ হয়॥
কি জানি কি গুণ ধরে শিশুর শরীর।
উহারে দেখিলে মম মানস অস্থির॥

ভক্তজনে নেহারিয়া দৈত্য দুষ্টজন।
তনয়ে নেহারি ভীত রহে সর্ব্বক্ষণ॥
বয়সে অতীব শিশু দেখিতে সুন্দর।
আধ আধ মধুভাষ অতি মনোহর॥
শান্তচিত্ত ধীর অতি হীন-অভিমান।
সর্ব্বত্র সমান ভাবে করিত সম্মান॥
শৈশবে এ হেন বুদ্ধি ধরিয়া প্রহ্লাদ।
পিতার মানসে সদা ঘটাত বিষাদ॥
তার সদা ইচ্ছা ছিল সেবে নারায়ণ।
অন্তরে অন্তরে রাখি হরি প্রতি মন॥
বয়স পঞ্চম ক্রমে হইলে প্রকাশ।
প্রহ্লাদে প্রকাশ হ'ল ভক্তির আভাস॥
তনয়ের হেন চিহ্ন করি নিরীক্ষণ।
মহাক্ষোভে দগ্ধ হয় কশিপুর মন॥
আমার ঔরসে জন্ম পুত্র চারিজন।
দৈত্যের স্বভাব পায় তিনটি নন্দন॥
কেন বা কনিষ্ঠ নাহি হরি-দ্বেষ করে।
ভক্তির লক্ষণ দেখি উহার ভিতরে॥
যেই নারায়ণে আমি অবহেলা করি।
যাহার অহিত ভাবি দিবা-বিভাবরী॥
যার নামে ভ্রাতৃশোক উথলে আমার।
দুঃখেতে আকুল করে এ তিন সংসার॥
সেই দুষ্টে ভক্তি করে আমার তনয়।
আশ্চর্য্য ঘটনা ইহা বলিবার নয়॥
অগ্নিতে মিশাল জল অমৃতে গরল।
সুখে থাকে সিংহগৃহে বুঝি শিবাদল॥
ভক্তির লক্ষণ হেরি তনয়ে তখন।
সর্ব্বদাই দৈত্য করে অতীব চিন্তন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
অপূর্ব্ব কাহিনী মুনি করহ বর্ণন॥
সাধু পুত্র প্রতি পিতা হেন অত্যাচার।
কি কারণে করে হায় হেন ব্যবহার॥
পুত্র যদি অপরাধ আচরণ করে।
ভর্ৎসনা করে পিতা সর্ব্বত্র তাহারে॥
পুত্র প্রতি হিংসা কথা কভু নাহি শুনি।
ব্যাখ্যা করি তার কথা বল তুমি মুনি॥
প্রহ্লাদ-চরিত্রকথা বিচিত্র অতীব।
দয়া করি কহ প্রভু সকল শুনিব॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে মনেতে হয় ভক্তির সঞ্চার॥

ইতি প্রহ্লাদ চরিত্র।

প্রহ্লাদের বিদ্যাভ্যাস

নারদ বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
অতঃপর রাজা মনে করিলেন স্থির॥
বহু চিন্তা করি স্থির করে দৈত্যপতি।
শিক্ষা বিনা কলুষিত হ'ল শিশুমতি॥
শিক্ষা বিনা স্বভাবের না হয় উন্নতি।
অশিক্ষাতে পুত্র করে হরিতে ভকতি॥
রাখিয়া উত্তম গুরু শিখাব উহায়।
যাহাতে ভক্তির পাঠ শিক্ষা নাহি পায়॥
এত ভাবি দৈত্যেশ্বর আসি সভাস্থলে।
মন্ত্রী সহ সুমন্ত্রণা করে নানাছলে॥
মন্ত্রী কহে শুন রাজা আমার বচন।
শিক্ষা বিনা কুস্বভাব হয় শিশুগণ॥
তব কুলগুরু হয় শুক্রাচার্য্য ধীর।
দুইটি তনয় তার পণ্ডিত সুধীর॥
ষণ্ড ও অমার্ক নামে খ্যাত দুইজন।
শিক্ষাহেতু কর পুত্রে তাদেরে অর্পণ॥

মন্ত্রীর বচন শুনি তবে দৈত্যরায়।
গুরুর তনয়-দ্বয়ে ডাকেন তথায়॥
শালবৃক্ষ সম দেহ ভীম জটাজাল।
রক্তিম লোচন যেন গোধূলির কাল॥
হেনরূপে দীর্ঘপদে শুক্রের কুমার।
আশীষিয়া প্রবেশিল সভার মাঝার॥
শুক্রের তনয়ে ক'ন তবে দৈত্যেশ্বর।
আছে মোর প্রয়োজন শুনহ সত্বর॥
তোমাদের পিতা হন গুরু আমাদের।
তোমরাও হও গুরু আমার পুত্রের॥
নিকটে লইয়া যাও চারিটি কুমার।
দৈত্যনীতি শিক্ষা দাও করিয়া বিচার॥
সুশিক্ষা পাইলে পুত্র দিব পুরস্কার।
কুশিক্ষা পাইলে দণ্ড হবে দোঁহাকার॥
রাজার বচন শুনি ষণ্ডামার্ক কয়।
অবশ্য সুশিক্ষা পাবে তোমার তনয়॥
একে একে চারি শিশু করিয়া গ্রহণ।
ষণ্ডামার্ক নিজ গৃহে করিল গমন॥
শুভদিনে শুভক্ষণে ল'য়ে শিশুগণে।
শিক্ষাদান তাহাদেরে করে দুই জনে॥
চারি পুত্রে সমভাবে শিক্ষা করে দান।
তাহাতে না তৃপ্ত হয় প্রহ্লাদের প্রাণ॥
অহঙ্কার-পূর্ণ শিক্ষা করিতে অভ্যাস।
না চাহিল প্রহ্লাদের হৃদয়ের আশ॥
যাহা শিখে তাহে হরি পায় দেখিবারে।
সকলে সমান দেখি কাঁদে বারে বারে॥
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কিংবা বনচয়।
সর্ব্বত্রেই নারায়ণ তার বোধ হয়॥
ইচ্ছা তার সর্ব্ব প্রতি হয় ভক্তিমান্।
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার না করে বিধান॥
গুরুর ভয়েতে শিশু কাঁপে থরথর।
ভক্তির আনন্দ-খেলা না করে গোচর॥
ভক্তিতে মজিতে শিশু নাহি পায় স্থান।
সেই হেতু কাঁদি হয় আকুল পরাণ॥
ইচ্ছা তার কৃষ্ণ-চিন্তা ক্রীড়া কৃষ্ণসনে।
সর্ব্বজীবে সমভাবে নেহারে নয়নে॥
কিন্তু গুরু-ভয়ে তাহা না পায় করিতে।
সেই হেতু অতি দুঃখ পায় শিশু চিতে॥
প্রহ্লাদের হেন ভাব করি নিরীক্ষণ।
আশঙ্কায় পূর্ণ হ'ল উভয়ের মন॥
হেথা কিছুদিন পরে তবে দৈত্যরায়।
ভাবিল তনয়ে গুরু কি নীতি শিখায়॥
পাঠাইল চর রাজা আসি সভাতলে।
গুরু সহ আনিবারে তনয় সকলে॥
সেইক্ষণে ষণ্ডামার্ক লইয়া কুমার।
ভীত মনে আসিলেন সম্মুখে রাজার॥
পুত্রগণে হেরি তবে আনন্দে রাজন্।
কনিষ্ঠেরে নিজ বক্ষে করিল ধারণ॥
কহিতে লাগিল পুত্রে চুম্বিয়া বদন।
শৈশবে আছিলে বৎস সচঞ্চল মন॥
কেমন শিখিলে শিক্ষা শুনাও আমায়।
কোন্ বস্তু ভাল লাগে জিজ্ঞাসি তোমায়॥
পিতার বচন শুনি প্রহ্লাদ কুমার।
মনেতে সর্ব্বদা ভাবে নারায়ণ সার॥
নারায়ণ ভাল ভাবি করিয়া চিন্তন।
প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হ'ল শিশুর নয়ন॥
দু'নয়নে বারি ঝরে দেখিয়া তাহায়।
কেন কাঁদ বল বৎস কহে দৈত্যরায়॥
কোন্ বস্তু ভাল লাগে বলহ আমায়।
এখনি আনিয়া তোমা দিব হে তাহায়॥
পুনশ্চ প্রশ্নের কথা প্রহ্লাদ শুনিয়া।
প্রেমভরে কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥
কি কহিব তোমা পিতা তুমি গুরুজন।
সার বস্তু এ সংসারে শ্রীহরি-চরণ॥
অন্ধকূপ মম পক্ষে হয় এ সংসার।
গরলের সম উক্তি 'আমার তোমার'॥
এ সব ত্যজিয়া গিয়া ভীষণ কানন।
যদি পাই করিবারে যোগ আরম্ভণ॥

যোগে হরিমূর্ত্তি যদি দেখিবারে পাই ।
তদপেক্ষা ভাল মম এ সংসারে নাই ॥
পুত্রের বচন শুনি তবে দৈত্যরায় ।
অন্তরে হয়েন ক্রুদ্ধ বেষ্টিত মায়ায় ॥
দূরে ফেলি পুত্রে তবে ষণ্ডামার্কে ক'ন ।
এই কি উচিত শিক্ষা ওরে দুষ্টজন ॥
রাজার হেরিয়া ক্রোধ ষণ্ডামার্ক মুনি ।
বলেন এ হেন পুত্র নাহি দেখি শুনি ॥
কোথায় পাইল শিক্ষা তোমার কুমার ।
কেমনে জানিব তাহা ওহে গুণাধার ॥
যা শিক্ষা দিয়াছি রাজা অন্য তিনজনে ।
তাহার পরীক্ষা তুমি কর এই ক্ষণে ॥
রাজা বলে শুন শুন শুক্রের কুমার ।
ক্ষমিলাম যত দোষ করিলে এবার ॥
পুনশ্চ লইয়া যাও কনিষ্ঠ নন্দন ।
উত্তম শিক্ষায় বদ্ধ কর এর মন ॥
রাখিবে যত্নেতে তারে অতি সাবধানে ।
ছদ্মবেশে বিষ্ণুভক্ত না পশে সেস্থানে ॥
সঙ্গদোষে বালকের এই মতি হয় ।
সুশিক্ষা তাহারে দান করিবে নিশ্চয় ॥
দৈত্যের তনয় ল'য়ে গুরু দুই জন ।
আপন আলয়ে তবে করিল গমন ॥
ষণ্ডামার্ক প্রহ্লাদেরে জিজ্ঞাসে তখন ।
কোথা হ'তে হেন শিক্ষা পেলে বাছাধন ॥
যে কৃষ্ণের নাম মোরা কভু নাহি করি ।
কোথা হ'তে শিখি তুমি বল হরি হরি ॥
কেন তব ঘটে এই বুদ্ধিবিপর্য্যয় ।
আপনি শিখেছ কিংবা অন্য কিছু হয় ॥
গুরুর প্রশ্নেতে শিশু প্রেমে সুকাতর ।
প্রেমভরে কহিলেন শুন গুরুবর ॥
যে জন রচিল বিশ্ব তোমায় আমায় ।
আবরিত রহে যেই আপন মায়ায় ॥
সেই নারায়ণে কভু দেখা নাহি যায় ।
অদৃশ্য থাকিয়া দেখা দিলেন আমায় ॥
মায়াতে জীবের মনে জন্মে মিথ্যাজ্ঞান ।
আত্মপর পশুবুদ্ধি না লভে বিদ্বান্ ॥
মায়ার অতীত যিনি পুরুষপ্রধান ।
আমারে দিলেন বুদ্ধি সেই ভগবান্ ॥
তাঁহার শিক্ষার মতে তাঁরে দিয়া মন ।
বলি আমি হরি হরি শুনহ ব্রাহ্মণ ॥
প্রহ্লাদের মুখে শুনি এ হেন বচন ।
অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় গুরু দুই জন ॥
বেত্র আনি গুরুদ্বয় করি তিরস্কার ।
প্রহ্লাদে দেখায় তারা ভয় অনিবার ॥
সাম দান ভেদ দণ্ডে শত্রুর দমন ।
চতুর্থ প্রয়োগ তোমা উচিত এখন ॥
কুলাঙ্গার কাঁটা তুমি চন্দন-কাননে ।
বৃথা অপযশ মোর করিল সাধনে ॥
অনশন বেত্রাঘাত দেখাইয়া ভয় ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম শিক্ষা দিল সুনিশ্চয় ॥
ভয়েতে শিখিল শিশু দৈত্যের শিক্ষণ ।
বিস্মৃত না হয় কিন্তু শ্রীহরি-চরণ ॥
কিরূপ শিখেছে বিদ্যা কনিষ্ঠ নন্দন ।
জানিবারে দৈত্য হ'য়ে ব্যাকুলিত মন ॥
শুক্রের আবাসে ত্বরা পাঠাইলা চর ।
শিশু সহ ত্বরা করি যায় গুরুবর ॥
বহুদিন পুত্রমুখ না দেখি জননী ।
অগ্রেতে প্রহ্লাদে কোলে করেন আপনি ॥
মাতার স্নেহের বস্তু কনিষ্ঠ সন্তান ।
পুত্র কোলে করি তাঁর তুষ্ট হ'ল প্রাণ ॥
সুবাসিত জলে পুত্রে করাইল স্নান ।
বসন ভূষণ দিল বিবিধ বিধান ॥
পাঠাইল পরে পুত্র পিতার সদন ।
নম্রভাবে বন্দে পুত্র পিতার চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করি তারে করিল গ্রহণ ।
পুত্রে হেরি কোলে করে দৈত্যের রাজন্ ॥
শির চুম্বি কহে তবে দৈত্যের ঈশ্বর ।
কোন্ বস্তু ভাল বাছা করাও গোচর ॥

এত দিন গুরু-গৃহে যা কিছু পঠন।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা করহ বর্ণন॥
প্রহ্লাদ কহেন পিতা করহ শ্রবণ।
যাহা মোর ভাল লাগে কহি বিবরণ॥
হরিকথা যদি পাই করিতে শ্রবণ।
যদি পাই করিবারে শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥
যদি পাই স্মরিবারে সেই নারায়ণ।
কিংবা পাই সেবিবারে তাঁহার চরণ॥
অথবা পূজিতে পাই করিতে বন্দন।
দাস-ভাবে যদি পারি রাখিতে জীবন॥
কিংবা সখ্যভাবে পারি বিশ্বাস-স্থাপন।
যদি পারি করিবারে আত্ম-নিবেদন॥
ঘুচে যায় মন-খেদ ভাবি তাঁহে সার।
যদি পারি সমর্পিতে এই দেহভার॥
এই নববিধ ভাবে করি অনুষ্ঠান।
বিষ্ণু প্রতি যদি পারি রাখিতে এ প্রাণ॥
তাহাই উত্তম মম কহিনু রাজন।
কিন্তু গুরু-গৃহে নাই হেন অধ্যাপন॥
প্রহ্লাদের বাণী শুনি কশিপু তখন।
ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রে করিল ক্ষেপণ॥
সিংহাসন ত্যজি তবে গুরু প্রতি ধায়।
রূঢ়বাক্যে দৈত্যরাজ নিন্দিল তাঁহায়॥
দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণাধম একি ব্যবহার।
শত্রুরূপে পুত্রে মোর শিখাও অসার॥
ছদ্মবেশে মিত্ররূপ করিয়া ধারণ।
পুত্রে মোর মিথ্যা শিক্ষা কর অধ্যাপন॥
সমুচিত শিক্ষা আমি দানিব তোমায়।
ষণ্ডামার্ক প্রাণভয়ে কহেন তাঁহায়॥
স্থির হও স্থির হও তুমি দৈত্যেশ্বর।
মহাবলবান্ তুমি মোরা যে কিঙ্কর॥
হেন শিক্ষা কভু মোরা করি নাই দান।
আপনি শিখিল সব তোমার সন্তান॥
নাহি আছে অপরাধ মোদের রাজন।
জিজ্ঞাস কহিবে শিশু সত্য বিবরণ॥
গুরুর বচন শুনি তবে দৈত্যবীর।
কহিতে লাগিল শীঘ্র বচন গম্ভীর॥
বল্ দুষ্ট কোথা হ'তে এ শিক্ষা পাইলি।
সুপবিত্র দৈত্যকুলে কলঙ্ক রাখিলি॥
ত্রিভুবন-জয়ী আমি এ সাহস কার।
শিখাইল ভক্তি তোরে এ হেন প্রকার॥
প্রহ্লাদ কহেন পিতা করহ শ্রবণ।
আপনি শিখিনু আমি হেন আচরণ॥
বিষয়ে আসক্ত যারা রহে চিরকাল।
তাহারা কাটাতে নারে ভব-মায়াজাল॥
পড়িয়া মায়ার জালে বদ্ধ তারা রয়।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি না হয় উদয়॥
অন্ধ যথা অন্য জনে পথ না দেখায়।
বিষয়-আসক্ত তথা ঈশ্বরে না পায়॥
গূঢ়ভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে আছে ভগবান্।
তথাপি তোমরা তার না পাও সন্ধান॥
স্পর্শমাত্র শ্রীহরির চরণ যুগল।
সংসারবাসনা দূরে যাইবে সকল॥
পুরুষার্থ বুদ্ধি যার আত্মোপরি হয়।
শ্রীহরি তাদের প্রাপ্য কহিনু নিশ্চয়॥
এত কথা শুনি দৈত্য রক্তিম লোচন।
তিরস্কার করি পুত্রে কহেন বচন॥
পবিত্র দৈত্যের কুলে তুই কুলাঙ্গার।
যেই হরি মম শত্রু তুই ভক্ত তার॥
আপন সুহৃদে ত্যজি যেই কুলাঙ্গার।
শত্রুর চরণ পূজে না করি বিচার॥
সেই হয় মোর শত্রু, দূর কর তারে।
পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র ত্যজিল আমারে॥
পর যদি অনুকূল করে আচরণ।
পুত্র বলি তারে বুকে করি যে ধারণ॥
স্বদেহজ পুত্র যদি দ্রোহাচারী হয়।
শত্রু বলি তারে আমি জানিব নিশ্চয়॥
এক অঙ্গ ক্ষতিকর হ'লে কদাচন।
অন্য অঙ্গ লাগি তারে করিবে ছেদন॥

বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা বধ এ কুমারে।
পরম অরাতি মোর পুত্র কুলাঙ্গারে॥
এখনি মারিব তোরে লইব জীবন।
দেখিব কেমনে রাখে তোরে নারায়ণ॥
এত বলি দৈত্য তবে করিয়া গর্জ্জন।
ডাকাইয়া অনুচরে কহেন বচন॥
আমার কুমার বলি নাহি কর ভয়।
শীঘ্র লহ প্রহ্লাদের জীবন নিশ্চয়॥
বিবিধ যাতনা দিয়া করহ সংহার।
মম বংশ নষ্ট করে এই কুলাঙ্গার॥
রাজার বচন শুনি তবে দৈত্যগণ।
মারিবারে প্রহ্লাদেরে করিল গ্রহণ॥
ভক্তির প্রভাব এত কহিনু নৃপতি।
এত বলি স্থির হন নারদ সুমতি॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা ভক্তির আধার॥

ইতি প্রহ্লাদ চরিত্র।

দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রহ্লাদের যন্ত্রণা।

শুকদেব কহে শুন পাণ্ডুবংশধর।
যেই কথা যুধিষ্ঠিরে কন ঋষিবর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন নারদ সুজন।
শুন রাজা সে দৈত্যের তনয়-পীড়ন॥
প্রহ্লাদের মুখে শুনি হরি হরি ধ্বনি।
অতি ক্রুদ্ধ হইলেন দৈত্য-নৃপমণি॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে অনুচরে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল দৈত্য কঠোর বচন॥
মম বাক্য ধর তবে যত অনুচর।
প্রহ্লাদে নিধন কর হইয়া সত্বর॥
কুলের কণ্টক এই শিশু দুরাচার।
অবিলম্বে দুরাত্মারে করহ সংহার॥
রাজার বচন শুনি দৈত্য-অনুচর।
হস্তি-সম পুষ্টকায় যমের দোসর॥
সিংহ-সম ভীমনাদে করিয়া গর্জ্জন।
প্রহ্লাদের নিকটেতে করিল গমন॥
ভক্তিরসে মত্ত শিশু কৃষ্ণগতপ্রাণ।
অটল বিশ্বাস কৃষ্ণে সুমেরু-সমান॥
নিধনের বার্ত্তা শুনি ভয় নাহি তার।
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকে অনিবার॥
কোথা আছ নারায়ণ ভক্তের জীবন।
রাখ মোরে এ বিপদে দিয়া শ্রীচরণ॥
প্রহ্লাদ রহিল স্থির প্রেমেতে মাতিয়া।
শেল শূল হস্তে দৈত্য আসিল ধাইয়া॥
কার হস্তি-সম মুখ কেহ সিংহ-সম।
শালবৃক্ষ-সম কেহ ভীম পরাক্রম॥
শিশুরে দেখিয়া মায়া না হইল কার।
শূল-হস্তে ধায় সবে করি মার মার॥
শত বাণ শত অস্ত্র করিল ক্ষেপণ।
তথাপি বধিতে নারে প্রহ্লাদ-জীবন॥
রক্তবিন্দু নাহি পড়ে শিশু-কলেবরে।
প্রেমেতে মাতিয়া শিশু হরিধ্বনি করে॥
কতক্ষণ চেষ্টা করি থামি দৈত্যগণ।
বলে মায়া-বিদ্যা জানে রাজার নন্দন॥
অস্ত্র ব্যর্থ হ'ল দেখি কশিপু রাজন।
প্রহ্লাদে হেরিয়া ভয় পাইল তখন॥
মনে ভাবে বুঝি শেষে এই কুলাঙ্গার।
সবংশেতে পরে মোরে করিবে সংহার॥
জীবনের মমতায় সে দৈত্য রাজন।
পুত্রেরে ভাবিল শত্রু করিতে নিধন॥
পুনশ্চ ডাকিয়া রাজা কহে অনুচরে।
করহ উপায় সবে যাহে শিশু মরে॥
সমুদ্রে পর্ব্বতে কিংবা হস্তি-পদতলে।
অস্ত্রেতে সর্পেতে কিংবা ভীষণ গরলে॥

ইন্দ্রজালে অনশনে হিমেতে অনলে।
যে প্রকারে পার শিশু মার কোন ছলে॥
অনুচরগণ শুনি এ হেন বচন।
প্রথমে আনিল এক উন্মত্ত বারণ॥
শাল-বৃক্ষ সম তার দুই দন্ত রয়।
মদেতে উন্মত্ত অঙ্গে মদস্রাব হয়॥
মেঘের গর্জ্জন সম করিয়া বৃংহিত।
নিধন-স্থানেতে হস্তী হ'ল উপস্থিত॥
বড় বড় বৃক্ষ আর যতেক প্রাচীর।
মাতিয়া ভাঙ্গিল হস্তী হইয়া অধীর॥
হেনমতে হস্তিপদে প্রহ্লাদে লইয়া।
দৈত্য-অনুচর দিল সজোরে ফেলিয়া॥
হরিপ্রেমে মত্ত শিশু না করিয়া ভয়।
নারায়ণ নারায়ণ মন্ত্র শুধু কয়॥
যখন পড়িল শিশু হস্তীর চরণে।
এবার হইল বধ ভাবে দৈত্যগণে॥
যেই জন এই বিশ্ব করেন রক্ষণ।
কে পারে করিতে তাঁর ভক্তের নিধন॥
প্রহ্লাদে সমীপে পেয়ে বারণ তখন।
শুণ্ড দিয়া ধরি করে শিরেতে স্থাপন॥
ভক্তেরে শিরেতে ধরি উন্মত্ত বারণ।
আনন্দে করিল নৃত্য হ'য়ে শান্তমন॥
ইহাতে না মরে দেখি যত দৈত্যচয়।
প্রহ্লাদে লইয়া তবে নৃপতিরে কয়॥
ইন্দ্রজাল জানে রাজা তোমার নন্দন।
প্রহ্লাদে পাইয়া শান্ত উন্মত্ত বারণ॥
এত কথা শুনি কহে কশিপু তখন।
পর্ব্বত হইতে দুষ্টে করহ ক্ষেপণ॥
রাজার বচন শুনি যত অনুচর।
প্রহ্লাদে লইয়া উঠে পর্ব্বত-উপর॥
কেশে ধরি দৈত্য-চর প্রহ্লাদে তখন।
হস্তপদ দৃঢ়রূপে করিয়া বন্ধন॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ হ'তে ভূমে নিক্ষেপিল।
হরি হরি করি ভক্ত ডাকিতে লাগিল॥
ভক্তেরে পাইয়া কোলে ধরণী তখন।
জননী-সমান বক্ষে করিল ধারণ॥
আনন্দে মাতিয়া শিশু বলে নারায়ণ।
কোথা আছ দেখা দাও ভক্তের জীবন॥
হরি হরি বলি শিশু কাঁদে উচ্চস্বরে।
দু'নয়নে প্রেম-অশ্রু অবিরত ঝরে॥
প্রহ্লাদ না মরে দেখি যত দৈত্যগণ।
অদ্ভুত বারতা নৃপে জানায় তখন॥
পর্ব্বতে না মরে শিশু ভয় নাহি করে।
হরি হরি বলি সদা ডাকে উচ্চস্বরে॥
এ-কথা শুনিয়া রাজা হ'য়ে ক্রুদ্ধমন।
কহিল সর্পের মুখে করহ ক্ষেপণ॥
রাজার আদেশ শুনি যত অনুচর।
মাল দিয়া আনাইল যত বিষধর॥
অবরুদ্ধ এক গৃহে রাখি বিষধরে।
প্রহ্লাদেরে নিক্ষেপিল তাহার ভিতরে॥
ভক্তেরে পাইয়া তবে ভুজঙ্গম যত।
প্রহ্লাদ সহিত নাচে উন্মত্তের মত॥
করতালি দিয়া শিশু নাচে হরি ব'লে।
আনন্দেতে সর্প নাচে হরি হরি বলে॥
প্রহ্লাদ না মরে দেখি যত দৈত্যগণ।
পুনশ্চ নৃপেরে আসি করিল জ্ঞাপন॥
প্রহ্লাদে জীবিত শুনি ক্রোধে দৈত্যরায়।
পোড়াও অগ্নিতে দুষ্টে কহেন সবায়॥
রাজার বচন শুনি অনুচর যত।
জ্বালিল ভীষণ অগ্নি করি মনোমত॥
প্রহ্লাদে লইয়া তাহে করিল ক্ষেপণ।
হরি হরি বলি শিশু ডাকিল তখন॥
হরিনাম শুনি অগ্নি হ'ল হিমপ্রায়।
প্রহ্লাদ অনল-মাঝে বসিয়া খেলায়॥
অসম্ভব কাণ্ড দেখি তবে দৈত্যেশ্বর।
অনশনে রাখে শিশু বদ্ধ করি ঘর॥
অনশনে কারাগারে পাইয়া নির্জ্জন।
ভক্তিরসে মজি শিশু ডাকে নারায়ণ॥

ভক্তের জীবন লাগি সে দয়াল হরি।
অমৃত পিয়ায় তারে নিজ করে ধরি॥
কিছুদিন পরে তবে খুলি সেই ঘর।
প্রহ্লাদ মরিল বলি ভাবে দৈত্যবর॥
দ্বার খুলি দেখে রাজা প্রহ্লাদ জীবিত।
পূর্ব্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট অতি হরষিত॥
ইহা দেখি ক্রোধে রাজা হ'য়ে অগ্নিপ্রায়।
আনিয়া বিবিধ অন্ন গরলে মিশায়॥
পুত্রে কহে এই অন্ন করহ ভোজন।
নহে দুষ্ট মুষ্ট্যাঘাতে বধিব জীবন॥
অন্তরে বিরাজে যার সেই নারায়ণ।
কি ভয় করিতে তার গরল ভোজন॥
সুখেতে লইয়া অন্ন দৈত্যের কুমার।
হরিকে অর্পণ আগে করে তিনবার॥
হরিরে অর্পণে বিষ অমৃত হইল।
সুখেতে প্রহ্লাদ তাহা ভোজন করিল॥
প্রহ্লাদ না মরে দেখি তবে দৈত্যেশ্বর।
ডাকাইয়া কহিলেন শুন অনুচর॥
দুষ্টেরে লইয়া যাও সাগরের ধার।
পাষাণ লইয়া বাঁধ বক্ষেতে উহার॥
হস্ত-পদ দৃঢ়রূপে করিয়া বন্ধন।
ভীষণ তরঙ্গ-মাঝে করিবে ক্ষেপণ॥
নৃপের বচন শুনি অনুচরগণ।
প্রহ্লাদে সাগর-তীরে আনিল তখন॥
হস্ত-পদ অগ্রে তারা করিয়া বন্ধন।
বক্ষেতে করিল গুরু পাষাণ স্থাপন॥
হেনরূপে বাঁধি তুলি পর্ব্বত-উপরে।
তথা হ'তে নিক্ষেপিল সাগর-ভিতরে॥
এতেক বিপদে শিশু নাহি পায় ভয়।
প্রাণ ভ'রে উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি কয়॥
পাষাণ-বন্ধনে তাহে না পায় বেদন।
হরি-প্রেমামৃত পানে শান্ত তার মন॥
পাষাণ সহিত পড়ে সাগর-ভিতর।
পাষাণ হইল ভেলা জলের উপর॥
ভক্তেরে পাইয়া স্থির হইল সাগর।
যেন সুধা-মাঝে খেলে শিশু-শশধর॥
মৃদু-স্রোত আসি তারে তীরেতে তুলিল।
হরিধ্বনি করি শিশু বিষাদ ভুলিল॥
শিশু না মরিল দেখি দৈত্য-অনুচর।
রাজার নিকটে আসি কহিল বিস্তর॥
প্রহ্লাদ না মরে দেখি কশিপু রাজন।
মন্ত্রী সহ সুমন্ত্রণা করেন তখন॥
অতি দুষ্টমতি হয় আমার কুমার।
ইহার হস্তেতে বুঝি নিধন আমার॥
আপনার তেজে এই বাঁচে বারবার।
সকল বিপদ হৈতে পায় যে উদ্ধার॥
মোর কাছে থাকি করে শত্রুতাসাধন।
কিছুমাত্র ভয় মোরে না করে কখন॥
নিশ্চয় অমর এই, ইহার কারণ।
আমারে করিতে হবে মৃত্যুরে বরণ॥
ইহার বধের মন্ত্রী করহ উপায়।
নতুবা আমার প্রাণ আকুল চিন্তায়॥
শুকদেব কন শুন নৃপ পরীক্ষিৎ।
বিপদে প্রহ্লাদ দিল নারায়ণে চিত॥
ধর্ম্মরাজে এই কথা নারদ সুজন।
একে একে প্রহ্লাদের ক'ন বিবরণ॥
অপর শুনহ রাজা নারদ-বচন।
ধর্ম্মরাজে যেই ভাবে করেন বর্ণন॥
শুকদেব কহে শুন পাণ্ডুবংশধর।
প্রহ্লাদ চরিত-কথা অতি মনোহর॥
ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ সুজন।
কহিলেন শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
কিছুতেই না মরিল দেখিয়া কুমার।
আনিল কশিপু তারে সভার মাঝার॥
প্রহ্লাদে আনিয়া তবে দৈত্য মহাবীর।
মন্ত্রিগণে কহিলেন বচন গম্ভীর॥
কর কর মন্ত্রী সবে এ হেন মন্ত্রণ।
যাহাতে পুত্রের মৃত্যু হয় সংঘটন॥

হস্তিপদে অগ্নিমাঝে আর বিষধরে।
ফেলিনু মারিতে এরে সাগর-ভিতরে ॥
তাহাতেও না মরিল দেখিয়া নন্দন।
অনশনে কারাগারে রাখিনু তখন ॥
কিছুতেই এ দুষ্টের মরণ না হয়।
ক্রোধে দগ্ধ হয় মোর মন অতিশয় ॥
যাহে শীঘ্র হত হয় এই কুলাঙ্গার।
করহ ত্বরায় মন্ত্রী বিহিত তাহার ॥
রাজার বচন শুনি যত মন্ত্রিগণ।
মন্ত্রণা করিল বসি প্রহ্লাদকারণ ॥
ষণ্ডামার্ক দৈত্যরাজে হেরিয়া চিন্তিত।
প্রবোধ দানিল তারে কতশত মত ॥
বৃথাই এতেক চিন্তা কর দৈত্যপতি।
কেন তব এ সময়ে অকারণ ভীতি ॥
যাহার ভ্রূভঙ্গে হয় ইন্দ্রাদি কম্পিত।
বালক প্রহ্লাদ লাগি সে কেন চিন্তিত ॥
শিশুদের আচরণ কভু নাহি হয়।
দোষের অথবা কোন গুণের বিষয় ॥
অপূর্ব্ব এ শিশু রাজা জন্মিল তোমার।
না পারি মারিতে এরে করিয়া বিচার ॥
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মহা ঋষিবর।
হিতাহিত জ্ঞান তাঁর আছয়ে বিস্তর ॥
সম্প্রতি গেছেন তিনি দেশ-দেশান্তর।
অবিলম্বে আসিবেন আপন গোচর ॥
আসিলে সে ঋষিবরে করিয়া বিদিত।
মৃত্যুর উপায় রাজা করিব বিহিত ॥
এত বলি মন্ত্রিগণ প্রহ্লাদে ধরিয়া।
ষণ্ডামার্ক-গৃহে পুনঃ আসিল রাখিয়া ॥
ষণ্ডামার্ক প্রহ্লাদেরে করিয়া গ্রহণ।
পুনশ্চ কহিল তারে সুমিষ্ট বচন ॥
শোন বৎস আমাদের মঙ্গল-বচন।
যদ্যপি রাখিতে চাও আপন জীবন ॥
কাম-বিদ্যা শিক্ষা কর অর্থনীতি আর।
তব পিতা তাহে তুষ্ট হইবে এবার ॥
এত বলি ষণ্ডামার্ক প্রহ্লাদে লইয়া।
দৈত্য-শিশুগণ-মাঝে আসিল রাখিয়া ॥
বয়সে কোমল যত দৈত্যের কুমার।
কাম-অর্থ-নীতি-শিক্ষা পায় সুবিস্তার ॥
বয়স্য প্রহ্লাদে তারা করি দরশন।
আনন্দে উন্মত্ত সবে হইল তখন ॥
কি শিক্ষা শিখিলে ভাই যাহার লাগিয়া।
সন্তুষ্ট হইবে পিতা পুত্রেরে বধিয়া ॥
আমরা বয়স্য তোরে কত ভালবাসি।
তোর দুঃখ দেখে বহে চক্ষে অশ্রুরাশি ॥
আমাদের কথা রাখ ত্যাগ কর হরি।
তুষ্ট হোক তোর পিতা তব হিত স্মরি ॥
তাহাদের বাক্য শুনি প্রহ্লাদ তখন।
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কহিল বচন ॥
সরল শিশুর চিত্ত দোষদুষ্ট নয়।
আনন্দে শোনে তারা ভগবৎ-বিষয় ॥
প্রহ্লাদ কহিল সবে উপদেশবাণী।
পুলকিত শিশু সব সেই কথা শুনি ॥

সুবোধ রচিল গীত ভক্তিপুণ্যধন।
ভক্তের বিপদহারী শ্রীমধুসূদন ॥

ইতি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রহ্লাদের যন্ত্রণা।

প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ

শুকদেব কহে শুন পাণ্ডুবংশধর।
প্রহ্লাদের উপদেশ শোকদুঃখহর ॥
বয়স্যে লক্ষ্যিয়া তবে বলিল প্রহ্লাদ।
শুন সেই বাণী যাহে হরির প্রসাদ ॥

তোমরা বান্ধব মম শুন কথা তবে।
পরকালে যাহে শান্তি প্রাপ্ত হবে সবে ॥
যে শিক্ষা পাইনু আমি আপন অন্তরে।
তার সম শিক্ষা নাই ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥
শোক দুঃখ নাহি তাতে সদানন্দময়।
দূরে যায় গ্রহ-পীড়া আর মৃত্যু-ভয় ॥
তোমরা বয়স্য মম আমি বন্ধু হ’য়ে।
সেহেতু এসেছি হরি-নামামৃত ল’য়ে ॥
এস ভাই নাম-সুধা কর সবে পান।
উচ্চারণ মাত্র মুক্ত হবে সব প্রাণ ॥
দুর্লভ মানব-জন্ম সর্ব্ব-জন্ম-সার।
ধর্ম্মই সঙ্কল্প এর করিলে বিচার ॥
অতএব শুন ভাই ধর্ম্ম কর সার।
হরিনাম কৃষ্ণনাম বল অনিবার ॥
যেই জন এই বিশ্ব করিল সৃজন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আছেন যে জন ॥
সে হরির সেবা কর নাম কর গান।
পাইবে অবশ্য বন্ধু তাহে পরিত্রাণ ॥
এ প্রপঞ্চ দেহমাত্র মায়ার আধার।
এ সংসারে দেখ পূর্ণ হয় অহঙ্কার ॥
অসার-সংসার মাঝে কৃষ্ণমাত্র সার।
অতএব চিন্তা কর শ্রীচরণ তাঁর ॥
শত বর্ষ পরমায়ু ধরে যত নর।
নিদ্রায় অর্দ্ধেক তার ক্ষয় নিরন্তর ॥
শৈশব কৈশোরে নষ্ট বিংশতি বছর।
বিংশতি বিনষ্ট হয় পেয়ে জরা-ভর ॥
দশ মাত্র অবশিষ্ট সুপূর্ণ যৌবন।
কাম-ক্রোধ-লোভাদিতে বিমোহিত মন ॥
প্রিয়জন-সঙ্গালাপে প্রেয়সীতে রতি।
অনুরক্ত কন্যা পুত্র ধন জন প্রতি ॥
অতএব দেখ ভাই ধরিয়া জীবন।
তিলমাত্র সুখ নাই সংসার-বন্ধন ॥
গুটীপোকা যথা গুটী করিয়া গঠন।
আপনি গুটীর মধ্যে থাকয়ে বন্ধন ॥
তেমনি লভিয়া জন্ম এ সংসারে নর।
মুক্তির উপায় নাহি ভাবে নিরন্তর ॥
মায়া-মোহপাশে তার ঘটয়ে বন্ধন।
মুক্তির উপায় তার নাহি কদাচন ॥
বিষয়-আসক্ত জনে না হয় কল্যাণ।
স্নেহপাশ ছেদ বিনা নাহি পরিত্রাণ ॥
ধনের লালসা তারা ছাড়িতে না পারে।
অবশ্য ত্যজিবে সবে ধনের তৃষ্ণারে ॥
অর্থ হয় প্রাণাপেক্ষা বেশী প্রিয়তর।
তার লাগি লোকে হয় দস্যু ও তস্কর ॥
নারীসঙ্গ কভু তারা না পারে ত্যজিতে।
সে কারণে তার ঠাঁই হয় নরকেতে ॥
স্নেহপাশে কেহ কভু বদ্ধ যদি হয়।
মুক্তি সেই নাহি পায় জানিবে নিশ্চয় ॥
কলত্র ভগিনী ভ্রাতা পুত্র পিতামাতা।
গৃহ পশু ভৃত্য কিংবা আপন দুহিতা ॥
কেহ নাহি তাহাদের ভুলিবারে পারে।
সর্ব্বদিকে বদ্ধ তারা থাকে এ সংসারে ॥
পরমায়ু ক্ষয় পায় কুটুম্ব পোষণে।
জানিতে না পারে কভু থাকিয়া অজ্ঞানে ॥
ত্রিতাপে তাপিত তারা বুঝিতে না পারে।
আত্মীয়পোষণে তারা শুধু কাল হরে ॥
এ কারণে করে তারা পরস্ব হরণ।
ইহজন্মে রাজদণ্ড করিবে বরণ ॥
পরকালে নরকেতে পাইবে আশ্রয়।
লোভ-সম্বরণে তবু সমর্থ না হয় ॥
আত্মপর ভাবনায় সদা মগ্ন রয়।
তবুও না পারে তারা ছাড়িতে বিষয় ॥
স্ত্রৈণ নর নাহি পায় মুক্তির সন্ধান।
তাই বলি ভাইগণ লভ এই জ্ঞান ॥
বিষয়-আসক্ত দৈত্যে সবে ত্যাগ কর।
একান্ত শরণ লও হরির গোচর ॥
মুক্তিদাতা তিনি শুধু মিছে সব আর।
মুনিগণ ভজে সদা শ্রীপদ তাঁহার ॥

সর্ব্বজীবে সমদর্শী তিনি মহাশয় ।
তাহারে সন্তুষ্ট করা শক্ত কিছু নয় ॥
সজীবে নির্জ্জীবে তিনি, তিনি বিশ্বময় ।
সর্ব্বভূতে আছে সেই, সেই গুণত্রয় ॥
তাই বলি শুন ভাই দৈত্যের কুমার ।
ত্যাগ কর মম বাক্যে অসুর-আচার ॥
সর্ব্বভূতে দয়া কর স্থির কর মন ।
চিন্তামাত্র দেখিবারে পাবে নারায়ণ ॥
উপাসনা করি যদি তোষ নারায়ণে ।
না রবে অলভ্য কিছু তোমার জীবনে ॥
দূরে যাবে ভব-ভয় হবে শান্তিময় ।
মায়ার প্রভাব পাবে করিবারে জয় ॥
হেন উপদেশ আমি নারদ-গোচর ।
শিখিয়া হরির দেখা পাই নিরন্তর ॥
আপনারে ক্ষুদ্র বলি না ভাবিবে কভু ।
অনায়াসে পেতে পার যিনি সেই বিভু ॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ দেবর্ষি নারদে ।
দিলেন দুর্লভ জ্ঞান তাঁর পারিষদে ॥
ভগবানে ভক্ত যারা যদি ক্ষুদ্র হয় ।
তবুও পাইবে জ্ঞান, জানিবে নিশ্চয় ॥
দেবর্ষি নারদ-কাছে এই জ্ঞান পাই ।
ভাগবতধর্ম্ম কহি তোমাদের ঠাঁই ॥
তাই বলি বন্ধু সবে ধর মম বাণী ।
প্রাণপণে সেবা কর সেই চক্রপাণি ॥
প্রহ্লাদের বাক্য শুনি অমৃত-সমান ।
আনন্দে মাতিল যত বালকের প্রাণ ॥
কেহ বলে যা কহিলে অপরূপ অতি ।
পুনরায় বল ভাই শুনিব সম্প্রতি ॥
কেহ বলে হেন কথা শিখিলে কোথায় ।
সুপবিত্র হরিনাম মণ্ডিত সুধায় ॥
কেহ বলে বল বল পুনশ্চ আখ্যান ।
যে উপায়ে হরিলাভ করে মম জ্ঞান ॥
আর জন বলে ভাই জিজ্ঞাসি তোমায় ।
বয়সে মোদের সম তোমারে দেখায় ॥
দৈত্যশিশু অন্তঃপুরে রহ অহরহঃ ।
কি প্রকারে দেখা হয় নারায়ণ সহ ॥
বয়স কোমল অতি দৈত্যের কুমার ।
অন্তর সরল যেন নবনীতাধার ॥
প্রহ্লাদের বাণী শুনি যত শিশুগণ ।
শুনিতে চাহিল তবে অন্য বিবরণ ॥
ষণ্ডামার্ক ছাড়া মোরা গুরু নাহি পাই ।
অন্য বাক্য কিছু নাহি শুনি অন্য ঠাঁই ॥
দুর্লভ সুযোগ তুমি পাইলে কোথায় ।
অন্তঃপুরবাসী ভ্রাতঃ, কাহার কৃপায় ॥
এ বিষয়ে প্রশ্ন মনে জাগিল এখন ।
কৃপা করি কর সবে সন্দেহভঞ্জন ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার ।
হরির মাহাত্ম্য যাতে জগতে প্রচার ॥

ইতি প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রহ্লাদের জন্মবৃত্তান্ত

দেবর্ষি নারদ কহে শুন নরপতি।
প্রহ্লাদ বয়স্যবাক্যে আনন্দিত অতি ॥
যেই ভাবে আমি সব করেছি বর্ণন।
সেভাবে প্রহ্লাদ বলে তাদের তখন ॥
প্রহ্লাদ কহেন শুন বয়স্য আমার।
কেমনে পাইনু হরি কহিব বিস্তার ॥
মন্দরে যখন পিতা তপস্যা কারণ।
রাজ্যভার ত্যজি তথা করেন গমন ॥
সেইকালে দানবের হ’ল বল নাশ।
দেবগণ করে তবে বলের প্রকাশ ॥
ইন্দ্র সহ দেবগণ করিয়া মিলন।
ক্রমে ক্রমে দৈত্যরাজ্য করে আক্রমণ ॥
পুর গ্রাম ব্রজ আর যতেক নগর।
একে একে দেবগণ লইল বিস্তর ॥
দানব দানবী যত করিয়া গ্রহণ।
ক্রোধেতে করিল সব মস্তক ছেদন ॥
সেইকালে মম মাতা রাজরাণী ছিল।
ইন্দ্র তারে অনায়াসে বন্দিনী করিল ॥
মাতারে ধরিয়া ইন্দ্র স্বর্গের মাঝারে।
ল’য়ে যায় করিবারে বন্দী কারাগারে ॥
জাতিতে কামিনী বটে আমার জননী।
বিপদে আকুলা যেন মণিহারা ফণী ॥
সেই কালে পরিপূর্ণ গর্ভ ছিল তাঁর।
গর্ভরক্ষা হেতু চিন্তা হইল অপার ॥
প্রাণভয়ে সতী সাধ্বী কেঁদে বলে তায়।
কৃপা করি দেবরাজ বাঁচাও আমায় ॥
সহসা নারদ সেথা করে আগমন।
দয়ার্দ্র হইল চিত্ত শুনিয়া ক্রন্দন ॥
স্থির হও বলি ঋষি ইন্দ্রে সম্বোধিয়া।
কহিলেন সুরপতি শুন মন দিয়া ॥
কয়াধূ দানবী বটে জাতিতে রমণী।
কোন্ দোষে নারী-হত্যা কর দেবমণি ॥
অবলা সরলা বালা করিছে ক্রন্দন।
উহারে আমার হস্তে করহ অর্পণ ॥
নারদের বাণী শুনি তবে বজ্রধর।
কয়াধূরে সমর্পণ করিল সত্বর ॥
সমর্পণ-কালে ইন্দ্র কহেন বচন।
রাখিনু তোমার বাক্য তুমি গুরুজন ॥
একটি মিনতি মম তোমার সকাশ।
যখন ইহার পুত্র হইবে প্রকাশ ॥
সেই পুত্র মম হস্তে করিবে অর্পণ।
নিশ্চয় বধিব আমি তাহার জীবন ॥
নারদ কহেন তবে শুন সুরপতি।
মহা-ভাগবত হবে ইহার সন্ততি ॥
নিষ্পাপ ও শ্রীহরির হবে অনুচর।
বধিতে নারিবে তারে শুন নৃপবর ॥
সেই হেতু বধ তার উচিত না হয়।
তাহা হ’তে দৈত্যবধ কহিনু নিশ্চয় ॥
শুনিয়া নারদ-বাণী দেবতার পতি।
জন্মিল তাঁহার মনে শ্রদ্ধা মোর প্রতি ॥
জননীরে বারকয় করি প্রদক্ষিণ।
স্বর্গরাজ্যে চলিলেন অনুতাপহীন ॥
জননীরে ল’য়ে তবে সেই ঋষিবর।
আপন আশ্রমে যান হইয়া সত্বর ॥
যতদিন দৈত্যপতি করে তপাচার।
সে অবধি মাতা রন আশ্রমে তাঁহার ॥

বহু যত্নে নারদের করেন সেবন।
ক্রমে-তাহে তুষ্ট হন সেই ঋষিজন॥
ইচ্ছাপ্রসবের বর পেলেন তথায়।
মাতা সদা রত রন তাঁহার সেবায়॥
জননী-সেবায় তুষ্ট হ'য়ে ঋষিবর।
শ্রীহরির তত্ত্ব-কথা কহেন বিস্তর॥
ভক্তির লক্ষণ জ্ঞান আত্মার বিষয়।
উপদেশ দান করে মুনি মহাশয়॥
সকলি বিস্মৃত মাতা হন এইখনে।
মুনি-অনুগ্রহে তাহা আছে মোর মনে॥
শুনগো বয়স্যগণ আমার বচন।
শ্রদ্ধাসহ উপদেশ করহ শ্রবণ॥
অহঙ্কার দূরে যাবে যেবা তাহা শুনে।
তাহারো সারিবে পাপ শ্রদ্ধা যার মনে॥
সমভাবে থাকে বৃক্ষ, সময় সময়।
ছয়টি বিকৃতি তার দেহে লক্ষ্য হয়॥
সেইরূপ আত্মা হয় সমভাবে স্থিত।
কালবশে দেহ হয় বিকারে ব্যাপৃত॥
অদ্বিতীয় নিরঞ্জন সর্ব্বজ্ঞ অক্ষয়।
নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় সকল-আশ্রয়॥
এই আত্মা হয় সদা সবের কারণ।
তাহা জানি মিথ্যাজ্ঞান ত্যজে বিজ্ঞজন॥
প্রস্তরে আগুনযোগ স্বর্ণকারগণ।
আকর হইতে স্বর্ণ করে আহরণ॥
সেইরূপ পণ্ডিতেরা আত্মযোগদ্বারা।
ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করেন তাঁহারা॥
প্রকৃতি মহৎ আর তত্ত্ব অহঙ্কার।
পাঁচটি তন্মাত্রসহ প্রকৃতি-প্রকার॥
সত্ত্ব রজঃ তম হয় গুণ প্রকৃতির।
ষোড়শ বিকার তার জানিবে সুধীর॥
পরমাত্মা সাক্ষীরূপে রয় বিদ্যমান।
কপিলাদি তাঁর রূপ করেছে ব্যাখ্যান॥
মণিময় মাল্য মধ্যে সূত্র যে প্রকার।
আত্মা রহে সেই ভাবে দেহের মাঝার॥
জাগ্রৎ সুষুপ্তি স্বপ্ন বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়।
আত্মার সহিত যোগ কিছুমাত্র নয়॥
অতএব কর যদি যোগ-অনুষ্ঠান।
নষ্ট হবে জাগ্রদাদি সঙ্গেতে অজ্ঞান॥
যে ভাবেতে ভগবানে করিবে পূজন।
তাহাই বলিব এবে করহ শ্রবণ॥
গুরুভক্তি গুরুপ্রতি সকল অর্পণ।
হরিকথা গুণ আর কর্ম্মের কীর্ত্তন॥
পাদপদ্ম ধ্যান, মূর্ত্তি দর্শন অর্চ্চন।
সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রহণ॥
সাধু বলি সর্ব্বজীবে ভাবিবে অন্তরে।
ষড়্‌রিপু কর জয় পূজ শ্রীহরিরে॥
লীলার ইচ্ছায় প্রভু যেই কর্ম্ম করে।
তাহার শ্রবণে ভক্ত প্রফুল্ল অন্তরে॥
নাচে গায় হাস্য করে, কখনো রোদন।
ভক্তিভরে কভু করে নাম উচ্চারণ॥
এইরূপে হয় মুক্ত সংসার-বন্ধন।
ভক্তিযোগ নাশে তার অজ্ঞানকারণ॥
ভগবানে চিত্ত যদি কর সমর্পণ।
না রবে দ্বেষাদি আর কর্ম্মের বন্ধন॥
ইহারেই মোক্ষলাভ বলে বিচক্ষণ।
অতএব লও সবে শ্রীহরি-শরণ॥
দেহ ধন কলত্রাদি গৃহ ধনাগার।
ঐশ্বর্য্যাদি যত কিছু অতি তুচ্ছ ছার॥
কোন প্রিয় কার্য্য এতে না হয় সাধিত।
স্বর্গাদি নশ্বর বলি হইবে বিদিত॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ হয় দোষহীন।
ভক্তিভরে তার দেহে হইবেক লীন॥
দেহ লাগি কাজকর্ম্ম যত কিছু কর।
সে দেহ কুকুর-ভোজ্য অতীব নশ্বর॥
পরমানন্দ-আধার জানিবে আত্মায়।
অন্য কিছু নাহি আর তার তুলনায়॥
সেই প্রভু সৃজিয়াছে জান সর্ব্বজনে।
সুরাসুর যক্ষ নর সেবে ভগবানে॥

দেবত্ব ঋষিত্ব কিংবা যজ্ঞ শৌচ আর।
জন্মাতে না পারে তুষ্টি জানিবে তাহার ॥
একমাত্র ভক্তিযোগ শুদ্ধ সুনির্ম্মল।
ঈশ্বরের নিকটেতে হইবে সফল ॥
একমাত্র ভগবানে লওহে আশ্রয়।
সকল পাপীরে তিনি তরান নিশ্চয় ॥
যক্ষ রক্ষ শূদ্র পক্ষী ব্রজে যারা ছিল।
ঈশ্বরে ভজিয়া সবে পাপমুক্ত হৈল ॥
শ্রীহরি জগৎপতি তিনি নারায়ণ।
তাঁর নামে মুক্ত হয় যত জীবগণ ॥
অজ্ঞানতা দূর হয় শ্রীহরির নামে।
বাসনা বিনষ্ট হয় এই ভবধামে ॥
হৃদয়ের মাঝে সদা র'ন অন্তর্য্যামী।
তাঁহার মহিমা আর কি কহিব আমি ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম সদা যাঁহার অধীন।
সেই নারায়ণে সবে ভজ নিশিদিন ॥
সকলের আত্মা তিনি সকলের প্রিয়।
ত্রিভুবনপতি তিনি তিনি অদ্বিতীয় ॥
শুন শুন বন্ধুগণ ইষ্ট চাহ যদি।
সেই ভগবানে মন দাও নিরবধি ॥
তাই বলি বন্ধুগণ স্থির করি মন।
হরি হরি বল সবে ভরিয়া বদন ॥
সুবোধ রচিল গীত আনন্দিত মনে।
পাপী তাপী মুক্তি পায় শ্রীহরি-স্মরণে ॥

ইতি প্রহ্লাদের জন্মবৃত্তান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

নরসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ

নারদ বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রহ্লাদবাক্যেতে সবে হইল সুস্থির ॥
বয়সে বালক সবে কোমল হৃদয়।
প্রহ্লাদের বাণী শুনি হরষিত হয় ॥
প্রহ্লাদে ঘেরিয়া সবে হরি হরি বলে।
ষণ্ডামার্ক শুনি তাহা অগ্নি হেন জ্বলে ॥
বেত্র ল'য়ে তাড়াতাড়ি ষণ্ডামার্ক ধায়।
হরি বলি যত শিশু ইতস্ততঃ যায় ॥
প্রহ্লাদ-মিলনে নষ্ট হ'ল শিশুগণ।
ভাবি ষণ্ডামার্ক যায় রাজার সদন ॥
তবে যুধিষ্ঠিরে ক'ন নারদ সুজন।
ভক্তের সংযোগে শুদ্ধ হয় দুষ্টমন ॥
ভক্তির মহিমা হেন রাজা পরীক্ষিৎ।
কহিলাম সবিশেষ জানিও নিশ্চিত ॥
কহিলেন শুকদেব শুন নৃপবর।
কেমনে দৈত্যের নাশ হ'ল অতঃপর ॥
ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ সুজন।
কহিলেন শুন রাজা কশিপু-নিধন ॥
প্রহ্লাদের সহ মিলি শিশুরা সকলে।
মত্ত হ'য়ে যবে সবে হরি হরি বলে ॥
ষণ্ডামার্ক ক্রোধে দগ্ধ হইয়া তখন।
দ্রুতবেগে প্রবেশিল রাজার ভবন ॥
শাল-বৃক্ষ সম দেহ মেঘ জটাজাল।
অতি কৃষ্ণবর্ণ তায় দেখিতে বিশাল ॥

প্রভঞ্জন সম শ্বাস বহে ঘন ঘন।
দ্রুতপদে যায় তারা আরক্ত নয়ন॥
রাজার সমীপে গিয়া ষণ্ডামার্ক কয়।
উত্তম সন্তান তুমি কিগো মহাশয়॥
বয়সে বালক বটে কি কুহক জানে।
মজাইল যত শিশু নাহি ভয় প্রাণে॥
যতেক কোমলমতি পেয়ে শিশুগণ।
প্রহ্লাদ শিখায় সবে শ্রীহরিকীর্ত্তন॥
কি আশ্চর্য্য গুণ ধরে তনয় তোমার।
একা মজাইল যত দৈত্যের কুমার॥
কর রাজা এ উপায় যাহা লয় মন।
সর্ব্বনাশ ঘটাইল তোমার নন্দন॥
গুরুর বচন শুনি কশিপু তখন।
মাতিল পুনশ্চ ক্রোধে করিয়া গর্জ্জন॥
স্বভাবতঃ ক্রূর অতি হয় দৈত্যপতি।
পদাহত সর্প মত রোষে উঠে অতি॥
ভ্রূকুটি করিয়া ক্রোধে করে সম্বোধন।
কোপাহত হয়ে কহে কর্কশ বচন॥
অনুচরে সম্বোধিয়া কহিলেন রায়।
প্রহ্লাদের কেশ ধরি আনহ হেথায়॥
আমি হই নরপতি সবে আজ্ঞাকারী।
না মানে আমার আজ্ঞা বুঝিতে না পারি॥
যেই করে জিনিলাম এ তিন ভুবন।
শাসিতে নারিনু তাহে আপন নন্দন॥
আন আন অনুচর সেই কুলাঙ্গারে।
এখনি আছাড়ি আমি বধিব তাহারে॥
রাজার আজ্ঞায় ধায় যত অনুচর।
দীর্ঘদন্ত দীর্ঘশ্মশ্রু ভীম-কলেবর॥
চণ্ডালের সম বেশ নাহি মায়ালেশ।
ষণ্ডামার্ক-গৃহমাঝে করিল প্রবেশ॥
হুহুঙ্কার শুনি তবে প্রহ্লাদ কুমার।
বুঝিলেন এইবারে নাহিক নিস্তার॥
এত ভাবি শিশুগণে করি সম্বোধন।
প্রহ্লাদ মধুর বাক্যে কহেন তখন॥
শিশুগণ দেখ পিতা মোরে শাস্তি দিতে।
পাঠাইল অনুচর আমারে লইতে॥
যেই জন পাপী হয় পাপে যার মতি।
সহজে বিরোধী সেই হরিতে দুর্ম্মতি॥
স্বহস্তে বধিবে বলি তনয় আপন।
পাঠাইল অনুচরে করিতে বন্ধন॥
আমার যাতনা দেখি ভয় নাহি পাও।
উচ্চস্বরে একমনে হরিনাম গাও॥
ভক্তাধীন নারায়ণ তিনি প্রভু হন।
না পাইবে কোন ব্যথা কহিনু বচন॥
প্রহ্লাদের বাণী শুনি দৈত্য-শিশুগণ।
আনন্দে নাচিয়া করে হরি-সংকীর্ত্তন॥
মাঝেতে প্রহ্লাদ নাচে হরি হরি বলি।
চারিধারে সবে নাচে হ'য়ে কুতূহলী॥
যম-সম অনুচর প্রবেশি তথায়।
দেখিল সকলে মিলে হরিনাম গায়॥
হরিনাম শুনি সবে অগ্নি হেন জ্বলে।
প্রহ্লাদে বাঁধিল আগে কঠিন শৃঙ্খলে॥
রাজার নন্দন একে কিশোর বয়স।
শৃঙ্খলে না পায় পীড়া মাখি প্রেমরস॥
প্রহ্লাদে বাঁধিল দেখি আর শিশুগণ।
প্রহ্লাদের দুঃখে সবে করিল ক্রন্দন॥
শিরে ধরি প্রহ্লাদের যত অনুচর।
হস্তে পদে বাঁধি আনে রাজার গোচর॥
কাঁচাসোনা বর্ণ মরি কোমল গঠন।
প্রেমময় হাসিমুখ কমল-নয়ন॥
প্রহ্লাদের হস্ত-পদ হ'য়ে শৃঙ্খলিত।
দুর্দ্দান্ত নৃপতি কাছে হইল আনীত॥
কোমল তনয়ে দেখি পিতা নিরদয়।
হুতাশন সম জ্বলে ক্রোধে অতিশয়॥
মধ্যাহ্ন-তপন সম ঘুরায় নয়ন।
কুটিল কালের সম কটাক্ষ ধারণ॥
ধরিয়া ভীষণ মুষ্টি ক্রোধবশে কয়।
কোথা হ'তে তোর দুষ্ট এ দুর্ম্মতি হয়॥

জানিয়াও নাহি জান আমি কোন্ জন।
ত্রিভুবনে সবে সেবে আমার চরণ ॥
স্বর্গের সহিত দেবে করিয়া সংহার।
নর পশু সহ ধরা করি অধিকার ॥
ব্রহ্মাণ্ডের পতি আমি না জানি আমায়।
হরিনাম কর তুষ্ট কাহার কথায় ॥
দেখিয়াছ মূর্ত্তি মম পর্ব্বতের প্রায়।
একই আঘাতে বধ করিব তোমায় ॥
যদি চাও রক্ষিবারে আপন জীবন।
হরি ত্যজি সেব তুমি আমার চরণ ॥
জনকের কথা শুনি প্রহ্লাদ তখন।
প্রেমে গদগদ হ'য়ে কহেন বচন ॥
অবশ্য প্রণম্য তুমি জনক আমার।
কোন্ বিধিমতে পিতা বধিবে কুমার ॥
ব্রহ্মাণ্ডের পতি বলি কর অহঙ্কার।
হেন মিথ্যা কথা পিতা নাহি কহ আর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত অতি কি দিব তুলন।
জিনিবারে নাহি পার নিজ দেহ মন ॥
মনের সমান শত্রু নাহিক ভুবনে।
সেই সর্ব্বজেতা যেই জয় করে মনে ॥
দেহ-মাঝে ছয় দস্যু র'য়েছে রাজন।
সর্ব্বদা সর্ব্বস্ব তব করিছে হরণ ॥
সে ছয় রিপুরে পিতা নাহি করি জয়।
স্বর্গমাত্র জিনিয়াছ ব্রহ্মাণ্ড-নিচয় ॥
তাই বলি শুন রাজা আমার বচন।
ত্যজি অহঙ্কার ভজ শ্রীহরি-চরণ ॥
পাইবে নিস্তার তুমি রবে মম প্রাণ।
শান্ত এ সংসার হবে বেদের প্রমাণ ॥
প্রহ্লাদ এতেক বলি বাঁধা হাত পায়।
পিতার চরণ-তলে পড়িল ত্বরায় ॥
সম্মুখে প্রহ্লাদ-মুখে শুনি হরিধ্বনি।
অগ্নিসম ক্রোধে দগ্ধ হয় নৃপমণি ॥
পদ দিয়া প্রহ্লাদেরে দূরে নিক্ষেপিল।
পদাঘাতে কোমলাঙ্গে যাতনা পাইল ॥
যাতনা পাইয়া শিশু হরিধ্বনি করে।
দু'নয়নে প্রেমধারা দরদর ঝরে ॥
কাতরে ডাকিয়া কহে ওহে নারায়ণ।
এ সময়ে দেখা দাও বিপদ-ভঞ্জন ॥
ভক্তেরে পালিতে তুমি হও দয়াময়।
আশ্রয় দাও গো মোরে ব্রহ্মাণ্ড-আশ্রয় ॥
এমত প্রকারে তবে কশিপু-নন্দন।
কাতরে ডাকিয়া করে হরি-সংকীর্ত্তন ॥
তাহার ক্রন্দনে কাঁদে পুর-নারীগণ।
পশু পক্ষী কাঁদে সবে যে করে শ্রবণ ॥
আকাশে থাকিয়া কাঁদে দেবতার দল।
ভক্তেরে রাখহ বলি করে কোলাহল ॥
এ হেন নন্দনে রুষ্ট কশিপু তখন।
কহিতে লাগিল তবে করিয়া গর্জ্জন ॥
এতেক যাতনা পেয়ে বল তুমি হরি।
না চাহ জীবন সেই দুষ্টেরে বিস্মরি ॥
আজি তব মম হস্তে নাহিক নিস্তার।
এক মুষ্ট্যাঘাতে বধি তোরে কুলাঙ্গার ॥
এত বলি ক্রোধে মাতি কশিপু তখন।
মধ্যাহ্ন-তপন-সম ঘুরায় নয়ন ॥
প্রবল-গর্জ্জন-সম করিয়া হুঙ্কার।
এক করে প্রহ্লাদের ধরে কেশভার ॥
আর করে মুষ্টি ধরি তনয়েরে কয়।
ত্যজ যদি হরিনাম তবে প্রাণ রয় ॥
নহিলে দেখাও তবে কোথা নারায়ণ।
দেখিব কেমন তুষ্ট হয় সেই জন ॥
শিশুমতি পেয়ে তোরে ছলে ভুলাইয়া।
মম ভয়ে অলক্ষ্যেতে থাকে লুকাইয়া ॥
হরি-অপবাদ শুনি কশিপু-তনয়।
অন্তরে পাইয়া ব্যথা জনকেরে কয় ॥
তুমি রাজা নাহি জান সেই নারায়ণ।
তাই এত কহিতেছ তাঁরে কুবচন ॥
আমার জীবন লহ দুঃখ নাহি তায়।
হরি-নিন্দা শুনি মম মন ব্যথা পায় ॥

সবার কারণ তিনি সবার আশ্রয়।
সর্ব্বদাই ব্যাপ্ত তিনি এ ব্রহ্মাণ্ডময় ॥
শত্রু মিত্র নাহি তাঁর সম-দৃষ্টিমান্।
ভক্তের নিকটে হরি অতি দয়াবান্ ॥
চেষ্টামাত্রে দেখা তাঁর পায় সর্ব্বজন।
পাবে পিতা তাঁর দেখা সেবিলে চরণ ॥
প্রহ্লাদের কথা শুনি ক্রোধে দৈত্যরায়।
গর্জ্জন করিয়া বাণী কহিলেন তায় ॥
কহিয়াছ তুমি পুত্র সেই নারায়ণ।
সর্ব্বত্র বিরাজ করে এ তিন ভুবন ॥
সুবিস্তৃত হয় এই আমার আলয়।
ইহার মাঝে কি পুত্র সেই হরি রয় ॥
হরি নামে প্রেম-ভরে কাঁদিয়া কুমার।
কহিলেন শুন রাজা তাহার বিচার ॥
সূক্ষ্ম হ'তে পরমাণু স্থূলে ত্রিভুবন।
সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান মম নারায়ণ ॥
কি ছার দেখাও রাজা তোমার আলয়।
তৃণ কীটে থাকি হরি করিয়া আশ্রয় ॥
ক্রোধেতে অধীর হ'য়ে বলে দৈত্যমণি।
আমার আলয়ে হরি আছে কি এখনি ॥
যদি থাকে কেন আমি দেখা নাহি পাই।
দেখা পেলে তারে আমি উত্তম শিখাই ॥
হেন পরিহাস করি কহে দৈত্যপতি।
সম্মুখে দেখহ স্তম্ভ রয়েছে সম্প্রতি ॥
সর্ব্বত্রই যদি হরি থাকে কুলাঙ্গার।
স্তম্ভের ভিতরে থাকা সম্ভব তাহার ॥
যদি স্তম্ভ-মাঝে থাকে তোর নারায়ণ।
দেখা রে দুর্ম্মতি পুত্র পাইতে জীবন ॥
তাহা যদি নাহি পার করিব নিপাত।
মস্তক করিব চূর্ণ মারি মুষ্ট্যাঘাত ॥
পিতার বচন শুনি প্রহ্লাদ তখন।
বলে কোথা আছ এস বিপদ-ভঞ্জন ॥
স্তম্ভের মাঝারে হরি হও অবতার।
দেখিয়া তোমায় পিতা লভুক নিস্তার ॥
নারায়ণে ভাবি শিশু উন্মত্ত হইল।
এস হরি এস হরি বলিয়া ডাকিল ॥
প্রহ্লাদে উন্মত্ত হেরি কশিপু তখন।
কহেন প্রহ্লাদে তোর দেখা নারায়ণ ॥
প্রহ্লাদ কহেন শুন বনমালী হরি।
ভক্তের নিকটে এস তুমি শীঘ্র করি ॥
শিশুর ক্রন্দন শুনি প্রভু নারায়ণ।
ভয় নাই বলি তবে করিল গর্জ্জন ॥
সে গর্জ্জনে ত্রিভুবন কাঁপে থর থর।
মেদিনী কাঁপিল যেন সহিত সাগর ॥
সূর্য্যেরে বেড়িয়া কাঁপে যত গ্রহগণ।
কুলাচল সহ কাঁপে ব্রহ্মাণ্ড ভবন ॥
গর্জ্জন শুনিয়া তবে দৈত্যপতি কয়।
স্তম্ভেতে কি আছে হরি বল রে নিশ্চয় ॥
এতেক কহিয়া রাজা আরক্ত নয়নে।
স্তম্ভ প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঘনে ঘনে ॥
প্রহ্লাদ কহেন তবে শুন দৈত্যমণি।
স্তম্ভের মধ্যেতে হরি করিলেন ধ্বনি ॥
ওই দেখা যায় তাঁর শ্যাম কলেবর।
ভুবনমোহন রূপ হ'তেছে গোচর ॥
কশিপু শুনিয়া পুনঃ কহিল বচন।
দেখা রে দেখা রে মোরে কোথা নারায়ণ ॥
প্রহ্লাদ কহেন হরি স্তম্ভের ভিতর।
ভাল করি দেখ পিতা হইবে গোচর ॥
স্তম্ভেতে আছেন হরি শুনি দৈত্যরায়।
অতিবলে পদাঘাত করিলেক তায় ॥
পদাঘাতে কাঁপে স্তম্ভ সহ নারায়ণ।
উপজিল তাহা হ'তে ভীষণ গর্জ্জন ॥
কোথা হ'তে হয় শব্দ না হয় সন্ধান।
চারিদিকে চাহে দৈত্য কোথা ভগবান্ ॥
গর্জ্জনে কাঁপিল দৈত্য সহ অনুচর।
নরসিংহ-রূপে হরি হ'লেন গোচর ॥
সিংহগ্রীব চতুর্ব্বাহু ভীষণ-আকার।
কটিদেশ নরমূর্ত্তি অতি চমৎকার ॥

লক্ লক্ করে জিহ্বা তপন-নয়ন।
ভীষণ দন্তের ছটা নিশ্বাস সঘন॥
হেন মূর্ত্তি হেরি দৈত্য ভাবে মনে মনে।
এমন বিচিত্র প্রাণী না দেখি জীবনে॥
জটাসটা অগ্নিতুল্য দীপ্তি তার পায়।
রসনা খড়্গের তুল্য, রন্ধ্র নাসিকায়॥
পর্ব্বতের গুহা তুল্য মনে তার হয়।
শুভ্র রোমে সর্ব্বদেহ সমাবৃত রয়॥
স্থূল খর্ব্ব গ্রীবা তার বক্ষ সুবিশাল।
ক্ষীণ কটি, হস্তে আছে নখর ধারাল॥
তারে দেখি ভাবে দৈত্য এই বুঝি হরি।
ইহারে মারিব আমি এই মোর অরি॥
এত ভাবি গদাহস্তে তাঁরে আক্রমিল।
ঈশ্বরের তেজে সেই অদৃশ্য হইল॥
ক্রোধে দৈত্যপতি করে গদার প্রহার।
জড়াইয়া ধরে তারে নৃসিংহ-আকার॥
অতীব কৌশলে দৈত্য মুক্তিলাভ করে।
দেবগণ কাঁপে তবে স্বর্গের ভিতরে॥
নারায়ণ ক্রোধময়ী মূর্ত্তি তবে ধরি।
বাহু দিয়া কশিপুরে ধরে নর-হরি॥
নখরে ধরিয়া অঙ্গ রাখি ঊরু'পর।
চিরিলেন আর হাতে তাহার উদর॥
পাণ্ডুবংশ-অবতংস শুনগো কাহিনী।
কাঁপিতে লাগিল তবে সমগ্র অবনী॥
নৃসিংহ-নয়ন হৈল অতীব ভীষণ।
আপনার ওষ্ঠ জিভে করিছে লেহন॥
গজেন্দ্রে বিনাশি সিংহ সেই রূপ ধরে।
শোণিতে রক্তাক্ত তথা বদনে কেশরে॥
দৈত্যরাজ-নাড়ী শোভে নৃসিংহের গলে।
উপাড়য়ে হৃৎপিণ্ড দৈত্যের সবলে॥
নখরে সহস্র দৈত্য করে বিনাশন।
জটাস্পর্শে প্রকম্পিত মেঘেরা তখন॥
গ্রহগণ দৃষ্টিপাতে হীনপ্রভ হয়।
ক্ষুব্ধ সিন্ধু বিশ্বে যেন করিবেক লয়॥
দিগ্‌গজ কাতর স্বরে করে হাহাকার।
মেদিনী কাতরা অতি পদাঘাতে তার॥
বিনাশি দৈত্যেরে হরি বসে সিংহাসনে।
ভয়ে কেহ নাহি তার যায় সন্নিধানে॥
সুরাঙ্গনাগণ তবে পুষ্পবৃষ্টি করে।
ব্যোমযানে দেবগণ আকাশে বিহরে॥
মহানন্দে নরসিংহে করে দরশন।
পটহ দুন্দুভি বাদ্য হৈল আরম্ভণ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যত নৃত্যগীত করে।
ব্রহ্মাদি দেবতা ঋষি সিদ্ধ বিদ্যাধরে॥
পিতৃ সর্প নর আর প্রজাপতিগণ।
বিষ্ণুর পার্ষদ সহ করে আগমন॥
সকলে নৃসিংহে তবে ভক্তিভরে অতি।
নানাভাবে করিলেন কত স্তবস্তুতি॥
ব্রহ্মা বলে অনন্তেরে করি নমস্কার।
শক্তি বীর্য্য কার্য্য হয় পবিত্র যাহার॥
স্থাবর জঙ্গমে করেন সৃজন পালন।
স্বেচ্ছায় সংহার তার করেন কখন॥
রুদ্রদেব বলে শুন প্রভু ভগবান্।
সংবরণ কর কোপ, কর প্রণিধান॥
সহস্র যুগান্তে তুমি ঘটাবে প্রলয়।
দূর কর এবে প্রভু সকলের ভয়॥
ইন্দ্র কহে ভগবান্ বধি দৈত্যরাজে।
দানিলে যজ্ঞাংশ পুনঃ দেবতাসমাজে॥
দৈত্য করে অধিকার হৃদয়কমল।
তব কর্ম্মে এইবার সঁপিব সকল॥
রক্ষিয়াছ ভক্তজনে করি নমস্কার।
তুচ্ছধন ছাড়ি সেবি চরণ তোমার॥
ঋষিগণ কহে প্রভু দৈত্যের কারণে।
ভুলি যত যাগযজ্ঞ তপ-অনুষ্ঠানে॥
শরণাগতকে রক্ষা করুন এবার।
অভয় প্রদান কর, করি নমস্কার॥
পিতৃগণ বলে শুন প্রভু ভগবান্।
আমাদের নিবেদন কর অবধান॥

নরসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ

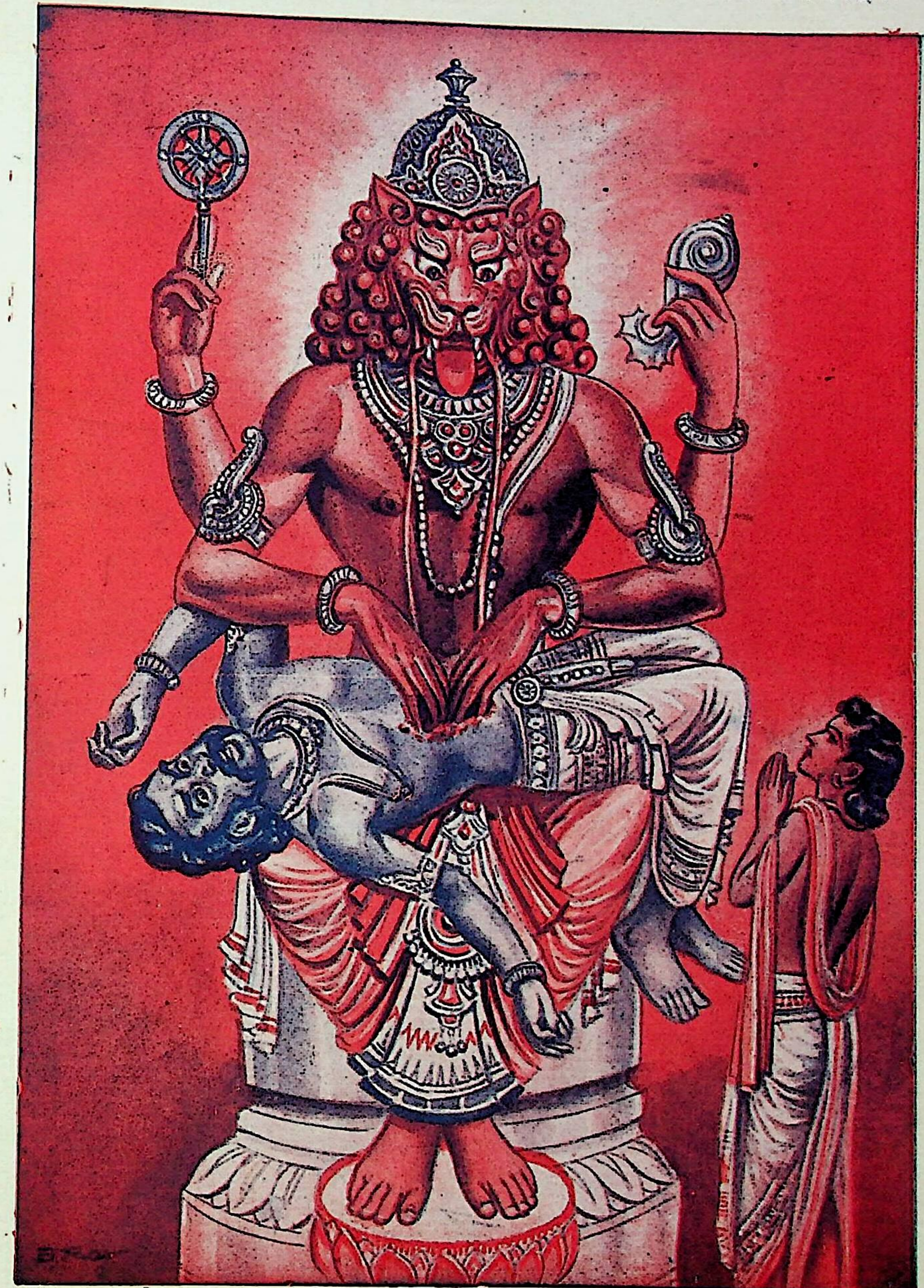

নখরে ধরিয়া অঙ্গ রাখি উরুপর।
চিরিলেন আর হাতে তাহার উদর॥

পৃষ্ঠা—৫৪৪

পুত্রগণ পিণ্ডে জলে করিত তর্পণ।
দৈত্য তাহা জোর করি করিত ভোজন॥
বধি দুরাচার দৈত্যে দানিলে সকল।
ভক্তিভরে নমি তব চরণকমল॥
সিদ্ধ বলে দৈত্য করে ঐশ্বর্য্য হরণ।
তাহারে বধিয়া কৈলে দুষ্টে নিবারণ॥
বিদ্যাধর বলে প্রভু এই দুরাচার।
নিবারিত আমাদের বিদ্যা অধিকার॥
তাহারে বধিয়া বিদ্যা করিলে স্থাপন।
নমস্কার করি মোরা প্রভু নারায়ণ॥
রত্ন নারী হরে দুষ্ট, বলে নাগগণ।
তাহাদের বধিয়া কৈলে আনন্দ বর্দ্ধন॥
নর বলে দৈত্য করে ধর্ম্মের বিনাশ।
তারে বধি সবে কৈলে বদ্ধ তব পাশ॥
প্রজাপতি বলে প্রজা না পারি সৃজিতে।
দৈত্যের কারণে প্রভু ভয়ে ভীত চিতে॥
নির্ভয়ে এখন প্রভু করিব সর্জ্জন।
তোমার চরণে সবে লইনু শরণ॥
গন্ধর্ব্ব বলেন প্রভু এই দুরাচার।
আমাদের সকলেরে কৈল অধিকার॥
তাহারে বধিয়া রক্ষা করিলে সকলে।
প্রণতি জানাই তব চরণকমলে॥
চারণ বলিল প্রভু করি নিবেদন।
দৈত্যভয়ে সাধু তোমা না করে চিন্তন॥
নির্ভয়ে এখন সবে পূজিবে তোমারে।
দুঃখ নাই তার তোমা যেই পূজা করে॥
যক্ষ বলে মোরা সব তব অনুচর।
এখন হইনু মুক্ত সংসার-ভিতর॥
কিম্পুরুষ বৈতালিক কিন্নরাদি যত।
এইভাবে ভগবানে করে স্তুতি কত॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
হরির মাহাত্ম্য হয় যাহাতে প্রচার॥

ইতি নরসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ।

প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব

নারদ কহেন শুন পাণ্ডব-ঈশ্বর।
এভাবেতে করে স্তব দেবমুনিবর॥
রোষাবিষ্ট দেখি তাঁরে কেহই তখন।
সম্মুখে যাইতে নাহি পারে কদাচন॥
সকলে মিলিয়া তবে লক্ষ্মীকে বলিল।
নরসিংহরূপ দেখি লক্ষ্মী নাহি গেল॥
পিতামহ প্রহ্লাদেরে ডাকিয়া তখন।
হরিপাশে যেতে করে আদেশ বচন॥
প্রহ্লাদ তথাস্তু বলি অতি ভক্তিভরে।
লুটাইয়া পড়ে তাঁর চরণ-উপরে॥
প্রহ্লাদে হেরিয়া হরি শান্ত করে মন।
অভয় দানিয়া তারে করে উত্তোলন॥
শ্রীহরির করস্পর্শে ভয় দূর হয়।
করজোড়ে করে স্তুতি করিয়া বিনয়॥
রক্ষা কর তুমি হরি সবার আশ্রয়।
ভক্তের রাখিতে মান তুমি দয়াময়॥
শিশুমতি আমি অতি কি কব বচন।
দয়া করি ক্রোধ শান্তি কর নারায়ণ॥
হেরিয়া তোমার এই রূপ ভয়ঙ্কর।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ পাইতেছে ডর॥
প্রভু তব আজ্ঞাবহ ইহারা সকলে।
তব তুষ্টি তরে স্তব করে দলে দলে॥
ক্রোধ তব সম্বরণ কর দয়াময়।
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি হেরি পায় সবে ভয়॥
জগতের আত্মা তুমি সুহৃদ্ পরম।
তোমার স্বরূপ এই বিশ্ব মনোরম॥
শান্ত হও শান্ত হও মম অনুরোধ।
সম্বরণ কর তব দুর্জ্জয় এ ক্রোধ॥

ব্রহ্মাদি দেবতা যারে তুষিতে না পারে।
কি ভাবে অধম আমি শান্ত করি তাঁরে ॥
ধন জন্ম তপ আদি কিছুতে না হয়।
ভক্তিতে তুষিব শুধু তোমার হৃদয় ॥
বহুগুণধারী বিপ্র হরিরে না পায়।
যদ্যপি শরণ নাহি লয় তাঁর পায় ॥
চণ্ডাল তাহার মন বাক্য কর্ম্ম প্রাণ।
সব সঁপি করে যদি সেবা ভগবান্ ॥
তথাপি সে হয় পূজ্য ব্রাহ্মণ হইতে।
ভগবান্ দয়া তারে করে বিধিমতে ॥
ঈশ্বরসেবক পায় অন্যের পূজন।
নীচকুলে জন্ম মম না ডরি কখন ॥
দেবগণ ভক্ত তব অতি ভীত মন।
তাহাদের রক্ষা প্রভু কর নারায়ণ ॥
মোর পিতা হয় তব ক্রোধের কারণ।
তাহার মৃত্যুতে প্রভু শান্ত কর মন ॥
দৈত্যের মৃত্যুতে প্রভু শান্ত ত্রিসংসার।
সংবরণ করি কোপ হর দুঃখভার ॥
মঙ্গল কামনা করি যত জীবগণ।
নরসিংহ রূপ তব করিবে স্মরণ ॥
নৃসিংহে না ডরি প্রভু সংসারেতে ভয়।
তোমার চরণে প্রভু দাওগো আশ্রয় ॥
সুহৃদ্ দেবতা তুমি দাস কর মোরে।
আবদ্ধ না হই যেন সংসারের ডোরে ॥
তুমি ছাড়া কেহ নাহি করিবে রক্ষণ।
করিব সর্ব্বদা আমি তোমার কীর্ত্তন ॥
মায়াশক্তি কালশক্তি হইয়া মিলিত।
লিঙ্গদেহ সৃষ্টি করে ত্রিগুণ সহিত ॥
তার মধ্যে হয় মন সবার প্রধান।
মন বুদ্ধি পরাজিত শুধু তব স্থান ॥
মনের কারণে জীব প্রবেশে সংসারে।
শক্তি দাও মোরে প্রভু জিনিতে তাহারে ॥
রাজ্য নাহি চাহি প্রভু ঐশ্বর্য্য না চাই।
সহজে বিনষ্ট তাহা মূল্য কিছু নাই ॥
ভৃত্যরূপে সদা তোমা চাই সেবিবারে।
নাহিক প্রার্থনা অন্য তোমার গোচরে ॥
তোমার কৃপায় মোর বৈরাগ্য উদয়।
বড় ভাগ্য শিরে মোর করস্পর্শ হয় ॥
সর্ব্বভূতে সমভাব তোমার বিদিত।
তোমারই কৃপায় তব না হই বিস্মৃত ॥
উত্তম অধম ভেদ তোমা কাছে নাই।
কল্পবৃক্ষরূপে তুমি আছ সর্ব্ব ঠাঁই ॥
সংসারের কূপে প্রভু হইত পতন।
দেবর্ষি নারদ মোরে করিল রক্ষণ ॥
তব অনুগ্রহ পাই, কিবা চাই আর।
ভৃত্যভাবে সেবি সদা চরণ তোমার ॥
স্তম্ভেতে নৃসিংহ-মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
বধিলে পিতারে মোর দেব নারায়ণ ॥
নারদের বাক্য তুমি করিলে প্রমাণ।
বধি দৈত্যে রক্ষা তুমি কৈলে ভক্তমান ॥
পক্ষপাতদোষ তব কভু নাহি হেরি।
স্বভাব তোমার তাহা নহেক শ্রীহরি ॥
জগৎ তোমার রূপ, এর সর্ব্ব ঠাঁই।
ভিতরে বাহিরে দেখি তোমারে গোঁসাই ॥
জগৎ সৃজিয়া তার প্রতিটি অণুতে।
প্রবিষ্ট হইয়া তুমি আছ বিধিমতে ॥
অন্তেতে জগৎ লয় করি নারায়ণ।
জলমধ্যে তুমি প্রভু করিলে শয়ন ॥
নাভিদেশে তব এক জন্মিল কমল।
তাহা হৈতে হয় সৃষ্ট ভুবন সকল ॥
প্রজাপতি আবির্ভূত হইয়া কমলে।
দেখিতে না পায় তোমা মায়ামোহছলে ॥
তপস্যায় আত্মারূপে হেরে আপনারে।
মধুকৈটভেরে বধি রক্ষিলে তাহারে ॥
নর ঋষি দেব পক্ষী মৎস্যরূপ ধরি।
ধর্ম্মের পালন তুমি করিয়াছ হরি ॥
কলিযুগে কোন মূর্ত্তি না কর গ্রহণ।
সেই হেতু কলিযুগ হইল বর্জ্জন ॥

অতীব বাসনাসক্ত হয় মোর মন।
কিরূপে তোমার তত্ত্ব করিব গণন ॥
বিষয় সুখেতে মোর ইন্দ্রিয় সকল।
ক্রমাগত হইতেছে আকৃষ্ট কেবল ॥
পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফলে সংসার নদীতে।
পতিত হইয়া ডাকি ভীতিযুত চিতে ॥
দয়া করি প্রকাশিয়া কর পরিত্রাণ।
কাতরে তোমারে ডাকি প্রভু ভগবান্ ॥
সকলের গুরু তুমি বন্ধু সর্ব্বজনে।
মূঢ় প্রতি অনুগ্রহ আছে তব মনে ॥
ইন্দ্রিয়সুখের লাগি কুটুম্বপোষণ।
করিবারে ব্যস্ত যারা হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
তাদের অবস্থা দেখি দুঃখ হয় মনে।
তাহাদেরো দাও ঠাঁই তোমার চরণে ॥
নির্ব্বোধ বালকে ত্যজি মুক্তি নাহি চাই।
অনুগ্রহ কর সবে প্রার্থনা জানাই ॥
সংসারসুখেতে দুঃখ নাহি হয় দূর।
ভোগাসক্তি বাড়ে তাহে জানি ত প্রচুর ॥
আপনি প্রসন্ন যদি ন'ন তার প্রতি।
কোনক্রমে নাহি হবে তাহাদের গতি ॥
ব্রতের পালন আর মৌনাবলম্বন।
তপশ্চর্য্যা জপ আদি বেদ-অধ্যয়ন ॥
সমাধি নির্জ্জনবাস শাস্ত্রপাঠ আর।
মুক্তির সাধক বলি খ্যাত চারিধার ॥
দম্ভীগণ ইহাতেও মুক্তি নাহি পায়।
একমাত্র তুমি হও তাহার উপায় ॥
কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যথা গুপ্তভাবে রয়।
কারণ কার্য্যেতে তুমি রহ সমুদয় ॥
পঞ্চভূত হও তুমি গন্ধ স্পর্শ আর।
রস রূপ শব্দে হয় আবাস তোমার ॥
প্রাণ মন চিত্ত আর রহ অহঙ্কারে।
স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বরূপে রহ সর্ব্বাধারে ॥
সকল জীবের আছে আদি অন্ত আর।
একমাত্র তুমি হও বাহির সবার ॥
তোমারে জানাই প্রভু প্রণাম আমার।
সর্ব্বকর্ম্মফল সঁপি চরণে তোমার ॥
ভক্তি ভিন্ন মোক্ষলাভ কভু নাহি হয়।
ভৃত্যরূপে তুমি মোরে রাখ সদাশয় ॥
প্রহ্লাদের বাণী শুনি তবে নারায়ণ।
শান্ত হন কশিপুরে করিয়া নিধন ॥
শান্ত হ'য়ে ক'ন হরি চাহ তুমি বর।
সন্তুষ্ট হ'য়েছি আমি তোমার উপর ॥
প্রসন্ন করিলে মোরে পায় দরশন।
মনোরথ সিদ্ধ তার হইবে তখন ॥
নারদ কহেন শুন পাণ্ডুবংশধর।
এতেক বলেন যদি প্রভু গদাধর ॥
তথাপি প্রহ্লাদ নাহি চাহে কোন বর।
ঈশ্বর দর্শনে তার পূরিত অন্তর ॥

সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
শুনিলে একান্ত মনে পাবে মোক্ষ-জ্ঞান ॥

ইতি প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

প্রহ্লাদের অভিষেক ও মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুর-বিজয়

নারদ বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
ঈশ্বরের বাক্যে তবে প্রহ্লাদ সুধীর ॥
করজোড়ে বলে তাঁরে মধুর বচনে।
কেন লুব্ধ করিতেছ মোহমুগ্ধ জনে ॥
দৈত্যকুলে জন্মি আমি স্বভাবে সংসারী।
বরদানে লুব্ধ মোরে করো না কাণ্ডারী ॥
বিষয়সুখেতে ভীত মুক্তি আমি চাই।
বৈরাগ্যবশতঃ চাহি মুক্তি তব ঠাঁই ॥
এহেন পরীক্ষা মোরে করিও না আর।
বিষয়বাসনা রোধ অসাধ্য আমার ॥
ভৃত্য কভু অর্থলোভে সেবা নাহি করে।
নিঃস্বার্থ সেবক হই তোমার গোচরে ॥
দয়াবান্ তুমি প্রভু অন্যায়ের পথে।
প্রবৃত্তি করানো বিধি নহে কোনমতে ॥
ছলনাতে প্রভু আর নাহি প্রয়োজন।
বর যদি দিবে প্রভু শুন আকিঞ্চন ॥
কাম যেন কভু নাহি প্রবেশে হৃদয়।
তাহাতে ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সমুদয় ॥
আত্মাধর্ম্ম ধৈর্য্য বুদ্ধি ক্রমে নষ্ট হয়।
লজ্জা তেজ স্মৃতি সত্য সৌন্দর্য্য বিলয় ॥
কামহীন নর লভে ঐশ্বর্য্য অপার।
তোমার চরণে হয় আশ্রয় তাহার ॥
শুনিয়া প্রহ্লাদ-বাণী কহে ভগবান্।
ভক্তমধ্যে তুমি হও সবার প্রধান ॥
কামনাবিহীন তুমি তবু মোর বরে।
দৈত্যরাজ্য ভোগ কর এই মন্বন্তরে ॥
সর্ব্বভূতে আমি রই সদা বর্ত্তমান।
যজ্ঞ-অধিষ্ঠাতা আমি শুন মতিমান্ ॥
সর্ব্বদা আমার কথা করিবে শ্রবণ।
হৃদয়ে আমারে তুমি করিবে স্থাপন ॥
তোমার নির্ম্মল যশ হইবে কীর্ত্তিত।
সংসার-বন্ধনমুক্ত রহিবে সতত ॥
কালক্রমে দেহ ত্যজি হে দৈত্যভূষণ।
আমারে লভিবে, হবে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি প্রহ্লাদ তখন।
কহিতে লাগিল অতি বিনীত বচন ॥
ওহে প্রভু দয়াময় যে পায় তোমারে।
তার কাম্য কিছু নাই এ ভব সংসারে ॥
বিষয়বাসনা মোর দূর কর প্রভু।
কামে মুগ্ধ মন মোর নহে যেন কভু ॥
তোমার শত্রুতা করি আমার জনক।
করিলেন চিরকাল ভীষণ পাতক ॥
তাঁহারে উদ্ধার কর সেই পাপ হ'তে।
অসদ্গতি নাহি যেন লভে কোন মতে ॥
এতেক শুনিয়া হরি প্রহ্লাদ বচন।
তার প্রতি স্নেহভরে কহিলা তখন ॥
শুন শুন ভক্তবর তোমার পিতার।
হইয়াছে পাপমুক্তি পরশে আমার ॥
আমার দর্শনে আর তোমা পেয়ে সুত।
বিংশতি পুরুষ তার হইয়াছে পূত ॥
তোমা সম ভক্তগণ নিবসে যেথায়।
পাপ সেথা প্রবেশিতে পথ নাহি পায় ॥
অহিংসক যেই ব্যক্তি তব অনুগত।
তাহারা আমার ভক্ত জানিবে সতত ॥
মোর অঙ্গস্পর্শ লভি জনক তোমার।
পবিত্রতা লভিয়াছে শুন গুণাধার ॥
অতএব সৎকার করিয়া পিতার।
এই দৈত্যপুরে তুমি লহ রাজ্যভার ॥
অনন্তর মিলি তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
প্রহ্লাদেরে রাজপদে করিল বরণ ॥
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মিলি অতঃপর।
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করিল বিস্তর ॥
দেবদেব বিশ্বগুরো ভূভারহরণ।
অবধ্য অসুরে বধি রক্ষিলে ভুবন ॥

মোর অধিকার দৈত্য লভে জোর ক'রে।
অবধ্য হইল সেই দৈত্য মোর বরে ॥
জগতে স্থাপিলে শান্তি সৌভাগ্য বিষয়।
প্রহ্লাদে রক্ষিলে তুমি অতি দয়াময় ॥
পরমাত্মা তুমি দেব যে করে ভজন।
ডরিবে না কভু সেই ভীষণ মরণ ॥
এই ভাবে দেবগণ করিল স্তবন।
সন্তুষ্ট হইয়া তবে বলে নারায়ণ ॥
শুন বিধি সর্প যথা দুগ্ধ পান করি।
দিনে দিনে হয় সেই অতি ক্রূরাচারী ॥
সেইরূপ দৈত্যে যদি কর বর দান।
বিপরীত ফল এর হয় মতিমান্ ॥
এতেক বলিয়া তবে প্রভু ভগবান্।
তথা হৈতে হইলেন ধীরে অন্তর্দ্ধান ॥
শ্রীহরি বৈকুণ্ঠ-ধামে করিলে গমন।
প্রহ্লাদ করিল সর্ব্ব দেবের অর্চ্চন ॥
একে একে সর্ব্ব দেবে পূজে মতিমান্।
দেবতারা করে তারে রাজপদ দান ॥
আশীর্ব্বাদ করি তারে সর্ব্ব দেবগণ।
নিজ নিজ ধামে সবে করিলা গমন ॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠের দুইজন দ্বারী।
ব্রহ্মশাপে দিতিগর্ভে জন্মলাভ করি ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নাম ধরি।
প্রাণ ত্যজে শ্রীহরির সনে রণ করি ॥
দ্বিতীয়েতে কুম্ভকর্ণ আর দশানন।
শ্রীরামের হস্তে তারা হইল নিধন ॥
তৃতীয়েতে শিশুপাল দন্ত নাম ধরি।
উদ্ধার পাইল তারা কৃষ্ণহস্তে মরি ॥
যোগাদি সাধন তারা কিছু নাহি জানে।
শত্রুতা করিয়া শুধু পায় ভগবানে ॥
এই ভাবে কৃষ্ণদ্বেষী যত নরপতি।
মুক্তিলাভ করে অন্তে কৃষ্ণে যার মতি ॥
তৈলপায়ী ধৃত হ'য়ে ভ্রমরের দ্বারা।
ক্রমেতে ধরে যে রূপ ভ্রমর-আকারা ॥
কৃষ্ণদ্রোহী সেই ভাবে কৃষ্ণ চিন্তা করি।
তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় দেখহ বিচারি ॥
এইভাবে বিচারিয়া দেখ মতিমান্।
দ্বিবিধ উপায়ে জীব পায় ভগবান্ ॥
কৃষ্ণের পবিত্র কথা করিনু কীর্ত্তন।
দৈত্যজন্মবধ-কথা করিলে শ্রবণ ॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র-কথা ভক্তিযোগ আর।
জ্ঞান ও বৈরাগ্য কথা বলি সুবিস্তার ॥
গুণধর্ম্ম তত্ত্ব আদি বহু বিবরণ।
ক্রমে ক্রমে সব আমি করেছি কীর্ত্তন ॥
পবিত্র আখ্যান যেই শ্রদ্ধা সহকারে।
শ্রবণ কীর্ত্তন পাঠ করেন অচিরে ॥
মুক্তিলাভ করি তার বৈকুণ্ঠে গমন।
এবিষয়ে নাহি কর সন্দেহ পোষণ ॥
তুমি রাজা যুধিষ্ঠির ভাগ্যবান্ অতি।
তোমার গৃহেতে কৃষ্ণ করেন বসতি ॥
সুহৃদ মাতুলপুত্র আত্মারূপে তিনি।
আজ্ঞা-অনুবর্ত্তী তব, কৃষ্ণে লহ চিনি ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা নারে করিতে অর্চ্চন।
তোমাদের প্রতি তিনি সদা তুষ্ট রন ॥
মায়াবী অসুর ময় কোন একদিন।
শঙ্করের যশ যত করিল বিলীন ॥
ভগবান্ পুনর্ব্বার করিল স্থাপন।
শঙ্করের যশোরাশি, শুনহে রাজন্ ॥
নারদের মুখে শুনি এতেক কাহিনী।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কহ তবে মুনি ॥
শঙ্করের যশ নষ্ট কী ভাবেতে হয়।
কী ভাবেতে ভগবান্ দমিলেন ময় ॥
সেই যশ কী ভাবেতে হইল স্থাপন।
সকল আমার কাছে করহ কীর্ত্তন ॥
দেবর্ষি বলেন তবে যুধিষ্ঠির প্রতি।
ময়ের কাহিনী আমি বলিব সম্প্রতি ॥
পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধের সময়ে।
অসুরে জিনিল দেব ঈশ্বর সহায়ে ॥

না দেখি উপায় কিছু অসুর সকল।
ময়ের শরণ লয় হইয়া বিফল॥
স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহের তিনটি নগরী।
নির্ম্মাণ করিয়া ময় করিল চাতুরী॥
অসুরেরা পুরীমধ্যে থাকে অলক্ষিতে।
ত্রিলোক বিনাশ তারা লাগিল করিতে॥
যাবতীয় লোক আর লোকপালগণ।
না পারে সহিতে আর দৈত্যনির্য্যাতন॥
মহাদেব কাছে তারা হ'য়ে উপনীত।
বলিতে লাগিল কথা অতীব বিনীত॥
ত্রিপুরনিবাসী দৈত্য করে অত্যাচার।
ত্রিলোক বিনাশোদ্যত কর প্রতিকার॥
কাতর বচন শুনি দেবতা শঙ্কর।
অভয় দিলেন সবে নাহি ভয় ডর॥
এত বলি ধনুকেতে করিয়া সন্ধান।
নিক্ষেপ করেন তীর অব্যর্থ সে বাণ॥
সূর্য্য হ'তে রশ্মি যথা বিনির্গত হয়।
অগ্নিবর্ণ বাণ সব বাণে বাহিরয়॥
আচ্ছন্ন হইল পুরী মরিল অসুর।
তথাপি দেবের ভয় নাহি হয় দূর॥
মায়াবী অসুর ময় মৃতদেহ সব।
নিক্ষেপিল পুরীমধ্যে পূরিত আসব॥
অমৃতের স্পর্শে সবে হইল জীবিত।
মুহূর্ত্তেকে কূপ হৈতে হইল উত্থিত॥
এত দেখি মহাদেব চিন্তিত অন্তরে।
লজ্জা নিবারণ লাগি ভগবানে স্মরে॥
বিধাতা স্বয়ং তবে ধরি গাভীরূপ।
পুরীতে ঢুকিয়া পরে প্রবেশেন কূপ॥
যতেক অমৃত ছিল করিলেন পান।
বিষ্ণুমায়ামুগ্ধ দৈত্য না করে বারণ॥
মহাযোগী সদাশিব শোক পরিহরি।
পুনশ্চ প্রস্তুত হন বধিবারে অরি॥
অনন্তর ভগবান্ শক্তি ধর্ম্ম জ্ঞান।
তপবিদ্যা আদি দ্বারা করে শক্তিমান্॥
রথ অশ্ব ধ্বজ ধনু বর্ম্ম আদি যত।
দিলেন শ্রীহরি তাঁরে যিনি যুদ্ধরত॥
এতেক সহায়ে শিব মধ্যাহ্নসময়।
বাণেতে বাণেতে দগ্ধ করে পুরীত্রয়॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে দেবঋষিগণ।
আনন্দেতে করে সবে পুষ্প বরিষণ॥
অপ্সরীরা নৃত্যগীত করে আরম্ভণ।
এইরূপে রক্ষা পায় স্বরগভুবন॥
ত্রিপুরারি নাম লন আপনি শঙ্কর।
শিবলোকে চলে যান তিনি অতঃপর॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে স্তবস্তুতি।
ত্রিপুর-সংহার-করা হইল সম্প্রতি॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত কথা।
শুনিলে খণ্ডিবে পাপ না হবে অন্যথা॥

ইতি প্রহ্লাদের অভিষেক ও মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুর-বিজয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সনাতনধর্ম্ম ও বর্ণাচার কথন

শুকদেব পরীক্ষিতে বলেন বচন।
পূর্ব্বপুরুষের কথা করহ শ্রবণ ॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
নারদে জিজ্ঞাসে পুনঃ হ'য়ে ধীর স্থির ॥
তোমার কৃপায় প্রভু অনেক কাহিনী।
শুনিয়া করেছি তৃপ্ত আপনার প্রাণী ॥
এইবার কহ ঋষি ধর্ম্ম সনাতন।
বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথা করিব শ্রবণ ॥
আচার ও ব্যবহার করুন কীর্ত্তন।
ধর্ম্ম হৈতে লভে ভক্তি জ্ঞানবান্ জন ॥
তুমি প্রভু অতিশয় হও দয়াবান্।
জিজ্ঞাসু জনের কর সন্তুষ্টিবিধান ॥
দ্বিজাতিরা যেই ধর্ম্মে সদা রত রয়।
গোপনীয় তাহা মোরে বলুন নিশ্চয় ॥
নারদ বলেন রাজা কর অবধান।
ধর্ম্মকথা কহি আমি শুন মতিমান্ ॥
ধর্ম্মের ঔরসে জন্ম লন নারায়ণ।
দাক্ষায়ণী মাতা তাঁর জানে সর্ব্বজন ॥
বদরিকাশ্রমে তপ করেন সতত।
তাঁহার সকাশে ধর্ম্ম শুনি যেই মত ॥
নমস্কার করি তাঁরে করিব কীর্ত্তন।
সমাহিত চিত্তে তবে করুন শ্রবণ ॥
যে ধর্ম্ম স্মরণ করে সর্ব্ববেদময়।
অন্যাপেক্ষা সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয় ॥
সত্য দয়া ব্রত ক্ষমা উচিত বিচার।
ইন্দ্রিয়দমন দান সরলতা আর ॥
অহিংসা মনঃসংযম ব্রহ্মচর্য্য তপ।
সেবা সন্তোষাদি ক্ষান্তি কত মত জপ ॥
প্রাণীতে দেবতাবোধ শ্রীকৃষ্ণস্মরণ।
সেবা দাস্য অর্চ্চনাদি আত্মসমর্পণ ॥
সখ্য নমস্কার গুণ কর্ম্মের শ্রবণ।
এই সব হয় রাজা ধর্ম্মের লক্ষণ ॥
এ সব পালনে তুষ্ট হন ভগবান্।
অতএব এই ধর্ম্ম শুন মতিমান্ ॥
দশবিধ আছে রাজা নামেতে সংস্কার।
দ্বিজ আখ্যা পায় যারা করে সে আচার ॥
যজনাধ্যয়ন দান ক্রিয়াকর্ম্ম আর।
দ্বিজের কর্ত্তব্য সদা শুন গুণাধার ॥
ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণের সদাই বিহিত।
অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন বিদিত ॥
দান প্রতিগ্রহ আর কর্ম্ম যে যাজন।
সর্ব্বদা করিবে মান্য এ সবে ব্রাহ্মণ ॥
প্রতিগ্রহ ছাড়া আর কর্ম্ম সমুদয়।
অবশ্য পালিবে রাজা ক্ষত্রিয়-নিচয় ॥
দণ্ডের বিধান আর শুল্কের গ্রহণ।
করিবে যতেক আছে ক্ষত্রিয় রাজন ॥
কৃষি বাণিজ্যাদি রাজা বৈশ্যবৃত্তি হয়।
বৈশ্য সদা ব্রাহ্মণের অনুগত রয় ॥
দ্বিজসেবা শূদ্রকর্ম্ম জানিবে নিশ্চিত।
উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের জীবিকা বিদিত ॥
নীচ কভু অন্য বৃত্তি না করে গ্রহণ।
আপদ্‌কালেতে কিন্তু নাহিক নিয়ম ॥
ক্ষত্রিয় গ্রহণ কভু না করিবে দান।
ইহাই নিয়ম তার শুন মতিমান্ ॥
ঋতামৃত সত্যানৃত মৃত বা প্রমৃত।
বিপদে ধরিবে সবে যা হয় বিহিত ॥

কুকুরবৃত্তির দ্বারা জীবিকা সংস্থান ।
কভু না করিবে কেহ ইহাই বিধান ॥
ক্ষেত্রস্বামী-পরিত্যক্ত শস্যের চয়ন ।
আপনার শস্যকণা কভু আহরণ ॥
এই দুই ঋত নামে পরিচিত হয় ।
অমৃত, আপনি যাহা আসে নিজালয় ॥
নিত্য ধান্য ভিক্ষা সদা মৃত নাম ধরে ।
প্রমৃত কৃষির নাম কহি যে তোমারে ॥
সত্য ও অনৃত নাম বাণিজ্যের হয় ।
নীচসেবা কুকুরের বৃত্তি সুনিশ্চয় ॥
কুকুরের বৃত্তি কভু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ।
জীবিকা নিমিত্ত নাহি করিবে গ্রহণ ॥
ইন্দ্রিয়দমন ক্ষমা দয়া সরলতা ।
মনের সংযম জ্ঞান বিষ্ণুর বশ্যতা ॥
সন্তোষ ও সত্য হয় ব্রাহ্মণ লক্ষণ ।
ধৈর্য্য তেজ দান ক্ষমা ও আত্মদমন ॥
প্রভাব প্রসাদ সত্য জানিবে রাজন্ ।
ইহারাই হয় সদা ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥
দেব-গুরু কৃষ্ণভক্তি ত্রিবর্গ-সাধন ।
আস্তিকতা নিপুণতা বৈশ্যের লক্ষণ ॥
স্বামিসেবা শুদ্ধি সত্য আর নমস্কার ।
গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা আর অচৌর্য্য আচার ॥
মন্ত্রহীন যজ্ঞ এই শূদ্রের লক্ষণ ।
ধর্ম্মের কতেক কথা কহি যে রাজন্ ॥
স্বামিসেবা স্বামিভক্তি পুত্রে জন্মদান ।
নিয়ম ধারণ এই নারীধর্ম্ম জান ॥
সতী নারী গৃহকর্ম্ম করিবে নিয়ত ।
স্বামি-অভিলাষ পূর্ণ করিবে সতত ॥
স্বামীর বিরুদ্ধাচারী কভু নাহি হবে ।
কোপ কিংবা অভিমান কভু না করিবে ॥
স্বামীপ্রণয়িনী তিনি হবেন সর্ব্বথা ।
সর্ব্বদা বলিবে সত্য আর প্রিয় কথা ॥
সন্তুষ্ট থাকিবে সদা যা পাবে যখন ।
আলস্য ত্যজিয়া ধর্ম্ম করিবে শিক্ষণ ॥
হরিভাবে পতি সদা করিবে ভজন ।
স্বামীরে লইয়া কাল করিবে যাপন ॥
রজক করুড় নট মেদ কর্ম্মকার ।
কৈবর্ত্ত চণ্ডাল ভিল্ল যত জাতি আর ॥
সাধুভাবে করিবেক জীবন যাপন ।
চৌর পাপাচারে মতি না দিবে কখন ॥
ভিন্ন যুগে ভিন্ন মত হয় প্রচারিত ।
স্বভাবানুসারে ধর্ম্ম হইবে গৃহীত ॥
বার বার এক ক্ষেত্রে বীজের বপনে ।
ক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি কমে ক্রমে ক্রমে ॥
বেশী ভোগে সেইরূপ দেহাধার মন ।
বিষয়ে নিস্পৃহ হয় জানিবে রাজন্ ॥
অল্পভোগে তাহা পুনঃ উত্তেজিত হয় ।
অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃত যেইমত রয় ॥
লক্ষণ দেখিয়া বর্ণ করিবে গ্রহণ ।
আচারে চণ্ডাল কভু হয় যে ব্রাহ্মণ ॥
সনাতন ধর্ম্ম আর বর্ণাদি আচার ।
যথাযথ বর্ণিলাম করিয়া বিস্তার ॥

সুবোধ রচিল গীত আনন্দিত মনে ।
ভক্তিভাবে শোনে ইহা যত ভক্তজনে ॥

ইতি সনাভনধর্ম্ম ও বর্ণাচার কথন ।

সপ্তম অধ্যায়

আশ্রমধর্ম্ম কথন

নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
আশ্রমধর্ম্মের কথা কহি বিবরণ ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হয় যেই জন।
গুরুগৃহে থাকি করে মঙ্গলসাধন ॥
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপি গুরু আর দেবে।
উপাসনা করিবেন অতীব গৌরবে ॥
গুরু যবে অধ্যাপনে হইবেন রত।
ব্রহ্মচারী দেহ মন করিয়া সংযত ॥
অধ্যয়ন করিবেন বেদপাঠ আর।
আরম্ভে ও শেষে হয় গুরু নমস্কার ॥
মৃগচর্ম্ম জটা দণ্ড কমণ্ডলু আর।
মেখলা ধারণ করে কুশ হস্তে তার ॥
ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিবে গুরুকে প্রথমে।
ভোজন করিবে শুধু গুরু আজ্ঞাক্রমে ॥
পরিমিতভোজী আর নিরালস্য অতি।
জিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্ সুশীল সুমতি ॥
নারীগণে পরিত্যাগ করিবে সর্ব্বথা।
ইন্দ্রিয় বলিষ্ঠ অতি সর্ব্বজনকথা ॥
স্ত্রীজাতি অগ্নির মত ঘৃত যেন নর।
দুয়েরে একত্র রাখা নহে হিতকর ॥
নির্জ্জনে কন্যার সঙ্গে কভু অবস্থিতি।
উচিত নহেক তার শুন মহামতি ॥
যাবৎ নিজেরে নাহি চিনে কোন জন।
ভেদজ্ঞান দূর তার নয় কদাচন ॥
নারীরে তখন সেই ভোগ্যা মনে করে।
স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ তাই করিবে সত্বরে ॥
ব্রহ্মচারীপক্ষে যাহা হইল কথিত।
যতি গৃহস্থের পক্ষে তাহাই বিহিত ॥
ঋতুকালে গৃহস্থের ঘটে ব্যতিক্রম।
অন্যকালে তার যেন না হয় বিভ্রম ॥
আমিষ ভোজন মদ্য চন্দন লেপন।
অলঙ্কার ত্যজিবেক ব্রহ্মচারী জন ॥
গুরুগৃহে বেদপাঠ করে ব্রহ্মচারী।
পাঠান্তে দক্ষিণাদান উচিত বিচারি ॥
গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ প্রব্রজ্যা আশ্রমে।
কিংবা গুরুগৃহে থাকে গুরু আজ্ঞাক্রমে ॥
অগ্নি গুরু নিজে আর সকল প্রাণীতে।
পরমাত্মাভাবে সদা হইবে দেখিতে ॥
ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ আর যতিচয়।
এই ভাবে পরব্রহ্মে লভিবে নিশ্চয় ॥
বানপ্রস্থাশ্রমী-কথা বলিব এখন।
যে নিয়মে মহর্লোক তাঁরা প্রাপ্ত হন ॥
কৃষিজাত ফলশস্য না করে আহার।
অগ্নিপক্ক দ্রব্য নাহি করে ব্যবহার ॥
সূর্য্যপক্ক ফল আদি করিবে গ্রহণ।
বনজাত নীবারাদি করিবে চয়ন ॥
চরু পুরোডাশ পাক করিবে তাহাতে।
নূতন পাইলে খাদ্য ত্যজিবে সঞ্চিতে ॥
পাতার কুটির কিংবা পর্ব্বতগহ্বর।
অগ্নি স্থাপনের লাগি করিবে নির্ভর ॥
কিন্তু নিজে হিম বাত অগ্নি সূর্য্যতাপ।
করিবে সদাই সহ্য নাহি মনস্তাপ ॥

মস্তকেতে জটাভার করিবে বহন।
কেশ শ্মশ্রু নখ রোম না করে কর্ত্তন॥
গাত্রমল কভু নাহি করে পরিষ্কার।
কমণ্ডলু মৃগাজিন করে ব্যবহার॥
বল্কল ও দণ্ড সদা করিবে ধারণ।
তপস্যার ক্লেশে বুদ্ধি নয় বিনাশন॥
বার আট চার দুই একাদি বছর।
বনেতে করিবে বাস শক্তি অনুসার॥
ব্যাধি জরা দেহ যদি করে আক্রমণ।
ক্রিয়াকর্ম্মে সাধ্য যদি না থাকে কখন॥
উপবাসে জীবনান্ত করিবে তখন।
আপনাতে করিবেক অগ্নি আরোপণ॥
অহংবোধ পরিত্যজি ভৌতিক শরীর।
পঞ্চভূতে লীন তবে করিবে সুধীর॥
দেহস্থিত ছিদ্র আর লোমকূপচয়।
আকাশে করিবে লীন অতি সুনিশ্চয়॥
রক্ত শ্লেষ্মা শুক্রে জলে নিশ্বাসবায়ুতে।
উষ্মা তেজে হাড়মাংস দিবে পৃথিবীতে॥
বক্তব্য সহিত বাক্য দিবেক আগুনে।
গতি সহ পাদদ্বয় দিবে নারায়ণে॥
শিল্প সহ দুই হস্ত ইন্দ্রেরে দানিবে।
রতি সহ উপস্থকে দিবে ব্রহ্মাদেবে॥
মলত্যাগ সহ পায়ু দানিবে মৃত্যুরে।
শব্দ সহ শ্রোত্র দিবে দিকসকলেরে॥
স্পর্শ সহ ত্বক্ তবে মিশাবে বায়ুতে।
চক্ষু সহ রূপ দান করিবে ভানুতে॥
জলেতে দানিবে রস সহ রসনায়।
গন্ধ সহ নাসিকারে ছড়াবে ধরায়॥
বুদ্ধিকে পরম ব্রহ্মে চন্দ্রে দিবে মন।
অহঙ্কার সহ কর্ম্ম রুদ্রে সমর্পণ॥
এই ভাবে সব কিছু হইলে বিলয়।
সার্থক জনম তার ভাবিবে নিশ্চয়॥

সুবোধ রচিল গীত আশ্রম-ধরম।
যাহাতে মোক্ষের তত্ত্ব পায় সর্ব্বজন॥

ইতি আশ্রমধর্ম্ম কথন।

অষ্টম অধ্যায়

যতিধর্ম্ম কথন

দেবর্ষি নারদ বলে যুধিষ্ঠির প্রতি।
প্রব্রজ্যা-আশ্রমী কথা বলিব সম্প্রতি॥
গ্রামেতে প্রবেশ করি দিনেকের বেশি।
রাত্রিবাস না করিবে, হইবে উদাসী॥
ভূমণ্ডল পর্য্যটন তাহাদের ব্রত।
একাকী ভ্রমণ তারা করিবে সতত॥
কৌপীন ও দণ্ড তারা করিবে ধারণ।
কোন স্থানে নাহি করে আশ্রয়গ্রহণ॥

আত্মানন্দ উপভোগি শান্ত স্থির মনে।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভজে ভগবানে॥
কার্য্য ও কারণচ্যুত হেরিবে জগতে।
অবস্থিত তারে দেখে অব্যয় ব্রহ্মেতে॥
নিদ্রার প্রাক্কালে লক্ষ্যি আত্মা আপনার।
স্বরূপ হইবে জ্ঞাত যতি গুণাধার॥
বন্ধন ও মোক্ষ দুই হইবে মিলন।
আপনাতে ব্রহ্ম সেই করিবে দর্শন॥
মৃত্যুই নিশ্চিত হয় মানবজাতির।
জীবন নিশ্চিত নহে জানিবে সুধীর॥
এত ভাবি কোনকিছু কামনা না করি।
প্রতীক্ষিয়া থাকিবেক কালের গোচরি॥
যে শাস্ত্র পাঠেতে নাহি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান।
তাহা নাহি পাঠ কভু করে মতিমান্॥
জীবিকা নির্ব্বাহ নহে শাস্ত্রব্যবসায়ে।
বৃথা তর্ক পূর্ণ শাস্ত্র কভু না পড়য়ে॥
পক্ষপাতশূন্য হবে, নাহি প্রলোভন।
কর্ত্তব্য তাহার নহে মঠ সংস্থাপন॥
সর্ব্বভূতে সমদর্শী যেই যতি হয়।
শ্রীপরমহংস তারে সর্ব্বজনে কয়॥
আশ্রমীর চিহ্ন সেই করিবে ধারণ।
সতত করিবে শুধু আত্মা অন্বেষণ॥
দেখায় উন্মত্তপ্রায় হ'য়ে বুদ্ধিমান্।
সুপণ্ডিত হ'য়ে চলে মূর্খের সমান॥
আজগর ব্রতধারী একটি ব্রাহ্মণ।
প্রহ্লাদ সহিত যেই কহিল বচন॥
এ বিষয়ে শুন রাজা অপর আখ্যান।
যতিব্যবহার তাহে রহে বিদ্যমান॥
একদা প্রহ্লাদ করে বিশ্ব পর্য্যটন।
দক্ষিণ ভারতে ক্রমে করেন গমন॥
কাবেরী নদীর তীরে মুনি একজন।
ধূলিধূসরিত হ'য়ে করিছে শয়ন॥
কেহ নাহি চিনে তারে কোন ব্যবহারে।
প্রণমি প্রহ্লাদ তবে জিজ্ঞাসিল তারে॥
যেই জন চেষ্টাশীল ভোগসুখে রয়।
তারাই তোমার মত স্থূলদেহ হয়॥
কার্য্যদক্ষ মিষ্টভাষী হও মহাশয়।
তবে কেন চেষ্টা নাই কোনই বিষয়॥
প্রহ্লাদের বাক্যে মুনি তুষ্ট সাতিশয়।
প্রত্যুত্তরে কহিলেন নিম্নোক্ত বিষয়॥
শুনেছি তোমার রাজা প্রশংসা বিস্তর।
রাজামধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি দুগ্ধমধ্যে সর॥
সূর্য্য যথা দূর করে ঘোর অন্ধকারে।
হরি-কথা অজ্ঞানতা তথা দূর করে॥
আত্মশুদ্ধি ইচ্ছা যার, উচিত তাহার।
তব সঙ্গে আলাপন, বলিব কি আর॥
যথাসাধ্য দিব তব প্রশ্নের উত্তর।
এক্ষণে শ্রবণ কর তুমি দৈত্যেশ্বর॥
বিষয়-তৃষ্ণায় পূর্ব্বে করিনু ভ্রমণ।
কত শত জন্ম তার না হয় গণন॥
কর্ম্মফলে নরজন্ম লভিনু ধরায়।
এই জন্ম স্বর্গ মুক্তি লাভের উপায়॥
করিবারে তবু সুখ দুঃখ নিবারণ।
কত কর্ম্ম করে নর নাহিক গণন॥
ফল তার বিপরীত তবু কিন্তু হয়।
একারণে কর্ম্মত্যাগ করি মহাশয়॥
পূর্ব্ব কর্ম্মফল শুধু উপভোগ করি।
আত্মা ভিন্ন নাই কিছু দেখি যে বিচারি॥
মৃগতৃষ্ণাবৎ অজ্ঞ জলপ্রতি ধায়।
পুরুষার্থে খোঁজে তথা অজ্ঞানীর প্রায়॥
দেহ আদি দৈবাধীন, কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
বিফলে যাইব সদা না জানে অজ্ঞান॥
দুঃখ আর মৃত্যু হ'তে অব্যাহতি নাই।
চেষ্টায় অল্পই সুখ দেখিবারে পাই॥
ধনবান্ ভীত সদা নিদ্রা নাহি হয়।
সর্ব্বত্র সকল দ্রব্যে জন্মে তার ভয়॥
ধন প্রাণ হয় যত অনর্থের মূল।
পণ্ডিতেরা ত্যজে তাই এই দুই কুল॥

মধুকর অজগর উপদেশ স্থল।
তা' হ'তে বৈরাগ্য তুষ্টি শিখিনু সকল ॥
মধুকর-মধু সবে করে যে হরণ।
সেই হেতু কামনারে দেই বিসর্জ্জন ॥
চেষ্টা নাহি করি কোন দ্রব্যের কারণ।
স্বেচ্ছাগত দ্রব্যে করি জীবন ধারণ ॥
নিজে হ'তে উপস্থিত নাহি যদি হয়।
অজগরবৎ ধৈর্য্য ধরি সুনিশ্চয় ॥
যখন যেরূপ জোটে সেইরূপ খাই।
মনেতে সন্তোষ মোর থাকে সর্ব্বদাই ॥
পট্টবস্ত্র মৃগচর্ম্ম বল্কল কখন।
পালঙ্কে তৃণেতে কভু ভস্মেতে শয়ন ॥
অলঙ্কার ধরি দেহে রথ আরোহণে।
কখন ভ্রমণ করি বনে-উপবনে ॥
গ্রহতুল্য দিগম্বর হইয়া কখন।
বনে-উপবনে আমি করি পর্য্যটন ॥
কভু নিন্দা নাহি করি অপকারী জনে।
প্রার্থনা সবের হিত হরি-সন্নিধানে ॥
দৈত্যেশ্বর! যেইরূপ আমার জীবন।
অবস্থিতি তথা যদি করে মুনিগণ ॥
পরিত্যাগ করিবেন সর্ব্ব ভেদজ্ঞান।
আত্মানন্দ ভোগ শুধু করে মতিমান্ ॥
ঈশ্বরে সারূপ্য লাভ সেই জন করে।
তথাপি না বলি তাহা অন্যের গোচরে ॥
আমার চরিত্র হয় অতি গোপনীয়।
শাস্ত্রের সম্মত কিংবা নহে লোকপ্রিয় ॥
মহাভাগবত কথা সুবোধ রচিল।
আশ্রমধর্ম্মের নীতি যাহে প্রচারিল ॥

ইতি যতিধর্ম্ম কথন।

নবম অধ্যায়

গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সদাচার কথন

যুধিষ্ঠির বলে মুনি আমার মতন।
গৃহাসক্ত ব্যক্তি মোক্ষ লভিবে কখন ॥
সে কথা বলুন প্রভু আমার গোচরে।
এত শুনি মুনিবর বলে যুধিষ্ঠিরে ॥
সর্ব্ব কর্ম্মফল কৃষ্ণে করিয়া অর্পণ।
সর্ব্বদা করিবে কার্য্য গৃহবাসী জন ॥
সাধুসঙ্গে সদা কাল করিবে যাপন।
কৃষ্ণ অবতার কথা করিবে শ্রবণ ॥
দেহ পত্নী পুত্র প্রতি তাহার তখন।
না থাকে আসক্তি কোন শুন মহাজন ॥
বাহিরে বিষয়সুখে দেখাবে আসক্তি।
অন্তরেতে তার প্রতি রাখিবে বিরক্তি ॥

আদেশ করেন যাহা যত গুরুজন।
অনাসক্ত চিত্তে তাহা করিবে পালন॥
সকল প্রকার ধন করিয়া রক্ষণ।
গৃহকার্য্য যাবতীয় করিবে সাধন॥
যথা পরিমাণ খাদ্য করিবে গ্রহণ।
উচিত নহেক কভু অধিক ভোজন॥
মৃগ উষ্ট্র সর্প পক্ষী গর্দ্দভাদি জীবে।
দেখিবে তাদের সব স্বীয় পুত্রভাবে॥
ভোগ হেতু কষ্টে নাহি কর উপার্জ্জন।
দৈবক্রমে যাহা পাবে করিবে গ্রহণ॥
অতিথিসেবায় রাখ পত্নীরে আপন।
ইহাতে হইবে সত্য ঈশ্বরভাজন॥
পত্নীর মমতা যেই ত্যজিবারে পারে।
তিনিই জিনিতে শুধু পারেন ঈশ্বরে॥
পঞ্চযজ্ঞ সমাপিয়া অবশিষ্ট যাহা।
জীবনধারণ হেতু ভোগ কর তাহা॥
ব্রাহ্মণ ভোজনে তুষ্ট যজ্ঞেশ্বর হরি।
অন্য বর্ণে পূজা পরে করিবে বিচারি॥
ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
সাধ্য অনুসারে করে যত দ্বিজগণ॥
ব্যতীপাত ত্র্যহস্পর্শ দুইটি অয়ন।
বিষুব-সংক্রান্তি আর সূর্য্যাদি গ্রহণ॥
শ্রাবণ দ্বাদশী কিংবা কার্ত্তিকী নবমী।
অক্ষয়তৃতীয়া আর চারি কৃষ্ণাষ্টমী॥
মঘাযুক্ত পৌর্ণমাসী সপ্তমী মাঘের।
যে নক্ষত্রে যেই মাস সেই সে মাসের॥
পূর্ণিমায় চন্দ্র যবে করে অবস্থান।
সেই দিনে অনুরাধা শ্রবণা সংস্থান॥
উত্তর নক্ষত্রযুক্ত একাদশী দিনে।
শ্রবণা নক্ষত্র জন্ম নক্ষত্রের ক্ষণে॥
শ্রাদ্ধাদি মঙ্গলকর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
গৃহস্থের পক্ষে হয় ইহাই বিধান॥
এই দিন হোমব্রতে মহাপুণ্য হয়।
দানাদি কর্ম্মেতে ফল হইবে অক্ষয়॥
মৃত্যুতিথি জাতকর্ম্ম দীক্ষাদি সংস্কার।
মৃতদাহ পুংসবনে মঙ্গল আচার॥
অতীব প্রশস্ত তাহা জানিবে রাজন্।
পুণ্যময় যেই স্থান কহিব এখন॥
হরিভক্ত সাধুগণ নিবাসে যেথায়।
কত যে পবিত্র তাহা কহন না যায়॥
তপস্বী বিদ্বান্ দ্বিজ থাকে যেই স্থানে।
অতি পুণ্যময় স্থান জানে জ্ঞানিজনে॥
ভাগীরথী আদি নদী পুষ্করাদি সর।
কুরুক্ষেত্র কুশস্থলী পম্পাসরোবর॥
প্রয়াগ পুলহাশ্রম আর মধুপুরী।
গয়া বদরিকাশ্রম কাশী প্রভাসনগরী॥
ফল্গু বিন্দুসরোবর মহেন্দ্র মলয়।
সীতাশ্রম সেতুবন্ধ সব পুণ্যময়॥
এদেশে করিলে কোন ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
সহস্রগুণিত ফল হয় মতিমান্॥
যাহাদের আছে রাজা পাত্রাপাত্র জ্ঞান।
বিশ্বরূপী হরি শুধু পাত্রস্থান পান॥
রাজসূয় যজ্ঞে তব ব্রহ্মাপুত্রগণ।
দেব মুনি কত শত উপস্থিত রন॥
তাহাদের মধ্যে হরি প্রথম পূজিত।
যোগ্যপাত্ররূপে তিনি হলেন বিদিত॥
ব্রহ্মাণ্ড পাদপ, জীব শাখা পত্র তার।
হরি হন পাদপের সেই মূলাধার॥
হরিরে পূজিলে তাই সবে তুষ্ট হয়।
সর্ব্ববস্তু সৃজি হরি তার মাঝে রয়॥
পুরুষ নামেতে তাই হরি হয় জ্ঞান।
সমস্ত জীবেতে তাঁর অংশ বিদ্যমান॥
মনুষ্যে অধিক অংশ শুন নররায়।
যার জ্ঞান বেশি, শ্রেষ্ঠ জানিবে তাহায়॥
তপশ্চর্য্যা করি দ্বিজ বেদপাঠ করে।
সুপাত্র বলিয়া তিনি জ্ঞাত চরাচরে॥
পরম দেবতা দ্বিজ জানিবে সদাই।
নিরত বিভিন্ন কর্ম্মে, দোষ কিছু নাই॥

পরকালে যেই জন সুখ ইচ্ছা করে।
সেই যেন দান করে জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরে ॥
পিতৃকর্ম্মে করাইবে ব্রাহ্মণ ভোজন।
তিনের অধিক কিন্তু নহে কদাচন ॥
শ্রাদ্ধকর্ম্মে বহু ব্যয় কিংবা আয়োজন।
উচিত নহেক কভু জানিবে রাজন্ ॥
শৃঙ্খলা অভাব তাহে ঘটিবে নিশ্চিত।
শ্রদ্ধাসহ যোগ্য পাত্রে দান যে উচিত ॥
দেব ঋষি পিতৃ আত্মা আত্মীয় সকলে।
ভাবিবে ঈশ্বরবৎ দানভাগকালে ॥
শ্রাদ্ধেতে আমিষ নাহি করে ব্যবহার।
নীবারাদি শস্যে তুষ্টি হয় সবাকার ॥
কায়মনোবাক্যে কভু হিংসা না করিবে।
অহিংসা পরমধর্ম্ম সর্ব্বদা জানিবে ॥
হিংসকজনেরে দেখি যত প্রাণিগণ।
উদ্বিগ্নচিত্তেতে কাল করয়ে যাপন ॥
বিধর্ম্ম উপমা ছল পরধর্ম্ম আর।
আভাস, পাঁচটি শাখা অধর্ম্মের দ্বার ॥
বিধর্ম্ম তাহাই যাহে স্বধর্ম্মের হানি।
অপরের ধর্ম্ম যাহা পরধর্ম্ম জানি ॥
প্রচলিত অর্থ ত্যজি অন্য অর্থ ধরে।
ধর্ম্মের সেরূপ রাজা ছল বলি তারে ॥
পাষণ্ড দাম্ভিক লোকে ধর্ম্ম যেই হয়।
উপমা নামেতে তার হয় পরিচয় ॥
স্বেচ্ছায় আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করি।
অন্য কর্ম্ম করে, নাম আভাস তাহারি ॥
স্বভাবানুসারে ধর্ম্ম সদা সৃষ্ট হয়।
যাহার স্বভাব যাহা, ধর্ম্ম তাই রয় ॥
সংসার নির্ব্বাহ কিংবা ধর্ম্ম-ক্রিয়া ছলে।
ধনার্জ্জন না করিবে কেহ কোন কালে ॥
আত্মানন্দ ভোগে যেই হ'য়ে চেষ্টাহীন।
তার অনুভূত সুখ তুলনাবিহীন ॥
ধনার্জ্জনে করে যেই দেশ পর্য্যটন।
তার মনে সুখ নাহি হয় কদাচন ॥
মনেতে সন্তোষ যার রহে বিদ্যমান।
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে লভে সে কল্যাণ ॥
গণ্ডূষ জলেতে করে জীবন ধারণ।
অসন্তোষ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য-কারণ ॥
তপশ্চর্য্যা বীর্য্য কীর্ত্তি বিদ্যা জ্ঞান আর।
সকলি বিফল, চিত্তে তুষ্টি নাই যার ॥
বহু বিজ্ঞ মহাত্মার পতন-কারণ।
অসন্তোষ মূল তার জানিবে রাজন্ ॥
কামনা না করি কামে পরিত্যাগ করে।
কামহীন হ'লে ক্রোধ না থাকে অন্তরে ॥
সুখেরে নশ্বর ভাব, লোভ হয় জয়।
অদ্বৈত জ্ঞানেরে লভি জয় কর ভয় ॥
আত্মানাত্ম বিচারিলে শোক মোহ আর।
থাকিবে না গৃহীদের, জান সে বিচার ॥
সত্ত্বগুণাশ্রয়ে সেবি দম্ভ দূর কর।
যোগাভ্যাস বিঘ্ন সব মৌনী হ'য়ে হর ॥
বাসনাবিরত হ'য়ে হিংসা কর জয়।
প্রতিহিংসা যেন চিত্তে নাহি উপজয় ॥
মনোদুঃখ সমাধিতে বিদূরিত হয়।
প্রাণায়ামে দেহকষ্ট দূরিবে নিশ্চয় ॥
সত্ত্বগুণ বাড়ে যাহে করিবে আহার।
রজঃ তমো প্রথমেতে কর পরিহার ॥
গুরুভক্তি সহায়েতে অজ্ঞতাতিমির।
নাশিয়া পবিত্র রাখে জ্ঞানীর শরীর ॥
গুরুকে দেবতাজ্ঞান করিবে নিশ্চয়।
যোগীর পরম গুরু কৃষ্ণ সদাশয় ॥
সমাধি সিদ্ধির লাগি ইন্দ্রিয়দমনে।
নিয়মাদি পালনীয় ব্রত-অনুষ্ঠানে ॥
জিতেন্দ্রিয় যেই জন কভু নাহি হয়।
যাগে যজ্ঞে বিপরীত ফল সমুদয় ॥
চিত্তজয় ইচ্ছা যার থাকয়ে মনেতে।
সন্ন্যাসধারণ হয় যোগ্য বিধিমতে ॥
সংসার-আসক্তি ত্যজি থাকিয়া নির্জ্জন।
পরিমিত ভিক্ষাদ্রব্য করিবে ভোজন ॥

সমতল পূত স্থানে করিয়া আসন।
পুনঃ পুনঃ করিবেক প্রণবোচ্চারণ॥
কাষ্ঠাভাবে অগ্নি যথা হয় নির্ব্বাপিত।
আসনেতে সুখ কাম হয় তিরোহিত॥
একেবারে শান্ত হয় বৃত্তি সমুদয়।
ব্রহ্মানন্দ ভোগ অল্পে অল্পে সুরু হয়॥
যে সন্ন্যাসী গৃহী হ'য়ে করে উপার্জ্জন।
ঘৃণার্হ ও লজ্জাহীন তাহার জীবন॥
নশ্বর বলিয়া যেই দেহে করে জ্ঞান।
আত্মাবলি পুনর্ব্বার করে তার মান॥
দেহ হয় রথতুল্য মন বল্গা তার।
ইন্দ্রিয় রথের অশ্ব শুন গুণাধার॥
শব্দাদি বিষয় পঞ্চ পথ চলিবার।
রথের বন্ধন চিত্ত প্রাণ অক্ষ তার॥
সারথি ইহার বুদ্ধি দুই চক্র তার।
ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে খ্যাত ত্রিসংসার॥
অহঙ্কারী জীব রথী ধনুক ওঁকার।
শুদ্ধ জীব বাণ আর ব্রহ্ম লক্ষ্য তার॥
রাগ দ্বেষ লোভ শোক মোহ ভয় মান।
হিংসা মায়া ক্ষুধা নিদ্রা আর অপমান॥
ইহারা তাহার শত্রু জানিবে রাজন্।
রথী রাখিবেক বশ রথেতে আপন॥
জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা করে শত্রু জয়।
আত্মানন্দ ভোগ করে একান্ত নির্ভয়॥
বেদে দুই বিধি আছে কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিমার্গ জানে জ্ঞানিজনে॥
প্রবৃত্তিমার্গেতে পুনঃ সংসারে গমন।
নিবৃত্তিতে মোক্ষলাভ অবশ্য রাজন্॥
শ্যেনযাগ চাতুর্ম্মাস্য আদি কর্ম্ম যত।
ইষ্ট নামে এই সব হয় অভিহিত॥
দেবালয় উপবন পুকুর খনন।
পূর্ত্ত নামে অভিহিত হয় সর্ব্বক্ষণ॥
প্রবৃত্তিমার্গেতে যেই লভয়ে মরণ।
দেহান্তর প্রাপ্তে করে চন্দ্রেতে গমন॥
বৃষ্টি দ্বারা নানারূপে আসে ধরণীতে।
বার বার জন্ম লয় প্রবৃত্তিমার্গেতে॥
নিবৃত্তিমার্গেতে যেই করে বিচরণ।
দেহান্তরে ব্রহ্মলোকে করে সে গমন॥
ক্রমে সেইখানে পায় রূপ জ্যোতির্ম্ময়।
সর্ব্বশেষে সেই জন ব্রহ্মে পায় লয়॥
যাগযজ্ঞ সাধনের দ্রব্য সমুদয়।
স্থান কাল ভেদে কভু যোগ্যাযোগ্য হয়॥
গৃহাশ্রমে থাকি পায় ভাগবতী গতি।
যারা করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি॥
অতীতে ছিলাম আমি গন্ধর্ব্বতনয়।
নামেতে উপবর্হণ প্রিয় অতিশয়॥
স্ত্রীসম্ভোগে মত্ত সদা অন্য কর্ম্ম নাই।
একদিন নিমন্ত্রিত দেবতার ঠাঁই॥
সঙ্গীত সাধন হেতু ঋষি দেবগণ।
আমারে করিয়াছিল সেথা নিমন্ত্রণ॥
স্ত্রীবেষ্টিত দেখি মোরে বিশ্বস্রষ্টৃগণ।
বোধ করে অপমান তারা বিলক্ষণ॥
শাপিল দাসীর গর্ভে লভিব জনম।
লভিলাম শূদ্রজন্ম যেমন করম॥
ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের সেবাযত্ন করি।
ব্রহ্মাপুত্ররূপে পুনঃ হই জন্মধারী॥
গার্হস্থ্যধর্ম্মের কথা করিনু কীর্ত্তন।
গৃহী হ'য়ে এই ধর্ম্ম কর আচরণ॥
যতি-পতি তুল্য মান পাইবে রাজন্।
ভাগ্যবান্ তুমি অতি হে কুন্তীনন্দন॥
ত্রিলোক পবিত্রকারী যত মুনিগণ।
তোমার গৃহেতে করে শুভ আগমন॥
পরব্রহ্ম নররূপ করিয়া ধারণ।
তোমার গৃহেতে সদা করে নিবসন॥
মুক্তিদাতা পরব্রহ্ম বন্ধু তব অতি।
অবশ্য লভিবে তুমি পরম সদ্গতি॥
শুকদেব কহে শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
অমূল্য সে ভক্তিধন কহিনু নিশ্চিত॥

নারদের বাক্য শুনি শ্রীধর্ম্মরাজন।
পরব্রহ্ম বলি কৃষ্ণে করিল পূজন ॥
তেমতি তুমি হে রাজা কৃষ্ণে দাও মন।
অবশ্য অন্তিমে পাবে শ্রীহরিচরণ ॥
সুবোধ রচিল গীত শুন ভক্তজন।
সপ্তম স্কন্ধের বাণী হ'ল সমাপন ॥
হরি হরি বল সবে পাবে মনে শান্তি।
মার্জ্জনা করিও সবে মোর ভুল ভ্রান্তি ॥

ইতি গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সদাচার কথন।

[সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত]

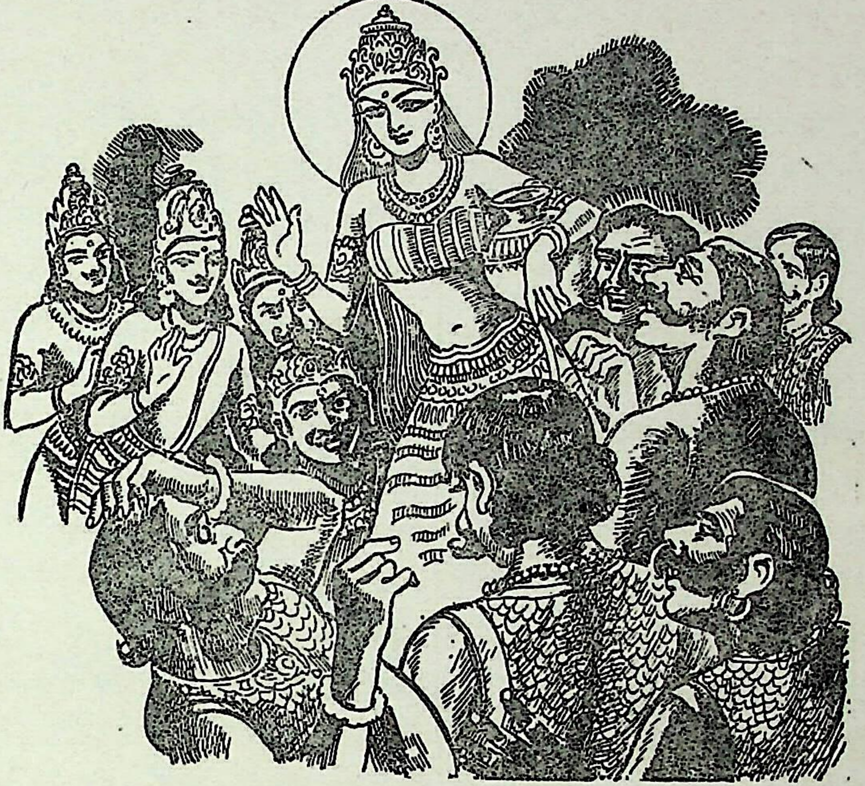

শ্রীমদ্ভাগবত

অষ্টম স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণে নমস্করি, নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি॥
সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ।
বন্দিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন॥

প্রথম অধ্যায়

মন্বন্তর-বর্ণন

সূত কহে শুন শুন শৌনক সুজন।
অষ্টম স্কন্ধের কথা শুকের বচন ॥
ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে করি নানা লীলা।
নারায়ণ এই বিশ্ব-ভুবন পালিলা ॥
সেই কথা জানিবারে উত্তরা-নন্দন।
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে সর্ব্ব বিবরণ ॥
শুনিয়াছি তব মুখে তুমি গুরুজন।
বহু মনু মন্বন্তর হ'য়েছে পতন ॥
বর্ত্তমান যেই কাল হয় উপস্থিত।
কত মন্বন্তর পূর্ব্বে হ'ল উপনীত ॥
কোন্ মনু মন্বন্তরে হইল রাজন্।
করিলেন হরি তাহে লীলা বা কেমন ॥
কহ ঋষি দয়া করি সে সব বারতা।
সুস্থ হ'ক প্রাণ মোর শুনি হরি-কথা ॥
শুকদেব ক'ন শুনি রাজার বচন।
উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি হে রাজন্ ॥
যত মনু মন্বন্তর হইল বিগত।
কহিব তোমায় আমি জানি যেইমত ॥
যেইকালে যেইমতে সেই নারায়ণ।
করিলেন নিজ লীলা করিব বর্ণন ॥
ছয় মন্বন্তর রাজা হ'ল অবসান।
সপ্তম ইহার নাম জ্যোতিষে প্রমাণ ॥
ছয় মন্বন্তর প্রতি মনু হয় ছয়।
ছয় ইন্দ্র ছয় শ্রেণী হয় ঋষিচয় ॥
প্রতি মন্বন্তরে যত মনুবংশগণ।
করিল সুখেতে রাজ্য ক'ন গুরুজন ॥
প্রথম মনুর নাম স্বায়ম্ভুব হয়।
তাঁহার বর্ণনা পূর্ব্বে করিনু নিশ্চয় ॥
যেইকালে জন্ম লন দেবতা-নিচয়।
বর্ণনা ক'রেছি পূর্ব্বে তাহা মহাশয় ॥
আকূতি ও দেবহূতি দুই কন্যা তাঁর।
হরি জন্মিলেন উভ-গর্ভের মাঝার ॥
কপিল ও যজ্ঞ নামে হইয়া সন্তান।
পবিত্র করিলা ধরা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বহুকাল সেই মনু রাজ্যভোগ করি।
অন্তিমে তপস্বী হন পাইবারে হরি ॥
রাজ্য ত্যজি ভার্য্যাসহ বনেতে চলিল।
সুনন্দা নদীর তীরে ঘোর তপ কৈল ॥
নানাভাবে ভগবানে করে স্তবস্তুতি।
জগৎ চৈতন্যময় করে বিশ্বপতি ॥
জগৎ নিদ্রিত যবে তিনি জাগরিত।
তথাপি না চিনে কেহ কিবা অদ্ভুত ॥
প্রতি নরে যাহা কিছু করে তিনি দান।
করিবে তাহাই ভোগ, হয়ো না অজ্ঞান ॥
অদৃশ্য হইয়া নিজে করিছে দর্শন।
সর্ব্বভূতাশ্রয় সেই প্রভু নারায়ণ ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন আত্মপর নাই।
যোগী ঋষি মোক্ষ লাগি ভজে তার ঠাঁই ॥
লোকশিক্ষা লাগি নিজে নর অবতারে।
কত রূপ ধরি হরি আসে এ সংসারে ॥
অহঙ্কার নাই তাঁর, নাহিক বাসনা।
সেই ভগবানে আমি করি যে ভজনা ॥
একমনে করি মনু শুদ্ধ তপাচার।
সিদ্ধিলাভ করি পরে লভিলা নিস্তার ॥
যবে যোগে সিদ্ধ হন সেই মনুবর।
হইল অসুর তাঁরে বধিতে তৎপর ॥
সেইকালে যজ্ঞরূপে অবতরি হরি।
রাখিলা মনুর মান দিয়া পদতরী ॥
অসুর রাক্ষসকুল করিয়া হনন।
ভগবান্ যজ্ঞ করে স্বর্গের শাসন ॥

দ্বিতীয় যে মনু নাম স্বারোচিষ হয়।
অগ্নির কুমার তিনি খ্যাত বিশ্বময় ॥
দ্যুমান্ সুষেণ আর রুচিষ্মান্ নাম।
কত যে জনমে পুত্র অতি গুণধাম ॥
রোচন নামেতে ইন্দ্র সেই মন্বন্তরে।
তুষিতাদি দেব তারা কত নাম ধরে ॥
ঊর্দ্ধস্তম্ভ আদি সপ্ত ব্রহ্মবাদী মুনি।
সেই মন্বন্তরে ছিল সবে গুণমণি ॥
তাঁহার রাজত্বকালে সেই নারায়ণ।
বেদশিরা-গৃহে করে জনম গ্রহণ ॥
ভগবান্ বিভু নাম করিয়া ধারণ।
তুষিতা-গর্ভেতে জন্ম করিল গ্রহণ ॥
শৈশব বয়সে হরি হ'য়ে ব্রহ্মচারী।
দেখালেন হরিভক্তি ভুবন-বিহারী ॥
অষ্টাশীতি মুনি তারে করে শিক্ষাদান।
নানাগুণে ভগবান্ হয় গুণবান্ ॥
তৃতীয় মনুর নাম উত্তম আছিল।
প্রিয়ব্রত-পুত্র রূপে নৃপতি হইল ॥
পবন সৃঞ্জয় আর যজ্ঞহোত্র নামে।
জন্মিল কয়েক ভ্রাতা নৃপতি উত্তমে ॥
প্রমদ বশিষ্ঠ-পুত্র এই মন্বন্তরে।
সপ্তঋষি রূপে তারা লভিল ধরারে ॥
সত্যবেদ শ্রুত ভদ্র নামেতে দেবতা।
সত্যজিৎ নামে ইন্দ্র রহিলেন তথা ॥
ধর্ম্মপত্নী সুনৃতার গর্ভে সত্যসেন।
জন্মিয়া ইন্দ্রের সখারূপে রহিলেন ॥
যক্ষ-রক্ষ হিংস্র প্রাণী বধিয়া সত্বরে।
পালন করিল প্রজা এই মন্বন্তরে ॥
চতুর্থ মনুর নাম তামস হইল।
উত্তমের ভ্রাতা তিনি ঋষিরা কহিল ॥
পৃথু কেতু নর আদি দশটি তনয়।
হইল তাহার, সবে খ্যাতিমান হয় ॥
বীর হরি ও সত্যক হইল দেবতা।
ত্রিশিখ নামেতে ইন্দ্র স্বর্গের বিধাতা ॥
জ্যোতির্ধাম আদি সপ্ত ঋষি বর্ত্তমান।
নষ্টপ্রায় হয় বেদ শুন মতিমান্ ॥
বৈধৃতি-তনয় সবে বেদ উদ্ধারিল।
বৈধৃতি নামেতে তারা পরিচিত হৈল ॥
হরি-নামে জন্মি হরি সেই মন্বন্তরে।
পবিত্র করিল ধরা নিজ কীর্ত্তিভরে ॥
হরিমেধা নামে ছিল ঋষি সাধুজন।
হরিণী তাঁহার পত্নী হরি-পরায়ণ ॥
তাঁর গর্ভে জন্মি হরি ধরি হরি-নাম।
গজ-নক্রে মুক্ত করি লইল বিরাম ॥
এ কথা শুনিয়া তবে উত্তরা-নন্দন।
শুকদেব প্রতি কহে বিনয় বচন ॥
কি আশ্চর্য্য কথা ঋষি কহিলে এবার।
কিরূপে করিলা হরি গজেন্দ্র উদ্ধার ॥
কেবা সেই গজ কেবা নক্র সেই হয়।
প্রকাশ করিয়া মোরে কহ মহাশয় ॥
রাজার বচন শুনি ব্যাসের নন্দন।
আরম্ভিল গজ-নক্র উদ্ধার কথন ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিগুণ সার।
গজ-নক্র কথা হয় ক্রমেতে প্রচার ॥

ইতি মন্বন্তর-বর্ণন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজ-নক্রের কথা

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডবনন্দন।
তোমার প্রার্থনা আমি করিব পূরণ॥
ত্রিকূট নামেতে আছে মহা-গিরিবর।
বেষ্টিত করিয়া আছে ক্ষীরোদ সাগর॥
অযুত যোজন উচ্চ সমান বিস্তার।
লৌহ রৌপ্য হিরণ্ময় তিন শৃঙ্গ তার॥
অপরূপ গিরি সেই বর্ণনে না যায়।
নানারত্ন ধাতু তার অঙ্গে শোভা পায়॥
কত বৃক্ষ কত লতা কত গুল্মচয়।
নির্ঝর সহিত ঝরে কোথা নদী বয়॥
কোথা মরকত হীরা কোথা বা কাঞ্চন।
ভূরি ভূরি সে পর্ব্বতে রহে সুশোভন॥
বিদ্যাধর আর যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
প্রেয়সী লইয়া শৃঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর॥
কেহ বা বাজায় বাঁশী কেহ করে গান।
প্রেয়সী লইয়া কেহ করে মধুপান॥
গহ্বর আছিল তার অতি ভয়ঙ্কর।
সিংহ ব্যাঘ্র বসে তথা নির্ভয়-অন্তর॥
মদমত্ত হস্তী দেখি ধায় সিংহগণ।
সতত বিবাদে হয় ভীষণ গর্জ্জন॥
ভীষণ অরণ্য তার তলদেশে রয়।
রবি-শশি-কর তথা প্রবিষ্ট না হয়॥
শৃঙ্গের উপরে রহে দেবের কানন।
দেবসহ ক্রীড়া করে দেবাঙ্গনাগণ॥
ছয়ঋতু এককালে সেই স্থানে রয়।
এইজন্য ঋতুমান্ নাম তার হয়॥
অশোক চম্পক চূত পিয়াল পনস।
তমাল দাড়িম্ব তাল চন্দন বেতস॥
কত শত তরুলতা শোভে উপবনে।
শোভায় সে নিন্দা করে স্বর্গের নন্দনে॥
সে হেন পর্ব্বতে রহে এক সরোবর।
সুবর্ণ পঙ্কজ ফুটে তাহাতে বিস্তর॥
স্ফটিকের সম তার অতি স্বচ্ছ জল।
কাচ বলি ভ্রম হয় অতীব নির্ম্মল॥
রাজহংস চক্রবাক সারসী সারস।
সুখে সরোবরে ভাসে পাইয়া হরষ॥
একদা তাহার তীরে এক করিবর।
বিহার করিতে থাকে নির্ভয়-অন্তর॥
মদে মত্ত সেই হস্তী করি আস্ফালন।
বৃক্ষ গুল্ম লতা ভাঙ্গে করিয়া ধারণ॥
হস্তীরে নেহারি ধায় যত মৃগপতি।
নাহি সাধ্য অগ্রসর হয় হস্তী প্রতি॥
গণ্ডে বহে মদবারি ভীষণ গর্জ্জন।
অকালে প্রলয়-মেঘ যেন সংঘটন॥
একদা মধ্যাহ্নে যবে উত্তপ্ত তপন।
বিতরিল সে অরণ্যে প্রচণ্ড কিরণ॥
মদে মাতি সেইকালে সেই করিবর।
স্নিগ্ধ হ'তে প্রবেশিল জলের ভিতর॥
জলেতে পড়িয়া করী শুঁড় প্রসারিয়া।
জলকেলি করে পদ্ম বিস্তর ছিঁড়িয়া॥
সরোবরমাঝে ছিল কুম্ভীর ভীষণ।
পাইল বিষম ব্যথা হস্তীর কারণ॥
সুখে ছিল সরোবরে নাহি করে ভয়।
হস্তীর দলনে তার অতি ক্লেশ হয়॥
সেই হেতু ক্রোধে নক্র বিস্তারি বদন।
ধরিল ভীষণ ভাবে গজের চরণ॥
হস্তীরে ধরিয়া নক্র মারিবারে চায়।
বীর্য্যবান্ সেই হস্তী রণ করে তায়॥
কখন নক্রেরে করী করিয়া ধারণ।
সবলে স্থলেতে তারে করে নিক্ষেপণ॥

কখন ধরিয়া নক্র করীর চরণ।
চেষ্টা করে করিবারে জলে নিমগন ॥
এইরূপে গজ নক্রে ভীষণ সমর।
বহুকাল ধরি হয় বর্ণিতে বিস্তর ॥
নক্র জলচর তার কষ্ট নাহি হয়।
হস্তীর ক্রমেতে জলে বল পায় ক্ষয় ॥
কেহ নাহি মানে কার কাছে পরাজয়।
কেহ না কাহারে হত্যা করিল নিশ্চয় ॥
অনাহারে অনিদ্রায় ভীষণ বারণ।
জলমাঝে বলক্ষয় পায় সর্ব্বক্ষণ ॥
বলক্ষয়ে সেই করী হইয়া কাতর।
জীবন রক্ষার তরে ভাবে নিরন্তর ॥
ভাবিতে ভাবিতে তার হ'ল শুভ মন।
দৈববশে নক্র করে আমার স্মরণ ॥
শুনিয়াছি দয়াময় প্রভু নারায়ণ।
তিনি বিনা কে খুলিবে এ নক্র-বন্ধন ॥
এই মনে করি হস্তী আরম্ভিল স্তব।
তার স্তব শুনি মুগ্ধ দেবগণ সব ॥
প্রণমি চরণে তোমা শ্রীমধুসূদন।
বিপদে কাণ্ডারী তুমি বিপদভঞ্জন ॥
তুমি স্রষ্টা তুমি পিতা তুমি সর্ব্বময়।
তোমাতেই ত্রিসংসার বিরাজিত রয় ॥
তুমি সবাকারে দেখ মেলিয়া নয়ন।
কেহ নাহি পায় তোমা করিতে দর্শন ॥
ঋষি মুনি বন্ধু তুমি দেবতার সার।
আমি হীনমতি তোমা করি নমস্কার ॥
প্রকৃতি-পুরুষরূপী তুমি ভগবান্।
জগৎ-ঈশ্বর তুমি, কর মোরে ত্রাণ ॥
প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব যাহে তুমি নারায়ণ।
তুমিই জগৎ-সৃষ্টি পালন-কারণ ॥
কালেতে সকল কিছু লয়প্রাপ্ত হয়।
একমাত্র থাক তুমি অক্ষয় অব্যয় ॥
মঙ্গলবিধান তুমি ত্রাণ কর মোরে।
তুমি বিনা নাই কেহ বিশ্বচরাচরে ॥
জন্ম কর্ম্ম দোষ গুণ কিছু তব নাই।
তথাপি তোমারে জানি জগৎ-গোঁসাই ॥
পরব্রহ্ম তুমি দেব, নিয়ন্তা জীবের।
সকলের সাক্ষী তুমি, আত্মা সংসারের ॥
সর্ব্বভূতে আছ প্রভু, সকলকারণ।
তোমার কারণ কিছু নাই নারায়ণ ॥
সর্ব্ব নদ নদী যথা সাগরেতে যায়।
আগম নিগম বেদ শাস্ত্র তব পায় ॥
অগ্নি যথা লুক্কায়িত কাষ্ঠের ভিতর।
গুণেতে আবৃত তুমি সর্ব্বগুণাকর ॥
অতীব দয়ালু প্রভু, কর মোরে ত্রাণ।
দেহেতে আসক্তি নাই, হৃদে অধিষ্ঠান ॥
অনন্ত তোমার শক্তি জন্মকর্ম্ম নাই।
জ্ঞানেতে ভাবিলে তোমা অনুভব পাই ॥
নাহি হেন শক্তি হরি করি অনুমান।
বিপন্ন দাসেরে নাথ কর পরিত্রাণ ॥
সন্ন্যাস-যোগেতে করি তপ আচরণ।
দেখিয়া তোমায় মুক্তি পায় মহাজন ॥
করী-জন্ম ধরি আমি অতি হীনমতি।
কি জানি করিতে দেব তোমায় প্রণতি ॥
অজ্ঞানেতে পূর্ণ এই করী-জন্ম হয়।
বহুপাপে পশু-জন্ম ধরিনু নিশ্চয় ॥
কোন্ জন তুমি হরি জানিতে না পারি।
রাখ আমি তব দ্বারে জীবন-ভিখারী ॥
এইরূপ স্তব করি করী মহাশয়।
নারায়ণ-মহামন্ত্র মুখে উচ্চারয় ॥
জীবনের কষ্টে তার চক্ষে বহে জল।
নক্ররূপ মায়াপাশে আবদ্ধ কেবল ॥
নক্র যত তারে ধরি করে আকর্ষণ।
তত উচ্চে বলে হস্তী রাখ নারায়ণ ॥
শুকদেব বলে রাজা কর অবধান।
এইরূপে করে স্তব গজ মতিমান্ ॥
নাম ধরি কোন দেবে না করে আহ্বান।
সে কারণে কোন দেব না আসে সে স্থান ॥

পরব্রহ্মরূপী হরি অভিমান নাই।
গজেরে রক্ষিতে তবে আইল গোঁসাই ॥
অন্তর্য্যামী সেই হরি শুনিয়া ক্রন্দন।
উদ্ধারিতে গজেন্দ্রেরে করে আগমন ॥
এক মনে যদি কেহ বলে নারায়ণ।
উদ্ধারিতে তারে হরি করেন যতন ॥
শীঘ্রগতি আরোহিয়া গরুড় উপর।
উদ্ধারিতে ভক্তে ত্যজে বৈকুণ্ঠ নগর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন রূপের আভায়।
নবীন চন্দ্রমা সম আভা মাখি গায় ॥
রত্নগিরি সম দেহ হিরণ্ময় কর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে নিরন্তর ॥
প্রসন্নবদন হরি কমল-নয়ন।
আসিলেন নিস্তারিতে হস্তীর জীবন ॥
চিত্রকূটে যেথা ছিল সেই সরোবর।
তাহার সমীপে হরি আসিয়া সত্বর ॥
নক্র সহ গজে হস্তে করিয়া ধারণ।
ভূমির উপরে হরি করিল ক্ষেপণ ॥
লইয়া আপন চক্র ঘুরায় ভীষণ।
মহাবেগে বিদারিল নক্রের বদন ॥
হরিস্পর্শে পায় নক্র গন্ধর্ব্ব-শরীর।
বৈকুণ্ঠবাসীর রূপ পায় গজবীর ॥
উভয়েতে হেন দেহ করিয়া ধারণ।
বন্দিলেক ভক্তিভরে শ্রীহরি-চরণ ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে হৃষ্ট দেবগণ।
থরে থরে করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
উভয়ে করিয়া মুক্ত দেব নারায়ণ।
যাইলেন নিজ স্থানে বিপদভঞ্জন ॥
পরীক্ষিৎ রাজা তবে এতেক শুনিয়া।
মুনিরে কহেন অতি আশ্চর্য্য হইয়া ॥
গন্ধর্ব্ব হইল নক্র গজ বিষ্ণুচর।
আশ্চর্য্য ঘটনা ইহা কহ মুনিবর ॥
রাজার বচন শুনি শুকদেব ক'ন।
পূর্ব্বজন্মে নক্র ছিল গন্ধর্ব্ব-নন্দন ॥
যৌবনে উন্মত্ত ছিল হুহু নাম তার।
প্রেয়সী লইয়া সদা করিত বিহার ॥
একদা প্রেয়সী ল'য়ে গন্ধর্ব্ব-নন্দন।
ত্রিকূটের সরোবরে করিল গমন ॥
জলকেলি করে হুহু প্রেয়সী সহিত।
দেবল নামেতে ঋষি তথা উপনীত ॥
সরোবরে নামে ঋষি স্নান করিবারে।
তাহারে উপেক্ষা হুহু করে অহঙ্কারে ॥
তাহাতেই হ'য়ে ঋষি অতি ক্রুদ্ধমন।
নক্র হও বলি শাপ দিলেন তখন ॥
পাইয়া ঋষির শাপ গন্ধর্ব্ব-নন্দন।
মুক্তি লাগি অনুনয়ে বন্দিল চরণ ॥
প্রসন্ন হইয়া ঋষি বলিলেন তায়।
গজের সহিত দেখা হইবে হেথায় ॥
ভীষণ বেগেতে তার ধরিলে চরণ।
প্রাণভয়ে ডাকিবে সে প্রভু নারায়ণ ॥
উদ্ধার করিতে তায় জগতের হরি।
নিধন করিবে তোমা আসি ত্বরা করি ॥
সেই কালে তব মূর্ত্তি হইবে প্রকাশ ॥
কহিনু তোমারে আমি মনের আভাস।
হস্তী ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে নরবর।
পাণ্ডুদেশ-নরপতি মহা-বলধর ॥
রাজ্য ত্যজি নৃপ হ'য়ে হরি-পরায়ণ।
তপস্যা করিতে সুখে প্রবেশিলা বন ॥
একদা তপেতে রাজা আছিল মগন।
আশ্রমে অগস্ত্য ঋষি করে আগমন ॥
তপোমগ্ন হ'য়ে তার পূজা না করিল।
সেজন্য অগস্ত্য তারে অভিশাপ দিল ॥
অগস্ত্য বলেন তোর শুদ্ধ নহে মন।
করী-জন্ম লাভ তোর হউক এখন ॥
সে কারণে করী-জন্ম ইন্দ্রদ্যুম্ন পায়।
হরিস্পর্শে বিষ্ণুচর হয় পুনরায় ॥
শুন রাজা যা ঘটিল কহি অতঃপর।
গজেন্দ্রের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে দেববর ॥

গজেন্দ্রে লক্ষিয়া পরে বলে ভগবান্‌ ।
যামিনীর শেষে যারা করি গাত্রোত্থান ॥
সমাহিত চিত্তে আর পরম যতনে ।
বন্দনা করিবে মোরে আর এই বনে ॥
সরোবর গিরি-রাজ অরণ্য গহ্বর ।
তরু গুল্ম ব্রহ্মা আর দেবতা শঙ্কর ॥
আমার আবাস প্রিয় ক্ষীরোদ সাগর ।
দীপ্তিময় শ্বেতদ্বীপ এই যে ভূধর ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছন আর কৌস্তুভরতন ।
কৌমোদকী গদা আর চক্র সুদর্শন ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ মালা গরুড় বাহন ।
লক্ষ্মী ব্রহ্মা ধ্রুব সূর্য্য ব্রহ্মার নন্দন ॥
দক্ষের নন্দিনী যত দেব শশধর ।
প্রহ্লাদ কালিন্দী নন্দা গজরাজবর ॥
সরস্বতী ভাগীরথী সপ্তর্ষিমণ্ডল ।
পুণ্যকীর্ত্তি যেই জন স্মরিবে সকল ॥
সকল পাপেতে মুক্ত হইবে তাহারা ।
অন্তেতে সাধুর গতি লভে নির্ব্বিকারা ॥
এত বলি ভগবান্‌ গরুড়ে চড়িয়া ।
স্বীয় ধামে চলি যান দেবে আহ্লাদিয়া ॥
শুকদেব বলে রাজা কর অবধান ।
গজেন্দ্রমোক্ষণ হয় পবিত্র আখ্যান ॥
অতঃপর বর্ণি আমি যত মন্বন্তর ।
যে যে কর্ম্ম ভগবান্‌ করিল বিস্তর ॥
পঞ্চম মনুর কাল হইলে আগত ।
মনু হইলেন রাজা নামেতে রৈবত ॥
চতুর্থ মনুর ইনি ভ্রাতা সহোদর ।
বলি বিন্ধ্য অর্জ্জুনাদি তাঁর পুত্রবর ॥
এই মন্বন্তরে ইন্দ্র বিভু নাম ধরে ।
ভূতচয় আদি দেব সে যুগে বিহরে ॥
বেদশিরা ঊর্দ্ধবাহু আদি ঋষি হয় ।
মন্বন্তর কথা রাজা জানিবে নিশ্চয় ॥
সেই কালে শুভ্র নামে মহাঋষি ছিল ।
বিকুণ্ঠা নামেতে তার প্রেয়সী হইল ॥
বিকুণ্ঠার গর্ভে জন্মে প্রভু নারায়ণ ।
স্বনামে নির্ম্মাণ করে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
পাপিগণে উদ্ধারিয়া বৈকুণ্ঠের পতি ।
আপন নগরে দেন করিতে বসতি ॥
বৈকুণ্ঠ নামেতে সেই অপূর্ব্ব নগর ।
দয়াময় হরি তথা রন নিরন্তর ॥
অশেষ তাঁহার গুণ কে করে কীর্ত্তন ।
পৃথিবীর ধূলি যথা হয় অগণন ॥
চাক্ষুষ নামেতে হয় ষষ্ঠ মন্বন্তর ।
চাক্ষুষ নামেতে মনু হন নৃপবর ॥
সুদ্যুম্ন পুরুষপুরু পুত্র তার হয় ।
মন্ত্রদ্রুম নামে ইন্দ্র মন্বন্তরে রয় ॥
আপ্যাদি দেবতা রূপে জন্মে সেই কালে ।
বীরক ও হর্য্যস্মৎ ঋষিরা সকলে ॥
সেই মন্বন্তরে হরি বৈরাজ ঔরসে ।
দেবসম্ভূতির গর্ভে জন্মেন হরষে ॥
অজিত বলিয়া তিনি হন নামধর ।
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা বর্ণিতে বিস্তর ॥
অমৃত লাগিয়া যবে ক্ষুব্ধ দেবগণ ।
সেই কালে হরি করে সমুদ্র মন্থন ॥
সমুদ্র-মাঝারে হরি কূর্ম্মরূপ ধরি ।
মন্দর ধরেন নিজ পৃষ্ঠের উপরি ॥
এই কথা শুনি তবে পরীক্ষিৎ রায় ।
শুকদেবে সম্ভাষিয়া পুনশ্চ শুধায় ॥
অপূর্ব্ব কহিলে বাণী তুমি গুরুবর ।
সমুদ্র-মন্থন বল শুনি অতঃপর ॥
কিরূপে হইল কূর্ম্ম সেই নারায়ণ ।
কিরূপে উঠিল সুধা কহ বিবরণ ॥
সংসারের তাপে আর ব্রহ্মকোপানলে ।
অতীব সন্তপ্ত আমি দেহ মন জ্বলে ॥
হরি-কথা বলি কর হৃদয় শীতল ।
অপূর্ব্ব কীরিতি তাঁর ভকতবৎসল ॥
শুকদেব ক’ন শুনি রাজার বচন ।
সমুদ্র-মন্থন-কথা করহ শ্রবণ ॥

দুর্ব্বাসা নামেতে ছিল মহর্ষি-প্রবর।
মূর্ত্তিমান্ ক্রোধরূপী ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
একদিন সেই ঋষি ভ্রমণ সময়ে।
দেখিলেন ঐরাবতে ইন্দ্র মহোদয়ে ॥
শচীসহ ইন্দ্র যায় দেখি ঋষিবর।
আনন্দেতে আশীর্ব্বাদ করিল বিস্তর ॥
মন্দার পুষ্পের মাল্য অর্ঘ্য তারে দিল।
অসতর্কে ইন্দ্র তাহা ভূমে নিক্ষেপিল ॥
তাহা দেখি ভাবে ঋষি নিজ অপমান।
ক্রোধেতে করিল ইন্দ্রে অভিশাপ দান ॥
সুরপতি হ'য়ে তুমি করি অহঙ্কার।
অবহেলে অপমান কর দুর্ব্বাসার ॥
এই হেতু অভিশাপ দিলাম তোমায়।
আজি হ'তে লক্ষ্মীনাশ হবে অমরায় ॥
ঋষির বচনে লক্ষ্মী করে পলায়ন।
সে অবধি স্বর্গ-শোভা হয় বিনাশন ॥
দেবের দেবত্ব নাশ যজ্ঞ-কর্ম্ম-হীন।
লক্ষ্মী-হীন স্থানে নাহি থাকয়ে প্রবীণ ॥
সেই হেতু ঋষি আদি যতেক ব্রাহ্মণ।
প্রস্থান করিল ত্যজি অমরা-ভুবন ॥
স্বর্গে লক্ষ্মীশূন্য হেরি ভাবে দেবগণ।
দানবে সুযোগ পেয়ে করে নিপীড়ন ॥
লক্ষ্মী ছিল দেবতেজ তাহা হ'ল নাশ।
যুঝিতে অসুর সহ পায় সবে ত্রাস ॥
এতেক দুর্দ্দশা ভাবি যত দেবগণ।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আদি করিয়া মিলন ॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে গিয়া ব্রহ্মপাশ।
করিলেন একে একে দুঃখের প্রকাশ ॥
শুনিয়া দুর্গতি হেন কমল-আসন।
কহিলেন দেবগণে করি সম্বোধন ॥
কুকর্ম্ম করিয়া লভি ঋষি-অভিশাপ।
পাইতেছ হৃদয়েতে এত মনস্তাপ ॥
ব্রাহ্মণের শাপ আমি নিবারিতে নারি।
চলহ সকলে যাই বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ হয় ক্ষীরোদ সাগর।
তার মাঝে হরি রন পেয়ে অবসর ॥
চল দেবগণ সবে ক্ষীরোদের তীরে।
স্তবে তুষ্ট নারায়ণে কর ধীরে ধীরে ॥
নারায়ণ তুষ্ট হ'লে পাবে পরিত্রাণ।
লক্ষ্মীর উদ্ধার হবে অমৃত বিধান ॥
অমৃত খাইয়া পুনঃ হইবে অমর।
দেবত্ব পাইবে পুনঃ নাশি দনুবর ॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে সহ দেবগণ।
ক্ষীরোদের তীরে সবে করেন গমন ॥
ক্ষীরোদের তীরে বসি ল'য়ে দেবগণ।
আরম্ভিল মহাস্তব হরির কারণ ॥
দেবতাসকল সহ আপনি বিধাতা।
করিল কীর্ত্তন তাঁর যত কীর্ত্তিগাথা ॥
অনাদি অনন্ত যিনি বিকার-রহিত।
বাক্যমন অগোচর আছে সর্ব্বভূত ॥
দেহী নয়, সর্ব্বদেহে রয়েছে আশ্রয়।
যাঁহার কারণে হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ॥
সর্ব্বদেবপতি সেই দেব নারায়ণ।
দুঃখে তাপে যিনি হন সবার কারণ ॥
তুমি সর্ব্বাধার দেব তুমি নারায়ণ।
তোমার রূপেতে ব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন ॥
আপনি করিলে যেই ধরণী নির্ম্মাণ।
লক্ষ্মী-হীন সেই ধরা হয় বিদ্যমান ॥
শস্য নাহি হয় কভু বৃষ্টি নাহি হয়।
অকালে মরিয়া প্রজা যায় যমালয় ॥
ধরণীর দুঃখ হেরি তুমি নারায়ণ।
লক্ষ্মীর উদ্ধার কর এই নিবেদন ॥
লক্ষ্মী বিনা তেজ তার হইয়াছে নাশ।
রাখহ তাহারে করি লক্ষ্মীর প্রকাশ ॥
চন্দ্র যাঁর মন আর বহ্নি মুখ যাঁর।
ভাস্কর লোচন যাঁর হয় অনিবার ॥
যাঁর প্রাণ হ'তে হয় বায়ুর উদয়।
শ্রোত্র হ'তে জন্মে যাঁর দেশ দিকচয় ॥

মহান্ বিভূতিশালী সেই প্রভু হরি।
আমাদের প্রতি তুষ্ট হও কৃপা করি॥
কত পরিচয় দিব অনন্ত-শয়ন।
অন্তর্য্যামী হও তুমি জানে সর্ব্বজন॥
দয়া করি এ বিপদে দিয়া দরশন।
বিপদে উদ্ধার কর প্রভু নারায়ণ॥
যে কর্ম্ম করিতে নারি মোরা কোন জন।
সেই কর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে কর নারায়ণ॥
পবনের ক্রীড়াসম লীলা হে তোমার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
অনন্ত মহান্ তুমি প্রশান্ত-স্বভাব।
ত্রিভুবনে আছে তব কিসের অভাব॥
নির্গুণ অথচ তুমি সগুণ ঈশ্বর।
সত্ত্বগুণময় হ'য়ে আছ নিরন্তর॥
তব লীলা তর্ক দিয়া কে করে নির্ণয়।
চরণে প্রণাম তব করি দয়াময়॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় যত পাপভার॥

ইতি গজ-নক্রের কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

সমুদ্র-মন্থনের উদ্যোগ

শুকদেব বলে শুন ভকত নৃপতি।
এইরূপে দেব সহ ব্রহ্মা করে স্তুতি॥
অতঃপর ব্রহ্মা তবে হইলেন স্থির।
ক্ষীরোদ হইতে হরি হ'লেন বাহির॥
অপরূপ রূপ মরি বর্ণনে না যায়।
সহস্র-বালার্ক-প্রভা পদে শোভা পায়॥
চারি হস্ত যেন উচ্চ সুমেরুর শির।
মধ্যাহ্ন-তপন সম তেজস্বী শরীর॥
দেবগণ নাহি পারে করিতে দর্শন।
ঔজ্জ্বল্যে চক্ষুতে জ্বালা ধরিল ভীষণ॥
বিধাতা শঙ্কর শুধু পারিল দেখিতে।
অলৌকিক জ্যোতির্মধ্যে যেন মরকতে॥
পীতবাস পরিধানে আরক্ত নয়ন।
মুখ ভুরু অতিশয় সুন্দর দর্শন॥
মস্তকে কিরীট শোভে রত্নমণিময়।
হস্তেতে কেয়ূর কর্ণে কুণ্ডল শোভয়॥
বনমালা কাঞ্চীদাম কৌস্তুভ বলয়।
হার ও নূপুর দেহে সুশোভিত রয়॥
এইরূপ দেখি দেব ব্রহ্মা ও শঙ্কর।
সাষ্টাঙ্গে করিল নতি তাঁহার গোচর॥
হেনরূপে হরি সবে দিল দরশন।
তুষ্ট হ'ল ব্রহ্মা রুদ্র আদি দেবগণ॥
দেবগণে তুষ্ট করি কহে লক্ষ্মীপতি।
দেবগণ শুন সবে আমার ভারতী॥
যতদিন বলবীর্য্য না হবে সাধন।
তবে দৈত্য সহ সন্ধি করহ স্থাপন॥
কার্য্যসিদ্ধি লাগি যত বুদ্ধিমানগণ।
শত্রুসহ সন্ধি করে নহে অকারণ॥
কালবশে তেজ সব হইয়াছে ক্ষীণ।
অসুর-সাহায্য লও বুঝি সমীচীন॥
শুক্রাচার্য্য-বর লভি দানবের দল।
প্রত্যেকেই নিজ অঙ্গে ধরে মহাবল॥

তাহাদের সহ মিলি যত দেবগণ।
একত্র করহ সবে সমুদ্র মন্থন ॥
মন্থনের দণ্ড কর পর্ব্বত মন্দরে।
বাসুকিরে রজ্জু সবে করহ সত্বরে ॥
দেব দৈত্য মিলে বহু করিলে মন্থন।
হইবে অমৃত লাভ লক্ষ্মীর দর্শন ॥
প্রথমেই কালকূট হইবে প্রচার।
দয়া করি রুদ্র তাহে করিবে আহার ॥
গরল হইলে নাশ হবে সুধাময়।
অমৃত উদ্ধার হবে কহিনু নিশ্চয় ॥
এত কহি তিরোহিত হন নারায়ণ।
সকলে করিল চেষ্টা করিতে মন্থন ॥
দানবের রাজা বলি আছিল তখন।
তাহার নিকটে গেল যত দেবগণ ॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর গেল আপনার ঘর।
ইন্দ্রাদি সকলে যায় দৈত্যের গোচর ॥
নিরস্ত্র দেখিয়া দেবে যত দৈত্যগণ।
মারিবারে যায় ল'য়ে শত প্রহরণ ॥
দৈত্যরাজ বলি সবে করিল বারণ।
বুঝেন সমস্ত বলি কার্য্য ও কারণ ॥
স্বগৃহে আগত দেখি সর্ব্ব দেবগণ।
বলি করে সকলের চরণ বন্দন ॥
বলির যতনে তুষ্ট হ'য়ে দেবগণ।
ইন্দ্র তাহে সম্বোধিয়া কহিলা বচন ॥
সুরাসুর বটে মোরা কিন্তু হই ভাই।
বৃথা আর বিবাদেতে প্রয়োজন নাই ॥
উভয়ে মিলিয়া করি ব্রহ্মাণ্ডে বিহার।
বন্ধুত্ব করিয়া নাশি বৈরি-ব্যবহার ॥
সুরপতি-বাক্য শুনি ক'ন দৈত্যপতি।
তব বাক্যে কভু মোর নাহি ভিন্নমতি ॥
তুমি দেবশ্রেষ্ঠ আজি আমার ভবন।
পবিত্র করিলে নিজে করি পদার্পণ ॥
আজি হতে সুরাসুরে বন্ধুত্ব স্থাপন।
অবশ্য হইল ইন্দ্র কহিনু বচন ॥
বলির সম্মতি শুনি তবে সুরপতি।
কহিতে লাগিল পুনঃ সুমিষ্ট ভারতী ॥
এক কার্য্য কর বলি হ'য়ে একমন।
হইবে অমর যাহে মোদের জীবন ॥
ক্ষীরোদ সাগরে আছে অমৃতের ভার।
দেবাসুরে মিলি চল করিব উদ্ধার ॥
মন্থনের দণ্ড কর পর্ব্বত মন্দরে।
বাসুকিরে রজ্জু কর সবার গোচরে ॥
একদিকে অসুরেরা করিবে ধারণ।
আর দিকে ধরিবেক যত দেবগণ ॥
বাসুকি বন্ধনে গিরি করিয়া ধারণ।
উভয়ে মিলিয়া করি সমুদ্র মন্থন ॥
মন্থনে উঠিবে যাহা অমৃতের ভার।
করিব সমান ভাবে সকলে আহার ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি তবে দৈত্যেশ্বর।
হইলেন অতিশয় আনন্দ-অন্তর ॥
সম্বর অরিষ্টনেমি যত দৈত্যচয়।
সুসঙ্গত বলি সবে ভাবিল নিশ্চয় ॥
দানব অমর হবে অমৃতের পানে।
ইহাপেক্ষা সুখ আর কিবা আছে প্রাণে ॥
এত ভাবি দৈত্যেশ্বর ডাকিল দানবে।
দৈত্যের আজ্ঞায় হ'ল উপস্থিত সবে ॥
পৌলম কালেয় আর নামেতে সম্বর।
ত্রিপুর অরিষ্টনেমি দানব-প্রবর ॥
আর যত দীর্ঘকায় দানবের দল।
একে একে প্রবেশিল পূর্ণ সভাস্থল ॥
সবারে সম্বোধি তবে ক'ন দৈত্যেশ্বর।
বন্ধুত্ব করহ সবে সহিত অমর ॥
রহিবে বন্ধুত্ব আজি হ'তে যত দিন।
থাকিবে উভয়ে হ'য়ে বিসম্বাদ-হীন ॥
বহুভাগ্যবলে আজি ইন্দ্র মহাশয়।
ধন্য কৈল প্রবেশিয়া আমার আলয় ॥
সকলে মিলিয়া ইন্দ্রে করহ সম্মান।
উহার আজ্ঞায় সবে রত কর প্রাণ ॥

সুরাসুরে সখ্য হ'ল করিয়া শ্রবণ।
সবে মিলি সবাকারে করে আলিঙ্গন॥
দেবাসুরে আলিঙ্গন হ'ল সমাপন।
কহিল সবারে ইন্দ্র করি সম্বোধন॥
অমর হইতে যদি চাহ দৈত্যগণ।
আমাদের সহ তবে করহ মিলন॥
সবে মিলি চল করি সমুদ্র-মন্থন।
অমৃত উঠিলে মোরা করিব গ্রহণ॥
ইন্দ্রের বচনে তবে উঠি দৈত্যপতি।
সবারে কহিল শীঘ্র আপন সম্মতি॥
দৈত্যগণে সম্বোধিয়া তবে দৈত্যেশ্বর।
সমুদ্র-মন্থনে যান ক্ষীরোদ সাগর॥

সুবোধ রচিল সুখে ভাগবত গান।
ভক্তিযুক্ত হয়ে শোনে যত পুণ্যবান্॥

ইতি সমুদ্র-মন্থনের উদ্যোগ।

সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ

শুকদেব ক'ন শুন পাণ্ডুবংশধর।
ক্ষীরোদ-মন্থন-কথা অতি মনোহর॥
ইন্দ্র দেবগণে ল'য়ে ক্ষীরোদের তীরে।
আনন্দে সহাস্যে যান অতি ধীরে ধীরে॥
গরুড়-বাহনে বিষ্ণু থাকেন তথায়।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ প্রণমে তাঁহায়॥
মন্থন উপায় কিছু করি জিজ্ঞাসন।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া উপস্থিত হন॥
হেথা অমৃতের আশে অসুরের দল।
আনন্দে নাচিয়া সবে করে কোলাহল॥
যত দেবগণ মিলি লইয়া বলিরে।
অসুর সহিত গেল ক্ষীরোদের তীরে॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আর জল হুতাশন।
ব্রহ্মা রুদ্র আর যত ছিল দেবগণ॥
বলি সহ দানবেরে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল কিসে হইবে মন্থন॥
মন্দর নামেতে গিরি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
দণ্ডরূপে তারে চাই মথিতে সাগর॥
দেবতার বাণী শুনি অসুরের দল।
অমৃতের আশে কহে প্রকাশিয়া বল॥
আনিব ভীষণ গিরি হ'ক যত ভারী।
অমৃতের আশে মোরা কি কার্য্য না পারি॥
তপনের গতি মোরা পারি রোধিবারে।
চন্দ্রে আবরিতে পারি মুহূর্ত্ত-মাঝারে॥
মন্দর আনিব মোরা করিলাম পণ।
আর কিবা চাই বল করিতে মন্থন॥
দানব-উৎসাহ হেরি ক'ন শচীপতি।
বাসুকিরে চাই আমি হেথায় সম্প্রতি॥
বাসুকি নহিলে বল রজ্জু কোথা পাই।
স্তব করি বাসুকিরে আন হেথা ভাই॥
দেবেন্দ্রের বাণী শুনি দানবের দল।
আনন্দে চীৎকার করি করে কোলাহল॥
সবে বলে অপরূপ সমুদ্র-মন্থন।
বাসুকি করিতে হবে মন্দরে বন্ধন॥
এত বলি দেব-দৈত্য হইয়া মিলিত।
মন্দর পর্ব্বতে তারা হ'ল উপনীত॥
মন্দর নামেতে গিরি অতি চমৎকার।
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ছিল হইয়া বিস্তার॥
কত তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কে করে বর্ণন।
পদ হ'তে শৃঙ্গে ব্যাপ্ত এ তিন ভুবন॥

কটিমাঝে মেঘ সাজে যেন জটাজাল ।
শির হ'তে সুশোভিত ব্যাপিয়া ত্রিকাল ॥
অরণ্য গহ্বর অঙ্গে কে করে বর্ণন ।
না করে প্রবেশ তথা রবির কিরণ ॥
রবি শশী শিরোপরে সদা খেলা করে ।
তাহে দিবারাত্র হয় বনের ভিতরে ॥
হয় হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র পর্ব্বত উপর ।
গুপ্তভাবে খেলা করে হৃষ্ট নিরন্তর ॥
সৃষ্টি হ'তে হয় ব্যাপী সেই গিরিবর ।
মহাযোগে যোগী যেন ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর ॥
এ হেন মন্দর লাগি দেবাসুরগণ ।
আনিবারে গেল তারে করিতে মন্থন ॥
মহাবলে বলী যত দানবের দল ।
মন্দরের মূল পায় পাতালের তল ॥
পাতালের তলে গিয়া শিরে গিরি ধরি ।
মেদিনী হইতে তুলে তাহে ত্বরা করি ॥
মন্দর উত্থানে এক মহাশব্দ হয় ।
কুলাচল সহ বিশ্ব কাঁপে অতিশয় ॥
গুরুভারে গিরিবর করে টলমল ।
দেবাসুরে ধায় ল'য়ে তাহারে কেবল ॥
কিছু পরে গুরুভার সহিতে না পারে ।
শ্রমবেগে শ্রান্ত হয় চলিবারে নারে ॥
গুরুভার না পারিয়া করিতে ধারণ ।
পর্ব্বত সহিত পড়ে দেবাসুরগণ ॥
কার হস্ত পদ ভাঙ্গে কেহ মরে প্রাণে ।
তথাপি অমৃত-আশে গিরি ধরি টানে ॥
গুরুভার গিরিবর আর নাহি সরে ।
হায় হায় করে দৈত্য ভূমির উপরে ॥
দেব-দৈত্য-ভ্রান্তি হেরি শ্রীমধুসূদন ।
দেখিলেন নষ্ট হয় সমুদ্র-মন্থন ॥
অগতির গতি হরি যাইয়া সত্বর ।
বলরূপে প্রবেশেন সবার অন্তর ॥
নারায়ণ প্রবেশিলে পেয়ে মহাবল ।
দেব-দৈত্য পুনরায় করে কোলাহল ॥
অমৃতের আশা পুনঃ উপজিল মনে ।
পুনশ্চ ধরিল গিরি অতীব যতনে ॥
বিষ্ণু যার বল হয় কি অলভ্য তার ।
বিষ্ণুর বলেতে লঘু হ'ল গিরিভার ॥
মন্দর ধরিয়া শিরে দেবাসুরগণ ।
ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে উপনীত হন ॥
বিষ্ণুর দৃষ্টিতে লভি পুনরপি বল ।
মন্দরে ধরিল পৃষ্ঠে দানবসকল ॥
এক হস্তে পর্ব্বতেরে তুলি নারায়ণ ।
গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে করিল স্থাপন ॥
দেব-দৈত্য গিরিসহ গরুড় তখন ।
নারায়ণে স্বীয় পৃষ্ঠে করিল বহন ॥
অবলীলাক্রমে সবে সমুদ্রতীরেতে ।
নামাইল পক্ষিরাজ স্বীয় পৃষ্ঠ হ'তে ॥
ইহা দেখি ইন্দ্রাদির জাগিল আহ্লাদ ।
দেবাসুরে বিধিমতে করে আশীর্ব্বাদ ॥
বাসুকি নামেতে নাগ পাতালের তলে ।
ইন্দ্র তারে আমন্ত্রিয়া আনিল কৌশলে ॥
ইন্দ্রের স্মরণে সর্প হ'য়ে আনন্দিত ।
ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে হ'ল উপনীত ॥
বাসুকিরে দেখি ইন্দ্র আনন্দিত মন ।
মন্থনের রজ্জুকথা করে নিবেদন ॥
বিভীষণ সর্প সেই ব্যাপ্ত চরাচর ।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় তুষ্ট তাহার অন্তর ॥
অমৃতের লোভে নাগ রজ্জুরূপ ধরি ।
হইল স্বীকৃত তবে বেড় দিতে গিরি ॥
বাসুকি সম্মত হেরি তবে শচীপতি ।
মন্থনের কার্য্যারম্ভ করিলা সম্প্রতি ॥
কহিলেন দেবাসুরে ধরিয়া মন্দর ।
ডুবাও উহারে এবে ক্ষীরোদ-ভিতর ॥
অসীম ক্ষীরোদ বারি কে বর্ণিতে পারে ।
সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে ॥
নক্র-কূর্ম্ম-তিমি আদি যত জলচর ।
নির্ভয়ে ক্ষীরোদ-মাঝে খেলে নিরন্তর ॥

পবনের সহ মাতি ক্ষীরোদ সাগর।
তরঙ্গে আকুল হ'য়ে রহে নিরন্তর॥
সে হেন ক্ষীরোদ-মাঝে মন্দরে ধরিয়া।
দেবাসুরে মথিবারে দিল ফেলাইয়া॥
অতল সাগর সেই তল নাহি তার।
মন্দর ডুবিয়া গেল তাহার মাঝার॥
মন্দর ডুবিল দেখি দেবাসুরগণ।
হায় হায় শব্দ তারা করে উচ্চারণ॥
কি আশ্চর্য্য সাগরেতে ডুবিল মন্দর।
কার সাধ্য প্রবেশিবে ইহার ভিতর॥
এই দুঃখে কেহ পড়ে ভূমির উপরে।
সুধা-আশা তরে কেহ কাঁদে উচ্চস্বরে॥
দৈব-বিড়ম্বন হেরি যত দেবগণ।
স্মরিলেন সেইক্ষণে প্রভু নারায়ণ॥
কোথা আছ দেখা দাও ওহে নারায়ণ।
মন্দর সাগরে বুঝি হইল মগন॥
কেমনে হইবে বল অমৃত উদ্ধার।
দয়া করি কর দেব উপায় ইহার॥
দৈত্যগণ নিরাশায় করিল ক্রন্দন।
না পাবে অমৃত ভাবি করিতে ভক্ষণ॥
ইহা দেখি দেবপতি মন স্থির করি।
একমনে ডাকিলেন বিপদ-কাণ্ডারী॥
হেথা হরি কূর্ম্ম সম ধরিয়া আকার।
প্রবেশ করিলা নিজে সাগর মাঝার॥
নারায়ণ-স্পর্শে স্তব্ধ তরঙ্গের দল।
পবন হইল স্তব্ধ স্থির করি বল॥
নক্র-কূর্ম্ম ইতস্ততঃ করে পলায়ন।
কূর্ম্মরূপে গিরিতলে গেল নারায়ণ॥
মহাকূর্ম্মরূপ সেই কে বর্ণিতে পারে।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আদি যাহার মাঝারে॥
কূর্ম্মরূপে সেই হরি লীলা করিবারে।
ধরিলা মন্দর গিরি পৃষ্ঠের উপরে॥
পৃষ্ঠেতে ধরিয়া গিরি উপরে তুলিল।
দেব-দৈত্য দেখে তবে মন্দর ভাসিল॥
মন্দর ভাসিল হেরি তবে দেবগণ।
বাসুকি বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥
বন্ধন করিয়া দেব দানবেরে কয়।
বাসুকির ধর পুচ্ছ তোমরা নিশ্চয়॥
তোমরা ধরহ পুচ্ছ মোরা ধরি শির।
আকর্ষণে সবে মথি ক্ষীরোদের নীর॥
দেবগণ-বাণী শুনি অসুরের দল।
অপমান-ভয়ে কহে করি কোলাহল॥
সর্পের ধরিলে পুচ্ছ মান নাহি রয়।
মোদের আশ্রিত দেব ধরিবে নিশ্চয়॥
জাতিতে দানব মোরা ধরি মহাবল।
ধরিব সর্পের শির কহিনু কেবল॥
স্বকার্য্য উদ্ধার দেখি দেবেন্দ্র তখন।
সকল দেবতা পুচ্ছ করিল ধারণ॥
অসুরেরা মিলি ধরে বাসুকির শির।
মন্থন আরম্ভ করে ক্ষীরোদের নীর॥
আপনি সে ভগবান্ উঠিয়া উপরে।
সহস্র বাহুতে চূড়া পর্ব্বতের ধরে॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় মেঘ করে বরিষণ।
শ্রান্তিহীন করিবারে বহিল পবন॥
দুন্দুভি বাজিল ঘন হাসে সৌদামিনি।
দেবীগণে মিলি সদা বাজায় কিঙ্কিণী॥
দেবাসুরে বাসুকিরে করিয়া ধারণ।
মন্দরে ধরিয়া দ্রুত করিল ঘূর্ণন॥
ভীষণ ঘর্ষণ-ধ্বনি তাহে উপজিল।
প্রলয়ের মেঘ যেন একত্র ডাকিল॥
দূরে গেল পাখী সব ত্যজিয়া গগন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যাগ করে বনচরগণ॥
যোগেতে বসিয়া কাঁপে যত ঋষিচয়।
প্রাণভয়ে সমাকুল মানব-নিচয়॥
ঘর্ঘরে মন্দর ঘোরে জলের ভিতর।
নক্র-কূর্ম্ম দুঃখ পায় হইয়া কাতর॥
সে ভীষণ গিরি হরি করিয়া ধারণ।
কূর্ম্মরূপে অবহেলে জলমাঝে রন॥

অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য তাঁর বুঝা নাহি যায়।
কার সাধ্য সে মহিমা বর্ণিবারে পায়॥
এমতে মন্থন-কার্য্য হ'ল আরম্ভণ।
কিরূপে অমৃত উঠে শুনহ রাজন॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
অপূর্ব্ব হরির লীলা জগৎ মাঝার॥

ইতি সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ।

অমৃত প্রকাশ কথা

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
অমৃত প্রকাশ কথা অতি মনোহর॥
ভীষণ মন্দর গিরি অতীব বিস্তার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ব্যাপ্তি রহে যার॥
কূর্ম্মের রূপেতে হরি তাহারে ধরিয়া।
সমুদ্র-মন্থন-কার্য্যে থাকেন বসিয়া॥
যাহার শিরেতে রহে এই ত্রিভুবন।
সেই মহা-সর্পে গিরি করিয়া বন্ধন॥
দেব-দৈত্য মিলি করে সমুদ্র মন্থন।
অপরূপ কার্য্য নারি করিতে বর্ণন॥
উত্তাল তরঙ্গাকুল ক্ষীরোদের জল।
সীমা নাহি য় তার হয় সে অতল॥
সে হেন সাগর-মাঝে মহাগিরিবর।
সর্পেতে আবদ্ধ থাকি ঘুরে নিরন্তর॥
দেবাসুরে বাসুকির ধরি পুচ্ছ-শির।
অমৃতের আশে টানে অক্লান্ত শরীর॥
পেষণে ক্রমেতে ক্লান্ত বাসুকি হইল।
জ্বালাময় মহাবিষ তাহে বাহিরিল॥
বাসুকির মুখ চক্ষু নাসিকা হইতে।
বিষপূর্ণ অগ্নি ধূম লাগে বাহিরিতে॥
ইল্বল পৌলোম আদি অসুর শম্বর।
কালকেয় আদি সব হইল কাতর॥
দাবানল-দগ্ধ বৃক্ষ তুল্য তারা হয়।
বিষেতে সন্তপ্ত অতি প্রাণ বাহিরয়॥
জ্বালায় হইয়া ক্লান্ত অসুরের দল।
নাহি পারে টানিবারে করে কোলাহল॥
বলে ভাই কি হইল অমৃত না পাই।
বাসুকির বিষ-তেজে প্রাণে মারা যাই॥
থাক ভাই কাজ নাই হইয়া অমর।
গৃহে মোরা ফিরে যাই ত্যজিয়া সাগর॥
সম্মুখে বারিধি হের ক্ষীরোদ সাগর।
অপার অসীম ইহা অতি ঘোরতর॥
তাহাতে মন্দর গিরি অতি সুভীষণ।
বিষময় বাসুকিতে তাহার বন্ধন॥
কোথায় অমৃত আছে সাগর ভিতর।
উঠিবে কি না উঠিবে না হয় গোচর॥
সে হেন দুরাশা করি আমরা সবাই।
দেবের কৌশলে বুঝি প্রাণে মারা যাই॥
থাক ভাই কাজ নাই চল ফিরি ঘরে।
অমৃত লউক দেব মথিয়া সাগরে॥
ক্লান্ত হ'য়ে বসে তবে অসুরের দল।
বাসুকির শির ছাড়ি করে কোলাহল॥
অসুর বসিল হেরি যত দেবগণ।
শ্রান্ত হ'য়ে নাহি পারে করিতে মন্থন॥
উপায় না হেরি তবে দুঃখী সুরপতি।
নারায়ণে সম্বোধিয়া কহেন সম্প্রতি॥
মন্থন কার্য্যেতে দেব বল-ক্ষয় হয়।
উপায় করহ নাথ আসি এ সময়॥

দুর্ব্বলের বল তুমি বিপদ্ তারণ।
বীর্য্য দিয়া সাঙ্গ কর সমুদ্র মন্থন ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি তবে নারায়ণ।
ধরিলেন মহা-মূর্ত্তি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ॥
এক মূর্ত্তি কূর্ম্মরূপে ধরেন মন্দর।
অপর মূর্ত্তিতে স্থির করেন সাগর ॥
আর মূর্ত্তি-বলে স্থির করিয়া পবন।
মন্দরে করেন লঘু করি প্রবেশন ॥
আর মূর্ত্তি বীর্য্যরূপে প্রকাশ হইয়া।
দেবাসুর-দেহমাঝে প্রবেশেন গিয়া ॥
অসুরের রূপে হরি করি আকর্ষণ।
দেবগণ সহ ক্ষীর করেন মন্থন ॥
বহুরূপ ধরি হরি করেন মন্থন।
আকুল হইল সর্প পাইয়া পেষণ ॥
পেষণে সর্পের দন্ত আপনি ভাঙ্গিল।
তাহা হ'তে মহাবিষ সমুদ্রে পড়িল ॥
ধূমময় মহাবিষ মহাজ্বালাময়।
বাসুকির শ্রান্তি-শ্বাসে সুপ্রকাশ হয় ॥
সে বিষের তেজে সবে দেবাসুরগণ।
ক্রমে ক্রমে হ'ল ম্লান বসন ভূষণ ॥
শ্বাস লভিবারে নারে মহাকষ্ট পায়।
আকুল অসুর কহে এবে প্রাণ যায় ॥
প্রাণ যায় প্রাণ যায় করয়ে চীৎকার।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি দেব করে তিরস্কার ॥
মন্থনে ব্যাঘাত দেখি কমল-আসন।
যুক্তি করি মনে এক করিল চিন্তন ॥
হর হন তাপ-হর এই ত্রিভুবনে।
তাঁহারে করহ তুষ্ট যত দেবগণে ॥
তিনি যদি এ গরল নিজে করে পান।
মন্থনে মঙ্গল হবে কহিনু সন্ধান ॥
নচেৎ সুধার আশা হইল নিরাশ।
গরল থাকিতে সুধা কোথায় প্রকাশ ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী যত দেবগণ।
শিবে তুষিবারে সবে করিল গমন ॥
অপূর্ব্ব কৈলাশ-গিরি ব্রহ্মাণ্ড-উপর।
রবি শশী শৃঙ্গ'পরে ভ্রমে নিরন্তর ॥
হিংসা দ্বেষ নাহি তথা সরল অন্তর।
সৌদামিনী সদা খেলে মেঘের ভিতর ॥
ছয় ঋতু ক্রমে ক্রমে হয় বর্ত্তমান।
শিবের মহিমা হেন করিতে প্রমাণ ॥
হেন মহা-গিরি-শিরে ল'য়ে উমা সতী।
পরম আনন্দে ভব করেন বসতি ॥
শৃঙ্গের মাঝারে ছিল বিল্বের কানন।
ধাতুময় সুরঞ্জিত প্রস্তর-আসন ॥
বিছাইয়া তদুপরি শুদ্ধ বাঘাম্বর।
তপে মত্ত তথা রহে সুখে দিগম্বর ॥
প্রভাত-বালার্ক সম যেন পূর্ণশশী।
উমা সহ উমানাথ রয়েছেন বসি ॥
নয়ন-চকোরে দোঁহে সুধা করে পান।
একত্রেতে রবি শশী অপূর্ব্ব বিধান ॥
হেনরূপে বসি তথা রহে দিগম্বর।
উপস্থিত দেবগণ তথায় সত্বর ॥
প্রণমিয়া মহেশ্বরে কন সুরপতি।
বিপদ-ভঞ্জন হর চাও মম প্রতি ॥
দুর্ব্বাসার শাপে নষ্ট স্বরগের শোভা।
অমৃত ও লক্ষ্মী বিনা নষ্ট দেব-প্রভা ॥
অমৃতের আশে তোষি সেই নারায়ণ।
দেবাসুর মিলি করি সমুদ্র-মন্থন ॥
বীর্য্যরূপে হরি তথা রন বর্ত্তমান।
রজ্জুরূপে মহাসর্প রাখিলেন মান ॥
দণ্ডরূপে উপস্থিত পর্ব্বত মন্দর।
ধরিত্রী ধরেন ভার সাগর-ভিতর ॥
এমতে আরম্ভ হ'ল সাগর-মন্থন।
পেষণেতে বাসুকির ভাঙ্গিল দশন ॥
দশন হইতে বিষ প্রবেশে সাগরে।
গরল রূপেতে ভাসে জলের ভিতরে ॥
গরলে অমৃত কভু না হয় প্রকাশ।
উপায় করহ ভব এ মম প্রয়াস ॥

কহিলেন এই বাণী কমল-আসন।
আপনি ইহাতে মাত্র বিপদ-ভঞ্জন॥
মহাকাল-রূপে তবে হও বর্ত্তমান।
সকলে বাঁচাও করি হলাহল পান॥
নতুবা দেবত্ব নাশ হইল এবার।
অসুর-পীড়ায় স্বর্গ হয় ছারখার॥
দয়া করি ভূতনাথ হও হে সদয়।
যেইমতে সুধালাভ সবাকার হয়॥
দেবদেব মহাদেব হে ভূতভাবন।
বিপদে আমরা তব লইনু শরণ॥
জগতের গুরু তুমি সর্ব্বদুঃখহারী।
তোমার মহিমা মোরা বুঝিতে না পারি॥
শাস্ত্রকর্ত্তা তুমি প্রভু সাংখ্য আত্মা তব।
বেদ তব দৃষ্টি হয় জানি তাহা ভব॥
তব কর্ম্মলীলা কেহ নাহি জানে কভু।
এ বিপদে রক্ষা কর দয়াময় প্রভু॥
মহেন্দ্র এতেক বলি হইলেন স্থির।
স্থির হও বলি হর কহেন গম্ভীর॥
চাহিয়া কহেন তবে উমার বদন।
কি কর্ম্ম করিব সতী বলহ এখন॥
সতী কন তব নাম বিপদ-ভঞ্জন।
দেবের বিপদে বিষ করহ ভক্ষণ॥
সতীর বচন শুনি তবে ভূতপতি।
ক্ষীরোদের তীরে যান অতি শীঘ্রগতি॥
সাগরের ব্যাপ্ত বিষ অতি খরতর।
অতি তীক্ষ্ণ তেজ তার স্পর্শে প্রাণহর॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আদি করযোড় করি।
কহিল রাখহ শম্ভু এ বিপদ হরি॥
ব্রহ্মার বচন শুনি তবে দিগম্বর।
কহিতে লাগিল চাহি ভীষণ সাগর॥
যে শক্তিতে করি আমি ভুবনসংহার।
সে শক্তিতে এ গরল করিব আহার॥
এত বলি মহাদেব মেলি দুই কর।
একত্র করিয়া বিষ ব্যাপিয়া সাগর॥
কালরূপে সেই বিষ করিলেন পান।
দেবতা সকলে মিলি বাড়াইল মান॥
অতি তীক্ষ্ণ বিষ সেই যেই পান করে।
কণ্ঠনালী দগ্ধ করে গলার ভিতরে॥
সেই কালকূট বিষ প্রবেশি গলাতে।
গলদেশ নীলবর্ণ হইল তাহাতে॥
সেই হেতু নাম তাঁর নীলকণ্ঠ হয়।
পরহিত করি তুষ্ট হয় মহাশয়॥
হস্তচ্যুত বিষ যাহা ভূমিতে পড়িল।
সর্প ও বৃশ্চিক আদি গ্রহণ করিল॥
গরল হইল নাশ দেখি দেবগণ।
পুনশ্চ মন্দরে ধরি করিল মন্থন॥
সমুদ্রমন্থন-কথা অতীব মধুর।
যে জন শুনিবে তার দুঃখ হবে দূর॥
দেবসুত রচে গীত আনন্দিত মন।
শঙ্কর আপনি করে গরল ভক্ষণ॥
শুকদেব বলে শুন রাজার নন্দন।
দেবাসুর পুনঃ করে সমুদ্রে মন্থন॥
মন্থনের বলে সিন্ধু হইল সদয়।
একে একে হয় সব রত্নের উদয়॥
উঠিল অগ্রেতে গাভী সুরভি নামেতে।
সুধাপূর্ণ পয়োধর কোমল রূপেতে॥
যজ্ঞীয় পবিত্র যত ঘৃতের কারণ।
তারে লয়ে ব্রহ্মবাদী যত ঋষিগণ॥
পুনশ্চ সকলে মিলি মন্থন করিল।
উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব প্রকাশ হইল॥
ঘোটক দেখিয়া তবে ইন্দ্র সুরপতি।
লইলেন অশ্ববরে অতি শীঘ্রগতি॥
সেই অশ্ব ইন্দ্র যবে করিল গ্রহণ।
পুনশ্চ উঠিল এক ভীষণ বারণ॥
গিরিসম দেহ তার শুভ্রবর্ণময়।
গিরিশৃঙ্গসম তার দন্ত-চতুষ্টয়॥
একে একে এইরূপ আটটি বারণ।
হস্তিনী সহিত উঠে করিতে মন্থন॥

ইন্দ্র লন ঐরাবত দিক্‌-হস্তী করি ।
অপর বারণ যায় দিকে দিকে সরি ॥
পুনশ্চ করিল সবে ভীষণ মন্থন ।
উঠিল কৌস্তুভ মণি অতি সুশোভন ॥
বিষ্ণুর বক্ষেতে তাহা হ'ল সুশোভিত ।
তাহা দেখি দেবগণ হন হরষিত ॥
পারিজাত নামে বৃক্ষ পরেতে উঠিল ।
কল্পতরু নামে তাহা বিখ্যাত হইল ॥
নন্দন-কাননে ইন্দ্র করিল রোপণ ।
কামনা মাত্রেতে বৃক্ষ করেন পূরণ ॥
পশ্চাতে উঠিল যত অপ্সরা সুন্দরী ।
অতুলনা মনোহরা রূপে মরি মরি ॥
সকলের মনোহারী সেই নারীজন ।
বিহার করিতে স্বর্গে করিল গমন ॥
পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন ।
উঠিলেন লক্ষ্মীদেবী হ'য়ে সুশোভন ॥
কমলের মালা গলে কমল ভূষণ ।
করেতে কমল শোভে কমল বসন ॥
কমল নয়ন মরি কমল চরণ ।
কমলে বেষ্টিত অঙ্গ অতি সুশোভন ॥
হেনরূপে উঠি সতী ধীরে ধীরে যায় ।
আপনার পতি বিষ্ণু দেখিতে না পায় ॥
না চিনিল দেব দৈত্য তিনি কোন্ জন ।
সকলে ইচ্ছিল মনে করিতে বরণ ॥
কিন্তু সতীত্বের তেজে নিকটে না যায় ।
বরহ আমারে বলি তার প্রতি চায় ॥
অবশেষে দেব দৈত্য করয়ে মন্ত্রণ ।
স্বয়ম্বরা হও বলি করে নিবেদন ॥
দেব-দৈত্য-মাঝে রহে পুরুষ সুন্দর ।
যারে ইচ্ছা মালা দাও করি নিজ বর ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নারায়ণী না ক'ন বচন ।
ইন্দ্র দিল বরিবারে মহামূল্য ধন ॥
সুবর্ণ কমল মাঝে যত নদীচয় ।
শ্রীচরণ অর্ঘ্য লাগি উপস্থিত হয় ॥
অরণ্য ওষধি দিল ঋতু ফুল ফল ।
গাভী যত পঞ্চগব্য আনিল সকল ॥
ঋষিগণে বেদপাঠ করে নিরন্তর ।
নৃত্য-গীত করে যত গন্ধর্ব্ব অপ্সর ॥
সমুদ্র আনিয়া দিল কৌষেয় বসন ।
বিশ্বকর্ম্মা পরাইল বিচিত্র ভূষণ ॥
ব্রহ্মা হস্তে দেন পদ্ম অনন্ত কুণ্ডল ।
সরস্বতী হার দেন অতীব উজ্জ্বল ॥
বৈজয়ন্তী মালা দেন বারিধির পতি ।
উপহার পেয়ে রমা হরষিতা অতি ॥
বৈজয়ন্তী মালা ল'য়ে সে বামা তখন ।
পূজিল সবার মাঝে বিষ্ণুর চরণ ॥
এমতে হইলা লক্ষ্মী বিষ্ণুর বনিতা ।
ত্রিভুবনে সকলের হইলা বন্দিতা ॥
লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে তুষ্ট হয় দেবগণ ।
প্রজাপতি প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট তখন ॥
উপেক্ষিত হ'য়ে যত অসুর-নিচয় ।
দুর্ব্বল নির্লজ্জ লুব্ধ হয় অতিশয় ॥
পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন ।
বারুণী যুবতী উঠে অতি সুশোভন ॥
বারুণীর রূপ হেরি অসুরের দল ।
ধরিল সকলে মিলি প্রকাশিয়া বল ॥
বিষ্ণুর আদেশে তবে দেবতা সকল ।
বারুণী লাগিয়া কেহ না করে কোন্দল ॥
পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন ।
উঠিল পুরুষ এক শ্যামল বরণ ॥
নবঘন-রূপ তাঁর বয়স যৌবন ।
সুবর্ণ-কিরীট শিরে উজ্জ্বল বসন ॥
হস্তেতে ধরিয়া এক কলস সুন্দর ।
অমৃতেতে পূর্ণ তাহা অতি মনোহর ॥
হস্তেতে বলয় গলে মাল্য শোভা পায় ।
কামিনীর চিত্তহারী অলঙ্কার গায় ॥
ধন্বন্তরি হন তিনি হরিঅংশভাগ ।
বৈদ্যাচার্য্য পান তিনি যত যজ্ঞভাগ ॥

অমৃত কলস হেরি দেবাসুরগণ।
পুরুষেরে সাদরেতে করে সম্ভাষণ॥
অসুরেরা বলে শুন পুরুষ সুন্দর।
আমাদের কাছে এস নির্ভয়-অন্তর॥
মোরা হই বীর্য্যবান্ এই ভূমণ্ডলে।
পুরস্কার দিব সুধা পেয়ে কুতূহলে॥
দেবগণ কহে শুন পুরুষ-প্রবর।
অমৃত দেবের ধন বুঝহ অন্তর॥
বুঝিয়া মোদের পাশে কর আগমন।
দেবত্ব দিব হে তোমা আর রাজ্যধন॥
এইমত হুড়াহুড়ি অমৃত লাগিয়া।
দেবাসুরে করে তথা আশায় মাতিয়া॥
এরূপর শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
অমৃতের লাগি হয় কত সে ঘটন॥
সুবোধ রচিল গীত হরিপদে আশ।
সমুদ্রমন্থনে যা'তে অমৃত প্রকাশ॥

ইতি অমৃত প্রকাশকথা।

বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণিতে বিস্তর॥
অমৃত বণ্টন লাগি দেবাসুরগণ।
বাধাইল দুই দলে সুভীষণ রণ॥
বলেতে অসুরকুল করিল হরণ।
অমৃতের ভাণ্ড তবে সকলের ধন॥
দেবতা বিষণ্ণ সবে হয় অতিশয়।
মনে মনে ভাবে তবে হরি দয়াময়॥
দেবতা বঞ্চিত হয় অমৃত না পায়।
ভাগ দিতে হবে সবে কি করি উপায়॥
মায়া করি দৈত্যমধ্যে বিবাদ সৃজিল।
কোন কোন দৈত্য তবে লোভহীন হৈল॥
তাহারা বলিল দেবে ভাগ দেওয়া চাই।
নতুবা অন্যায় হবে, লাভ কোন নাই॥
অপরে সম্মত নহে দিতে দেবতারে।
নিজেরা করিবে ভোগ এই মনে করে॥
অমৃত লাগিয়া তবে দানবসকল।
নিজেরা মিলিয়া করে কলহ কেবল॥
এদিকেতে ভাবে মনে অন্তর্য্যামী হরি।
দেবাসুরে কেমনেতে শান্তি রক্ষা করি॥
ইচ্ছাময় হরি যিনি জগতের সার।
কি অসাধ্য আছে বল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার॥
ক্ষণমাত্রে হন হরি কামিনী সুন্দরী।
কিবা অপরূপ রূপ বিশ্ব-মোহকরী॥
এলায়ে পড়েছে বেণী সুন্দর বরণ।
লঘু মেঘে ঢাকা যেন তপন কিরণ॥
শ্রীচরণ কোকনদ গঞ্জিয়া বরণ।
নখরাজি মণি যেন তাহে সুশোভন॥
যুগ্ম ঊরু রম্ভা-তরু নিতম্বের ভরে।
রাজহংস গতি পায় অতীব মন্থরে॥
ডম্বরুর মধ্য জিনি কটি মনোহর।
ত্রিবলী তাহার মাঝে বিরাজে সুন্দর॥
সরসীর সম বক্ষঃ অতীব উজ্জ্বল।
প্রফুল্ল যুগল কুচ তাহাতে কমল॥
করি-কর সম কর অথবা মৃণাল।
অঙ্গুলি চম্পককলি তাহে শোভে ভাল॥
নখরাজি শোভে তাহে তারকার দাম।
কিংশুকের ফুল যেন করে অনুপাম॥
কম্বুরেখাময় গ্রীবা অতি মনোহর।
সরোবরে ঊর্ম্মি যেন উঠে নিরন্তর॥

কোথা সে সুবর্ণ আর হরিদ্রা বরণ।
শোভা ল'য়ে গণ্ডদেশ যাহে সুশোভন ॥
কোমল পদ্মের ফুল উপমিত হয়।
যদি বা সে চিরকাল অমলিন রয় ॥
বিম্ব-সম ওষ্ঠাধর মুকুতা-দশন।
গঞ্জিয়া শুকের চঞ্চু নাসা সুশোভন ॥
অপূর্ব্ব আঁখির কান্তি বর্ণনে না যায়।
চকোর চকোরী যেন শশীতে খেলায় ॥
গৃধিনী গঞ্জিয়া কর্ণ ললাট সুন্দর।
অষ্টমী তিথিতে যেন শোভে কলাধর ॥
কে বলে কামের ধনু বিশ্ব মুগ্ধ করে।
অপূর্ব্ব বিষ্ণুর ভুরু কত গুণ ধরে ॥
কটাক্ষে সৃজন যাঁর কটাক্ষে পালন।
কটাক্ষে সংহার যাঁর কে করে বর্ণন ॥
মত্ত আঁখি ঢুলু ঢুলু এলোরাশি কেশ।
দুকূল এলায়ে পড়ে উলঙ্গিনী বেশ ॥
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে নূপুর।
বদনে সুমৃদু হাসি কটাক্ষ প্রচুর ॥
মায়া-বলে করি মুগ্ধ এই ত্রিভুবন।
আপনি হইয়া নারী সে বিশ্বমোহন ॥
মৃদু মৃদু পদ ফেলি হ'য়ে অগ্রসর।
উত্তরিলা ঘটে যথা দানব-সমর ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত কথা।
শুনিলে ঘুচিবে পাপ না হবে অন্যথা ॥

ইতি বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ।

চতুর্থ অধ্যায়

অমৃত-পরিবেশন

শুকদেব বলে শুন ভারতভূষণ।
অমৃত লাগিয়া দৈত্যে করিতেছে রণ ॥
হেনকালে ধীরপদে ভুবনমোহিনী।
অসুরে করিয়া মুগ্ধ উদিল আপনি ॥
সৌদামিনী-সম শোভা হেরি দৈত্যগণ।
বিস্মিত হইয়া সবে ভাবে মনে মন ॥
কেহ বলে সৌদামিনী ত্যজিয়া গগন।
বজ্র সহ বিবাদিয়া এসেছে ভুবন ॥
কেহ বলে মায়া-নারী দেখিতে সুন্দর।
জিজ্ঞাসহ আগমন কাহার গোচর ॥
এত বলি সবে যত অসুরের দল।
উন্মত্ত হইয়া ধায় করি কোলাহল ॥
অর্দ্ধ-পথে গিয়া কেহ বিস্মিত হইয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥
কেহ বহু কষ্টে কিছু হ'য়ে অগ্রসর।
নির্ব্বাক হইয়া রূপ হেরে নিরন্তর ॥
কেহ অগ্রসর হ'তে মাতি কামভরে।
মিষ্টস্বরে ধীরে ধীরে কত প্রশ্ন করে ॥
সুলোচনা কহ কহ নিজ পরিচয়।
কার কন্যা কোথা ঘর কহ ত নিশ্চয় ॥
কি আশা করিয়া তুমি আসিলে ভুবনে।
বধিয়াছ রূপে যত দানব-নন্দনে ॥
কে পারে হইতে স্থির হেরি ও মাধুরী।
কটাক্ষে মোদের প্রাণ করিয়াছ চুরি ॥
বুঝিয়াছি তুমি বুঝি রূপের বণিক্।
রূপ-পণ্য ব্যবসায় কর বাস্তবিক ॥
যা থাকে তোমার মনে থাকুক এখন।
সম্প্রতি মোদের কিছু শুন নিবেদন ॥

দেবাসুর হেরি তব রূপ মনোহর।
বিমোহিত হয়ে আছে আপন অন্তর ॥
সেই হেতু কহি ধনি শুন দিয়া মন।
লইয়া অমৃত তুমি করহ বণ্টন ॥
লভিনু অমৃত মোরা মথিয়া সাগর।
বণ্টনী অভাবে ঘটে তাহাতে সমর ॥
বাঁটিয়া সে সুধা সবে কর নিজে পান।
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে জুড়াইবে প্রাণ ॥
অসুরের বাণী শুনি শ্রীমধুসূদন।
হাসিয়া কহিল মৃদু মধুর বচন ॥
স্বৈরিণী আমি হে নারী খ্যাত এ ভুবনে।
বিশ্বাস করিবে মোরে তোমরা কেমনে ॥
কামিনী বিশ্বাস-পাত্র কভু নাহি হয়।
জ্ঞানিজন অবিশ্বাসী তারে সবে কয় ॥
কামিনীর বাণী শুনি অসুরের দল।
উন্মত্ত হইয়া সবে করি কোলাহল ॥
অমৃত লইয়া তারে করিল অর্পণ।
কহিল সবারে কর অমৃত বণ্টন ॥
দানবের বাক্য শুনি কটাক্ষ হানিয়া।
কহিলা মোহিনী মৃদু হাসিয়া হাসিয়া ॥
আমি যেভাবেতে পরে করিব বণ্টন।
তার প্রতিবাদ যদি না কর কখন ॥
তবেই অমৃত পারি বণ্টন করিতে।
সম্মত হইল দৈত্য আনন্দিত চিতে ॥
উপবাসী থাকি দৈত্য স্নান হোম করে।
স্বস্ত্যয়ন করে তবে যত বিপ্রবরে ॥
পরেতে অভীষ্ট বেশ করিয়া ধারণ।
পূর্ব্বাস্য কুশের 'পরে বসিল তখন ॥
ধূপে দীপে আমোদিত হয় সেই ঠাঁই।
অমৃতের ভাণ্ড তবে লইল গোঁসাই ॥
পীনস্তনী মদালস ধীর ধীর গতি।
দৈত্যেরা দেখিয়া তাঁরে মুগ্ধ হয় অতি ॥
সর্পে ক্ষীর দান যথা উচিত না হয়।
অসুরে অমৃতদান তথা বিধি নয় ॥
এত ভাবি বাসুদেব হাসি মনে মনে।
শ্রেণীভাবে বসালেন দেবাসুরগণে ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র রবি শশী দেবতা-নিচয়।
এক-শ্রেণী মাঝে সুখে উপবিষ্ট হয় ॥
অপর সারিতে রহে দিতির নন্দন।
অমৃত করিবে পান করি সেই মন ॥
এদিকে হাসিয়া বিষ্ণু যত দেবগণে।
একে একে সুধা পান করান যতনে ॥
কামিনীর বেশ দেখি দিতির নন্দন।
অবাক হইয়া রহে না সরে বচন ॥
পূর্ব্বের শপথ স্মরি কোন দৈত্যজন।
মোহিনীর সহ বাদ না করে তখন ॥
কেহ বা ভাবিল মনে বিবাদ করিলে।
প্রণয় মোহিনী-সহ যাইবে বিফলে ॥
এত ভাবি কোন দৈত্য না বলে বচন।
অমৃত একাকী দেব করিল ভক্ষণ ॥
সিংহিকার পুত্র রাহু অতি বলবান্।
ছদ্মবেশে দেব সহ করে অবস্থান ॥
দেবতার রূপ ধরি রাহু মহাবীর।
অমৃত করিল পান কিছু কিছু ধীর ॥
রবি শশী তাহা দেখি প্রকাশিয়া দিল।
বিষ্ণু নিজ-চক্রে মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিল ॥
অমৃতের ভাগ মুণ্ড পাইল যখন।
অমর হইল তাহা অপূর্ব্ব ঘটন ॥
সেই দিন হ'তে রাহু গ্রহরূপে রয়।
চন্দ্র সূর্য্য প্রতি সদা ধাবিত সে হয় ॥
এইরূপে দেবগণে সুধা করি দান।
বঞ্চিলেন দৈত্যগণে সেই ভগবান্ ॥
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া দৈত্য কিছু না কহিল।
হরির ছলনে তারা বঞ্চিত হইল ॥
ভক্তিভরে যেই ভজে গোলকের হরি।
কৃপামৃত পায় সেই নিজ প্রাণ ভরি ॥
অমৃত করায়ে পান শ্রীমধুসূদন।
ধরিলেন নিজ রূপ ভুবনমোহন ॥

চতুর্ভুজ শ্যামমূর্ত্তি গরুড় উপরে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে॥
বনমালা গলে দোলে সুপীত-বসন।
প্রসন্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি ভক্তের জীবন॥
শ্রীহরি-চরণ নাহি ভজে দৈত্যগণ।
অমৃত না পায় তারা এই সে কারণ॥
যে জন ঈশ্বরে নাহি করিবে অর্পণ।
মন প্রাণ কর্ম্ম বাক্য আর তার ধন॥

নিষ্ফল সকল তার হইবে নিশ্চয়।
সুবোধ রচিল গীত শুনে পুণ্যময়॥

ইতি অমৃত-পরিবেশন।

পঞ্চম অধ্যায়

দেবাসুর-সংগ্রাম

শুকদেব বলে শুন পুণ্যাত্মা রাজন্।
হরিভক্ত নয় বলি যত অভাজন॥
দিতিসুতকুল সব অমৃত না পায়।
দেবতার সহ রণ আরম্ভিল তায়॥
অমৃত খাইয়া দেব বহু বল ধরে।
দৈত্য সহ হ'ল রত ভীষণ সমরে॥
নানা অস্ত্রে পরস্পরে করে প্রত্যাঘাত।
এই ভাবে হইলেক বহু শত্রুপাত॥
শঙ্খ ভেরী রবে আর হস্তীর গর্জ্জনে।
অশ্বরথশব্দে ধ্বনি জাগে রণাঙ্গনে॥
কত যে বাহন কার কে বর্ণিতে পারে।
অশ্ব গজ উষ্ট্র সিংহ কেহ বা গণ্ডারে॥
গর্দ্দভে ভল্লুকে শ্যেনে কেহ বা ইন্দুরে।
শরভে মহিষে কেহ কেহ বা শূকরে॥
তিমিঙ্গিলে বৃষে কেহ কেহ কঙ্কে বকে।
গবয়ে অরুণে কেহ কেহ বা শশকে॥
কৃকলাসে ছাগে হংসে কেহ জলচরে।
মনুষ্যে পক্ষীতে কেহ কেহ কৃষ্ণসারে॥
বিবিধ বাহনে সবে করি আরোহণ।
দেবদৈত্য উভয়েতে করে মহারণ॥
চামর ব্যজন ধ্বজা অস্ত্রশস্ত্র কত।
দানবে দেবেতে যুদ্ধ করে অবিরত॥
ময়ের নির্ম্মিত রথ নামে বৈহায়ন।
অদৃশ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করে অনুক্ষণ॥
আপনি চড়িয়া রথে দৈত্যরাজ বলি।
সসৈন্যে চলিল যুদ্ধে যথা রণস্থলী॥
নমুচি নিশুম্ভ দৈত্য শম্বর শকুনি।
নিবাতকবচ শুম্ভ সবে দৈত্যমণি॥
শঙ্কুশিরা চক্রজিৎ বিপ্রচিত্তি বাণ।
বজ্রদংষ্ট্র বিরোচন হেতি মতিমান্॥
অয়োমুখ হয়গ্রীব দ্বিমূর্দ্ধা ইল্বল।
অরিষ্ট কালেয় জম্ভ তারক উৎকল॥
কপিল ভূতসন্তবা কালনাভ আর।
প্রহেতি পৌলোম ময় দৈত্যগুণাধার॥
কালকেয় আদি যত দৈত্য-সেনাপতি।
সকলে চলিল রণে বলির সংহতি॥
ঐরাবতে সুরপতি দেখি দৈত্যগণে।
কোপান্বিত হ'য়ে তবে আসে রণাঙ্গনে॥
দৈত্য সহ দেবগণ আরম্ভিল রণ।
ইন্দ্র সহ বলি করে সংগ্রাম ভীষণ॥

বিভিন্ন দেবতা তবে দৈত্যের সহিত ।
একে একে করে রণ জিত বা বিজিত ॥
বাণ খড়গ চক্র গদা ভুষুণ্ডী তোমর ।
ভিন্দিপাল হানে একে অন্যের উপর ॥
কারো গ্রীবা উরু মাথা খসিল রণেতে ।
রণস্থল পূর্ণ হয় হত ও আহতে ॥
ধূলিতে আচ্ছন্ন হয় গগনমণ্ডল ।
নদীরূপে রক্ত বহে ধরণীর তল ॥
বিকৃত দেহের স্তূপে ধরিত্রী পূরিত ।
কবন্ধ আসিল যুদ্ধে দেখিতে অদ্ভুত ॥
দেব সহ রণে তারা মাতে অতিশয় ।
ইন্দ্রের হাতেতে বলি পরাজিত হয় ॥
আসুরী মায়ায় তবে যত দৈত্যগণ ।
দেবের সম্মুখে গিরি করিল সৃজন ॥
বিষধর সর্প সিংহ ব্যাঘ্র রূপ ধরি ।
দেবের সহিত যুঝে দৈত্য মায়াধারী ॥
প্রলয়ের তুল্য অগ্নি সৃজিল আবার ।
সেই অগ্নি দেবগণে করে ছারখার ॥
ক্ষীরোদ সাগর পুনঃ হইল উত্তাল ।
ভাবিল সকলে বুঝি প্রলয়ের কাল ॥
দৈত্য সহ যুদ্ধে দেব ক্লান্ত অতিশয় ।
পরাজয় মনে তারা ভাবে সুনিশ্চয় ॥
বাসুদেবে তবে তারা করিল চিন্তন ।
ভকতবৎসল দেব আসিল তখন ॥
সকল আসুরী মায়া হেরি ভগবানে ।
মুহূর্ত্তে দূরিত হয় নাহি রণাঙ্গনে ॥
নেমি মালী মাল্যবান্ সুমালী দানবে ।
চক্রেতে করেন ধ্বংস হরি মহাহবে ॥
চৈতন্য লভিয়া তবে অন্য দেবগণ ।
দৈত্য সহ আরম্ভিল পুনঃ মহারণ ॥
মহাক্রোধে দেবরাজ বলিরে লক্ষিয়া ।
বলিলেন কটুবাক্য রোষযুক্ত হিয়া ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বলি দৈত্যপতি ।
সমভাবে ভৎসে ইন্দ্রে হ'য়ে রুষ্টমতি ॥
শুকদেব বলে শুন ভারতভূষণ ।
কথা কাটাকাটি পরে বাণ বরিষণ ॥
বজ্রাঘাতে যানসহ বলি মতিমান্ ।
ভূতলে লুণ্ঠিত হয় নাহি পরিত্রাণ ॥
দৈত্যপতি পড়ে ভূমে হেরি দৈত্যগণ ।
একে একে করে আসি ইন্দ্র সহ রণ ॥
বজ্রেতে নিহত হয় জম্ভাসুর নাম ।
নমুচি ও পাক বল করে পরাক্রম ॥
সকলে বেষ্টিয়া ইন্দ্রে করিছে আঘাত ।
তা দেখিয়া দেবসৈন্য ভাবে বিপৎপাত ॥
বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র নাশি দৈত্যগণে ।
বাহিরে আসিয়া মিলে দেবসৈন্য সনে ॥
জ্ঞাতির বিনাশ দেখি নমুচি ভীষণ ।
ভীম পরাক্রমে আসে যথা রণাঙ্গন ॥
গ্রীবা তার লক্ষ্য করি ইন্দ্র দেবপতি ।
নিক্ষেপে অমোঘ বজ্র, না পৌঁছিল তথি ॥
অক্ষত নমুচি বজ্রে হেরি দেবরাজ ।
ভাবিল কত যে লজ্জা দেবের সমাজ ॥
দধীচি-অস্থিতে তৈরী যেই বজ্র হয় ।
তাহার আঘাতে কেহ স্থির নাহি রয় ॥
তথাপি নমুচি তাহে না হয় কাতর ।
কি ভাবে বধিবে তারে ভাবে দেববর ॥
আশ্চর্য্য উদ্বিগ্ন অতি সব দেবগণ ।
ভাবিল হইবে কিসে দৈত্যের মরণ ॥
যেই বজ্রে শত দৈত্য নিপতিত হয় ।
ভূধরের পক্ষচ্ছেদ যাহে সুনিশ্চয় ॥
সেই বজ্রে নমুচির ত্বক্ না বিঁধিল ।
দেবরাজ মনে তবে সন্দেহ জাগিল ॥
এত ভাবি ইন্দ্র যবে পায় মনে লাজ ।
হেনকালে দৈববাণী শুনে দেবরাজ ॥
হে ইন্দ্র, আমার বাক্য শুন দিয়া মন ।
শুষ্ক আর্দ্র দ্রব্যে এর না হবে মরণ ॥
এত ভাবি অন্য পথ করহ গ্রহণ ।
যে ভাবে নাশিতে পার দৈত্যের জীবন ॥

শুনি দৈববাণী ইন্দ্র ভাবে মনে মনে।
আর্দ্র শুষ্ক নহে কিবা আছে ত্রিভুবনে ॥
সহসা পড়িল মনে, আছে বস্তু হেন।
আর্দ্র নহে শুষ্ক নহে হেন বস্তু ফেন ॥
ফেনের সহায়ে ইন্দ্র নমুচি-নিধন।
অনায়াসে করিলেন শুনহ রাজন্ ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা দেব আনন্দিত অতি।
আনন্দেতে নৃত্যগীতে করে মাতামাতি ॥
অনায়াসে দেব তবে বধে দিতিসুতে।
নারদ আসিল হেথা দেবে নিবারিতে ॥
ব্রহ্মার বচনে মুনি দেবের গোচর।
কহিলেন, দৈত্যে আর বধ নাহি কর ॥
দেবতা সকলে তবে স্বর্গধাম গেলে।
দেবর্ষি আদেশে দৈত্য উদয় অচলে ॥
বলির সহিত তবে করিল প্রস্থান।
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রহে বিদ্যমান ॥
সঞ্জীবনীমন্ত্রে সবে করে শক্তিদান।
কিছুকাল লাগি বলি রহে সেই স্থান ॥
সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
ভক্তিভাবে শোনে যাহা যত পুণ্যবান ॥

ইতি দেবাসুর-সংগ্রাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে মহাদেবের মোহ

শুকদেব বলে শুন ভারতভূষণ।
যেরূপেতে মোহে বিষ্ণু পার্ব্বতীরমণ ॥
সুভীষণ রণ সেই বহুকাল রয়।
অমৃতে অমর দেবে হয় শেষে জয় ॥
ভীষণ সমর-কথা কে বর্ণিতে পারে।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন বর্ণিবারে নারে ॥
হইল দেবের জয় দৈত্য পরাজয়।
ঘোষিল বিষ্ণুর কীর্ত্তি ত্রিভুবনময় ॥
অপূর্ব্ব ঘটনা এক শুনহ রাজন।
হর-হরি-সুসংবাদ ভক্তির কারণ ॥
কৈলাসে বসিয়া হর পাইলা সন্দেশ।
দানবে বঞ্চিতে হরি ধরে নারী-বেশ ॥
ত্রিভুবন মুগ্ধ হয় যে রূপ দর্শনে।
সে রূপ হেরিতে হর ইচ্ছা করি মনে ॥
পুলকে গোলোক ধামে ভবানীর সহ।
চলিলেন মহেশ্বর করি সমারোহ ॥
হরিরে নেহারি হর কহেন বচন।
সৃষ্টি-স্থিতি-কর্ত্তা তুমি শ্রীমধুসূদন ॥
কেমনে মোহিনী মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
মোহিয়াছ আত্মারূপে এ তিন ভুবন ॥
সে রূপ দেখিতে মোর বড় ইচ্ছা হয়।
কামনা পূরাও কৃপা করি দয়াময় ॥
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি আত্মা ও কারণ।
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী তুমি সনাতন ॥

জগতের বন্ধু তুমি তুমি সর্ব্বময় ।
তোমার লাগিয়া যত সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ॥
সুবর্ণ কুণ্ডলে যথা পরিণত হয় ।
তোমা হৈতে সেইরূপ নানা দ্রব্যচয় ॥
নিরুপাধি ব্রহ্ম তুমি, সম্বন্ধ গুণেতে ।
অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি ভেদ করে নানা মতে ॥
মরীচ্যাদি ঋষি আর আমি পদ্মযোনি ।
তব সত্ত্বগুণে সৃষ্ট, এই সবে জানি ॥
তথাপি তোমার রূপ না পারি বুঝিতে ।
দৈত্য নর তব মায়া বোঝে কোন্ মতে ॥
কত লীলা কর প্রভু অন্ত পাওয়া ভার ।
মোহিনীমূরতি দেখি আকাঙ্ক্ষা আমার ॥
কৃপাময় তুমি দেব, আমি অভাজন ।
আমার আকাঙ্ক্ষা তুমি পূর নারায়ণ ॥
মহেশের বাণী শুনি তবে নারায়ণ ।
ধরিলা মোহিনী-রূপ ভুবনমোহন ॥
ক্ষণেকে অদৃশ্য হয় ভগবান্ হরি ।
অপেক্ষিল মহাদেব সঙ্গেতে শঙ্করী ॥
সহসা হেরিল দূরে রম্য উপবন ।
কন্দুক লইয়া খেলে রমণীরতন ॥
নিতম্বে মেখলা তার দোলে বারম্বার ।
সহিতে না পারে নারী স্তন ঊরু-ভার ॥
কবরী বিস্রস্ত তার হাতেতে বসন ।
কন্দুক লইয়া খেলে রমণীরতন ॥
পবনে বসন তার সহসা খসায় ।
ভুলিল শঙ্কর তবে দেবতা সভায় ॥
তড়িত-সমান কান্তি উলঙ্গিনী-বেশ ।
কামেতে উন্মত্তা অতি বেণী-বদ্ধ কেশ ॥
সে রূপ হেরিয়া হর হইয়া পাগল ।
সকামে ধাবিত হন ভুলিয়া সকল ॥
কোথায় পড়িল শিঙ্গা কোথা হাড়মাল ।
কোথায় ডমরু পড়ে কোথা বাঘছাল ॥
শরতের মেঘে সমাকীর্ণ জটাজাল ।
কামেতে উন্মত্ত যেন হস্তী সুবিশাল ॥
ত্যজিয়া ভবানী হর ধায়েন সত্বর ।
যথা হরি নারীরূপে হয়েন গোচর ॥
যত যান হর হরি ধরিবার তরে ।
বঞ্চিয়া পলান হরি হরে মুগ্ধ ক'রে ॥
এইরূপে কিছুকাল কাটিল যখন ।
মহেশের বীর্য্য তবে হইল স্খলন ॥
যেই স্থানে বীর্য্য তার পড়িল ধূলায় ।
স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি হইল সেথায় ॥
কিছুকাল এইরূপ করি কামরণ ।
যোগবলে শেষে হর পেলেন সান্ত্বন ॥
শ্রান্ত হ'য়ে তবে হর কহেন বচন ।
ধন্য হরি মায়া তব ভুবন-মোহন ॥
ভুবন-সংহারী আমি না পারি বুঝিতে ।
কীটসম জীব পারে কেমনে জানিতে ॥
সম্বর সম্বর রূপ ওহে দয়াময় ।
ধন্য আমি হইলাম হেরিয়া নিশ্চয় ॥
সম্বরিয়া নিজ রূপ তবে নারায়ণ ।
কহিলা মহেশে চাহি মধুর বচন ॥
সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠ তুমি দেব খ্যাত ত্রিসংসার ।
তাই হে বিমুগ্ধ নও মায়াতে আমার ॥
ক্ষণেক বিমুগ্ধ হ'য়ে পুনঃ স্মরি মনে ।
ত্যজ নিজ যোগবলে মায়া-আবরণে ॥
এমতে হইল হর-হরির সংবাদ ।
বুঝিলে অবশ্য ঘুচে মায়ার বিবাদ ॥
পার্ব্বতীরে সম্বোধিয়া কহে মহেশ্বর ।
এঁরি লাগি করি তপ সহস্র বৎসর ॥
কপট-ঈশ্বর আমি তবু মায়া তাঁর ।
বুঝিতে পারিব শক্তি নাই সে আমার ॥
শুকদেব বলে শুন ভারতভূষণ ।
যে ভাবেতে দেবাসুর জলধি-মন্থন ॥
সমুদ্র-মন্থন-কথা করি সমাপন ।
পরীক্ষিতে শুকদেব কহিলা তখন ॥
সমুদ্র-মন্থন-কথা যে করে শ্রবণ ।
ভগ্নোদ্যম সেই জন না হয় কখন ॥

শ্রমেতে বিফল সেই কভু নাহি হয়।
দেবগণ করে যাঁর চরণ-আশ্রয় ॥
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার।
ভক্তমনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৃপায় তাঁহার ॥

ভাগবত সার কথা সুবোধ রচিল।
হরির মাহাত্ম্য যাতে প্রচারিত হ'ল ॥

ইতি মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে মহাদেবের মোহ

সপ্তম অধ্যায়

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর-বর্ণনা

শুকদেব বলে শুন মন্বন্তর কথা।
শুনিলে জুড়াবে প্রাণ দূরে যাবে ব্যথা ॥
ষষ্ঠ মন্বন্তর পরে শ্রাদ্ধদেব নামে।
সূর্য্যের তনয় মনু খ্যাত ধরাধামে ॥
ইক্ষ্বাকু নভগ ধৃষ্ট নাভাগ শর্য্যাতি।
নরিষ্যন্ত বসুমান্ দিষ্ট মহামতি ॥
পৃষধ্র বারুণ এই দশটি তনয়।
পুরন্দর এই কালে স্বর্গপতি হয় ॥
দ্বাদশ আদিত্য আদি এই মন্বন্তরে।
দেবতা রূপেতে তারা পূজালাভ করে ॥
বশিষ্ঠাত্রি বিশ্বামিত্র কশ্যপ গৌতম।
ভরদ্বাজ জমদগ্নি ঋষি শ্রেষ্ঠতম ॥
এই সপ্ত ঋষি হয় সেই মন্বন্তরে।
বামন রূপেতে হরি জন্মলাভ করে ॥
অদিতির গর্ভে জন্ম কনিষ্ঠ তনয়।
সপ্ত মন্বন্তর কথা এই ভাবে হয় ॥
ভবিষ্যৎ মন্বন্তর কথা শুন এবে।
একে একে আরো সাত মন্বন্তর হ'বে ॥
সংজ্ঞা ছায়া দুই পত্নী সূর্য্যদেবে হয়।
বিশ্বকর্ম্মা-কন্যা তারা সর্ব্বজনে কয় ॥
সংজ্ঞার বড়বা নাম এই আমি জানি।
কেহ বলে অন্য হয় বড়বা রমণী ॥
সংজ্ঞার সন্তান তিন, যমুনা ও যম।
শ্রাদ্ধদেব নামে হয় পরম রতন ॥
সাবর্ণি নামেতে পুত্র তপতী দুহিতা।
ছায়ার গর্ভেতে জন্মে এই সত্য কথা ॥
তপতীর স্বামী হয় নাম শম্বরণ।
সূর্য্য-পুত্র শনি হয় তৃতীয় নন্দন ॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয় বড়বা-তনয়।
এই ভাবে হয় সূর্য্য-বংশ পরিচয় ॥
অনন্তর মন্বন্তর কথা শুন এবে।
সাবর্ণি অষ্টম মনু হইবেন যবে ॥
এই মন্বন্তরে হরি সার্ব্বভৌম নামে।
ইন্দ্র হ'তে বলিরাজে দিবে স্বর্গধামে ॥
নামেতে দক্ষ সাবর্ণি বরুণ-তনয়।
নবম হইবে মনু একথা নিশ্চয় ॥
ঋষভ নামেতে হরি হ'য়ে অধিষ্ঠান।
করিবেন অদ্ভুতেরে স্বর্গরাজ্য দান ॥
দশমে ব্রহ্ম সাবর্ণি মনু অধিকার।
বিষ্বক সেন নামে হরি জন্মিবে আবার ॥
নামে আত্মতত্ত্ববেত্তা সাবর্ণি পরেতে।
একাদশ মনুরূপে হবে ভূতলেতে ॥
এই মন্বন্তরে হরি ধর্ম্মকেতু নামে।
করিবেন প্রতিপালন এই ধরাধামে ॥

মনু রুদ্র সাবর্ণির পরে অধিকার।
সুধামা নামেতে হরি তাহে অবতার॥
দেবসাবর্ণির কালে ত্রয়োদশ হয়।
যোগেশ্বর নামে হরি হবে সে সময়॥
নামেতে ইন্দ্রসাবর্ণি মনু চতুর্দ্দশ।
বৃহদ্ভানু নামে হরি লভিবেন যশ॥
লুপ্ত হ'লে বেদ চারি যুগ অবসানে।
উদ্ধার হইবে পুনঃ ঋষির সন্ধানে॥
যুগ-ধর্ম্ম মনুগণ করেন প্রচার।
প্রজার পালন করে পুত্রগণ তাঁর॥
অতীত আগামী যত মন্বন্তর-কথা।
তোমার নিকট রাজা বর্ণিনু সর্ব্বথা॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়।
কত যুগ ব্যাপী সেই কল্প পরিচয়॥
ভগবান্ সর্ব্বযুগে হ'য়ে অবতার।
সত্যধর্ম্ম দ্বারা করে জীবের উদ্ধার॥

সুবোধ কহিল সুখে ভাগবত-কথা।
উপজয় যাহে শান্তি দূরে যায় ব্যথা॥

ইতি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর-বর্ণনা।

অষ্টম অধ্যায়

মন্বাদির পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যাদি

পরীক্ষিৎ বলে গুরো, কোন্ মন্বন্তরে।
বল মোরে কোন্ জন কোন্ কার্য্য করে॥
শুকদেব বলে শুন নৃপতি-ভূষণ।
মনু মনু-পুত্র কথা বর্ণিব এখন॥
শ্রীহরি-আদেশে সবে যত কার্য্য করে।
কারো সাধ্য নাহি অন্য কিছু করিবারে॥
অজিত ঋষভ যজ্ঞ আদি অবতার।
কার্য্যে সবে করে তার আদেশানুসার॥
স্বায়ম্ভুব স্বরোচিষ সাবর্ণাদি মনু।
ঈশ্বর-আদেশে তারা পাত করে তনু॥
চারি যুগ অবসানে বেদ লুপ্ত হ'লে।
ঋষিগণ সমুদ্ধার করে যথাকালে॥
মনুগণ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রচারিবে।
যজ্ঞভোজী দেব নর প্রজারে পালিবে॥
হরির আদেশে ইন্দ্র ত্রিলোক পালন।
করিবেন আর জল করিবে বর্ষণ॥
সনকাদি রূপে তবে নিজে ভগবান্।
সিদ্ধরূপে করিবেন বিতরণ জ্ঞান॥
যাজ্ঞবল্ক্য রূপে কর্ম্ম করিবে সাধন।
দত্তাত্রেয় রূপ যোগ করে নির্দ্ধারণ॥
মরীচি রূপেতে জীব সৃষ্টির কারণ।
রাজরূপে শিষ্ট জনে করিবে পালন॥
শীতোষ্ণাদি নানা গুণ করিবে ধারণ।
একমাত্র সত্য সেই নিত্য সনাতন॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
শুনিলে শুনালে পুণ্য হয় সবাকার॥

ইতি মন্বাদির পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যাদি।

নবম অধ্যায়

বলির স্বর্গবিজয়

শুকদেব ক'ন শুন পাণ্ডুবংশধর।
বামনাবতার-কথা অতি মনোহর ॥
সমৃদ্ধি পাইল যত অদিতি-নন্দন।
অবহেলে নিজ বীর্য্য প্রচারে ভুবন ॥
পরাভূত হ'য়ে যত দানবের দল।
পাতাল নগরে দুঃখে করে কোলাহল ॥
কেহ হ'য়ে নষ্ট-বীর্য্য কাঁদে ঘন ঘন।
কেহ গণ্ডে দিয়া হাত দুঃখে নিমগন ॥
নাহি সাড়া নাহি শব্দ দানবের ঘরে।
অমৃত-বিরহে আঁখি দিবানিশি ঝরে ॥
তাহা দেখি ক্ষুব্ধ মনে রাজা বিরোচন।
পাত্র মিত্র ল'য়ে করে মঙ্গল মন্ত্রণ ॥
দেবতা হইল শ্রেষ্ঠ দৈত্য হইল ক্ষীণ।
সকাতরে দৈত্যপতি ভাবে নিশিদিন ॥
কত দিনে শুক্রাচার্য্য হইল উদয়।
প্রণমিয়া বলি তাঁ'রে মিষ্টভাষে কয় ॥
উপায় করহ গুরু কিসে রহে মান।
দেবতার গর্ব্ব হেরি ক্ষুব্ধ মম প্রাণ ॥
যে দৈত্য হেলায় পূর্ব্বে জিনি ত্রিভুবন।
হেলায় প্রবেশ করে ইন্দ্রের ভবন ॥
স্বর্গ হ'তে ত্রিভুবন করে যারা জয়।
আজি তারা ক্ষুণ্ণ মনে পাতালেতে রয় ॥
কি হবে কি হবে গুরু কর ইহা স্থির।
কেমনে ভুবনে হবে জয়ী দৈত্যবীর ॥
শুনিয়া বলির বাণী তবে গুরুবর।
কহিল উপায় রাজা করহ গোচর ॥
বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ করি আরম্ভণ।
মম বংশে যত ঋষি কর নিমন্ত্রণ ॥
যত ঋষি-তেজ রাজা যজ্ঞের প্রভাবে।
মহাতেজ-রূপে তার সাথে মিশে যাবে ॥
সেই মহাতেজ পেয়ে দিতির নন্দন।
অবহেলে জিনিবেক এ তিন ভুবন ॥
গুরুর বচন শুনি তবে বিরোচন।
ভৃগুবংশ-ঋষি যত করে নিমন্ত্রণ ॥
শুভক্ষণে শুভদিনে যজ্ঞ আরম্ভিল।
সিদ্ধ তেজ লাগি গুরু ঘৃতাহুতি দিল ॥
যত ঋষি-তেজ তাহে হইল মিলন।
এক মহাতেজ তাহে হ'ল সংঘটন ॥
সেই তেজ লাভ করি যত দৈত্যগণ।
পাইল ভীষণ বীর্য্য কাঁপিল ভুবন ॥
স্বর্ণরথ হরিদশ্ব সুবর্ণ কার্ম্মুক।
যজ্ঞাগ্নিতে সমুদ্ভূত সবার সম্মুখ ॥
অক্ষয় তূণীর এক ও দিব্য কবচ।
পাইলেন দৈত্যরাজ যা নহে সহজ ॥
আপনি প্রহ্লাদ তারে পুষ্পমালা দিল।
ভগবান্ শুক্র এক শঙ্খ দান কৈল ॥
দৈত্যের লাগিয়া ঋষি কৈল স্বস্ত্যয়ন।
পিতৃদত্ত মাল্য বলি করিল ধারণ ॥
ভূণীর কবচ ধনু খড়্গ লৈয়া হাতে।
প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য বলি চড়ে রথে ॥
মহাসৈন্যে বেষ্টি নিজে বলি মহাবীর।
দেবসহ রণ লাগি হইল অস্থির ॥
ইন্দ্রপুরী অভিমুখে করিল গমন।
যথা রহে বিরাজিত কত উপবন ॥
দেবতরু সমন্বিত নন্দনকাননে।
পুষ্পমধু পান করে যত অলিগণে ॥

বৈজয়ন্তধামে শোভে কত সরোবর।
তাহাতে ফুটিয়া রহে কমলনিকর॥
সেই ইন্দ্রপুরী বেড়ি দৈত্যসৈন্যদল।
উচ্চনাদে শঙ্খনাদে করে কোলাহল॥
রণধ্বনি শুনি দেবী সমুদ্বিগ্ন অতি।
ইন্দ্র তবে জিজ্ঞাসেন বৃহস্পতি প্রতি॥
কিহেতু এতেক বল দৈত্যগণ পায়।
বৃহস্পতি বলে সব শুক্রের কৃপায়॥
হরি বিনা বলিরাজে পরাজিতে কেহ।
না পারিবে কোন জন নাহিক সন্দেহ॥
ঋষি-বীর্য্যে বলশালী দিতির কুমার।
দেবতা সহিত রণে হ'ল আগুসার॥
সুভীষণ রণ সেই বর্ণনে না যায়।
ঋষি-বীর্য্যে দেবগণ পরাজিত তায়॥
যোগবল তপোবল হয় মহাবল।
অমর তাহার কাছে নাহি পায় ফল॥
হেন যোগবল লভি অসুরের দল।
দেবগণে পরাজিয়া করে কোলাহল॥
হেথা যত দেবগণ হ'য়ে হতমান।
মনোদুঃখে থাকে সদা সকাতর প্রাণ॥
গুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রে ডাকি ধীরে কয়।
ব্রহ্মতেজে বলি অতি বলশালী হয়॥
তাহার সহিত কেহ না পারিবে রণে।
কিছুকাল সবে মিলি থাকহ গোপনে॥
ব্রাহ্মণেরে অপমান করি বলি রাজা।
একদিন অবশ্যই পাবে ঘোর সাজা॥
সবংশে বিনাশ হবে বলি দৈত্যরাজ।
আবার তোমরা সুখে করিবে বিরাজ॥
গুরুর বচন শুনি দেবতা-নিচয়।
গোপনে রহিল সবে ত্যজি স্বর্গালয়॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় যত পাপভার॥

ইতি বলির স্বর্গবিজয়।

দশম অধ্যায়

পয়োব্রত-কথন

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডবনন্দন।
পয়োব্রত কথা আমি কহিব এখন॥
পুত্রের দুর্দ্দশা হেরি অদিতি সুন্দরী।
দুঃখেতে মলিনা সদা হাহাকার করি॥
মলিন কমল যথা সরসীর জলে।
বিষাদে তেমতি সতী থাকয়ে বিরলে॥
কশ্যপের যোগ যবে হ'ল সমাপন।
আসিলেন প্রজাপতি ভবনে আপন॥
গৃহেতে প্রবেশি মুনি সুবিস্মিত হন।
নিরানন্দময় গৃহ করে দরশন॥
পতিরে নেহারি সতী বিষণ্ন অন্তরে।
প্রণাম করিল তাঁরে বহু দিন পরে॥
বিষাদিনী প্রণয়িনী হেরি প্রজাপতি।
জিজ্ঞাসিলা বিষাদের কারণ সম্প্রতি।
কহ সতী কহ কহ কিসের কারণ।
নিরানন্দময় পুরী করি দরশন॥

আজন্ম যুবতী তুমি দেবের জননী।
ত্রিভুবনে পূজ্য তুমি আমার রমণী ॥
কি কারণে বিধুমুখি হাসি তব নাই।
অতি ক্ষুব্ধ প্রাণ মম তাহাতে সদাই ॥
স্বামীর বচন শুনি অদিতি সুন্দরী।
সকাতরে কন বাণী করযোড় করি ॥
যা কহিলে সত্য নাথ তোমার বচন।
মম সম ধন্য আর আছে কোন্ জন ॥
তব সম পতি যার পুত্র দেবগণ।
কি অভাব তার আছে এ তিন ভুবন ॥
কিন্তু অদৃষ্টের লাগি দুঃখ আমি পাই।
বিধাতার লিপি খণ্ডে হেন কেহ নাই ॥
পতি-পুত্র-সুখে সুখী যতেক কামিনী।
তাদের হইলে দুঃখ হয় বিষাদিনী ॥
বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করি বলি দৈত্যেশ্বর।
অজয় হইল তাহে তাহার কিঙ্কর ॥
দেবগণে পরাজিয়া করে অপমান।
সেই দুঃখে ওহে নাথ সকাতর প্রাণ ॥
নাহি হাসি পুত্র-মুখে বধূ অশ্রুমুখী।
নেহারি গৃহিণী কেবা হয় বল সুখী ॥
প্রজাপতি তুমি পতি করহ উপায়।
সপত্নী-কুমার-গর্ব্ব সহা নাহি যায় ॥
অদিতির বাণী শুনি ক'ন প্রজাপতি।
অবশ্য উপায় আছে শুন শুন সতী ॥
পয়োব্রত নামে ব্রত কর আচরণ।
ব্রত সিদ্ধ হ'লে পাবে দেখা নারায়ণ ॥
নারায়ণ হেরি সতী করিও জ্ঞাপন।
অবশ্য ঘুচিবে তব মনের বেদন ॥
ফাল্গুনে দ্বাদশ দিন শুক্লপক্ষে ল'য়ে।
অর্চ্চনা করিবে হরি ভক্তিযুক্ত হ'য়ে ॥
চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা শুভক্ষণ।
বরাহ-উদ্ধৃত মাটি করিবে লেপন ॥
সঙ্গেতে করিবে পাঠ এই মন্ত্রচয়।
হে দেবি তোমার পদ করিনু আশ্রয় ॥
তব বাসস্থান লাগি বরাহ আপনি।
রসাতল হ'তে তোলে সবলেতে টানি ॥
মুক্ত কর সর্ব্ব পাপ প্রণমি চরণে।
এই বলি পূজিবেক ভক্তিযুক্ত মনে ॥
অতঃপর প্রতিমায়, হোমের বেদীতে।
সূর্য্যে, জলে, অগ্নি কিংবা আপন গুরুতে ॥
বিধিমত মন্ত্রে দেবে করিবে পূজন।
গন্ধমাল্যে নারায়ণে করিবে অর্চ্চন ॥
দুগ্ধে স্নান সমাপিয়া দ্বাদশ অক্ষর।
মন্ত্র উচ্চারণ করি পূজ অতঃপর ॥
নিবেদিত অন্ন সব করিবেক দান।
অথবা আপনি খাবে হ'য়ে ভক্তিমান্ ॥
পূজা শেষে দণ্ডবৎ করিবে প্রণাম।
বিসর্জ্জন দিবে পরে দেবে যথাধাম ॥
এইভাবে পয়োব্রত করিবে অদিতি।
হইবেন হরি তুষ্ট তোমাদের প্রতি ॥
অতীব সংযত চিত্তে দ্বাদশ দিবস।
কাটাইবে মহানন্দে না হবে বিরস ॥
আচার্য্য ঋত্বিক গুরু যত আদি হয়।
ভোজন করাবে সবে কার্য্য পুণ্যময় ॥
সর্ব্বযজ্ঞ এরি নাম তপস্যার সার।
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ জানিবে তোমার ॥

মহাভাগবত কথা অতি মধুময়।
সুবোধ রচিল গীত প্রফুল্ল হৃদয় ॥

ইতি পয়োব্রত-কথন।

একাদশ অধ্যায়

অদিতির গর্ভে ভগবানের জন্ম

শুকদেব বলে শোন ভারত রাজন্ ।
এইভাবে বলে মুনি ব্রতের কথন ॥
স্বামীর এ হেন বাণী শুনিয়া সম্প্রতি ।
মহানন্দে পয়োব্রত আরম্ভিল সতী ॥
মহাব্রত হয় সেই দ্বাদশ দিবস ।
প্রতিপদ হ’তে সাঙ্গ তিথি ত্রয়োদশ ॥
প্রত্যহ করিতে হবে হরি-আরাধন ।
অতিথি-সৎকার পরে ভজন পূজন ॥
শাস্ত্রমতে পূজা আর লীলা সংকীর্ত্তন ।
ব্রহ্মচর্য্য স্নান আর ভূমিতে শয়ন ॥
হোমেতে করিয়া চরু পায়সের সার ।
বিষ্ণু নিবেদন করি ব্রত-সিদ্ধি তার ॥
শাস্ত্রমতে এইরূপে পূজিয়া শ্রীহরি ।
পাইবে সংসার-মাঝে মুক্তি নামে তরী ॥
পূর্ব্বমত ব্রত করি অদিতি তখন ।
শেষ দিনে আরম্ভিল শ্রীহরি-স্তবন ॥
কোথা হরি এস হরি শ্রীমধুসূদন ।
দেখা দিয়া সিদ্ধ কর ব্রত-আচরণ ॥
সতীর শুনিয়া বাণী তবে নারায়ণ ।
ব্রত সিদ্ধ করিবারে দিলা দরশন ॥
অপূর্ব্ব মোহন রূপ বর্ণনে না যায় ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে শোভা পায় ॥
শ্যামল সুন্দর কান্তি ভুবনমোহন ।
গরুড় উপরে বসি প্রসন্ন-বদন ॥
নেহারি হরিরে সতী করযোড় করি ।
কহিতে লাগিলা তুমি অনাথের হরি ॥
সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর তুমি ভক্তের জীবন ।
বিশ্বরূপ হও তুমি তোমাতে ভুবন ॥
অনন্ত তোমার নাম মহিমা অপার ।
অন্তর্য্যামী তুমি হরি কি বলিব আর ॥
এত বলি ভক্তিভরে প্রণাম করিল ।
প্রসন্ন হইয়া হরি কহিতে লাগিল ॥
ধন্য ধন্য তুমি সতী রমণীর সার ।
ব্রতেতে পূজিয়া মোরে ভাব সর্ব্বাধার ॥
সেই হেতু আমি সতী হইনু প্রকাশ ।
পূর্ণ হবে মম বরে তব অভিলাষ ॥
কিন্তু ভয় আছে মনে, অসুর নিধন ।
হইবে সম্ভব কিনা তাহ’তে কখন ॥
বিক্রমেতে শুভ ফল না হবে ইহাতে ।
তব হেতু অন্য পথ হইবে ধরিতে ॥
তোমার প্রার্থনা আমি করিব পূরণ ।
তব পুত্রগণে আমি করিব রক্ষণ ॥
আমার অর্চ্চনা কভু ব্যর্থ নাহি হয় ।
নিশ্চিন্ত থাকহ তুমি বলি সুনিশ্চয় ॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া করহ ভজন ।
সর্ব্বদা মনেতে মোরে করিবে স্মরণ ॥
তার পর যাহা হবে কভু না বলিব ।
গুপ্তমন্ত্র সর্ব্বদাই সযত্নে রক্ষিব ॥
কী ঘটিবে কভু তাহা দেবতা না জানে ।
দেখিবে সকলি তাহা কালবিদ্যমানে ॥
যাও সতী পতিপাশে করিও সেবন ।
পাইবে পবিত্র গর্ভ মম আবেদন ॥
এত বলি হরি তবে হন অন্তর্দ্ধান ।
প্রণাম করিল সতী স্থির করি প্রাণ ॥
অদিতি তখন গিয়া নিজ পতি পাশে ।
একে একে বিষ্ণু-বাণী সকলি প্রকাশে ॥

উভয়ে পরম প্রেমে উন্মত্ত হইয়া।
বিষয়-ভোগেতে রন শ্রীহরি পূজিয়া॥
কতদিনে অদিতির গর্ভের প্রকাশ।
যোগে প্রজাপতি তার পায়েন আভাস॥
ঘুচাতে দেবের দুঃখ শ্রীমধুসূদন।
অদিতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হন॥
হরি-আবির্ভাব কথা ব্রহ্মা করি স্থির।
অদিতির গৃহে যান পুলক শরীর॥
গর্ভে হেরি নারায়ণ কমল-আসন।
করিল যতেক স্তব না যায় কথন॥
পৃশ্নী নামে সতী ছিল পূর্ব্ব মন্বন্তরে।
এ জন্মে অদিতি নামে কশ্যপের ঘরে॥
পৃশ্নীর পূজনে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
ব'লেছিলা তিনবার হইব নন্দন॥
হইল আদিতে পৃশ্নী অদিতি এবার।
অদিতির গর্ভমাঝে শ্রীহরি প্রচার॥
পূর্ব্ব বাণী স্মরি ব্রহ্মা করিয়া স্তবন।
পুলকে পুনশ্চ যান আপন ভবন॥
সুবোধ রচিল গীত হরি করি আশ।
শ্রীহরির পুণ্যকথা যাহাতে প্রকাশ॥

ইতি অদিতির গর্ভে ভগবানের জন্ম।

দ্বাদশ অধ্যায়

বলির যজ্ঞে ভগবানের গমন

শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
যে ভাবেতে বলি-যজ্ঞে হরির গমন॥
এক মাস দুই মাস দিন যত যায়।
আনন্দে অদিতি তত হরিগুণ গায়॥
শ্রবণা দ্বাদশী নাম অপূর্ব্ব সময়।
অভিজিৎ নামে তারা গগনে উদয়॥
প্রসন্ন সমস্ত গ্রহ আর দিক্‌চয়।
অদিতির পুত্রলাভ সেই কালে হয়॥
অপূর্ব্ব মোহনমূর্ত্তি শ্রীহরি-কুমার।
নীলোৎপল সম আঁখি শ্যাম-দেহ তাঁর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি করে।
শ্যাম অঙ্গে বনমালা কিবা শোভা ধরে॥
হেনরূপ হেরি পুত্রে দম্পতী তখন।
করিতে লাগিল দোঁহে বিধির স্তবন॥
স্বর্গ হ'তে অবিরত পুষ্পবৃষ্টি হয়।
আনন্দে গর্জ্জন করে মেঘ সমুদয়॥
অকালে বাহিত হয় মলয়-পবন।
পক্ষিগণ আনন্দেতে করিল কূজন॥
ফল ফুলে সুশোভিত হ'ল উপবন।
ধরিল বিচিত্র শোভা এ তিন ভুবন॥
দিব্য মূর্ত্তি দেখাইয়া তবে নারায়ণ।
বামন-মানব-মূর্ত্তি করিলা ধারণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে হৃষ্ট দেবগণ।
বলিরে ছলিতে হরি এ দেহ ধারণ॥
আনন্দে করিল গান গন্ধর্ব্বেরা সব।
মুনিগণ হৃষ্টমনে করিলেন স্তব॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর আদি যারা যেথা ছিল।
পরম উল্লাস-ভরে নাচিতে লাগিল॥

অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণনে না যায় ।
শুনিলে হইবে নষ্ট ভবের মায়ায় ॥
শুকদেব কহে শুন পাণ্ডুবংশধর ।
বামনের লীলা-কথা অতি মনোহর ॥
বিশ্বের কারণ যিনি প্রভু নারায়ণ ।
বলিরে ছলিতে রূপ ধরিলা বামন ॥
একে ত ব্রাহ্মণ বটু গঠনে বামন ।
দেখিতে সুন্দর কান্তি ভুবনমোহন ॥
যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন সংসার ।
শৈশবে ধরেন তিনি শিশুর আকার ॥
শিশুভাবে মাতা-পিতা করে সম্ভাষণ ।
ছলিলা সুমিষ্ট ভাষে আত্মীয় স্বজন ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণনে না যায় ।
সকলে হইল মুগ্ধ শিশুর মায়ায় ॥
ক্রমেতে আসিল কাল উপবীত তরে ।
কশ্যপ করিল যজ্ঞ সানন্দ অন্তরে ॥
যাঁহার অঙ্গেতে যুক্ত এ তিন ভুবন ।
তাঁর অঙ্গে যজ্ঞসূত্র দিল ঋষিগণ ॥
অপূর্ব্ব যজ্ঞের কার্য্য বর্ণনে না যায় ।
তপন স্বয়ং আসি সাবিত্রী যোগায় ॥
আপনি ছিলেন সূত্র দেব-গুরুবর ।
কশ্যপ মেখলা দেন দেখিতে সুন্দর ॥
ধরা দেন কৃষ্ণাজিন দণ্ড বনস্পতি ।
কৌপীন করিল দান অদিতি যুবতী ॥
ব্রহ্মা কমণ্ডলু দেন কুশ ঋষিগণ ।
অক্ষমালা সরস্বতী করেন অর্পণ ॥
ভিক্ষা-পাত্র কুতূহলে দেন ধনপতি ।
আপনি দিলেন ভিক্ষা শক্তি মহাসতী ॥
উপবীত এই ভাবে লইয়া বামন ।
নিজরূপে মুগ্ধ করে এ তিন ভুবন ॥
কিছু দিন থাকি হরি কশ্যপের ঘরে ।
অপূর্ব্ব যজ্ঞের কথা শুনিলেন পরে ॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বিরোচন ।
ইন্দ্রত্ব লইতে সেই করিয়াছে পণ ॥
বহু অশ্বমেধ তার হ’ল সমাপন ।
অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল সেইক্ষণ ॥
মনে মনে করে বলি হব পূর্ণকাম ।
অকাতরে করে দান হর্ষে অবিরাম ॥
রত্ন গাভী গৃহ পুর যেবা যাহা চায় ।
অকাতরে দৈত্যপতি তাহারে যোগায় ॥
ত্রিভুবনে এ গৌরব হইল প্রচার ।
অন্তরে হাসিল হরি দেখি গর্ব্ব তার ॥
গর্ব্ব-খর্ব্বকারী হরি বিপদ-ভঞ্জন ।
খণ্ডিতে দৈত্যের গর্ব্ব করেন মনন ॥
একে ত বামন তার কিশোর বয়স ।
হাসি হাসি মুখখানি দেখিতে সরস ॥
ব্রহ্মতেজে তেজোময় কিশোর শরীর ।
বলিরে ছলিতে হরি হ’লেন বাহির ॥
পথেতে পাইয়া ধরা হৃদি দিল পাতি ।
পবন সুগন্ধ আনে মেঘ ধরে ছাতি ॥
কিরণ কোমল হ’ল শশিকর-প্রায় ।
বনস্পতি ধরে পাখা চামরের ন্যায় ॥
প্রকৃতির মান্য লভি দেব নারায়ণ ।
বামন-রূপেতে যান বলির ভবন ॥
অপূর্ব্ব সে যজ্ঞশালা বর্ণনে না যায় ।
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য যত শোভিত তথায় ॥
কুবের সাজায় সভা দিয়া রত্নধন ।
চারিধারে রত্ন-কক্ষ অতি সুশোভন ॥
নিমন্ত্রিত দৈত্যকুল রহে চারিধারে ।
পুলকিত রাজা বসে সভার মাঝারে ॥
হেনমতে বলি করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ।
প্রফুল্ল-অন্তর করে মুক্ত হস্তে দান ॥
নর্ম্মদা নদীর তীরে ভৃগুকচ্ছ স্থান ।
তথায় করিছে যজ্ঞ যত যজমান ॥
বামন যখনে সেথা হইল উদয় ।
সকলে ভাবিল সূর্য্য এই বুঝি হয় ॥
এইভাবে সবে যবে করে আলোচন ।
দণ্ডছত্র ল’য়ে তথা আসিল বামন ॥

বামন-রূপেতে হরি প্রবেশি তথায়।
উচ্চারিল আশীর্ব্বাদ সমাজ-প্রথায়॥
ব্রাহ্মণ-কুমার একে দেখিতে সুন্দর।
অতি তেজোময় বপু বিশ্বমুগ্ধকর॥
হেনরূপে কুমারেরে হেরি ঋষিগণ।
ব্রহ্মতেজ ভাবি মনে করিল পূজন॥
কতক্ষণে মহারাজ বলি দৈত্যেশ্বর।
করিল বামনে সেই নয়ন-গোচর॥
নয়নে নেহারি রূপ হইয়া বিস্মিত।
সাদরে ডাকিয়া মান্য করেন বিহিত॥
মনে মনে করে রাজা কত আন্দোলন।
কেহ বলে যজ্ঞস্থলে আসিলা তপন॥
কেহ বলে ব্রহ্মাপুত্র ভাই ঋষি চারি।
সনকাদি হবে কেহ কহিল বিচারি॥
এইরূপে সবে হেরি শ্রীহরি বামন।
সকলে সাদরে করে মিষ্ট সম্ভাষণ॥
ভৃত্যেতে আনিল বারি প্রক্ষালন তরে।
অপূর্ব্ব ভক্তিতে বলি পদ ধৌত করে॥
অপূর্ব্ব মহিমা ধরে সেই নারায়ণ।
হেরিলেই মহাপাপ হয় বিনাশন॥
এই জন্য মহারাজ সেই দৈত্যপতি।
অন্তরে না জানি হরি হ'ল শুদ্ধমতি॥
আকর্ষণ-শক্তি এই রহে নারায়ণে।
হেরিলেই শুদ্ধি প্রাপ্ত হয় বিশ্বজনে॥
অপূর্ব্ব বলির ভাগ্য বর্ণন না যায়।
যে পদ ভাবেন ভব ধুইলা সে পায়॥
পদ ধুয়ে দৈত্যপতি দিলেন আসন।
বসায়ে কুমারে পুনঃ করে নিবেদন॥
কি নাম কুমার ওহে কোথা তব স্থান।
কিশোর বয়সে ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান॥
নেহারি তোমায় মম প্রফুল্ল অন্তর।
কেন হয় নাহি বুঝি ভাবিয়া বিস্তর॥
আজ মম যজ্ঞ সিদ্ধ হ'ল বোধ হয়।
মূর্ত্তিমান্ তপোরূপে তোমার উদয়॥
কিবা নাম কোথা ধাম করহ প্রকাশ।
কাহার কুমার তুমি কিবা অভিলাষ॥
গো-রত্ন কাঞ্চন কিংবা চাহ যত ধন।
অন্ন কন্যা ভূমি কিংবা উত্তম ভবন॥
হস্তী অশ্ব রথ কিংবা যাহা কর আশ।
অবশ্য পূরাব তাহা করহ প্রকাশ॥
বলির সুমিষ্ট বাণী করিয়া শ্রবণ।
অন্তরে হইল হৃষ্ট দেব নারায়ণ॥
কহিল আনন্দে ধন্য তুমি দৈত্যেশ্বর।
পূর্ব্বকালে দৈত্যবংশে হ'য়ে বংশধর॥
যে বংশ প্রহ্লাদ জন্মি করিল পালন।
উপযুক্ত সেই বংশে তব আগমন॥
পিতামহ পিতা তব অতি যশস্কর।
কশিপু ও হিরণ্যাক্ষ খ্যাত চরাচর॥
বীর্য্যবলে হরি সহ যুঝিল যে জন।
বিরোধী হইয়া অন্তে পায় নারায়ণ॥
প্রহ্লাদ তনয় তার, পিতামহ তব।
দেখাইল নিজ দেহে ভক্তির বৈভব॥
বিশ্বাসেতে শ্রীহরিরে ভাবিয়া ঈশ্বর।
জনকে দেখায় হরি স্তম্ভের ভিতর॥
বিরোচন পিতা তব গুণের সাগর।
ব্রাহ্মণে করিত সদা মান্য বহুতর॥
মহাদাতা সেই জন খ্যাত ত্রিভুবনে।
অবহেলে দান দিল ভিক্ষু দেবগণে॥
সে হেন পবিত্র বংশে জনম তোমার।
মহাজন-সম কার্য্য করিছ আচার॥
সামান্য করিয়া আশ আপনার মনে।
আসিয়াছি দৈত্য আমি তোমার ভবনে॥
তিন পদ ভূমি মাত্র মম প্রয়োজন।
অকাতরে কর দান আমারে রাজন॥
প্রতিগ্রহ মহাপাপ কহে সাধুজন।
প্রয়োজন মত নিলে পাপী নাহি হন॥
তিন পদ ভূমিমাত্র মম প্রয়োজন।
তব দান সিদ্ধ মম না হবে পতন॥

কুমারের বাণী শুনি তবে দৈত্যেশ্বর।
কহিতে লাগিল হাসি বাক্য মনোহর ॥
দেখিতে কিশোর বট বুদ্ধিতে প্রবীণ।
স্বার্থশূন্য বট তুমি বয়সে নবীন ॥
ত্রিভুবন-অধিপতি আমি দৈত্যেশ্বর।
দ্বীপ গ্রাম চাহ যদি দিব হে সত্বর ॥
একবার মোর দেওয়া বস্তু যেবা লয়।
পুনশ্চ অভাব তার কভু নাহি হয় ॥
তিন পদ ভূমি শিশু করিলে গ্রহণ।
পুনশ্চ অভাব তব হবে প্রকটন ॥
যাহাতে দারিদ্র্য তব হইবেক দূর।
সেইমত ধন তুমি মাগহ প্রচুর ॥
বলির শুনিয়া বাণী তবে নারায়ণ।
অন্তরে হাসিয়া তারে কহিলা বচন ॥
অবোধের সম বাণী কহিছ রাজন।
অল্পেতে সন্তুষ্ট যার নাহি হয় মন ॥
প্রচুরে তাহার তুষ্টি নহে কদাচন।
সত্য রাজা মম বাণী কর বিবেচন ॥
সন্তোষ অন্তরে রহে মহাসুখ তাহে।
অসন্তোষে নাই সুখ বিজ্ঞজন কহে ॥
ত্রিপাদ ভূমিতে যদি নাহি পূরে আশ।
দ্বীপ গ্রামে কভু নাহি মিটিবে পিয়াস ॥
শুনিয়াছি বৈণ্য গদ পূর্ব্বরাজগণ।
সপ্তদ্বীপে অধিপতি হইয়া যখন ॥
অর্থ কাম তৃষ্ণা জয় নারিল করিতে।
কিরূপে প্রচুর ধনে রব তুষ্ট চিতে ॥
ইচ্ছা যদি হয় রাজা কর মোরে দান।
তব পক্ষে অল্প ভূমি ত্রিপদ প্রমাণ ॥
বামনের বাণী শুনি তবে দৈত্যেশ্বর।
হাসিয়া কহিল তারে বচন বিস্তর ॥
হাতেতে লইয়া জল উঠে দৈত্যবর।
ত্রিপাদ দানিতে ভূমি বামনগোচর ॥

মহাভাগবত কথা অমৃত সমান।
সুবোধ রচিল সুখে শোনে পুণ্যবান ॥

ইতি বলির যজ্ঞে ভগবানের গমন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ

জল হস্তে বলি যায় করিবারে দান।
বিষ্ণুর কৌশল শুক্র বুঝিল প্রমাণ ॥
মনেতে বুঝিয়া শুক্র উঠি ত্বরা করি।
কহিতে লাগিল গুরু রাজকর ধরি ॥
কি কর কি কর রাজা নাহি কর দান।
ত্রিপদে ঐশ্বর্য্য তব হবে অবসান ॥
কভু ত মানব নয় এ হেন কুমার।
বামন-রূপেতে হরি হন অবতার ॥
হরিতে তোমার ধন হেথা আগমন।
দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিবে হরণ ॥
আর পদ ভূমি তুমি পাইবে কোথায়।
প্রতিজ্ঞা না পালি হবে নারকীর প্রায় ॥
যে দানে নিজের সদা সর্ব্বনাশ হয়।
সেই দান অনুচিত শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
যে দানেতে নাহি কভু হয় উপার্জ্জন।
সে দানের সার্থকতা কোথায় রাজন্ ॥

ধর্ম্ম অর্থ যশ কাম স্বজন উদ্দেশ্যে ।
পঞ্চ ভাগে রাখে ধন সুখের আশ্বাসে ॥
বৃক্ষ না থাকিলে যথা পুষ্প সৃষ্ট নয় ।
এ দেহ না থাকে যদি কোথায় আশ্রয় ॥
মিথ্যার সাহায্যে দেহ রাখিবে সতত ।
মিথ্যানাশে দেহনাশ, নয় অন্যমত ॥
সর্ব্বদা না মিথ্যা কথা উচিত কহন ।
কহিবেক কার্য্যকালে বুদ্ধির লক্ষণ ॥
পরিহাসচ্ছলে কিংবা স্ত্রীলোক সহিত ।
গুণের কীর্ত্তনে মিথ্যা নহেক গর্হিত ॥
জীবিকা অর্জ্জন লাগি প্রাণহেতু আর ।
বিহিত জানিবে সদা মিথ্যা ব্যবহার ॥
শুক্রের শুনিয়া বাণী তবে দৈত্যেশ্বর ।
কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁরে করিল উত্তর ॥
প্রহ্লাদের পৌত্র আমি বলি মম নাম ।
প্রতিজ্ঞা-পালনে নাহি হব আমি বাম ॥
দধীচি ঋষির কথা কর গুরু মনে ।
নৃপতি শিবির কথা বুঝহ আপনে ॥
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু প্রাণ-রাজ্য-ধন ।
অকাতরে করে দান শাস্ত্রের বচন ॥
তিন পদ ভূমি দিব করিয়া স্বীকার ।
পরাঙ্মুখ হব আমি দৈত্যের কুমার ॥
ব্রাহ্মণ হউক কিংবা গোলোকের পতি ।
মম কাছে দান চাহে ব্রাহ্মণ সম্প্রতি ॥
ধর্ম্ম চাহি দিব দান যদি নাহি পারি ।
অবশ্য নরক-দ্বারে হইব ভিখারী ॥
নরক দারিদ্র্য কিংবা কভু মরণেতে ।
ভয় নাহি পাই আমি কহি বিধিমতে ॥
ব্রাহ্মণে বঞ্চনা আমি করিতে না পারি ।
এই সে কারণে মিথ্যা আচার না করি ॥
সুকার্য্য করিলে যশ অবশ্য হইবে ।
কাল কভু তারে নাহি গ্রাসিতে পারিবে ॥
দানেতে দরিদ্র কেহ কভু যদি হয় ।
তাহাতে নাহিক তার দানের ব্যত্যয় ॥
ভিখারী ব্রাহ্মণরূপে এসেছে যে জন ।
তাহারে বঞ্চিতে আমি না পারি কখন ॥
স্বীয় যশ ত্যজিবারে নাহি যদি চায় ।
আমারে বধিতে হবে নাহিক উপায় ॥
অন্যথায় মোর হস্তে ইহার মরণ ।
ব্যতিক্রম এর কভু না হবে কখন ॥
রাজার বচন শুনি ক্রোধে গুরুবর ।
শ্রীভ্রষ্ট হও হে বলি করিলা উত্তর ॥
সুবোধ রচিল গীত মহাভাগবত ।
পাপী তাপী জন যাহে পায় মুক্তিপথ ॥

ইতি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ ।

* * *

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

শুকদেব বলে শুন কহি অতঃপর।
এইরূপ দিল শাপ শুক্র গুরুবর॥
তথাপি সত্যের পাশে আবদ্ধ রাজন।
বামনে ত্রিপদ ভূমি করিল অর্পণ॥
দৈত্যেশ্বর-পত্নী নাম বিন্ধ্যাবলি সতী।
সুবর্ণ-কলসে বারি আনিল সম্প্রতি॥
পদ প্রক্ষালিল রাজা ল'য়ে সেই জল।
পরম পবিত্র যাহে এ ভব-মণ্ডল॥
স্বর্ণকুম্ভে ল'য়ে জল ভক্তিযুক্ত চিতে।
সানন্দে আরম্ভে তার পদ প্রক্ষালিতে॥
স্বহস্তে ধুইল পদ, দ্বিধা নাই মনে।
সেই জল স্বীয় শিরে ধরে দুই জনে॥
গন্ধর্ব্ব দেবতা সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ।
আনন্দিত হ'য়ে করে পুষ্প বরিষণ॥
সহস্র দুন্দুভিবাদ্য হয় বারংবার।
বলি-জয়ধ্বনি সবে করিল উচ্চার॥
শত্রুহস্তে ত্রিজগৎ বলি করে দান।
দানেতে নাহিক কেহ ইহার সমান॥
দান লাভ করি হরি হইল প্রকাশ।
দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিলেন গ্রাস॥
বামনের রূপ হয় অদ্ভুত অধিক।
পৃথিবী আকাশ স্বর্গ ছায় সব দিক॥
পাতালাদি ভূবিবর দেব ঋষি নর।
সকলি রহিল স্থিত রূপ-অভ্যন্তর॥
ঋত্বিক আচার্য্য সহ বলি দৈত্যপতি।
সকলে দেখিল তাঁর বিশ্বরূপ গতি॥
বিষম বিরাট রূপ পূর্ণ ভগবান্।
যাঁর অঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য করে অবস্থান॥
সর্ব্বময় হ'য়ে হরি হ'লেন প্রকাশ।
শত চন্দ্র সম রূপ জ্যোতির আভাষ॥
পদতলে রসাতল করিছে বিরাজ।
ধরণী শোভিছে তাঁর চরণের মাঝ॥
জঙ্ঘাতে বিরাজে কত পর্ব্বত নিকর।
জানুমাঝে পক্ষিগণ রহে নিরন্তর॥
বসনেতে সন্ধ্যা তাঁর গুহ্যে প্রজাপতি।
নাভিতে আকাশ হয় শোভমান অতি॥
কুক্ষিদেশে বিরাজিছে সপ্ত পারাবার।
নক্ষত্র-নিচয় শোভে বক্ষের মাঝার॥
মস্তকেতে স্বর্গ তাঁর কেশে মেঘদাম।
নাসিকায় বায়ু তাঁর বহে অবিরাম॥
দুই চক্ষে সূর্য্য রাজে মুখে হুতাশন।
বচনেতে বেদ-বাক্য হয় প্রকাশন॥
ললাটে ক্রোধের ছাপ লোভ অধরেতে।
স্পর্শে কাম শুক্রে জল মরণ ছায়াতে॥
পাদক্ষেপে যজ্ঞ আর অধর্ম্ম পিঠেতে।
হাস্যে মায়া নখে শিলা বিরিঞ্চি বুদ্ধিতে॥
যাবতীয় জড় প্রাণী দেহে তাঁর রহে।
বিশ্বরূপ দেখি সবে আচ্ছাদিল মোহে॥
সুনন্দ পার্ষদ আর লোকপালগণ।
শৃঙ্গ ধনু চক্র আর করিল দর্শন॥
শঙ্খ গদা খড়্গ তূণে শোভিত শ্রীহরি।
সকলে প্রণমে তাঁরে যুক্তকর করি॥

অনন্তর ভগবান্ একটি চরণে।
আচ্ছাদিল পৃথ্বী, ফাঁক নাই কোন স্থানে॥
শরীরে আকাশ ব্যাপ্ত দিগন্ত বাহুতে।
স্বর্গ পরিব্যাপ্ত হৈল দ্বিতীয় পদেতে॥
তৃতীয় পদের লাগি কোন ঠাঁই নাই।
ত্রিলোক পেরিয়ে লয় সত্যলোকে ঠাঁই॥
বামন রূপের কথা অতি চমৎকার।
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার॥

ইতি বিশ্বরূপ দর্শন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বলির বন্ধন

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
অতঃপর বলি কথা অতি মনোহর॥
সত্যলোকে গেল যবে শ্রীহরি-চরণ।
বলি-যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মা করিল গমন॥
মরীচি সনন্দ আদি যোগী ঋষিগণ।
সানন্দে সকলে তথা উপনীত হন॥
বেদ উপবেদ যম নিয়ম পুরাণ।
ইতিহাস তর্ক অঙ্গ সংহিতাদি জ্ঞান॥
সকলে হরির পদে করিল প্রণাম।
সকলে তাঁহার নাম গায় অবিরাম॥
বিষ্ণুর চরণ ব্রহ্মা করে প্রক্ষালন।
করে পরে পূজা স্তব ভজন কীর্ত্তন॥
নাভিপদ্ম হ'তে তাঁর ব্রহ্মার জনম।
সেই হরিপদে অর্পে সকল করম॥
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু মধ্যে যেই জল ছিল।
বিষ্ণু-পদস্পর্শে তাহা স্বর্গগঙ্গা হ'ল॥
সঙ্কোচ করিল বিষ্ণু আপন বিস্তার।
বামনের রূপ হরি ধরে পুনর্ব্বার॥
জল মাল্য ধূপ দীপ লাজাক্ষত সহ।
বিষ্ণুরে পূজেন তবে লোকপিতামহ॥
জয়শব্দ চতুর্দ্দিকে হয় উচ্চারণ।
কত শত বাদ্য তবে হইল বাদন॥
জাম্ববান্ ভেরীশব্দে জয়ধ্বনি করে।
বিজয়-উৎসব ধ্বনি যায় চরাচরে॥
ত্রিপাদ ভূমির ছলে পৃথিবী হরিল।
বামনরূপেতে হরি বলিরে ছলিল॥
ইহা দেখি ক্রুদ্ধ হ'য়ে যত দৈত্যগণ।
ত্রিশূল পট্টিশ হস্তে করিল গ্রহণ॥
বামন-সংহার লাগি উত্তেজিত হ'য়ে।
দৈত্যকুল তার দিকে যায় ধেয়ে ধেয়ে॥
বিষ্ণু-অনুচরগণ হাসিয়া হাসিয়া।
দৈত্যে প্রতিষেধ করে অস্ত্র উত্তোলিয়া॥
সুনন্দ বিজয় জয় নন্দ বল আর।
প্রবল কুমুদ আদি ভক্ত অবতার॥
সবলে তাহারা করে অসুর নিধন।
তাহা দেখি বলিরাজ অগ্রসর হন॥
শুক্রশাপ স্মরি মনে বলি দৈত্যপতি।
বলিলেন মৃদু বাক্য দৈত্যকুল প্রতি॥
যুদ্ধ নাহি কর কেহ, কোন লাভ নাই।
কালের অধীন মোরা, মুক্তি কোথা পাই॥
যে ঈশ্বর পূর্ব্বে করে মঙ্গল বিধান।
রুষ্ট এবে মোর প্রতি, অশুভনিদান॥
বল মন্ত্রী বুদ্ধি দুর্গ কোন শক্তি আর।
কালে না রোধিতে পারে, শক্তি নাই কার॥

বলির নিষেধ শুনি যত দৈত্যগণ।
হেঁটমুখে রসাতলে করিল গমন॥
অনন্তর পক্ষিরাজ গরুড় আপনি।
সবলে বান্ধিল দৈত্যে বলি গুণমণি॥
বরুণপাশেতে বদ্ধ হেরি দৈত্যপতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে হাহাকার উঠিল সম্প্রতি॥
অতঃপর ভগবান্ লক্ষিয়া বলিরে।
কহিলেন মৃদু বাণী অতি ধীরে ধীরে॥
আমারে ত্রিপাদ ভূমি করিয়াছ দান।
দুই পদে ব্যাপ্ত মোর স্বর্গ মর্ত্ত্য স্থান॥
রাখিব তৃতীয় পদ কোথায় অসুর।
সেই স্থান দান করি বাঞ্ছা কর পূর॥
যত দূর সূর্য্য দান করেন কিরণ।
যত দূর মেঘ সব করিবে বর্ষণ॥
তত দূর পৃথ্বী তব, সকল তাহার।
পদে ও শরীরে আমি ঢেকেছি আবার॥
সর্ব্বস্ব তোমার লই দুইটি চরণে।
তবু তৃপ্ত নহি তব প্রতিশ্রুত দানে॥
অতএব নরকেতে করহ প্রবেশ।
লও তুমি এইবার গুরুর নির্দ্দেশ॥
ব্রাহ্মণ সকাশে যেই প্রতিজ্ঞা করিয়া।
না পারে রক্ষিতে তাহা দুষ্ট তার হিয়া॥
সেই পাপে কিছুকাল নরকে নিবাস।
হইবে তোমার বৎস! করহ বিশ্বাস॥

বলির বন্ধন এবে কৌশলে হইল।
মহাভাগবত কথা সুবোধ রচিল॥

ইতি বলির বন্ধন।

বলির বন্ধনমোচন

শুকদেব বলে শুন কুরুবংশধন।
যেরূপে হইল বলি-বন্ধনমোচন॥
বামনের বাক্য শুনি বলি দৈত্যপতি।
সন্তপ্ত হৃদয়ে হন চিন্তাকুল অতি॥
বামনে লক্ষিয়া পরে বলেন বচন।
মম বাক্য মিথ্যা নহে শুনহ বামন॥
তৃতীয় তোমার পদ স্থাপন-কারণ।
অবশ্যই দিব স্থান, না করি বঞ্চন॥
সত্যভ্রংশে ভয় মোর, নাহিক নরকে।
তোমার চরণ দাও আমার মস্তকে॥
যোগ্য ব্যক্তি দণ্ড দেন, প্রশংসার্হ অতি।
দণ্ড দিয়া তুমি মোর ফিরাইলে মতি॥
শত্রু তুমি নহ মোর, গুরু অতিশয়।
তোমার কারণে মোর মোহ নষ্ট হয়॥
যোগিগণ যেই সিদ্ধি লভেন আয়াসে।
অসুরেরা সেই সিদ্ধি পায় তব পাশে॥
শত্রুরূপে ভজি তোমা সিদ্ধি করে লাভ।
নিগ্রহ করিলে মোরে তুমি পদ্মনাভ॥
লজ্জিত নহিক ইথে ব্যথিত না হই।
তুমিই সকল মূল, কিবা তোমা বই॥
অনুগতজন তব প্রশংসে বিস্তর।
পিতামহ প্রহ্লাদেরে দৈত্যকুলেশ্বর॥
হিরণ্যকশিপু হন প্রহ্লাদের পিতা।
শত্রুরূপে ভজে তোমা তুমি তার ত্রাতা॥
দেহে কিবা প্রয়োজন, আয়ু-পরিশেষ।
অবশ্য যাইবে তাহা কি আছে বিশেষ॥
স্বজনেতে কিবা বল আছে প্রয়োজন।
আত্মবন্ধু রূপে করে ধনাপহরণ॥

গৃহ-ভার্য্যা সব শুধু দুঃখের কারণ।
এত ভাবি পিতামহ তবাশ্রয় লন ॥
শক্রু তুমি মোর বটে, তব করুণায়।
সৌভাগ্য-বঞ্চিত আমি ঠাঁই তব পায় ॥
ঐশ্বর্য্যেতে জড়বুদ্ধি হয় যেই জন।
অনিশ্চিত জীবনেরে না জানে কখন ॥
এইভাবে বলি যবে স্তবস্তুতি করে।
আসেন প্রহ্লাদ তবে তাদের গোচরে ॥
পিতামহে দেখি বলি নোয়াইল মাথা।
বদ্ধ বলি নাহি পারে পূজিতে সর্ব্বথা ॥
নয়নে বহিল জল অধোমুখে স্থিতি।
উপবিষ্ট হরি সেথা সাধুদের গতি ॥
প্রহ্লাদ হরিরে দেখি আসে ত্বরা করি।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমির উপরি ॥
স্তবস্তুতি করে পরে ভজনপূজন।
প্রহ্লাদের বাক্যশেষে বলি-পত্নী ক'ন ॥
কি আছে মোদের প্রভু কি করিব দান।
তুমিই জগৎ স্রষ্টা জগতের প্রাণ ॥
নিজেরে যে কর্ত্তা ভাবে দুষ্ট অতিশয়।
তুমি ছাড়া নাই কিছু, তুমি বিশ্বময় ॥
অতঃপর প্রজাপতি ভক্তিযুত চিতে।
প্রণমিয়া ভগবানে লাগিল বন্দিতে ॥
সকল বন্দনা শেষে নিজে নারায়ণ।
কহিতে লাগিল ধীরে মধুর বচন ॥
দৈত্যকুলশ্রেষ্ঠ বলি সত্যবাক্য-ধর।
মায়ারে করিল জয়, শুন অতঃপর ॥
বিত্তহীন স্থানচ্যুত শক্রবদ্ধ হয়।
গুরু-তিরস্কৃত তবু সত্যে শুধু ভয় ॥
সত্যরক্ষা লাগি ত্যাগ করেন সকল।
ইহার সাধনা কভু না যায় বিফল ॥
দেবতা-অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলেন ছলে।
দুষ্প্রাপ্য আসন তারে দিব কুতূহলে ॥
ইন্দ্রত্ব লভিবে বলি এক মন্বন্তরে।
সাবর্ণি নামেতে তাহা খ্যাত ত্রিসংসারে ॥
যাবৎ সে মন্বন্তর না আসে ভূতলে।
ততদিন দৈত্যপতি থাকিবে সুতলে ॥
আধি ব্যাধি শ্রান্তি তন্দ্রা তথা নাহি যায়।
মঙ্গলে থাকিবে বলি আমার কৃপায় ॥
পরাজিতে কেহ নাহি পারিবেক তারে।
লোকপালগণও তারে জিনিতে না পারে ॥
যেই দৈত্য তার আজ্ঞা করে অতিক্রম।
মস্তক ছেদিবে তার মোর সুদর্শন ॥
আমি নিজে রক্ষা তারে করিব নিশ্চয়।
আশ্রিত আমার সদা হইবে নির্ভয় ॥
এই ভাবে নারায়ণ বলেন বচন।
তাহা শুনি দৈত্যপতি আনন্দিত হন ॥
বন্ধনবিমুক্ত বলি হরির চরণে।
প্রণমিল তৎসহ দেবদেবীগণে ॥
অসুরগণের সহ বলি অতঃপর।
প্রবেশিল সানন্দেতে সুতল ভিতর ॥
ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য পুনঃ পাইল ফিরিয়া।
দেবমাতা অদিতির হর্ষযুক্ত হিয়া ॥
প্রণমিয়া নারায়ণে প্রহ্লাদ সুমতি।
আশীর্ব্বাদ ল'য়ে করে সুতলেতে গতি ॥
অতঃপর শুক্রাচার্য্যে বলে নারায়ণ।
বলি-যজ্ঞ ছিদ্রহীন কর তপোধন ॥
ব্রাহ্মণ-দর্শনে যজ্ঞ ছিদ্রহীন হয়।
শুক্রাচার্য্য শ্রীহরির লয়েন আশ্রয় ॥
ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র সহ দেবগণ।
বিমানেতে স্বর্গলোকে করিল গমন ॥
শক্রহীন স্বর্গরাজ্য ভুঞ্জে অতঃপর।
নারায়ণ-কৃপাবলে সেথা পুরন্দর ॥
শুকদেব বলে শুন ভারত রাজন্।
বলি ও বামন-কথা করিনু বর্ণন ॥
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব পাপ নাশ হয়।
অবশেষে জন্মে শুধু পুণ্যের সঞ্চয় ॥
দেবদেব শ্রীহরির অবতার-কথা।
যেই শুনে মুক্তি তার হইবে সর্ব্বথা ॥

দৈব পিতৃকর্ম্মাদিতে সভক্তি যে জন।
বলি ও বামন-কথা করিবে কীর্ত্তন॥
সকল অভীষ্ট তার হইবে পূরণ।
অচিরে পাইবে সেই হরির চরণ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
বামনরূপের লীলা অতি চমৎকার॥

ইতি বলির বন্ধনমোচন।

ষোড়শ অধ্যায়

মৎস্য-অবতার-কথা

শুক কহিলেন শুন পাণ্ডুবংশধর।
মৎস্য-অবতার-কথা অতি মনোহর॥
কত লীলা করে সেই হরি শক্তিময়।
সেই লীলা বর্ণিবারে শক্তি কার হয়॥
বহুলীলা-মধ্যে হয় মৎস্য-লীলা সার।
শুনহ সে কথা রাজা অতি চমৎকার॥
পূর্ব্ব-সৃষ্টি-কার্য্য যবে হ'ল সমাপন।
নেহারি নিশ্চেষ্ট হন কমল-আসন॥
ত্যজিয়া সৃষ্টির কার্য্য সেই বিধিবর।
বিশ্রাম লইতে যান নিদ্রায় কাতর॥
ব্রহ্মার নিদ্রায় রুদ্র করেন সংহার।
ভীষণ প্রলয়কাল বুঝে সাধ্য কার॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছিল সৃষ্টির।
সেইকালে মৎস্যলীলা ঘটে পাণ্ডুবীর॥
তাহার কারণ রাজা করিব বর্ণন।
অপূর্ব্ব সে হরিলীলা করহ শ্রবণ॥
পদ্মাসনে নিদ্রা গেলে সেই পদ্মাসন।
পতিত হইল বেদ হইতে বদন॥
ব্রহ্মার পার্শ্বেতে ছিল এক দৈত্যবীর।
হয়গ্রীব নাম তার দেখিতে গম্ভীর॥
বিকট দর্শন মুণ্ড অজেয় গঠন।
প্রশ্বাস-প্রবাহে যেন প্রবল পবন॥
যুগ্মকর গিরিশৃঙ্গ যেন সুশোভিত।
ভীমাকার সেই বীর অজ্ঞানে মোহিত॥
বেদের মহিমা হেরি সেই দৈত্যবীর।
মনে মনে এই কথা করিলেক স্থির॥
সৃষ্টির কল্পনা আছে বেদের ভিতর।
বেদ ল'য়ে ব্রহ্মা হন সৃষ্টি-অধীশ্বর॥
বেদহীনে বিধি হন জড় অচেতন।
কভু না চেষ্টায় তাঁর হইবে সৃজন॥
সৃষ্টিনাশে দেবগণ না হবে প্রকাশ।
দৈত্যকুলে সুখ রবে করিয়া আয়াস॥
এত ভাবি মনে দৈত্য হ'য়ে অগ্রসর।
হরিল সে মহাবেদ হইয়া তৎপর॥
বেদ হরি হ'ল দৈত্য পুলকিত-মতি।
দেখিলেন এই কর্ম্ম বিষ্ণু বিশ্বপতি॥
ভাবিলেন মনে হরি বিচারি আপন।
বেদ বিনা কভু নাহি হইবে সৃজন॥
আর না প্রকাশ হবে ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।
বেদ বিনা সৃষ্টিকর্ত্তা রবে অচেতন॥
এতেক ভাবিয়া তবে প্রভু নারায়ণ।
বেদের উদ্ধার লাগি করিলেন পণ॥
মায়ার আশ্রয় করি তবে নারায়ণ।
মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হ'লেন তখন॥

কৃতমালা নামে নদী ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
প্রলয়-কালের বেগ তাহে খরতর॥
তার তীরে ছিল মনু নামে সত্যব্রত।
প্রলয় নিকট হেরি তর্পণে নিরত॥
অতি সাধু হন নৃপ জগৎ-ঈশ্বর।
দৃঢ়তর ভক্তি তাঁর হরির উপর॥
অঞ্জলিতে নদী-জল করিয়া ধারণ।
তর্পণ করিতেছিল সেই মহাজন॥
তার প্রতি তুষ্ট হ'য়ে প্রভু চক্রধর।
শফরী-রূপেতে যান অঞ্জলি ভিতর॥
অঞ্জলিতে ল'য়ে জল হরিনাম করি।
প্রদানের কালে নৃপ দেখিলা শফরী॥
অতি ক্ষুদ্রকায় মৎস্য করি নিরীক্ষণ।
ইচ্ছিলা নরেন্দ্র তাহে করিতে ক্ষেপণ॥
অন্তর্য্যামী হরি বুঝি নরেন্দ্রের মন।
কহিতে লাগিল তাহে অদ্ভুত বচন॥
ক্ষুদ্রকায় আমি মৎস্য দেখহ রাজন।
নদীতে না কর রাজা আমারে ক্ষেপণ॥
নদীতে রয়েছে রাজা বহু জলচর।
তাহাদের ভয়ে মোর ব্যথিত অন্তর॥
শফরীর বাণী শুনি রাজা পুলকিত।
সবিস্ময়ে হন রাজা মনে চমকিত॥
অপূর্ব্ব এ মৎস্য বলে মধুর বচন।
অপূর্ব্ব শ্রীহরি-লীলা না বুঝি কারণ॥
বিস্মিত হইয়া রাজা কমণ্ডলু 'পরে।
রাখিল সে ক্ষুদ্র মীনে অতি যত্ন ক'রে॥
নিশায় বাড়িল মৎস্য সে পাত্র ব্যাপিয়া।
রাজারে কহিল প্রাতে মিষ্ট সম্বোধিয়া॥
দয়া করি কর রাজা মোরে পরিত্রাণ।
কমণ্ডলু মাঝে মম নাহি হয় স্থান॥
কমণ্ডলু হ'তে তারে করিয়া বাহির।
কলসে রাখিল রাজা পূর্ণ করি নীর॥
কলস হইল পূর্ণ নিশার ভিতর।
প্রভাতে কহিল মীন রাজার গোচর॥
উপায় করহ রাজা আমার এখন।
দীর্ঘ পাত্রে দাও স্থান রাখিতে জীবন॥
সত্যব্রত রায় শুনি মীনের বচন।
বৃহত্তর পাত্রে তারে করিল ক্ষেপণ॥
নিশাতে বাড়িল মৎস্য পাত্র পূর্ণ করি।
হৃষ্ট হন দেখি রাজা অন্তে বিভাবরী॥
রাজারে দেখিয়া মীন কহিল বচন।
অন্য স্থানে রাখি মম রাখহ জীবন॥
মীনের বচন শুনি তখন রাজন।
এক সরোবরে তারে করিল ক্ষেপণ॥
ক্ষণমাত্রে সরোবর পূর্ণ মীনকায়।
নেহারি আশ্চর্য্য হ'ল সত্যব্রত রায়॥
ডাকিয়া রাজারে মীন কহিল বচন।
মহাহ্রদে ফেল মোরে রাখিতে জীবন॥
তাহাই করিল রাজা হইয়া বিস্মিত।
হ্রদপূর্ণ মীনদেহ হ'ল আচম্বিত॥
রাজারে সম্বোধি মীন ধীরে ধীরে কয়।
বড় জলাশয়ে মোরে ফেল মহাশয়॥
এ কথা শুনিয়া রাজা ল'য়ে মীনবর।
ফেলিবারে গেল যথা ভীষণ সাগর॥
সাগর নেহারি মীন কহিল বচন।
সাগরেতে মহাভয় হতেছে রাজন॥
অন্য চেষ্টা কর মোরে না ফেল সাগরে।
সুখ্যাতি হইবে তব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
মীনের বচন শুনি কহিল রাজন।
অপূর্ব্ব তোমারে মীন করি দরশন॥
নিজ অঙ্গে ব্যাপিয়াছ শতেক যোজন।
মিষ্টস্বরে কহিতেছ মধুর বচন॥
অপূর্ব্ব এ মীন-রূপ বুঝিতে না পারি।
ছলিতে কি আসিয়াছ বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
ক্ষুদ্র হ'তে চরাচরে ব্যাপ্তি তব হয়।
মায়া করি মীন হও মনে মম লয়॥
সত্য যদি হও হরি তুমি মীনবর।
প্রকাশিয়া কর সুস্থ আমার অন্তর॥

যোগ-বলে তবে নৃপ করি স্থির মন।
জানিলেন সেই মীন প্রভু নারায়ণ ॥
শ্রীহরি ভাবিয়া তাঁরে সত্যব্রত রায়।
স্তবস্তুতি নানামতে করিলেন তাঁয় ॥
চরাচর ব্যাপ্ত তুমি জগতের পতি।
কোন্ কার্য্যে মৎস্যরূপ ধরিলে সম্প্রতি ॥
প্রকাশ করিয়া মোরে কহ নারায়ণ।
শুনিয়া জুড়াক মম চমকিত মন ॥
রাজার শুনিয়া বাণী মীনরূপী হরি।
কহিলেন যুক্তি তাঁয় এক এক করি ॥
সম্মুখে হেরহ রাজা ভীষণ প্রলয়।
সপ্তদিন অবশিষ্ট এই সৃষ্টি রয় ॥
নিদ্রাগত হ'য়ে রন সৃষ্টি-অধিকারী।
আমি রহি মৎস্য-রূপে ব্রহ্মাণ্ড-বিহারী ॥
সাত দিন পরে হবে ভীষণ প্রলয়।
জীব জন্তু আদি তাহে হইবে বিলয় ॥
আমি মাত্র সেই কালে হ'য়ে সচেতন।
মৎস্যরূপে একার্ণবে করিব ভ্রমণ ॥
পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে প্রজার সৃজনে।
তোমারে বাঁচাব আমি ঋষিগণ সনে ॥
যখন প্রলয়-কার্য্য হবে আরম্ভণ।
পাঠাইব তরী এক তোমার কারণ ॥
সর্ব্বৌষধি সর্ব্ববীজ আর ঋষিচয়।
উঠিও নৌকায় ল'য়ে তুমি মহাশয় ॥
ভীষণ প্রলয়ে যবে হবে একাকার।
রবি শশী লোপে হবে ব্যাপ্ত অন্ধকার ॥
অগণন বজ্রনাদ প্রলয় পবন।
অবিরত মহাতেজে হবে ভূকম্পন ॥
দিক-হস্তী নাহি রবে ভগ্ন কুলাচল।
পঞ্চভূত একাকার মহাকোলাহল ॥
না রবে সৃষ্টির চিহ্ন হবে একাকার।
উথলিবে বারিনিধি ভীষণ আকার ॥
সুমেরু সমান ঢেউ হইবে প্রকাশ।
সে হেন প্রলয়ে সৃষ্টি হইবে বিনাশ ॥
এ হেন প্রলয় যবে হবে আরম্ভণ।
প্রেরিত নৌকায় তুমি কর আরোহণ ॥
সর্ব্বৌষধি বীজ আর জীব ঋষিগণ।
সবারে লইয়া মোরে করিও স্মরণ ॥
স্মরণ মাত্রেতে আমি আসিব সকাশ।
মহাশৃঙ্গ মৎস্য-রূপ করিব প্রকাশ ॥
প্রলয়-তরঙ্গে তরী হইলে অস্থির।
অনন্তেরে রজ্জুরূপে পাঠাইব ধীর ॥
সর্পের পুচ্ছেতে তরী করিয়া বন্ধন।
মম শৃঙ্গে বদ্ধ করো তাহার বদন ॥
আমাতে থাকিবে তরী সর্পে বদ্ধ হ'য়ে।
তাহাতে না রবে ভয় ভীষণ প্রলয়ে ॥
নানারূপে করি রাজা আমি হে পালন।
প্রলয়েতে হেন লীলা হবে প্রকাশন ॥
এত বলি মৎস্য-রূপে প্রভু নারায়ণ।
নৃপ সত্যব্রতে কহি মধুর বচন ॥
অদৃশ্য হইয়া গেল সাগর ভিতর।
প্রেমে পুলকিত রাজা হন অতঃপর ॥
প্রাসাদে আসিয়া রাজা ভাবে অনুক্ষণ।
কেমনে পাইব দেখা সেই নারায়ণ ॥
কেমনে হইবে সর্ব্ব-বীজ সমুদ্ধার।
কেমনে বা জীব ঋষি পাইবে নিস্তার ॥
এত ভাবি মনে রাজা করিয়া চিন্তন।
সংগ্রহ করিল যত বীজৌষধিগণ ॥
খেচর ভূচর আর যত জলচর।
সর্ব্ব-শ্রেণী জীব তবে লন মহীধর ॥
অতঃপর আমন্ত্রিয়া সপ্ত ঋষিগণে।
ধার্ম্মিক রাজন সবে রাখিল ভবনে ॥
সবারে একত্র করি তবে নৃপবর।
মৎস্যরূপ দিবানিশি ভাবেন অন্তর ॥
ক্রমে ক্রমে সাত দিন হইল অতীত।
ভীষণ প্রলয়-কাল হ'ল উপনীত ॥
টুটিল প্রকৃতি-শক্তি পুরুষ সহিত।
প্রকাশ পালন-কার্য্য হ'ল বিনাশিত ॥

সংহার-মূর্ত্তিতে কাল হইয়া প্রকাশ।
একে একে সর্ব্বসৃষ্টি আরম্ভেন গ্রাস ॥
ক্ষিতি হ'ল জলময় জল তেজে পরে।
তেজ গিয়া প্রবেশিল পবন-ভিতরে ॥
তিন গুণ অহঙ্কার হইল বিলয়।
অহঙ্কারে মহাতত্ত্ব ক্রমে প্রবেশয় ॥
শক্তিহীনে মহত্তত্ত্ব ক্রমে কর্ম্মহীন।
প্রধান প্রকৃতি-তত্ত্বে হইল বিলীন ॥
নারায়ণ পূর্ণ শক্তি প্রধান নামেতে।
ব্রহ্ম-রূপা হয় তাহা ব্রহ্মের মাঝেতে ॥
প্রলয় নেহারি সেই শক্তি সনাতনী।
নিশ্চেষ্ট ব্রহ্মেতে লীন হয়েন আপনি ॥
জীবের অদৃষ্ট যত জগতে আছিল।
রবী শশী আদি যত ব্রহ্মে প্রবেশিল ॥
বিকার করিতে নাশ প্রলয়-পবন।
আরম্ভিল সাগরের সহ মহারণ ॥
চারিদিকে মেঘদল হইল প্রকাশ।
সৌদামিনী সহ বজ্রে প্রকাশিল ত্রাস ॥
ভীম অন্ধকার আর প্রলয়ের ঢেউ।
কি সাধ্য সে কালে স্থির হ'তে পারে কেউ ॥
সুমেরু হইল চূর্ণ সহ কুলাচল।
তরঙ্গে তরঙ্গময় হইল সকল ॥
এ হেন প্রলয়-কাল হ'লে আরম্ভণ।
করিতে লাগিল রাজা শ্রীহরি স্মরণ ॥
সেইকালে নৌকা এক করে আগমন।
জীব ঋষি সহ তাহে উঠিল রাজন ॥
জলেতে ভাসিল তরী ল'য়ে নৃপবরে।
জীব ঋষি বীজৌষধি তাহার ভিতরে ॥
প্রলয়ের ঢেউ এক পর্ব্বত সমান।
তাহাতে কাঁপিল তরী হ'য়ে ভাসমান ॥
একে ত প্রলয়কাল ঘোর অন্ধকার।
বজ্রনাদ সহ বৃষ্টি বর্ষে অনিবার ॥
সে হেন কালেতে নৃপ তরণী-ভিতর।
এক মনে হরি হরি বলে নিরন্তর ॥
কোথা আছ প্রভু তুমি দেখা দাও আসি।
প্রলয়ে ডুবিল তরী বাঁচাও প্রকাশি ॥
রাজার শুনিয়া বাণী প্রভু নারায়ণ।
শৃঙ্গী মৎস্য-রূপে তারে দিলেন দর্শন ॥
অপরূপ মীনদেহ নিযুত যোজন।
শৃঙ্গধারী শির তার অতি সুশোভন ॥
অপরূপ চারি হস্ত তাহাতে প্রকাশ।
দেখা দিয়া মিটাইল নৃপতির আশ ॥
রজ্জুরূপে মহাসর্প আসিল তখন।
পূর্ব্ব-কথা-মতে রাজা করিল বন্ধন ॥
তরীতে বাঁধিল পুচ্ছ হরি-শৃঙ্গে শির।
ডুবাতে নারিল নৌকা প্রলয়ের নীর ॥
এতেক বর্ণিয়া তবে শুক মুনিবর।
নৃপ পরীক্ষিতে কহে বুঝায়ে বিস্তর ॥
এইভাবে মৎস্য-রূপে প্রভু নারায়ণ।
প্রলয়ে করিল লীলা ভক্তের কারণ ॥
নারায়ণ-কৃপা হেরি নৃপ সত্যব্রত।
বন্দনা করেন তাঁরে সাধ্য তাঁর যত ॥
পরম গুরু হে তুমি অগতির গতি।
বিপদ্ হইতে রক্ষা কর হে সম্প্রতি ॥
সবার ঈশ্বর তুমি জানি অনুক্ষণ।
তোমার চরণে মোরা লইনু শরণ ॥
আমাদের গুরুরূপে তুমি ভগবান্।
মোহ-অন্ধকার নাশি জ্ঞান কর দান ॥
দেবতার শ্রেষ্ঠ তুমি সকলের প্রিয়।
পরম ঈশ্বর তুমি নিত্য বরণীয় ॥
পরমার্থ-প্রকাশক তোমার বচন।
অহঙ্কার আদি মোর কর বিনাশন ॥
বন্দনায় হ'য়ে তুষ্ট ভক্তের ঈশ্বর।
আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান দান করেন বিস্তর ॥
সাংখ্যযোগ মহাতত্ত্ব সংহিতা পুরাণ।
উপদেশ-ছলে নৃপে কন ভগবান্ ॥
অপূর্ব্ব সে ইতিহাস ভক্তির আধার।
মৎস্যের পুরাণ নামে খ্যাত ত্রিসংসার ॥

সর্ব্ববীজ রক্ষা করি প্রভু নারায়ণ ।
প্রলয়-সাগরে দিল সুখে সন্তরণ ॥
বহুকাল পরে গত হইল প্রলয় ।
প্রসন্ন হইল দিক্ দেবতা-নিচয় ॥
জাগিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা পুনঃ শুভক্ষণে ।
মনুর রক্ষিত বীজে রচিল ভুবনে ॥
প্রলয় অতীত হ'লে প্রভু সে মুরারি ।
বধিলেন হয়গ্রীব দৈত্য বেদহারী ॥
গ্রহণ করিয়া বেদ দৈত্যেরে মারিয়া ।
প্রদান করেন তাহা বিধিরে যাইয়া ॥
ব্রহ্মা বেদ লভি সৃষ্টি করে আরম্ভণ ।
অন্তর্দ্ধান করিলেন তবে নারায়ণ ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণিতে অপার ।
লীলা-ছলে সৃষ্ট যাঁর এ তিন সংসার ॥
পুনশ্চ করেন সৃষ্টি কমল-আসন ।
সত্যব্রত অধিপতি হইল তখন ॥
হয়গ্রীব হ'ল নাশ হরি সহ রণে ।
তখনি পাইল মুক্তি শ্রীহরি-চরণে ॥
শুকদেব কন তবে পাণ্ডুবংশধরে ।
যেরূপে করেন লীলা মৎস্যরূপ ধ'রে ॥
আশ্চর্য্য হইল রাজা করিয়া শ্রবণ ।
বলে পুনঃ পুনঃ কর হরি-সংকীর্ত্তন ॥
অপূর্ব্ব লীলার কথা বর্ণিতে বিস্তার ।
মৎস্যরূপী ভগবানে করি নমস্কার ॥
অবতার-লীলা বহু করিয়া কীর্ত্তন ।
অষ্টম স্কন্ধের বাণী করি সমাপন ॥
হরি ভজ ভক্তগণ হরি কর সার ।
হরি সহ ভক্তজনে মম নমস্কার ॥

সুবোধ রচিল সুখে ভাগবত গান ।
পাপী তাপী পায় যাতে মুক্তির সন্ধান ॥

ইতি মৎস্য-অবতার-কথা

[অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত]

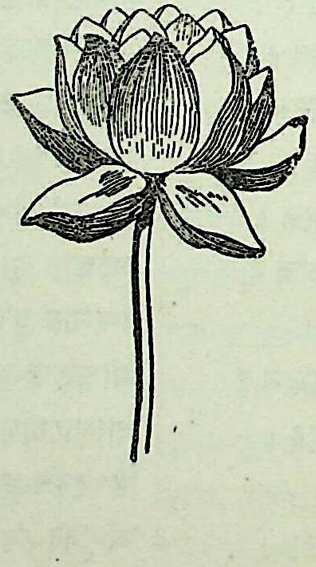

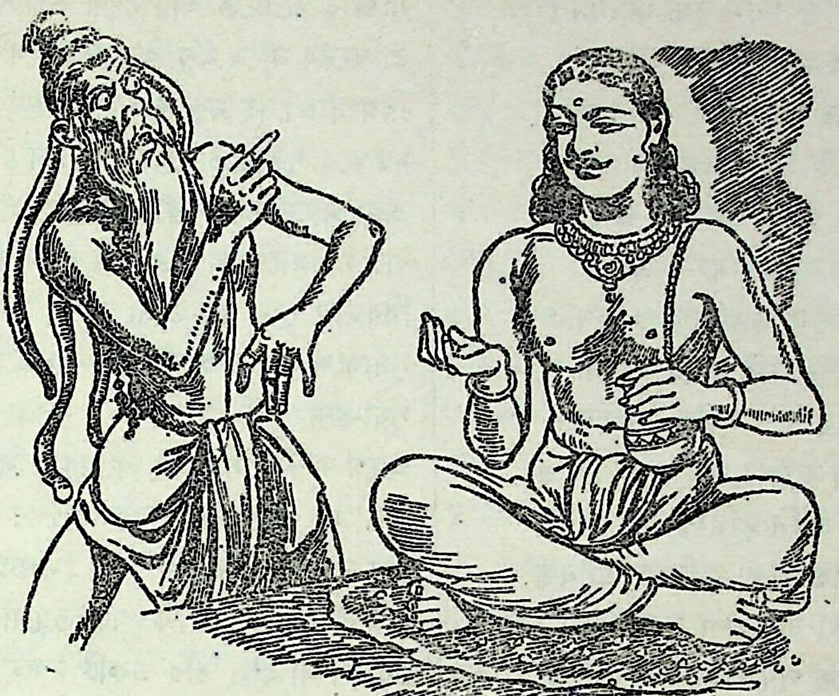

শ্রীমদ্ভাগবত

নবম স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণে নমস্করি, নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি॥
সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ।
বন্দিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন॥

প্রথম অধ্যায়

ইলার উপাখ্যান

প্রণমিয়া ঋষিগণে সূত সাধুবর।
কহিতে লাগিল বাণী শৌনক গোচর॥
নবম স্কন্ধের বাণী অতি সুবচন।
সেই কথা ঋষিগণ শুন দিয়া মন॥
শুকদেবে সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধর।
কহিলেন প্রণমিয়া তাঁহার গোচর॥
ধন্য ধন্য তুমি সাধু ভক্তের আশ্রয়।
পবিত্র তোমার জন্ম হরির সময়॥

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুনি তুষ্ট মম মন।
পুনশ্চ করহ দেব শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥
অপূর্ব্ব হরির নামে ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়।
শুনিতে বড়ই ইচ্ছা বলহ আমায়॥
রাজার বচন শুনি শুকদেব কন।
নবম স্কন্ধের বাণী শুনহ রাজন॥
রাজা কহে শুন শুন ব্যাসের কুমার।
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ-কীর্ত্তি করহ প্রচার॥
অতীব পবিত্র বংশ অতি সাধুজন।
কর ঋষি সে বংশের মহিমা কীর্ত্তন॥
তাহার বচন শুনি মুনিবর কন।
অপূর্ব্ব এ প্রশ্ন রাজা করিলে এখন॥
তটের বালুকা যদি গণা কভু যায়।
যদ্যপি গণিতে পারে তরঙ্গ-মালায়॥
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ-কীর্ত্তি তথাপি কখন।
বর্ণিতে না পারে কেহ ধরিয়া জীবন॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে করিলে কীর্ত্তন।
অথবা অনন্ত ল'য়ে সহস্র আনন॥
বর্ণিতে বংশের কীর্ত্তি পারে কি না পারে।
সামান্য মানস মম বর্ণিবারে নারে॥
ত্রিভুবনে খ্যাত যেই চন্দ্র সূর্য্য নাম।
তাহার বংশেতে পূর্ণ এই বিশ্বধাম॥
যতদূর পারি আমি করিতে স্মরণ।
কতক কতক তার করিব বর্ণন॥
এত বলি আরম্ভিলা শুক মুনিবর।
বংশের মহিমা কথা বর্ণিতে বিস্তর॥
আনন্দেতে মহারাজ করেন শ্রবণ।
আরম্ভিলা মহামুনি নমি নারায়ণ॥
মরীচি নামেতে ঋষি ছিল প্রজাপতি।
মন হ'তে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা মহামতি॥
মরীচির পুত্র হয় কশ্যপ সুজন।
অদিতি তাহার পত্নী জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
তার গর্ভে জন্মিলেন বিবস্বান্ মনু।
সংজ্ঞা নামে তার পত্নী অপরূপ তনু॥
সংজ্ঞার গর্ভেতে আর মনুর ঔরসে।
শ্রাদ্ধদেব নামে মনু জনমে হরষে॥
বিশ্বপতি সেই মনু প্রথমেতে হন।
মন্বন্তরে সত্যব্রত তিনিই রাজন॥
শ্রদ্ধা নামে তার পত্নী রূপে অতুলন।
যাঁর মহিমাতে পূর্ণ এই ত্রিভুবন॥
বিবস্বান্ পুত্র মনু শ্রদ্ধা ভার্য্যা তার।
সূর্য্যবংশ নাম হ'ল জন্মিল কুমার॥
সূর্য্য-চন্দ্র-বংশ রাজা হয় যে কারণ।
আগে আমি সেই তত্ত্ব করিব বর্ণন॥
শ্রদ্ধা সহ সুখে থাকি মনু মহাশয়।
দান ব্রত যজ্ঞে রত থাকেন নিশ্চয়॥
পবিত্র ভাবেতে থাকি অতীত যৌবন।
তথাপি না হ'ল তার একটি নন্দন॥
শ্রীহরি-সেবাতে রাজা রাখিয়া জীবন।
পত্নী-সহ ভোগ-সুখে করেন যাপন॥
তথাপি না হ'ল তার একটি নন্দন।
এই দুঃখে ক্ষুব্ধ রাজা হন সর্ব্বক্ষণ॥
সূর্য্যবংশ কুলগুরু মহাতেজা হন।
বশিষ্ঠ নামেতে মুনি খ্যাত ত্রিভুবন॥
রাজারে দেখিয়া ক্ষুব্ধ নন্দন কারণ।
কহিলেন গুরু তাঁরে উত্তম মন্ত্রণ॥
বিশ্বপতি তুমি রাজা পালহ সংসার।
সর্ব্ব-ভোগ-মাঝে পুত্র ভোগ হয় সার॥
সে হেন নন্দনে তুমি বঞ্চিত রাজন।
আরম্ভ করহ যজ্ঞ হইবে নন্দন॥
মিত্রাবরুণের যজ্ঞ মহাযজ্ঞ হয়।
সেই যজ্ঞে পুত্র-লাভ হবে মহাশয়॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য নৃপতি তখন।
করিলেন শুভ কালে যজ্ঞ আরম্ভণ॥
কন্যা লাগি পত্নী তার করিয়া মনন।
করিলেন উপবাস ব্রতাঙ্গ ধারণ॥
নৃপতি করেন ইচ্ছা হউক নন্দন।
বংশরক্ষা হবে তাহে রাজ্যের শাসন॥

যজ্ঞ সাঙ্গ লাগি যবে পুরোহিতগণ।
করিতে লাগিল শেষ মন্ত্র উচ্চারণ ॥
সে-কালে মহিষী তথা করি আগমন।
কহিলেন পুরোহিতে বন্দিয়া চরণ ॥
অবলা কামিনী আমি ইচ্ছা হয় মনে।
কর সেই কার্য্য যাহে পাই কন্যাধনে ॥
মহিষীর বাণী শুনি পুরোহিতগণ।
করিলেন মহাযজ্ঞে সুকন্যা কামন ॥
সে কারণে কন্যা জন্মে সেই যজ্ঞফলে।
ইলা নামে খ্যাতি লাভ করিল ভূতলে ॥
ইলা নামে কন্যা দেখি মনু মহাশয়।
সন্তুষ্ট না হ'য়ে রাজা বিষাদিত রয় ॥
গুরুরে সম্ভাষি রাজা কহিলা বচন।
একি বিপরীত গুরু করি দরশন ॥
তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞানে সকলে পণ্ডিত।
বিপরীত কার্য্য কেন হইল বিহিত ॥
নন্দনের লাগি যজ্ঞ করি আয়োজন।
তা না হ'য়ে হ'ল কন্যা অপূর্ব্ব ঘটন ॥
রাজার বচন শুনি গুরু মহাশয়।
বুঝিলেন নিজ মনে যে ঘটনা হয় ॥
নৃপতি-সন্তোষ লাগি তবে গুরুজন।
পুরুষ করিতে কন্যা করিলেন পণ ॥
একে ত ব্রহ্মর্ষি তিনি উগ্রতপা হন।
মহাতেজে করিলেন বিষ্ণুরে স্মরণ ॥
শ্রীহরি স্মরিয়া ঋষি কহেন বচন।
হরির কৃপাতে কন্যা হউক নন্দন ॥
ক'রে থাকি যদি আমি যোগ সদাচার।
অবশ্য হইবে সত্য বচন আমার ॥
তপস্বী মুনির বাণী মিথ্যা কভু নয়।
পুত্ররূপী হন ইলা তখনি নিশ্চয় ॥
অপূর্ব্ব পুত্রের রূপ সর্ব্ব-সুলক্ষণ।
সুদ্যুম্ন তাঁহার নাম তেজেতে তপন ॥
মহাবীর পুত্র যেন পবন সমান।
দয়া ধৈর্য্য গুণে যেন ক্ষিতি মূর্ত্তিমান্ ॥
হেন গুণে গুণময় হেরিয়া নন্দনে।
সন্তুষ্ট হয়েন মনু নিজ মনে মনে ॥
অপূর্ব্ব চরিত্র তাঁর শুনহ রাজন।
শুন সেই বাণী রাজা হ'য়ে একমন ॥
একদা সুদ্যুম্ন করি মৃগয়ায় মন।
সিন্ধুদেশী ঘোটকেতে করে আরোহণ ॥
হস্তে করি শরাসন পৃষ্ঠেতে তূণীর।
বীরবর্ম্মে ঢাকিলেন আপন শরীর ॥
চতুরঙ্গ সেনা সহ মনুর নন্দন।
মৃগয়া করিয়া ইচ্ছা প্রবেশিল বন ॥
সুমেরু নামেতে গিরি খ্যাত ত্রিভুবনে।
প্রবেশিল রাজপুত্র তার নিম্ন বনে ॥
মহেশের ক্রীড়া-স্থল হয় সেই বন।
ভবানী সহিত ভব করেন রমণ ॥
অপূর্ব্ব মহিমা ধরে সেই ত কানন।
নর হয় নারী তথা করিলে গমন ॥
এ কথা না জানি রাজা মনুর নন্দন।
অনুচর সহ তথা করিল গমন ॥
মৃগের পশ্চাতে বীর কিছু দূর গিয়া।
স্থিরভাবে রন তথা বিস্মিত হইয়া ॥
অনুচর সহ বীর করেন দর্শন।
বিপরীত মূর্ত্তি সবে ক'রেছে ধারণ ॥
নরমূর্ত্তি আর নাই সবে নারী হয়।
অশ্বেতে অশ্বিনী হস্তী হস্তিনী নিশ্চয় ॥
এ হেন ঘটনা দেখি রাজার তনয়।
লজ্জিত হয়েন তথা দেখি সমুদয় ॥
স্ত্রী-মূর্ত্তি ধরিয়া যত অনুচরগণ।
সহচরী হ'ল তাঁর পরিপূর্ণ বন ॥
লজ্জায় উন্মত্ত হ'য়ে নগরে না যায়।
মনোদুঃখে নারীবেশে রহিল তথায় ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি পাণ্ডুবংশধর।
জিজ্ঞাসেন শুকদেবে কহিতে বিস্তর ॥
কহ গুরু এ মহিমা কেন ধরে বন।
শুনিতে বাসনা বড় গুপ্ত বিবরণ ॥

রাজার বচন শুনি শুক মুনিবর ।
আনন্দে দিলেন তার প্রকৃত উত্তর ॥
মহেশের ক্রীড়া-স্থল হয় সে কানন ।
ভবানী সহিত তথা করিতে রমণ ॥
একদা উলঙ্গ ভব উলঙ্গা পার্ব্বতী ।
দৈবে উপনীত তথা ঋষিরা সম্প্রতি ॥
কামোন্মত্তা দেবী হেরি উলঙ্গিনী-বেশ ।
ঋষিদের মনে হ'ল কামের আবেশ ॥
পুরুষে নেহারি সতী লজ্জা পেয়ে মনে ।
রতি ত্যজি নিজ অঙ্গ ঢাকিল বসনে ॥
ইহা দেখি ঋষিগণ ত্যজি সে কানন ।
নর-নারায়ণ ধামে করে পলায়ন ॥
রতির বিচ্ছেদ দেখি আর লজ্জা ভয় ।
তুষিবারে প্রেয়সীরে ভব মহাশয় ॥
সে অবধি এই মায়া দিলেন কাননে ।
পুরুষ হইবে নারী প্রবেশিলে বনে ॥
সে অবধি এই মায়া রহে এ কাননে ।
নারী-মূর্ত্তি এই জন্য রাজার নন্দনে ॥
রমণী-রূপেতে তবে রাজার নন্দন ।
অনুচরগণ সহ করেন ভ্রমণ ॥
এইরূপে বহু দিন হইলে বিগত ।
কামোদয় হ'ল সবে নারীবৃত্তি মত ॥
একদা সুদ্যুম্ন রাজা নারীমূর্ত্তি ল'য়ে ।
বনে বনান্তরে ঘোরে হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে ॥
মহেশের বন হ'তে কিছু দূর বনে ।
চন্দ্রের নন্দন বুধে হেরিলা নয়নে ॥
চন্দ্রের কুমার একে দেখিতে সুন্দর ।
কোটি শশী সম কান্তি যার মনোহর ॥
বয়সে নবীন যুবা সহাস্য বদন ।
কটাক্ষে মোহিত করে কামিনীর মন ॥
প্রমদা-স্বভাব ধরি সুদ্যুম্ন-নন্দন ।
এক মনে দূর হ'তে করে নিরীক্ষণ ॥
স্ত্রীজাতি-সুলভ কাম হইল উদয় ।
ইচ্ছিলেন তার সহ রতি সে সময় ॥
নবীন যুবক বুধ সুদ্যুম্ন যুবতী ।
উভ সন্দর্শনে হ'ল উভে একমতি ॥
নির্জ্জনে যাইয়া উভে হইল মিলন ।
বুধ-বীর্য্যে ধরে গর্ভ রাজার নন্দন ॥
চন্দ্রবংশ সেই গর্ভে হ'ল উৎপাদন ।
পুরুরবা নামে তাহে হইল নন্দন ॥
অপরূপ কান্তি তার বুধের নন্দন ।
যাহা হ'তে চন্দ্রবংশ হইল স্থাপন ॥
এইরূপে মনু-পুত্র কামিনী-রূপেতে ।
ভ্রমিলেন সে কাননে লজ্জায় দুঃখেতে ॥
বহুদিন পরে দুঃখ সহিতে না পারি ।
যাহাতে হইবে নাশ মায়ামূর্ত্তি নারী ॥
সে হেন উপায় লাগি রাজার নন্দন ।
গুরুদেব বশিষ্ঠকে করেন স্মরণ ॥
অন্তর্য্যামী গুরু তিনি করিতে স্মরণ ।
সেই বনে উপস্থিত হ'লেন তখন ॥
গুরুরে নেহারি তবে রাজার কুমার ।
কহে বিবরণ যত ভাগ্য আপনার ॥
কুমারের ভাগ্য শুনি ঋষি মহাশয় ।
করেন মহেশ-পূজা তখন নিশ্চয় ॥
বশিষ্ঠের তপে তুষ্ট হ'য়ে পশুপতি ।
বলিলেন চাহ বর ওহে মহামতি ॥
শুনিয়া দেবের বাণী তবে মুনিবর ।
কহিলেন প্রণমিয়া পদে মহেশ্বর ॥
অন্য বরে মম কিছু নাহি প্রয়োজন ।
সুদ্যুম্নে পুরুষ কর এই আকিঞ্চন ॥
বশিষ্ঠের কথা শুনি মহেশ্বর কন ।
মম বাক্য মিথ্যা নাহি হয় কদাচন ॥
সুদ্যুম্ন একটি মাস নররূপে রবে ।
একমাস পুনরায় রমণী সে হবে ॥
মহেশের এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
সুদ্যুম্ন পুরুষ রূপ করিলা ধারণ ॥
অনুচর হ'লে নর সবে সঙ্গে ক'রে ।
গুরুসহ রাজপুত্র প্রবেশেন ঘরে ॥

বলির বন্ধন মোচন

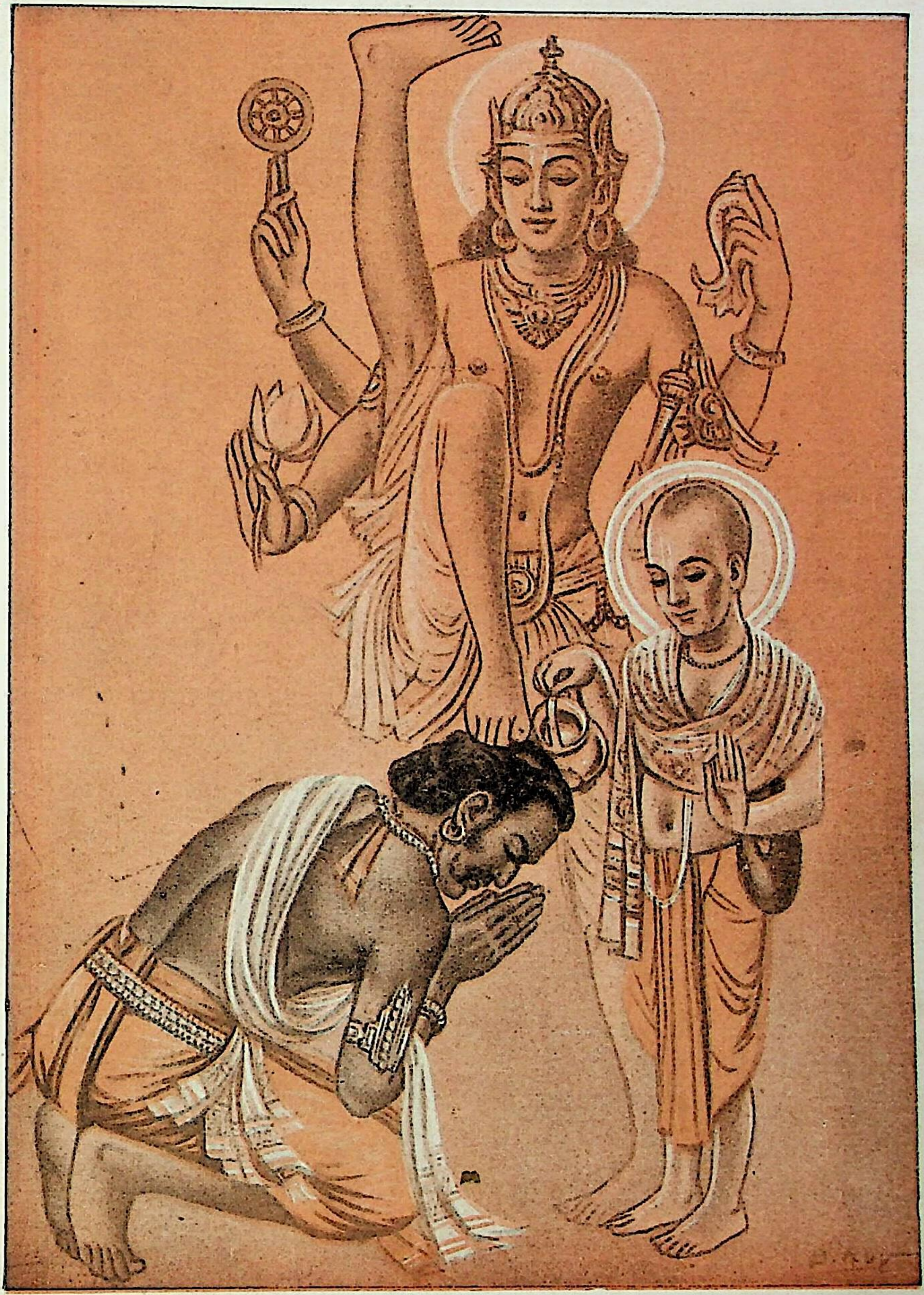

সত্যভ্রংশে ভয় মোর, নাহিক নরকে ।
তোমার চরণ দাও আমার মস্তকে ॥

পৃষ্ঠা—৫৯৮

উৎকল বিমল গয় তিনটি তনয়।
লভেন সুদ্যুম্ন রাজা কেহ হীন নয়॥
কিছুদিন রাজকার্য্য করি মহাবীর।
বৈরাগ্য অন্তরে নিজ করিলেন স্থির॥
রাজকার্য্য করি ত্যাগ হরি করি মন।
তপস্যা করিতে সেই প্রবেশে কানন॥
তপোবলে বীর হেরি প্রভু নারায়ণ।
সঁপিল শ্রীহরি-পদে আপন জীবন॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা করিতে বর্ণন।
সূর্য্য-চন্দ্র-বংশাঙ্কুর সুদ্যুম্ন স্থাপন॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
সূর্য্য-চন্দ্র-বংশাঙ্কুর করিয়া বিচার॥

ইতি ইলার উপাখ্যান।

রাজা পৃষধ্রের উপাখ্যান

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পৃষধ্র চরিত্র-কথা হও হে বিদিত॥
মনুর কুমার সেই অতি সাধুজন।
গুরুভক্তি বলে তিনি হন বিমোচন॥
সুদ্যুম্ন বৈরাগী হ'লে মনু মহাজন।
দেখিলেন সূর্য্যবংশে না রয় নন্দন॥
পুত্র হেতু যজ্ঞে হরি করি আরাধন।
লভিলেন একে একে দশটি নন্দন॥
ক্রমে ক্রমে সে দশের বংশের বিস্তার।
পরিপূর্ণ এ ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্যবংশ ভার॥
বুধ ও সুদ্যুম্ন যোগে হয় যে নন্দন।
পুরুরবা নামে চন্দ্রবংশের কারণ॥
চন্দ্রবংশ কথা রাজা কহিব অপরে।
সূর্য্যবংশ-বাণী শুন প্রফুল্ল অন্তরে॥
সুদ্যুম্নের পরে মনু লভিল সন্তান।
ইক্ষ্বাকু শর্য্যাতি নৃগ বীর গুণবান্॥
দিষ্ট ধৃষ্ট নরিষ্যন্ত নভগ ও কবি।
করুষ পৃষধ্র দশ সবে তেজে রবি॥
এই দশ নৃপ বংশ করহ শ্রবণ।
প্রধান প্রধান দেখি করিব বর্ণন॥
পৃষধ্র নামেতে সেই মনুর নন্দন।
সুকুমার বপু তার গুরুরত মন॥
বিদ্যা লাগি গুরু-গৃহে রহেন কুমার।
সুকুমার গুরু তার হেরিয়া আকার॥
কহিলেন শুন শুন রাজার নন্দন।
করিয়াছ ভোগ তুমি বহু রত্নধন॥
বিদ্যারত্ন সম ধন নাহিক কোথায়।
সে ধনে আমি হে ধনী করিব তোমায়॥
মম প্রতি ভক্তি আর সাধু আচরণ।
প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় ভাব করহ ধারণ॥
তবে ত শিখিবে বিদ্যা অল্প দিবসেতে।
বিদ্যালাভে কত গুণ বুঝিবে শেষেতে॥
গুরুর বচন শুনি পৃষধ্র তখন।
কহিল সেবিব গুরু তোমার চরণ॥
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন।
বিমুখ হইলে কোথা পাব বিদ্যাধন॥
কুমারের শুনি বাণী গুরু মহাশয়।
করিলেন তারে এক আজ্ঞা সুনিশ্চয়॥
বয়স তোমার হেরি নবীন জীবন।
তাহাতে বলিষ্ঠ বপু করি দরশন॥
অবস্থা বুঝিয়া আজ্ঞা করিতেছি আজ।
দেখিব সক্ষম কিনা করিবারে কাজ॥
আছে মম বহু গাভী গোষ্ঠের ভিতর।
সারা-নিশি জাগি বাপু তাহা রক্ষা কর॥

সম্মুখে ভীষণ বন ব্যাঘ্র তাহে রয়।
নিত্য নিত্য আসি গাভী চুরি করি লয় ॥
রাত্রিকালে খড়্গ চর্ম্ম করিয়া ধারণ।
নিশা জাগি বীরাসনে কর জাগরণ ॥
আসিলে শার্দ্দূল বৎস করিও সংহার।
দিলাম তোমার প্রতি গাভী-রক্ষা-ভার ॥
সমর্থ হইলে এতে বুঝি তব মন।
শুভক্ষণে শুভদিনে দিব বিদ্যাধন ॥
রাজার কুমার একে দেখিতে সবল।
বিদ্যা লাগি মন তার হইল চঞ্চল ॥
ব্যাঘ্র কাছে প্রাণভয় নাহি করি মনে।
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা গাভীর রক্ষণে ॥
বীরবেশ ধরি রাজা চর্ম্ম-অসিধর।
সারা-নিশা গোষ্ঠে গিয়া রহে অকাতর ॥
নিদ্রা ত্যাগ করি রাজা হ'য়ে একমন।
নির্ভয় হইয়া করে গাভীর রক্ষণ ॥
একদা ভীষণ নিশা করে আগমন।
দশদিক্ অন্ধকার না চলে চরণ ॥
সেইকালে ব্যাঘ্র এক গোষ্ঠের ভিতর।
প্রবেশি গর্জ্জন করে প্রফুল্ল অন্তর ॥
ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনি নৃপের নন্দন।
প্রাণভয় ত্যজি গোষ্ঠে করে প্রবেশন ॥
একে ত গভীর নিশা ঘোর অন্ধকার।
কিছু না দেখিতে পায় চারিদিকে তার ॥
তাহাতে আবার ঝরে বাদলের জল।
ক্ষণে ক্ষণে বজ্রনাদ হয় অবিরল ॥
প্রবেশ করিয়া গোষ্ঠে পৃষধ্র তখন।
দেখিল ধরেছে গাভী ব্যাঘ্র সুভীষণ ॥
কপিলা নামেতে গাভী দেখিতে সুন্দর।
তারে ধ'রে গর্জ্জে ব্যাঘ্র অতি ভয়ঙ্কর ॥
নিকটে তাহার গিয়া রাজার নন্দন।
ব্যাঘ্র নাশিবারে অসি করে সঞ্চালন ॥
মেঘাবৃত নিশা সেই ঘোর অন্ধকার।
ব্যাঘ্র গাভী তাহে সব দেখে একাকার।
সহসা পড়িল অসি ব্যাঘ্রের উপর।
ব্যাঘ্র তাহে পলাইল হইয়া কাতর ॥
পড়িল তাহাতে অসি অতি বেগভরে।
কপিলা নামেতে গাভী তাহার উপরে ॥
একে বীরবেশ তায় অসি খরশাণ।
হইল গাভীর শির তাহে দুইখান ॥
শার্দ্দূলের কাণ মাত্র কাটে তরবারে।
কাটিলাম ব্যাঘ্র ভাবে নৃপের কুমারে ॥
প্রভাত হইল নিশা উদিত তপন।
এ সংবাদ দিল তবে রাজার নন্দন ॥
ব্যাঘ্রনাশে হৃষ্ট হ'য়ে গুরু মহাশয়।
বলিল দেখিব গোষ্ঠে ব্যাঘ্র কোথা রয় ॥
অন্ধকারে ভ্রান্ত ছিল রাজার নন্দন।
নাহি জানে ব্যাঘ্র হেতু গাভী-বিনাশন ॥
গোষ্ঠে প্রবেশিয়া গুরু কহে অনিবার।
কোথা ব্যাঘ্র মারিয়াছ দেখাও কুমার ॥
ব্যাঘ্র নাহি হয় নাশ কাটে তার কাণ।
অসিতে হয়েছে নাশ কপিলার প্রাণ ॥
ইহা দেখি শোকে ক্রোধে গুরুমহাশয়।
উন্মত্ত হইয়া সেই নৃপ-পুত্রে কয় ॥
এই কি রে তোর কার্য্য গুরুর সেবন।
ব্যাঘ্র-ছলে মম গাভী করিলি ছেদন ॥
ওরে দুষ্ট রে পামর ওরে পাপমতি।
পাপে ভস্ম তোরে আমি করিব সম্প্রতি ॥
প্রাণের সমান গাভী কপিলা আমার।
বধিলি নিষ্ঠুর তুই তারে দুরাচার ॥
আমি গুরু সেই গাভী মম প্রিয়ধন।
মহাপাপ হ'ল তারে করিয়া নিধন ॥
গুরু অসন্তোষে তোর হ'ল অপরাধ।
গাভীবধ-পাপে ডুব সাগরে অগাধ ॥
যে কর্ম্ম করিলি দুষ্ট রাজার নন্দন।
প্রতিফল দিব তোরে আমি রে এখন ॥
একে তুই মম শিষ্য রাজার কুমার।
সেই হেতু লঘু শাপ বিধান তোমার ॥

এত বলি গুরুবর কম্পিত শরীর।
কত শত তিরস্কার করিলেন ধীর॥
ভয়ে জড়সড় হ'য়ে রাজার নন্দন।
আশ্চর্য্য হইয়া দুঃখে করেন ক্রন্দন॥
কি হইতে কি হইল বুঝিতে না পারি।
নাশিতে ব্যাঘ্রেরে গাভী ফেলিলাম মারি॥
বিষণ্ণ বদনে কাঁদে রাজার নন্দন।
অভিশাপ গুরু তাঁরে দিলেন তখন॥
যে কর্ম্ম করিলি দুষ্ট দুঃখ দিয়া প্রাণে।
নাশিব মর্য্যাদা তোর অভিশাপ দানে॥
নীচ কার্য্য নীচ ভাব উচিত বিধান।
সেই ভাবে মুক্তি তোর হইবে সন্ধান॥
এত বলি কহিলেন গুরু মহাশয়।
আজি হ'তে তুমি শূদ্র হইলে নিশ্চয়॥
শূদ্র বলি ঘৃণা করি রাজার নন্দনে।
আশ্রম হইতে দূর করেন তখনে॥
ক্ষুব্ধমনে দূর হ'য়ে রাজার কুমার।
ইতস্ততঃ বনে বনে করেন বিহার॥
দুঃখেতে হইল তাঁর ভক্তির উদয়।
হরিনাম জপে রত হন মহাশয়॥
একাগ্র সাধন-বলে হরি নারায়ণ।
পরম সন্তোষ লাভ করেন তখন॥
জলে স্থলে দেখে হরি পর্ব্বতে গগনে।
বৃক্ষ-লতা-মাঝে হরি পুষ্পিত কাননে॥
হরিতে উন্মত্ত হ'য়ে ত্যজি অহঙ্কার।
ইচ্ছিলেন ইহ-জন্মে দেহ ত্যজিবার॥
একদিন দাবানলে ব্যাপিল কানন।
মুক্তিলাভ তরে তার উৎকণ্ঠিত মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে প্রভু নারায়ণ।
অনলে পশিয়া দেহ করেন দাহন॥
মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি নাম তার।
রাজ্য ত্যজি বনে বনে করিত বিহার॥
বিষয়ে নিস্পৃহ সেই আত্মবন্ধু সহ।
আবাল্য হরির চিন্তা করে অহরহ॥
কারুষ-করুষ-পুত্র সৃজিল সন্তান।
উত্তরাপথের যত ক্ষত্রিয় মহান্॥
ধৃষ্ট হ'তে ধাষ্ট্রজাতি সমুৎপন্ন হয়।
ব্রাহ্মণত্ব লভি সবে অমর অক্ষয়॥
সুমতি নৃগের পুত্র তার পুত্রগণ।
একে একে বিস্তারিল নিজ বংশজন॥
মনুপুত্র নরিষ্যন্ত পুত্র তার হয়।
চিত্রসেন নামে সেই লভে পরিচয়॥
অগ্নিবেশ্যায়ন নামে এক ব্রহ্মকুল।
তাহা হৈতে জন্মলাভ করিল বিপুল॥
দিষ্টপুত্র কর্ম্মজন্য বৈশ্যরূপ ধরে।
তাঁর বংশে নরশ্রেষ্ঠ জন্মলাভ করে॥
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
দিষ্ট বংশে জন্ম তার শুন পরিচয়॥
এই বংশে বহু নৃপ বহু পুণ্য করে।
অন্য মনুপুত্র কথা বলি অতঃপরে॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
পৃষধ্রের উপাখ্যান যাহাতে প্রচার॥

ইতি রাজা পৃষধ্রের উপাখ্যান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুকন্যা সুন্দরীর উপাখ্যান

কহিলেন শুকদেব শুন হে রাজন।
শর্য্যাতি-চরিত কথা কলুষ-নাশন ॥
অতি জ্ঞানবান্ রাজা নারায়ণে মন।
সুকন্যা নামেতে তাঁর কন্যা সম্মোহন ॥
কি কব চরিত্র তাঁর ভাবিতে অপার।
কন্যার চরিত্র-গুণে সুখ্যাতি রাজার ॥
একদা হইল ইচ্ছা মৃগয়ার তরে।
কন্যা সহ যাইবারে বনের ভিতরে ॥
হস্তী অশ্ব পদাতিক চতুরঙ্গ দল।
লইয়া চলেন রাজা করি কোলাহল ॥
প্রবেশিল পরে রাজা এক মহাবনে।
ঋষির আশ্রম তথা হেরিল নয়নে ॥
চ্যবন নামেতে মুনি মহাতেজা হন।
সে মুনির এ আশ্রম শুনেন রাজন্ ॥
মুনিজন-পুণ্যাশ্রম জানি নরপতি।
হইলেন মনে মনে সশঙ্কিত অতি ॥
সঙ্গে ছিল নিজ কন্যা সহ সখীগণ।
বয়সে যৌবন আর সুধাংশু-বরণ ॥
চতুর্দ্দিকে চতুরঙ্গ দল মহাবল।
কহিলেন নরপতি ডাকিয়া সকল ॥
শুন এবে একমনে আমার বচন।
পবিত্র আশ্রম এই জানে সর্ব্বজন ॥
ভৃগুর নন্দন ঋষি নামেতে চ্যবন।
এ স্থানে করেন তিনি শ্রীহরি-সাধন ॥
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ এই স্থানে হয়।
ঋষির প্রসাদে বনে নাহি হিংসাভয় ॥
কেহ হেথা নাহি করে মৃগের সন্ধান।
জীবহিংসা করি নাহি বধে পশুপ্রাণ ॥
স্থির হ'য়ে সবে চল যাই অন্য স্থানে।
অপরাধ হ'লে ঋষি বধিবেন প্রাণে ॥
এ কথা শুনিয়া সবে হ'য়ে সাবধান।
একে একে ভীতচিত্তে করিল প্রয়াণ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা অতিক্রম করে।
শুন রাজা পরীক্ষিৎ কি ঘটিল পরে ॥
রাজার তনয়া সেই হরিণ-নয়না।
আশ্রমের শোভা দেখি আছিলা উন্মনা ॥
কোথা ডাকে পিককুল কোথা ফুটে ফুল।
বৎস সহ গাভী রহে বেড়ি বৃক্ষমূল ॥
হরিণ হরিণী কত ল'য়ে শিশুগণ।
করিয়া আনন্দ কেলি করিছে ভ্রমণ ॥
হেন শোভা হেরি হয় আনন্দিত মতি।
নানা কথা কহে নিজ সখীগণ প্রতি ॥
কভু ফল ফুল দেখি কত কথা কন।
কভু বা মোহিত হেরি ময়ূর-নর্ত্তন ॥
এইরূপে কিছু দূরে করিয়া গমন।
সম্মুখে বল্মীক এক করে দরশন ॥
ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সম হেরিয়া কামিনী।
নিকটে গেলেন তার হ'য়ে কুতুকিনী ॥
সখীগণ সহ তথা করিয়া গমন।
উজ্জ্বল পদার্থ তাহে করেন দর্শন ॥
মৃত্তিকায় জ্যোতিষ্মান্ নয়নে নেহারি।
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন কুমারী ॥
সখীগণ সহ এক কণ্টক লইয়া।
কুতূহলে সেই স্থানে দিলেন বিন্ধিয়া ॥
বিন্ধিবা মাত্রেতে তাহে বহিল শোণিত।
নেহারি কামিনী তাহা হ'ল চমকিত ॥

মৃত্তিকা-মণ্ডিত স্থান বল্মীক নামেতে।
শোণিত ইহার মাঝে রহে কিরূপেতে ॥
এ কথা ক্রমেতে শুনি তবে নরপতি।
নয়নে দেখিয়া হন অতি ভীতমতি ॥
যোগেতে তন্ময় হ'য়ে ভৃগুর নন্দন।
অনাহারে অনিদ্রায় করেন সাধন ॥
বহুকাল গত হেরি ভূমি-কীটগণ।
ঋষির অঙ্গেতে গৃহ করিল গঠন ॥
মুক্তমাত্র ছিল তাঁর যুগল নয়ন।
গিরি-গর্ভে যথা মণি করি দরশন ॥
সর্ব্বাঙ্গ বল্মীকে ঘেরা জানা নাহি যায়।
হেনরূপে চ্যবনেরে হেরিলেন রায় ॥
কণ্টক আছিল বিদ্ধ নয়নের পাশে।
সেই হেতু বেগে রক্ত বল্মীকে নিকাশে ॥
নিজ কন্যা অপরাধী হেরিয়া রাজন।
করিলেন নানামতে ঋষির স্তবন ॥
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে ঋষি সমাধি ত্যজিয়া।
কহিলেন নৃপবরে আশীর্ব্বাদ দিয়া ॥
এত দিনে নৃপ মম যোগ সমাপন।
হ'য়েছি জীবনে মুক্ত নাহিক মরণ ॥
কতদিন হরি-প্রেমে ছিনু সমাধিতে।
এবে ভোগ ইচ্ছা মোর হতেছে করিতে ॥
দেখিতে অপ্সরা ভুল্য তনয়া তোমার।
নবীনা যুবতী তাহে সুঠাম আকার ॥
মম করে তব কন্যা কর সমর্পণ।
ধন্য তুমি হবে আমি ভৃগুর নন্দন ॥
এ কথা শুনিয়া তবে মনুর নন্দন।
সবিনয়ে মিষ্ট ভাষে ঋষি প্রতি ক'ন ॥
মনুর কুমার আমি সামান্য মানব।
কেমনে বুঝিব ঋষি তোমার গৌরব ॥
তব সম পাত্রে কন্যা করিতে অর্পণ।
কার নাহি হয় ইচ্ছা কহ তপোধন ॥
এত বলি নরপতি দুহিতা লইয়া।
মুনির করেতে তারে দিলেন সঁপিয়া ॥
কন্যারে যৌতুক দিয়া বহু রত্ন ধন।
ঋষিরে করিয়া শেষে মিষ্ট সম্ভাষণ ॥
পাত্র মিত্র ল'য়ে রাজা যান নিজ স্থান।
আনন্দিত হন ঋষি লভি কন্যাদান ॥
সুকন্যা সুকন্যা অতি নবীন যৌবন।
ঋষিরে নেহারি তাঁর বুঝিলেন মন ॥
যোগে শুষ্ক-দেহ ঋষি শীর্ণকায় অতি।
মনে উপজিল রস হেরিয়া যুবতী ॥
সুকন্যা সে লাভ করি চ্যবনেরে স্বামী।
নানারূপে তুষ্ট তারে করে দিবাযামী ॥
অতি বৃদ্ধ মুনিবর লভি সে যুবতী।
সম্ভোগের তরে ইচ্ছা মনে জাগে অতি ॥
ভক্তের মহিমা রাজা কে বুঝিতে পারে।
ইচ্ছিল যৌবন-দেহ ঋষি ধরিবারে ॥
মহাতেজা মহাঋষি ধরিতে যৌবন।
যেমনি করিল তাহা মনেতে স্মরণ ॥
অমনি ভক্তের বাঞ্ছা বুঝি নারায়ণ।
ইচ্ছিলেন দিতে তারে নবীন যৌবন ॥
ভোগ বিনা ত্যাগ কভু স্থির নাহি হয়।
এই জন্য চ্যবনের ভোগে রতি রয় ॥
যোগেতে পাইয়া জ্ঞান হ'য়ে খাঁটি সোণা।
আরম্ভিল তবে ঋষি ভোগ আরাধনা ॥
কিছু দিন হ'লে গত সেই ঋষিজন।
ইচ্ছিলেন সুকন্যার প্রীতির সাধন ॥
ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত অশ্বিনী-কুমার।
উভয়ে স্বর্গের বৈদ্য বিদ্যা চমৎকার ॥
বৈদ্য বলি দেবগণ পূজা না করিত।
কোন যজ্ঞে উভয়েরে ভাগ নাহি দিত ॥
ভাবিল উভয়ে মনে এই সুসময়।
যজ্ঞভাগ লইবার সুযোগ নিশ্চয় ॥
ভৃগুর কুমার হয় মহর্ষি চ্যবন।
অতি মহাতেজা ঋষি সেই সিদ্ধজন ॥
তাঁহার করিলে সেবা তাঁহার কৃপায়।
দেবের সমান অংশ যজ্ঞে পাওয়া যায় ॥

এত ভাবি বৈদ্য তবে মনেতে আপন ।
আসিলেন হেরিবারে মহর্ষি চ্যবন ॥
রোগযুক্ত দেহ ঋষি শিরে জটাভার ।
গলিত পলিত দেহ অতি শীর্ণাকার ॥
তাঁহার কোলেতে বসি সুকন্যা রূপসী ।
ধূমল গগনে যেন শরতের শশী ॥
অথবা বসিয়া সারী শুষ্ক তরু'পর ।
মেঘেতে বিজলী যেন দেখিতে সুন্দর ॥
অসম্ভব সংযোজন হেরি দুইজন ।
করিল উভয়ে সেই ঋষি-সম্ভাষণ ॥
অশ্বিনী-কুমারে জানি তবে তপোধন ।
কহিলেন বুঝিয়াছি দোঁহার মনন ॥
কিন্তু এক কথা আছে দোঁহাকার পাশ ।
পূরালে আমার আশা পূরাইব আশ ॥
ভৃগুর নন্দন আমি জ্ঞাত আছ সবে ।
চিরকাল মহাযোগে লিপ্ত ছিনু ভবে ॥
তপস্যায় মহাজ্ঞান করি আহরণ ।
জীবন্মুক্ত হইয়াছি হেরি, নারায়ণ ॥
বৈরাগ্য আজন্ম সেবি হ'য়েছি চঞ্চল ।
সম্ভোগের ইচ্ছা মোরে করিছে বিকল ॥
সম্ভোগের রস কিছু বুঝিয়া এবার ।
ত্যজিব এ বৃথা দেহ মহা মায়াভার ॥
জন্মিলেই চাই ভোগ বিধির লিখন ।
নতুবা পুনশ্চ জন্ম শাস্ত্রের বচন ॥
সেই দুঃখ নাশিবারে অন্তিমে এবার ।
দেহ শক্তি এ শরীরে ভোগ করিবার ॥
গলিত পলিত দেহ শুষ্ক কামরস ।
যোগাগ্নিতে দহি সদা হ'য়েছি অবশ ॥
সম্মুখে দেখহ পত্নী নবীনা যুবতী ।
নয়নে বিদ্যুৎ খেলে কমল-মূরতি ॥
এ রূপ সৌন্দর্য্য মোর দাও বৈদ্যবর ।
যৌবনের খেলা আমি খেলিব সত্বর ॥
যুবক করিলে মোরে পাবে মহাফল ।
দিব সবে যজ্ঞভাগ দেখাইয়া বল ॥
ঋষির বচন শুনি অশ্বিনী-কুমার ।
আনন্দিত হইলেন অন্তর-মাঝার ॥
মুনিরে লইয়া দুই অশ্বিনী-কুমার ।
আসিলেন এক স্থানে অতি চমৎকার ॥
আছিল তথায় এক পুণ্য সরোবর ।
অমৃত-ভাণ্ডার তাহা দেবের গোচর ॥
দেব-দেবীগণ তথা সদা করে স্নান ।
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব তীরে সদা করে গান ॥
প্রফুল্ল কুসুমে তথা হয় পুষ্পময় ।
অনন্ত বসন্ত সেথা বিরাজিত রয় ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে পিক ধরে তান ।
ভ্রমর-ঝঙ্কারে মত্ত বিরহীর প্রাণ ॥
এ হেন স্থানেতে ঋষি করি আগমন ।
মনোহর হ্রদ এক করে দরশন ॥
অল্প অল্প কাম-ভাব হৃদয়ে তাঁহার ।
মৃদু মৃদু ভাবে ক্রমে করে অধিকার ॥
ঋষিরে চঞ্চল দেখি অশ্বিনী-কুমার ।
নামিলেন তাঁরে ল'য়ে সলিল-মাঝার ॥
চঞ্চল হইয়া ঋষি করিলেন স্নান ।
হেথা সুকন্যার হৃদে লাগে পঞ্চবাণ ॥
সরোবর তীরে আসি যুবতী তখন ।
কামবাণে পতি-সঙ্গ করিল মনন ॥
স্নান-মাত্রে ঋষি বৈদ্য হ'ল একাকার ।
কেবা ঋষি কেবা বৈদ্য বুঝে সাধ্য কার ॥
সুকন্যা নেহারি ইহা চমৎকার মানে ।
কোথা পতি কি হইল কিছুই না জানে ॥
জিজ্ঞাসিল তিন জনে কহ মহাশয় ।
কোথা মম প্রিয় পতি ঋষি সদাশয় ॥
কন্যার বুঝিতে মন তিন মহাজন ।
করিল সম্বোধি তারে মিষ্ট সম্ভাষণ ॥
দেখিতে সুন্দরী বামা নবীন যৌবন ।
শুষ্ক কাষ্ঠ সম সেই মহর্ষি চ্যবন ॥
কি কাজ তাঁহারে সেবি কি পাইবে ফল ।
আমাদের মনোবাঞ্ছা করহ সফল ॥

যাহা চাহ দিব তোমা ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে।
নন্দনের পুষ্প কিংবা বারুণী নগরে॥
এত শুনি কন্যা তবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে মনে।
কহিল সবারে তবে কাতর বচনে॥
দেখিতে দেবতা সবে কেন অবিচার।
কামিনীর পতি ধন্য ব্যাপ্ত ত্রিসংসার॥
সে হেন পতিরে ত্যজি রূপ প্রলোভনে।
ভজিতে নারিব কারে কহিনু এক্ষণে॥
এত শুনি তিন জনে হাসি মনে মন।
কহিলেন তব পতি ধরেন যৌবন॥
আমাদের মাঝে তিনি হন একজন।
বাছিয়া লহ গো সতী সে পতি-রতন॥
সকলের কথা শুনি সুকন্যা তখন।
কহিল সম্বোধি তবে সুমিষ্ট বচন॥
যুবতী অবলা আমি নারীজাতি হই।
দেবতার মায়া বুঝি হেন সাধ্য কই॥
কৃপা করি অধীনীরে হ'য়ে ক্ষমাপর।
মম স্বামী কেবা হন করাও গোচর॥
কন্যার বাণীতে তুষ্ট হ'য়ে বৈদ্যগণ।
আশ্বাসিয়া চ্যবনেরে করান দর্শন॥
পতির যৌবন হেরি সতী চমৎকার।
নিজ স্থানে গেল চলি অশ্বিনী-কুমার॥
ভক্তের মহিমা দেখ রাজা পরীক্ষিৎ।
বৃদ্ধ সে যুবক হ'ল তেজেতে নিশ্চিত॥
পূর্ণ মনস্কাম ঋষি হইয়া তখন।
করিলেন ভোগ তবে নবীন যৌবন॥
যোগবলে ঐশ্বর্য্যের সীমা নাহি হয়।
শত শত স্বর্ণ-রথ চারিদিকে রয়॥
হয় হস্তী প্রজা সেনা প্রাসাদ তোরণ।
বন উপবন আর বসন ভূষণ॥
এইমতে নানা ভোগ করে তপোধন।
পত্নীর সহিত সদা করেন ভ্রমণ॥
কখন সুমেরু-শৃঙ্গে কভু বা নন্দনে।
কভু রথোপরে কভু জলেশ-ভবনে॥
এইরূপে ছয় ঋতু করিয়া বিহার।
একদা ফিরিল নিজ আশ্রম-মাঝার॥
হেনকালে উপনীত শর্য্যাতি রাজন।
যজ্ঞ হেতু মহর্ষিরে দিতে নিমন্ত্রণ॥
দেখিলেন যুবকের বামেতে যুবতী।
কন্যারে কুলটা তবে ভাবেন নৃপতি॥
কুলটা ভাবিয়া রাজা করে তিরস্কার।
কহিলেন ওরে দুষ্টা একি ব্যবহার॥
বৃদ্ধ হেরি নিজ পতি ছলনা করিয়া।
পূরাও মনের আশা যুবকে ধরিয়া॥
মহৎ কুলেতে জন্মি নাহি তোর লাজ।
কি সাহসে করিলি রে ঘৃণিত এ কাজ॥
দেখিয়া চরিত্র তোর ভাবিতেছি মনে।
তিন কুলে কালি তুই মাখালি কেমনে॥
আপন স্বামীরে ত্যজি গোপনে গোপনে।
পরপুরুষের সেবা করিস কেমনে॥
পিতার বচন শুনি সুকন্যা তখন।
কহিল যেমতে ঋষি পাইল যৌবন॥
আশ্চর্য্য ঘটনা শুনি রাজা মহাশয়।
ঋষিরে বন্দিতে তবে অগ্রসর হয়॥
অবশেষে মহর্ষিরে করি নিমন্ত্রণ।
আনিলেন করিবারে যজ্ঞ সমাপন॥
সেই যজ্ঞে তপোধন মহর্ষি চ্যবন।
অশ্বিনী-কুমারে সোম করান ভক্ষণ॥
যজ্ঞেতে বৈদ্যের পূজা হেরি দেবগণ।
ভাবিলেন অবিচার করে তপোধন॥
অন্যায় হেরিয়া ইন্দ্র বজ্র ধরি করে।
আসিলেন বধিবারে সেই ঋষিবরে॥
নারায়ণে প্রাণ যেই করে সমর্পণ।
বজ্রের কি সাধ্য তায় করিতে নিধন॥
মুনিরে বধিতে যবে আসে পুরন্দর।
বজ্র সহ তেজোহীন হইল সত্বর॥
ইন্দ্রেরে নিস্তেজ হেরি যত দেবগণ।
ঋষিরে সন্তুষ্ট তবে করিল তখন॥

সে অবধি প্রতি যজ্ঞে অশ্বিনী-কুমার।
লভিলেন সোমরস পানে অধিকার॥
ক্রমে ঋষি করিলেন ভোগ সমাপন।
গৃহ ত্যজি হরিপদে স্থির করে মন॥
অন্তিমেতে হরি তাঁরে দিলেন আশ্রয়।
ভক্তের মহিমা রাজা বিচিত্রই হয়॥
শর্য্যাতি নামেতে সেই মনুর নন্দন।
তাঁহার চরিত্র রাজা করিনু বর্ণন॥
শর্য্যাতির তিন পুত্র অতি গুণধাম।
আনর্ত্ত উত্তানবর্হি ভূরিষেণ নাম॥
রেবত আনর্ত্তপুত্র রচি কুশস্থলী।
তথায় রাজত্ব করে অতি কুতূহলী॥
শতপুত্র হয় তার একটি তনয়।
কুকুদ্মি নামেতে সেই অতি গুণময়॥
রেবতী তনয়া সঙ্গে কুকুদ্মি নৃপতি।
ব্রহ্মলোকে চলিলেন খুঁজিবারে পতি॥
যে সব পাত্রের যোগ্যা রেবতী সুন্দরী।
বর্ত্তমান নাহি কেহ বিশ্বে দেহধারী॥
ব্রহ্মার আদেশে রাজা বলরাম-করে।
সঁপিলেন রেবতীকে অতি শ্রদ্ধাভরে॥
দ্বিতীয় নাভাগ হয় নভগতনয়।
গুরুকুলে করে বাস অতি পুণ্যময়॥
ব্রহ্মচারী ভাবি তারে আর ভ্রাতাগণ।
নিজেরা বাঁটিয়া লয় পিতৃদত্তধন॥
নাভাগ চাহিলে পরে অংশ আপনার।
ভ্রাতাগণ বলে, পিতা রহিল তোমার॥
এত শুনি পিতা তার করেন আদেশ।
সমাপিতে অঙ্গিরাদি-যজ্ঞ অবশেষ॥
সেই যজ্ঞে বহু ধন-অধিকারী হন।
অকস্মাৎ রুদ্র তথা করে আগমন॥
ঘটিল বিবাদ উভে লাগি যজ্ঞভাগ।
পিত্রাদেশে স্বীয় অংশ ছাড়িল নাভাগ॥
রুদ্র তবে তুষ্ট হ'য়ে সঁপিলেন বর।
ব্রহ্মজ্ঞান লভে তবে সেই মুনিবর॥
তাঁর পুত্র অম্বরীষ মহা পুণ্যবান্।
ব্রহ্মশাপ নাহি পশে যার বিদ্যমান॥

সুবোধ রচিল গীত মহা ভাগবত।
শুনে যাহা পাপী তাপী পায় মুক্তিপথ॥

ইতি সুকন্যা সুন্দরীর উপাখ্যান।

তৃতীয় অধ্যায়

অম্বরীষ রাজার উপাখ্যান

শুকদেব ক'ন শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
অম্বরীষ-কথা অতি হয় সুললিত॥
ভগবদ্‌ভক্ত সেই নৃপ মহাজন।
ভক্তিতেজে ব্রহ্মশাপ করে নিবারণ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত-মতি।
জিজ্ঞাসিল কহ ঋষি সে কথা সম্প্রতি॥
রাজার বচন শুনি ব্যাসের তনয়।
কহিল শুনহ বলি রাজা মহাশয়॥
নাভাগের পুত্র তিনি অতি মহামতি।
শৈশব হইতে দেন কৃষ্ণপদে মতি॥
কৃষ্ণপ্রেমে গদগদ সেই মহাজন।
করিতেন হরিনাম ব্রত-পরায়ণ॥

সর্ব্ব জীবে সম দৃষ্টি বৈরাগ্য বিষয়ে।
শম দম গুণাদিতে বিভূষিত হ'য়ে॥
বিষ্ণুরূপে বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীষ।
বিষ্ণুপর রাজা সদা হয়েন হরিষ॥
অপূর্ব্ব ভক্তের কথা কে বর্ণিতে পারে।
ভক্তিতেজে অহঙ্কার থাকিবারে নারে॥
বয়সে যৌবন বটে রাজা মহাশয়।
সপ্তদ্বীপা এ ধরণী যাঁর বশে রয়॥
নানা রত্ন ধন আদি কোষে পূর্ণ যাঁর।
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি রক্ষা করে দ্বার॥
শত্রুহীন রাজ্যধন ল'য়ে নরপতি।
পালন করেন সুখে এই বসুমতী॥
কি আশ্চর্য্য গর্ব্ব তাঁর কভু নাহি হয়।
সতত বৈরাগ্যে রাজা ভক্তিপর রয়॥
কর্ত্তব্য ভাবিয়া মাত্র করেন পালন।
পার্থিব বিষয়ে তাঁর নাহি ছিল মন॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিত্ত তাঁর রত।
বৈকুণ্ঠের গুণকথা কহেন সতত॥
নিজ হাতে হরিগৃহ করেন মার্জ্জন।
দুই কর্ণে হরিনাম করেন শ্রবণ॥
নারায়ণ-চিহ্ন রহে যে সব ভবনে।
সেই সব গৃহ হেরে আনন্দিত মনে॥
নিরন্তর সাধুসঙ্গ করেন রাজন।
শ্রীহরির প্রসাদাদি করেন ভোজন॥
অনাসক্ত হ'য়ে রাজা রাজকার্য্য করে।
অহঙ্কার লোভ কিছু না জাগে অন্তরে॥
কিছুতেই মুগ্ধ নাহি হয় তাঁর মন।
সকল আস্বাদ করি হরি প্রতি মন॥
অতিথি-সৎকার বিনা না করে আহার।
সাধুসঙ্গ বিনা তার নহে ব্যবহার॥
আতিথ্যে সুদৃঢ় পণ করিয়া কেবল।
ভক্তিতেজে জিনিলেন ব্রহ্মশাপানল॥
ভক্তিতেজে ব্রহ্মশাপ হয় নিবারণ।
ইহাতে আশ্চর্য্য হ'য়ে কহেন রাজন॥
কহ দেব আমা প্রতি করুণা করিয়া।
অলজ্ঘ্য ব্রাহ্মণ-ক্রোধ নষ্ট কি দেখিয়া॥
জগতে যাহার তেজ সহিবারে নারে।
হেন ব্রহ্মশাপতেজ নষ্ট কি প্রকারে॥
কহ ঋষি সেই বাণী শুনিব নিশ্চয়।
মহাভাগ্যবান্ রাজা অম্বরীষ হয়॥
রাজার ঔৎসুক্য দেখি তবে মুনিবর।
কহিলেন শুন হ'য়ে সুস্থির অন্তর॥
সর্ব্বগুণে গুণবান্ সেই সাধুজন।
করিলেন হরি-ব্রত হরি-পরায়ণ॥
একাদশী ব্রত রাজা করিয়া পালন।
পরদিন দ্বাদশীতে করিল পারণ॥
দেখিলেন অল্পকালে দ্বাদশী সে রয়।
নিত্যকৃত সেইকালে সারি মহোদয়॥
মুহূর্ত্ত দ্বাদশী হেরি করিতে পারণ।
গণ্ডূষ করিয়া জল করেন গ্রহণ॥
দুর্ব্বাসা নামেতে সেই মহাতপোধন।
সহসা রাজার কাছে করে আগমন॥
অগ্নিসম জটাজাল জ্বলে শিরে যাঁর।
নয়ন তপন-সম দেহ তেজাধার॥
দুর্ব্বাসা প্রবেশ করি কহিল বচন।
না কর না কর রাজা গণ্ডূষ গ্রহণ॥
উপবাসী আছি আমি করিয়াছি মন।
তব সম ভক্ত-গৃহে করিব পারণ॥
ঋষিরে অতিথি হেরি রাজা মহাশয়।
গণ্ডূষ ফেলিয়া ক'ন করিয়া বিনয়॥
ধন্য মম মহাব্রত হ'ল আচরণ।
যেহেতু করাব আমি তোমারে পারণ॥
ত্রিলোকে দুর্লভ তুমি শ্রেষ্ঠ ঋষিবর।
কি সাধ্য বুঝিতে তোমা আমি ক্ষুদ্র নর॥
শঙ্করের অংশ তুমি তেজে মহেশ্বর।
ত্রিলোক ভ্রমণ কর নির্ভীক অন্তর॥
তব পদ করি সেবা করাব পারণ।
পরেতে করিব আমি গণ্ডূষ গ্রহণ॥

সর্ব্বজ্ঞ তুমি হে ঋষি মনে যেন হয়।
মুহূর্ত্তের মাত্র এই দ্বাদশী যে রয় ॥
পারণ না হ'লে ঋষি দ্বাদশী-মাঝার।
নরকে পতন হবে হব ছারখার ॥
সে কারণে মহাঋষি অনুগ্রহ করি।
পারণ করহ ত্বরা কৃপারূপ ধরি ॥
রাজার বিনয় শুনি কহে ঋষিবর।
ত্বরায় করিয়া স্নান আসি নৃপবর ॥
এই কথা বলি ঋষি হ'লেন বাহির।
পরীক্ষা করিবে বলি লুকাইল ধীর ॥
মুনির অপেক্ষা করি রহিল রাজন্।
মুহূর্ত্ত হ'তেছে ক্ষয় দেখিয়া তখন ॥
ইহা দেখি নরপতি কাঁপে থর থর।
হরিব্রত ভঙ্গ বুঝি হ'ল অতঃপর ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে রাজা ডাকে নারায়ণ।
রক্ষা কর দীনবন্ধু করি নিবেদন ॥
আমি দাস তব আজ্ঞা করিতে পালন।
অতিথি-সৎকার হেতু করি আয়োজন ॥
এক ধর্ম্ম প্রতি চাহি আর ধর্ম্ম যায়।
দেখাইয়া দেহ হরি ইহার উপায় ॥
এতেক বিনয়ে কাঁদে ভুবনের পতি।
সেইকালে হ'ল তাঁর সুপ্রসন্ন মতি ॥
স্মরণ হইল তাঁর শাস্ত্রের বচন।
খাদ্যদ্রব্য মধ্যে নহে জলের গ্রহণ ॥
পড়িলে বিপদে ব্রতী রাখিতে পারণে।
দ্বাদশীতে সিদ্ধ হবে জলের গ্রহণে ॥
জলপানে দোষ নাহি হয় কদাচন।
অতিথি-সৎকার কার্য্য হবে সুসাধন ॥
এত ভাবি ধর্ম্ম হেতু ধার্ম্মিক রাজন্।
গণ্ডূষ মাত্রেক জল করেন গ্রহণ ॥
গ্রহণ করিয়া যেই দিলেন বদনে।
অমনি দুর্ব্বাসা মুনি পড়িল নয়নে ॥
নৃপেরে করিতে পান দেখি ঋষিবর।
ক্রোধবশে কলেবর কাঁপে থর থর ॥
হেন ক্রোধরূপ মুনি ধারণ করিয়া।
কহিতে লাগিল নৃপে ভীষণ গর্জ্জিয়া ॥
আরে রে দুর্জ্জন রাজা ভণ্ড অতি ঘোর।
অহঙ্কারে মত্ত মন হইয়াছে তোর ॥
অভুক্ত ব্রাহ্মণ রাখি নিজে কর পান।
নাহি দেখি হেন পাপী তোমার সমান ॥
ভক্ত বলি তুমি যেই কর অহঙ্কার।
ভক্তের এ হেন রীতি নাহি দেখি আর ॥
অতএব তোর সম কে আছে দুর্জ্জন।
ব্রহ্মশাপ দিয়া তোরে করিব নিধন ॥
এত বলি ক্রোধে মুনি কম্পিত শরীর।
ছিন্ন করে জটাজাল হ'তে নিজ শির ॥
মন্ত্রপূত করি জটা করিল ক্ষেপণ।
অগ্নিময় এক মূর্ত্তি তাহে প্রকাশন ॥
অতঃপর এক মূর্ত্তি খড়্গ হস্তে করি।
আসিল গ্রাসিতে নৃপে ভীমরূপ ধরি ॥
তবে রাজা ঋষি প্রতি কহেন তখন।
ক্ষমা করি শুন ঋষি আমার বচন ॥
কিবা অপরাধ মোর তোমার চরণে।
কিসে অবহেলা করি তোমা হেন জনে ॥
তোমারে ছলিতে মম কিবা সাধ্য হয়।
শাস্ত্রমতে ব্রত রক্ষা করি মহাশয় ॥
অনাহারে রহিয়াছি তোমা মুখ চাই।
তিন দিন উপবাসী কিছু নাহি খাই ॥
অন্তর্য্যামী তুমি ঋষি বিদিত সকল।
ব্রতভঙ্গ-ভয়ে পান করিয়াছি জল ॥
জলপানে অনাহার শাস্ত্রের বচন।
এতে কিবা দোষ মম কহ মহাত্মন ॥
কোন কথা না শুনিয়া ক্রোধেতে মাতিয়া।
অগ্নিরূপী ঋষি শাপে দিলেন কহিয়া ॥
ভক্তিভাবে এই রাজা মহা-অহঙ্কারী।
চূর্ণ কর অহঙ্কার ইহারে সংহারি ॥
এতেক বচন শুনি শাপ অগ্নিময়।
দাবানলরূপে তথা অগ্রসর হয় ॥

পুরবাসী প্রজাবৃন্দ পক্ষ্যাদি সকল।
পুড়িতে দেখিয়া সবে করে কোলাহল॥
হাহাকার শুনি তবে দীনবন্ধু হরি।
দেখাইতে ভক্তিতেজ মনে স্থির করি॥
সুদর্শনে কহিলেন শুন সুদর্শন।
দুর্ব্বাসা হইতে রাখ নৃপের জীবন॥
সেই ব্রহ্মশাপ-বল হরির কৃপায়।
অনায়াসে মহাগর্ব্বে রসাতলে যায়॥
এ কথা করিতে সত্য শ্রীমধুসূদন।
পাঠাইলা ভক্ত লাগি নিজ সুদর্শন॥
দেবের দুর্লভ অস্ত্র নাম সুদর্শন।
শিব ব্রহ্মা যাঁর নাহি পান দরশন॥
যাঁর তেজে এই বিশ্বে প্রকাশে প্রলয়।
ভক্তরক্ষা হেতু হেন অস্ত্র মহাশয়॥
নাশিতে অমোঘবীর্য্য ব্রাহ্মণের শাপ।
কোটি জন্মে নাশ যার না হয় প্রতাপ॥
অম্বরীষ-সম্মুখেতে হইয়া প্রকাশ।
নিমেষে ঋষির শাপ করিলেক নাশ॥
যে ভক্ত উপরে নাহি যম অধিকার।
তাহার উপরে হয় হেন অবিচার॥
ঋষিরে শাসিতে চক্র ধায় তাঁর প্রতি।
অস্থির হইয়া ঋষি পলান ঝটিতি॥
ত্রিভুবনে যথা ঋষি করেন গমন।
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় অস্ত্র সুদর্শন॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক আর দেবালয়।
কোথাও না পান ঋষি লইতে আশ্রয়॥
সর্ব্বত্র প্রবেশ করি অস্ত্র সুদর্শন।
নাশিবারে দুর্ব্বাসারে হন প্রকাশন॥
অবশেষে ঋষি যান বৈকুণ্ঠ আলয়।
লইতে শ্রীহরি-পদে আপন আশ্রয়॥
শ্রীহরি নেহারি ঋষি কহেন বচন।
রক্ষা কর অস্ত্র হ'তে মোরে নারায়ণ॥
হে অচ্যুত হে অনন্ত প্রভু দয়াময়।
অপরাধ করিয়াছি আমি অতিশয়॥
হে বিশ্বভাবন প্রভু অগতির গতি।
রক্ষা কর রক্ষা কর আমারে সম্প্রতি॥
না বুঝিয়া হীন কার্য্য করিয়াছি আমি।
অপরাধ হ'তে মুক্ত কর অন্তর্য্যামী॥
তোমার মধুর নাম করিলে কীর্ত্তন।
নারকীও মুক্তিলাভ করে অনুক্ষণ॥
একথা শুনিয়া হরি কহেন বচন।
কি সাধ্য ছাড়িয়া অস্ত্র করিব ধারণ॥
মম অপমান আমি সহিবারে পারি।
মম ভক্ত-অপমান সহিবারে নারি॥
ভক্তের অধীন আমি পরাধীন তাই।
ভক্তজন মোর প্রিয় হয় সর্ব্বদাই॥
যেই জন লয় কভু আমার শরণ।
তারে আমি ত্যাগ নাহি করি কদাচন॥
সাধুরা হৃদয় মোর হয় সুনিশ্চয়।
আমিও সদাই হই সাধুর হৃদয়॥
অতএব অম্বরীষে করিয়া বিনয়।
প্রসন্ন করিলে শান্তি হইবে নিশ্চয়॥
হরির বচন শুনি তবে তপোধন।
চলিলেন অনাহারে যথায় রাজন॥
মহাভক্ত মহারাজা কান্দে প্রেমভরে।
অভুক্ত ব্রাহ্মণ গেল পরিহরি মোরে॥
প্রাণত্যাগ দুঃখ মম নহে কদাচন।
অতিথি-সৎকার ধর্ম্ম হ'ল বিনাশন॥
কি পাপ করিনু আমি ব্রাহ্মণের পায়।
পাইলাম ব্রহ্মশাপ একি ঘোর দায়॥
হরির রহস্য রাজা বুঝিতে না পারে।
ধর্ম্ম রাখ নারায়ণ বলে বারে বারে॥
ভক্তের রাখিতে মান প্রভু নারায়ণ।
পাঠাইলা ঋষি সহ চক্র সুদর্শন॥
ঋষিরে নেহারি রাজা পরিশুষ্ক-কায়।
শ্রীপদ-বন্দনা লাগি ত্বরা করি ধায়॥
হেথা মুনি প্রাণ সহ ব্যাকুল হইয়া।
অম্বরীষ-পদযুগ ধরিলেন গিয়া॥

বলে রাজা ধরিলাম তোমার চরণ।
রক্ষা কর দয়া করি আমার জীবন ॥
ভক্তের মহিমা আমি এত জানি নাই।
সেই অপরাধে আমি এই দুঃখ পাই ॥
অপূর্ব্ব ঘটনা হেরি নৃপ অম্বরীষ।
আশ্চর্য্য হইল যেন বিষাদে হরিষ ॥
দুর্ব্বাসারে বুকে ধরি ক্ষীণ কলেবর।
উপবাসে না প্রকাশে শুষ্ক কণ্ঠস্বর ॥
নয়নে না বহে নীর স্থিরমাত্র রয়।
ইহা দেখি কাঁদে সবে কোলাহল হয় ॥
হরির মহিমা হেরি তবে নৃপবর।
দুর্ব্বাসারে কোলে লন হইয়া কাতর ॥
ভগবান চক্র সেই হেরি সুদর্শনে।
স্তব করে অম্বরীষ ভক্তিযুক্ত মনে ॥
তুমি অগ্নি তুমি সূর্য্য তুমি শশধর।
তুমি জল তুমি ভূমি তুমি হে অম্বর ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি সকলের সার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
অচ্যুতের প্রিয় তুমি সর্ব্ব অস্ত্রঘাতী।
পৃথিবীর অধীশ্বর ভক্তদের সাথী ॥
যজ্ঞ-মূর্ত্তি তুমি আর তুমি লোকপাল।
সকলের আত্মা তুমি হও চিরকাল ॥
হরির সামর্থ্য তুমি হও অনিবার।
দুর্ব্বাসারে রক্ষা তুমি কর এইবার ॥
মোর প্রতি তব যদি কিছু কৃপা থাকে।
তবে রক্ষা কর এই ঋষি দুর্ব্বাসাকে ॥
এইরূপে স্তব যবে করিল নৃপতি।
সুদর্শন চক্র শান্ত হইল ঝটিতি ॥
পরিত্রাণ পেয়ে ঋষি নৃপতিরে কয়।
ধন্য ধন্য তুমি রাজা ভক্ত অতিশয় ॥
ভক্তের মহিমা আমি হেরিলাম আজ।
আমারে রক্ষিলে তুমি ওহে মহারাজ ॥
অপরাধী হইয়াছি আমি তব প্রতি।
তথাপিও তুমি মোর ঘুচালে দুর্গতি ॥
অনাহারী রাজা হেরি দুর্ব্বাসা তখন।
করিলেন তাঁর দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ ॥
আহার করায় তাঁরে সুখী নৃপধন।
বহু দুঃখে ধর্ম্ম রক্ষা করেন তখন ॥
উপবাসী নৃপে হেরি মহা-তপোধন।
অবশেষে করালেন তাঁহারে ভোজন ॥
রাজারে ভুঞ্জায় উভে উভ ধর্ম্ম সারি।
বিদায় হ'লেন ঋষি তপঃকামাচারী ॥
এইরূপে মহাভক্ত অম্বরীষ রায়।
ধর্ম্ম রাজ্য দুই রাখে ত্যজিয়া মায়ায় ॥
অবশেষে পুত্র পৌত্র রাখি বর্ত্তমান।
হরিপদে সঁপিলেন আপনার প্রাণ ॥
ভক্তের চরিত্র এই রাজা পরীক্ষিৎ।
কহিলাম যথাশক্তি জানিও নিশ্চিত ॥
এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির।
সূতের বাণীতে শান্ত শৌনকাদি ধীর ॥
মধু ভাগবত-বাণী সর্ব্বশাস্ত্র-সার।
সুবোধ রচিল গীত করিয়া বিচার ॥

ইতি অম্বরীষ রাজার উপাখ্যান।

চতুর্থ অধ্যায়

সৌভরি মহর্ষির উপাখ্যান

সম্বোধিয়া কহে সূত যত ঋষিগণে।
অপূর্ব্ব শুকের বার্ত্তা শুন একমনে ॥
পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুক মুনিবর।
কহিলেন শুন রাজা হইয়া তৎপর ॥
সৌভরি নামেতে এক ছিল তপোধন।
চারি বেদে জ্ঞানবান্ ব্রহ্ম-পরায়ণ ॥
সহসা আসক্তি তাঁর হইল প্রকাশ।
তপ ত্যজি সংসারেতে করিল বিলাস ॥
অবশেষে মহামায়া নাহি সহি আর।
পুনশ্চ বৈরাগ্যে যায় বৈকুণ্ঠ আধার ॥
শুকের বচন শুনি রাজা পরীক্ষিৎ।
আশ্চর্য্য হইয়া তাঁরে কহেন নিশ্চিত ॥
নিশ্চিত ব্রহ্মের ভক্ত মহা-তপোধন।
কেমনে সংসার প্রতি ফিরাইল মন ॥
কেমনে বা মহামায়া বুঝিয়া ছলন।
অন্তিমে হইল হরি-প্রেমেতে মগন ॥
অপূর্ব্ব এ বাণী ঋষি কহত নিশ্চয়।
শ্রীহরির মহালীলা ইহাতে আশ্রয় ॥
শুনিয়া রাজার বাণী শুক মহাজন।
আরম্ভিলা সৌভরির আখ্যান কথন ॥
শুকদেব কহিলেন শুন হে রাজন্।
অম্বরীষ নৃপতির বংশ অগণন ॥
বিরূপ ও শম্ভু আর কেতুমান্ নাম।
অম্বরীষ-পুত্র তারা অতি গুণধাম ॥
বিরূপের বংশ যারা ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ।
আঙ্গিরস গোত্র সব খ্যাতি অতুলন ॥
মনুর নাসিকা হ'তে এক পুত্র হয়।
ইক্ষাকু নামেতে তার বিশ্বে পরিচয় ॥
শত পুত্র হয় তার শুন হে রাজন্।
বিকুক্ষিরে বলে কর মাংস আনয়ন ॥
ক্ষুধার্ত্ত বিকুক্ষি এক শশক ধরিয়া।
তাহা খেয়ে আসে পরে অন্য মাংস লৈয়া ॥
উচ্ছিষ্ট মাংসেতে তাই যজ্ঞ নাহি হয়।
গুরুর আদেশে সেই নির্ব্বাসিত রয় ॥
বিকুক্ষি শশাদ নাম ধরিয়া পরেতে।
শাসন করিল পৃথ্বী অতি বিধিমতে ॥
তাঁর পুত্র পুরঞ্জয় ভিন্ন নামে খ্যাত।
ককুৎস্থ ও ইন্দ্রবাহ রূপেতে আখ্যাত ॥
দৈত্যসহ দেবগণ যুদ্ধ যবে করে।
পুরঞ্জয় বাঁচাইল দেবতানিকরে ॥
মহাবৃষ রূপে ইন্দ্র সেই যুদ্ধে রয়।
তাহার ককুদে বসি যুঝে পুরঞ্জয় ॥
এই হেতু নাম তার ককুৎস্থ সুমতি।
পুরঞ্জয় নাম, জিনি দৈত্যের বসতি ॥
তাঁহার বাহন ইন্দ্র, তাই নাম তার।
ইন্দ্রবাহ বলি হয় জগতে প্রচার ॥
পুরঞ্জয়-পুত্র হয় অনেকা নামেতে।
তার বংশধর খ্যাত হয় বিধিমতে ॥
এই বংশে ধুন্ধুমার অতীব বিখ্যাত।
তার বংশে যুবনাশ্ব সন্তানরহিত ॥
ঈশ্বর-কৃপায় তার এক পুত্র হয়।
মান্ধাতা নামেতে যার আছে পরিচয় ॥

যুবনাশ্ব কক্ষ ভেদি আসিল মান্ধাতা।
'ত্রসদস্যু' নাম রাখে স্বর্গের দেবতা॥
সসাগরা পৃথ্বী তিনি করেন শাসন।
আত্মজ্ঞানী হ'য়ে করে শ্রীহরি-অর্চ্চন॥
পুত্র-কন্যা যশোবীর্য্যে কম নাহি ছিল।
হরিপদে তাঁর মতি সদা বিকাইল॥
হরির প্রসাদে তিন হইল নন্দন।
হইল পঞ্চাশ কন্যা পুনঃ উৎপাদন॥
সেই রাজা রাজ্যকালে এক মহাঋষি।
সৌভরি নামেতে তপ করে দিবানিশি॥
তপস্যায় মহাতেজা তাঁর সম নাই।
গ্রীষ্মেতে অগ্নির মাঝে রহিত সদাই॥
বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজে করে হরিনাম।
এক মনে তপ জপ করে অবিরাম॥
শরতে পর্ব্বতোপরি হিমে হিমোপর।
শীতেতে জলের মাঝে ধ্যানে নিরন্তর॥
বসন্তে বায়ুতে বসি মগ্ন সাধনায়।
কার সাধ্য তার বল বর্ণিবে কথায়॥
হেন তেজোময় ঋষি বৈরাগ্য-মণ্ডিত।
হরিপদে মন রাখি হরিতে চিন্তিত॥
আজন্ম বৈরাগী হন ভোগে রত নন।
না জানেন কিবা ভোগ সংসার কেমন॥
একদিন সিদ্ধ ঋষি সৌভরি সুজন।
ইচ্ছিলেন জলে ডুবি করিতে সাধন॥
সুরম্য আশ্রমে তাঁর ছিল সরোবর।
সিদ্ধি-তেজে ডুবিলেন তাহার ভিতর॥
এরূপ কঠোর ব্রত করি সমাপন।
ধ্যান হ'তে মহাঋষি মেলেন নয়ন॥
সেইকালে দুই মৎস্য সেই সরোবরে।
ঋষির সম্মুখে মত্ত হ'ল কামভরে॥
মৈথুন করিল দোঁহে হেরিয়া নয়নে।
মৈথুন করিতে ইচ্ছা হ'ল তাঁর মনে॥
কাম-ভাব হেরি ঋষি আপনার মনে।
ভাবিলেন ভোগ-শান্তি হয় না জীবনে॥
অতএব সিদ্ধি সহ ভোগ মম চাই।
নতুবা জীবনে মোর কোন আশা নাই॥
এত ভাবি তবে ঋষি হইয়া তৎপর।
ত্যজিলেন সেই ক্ষণে সেই-সরোবর॥
সরোবর ত্যজি ঋষি ভাবে মনে মন।
সুরূপা যুবতী চাই করিতে রমণ॥
বিবাহ করিয়া চাই করিতে সংসার।
পুত্র-পৌত্রাদির সহ করিতে বিহার॥
হইবে ভোগের শান্তি স্থির করি মন।
ভাবিলেন কোথা পাব রমণী-রতন॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল উদয়।
কুলে শীলে ধন্য রাজা মান্ধাতা নিশ্চয়॥
পঞ্চাশৎ কন্যা তাঁর তিনটি তনয়।
এক কন্যা মাগি লব করিয়া বিনয়॥
সেই কন্যা ল'য়ে আমি করিব সংসার।
হইবে ভোগের শান্তি করিলে বিহার॥
এত ভাবি তবে ঋষি সিদ্ধি-তেজোময়।
যোগ-শীর্ণ দেহে যান রাজার আলয়॥
পৃথিবীর অধিপতি সেই নৃপমণি।
ইন্দ্রের প্রদত্ত নাম ধরেন আপনি॥
ইন্দ্র দিল নাম শুনি উত্তরা-নন্দন।
শুকদেব প্রতি কহে বিনয় বচন॥
কহ ঋষি এ আখ্যান মোরে অতঃপর।
মান্ধাতা এ নাম কেন দেন পুরন্দর॥
শুকদেব কন শুন পাণ্ডু-শিরোমণি।
যুবনাশ্ব নামে রাজা পালেন ধরণী॥
এক শত ভার্য্যা তাঁর রূপসী যুবতী।
কাহার হইল নাহি সন্তান-সন্ততি॥
পুত্রহীন নৃপ তবে ভাবে মনে মন।
পুত্রহীন জন্ম মিথ্যা জীবনে মরণ॥
পুত্রহীন জনে কভু নহে ত উদ্ধার।
মনোদুঃখে প্রবেশেন অরণ্য-মাঝার॥
রাজারে দুঃখিত হেরি যত ঋষিগণ।
পুত্র হেতু ইচ্ছিলেন পূজা নারায়ণ॥

মহাযজ্ঞ করে মিলি যত ঋষিজন।
পুত্র হেতু করিলেন সুধা উদ্ধারণ॥
এ কথা না জানে রাজা তাহার রমণী।
উভয়ে যাপেন তথা দিবস রজনী॥
সেই নিশি উপবাসে থাকেন নৃপতি।
তৃষ্ণায় কাতর তিনি হইলেন অতি॥
আশ্রমে না ছিল বারি অতীব কাতরে।
প্রবেশ করেন রাজা সেই যজ্ঞঘরে॥
যজ্ঞগৃহ-মাঝে ছিল সুধার আধার।
বারি ভাবি শীঘ্র রাজা করেন আহার॥
সুধাপান করি রাজা তৃষ্ণা নিবারিয়া।
আশ্রমে আসেন পুনঃ আপনি ফিরিয়া॥
প্রভাতে উঠিয়া যত যাজ্ঞিক সুজন।
দেখিলেন সুধা নাই কে করে হরণ॥
তখন শুনিয়া রাজা মানিল বিস্ময়।
ঋষি কহে পুত্র হেতু সুধা সেই হয়॥
সেই সুধা কর পান হারাইয়া জ্ঞান।
অবশ্য তোমার গর্ভে হইবে সন্তান॥
পুরুষের গর্ভে পুত্র সুধাবলে হয়।
স্তন নাই কিবা পান করে সে তনয়॥
প্রসব করিলে নৃপ কাঁদিল কুমার।
ঋষিজন সকলেই করে হাহাকার॥
সেই কালে কৃপা করি প্রভু নারায়ণ।
ইন্দ্রে পাঠাইলা তারে করিতে রক্ষণ॥
ইন্দ্র আসি কহে পান করহ আমায়।
মান্ধাতা এ হেতু নাম সেই শিশু পায়॥
এ হেন দুর্লভ জন্ম লয় নৃপধন।
তাঁহার সমীপে ঋষি করিল গমন॥
ঋষিরে নেহারি রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
আসন দিলেন শুভ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া॥
আসনে বসিয়া ঋষি সৌভরি তখন।
কহিতে লাগিল নৃপে সুমিষ্ট বচন॥
সূর্য্যবংশে তব জন্ম বলী দেব-বলে।
ত্রিভুবনে তব যশ ঘোষে যে সকলে॥
সামান্য তপস্বী আমি তুমি মহাজন।
মম আশা পূর্ণ কর এই আকিঞ্চন॥
জন্মাবধি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করি।
ইচ্ছা হ'ল ভোগ শান্তি করি ভজি হরি॥
শুনেছি পঞ্চাশ কন্যা রয়েছে তোমার।
প্রদান করহ মোরে একটি তাহার॥
তপোবলে ধন গৃহ বিধিমতে করি।
সংসার করিব আমি কিছুকাল ধরি॥
অতএব কর রাজা বাসনা পূরণ।
ধন্য হবে তব জন্ম পাবে পুণ্যধন॥
মুনির বচন শুনি তবে নৃপবর।
কহিতে লাগিল তাঁরে কথা হিতকর॥
যুবতী সুন্দরী কন্যা মম সর্ব্বজন।
করিয়াছে সকলেই স্বয়ম্বর পণ॥
কন্যার নিকটে যাও দেখিয়া তোমায়।
বরিলে পাইবে কন্যা বাধা নাহি তায়॥
রাজার শুনিয়া বাণী সেই তপোধন।
ভাবিলেন উপহাস করিল রাজন॥
একে অতি শীর্ণকায় জীর্ণ কলেবর।
রমণে শকতি নাই কৃশমূর্ত্তিধর॥
ইহা ভাবি তপোবলে সৌভরি সুজন।
করিলেন আপনার রূপ সম্পাদন॥
দেখিতে সবল বপু নবীন যৌবন।
চন্দ্রসম অঙ্গ-কান্তি কমল বদন॥
প্রেম-মাখা হাসিমুখ সতৃষ্ণ নয়ন।
হেরিলে আকুল হয় স্বর্গ-নারীগণ॥
সুন্দর প্রাঙ্গণ গৃহ আর উপবন।
স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি মাণিক্য রতন॥
সকলে ভূষিত করি আপন আলয়।
পুনশ্চ গেলেন যথা রাজা মহাশয়॥
রাজারে কহেন গিয়া শুনহ রাজন্।
সৌভরি আমার নাম দেহ কন্যাধন॥
স্বয়ম্বরে তব কন্যা করিয়াছে পণ।
তথা মোরে ল'য়ে চল করিতে দর্শন॥

অপরূপ রূপ হেরি রাজা মহাশয়।
তপোবলে মুগ্ধ হ'য়ে চরণ পূজয় ॥
পূজিয়া পাঠান তাঁরে গৃহ-অভ্যন্তরে।
যথায় পঞ্চাশ কন্যা একত্র বিহরে ॥
চন্দ্রপুরী অন্তঃপুর কন্যার প্রভায়।
দ্বিতীয় চন্দ্রের সম তপস্বী তথায় ॥
অপরূপ রূপ হেরি যত কন্যাগণ।
একে একে মুনিবরে করিল বরণ ॥
তপস্যার তেজে মুনি ল'য়ে পত্নীগণ।
ভোগ-সুখে বহুকাল করেন যাপন ॥
প্রত্যেকের গর্ভে হ'ল পঞ্চশত সুত।
এমতে হ'লেন মুনি মহাবংশযুত ॥
বহুকাল ভোগ করি তৃপ্তি নাহি হয়।
প্রত্যহ নূতন ইচ্ছা তাহাতে উদয় ॥
কিছুতে না পেয়ে তৃপ্তি সেই মুনিবর।
একদিন জ্ঞানবলে করেন গোচর ॥
আজন্ম তপস্যা করি পেয়ে সিদ্ধিফল।
মৎস্যের মৈথুনে মন হইল চঞ্চল ॥
এক ছিনু ভোগ লাগি হইনু পঞ্চাশ।
সহস্র পঞ্চেক করে সন্তান প্রকাশ ॥
এক হ'তে হ'ল এত ভোগের প্রচার।
তবু না কামনা শান্তি ঘটিল আমার ॥
ভাবিতে ভাবিতে হ'ল বৈরাগ্য-উদয়।
পত্নীগণে কহিলেন জ্ঞান যাহে হয় ॥
পতির মন্ত্রণা মতে পূজি নারায়ণ।
সকলেই পাইলেন জ্ঞান মহাধন ॥
সৌভরি পুত্রেরে দিয়া বিত্ত গৃহ ঘর।
হরিতে সঁপিতে যায় আপন অন্তর ॥
কিছুদিন পরে মুনি নিজ তপোবলে।
ত্যজিলেন নিজ দেহ এই ধরাতলে ॥
পতির মরণে তবে যত পত্নীগণ।
পতিদেহ সহ সবে হইল দাহন ॥
অন্তিমে সকলে পায় বিষ্ণুপদে স্থান।
ভোগ হ'তে মুক্তি লাভ করিল পরাণ ॥
অপূর্ব্ব ভোগের লীলা কহা নাহি যায়।
শুনিলে বৈরাগ্য ভাব পরীক্ষিত রায় ॥
এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির।
ভক্তজনে লহ ভক্তি প্রেমসিন্ধু নীর ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
ভক্তের নিকটে ভোগ দুঃখের আগার ॥

ইতি সৌভরি মহর্ষির উপাখ্যান।

পঞ্চম অধ্যায়

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

শুকদেব কহিলেন শুন মহারাজ।
আরো কিছু কথা আমি কহি তোমা আজ ॥
সত্যব্রত নামে এক ছিল নরপতি।
ত্রিশঙ্কু নামেতে পুত্র খ্যাত তাঁর অতি ॥
পিতার শাপেতে তিনি হ'লেন চণ্ডাল।
এইরূপে হীন ভাবে রন বহুকাল ॥
অনন্তর বিশ্বামিত্র মুনির কৃপায়।
সশরীরে সত্যব্রত স্বর্গধামে যায় ॥
অদ্যাবধি সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামেতে।
বিরাজ করেন সদা আকাশ-ধামেতে ॥
দেবতারা অধঃশিরা করেন তাহারে।
বিশ্বামিত্র সবলেতে রাখে ত্রিশঙ্কুরে ॥

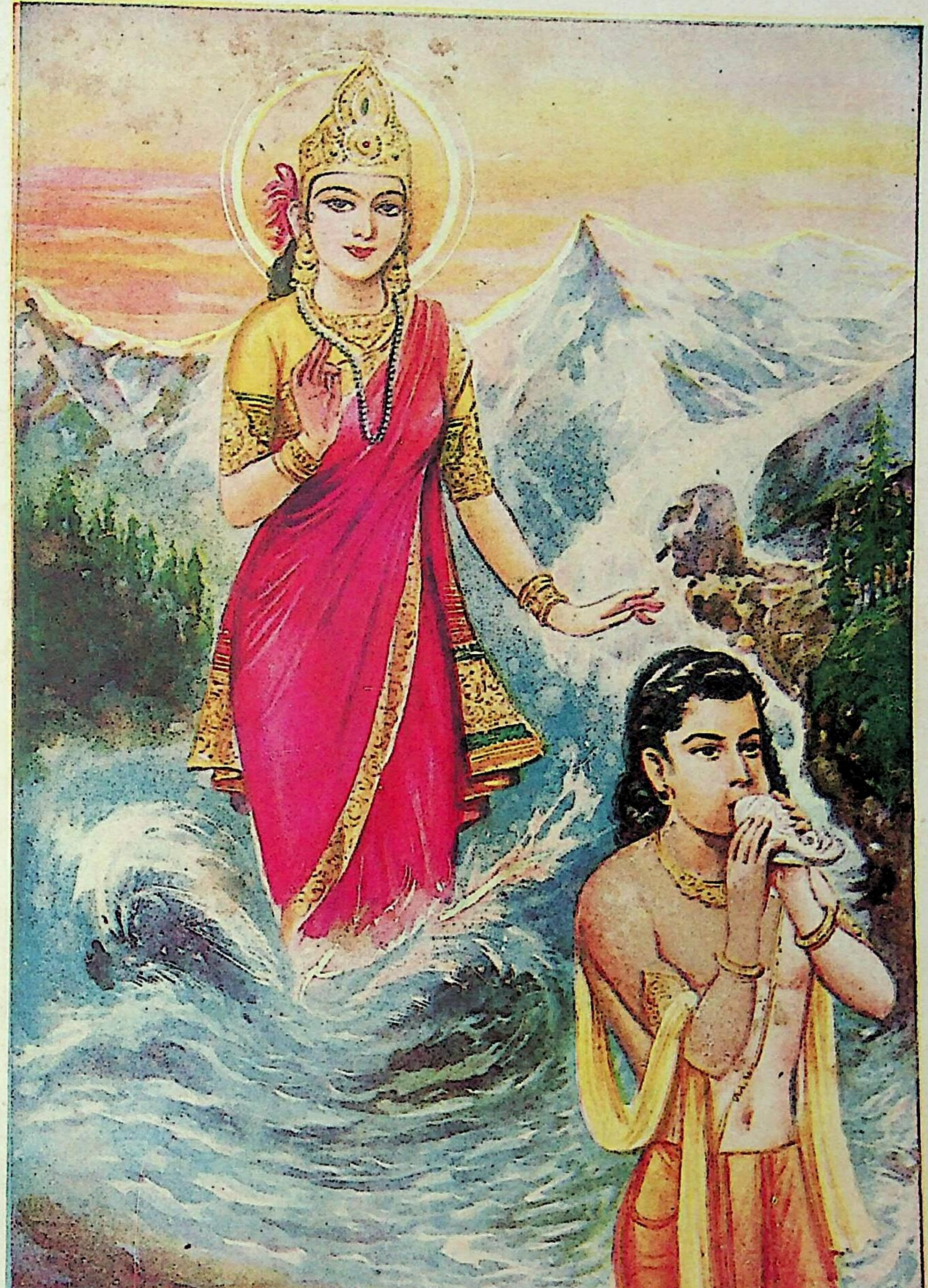

ভগীরথ আগে যান গঙ্গা যান পাছে।
ক্রমে বেগ পড়ে আসি মহেশের কাছে॥

পৃষ্ঠা—৬৩০

তাঁর হেতু পক্ষিরূপে বিশ্বামিত্র মুনি।
বশিষ্ঠের সহ যুদ্ধ করেন আপনি ॥
অপুত্রক হরিশ্চন্দ্র নারদ-আদেশে।
পুত্র বর লাগি যায় বরুণের পাশে ॥
পুত্র বলি দিয়া যজ্ঞ করিবে রাজন্।
এত বলি বরুণের লইল শরণ ॥
বরুণের বরে তাঁর এক পুত্র হয়।
রোহিত নামেতে তার হয় পরিচয় ॥
বরুণ কহিল তবে শুনহে রাজন্।
পুত্র বলি দিয়া কর যজ্ঞ-সম্পাদন ॥
রাজা বলে দশ দিন যদি নাহি যায়।
পবিত্র না হবে পুত্র, থাক অপেক্ষায় ॥
দশ দিন হ'লে গত বরুণ কহিল।
এইবার যজ্ঞ কর, পুত্র পূত হ'ল ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে এবে শুনহ দেবতা।
দন্ত না উঠিলে এর কোথা পবিত্রতা ॥
দন্তোদ্গম হয় যবে বরুণ বলিল।
এইবার নৃপ তব বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ॥
পুত্র বলি দিয়া কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
নৃপ বলে পবিত্রতা কোথা মতিমান্ ॥
দন্ত না পড়িলে পুত্র পবিত্র না হয়।
তাই বলি যজ্ঞ নহে বৈধ মহাশয় ॥
পড়ে সেই দন্ত আর উঠিল নতুন।
যজ্ঞ কর অনুষ্ঠান কহিল বরুণ ॥
নৃপ বলে বর্ম্ম যবে করে পরিধান।
পবিত্র হইবে তবে শুন মতিমান্ ॥
পুত্র প্রতি অনুরাগে নৃপ এই ভাবে।
বঞ্চিতে লাগিল দেবে নানাবিধ ভাবে ॥
তথাপি বরুণদেব রুষ্ট নাহি হয়।
অপেক্ষিয়া থাকে পূর্ণ হইবে সময় ॥
কালেতে রোহিত ক্রমে জানিল যখন।
পিতার প্রতিজ্ঞাকথা, ভাবিল তখন ॥
প্রাণরক্ষা লাগি তবে ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ।
বনের উদ্দেশে যায় নৃপের সন্তান ॥
এইকালে হরিশ্চন্দ্র বরুণ প্রভাবে।
আক্রান্ত হইল ক্রমে পরিপূর্ণ ভাবে ॥
উদরেতে জল তার হইল সঞ্চয়।
ক্রমেতে উদর স্ফীত হয় অতিশয় ॥
বনেতে থাকিয়া পুত্র এই কথা শুনে।
গৃহেতে ফিরিতে তবে চাহে মনে মনে ॥
ইন্দ্র আসি রোহিতেরে করে নিবারণ।
বলিল, প্রথমে কর তীর্থের সেবন ॥
তীর্থ সেবা শেষ করি বিশ্বপর্য্যটন।
তবেতে হইবে তব আকাঙ্ক্ষাপূরণ ॥
এত শুনি নৃপসুত একটি বছর।
বনেতে করিল বাস প্রফুল্ল অন্তর ॥
বর্ষ-অন্তে যতবার ফিরিবারে চায়।
ইন্দ্র আসি বাধা দেয় নানা ছলনায় ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ করিয়া ধারণ।
পঞ্চ বর্ষ অন্তে আসি করিল বারণ ॥
ষষ্ঠ বর্ষ বনমধ্যে করিয়া বসতি।
রোহিত চলিল তবে স্বীয় গৃহপ্রতি ॥
অজীগর্ত্ত-সহ পথে হ'ল দরশন।
তার কাছে করে ক্রয় মধ্যম নন্দন ॥
শুনঃশেফ নাম তার, লইয়া তাহারে।
পিতৃহস্তে সমর্পিল যজ্ঞ করিবারে ॥
মহাযশা হরিশ্চন্দ্র, তাঁহার কাহিনী।
সকলে কীর্ত্তন করে সবে গুণমণি ॥
শুনঃশেফ-মাংসে যজ্ঞ করে মতিমান্।
করিলেন বরুণের সন্তোষ-বিধান ॥
বরুণ করেন তার উদর মোচন।
বিশ্বামিত্র হোতা যজ্ঞে, অন্য মুনিগণ ॥
অধ্বর্য্যু উদ্গাতা সবে যজ্ঞ সমাপিল।
হরিশ্চন্দ্রে ইন্দ্র এক রথ সমর্পিল ॥
তাঁর সত্য ধৈর্য্য আদি করিয়া দর্শন।
বিশ্বামিত্র অতিশয় আনন্দিত হন ॥
অনন্তর নৃপতিরে মুনি মহাপ্রাণ।
দান করিলেন সুখে পরমার্থ জ্ঞান ॥

এইরূপে নিজবাঞ্ছা করিয়া পূরণ।
হরিশ্চন্দ্র থাকে সুখে লয়ে পুত্রধন॥
সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
ভোগীজন পায় যাতে ত্যাগের সন্ধান॥

ইতি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগীরথের মাহাত্ম্য

সূত কন ঋষিজনে করি সম্বোধন।
অপূর্ব্ব হরির লীলা করহ শ্রবণ॥
শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
ভক্তের মহিমা এবে করহ গোচর॥
সগর নামেতে ছিল ধরণী-ঈশ্বর।
ধনে মানে মত্ত সেই সর্ব্বত্র গোচর॥
সহস্রেক ষষ্টি তাঁর আছিল তনয়।
অহঙ্কারে মগ্ন হ'য়ে ভস্ম সবে হয়॥
অবশেষে তাঁর বংশে এক ভক্তজন।
জন্মিয়া উদ্ধার করে নৃপ-সুতগণ॥
রাজা কহে কহ গুরু এ হেন আখ্যান।
কোন্ বা সে ভক্ত হয় কেমন বিধান॥
রাজার বচন শুনি শুক মুনিবর।
কহিলেন পুনর্ব্বার বাণী পুণ্যকর॥
সূর্য্যবংশে ছিল নৃপ বাহুক নামেতে।
মহামানী রাজা ছিল এ বিশ্বধামেতে॥
ভাঙ্গিতে তাহার গর্ব্ব সর্ব্বশত্রুগণ।
করিলেন নৃপ সহ এক মহারণ॥
সেই মহারণে নৃপ হ'য়ে পরাজয়।
অরণ্যে মুনির গৃহে লইলা আশ্রয়॥
বহুপত্নী সঙ্গে করি রাজা মহাশয়।
রাজ্য ত্যজি বনমাঝে পলান নিশ্চয়॥
ঔর্ব্ব নামে মহামুনি সর্ব্বশাস্ত্রমতি।
রাজারে বুঝায়ে তাঁয় রাখেন সংহতি॥
রাজ্য-বিত্ত-নাশে রাজা হ'য়ে ক্ষুব্ধমন।
সগর্ভা রাখিয়া পত্নী ত্যজেন জীবন॥
সসত্ত্বা মহিষী তবে স্বামীর সহিত।
সহমরণেতে যেতে হইল ঈপ্সিত॥
ঔর্ব্ব তারে বাধা দিয়া পরম যতনে।
আপন কুটিরে রাখে রমণী-রতনে॥
সপত্নীর যত্ন দেখি হিংসাপর হ'য়ে।
গর্ভকালে সপত্নীরা বিষ দিল ল'য়ে॥
মুনির তেজেতে গর্ভ না হয় বিনাশ।
বিষসহ পুত্র তবে হইল প্রকাশ॥
সেইকালে নাম তাঁর হইল সগর।
ক্রমে তিনি হইলেন ধরণী-ঈশ্বর॥
তবে সিদ্ধ ঔর্ব্ব ঋষি জ্ঞাত ধনুর্ব্বেদ।
প্রস্তুত করিয়া তিনি নানা শাস্ত্র-বেদ॥
মায়া-বলে শস্ত্র সেনা সংগ্রহ করিয়া।
শত্রুগণে জিনি রাজ্য লইল হরিয়া॥
তালজঙ্ঘ শক আর হৈহয় বর্ব্বর।
যবনাদি-গর্ব্ব চূর্ণ করিল সগর॥
ঔর্ব্বানল নামে খ্যাত অস্ত্র মহাবল।
কার সাধ্য অগ্নি দেখি না হয় চঞ্চল॥
অগ্নি-অস্ত্র-বলে নৃপ জিনিয়া ধরণী।
আপনিই হইলেন নৃপ-শিরোমণি॥
অবশেষে চক্রবর্ত্তী হইবার তরে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ ইচ্ছা করিল অন্তরে॥

দুই রাণী ছিল তার কেশিনী সুমতি।
সুমতির পুত্রগণ দীপ্তিমান্ অতি ॥
ধন বিত্ত কীর্ত্তি যশে পূরিয়া সংসার।
সহস্রেক ষাটি পুত্র জন্মিল তাহার ॥
সকলেই বীর্য্যবান্ মত্ত অহঙ্কারে।
বাহিরিল অশ্ব ল'য়ে বিশ্ব জিনিবারে ॥
একে ত সগর-পুত্র সবে বীর্য্যবান্।
কেহ নাহি ধরে অশ্ব শক্র কম্পমান ॥
অবাধে করিয়া নৃপ যজ্ঞ সমাপন।
পাইলেন ইন্দ্রসম সংসারে পূজন ॥
যাহার প্রতাপে বিশ্ব কাঁপে থর থর।
শক্রশূন্য হয় যেই ধরণী-ঈশ্বর ॥
ম্লেচ্ছগণে ধরি আনি সেই নৃপবর।
সবলে মুড়ায়ে শির তাড়ায় সত্বর ॥
এইরূপে প্রতাপেতে শাসি সর্ব্বজন।
ইচ্ছিলেন আধিপত্য সবার শাসন ॥
এই ইচ্ছা দেখি ইন্দ্র করিয়া মনন।
গোপনে যজ্ঞের অশ্ব করিল হরণ ॥
সেই অহঙ্কার হরি নাশিবার তরে।
ইন্দ্র হ'য়ে যজ্ঞ-অশ্ব রাখিলেন ধ'রে ॥
ভীষণ পাতালপুরী নাহি রবি শশী।
কপিলরূপেতে হরি যথা রন বসি ॥
সেই স্থানে অশ্ববরে রাখিলেন হরি।
কার সাধ্য সেথা হ'তে অশ্ব আনে ধরি ॥
বিষ্ণু-শরীরের তেজ অখণ্ড নিশ্চয়।
অশ্ব লাগি পুত্রগণ ভ্রমে বিশ্বময় ॥
বিশ্বে নাহি হেরি অশ্ব যায় স্বর্গপুর।
তথাপি না পায় অশ্ব সন্ধানে প্রচুর ॥
পুনশ্চ করিল সবে একত্র মনন।
পাতালে লুকায় অশ্ব কোন দুরজন ॥
এস ভাই সবে মিলি যাই রসাতল।
দেখিব কোথায় রাখে কার এত বল ॥
এত বলি সবে মিলি করিল খনন।
খননে ঘেরিল অম্বু এই ত্রিভুবন ॥
সগরের পুত্র হ'তে অম্বুর উদয়।
সাগর নামেতে আজি বিশ্বে খ্যাত হয় ॥
এ হেন বীর্য্যের তেজে এত অহঙ্কার।
কেহ বুঝিবারে নারে হরি-মায়া-ভার ॥
কতকাল সবে মিলি করিয়া খনন।
পাইল উত্তর দ্বার পাতালে তখন ॥
পাতালে প্রবেশি সবে করে নিরীক্ষণ।
যজ্ঞের ঘোটক তথা রয়েছে বন্ধন ॥
অশ্বের সমীপে আছে এক ঋষিবর।
অঙ্গের জ্যোতিতে পূর্ণ পাতাল নগর ॥
ঋষিরূপে ভগবান্ রন দর্পহারী।
সগরের পুত্রগণ চিনিতে না পারি ॥
অহঙ্কারে বলে সবে তারে কুবচন।
কোথাকার ভণ্ড তুমি বলহ এখন ॥
পৃথিবীর অধিপতি সগর নৃপতি।
আমরা সকলে হই তাঁহার সন্ততি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগি বিশ্ব জিনিবারে।
আনিয়াছি এই অশ্ব দর্প সহকারে ॥
তুমি তো সামান্য ঋষি কি সাধ্য তোমার।
আনিয়াছ এই অশ্ব পাতাল-মাঝার ॥
এত বলি সবে যায় মারিতে তাহারে।
চেতন লভিয়া মুনি দেখিল সবারে ॥
দেখিবা মাত্রেতে সবে হ'ল ভস্মাকার।
সবে দগ্ধীভূত হয় অগ্নিতেজে তার ॥
দূত আসি এ সংবাদ দিলেন রাজায়।
রাজা শুনি মোহপ্রাপ্ত হ'লেন তথায় ॥
জনক-জননী কাঁদে করি হাহাকার।
যজ্ঞ সাঙ্গ না হইলে পাপের সঞ্চার ॥
অসমঞ্জ নামে এক কেশিনী-তনয়।
তাঁর পুত্র অংশুমান্ এই পরিচয় ॥
সগরের এই পৌত্র সর্ব্বগুণাধার।
কুলে শীলে রূপে গুণে অতি সদাচার ॥
আজীবন ছিল তাঁর হরি প্রতি মন।
করিল রাজার যজ্ঞ সেই সমাপন ॥

ভক্তিতেজে তেজী সেই রাজার কুমার।
প্রতিজ্ঞা করিল যজ্ঞ করিতে উদ্ধার॥
সকাতরে দীন-বেশে হরি-পরায়ণ।
দূত সহ গেল পৌত্র পাতাল ভুবন॥
পাতালে যাইয়া হেরে ঋষিরূপী হরি।
সম্মুখে সগর-বংশ ভস্মরূপ ধরি॥
অদূরে রয়েছে অশ্ব দৃশ্য মনোহর।
কার সাধ্য দেখে সেই ঋষি-কলেবর॥
কোটী শশী সম কান্তি তপন সমান।
রবি শশী এক অঙ্গে যেন বর্ত্তমান॥
ঋষিরে নেহারি তবে অংশুমান্ কয়।
প্রণমি গো তব পদে দাস তব রয়॥
বীরের বিনয় হেরি সর্ব্ব-গুণাশ্রয়।
বুঝিলেন এই জন ভক্ত সুনিশ্চয়॥
কপিলরূপেতে যিনি করিয়া বিচার।
সাংখ্যশাস্ত্র লিখিলেন রক্ষিতে সংসার॥
সে হেন কৃপালু ঋষি হেরি অংশুমান্।
ভক্তিতে হইল তাঁর সমাকুল প্রাণ॥
ঋষিরে প্রসন্ন হেরি রাজবংশধর।
করিলেন স্তবস্তুতি তাঁহারে বিস্তর॥
পরম ঈশ্বর তুমি ধর মুনিরূপ।
দেহধারী হ'য়ে আছ ত্রিভুবন-ভূপ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না বুঝে তোমারে।
আমি অতি অর্ব্বাচীন বুঝি কি প্রকারে॥
শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি তুমি ওহে নারায়ণ।
তোমার চিন্তায় রত যোগীমুনিগণ॥
আমি অতি মূঢ়মতি কি শক্তি আমার।
তোমারে প্রণাম আমি করি অনিবার॥
পুরাণ-পুরুষ তুমি পাপ পুণ্য নাই।
নাম রূপ শূন্য তুমি হও সর্ব্বদাই॥
দান করিবার তরে জ্ঞান উপদেশ।
শরীর ধারণ তুমি কর পরমেশ॥
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি হেরিয়া তোমায়।
মোহ-পাশ ছিন্ন মম হইল ত্বরায়॥
কি জানিব তব তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
ক্ষমা কর এ জনেরে উচিত যা হয়॥
অংশুমান্ বাক্য শুনি ঋষিরূপী হরি।
কহিলেন চাহ বর অভিলাষ করি॥
অংশু কহে যদি বর দিবে নারায়ণ।
বর দাও যেন জীয়ে সগর-নন্দন॥
আর বরে পিতামহ-যজ্ঞ সাঙ্গ কর।
কৃপা করি দাও মোরে এই দুই বর॥
অংশুর বচন শুনি তবে কৃপাময়।
দিলেন তাঁহারে অশ্ব বাঁধা যাহা রয়॥
পরে কহিলেন শুন কুমার সুজন।
গঙ্গা বিনা দগ্ধ বংশ না হবে মোচন॥
যদি আনিবারে পার গঙ্গারে হেথায়।
উদ্ধার হইবে বংশ কহিনু তোমায়॥
এই বাণী শুনি তবে সুধী অংশুমান্।
অশ্ব ল'য়ে আসিলেন পিতামহ-স্থান॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি তবে সগর রাজন্।
অহঙ্কার ত্যজি হরি করেন ভজন॥
অন্তিমে হরিতে তিনি সমর্পিয়া প্রাণ।
স্বচ্ছন্দে বৈকুণ্ঠপুরে সশরীরে যান॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
সগর-বংশের কথা যাহাতে বিস্তার॥

ইতি ভগীরথের মাহাত্ম্য।

সপ্তম অধ্যায়

খট্বাঙ্গ-চরিত

শুকদেব বলে শুন ভারত-নন্দন।
খট্বাঙ্গ-চরিত-কথা বর্ণিব এখন॥
হেথা অংশুমান্ বংশ করিতে উদ্ধার।
সুরধুনী লাগি কত করে তপাচার॥
আজন্ম তপস্যা করি নারিল আনিতে।
সগরের বংশ তবু নারে উদ্ধারিতে॥
ক্রমে কালে তাঁর দেহ হ'য়ে গেল ক্ষয়।
দিলীপ নামেতে পুত্র পরে রাজা হয়॥
মহাতেজা সেই রাজা বিষ্ণু-পরায়ণ।
পূর্ব্বলোক উদ্ধারিতে করিল মনন॥
তপস্যা ও রাজ্য দুই করিয়া পালন।
ত্যজিলেন হরি-পদে আপন জীবন॥
ভগীরথ নামে ছিল তাঁহার নন্দন।
জন্ম হ'তে সেই শিশু অতি ভক্তজন॥
রাজ্য পালি কর্ত্তব্যেতে শুদ্ধ রাখি মন।
সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করে নারায়ণ॥
অবশেষে ইচ্ছা তাঁর হ'ল মনে মনে।
আনিতে পবিত্র গঙ্গা উদ্ধার কারণে॥
যেই সগরের বংশ না হয় উদ্ধার।
সেই বংশে মম জন্ম আমি দুরাচার॥
আজন্ম তপস্বী হব ভজিব মুরারি।
দেখিব আনিতে গঙ্গা পারি কি না পারি॥
দৃঢ়পণ করি পুত্র ত্যজি রাজ্যধন।
গঙ্গা গঙ্গা বলি করে তপ আরম্ভণ॥
তপোবলে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল।
সর্ব্ব দেব সেই কথা ব্রহ্মারে জানাল॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর সবে করিয়া মিলন।
হৃষীকেশ প্রতি তবে কহেন বচন॥
হরি শুনি সেই বাণী হইয়া সদয়।
ভগীরথ-হৃদে গঙ্গা করান উদয়॥
ত্রিলোক-তারিণী মূর্ত্তি মকর-বাহন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে সুশোভন॥
কোটি শশী সম বর্ণ কমল-চরণ।
হাসিমুখে ভগীরথে কহেন বচন॥
শুন বাছা মম কথা ত্যজ যোগাচার।
হরিভক্ত যেই হয় ভক্ত সে আমার॥
যাঁর পদধৌত জলে জনম আমার।
তাঁরে ভজি তব জন্ম শুদ্ধ এইবার॥
কিবা ইচ্ছা তব বাছা বল এইক্ষণ।
তনয়ের দুঃখে মাতা সুস্থ কোথা রন॥
এতেক শুনিয়া তবে নৃপ ভগীরথ।
কহিলেন একে একে নিজ মনোরথ॥
বিষ্ণুরূপী ঋষি-শাপে সগরের বংশ।
হইয়াছে পাতালেতে বহুকাল ধ্বংস॥
দয়া করি যদি তুমি দিলা দরশন।
উদ্ধারি সগর-বংশ শান্ত কর মন॥
নিঃস্বার্থ কামনা শুনি দেবী নারায়ণী।
প্রেমভরে কহিলেন তাহারে তখনি॥
ভক্তিভরে তব আশা নাহি কিছু আর।
ভাবিতেছ সগরের বংশের উদ্ধার॥
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি এই ত্রিভুবনে।
তব কীর্ত্তি শুনি পুণ্য পাবে নরগণে॥
এক কথা শুন রাজা জিজ্ঞাসি তোমায়।
মহাবেগে আমি হব পতিত ধরায়॥
কেবা সেই বেগ বাছা করিবে ধারণ।
নহে রসাতলে মম হইবে পতন॥
ইহা শুনি ভগীরথ করযোড়ে কয়।
তুষ্ট করি আশুতোষে ধরাব নিশ্চয়॥
সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ নারায়ণী কন।
যখন ভূতলে আমি করিব গমন॥

পাপী নরে পাপ ল'য়ে মোরে করি দান।
পবিত্র হইবে মম জলে করি স্নান॥
আমি লব সেই পাপ রাখিব কোথায়।
পাপ নিতে পারি কিন্তু রাখা নাহি যায়॥
এ কথা শুনিয়া নৃপ কহেন বিনয়ে।
পাপহারী হরি রন সাধুর হৃদয়ে॥
বিশুদ্ধ দেহেতে যবে সাধু করে স্নান।
তাহাতে তোমার পাপ হবে অবসান॥
পাপ ল'য়ে সাধুজন করিলে ধারণ।
অন্তর্য্যামী হরি পরে করেন শোধন॥
ইহা শুনি হাসি মাতা বলেন আপনি।
আশুতোষে তুষিবারে যাও নৃপমণি॥
আশুতোষে করি সেবা তুষি তাঁর মন।
কহিলেন ধরিবারে গঙ্গার পতন॥
হরি-পদ-রজ শিব লইবেন শিরে।
ধরিবারে যান তিনি সুরধুনী নীরে॥
ভগীরথ আগে যান গঙ্গা যান পাছে।
ক্রমে বেগ পড়ে আসি মহেশের কাছে॥
আনন্দে নাচিয়া শিব করেন ধারণ।
ক্রমেতে আসিল গঙ্গা যথায় ভুবন॥
শত শত পাপী আসি স্পর্শে মুক্তি পায়।
ক্রমে গঙ্গা নৃপ সহ পাতালেতে যায়॥
গঙ্গার পরশে যত সগর-নন্দন।
ভগীরথ-মহিমাতে পাইল মোচন॥
বংশের উদ্ধার করি ভগীরথ রায়।
হরিপদে মন রাখি ত্যজিলেন কায়॥
দয়াময়ী গঙ্গা সেই দিবস হইতে।
রহিলেন এ ভুবনে পাপীরে তারিতে॥
ভক্তের মহিমা বল কে বলিতে পারে।
বিষ্ণু দেন নিজ শক্তি ভক্ত তুষিবারে॥
ভক্তের ক্ষমতা রাজা করিলে শ্রবণ।
করিলাম ভগীরথ-মহিমা কীর্ত্তন॥
যেই শুনে এই কথা পাপ দূরে যায়।
গঙ্গার মাহাত্ম্যে মোহ সত্বর পলায়॥
ভগীরথ-পুত্র শ্রুত, নাভ পুত্র তার।
সেই বংশে ঋতুপর্ণ সর্ব্বগুণাধার॥
তার বংশে জন্ম লয় সুদাস নৃপতি।
সৌদাস তনয় তার মদয়ন্তী-পতি॥
তাহাকে কল্মাষপাদ অনেকেই কয়।
রাক্ষসরূপেতে তার হয় পরিচয়॥
মৃগয়া কারণে রাজা অরণ্যেতে যায়।
করিল রাক্ষসে হত্যা নৃপতি সেথায়॥
প্রতিশোধ ইচ্ছা করি রাক্ষসের ভ্রাতা।
নৃপতির গৃহে আসে সর্ব্বপরিজ্ঞাতা॥
পাচকরূপেতে সেথা করে অধিষ্ঠান।
নরমাংস একদিন রাক্ষস-প্রধান॥
বশিষ্ঠের পাতে দিল আহার-কারণ।
নৃপ প্রতি গুরু তবে অতি রুষ্ট হন॥
হইবে রাক্ষস তুমি অভিশাপ দিল।
রাজাও দানিতে শাপ হাতে জল নিল॥
মদয়ন্তী নিবারিতে নৃপ সেই বারি।
জগৎ রক্ষিতে ফেলে পদে আপনারি॥
কৃষ্ণবর্ণ হল পদ, আপনি নৃপতি।
রাক্ষসরূপেতে গেল অরণ্যে বসতি॥
ব্রাহ্মণদম্পতি এক অরণ্যমাঝারে।
আনন্দে মৈথুন যবে চায় করিবারে॥
সেকালে রাক্ষস নৃপ হ'য়ে আগুসার।
সবলে ব্রাহ্মণে তবে করিল সংহার॥
কুপিতা ব্রাহ্মণী শাপ করিল উচ্চার।
মৈথুনের কালে মৃত্যু হইবে তোমার॥
দ্বাদশ বর্ষান্তে মুক্তি পাইয়া নৃপতি।
ফিরিয়া আসিল রাজ্যে নৃপ মহামতি॥
সে বংশে খট্বাঙ্গ জন্মে অতি বলবান্।
পরাজিত করিলেন দৈত্যের প্রধান॥
দেবতা প্রসন্ন হ'য়ে দিতে চাহে বর।
জানিবারে চায় রাজা আয়ুর বছর॥
মুহূর্ত্ত আয়ুর মাপ শুনিয়া রাজন্।
করিতে লাগিল তবে ঈশ্বর সেবন॥

দেহ-অভিমানে মুক্তি পেয়ে অতঃপর।
ব্রহ্মলোকে যায় রাজা সূর্য্যবংশধর ॥
সুবোধ রচিল সুখে গীত ভাগবত।
পাপী তাপী জন যাহে পায় মুক্তিপথ ॥

ইতি খট্বাঙ্গ-চরিত।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীরাম-চরিত

শুকদেব বলে শুন কহি যে রাজন্।
শ্রীরাম-চরিত-কথা শুন দিয়া মন ॥
খট্বাঙ্গ হইতে জন্মে দীর্ঘবাহু নাম।
দীর্ঘবাহু-পুত্র রঘু অতি গুণধাম ॥
রঘুর নন্দন অজ দশরথ-পিতা।
তাঁর পুত্ররূপে জন্মে আপনি বিধাতা ॥
ভগবান্ নারায়ণ চারি ভাগ হ'য়ে।
নররূপে আবির্ভূত অযোধ্যা-আলয়ে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন ভরত।
চারি পুত্র পেয়ে হৃষ্ট রাজা দশরথ ॥
খলরিপু রামচন্দ্র অযোধ্যার পতি।
তেঁই বিনা জগতের নাহি কোন গতি ॥
প্রিয়া-করস্পর্শে ব্যথা জন্মে যে চরণে।
গুরু লাগি সেই পদ ভ্রমে বনে বনে ॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণ তাঁর শ্রান্তি দূর করে।
সমুদ্র অবধি কাঁপে শ্রীরামের ডরে ॥
বিশ্বামিত্র-যজ্ঞে রাম একাকী আপনি।
মারীচাদি কৈল বধ সর্ব্বগুণমণি ॥
স্বয়ংবর গৃহে রাম হরধনু ল'য়ে।
অবলীলাক্রমে ভাঙ্গে হর্ষযুক্ত হ'য়ে ॥
লক্ষ্মীরে জিনিয়া রাম অযোধ্যার পথে।
পরশুরামেরে জিনি আপনার রথে ॥
ক্ষত্রিয়ের দর্প চূর্ণ যেই জন করে।
তাঁর দর্প ভাঙ্গে রাম অতি লীলাভরে ॥
সত্যপাশবদ্ধ পিতা, তাহার কারণ।
পত্নী ভ্রাতা সহ বনে করিল গমন ॥
পাপমতি শূর্পণখা আসে তার ঠাঁই।
তাহার কাটিল নাক জগৎ-গোঁসাই ॥
খর ও দূষণ আদি যত দৈত্য ছিল।
সকলেরে রামচন্দ্র সংহার করিল ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনেতে নিবাস।
বধিল রাবণে যেই দেবনর-ত্রাস ॥
রঘুনাথ বটে নর তথাপি সকলে।
চরণ বন্দনা করে অতি কুতূহলে ॥
কবন্ধ সংহারকারী সখা বানরের।
বালি বধ করে রাম, শঙ্কা দানবের ॥
সমুদ্র তাঁহার ভয়ে হ'য়ে কম্পমান।
চরণ বন্দনা করে হ'য়ে মূর্ত্তিমান্ ॥
সাগর বন্ধন করে নির্ম্মাইয়া সেতু।
প্রবেশিল লঙ্কা সবে সীতামুক্তি হেতু ॥
বেষ্টিল সুবর্ণ লঙ্কা ভাঙ্গে বাড়ীঘর।
বানর-বিক্রমে লঙ্কা কাঁপে থর থর ॥
ধূম্রাক্ষ নিকুম্ভ কুম্ভ যত নিশাচর।
রামসৈন্য-হস্তে মরে রাবণগোচর ॥
ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণ যত বীরচয়।
একে একে সব গেল শমন-আলয় ॥
অসি শূল শরাসন প্রাস ঋষ্টি করে।
শক্তি শর খড়্গধারী শোভিত তোমরে ॥
তবু নাহি রক্ষা পায় রামের হাতেতে।
হনুমান্-জাম্বুবান-নীলহস্ত হ'তে ॥
চড়িয়া পুষ্পকরথে আপনি রাবণ।
আগে আসে রাম সহ করিবারে রণ ॥

রামের বাণেতে দুষ্ট রথ হ'তে পড়ে।
রুধির বমন করি রাম-হস্তে মরে ॥
মন্দোদরী কান্দে শোকে কান্দে যত নারী।
পতিহীনা হল সব দানব-সুন্দরী ॥
সীতারে উদ্ধার করি পুষ্পকে চড়িয়া।
স্বদেশে আসিল রাম ভ্রাতা পত্নী লৈয়া ॥
তবেত ভরত শুনি রাম-আগমন।
নন্দিগ্রাম হৈতে আসে অযোধ্যাভবন ॥
শ্রীরাম-পাদুকা বহি আপনার শিরে।
রামের সম্মুখে রাখে অতি ধীরে ধীরে ॥
ভ্রাতারে পাইয়া রাম করে আলিঙ্গন।
দীর্ঘকাল পরে দোঁহে হইল মিলন ॥
আত্মীয় স্বজন আর বন্ধু প্রজাগণ।
রামচন্দ্রে পেয়ে খুশী হয় সর্ব্বজন ॥
ভরত পাদুকা ধরে সুগ্রীব ব্যজন।
হনুমান্ শ্বেতছত্র করিল ধারণ ॥
চামর ঢুলায় তথা বীর বিভীষণ।
শত্রুঘ্ন তূণীর আর লয় শরাসন ॥
সীতা তীর্থজল হাতে চলিল সঙ্গেতে।
এইভাবে রামচন্দ্র পশিল পুরীতে ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আদি যত মাতা ছিল।
সকলে আসিয়া তাঁরে আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
বশিষ্ঠাদি কুলশ্রেষ্ঠ হ'য়ে উপনীত।
জটামুক্ত করি রামে করিল স্থাপিত ॥
ইন্দ্রের মতন তাঁরে অভিষেক করে।
সিংহাসনে বসে রাম শোভে অলঙ্কারে ॥
সন্তানের তুল্য পালে যত প্রজাগণে।
সত্যযুগ যেন আসে অযোধ্যাভুবনে ॥
বহুবিধ যাগযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান।
রামচন্দ্র করিলেন কত দানধ্যান ॥
যত দিকে যত ভূমি ছিল তাঁর পাশে।
সকলি করিল দান ব্রাহ্মণ-সকাশে ॥
ব্রহ্মণ্যদেবতা সব সন্তুষ্ট হইয়া।
সেই সব রামচন্দ্রে দিল ফিরাইয়া ॥
একদিন ছদ্মবেশে আপনি রাজন্।
রাত্রিকালে ঘুরে দেখে অযোধ্যাভবন ॥
সীতা-অপবাদ-কথা শুনি এক ঠাঁই।
তাঁহারে করিল ত্যাগ অযোধ্যা-গোঁসাই ॥
গর্ভিণী জনক-কন্যা বাল্মীকি-আশ্রমে।
রহিলেন অতঃপর পরম আরামে ॥
লব কুশ নামে দুটি জন্মিল তনয়।
বাল্মীকি-আশ্রমে তারা ক্রমে বড় হয় ॥
অঙ্গদত্ত চিত্রকেতু লক্ষ্মণ-তনয়।
জ্ঞানে গুণে উভয়েই পিতৃতুল্য হয় ॥
ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল।
অযোধ্যাবাসীর সুখ বাড়ায় কেবল ॥
সুবাহু ও শ্রুতসেন নামে দুই জন।
আছিল অযোধ্যাপুরে শত্রুঘ্ন-নন্দন ॥
ভরত সুধীর করে হেলে দিগ্বিজয়।
শত্রুঘ্ন করিল হত্যা লবণ দুর্জ্জয় ॥
লব কুশে মুনিহস্তে করি সমর্পণ।
অভিমানে সীতা করে ভূগর্ভে গমন ॥
অগ্নিহোত্র যজ্ঞ রাম করেন সাধন।
যথাকালে স্বীয় ধামে করিল গমন ॥
শুকদেব রাম-কথা করে সমাপন।
সর্ব্বদা করিবে রামে ভজনপূজন ॥
একবার রামনামে যত পাপ হরে।
জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে ॥
ভক্তিভরে স্মর নাম কি কাজ ব্যাখ্যায়।
সুবোধ শ্রী-পদ লাগি হরিগুণ গায় ॥

ইতি শ্রীরাম-চরিত।

নবম অধ্যায়

শ্রীরামের বংশ-বিবরণ

শুকদেব বলে শুন রামের তনয়।
কুশের অতিথি নামে এক পুত্র হয় ॥
নিষধ তাহার পুত্র, নভ পুত্র তার।
নভ-পুত্র পুণ্ডরীক অতি চমৎকার ॥
পুত্র তার ক্ষেমধন্বা গুণের সাগর।
তার পুত্র দেবানীক সূর্য্যবংশধর ॥
দেবানীক-পুত্র হীন পারিপাত্র-পিতা।
বনস্থল নামে এক পুত্রজন্মদাতা ॥
বনস্থলের তনয় বজ্রনাভ নাম।
সূর্য্য-অংশে জন্ম তার সর্ব্বগুণধাম ॥
সুগণ নামেতে তার একটি তনয়।
বিধৃতির পুত্ররূপে তার পরিচয় ॥
হিরণ্যলাভের জন্ম তাহা হৈতে হয়।
জৈমিনির শিষ্য তিনি যোগী পরিচয় ॥
অধ্যাত্মযোগেতে তিনি সিদ্ধিলাভ করে।
তার এক পুত্র সেই পুষ্প নাম ধরে ॥
ধ্রুবসন্ধি নামে জন্মে পুষ্পের তনয়।
সুদর্শন নামে এক পুত্র তার হয় ॥
অগ্নিবর্ণ পুত্র তার শীঘ্রের জনক।
তা' হ'তে মরুর জন্ম শুনহে নৃপক ॥
যোগেতে লভিয়া সিদ্ধি কলাপগ্রামেতে।
সূর্য্যবংশ উদ্ধারিবে মরু কলি-গতে ॥
প্রসুশ্রুত পুত্র তার, তাহার নন্দন।
সন্ধি নাম ধরে, তার পুত্র অমর্ষণ ॥
সহস্বান হয় রাজা তাহার তনয়।
তার পুত্র বিশ্ববাহু নামে পরিচয় ॥
প্রসেনজিতের পিতা জানিবে ইহাকে।
তার পুত্ররূপে রাজা জানিবে তক্ষকে ॥
বৃহদ্বল নামে হয় তক্ষকনন্দন।
তব পিতা রণে তারে করিল হনন ॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে ছিলেন যতেক নৃপতি।
তাঁহাদের কথা হয় এইখানে ইতি ॥
এক্ষণে বলিব আমি ভবিষ্যতে যারা।
সূর্য্যবংশে জন্মি আলো করিবেন ধরা ॥
বৃহদ্বল-পুত্র এক নাম বৃহদ্রণ।
বৎসবৃদ্ধ নামে তার জন্মিবে নন্দন ॥
মহৎ কর্ম্মেতে তাঁর ইচ্ছা জাত হবে।
প্রতিব্যোম নামে পুত্র তাহার রহিবে ॥
তৎপুত্র ভানু তার পুত্র দিবাকর।
সহদেব পুত্র তার গুণের আকর ॥
সহদেব-পুত্র এক বৃহদশ্ব নাম।
তাহার নন্দন খ্যাত নামে ভানুমান্ ॥
প্রতীকাশ্ব তার পুত্র অতীব নির্ভীক।
তাহার নন্দন হবে নামে সুপ্রতীক ॥
মরুদেব সুনক্ষত্র পরেতে পুষ্কর।
অন্তরীক্ষ ও সুতপা হবে অতঃপর ॥
পুত্র তার অমিত্রজিৎ বৃহদ্রাজ-পিতা।
তার পুত্র হবে বর্হি ধনধান্যদাতা ॥
কৃতঞ্জয় রণঞ্জয় সঞ্জয়াদি নামে।
হইবেন কত রাজা কাল-অতিক্রমে ॥
শাক্য ও শুদ্ধোদ আর লাঙ্গল নামক।
পরেতে প্রসেনজিৎ, তা' হ'তে ক্ষুদ্রক ॥
অবশেষে নৃপ এক সুলিত্র নামেতে।
ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ নৃপের কালেতে ॥
কলিযুগ-অবসান ঘটিবে রাজন্।
শ্রীরামের বংশকথা করিনু কীর্ত্তন ॥

সুবোধ রচিল গীত মধুর আখ্যান।
ভক্তিভাবে একমনে শোনে পুণ্যবান ॥

ইতি শ্রীরামের বংশ-বিবরণ।

দশম অধ্যায়

নিমির বংশ-বিবরণ

শুকদেব বলে শুন কহি যে রাজন্ ।
যজ্ঞ আরম্ভিল নিমি ইক্ষাকুনন্দন ॥
বশিষ্ঠে ঋত্বিক সেই করিবারে চায় ।
বশিষ্ঠ বলেন আমি অতি নিরুপায় ॥
ইন্দ্র-যজ্ঞে পূর্ব্বে মোর হইল বরণ ।
কিছুকাল অপেক্ষহ তুমি সেকারণ ॥
এত বলি মুনিবর ইন্দ্র-যজ্ঞ করে ।
নিমিও আরম্ভে যজ্ঞ উপেক্ষি গুরুরে ॥
ইন্দ্র-যজ্ঞ সারি মুনি আসে নিমি-ঘরে ।
রুষ্ট হন মুনিবর শিষ্যের আচারে ॥
শাপদান করে মুনি 'হইবে পতিত' ।
রাজা প্রতিশাপ তারে দিল সেইমত ॥
ভূপতি আপন দেহ করে বিসর্জ্জন ।
গন্ধেতে স্থাপন তাহা করে মুনিগণ ॥
যজ্ঞশেষে মুনিগণ করে নিবেদন ।
সুপ্রসন্ন দেব দিন নিমির জীবন ॥
জীবিত হইল নিমি দেবের কৃপায় ।
নরদেহে নিমি আর বাঁচিতে না চায় ॥
মুনিগণ সেই দেহ করিল মন্থন ।
তাহা হৈতে জন্ম লয় জনক রাজন্ ॥
বিদেহ হইতে জন্ম, তাই অন্য নাম ।
বৈদেহ হইল তার সর্ব্বগুণধাম ॥
মিথিলা নামেতে পুরী করিল নির্ম্মাণ ।
মিথিল সেহেতু নাম পায় মতিমান ॥
তার পর শুন রাজা বংশ-পরিচয় ।
পুত্র হ'তে পুত্র ক্রমে যেই বংশ হয় ॥
উদাবসু হয় রাজা জনক-নন্দন ।
তৎপুত্রে জানিবেক শ্রীনন্দিবর্দ্ধন ॥
সুকেতু তাহার পুত্র, পরে দেবরাত ।
বৃহদ্রথ মহাবীর্য্য সুধৃতি সুজাত ॥
ধৃষ্টকেতু ও হর্য্যশ্ব মরু পুত্র তার ।
প্রতীপ তাহার পুত্র সর্ব্বগুণাধার ॥
কৃতরথ দেবমীঢ় বিশ্রুত মহান্ ।
মহাধৃতি কৃতিরাত মহারোমা নাম ॥
তারপর হয় রাজা নামে স্বর্ণরোমা ।
হ্রস্বরোমা শীরধ্বজ কুশধ্বজ নামা ॥
ধর্ম্মধ্বজ নামে এক পুত্র জন্মে তাঁর ।
কৃতধ্বজ মিতধ্বজ নন্দন তাঁহার ॥
ক্রমে ক্রমে সেই বংশে কত রাজা হয় ।
মিথিলাবংশের এই শুন পরিচয় ॥
গৃহস্থ হইয়া সবে লভে আত্মজ্ঞান ।
নৃপতি নাহিক কেহ তাদের সমান ॥
সুবোধ রচিল গীত অতীব মধুর ।
শুনে যাহা দুঃখতাপ সব হয় দূর ॥

ইতি নিমির বংশ-বিবরণ ।

একাদশ অধ্যায়

পুরূরবা-চরিত

শুকদেব বলে শুন চন্দ্রবংশ-কথা ।
যেই বংশে জন্ম তব হইল সর্ব্বথা ॥
ঐল আদি রাজগণ-চরিত কাহিনী ।
সকল বর্ণিব আমি শুন গুণমণি ॥
সহস্রমস্তক যাঁর সেই ভগবান্ ।
অনন্ত সাগরে যিনি ছিলেন শয়ান ॥
তাঁর নাভি হ'তে জন্মে দেব প্রজাপতি ।
অত্রি নামে পুত্র তাঁর অতি মহামতি ॥

সোম নামে ছিল এক অত্রির নন্দন।
নক্ষত্রে শাসেন আর ওষধি ব্রাহ্মণ ॥
রাজসূয় যজ্ঞ করে জিনিয়া ভুবন।
বলেতে করিল গুরু-পত্নীরে হরণ ॥
বৃহস্পতি-পত্নী তারা সোমগৃহে রয়।
ফিরায়ে না দিল তারে সোম দুরাশয় ॥
দেবে ও দানবে দ্বন্দ্ব হয় সেকারণ।
সোমপক্ষে যোগদান করে দৈত্যগণ ॥
অঙ্গিরা আসিয়া সব ব্রহ্মারে বলিল।
ব্রহ্মা-তিরস্কারে সোম তারারে সঁপিল ॥
গর্ভের লক্ষণ দেখি গুরু বৃহস্পতি।
অতিশয় রুষ্ট তিনি হন তারাপ্রতি ॥
স্বর্ণপ্রভ পুত্র এক জন্মিল তারার।
আরম্ভে কলহ তবে উভয়ে আবার ॥
বৃহস্পতি সোম দুই পুত্রে দাবী করে।
তা দেখিয়া দেবগণ জিজ্ঞাসে তারারে ॥
লজ্জাহেতু সেই নারী না করে উত্তর।
তাহা দেখি পুত্র রুষ্ট হয় ঘোরতর ॥
তথাপি না তারা কিছু বলিল লজ্জায়।
ব্রহ্মা তবে নির্জ্জনেতে জিজ্ঞাসে তারায় ॥
সত্য করে বল তারা কাহার নন্দনে।
প্রসব করিলে তুমি এই শুভক্ষণে ॥
সোম হয় পিতা তার শুনিয়া উত্তর।
পুত্র বুধে ল'য়ে সোম চলিল স্বঘর ॥
বুধের ঔরসে আর গর্ভেতে ইলার।
পুরূরবা জন্ম লভে, কাহিনী তাহার ॥
পূর্ব্বেতে জনম-কথা করেছ শ্রবণ।
এক্ষণে শুনহ রাজা অন্য বিবরণ ॥
ইন্দ্রের গোচরে কভু দেবর্ষি নারদ।
পুরূরবা গুণ গায় ভাবে গদগদ ॥
সে কথা শুনিয়া সেথা উর্ব্বশী অপ্সরা।
দেহমনে হ'তে চায় পুরূরবা-পরা ॥
মিত্রাবরুণের শাপে মানবীরূপেতে।
উপনীত হয় আসি এই ধরণীতে ॥
উর্ব্বশীরে হেরি নৃপ অতি উল্লসিত।
বিহার করিতে চাহে কামেতে মোহিত ॥
পুরূরবা প্রতি চাহে উর্ব্বশী সুন্দরী।
মুগ্ধা হ'য়ে ধীরে আসে তাহার গোচরি ॥
নৃপ পাশে দু'টি মেষ রাখিল গচ্ছিত।
দুইটি শপথে পুনঃ হল প্রতিশ্রুত ॥
ঘৃত ভিন্ন অন্য কিছু কভু নাহি খাব।
যতকাল পুরূরবা-পাশেতে থাকিব ॥
বিহার সময় ভিন্ন অন্য কোন কালে।
উলঙ্গ না দেখি তোমা কভু কোন ছলে ॥
উর্ব্বশী-প্রস্তাবে নৃপ হইল স্বীকৃত।
অপ্সরা পত্নীর রূপে গৃহে হ'ল স্থিত ॥
চৈত্ররথ আদি যত দেবতার স্থান।
সর্ব্বত্র বিহরে দোঁহে উল্লসিত প্রাণ ॥
পুরূরবা সহ নৃপ সুখেতে কাটায়।
উর্ব্বশী-বিরহে ইন্দ্র সুখ নাহি পায় ॥
গন্ধর্ব্বেরে দিল আজ্ঞা খোঁজ এইক্ষণ।
উর্ব্বশীরে ল'য়ে আস আমার ভবন ॥
মধ্যরাত্রে গন্ধর্ব্বাদি আসিল চকিত।
হরি নিল মেষ দুই নৃপেতে গচ্ছিত ॥
করুণ কণ্ঠেতে মেষ কাঁদে বহুতর।
উর্ব্বশী শুনিয়া তাহা ভাবিল বিস্তর ॥
আমার গচ্ছিত মেষ রাখিতে না পারে।
নপুংসক এই নৃপ ভজিনু যাহারে ॥
উর্ব্বশীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হ'য়ে চিতে।
উলঙ্গ নৃপতি ধায় গন্ধর্ব্ব-পশ্চাতে ॥
গন্ধর্ব্ব ত্যজিয়া মেষ করে পলায়ন।
মেষ ল'য়ে নৃপ ফিরে আহ্লাদিত মন ॥
উলঙ্গ দেখিয়া তারে বলিল রমণী।
বাক্য তব নাহি রক্ষা করিলে নৃমণি ॥
উলঙ্গ তোমারে আমি না চাই দেখিতে।
অদৃশ্য হইল তবে অপ্সরা চকিতে ॥
অপ্সরা না দেখি তবে উন্মত্তের মত।
পৃথ্বীময় হ'ল নৃপ পর্য্যটনে রত ॥

অবশেষে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী-তীরে।
পুরূরবা উর্ব্বশীরে পায় দেখিবারে॥
মনোহর বাক্য তবে বলে নরপতি।
উর্ব্বশী লাগিয়া করে কাকুতিমিনতি॥
গদ্গদ কণ্ঠে বলে অমিয় বচন।
তোমারে না পেলে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন॥
সান্ত্বনা দানিয়া নৃপে বলিল উর্ব্বশী।
রমণীতে কভু নাহি হইবে বিশ্বাসী॥
হৃদয়ে তাদের নাই প্রকৃত প্রণয়।
অভীষ্ট সিদ্ধির লাগি ছলাকলাময়॥
কভু নাহি ছাড় প্রাণ তাদের কারণ।
দুঃখিত তুমি না কভু হইবে রাজন্॥
প্রতিবর্ষে একবার পাইবে আমারে।
তুমিও আপন চিত্ত উচিত বিহারে॥
ইহাতেই জাত তব হবে বংশধর।
অতএব যাও তুমি আপনার ঘর॥
বৎসরান্তে উর্ব্বশীরে পেয়ে পুনরায়।
তারে কভু ছাড়িবারে নৃপ নাহি চায়॥
উর্ব্বশী-নির্দ্দেশে তবে গন্ধর্ব্বের প্রতি।
বহুমতে পুরূরবা করে স্তবস্তুতি॥
স্তবেতে সন্তুষ্ট হ'য়ে গন্ধর্ব্বপ্রধান।
অগ্নিস্থালী দিল নৃপে সেই মতিমান্॥
তাৎপর্য্য বুঝিল নৃপ অগ্নিস্থালী হ'তে।
কর্ম্মযোগে উর্ব্বশীরে হইবে লভিতে॥
কাষ্ঠদণ্ড দুটি পরে লইয়া নৃপতি।
ঘর্ষণে আগুন সৃষ্টি করে মহামতি॥
ঊর্দ্ধকাষ্ঠ আত্মা আর উর্ব্বশী নীচের।
মধ্যকাষ্ঠে পুত্র রূপে ধারণা নৃপের॥
পুত্ররূপে অগ্নিদেবে করি উপাসন।
পরকালে ব্রহ্মলোকে চলিল রাজন্॥
পুরূরবা-কথা রাজা শুনিলে এখন।
ভাগবত উপাখ্যানে মধুর বচন॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
ভক্তগণ পায় যাতে রসের আধার॥

ইতি পুরূরবা-চরিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরশুরাম-চরিত

শুকদেব বলে শুন গর্ভে উর্ব্বশীর।
ঐলের ছয়টি পুত্র হইল সুধীর॥
শ্রুতায়ু সত্যায়ু আয়ু আর পুত্র অয়।
আর দুটি পুত্র হয় জয় ও বিজয়॥
বসুমান্ নামে হয় শ্রুতায়ু-নন্দন।
শ্রুতঞ্জয় সত্যায়ুর এক পুত্রধন॥
এক-নামে অয়-পুত্র, জয়ের অমিত।
বিজয়-নন্দন ভীম শুন সুবিহিত॥
ভীম বংশে জন্মে পুত্র জহ্নু নাম তার।
গণ্ডূষে গঙ্গারে পান করে গুণাধার॥
সেই বংশে কুশ নামে জন্মিল নন্দন।
গাধি তার পুত্র হয়, শুনহে রাজন্॥
সত্যবতী কন্যা তার সর্ব্বগুণান্বিতে।
ঋচীক ব্রাহ্মণ তারে চায় বিবাহিতে॥
গাধি বলে কন্যা তোমা দানিব ব্রাহ্মণ।
সহস্র ঘোটক আগে কর আনয়ন॥

একটি শ্রবণ তার লালবর্ণ চাই।
তাহা হ'লে কন্যা তোমা দানিব গোঁসাই॥
বরুণ সকাশে বিপ্র প্রার্থনা জানায়।
পাইল সহস্র অশ্ব তাহার কৃপায়॥
সত্যবতী তবে হয় বিপ্র-পরিণীতা।
ঋচীকের গৃহে আসে তার শ্বশ্রূমাতা॥
পত্নী শ্বশ্রূ উভয়ের কামনা নন্দন।
মন্ত্রপূত করি চরু রাখিল ব্রাহ্মণ॥
পত্নীর নিমিত্ত বিপ্র রাখে যেই চরু।
লোভেতে খাইল চরু আপনার শ্বশ্রূ॥
ক্ষাত্রমন্ত্রপূত করি শাশুড়ী-কারণ।
যেই চরু ভক্তিভরে রাখিল ব্রাহ্মণ॥
সত্যবতী সেই চরু করিল ভোজন।
তার ফলে জমদগ্নি হইল নন্দন॥
সত্যবতী নদীরূপ করিয়া ধারণ।
কৌশিকী নামেতে বহে পবিত্রপাবন॥
জমদগ্নি রেণুকারে বিবাহ করিল।
তার ফলে ক্রমে তার কয় পুত্র হৈল॥
কনিষ্ঠ পরশুরাম বিখ্যাত জগতে।
নাশিল হৈহয়গণে জগতের হিতে॥
পাপে মতি ক্ষত্রিয়ের হৈল যখন।
একবিংশবার ধ্বংস করিল সাধন॥
বাসুদেব-অংশে রাম জন্মিল রাজন্।
তার কর্ম্ম পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় নিধন॥
এত শুনি পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসে মুনিরে।
কি কারণে ক্ষত্রে রাম ধ্বংসে বারে বারে॥
বেদব্যাস-সুত বলে শুনহে রাজন্।
হৈহয়গণের পতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন॥
দত্তাত্রেয়ে উপাসনা করি ভক্তিভরে।
তেজ বীর্য্য যশৈশ্বর্য্য লভে চারিধারে॥
বায়ুতুল্য হয় তার সর্ব্বত্র গমন।
গতি রোধ করে হেন নাহি কোন জন॥
কামার্ত্ত অর্জ্জুন কভু জলখেলাচ্ছলে।
নদীস্রোত রোধ সেই করে অবহেলে॥
সেথায় রাবণ ছিল নির্ম্মিয়া শিবির।
জলোচ্ছ্বাসে ভাসে তার সকল শরীর॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে অর্জ্জুনেরে করে আক্রমণ।
হেলায় অর্জ্জুন তারে করিল বন্ধন॥
একদা বিজনবনে অর্জ্জুন নৃপতি।
মৃগয়া করিতে যায় সৈন্যের সংহতি॥
জমদগ্নি তুষ্ট হ'য়ে ধেনুর সহায়।
ভোজন করালো সবে, নৃপ তুষ্ট তায়॥
আশ্রয় ত্যাগের কালে অনুচরগণে।
আদেশিল নৃপ ধেনু করিতে হরণে॥
লোভে বশীভূত সবে কামধেনু ল'য়ে।
আশ্রম ছাড়িয়া যায় হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে॥
আশ্রমে ফিরিয়া রাম শুনিল কাহিনী।
যেভাবেতে দুষ্ট রাজা হরে ধেনুমণি॥
আহত ফণীর ন্যায় ক্রুদ্ধ অতিশয়।
ব্রাহ্মণ পরশুরাম পশ্চাতে ধাবয়॥
রাজা যবে পুরীমধ্যে করিছে প্রবেশ।
পশ্চাতে দেখিল বিপ্রে ক্রুদ্ধ সবিশেষ॥
অক্ষৌহিণী সৈন্য রাজা করিল প্রেরণ।
একে একে করে তারা মরণ বরণ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নৃপ মানিয়া বিস্ময়।
আপনি আসিল রণে করিতে বিজয়॥
পঞ্চশত ধনু হস্তে করিল ধারণ।
এক সঙ্গে করে রাজা তীর নিক্ষেপণ॥
একাকী পরশুরাম করিল ছেদন।
সকল তাহার তীর দুর্দ্ধর্ষ ব্রাহ্মণ॥
অতঃপর হাতে ল'য়ে ভীষণ কুঠার।
ছেদিল সহস্র বাহু অর্জ্জুন রাজার॥
তারপর শির তার করিল ছেদন।
ভয়েতে সকল পুত্র করে পলায়ন॥
হোমধেনু উদ্ধারিয়া ব্রাহ্মণ-নন্দন।
প্রবেশিল আশ্রমেতে হর্ষযুক্ত মন॥
পিতা জমদগ্নি শুনি এই বিবরণ।
ভর্ৎসিলেন পুত্র রামে হত্যার কারণ॥

অভিষিক্ত নৃপ বধ উচিত না হয়।
অশেষ হইল পাপ, নাহিক সংশয়॥
হরিপদে অর্পি মন তীর্থসেবা করি।
জপযজ্ঞনিয়মাদি সকল আচরি॥
পাপ হতে মুক্তিলাভ করিবার তরে।
জমদগ্নি পুত্রে আজ্ঞা দেন অতঃপরে॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-কথা।
শুনিলে ঘুচিবে পাপ না হবে অন্যথা॥

ইতি পরশুরাম-চরিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশ্বামিত্র-চরিত

শুকদেব বলে শুন কুরুর নন্দন।
পিত্রাদেশে করে রাম তীর্থপর্য্যটন॥
রেণুকা রামের মাতা স্নানের কারণ।
সুপবিত্র গঙ্গাজলে করিল গমন॥
গন্ধর্ব্বের রাজা সেথা অপ্সরা সহিত।
সানন্দে খেলিছে জলে হইয়া মোহিত॥
তাহা দেখি রেণুকার জন্মিল বিভ্রম।
দাঁড়াইয়া দেখে তাহা ভুলিল আশ্রম॥
হোমবেলা অতিক্রান্ত বুঝিতে না পায়।
পরেতে আশ্রমে যায় অতি ধীর পায়॥
পত্নীরে হেরিয়া মুনি ক্রুদ্ধ অতিশয়।
আরক্তলোচনে তবে পুত্রপ্রতি কয়॥
তোমরা সকলে হত্যা কর পাপীয়সী।
কেহ না শুনিল বাণী ক্রূর এতাদৃশী॥
পিতৃভক্ত রাম তবে পিতার আদেশে।
মাতা আর ভ্রাতৃগণে বধিল নিঃশেষে॥
পরশুরামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া।
জমদগ্নি বলে বর লও হে চাহিয়া॥
চাহিল পরশুরাম বর এইমত।
মাতা আর ভ্রাতৃগণ হউন জীবিত॥
মৃত্যুকথা কভু তারা না করে স্মরণ।
চাহিল এতেক বর রেণুকা-নন্দন॥
মুহূর্ত্তে সকলে তারা পাইল চেতন।
ঘুম হৈতে সবে যেন জাগিল তখন॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নৃপে যত পুত্র ছিল।
কেহ নাহি শান্তিলাভ করিতে পারিল॥
একদা পরশুরাম সহ ভ্রাতৃগণ।
আশ্রম ছাড়িয়া বনে করিল গমন॥
সন্ধান পাইয়া তবে অর্জ্জুন-তনয়।
জমদগ্নিমুনি বধে হৃষ্ট অতিশয়॥
শুনিয়া মায়ের কান্না রেণুকা-নন্দন।
আশ্রমে ফিরিয়া দেখে পিতার মরণ॥
ক্ষণেক বিলাপ করি রাম মহাবীর।
হাতেতে পরশু ল'য়ে হইল বাহির॥
বধিয়া অর্জ্জুন-পুত্রে, সকল শিরেতে।
বিরাট পর্ব্বত এক নির্ম্মিল চকিতে॥
পিতৃবধ প্রতিশোধ ইচ্ছিয়া মনেতে।
নিঃক্ষত্রিয় করে পৃথ্বী একুশ বারেতে॥
অনন্তর করি যজ্ঞ, হ'য়ে পাপহীন।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে রাম রহে চিরদিন॥
গাধি-পুত্র কথা এবে শুনহ রাজন্।
গাধির ঔরসে জন্মে তেজস্বী নন্দন॥
ক্ষত্রতেজ পরিত্যজি তপস্যা করিয়া।
ব্রহ্মতেজ লভে মুনি হর্ষযুক্ত হিয়া॥

কালেতে বিশ্বামিত্রের পুত্র হয় শত।
মধুচ্ছন্দা নামে সবে হইল বিখ্যাত॥
অজীগর্ত্ত পুত্র এক শুনঃশেফ নাম।
পুত্ররূপে লয় তারে সর্ব্বগুণধাম॥
তাহার অপর নাম দেবরাত হয়।
স্বীয় পুত্রগণে মুনি বলিল নিশ্চয়॥
তোমরা করিবে মান্য সকলে ইহারে।
শুনঃশেফ-কথা কিছু হয় পূর্ব্ববারে॥
হরিশ্চন্দ্র-যজ্ঞে এই হইল বিক্রীত।
পশুরূপে যজ্ঞস্থলে হইল আনীত॥
গণেশাদি দেবগণে করিয়া স্তবন।
পাশের বন্ধন হৈতে ইনি মুক্ত হন॥
মধুচ্ছন্দা হৈতে জন্মে বহু বংশধর।
পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘে তারা হইয়া তৎপর॥
ক্রুদ্ধ মুনি অভিশাপ করেন অর্পণ।
মোর আজ্ঞা তোরা সবে করিলি লঙ্ঘন॥
এ কারণে সবে আমি করি শাপদান।
ম্লেচ্ছরূপে পরিণত হবি মতিমান্॥
সকলে মিলিয়া তবে বলিল বচন।
শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা করিব এখন॥
এত বলি শুনঃশেফে করিল স্বীকার।
শ্রেষ্ঠ বলি সবে তারে করে অঙ্গীকার॥
ভক্তিমান পুত্রগণে লক্ষ্যি মুনিবর।
বলিল এমন বাক্য যাহা হিতকর॥
আশীর্ব্বাদ সকলেরে করিল প্রদান।
বিশ্বামিত্র-কথা সাঙ্গ হয় মতিমান্॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনালে শুনিলে পুণ্য হয় সবাকার॥

ইতি বিশ্বামিত্র-চরিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ক্ষত্রবৃদ্ধাদির বংশ-বর্ণন

শুকদেব বলে শুন ভারতরাজন্।
পুরূরবা কথা পূর্ব্বে করেছি বর্ণন॥
আয়ু নামে পুত্র তার অতি বিচক্ষণ।
নহুষ নামেতে হয় তাহার নন্দন॥
ক্ষত্রবৃদ্ধ রজি রাভ অনেনা নামেতে।
নহুষের ভ্রাতা ছিল বলি বিধিমতে॥
ক্ষত্রবৃদ্ধ পুত্র হয় সুহোত্র রাজন্।
তাহার হইল ক্রমে তিনটি নন্দন॥
গৃৎস্যমদ এক পুত্র অতি গুণবান্।
শুনক তাহার পুত্র ঋষির প্রধান॥
শৌনক তাহার পুত্র বিখ্যাত জগতে।
বেদবিদ্ মুনি তিনি জান বিধিমতে॥
কাশ্যপের পুত্র কাশি রাষ্ট্র পুত্র তার।
দীর্ঘতমা তার পুত্র সর্ব্বগুণাধার॥
ধন্বন্তরি হয় রাজা তাহার নন্দন।
রোগ দূরে যায় যারে করিলে স্মরণ॥
সেই বংশে জন্মে ক্রমে অনেক নৃপতি।
তাদের ঔরসে জন্মে কত যে সন্ততি॥
দীর্ঘকাল অনেকেই রাজ্যভোগ করে।
অল্পায়ু কেহ বা রাজা শুন তারপরে॥
রভস রাধের পুত্র তাহার নন্দন।
গম্ভীর তাহার পুত্র অত্রি মুনিধন॥
এই বংশে জন্মে কত ব্রহ্মর্ষি মহান্।
অনেনার বংশকথা শুন মতিমান্॥
শুদ্ধ শুচি আদি তার বংশধর হয়।
সেই বংশে শান্তরজা অপুত্রক রয়॥
রজির ঔরসে জন্মে পুত্র পঞ্চশত।
দৈত্যগণ দেবে যবে করে পরাজিত॥

দেবগণে রজি তবে দিলেন আশ্রয়।
ভীত ইন্দ্র তবু আর স্বর্গে নাহি রয়॥
এই কালে রজি করে স্বর্গের শাসন।
নিঃশব্দে রহিল ইন্দ্র না করে বারণ॥
রজির মৃত্যুর পর ইন্দ্র দেবপতি।
প্রার্থনা লইয়া আসে রজিপুত্র প্রতি॥
রজিপুত্রগণ তারে করে প্রত্যাখ্যান।
বৃহস্পতি কাছে যায় দেবের প্রধান॥
দেবগুরু পরামর্শে যজ্ঞ সুরু করি।
তাহাতে বধিল ইন্দ্র আপনার অরি॥
কুশ-পুত্র প্রতি হয় তাহার তনয়।
গুণবান্ হয় অতি নামেতে সঞ্জয়॥
সেই বংশে বহু রাজা জন্মে অতঃপর।
নহুষ-বংশের কথা শুন নৃপবর॥
সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
গুণিজন পায় যাতে জ্ঞানের সন্ধান॥

ইতি ক্ষত্রিয়বৃদ্ধাদির বংশবর্ণন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যযাতির উপাখ্যান

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
যযাতি-কাহিনী আমি বলি অতঃপর॥
নহুষের ছয় পুত্র সবে মহামতি।
যযাতি শর্য্যাতি যতি আয়তি বিয়তি॥
কৃতি নামে আর পুত্র জানিবে নিশ্চয়।
রাজ্যভারে যযাতির না হৈল প্রত্যয়॥
পিতৃদত্ত রাজ্য তিনি না করি গ্রহণ।
পরম আত্মাতে মন করিল স্থাপন॥
নহুষ শচীরে যবে করে অপমান।
ব্রাহ্মণশাপেতে মর্ত্ত্যে পড়ে মতিমান্॥
অজগর রূপ ধরি রহে ধরণীতে।
যযাতির হাতে রাজ্য পড়ে বিধিমতে॥
ভ্রাতৃগণে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ।
দেবযানী-পাণি রাজা করিল গ্রহণ॥
বৃষপর্ব্বা-কন্যা এক শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী।
তারেও যযাতি করে আপনার নারী॥
এত শুনি পরীক্ষিৎ বলে ভগবন্।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিয়া হয় কি কারণ॥
শুকদেব বলে শুন কহি সে কাহিনী।
শর্ম্মিষ্ঠা একদা যায় সহ দেবযানী॥
শর্ম্মিষ্ঠা দানব-কন্যা শুক্র গুরু তার।
দেবযানী গুরুকন্যা সখী ব্যবহার॥
একত্র করিছে জলে ক্রীড়া সন্তরণ।
পরস্পর গাত্রে জল করিছে ক্ষেপণ॥
হেনকালে বৃষারূঢ় শঙ্কর পার্ব্বতী।
চলিছেন সেই পথে হৃষ্টমনে অতি॥
তাহা দেখি দুই সখী লজ্জিতা হইয়া।
তীরেতে উঠিল ত্বরা সলিল ত্যজিয়া॥
ভ্রমেতে শর্ম্মিষ্ঠা করে বস্ত্র পরিধান।
দেবযানী-পরিধেয় না করি সন্ধান॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেবযানী কঠোর বচনে।
দাসীতুল্যা বলি গাল দেয় সেইক্ষণে॥
আহত সর্পের মত দৈত্যের নন্দিনী।
কটুকথা বলিলেক লক্ষ্যি দেবযানী॥
অবশেষে তার বস্ত্র করিয়া হরণ।
সবলে করিল তারে কূপে নিক্ষেপণ॥
একদা যযাতি আসে মৃগয়া কারণ।
তৃষাতুর কূপপাশে করিল গমন॥
কামিনীর আর্ত্তকণ্ঠ শুনিয়া তথায়।
উদ্ধারিল নৃপবর দৈত্যের কন্যায়॥

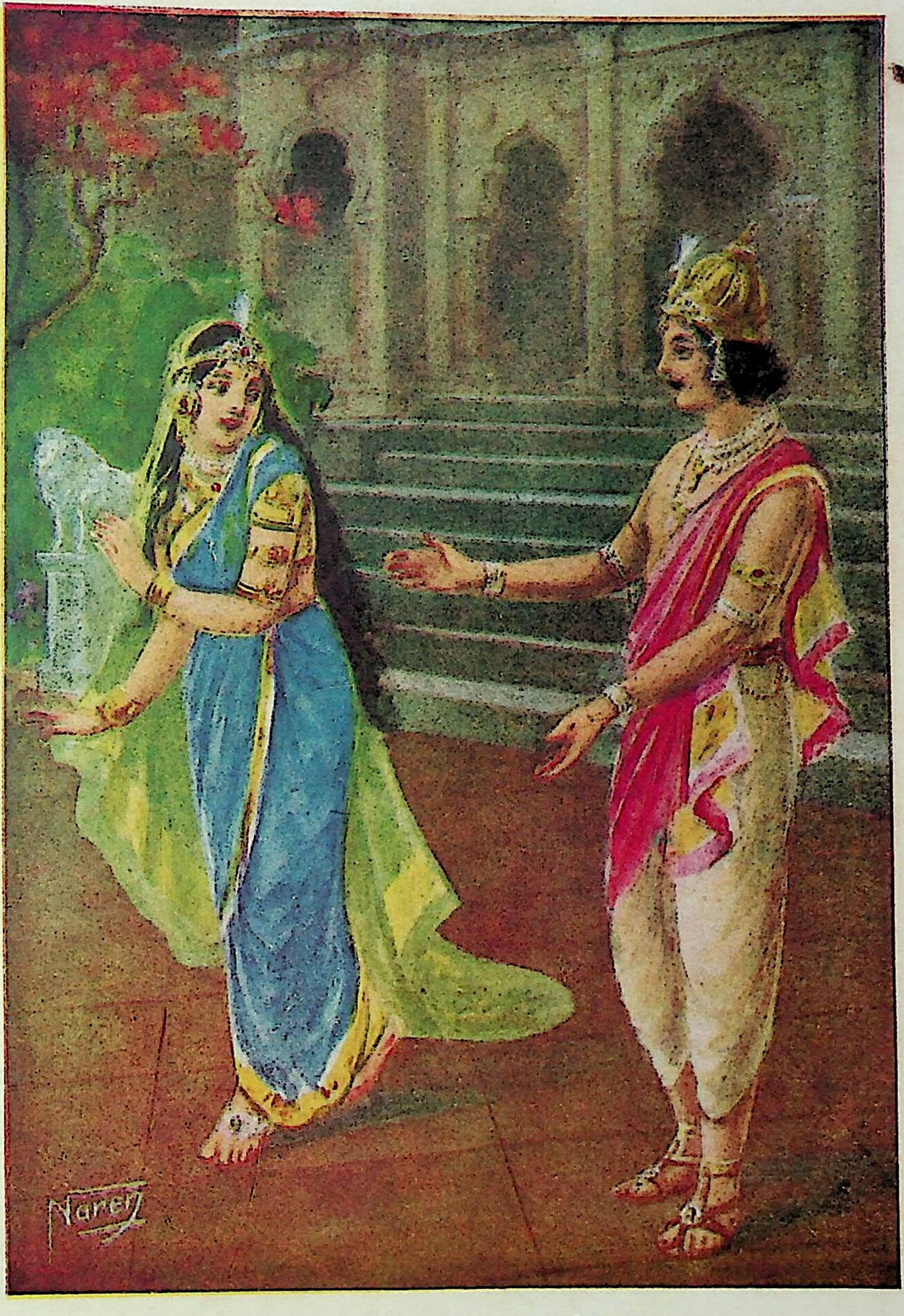

মনোহর বাক্য তবে বলে নরপতি।
উর্ব্বশী লাগিয়া করে কাকুতিমিনতি॥

পৃষ্ঠা—৬৩৬

দেবযানী বলে তারে শুনহ রাজন্।
উদ্ধারকালেতে পাণি করেছ গ্রহণ॥
এই পাণি অন্য কারে সঁপিতে না পারি।
তোমা বই অন্য কারো না হইব নারী॥
কচের শাপেতে কোন ব্রাহ্মণতনয়।
বিবাহ না করে মোরে শুন সদাশয়॥
ক্ষত্রিয়সন্তান তুমি এই সে কারণ।
মোর পাণি লাগি বুঝি আসিলে কানন॥
দেবযানী কথা শুনি যযাতি রাজন্।
বিবাহ করিল তারে আনন্দিত মন॥
অতঃপর নৃপবর স্বীয় স্থানে যায়।
দেবযানী কেঁদে কহে আপন পিতায়॥
শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা-কথা দৈত্য পুরোহিত।
পৌরোহিত্যকর্ম্মনিন্দা করিল বিহিত॥
দেবযানী সহ শুক্র ত্যজে দৈত্যপুরী।
কাটাইবে দিন তারা উঞ্ছবৃত্তি করি॥
দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বা শুনিল যখন।
শুক্রাচার্য্য পায় ধরি করে নিবেদন॥
তোমা বিনা শত্রুনাশ নাহি হবে কভু।
কোপ শান্ত করি গৃহে ফিরে এস প্রভু॥
শুনিয়া দৈত্যের বাণী কহিল গোঁসাই।
তোমা প্রতি মোর রাজা কোন ক্রোধ নাই॥
দেবযানী তুষ্ট তুমি কর সর্ব্বভাবে।
অভীষ্ট পূরণ তব নিশ্চিত হইবে॥
দেবযানী কহে শুন আমার বচন।
পিতা মোরে সম্প্রদান করিবে যখন॥
গর্ব্বিতা শর্ম্মিষ্ঠা সহ অনুচরীগণ।
আমার দাসীত্ব সেথা করিবে বরণ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দৈত্য হইল স্বীকৃত।
দাসীসহ শর্ম্মিষ্ঠারে করে উপস্থিত॥
অনন্তর শুক্রাচার্য্য তনয়া আপন।
যযাতি রাজার হস্তে করিল অর্পণ॥
নিষেধিল যযাতিরে এই কথা বলে।
শর্ম্মিষ্ঠা-শয্যায় কভু নাহি যাবে ভুলে॥
দেবযানী-পুত্র দুই জন্মিল সুন্দর।
যদু ও তুর্ব্বসু তারা অতি মনোহর॥
গোপনে শর্ম্মিষ্ঠা সহ কামার্ত্ত রাজন্।
সহবাস ফলে জন্মে তিনটি নন্দন॥
দ্রুহ্যু অনু পুরু নামে পরিচিত হয়।
যযাতির ঔরসেতে শর্ম্মিষ্ঠা-তনয়॥
এ কাহিনী শুক্রাচার্য্য শুনিবারে পান।
যযাতিরে লক্ষ্যি পরে শাপ করে দান॥
জরা-আক্রমণে তব যৌবন সুন্দর।
চলিয়া যাইবে দূরে শুন নৃপবর॥
শুক্রাচার্য্য শাপবাক্য শুনিয়া যযাতি।
চরণে পড়িয়া কৈল কাকুতি-মিনতি॥
তবে শুক্রাচার্য্য বলে, শুনহে রাজন্।
জরাভার নেয় যদি তোমার নন্দন॥
তবে তো পাইবে মুক্তি নাহিক সংশয়।
ইহা ভিন্ন মুক্তি-পথ আর কিছু নয়॥
যযাতি ডাকিল তার যতেক সন্তানে।
কহিল সকল কথা পুত্র-সন্নিধানে॥
স্বীয় জরা-বিনিময়ে যযাতি নৃপতি।
যৌবন চাহিল সব পুত্রের সংহতি॥
যদু বলে কেন হব আনন্দ-বঞ্চিত।
যৌবনবিহনে সুখ আছে কোথা পিত॥
দ্রুহ্যু অনু ও তুর্ব্বসু বলিল সকলে।
অকালেতে কেন প্রাণ যাইবে বিফলে॥
জরা-বিনিময়ে দিতে নারিব যৌবন।
আমরা ভুঞ্জিব পিতা সকলে জীবন॥
অবশেষে পুরু-পাশে হ'য়ে উপনীত।
যযাতি কহিল কথা যথা পূর্ব্বমত॥
জ্যেষ্ঠদের অনুগামী তুমিও কি হবে।
পিতারে যৌবন দিতে তুমি না পারিবে॥
পুরু বলে নরনাথ তোমারি প্রসাদে।
জন্মিয়াছি, পাই রক্ষা আপদে বিপদে॥
পিতার আকাঙ্ক্ষা মনে বুঝি যে তনয়।
সেই মত কার্য্য করে, শ্রেষ্ঠ পুত্র হয়॥

পিতৃ-আজ্ঞা যেই জন সদা মান্য করে।
মধ্যম তনয় সেই শাস্ত্র-ব্যবহারে ॥
অশ্রদ্ধাবশত পালে আকাঙ্ক্ষা পিতার।
অধম জানিবে তারে সকল প্রকার ॥
আর যেই পিতৃ-আজ্ঞা কভু নাহি পালে।
পরিত্যাজ্য সেই পুত্র জানিবে সকলে ॥
একথা বলিয়া পুরু যৌবন আপন।
পিতারে করিল দান সর্ব্বগুণধন ॥
যযাতি যৌবন পেয়ে সানন্দ অন্তরে।
বিষয় বাসনা আদি সদা ভোগ করে ॥
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
ভুঞ্জিল যযাতি সুখ অনেক বৎসর ॥
অতঃপর মনে তার হইল উদিত।
বিষয়ভোগেতে তিনি নষ্ট ও পতিত ॥
দেবযানী লক্ষ্যি তবে বলিল বচনে।
ছাগ-ছাগী উপাখ্যান বিরস বদনে ॥
ভোগ করে বহুকাল ছাগের নন্দন।
কিছুতেই তবু তার তৃপ্ত নহে মন ॥
বিষয় ভুঞ্জিয়া রাজা কাটাল বরষ।
তবু তার মনে নাহি জন্মিল হরষ ॥
অতঃপর প্রিয়পুত্র পুরুরে ডাকিয়া।
যৌবন ফিরায়ে দিল হর্ষযুক্ত হিয়া ॥
রাজ্যভার দিল তারে সহ ভ্রাতৃগণ।
আপনি বনেতে তবে করিল গমন ॥
যথাকালে মুক্তিলাভ করিল যযাতি।
ব্রহ্মলোকে সেকারণে হ'ল তার গতি ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
জ্ঞানিজন পায় যাতে জ্ঞানের আধার ॥

ইতি যযাতির উপাখ্যান।

ষোড়শ অধ্যায়

পুরুবংশ-বর্ণন

বেদব্যাসসুত বলে ভরতনন্দন।
যেই বংশে জন্ম তব হইল রাজন্ ॥
রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি কত যেই বংশে হয়।
সেই পুরুবংশ-কথা কহি যে নিশ্চয় ॥
পুরু হৈতে যেই বংশ হইল বিস্তৃত।
রেভি নামে সেই বংশে পুত্র হয় জাত ॥
রেভির নন্দন এক অতি গুণবান্।
দুষ্মন্ত নামেতে সেই জ্ঞাত সর্ব্বস্থান ॥
একদা দুষ্মন্ত রাজা মৃগয়া-কারণ।
ঘুরিতে ঘুরিতে যায় কণ্বের আশ্রম ॥
বনদেবীরূপা এক নিরুপমা নারী।
বিচরণ করে সেই আশ্রমনগরী ॥
দুষ্মন্ত মোহিত হ'য়ে জিজ্ঞাসে তাহারে।
কার কন্যা কার পত্নী বল তা আমারে ॥
ক্ষত্রিয়ের কন্যা বলি যেন মনে হয়।
অনুগ্রহ করি মোরে দাও পরিচয় ॥
সুন্দরী কহিল শুন আমার কাহিনী।
শকুন্তলা আমি পিতা বিশ্বামিত্র মুনি ॥
মেনকা আমার মাতা পরিত্যাগ করে।
কণ্বমুনি আনয়ন করে হেথা মোরে ॥
এত বলি আতিথ্যেতে মুনির তনয়া।
রাজারে করিল সেবা হর্ষযুক্ত হিয়া ॥
ক্ষত্রিয়ের কন্যা সেই এত বুঝি মনে।
দুষ্মন্ত বরণ তারে করে সেইক্ষণে ॥

গান্ধর্ব্ব বিধানে দোঁহে হ'ল পরিণয়।
নৃপতি প্রস্থান করে আপন আলয়॥
যথাকালে রমণীর এক পুত্র হয়।
শকুন্তলা তারে ল'য়ে রাজার আলয়॥
উপনীত হয় যবে দুষ্মন্ত রাজন্।
চিনিতে নারিয়া তারে বলে কুবচন॥
অবশেষে দৈববাণী হইল যখন।
এই পুত্র, তারে তুমি করহ ভরণ॥
ভরত পুত্রের নাম রাখিয়া নৃপতি।
ভার্য্যাসহ তারে রাখে আপন সংহতি॥
দুষ্মন্তের পরে রাজা হইল ভরত।
নারায়ণ অংশ সেই পুণ্যকর্ম্মে রত॥
কতশত যজ্ঞ রাজা করিল জীবনে।
তার তুল্য কর্ম্ম নাহি পারে কোনজনে॥
দিগ্বিজয় করে রাজা কত শত বার।
কিরাত যবন হূনে করিল সংহার॥
দৈত্যগণ জিনি দেবে দেবনারীগণে।
নিয়েছিল রসাতলে আপন ভবনে॥
তাহাদের সকলেরে করিল উদ্ধার।
অতঃপর স্বর্গলাভ করে গুণাধার॥
ভরতের ছিল রাজা তিনটি রমণী।
সসন্তানা ছিল তারা স্নেহধনে ধনী॥
তাহাদের পুত্র নাহি পিতৃতুল্য হয়।
সংহারিল তাহাদের মনে পেয়ে ভয়॥
তেকারণে নিঃসন্তান হইল রাজন্।
বংশলোপ ভয়ে করে যজ্ঞ-আরাধন॥
মরুৎ সকল তবে সন্তুষ্ট হৃদয়।
দানিল রাজারে এক অপূর্ব্ব তনয়॥
ভরদ্বাজ নাম তার ব্রাহ্মণ-নন্দন।
তাহাতে ভরতবংশ হয় আরম্ভণ॥
রন্তিদেব নামে পুত্র সেই বংশে হয়।
দয়া আদি গুণ তার ছিল অতিশয়॥
নিয়ত তাঁহার গৃহে আহার্য্য সকল।
স্বর্গ হৈতে নিয়মিত আসিত কেবল॥
সেই সব দ্রব্য রাজা অতিথি ব্রাহ্মণে।
করিতেন দান সদা হর্ষযুক্ত মনে॥
একদা না আসে কোন খাদ্য-পরিকর।
উপবাসে থাকে রাজা সবার গোচর॥
বারি পান করে আটচল্লিশ দিবস।
তবেতে আসিল খাদ্য অন্তরে হরষ॥
কুটুম্বের সহ রাজা করিতে ভোজন।
বসে যবে আসে তবে অতিথি ব্রাহ্মণ॥
অতিথি সেবিয়া রাজা করে আয়োজন।
পরেতে বসিল নিজে করিতে ভোজন॥
হেনকালে শূদ্র এক অতিথিবেশেতে।
আসিল তথায় ইচ্ছা ভোজন করিতে॥
অন্নভাগ দিয়ে তারে পুণ্যাত্মা নৃপতি।
খাইতে বসিল যবে আসিল অতিথি॥
অনেক কুকুর সঙ্গে সেই শূদ্রজন।
পাইল রাজার খাদ্য করিতে ভোজন॥
জল মাত্র অবশিষ্ট রহিল রাজার।
চণ্ডাল আসিয়া চাহে খাদ্য আপনার॥
মুক্তি নাহি চায় রাজা আপন অন্তরে।
অপরের দুঃখ শুধু চায় দূরিবারে॥
পরীক্ষিতে রন্তিদেবে নিজে নারায়ণ।
বিভিন্ন অতিথিরূপে করে আগমন॥
সন্তুষ্ট হইয়া হরি আশীর্বাদ করে।
পরলোকে যায় রাজা হরির গোচরে॥
এই বংশে জন্ম লয় অনেক নৃপতি।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সকলেই তারা মহামতি॥
কেহ বা ব্রহ্মজ্ঞ যোদ্ধা কেহ বা মহান্।
সর্ব্বরূপে পুরুবংশ সবার প্রধান॥
সুবোধ রচিল গীত মহাভাগবত।
পাপী তাপী জন যাতে পায় মুক্তিপথ॥

ইতি পুরুবংশ-বর্ণন।

সপ্তদশ অধ্যায়

জরাসন্ধ, শান্তনু ও পাণ্ডু প্রভৃতির বংশ-বর্ণন

শুকদেব বলে শুন ভরতনন্দন।
অন্যান্য বংশের কথা করিব বর্ণন ॥
পুরুবংশে ছিল রাজা দিবোদাস নাম।
অহল্যার ভ্রাতা সেই সর্ব্বগুণধাম ॥
মিত্রায়ু তনয় তার তাহার নন্দন।
জগৎ-পূজিত মুনি মহর্ষি চ্যবন ॥
সেই বংশে জন্মে কত নৃপতি ধীমান্।
সুদাস সোমক জন্তু পৃষতাদি নাম ॥
দ্রুপদ পৃষত-পুত্র, তাহার নন্দিনী।
পাঞ্চালী দ্রৌপদী হয় পাণ্ডবঘরণী ॥
অজমীঢ়-পুত্র এক ঋক্ষ নাম তার।
সংবরণ পুত্র হয় সর্ব্বগুণাধার ॥
তপতী তাহার পত্নী সূর্য্যের নন্দিনী।
কুরু নামে পুত্র তার সর্ব্বগুণে ধনী ॥
বৃহদ্রথ সেই বংশে অতি খ্যাতিমান্।
তার পত্নী প্রসবিল দ্বিখণ্ড সন্তান ॥
জরা নামে রাক্ষসীর আসিল গোচরে।
'জীব' বলি একসঙ্গে জুড়িল ইহারে ॥
হইল সুন্দর পুত্র নাম হ'ল তার।
জরাসন্ধ রূপে সেই খ্যাত চারিধার ॥
কুরুপুত্র জহ্নু নামে যে ছিল রাজন্।
তাহার বংশেতে জন্মে প্রতীপ-নন্দন ॥
দেবাপি শান্তনু আর বাহ্লীক নামেতে।
প্রতীপের তিন পুত্র ছিল বিধিমতে ॥
দেবাপি ত্যজিয়া রাজ্য বনবাসী হয়।
মধ্যম শান্তনু রাজা হইল নিশ্চয় ॥
জরাগ্রস্ত কেহ যদি তাঁর স্পর্শ পায়।
অচিরে দেবতাতুল্য হয় তার কায় ॥
অগ্রজের পূর্ব্বে সেই বিবাহ করিল।
সেই পাপে রাজ্যে তার অনাবৃষ্টি হ'ল ॥
সকলে বলিল তারে প্রতীপ-নন্দন।
জ্যেষ্ঠেরে আপন রাজ্যে কর আনয়ন ॥
শান্তনু পাঠায় তবে কতেক ব্রাহ্মণ।
অনাচারী ছিল তারা শুনহে রাজন্ ॥
তাহাদের সঙ্গদোষে দেবাপি আপনি।
বেদেরে নিন্দিয়া হ'ল পতিত নৃমণি ॥
শান্তনুর দোষ সব খণ্ডে এইবার।
দেবতা বর্ষিল রাজ্যে কত জলধার ॥
গঙ্গা-গর্ভে জন্মে তার একটি তনয়।
দেবব্রত ভীষ্ম নামে তার পরিচয় ॥
পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ তিনি বীরচূড়ামণি।
সন্তুষ্ট পরশুরাম হইল আপনি ॥
শান্তনুর হ'ল আর দুইটি নন্দন।
দাসকন্যাগর্ভে তারা লভিল জনম ॥
নামেতে বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর।
চিত্রাঙ্গদে গন্ধর্ব্বরা করিল সংহার ॥
পরাশর নামে ছিল অতি জ্ঞানী মুনি।
দাসকন্যাগর্ভে পুত্র জন্মাল আপনি ॥
সেই পুত্র বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
শুকদেব আমি তার হই যে নন্দন ॥
কাশীরাজ দুই কন্যা অম্বা অম্বালিকা।
জিনিয়া আনিল ভীষ্ম এ দুই বালিকা ॥
বিচিত্রবীর্য্যের হাতে করে সমর্পণ।
যক্ষ্মায় বিচিত্রবীর্য্য লভিল মরণ ॥
বংশলোপ শঙ্কা করি দাসের নন্দিনী।
বেদব্যাসে কহে পুত্র জন্মাও আপনি ॥

বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
জন্মালো ক্রমেতে তবে তিনটি নন্দন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সুমতি।
ধৃতরাষ্ট্র জন্ম দেন শতেক সন্ততি ॥
পাণ্ডুপ্রতি শাপ ছিল মৈথুন কারণ।
হারাইবে সেইক্ষণে আপন জীবন ॥
পাণ্ডু-পত্নী কুন্তীগর্ভে জন্মে যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মপুত্র বলি খ্যাতি রহে চিরস্থির ॥
পবন-ঔরসে জন্মে ভীম মহাবল।
ইন্দ্র করে কুন্তী জন্ম অবশ্য সফল ॥
অর্জ্জুন ইন্দ্রের পুত্র কুন্তীগর্ভে হয়।
তথাপি তাহারা খ্যাত পাণ্ডুর তনয় ॥
পাণ্ডুর অপর পত্নী মাদ্রী নাম তার।
তার গর্ভে সৃজে পুত্র অশ্বিনীকুমার ॥
নকুল ও সহদেব দুইটি নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র বলি হয় খ্যাত এ ভুবন ॥
দ্রৌপদী পাণ্ডব-পত্নী শুনয়ে রাজন্।
তার গর্ভে লভে জন্ম পাঁচটি নন্দন ॥
যুধিষ্ঠির প্রতিবিন্ধ্যে জন্ম করে দান।
ভীমপুত্র শ্রুতসেন অতি খ্যাতিমান্ ॥
শ্রুতকীর্ত্তি নামে হয় অর্জ্জুন-তনয়।
নকুলের পুত্র এক শতানীক হয় ॥
সহদেব পায় পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নাম।
দ্রৌপদীর পুত্র সবে সর্ব্বগুণধাম ॥
পৌরবী-গর্ভেতে পুত্র লভে যুধিষ্ঠির।
দেবক তাহার নাম শুনহ সুধীর ॥
হিড়িম্বা-গর্ভেতে ভীম জন্মাল তনয়।
ঘটোৎকচ নাম তার পিতৃতুল্য হয় ॥
কালী-গর্ভে সর্ব্বগত ভীমের নন্দন।
সকলে না জানে তাহা শুনহে রাজন্ ॥
সুহোত্র বিজয়া-পুত্র সহদেব হ’তে।
অপরের কথা আমি বলি এইমতে ॥
নকুলের পুত্র এক নিরমিত্র নাম।
করেণুমতীর গর্ভে জন্মে গুণধাম ॥
অর্জ্জুন উলুপী-গর্ভে পুত্র করে দান।
সেই তনয়ের নাম হয় ইরাবান্ ॥
মণিপুরপতি তার পুত্র নাহি হয়।
চিত্রাঙ্গদা নামে কন্যা পুত্রতুল্য রয় ॥
তাহা হ’তে অর্জ্জুনের জন্মিল তনয়।
শ্রীবভ্রুবাহন নামে খ্যাত বিশ্বময় ॥
সুভদ্রা কৃষ্ণের ভগ্নী অর্জ্জুন-রমণী।
তার পুত্র অভিমন্যু বীরকুলমণি ॥
তোমার জনক রাজা সেই মতিমান্।
কৃষ্ণের কৃপায় রক্ষা হয় তব প্রাণ ॥
তক্ষক-দংশনে তব হইলে মরণ।
শুনি সেই কথা পরে তোমার নন্দন ॥
জন্মেজয় সর্প-যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান।
সর্পধ্বংস লাগি যজ্ঞে হবি করে দান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ পরে অনুষ্ঠান করি।
সসাগরা পৃথিবীর হবে অধিকারী ॥
সেই বংশে বহুতর হইবে নৃপতি।
সুচির শাসন তারা করে বসুমতী ॥

সুবোধ রচিল গীত আনন্দিত মনে।
জ্ঞানিজন করে পাঠ শোনে সর্ব্বজনে ॥

ইতি জরাসন্ধ, শান্তনু ও পাণ্ডু প্রভৃতির বংশ-বর্ণন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসুর বংশ

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর ।
পুরুভ্রাতাদের কথা কহি অতঃপর ॥
অনুর ঔরসে জন্মে তিনটি তনয় ।
সেই বংশে জন্মে কত মহৎ-আশয় ॥
উশীনর নামে রাজা সেই বংশে হয় ।
শিবি নামে পুত্র তার খ্যাত বিশ্বময় ॥
শিবির ঔরসে জন্মে যতেক নন্দন ।
তার মধ্যে আছে মদ্র, কেকয় সুজন ॥
উশীনর ভ্রাতা হয় তিতিক্ষু নামেতে ।
সুতপা সে বংশে জন্মে শুন বিধিমতে ॥
সুতপা-ঔরসে বলি মহাজ্ঞানবান্ ।
তার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা করে জন্মদান ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি কত পুত্র হয় ।
সুহ্ম পুণ্ড্র ওড্র আদি কতক তনয় ॥
সকলে ইহারা রাজ্য করিল স্থাপন ।
স্বনামেতে হয় রাজ্য শুনহে রাজন্ ॥
অঙ্গবংশে লোমপাদ জন্মিল নন্দন ।
দশরথ-কন্যা শান্তা তার ভার্য্যা হন ॥
সেই বংশে অধিরথ নামেতে নৃপতি ।
জন্মমাত্র হয় তার ধর্ম্মকর্ম্মে মতি ॥
অধিরথ গঙ্গাতীরে করে বিচরণ ।
লোহার সিন্দুক এক দেখিল রাজন্ ॥
নবশিশু তার মধ্যে পাইল নৃপতি ।
কুন্তীর কানীনপুত্র কর্ণ মহামতি ॥
লজ্জাহেতু কুন্তী তারে করে বিসর্জ্জন ।
অধিরথ পেয়ে তারে করিল রক্ষণ ॥
কর্ণ হ'তে বৃষকেতু জন্মে মহাবীর ।
দ্রুহ্যুবংশ-কথা আমি বলিব সুধীর ॥
দ্রুহ্যুপুত্র বভ্রু আর সেতু পুত্র তার ।
পুত্র আরব্ধ হৈতে জন্মিল গান্ধার ॥
ধর্ম্ম ধৃত দুর্ম্মদাদি সেই বংশে হয় ।
তার পুত্র প্রচেতার শতেক তনয় ॥
তাহারা সকলে ম্লেচ্ছে করে পরাজিত ।
দ্রুহ্যুবংশ-কথা রাজা শুনিলে বিহিত ॥
তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, ভর্গ পুত্র তার ।
মরুত্ত সে বংশে জন্মে সর্ব্বগুণাধার ॥
দুষ্মন্তে দত্তক লয় মরুত্ত মহান্ ।
যেহেতু আছিল রাজা নিজে নিঃসন্তান ॥
পরেতে দুষ্মন্ত ছাড়ি মরুত্ত-আশ্রয় ।
পুরুবংশে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় ॥
যদুবংশ-কথা রাজা কহি অতঃপর ।
যেই বংশে নারায়ণ হইল গোচর ॥
যদুর চারিটি পুত্র নল রিপু আর ।
ক্রোষ্টু ও সহস্রজিৎ সবে গুণাধার ॥
সহস্রজিতের বংশে হইল হৈহয় ।
সেই বংশে কৃতবীর্য্য জন্মিল তনয় ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা তাহার নন্দন ।
তার তুল্য নরপতি কেহ নাহি হন ॥
সহস্র পুত্রের মাঝে স্বল্প কয়জন ।
অবশিষ্ট ছিল মাত্র শুনহে রাজন্ ॥
মধু নামে এক পুত্র ছিল বর্ত্তমান ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষ্ণি তার অতি গুণবান্ ॥
ক্রোষ্টু বংশে শতবিন্দু জন্মিল নন্দন ।
সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী তার মহাভোগ্য ধন ॥
উশনা তাঁহার বংশ করিল উজল ।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিল সফল ॥

জ্যামঘ নামেতে নৃপ সেই বংশে হয় ।
নিঃসন্তান রাজা তার দুঃখ অতিশয় ॥
শৈব্যা নামে পত্নী তার অপূর্ব্ব সুন্দরী ।
তার লাগি রাজা বিয়া না করে কুমারী ॥
একদা জ্যামঘ যায় ইন্দ্রের সদন ।
ভোজ্যা নামে কন্যা এক করিল হরণ ॥
আপনার পাশে কন্যা রাখিয়া রাজন্ ।
রথেতে চড়িয়া আসে আপন ভবন ॥
তাহারে হেরিয়া শৈব্যা ক্রুদ্ধ অতিশয় ।
কটুবাক্যে নৃপে তবে বিন্ধিল নিশ্চয় ॥
ভয়েতে জ্যামঘ বলে এই যে রমণী ।
পুত্রবধূরূপে এরে দেখিবে আপনি ॥
ক্রোধেতে জ্বলিয়া রাণী বলিল বচন ।
পুত্র নাই পুত্রবধূ কিবা এ ঘটন ॥
লজ্জিত হইয়া রাজা বলে অতঃপর ।
অবশ্য জন্মিবে তব তনয় সুন্দর ॥
তার সঙ্গে এই কন্যা দিব পরিণয় ।
মোর সাথে কন্যা তার এই পরিচয় ॥
অতঃপর পত্নীসহ আপনি রাজন্ ।
যাগযজ্ঞ আদি কত করিল অর্চ্চন ॥
বিশ্বদেব পিতৃগণ সন্তুষ্ট হৃদয় ।
জ্যামঘে দানিল এক অপূর্ব্ব তনয় ॥
বিদর্ভ নামেতে পুত্র অতি গুণবান্ ।
বিবাহ করিল পরে পিতা বিদ্যমান ॥
ভোজ্যা নামে সেই কন্যা শুন পরিচয় ।
বিদর্ভের বংশকথা কহিব নিশ্চয় ॥
সেই বংশে ভগবান্ নিজে নারায়ণ ।
আপনি মানবজন্ম করিল গ্রহণ ॥
তাঁহার কাহিনী পরে বর্ণিব নিশ্চয় ।
এক্ষণে কহিব তার বংশপরিচয় ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার ।
শুনালে শুনিলে পুণ্য হয় সবাকার ॥

ইতি অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসুর বংশ ।

উনবিংশ অধ্যায়

মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা

সূত কন শুন শুন শৌনকাদিগণ ।
নররূপে যথা কৃষ্ণ করে আগমন ॥
অপূর্ব্ব শাস্ত্রের বাণী ব্যাসের বিচার ।
সূক্ষ্মরূপে না বুঝিলে বুঝে শক্তি কার ॥
চরিত্র আরোপ করি ইঙ্গিতের ছলে ।
তত্ত্বজ্ঞান থাকে যাহে শ্রীপুরাণ-বলে ॥
সংসার-চরিত্রোপরি ঈশ্বর-চরিত্র ।
মিলায়ে রচিল ব্যাস পুরাণ পবিত্র ॥
যদুবংশে এক কৃষ্ণ মানব-সন্তান ।
অপূর্ব্ব প্রভাব তাঁর ঈশ্বর সমান ॥
তাঁহার চরিত্রোপরি আরোপ করিয়া ।
বিশুদ্ধ ঈশ্বর-লীলা দিলা দেখাইয়া ॥
সে কৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম অপ্রাকৃত হয় ।
এই কথা শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
ধন্য সে মানব-জন্ম ধরে কৃষ্ণ নাম ।
কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণগুণে পূর্ণ যাঁর কাম ॥

নরকৃষ্ণ-কথা যেই বুঝিবারে পারে।
মহাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সেই বুঝে এ সংসারে॥
এই কথা ক্রমে ক্রমে হইবে বিচার।
দশমে ঈশ্বর-লীলা করিব বিস্তার॥
সূতের শুনিয়া বাণী যত মুনিজন।
করালেন সাধু বাণী তাহারে শ্রবণ॥
মানব মানব নহে কৃষ্ণ নাম ধরে।
যাঁহার চরিত্রে ব্যাস ব্রহ্মারোপ করে॥
উভয় চরিত্র বৎস ইঙ্গিতের প্রায়।
বুঝাইয়া দাও যদি তবে বুঝা যায়॥
সূত কহে শুন তবে যত মুনিজন।
আরোপের ভাব কিছু করিব বর্ণন॥
নররূপী সেই কৃষ্ণ করে লীলা তিন।
দেখায় ব্রহ্মের সহ বুঝিলে অভিন॥
বাল্য ও যৌবন আর অন্তলীলা-ময়।
মহাযোগী ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়॥
বিস্তৃত যাদব-বংশে তাঁহার প্রকাশ।
সত্ত্বগুণে জন্ম তাঁর সাত্ত্বিক আভাষ॥
সত্ত্বগুণময় শিশু অজ্ঞান না পায়।
মধুর মধুর ভাবে সকলে ভুলায়॥
এমনি পরম ব্রহ্ম সৃষ্টিলীলা করে।
মায়ার সাত্ত্বিক গর্ভে আত্মা নাম ধরে॥
আত্মা-রূপে সকলের বাসনা বুঝিয়া।
সবারে করেন মুগ্ধ চৈতন্য ব্যাপিয়া॥
যৌবনে মানব-কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যে ঈশ্বর।
নর নারী সকলের হৃদি-সহচর॥
প্রকৃতি সহিত তাই ব্রজের জীবন।
সেইকালে আত্মারূপে ভোগে নিমগন॥
ধর্ম্ম দিয়া জীব রক্ষা কর্ত্তব্য আত্মার।
এই মর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে হইল বিচার॥
ধর্ম্মাদি আরোপ ব্রহ্ম সহায় যেমন।
যেমন করেন জীবে ঈশ্বর-পালন॥
সেই ভাবে কুরুক্ষেত্রে নরগণ সহ।
দেখাইলা নরাকৃতি থাকি অহরহ॥
ব্রহ্মের অন্তিম লীলা ব্রহ্মাণ্ড হরণ।
যদুবংশ হয় যথা কৃষ্ণেতে নিধন॥
অপূর্ব্ব চরিত্র কৃষ্ণ করিয়া ধারণ।
পরম ব্রহ্মের তত্ত্ব করিলা জ্ঞাপন॥
এই দুই তত্ত্ব-কথা ব্যাস ঋষিবর।
প্রকাশিল অষ্টাদশ পুরাণে বিস্তর॥
নরকৃষ্ণে ব্রহ্মারোপ বুঝে যেই জন।
তত্ত্বজ্ঞান পায় সেই মহামুক্তি-ধন॥
দশমে চরিত্র সব হইবে বিস্তার।
এবে শুন কৃষ্ণকথা করিব প্রচার॥
শুকদেব সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধরে।
কহিলেন শুন রাজা একান্ত অন্তরে॥
পূর্ব্বে যে বিপুল বংশ করিনু কীর্ত্তন।
কত শত বর্ণিলাম ভাগবতধন॥
এ হেন পবিত্র বংশে সেই ভগবান্।
জন্মিয়াছিলেন কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্॥
অপূর্ব্ব চরিত্রে তাঁর মুগ্ধ ত্রিভুবন।
করিলেন পিতা তাহে ব্রহ্মে আরোপণ॥
মানব-রূপেতে কৃষ্ণ সংসারে বিহরে।
ব্রহ্মলীলা পিতা ব্যাস দেন তদুপরে॥
অপূর্ব্ব চরিত্রে তাঁর করিলে শ্রবণ।
ব্রহ্মতত্ত্ব নিমেষেতে বুঝে ভক্তগণ॥
সেই বংশে যেই ভাবে সেই কৃষ্ণধন।
জন্মিয়া পবিত্র করে এ তিন ভুবন॥
যাঁহার চরিত্রে পূর্ণ যতেক পুরাণ।
যাঁহার চরিত্রে ব্রহ্ম হন বিদ্যমান॥
সেই ভগবান্ কথা ওহে রাজ্যেশ্বর।
শ্রবণ করিলে শান্তি পাইবে বিস্তর॥
পূর্ব্বেতে ক'রেছি রাজা প্রকাশ নিশ্চয়।
ব্রহ্মার মানসে জন্ম মরীচির হয়॥
মরীচির পুত্র হন কশ্যপ সুজন।
কশ্যপের বিবস্বান্ পুত্র মহাজন॥
বিবস্বান্ হ'তে হয় বিস্তার সংসার।
শ্রাদ্ধদেব নামে-পুত্র খ্যাতি সুবিস্তার॥

শ্রাদ্ধদেব নিজ তেজে আর জ্ঞানবলে ।
সমাজে বাঁধিল জীব মন্বন্তর কালে ॥
বিবস্বান্ মহাতেজে জন্ম তাঁর হয় ।
এই হেতু বৈবস্বত নামে তাঁরে কয় ॥
জ্ঞানবলে মন্বন্তরে হ'ল অধীশ্বর ।
বৈবস্বত মনু হন সেই নৃপবর ॥
বশিষ্ঠের যত্নে আর যজ্ঞের বিধানে ।
পুত্রকন্যারূপ হয় একই সন্তানে ॥
পুত্রভাব পায় যবে রাজার নন্দন ।
সুদ্যুম্ন তাহার নাম কহে সর্ব্বজন ॥
কন্যা-রূপে ইলা নাম তাঁহার প্রকাশ ।
পূর্ব্বেতে দিয়াছি রাজা ইহার আভাষ ॥
মৃগয়া-কালেতে সেই সুদ্যুম্ন-তনয় ।
মহেশের শাপে যবে নারীরূপী হয় ॥
সেইকালে মুগ্ধ হ'য়ে চন্দ্রের কুমার ।
মনসুখে তার সহ করিল বিহার ॥
উভয়-সংযোগে হয় গর্ভের সঞ্চার ।
পুরুরবা নামে তাহে জন্মিল কুমার ॥
সুদ্যুম্নের বীর্য্যে যেই জন্মিল নন্দন ।
সূর্য্যবংশ নামে পূর্ণ তাহে ত্রিভুবন ॥
সুদ্যুম্নের গর্ভে যেই সুসন্তান হয় ।
চন্দ্রবংশ নামে তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ॥
এ হেন পবিত্র বংশে কৃষ্ণ মহামতি ।
ভগবান্-রূপে জন্মে সুপবিত্র অতি ॥
পুরুরবা উর্ব্বশীরে করি পরিণয় ।
উৎপাদন করিলেন সাধু পুত্রচয় ॥
তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র আয়ু নাম যাঁর ।
সুপবিত্র মহামতি ধর্ম্মের আধার ॥
নহুষ নামেতে তার প্রধান নন্দন ।
মহামতি ছয় পুত্র তাহে জন্ম লন ॥
ছয় জন ছয় ভাবে হয় সাধুজন ।
সবার পবিত্র ভাব চরিত্র কীর্ত্তন ॥
যযাতি নামেতে তার দ্বিতীয় তনয় ।
প্রবল প্রতাপী রাজা অতি মহাশয় ॥
দুই পত্নী তার ছিল অতি শুদ্ধমতি ।
শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী অতি গুণবতী ॥
দেবযানী-গর্ভে দুই শর্ম্মিষ্ঠার তিন ।
পাঁচ পুত্র যযাতির জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥
দেবযানী-পুত্র যদু তুর্ব্বসু রাজন ।
দ্রুহ্যু অনু পুরু তিন শর্ম্মিষ্ঠা-নন্দন ॥
প্রধান সে যদু হ'তে যে বংশ প্রচার ।
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত তাহা বিখ্যাত সংসার ॥
যদুবংশ মহাবংশ খ্যাত ত্রিভুবন ।
যেই বংশে জন্মিলেন কৃষ্ণ নারায়ণ ॥
যদুবংশ ক্রমে ক্রমে হইল বিস্তার ।
অক্রূর নামেতে সাধু লন জন্মভার ॥
তাঁহার পুত্রের হয় চিত্ররথ নাম ।
চিত্ররথ-বহুপুত্রে পূর্ণ বিশ্বধাম ॥
পৃথু বিদুরথ হয় সর্ব্বগুণাকর ।
পৃথু-বংশে জন্মে পুত্র দেবক প্রবর ॥
দেবকের কন্যা হন দেবকী সে নারী ।
অতীব সাত্ত্বিক সতী সত্ত্বগুণধারী ॥
সেই সতী বহু পুণ্য করিলা নিশ্চয় ।
তাহার আখ্যান-কথা সর্ব্বজনে কয় ॥
বিদুরথ নামে যেই রহে পুত্র আর ।
শূর নামে পুত্র তার সর্ব্বগুণাধার ॥
ভজমান নামে হয় তাঁহার সন্তান ।
শিনি নামে তাঁর পুত্র অতি গুণবান্ ॥
ভোজ নামে হইলেক শিনির তনয় ।
হৃদিক নামেতে এক পুত্র তার হয় ॥
হৃদিকের তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয় ।
দেবমীঢ় শতধনু কৃতবর্ম্মাত্রয় ॥
দেবমীঢ়-পুত্র ছিল শূর নাম তার ।
মারিষা তাঁহার পত্নী অতি চমৎকার ॥
সেই মারিষার গর্ভে দশটি সন্তান ।
জন্মিলেন ধরাধামে অতি গুণবান্ ॥
তার মাঝে বসুদেব প্রধান সবার ।
রূপে গুণে অদ্বিতীয় সকলের সার ॥

সেই পুত্র বসুদেব অতি সদাশয়।
তাঁর সাথে দেবকীর হয় পরিণয় ॥
উভয়ে ভাবিয়া দিবানিশি সর্ব্বক্ষণ।
লভিলা অপূর্ব্ব পুত্র গুণে নারায়ণ ॥
জ্ঞানেতে প্রবীণ পুত্র সর্ব্ব-সুলক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-মাত্রে পাপ হয় বিমোচন ॥
নারায়ণে সেবি দোঁহে পায় নারায়ণ।
নিস্তারিল ত্রিভুবন সে কৃষ্ণ নন্দন ॥
অতীব পবিত্র কথা দশমে প্রকাশ।
শ্রবণে ক্ষণেকে হয় কলুষ বিনাশ ॥
অতএব মহারাজ হও স্থিরমতি।
একবার দাও মন হরিলীলা প্রতি ॥
যতনে রচিলা পিতা ভাগবত-বাণী।
শুনিলে পবিত্র হয় তাপদগ্ধ প্রাণী ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হইল বিস্মিত।
হরি-প্রেমে আশ্বাসিয়া রহিল চিন্তিত ॥
নররূপী বিষ্ণুরূপী দুই কৃষ্ণ হয়।
আধার আধেয় ভাবে পুরাণেতে কয় ॥
এতেক বর্ণিয়া সূত হইলেন স্থির।
বিস্মিত হ'লেন শুনি শৌনকাদি ধীর ॥
ভক্তগণ কর সবে হরি-সংকীর্ত্তন।
নবম স্কন্ধের কথা হ'ল সমাপন ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ভক্তির বিচার ॥

ইতি মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা।

[নবম স্কন্ধ সমাপ্ত]

শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

—:০:—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারায়ণে নমস্করি নমি নরোত্তমে।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে ॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি ॥
সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ।
বন্দিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন ॥

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মার বচনে নারায়ণের আবির্ভাব-কথা

সূত কন সম্বোধিয়া শৌনকস্বজন।
ভগবান লীলা-কথা শুনহ এখন ॥
নররূপী কৃষ্ণজন্ম কথা সুনিশ্চয়।
দিয়াছি আভাষ তার পূর্ব্বে পরিচয় ॥
এবে ব্রহ্ম কৃষ্ণকথা শুন সর্ব্বজন।
ভবের ঔষধি ইহা করিলে শ্রবণ ॥
এক ব্রহ্ম ব্যাপ্য ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সার।
নাহি তার গুণ চেষ্টা শুদ্ধ নির্ব্বিকার ॥
সর্ব্বজীব মাঝে সেই চৈতন্য পরম।
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বধৃতি তাহার ধরম ॥
সচ্চিৎ আনন্দ এই তিনটি স্বভাব।
শক্তি সহ বিমিশ্রণে ব্রহ্মাণ্ডের ভাব ॥
স্বভাব অতীত বস্তু হয় ব্রহ্ম-ধন।
স্বভাবেতে গুণ-শক্তি পরম রতন ॥
গুণ ও স্বভাব মিশ্র গঠিত সংসার।
তাহার অতীত ব্রহ্ম সবার আধার ॥
গুণ ও স্বভাবে হয় এই বিশ্ব কার্য্য।
নানা শক্তি তাহাতেই আছে সব ধার্য্য ॥
শক্তি ও স্বভাবে ব্যাপ্তি যাহা হয় সার।
ব্রহ্মাণ্ড তাহার নাম খ্যাত ত্রিসংসার ॥
এ হেন মিলনে যেই সচেতন স্থিতি।
পরমাত্মা নামে তাঁরে কহেন সুমতি ॥
ক্রমে কার্য্য-বশে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ।
যাহাতে প্রকাশ হয় ভোগের আভাস ॥
ভোগ আশে জীবভাবে সেই আত্মা আসে।
নানা-রূপে নানালীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশে ॥
বেষ্টিয়া ব্রহ্মাণ্ড রয় তাহে কয় আত্মা।
সমষ্টিরে জীব কহে সে ব্রহ্ম জীবাত্মা ॥
সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাব স্বভাব ও গুণে।
একই ব্রহ্মের সত্তা নহে অন্যজনে ॥
গুণ ও স্বভাব সহ কর্ম্মে শক্তি হয়।
এমতে সকল কার্য্য স্বভাবে ঘটায় ॥
যদিও ব্রহ্মের তেজ হ'তেছে স্বভাব।
নিশ্চেষ্ট তাঁহার সত্তা চেষ্টার অভাব ॥
আত্মা যথা দেহমধ্যে আছেন বসিয়া।
তাঁহার তেজেতে শক্তি বেড়ায় নাচিয়া ॥
তদ্রূপ সৎরূপী ব্রহ্ম তাহার স্বভাব।
অভেদ থাকিয়া করে সদা চেষ্টা ভাব ॥
সেইরূপ আত্মা আর জীবাত্মা সম্বন্ধ।
কার্য্যভেদে দুই নাম মুক্তি আর বন্ধ ॥
শক্তিতে বাঁধিলে আত্মা জীবরূপী হয়।
সুখে দুঃখে প্রেমাধিক্য পাইতে নিশ্চয় ॥
কেমনে আত্মার সহ জীবের সম্বন্ধ।
সুখে দুঃখে সেই প্রেমে হয় কিবা বন্ধ ॥
বেদের প্রমাণ এই বুঝিবার তরে।
আত্মা ও জীবাত্মা লীলা ব্রজের ভিতরে ॥
সুখ-দুঃখ-ময় জীব আত্মাতে আনন্দ।
আত্মা পরিমাণে লভে ব্রহ্মের সম্বন্ধ ॥
প্রাকৃতিক এই লীলা ঘটাবার তরে।
বদ্ধেরে করিতে মুক্ত শাস্ত্রের বিচারে ॥
আত্মা সহ সুজীবের কি সম্বন্ধ হয়।
কুজীবের কোন ভাব প্রমাণ নিশ্চয় ॥
এহেন সম্বন্ধ ব্যাস বিচার করিয়া।
প্রকাশেন দিব্য প্রেম দশমে লিখিয়া ॥
দর্শনের দৃশ্য প্রেম বেদের মীমাংসা।
রূপকেতে আত্মলীলা প্রচারের আশা ॥
কৃষ্ণব্রহ্মরূপী আত্মা পালন স্বভাব।
জীবের আশ্রয় তিন মীমাংসার ভাব ॥
কেমনে সকল জীবে সেই কৃষ্ণ পায়।
কেমনে শ্রীকৃষ্ণ-আত্মা সংসার পালয় ॥

এ-হেন সম্বন্ধ শুন যত ঋষিগণ।
শুনিলে হইবে মুক্ত সংসার বন্ধন ॥
শুকদেব কহিলেন শুন নররায়।
পরমাত্মা-লীলা শুন ত্যজিয়া মায়ায় ॥
রাজা কন সবিস্ময়ে শুন মহামুনি।
অমৃত-সমান লীলা যতবার শুনি ॥
অপূর্ব্ব বিস্ময় এক হতেছে উদয়।
শুন শুন সেই ভাব ঋষি মহাশয় ॥
অকর্ত্তা অক্রিয় অজ নির্ম্মল যে জন।
কেমনে তাঁহার ঘটে প্রকৃতি-যোজন ॥
কেমনে জীবের সম ব্রহ্ম পরাৎপর।
মানবের সম ধর্ম্ম সংসার ভিতর ॥
ধন্য সেই যদুবংশ যাহে নারায়ণ।
আবির্ভূত হইলেন রক্ষার কারণ ॥
আর এক কথা ঋষি কর অবগতি।
নররূপী কৃষ্ণবংশ প্রকাশ সুমতি ॥
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যের কাহিনী।
যে অদ্ভুত লীলা মর্ত্তে করিলেন তিনি ॥
বিস্তার করিয়া তাহা কহ মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-কথা অতি মধুময় ॥
যাঁহার চরণ-তরী করিয়া গ্রহণ।
পরিত্রাণ পান মোর পিতামহগণ ॥
মাতার গর্ভেতে যিনি করিয়া প্রবেশ।
আমারে করিয়া রক্ষা ঘুচালেন ক্লেশ ॥
অখিল জীবের যিনি বাহিরে ভিতরে।
অবস্থান করিছেন চিরদিন ধ'রে ॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা কহ মুনিবর।
কৃষ্ণ-কথা কহি মোর জুড়াও অন্তর ॥
রাম নামে জন্ম লভি দেব সঙ্কর্ষণ।
পুনরপি হইলেন দেবকী-নন্দন ॥
কি রহস্য আছে ইথে বুঝিতে না পারি।
সকল আমারে প্রভু বলহ বিস্তারি ॥
কি কারণে সে মুকুন্দ কৃষ্ণ ভগবান্।
পিতার আলয় হ'তে ব্রজপুরে যান ॥
ব্রজপুরে মধুপুরে করি অবস্থান।
কোন্ কার্য্য করিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
মাতুল কংসেরে কেন করেন নিধন।
কত দিন যদুপুরে রন নারায়ণ ॥
কতজন ভার্য্যা তাঁর ছিল মহাশয়।
কৃপা করি কহ মোরে সে সব বিষয় ॥
আপনার মুখ হ'তে ঝরে সেই সুধা।
তাহাতে ঘুচিল মোর এ ভবের ক্ষুধা ॥
ব্যাসের চাতুর্য্য-বলে পুরাণ-চন্দ্রমা।
উদিয়া অমৃত সিঞ্চে অতি অনুপমা ॥
কহ ঋষি কৃষ্ণকথা করিব শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিমোচন ॥
রাজার বিনয় শুনি শুক মহাশয়।
কহিলেন অতি-ভক্তি কৃষ্ণ প্রতি হয় ॥
অতি-ভক্তি-বলে তব আগ্রহ এতেক।
পাইবে অমৃত রাজা ভাবিবে যতেক ॥
গঙ্গা-সম কৃষ্ণ-কথা সুপবিত্র অতি।
প্রশ্নকর্ত্তা বক্তা শ্রোতা লভয়ে মুকতি ॥
অতিশয় ভাগ্য মোর হইবে নিশ্চয়।
কৃষ্ণচন্দ্র মম হৃদে হইলে উদয় ॥
এত বলি হরি স্মরি শুক মহামতি।
কহিলেন শুন রাজা শ্রীকৃষ্ণ-ভারতী ॥
দৈত্য-ভয়ে যবে মহী হন আকুলিত।
অধর্ম্মের ভারে যবে হয়েন পীড়িত ॥
সেই কালে জীব-মাতা ধরণী সুন্দরী।
গাভীরূপী হ'য়ে যান ব্রহ্মার নগরী ॥
একে ত কামিনী-বেশ চক্ষে ঝরে নীর।
পাপ-ভরে সকম্পিত সতত শরীর ॥
দীনা ক্ষীণা ভাবে মহী ব্রহ্মলোকে গিয়া।
কমল-আসনে কহে পদে প্রণমিয়া ॥
আমি দাসী তব নাথ তুমি সর্ব্বেশ্বর।
অতি দীনা হীনা আমি সাত্ত্বিক অন্তর ॥
অধর্ম্মের ভার প্রভু সহিতে না পারি।
দৈত্যগণ লইয়াছে ধর্ম্মেরে সংহারি ॥

ধর্ম্ম বিনা সাধু প্রজা করে হাহাকার।
কেমনে তাহাতে প্রাণ বাঁচিবে আমার ॥
অতএব কর নাথ উপায় বিধান।
যাহে আমি সুখী হই রহে ধর্ম্ম-মান ॥
প্রজাজন যাহে পূজে তোমার চরণ।
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম যাহে হইবে মোচন ॥
কর নাথ সে উপায় হইয়া সত্বর।
সহিতে না পারি আমি অধর্ম্মে কাতর ॥
এতেক বচনে ব্রহ্মা হইয়া কাতর।
দেবগণ সহ যান ক্ষীরোদ সাগর ॥
ক্ষীরোদের মাঝে হরি অনন্ত শয়নে।
নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন আপনে ॥
নাগবধূ করে সেবা ঘুমে অচেতন।
কাহাতে আসক্ত তিনি নহেন কখন ॥
শত শত চন্দ্রসূর্য্য তাহাতে উদয়।
কোটি বিশ্ব ক্ষণে যাঁর ইচ্ছাতে সৃজয় ॥
সেই হরি সনাতনে জাগাবার তরে।
ব্রহ্মা মহী দেবতাদি সংকীর্ত্তন করে ॥
হে হরি ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী হও জাগরিত।
সৃষ্টি-অধিকারী তুমি হও হে বিদিত ॥
অন্তর্য্যামী তুমি নাথ করহ উপায়।
অধর্ম্মের তরে বুঝি সৃষ্টি লোপ পায় ॥
এতেক বচন শুনি তবে নারায়ণ।
মেলিয়া দেখেন নিজ কমল নয়ন ॥
আশীর্ব্বাদ করি সবে দিলেন উত্তর।
নাহি ভয় হও সবে নির্ভয়-অন্তর ॥
আমি যার অন্তর্য্যামী কোথা তার ভয়।
অধর্ম্ম করিব নাশ কহিনু নিশ্চয় ॥
দৈত্যগণ নাশি ধর্ম্ম করিব প্রচার।
করিব যাহাতে শান্ত হয় ত্রিসংসার ॥
অতএব শুন ব্রহ্মা আমার বচন।
যেমতে করিব আমি ভূভার-হরণ ॥
মম ভক্ত বসুদেব যদুকুলে হয়।
কংস-কারাগারে বদ্ধ বহুদিন রয় ॥
দেবকী সাত্ত্বিকী নারী পতিব্রতা অতি।
তার গর্ভে জন্ম লব কহিনু সুমতি ॥
সত্ত্বগুণ বসুদেব নারী ভক্তিপর।
সত্ত্বগুণে সর্ব্বজীবে আমার গোচর ॥
সত্ত্বের উদয়ে ধর্ম্ম হইবে প্রকাশ।
অধার্ম্মিক দৈত্যগণে করিবে বিনাশ ॥
আমার আশ্রয় হন দেব সঙ্কর্ষণ।
মম মায়া ভুলাইতে পারে সর্ব্বজন ॥
দেবকী রোহিণী নারী এই দুই নামে।
মথুরায় জ্যেষ্ঠা রয় অন্যে ব্রজধামে ॥
মায়া গিয়া দেবকীর হইতে অন্তর।
সঙ্কর্ষণে ল'য়ে যাক রোহিণী ভিতর ॥
সঙ্কর্ষণে আকর্ষণে দেবকী হইতে।
আবির্ভাব হ'য়ে যাব ব্রজেন্দ্র-পুরীতে ॥
দেব-দেবীগণ তথা হবে নর-নারী।
গোপ নামে নর নারী গোপের ঝিয়ারী ॥
সবার সহিত আমি বিশ্ব ব্রজপুরে।
করিব অদ্ভুত লীলা প্রেমের মধুরে ॥
সংসারী হইয়া দেব-মায়া আস্বাদন।
করিব স্বহস্তে মুক্ত যত ভক্তগণ ॥
ধর্ম্মের প্রচার করি দৈত্য করি নাশ।
বিনাশিব ধরণীর সুমহান্ ত্রাস ॥
অতএব সবে মিলি কর আয়োজন।
কৃষ্ণরূপে যাব আমি তারিতে ভুবন ॥
এতেক শুনিয়া মহী আর দেবগণ।
গেলেন করিতে সিদ্ধ হরি-প্রয়োজন ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
নারায়ণ আবির্ভাব কথা সুবিস্তার ॥

ইতি ব্রহ্মার বচনে নারায়ণের আবির্ভাব কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব কথা

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
কৃষ্ণ-অবতার-কথা অতি সুললিত॥
কংসের ভগিনী হন দেবকী সুন্দরী।
ধন্যা হন সে কামিনী বসুদেবে বরি॥
অপরূপ রূপ যাঁর না হয় তুলন।
শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ বলি শ্রুতিতে কীর্ত্তন॥
সেই হেন বসুদেবে কে বুঝিতে পারে।
সর্ব্বগুণময় দেব যাদব-আগারে॥
লোকে জানে নররূপী কভু নর নয়।
যাহার আশ্রয়ে হরি দেহধারী হয়॥
সাত্ত্বিকী শক্তিতে গড়া দেবকী সুন্দরী।
সবার জননী যাঁহে জন্মিলেন হরি॥
দোঁহার মাহাত্ম্য-কথা কে বর্ণিতে পারে।
কীর্ত্তনে অনন্তদেব আপনিই হারে॥
শুভক্ষণে শুভদিনে কংস নরপতি।
বসুদেব করে দেন দেবকী সুমতি॥
বিদায়ের কালে কংস মান্য করিবারে।
সারথি হইয়া যান রথের মাঝারে॥
কত শত বাদ্য বাজে নৃত্যগীত কত।
হয় হস্তী সাধুজন যায় শত শত॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে উভয় মিলনে।
দেবগণ হৃষ্ট হন পুষ্প বরিষণে॥
এইরূপে কোলাহলে যায় কিছুক্ষণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ তথা হয় প্রকাশন॥
হইল আকাশ-বাণী অতি উচ্চতর।
শুনে বসুদেব কংস সেই রথোপর॥
ভীম রবে কহে বাণী শুন ভোজপতি।
মঙ্গল নাহিক তোমা কহিনু সম্প্রতি॥
এই যে ভগিনী তব দেবকী সুন্দরী।
দেবের আরাধ্য ইনি পূজা করে হরি॥
শুদ্ধ সত্ত্বময় হয় বসুদেব বীর।
উভয়ে জন্মাবে হরি কহিলাম স্থির॥
বীজে যথা কালবশে জন্মায় অঙ্কুর।
আশ্রয় পাইলে হরি না রহেন দূর॥
দৈত্য-অংশ জন্ম তোমা তুমি দুষ্টজন।
জন্মিবেন হরি তোমা করিতে নিধন॥
দেবকী-অষ্টম-গর্ভে হইবে তনয়।
নারায়ণ-রূপী সেই কহিনু নিশ্চয়॥
দেখিতে হইবে নর কিন্তু নারায়ণ।
মিথ্যা দেহে যথা আত্মা থাকেন চেতন॥
সেই পুত্র তোমাজনে করিয়া সংহার।
অনায়াসে নাশিবেন পৃথিবীর ভার॥
এত বলি শূন্যবাণী শূন্যেতে মিশিল।
বসুদেব সহ কংস বিস্মিত হইল॥
অজ্ঞানেতে মত্ত কংস রিপু-অধিপতি।
বাহুবলে অবহেলে নাশি ধর্ম্মগতি॥
ভ্রাতা জ্ঞাতি সাধুজন করিয়া পীড়ন।
সতত নিরত তার অধর্ম্মেতে মন॥
অতীব পাপিষ্ঠ সেই ধরার পীড়ক।
দেব-নরে সেই জন যন্ত্রণা-দায়ক॥
দেব-নর সদা ব্যস্ত দৈত্যগণ-ভয়ে।
ঈশ্বরে সকলে ডাকে প্রপীড়িত হ'য়ে॥
ভক্তের উদ্ধার লাগি প্রভু নারায়ণ।
সেই হেতু নরদেহ করেন ধারণ॥
নাশিবেন দৈত্যকুল আপন মায়ায়।
থাকিবে ধর্ম্মের মান হেন বাসনায়॥

আশাতে জীবন সার পূর্ণ কামনাতে।
সে কি পারে আপনার জীবন ত্যজিতে ॥
জীবনের আশে কংস উন্মত্ত হইয়া।
ভাবিতে লাগিল রথ পথে থামাইয়া ॥
অবশেষে করে স্থির আপনার মনে।
ঘুচিবে সকল ভয় ভগিনী-নিধনে ॥
ভগিনীর গর্ভ হ'তে জন্মিবে তনয়।
সেই জন মোরে বধ করিবে নিশ্চয় ॥
অতএব ভগ্নীবধ করিয়া এখন।
জুড়াই মনের জ্বালা রাখিতে জীবন ॥
এত ভাবি সেই দুষ্ট কামনায় মাতি।
ধরিল ভগ্নীর কেশ রথে মারে লাথি ॥
অবলা কামিনী একে নব পরিণয়।
লজ্জায় হইয়া ম্লান পতি-পাশে রয় ॥
সেই কালে দুষ্ট কংস ধরে তাঁর কেশ।
হস্তীর শুণ্ডেতে যেন পদ্মিনী আবেশ ॥
কেশে ধরি কহে কংস কড়মড়ি দন্ত।
তোর পুত্র জন্মি মোর করিবেক অন্ত ॥
অতএব যার ফলে আছে বিষ-ভয়।
সমূলে বিনাশ বৃক্ষ উচিত নিশ্চয় ॥
এত বলি কোষ হ'তে ধরি অসি করে।
উদ্যত হইল ভগ্নী বধিবার তরে ॥
হেনকালে বসুদেব কংসেরে ধরিয়া।
কহিতে লাগিল তারে বিনয় করিয়া ॥
নরপতি হও তুমি করিছ পালন।
নারী-বধে পাপ-ভাগী হও কি কারণ ॥
এতেক বলিয়া পরে কংস-ভগ্নীপতি।
কর্ম্মফল কথা তাহে কহিল সম্প্রতি ॥
দেহান্তরপ্রাপ্তি কথা বলে অতঃপর।
যে ভাবেতে থাকে আত্মা দেহ-অগোচর ॥
এইভাবে কতভাবে কংসের সকাশে।
বসুদেব কহে কথা অশেষে বিশেষে ॥
শুন শুন কংসরাজ ভোজ-নরপতি।
ভগ্নীরে করিবে বধ এ কোন্ যুকতি ॥
কনিষ্ঠা ভগিনী তব সরলা বালিকা।
তব ভয়ে হয় যেন কাষ্ঠপুত্তলিকা ॥
দীনের বৎসল তুমি দীন দয়াময়।
ইহার নিধন করা উচিত না হয় ॥
তথাপি উন্মত্ত কংস ক্ষান্ত নাহি হয়।
দেবকী নিধন লাগি ব্যগ্র অতিশয় ॥
অনুরোধ নাহি মানে, না শোনে যুকতি।
বসুদেব ভাবে তবে কি করি সম্প্রতি ॥
আসন্ন বিপদ হৈতে পাইতে উদ্ধার।
উপায় করিল স্থির ভাবি চারিধার ॥
ভগ্নী প্রতি তব ক্রোধ হয় অকারণ।
তোমারে সে কভু নাহি করিবে নিধন ॥
দেবকীর পুত্রে তোমা আছে মৃত্যুভয়।
জন্মিলেই পুত্র-বধ করিও নিশ্চয় ॥
প্রসব করিবে পুত্র দেবকী যখন।
তব হস্তে তারে আমি করিব অর্পণ ॥
এতেক বচনে বুঝি তবে কংসবীর।
বসুদেব-কথামতে হইলেন স্থির ॥
সকলে কুশলে যান নিজ নিজ ঘর।
অতঃপর কি ঘটিল শুন নরবর ॥
দেবকী রোহিণী দুই বসুদেব-নারী।
রূপ-গুণে উভয়েই অভেদ বিচারি ॥
নন্দ উপানন্দ আদি ব্রজপতি যত।
বসুদেব সহ তারা রহে অবিরত ॥
সুমতি যশোদা হন নন্দের গৃহিণী।
সাক্ষাৎ সাবিত্রী-সমা ব্রজ-সীমন্তিনী ॥
তাঁহার আশ্রয়ে হরি ভক্তহিত তরে।
আবির্ভূত হইবেন পূর্ব্বকথা-ভরে ॥
হেথা উপযুক্ত কালে দেবকী সুন্দরী।
শশিসমা সুশোভিতা হন গর্ভ ধরি ॥
প্রথম তনয়ে তার কংস দুরাচার।
না বধি ফিরায়ে দিল ভগ্নীরে তাহার ॥
দৈববাণী ছিল তার অষ্টম তনয়।
বধিবে তাহারে অন্য পুত্রে নাহি ভয় ॥

তবেত নারদ আসি বুঝায় রাজারে।
যেভাবে মজিবে কংস আরো দুরাচারে॥
পাপে ভরা না হইলে বংশ কভু তার।
ধ্বংস করিবারে পারে হেন সাধ্য কার॥
নারদ বচনে কংস ভীত অতিশয়।
বিশ্বাস না করে কোন ভগ্নীর তনয়॥
প্রতিগর্ভে যেই তাঁর জনমে তনয়।
কংসেরে ধরিয়া দেন দেব মহাশয়॥
করুণা না করি কংস ধরিয়া সন্তান।
পিতার সমক্ষে আছাড়িয়া লয় প্রাণ॥
প্রাণ কাঁদে মন কাঁদে না দেখি উপায়।
পিতা মাতা নারায়ণে ডাকিয়া জানায়॥
এই রূপে ছয় পুত্রে কংস বধ করি।
সপ্তমের অপেক্ষায় রাখিল প্রহরী॥
অশনে বসনে নাহি সুখ কিছু পায়।
অষ্টমে জন্মিবে বিষ্ণু সদা ভাবে তায়॥
হেনকালে দেবঋষি নারদ সুজন।
কহিল অষ্টমে জন্ম লবে নারায়ণ॥
শুনিয়া ঋষির বাণী কংস মূঢ়জন।
ভাবিল এখনি বুঝি হারাই জীবন॥
বসুদেবে আর নাহি করিয়া বিশ্বাস।
উভয়ে আনিল ধরি ভাঙ্গি গৃহবাস॥
রোহিণী রহিল একা নন্দের ভবনে।
যূথভ্রষ্ট মৃগী যথা সজল নয়নে॥
উভয়ে ধরিয়া আনি আপন আগারে।
শৃঙ্খলে বাঁধিয়া কংস রাখে কারাগারে॥
প্রহরী প্রহরে রত থাকে দিবা-রাতি।
সচঞ্চল রহে কংস প্রাণভয়ে মাতি॥
যশোদা রোহিণী আর দেবকী অন্তরে।
একবারে নারায়ণ শুভদৃষ্টি করে॥
সর্ব্বাগ্রে অনন্তদেব নাম সঙ্কর্ষণ।
রোহিণীর উদরেতে আবির্ভূত হন॥
অপূর্ব্ব এ কথা রাজা করহ শ্রবণ।
যেমতে পাইল প্রভু নাম সঙ্কর্ষণ॥
সহস্র মস্তকধারী অনন্ত সুজন।
হরির আশ্রয়-মাত্র বেদের বচন॥
অগ্রে তিনি না আসিলে লইয়া আশ্রয়।
কেমনে বিষ্ণুর জন্ম এ সংসারে হয়॥
ইহা ভাবি সে অনন্ত দেবকী-উদরে।
সপ্তমেতে আবির্ভূত হন মূর্ত্তি ধ'রে॥
আত্মরূপী ভগবান্ জন্মিবার কালে।
উপস্থিত হ'ল যবে শুদ্ধ মায়াজালে॥
তখন মায়ারে ডাকি প্রভু নারায়ণ।
কহিলেন শুন বৎসে আমার বচন॥
গোকুলে যাইয়া তুমি পাত মায়াজাল।
কেহ যেন নাহি বুঝে আবির্ভাব-কাল॥
আমার আশ্রয় হন অনন্ত সুজন।
দেবকীর গর্ভে তাঁরে করেছি প্রেরণ॥
আকর্ষণ করি তাঁরে অতি যত্ন ক'রে।
প্রবিষ্ট করাও গিয়া রোহিণী-জঠরে॥
অতীব দুঃখিনী সেই ডাকে বারংবার।
কোথা আছ হৃষীকেশ রাখ এইবার॥
সেই দুঃখ হবে নাশ আমার কৃপায়।
তুমি গিয়া আবির্ভূত হও যশোদায়॥
তোমার মায়াতে সবে হবে বিমোহিত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন হইবে কম্পিত॥
সেইকালে দেবকীরে দিব দরশন।
বলিব মনের কথা ঘুচাব বেদন॥
বিশুদ্ধা সাত্ত্বিকী শক্তি আকুল ক্রন্দনে।
ঝর্ ঝর্ নীর তার বহিছে নয়নে॥
নিদ্রা ত্যজি অনাহারে ডাকে বারংবার।
দেখা দাও দীননাথ দীনে একবার॥
কাতরতা তাঁহাদের যত পড়ে মনে।
আকুল হৃদয় মম হয় ক্ষণে ক্ষণে॥
পাষণ্ড দুরন্ত কংস বিষয়েতে মাতি।
তাঁহাদের কারাগারে রাখে দিবারাতি॥
শৃঙ্খলে আবদ্ধ অঙ্গ বুকেতে পাষাণ।
মুমূর্ষু দেখিয়া তাঁয় নাহি কাঁপে প্রাণ॥

অন্ন-জল ত্যজি দেব দেবকী সুন্দরী।
বারংবার বলে দেখা দাও দীনে হরি॥
কেমনে থাকিব মায়া আর লুকাইয়া।
ভক্তের ক্রন্দনে দগ্ধ দেখ মম হিয়া॥
অতএব মহাশক্তি যাও গো সংসারে।
মায়াজালে বিমোহিত কর সবাকারে॥
দুষ্টেরে নাশিব দেখ করিব শাসন।
করিব ধর্ম্মের রক্ষা ভক্তের পালন॥
পালন আমার কার্য্য জান তুমি সতী।
বিলম্ব না কর তুমি যাও শীঘ্রগতি॥
সর্ব্বকাম বলি তোমা যত নরগণ।
নানা উপহারে তোমা করিবে পূজন॥
সকলেই বহুখ্যাতি করিবে তোমায়।
নানা নামে পরিচিত হইবে সেথায়॥
দুর্গা ভদ্রকালী আর বিজয়া চণ্ডিকা।
বৈষ্ণবী কুমুদা কৃষ্ণা মাধবী অম্বিকা॥
নারায়ণী মায়া আর কন্যকা ঈশানী।
শারদা প্রভৃতি নাম পাবে তুমি জানি॥
শুনিয়া বিষ্ণুর বাণী তবে মায়াসতী।
আইলেন পৃথিবীতে অতি শীঘ্রগতি॥
দেখিলেন দেবকীতে অনন্ত উদয়।
অসীম অনন্তবল হরির আশ্রয়॥
দেখিলেন রোহিণীরে বিরহ আকুল।
প্রেমে হাসে কাঁদে আর কহে কত ভুল॥
মুখে সদা বলে কোথা আছ নারায়ণ।
একবার এ দাসীরে দাও দরশন॥
দেখিলেন যশোদারে ভক্তির আধার।
তৃণ কীট বৃক্ষাদিতে স্নেহ ব্যবহার॥
মুখে বলে হরি হরি করহ উপায়।
কংসের তেজেতে বুঝি ধর্ম্মতেজ যায়॥
এই সব ভাব দেখি তবে মায়া ধনী।
অনন্তে দেবকী হ'তে লন আকর্ষণী॥
দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল ভাবিয়া।
সকলে কাঁদিল কত বিমর্ষ হইয়া॥
আকর্ষিয়া দেন তাঁরে রোহিণী ভিতর।
বিস্মিত রোহিণী করি সেরূপ গোচর॥
সহস্র মস্তক যাঁর সহস্র আনন।
সহস্রেক কর যাঁর সহস্র চরণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর বিরাজে অন্তরে।
সূক্ষ্মরূপে সেই প্রভু রোহিণী ভিতরে॥
প্রেমানন্দে মগ্ন সতী মুখে বলে হরি।
অনন্ত অভয় দেন দুঃখ দূর করি॥
রোহিণী-সৌভাগ্য-কথা করিনু বর্ণন।
আকর্ষণে জন্ম বলি নাম সঙ্কর্ষণ॥
প্রভাবতী দেবকীরে দেখি দৈত্যপতি।
বুঝে তার গর্ভে আছে গোলোকের পতি॥
মনেতে চিন্তিল তবে, স্ত্রীবধ না করি।
প্রসবিলে পুত্র তার অবশ্য সংহরি॥
এত ভাবি প্রতীক্ষিয়া থাকে দৈত্যপতি।
কবে নারায়ণে জন্ম দানিবেক সতী॥
নারদাদি মুনি আর দেবতানিচয়।
করজোড়ে আসে সব কংসের আলয়॥
কংসের আলয়ে আসি দেব মুনিগণে।
নারায়ণ স্তব সবে করে হৃষ্টমনে॥
আবির্ভূত হও প্রভু সঙ্কটের কালে।
দৈত্যেরে বধিয়া রক্ষা করহ সকলে॥
ভক্ত অনুগ্রহ-তরে অবতর হরি।
দুষ্ট দৈত্যে নাশ কর মুকুন্দমুরারি॥
হেথা বসুদেব কাঁদে ব'লে নারায়ণ।
আর কেন কষ্ট দাও দেখাও চরণ॥
কি পরীক্ষা দিব বল দীনবন্ধু হরি।
বলি দিনু ছয় পুত্র তোমা আশা করি॥
নাহি সুখ নাহি শান্তি কারাতে বন্ধন।
নিদ্রা তৃষ্ণাহার নাহি ডাকি ঘনে ঘন॥
কি হেতু বিলম্ব নাথ কর দয়াময়।
তব নামে প্রাণ দিব কহিনু নিশ্চয়॥
পাষাণে আবদ্ধ কাঁদে দেবকী সুন্দরী।
কি পাপ ক'রেছি তব শ্রীচরণে হরি॥

গর্ব্ভেতে ধরিনু পুত্র পাইনু বেদন।
প্রসব করিয়া মুখ না করি চুম্বন ॥
তোমা লাগি বলি দিনু দুষ্ট কংসকরে।
রাখিতে ধর্ম্মের মান প্রেমাবেগ-ভরে ॥
কত দুঃখ ভোগ করি ওহে দুঃখহারী।
অন্তর্য্যামী তুমি নাথ বিশ্বের কাণ্ডারী ॥
আর নাহি সহ্য হয় ত্যজিব জীবন।
কলঙ্ক তোমার নামে করিব রোপণ ॥
শুনিয়াছি লোকে তোমা বলে দয়াময়।
ভক্তে দুঃখ দিলে নাথ দয়া কোথা রয় ॥
সাধুজন ধর্ম্মভয়ে গহন কাননে।
পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়া ডাকে নারায়ণে ॥
বলে নাথ কোথা আছ দয়াময় হরি।
অধর্ম্ম-অনলে আজি সবে পুড়ে মরি ॥
তব কীর্ত্তি এ ভুবনে পায় ধর্ম্মগতি।
সে ধর্ম্ম হইল নাশ দেখ ধর্ম্মপতি ॥
ধর্ম্মরক্ষা হেতু নাথ শীঘ্র এস ভবে।
অধর্ম্ম পরাস্ত হোক ধর্ম্মের প্রভাবে ॥
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার কভু নাহি রয়।
এখন ধর্ম্মের মান রাখ দয়াময় ॥
ভক্তের ক্রন্দন-শব্দে পূরিল ভুবন।
সে শব্দ হইল ঝড় প্রবল পবন ॥
নদ নদী সেই শব্দে বহে স্রোতভরে।
বন উপবনে শব্দ প্রতিধ্বনি করে ॥
কোথা হরি রাখ হরি শুনি গরজন।
মেঘসহ অম্বুপতি করেন রোদন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি করে হাহাকার।
ধর্ম্ম রাখ ধর্ম্ম রাখ শব্দ বারংবার ॥
অষ্ট কুলাচল কাঁপে মেদিনী সঘন।
সূর্য্যসহ গ্রহ কাঁপে শুনি সে নিঃস্বন ॥
সমুদ্রের জল কাঁপে সহিত পবন।
ভীষণ তামস আসি ঘেরিল ভুবন ॥
হাহাকার ক'রে যেন উঠিল প্রলয়।
ইহা দেখি অধর্ম্মের মনে ভয় হয় ॥
বিড়ম্বনা দেখি কংস কাঁপে ঘন ঘন।
বুঝিলা এবার হরি আসিবে ভুবন ॥
ঐশ্বর্য্যে স্বরগে ভুঞ্জে ধন অধিকারী।
অধর্ম্মেতে নিজগৃহে ভয়েতে ভিখারী ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে কংস করিল মনন।
কারাগারে দেবকীরে করিতে বন্ধন ॥
ল'য়ে বহু সঙ্গী কিন্তু ভয়ে সকম্পিত।
কারা-গৃহে প্রবেশিল হইয়া চিন্তিত ॥
দেখিল দেবকী সহ বসুদেব রায়।
মৃতপ্রায় অচেতন ভূমিতে লুটায় ॥
বাহ্যজ্ঞান কিছু নাই কম্পিত বদন।
দুষ্ট ভাবি হৃষ্ট হয় নিকট মরণ ॥
প্রেমভরে বাহ্যশূন্য মুখে বলে হরি।
ইহা দুষ্ট না বুঝিল মনে যুক্তি করি ॥
কতক্ষণে দেখে দুষ্ট অপূর্ব্ব কারণ।
বসুদেব দেবকীতে জ্যোতির লক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব এ ভাব হেরি ভাবে মনে মনে।
অঙ্গজ্যোতি কোথা হয় মৃতপ্রায় জনে ॥
দেখিতে মুমূর্ষু বটে অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়।
পাষাণে পেষিত বটে মুখ হাস্যময় ॥
আঁখি নিমীলিত বটে যেন ধ্যানপর।
নিশ্বাস সুমৃদু বটে সমাধি সুন্দর ॥
হস্ত পদ বদ্ধ বটে নাহি বাহ্যজ্ঞান।
অন্তরে জীবিত যেন রোমাঞ্চ বিধান ॥
এই ভাব দেখি কংস মহাভয় করি।
রাখিল চৌদিকে তাঁর বিবিধ প্রহরী ॥
কেহ অসি কেহ শূল কেহ ধনু তীর।
কেহ বিষ-পাত্র হস্তে হইল বাহির ॥
এইমতে সবে রাখি বলে কংস রায়।
সন্তান জন্মিলে তারে বধ যে উপায় ॥
এত কহি দুষ্ট কংস নিজ গৃহে যায়।
আবৃত মেদিনী হেথা হইল মায়ায় ॥
হাহাকার শব্দ শুনি তবে নারায়ণ।
ইচ্ছিলেন দেবকীতে নিজ প্রকাশন ॥

আনন্দে করিল স্বর্গে পুষ্প বরিষণ।
জলদ-নিচয় হাসে করিয়া গর্জ্জন॥
একধারে শশী হাসে ল'য়ে কুমুদিনী।
সাগর-সলিল হাসে বেড়িয়া মেদিনী॥
সাধুজন মেঘ চন্দ্র একত্র দেখিয়া।
ভাবিল অদ্ভুত কাল ঘেরিল আসিয়া॥
সেইকালে ভগবান্‌-ধর্ম্মরক্ষা তরে।
প্রবিষ্ট হ'লেন আসি দেবকী-উদরে॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি প্রভু নারায়ণ।
সুদেব-দেবকী-হৃদে দিলা দরশন॥
না কাঁদ না কাঁদ ভক্ত দেখ ধ্যান-ভরে।
আসিয়াছি হরি আমি তোমাদের তরে॥
বিশ্বস্বামী হই আমি সকলি আমার।
ভক্তের ক্রন্দনে মন স্থির থাকা ভার॥
ভক্ত মম পুত্র কন্যা জনক জননী।
ভক্তের দুঃখেতে হই মণিহারা ফণী॥
ভক্তেরে করিতে রক্ষা কৈনু আগমন।
শান্ত হও বসুদেব দেবকী এখন॥
অমৃত সিঞ্চিয়া হরি নাশিয়া বিস্ময়।
চতুর্ভুজ-রূপে তথা হ'লেন উদয়॥
ব্রহ্মা মহাদেব আর নারদাদি সব।
দেবকীর কাছে আসি কৃষ্ণে করে স্তব॥
সত্যব্রত তুমি প্রভু সত্যের কারণ।
সত্যই সঙ্কল্প তব ওহে নারায়ণ॥
তিন কালে সত্য তুমি সত্যে অবস্থিত।
সত্যময় তুমি প্রভু সদাই বিদিত॥
সত্যের স্বরূপ তুমি ওহে নারায়ণ।
আমরা সকলে তব লইনু শরণ॥
নির্ম্মল সত্ত্বের তুমি সদা নিকেতন।
তোমার ভক্তের মতি শুদ্ধ সর্ব্বক্ষণ॥
লোকপালনের তরে তুমি সনাতন।
মনোহর সত্ত্বমূর্ত্তি কর যে ধারণ॥
যে জন তোমার নাম শুনে ভক্তি ভরে।
যে জন তোমার নাম উচ্চারণ করে॥
তোমার চরণ-পদ্মে রত যার মন।
সংসার হইতে মুক্তি পায় সেইজন॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি বিভিন্ন আকারে॥
কতবার রক্ষা তুমি করেছ ধরারে॥
ধরণীর ভার তুমি হর অবিরাম।
ভক্তিভরে মোরা তোমা করিনু প্রণাম॥
এইরূপে নারায়ণে করিয়া স্তবন।
দেবকীরে সম্বোধিয়া কহে সুবচন॥
ভক্তের মঙ্গল তরে নিজে নারায়ণ।
তোমার গর্ভের মাঝে আবির্ভূত হন॥
কংস নরপতি হ'তে নাহি তব ভয়।
তব পুত্র হ'তে তার বিনাশ নিশ্চয়॥
এই কথা বলি তবে যত দেবগণ।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন॥

সুবোধ রচিল গীত শ্রীহরি-উদয়।
ভক্তি পায় ইহা শুনি মানবে নিশ্চয়॥

ইতি দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া কহে শুকমুনি।
শুদ্ধচিত্ত হও কৃষ্ণ-জন্ম-কথা শুনি ॥
ধ্যানে বসুদেব আর দেবকী সুন্দরী।
দেখিলেন চতুর্ভুর্জ নারায়ণ হরি ॥
কিবা অপরূপ রূপ না হয় তুলন।
নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত একত্র মিলন ॥
সেই ধন আজি দেখি আপন অন্তরে।
আনন্দে নিস্পন্দ দোঁহে স্থির কলেবরে ॥
ইচ্ছা করে চক্ষু মেলি হেরিবে তাঁহারে।
প্রেমবশে আঁখি আর খুলিতে না পারে ॥
কতক্ষণে হরি তবে হইয়া সদয়।
কহিল বাহিরে দেখ আমারে নিশ্চয় ॥
এত বলি দয়াময় গোলকের হরি।
বাহির হ'লেন তিনি ভক্তে দয়া করি ॥
বাহ্যজ্ঞান দিয়া কন শুন নর-নারী।
আদি অন্ত মধ্যে আমি গোলোক-বিহারী ॥
অন্তরে যে দেখে মোরে সেই প্রিয়জন।
বাহ্যেতে দেখিলে পায় মম সম্মিলন ॥
অতএব বাহ্যে দেখ মেলিয়া নয়ন।
সংসারের দুঃখ যত ঘুচিবে এখন ॥
এত বলি উভয়েরে দিলেন চেতন
চৈতন্য জাগায়ে হৃদে লুপ্ত নারায়ণ ॥
তাড়াতাড়ি খুঁজিবারে করিল প্রয়াণ।
টুটিল শিকল আর বক্ষের পাষাণ।
হরিতে যে প্রাণ মন ধায় একবার।
শিকল কি সাধ্য রাখে না পারে সংসার।
পলাইলে শিশু দূরে জননী যেমন।
অতিশয় স্নেহভরে করয়ে গমন ॥
তেমনি দেবকী উঠি আলুথালু কেশ।
অঙ্গের বসন খসে বিচলিত বেশ ॥
বলে কোথা যাও হরি দীন দয়াময়।
প্রাণ ভ'রে দেখি তোমা পারি যে সময় ॥
হারানিধি হস্ত হ'তে হইলে পতন।
ধায় যথা ধরিবারে অধিকারী মন ॥
বসুদেব সেইরূপে পাইয়া চেতন।
উঠি বলে কোথা যাও প্রভু নারায়ণ ॥
উভয়ে দেখিল বাহ্যে রূপ অতুলন।
চতুর্ব্বাহু শ্যামমূর্ত্তি গরুড়-বাহন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আদি করিছে বন্দন।
ব্রহ্মা শিব নারদাদি ধ্যানেতে মগন ॥
আপনি আসিয়া লক্ষ্মী সেবিছে চরণ।
ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী করে চামর ব্যজন ॥
যোগীর হৃদয়-রত্ন ধার্ম্মিকের ধন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে সুশোভন ॥
নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত মিলিত বরণ।
কোটি শশী পদ্ম শোভে যুগল চরণ ॥
পীতবাস শোভে যেন গোধূলি-কিরণ।
বনমালা গলে দোলে কৌস্তুভ ভূষণ ॥
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ কমল-নয়ন।
মনোহর শিরোপরি কিরীট শোভন ॥
হেনরূপে উভে হেরি দেব নারায়ণ।
বসুদেব আরম্ভিল বিবিধ স্তবন ॥
পরম পুরুষ তুমি পরম মহান্।
তোমারে লভিয়া হই অতি ভাগ্যবান্ ॥
আনন্দস্বরূপ তুমি হও সনাতন।
নিজ চক্ষে আজি তোমা করিনু দর্শন ॥
সবার স্বরূপ তুমি আত্মা সবাকার।
পরমার্থ বস্তু তুমি সকলের সার ॥
অখিল ঈশ্বর তুমি ত্রিভুবন-স্বামী।
সর্ব্বত্র বিরাজমান তুমি অন্তর্য্যামী ॥

ভক্তের হিতের তরে কৃষ্ণবর্ণ ধরি।
ধরাধামে অবতীর্ণ হ'লে কৃপা করি॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য-শির।
তব কৃপা বিনা তোমা নাহি জানে ধীর॥
আমি অতি হীনমতি কোন্ কর্ম্মফলে।
দেখিলাম হরি তব চরণ-কমলে॥
পুত্রসম দুঃখ-শান্তি করিলে আমার।
পুত্ররূপী হও প্রভু ধরিয়া আকার॥
তোমা লাগি একে একে ছয়টি তনয়।
কংস-হস্তে বলিদান করেছি নিশ্চয়॥
পুত্রভাবে আরাধিয়া পাই তোমা ধন।
হও নাথ পুত্ররূপী এই আকিঞ্চন॥
অতীব দুর্দ্দান্ত স্থান এই কারাগার।
রেখেছে প্রহরী কত কংস দুরাচার॥
দেখিলে তোমারে সেই কংস দুষ্টমতি।
করিবেক অত্যাচার কত তোমা প্রতি॥
কেমনে দেখিব মোরা তোমার বদন।
উপায় কর হে তুমি জীবন-রতন॥
এত বলি ম্লানমুখে হইয়া কাতর।
করযোড়ে বসুদেব রহিল গোচর॥
দেবকী কহিল শুন হরি দয়াময়।
দয়ার কি এই রীতি কহ ত নিশ্চয়॥
একে ত অবলা আমি নাহি বুদ্ধি-জ্ঞান।
সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে তোমা সঁপিয়াছি প্রাণ॥
অনায়াসে বজ্রাঘাত সহিবারে পারে।
মা হইয়া পুত্রশোক সহিবারে নারে॥
তোমা লাগি একে একে ছয়টি নন্দন।
পাষাণে বান্ধিয়া বুক দিনু বিসর্জ্জন॥
গৃহ ধন ত্যজি হই কারাগার-বাসী।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যজি মোরা রহি উপবাসী॥
পাইতে তোমারে আমি রাখিয়াছি প্রাণ।
এখনি করিব তাহা শ্রীচরণে দান॥
ভক্তঘাতী নাম তব হইবে প্রচার।
কলঙ্ক হইবে নামে জানিবে সংসার॥
অব্যক্ত নিরীহ তুমি সদা নির্ব্বিকার।
নির্ব্বিরোধ তুমি প্রভু জানি অনিবার॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি ভগবান্।
সর্ব্বভূতে সর্ব্বকালে আছ বর্ত্তমান।
তোমার মহিমা প্রভু কে বুঝিতে পারে।
প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হও এ সংসারে॥
না জানি কি ভাগ্যফলে তুমি নারায়ণ।
পুত্ররূপে মোর গর্ভে কর আগমন॥
ভক্তজন-ভয়হারী তুমি ভগবান্।
কংসভয়ে সদা ভীত আমাদের প্রাণ॥
বিচলিত আমাদের প্রাণ অহরহ।
এ বিপদে হরি তুমি কর অনুগ্রহ॥
এত বলি কাঁদে সতী পড়িয়া চরণে।
কহিলা তখন হরি মাতৃ-সম্বোধনে॥
না কাঁদ না কাঁদ মাতা হও সচেতন।
কি ভাবনা তার যার পুত্র নারায়ণ॥
অনিত্য সংসারে হয় পুত্র প্রিয়জন।
হরি যার পুত্র তার কিসের বন্ধন॥
সামান্য ত নও তুমি জননী আমার।
তিনবার মাতা পিতা উভয়ে আমার॥
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সুদেব সুমতি।
সুতপ নামেতে হন শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি॥
পৃশ্নী নামে হও তুমি প্রেয়সী তাঁহার।
উভয়ে করিতে মম লাগি যোগাচার॥
বিষয় ঐশ্বর্য্য ত্যজি ব্রহ্মার আদেশে।
পুত্র লাগি পূজ মোরে তপস্বীর বেশে॥
সর্ব্ব-বরদাতা আমি হইয়া উদয়।
কহিলাম কিবা চাও বল এ সময়॥
শ্যামরূপে হেরি মোরে কহিলে তখন।
তব সম পাই যেন সন্তান-রতন॥
না চাহিলে প্রেম-মূর্ত্তি স্নেহমাত্র চাও।
সেই হেতু পুত্ররূপে তবে মোরে পাও॥
মায়ার বন্ধন তাহে না হয় মোচন।
কিন্তু মম সেবা কর হ'য়ে শুদ্ধ মন॥

এই হেতু তুষ্ট হ'য়ে বর করি দান।
তিনবার তোমাদের হইব সন্তান ॥
সেইকালে পৃশ্নিপুত্র নাম ছিল মোর।
আমায় সেবিতে দোঁহে হ'য়ে স্নেহে ভোর ॥
দ্বিতীয় কশ্যপ নাম বসুদেব লন।
অদিতি তোমার নাম হয় প্রকাশন ॥
বামন হইয়া আমি তখন জন্মিয়া।
হরিলাম ত্রিভুবন বলিরে ছলিয়া ॥
এইবার শেষ জন্ম হইল আমার।
তোমাদের মম দেখা শেষ এইবার ॥
মায়াতে মাতিয়া মুগ্ধ আর নাহি হও।
আমাতে করিয়া স্নেহ শুদ্ধচিত্ত রও ॥
এই জন্ম এই বার করিতে মোচন।
দেখা দিনু চতুর্ভুজ-রূপে এইক্ষণ ॥
চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা আমি নারায়ণ।
ভক্ত লাগি পুত্র ভৃত্য হই ইষ্টজন ॥
ভূভার হরিতে আমি হই অবতার।
টুটিল যন্ত্রণা তব কহিলাম সার ॥
ব্রহ্মাণ্ডের পিতা আমি হই যে বস্তুতঃ।
তোমাদের পুত্ররূপে হই আবির্ভূত ॥
মোর পিতা মাতা হ'লে তোমরা দু'জন।
সফল জনম তব সার্থক জীবন ॥
এতেক শুনিয়া কহে দেবকী সুন্দরী।
ধন্য করিয়াছ তুমি গোলোকের হরি ॥
সম্বর সম্বর রূপ ধর নরবেশ ॥
শিশুভাবে কোলে এস যাক দুঃখ ক্লেশ ॥
আর এক কথা মম করহ শ্রবণ।
কেমনে পারিব তোমা করিতে রক্ষণ ॥
এখনি আসিবে হরি কংস দুরাচার।
নানামতে করিবেক তোমা অত্যাচার ॥
নয়নের মণি তুমি জীবনের ধন।
কেমনে তোমার কষ্ট করিব দর্শন ॥
মাতার এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন ধীরে ধীরে শ্রীমধুসূদন ॥
আমার আশ্রয়-রূপী দেব সঙ্কর্ষণ।
ব্রজেতে রোহিণী-গর্ভে করে আগমন ॥
মহামায়া মম যেই মোহিবে ভুবন।
যশোদার কন্যা-রূপে হইলা এখন ॥
মায়াবশে মুগ্ধ আজি হ'য়েছে ভুবন।
রাখিতে ব্রজেতে মোরে করহ গমন ॥
যশোদার কন্যা যেই মহামায়া হয়।
তাহারে আনিয়া রাখ হেথায় নিশ্চয় ॥
পরে যা ঘটিবে দোঁহে করিবে দর্শন।
আজি হ'তে আরম্ভিনু ভূভার হরণ ॥
সংসারে থাকিবে দোঁহে মোরে দিয়া মন।
অবহেলে অন্তিমেতে করিব মোচন ॥
এত বলি হরি তবে হন শিশু-বেশ।
সুচারু মোহন কান্তি সুচিক্কণ কেশ ॥
তাহা দেখি বসুদেব কংসে ভয় করি।
শিশুরে লইল কোলে অতি ত্বরা করি ॥
উভয়ে করিল পুত্র হৃদয়ে স্থাপন।
উভয়ে চুম্বিল মুখ অতি ঘন ঘন ॥
হেথা মহামায়া হ'ল ভুবনে প্রচার।
গর্জ্জিল ভীষণ মেঘ আইল আঁধার ॥
মুষলের ধারে পড়ে বরিষার ধার।
যমুনা উজানে পড়ে বজ্র বারংবার ॥
জন্মমৃত্যুবিরহিত নিজে যোগমায়া।
সন্তানরূপেতে যায় যথা নন্দজায়া ॥
আবির্ভাব মাত্র তার যত জীবচয়।
মায়া আবরণে সবে মোহমুগ্ধ রয় ॥
দ্বারের কপাট আদি শৃঙ্খলিত ছিল।
বসুদেব স্পর্শহেতু সব মুক্ত হ'ল ॥
হেনকালে বসুদেব পুত্রে কোলে করি।
কাঁপিয়া নদীতে যান মুখে বলি হরি ॥
মায়াতে প্রহরী যত হ'ল অচেতন।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ দ্বার হইল মোচন ॥
আপনি অনন্ত আসি শিশুর উপর।
বৃষ্টি নিবারিতে ফণা ধরে নিরন্তর ॥

যমুনা ছাড়িল পথ বসুদেব যায়।
শৃগালরূপেতে মায়া সে পথ দেখায়॥
কতক্ষণে ব্রজে গিয়া বসুদেব ধীর।
দেখেন সকলে ঘুমে রহিয়াছে স্থির॥
নন্দগৃহে যশোমতী প্রসূতা হইয়া।
অচেতনে নিদ্রা যান কন্যাকে লইয়া॥
বসুদেব শিশু রাখি যশোমতী-পাশ।
কন্যা ল'য়ে অকাতরে ফিরিল আবাস॥
কন্যারে আনিয়া দিল দেবকীর কোলে।
মায়াবশে কন্যা দেখি পুত্র-স্নেহ ভোলে॥
কভু বুকে রাখে কন্যা স্নেহমুগ্ধ প্রাণে।
কভু বা মস্তকে রাখে মহামায়া জ্ঞানে॥
না জানে যশোদামতী কি হ'ল ঘটন।
কিভাবে কন্যার স্থানে আসে পুত্রধন॥
সন্তান হয়েছে তার এইমাত্র জানে।
পুত্র কিংবা কন্যা হ'ল, নাহি আসে জ্ঞানে॥
এইরূপে কারাগারে রহে দুইজন।
কংসের ভাঙ্গিল নিদ্রা দেখিয়া স্বপন॥
অপূর্ব্ব সে বাণী রাজা করহ শ্রবণ।
কংসের চরিত্র-কথা করিব বর্ণন॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
নারায়ণ কৃষ্ণরূপে হন অবতার॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

চতুর্থ অধ্যায়

কংস কর্ত্তৃক মায়াবধ ও নন্দোৎসব কথা

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর।
কংসের চরিত্র-কথা বর্ণিব বিস্তর॥
দেবকীর পূর্ণগর্ভ যতই হইল।
কংসের প্রাণের মায়া ততই বাড়িল॥
ধন যায় মান যায় তাহাও স্বীকার।
কোথা কেবা প্রাণ দিতে হয় আগুসার॥
অহঙ্কারে সদা মত্ত ত্রিভুবন-পতি।
রিপু-পরবশ হয় পাপে রাখি মতি॥
অস্তি, প্রাপ্তি দুই ভার্য্যা কোষপূর্ণ ধন।
হয় হস্তী কোটি কোটি সেনা অগণন॥
কিঙ্কর কিঙ্করী কত শত মন্ত্রিগণ।
কত রত্ন কত মণি আসন ভূষণ॥
এত ভোগ ত্যাগ করি মরিবার তরে।
প্রস্তুত কোথায় কেবা সংসার-ভিতরে॥
সেই ভাবে কংস রায় ভাবে মনে মন।
এতেক ত্যজিয়া কেন ত্যজিব জীবন॥
কিবা নাহি আছে বল মম অধিকারে।
পর্ব্বত সাগর গ্রাম জগৎ মাঝারে॥
হয় হস্তী কোটি কোটি সেনা অগণন।
শশিমুখী শত নারী নবীন যৌবন॥
দেবতা-দুর্লভ ভোগ ত্যজিয়া এখন।
কেমনে ত্যজিব বল সাধের জীবন॥
নিমেষে জিনিতে পারি ইন্দ্রের নগর।
কিঙ্কর করিতে পারি যত দেববর॥
কিন্তু সেই বিষ্ণু যিনি আমার শমন।
কোনমতে নাহি পাই তাঁহার দর্শন॥
একবার দেখা পেলে করিয়া সমর।
নিগড়ে বাঁধিয়া রাখি কারার ভিতর॥

শুনিয়াছি যত ছিল দৈত্য মহাবল।
সেই বিষ্ণু একে একে বধেছে সকল ॥
সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু।
দুইটি প্রবল দৈত্য নারায়ণ-রিপু ॥
উভয়ের মহাবল বিদিত সংসারে।
করিল সংহার হরি ছলে দুজনারে ॥
ত্রেতাযুগে দশানন কুম্ভকর্ণ বীর।
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী তেজেতে গভীর ॥
রামরূপে সেই হরি করি নানা ছল।
বধিলেন একে একে রাক্ষস সকল ॥
দ্বাপরে রহি যে আমি দৈত্য-কুলমণি।
আছে মম ধনরত্ন সুন্দরী রমণী ॥
বীর্য্যেতে দেবতা ত্রস্ত ধর্ম্ম পায় ভয়।
সেই হেতু হরি মোরে বধিবে নিশ্চয় ॥
দেবকীর গর্ভে হরি হইয়া উদয়।
কৌশলে আমাকে বধ করিবে নিশ্চয় ॥
দেখিব কেমন হরি কত ধরে বল।
শিশুরূপে পায় কত আপন কৌশল ॥
এইরূপে হরি-দ্বেষ করি নরপতি।
প্রাণভয়ে দিবানিশি আকুলিত অতি ॥
কবে দেবকীর হবে অষ্টম তনয়।
কেমনে তাহারে বধ করিব নিশ্চয় ॥
ভাবিতে ভাবিতে তাঁর যত দিন যায়।
তত প্রাণভয়ে কংস মনে ব্যথা পায় ॥
ভাবিতে ভাবিতে তাঁর উপজিল ভ্রম।
সম্মুখে পশ্চাতে হরি হেরে মনোরম ॥
শয়নে স্বপনে হরি অশনে তৃষ্ণায়।
গমনে ভ্রমণে তাঁরে দেখিলেন রায় ॥
গদাচক্র হাতে ল'য়ে যেন নারায়ণ।
তাঁহারে বধিতে সদা করেন ভ্রমণ ॥
এইমত ভ্রমে পড়ি কংস মহাশয়।
তুচ্ছ ভাবে ধনরত্ন পেয়ে প্রাণে ভয় ॥
ধনরত্ন হস্তী আর যত সেনাগণ।
থাকিতে ভিখারী কংস লইয়া জীবন ॥
অন্তরের ভাব কেহ বুঝিতে না পারে।
মন্ত্রিগণ ম্লান সদা দেখিছেন তাঁরে ॥
সুললিত বাহু ল'য়ে প্রেয়সী যখন।
চিবুক ধরিয়া তাঁর কহিত বচন ॥
বল দেখি প্রাণেশ্বর কিবা দুঃখ মনে।
কি দুঃখে কালিমাচিহ্ন নেহারি বদনে ॥
প্রেয়সীর কথা নৃপ করিয়া শ্রবণ।
উপেক্ষিয়া যান যথা দেখেন নির্জ্জন ॥
বসন্তের বায়ু আর ফুল্ল উপবন।
রমণীর কণ্ঠস্বর প্রেম-আলিঙ্গন ॥
ধনরত্ন আর যত বসন ভূষণ।
বিষ সম ত্যজি কংস করেন চিন্তন ॥
কেমন পাইব হরি বধিব তাঁহায়।
নচেৎ সাধের প্রাণ যাইবে হেলায় ॥
এইরূপে হরি প্রতি দ্বেষ ভাবে মন।
নিরত করিয়া কংস ভাবে অনুক্ষণ ॥
যেই দণ্ডে নারায়ণ কারাগারে একা।
পুত্ররূপে দেন আসি দেবকীরে দেখা ॥
সেইকালে কংস ছিল নিদ্রায় বিভোর।
মায়াতে আকুল নিদ্রাযুক্ত মহাঘোর ॥
হঠাৎ দেখিল কংস ভীষণ স্বপন।
দেবকীর পুত্র হ'ল ব্রহ্ম সনাতন ॥
শিশুকালে হয় পুত্র অতি মহাকায়।
করে ল'য়ে মহাচক্র বধিবারে ধায় ॥
সূর্য্যসম তেজোময় হেরিয়া আকার।
অগ্নিসম জ্যোতির্ম্ময় সেই চক্রাধার ॥
ক্রমে ক্রমে শিশু আসি শয়ন-আগারে।
বুকে চাপি নৃপতিরে চাহে বধিবারে ॥
স্বপ্নেতে নেহারি ইহা কংস মহাশয়।
আতঙ্ক হইল তাঁর মনে অতিশয় ॥
স্বপ্নেতে ভাঙ্গিল নিদ্রা সদা আতঙ্কিত।
ভ্রমেতে চীৎকার করে প্রাণভয়ে ভীত
পার্শ্বেতে আছিল তাঁর প্রেয়সী সুন্দরী।
ত্বরায় ধরেন তাঁরে আলিঙ্গন করি ॥

বলে শান্ত হও নাথ কি ভয় তোমার।
গৃহমাঝে শুয়ে আছ বক্ষেতে আমার॥
এখানে কি ভয় নাথ দেখেছ স্বপন।
অনিত্য কল্পনা-মাত্র ভয় কি কারণ॥
তবে কংস স্থির হ'য়ে পাইল চেতন।
ভাবিল দেখেছি আমি ভীষণ স্বপন॥
কিন্তু তাঁর মনে হ'ল আশঙ্কা উদয়।
দেবকীর পুত্র বুঝি জন্মেছে নিশ্চয়॥
এত ভাবি খড়্গ-চর্ম্ম করিয়া ধারণ।
করেতে ধরিল অসি শর শরাসন॥
প্রাণভয়ে চলে কংস কারাগার পানে।
বন্ধনে দেবকী দেবী আছে যেই স্থানে॥
কংসের ভীষণ দ্বেষ হরির উপর।
চরম ঘটিল এতে বর্ণিনু বিস্তর॥
হেথা বসুদেব কৃষ্ণে করিয়া ধারণ।
মায়াবলে ব্রজমাঝে করিয়া রক্ষণ॥
যশোমতী কন্যা-ধনে করিয়া গ্রহণ।
যমুনা হইল পার আকুলিত মন॥
প্রবল ঝটিকা বয় বৃষ্টি বরিষণ।
বজ্র ও বিদ্যুৎ ঝড় মেঘের গর্জ্জন॥
মেঘে অন্ধকারে ব্যাপ্ত আছিল ধরণী।
ধীরে ধীরে কারাগারে যান নৃপমণি॥
মায়ারূপী সেই কন্যা অতি শিশুকায়।
চন্দ্রের কিরণ যেন অঙ্গে উথলায়॥
ননীর পুতুল সম দেহের গঠন।
বক্ষেতে রাখিলে শান্তি হয় সেই ধন॥
প্রবেশিলে বসুদেব পুনঃ কারাগার।
প্রকৃতি ধরিল পূর্ব্ব মূরতি আবার॥
আপনি হইল রুদ্ধ কারাগার-দ্বার।
হস্ত পদ শৃঙ্খলিত হইল আবার॥
দেবকী সে শোকভরে হয় অচেতন।
মায়ারূপী কন্যা বক্ষে পান করে স্তন॥
ধরণীতে হইয়াছে প্রফুল্ল কমল।
শারদ আকাশে যেন শশী নিরমল॥
এই ভাবে দেবকীর বুকে কন্যা রয়।
প্রবেশিল বৈরিবেশে কংস দুরাশয়॥
দেখিল উদিত চন্দ্র দেবকী-উপর।
খেলা করে শিশু সম অতি মনোহর॥
ভাবিল তখন দুষ্ট নিজ মনে মন।
কৌশল করিয়া কন্যা হ'ল নারায়ণ॥
পুত্র হ'লে সত্য আমি করিব সংহার।
ছলেতে হইল নারী সেই দুরাচার॥
জানি আমি নারী-বধে মহাপাপ হয়।
প্রাণভয়ে পাপ-পুণ্য ভেদ নাহি রয়॥
এত ভাবি সেই দুষ্ট প্রসারিয়া কর।
লইল কমলা কন্যা দেখিতে সুন্দর॥
লৌহ সম হস্ত তার হৃদয় পাষাণ।
আকুল হইল তাতে কমলার প্রাণ॥
দেখাইয়া মায়া সেই করিল চীৎকার।
দেবকী ও বসুদেব করে হাহাকার॥
দেবকী বিনয়ে কয় শুন হে রাজন্।
পুত্র নয় কন্যা ইহা কর নিরীক্ষণ॥
একে একে ছয় পুত্র দিনু তব করে।
পাঠাইলে সেই সবে তুমি যম-ঘরে॥
সেই শোকে মম প্রাণ দহে অনুক্ষণ।
মরিবার নয় তাই রয়েছে জীবন॥
কৃপা কর ভ্রাতা আমি কনিষ্ঠা তোমার।
কন্যা ভাবি কর ত্যাগ না কর সংহার॥
এত বলি দুইজনে করে হাহাকার।
দন্ত কড়মড়ি কংস কহে বারংবার॥
কন্যা নয় ছল করি সেই নারায়ণ।
তব গর্ভে কন্যা রূপ করেছে ধারণ॥
কন্যা হোক পুত্র হোক নাহিক নিস্তার।
ঘুচাব প্রাণের ভয় করিয়া সংহার॥
এত বলি কন্যা ধরি কংস দুরাশয়।
মারিবার তরে মন করিল নিশ্চয়॥
সে কন্যার দুই পদ নিজ করে ধরি।
আছাড় মারিতে যায় স্তম্ভের উপরি॥

উন্মত্ত বারণ যেন ধরিয়া কমল।
ঊর্দ্ধেতে নিক্ষেপ করে করি ক্রীড়া-ছল ॥
কর হ'তে সেই কন্যা উঠিল গগনে।
অপরূপ রূপ কংস হেরিল নয়নে ॥
মহামায়া অষ্টভুজা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
কার সাধ্য অঙ্গ-তেজ করে নিরীক্ষণ ॥
আকাশে উঠিয়া কন্যা কহিল বচন।
জন্মিয়াছে বধিবারে তোরে নারায়ণ ॥
অন্য অন্য আর যত নির্দ্দোষ সন্তান।
তাহাদের বধ আর না করিস প্রাণ ॥
এত বলি কন্যা তবে রূপ পরিহরি।
বিশাল মায়ার রূপ ধরে ত্বরা করি ॥
এ কথা শুনিয়া তবে কংস দুরাশয়।
প্রাণভয়ে একেবারে মানিল বিস্ময় ॥
বসুদেব দেবকীরে করিয়া মোচন।
পুত্রবধ অপরাধ করিল স্মরণ ॥
অপরাধ স্মরি দোঁহে করিয়া চিন্তন।
পায়ে ধরি দুইজনে করিল মোচন ॥
বিনম্র বচনে কংস তাহাদেরে কয়।
দুর্ম্মতি আমি যে অতি হীন দুরাশয় ॥
পাপাচারী আমি মূঢ় বৃথা করি রোষ।
বধিয়াছি কত শিশু একান্ত নির্দ্দোষ ॥
তোমরা আমার সব আত্মীয় প্রধান।
কত কষ্ট তোমাদের করিলাম দান ॥
স্বভাব আমার খল হয় অবিরাম।
নাহি জানি কিবা মোর হবে পরিণাম ॥
তোমরা দুজনে অতি সাধু ও মহান্।
তোমাদের ক্লেশ দিয়া দহে মোর প্রাণ ॥
করিয়াছি হীন কার্য্য পাপ অতি ঘোর।
কৃপা করি ক্ষমা কর অপরাধ মোর ॥
এই বলি তাহাদের পাঠাইল ঘর।
ধন রত্ন ভূষণাদি দিল বহুতর ॥
কংস-অনুনয় শুনি তারা দুইজন।
ক্ষোভ ক্রোধ আদি সব করে সংবরণ ॥
কংসের মনেতে রহে সতত স্মরণ।
জন্মিলেন হরি তাঁরে করিতে নিধন ॥
ভাবিতে ভাবিতে দুষ্ট প্রবেশিল পুর।
জীবনের ভয়ে দুঃখী ঐশ্বর্য্যে প্রচুর ॥
পরদিন প্রাতঃকালে উঠি দৈত্যপতি।
ডাকিল অমাত্য মন্ত্রী সেনা সেনাপতি ॥
সকলের কাছে বলে সকল ঘটনা।
তাহা শুনি মূর্খ দৈত্য করিল জল্পনা ॥
দেবদ্বেষী দৈত্য সব কহে কংসপ্রতি।
সত্য যদি হন্তা তব জন্মিল সম্প্রতি ॥
দশাহের মাঝে যত জন্মে শিশুগণ।
তা সবারে বধ তুমি কর এইক্ষণ ॥
দেবতা সমরভীরু কি করিতে পারে।
ইন্দ্র ব্রহ্মা নাহি আসে তোমার গোচরে ॥
সকল নষ্টের মূল দেব নারায়ণ।
অগ্রে বধ তার যত আছে ভক্তগণ ॥
গো-ব্রাহ্মণ ঋষি যত দেখিতে পাইবে।
সর্ব্বাগ্রে তাদের বধ উচিত হইবে ॥
এরূপ মন্ত্রণা করি যতেক অসুর।
চর অনুচর আদি ধরিল প্রচুর ॥
তাদের পাঠাল সব সাধু বধিবারে।
আপন মৃত্যুর পথ কংস বার করে ॥
হেথা নন্দালয়ে নিশি প্রভাত হইল।
মঙ্গল কিরণ সহ তপন উদিল ॥
অকালে ফুটিল জলে সহস্র কমল।
শিশুগণ আনন্দেতে করে কোলাহল ॥
যশোমতী মায়াঘোর ত্যজিয়া তখন।
দেখিল কোলেতে সুপ্ত নবীন নন্দন ॥
বদনে তরুণ রবি চন্দ্রমা চরণে।
অধরে কমলকলি কুন্দ নখগণে ॥
রবি শশী পদ্ম কুন্দ একত্র মিলন।
নেহারি প্রফুল্ল হ'ল যশোদার মন ॥
নন্দ উপানন্দ আদি ব্রজ-গোপদল।
পুরনারী ব্রজাঙ্গনা গোপিনী সকল ॥

নন্দের কুমার হ'ল শুনি হেন বাণী।
আনন্দে আকুল হ'ল ব্রজপুর-প্রাণী ॥
কাহার হৃদয়ে হ'ল প্রেমের সঞ্চার।
স্নেহেতে কাহার স্তনে ঝরে ক্ষীরধার ॥
কেহ করে বেশভূষা প্রেমেতে পাগল।
কেহ পুত্র দেখিবারে হইল চঞ্চল ॥
দধি দুগ্ধ ছানা ননী নানা উপায়ন।
কেহ বা পুষ্পের মালা করিল গ্রহণ ॥
যারা যাহা মনে লয় ল'য়ে সযতনে।
পুত্র দেখিবারে যায় নন্দের ভবনে ॥
গোপগণ শিশু বৃদ্ধ আর যুবাজন।
সকলেই আনন্দিত হেরিয়া নন্দন ॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গান।
অকস্মাৎ বহে যেন প্রেমের তুফান ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
গোপরূপে নৃত্য করে যত দেবগণ ॥
নন্দের মনেতে আর আনন্দ না ধরে।
দান করে নানা দ্রব্য প্রফুল্ল অন্তরে ॥
যে যা চাহে তাহারেই নন্দ মহাপ্রাণ।
মহানন্দে অকাতরে করিলেন দান ॥
গোপগোপী সকলেই আনন্দে মগন।
শশি-কলা সম বাড়ে দেব নারায়ণ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
মায়াবধ নন্দোৎসব প্রেমের প্রচার ॥

ইতি কংস কর্ত্তৃক মায়াবধ ও নন্দোৎসব কথা।

পঞ্চম অধ্যায়

পূতনা-বধ

শুকদেব কন শুন অভিমন্যু-সুত।
শৈশব-লীলার কথা অতি অদভুত ॥
হরি জন্মিলেন শুনি দুষ্ট দৈত্যপতি।
প্রাণভয়ে হইলেন ব্যাকুলিত-গতি ॥
কিছুতেই নাহি ধৈর্য্য ব্যাকুল অন্তর।
ম্লানমুখে অন্তঃপুরে থাকে নিরন্তর ॥
পাত্র মিত্র সভাজনে মানিল বিস্ময়।
কি কারণে নরপতি সদা ম্লান রয় ॥
একদা মিলিয়া সবে ল'য়ে মন্ত্রিগণ।
জিজ্ঞাসিতে চলিলেন যথায় রাজন ॥
রাজার সমীপে গিয়া যত সভাজন।
যোড়করে কহে সবে বিনয় বচন ॥
ত্রিভুবন-পতি তুমি আমরা কিঙ্কর।
কি আছে অশুভ রাজা তোমার গোচর ॥
নিমেষে যে জিনে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
কি ভাবনা তার মনে হইল প্রবল ॥
বল নৃপ কেন ম্লান হেরি ও বয়ান।
চিন্তাকুল হেরি তোমা বিদরিছে প্রাণ ॥
সবার বিনয় শুনি তবে নরপতি।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তবে কহিল সম্প্রতি ॥
জানি আমি তোমা সবে ধর মহাবল।
বুদ্ধিতে অজেয় সবে বিদিত কৌশল ॥
এ সব সহায়ে মম ব্যাকুলিত মন।
শুনিয়াছি বধিবেন মোরে নারায়ণ ॥
দুই যুগে দৈত্যকুল করিয়া সংহার।
দ্বাপরে বধিতে মোরে অভিলাষ তাঁর ॥
বসুদেবে সঁপি যবে দেবকী সুন্দরী।
দৈববাণী হ'ল তবে শূন্যভেদ করি ॥

দেবকী-অষ্টম-গর্ভে আসি নারায়ণ।
নিশ্চয় তোমারে কংস করিবে নিধন॥
সেই বাণী শুনি মম উপজিল ভয়।
বসুদেব দেবকীরে আনিনু আলয়॥
কারাগারে রাখি লই যতেক সন্তানে।
একে একে ছয় পুত্রে বধিলাম প্রাণে॥
সপ্তমেতে গর্ভপাত অষ্টমেতে সুতা।
অপরূপ কন্যা সেই রূপগুণযুতা॥
উদ্যত হইনু তারে করিতে নিধন।
মহামায়া-রূপে সেই উঠিল গগন॥
গগনে উঠিয়া মায়া কহে বারংবার।
জন্মিলেন নারায়ণ করিতে সংহার॥
প্রাণভয়ে মম মন এতই ব্যাকুল।
করহ উপায় সবে যাহে রয় কুল॥
একথা শুনিয়া তবে দুষ্ট মন্ত্রিচয়।
কহিলেন শুন নৃপ এই যুক্তি হয়॥
ধর্ম্মেতেই নারায়ণ করেন নিবাস।
হউক জগতে আজি অধর্ম্ম প্রকাশ॥
গাভীবধ নারীবধ ব্রহ্ম-যজ্ঞ-নাশ।
শিশুরে দেখিলে সবে করুক বিনাশ॥
এই বাণী শুনি কংস হ'ল হৃষ্ট অতি।
ধর্ম্মনাশে সেই হ'তে হ'ল তাঁর মতি॥
পূতনা নামেতে এক রাক্ষসী ভীষণ।
বধিবারে দিল তায় শিশু অগণন॥
অতীব পাপিষ্ঠা সেই রাক্ষস-কামিনী।
মায়াভরে কামচারী দিবস যামিনী॥
স্তনেতে মাখায় বিষ নারীবেশ ধরি।
গৃহস্থের গৃহে গিয়া শিশু কোলে করি॥
বিষপানে একেবারে করি অচেতন।
অবহেলে শিশুগণে বিনাশে জীবন॥
চারিদিকে মারি শিশু ব্রজপুরে যায়।
নবীনা যুবতী রূপে অলঙ্কার গায়॥
নানা স্থানে যায় আর কহে সে বচন।
সুমিষ্ট বাণীতে হরে নাগরীর মন॥
এইমত গুপ্তভাবে যত শিশু পায়।
বিষপানে বধি সবে অদৃশ্যে পলায়॥
কতক্ষণে পঁহুছিল নন্দের আগার।
নবীনা যুবতী অঙ্গে রত্ন-অলঙ্কার॥
রূপ দেখি সবিস্ময়ে যতেক নাগরী।
রূপের তুলনা ল'য়ে বলে মরি মরি॥
তাহারে ভাবিয়া লক্ষ্মী পুরবাসিগণ।
পুরীতে প্রবেশ বাধা না দেয় কখন॥
সুমিষ্ট বচনে তুষি সবাকার মন।
যশোমতী প্রতি কয় মধুর বচন॥
নন্দের নাগরী তুমি কত পুণ্যবতী।
বহু পুণ্যে পাইয়াছ এমন সন্ততি॥
কিবা এ কোমল রূপ কোমল গঠন।
বক্ষেতে তুলিলে গলে পাষাণীর মন॥
মনে কিছু নাহি কর ওগো নন্দপ্রিয়া।
কোলে করি তব পুত্র জুড়াইব হিয়া॥
এত বলি সেই দুষ্টা আগুসরি যায়।
দেখিল দুলিছে শিশু রতন-দোলায়॥
কোলে করি লয় শিশু বধিবার আশে।
অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানিলা আভাসে॥
কোলেতে লইয়া শিশু করয়ে চুম্বন।
অবশেষে মুখে দিল বিষমাখা স্তন॥
পুত্রেরে না দিলে পাছে ভাবে অহঙ্কার।
এই হেতু যশোমতী না করে বিচার॥
রাক্ষসীর কোলে উঠি দেব নারায়ণ।
রূপেতে প্রথম তারে ভুলালেন মন॥
তাহাতে না ভুলি দুষ্টা মুখে দিল স্তন।
করিতে তাহারে নাশ ইচ্ছে নারায়ণ॥
গোলোক-বিহারী হরি স্তন মুখে করি।
পান-ছলে প্রাণ তার লইলেন হরি॥
যতনে পূতনা তবে শিশুরে চাপিয়া।
আকর্ষণ করি রহে বদন চাহিয়া॥
যন্ত্রণায় একমনে হেরি নারায়ণ।
অন্তরের পাপ তার হ'ল নিবারণ॥

পাপ-নাশে মন তার হইল উজ্জ্বল।
মায়া ত্যজি নিজরূপে করে কোলাহল॥
তাল বৃক্ষ সম দেহ অতি কদাকার।
তুম্ব-ফল সম স্তন গরল-আধার॥
হেনরূপে দুষ্টা তবে করি হাহাকার।
প্রাণ যায় বলি করে দারুণ চীৎকার॥
চীৎকারে কাঁপয়ে ব্রজ যমুনা উথলে।
গাভীগণ চমকিত হয় কোলাহলে॥
ইহা দেখি নরনারী করে হাহাকার।
শিশু শিশু বলি চক্ষে বহে অশ্রুধার॥
হেথা হরি পূতনার লইয়া জীবন।
বক্ষেতে চাপিয়া ক্রীড়া করেন তখন॥
সুমেরুর শৃঙ্গ যেন বজ্রেতে ভাঙ্গিল।
প্রাণশূন্য দেহ তথা রাক্ষসী পড়িল॥
ইহা দেখি যশোমতী মূর্চ্ছিত ভূতলে।
শিশুরে তুলিয়া লয় নাগরী সকলে॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সব হইল বিস্মিত।
চৈতন্য পাইয়া রাণী হয় চমকিত॥
কৃষ্ণেরে করিয়া কোলে বাৎসল্যের ভরে।
সহস্র চুম্বন দেন বদন উপরে॥
কত শত বেদমন্ত্র পড়ি বারংবার।
শান্তি রক্ষা শিশু প্রতি করিল আচার॥
নন্দ আদি গোপগণ সভয় অন্তরে।
পূতনার অঙ্গ কাটি দগ্ধ সবে করে॥
বাৎসল্যের ভরে শিশু চিনিতে না পারে।
শিশুরূপ হন হরি ভক্তের আগারে॥
পুণ্যবতী যশোমতী ভক্তির সাগর।
পায় মহাফল কৃষ্ণে সঁপিয়া অন্তর॥
রাক্ষসী পূতনা দিয়া বিষমাখা স্তন।
পাইল বাৎসল্য ভক্তি হেরি নারায়ণ॥
ভক্তিভাবে অন্তিমেতে বুকে ধরি হরি।
সঁপিল হরিতে প্রাণ কংসের কিঙ্করী॥
এই হেতু হ'ল তার ত্বরায় মোচন।
বৈকুণ্ঠে জননী-পদ দিল নারায়ণ॥
শত্রু মিত্র নাহি তাঁর জগতের পতি।
যে ভাবে ভাবহ তাঁরে পাইবে সদগতি॥
দৈত্যাচারে বড় দুঃখ ইহলোকে হয়।
সেই কষ্টে নারায়ণে ভক্তি নাহি রয়॥
এই হেতু দৈত্যপথ নাশি নারায়ণ।
দেখাইতে শুদ্ধ পথ দেন দরশন॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা রাজা পরীক্ষিৎ।
শুনিলে পাইবে মুক্তি কহিনু নিশ্চিত॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
পূতনার মুক্তি-কথা ভক্তির বিচার॥

ইতি পূতনা-বধ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শকট-ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্ত-বধ

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
শ্রীহরির বাল্যলীলা অতি সুললিত ॥
রাজা কন শুক প্রতি গদগদ ভাষে।
যা কহিলা সত্য ঋষি না মিটে পিয়াসে ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা শুনিলে মঙ্গল।
যত শুনি তত ইচ্ছা হতেছে প্রবল ॥
সংসার-বন্ধন তাহে পুড়ে হয় ছাই।
প্রাণ মন কৃষ্ণ-পদে দিতে ইচ্ছা তাই ॥
মৎস্য বরাহাদি আর যত অবতার।
এ হেন সম্পূর্ণ লীলা না করে বিহার ॥
সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণনাম মধুমাখা হয় ॥
শুনিলে না মিটে তৃষ্ণা পিপাসাই রয় ॥
অতএব কহ ঋষি মোরে দয়া করি।
যেমতে শৈশব-লীলা করেন শ্রীহরি ॥
নৃপতিরে প্রবোধিয়া শুকদেব কয়।
কহি এবে কৃষ্ণলীলা শুন মহাশয় ॥
এরূপ কোমল শিশু সুধাংশুর প্রায়।
বৃদ্ধি লাভ করি ব্রজে আঁধার ঘুচায় ॥
হেনকালে যশোমতী করিলেন মনে।
সধবা পূজিব পুত্র-মঙ্গল কারণে ॥
একে বিশ্বপতি শিশু জননীর প্রাণ।
মায়াতে আবদ্ধ গোপী পুত্র ধ্যানজ্ঞান ॥
স্নেহভরে হিতচিন্তা করিতে কেবল।
সদাই কামনা করে পুত্রের মঙ্গল ॥
জন্মদিন উপলক্ষে করিতে উৎসব।
নন্দরাণী নিমন্ত্রণ করিলেন সব ॥
যতেক সধবা নারী ছিল যেই স্থানে।
নন্দপুরে আসিলেন নিমন্ত্রণ-দানে ॥
কেহ বা প্রবীণা রহে কেহ বা যুবতী।
কেহ নব-বিবাহিতা নলিনী-মুরতি ॥
কেহ বেণী বাঁধি রাখে কেহ বা কবরী।
কেহ কেহ চূড়ারূপে বান্ধে ঊর্দ্ধ করি ॥
কেহ রক্তবস্ত্র পরে কেহ বা ঘাঘরী।
অভিমত অলঙ্কারে শোভিয়া নাগরী ॥
নন্দপুরে একে একে করি আগমন।
আনন্দে আকুল পুত্রে করি নিরীক্ষণ ॥
সবে বলে নন্দরাণী বহুপুণ্য-বলে।
পাইয়াছে ইহজন্মে এ পুত্র-কমলে ॥
বুকে ধরি কেহ চুম্বে শিশুর বদন।
দর্শনে স্পর্শনে কারো মুগ্ধ হয় মন ॥
কেহ স্নেহভরে হেরি স্নেহেতে পাগল।
শিশুরে নেহারি সুখে মগনা সকল ॥
উপযুক্ত শুভকাল করিয়া গণন।
যশোমতী আরম্ভিলা সধবা-পূজন ॥
ধন ধান্য ধেনুদান যাগযজ্ঞ কত।
পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন হেতু হ'ল অনুষ্ঠিত ॥
পুত্রেরে নিদ্রিত করি লইয়া যতনে।
শকটের নীচে তারে রাখিল শয়নে ॥
বৃহৎ শকট সেই পূর্ণ দধি-পাত্র।
নবনী ও মাখনাদি পরিপূর্ণ গাত্র ॥
শকটের নীচে রাখি সুরম্য শয্যায়।
যশোমতী রত হ'ল সধবা-পূজায় ॥
অচেতন হ'য়ে নিদ্রা যান নারায়ণ।
নিশ্চিন্ত হইল গোপী নেহারি শয়ন ॥
গুয়া পাণ তৈল আদি হরিদ্রা সুন্দর।
সিন্দুর মিষ্টান্ন দধি লইয়া বিস্তর ॥
উৎসবে মাতিল যবে আনন্দিত মনে।
এমন সময় শব্দ হয় গৃহকোণে ॥
সহসা গৃহের মাঝে শুনিয়া নিনাদ।
সবে ভাবে হায় একি ঘটিল প্রমাদ ॥

শুনিয়া গৃহের মাঝে শিশুর রোদন।
হায় হায় করি গোপী ছুটিল তখন ॥
হয়ত শিশুর কোন বিপদ্ ঘটিল।
ভাবিতে কাঁপিল প্রাণ ত্বরায় ছুটিল ॥
গৃহস্থের শিশু যত ছিল সেই স্থানে।
যশোদার কাছে যায় কম্পিত পরাণে ॥
আশ্চর্য্য কুমার এই হয় গো জননী।
ক্ষুদ্র পদে এ শকট ভাঙ্গিল আপনি ॥
ইহা শুনি গোপ গোপী হয় চমকিত।
ত্বরায় যাইল পুত্র যথায় শায়িত ॥
ত্বরা করি পুত্র ল'য়ে করিল চুম্বন।
স্নেহভরে দিল গোপী চন্দ্রাননে স্তন ॥
প্রাণ দিতে পারে গোপী পুত্রের কারণে।
তাহার অশুভ বল দেখিবে কেমনে ॥
বুকে ধরি সন্তানেরে ডাকে নারায়ণ।
দিলে যদি এই পুত্র করহ রক্ষণ ॥
স্নেহভরে করে গোপী মঙ্গল-আচার।
গ্রহ যাগ বলি যজ্ঞ স্বস্তিক ব্যাভার ॥
ব্রাহ্মণ আনায়ে কত আশীর্ব্বাদ লয়।
শিশুর সেবক দ্বিজ মনে নাহি হয় ॥
রাক্ষস নামক মন্ত্রে করি স্বস্ত্যয়ন।
ব্রাহ্মণে দানিল বহু গাভী রত্নধন ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যোগী হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে।
আশীর্ব্বাদ করি যায় আপন আলয়ে ॥
এইমত শিশুভাবে শ্রীহরি-কুমারে।
নন্দ যশোমতী রাখে বিবিধ আচারে ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ নিজ মায়া-ভারে।
ভুলাইল সর্ব্বজনে বুঝিতে না পারে ॥
একদা গোপীর কোলে রহে নারায়ণ।
কতমতে সমাদর করে গোপীগণ ॥
হাসিতে হাসিতে হরি করিলেন মন।
বিশ্বময় ভাব তাহে করিলা ধারণ ॥
দেখিতে কোমল শিশু অতি ক্ষুদ্রাকার।
পাষাণ সমান ভারী হ'ল দেহ তার ॥
ভয়েতে আকুল হ'য়ে তবে যশোমতী।
পুত্রসহ ভূতলেতে পড়িলেন সতী ॥
গিরিশৃঙ্গ সম পুত্র হ'য়ে গুরুভার।
মাতৃবক্ষ ত্যজি ভূমে করিল বিহার ॥
ইহা দেখি যশোমতী হইয়া বিস্মিত।
ভাবে কোন্ দৈব আসি করিল অহিত ॥
ইহা ভাবি স্নেহভরে চাহিয়া আনন।
বক্ষে কর হানি উচ্চে করিল ক্রন্দন ॥
হেনকালে কংসদূত তৃণাবর্ত্ত নামে।
প্রবেশ করিল সেই নন্দরাজ-ধামে ॥
মহাবলী সেই দৈত্য ঝটিকার প্রায়।
তুলিয়া লইয়া শিশু আকাশে পলায় ॥
পুত্র নাহি দেখি সতী করে হাহাকার।
শূন্যেতে প্রবল ঝড় বহে অনিবার ॥
ইহা দেখি গোপ-গোপী মানে চমৎকার।
কে হরিল কি হইল যশোদা-কুমার ॥
পুত্রে নাহি দেখি সতী হইয়া চঞ্চল।
ত্যজিবারে চাহে প্রাণ পশিয়া অনল ॥
নন্দ উপানন্দ আদি আর নারীগণ।
শিশু লাগি সকলেই করিলা ক্রন্দন ॥
হেনকালে গুরুভারে তৃণাবর্ত্ত বীর।
লইতে না পারে শিশু হইল অস্থির ॥
শিশুরূপে তার বক্ষ চাপে নারায়ণ।
গুরুভারে ক্রমে তার নাশিল জীবন ॥
পর্ব্বত-সমান দৈত্য হারাইয়া প্রাণ।
ব্রজেতে পড়িল বুকে ধরিয়া সন্তান ॥
মুখেতে শোণিত উঠে আরক্ত নয়ন।
যাতনায় হস্তপদ করে সঞ্চালন ॥
ভীষণ মূরতি দেখি যত গোপগণ।
আকুল হইয়া সবে বিস্ময়ে মগন ॥
দৈত্যের বক্ষেতে দেখি নন্দের কুমার।
যতনে তুলিয়া ধরে বক্ষে আপনার ॥
সকলে প্রবেশি দেখে সেই নন্দঘরে।
শিশুর বিরহে সবা আঁখিজল ঝরে ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

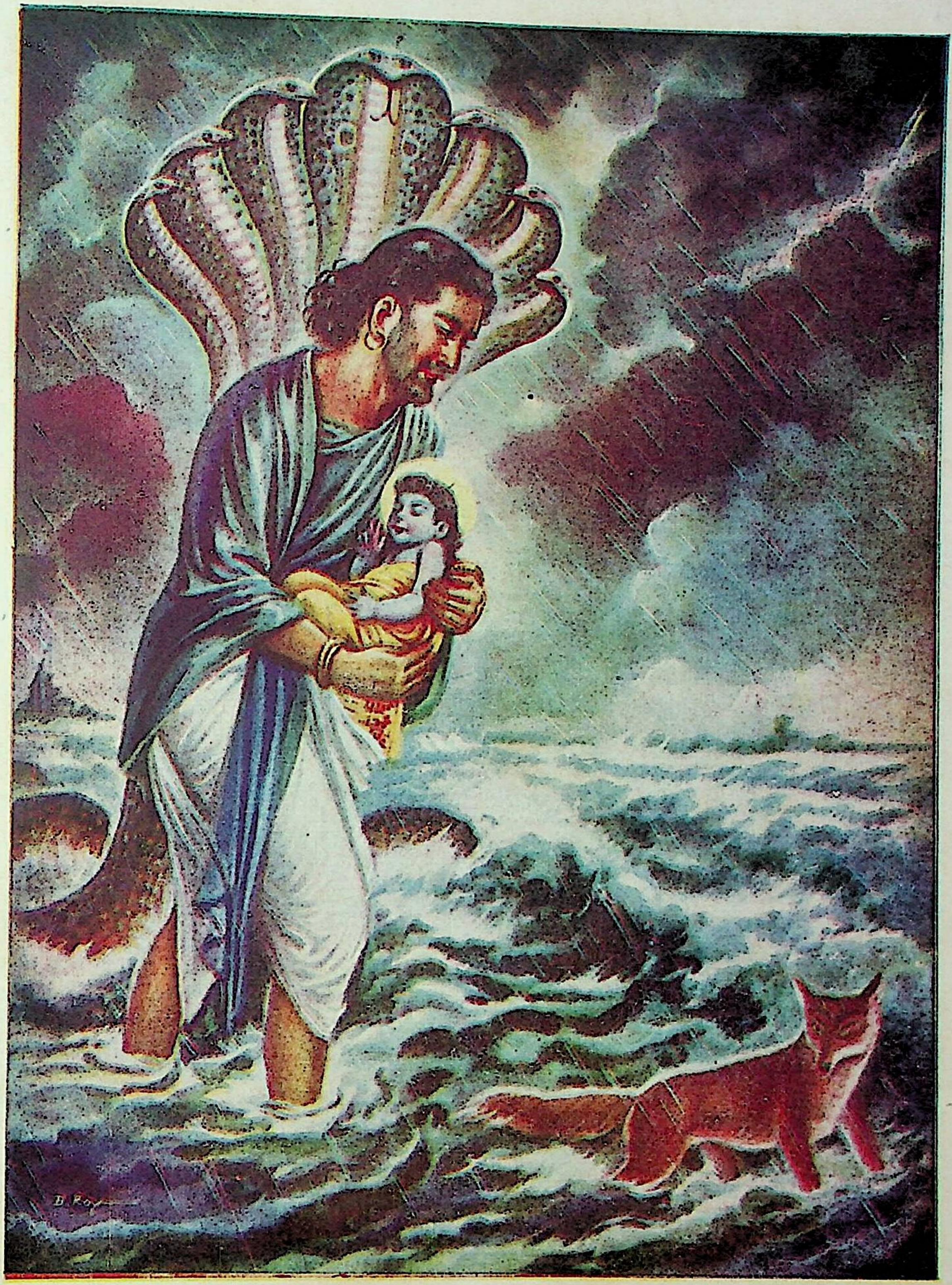

যমুনা ছাড়িল পথ বসুদেব যায়।
শৃগালরূপেতে মায়া সে পথ দেখায়॥

পৃষ্ঠা—৬৬৪

কণ্ঠাগত হ’য়ে আছে যশোদার প্রাণ।
সদা হাহাকারে বলে কোথা রে সন্তান॥
হেনকালে এক গোপী লইয়া নন্দন।
বলে উঠ যশোমতী মেল গো নয়ন॥
বহুপুণ্যবতী তুমি কিবা তব ভয়।
অবধ্য সন্তান তব কহিনু নিশ্চয়॥
এই লও কোলে কর আপন নন্দন।
ক্ষুধিত তৃষিত তারে যত্নে দাও স্তন॥
গোপীর বচনে সতী পাইল জীবন।
অমৃত-সঞ্চারে যথা মৃত-সঞ্জীবন॥
নন্দনের শুভ শুনি যশোদা যুবতী।
ত্বরায় ধরিল বুকে হ’য়ে অশ্রুমতী॥
চুম্বন করিল কত মুছায়ে বদন।
মুখ হেরি জুড়াইল তাপিত জীবন॥
বিস্মিত হইয়া কহে ব্রজবাসিগণ।
অতীব অদ্ভুত কাণ্ড হ’ল সংঘটন॥
রাক্ষসের হাতে পড়ি নন্দের নন্দন।
কিরূপে পাইল রক্ষা না বুঝি কারণ॥
না জানি কি পুণ্যফলে বাঁচিল কুমার।
মাতার ক্রোড়েতে শিশু আসে পুনর্ব্বার॥
বাৎসল্যের ভাবে শিশু করি নিরীক্ষণ।
না ভাবিল গোপী শিশু হন নারায়ণ॥
অতি স্নেহভরে গোপী প্রশস্ত হৃদয়।
বিষ্ণুমায়া-ভরে পুত্রে প্রভু নাহি কয়॥
না বুঝি ঐশ্বর্য্য কভু নাহি হয় জ্ঞান।
বিভুজ্ঞান বিনা পূর্ণ নাহি হয় ধ্যান॥
ধ্যান বিনা মুক্তি-ধন কেহ নাহি পায়।
ইচ্ছিলেন হরি তাহা দিতে যশোদায়॥
দেখাতে করিয়া ইচ্ছা মহিমা আপন।
একদা মায়ের কোলে পান করি স্তন॥
অলস ভাবেতে হরি মুদিল নয়ন।
যশোদা ভাবিল শিশু করিবে শয়ন॥
এত ভাবি তবে সতী ভূমিতে বসিয়া।
আপনার কোলে শিশু রাখিল লইয়া॥
কোলেতে রাখিয়া পুত্র হেরেন বদন।
হেনকালে তুলে হেরি কৌশলে জৃম্ভন॥
বদন হইলে মুক্ত হেরে যশোমতী।
বদনে শোভিছে বিশ্ব শিশু বিশ্বপতি॥
সৌর ক্ষেত্র শশী আর আকাশ পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য দশ দিক্ অনল জীবন॥
নদ নদী কত শত পর্ব্বত কন্দর।
বন উপবন আর সরিৎ সাগর॥
তৃণ গুল্ম বৃক্ষ আদি জঙ্গম স্থাবর।
কীট হ’তে জীব-শ্রেণী ব্যাপ্ত চরাচর॥
ব্রহ্মাণ্ড সহিত শোভে শিশুর বদনে।
আশ্চর্য্য মানিল গোপী দেখিয়া নয়নে॥
কতক্ষণ এ মহিমা করি নিরীক্ষণ।
ভাবিল এ পুত্র নয় প্রভু নারায়ণ॥
প্রভুভাবে গোপী তবে মানিয়া বিস্ময়।
নয়ন মুদিয়া তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়॥
কভু ভাবে মম পুত্র প্রভু নারায়ণ।
অবশ্য টুটিবে মম মায়ার বন্ধন॥
পুনশ্চ ভাবিল গোপী ইহা অনুচিত।
কি দেখিতে কি দেখিনু না ভাবিনু হিত॥
দেখিতে কোমল শিশু কেমনে ঈশ্বর।
অমঙ্গল হেতু স্বপ্ন দিবসে গোচর॥
বিষ্ণুর মায়াতে গোপী মহিমা দেখিয়া।
নারিল রাখিতে মনে সম্যক্ বুঝিয়া॥
এইমত ভগবান্ দেব নারায়ণ।
করেন অপূর্ব্ব লীলা বুঝহ রাজন॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শ্রীহরি-মহিমা-কথা কিঞ্চিৎ বিচার॥

ইতি শকট-ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্ত বধ।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত ।
হরির শৈশব লীলা অতি সুললিত ॥
গর্গ নামে মহাঋষি অতি সুপণ্ডিত ।
তিনিই জগৎ-মাঝে আদি জ্যোতির্ব্বিৎ ॥
তপোবলে জ্যোতির্ব্বিদ্যা করিয়া নিশ্চয় ।
ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান তাঁহে উপজয় ॥
একদা তাঁহারে ডাকি বসুদেব ধীর ।
কহিল নিভৃতে শুন বচন সুধীর ॥
কংস-ভয়ে দুই শিশু রাখি নন্দালয় ।
নাম দীক্ষা উভয়ের কর মহাশয় ॥
হেন কৃপা কর কেহ এ কথা না জানে ।
নচেৎ দুরাত্মা কংস বধিবেক প্রাণে ॥
সহজে বিদ্বান্ ঋষি অন্তর্য্যামী হন ।
ভাবিলেন পুত্র নহে দেব নারায়ণ ॥
কে তাঁরে করিবে বধ কেবা হেন জন ।
যাঁহার কৃপায় বিশ্ব হইল সৃজন ॥
বসুদেবে আশ্বাসিয়া গর্গ মহাজন ।
চলেন সপ্রেম মনে নন্দের ভবন ॥
কতক্ষণে উত্তরিল নন্দের আলয় ।
দেখিয়া প্রথমে তাঁরে নন্দ মহাশয় ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিয়া পূজন ।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে মধুর বচন ॥
সেবা করি কহে নন্দ করি যোড়কর ।
ব্রহ্মজ্ঞ আপনি ঋষি সর্ব্বত্র গোচর ॥
বহুকষ্ট করি ঋষি তপস্যা করিয়া ।
জ্যোতির্ব্বিদ্যা লভিয়াছ ব্রহ্মারে পূজিয়া ॥
পূর্ব্ব পরলোক জ্ঞাত তুমি ঋষিবর ।
বিদ্যার প্রভাবে কর জ্ঞানেতে গোচর ॥
আমার গৃহেতে আছে দুইটি সন্তান ।
নানাবিধ অমঙ্গল তাহে বিদ্যমান ॥
কোন্ গ্রহ বৈরী কিংবা কোন্ দোষবশে ।
সন্তানের অমঙ্গল সতত পরশে ॥
দেখ ঋষি ভাল ক'রে আপনার জ্ঞানে ।
যাহে শুভদৃষ্টি পায় এ দুই সন্তানে ॥
এত বলি যশোদা ও রোহিণী নন্দন ।
গর্গের সম্মুখে নন্দ আনিল তখন ॥
নারায়ণ-রূপে দোঁহে হেরি তপোধন ।
গণনার ছলে ধ্যান করেন তখন ॥
মনে মনে বলে ঋষি তুমি ভগবান্ ।
কি সাধ্য বুঝিব তোমা আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ ॥
অবশেষে ছল করি নন্দ প্রতি কয় ।
সুলক্ষণযুক্ত বটে উভয় তনয় ॥
পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম করিনু বিচার ।
পূর্ব্বেতে ছিলেন দোঁহে দেবতা-আকার ॥
বহুপুণ্যফলে পাও এ হেন সন্তান ।
এই দুই পুত্র হয় অতি ভাগ্যবান্ ॥
কহিলা শুনিয়া নন্দ আনন্দিত অতি ।
উভয়ের সুসংস্কার কর মহামতি ॥
ছল করি গর্গ কহে শুন নরপতি ।
যদুকুলাচার্য্য আমি জানিহ সম্প্রতি ॥
কেমনে তোমার কুলে করিব সংস্কার ।
দেবকীর পুত্র বলি হইবে প্রচার ॥
সন্দেহ করিয়া কংস করিয়া ছলন ।
বিবিধ কৌশলে পুত্রে করিবে হরণ ॥
অতএব কুলাচার্য্যে করাও সংস্কার ।
সব দিকে শুভফল হইবে প্রচার ॥
গর্গের অন্তরে জাগে নারায়ণে মতি ।
জানিয়া কেমনে গুরু হবেন সম্প্রতি ॥
এ কথা শুনিয়া নন্দ কহেন বচন ।
নাহি কিছু ভয় স্থান অতি সংগোপন ॥

নন্দের বিনয়ে গর্গ করিয়া কৌশল।
স্তব-ছলে নাম দীক্ষা করেন কেবল ॥
নন্দেরে সম্বোধি ঋষি কহিলা তখন।
জ্যেষ্ঠের অদৃষ্ট-গুণ অতি সুলক্ষণ ॥
মিষ্টভাষী হ'য়ে মুগ্ধ করিবে সবারে।
রাম নামে এই হেতু ডাকিও তাহারে ॥
এই বালকের হবে অতিশয় বল।
সেই হেতু বলদেব নামের কৌশল ॥
আর এক মহাকার্য্য করিবে কুমার।
যাদব-বিপদ্ যত করিবে উদ্ধার ॥
সবারে করিয়া শান্ত করিবে মিলন।
এই হেতু কভু নাম হবে সঙ্কর্ষণ ॥
কনিষ্ঠ যে দেখি পুত্র তোমার তনয়।
নানারূপে এর জন্ম প্রতিযুগে হয় ॥
সত্যযুগে হন ইনি দেবতা-প্রকাশ।
শ্বেতবর্ণময় শিশু অতি মৃদুভাষ ॥
ত্রেতায় দুইটি জন্ম করেন ধারণ।
এক রক্তবর্ণ অন্যে সুপীত বরণ ॥
কৃষ্ণত্বই হয় নৃপ সর্ব্ববর্ণ লয়।
ব্রহ্মে যথা সব লীন হইলে প্রলয় ॥
এই জন্মে শ্যামরূপে সর্ব্বরূপ ধরি।
জন্মিলেন কৃষ্ণরূপে তোমা দয়া করি ॥
জগৎ আকর্ষে এই তোমার তনয়।
সেই হেতু কৃষ্ণ নাম যুক্তিযুক্ত হয় ॥
ইহজন্মে বহুকার্য্য করিবে কুমার।
কার্য্যমতে বহু নাম হইবে ইহার ॥
সর্ব্ব-সুলক্ষণ ধরে তোমার নন্দন।
কালেতে করিবে কুলে আনন্দ বর্দ্ধন ॥
পূর্ব্বজন্ম-কথা নৃপ কে বুঝে অন্তরে।
অধর্ম্ম বিনাশি পুত্র ধর্ম্ম রক্ষা করে ॥
এই হেতু হয় পুত্র যেন নারায়ণ।
নির্ভয়ে করিও তুমি লালন-পালন ॥
শুন শুন নন্দরাজ তোমার নন্দন।
তোমাদের নানা হিত করিবে সাধন ॥
নারায়ণরূপী এই তোমার কুমার।
বিপদ্ হইতে সবে করিবে উদ্ধার ॥
পূর্ব্বকালে যবে দস্যু করে অত্যাচার।
সাধুদের রক্ষা করে হ'য়ে অবতার ॥
শোভা কীর্ত্তি প্রভাবে ও নিজ গুণগ্রামে।
নারায়ণ-তুল্য এই পুত্র কৃষ্ণ নামে ॥
অতি ভাগ্যবলে পাও এ হেন তনয়।
এ পুত্রে সেবিলে যায় যত দুঃখ ভয় ॥
এত বলি গর্গ ঋষি ভক্তিযুক্ত প্রাণে।
অন্তরে করিলা ধ্যান বসি সেই স্থানে ॥
আশীর্ব্বাদ ছলে দোঁহে করিয়া প্রণাম।
চলিলা গোপনে সেই শ্রীমথুরাধাম ॥
গর্গের বাক্যের অর্থ নন্দ মহামতি।
বিষ্ণুর মায়াতে কিছু না বুঝে সম্প্রতি ॥
পুত্ররূপে উভয়েরে করেন পালন।
নন্দ যশোমতী আর যত ব্রজজন ॥
শশিকলা সম বাড়ে উভয় কুমার।
ক্রমেতে হইল অঙ্গে শক্তির প্রচার ॥
ক্রমে হামাগুড়ি দিয়া করেন খেলন।
জানুভরে ইতস্ততঃ করেন গমন ॥
কতদিনে দাঁড়াইতে অভিলাষ করি।
শিশুরূপে কাঁপি কাঁপি দাঁড়াইলা হরি ॥
কিছু দিনে রামকৃষ্ণ বেড়ায় চলিয়া।
পিতামাতা আনন্দিত হয়েন দেখিয়া ॥
কতদিনে ছুটাছুটি বয়সের সনে।
হাসে ভাসে মুগ্ধ করে যত ব্রজজনে ॥
ক্রমে গোপ-শিশু যত অনুগত করি।
খেলেন সবার সহ শ্রীরাম শ্রীহরি ॥
যখন দু'ভাই মিলি করে বিচরণ।
কিঙ্কিণী জালের শব্দ হয় সুমোহন ॥
পঙ্করূপ অঙ্গরাগে হইয়া সজ্জিত।
যখন মাতার কাছে হয় উপনীত ॥
কোলে তুলি লয় মাতা প্রেমে সুনিবিড়।
স্নেহবশে স্তন হ'তে ঝ'রে যায় ক্ষীর ॥

তুলিয়া কোলের পরে দান করে স্তন।
চুম্বনে ভরিয়া দেয় তাদের বদন॥
ক্রীড়াচ্ছলে দুই ভাই ছুটাছুটি করে।
কখনো খেলিতে গিয়া গাভীপুচ্ছ ধরে॥
তাহা দেখি ব্রজনারী উঠে উল্লসিয়া।
আদরে নাচায় দোঁহে করতালি দিয়া॥
পরীক্ষা করিতে হরি প্রেম সবাকার।
বৎসেরে পিয়ান দুগ্ধ গোষ্ঠেতে কাহার॥
কাহার দুগ্ধের ভাণ্ড করি দুই খান।
দুগ্ধ নষ্ট করি হরি দূরেতে পলান॥
কাহার যত্নের ননী করিয়া হরণ।
বালকের সহ হরি করেন ভক্ষণ॥
কভু বা মাখন হরি করিয়া হরণ।
তালে তালে কপিগণে করান ভক্ষণ॥
ইহা দেখি গোপ-গোপী ব্যাকুল হইয়া।
বালকে বুঝাতে নারে বিনয় করিয়া॥
ভয়ে বা বিনয়ে শিশু নাহি মানা মানে।
যত গোপ গোপীগণ সকাতর প্রাণে॥
অন্তরের স্নেহ হেতু কিছু না বলিল।
জননীরে বলি দিবে সবাই ভাবিল॥
ইহা ভাবি সবে গিয়া জননীর পাশ।
কহিতে লাগিল নিজ নিজ দুঃখ-ভাষ॥
শুন শুন যশোমতী কর অবধান।
বড় দুষ্ট হইয়াছে তোমার সন্তান॥
কেহ বলে যশোমতী করহ শ্রবণ।
ভাঙ্গিল দুগ্ধের ভাণ্ড তোমার নন্দন॥
আর জন বলে সতী কি বলি তোমায়।
বাছুরে খুলিয়া কৃষ্ণ দুগ্ধ সে পিয়ায়॥
কেহ বলে নবনীত করিয়া হরণ।
কপিগণে অবহেলে করায় ভক্ষণ॥
কর অতি শীঘ্র রাণী ইহার বিধান।
গৃহেতে বাঁধিয়া রাখ তোমার সন্তান॥
কেহ বলে শুন শুন যশোদা যুবতী।
তব পুত্র করিতেছে অশেষ দুর্গতি॥
শিকার মাঝারে যত দুগ্ধভাণ্ড থাকে।
গোপনে আসিয়া শিশু ছিদ্র করে তাকে॥
তাহার দৌরাত্ম্যে মোরা হইনু অস্থির।
তোমার নিকটে শিশু রহে শান্ত ধীর॥
ইহা শুনি যশোমতী কৃষ্ণ-পানে চায়।
অন্তরে উদিত ক্রোধ দৃষ্টিমাত্রে যায়
কৃষ্ণের বিপক্ষে যারা করে আবেদন
কৃষ্ণেরে নেহারি সবে ফিরাইল মন॥
সকলের দুঃখ যেন হ'ল অবসান।
সকলে সন্তুষ্ট হ'য়ে করিল পয়ান॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া বুঝা নাহি যায়।
যশোদারে দিতে জ্ঞান ইচ্ছে যদুরায়॥
বালকের সহ তবে খেলে কৃষ্ণ-রাম।
আনন্দে পূরিল সেই শ্রীনন্দের ধাম॥
হেনকালে শিশু হরি মৃত্তিকা লইয়া।
আহারের ছলে দিল মুখে ফেলাইয়া॥
ইহা দেখি বলরাম চতুর লীলায়।
কৃষ্ণেরে ধরিয়া তাহা দেখাইলা মায়॥
ব্যাধিভয়ে তাড়াতাড়ি আসি যশোমতী।
ব্যগ্রভাবে সম্বোধিয়া কহে কৃষ্ণ-প্রতি॥
ওরেরে অবোধ ছেলে এ কি ব্যবহার।
ক্ষীর সর ননী ছাড়ি মৃত্তিকা আহার॥
এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কহে করি ছল।
মিথ্যা করি কহে মাগো বালক সকল॥
এত বলি মৃদুভাষে ধরি মাতৃ-কর।
গদগদ ভাষে কন বিশ্বের ঈশ্বর॥
কোথা পাব বল মাটি মিথ্যা সবে বলে।
বদন দেখহ মোর মাটি কোন্ স্থলে॥
এত বলি শিশু ভাবে ধরি মাতৃ-কর।
বদন ব্যাদান করি করান গোচর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল রবি-শশি-ময়।
অনল অনিল সহ বদনেতে রয়॥
কৃষ্ণের অন্তরে বিশ্ব বাহে কিছু নাই।
ইহা দেখি চমকিত মাতা হ'ন তাই॥

বদনের একধারে এ ব্রজ ভবন।
গোপ গোপী গাভী সহ রহে সুশোভন ॥
ইহা দেখি যশোমতী পায় দিব্য-জ্ঞান।
বলে আমি মহেশ্বরে ভাবিনু সন্তান ॥
অবোধ কে আছে আর আমার মতন।
ইহা বলি একচিত্তে করিল স্তবন ॥
দূর হ'ল পুত্র-ভাব তাহে নন্দরাণী।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণে হৃদয়ের বাণী ॥
ধন্য ধন্য তুমি প্রভু তুমি বিশ্বপতি।
পুত্রভাবে পালি তোমা আমি অল্পমতি ॥
ক্ষম অপরাধ প্রভু দয়া কর মোরে।
বাঁধিও না আর কভু মিথ্যা মায়া-ডোরে ॥
এইরূপে দিব্যজ্ঞান পেয়ে যশোমতী।
কৃষ্ণেরে অন্তরে পূজা করিল সম্প্রতি ॥
এইরূপ দিব্যজ্ঞান করিয়া প্রকাশ।
হেরিলেন দেখাইয়া মায়ার আভাষ ॥
মায়াতে বিনষ্ট স্মৃতি হ'ল যশোদার।
পুত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরে দেখে পুনর্ব্বার ॥
মনে মনে ভাবে গোপী কি করি সাধন।
কৃষ্ণেতে দেখিনু এই ব্রহ্মাণ্ড ভুবন ॥
কৃষ্ণময় এ ব্রহ্মাণ্ড কত পুণ্যফলে।
দেখিলাম ভক্তিভরে আমি কুতূহলে ॥
ইহা ভাবি যশোমতী হইল চঞ্চল।
অমনি কৃষ্ণের মায়া ভুলায় সকল ॥
পরীক্ষিৎ পূর্ব্ব-কথা করিয়া শ্রবণ।
করযোড়ে শুকদেবে কহেন বচন ॥
পরম দয়ালু ঋষি কৃষ্ণপ্রেমময়।
ঘুচাও আমার তাহে বারেক সংশয় ॥
কোন্ পুণ্যফলে ঋষি নন্দ যশোমতী।
স্থাপিলা বাৎসল্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র যেই ভাব কভু নাহি পায়।
কোন্ ফলে গোপ গোপী পাইল তাহায় ॥
এই কথা শুনি তবে শুক মহামতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে নরপতি ॥
সপ্তবসু পূজ্য বসু দ্রোণ মহাশয়।
ধরা ধামে ভার্য্যা তাঁর আছিল নিশ্চয় ॥
ঘোর তপস্যায় রত হইয়া দু'জন।
লভিল ব্রহ্মার বর তুষিয়া ব্রহ্মন্ ॥
দ্রোণ যাচে ব্রজভূমে জনম লইব।
বাৎসল্য-ভক্তিতে আমি কৃষ্ণেরে পূজিব ॥
দেখিব কেমনে তিনি ভক্তের ঈশ্বর।
সন্তান-ভাবেতে মোরা করিব গোচর ॥
উভয়ের ইচ্ছা শুনি ব্রহ্মা দেন বর।
হউক নিশ্চলা ভক্তি হরির উপর ॥
সেই বসু-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ ব্রজে নন্দ হয়।
ধরা সতী নন্দরাণী কহিনু নিশ্চয় ॥
জন্মান্তর হ'তে রাখে কৃষ্ণ প্রতি মন।
বাৎসল্য-ভাবেতে তৃপ্তি করিতে সাধন ॥
সেই হেতু ভক্তাধীন ভগবান্ হরি।
ব্রজেতে যশোদা-পুত্র হন কৃপা করি ॥
যাঁহার প্রসূত বিশ্ব সহ চরাচর।
কার সাধ্য প্রসবিবে সেই বিশ্বম্ভর ॥
ভক্তাধীন ভগবান্ সেই নারায়ণ।
অরূপেতে রূপ ধরি দেন দরশন ॥
ভাবাভাব নাহি তবু করিতে মোচন।
ভক্তের প্রেমেতে কভু স্বামী ও নন্দন ॥
এইরূপে নন্দ আর রাণী যশোমতী।
পুত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরে পেলেন সম্প্রতি ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
কৃষ্ণময় এ ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্টি যশোদার ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

অষ্টম অধ্যায়

যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন

শুকদেব বলে শুন তুমি মহারাজ ।
তোমারে বলিতে চাই অন্য কথা আজ ॥
এক্ষণে অপূর্ব্ব লীলা করহ শ্রবণ ।
পুনঃ পুত্রভাবে কিবা করে নারায়ণ ॥
পুণ্যবতী যশোমতী পুত্রে রত মন ।
আপনি সেবেন পুত্রে করিয়া যতন ॥
রাজার সংসারে একে দাস দাসী কত ।
সকলেই গৃহকার্য্যে সতত নিরত ॥
একমাত্র রাণী সেবে শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন ।
পুত্র-সেবা ভিন্ন তাঁর নাহি অন্য মন ॥
একদিন যশোমতী দধি-ভাণ্ড নিয়ে ।
সম্মুখে চুল্লীতে দেন দুগ্ধ চাপাইয়ে ॥
দধি-ভাণ্ডে রজ্জুসহ দণ্ড লাগাইয়া ।
মন্থন করেন দধি শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া ॥
কৃষ্ণগুণ গান গোপী করেতে মন্থন ।
ক্রমে গানে হ’ল তাঁর স্থির প্রাণ মন ॥
কৃষ্ণ-ভোগ সেবা ভাবে মন্থন করিতে ।
কৃষ্ণগুণ গানে ক্রমে ভাবিতে ভাবিতে ॥
অপূর্ব্ব সমাধি তাঁর হইল উদয় ।
প্রেমেতে আকুল তাঁর জ্ঞান নাহি হয় ॥
এত হেরি তবে সেই অন্তর্য্যামী হরি ।
শিশুরূপে দেখা দিতে যান ত্বরা করি ॥
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর না পায় দর্শন ।
প্রেমেতে সহজে গোপী পাইল সে ধন ॥
গোপীর নিকটে গিয়া দেখে নারায়ণ ।
একেবারে প্রেমে গোপী আছে নিমগন ॥
হস্তেতে মন্থন করে মুখে হরিগান ।
হৃদয়ে প্রেমের পূজা মুদিত নয়ান ॥
রজ্জু আকর্ষণ হেতু ক্লান্ত তনু তার ।
কুণ্ডল দুলিছে তার কর্ণের মাঝার ॥
বদন ঘর্ম্মাক্ত হয় অতি শ্রান্তিভরে ।
কবরীর পুষ্পমালা খ’সে খ’সে পড়ে ॥
ইহা দেখি ভক্তাধীন সেই কৃষ্ণধন ।
করিলেন জননীর শ্রীকর গ্রহণ ॥
ভুলাবার তরে হরি মায়া প্রকাশিয়া ।
কহিলেন দে মা স্তন দুহাত তুলিয়া ॥
যাঁর শক্তি এ ব্রহ্মাণ্ডে আপনি জননী ।
ভক্তেরে কহিল মাতা সে জন আপনি ॥
প্রেমেতে আকুল গোপী হ’য়ে সচেতন ।
দেখিল ধ’রেছে কৃষ্ণ খাইবারে স্তন ॥
যে পুত্রের ভাবে তাঁর মুগ্ধ প্রাণ মন ।
সম্মুখে হেরিয়া করে বক্ষেতে ধারণ ॥
বুকে ধরি মায়াভরে ভাবিয়া নন্দন ।
অকাতরে চাঁদমুখে করেন চুম্বন ॥
এইরূপে কোলে করি জুড়ায় হৃদয় ।
হেনকালে অগ্নি-তাপে দুগ্ধ উথলয় ॥
কৃষ্ণ-ভোগ দুগ্ধ নষ্ট দেখিয়া তখন ।
কর্ম্মাসক্তি হেতু হরি হ’য়ে বিস্মরণ ॥
রাখিলা ভূমিতে গোপী আপন নন্দন ।
ধাইল ত্বরায় দুগ্ধ করিতে রক্ষণ ॥
শিশুরূপে নারায়ণ হেরি কর্ম্মাসক্তি ।
ইচ্ছিলেন যাহে হয় সুনিষ্কাম ভক্তি ॥
মায়া ক্রোধ করি এই ইচ্ছিলেন হরি ।
ভাঙ্গিলেন দধি-ভাণ্ড হস্তে লোষ্ট্র করি ॥
ভাণ্ড ভাঙ্গি অন্তর্হিত হইয়া তখন ।
চলিলেন নবনীত করিতে ভক্ষণ ॥
দেবতার পূজা হেতু যশোদা যুবতা ।
রেখেছিল নবনীত হ’য়ে শুদ্ধমতি ॥
উদূখলে চাপি কৃষ্ণ গোপনেতে অতি ।
পাইলেন নবনীত আছিল যেমতি ॥

কিছু নিজে খান আর বানরে খাওয়ান।
কেহ পাছে দেখে বলি ইতস্ততঃ চান॥
সর্ব্বকার্য্য সবাকারে সেই ভগবান্।
কখনই একেবারে বুঝাতে না চান॥
এই হেতু শিশুবেশে ভীত ভাব ধরি।
চঞ্চল ভাবেতে ননী খান চুরি করি॥
হেথা যশোমতী দুগ্ধ করিয়া রক্ষণ।
আসিয়া দেখিল দধি-ভাণ্ডের ভঞ্জন॥
এক কর্ম্ম সমাপনে আর কর্ম্মনাশ।
কর্ম্মক্ষয় ভাব এত না করি বিশ্বাস॥
মায়াতে বিমুগ্ধ গোপী না চাহি মোচন।
একেবারে কৃষ্ণপরা হইল তখন॥
কোথা কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণ এই ভাবি মনে।
খুঁজিতে লাগিল কৃষ্ণ আপন ভবনে॥
অতিভক্তি হেরি তথা ভগবান্ হরি।
লুকাতে নারিল গৃহে ননী চুরি করি॥
চোর-রূপে হেরি হরি যশোদার মন।
আকুল হইল তাঁরে করিতে ধারণ॥
যোগে-যজ্ঞে-তপস্যায় সেই নারায়ণ।
কেন নাহি সহজেতে করিল ধারণ॥
সুমধ্যমা যশোমতী ভুলিয়া মায়ায়।
সেই নারায়ণে আজি ধরিবারে যায়॥
আলু-থালু বেশভূষা হ'ল যশোদার।
শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবারে শক্তি নাহি তার॥
যতবার আয় আয় বলেন বচন।
তত দূরবর্ত্তী হেরে আপন নন্দন॥
ক্রমে গোপী ভ্রান্ত হ'য়ে ভাবে মনে মন।
বালক হইয়া দূরে করে পলায়ন॥
ক্রমেতে ব্যাকুল হ'য়ে ধরিতে নন্দনে।
আকুল হইল চিত্ত কৃষ্ণ দরশনে॥
দূরবর্ত্তী রহে কৃষ্ণ পাইব কেমনে।
ইহা ভাবি যশোমতী ভাবিলেন মনে॥
হেন ভাবে মন তাঁর হইল উত্থিত।
খুলিল কবরী বস্ত্র মন প্রফুল্লিত॥
বাহ্যভাব নাশ তার হইল যখন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হ'ল কৃষ্ণময় মন॥
সেইকালে হাসি হাসি প্রভু নারায়ণ।
আপনি দিলেন ধরা আসিয়া তখন॥
ধৃত হ'য়ে যশোদারে তত্ত্ব বুঝাইতে।
কপট ক্রন্দনে শিশু লাগিল কাঁদিতে॥
ক্রন্দনে যশোদা-মনে মায়া উপজিল।
যশোদার ধৃত যষ্টি আপনি খসিল॥
মায়া হেতু যশোমতী কহেন বচন।
অতি দুষ্ট হইয়াছ কুকার্য্যেতে মন॥
বাঁধিয়া তোমারে আমি গৃহেতে রাখিব।
মম গৃহ ত্যজি কোথা যাইতে না দিব॥
যখন খাওয়াব আমি খাইবে তখন।
যখন শোয়াব আমি করিবে শয়ন॥
আমার অধীন তোমা করিব এখন।
দেখি বশীভূত এতে না হও কেমন॥
এই কথা বলি তারে যশোদা তখন।
পুত্রেরে বাঁধিতে রজ্জু করে আনয়ন॥
রজ্জুতে বাঁধিতে তারে যত চেষ্টা পায়।
কিছুতেই রজ্জু নাহি বাঁধিতে কুলায়॥
একে একে সব রজ্জু করিয়া যোজন।
উদূখল সহ যায় করিতে বন্ধন॥
এ বিশ্ব উদরে যাঁর কোন শক্তিচয়।
কভু না বাঁধিল যাঁরে স্বতন্ত্র যে রয়॥
এক স্থানে সেই ধনে রাখিবার তরে।
প্রয়াস করিয়া গোপী রজ্জুবদ্ধ করে॥
মায়াতে আবদ্ধ নাহি হন নারায়ণ।
নারিল বান্ধিতে গোপী তাঁরে সে কারণ॥
যত চেষ্টা করে গোপী রজ্জু বাড়াইয়া।
তবু না বাঁধিতে পারে কোন রজ্জু দিয়া॥
অবশেষে ব্রজে ছিল যত গোপীগণ।
সকলেই রজ্জু যত করে আনয়ন॥
সকলে আপন রজ্জু করিল যোজন।
তথাপি নারিল কৃষ্ণে করিতে বন্ধন॥

যত রজ্জু দেয় গোপী দু-অঙ্গুলি কমে।
বাঁধিতে বাঁধিতে গোপী ক্লান্ত হ'ল ক্রমে॥
অদ্ভুত ব্যাপার হেরি ব্রজবাসিগণ।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'ল তাহাদের মন॥
বাঁধিতে পুত্রেরে গোপী গায়ে ঝরে ঘাম।
কবরী হইতে পুষ্প ঝরে অবিরাম॥
জননীর এই কষ্ট করিয়া দর্শন।
আপনি হইলা বদ্ধ কৃষ্ণ নারায়ণ॥
এক দৃষ্টে হেরে গোপী শ্রীকৃষ্ণ-বদন।
বিস্মিত হইয়া প্রেমে হয় নিমগন॥
তন্ময় ভাবেতে হরি হইলেন বশ।
হরি যাহে বশীভূত এমন সে রস॥
শ্রদ্ধা ভক্তি হেরি হরি ভক্তাধীন হন।
অবশেষে গোপী তবে করিল বন্ধন॥
রজ্জুতে বাঁধিয়া গোপী ভাবে মনে মন।
কোথা না যাইবে পুত্র পাব অনুক্ষণ॥
এত ভাবি মায়াবশে গোপী গৃহে যায়।
ভক্তিতে আবদ্ধ হরি রহিল তথায়॥
সুবোধ রচিল গীত ভক্তিকথা-সার।
রজ্জুতে আবদ্ধ কৃষ্ণ যশোদা-আগার॥

ইতি যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন।

নবম অধ্যায়

যমলার্জ্জুন-উদ্ধার কথা

শুকদেব কন রাজা করহ শ্রবণ।
যমল-অর্জ্জুন কথা করিব বর্ণন॥
সর্ব্বব্যাপী জগদীশ হন কৃষ্ণধন।
শত শত ভক্ত তাঁরে করিল বন্দন॥
সর্ব্বস্থানে সমভাবে থাকিয়া সতত।
মুমূর্ষুর যুক্তি-দানে হয়েন নিরত॥
বিশ্বম্ভর নাম তাঁর কত গুণ রূপ।
না পারে বুঝিতে কেহ তাঁহার স্বরূপ॥
তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ।
গোপী-বদ্ধ কৃষ্ণ বৃক্ষে করিল মোচন॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত মতি।
বলে কহ মুনিবর সে কথা সম্প্রতি॥
শুকদেব কন তবে শুন নৃপবর।
যমল-অর্জ্জুন-মুক্তি কথা মনোহর॥
মহাকালরূপী রুদ্র সংসারের হয়।
সেই দেব-ভৃত্য ছিল কুবের-তনয়॥
দুই পুত্র মণি-গ্রীব ও নলকূবর।
দুইজন মহেশের ছিল অনুচর॥
ধনপতি পিতা আর প্রভু মহেশ্বর।
ইহা ভাবি দুইজন গর্ব্বেতে তৎপর॥
অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে দিবা-রাতি।
সুরাপানে নিরন্তর করে মাতামাতি॥
কভু মর্ত্ত্যে কভু স্বর্গে কভু বা সাগরে।
কভু পদ্ম-বনে মাতে স্বচ্ছ সরোবরে॥
এইরূপ অহঙ্কারে কাম-পরবশ।
ইন্দ্রিয় সহিত ভুঞ্জে যত রতিরস॥
একদিন দুই জনে ল'য়ে নারীদল।
শতদল-মাঝে যেন করী মহাবল॥
বারুণী মদিরা পানে হইয়া চঞ্চল।
বেষ্টিত থাকিয়া যত যুবতী সকল॥
জলকেলি লাগি ধায় সুরধুনী-জলে।
পরিপূর্ণ ছিল যাহা প্রফুল্ল কমলে॥

হেন স্থানে গিয়া দুই কুবের-তনয়।
নারীসহ আপনারা দিগম্বর হয়॥
উলঙ্গ হইয়া সবে জলকেলি করে।
নারদ হেরিল তাহা থাকিয়া উপরে॥
দয়াময় ঋষি সেই করিতে উদ্ধার।
চিন্তিয়া নামিল তথা দেখি ব্যভিচার॥
নারদে নেহারি তবে সুন্দরীর দল।
একে একে বস্ত্র পরে হইয়া চঞ্চল॥
মদে মত্ত অহঙ্কারী দুইটি কুমার।
দেবর্ষি না মানি তবু করে ব্যভিচার॥
ইহা দেখি ঋষিবর কহেন বচন।
আশ্চর্য্য করিলি মোরে কুবের-নন্দন॥
পিতা তোর ধনপতি অতি সদাশয়।
আসক্তি-বিহীন সেই কৃষ্ণপর হয়॥
তোরা দোঁহে হ'য়ে তার সুজন নন্দন।
একবারে অহঙ্কারে হ'লি নিমগন॥
আমারে দেখিয়া মনে না হইল ভয়।
শিব-ভৃত্য বলি তোরা দিস্ পরিচয়॥
দেব-সহচর-যোগ্য নহিস্ কখন।
দিব দোঁহে মহাশাপ করিনু এখন॥
যে জন ঐশ্বর্য্যে মাতি করে অহঙ্কার।
বুদ্ধি-নাশে হয় তার জ্ঞানের সংহার॥
রিপু চরিতার্থ লাগি দিবানিশি মন।
আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই বিবেচন॥
দেহেরে ঈশ্বর ভাবে নাহি জানে কায়।
ভ্রমেতে ভুলিয়া পাপ করে সর্ব্বদায়॥
উদ্ধারিতে সে পাপীরে সাধুর উচিত।
সেই হেতু শাপ আমি দিব সমুচিত॥
এত বলি ঋষি তবে কহেন বচন।
বৃক্ষরূপী হও দোঁহে এই মন মন॥
তরু হও কিন্তু স্মৃতি থাকুক দোঁহার।
তাহাতে জানিবে যত মন্দ অহঙ্কার॥
কণ্টক না ফুটে যার কখন চরণে।
না বুঝিতে পারে সেই পরের বেদনে॥
তাও বলি তমোগুণে হও তরুময়।
ব্রজপুরে অবস্থান উপযুক্ত হয়॥
সত্যবাদী জীব তথা হরি-পরায়ণ।
তাহাদের সদাচারে মুগ্ধ হবে মন॥
হরি-ভক্তি হেতু ক্রমে শতবর্ষ পরে।
আবির্ভূত হবে হরি ব্রজের নগরে॥
সেইকালে হরি হেরি হইবে মোচন।
অবশ্য হইবে সিদ্ধ আমার বচন॥
এত বলি মহাঋষি বীণাধ্বনি করি।
হরিগুণ গাহি যান গগন উপরি॥
যমল-অর্জ্জুন নামে যক্ষের তনয়।
হইল বিরাট্ বৃক্ষ নন্দের আলয়॥
ব্রজেতে পরমা ভক্তি সকলের রয়।
দিবানিশি কৃষ্ণ-চিন্তা সবাকার হয়॥
তাহাদের সদাচারে দুই তরুবর।
তমোগুণ-নাশে হয় সত্যগুণপর॥
স্মৃতি-লাভে তরুরূপে দুই মহাজন।
ব্রজের ভক্তিতে শুদ্ধ ক্রমে করি মন॥
দিবানিশি হরিচিন্তা করে বারে বারে।
বৃক্ষরূপ নাশ তায় হইবে সংসারে॥
এইরূপে তমোগুণী কুবের-তনয়।
বৃক্ষভাবে থাকি কৃষ্ণে অনুরাগী হয়॥
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য রাজা ধরে ব্রজপুর।
তৃণ গুল্ম প্রেম ভক্তি পায় সুপ্রচুর॥
এইরূপে কৃষ্ণ-চিন্তা দুই বৃক্ষ করে।
হেনকালে যশোমতী বাঁধিল ঈশ্বরে॥
জগতের আত্মা যিনি কে বাঁধিতে পারে।
শত শত রূপে রহে ভক্তের আগারে॥
একরূপে ভক্ত-গৃহে করেন বিহার।
অন্যরূপে পাপীজনে করেন উদ্ধার॥
এই হেতু বদ্ধ হ'য়ে প্রভু নারায়ণ।
রহিল গোপীর মতে তথায় বন্ধন॥
কৃষ্ণেরে আবদ্ধ হেরি যশোদা তখন।
কার্য্যবশে গৃহান্তরে করিল গমন॥

যত রজ্জু দেয় গোপী দু-অঙ্গুলি কমে।
বাঁধিতে বাঁধিতে গোপী ক্লান্ত হ'ল ক্রমে ॥
অদ্ভুত ব্যাপার হেরি ব্রজবাসিগণ।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'ল তাহাদের মন ॥
বাঁধিতে পুত্ত্রেরে গোপী গায়ে ঝরে ঘাম।
কবরী হইতে পুষ্প ঝরে অবিরাম ॥
জননীর এই কষ্ট করিয়া দর্শন।
আপনি হইলা বদ্ধ কৃষ্ণ নারায়ণ ॥
এক দৃষ্টে হেরে গোপী শ্রীকৃষ্ণ-বদন।
বিস্মিত হইয়া প্রেমে হয় নিমগন ॥
তন্ময় ভাবেতে হরি হইলেন বশ।
হরি যাহে বশীভূত এমন সে রস ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি হেরি হরি ভক্তাধীন হন।
অবশেষে গোপী তবে করিল বন্ধন ॥
রজ্জুতে বাঁধিয়া গোপী ভাবে মনে মন।
কোথা না যাইবে পুত্র পাব অনুক্ষণ ॥
এত ভাবি মায়াবশে গোপী গৃহে যায়।
ভক্তিতে আবদ্ধ হরি রহিল তথায় ॥
সুবোধ রচিল গীত ভক্তিকথা-সার।
রজ্জুতে আবদ্ধ কৃষ্ণ যশোদা-আগার ॥

ইতি যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন।

নবম অধ্যায়

যমলার্জ্জুন-উদ্ধার কথা

শুকদেব কন রাজা করহ শ্রবণ।
যমল-অর্জ্জুন কথা করিব বর্ণন ॥
সর্ব্বব্যাপী জগদীশ হন কৃষ্ণধন।
শত শত ভক্ত তাঁরে করিল বন্দন ॥
সর্ব্বস্থানে সমভাবে থাকিয়া সতত।
মুমূর্ষুর যুক্তি-দানে হয়েন নিরত ॥
বিশ্বম্ভর নাম তাঁর কত গুণ রূপ।
না পারে বুঝিতে কেহ তাঁহার স্বরূপ ॥
তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ।
গোপী-বদ্ধ কৃষ্ণ বৃক্ষে করিল মোচন ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত মতি।
বলে কহ মুনিবর সে কথা সম্প্রতি ॥
শুকদেব কন তবে শুন নৃপবর।
যমল-অর্জ্জুন-মুক্তি কথা মনোহর ॥
মহাকালরূপী রুদ্র সংসারের হয়।
সেই দেব-ভৃত্য ছিল কুবের-তনয় ॥
দুই পুত্র মণি-গ্রীব ও নলকূবর।
দুইজন মহেশের ছিল অনুচর ॥
ধনপতি পিতা আর প্রভু মহেশ্বর।
ইহা ভাবি দুইজন গর্ব্বেতে তৎপর ॥
অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে দিবা-রাতি।
সুরাপানে নিরন্তর করে মাতামাতি ॥
কভু মর্ত্ত্যে কভু স্বর্গে কভু বা সাগরে।
কভু পদ্ম-বনে মাতে স্বচ্ছ সরোবরে ॥
এইরূপ অহঙ্কারে কাম-পরবশ।
ইন্দ্রিয় সহিত ভুঞ্জে যত রতিরস ॥
একদিন দুই জনে ল'য়ে নারীদল।
শতদল-মাঝে যেন করী মহাবল ॥
বারুণী মদিরা পানে হইয়া চঞ্চল।
বেষ্টিত থাকিয়া যত যুবতী সকল ॥
জলকেলি লাগি ধায় সুরধুনী-জলে।
পরিপূর্ণ ছিল যাহা প্রফুল্ল কমলে ॥

হেন স্থানে গিয়া দুই কুবের-তনয়।
নারীসহ আপনারা দিগম্বর হয়॥
উলঙ্গ হইয়া সবে জলকেলি করে।
নারদ হেরিল তাহা থাকিয়া উপরে॥
দয়াময় ঋষি সেই করিতে উদ্ধার।
চিন্তিয়া নামিল তথা দেখি ব্যভিচার॥
নারদে নেহারি তবে সুন্দরীর দল।
একে একে বস্ত্র পরে হইয়া চঞ্চল॥
মদে মত্ত অহঙ্কারী দুইটি কুমার।
দেবর্ষি না মানি তবু করে ব্যভিচার॥
ইহা দেখি ঋষিবর কহেন বচন।
আশ্চর্য্য করিলি মোরে কুবের-নন্দন॥
পিতা তোর ধনপতি অতি সদাশয়।
আসক্তি-বিহীন সেই কৃষ্ণপর হয়॥
তোরা দোঁহে হ'য়ে তার সুজন নন্দন।
একবারে অহঙ্কারে হ'লি নিমগন॥
আমারে দেখিয়া মনে না হইল ভয়।
শিব-ভৃত্য বলি তোরা দিস্ পরিচয়॥
দেব-সহচর-যোগ্য নহিস্ কখন।
দিব দোঁহে মহাশাপ করিনু এখন॥
যে জন ঐশ্বর্য্যে মাতি করে অহঙ্কার।
বুদ্ধি-নাশে হয় তার জ্ঞানের সংহার॥
রিপু চরিতার্থ লাগি দিবানিশি মন।
আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এই বিবেচন॥
দেহেরে ঈশ্বর ভাবে নাহি জানে কায়।
ভ্রমেতে ভুলিয়া পাপ করে সর্ব্বদায়॥
উদ্ধারিতে সে পাপীরে সাধুর উচিত।
সেই হেতু শাপ আমি দিব সমুচিত॥
এত বলি ঋষি তবে কহেন বচন।
বৃক্ষরূপী হও দোঁহে এই মন মন॥
তরু হও কিন্তু স্মৃতি থাকুক দোঁহার।
তাহাতে জানিবে যত মন্দ অহঙ্কার॥
কণ্টক না ফুটে যার কখন চরণে।
না বুঝিতে পারে সেই পরের বেদনে॥
তাও বলি তমোগুণে হও তরুময়।
ব্রজপুরে অবস্থান উপযুক্ত হয়॥
সত্যবাদী জীব তথা হরি-পরায়ণ।
তাহাদের সদাচারে মুগ্ধ হবে মন॥
হরি-ভক্তি হেতু ক্রমে শতবর্ষ পরে।
আবির্ভূত হবে হরি ব্রজের নগরে॥
সেইকালে হরি হেরি হইবে মোচন।
অবশ্য হইবে সিদ্ধ আমার বচন॥
এত বলি মহাঋষি বীণাধ্বনি করি।
হরিগুণ গাহি যান গগন উপরি॥
যমল-অর্জ্জুন নামে যক্ষের তনয়।
হইল বিরাট্ বৃক্ষ নন্দের আলয়॥
ব্রজেতে পরমা ভক্তি সকলের রয়।
দিবানিশি কৃষ্ণ-চিন্তা সবাকার হয়॥
তাহাদের সদাচারে দুই তরুবর।
তমোগুণ-নাশে হয় সত্যগুণপর॥
স্মৃতি-লাভে তরুরূপে দুই মহাজন।
ব্রজের ভক্তিতে শুদ্ধ ক্রমে করি মন॥
দিবানিশি হরিচিন্তা করে বারে বারে।
বৃক্ষরূপ নাশ তায় হইবে সংসারে॥
এইরূপে তমোগুণী কুবের-তনয়।
বৃক্ষভাবে থাকি কৃষ্ণে অনুরাগী হয়॥
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য রাজা ধরে ব্রজপুর।
তৃণ গুল্ম প্রেম ভক্তি পায় সুপ্রচুর॥
এইরূপে কৃষ্ণ-চিন্তা দুই বৃক্ষ করে।
হেনকালে যশোমতী বাঁধিল ঈশ্বরে॥
জগতের আত্মা যিনি কে বাঁধিতে পারে।
শত শত রূপে রহে ভক্তের আগারে॥
একরূপে ভক্ত-গৃহে করেন বিহার।
অন্যরূপে পাপীজনে করেন উদ্ধার॥
এই হেতু বদ্ধ হ'য়ে প্রভু নারায়ণ।
রহিল গোপীর মতে তথায় বন্ধন॥
কৃষ্ণেরে আবদ্ধ হেরি যশোদা তখন।
কার্য্যবশে গৃহান্তরে করিল গমন॥

সেইকালে দেখে হরি মেলিয়া নয়ন।
কে যেন ডাকিছে তাঁরে বলি নারায়ণ ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু তিনি বুঝিয়া অন্তরে।
ভক্তিতে থাকিয়া বাঁধা চলিলা সত্বরে ॥
সেই উদূখল সহ রজ্জু না টুটিল।
শিশুরূপে নারায়ণ তথাপি চলিল ॥
যমল-অর্জ্জুন বৃক্ষ আছিল যথায়।
উদূখল সহ কৃষ্ণ সেইখানে যায় ॥
একে ত ভক্তিতে বদ্ধ প্রভু নারায়ণ।
তাহাতে দয়াতে ব্যগ্র করিতে মোচন ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে ভাবিল নিশ্চয়।
উদ্ধার করিব এরে সন্দেহ না হয় ॥
এত মনে ভাবি হরি বদ্ধ উদূখলে।
বৃক্ষমাঝে প্রবেশিল অতি কুতূহলে ॥
উদরেতে বদ্ধ রজ্জু আকর্ষণে তার।
মহাশব্দ করি বৃক্ষ পাইল উদ্ধার ॥
সমূলে উঠিল দুই বৃক্ষ মহাকায়।
মহারবে ভূতলেতে পড়িলেক হায় ॥
এই দৃশ্য দেখি যত বালকের দল।
চঞ্চল হইয়া সবে করে কোলাহল ॥
নারদের বাক্য সিদ্ধ করে নারায়ণ।
ভক্তিভাবে জীবন্মুক্ত কুবের-নন্দন ॥
মুমুক্ষু হইয়া দোঁহে বৃক্ষ-ভাব নাশে।
নবীন কিরণে আভা দেহেতে প্রকাশে ॥
উভয়ে করিয়া স্তব হেরি নারায়ণ।
করযোড়ে শেষে বলে করিয়া ক্রন্দন ॥
হে কৃষ্ণ হে মহাযোগী শিশু তুমি নহ।
করিলে মোদের প্রতি অতি অনুগ্রহ ॥
পরম পুরুষ তুমি ত্রিভুবন-ভূপ।
অব্যক্ত ও ব্যক্ত এই বিশ্ব তব রূপ ॥
সকলের দেহ তুমি তুমি আত্মা প্রাণ।
অব্যয় ঈশ্বর তুমি পরম্ মহান্ ॥
তুমি কৃষ্ণ তুমি ব্রহ্ম তুমি হে বিধাতা।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি কর্ম্মফলদাতা ॥
বাসুদেবরূপে প্রভু প্রকাশ তোমার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥
বিশ্বের মঙ্গল তুমি ওহে যদুপতি।
পরম কল্যাণ তুমি শান্ত তুমি অতি ॥
পেলাম তোমার দেখা ঋষি-অনুগ্রহে।
চিরদিন তব পদে মতি যেন রহে ॥
এই দয়া কর হরি অধমের প্রতি।
মায়ার ছলেতে যেন নাহি ভুলে মতি ॥
কিন্নর-বচন শুনি কৃষ্ণ নারায়ণ।
মধুর বাণীতে দোঁহে করে সম্ভাষণ ॥
ঐশ্বর্য্যমদান্ধ দোঁহে নারদের শাপে।
পরিণত হ'লে বৃক্ষ অর্জ্জুনের রূপে ॥
সে কাহিনী জানি আমি, আসিনু হেথায়।
শাপেতে করিতে মুক্ত তোমা দুই ভায় ॥
সূর্য্য নিরীক্ষণে যথা চক্ষুর বন্ধন।
নাহি থাকে, সেইরূপ আমার দর্শন ॥
সংসারবন্ধনমুক্ত করিল দোঁহারে।
স্বস্থানে প্রস্থান কর সানন্দ অন্তরে ॥
ইহা বলি ভগবান্ দিলেন চরণ।
দিব্যরূপে গেল তারা বৈকুণ্ঠ-ভবন ॥
ব্রজ-শিশুগণ দেখি হইল বিস্মিত।
স্বর্গেতে দেবতা সবে হ'ল আনন্দিত ॥
ভক্তাধীন ভগবান্ এই লীলা করে।
পাপীর উদ্ধার লাগি নিয়ত বিহরে ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে পাপীর মুক্তি শাস্ত্রের বিচার ॥

ইতি যমলার্জ্জুন-উদ্ধার কথা।

দশম অধ্যায়

ফল-বিক্রয়িণীর কথা

রাজা পরীক্ষিৎ কহে ওগো ঋষিবর।
যা কহিলা কৃষ্ণকথা অতি মনোহর॥
যত চাই তত পাই হরি-লীলামৃত।
আপনি প্রেমের সিন্ধু বুঝিনু নিশ্চিত॥
পরম কারণ হরি পরম ঈশ্বর।
কি কার্য্য করিল প্রভু কহ তার পর॥
মুনি কহে শুন রাজা কহি বিবরণ।
যমল-অর্জ্জুনে কৃষ্ণ করে উদ্ধারণ॥
গোষ্ঠে ছিল নন্দ আদি যত গোপগণ।
মহা-শব্দে বৃক্ষ যবে হইল পতন॥
শুনি শব্দ চকমিত সকলে হইল।
ঘোর রবে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
নন্দ আদি গোপ যত ভয়েতে আকুল।
গোষ্ঠ হ'তে বেগে সবে আইল গোকুল॥
দেখিল যে দুই বৃক্ষ রয়েছে পড়িয়া।
সবে চমকিত হয় তাহা নিরখিয়া॥
বলে একি অসম্ভব করি দরশন।
কেন এ বিশাল বৃক্ষ হইল পতন॥
ঝড় বৃষ্টি কিছু নাই কেন অকস্মাৎ।
বৃক্ষ উপাড়িয়া আজি পড়িল দৈবাৎ॥
এইরূপ নানাকথা কহে সর্ব্বজন।
হেনকালে কৃষ্ণে তথা করে দরশন॥
কৃষ্ণে দেখি নন্দগোপ দ্রুতগতি যায়।
উদূখলে বাঁধা কৃষ্ণ দেখিল তথায়॥
কৃষ্ণে কোলে করি নন্দ কহিছে তখন।
আমার ভাগ্যেতে কেন এত বিড়ম্বন॥
একটি নন্দন মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
তাহার উপরে বাদী হইলেন বিধি॥
কি জানি কপালে মোর কি হবে ঘটন।
ভাবিতে লাগিল নন্দ বিষাদিত মন॥
হেনকালে গোপশিশু তথায় আইল।
নন্দে চাহি শিশুগণ কহিতে লাগিল॥
শুন কহি গোপেশ্বর অপরূপ বাণী।
নবনী কারণে কৃষ্ণে বান্ধিলেন রাণী॥
উদূখলে বাঁধি মাতা গৃহান্তরে যায়।
বন্ধন সহিত কৃষ্ণ চলিল ত্বরায়॥
আগে আগে যায় কৃষ্ণ করি দরশন।
আমরা সকলে করি পশ্চাতে গমন॥
মনে মনে ভাবি মোরা দেখি কোথা যায়।
হেনকালে বৃক্ষমধ্যে দেখি যদুরায়॥
দুই বৃক্ষ দুইদিকে মধ্যে তব সুত।
বদ্ধ উদূখল তাহে দেখিনু অদ্ভুত॥
চাপ দিয়ে তব পুত্র দুই তরুবর।
উপাড়ি ফেলিল শব্দ হ'ল ভয়ঙ্কর॥
যেমন পড়িল বৃক্ষ শুন গোপবর।
অমনি হইল দুই মানব সুন্দর॥
যোড়হাতে ভূমি লুটি করিল প্রণতি।
স্তবস্তুতি করে তারা শিশু কৃষ্ণ প্রতি॥
তারপর কোথা গেল পুরুষ দু'জন।
এমত অদ্ভুত রূপ না দেখি কখন॥
কেবা সেই দুইজন কহিব কেমনে।
কোন্‌দিকে গেল তারা না দেখি নয়নে॥
শুনিয়া শিশুর বাণী যত গোপগণ।
প্রত্যয় না মানে কেহ ভাবে অকারণ॥
নন্দগোপ মনে মনে করিল সংশয়।
পূতনাদি বধ তার মনে উপজয়॥
মনে ভাবে এই কথা কভু মিথ্যা নয়।
কৃষ্ণ হ'তে উৎপাটিত এই বৃক্ষদ্বয়॥
যখন করেছে কৃষ্ণ পূতনা নিধন।
তৃণাবর্ত্তে অবহেলে বধিল জীবন॥

তখন এ দুই বৃক্ষ করেছে ভঞ্জন।
সত্য মানি আমি এই শিশুর বচন ॥
বালক ভেঙ্গেছে দুই অর্জ্জুন যমল।
সে কথা বিশ্বাস নাহি করিল সকল ॥
কেহ ভাবে অসম্ভব এরূপ ঘটন।
সম্ভব হইবে কেহ ভাবে মনে মন ॥
উদূখলে বদ্ধ কৃষ্ণ করিছে ভ্রমণ।
তাহা দেখি নন্দরাজ হাসিল তখন ॥
বন্ধন তখন তার করিল মোচন।
আদরে লইল নন্দ কোলে কৃষ্ণধন ॥
যশোমতী প্রতি তবে কত কটু ভাষে।
নবনী খাওয়ায় পুত্রে মনের উল্লাসে ॥
এইরূপে ক্রীড়া করি গোপিকার ঘরে।
বাল্যলীলা করে হরি সানন্দ অন্তরে ॥
কভু নাচে কভু খেলে প্রফুল্ল বদনে।
কভু গীত বাদ্য করে গোপিনীর সনে ॥
কখন পাদুকা করে মস্তকে ধারণ।
গোপিকার প্রেমে বশ গোপিকামোহন ॥
কখন যশোদা-কোলে নৃত্য করে হরি।
বনে ক্রীড়া করে কত গোপে মুগ্ধ করি ॥
এইরূপে সুখী যত গোপ-গোপীগণ।
শ্রীহরিকে কোলে করি আনন্দে মগন ॥
গোপ-শিশু সহ হরি খেলা করে কত।
প্রেমানন্দে নন্দগোপ হৃষ্ট অবিরত ॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
ফল ল'য়ে এল এক গোকুলে গোপিনী ॥
কে ফল কিনিবে বলি ডাকে নানাস্থানে।
শুনিলেন এই কথা কৃষ্ণ নিজ কানে ॥
সর্ব্বফল জীবে যিনি করেন প্রদান।
ফলার্থী হইয়া সেই দেব ভগবান্ ॥
অঞ্জলি পূরিয়া ধান্য লইয়া তখন।
হস্তে ধান্য করি হরি করিল গমন ॥
ফল আশে ধান্য হাতে শ্রীহরি চলিল।
অঙ্গুলি-ছিদ্রেতে তাহা সকলি পড়িল ॥
দেখিতে না পান হরি হাতে নাহি ধান।
ফল-বিক্রয়িণী-পাশে আনন্দেতে যান ॥
মৃদু হাসি কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন।
ধান্য লহ দাও ফল করিব ভোজন ॥
দেখ পরীক্ষিৎ রাজা খেলা শ্রীহরির।
গোকুলে গোপিকা সহ লীলা কি গভীর ॥
মোক্ষ-ফল যাঁর কাছে সেই ফল মাগে।
হাত পাতি ধায় হরি গোপিনীর আগে ॥
ফল-বিক্রয়িণী তবে করে দরশন।
ধান্য নাই শূন্য হস্ত অতি সুশোভন ॥
কমল জিনিয়া কর অতি সুকোমল।
রক্ত-কোকনদ সম দেখে করতল ॥
ফল-বিক্রয়িণী মনে চিন্তিল তখন।
মানবের হস্ত হেন না হবে কখন ॥
ভকত-সম্পদ্ হরি দেখিনু নয়নে।
কোন্ ভাগ্যবতী গর্ভে ধরিল নন্দনে ॥
নারী-জন্ম ধন্য তার জঠরে ধরিল।
কোন্ পুণ্যবতী গৃহ উজ্জ্বল করিল ॥
এত বলি প্রেমানন্দে ভাসে আঁখিনীরে।
যতনে লইয়া কোলে কহে ধীরে ধীরে ॥
যত ইচ্ছা তত ফল তুমি বাপ খাও।
নাচিয়া নাচিয়া মোর সম্মুখে বেড়াও ॥
শ্রবণে সানন্দে তবে শ্রীনন্দ-নন্দন।
একে একে সব ফল করিল ভক্ষণ ॥
শূন্য পাত্র হ'ল যবে ফল-বিক্রয়িণী।
ঘরে যায় মনে মনে হ'য়ে আহ্লাদিনী ॥
শূন্য ফলপাত্র চায় শিরে তুলিবারে।
গুরুভার সেই পাত্র তুলিতে না পারে ॥
ফল-বিক্রয়িণী মনে চিন্তিল তখন।
ফলহীন পাত্র ভার কিসের কারণ ॥
এত ভাবি মনে মনে বিচার করিল।
ফল-পাত্র ঢাকা বস্ত্র খুলিয়া দেখিল ॥
দেখে নানা রত্নপূর্ণ ফলের আধার।
ফল-বিক্রয়িণী তথা করিল বিচার ॥

বিস্ময় মানিয়া ভাবে ফল-বিক্রয়িণী।
শিশুরূপে বিরাজিত ভগবান্ ইনি ॥
এই কথা মনে যেই হইল উদয়।
যুক্তকরে ভক্তিভরে শিশু কৃষ্ণে কয় ॥
ওহে দীনবন্ধু হরি জগতের সার।
পরম কারণ তুমি ঈশ্বর সবার ॥
অগতির গতি নাথ দীনের ঠাকুর।
দীননাথ তব দয়া দীনেতে প্রচুর ॥
ধন দানে দীনে কেন ভুলাইতে চাও।
এ সব যন্ত্রণা নাথ আমার ঘুচাও ॥
এত বলি শ্রীহরির চরণে ধরিল।
মৃদুভাষে তবে কৃষ্ণ তাহাকে কহিল ॥
যাও ঘরে ল'য়ে তুমি সকল রতন।
পাইবে অন্তিমে তুমি আমার চরণ ॥
এত কহি হরি তার মাথে পদ দিল।
ফল-বিক্রয়িণী তবে ঘরেতে চলিল ॥
তারপরে কি ঘটিল শুন মহাশয়।
কি করিল বলিতেছি হরি দয়াময় ॥
একদিন কৃষ্ণ আর রোহিণী-নন্দন।
যমুনা-পুলিনে দোঁহে করিল গমন ॥
আর যত ব্রজ-শিশু সঙ্গেতে চলিল।
পরম আনন্দে সবে খেলিতে লাগিল ॥
ক্রীড়া-রসে মত্ত সবে হইল তখন।
হইল অনেক বেলা মধ্যাহ্ন তপন ॥
গগনে অধিক বেলা করি দরশন।
যশোমতী দুঃখী অতি ব্যাকুলিত মন ॥
আকুল হইল রাণী না হেরি নন্দনে।
কিছু না খাইল কোথা খেলে কার সনে ॥
রোহিণী নিকটে সতী আসিল ত্বরায়।
বলে দিদি রাম-কৃষ্ণ গিয়াছে কোথায় ॥
গগনে এতেক বেলা কিছু নাহি খায়।
কার সনে খেলে কোথা বল না আমায় ॥
কি জানি কপালে মোর কি হয় ঘটন।
পদে পদে শত্রু তার ফিরে অনুক্ষণ ॥
এত বলি দুই জনে আকুলিত মনে।
চারিদিকে ধায় তাঁরা পুত্র অন্বেষণে ॥
কৃষ্ণ বলরাম বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
খুঁজিয়া না পায় কোথা নগর-ভিতরে ॥
নন্দরাণী পাগলিনী পুত্রের কারণ।
যমুনা-পুলিন-দেশে ধাইল তখন ॥
রোহিণী যশোদা দোঁহে করে অন্বেষণ।
দেখিল যমুনাতীরে খেলে শিশুগণ ॥
ব্রজ-শিশুদের সহ হইয়া মিলিত।
রাম-কৃষ্ণ খেলিছেন হ'য়ে হরষিত ॥
ধেয়ে গিয়া নন্দরাণী কৃষ্ণে নিল কোলে।
হাতে ধরি বলরামে মৃদুভাষে বলে ॥
হেথা এলে বলরাম ল'য়ে কৃষ্ণধন।
হ'য়েছে কতেক বেলা মধ্যাহ্ন তপন ॥
খেলিতে আসক্ত এত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।
ব্রজ-শিশু সঙ্গে করি খেল দুই ভাই ॥
ভাবিয়া আকুল মোরা তোদের কারণ।
নগরের ঘরে ঘরে করি অন্বেষণ ॥
কিছু না খাইল নন্দ না দেখি তোমায়।
কত কটু ভাষা বলি প্রেরিল আমায় ॥
পথ চাহি ব'সে আছে তোমার কারণ।
না কর বিলম্ব গৃহে করহ গমন ॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ মুছহ সকলে।
স্নান করি এস সবে যমুনার জলে ॥
যত ব্রজ-শিশু চল ঘরেতে এবার।
ভোজন করিয়া সবে খেলিবে আবার ॥
এত বলি যশোমতী কৃষ্ণে নিল কোলে।
বলরাম আদি শিশু চলিল সকলে ॥
আসিল গৃহেতে সব আনন্দ অপার।
করিল গমন তারা গৃহে যে যাহার ॥
নন্দরাণী রামকৃষ্ণে করায় ভোজন।
বিপ্রগণে দান করে আনন্দিত মন ॥
রত্ন আদি দেয় যত দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
ধনদানে তোষে রাণী দীন দুঃখী জনে ॥

গোকুলে গোপের দল ল'য়ে কৃষ্ণধন।
সদা হরষিত মতি হয় সর্ব্বজন॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা সুধার ভাণ্ডার॥

ইতি ফল-বিক্রয়িণীর কথা।

নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমন

শুকদেব কহে শুন পাণ্ডব-নৃপতি।
পুরাণ-প্রসঙ্গ-কথা সুমধুর অতি॥
প্রকৃত হরির মায়া কিছু না বুঝিয়া।
প্রেমান্ধ হইল সবে বুদ্ধি হারাইয়া॥
একদিন নন্দ-গৃহে বসি একাসনে।
পরস্পর প্রিয়কথা কহে জনে জনে॥
উপানন্দ বলে শুন বচন আমার।
আমি যাহা বলি তাহা করহ বিচার॥
আপন ইচ্ছায় কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা হ'লে তাহা সুসিদ্ধ নিশ্চয়॥
ত্যজহ গোকুল সবে বচনে আমার।
এখানে থাকিতে নহে উচিত কাহার॥
যে হেতু উৎপাত সদা হয় এই স্থানে।
কিরূপে সকলে বল রহিবে এখানে॥
শুন শুন বন্ধুগণ ভাবি আমি মনে।
চল সবে যাই সেই পুণ্য বৃন্দাবনে॥
জলে স্থলে সেই স্থানে হয় সুশোভিত।
আছয়ে নবীন তৃণ তথায় বিস্তৃত॥
ধেনু বৎসগণ সব করিবে চারণ।
নাহি ভয় রবে তথা করিলে গমন॥
দেখিলে পূতনা আসে বধিতে যখন।
বহুকষ্টে মুক্তিলাভ করে কৃষ্ণধন॥
অকস্মাৎ শকট যে ভাঙ্গিয়া পড়িল।
দৈব-হেতু কোন বিঘ্ন পুত্রে না ঘটিল॥
চক্রবায়ু মহাবল হ'য়ে অনায়াসে।
শিশুকে তুলিয়াছিল লইয়া আকাশে॥
শিলার উপরে শিশু হয় নিপতন।
কে বল ভাবিয়াছিল পাইবে রক্ষণ॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল সেই বৃক্ষ ভীমাকার।
পূর্ব্ব পুণ্য হেতু তাই পাইল উদ্ধার॥
এইরূপে বার বার বিপদে পতন।
ক্ষণেক এখানে থাকা নহে কদাচন॥
চল যাই রম্যস্থান সেই বৃন্দাবন।
সেখানে না হবে কভু বিপদ্ ঘটন॥
শুনিয়া তাঁহার কথা সানন্দ অন্তরে।
'সাধু' 'সাধু' কহি সবে চলে নিজ ঘরে॥
একত্র হইল তবে যত গোপগণ।
শকটে পূরিল যত রত্ন আভরণ॥
এইরূপে গোপগণ গোকুল ছাড়িল।
হর্ষমনে বৃন্দাবনে সকলে চলিল॥
গোপ গোপী আদি সবে হ'য়ে হরষিত।
বালক বালিকা যত আনন্দে মোহিত॥
নন্দ উপানন্দ আর যতেক গোপাল।
কৃষ্ণ বলরাম আর যতেক রাখাল॥
ধেনু বৎসগণ সব লইয়া সঙ্গেতে।
সকলে চলিল তবে সানন্দ মনেতে॥
মহানন্দে নৃত্যগীত করে সর্ব্বজন।
নানারূপ বেশভূষা করয়ে তখন॥
কেহ বা আনন্দে বাদ্য লাগিল বাজাতে।
কেহ বা বাজায় শৃঙ্গ কেহ বাদ্য হাতে॥
এইরূপে মহানন্দে বাদ্য বাজাইয়া।
চলিল ব্রজের পথে সকলে সাজিয়া॥
সঙ্গেতে চলিল কত দ্রব্যের ভাণ্ডার।
বস্ত্র আদি আর যত তৈজস আধার॥
গৃহের সামগ্রী যত শকটে পূরিয়া।
চলিল সকলে রঙ্গে হরষে মাতিয়া॥

নন্দ ও সুনন্দ আর যশোদা রোহিণী।
গিরিভানু বৃষভানু যতেক গোপিনী॥
কৃষ্ণ বলরাম আর শ্রীদাম সকলে।
দিব্যরথে চড়ি সবে মহানন্দে চলে॥
এইরূপে বৃন্দাবনে করিল গমন।
হরষিত হ'ল সবে হেরি বৃন্দাবন॥
এখানে গোকুল হয় শূন্যময় ঘর।
বৃন্দাবনে গেল সবে সানন্দ অন্তর॥
বৃন্দাবন-মাঝে সবে প্রবেশ করিল।
আনন্দ-সলিলে সবে মগন হইল॥
জল স্থল পরিপূর্ণ স্থান মনোহর।
তৃণ আদি শস্যক্ষেত্র দেখেন সুন্দর॥
বৃন্দাবন-মাঝে গিয়া বিশ্রাম করিল।
কেহ কেহ বৃক্ষমূলে গীত আরম্ভিল॥
কৃষ্ণগুণ গান করে ব্রজশিশুগণ।
কোন শিশু নৃত্য করে হরষে মগন॥
কেহ বা পাড়িয়া ফল করয়ে ভোজন।
সুশীতল জলে কেহ জুড়ায় জীবন॥
এই লীলা বৃন্দাবনে দিবারাতি হয়।
সুবোধ কহিছে ভক্তে জানিহ নিশ্চয়॥

ইতি নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমন।

একাদশ অধ্যায়

বৃন্দাবনের পূর্ব্ব-বিবরণ

শুকদেবে সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধর।
কহিলেন প্রণমিয়া তাঁহার গোচর॥
বৃন্দাবন-ভূমে কৃষ্ণ গেল কি কারণ।
কেন বা হইল তার নাম বৃন্দাবন॥
বৃন্দারণ্য বন কিবা কোন ভক্ত হবে।
বিস্তারিয়ে সেই কথা আমারে কহিবে॥
শুকদেব বলে কহি শুন নরবর।
পুণ্য কথা পুরাণের পরম সুন্দর॥
কেদার নামেতে এক ছিল নরপতি।
শান্ত ধীর ক্ষমাশীল ধর্ম্মবন্ত অতি॥
দয়া আদি সর্ব্ব গুণে ছিল বিভূষণ।
প্রতাপে আদিত্য সম ছিলেন রাজন॥
দুষ্টের দমন রাজা করিত নিয়ত।
পুত্রবৎ প্রজাগণে সতত পালিত॥
পরম ধার্ম্মিক রাজা কৃষ্ণ-পরায়ণ।
ভক্তিতে পূজিত সদা শ্রীহরি চরণ॥
নিয়মিত যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাস।
আনন্দে পালিত সব নৃপ বারমাস॥
ভার্য্যা পুত্র আদি করি সবে হরিভক্ত।
হরি-সেবা হরি-পূজা হরি অনুরক্ত॥
সর্ব্বদা শ্রীহরি পদ করিত শরণ।
কৃষ্ণ-প্রীতে দৈব-কার্য্যে থাকিত মগন॥
মহাপুণ্যবান্ রাজা জগতে বিখ্যাত।
সর্ব্বদা ভাবিত হরি অতি পুলকিত॥
পরেতে রাজার মনে বিরাগ জন্মিল।
তপস্যা করিতে ঘোর বনে প্রবেশিল॥
পুত্রে রাজ্য দান করি মনের হরিষে।
নিবিড় গহনে চলে কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
যোগ হেতু মহারণ্যে প্রবেশে রাজন।
গৃহে রূপবতী নারী রাখিয়া তখন॥
কঠোর সাধনা কৃষ্ণ লাগিয়া করিল।
বাত্যাহারে নিরাহারে হরি আরাধিল॥

ফলাহারে জলাহারে সেবে হরিপদ ।
পাইতে সে হরিপদ না ভাবে আপদ ॥
এইরূপে বহুকাল তপ আচরণ ।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুখে নিশা জাগরণ ॥
শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-আদি সম সর্ব্বকাল ।
একান্তে ভাবয়ে হরি সেই মহীপাল ॥
এইমত বহুকাল তপ আচরণ ।
তুষ্ট হ'য়ে হরি তবে দিল দরশন ॥
আনন্দে কৃষ্ণের রূপ ভূপতি নেহালে ।
শ্রীহরি রাজারে তবে মৃদুভাষে বলে ॥
বর মাগ মহারাজ তব অভিমত ।
যাহা চাহ তাহা দিতে আছি যে সম্মত ॥
নরপতি হৃষ্টমতি কহিল তখন ।
দেহ মুক্তিপদ ওহে জগত-জীবন ॥
অন্য কোন বরে মম প্রয়োজন নাই ।
মুক্তিপদ বিনা অন্য বর নাহি চাই ॥
শুনি বাণী চক্রপাণি তাহাই করিল ।
কৃপা করি কৃপাময় গোলোকে লইল ॥
সেই বনে সেইক্ষণে মরণ তাহার ।
হইল পরম তীর্থ নামেতে কেদার ॥
বহু পুণ্যতীর্থ সেই হয় অবনীতে ।
জীবগণ পায় মোক্ষ তাহার স্পর্শেতে ॥
কেদার রাজার কন্যা বৃন্দানামে সতী ।
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম তার শুন মহামতি ॥
ধন্যবতী মহাসতী জগতে বিখ্যাত ।
শ্রীহরি চরণ সতী সতত সেবিত ॥
পরম যোগিনী কন্যা যোগ অনুষ্ঠানে ।
তপস্বিনী ছিল কন্যা এ ভব ভবনে ॥
ধর্ম্মবতী সেই সতী হরিপদে মতি ।
শয়নে স্বপনে সদা ভাবিত শ্রীপতি ॥
হরিপদ-ধ্যানে রত চিত্ত পুলকিত ।
পূজিত কৃষ্ণের পদ ভক্তির সহিত ॥
একদিন মহারাজ শুন বিবরণ ।
দৈবাৎ দুর্ব্বাসা মুনি তথা আগমন ॥
দয়া করি মুনি তারে কৃষ্ণমন্ত্র দিল ।
মন্ত্র পেয়ে বৃন্দা তবে কাননে পশিল ॥
ত্যজি গৃহ ঘোর বনে প্রবেশে তখন ।
তপস্যা করিল কত কৃষ্ণের কারণ ॥
অনেক কঠোর করি প্রভু আরাধিল ।
অনাহারে অস্থিচর্ম্ম অবশেষে হৈল ॥
কতকাল এইরূপে করে আরাধন ।
অন্তরে কেবল চিন্তা সেই নারায়ণ ॥
তবে কতদিনে তাঁর দয়া উপজিল ।
বৃন্দার সমীপে আসি উপনীত হৈল ॥
তবে হরি দয়া করি দিল দরশন ।
হেরিল সে রূপরাশি ভুবনমোহন ॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী কিবা রূপরাশি ।
ত্রিভঙ্গ সুঠাম অঙ্গ যেন পূর্ণশশি ॥
রূপ হেরি বৃন্দা সতী হইল মোহিত ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে হয়ে ভূপতিত ॥
করযোড়ে করে স্তুতি বৃন্দা গুণবতী ।
বলে হে অনাথ নাথ অগতির গতি ॥
জগৎ-জীবন প্রভু জগতের সার ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব মহিমা অপার ॥
সৃজন পালন লয় তুমি সর্ব্বময় ।
তোমাতে সকল হরি তুমিই অক্ষয় ॥
অবলা রমণী আমি কি করিব স্তুতি ।
না জানি ভজনা নাথ আমি অল্পমতি ॥
কহিল তখন হরি বৃন্দার বচনে ।
মনোমত মাগ বর যাহা লয় মনে ॥
ইচ্ছামত লহ বর না হবে অন্যথা ।
উঠ ধনি লহ বর শুন মম কথা ॥
করযোড় করি সতী মৃদুভাষে কন ।
দয়া করি শুন দেব দাসীর বচন ॥
অন্য বরে নাহি ইচ্ছা শুন দয়াময় ।
তব পদে মতি যেন চিরকাল রয় ॥
তব পদে হব দাসী ওহে যোগেশ্বর ।
কৃপা করি অধীনীরে দেহ এই বর ॥

পূতনা-বধ

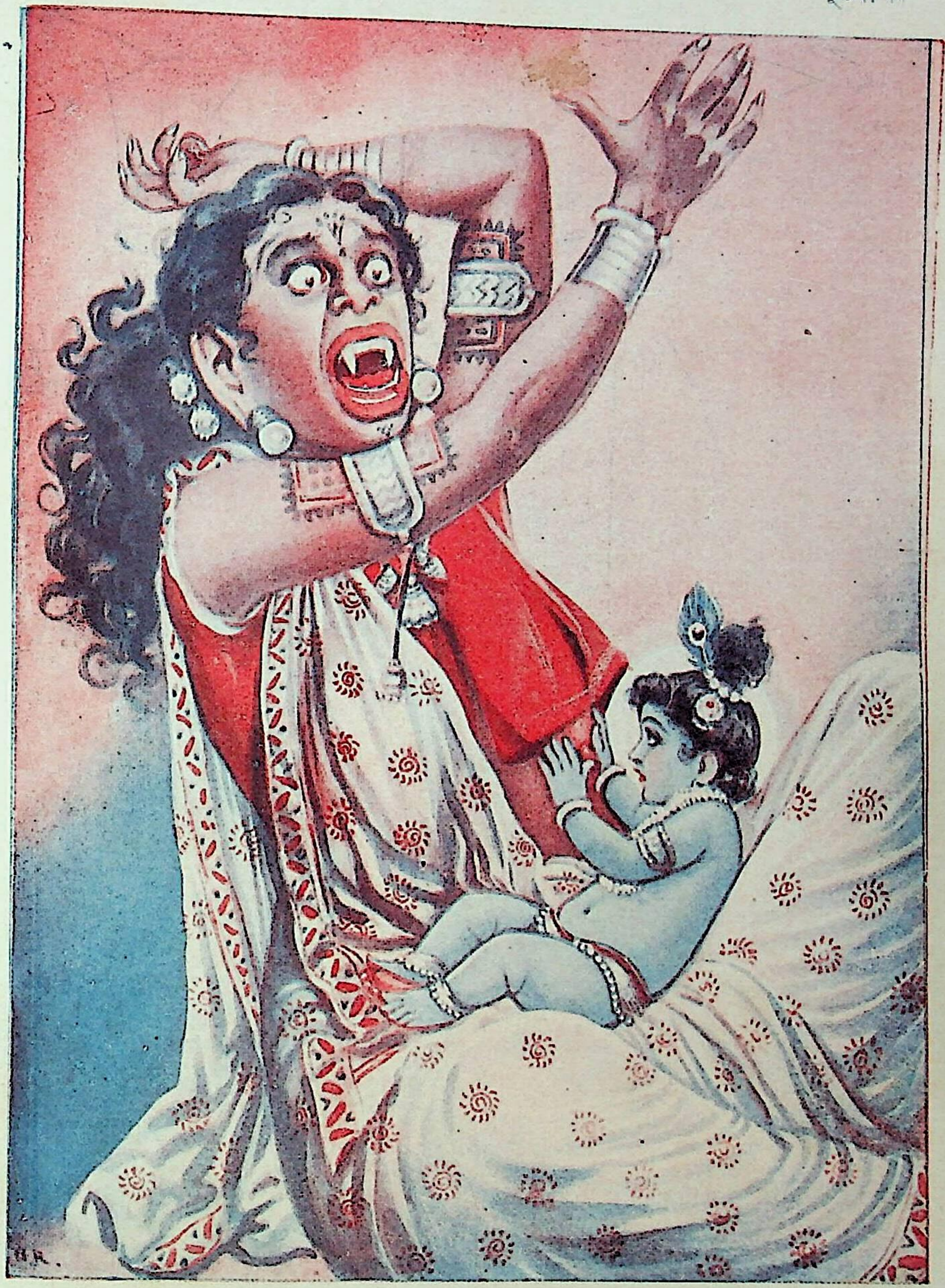

হেনরূপে দুষ্টা তবে করি হাহাকার।
প্রাণ যায় বলি করে দারুণ চীৎকার॥

পৃষ্ঠা—৬৭০

মনেতে বাসনা এই আমার নিয়ত।
তব পাদপদ্ম যেন হেরি অবিরত ॥
সন্তুষ্ট হইল হরি সতীর বচনে।
দয়াময় তারে মুক্তি কৈল তৎক্ষণে ॥
গোলোকে লইল তারে মুক্তিপদ দিয়া।
রহিল কেদার সুতা কিঙ্করী হইয়া ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত পূর্ব্ব বিবরণ।
বৃন্দার তপস্যা স্থান এই বৃন্দাবন ॥
বৃন্দা নামে বৃন্দাবন নাম যে হইল।
জনার্দ্দন সেই স্থানে লীলা প্রকাশিল ॥
শুন কহি মহারাজ বাক্য সুধাময়।
জগতের সার হরি জগত-আশ্রয় ॥
জগতের মধ্যে এই বৃন্দারণ্য বন।
এ হেন পবিত্র ভূমি নহে দরশন ॥
যেই নর একবার দরশন করে।
প্রভুর কৃপায় যায় গোলোক নগরে ॥
অশেষ পাপের পাপী যেই মূঢ়মতি।
বৃন্দাবন ধামে যদি করে সেই গতি ॥
বিষম পাতক হ'তে হয় সে উদ্ধার।
তার প্রতি শমনের নাহি অধিকার ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
শ্রবণে পবিত্র হয় পাপী দুরাচার ॥

ইতি বৃন্দাবনের পূর্ব্ব-বিবরণ।

গোপগণের বৃন্দাবনে বাস বিবরণ

শুক কহে নরপতি, শুন করি স্থির মতি,
হরিগুণ জগতের সার।
শ্রবণে পাপের ক্ষয়, জীবে মোক্ষপদ পায়,
ভাগবত-বাক্য সুধাকর ॥
গোকুল-নিবাসী যত, সবে ছিল নিদ্রাগত,
প্রভাতে উঠিল সর্ব্বজন।
দেখে পুরী মনোহর, অট্টালিকা কি সুন্দর,
বিস্ময়েতে হইল মগন ॥
গৃহ আদি স্বর্ণময়, হেরি সবে সবিস্ময়,
মানসেতে চিন্তার উদয়।
সুদীর্ঘ প্রাচীর তাহে, সুচিত্র বিচিত্র যাহে,
যুক্তি করে যত গোপচয় ॥
বলে কি আশ্চর্য্য হেরি, নিশাযোগে এই পুরী,
বল কেবা করিল নির্ম্মাণ।
রোপিয়াছে বৃক্ষগণ, ফলে-ফুলে সুশোভন,
এবা কোন বিধির বিধান ॥
পুষ্প-বৃক্ষে পুষ্প কত, হইয়াছে প্রস্ফুটিত,
পাখীকুল করে মিষ্টরব।
সরোবর মনোহর, উপবন কি সুন্দর,
জলে খেলে জলচর সব ॥
অদ্ভুত কি দৃশ্য হয়, কিছু নাহি বলা যায়,
কে প্রকাশ করিল এ মায়া।
মনে হয় অনুক্ষণ, বুঝি কোন শত্রুগণ,
প্রকাশ করিল মহামায়া ॥
কেন ত্যজিনু গোকুল, তাই বুঝি প্রতিকূল,
বসুমতী হইল এখন।
জ্ঞান হয় মায়াপুরী, রচিল চাতুরী করি,
বধিবারে সবার জীবন ॥
একি হ'লো পরমাদ, কি সাধে হেন বিষাদ,
ভাবিয়া না পাই কোন সন্ধি।
বুঝি মিলি দৈত্যগণ, করে এ পুরী রচন,
গোপকুলে করিবারে বন্দি ॥
একি দৈব বিড়ম্বনা, অঘটন ঘটে নানা,
মায়াময় এ পুরী নিশ্চয়।
কেহ বলে তা কি হয়, যা কভু হবার নয়,
অসম্ভব কথা সমুদয় ॥

বুঝি কি গ্রহ ঘটিল, কেন বা এমন হ'ল,
এ মায়া বুঝিয়া উঠা ভার।
মনোহর এই পুরী, মায়াময় সব হেরি,
মায়া বিনা সাধ্য আছে কার॥
বলে একি হ'লো দায়, না দেখি কোন উপায়,
কেন বা ছাড়িনু সে গোকুল।
তাই বুঝি বসুমতী, ঘটাইলা এ দুর্গতি,
বিধি তাই নহে অনুকূল॥
পরে বৃদ্ধ একজন, কহে সকলে তখন,
গর্গমুনি বাক্য অনুসারে।
শুন বাক্য সকলেতে, এ পুরী নির্ম্মাণ হ'তে,
ভয় কিছু না কর অন্তরে॥
কৃষ্ণ ইচ্ছামত হয়, এই পুরী স্বর্ণময়,
তাঁর মতে কি না হ'তে পারে।
যিনি সর্ব্বমূলাধার, ব্রহ্মাণ্ড স্বেচ্ছায় যাঁর,
তাঁর ইচ্ছা সব চরাচরে॥
বিশ্ব আদি ভূমণ্ডল, কানন পর্ব্বত জল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবনে।
সকলি ইচ্ছায় তাঁর, সেই হরি সর্ব্বসার,
তাঁর ইচ্ছা জেনো সব মনে॥
হরির এ সব খেলা, ঈশ্বরের এই লীলা,
তাঁরি ইচ্ছা হয় আবির্ভূত।
এ বিশ্ব যাতে পালন, সেই দেব জনার্দ্দন,
যাঁর ইচ্ছায় হয় তিরোহিত॥
মায়াতে মনুষ্যরূপ, ধরিয়া সে বিশ্বভূপ,
লীলা হেতু প্রকাশ হইল।
যাঁরে ভাবি অনুক্ষণ, ব্রহ্মা আদি পঞ্চানন,
সেই দেব এ পুরী করিল॥
এ পুরী আশ্চর্য্য নয়, যাঁর লোমকূপ-ময়,
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড নিয়োজিত।
সেই গোপবেশ-ধারী, অবনীতে অবতরি,
মিছে কেন হ'তেছ চিন্তিত॥
এইরূপে পরস্পরে, বলাবলি সবে করে,
পুরী সবে করে নিরীক্ষণ।
দেবপুরী মনোহর, রচিত তাহে সুন্দর,
নির্দ্দিষ্ট যে নামের অঙ্কন॥
দেখিল যে দ্বারোপরে, বৃহৎ স্বর্ণ অক্ষরে,
নাম সব রয়েছে খোদিত।
সবে আনন্দ অন্তরে, নিজ নাম অনুসারে,
যায় পুরী সময় বিহিত॥
উপনন্দ আর নন্দ, করিয়া সবে আনন্দ,
লয়ে যায় নিজ সঙ্গিগণ।
মহা আনন্দিত সবে, গৃহে প্রবেশিল তবে,
বিধিমত দিন শুভক্ষণ॥
হরষিত হ'য়ে তায়, সবে নিজ গৃহে ধায়,
নিজ স্থানে সকলেতে গেল।
এইরূপে বৃন্দাবনে, সকলে আনন্দ মনে,
মহাসুখে বাস যে করিল॥
তবে কত দিন পরে, নন্দ মনে যুক্তি করে,
গোপগণে কহিল তখন।
শুভদিনে শুভক্ষণে, কৃষ্ণে দিব গোচারণে,
জাতি-ধর্ম্ম করিবে পালন॥
সবে যুক্তি করি সার, পাচনি করেতে তার,
শুভদিনে শুভকর্ম্ম করে।
চরাতে গরুর পাল, ছড়ি হাতে নন্দলাল,
কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে॥
রাম কৃষ্ণ দুইজন, পাচনি করে ধারণ,
সঙ্গে করি ব্রজ শিশুগণ।
চরাতে ধেনুর পাল, সঙ্গেতে সঙ্গীর দল,
গোঠে গোঠে করেন ভ্রমণ॥
জগতের সার যিনি, সেই দেব চক্রপানি,
মাঠে মাঠে চরায় গোপাল।
জীব তরাবার হেতু, ভব-সাগরেতে সেতু,
ব্রজভূমে হইল রাখাল॥

ইতি গোপগণের বৃন্দাবনে বাস বিবরণ।

বৃষাসুর উদ্ধার-কথা

এত শুনি করযোড়ে পরীক্ষিত রায় ।
শুকদেবে জিজ্ঞাসেন হয়ে হৃষ্ট-কায় ॥
কহিলে অদ্ভুত কথা পবিত্র শ্রবণে ।
অনায়াসে মুক্ত হয় পাপী সেইক্ষণে ॥
কি প্রসঙ্গ হইল দেব কেহ তদন্তর ।
শ্রবণে পবিত্র হোক আমার অন্তর ॥
শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি ।
ভকতবৎসল হরি ভক্তজন গতি ॥
কে পারে বুঝিতে সেই হরির মহিমা ।
বিশ্বম্ভর নাম তাঁর বিশ্বে নাই সীমা ॥
গোকুল ত্যজিয়া আসি বৃন্দাবন বনে ।
গোপি-প্রেমে বদ্ধ হরি রহে গোপসনে ॥
যত সেবা তত বাড়ে প্রেমের উজান ।
ক্রমে ব্রজবাসী হৈল কৃষ্ণগত প্রাণ ॥
ব্রজ-শিশুগণ সনে খেলে বংশীধারী ।
গো-পাল চরায় গোঠে গোলোক-বিহারী ॥
শুন রাজা এক কথা অতি পুরাতন ।
সাহসিক নাম ছিল বলির নন্দন ॥
মনোহর রূপ তার সুন্দর সুধীর ।
মহা গুণবান পুত্র বলে মহাবীর ॥
অসীম তাহার বল বিষম প্রতাপ ।
সুরাসুরে নাহি কেহ সহে তার দাপ ॥
দেবগণে অনুক্ষণ করয়ে পীড়ন ।
বলেতে অমরগণে জিনিল সে জন ॥
একদিন বলিপুত্র আনন্দিত মনে ।
চলিল ভ্রমণ হেতু সে গন্ধমাদনে ॥
হেরিল পর্ব্বত সেই মনোহর অতি ।
মৃদু মৃদু বহিতেছে বায়ু সদাগতি ॥
কুসুম কানন তাহে কত বিরাজিত ।
সংখ্যাতীত ফুল তথা আছে প্রস্ফুটিত ॥
তাহার সৌরভে মন আকুল যে হয় ।
তথায় বিহরে সেই বলির তনয় ॥
দৈবযোগে তিলোত্তমা অপ্সরী সেখানে ।
ভূষণে ভূষিতা হ'য়ে আনন্দিত মনে ॥
ভ্রময়ে কুসুম বনে সুচারু বদনী ।
জিনি রতি উপবতী মরাল-গামিনী ॥
উপবন-মাঝে ধনী করয়ে ভ্রমণ ।
করিতেছে নানাবিধ কুসুম চয়ন ॥
গাঁথিয়াছে ফুল-হার আনন্দ অন্তরে ।
সাহসিক সে কামিনী দরশন করে ॥
নয়নে নয়ন তার হইল পতন ।
কটাক্ষে হরিল মন কামে অচেতন ॥
অনঙ্গে পীড়িল সেই বলির নন্দন ।
অনিমিষে হেরে রূপ মোহিত মদন ॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে দাঁড়াইয়া ।
তিলোত্তমা দেখে তাহা আঁখি বাঁকাইয়া ॥
মনে মনে ইচ্ছা ধনী তার সহ রতি ।
হানিল কটাক্ষ-শর আনন্দিত-মতি ॥
মনে মনে তিলোত্তমা ভাবিতে লাগিল ।
বনে একি অপরূপ দর্শন হইল ॥
মদন জিনিয়া রূপ কামিনী-মোহন ।
একে ছাড়ি অন্যে নাহি করিব ভজন ॥
এর সহ যে কামিনী রতি নাহি করে ।
তাহার জীবন বৃথা এ রম্য সংসারে ॥
ইহাতে বঞ্চিত যেবা কুলটা কামিনী ।
বাঁচিয়া কি সুখ তার বৃথা সেই ধনী ॥
এমন সুন্দর রূপ না হেরি কখন ।
এতেক চিন্তিয়া ধনী কামে অচেতন ॥
বলির তনয়ে করে কামেতে মোহিত ।
তিলোত্তমা রূপ হেরি হইল চিন্তিত ॥
মোহিত হইল শেষে মদনের বাণে ।
মৃদুগতি গেল তবে তিলোত্তমা স্থানে ॥
নিকটে যাইয়ে দেখে সুন্দর মূরতি ।
হেরিল সে অপরূপ মনোহরভাতি ॥

কিবা উরু কিবা ভুরু বঙ্কিম নয়ন।
কিবা বেশ কিবা কেশ চারু দরশন ॥
কিবা উচ্চ কুচদ্বয় দৃশ্য মনোহর।
কিবা শ্রোণি নিতম্ব সে কিবা যুগ্মকর ॥
পঙ্কজ-বদন ধনী হেরে মনোহর।
যেন পূর্ণিমার চন্দ্র আছে শোভাকর ॥
স্থির নেত্রে বলি-পুত্র করে দরশন।
তিলোত্তমা নিজ বস্ত্রে ঢাকিল বদন ॥
যেন কত লজ্জা তার উদয় বাহিরে।
আছে কিন্তু অন্য ভাব তাহার অন্তরে ॥
লজ্জিত বদনে তবে দাঁড়ায়ে রহিল।
মৃদুভাষে ধীরে ধীরে তাহারে কহিল ॥
কহ ধনী সুবদনী হেথা কি কারণ।
কাহার কামিনী তুমি কহ বিবরণ ॥
কাহার দুহিতা তুমি সত্য কহ মোরে।
নিজ ইচ্ছাময় তুমি যাবে কোথাকারে ॥
সত্য কহ সুবদনী না কর বঞ্চন।
অস্থির হ'য়েছি আমি তোমার কারণ ॥
মোহিত আমার মন রূপ দরশনে।
দহিছে অন্তর মম দুরন্ত মদনে ॥
কামানলে দহে অঙ্গ কি করি এখন।
কৃপানেত্রে একবার কর দরশন ॥
একবার এ অধীনে দয়া কর ধনী।
রতিদানে রাখ প্রাণ কমল-বদনী ॥
যেমন মাধবী-লতা তমালে বেড়ায়।
সেইরূপ বাহু-পাশে বাঁধহ আমায় ॥
কমল ভ্রমরে যথা করয়ে বন্ধন।
সেইরূপ তব বক্ষে রক্ষ এই জন ॥
আর কি কহিব ধনী তোমার কারণ।
তোমার কটাক্ষে দেহ অস্থির এখন ॥
দেহ ধনী রতি-দান রাখ প্রাণ মোর।
সুশীতল কর ধনী আমার অন্তর ॥
প্রেম-সুধা দান দিয়ে বাঁচাও আমায়।
তোমা বিনা এ অধীনে বল কে বাঁচায় ॥
তব রূপ যে অবধি হেরেছি নয়নে।
সে অবধি জ্বলে প্রাণ তোমার কারণে ॥
বিলম্বে কি ফল আর রতি দেহ দান।
ক্ষণেক বিলম্বে মম না রহিবে প্রাণ ॥
তাহলে তোমার ধনী পাপ উপজিবে।
পুরুষ হত্যার পাপ তোমায় লাগিবে ॥
শুনি সেই বাণী ধনী কহিল তখন।
বলি শুন তোমারে হে বলির নন্দন ॥
কামেতে কাতর তুমি সত্য তাহা মানি।
ধর্ম্মিষ্ঠ সুধীর সুর না হও অজ্ঞানী ॥
রূপের সাগর তুমি ওহে মহাশয়।
তব রূপ হেরে নারী বিমোহিত হয় ॥
একবার তোমারে যে করে দরশন।
রতি বাঞ্ছা করে সেই কামিনী-রতন ॥
হেন পুরুষের সহ রতি যে না করে।
কামিনী-জনম বৃথা তার এ সংসারে ॥
কিন্তু মনে ইচ্ছা বটে করি রতি-রঙ্গ।
আজি নাহি হবে তার শুনহ প্রসঙ্গ ॥
আজিকার মত এবে ছাড়হ আমারে।
নিশাকর পাশে মোরে দেহ যাইবারে ॥
আমার নিয়ম এই শুন হে রাজন।
যেদিন যেখানে হয় আমার মনন ॥
সেইদিন সেইখানে যাইতে হইবে।
সেই হেতু অদ্য মোরে বিদায় হে দিবে ॥
তিলোত্তমা বাক্যে কহে বলির নন্দন।
কহি শুন চারুনেত্রে আমার বচন ॥
না রহে জীবন ক্ষণ যে জনার তরে।
তাহারে ছাড়িতে তুমি বল কি প্রকারে ॥
দরশনে মম প্রাণ হরণ করিলে।
জীবন লইয়ে ধনী যেতে চাও ফেলে ॥
এই কি নারীর ধর্ম্ম ওহে গুণবতী।
আমার জীবন যাবে তোমার কি ক্ষতি ॥
শুন শুন গুণবতী প্রকৃত বচন।
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ তোমার কারণ ॥

ক্ষণকাল এই স্থানে রহ সুবদনী।
গলায় মারিব ছুরি মরিব এখনি ॥
শব দরশন করি করহ গমন।
সুযাত্রা তাহাতে হবে মঙ্গল লক্ষণ ॥
সাহসের ভরে তবে তিলোত্তমা ধনী।
মৃদু হাস্যাননে কথা কহে সুবদনী ॥
শুনহ রসিক-বর বচন আমার।
পরম সুন্দর হও তুমি হে নাগর ॥
তোমারে ইচ্ছিতে রতি নহে অন্যমন।
তব রূপ দরশনে অস্থির জীবন ॥
তোমা সহ রতি-বাঞ্ছা সদা মনে হয়।
কিন্তু এক কথা মোর শুন মহাশয় ॥
শশধর সহ আজ আমার নিয়ম।
সেই হেতু তথা যাব শুন তার ক্রম ॥
নিশাপতি প্রতি স্নেহ আছে শুন রায়।
আজ্ঞা কর গুণাকর যাইব তথায় ॥
তথা হ'তে তব পাশে নিশ্চয় আসিব।
মন-সুখে তোমা সহ সুরতি করিব ॥
বিদায় করহ আজ ওগো মহাশয়।
বিলম্ব হইবে যেতে চন্দ্রের আলয় ॥
এত কহি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।
কটাক্ষ-শরেতে ধনী তাহারে বিন্ধিল ॥
সাহসিক কথা শুনি কহিল তখন।
কেন মোরে কর ধনী বৃথা জ্বালাতন ॥
শুন ধনী সুবদনী বচন আমার।
কভু না যাইতে দিব অন্য স্থানান্তর ॥
অগ্রে মোরে রতি দান দেহ চারুনেত্রে।
পরেতে গমন কর তুমি অন্যক্ষেত্রে ॥
এত বলি সাহসিক ধরে তার করে।
পরশনে রোমাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গ শিহরে ॥
অমনি ধরিয়া তারে করিল চুম্বন।
মৌনেতে সম্মতি ধনী জানায় লক্ষণ ॥
সাহসিক সাহসী হইয়ে তারপরে।
তিলোত্তমা সহ রতি অনিবার করে ॥
মদনে উন্মত্ত দোঁহে রতি-রসে তথা।
বিহরে আনন্দে সেই উপবন যথা ॥
যথায় দুর্ব্বাসা মুনি আছে যোগাসনে।
দুইজনে রতি-রসে মাতিল সেখানে ॥
দুর্ব্বাসার ধ্যান ভঙ্গ দৈবের কারণ।
নেত্র খুলি মুনিবর করি দরশন ॥
তথায় করিছে রতি দেখিল দুজনে।
দুর্ব্বাসা মুনির কাম উপজয় মনে ॥
মদনে পীড়িল মুনি হইল মোহিত।
কামশরে জর জর চেতনা-রহিত ॥
কামেতে মোহিত অঙ্গ তাহে ক্রোধোদয়।
একেবারে মুনিবর হইল বিস্ময় ॥
অনিমিষে মুনিরাজ করে দরশন।
ক্রোধেতে হইল মুনি যেন হুতাশন ॥
হইল লোহিত আঁখি ঘোর-দরশন।
একেবারে সর্ব্ব অঙ্গ হইল কম্পন ॥
বলির নন্দন করে রতি-সমাপন।
মুনিবর ক্রোধে তারে কহিল তখন ॥
পাপমতি দুরাচার একি তব কর্ম্ম।
নাহিক কিঞ্চিৎ লজ্জা নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
হেন কর্ম্ম দুরাচার কেমনে করিলি।
মনেতে কিঞ্চিৎ দুষ্ট লজ্জা না ভাবিলি ॥
পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি তুমি পাপকর্ম্মে রত।
মদনেতে এককালে হইলে মোহিত ॥
তব পিতা হরিভক্ত ধার্ম্মিক সুজন।
তার যশে পরিপূর্ণ সাধু সেই জন ॥
সুর-নরে সকলেতে তার যশ গায়।
কুলাঙ্গার হ'লি তুই তাহার তনয় ॥
বলি-পুত্র হ'য়ে তোর অনীতি এমন।
আমার নিকটে রতি করিলি দুর্জ্জন ॥
একেবারে লজ্জাহীন হইলি দুর্ম্মতি।
মম ধ্যান ভঙ্গ দুষ্ট করিলি কুরীতি ॥
বৃষভের মত তব যেন ব্যবহার।
গো-যোনিতে জন্ম হবে বাক্যেতে আমার ॥

ষণ্ডের আকার তুই করিবি ধারণ।
তিলোত্তমা প্রতি মুনি কহিল বচন॥
কুলটা কামিনী তোর হেন ব্যবহার।
দৈত্যকুলে জন্ম হবে কহিলাম সার॥
এত কহি মুনিবর ক্রোধেতে রহিল।
দুই চক্ষু একেবারে রক্তবর্ণ হৈল॥
অভিশাপ-বাণী শুনি বলির নন্দন।
মুনি-পদতলে তথা হইল পতন॥
করযোড়ে মুনিবরে কহিল তখন।
ক্ষমা কর মুনিরাজ মঙ্গল কারণ॥
না জানিয়া মন্দ কাজে হইনু মগন।
দয়া করি দয়াময় করহ মোচন॥
কুকর্ম্মে হ'য়েছি রত ক্ষম সব দোষ।
অকৃতী সন্তান প্রতি ছাড় প্রভু রোষ॥
এত কহি সাহসিক করিল ক্রন্দন।
মুনি-পদতলে পড়ি রহে কতক্ষণ॥
পরে তিলোত্তমা ধনী আঁখি জলে ভাসি।
করযোড়ে কহে দেব আমি তব দাসী॥
ওহে কৃপাসিন্ধু মোর শুনহ বচন।
যখন করিল বিধি রমণী সৃজন॥
কামাতুরা কামিনীরা আছে সর্ব্বকাল।
বিনা দোষে কেন এত ঘটাও জঞ্জাল॥
পুরুষ হইতে নারী হয় কামাধিক।
আর কি কহিব দেব তোমারে অধিক॥
তাহে মোরা বেশ্যাজাতি ওহে মুনিবর।
লজ্জাহীনা পর-পতি বাঞ্ছা নিরন্তর॥
না জানিয়া হেন দোষ কামেতে মগন।
ক্ষম দেব অপরাধ করহ মোচন॥
প্রসন্ন মোদের প্রতি হও দয়া করি।
এ ঘোর বিপদে রাখ তব পদে ধরি॥
এত কহি মুনিপদ ধরিল তখন।
আঁখি জলে দুজনার ভিজিল বসন॥
দোঁহার রোদনে মুনি সদয় হইল।
কৃপা করি দুজনারে কহিতে লাগিল॥
ক্রোধ শান্ত হ'য়ে মুনি কহে দৈত্যবরে।
শুন কহি সাহসিক বিশেষ তোমারে॥
বলির নন্দন তুমি ওহে যুববর।
তার পুত্র হ'য়ে কর কার্য্য হীনতর॥
সেই হেতু এই ফল ফলিল তোমারে।
মম বাক্য কার সাধ্য অন্যথা কে করে॥
অতএব ষণ্ড-রূপে জনম লভিবে।
কৃষ্ণ-দরশনে পুনঃ মুক্তিপদ পাবে॥
গোকুলেতে ষণ্ডরূপে করিবে ভ্রমণ।
শ্রীহরি চক্রেতে করি করিবে নিধন॥
হরিপদে লিপ্ত হবে শুন বাক্য সার।
এইরূপ মুক্তিপদ হইবে তোমার॥
মুনিরাজ অভিশাপে বলির নন্দন।
বৃষরূপী ব্রজধামে ভ্রমে অনুক্ষণ॥
শুন মহারাজ সেই অপূর্ব্ব কাহিনী।
বৃষাসুরে উদ্ধারিল দেব চক্রপাণি॥

একদিন রমাপতি, বনেতে করিল গতি,
গাভী আদি শিশুগণ সঙ্গে।
চলে আনন্দিত মনে, রোহিণী কুমার-সনে,
চলে সবে ক্রীড়া-রস-রঙ্গে॥
যমুনা-পুলিনে যায়, সবে আনন্দিত-কায়,
গাভী সবে করে বিচরণ।
শিশুগণ খেলে যত, সবে অতি আনন্দিত,
ভ্রমিয়া বেড়ায় কত বন॥
কেহ বৃক্ষ লক্ষ্য করে, কেহ ধায় বনান্তরে,
কেহ করে হ'য়ে লুক্কায়িত।
কেহ করে অন্বেষণ, কেহ ধায় অন্য বন,
করে খেলা সবে হরষিত॥
ক্রমে সবে রবিকরে, তাপিত হ'য়ে অন্তরে,
তালবন মধ্যে প্রবেশিল।
তৃষ্ণায় হ'য়ে আকুল, ধায় যমুনার কূল,
জলপান করিতে লাগিল॥

ক্ষুধায় আকুল তবে,   তালফল পাড়ি সবে,
খাইবারে লাগিল ভাবিতে।
দেখে নানাবিধ ফল,   পরিপক্ক সুরসাল,
সকলেতে ধাইল পাড়িতে ॥
কেহ যমুনার জলে, আনন্দে মৃণাল তোলে,
কেহ বারি অঞ্জলিতে দেয়।
এইরূপ হর্ষান্তর,   সহ কৃষ্ণ হলধর,
আনন্দেতে বনমাঝে রয় ॥
বৃষাসুর হেনকালে,   ধাইল যে সেইস্থলে,
বিষম যে হয় দৈত্যবর।
বলে যথা মত্ত করি,   ধায় আস্ফালন করি,
প্রকাণ্ড আকৃতি ভয়ঙ্কর ॥
ঘোর রক্তবর্ণ আঁখি,   অস্ত্র সম শৃঙ্গ দেখি,
ভয়ানক তাহার বদন।
হেরি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,   শিশু সবে চমৎকার,
বিষম সে দন্ত প্রকাশন ॥
শিশুগণ ভীতমনে,   সবে চায় কৃষ্ণপানে,
বলে হরি একি ঘোর দায়।
ঐ দেখ দুরন্ত-কায়,   আসিতেছে যদুরায়,
বুঝি প্রাণ এইবার যায় ॥
রক্ষা কর দামোদর,   কোথা ওহে হলধর,
বৃষভের হস্তেতে নিধন।
এইরূপে শিশু যত,   ভয়াকুল হ'য়ে দ্রুত,
কৃষ্ণ-পাশে করিল গমন ॥
হেনকালে বিশ্বপতি,   শিশুরূপী মহামতি,
শিশুগণে করিল অভয়।
কি ভয় করিছ কারে,   মারিব এ বৃষাসুরে,
স্থির হও যত শিশুচয় ॥
কোথা সেই দুরাচার, নিমিষে হবে সংহার,
পাপমতি কোথায় এখন।
বৃষাসুর হেনকালে,   আইল যে সেইস্থলে,
ঘোরতর করি আস্ফালন ॥
আস্ফালিয়া শৃঙ্গদ্বয়,   মাথা নাড়ি তথা ধায়,
শ্রীহরিরে উদ্যত মারিতে।
পদ-খুরে মাটি ফাটে, নাহি আঁটে সে দাপটে,
ঝড় যেন বহে নিশ্বাসেতে ॥
কৃষ্ণে করি দরশন,   বিষম করে গর্জ্জন,
যেন কাল হইল প্রলয়।
রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয়,   ঘূর্ণিত করিয়া তায়,
ঘোর দৃশ্য তীক্ষ্ণ সমুদয় ॥
ঘনঘন শৃঙ্গ নাড়ে, পদেতে মেদিনী খোঁড়ে,
পদভরে ধরা টলমল।
থেকে থেকে গর্জ্জে উঠে, চক্ষে অগ্নি যেন ছুটে,
ক্রোধে যেন হইল অনল ॥
শৃঙ্গদ্বয় উর্দ্ধ করি,   ধায় যেন কৃষ্ণে মারি,
গতি যেন প্রলয় কারণ।
হেন ভয়ঙ্কর বেশে,   মারিবারে হৃষীকেশে,
উর্দ্ধপুচ্ছে করিছে গমন ॥
ঈষৎ হাসিয়া হরি,   নয়ন ভঙ্গিমা করি,
কহে সেই দুরন্ত দানবে।
শুনরে আমার কথা, পূর্ব্বে তুই ছিলি কোথা,
এখন সে কারণ জানিবে ॥
পাপমতি বলিপুত্র,   কহি শুন তার সূত্র,
সাহসিক তব নাম হয়।
মুনিবর শাপ দিল,   তাহাতে এমন হৈল,
বৃষ-রূপ জনম নিশ্চয় ॥
ওরে দৈত্য দুরাচার,   এখনি হবি সংহার,
কেন বৃথা কর আস্ফালন।
এত কহি কৃষ্ণ তারে, শৃঙ্গে ধরি আনিবারে,
ঘুরাইল চক্র সুদর্শন ॥
তবে সেই দৈত্যবর,   হ'য়ে মহাক্রোধান্তর,
কহিতে লাগিল হৃষীকেশে।
কহি শুন দুষ্টমতি,   কর মিছে দর্প অতি,
পাঠাইব যমের আবাসে ॥
ছাড় জীবনের আশ,   দুরাচার নাহি ত্রাস,
মোর এই হয় তালবন।
আসি মম অধিকার,   কেন হও আগুসার,
মম হস্তে নিশ্চয় মরণ ॥

আমিকারে নাহিডরি, কোথাকার দুরাচারী,
নাহি ফিরে যাবে আর ঘরে।
মরিয়া আমার হাতে, যাইবে শমন-পথে,
দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে ॥
যম আদি পুরন্দরে, সকলে আমায় ডরে,
মম বনে না করে প্রবেশ।
মোর ডরে সুরগণ, ভীত রহে অনুক্ষণ,
তোর মনে নাহি ভয় লেশ ॥
ভঙ্গ কর মম বন, ফল পাড় অগণন,
তার শাস্তি পাবে সমুচিত।
কার আছে এত বল, নষ্ট করে তালফল,
প্রতিফল পাইবে বিহিত ॥
মম হস্তে প্রাণ যাবে, অনায়াসে মুক্তি পাবে,
ত্যজ যত কৃষ্ণ অহঙ্কার।
এত কহি দৈত্যরায়, ক্রোধেআঁখি রক্তপ্রায়,
কৃষ্ণ মাথে করি দুরাচার ॥
ঘুরাইয়া জনার্দ্দনে, ল’য়ে কিছু দূর স্থানে,
কৃষ্ণে তথা ফেলে ভূমিতলে।
শৃঙ্গে বিদ্ধ করিবারে, দানবেন্দ্র তারপরে,
দুই শৃঙ্গ ভঙ্গ সেইকালে ॥’
ব্যথায় আকুল দৈত্য, ঊর্দ্ধমুখে অবিরত,
চারিদিকে হয় সাবধান।
যথা শিশুগণ আছে, ধেয়ে যায় তার কাছে,
ভয়ে তারা করে পলায়ন ॥
হলধরে হেরি তথা, মস্তকে করিয়ে যথা,
ঘুরাইয়া ফেলিল দূরেতে।
ক্রোধে দেব হলধরে, মারে কিল দৈত্যবরে,
কিল খেয়ে পড়িল ভূমেতে ॥
ক্ষণে অচেতন হয়, পরেতে চেতন পায়,
মহাক্রোধে আবার ধাইল।
যথা দেব দামোদর, তথা হয় আগুসার,
পুনঃ কৃষ্ণে মস্তকে করিল ॥
ক্রোধে কাঁপে সর্ব্বকায়, কৃষ্ণেরে বধিতে যায়,
পুনঃ দূরে ফেলিল তখন।
তবে ক্রোধে জনার্দ্দন, করি বৃক্ষ উৎপাটন,
বৃষাসুরে করে প্রহরণ ॥
আঘাতে ব্যথিত কায়, চারিদিকে দৈত্য ধায়,
সংহারিতে নন্দের কুমার।
কৃষ্ণহাতেতুলি শিলা, দৈত্যপরে নিক্ষেপিলা,
মূর্চ্ছাগত হ’লো দৈত্যেশ্বর ॥
ধরাতলে মূর্চ্ছাগত, পড়িল বিষম দৈত্য,
বৃক্ষতলে পুচ্ছেতে ধরিল।
ঘুরাইয়ে শূন্যোপরে, ফেলি দিলস্থানান্তরে,
দৈত্য পুনঃ চেতন পাইল ॥
ক্রোধে দৈত্যমহাকায়, কৃষ্ণে ধরিবারে যায়,
মস্তকেতে নিল জনার্দ্দন।
পদ করি আস্ফালন, করে মৃত্তিকা খনন,
কৃষ্ণ সহ ঊর্দ্ধেতে গমন ॥
শূন্যে উঠে দুইজন, যুদ্ধ করে অনুক্ষণ,
পুনঃ দোঁহে পড়ে ভূমিতলে।
দুজনে করে সমর, অনন্তর যদুবর,
দৈত্যবরে কহে কুতূহলে ॥
শুন কহি দৈত্যরায়, শাপভ্রষ্ট এ ধরায়,
বলিপুত্র তুমি গুণবান।
এবে মুক্তিপদ লহ, নিজ স্থানে চলি যাহ,
মম হস্তে তোমার নির্ব্বাণ ॥
এত কহি জনার্দ্দন, মারে অস্ত্র সুদর্শন,
বৃষাসুরের মস্তক কাটিল।
কাটিল মস্তক তার, বহিল রক্তের ধার,
কাটামুণ্ড ভূমিতে পড়িল ॥
তাহে দিব্য মনোহর, হৈল এক কলেবর,
কৃষ্ণ-পদে প্রণমে তখন।
শতসূর্য্য সম প্রভা, দিব্যকান্তি মনোলোভা,
করযোড়ে করয়ে স্তবন ॥
বলে ওহে ভবধব, রমাপতি শ্রীমাধব,
ওহে হরি সর্ব্ব-মূলাধার।
ওহে অনাদি অনন্ত, কেবা জানে তব অন্ত,
ভবার্ণবে করহ নিস্তার ॥

কি কব মহিমা তব, ওহে ও মহিমার্ণব,
দয়া করি মোরে উদ্ধারিলে।
ওহে হরি কৃপাময়, তুমি দেব সর্ব্বাশ্রয়,
কৃষ্ণরূপে এখন গোকুলে॥
হ’লে কত অবতার, হরিলে অবনী-ভার,
সবাকার মূল নারায়ণ।
বরাহ-মূর্ত্তি ধরিলে, দন্তে ক্ষিতি বিদারিলে,
ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধরিলে বামন॥
বলিরে ছলিতে হরি, দিলে রসাতল পূরি,
কেবা জানে তোমার মহিমা।
অদ্ভুত ধরি মূরতি, অর্দ্ধ মনু সিংহাকৃতি,
বেদে নাহি জানে তব সীমা॥
হিরণ্যকশিপু মারি, অবনীর ভার হরি,
প্রহ্লাদেরে কর কৃপাদান।
রামরূপে রঘুপতি, বধিল সে রক্ষঃপতি,
রক্ষঃকুল করিলে নির্ব্বাণ॥
তুমি সাগর বাঁধিলা, বিভীষণে রাজ্য দিলা,
বালি বধ কৈলে অবহেলে।
মৎস্যরূপে যদুপতি, দয়া কৈলে বিপ্র প্রতি,
তুমি হরি বেদ উদ্ধারিলে॥
অপূর্ব্ব তোমার মায়া, ভৃগুকুলে লভি কায়া,
ক্ষত্রকুল নিধন কারণ।
তব অংশে নারায়ণ, হইল ধর্ম্ম নন্দন,
ওহে দেব তুমি সনাতন॥
গোকুলে জনম এবে, শ্রীনন্দ-নন্দন-ভাবে,
পূর্ণরূপে ওহে দামোদর।
রাধিকা-রমণ হরি, অবনীতে অবতরি,
এবে হ’লে যশোদা-কুমার॥
জন্মি দেবকী উদরে, আইলে নন্দের ঘরে,
পবিত্র করিলে গোপকুল।
ল’য়ে ব্রজ-শিশুগণে, ভ্রম সদা বনে বনে,
তোমা হ’তে পবিত্র গোকুল॥
যতেক অসুরদলে, সংহারিলে অবহেলে,
মুক্তিপদ দিলে সবাকায়।
বৃষরূপ দৈত্যাধম, এ ভবে মম জনম,
কৃপা করি উদ্ধার আমায়॥
ওহে সর্ব্ব স্বেচ্ছাময়, রাধাকান্ত যদুরায়,
তব পদে লইনু শরণ।
যোগিগণ অনুক্ষণ, করিছে তব স্মরণ,
পঞ্চমুখে গায় পঞ্চানন॥
ব্রহ্মা আদি দেব যত, সদা তব ধ্যানে রত,
ভাবে ঐ চরণ-যুগলে।
লক্ষ্মী আর সরস্বতী, সাবিত্রী সে ভগবতী,
উৎপত্তি যে ওপদ-কমলে॥
তব অংশে যোগমায়া, রাধিকাপ্রভৃতি কায়া,
তব ইচ্ছায় সবারি সৃজন।
আমি অতি হীনমতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
তব গুণ কি জানি বর্ণন॥
তব গুণ কহিবারে, বীণাপাণি নাহি পারে,
যোগেশ্বর যোগেতে না পায়।
যোগেন্দ্র গণেশ যায়, যোগে কিছু নাহি পায়,
আমি মূঢ় কি জানিব তায়॥
ওহে হরি কর মুক্তি, কিছু নাহি জানি ভক্তি,
দয়া করি দেহ শ্রীচরণ।
নির্ব্বাণ পদ আমারে, দেহ নাথ দয়া করে,
অন্য মুক্তি নাহি প্রয়োজন॥
যেন ওশ্রীপদে মন, সদা রহে নারায়ণ,
ভাবি যেন ওপদ কমল।
কৃপাময় কৃপাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
শিরে দিও চরণ-যুগল॥
রাধানাথ রমাপতি, সকল জীবের গতি,
শ্রীরাধার তুমি প্রাণধন।
যশোদা কুমার হরি, জীবের উদ্ধারকারী,
গোপরূপে গোপের জীবন॥
বৃষের শুনিয়া স্তব, ভক্তাধীন শ্রীমাধব,
মুক্তিপদ প্রদান করিল।
পুষ্পরথ শূন্যপথে, আইল সে কাননেতে,
বৃষাসুরে তুলিয়া লইল॥

স্বর্গে যত সুরগণ, করে দুন্দুভি বাদন,
আনন্দেতে পুষ্প-বৃষ্টি করে।
করে ধ্বনি জয় জয়, সকলে আনন্দময়,
বৃষাসুর সানন্দ অন্তরে॥
গোলোকে হইল বাস, হইল সে হরিদাস,
হরিপদ সেবিতে লাগিল।
বৃষাসুর দৈত্যবরে, উদ্ধারিল নিজ করে,
যত শিশু বিস্ময় মানিল॥
পরে হরি শিশু সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
ঘরে যায় ল'য়ে ধেনুগণ।
আনন্দিত যশোমতী, রাধাকৃষ্ণ দোঁহা প্রতি,
কহে কত মধুর বচন॥
কোলে করি দুইজনে, ক্ষীর দেয় চন্দ্রাননে,
আদর করিল কত আর।
ভাগবত সুধাসার, শ্রবণে পাপ সংহার,
সুবোধ কতক কহে তার॥

ইতি বৃষাসুর উদ্ধার-কথা।

বকাসুর বধ

শুন রাজা অতঃপর কি ঘটনা হয়।
ব্রজ-শিশু সঙ্গে বনে যশোদা-তনয়॥
লয়ে গাভীগণ সঙ্গে গোপ-শিশু যত।
গোঠে ধায় সকলেতে হ'য়ে হরষিত॥
আনন্দেতে বনমাঝে করিল গমন।
খেলিতে গেলেন সহ কত শিশুগণ॥
খেলে কত বন-খেলা বনের ভিতর।
মহানন্দে নৃত্য করে দেব দামোদর॥
ধেনুগণ সহ কভু যায় কত দূরে।
দ্রুতপদে শিশু-মাঝে আসে পুনঃ ফেরে॥
কভু বৎসগণে ধরি করে তাড়াতাড়ি।
কভু দূর্ব্বাদলে পড়ি যায় গড়াগড়ি॥
কেহ বা গাভীর দুগ্ধ করয়ে দোহন।
যত শিশুগণ সবে করয়ে ভোজন॥
কেহ উঠে বৃক্ষোপরে লম্ফ দিয়ে পড়ে।
কেহ বা গাছের ফল লয় সব পেড়ে॥
এইরূপে কত খেলা বনেতে খেলিল।
খেলিতে খেলিতে সবে দূর বনে গেল॥
মধুবনে সকলেতে উপনীত হয়।
ধেনুগণ তথা সুখে চরিয়া বেড়ায়॥
পাড়িয়া গাছের ফল যত শিশুগণ।
সুমিষ্ট সে ফল সব করিছে ভক্ষণ॥
তৎপরে গাভীগণ লয়ে শিশুগণে।
জলপান করাইতে ইচ্ছা করি মনে॥
জলাশয় নিকটেতে গমন করিল।
গাভীগণে জলপান অগ্রে করাইল॥
অনন্তর আপনারা জলপান করে।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ঘটে তারপরে॥
অকস্মাৎ পক্ষী এক তথায় আসিল।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার বকাকৃতি হৈল॥
পর্ব্বত-প্রমাণ পক্ষী ভয়ঙ্কর হয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার তাহে শ্বেতকায়॥
সে পক্ষীর নাম বক শুন পরীক্ষিত।
মহান অসুর সেই ভুবনে বিদিত॥
বালকগণেরে দৈত্য করি দরশন।
বকরূপে শীঘ্র তথা করিল গমন॥
শিশুগণ সহ কৃষ্ণে গ্রাস যে করিল।
তাহা দেখি দেবগণ ভয়ার্ত্ত হইল॥
বকরূপী দৈত্য কৃষ্ণে গ্রাসিল যখন।
স্বর্গে হাহাকার করে যত দেবগণ॥
ভয়ে ভীত হ'য়ে সবে গণিল হুতাশ।
অসুরে নিধন করে বুঝি শ্রীনিবাস॥
এত ভাবি দেবগণ যুক্তি করি সার।
অস্ত্র প্রহারিল দৈত্য করিতে সংহার॥

ত্রিশূল অসুরে শূল প্রহার করিল।
তাহাতে সে বকাসুর জ্ঞান-শূন্য হৈল ॥
মহাঘোর বজ্র ইন্দ্র করিল প্রহার।
একটি পালক মাত্র না খসিল তার ॥
শশধর মারে অস্ত্র অসুরে মারিতে।
না মরে সে বকাসুর কম্পিত যে চিতে ॥
শমনের কালদণ্ড তায় প্রহারিল।
দৈত্য মাত্র শিহরয় তাহে না মরিল ॥
হুতাশন প্রহরণ করে দৈত্যবরে।
পবন বিষম বাণ মারয়ে তাহারে ॥
বরুণ বরিষে শিলা দৈত্যের মস্তকে।
কিছুতেই সংহারিতে নাহি পারে তাকে ॥
তাহা দরশনে ভীত অমরের দল।
হাহাকার রবে তবে কাঁদিল সকল ॥
মনে ভীত অবিরত ব্যাকুল অন্তর।
মনে ভাবে কি করিল দুষ্ট দৈত্যবর ॥
বকাসুর উদরেতে থাকি জনার্দ্দন।
দেবতার রঙ্গ সব করে দরশন ॥
পরেতে হইল হরি মহা তেজোবান।
অসংখ্য অনল যথা সূর্য্যের সমান ॥
দাহন হ'তেছে তনু তেজের কারণ।
সহিতে না পারি দৈত্য উগারে তখন ॥
শিশুগণ সহ কৃষ্ণ হইল বাহির।
দরশনে দেবগণ মানিল সুস্থির ॥
তবে দুষ্ট বকাসুর কৃষ্ণে মারিবারে।
ক্রোধে ধায় মহাকায় ক্রোধিত অন্তরে ॥
হেনকালে জনার্দ্দন দুই ঠোঁট ধরে।
দুই হাতে এককালে ফেলিলেন চিরে ॥
ব্রজ শিশু দেখি তাহা আনন্দিত হৈল।
দেবগণ হৃষ্টমনে নাচিতে লাগিল ॥
আনন্দেতে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি করে।
অনেক করিল স্তব থাকি শূন্যোপরে ॥
বলরাম ধরি কৃষ্ণ দেয় আলিঙ্গন।
বিস্ময় মানিল মনে যত শিশুগণ ॥
দিবা অবসানে সবে আনন্দিত মনে।
ধেনুগণ ল'য়ে সবে আইল ভবনে ॥
গৃহে আসি কহে তবে যত বিবরণ।
বিস্ময় মানিল মনে শুনি গোপগণ ॥
আশ্চর্য্য হইল তবে যতেক গোপিনী।
কৃষ্ণ-মুখ নিরখয়ে সম চাতকিনী ॥
গোপগণ বলে একি প্রমাদ ঘটিল।
দৈত্যগণসহ কেন বিসম্বাদ হৈল ॥
হিংসা করিবারে কেন আসে দৈত্যগণ।
কেহ নাহি ফিরে যায় নিশ্চয় মরণ ॥
অনলে পতঙ্গ যথা সেই দশা হয়।
মিছামিছি আসি কেন প্রমাদ ঘটায় ॥
এইরূপে গোপদলে কহে কথা কত।
কৃষ্ণ কোলে করি তবে সবে হরষিত ॥
যেই শুনে যেই দেখে সবে সুখী হয়।
প্রেমামৃত পানে সবে আনন্দিত রয় ॥
সুবোধ রচিল গীত পরম সুন্দর।
উদ্ধার করিল হরি বক-দৈত্যবর ॥

ইতি বকাসুর বধ।

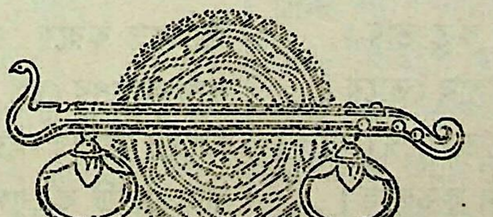

দ্বাদশ অধ্যায়

অঘাসুর-বধ

শুক কহে অবধান করহ নৃপতি।
বাড়ান কেমনে প্রেম গোলোকের পতি ॥
শ্রবণে পবিত্র কথা বর্ষে যেন সুধা।
হরিকথা শ্রবণেতে যায় ভবক্ষুধা ॥
পরে শুন নরবর অপূর্ব্ব কথন।
কত শত বাধা দেয় অভক্ত দুর্জ্জন ॥
প্রভাতে উঠিয়া হরি শ্রীনন্দ-নন্দন।
বলরাম সঙ্গে করে গোঠে গোচারণ ॥
ধেনু বৎস ল'য়ে সবে চলিল বনেতে।
ব্রজের বালক যায় প্রফুল্ল মনেতে ॥
নব লক্ষ ধেনু সঙ্গে চলে সবে রঙ্গে।
কার হাতে শিঙ্গা বেণু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ॥
বনেতে প্রবেশ করি আনন্দিত মন।
খেলিতে লাগিল তবে যত শিশুগণ ॥
নানা ফুল তুলি কেহ কপোলে পরিল।
কেহ বা ফুলের চূড়া মাথায় বাঁধিল ॥
কেহ বা গাঁথিয়া মালা পরয়ে গলায়।
পত্রছত্র মাথে করি নাচিয়া বেড়ায় ॥
কেহ বা উঠিয়া গাছে লম্ফ দিয়া পড়ে।
কেহ বা তাড়ায়ে কারে যায় ত্বরা করে ॥
কেহ মিষ্ট ফল পাড়ি করয়ে ভক্ষণ।
কোন শিশু লয় কাড়ি প্রফুল্লবদন ॥
কোন শিশু বলে মোরে ধরিতে কে পারে।
এত কহি ধায় সেই বনের মাঝারে ॥
আর শিশু পিছে পিছে দ্রুতপদে ধায়।
এইরূপে যত শিশু খেলে কত তায় ॥
কেহ বলে এই আমি ছুঁইলাম তোরে।
দেখ দেখি কেবা আজ ছুঁতে পারে মোরে ॥
কেহ বা বৃক্ষের ডালে বসি কুতূহলে।
বাজায় মধুর বেণু অতি সুকৌশলে ॥
কেহ বা গাভীর সহ হ'য়ে বৎসপ্রায়।
হামাগুড়ি দিয়ে সবে ধীরে ধীরে যায় ॥
কেহ বা পুষ্পের বনে আনন্দে বসিয়া।
ভ্রমরের রব করে ঝঙ্কার করিয়া ॥
কোকিলের মত কেহ করে কুহুরব।
ময়ূরের সহ নৃত্য আনন্দিত সব ॥
বৃক্ষশাখা ধরি কেহ দোলে অবিরত।
সুমধুর স্বরে কেহ গীত গায় কত ॥
কেহ ছায়া সঙ্গে ধায় মরাল গমনে।
হংস-মাঝে যায় কেহ হরষিত মনে ॥
সরোবরে গিয়া কেহ করে সন্তরণ।
বকের সহিত কেহ করয়ে গমন ॥
কেহ বা মৃণাল তুলি করিছে ভক্ষণ।
কাড়ি ল'য়ে কোন শিশু পলায় তখন ॥
কেহ বা গাছের শাখা আকর্ষণ করি।
কেহ দুলে বানরের দীর্ঘ লেজ ধরি ॥
বানরের সহ কেহ ধায় বৃক্ষোপরে।
পত্র-হাতে শোভে কেহ পত্র-শয্যা করে ॥
কেহ বা গাছের ডালে করিয়া শয়ন।
কেহ তারে ঠেলে ফেলে করে পলায়ন ॥
কোন শিশু ভেক সঙ্গে নেচে নেচে যায়।
করতালি দিয়া কেহ তার পিছে ধায় ॥
এইরূপে কৃষ্ণ সহ ব্রজশিশুগণ।
বনেতে বিহরে সবে আনন্দিত মন ॥
কি কব ভাগ্যের কথা ব্রজশিশুগণে।
ব্রজেতে করয়ে খেলা শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
রাখালগণের দেখ পুণ্যফল কত।
বিহরে কৃষ্ণের সঙ্গে হ'য়ে হরষিত ॥
কত কোটি কল্পযুগ করিয়া স্তবন।
যোগী ঋষি নাহি পায় কৃষ্ণ-দরশন ॥

হেন কৃষ্ণ সহ সদা গোপের নন্দন।
বৃন্দারণ্য মাঝে ক্রীড়া করে সর্ব্বক্ষণ॥
এইরূপে বৃন্দাবনে যত শিশুগণ।
কত মত খেলা করে করে গোচারণ॥
হেনকালে অঘাসুর কংস-অনুচর।
শত্রুভাবে আসে সেই ব্রজের ভিতর॥
কৃষ্ণ সহ শিশুগণ ক্রীড়া করে যত।
দরশনে দৈত্যবর ভাবে অবিরত॥
নিশ্চয় দুরন্ত এই বালক আমার।
ভগ্নী সহোদর প্রাণ করেছে সংহার॥
মারিব ইহারে আজ মনেতে ভাবিল।
বিনাশিতে শিশু কৃষ্ণে উপায় সৃজিল॥
মম ভয়ে কাঁপে স্বর্গে যত দেবগণ।
মম ভয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্যে সবার কম্পন॥
মম ভ্রাতা বকাসুরে বিনাশ করিল।
পূতনা ভগিনী বধে বড় দুঃখ দিল॥
সেই সব দুঃখ আজি হবে নিবারণ।
নাশিব কৃষ্ণেরে এবে সহ শিশুগণ॥
নাশিয়া পরম শত্রু তর্পণ করিব।
সকল মনের ক্ষোভ আজি মিটাইব॥
ইহারে বধিলে তবে যত গোপগণ।
বৃন্দাবন-বাসী সব হইবে নিধন॥
শোকে গোপ গোপী সব ত্যজিবে জীবন।
অঘাসুর হ'তে সব হইবে নিধন॥
গোধন সহিত মারি যত শিশুজন।
নিষ্কণ্টক হবে তবে যত দৈত্যগণ॥
হেন চিন্তা করি মনে দুষ্ট দৈত্যবর।
হইল বিশাল দেহ সর্প অজগর॥
মহা ভয়ঙ্কর রূপ হয় সেইক্ষণ।
যোজন প্রমাণ বাড়ে বিকট বদন॥
গিরিগুহা সম হয় বদন-বিবর।
নিঃশ্বাসে উড়য়ে তার বৃক্ষাদি প্রস্তর॥
কৃষ্ণের গমন-পথে বিকাশি বদন।
রহিলেক মধ্যপথে দুরন্ত তখন॥
কৃষ্ণ সহ ব্রজশিশু গিলিবার আশে।
রহিল দুরন্ত দৈত্য পথে একপাশে॥
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ রহে তার।
গিরিচূড়া দন্তে যেন শোভে ভীমাকার॥
সাগর-গহ্বর সম মুখের বিস্তার।
অন্ধকূপ সম তাহা হয় অন্ধকার॥
যেমন বিস্তীর্ণ পথ রসনা তেমন।
নিঃশ্বাস সাক্ষাৎ যেন বৈশাখী পবন॥
গোপশিশুগণ তাহা করি দরশন।
ভীত হ'য়ে পরস্পর কহিল বচন॥
কোন শিশু বলে ভাই একি বিপরীত।
ভয়ঙ্কর সর্প এক দেখি উপস্থিত॥
এখনি খাইবে ভাই আমা সবাকারে।
মেলিছে বদন ওই দেখ গিলিবারে॥
দেখ ভাই ভয়ানক দন্ত প্রকাশিল।
গিরিচূড়া সম যেন সারি বিস্তারিল॥
পথরোধ করি পথে করয়ে গর্জ্জন।
এইক্ষণে সবাকারে করিবে ভক্ষণ॥
প্রলয়-পবন-সম বহিছে নিঃশ্বাস।
প্রখর অনল যথা দেখে লাগে ত্রাস॥
আর শিশু বলে ভাই উহারে কি ভয়।
বকের মতন বেটা মরিবে নিশ্চয়॥
আর শিশু বলে চল এই পথে যাই।
কেহ বলে কোথা ওরে জীবন কানাই॥
এত কহি হাসি হাসি করতালি দিয়া।
সর্প-মুখে সবে যায় নাচিয়া নাচিয়া॥
পশ্চাতে থাকিয়া কৃষ্ণ করে দরশন।
শিশুগণ সর্প-মুখে করিল গমন॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকলি জানিল।
দৈত্য আসি সর্পরূপে সবারে গ্রাসিল॥
এখন কিরূপে করি মোচন সবারে।
ধেনু বৎস শিশুগণ মুখের মাঝারে॥
মুদিত না করে সর্প মুখ যতক্ষণ।
জীবন নির্গত তবে নহে ততক্ষণ॥

মুখ বিস্তারিয়া আছে আমার কারণ।
আমি প্রবেশিলে সর্প মুদিবে বদন ॥
শিশু বৎস সবে আজ কিরূপে রক্ষিব।
কিরূপে সে দুষ্ট দৈত্যে বিনাশ করিব ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি অমনি সত্বরে।
প্রবেশেন ভুজঙ্গের বদন-বিবরে ॥
মুখ-মধ্যে প্রবেশিল শ্রীহরি যখন।
অমনি সে দুষ্ট দৈত্য মুদিল বদন ॥
স্বর্গেতে দেবতাগণ করি দরশন।
হাহাকার শব্দে সবে করিল ক্রন্দন ॥
কংসচর দৈত্যগণ নিকটেতে ছিল।
তাহা দরশনে সবে সন্তুষ্ট হইল ॥
মনে ভাবে কার্য্যসিদ্ধি হইল এবার।
দৈত্যবংশ-শত্রু আজ হইল সংহার ॥
মহানন্দে নৃত্য করে যত দৈত্যগণ।
হাসি হাসি বলে হ'ল স্বকার্য্য সাধন ॥
শোকান্বিত দেবগণ করে হায় হায়।
দৈত্যেরে মারিতে হরি সৃজিল উপায় ॥
বিনাশিতে দৈত্যবরে দেব জনার্দ্দন।
করিলেন নিজ দেহ স্বেচ্ছায় বর্দ্ধন ॥
যত বাড়ে কৃষ্ণদেহ বাড়ে সর্পকায়।
হইল বিরাটমূর্ত্তি দেব যদুরায় ॥
মহাকায় যদুরায় হইল তখন।
ফাঁপরে পড়িল দৈত্য ভাবে মনে মন ॥
উগারিতে মনে করে তাহা নাহি পারে।
পড়িল বিষম ফাঁদে দৈত্য এইবারে ॥
নিরুপায় হ'য়ে দৈত্য হইল ভীষণ।
কণ্ঠরোধ যাতনায় ব্যথিত তখন ॥
নাসাপথ বদ্ধ তাহে নিঃশ্বাস না বহে।
আছাড়ে আপন দেহ স্থির নেত্রে রহে ॥
বায়ুপথ বদ্ধ হ'য়ে অবসন্ন হৈল।
মস্তক হইল চূর্ণ জীবন ত্যজিল ॥
রুধির বহিল মুখে ছট্‌ফট্ করে।
বাহির হইল কৃষ্ণ মাথা কাটি পরে ॥
সেই পথে বাহিরায় ব্রজশিশুদল।
বহির্ভূত হয় যত ধেনুরা সকল ॥
পদ্মহস্ত বুলাইয়া শ্রীহরি তখন।
বৎসাদি ও শিশুগণে দিলেন জীবন ॥
পরে কৃষ্ণ শিশুসঙ্গে বৃক্ষের তলায়।
শান্তি হেতু বসিলেন সকলে ছায়ায় ॥
জীবন ত্যজিল দৈত্য জানি দেবগণ।
মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
শূন্যে থাকি কৃষ্ণে স্তব অনেক করিল।
সাদরে সে হরিপদ পূজিতে লাগিল ॥
নৃত্য গীত করে কত অপ্সরা অপ্সরী।
দেবগণ স্তব করে করযোড় করি ॥
নমস্তে জগৎপতি জগৎ-আধার।
নমঃ বিশ্বরূপ হরি সংসারের সার ॥
নমো নমঃ পীতাম্বর রাধিকা-রমণ।
নমস্তে মুরলীধারী গোপিকা-মোহন ॥
দেবগণ-স্তুতি-বাণী শুনি সৃষ্টিপতি।
হংস-যানে সেই স্থানে আসি শীঘ্রগতি ॥
করযোড়ে স্তুতি করে সৃষ্টির ঈশ্বর।
পরে যথাস্থানে সবে চলিল সত্বর ॥
শুকদেব কহে শুন কুরুকুলেশ্বর।
রহিল তথায় পড়ি দৈত্য কলেবর ॥
শুষ্কচর্ম্ম মাত্র তথা পড়িয়া রহিল।
ব্রজবাসিগণ দেখি বিস্ময় মানিল ॥
পরে ব্রজ-শিশুগণে কৃষ্ণ ল'য়ে সঙ্গে।
ধেনু বৎস আদি সহ গৃহে আসে রঙ্গে ॥
গৃহে আসি পূর্ব্বাপর সকলি কহিল।
তাহা শুনি গোপগণ বিস্ময় মানিল ॥
কেহ বলে নন্দপুত্র মানব না হয়।
পূর্ণব্রহ্ম বলি তাঁরে কেহ কেহ কয় ॥
কেহ বলে ভগবান্ নন্দের নন্দন।
নতুবা কে পারে দৈত্য করিতে নিধন ॥
মায়াতে মানবরূপ ধরি নারায়ণ।
অনায়াসে দৈত্যকুল করিল মোচন ॥

পাইল পরমগতি দুষ্ট দৈত্যবর।
পবিত্র হইল সবে স্পর্শি যোগেশ্বর॥
অঘাসুরে হরি তবে করি মুক্তিদান।
অরিরূপে মুক্তিপদ দেন ভগবান্॥
শত্রু-ভাবে আসে দৈত্য করিয়া হিংসন।
আপনি শ্রীহরি তারে করেন মোচন॥
যেই জন এক মনে ভাবে নারায়ণ।
চরমে চরম পদ পায় সেই জন॥
সূত বলে অবধান কর দ্বিজগণ।
কৃষ্ণের চরিত্রকথা করিয়া শ্রবণ॥
পরীক্ষিৎ কৃষ্ণপ্রেমে বশ অতিশয়।
শুকদেবে লক্ষ্যি কহে করিয়া বিনয়॥
বুঝিতে না পারি কিছু কহ মহাশয়।
এতেক কর্ম্মের মাঝে কী রহস্য রয়॥
ক্ষত্রিয়কুলেতে জন্ম তবু ধন্য আমি।
কৃষ্ণকথা তব মুখে শুনি দিবাযামি॥
এত শুনি শুকদেব কৃষ্ণচিন্তা করে।
বাহ্যজ্ঞান লোপ তার হইল অচিরে॥
সংবিৎ লভিয়া শেষে মুনিকুলমণি।
পরীক্ষিতে লক্ষ্যি' বলে অমৃতের বাণী॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
অঘাসুর-বধ-কথা ভক্তির বিচার॥

ইতি অঘাসুর-বধ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মার মোহনাশ

শুকদেব মহামতি, কহে শুন নরপতি,
হরিকথা জগতের সার।
তুমি সাধু মহাশয়, শুন কহি সমুদয়,
হরিকথা সুধার ভাণ্ডার॥
সারগ্রাহী যেইজন, শুদ্ধ হয় তার মন,
হরিকথা করয়ে শ্রবণ।
শুন কহি মহাশয়, হরি-লীলা সুধাময়,
সাবধানে করি নিবেদন॥
একদিন সখা সঙ্গে, শ্রীহরি পরম রঙ্গে,
সঙ্গে ল'য়ে ধেনু বৎস যত।
যমুনা-পুলিনে হরি, যায় সবে রঙ্গ করি,
মন-সাধে খেলে অবিরত॥
যত ব্রজশিশুগণে, কহে হরি সযতনে,
শুন ভাই আমার বচন।
এই মনোহর স্থানে, খেলি আজ হৃষ্টপ্রাণে,
আর নাহি যাব অন্য বন॥
দেখ ভাই শোভা যত, শতদল ফোটে কত,
মকরন্দ সহ গন্ধ বয়।
কত শত ফোটে ফুল, ছুটেছে ভ্রমরকুল,
হেরি প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়॥
ডাকিছে কোকিলদল, 'কুহু' 'কুহু' অবিরল,
অলিকুল করিছে ঝঙ্কার।
এইস্থানে সবে মেলি, এস আজ করি কেলি,
হেথা আজ করিব বিহার॥
তবে যত শিশুগণ, হ'য়ে অতি হৃষ্টমন,
করে খেলা আনন্দে অপার।
গাভীগণ হৃষ্ট মনে, সবে ধায় বনে বনে,
নবদূর্ব্বা খায় অনিবার॥

শিশু সহ বৃক্ষতলে, খেলে হরি নানাছলে,
মহানন্দে সবে গীত গায়।
কেহ উঠে বৃক্ষ'পরে, কেহ যায় স্থানান্তরে,
পত্রছত্র কাহার মাথায়॥
কেহ পত্র সঞ্চালন, কেহ বা গাভী দোহন,
কেহ গাভীদুগ্ধ করে পান।
এখানে আনন্দ মনে, খেলে যত শিশুগণে,
মনসুখে করে অবস্থান॥
পরিশ্রান্ত হয় যবে, বৃক্ষমূলে বসে সবে,
কোন শিশু সুখে নিদ্রা যায়।
কেহ বনফুল ল'য়ে, গাঁথে মালা হৃষ্ট হ'য়ে,
কেহ বসি মিষ্ট গান গায়॥
কেহ উঠি বৃক্ষ'পরে, দোল খায় ক্রীড়াভরে,
এইরূপে খেলে শিশুগণ।
শুন ওহে নৃপবর, হরিকথা মনোহর,
শ্রবণেতে বিপদ্ ভঞ্জন॥
কৃষ্ণ তথা সখাগণে, কহে অতি সযতনে,
শুন সবে বচন আমার।
ক্রীড়ারসে ক্লান্ত অতি, তাহে খর দিনপতি,
আজ খেলা না করিব আর॥
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ, এস মিলি একস্থান,
সবে মিলি করিব ভোজন।
কৃষ্ণবাণী শুনি কাণে, সবে আনন্দিত প্রাণে,
একস্থানে মিলে সর্ব্বজন॥
সকলে পরম রঙ্গে, কৃষ্ণেরে করিয়া সঙ্গে,
বসে সবে ভোজন কারণ।
মধ্যেতে আপনি হরি, শিশুগণে সঙ্গে করি,
বসিলেন প্রফুল্ল বদন॥
তারা ঘেরি চাঁদ যথা, শিশু ঘেরি কৃষ্ণ তথা,
কিবা দৃশ্য হইল সে বনে।
ভুবনমোহন শোভা, নীলকান্তমনি-লোভা,
বাল্যলীলা অপূর্ব্ব শ্রবণে॥
বনমাঝে শিশুগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন,
হরিসহ ভোজনে বসিল।
কেহ পুষ্পদল লয়, কেহ পত্র সমুদয়,
কেহ ভূমে অঞ্চল পাতিল॥
হেনমতে শিশুগণ, হ'য়ে যবে হৃষ্ট মন,
খাদ্যদ্রব্য আস্বাদন করে।
খেয়ে মিষ্ট লাগে যাহা, কৃষ্ণমুখে দেয় তাহা,
কৃষ্ণ হাসি ধরেন অধরে॥
কেহ বলে কানু ভাই, হেন দ্রব্য খাই নাই,
কিবা এর মিষ্ট আস্বাদন।
উচ্ছিষ্ট করেছি আগে, দিতে নারি তব ভাগে,
কিরূপেতে করিব ভোজন॥
দুঃখ বড় হয় চিতে, পাসরিনু তোরে দিতে,
ওরে কানু কি ক'রে বলিব।
শ্রবণে তাহার বোল, কৃষ্ণ হ'য়ে উতরোল,
কহে ফল আনহ দেখিব॥
দেখিবার ছলে হরি, এঁটো ফল লয় ধরি,
হাসি হাসি অধরে ধরিল।
এইরূপে সখা সঙ্গে কাননে পরম রঙ্গে,
মহানন্দে ভোজন করিল॥
বাল্যলীলা কত শত, করে কৃষ্ণ অবিরত,
নৃত্য করে আনন্দে মগন।
হেনমতে জনার্দ্দন, সঙ্গে গোপ শিশুগণ,
বনমাঝে করয়ে ভোজন॥
কেহ হাসে কেহ গায়, কেহ দুই হাতে খায়,
কেবা কত করে পরিহাস।
শূন্যেতে দেবতাগণ, করে সবে নিরীক্ষণ,
কিবা রঙ্গ করে শ্রীনিবাস॥
মহানন্দে মাতি তবে, ভোজন করিছে সবে,
দেবগণ বিস্ময়ে মগন।
গোপরসে যজ্ঞেশ্বর, আনন্দিত নিরন্তর,
কৌতুকেতে করেন ভোজন॥
এইরূপে শিশু যত, মত্ত হ'য়ে অবিরত,
কৃষ্ণপ্রেমে আছে অন্যমন।
তৃণ-লোভে ধেনু যত, সবে দূর বনে গত,
শিশু সবে করে দরশন॥

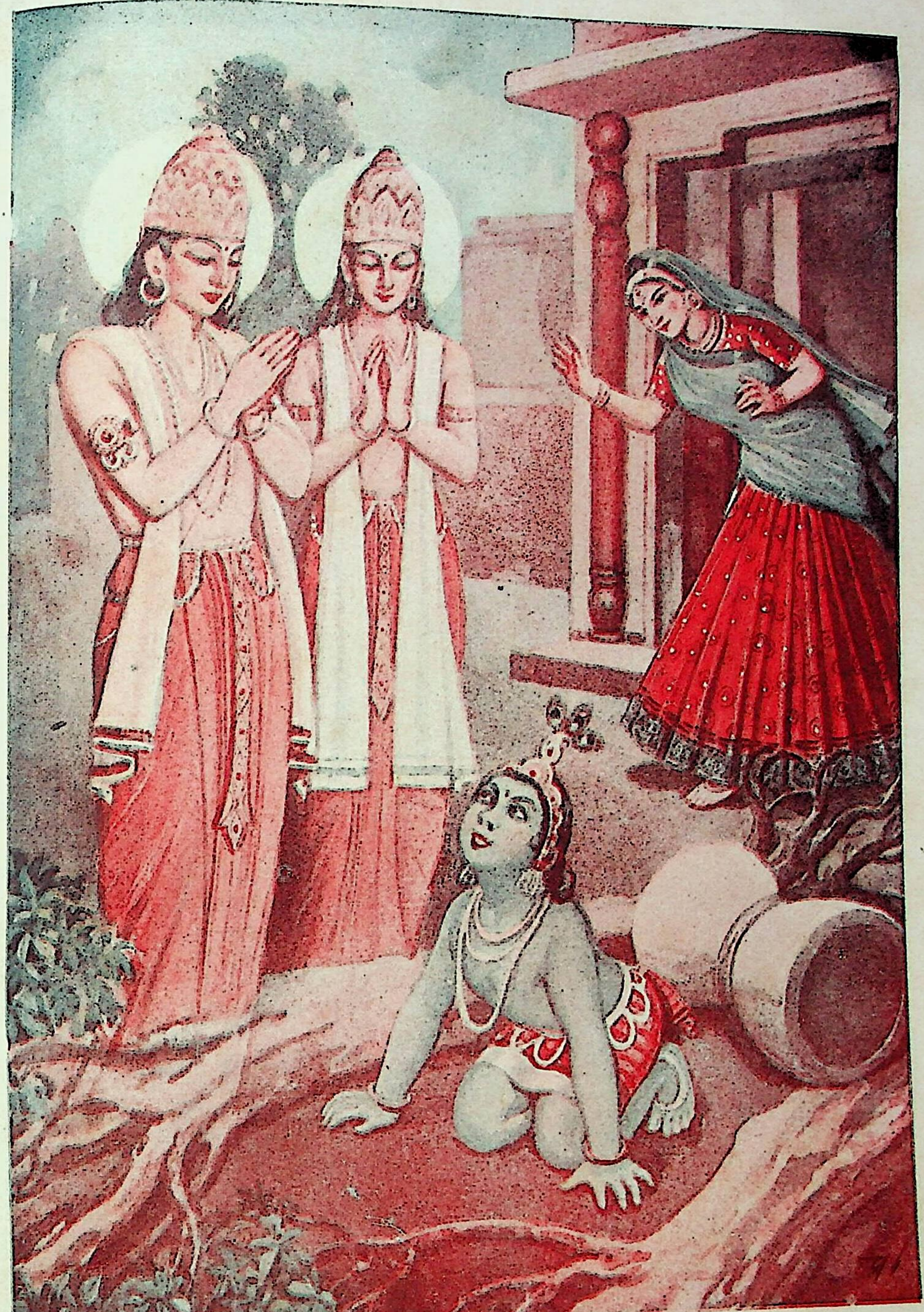

উভয়ে করিয়া স্তব হরি নারায়ণ।
করযোড়ে শেষে বলে করিয়া ক্রন্দন॥

পৃষ্ঠা—৬৮২

তবে ব্রজশিশুদল, ভয়ে করি কোলাহল,
কৃষ্ণ প্রতি সকাতরে কয়।
ধেনু বৎস হেথা নাই, কোথা গেল কহ ভাই,
ভোজনেতে সবে ব্যস্ত রয়॥
তবে যত শিশুগণে, কৃষ্ণ কহে সযতনে,
ভোজনে বিরত কি কারণ।
সুখে সব খাও ভাই, আমি অন্বেষণে যাই,
ধেনু বৎস আনিব এখন॥
এত কহি যদুরায়, ধেনু দেখিবারে যায়,
দূরবনে প্রবেশ করিল।
অন্নগ্রাস হাতে করি, ভ্রমিয়া বেড়ান হরি,
বনে বনে খুঁজিতে লাগিল॥
বনমাঝে বেণুরবে, ডাকিতেছে ধেনু সবে,
শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝা ভার।
পরে শুন হে রাজন্, কথা অতি পুরাতন,
শ্রবণেতে জ্ঞানের সঞ্চার॥
হেথা ব্রহ্মা মনে মন, ভাবে সেই জনার্দ্দন,
মর্ত্ত্যে এল গোলোক হইতে।
অনাথের নাথ হরি, মর্ত্ত্যে আসি অবতরি,
ইহা মনে লাগিল চিন্তিতে॥
ব্রজে আসি জনার্দ্দন, করে লীলা অনুক্ষণ,
আজি তার মহিমা জানিব।
আজি উপযুক্ত ক্ষণে, যত শিশুবৎসগণে,
ল'য়ে সব লুকায়ে রাখিব॥
মনেতে করিল সার, অনাদি যে নির্ব্বিকার,
কি প্রকারে হয় অধিষ্ঠান।
যিনি সর্ব্বমায়াময়, সকল জীবেতে রয়,
অনাদি সে অনন্ত মহান্॥
সৃষ্টিপতি ভাবি মনে, ল'য়ে ধেনু বৎসগণে,
লুকাইয়া রাখিল গোপনে।
ব্রজের রাখাল সবে, গোপনেতে ব্রহ্মা তবে,
ল'য়ে গেল আপনি যতনে॥
অরণ্য পর্ব্বত যত, ঘুরি সব অবিরত,
ক্লান্ত কৃষ্ণ ফিরে উপবন।
আশ্চর্য্য হইল অতি, না পায় কোন সাঙ্গাতি,
তবে কৃষ্ণ ভাবে মনে মন॥
ব্রহ্মার এ কার্য্য হরি, বুঝিলেন ত্বরা করি,
মনে মনে ঈষৎ হাসিল।
যিনি সর্ব্বগুণাধার, কি কার্য্য অসাধ্য তাঁর,
পূর্ব্বমত সকলি সৃজিল॥
ধেনু বৎস আদি যত, গোপশিশু পূর্ব্বমত,
করে হরি সৃজন মায়াতে।
এইরূপ সৃষ্টি করি, সেই সনাতন হরি,
ক্রীড়া করে তাহাদের সাথে॥
এইরূপে সে কাননে, ল'য়ে যত শিশুগণে,
শ্রীহরি যে খেলে নানা রঙ্গে।
দিবা অবসান হ'লে গৃহেতে সকলে চলে,
ধনু আদি রাখালের সঙ্গে॥
কৃষ্ণ স্বীয় মায়াগুণে, সৃজিল যে বৎসগণে,
তাহা সব রয় পূর্ব্বমত।
কেহ না বুঝিতে পারে, স্বীয় পুত্র ভাবি তারে,
তাদের যতনে হয় রত॥
পরদিন ফুল্ল মনে, গোপ আদি বৎসসনে,
শিশুকৃষ্ণ চলিল প্রভাতে।
এরূপ আনন্দমনে, খেলে হরি শিশুসনে,
নিত্য যায় গোধন চরাতে॥
এই মতে বর্ষ প্রায়, অতীত হইয়া যায়,
মায়া ধেনু মায়ার রাখাল।
সত্যবৎ মনে হয়, না করে কেহ সংশয়,
গৃহে যায় রাখাল গোপাল॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত মাত্র, সবে হয় অতিক্রান্ত,
ব্রহ্মা আসিলেন উপবনে।
অন্তরে অবাক্ মানি, নিজে কমণ্ডলুপাণি,
বিস্মিত ভাবিল মনে মনে॥
ধেনু সব মমালয়ে, রাখাল রয়েছে শুয়ে,
কি প্রকারে আসিল হেথায়।
একি তবে দৃষ্টিভ্রম, মোহমুগ্ধ মন মম,
কৃষ্ণ সব করে ছলনায়॥

ভাবিতেভাবিতেতিনি, মোহেতেপড়ে আপনি,
হেরে তবে সব কৃষ্ণময়।
যতেক রাখাল ছিল, সকলেই কৃষ্ণ হ'ল,
এক মূর্ত্তি হেরিল নিশ্চয়॥
তবে ব্রহ্মা অচেতন, কিছু না করে দর্শন,
মায়ামুগ্ধ হ'ল পদ্মাসন।
মায়াজাল সরাইয়া, কৃষ্ণ দিল ফিরাইয়া,
বিরিঞ্চিরে আপন চেতন॥
কৃষ্ণে বুঝি নারায়ণ, তবে দেব পদ্মাসন,
স্তবস্তুতি করে বহুক্ষণ।
পরে ব্রহ্মা প্রজাপতি, লজ্জিত হইয়া অতি,
আসিলেন কৃষ্ণের সদন॥
সুবোধ রচিল সার, শ্রবণেতে অনিবার,
পাপিগণ মোক্ষ-পদ পায়।
যেই জন একমনে, হরিকথা শুনে কাণে,
সেই জন স্বর্গবাসে যায়॥

ইতি ব্রহ্মার মোহনাশ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

হেনমতে গাভী-শিশু ব্রহ্মা চুরি করে।
হেরে পূর্ব্বমত সব বিস্ময়ের ভরে॥
তাহে চতুর্ম্মুখ অতি লজ্জাযুক্ত হয়।
শ্রীহরি নিকটে আসে ব্রহ্মা মহাশয়॥
ভাণ্ডীর কানন-মাঝে যথা জনার্দ্দন।
ক্রীড়া করে ল'য়ে যত ব্রজশিশুগণ॥
গোপ-শিশু ল'য়ে কৃষ্ণ খেলে অবিরত।
লজ্জিত হইয়া বিধি তথায় আগত॥
দেখিল যে বটমূলে রাধিকারমণ।
যেন পূর্ণিমার শশী ঘেরা তারাগণ॥
কত যে তাহার শোভা হেরি মন হরে।
পরিহিত পীতবাস কত শোভা ধরে॥
রতনে ভূষিত অঙ্গ করে ঝলমল।
কিবা কান্তি হয় তার কতই উজ্জ্বল॥
বনমাল্য শোভা ধ'রে কণ্ঠদেশে দোলে।
কৌস্তভ-শোভিত-বক্ষ-আভা সমুজ্জ্বলে॥
বিনায়ে বিনোদ বেণী চূড়ার বন্ধন।
মনোহর শিখিপুচ্ছ তাহাতে শোভন॥
তাহে গুঞ্জমালা ঘেরা কতই সুন্দর।
কিবা সে সুন্দর মুখ কিবা ওষ্ঠাধর॥
নবনী-নীরদ-কান্তি শ্যাম-কলেবর।
উজ্জ্বল অঙ্গেতে আভা যেন প্রভাকর॥
রতন নূপুর পায়ে বটবৃক্ষতলে।
চিত্র-পুত্তলির সম বসি কুতূহলে॥
এই অপরূপ দৃশ্য করি দরশন।
আনন্দ-সলিলে ব্রহ্মা হইল মগন॥
গোলোকেতে যেই রূপ দরশন করে।
যেই রূপ নিরবধি ভাবয়ে অন্তরে॥
সেই রূপ বটমূলে দেখে জনার্দ্দনে।
কাষ্ঠের পুত্তলি যথা স্থির দরশনে॥
মনে মনে তবে ব্রহ্মা আনন্দিত হন।
চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় করে দরশন॥

যে দিকে ফিরায় আঁখি করে দরশন।
সেই দিকে কৃষ্ণময় নীরদ-বরণ ॥
ধেনু আদি গোপশিশু সহ নারায়ণ।
বৃক্ষলতা আদি যত সকল কানন ॥
দরশনে মনে মনে বিস্ময় মানিল।
আনন্দ-সাগরে বিধি অমনি ডুবিল ॥
পরম সন্তুষ্ট ব্রহ্মা তাহা দরশনে।
বৃক্ষ আদি কৃষ্ণময় দেখে শিশুগণে ॥
জনার্দ্দনে দেখি ব্রহ্মা আশ্চর্য্য মানিল।
অন্তরে বিস্মিত হ'য়ে যোগেতে বসিল ॥
নাসা-বায়ু করি রোধ করে যোগাসন।
কুম্ভক করিল বিধি যোগের কারণ ॥
পুটাঞ্জলি হ'য়ে তথা পুলক-অন্তরে।
আনন্দেতে বিধি-নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে ॥
যোগাসনে নারায়ণে করেন পূজন।
অন্তরেতে প্রভাময় করে দরশন ॥
নবীন হইল কান্তি বিশ্ব-বিমোহন।
সর্ব্বসার সর্ব্বাধার ত্রিলোক-পাবন ॥
সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপী রূপ মনোহর।
সকলের জীব তুমি সর্ব্বজ্ঞানাকর ॥
এইরূপ বিধি কত করিল স্তবন।
কৃতাঞ্জলি বিনয়েতে কহিল তখন ॥
যোগাসনে একমনে ধ্যানেতে তৎপর।
কত স্তুতি নতি করে সৃষ্টির ঈশ্বর ॥
সর্ব্বরূপ বিশ্বভূপ অনাদি আধার।
অরি-ক্ষয়কারী হরি বিশ্ব-মূলাধার ॥
পরমাত্মা পরমেশ দেব সনাতন।
বিশ্বপতি সর্ব্বগতি অসুর-ঘাতন ॥
পরম ঈশ্বর হরি বাক্য-অগোচর।
বিশ্বরূপ সর্ব্বেশ্বর পুরুষ-প্রবর ॥
পরব্রহ্ম পরাৎপর সর্ব্ব-শক্তিময়।
পূর্ণতম ভবধব সর্ব্ব-গুণাশ্রয় ॥
কৃপা-নিধি জগদীশ জগৎ-জীবন।
দয়াময় দীনবন্ধু অধম-তারণ ॥
নমস্তে সবার পূজ্য নমো নারায়ণ।
নবঘন জিনি হেরি রূপের কিরণ ॥
অধম জনের গতি ওহে কৃপাময়।
চরণ কমল তব অধম-আশ্রয় ॥
সৃষ্টির কারণ প্রভু আমারে সৃজিলে।
মোহিনী মায়ায় মোরে মোহিত করিলে ॥
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত জীবন।
কে পারে মহিমা তব করিতে বর্ণন ॥
কেমনে জানিব দেব মাহাত্ম্য তোমার।
গোপগোপী জানিয়াছে তুমি সারাৎসার ॥
বুঝিতে না পারি তত্ত্ব জানি হে কারণ।
ভক্তি বিনা নাহি পায় পরমেশ-ধন ॥
আপনার জ্ঞানে ব্রহ্মা আপনি ভর্ৎসিল।
ভক্তিযোগে বিধি তবে স্তবন করিল ॥
আমি অতি মূঢ়মতি ওগো অন্তর্য্যামী।
আমার ঐশ্বর্য্য তোমা দেখালাম আমি ॥
পরমাত্মা তুমি প্রভু কৃপা-অবতার।
তোমাতে করিতে যাই মায়ার বিস্তার ॥
না বুঝিয়া এই কার্য্য করিয়াছি হায়।
কৃপা করি ক্ষমা প্রভু করহ আমায় ॥
তুমি মোর প্রভু আর আমি তব দাস।
ভৃত্য জ্ঞানে ক্ষম মোরে এই অভিলাষ ॥
সকলের আত্মা তুমি সাক্ষী সবাকার।
মায়াবিনাশক তুমি বিশ্বমূলাধার ॥
অজ তুমি ভগবান্ তবু জন্ম লও।
দুষ্টের দমন লাগি আবির্ভূত হও ॥
ত্রিভুবনে তব লীলা কে বুঝিতে পারে।
তোমার মহিমা কেহ বর্ণিবারে নারে ॥
যোগমায়া বিস্তারিয়া ক্রীড়া কর প্রভু।
তব আদি অন্ত কেহ নাহি জানে কভু ॥
তুমি সত্য তুমি নিত্য অনন্ত অব্যয়।
তোমার বিনাশ নাই নাহি তব ক্ষয় ॥
উপাধিবিহীন তুমি আত্মার স্বরূপ।
পরম পুরুষ তুমি ত্রিভুবন-ভূপ ॥

বন্ধ মোক্ষ নাহি প্রভু তোমার মাঝারে।
তোমার মহিমা প্রভু কে বুঝিতে পারে ॥
জ্ঞানযোগ ছাড়ি তবে যত সাধুজন।
ভক্তিযোগে ভাবে সেই পুরুষ রতন ॥
যে জন আশ্রয় করে তোমার চরণ।
তব কথা শুনে সদা হ'য়ে শুদ্ধমন ॥
তব নাম যেই জন করয়ে কীর্ত্তন।
সাধুমুখে তব গুণ করয়ে শ্রবণ ॥
গৃহবাসী সাধু যেই সেই মহাশয়।
তার প্রতি অনুগ্রহ কর দয়াময় ॥
ভক্তিপথ পরিহরি যেই মূঢ় নর।
জ্ঞানযোগ হেতু করে ক্লেশ বহুতর ॥
তাহাদের ক্লেশ সার জানিনু নিশ্চয়।
ক্লেশ বিনা আর কিছু লভ্য নাহি হয় ॥
বীজহীন শস্য যথা বপন করিলে।
তাহাতে বিফল শ্রম শস্য নাহি মিলে ॥
সেইমত ভক্তি বিনা জ্ঞানে নাহি ফল।
শ্রমমাত্র সার জ্ঞানে বিফল সকল ॥
অতএব মোরে দয়া কর নারায়ণ।
দয়াময় দয়া করি দেহ শ্রীচরণ ॥
পবিত্র বিশুদ্ধ আত্মা মুনিগণ যত।
তোমার ভাবনা তারা ভাবিছে নিয়ত ॥
যোগিগণ পরিত্যাগ করিয়া সংসার।
অন্তরে সতত ভাবে রূপ নিরাকার ॥
অতএব রূপ তব লোকের কারণ।
লোকস্থিতি হেতু রূপ করিছ ধারণ ॥
সাকারে তোমার গুণ বর্ণনে না যায়।
তোমার গুণের কেহ অন্ত নাহি পায় ॥
তব গুণ-সীমা নাথ কে বলিতে পারে।
যে জন পৃথিবী-রেণু পারে গণিবারে ॥
আকাশের তারা যদি গণে কোন জন।
কেহ যদি যুগকল্প করে নির্দ্ধারণ ॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে করেন কীর্ত্তন।
তথাপি তোমার গুণ না হয় বর্ণন ॥
পরম পাতকী নাথ হয় যেই জন।
তব অনুকম্পা বিনা না হয় তারণ ॥
তব নাম করে আর মনে আশা তার।
কত দিনে কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার ॥
হেন আশা করি হরি যে ভাবে তোমারে।
অক্লেশে পরম গতি দাও তুমি তারে ॥
কি কার্য্য করিনু নাথ মায়ার কারণ।
মায়াবশে অনায়াসে মোহিত এখন ॥
তুমি সর্ব্বমায়াময় ঈশ্বর মায়ার।
সবার উপরে তব মায়ার বিস্তার ॥
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু নারায়ণ।
অধীনেরে দেহ নাথ অভয় চরণ ॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে তুচ্ছ জ্ঞান করি।
ক্ষম মম সব দোষ দয়াময় হরি ॥
আমি সৃষ্টিকারী এই অহঙ্কারভরে।
ধেনু-শিশু আমি তব রাখিলাম হ'রে ॥
অতএব হে মাধব ক্ষম দোষ যত।
নিজগুণে এ অধীনে কর অনুগত ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
আমি কোথা তুমি কোথা জ্ঞান নাহি হয় ॥
জগতের পিতা তুমি আমি কোন্ জন।
তোমার মায়াতে যত ব্রহ্মাণ্ড গঠন ॥
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড হরি তব কলেবরে।
কার সাধ্য বল কেবা সংখ্যা তার করে ॥
সপ্ত দ্বীপ সপ্ত স্বর্গ এ সপ্ত বিবর।
বিরাজে আমার এক ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড হইতে প্রভু জন্মে অহঙ্কার।
তাহা হ'তে পঞ্চভূত জন্মে যে আবার ॥
একটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে মম অধিকার।
অবশ্য হইবে নাথ মম অহঙ্কার ॥
তোমার মহিমা হরি জানে কোন্ জন।
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে তব শরীর গঠন ॥
এক এক ব্রহ্মাণ্ড যে ওহে দয়াময়।
তব এক লোমকূপে অবস্থিত রয় ॥

নিশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রভু সদা বর্ত্তমান।
কে পারে করিতে তব সীমা-পরিমাণ॥
তোমার নিকটে হরি আমি কোন্ ছার।
তোমা হ’তে বাড়িয়াছে মম অহঙ্কার॥
তব নাভিপদ্মে প্রভু জনম আমার।
কেন না হইবে মত্ত তুমি পিতা যার॥
মহা প্রলয়েতে যবে সৃষ্টি বিনাশিল।
তব নাভি হ’তে মোর জনম হইল॥
অতএব ত্যজ রোষ অধমের প্রতি।
তোমার কৃপায় দেব আমি সৃষ্টিপতি॥
মাতা কভু নহে রুষ্ট পুত্রের কারণ।
দুষ্কর্ম্মেতে রত যদি হয় অনুক্ষণ॥
দেখ প্রভু মাতৃগর্ভে পুত্র যবে থাকে।
উদরেতে পদাঘাত করে কত তাকে॥
তাহে মাতা নাহি রুষ্ট হয় কদাচন।
সেইমত মম দোষ করহ মার্জ্জন॥
তোমাতে হইল সব তুমি নারায়ণ।
তোমা হ’তে হ’ল নাথ ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য কহিল বালক।
তব পিতা নারায়ণ আমি গোপালক॥
নন্দের কুমার আমি জাতিতে গোয়াল।
লইয়া রাখাল সঙ্গী চরাই গো-পাল॥
বিধি কহে তুমি দেব হও সর্ব্বাশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ তুমি মায়াময়॥
অখিল জগতে চক্ষু আত্মার ঈশ্বর।
তব অংশে জন্ম মম শুন সর্ব্বেশ্বর॥
জল স্থল আদি ল’য়ে এই যে ধরণী।
সাগর পর্ব্বত আদি যত নরযোনি॥
কীটাদি পতঙ্গ জীব যাহা দেখা যায়।
বৃক্ষ লতা আদি আছে যত এ ধরায়॥
সবার আশ্রয় তুমি দেব নারায়ণ।
নহে মিথ্যা মায়াময় স্বরূপ বচন॥
সবার ঈশ্বর তুমি জগতের সার।
কে জানে তোমার স্তব মহিমা অপার॥
হরিতে ধরণী-ভার আপনি আসিলে।
দেবকী-উদরে আসি জনম লভিলে॥
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু নন্দের নন্দন।
জগৎ-কারণ বিভু জগৎ-জীবন॥
সন্তানে রাখহ পিতা ক্ষম দোষ যত।
প্রসাদ করহ মোরে আমি অনুগত॥
ক্ষীরোদ-শয়নে তুমি রহিলে যখন।
সেই কালে তব তনু করেছি দর্শন॥
যেই নাভি-মূলে মোর হইল সৃজন।
সেই কথা কহি আমি শুন বিবরণ॥
কতকাল নাভিপদ্মে ভ্রমিয়া বেড়াই।
কিছুতেই আমি তার অন্ত নাহি পাই॥
আশ্চর্য্য হইয়া আমি মানিনু বিস্ময়।
প্রথমে হেরিনু রূপ শুন মহাশয়॥
তারপর চতুর্ভুজ রূপ মনোহর।
তাহে হয় গোপবেশ পরম সুন্দর॥
ক্রমে রূপান্তর প্রভু দেখিলাম আমি।
অপার মহিমা তব জগতের স্বামী॥
কে জানে তোমার মায়া মায়ার সাগর।
কত রূপে অবতার হ’লে তারপর॥
যদিও ব্রহ্মাণ্ড এই বাহিরে বিরাজে।
মাতারে দেখালে তাহা উদরের মাঝে॥
তুমিই করেছ হরি মায়ার সৃজন।
তোমার মায়ায় হয় অঘট ঘটন॥
তোমার জঠরে বিভু জনম সবার।
মায়াতে মোহিত জীব গর্ভের মাঝার॥
প্রথমেতে একবার করি দরশন।
ব্রজেতে দেখিনু গোপ মদনমোহন॥
শিশু-বৎসরূপে হরি পরে দৃশ্য হয়।
চতুর্ভুজ মহারূপ দেখি সমুদয়॥
তদন্তরে দেখিলাম কৃপা-অবতার।
তোমার অপূর্ব্ব রূপ ঐশ্বর্য্য অপার॥
মোর মত কত ব্রহ্মা চরণে তোমার।
দয়াময় তব মায়া কেবা জানে আর॥

তোমার মায়াতে মম মোহিত অন্তর।
তাই অপরাধ আমি করিনু বিস্তর ॥
মায়া বিস্তারিয়া আছ জগৎ-মাঝারে।
তোমার মায়ার খেলা কে বুঝিতে পারে ॥
তুমি করিয়াছ হরি এ বিশ্ব সৃজন।
তোমা হ'তে হয় নাথ আহার পালন ॥
পুনঃ তোমা হ'তে হয় সকলেই ক্ষয়।
কে জানে তোমার অন্ত তুমি ইচ্ছাময় ॥
এই যে করিছ বিশ্ব দৃশ্য চমৎকার।
আপনি হ'তেছ তাহে কত অবতার ॥
নররূপে কভু দেব ভুবন-মাঝারে।
কখন পশুর রূপে বিহর সংসারে ॥
মৎস্যরূপে কভু দেব জলে বিচরণ।
এ মায়া বুঝিবে কেবা বল নারায়ণ ॥
পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি যেই দুষ্ট দুরাচার।
তাহার নিগ্রহ কর হ'য়ে অবতার ॥
সৃজন পালন হরি কর অবিরত।
পরম পুরুষ তুমি লীলা কর কত ॥
পরমাত্মা পরাৎপর ওহে যোগেশ্বর।
কে জানে মহিমা তব করুণাসাগর ॥
লীলার বিস্তার কর যবে ইচ্ছা হয়।
কে জানে সে তত্ত্ব-কথা ওহে তত্ত্বময় ॥
মায়াযোগে মায়াময় ক্রীড়া কর কত।
মায়াতে মোহিত জীব থাকে অবিরত ॥
এ জগতে যাহা কিছু হয় দরশন।
সকলি অসার হরি স্বপ্নের মতন ॥
অসার সংসার এই দুঃখের আগার।
তুমি সার নিত্য বস্তু সকল আধার ॥
আত্মরূপী তুমি দেব পুরুষ-প্রধান।
জ্যোতির্ম্ময় যোগরূপী ওহে ভগবান্ ॥
তুমি নিত্য নিরঞ্জন অনাদি অনন্ত।
অব্যয় ও পূর্ণরূপী নাহি তব অন্ত ॥
তোমার এ পূর্ণ রূপ যে করে সাধন।
যে জন ভজনা করে তোমার চরণ ॥
এক মনে যেই জন ধেয়ায় ও পদ।
অনায়াসে ঘুচে তার সকল বিপদ্ ॥
সংসার-যাতনা তার নহে কদাচন।
কহিলাম সার কথা শ্রীমধুসূদন ॥
যেই মূঢ় নাহি ভজে তোমার চরণ।
ভবধামে নরাধম পাপী সেইজন ॥
তোমারে জানিবে যেই পরম কারণ।
যেই জন করে সদা তোমারে ভজন ॥
সেই মহাপুণ্যবান্ সংসার-ভিতর।
তব পদ ভাবে সদা সাধুর অন্তর ॥
ভব-সাগরের তরী তব পদদ্বয়।
ভব-সংসারের দুঃখ বিনাশে নিশ্চয় ॥
পরম ধার্ম্মিক যেই সাধু মহাত্মন্।
তোমার প্রসাদে মাত্র তরে সেইজন ॥
সেই জানিয়াছে তব কিঞ্চিৎ মহিমা।
তব ভক্ত বিনা কেবা জানে তব সীমা ॥
কে জানে মহিমা তব কেবা তত্ত্ব পায়।
শাস্ত্রের বিচারে তত্ত্ব নাহি জানা যায় ॥
দয়াময় কর দয়া অধমের প্রতি।
কহ দেব কিবা হবে এ জনার গতি ॥
তোমার শ্রীপদে হরি করি নিবেদন।
হেন ভক্তি দেহ মোরে দেব নারায়ণ ॥
তব ভক্ত হব রব তব গুণ-গানে।
যেন সদা থাকি তব ভক্ত-সন্নিধানে ॥
যেন ভাবি তব পদ অন্যে নহে মন।
তব পাদপদ্মে হরি এই নিবেদন ॥
কেমনে বর্ণিব আমি তোমার মাধুরী।
কত পুণ্য করেছিল এই ব্রজপুরী ॥
ব্রজবাসিগণ কত পুণ্য করেছিল।
ধেনু বৎস আদি সবে কি পুণ্য সাধিল ॥
ভাগ্যবতী যশোমতী কত পুণ্য ধরে।
অনুক্ষণ রাখে তোমা বক্ষের উপরে ॥
তুমি তুষ্ট ভগবান্ স্তন পানে যার।
তাহার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর ॥

কত ভাগ্য করে এই ব্রজবাসী জন।
সদা সখ্যভাবে ভাব তুমি অনুক্ষণ ॥
নন্দগোপ ব্রজভূমে এত ভাগ্যবান্।
পুত্ররূপে গৃহে তার কর অবস্থান ॥
আর কত ভাগ্য ধরে এ ব্রজমণ্ডল।
হৃদয়েতে ধরে সদা ও পদকমল ॥
যে-চরণ-রেণু-আশে ইন্দ্র আদি হরি।
আমি ব্রহ্মা কত যুগ তব পদ স্মরি ॥
সেই পদরেণু তব এই বৃন্দাবন।
ভক্তিভরে করে সদা হৃদয়ে ধারণ ॥
অতএব তব পদে মিনতি আমার।
কেন মোরে দিলে প্রভু সংসারের ভার ॥
দয়া করি দেহ নাথ মানব আকার।
বৃন্দাবন সেবি আমি যেন অনিবার ॥
কিবা কার্য্য সত্যলোকে কিবা সৃষ্টিপতি।
বৃন্দাবন-মাঝে যেন হয় হে বসতি ॥
এই মম বাঞ্ছা নাথ করহ পূরণ।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ মোর শুন নারায়ণ ॥
ব্রজবাসি-পদধূলি অঙ্গেতে লেপিব।
অনুক্ষণ তব রূপ নয়নে হেরিব ॥
এই মম নিবেদন চরণে তোমার।
অধম-তারণ দেব করহ নিস্তার ॥
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল অনন্ত মহিমা।
দেব অগোচর প্রভু নাহি তব সীমা ॥
কখন বিরাট রূপে ধর বিশ্বভূমি।
কভু যন্ত্রিরূপী পাপী উদ্ধারিছ তুমি ॥
ধ্যানের অসাধ্য তুমি যোগের অতীত।
যোগিগণে অনুক্ষণ কর বিমোহিত ॥
শ্রীরাসবিহারী হরি রাধিকা-মোহন।
তব লোমকূপে রহে কত যোগিগণ ॥
দীপ্তিময় দেবারাধ্য দেবের জনক।
বিশ্বগতি বিশ্বপতি বিশ্বের পালক ॥
সুখদাতা দুঃখহারী তুমি অহরহ।
অনাথের নাথ মোরে কর অনুগ্রহ ॥
যোগিগণ অনুক্ষণ ভাবে পদ তব।
এ জনে করহ কৃপা ওহে ভবধব ॥
সর্ব্বদর্শী তুমি প্রভু সবার ঈশ্বর।
বৃষ্ণিকুল-কমলের তুমি দিবাকর ॥
সকলের পূজ্য তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
এইরূপে কত স্তুতি বিধাতা করিল।
ভূমিতলে পড়ি ব্রহ্মা গড়াগড়ি দিল ॥
ধেনু-বৎস শিশু সব করিল অর্পণ।
যাহা করেছিল বিধি গোপনে হরণ ॥
করযোড়ে ভূমি’পরে রহিল পতনে।
কৃষ্ণের হইল দয়া তাহা দরশনে ॥
ব্রহ্মার বিনয়ে হরি গোলোকের পতি।
তার প্রতি জনার্দ্দন তুষ্ট হন অতি ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা ল’য়ে সৃষ্টিধর।
স্বস্থানে গমন করে আনন্দ-অন্তর ॥
হরির মায়ায় ব্রহ্মা তুষ্ট অতিশয়।
স্বগৃহে ফিরিয়া গেল আনন্দ-হৃদয় ॥
ব্রহ্মা চুরি করেছিল ধেনু-শিশুগণ।
মায়াতে করিল পুনঃ যতেক সৃজন ॥
আপন মায়াতে তাহা পুনঃ লয় করে।
তাহারা আইল তথা এক বর্ষান্তরে ॥
এ সব বৃত্তান্ত কেহ না জানিল এতে।
শ্রীকৃষ্ণের মায়াবল কে পারে বুঝিতে ॥
শুনিলে হে কুরুরায় পূর্ব্ব বিবরণ।
হরির অপূর্ব্ব লীলা যাহে তৃপ্ত মন ॥
হরিকথা সুধাময় শুনহ রাজন্।
শ্রবণে পবিত্র দেহ পুলকে মগন ॥
শ্রীহরি-মঙ্গল-কথা কর্ণে যায় যার।
অনায়াসে ভবনদী হয় সে উদ্ধার ॥
তার কভু নাহি রয় শমনের ভয়।
শ্রীহরি-কৃপায় তার হয় সদা জয় ॥
ইহলোকে সুখ-ভোগ করে অনুক্ষণ।
পরলোকে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভবন ॥

শ্রীহরির কৃপা সেই পায় সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণ-অনুচর হয় শুনহ রাজন ॥
বেদের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।
সুবোধ রচিল গীত আনন্দ-হৃদয় ॥

ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধেনুকাসুর-বধ

শুকদেব কহিলেন শুন হে রাজন্।
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অতি সুমোহন ॥
ষষ্ঠবর্ষে রামকৃষ্ণ করে পদার্পণ।
সঙ্গিগণ সহ বনে করে গোচারণ ॥
একদিন শিশু কৃষ্ণ বাজাইয়া বাঁশী।
উপনীত হইলেন বনমাঝে আসি ॥
যত ব্রজ-শিশুগণ করি কোলাহল।
শ্রীকৃষ্ণের পিছু পিছু চলে দলে দল ॥
শীতল সমীর বয় ফোটে নানাফুল।
মধুর গুঞ্জন করে যত অলিকুল ॥
তরু'পরে পক্ষিগণ করিছে কূজন।
সরোবরে ফুটিয়াছে পদ্ম অগণন ॥
চারিধারে নানা শোভা হেরিয়া নয়নে।
কৃষ্ণ সহ শিশুগণ ফিরে বনে বনে ॥
আনন্দেতে লম্ফঝম্প করে তারা সবে।
গাভীগণ তৃণ খায় হাম্বা হাম্বা রবে ॥
এ সকল দেখি কৃষ্ণ বলে হলধরে।
দেখ দাদা সকলেই তোমা সেবা করে ॥
তোমার সেবার লাগি রয় ফুল ফল।
পূজিছে তোমারে যত পাদপ সকল ॥
তোমারে দেখিয়া যত পশুপাখিগণ।
আনন্দে করিছে সবে সঙ্গীত নর্ত্তন ॥
এসব দেখিয়া কৃষ্ণ রাম দুই জন।
সঙ্গিদল সহ বনে করিছে ভ্রমণ ॥
শ্রীদাম সুবল নামে ব্রজ-শিশুগণ।
কৃষ্ণ বলরামে কহে করি সম্বোধন ॥
হেথা হ'তে কিছুদূরে তালবন আছে।
ইচ্ছা হয় তাল খেতে যাই তার কাছে ॥
কিন্তু সেথা যেতে ভয় হয় যে প্রচুর।
ধেনুক নামেতে সেথা রয়েছে অসুর ॥
অতি বলবান্ দৈত্য গর্দ্দভ আকার।
কার হেন সাধ্য যায় নিকটে তাহার ॥
বড়ই সুমিষ্ট তাল হয় সেই বনে।
খাইবার বড় সাধ জাগে ভাই মনে ॥
কিন্তু দৈত্য-ভয়ে সেথা যাইতে না পারি।
অনায়াসে আমাদের ফেলিবে সে মারি ॥
সখাদের মুখে শুনি এহেন বচন।
রামকৃষ্ণ সেই বনে করিলা গমন ॥
তালবনে গিয়া শেষে বলরাম বীর।
বড় বড় তাল পাড়ে আনন্দে অধীর ॥
তাল-পতনের শব্দ করিয়া শ্রবণ।
ধেনুক অসুর ছুটি' আসিল তখন ॥
পর্ব্বতের সম দৈত্য বিরাট আকার।
গর্দ্দভের সম ক্রোধে করিল চীৎকার ॥

ঝড়ের সমান দৈত্য আসিল ছুটিয়া।
নয়নে অনল ঝরে ক্রোধে কাঁপে হিয়া॥
বলরামে হেরি দৈত্য সম্মুখে তাহার।
আঘাত করিল তার বক্ষের মাঝার॥
পুনরপি আসে সেই ধেনুক অসুর।
চরণ তুলিয়া খাড়া রামের অদূর॥
তখন শ্রীবলরাম তাহারে ধরিয়া।
তালবৃক্ষ উপরেতে মারিল ছুঁড়িয়া॥
বৃহৎ সে তালবৃক্ষ পড়িল উপরে।
তাহার আঘাতে দৈত্য পড়ে ভূমি'পরে॥
ভূমে পড়ি দেহ তার হয় খান খান।
এইরূপে দৈত্যবর ত্যজিল পরাণ॥
ধেনুকের জ্ঞাতি ছিল যে সব গর্দ্দভ।
বিকট গর্জ্জন করি ছুটে আসে সব॥
সবে মিলি রামকৃষ্ণে করে আক্রমণ।
রামকৃষ্ণ তাহাদের করিল নিধন॥
অদ্ভুত এ দৃশ্য হেরি তুষ্ট দেবগণ।
স্বর্গ হ'তে করে তারা পুষ্পবরিষণ॥
আর ভয় না রহিল শিশুরা সকলে।
তাল পাড়ি পেট ভরি খায় দলে দলে॥
এই প্রকারেতে করি ধেনুকেরে বধ।
রামকৃষ্ণ তালবন করে নিরাপদ্॥
যার নাম উচ্চারণে পাপ দূরে যায়।
অগ্রজের সহ তিনি পশে মথুরায়॥
গোপ-গোপীগণ সবে অধীর হইয়া।
রামকৃষ্ণ লাগি সবে ছিল অপেক্ষিয়া॥
তাদের দেখিয়া সবে অগ্রসর হয়।
আনন্দে লইল কোলে গোপ-গোপীচয়॥
বিশ্রাম আহার সারি কৃষ্ণ বলরাম।
শয্যায় শুইয়া লয় দিনের বিশ্রাম॥
একদিন রামকৃষ্ণ সহ সঙ্গীগণ।
কালিন্দী নদীর তীরে করিল গমন॥
গাভী আর গোপগণ তৃষ্ণার্ত্ত-হৃদয়।
কালিন্দী নদীতে তারা উপনীত হয়॥
দূষিত পানীয় পান করিয়া সকলে।
অচেতন হ'য়ে সবে প'ড়ে যায় জলে॥
দৃষ্টিমাত্র কৃষ্ণ সবে দানিল চেতনা।
কৃষ্ণেরে সকলে তবে করিল ভজনা॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা অতি চমৎকার॥

ইতি ধেনুকাসুর বধ

ষোড়শ অধ্যায়

কালীয়দমন

পরীক্ষিৎ কহে পরে, বিনয়েতে মৃদুস্বরে,
শুকদেব মুনিবর প্রতি।
হরি-কথা সুধাময়, শ্রবণেতে হর্ষ হয়,
পুনঃ কহ ওহে মহামতি॥
রাজার বচন শুনি, বলিলেন মহামুনি,
কহি শুন কথা পুরাতন।
একদিন ভগবান, দেখি নিশা অবসান,
নিদ্রাভঙ্গে উঠিল তখন॥
মোহন মূরতি ধরি, ধেনুগণ সঙ্গে করি,
আর যত ব্রজের রাখাল।
বলদেবে পরিহরি, গোষ্ঠে চলে ত্বরা করি,
চরাইতে যত ধেনুপাল॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গে, ধেনুগণ ল'য়ে সঙ্গে,
কুতূহলে চলিল তখন।
সঙ্গে করি শিশুগণে, চলে বৃন্দাবন বনে,
হর্ষমতি শ্রীনন্দ-নন্দন॥
যমুনা-পুলিন যথা, গমন করিল তথা,
যথায় কালীয়-হ্রদ রাজে।
বিষম কালীয় হ্রদ, তাহে সর্প বিশারদ,
সদা বাস করে তার মাঝে॥
কালীয়ের হলাহল, তাহে পূর্ণ সর্ব্বজল,
বিষপূর্ণ হ্রদে বিষময়।
বিষম বিষের জলে, নাহি বাঁচে হ্রদতলে,
মীন আদি জলচরচয়॥
উড়িতে বিহঙ্গ যত, বিষানলে হয় হত,
বায়ু সহ মিশ্র হলাহল।
ধেনুশিশু করি সঙ্গে, শ্রীহরি পরম রঙ্গে,
উপনীত হয় সেই স্থল॥
নিদাঘে তাপিত হ'য়ে, ধেনুগণ সে সময়ে,
সেই জল করিলেক পান।
সেই জল বিষময়, পান করি গাভীচয়,
সেইক্ষণে ত্যজিল পরাণ॥
তৃষ্ণায় কাতর মন, শ্রীদামাদি শিশুগণ,
কিছুমাত্র না করি বিচার।
সবে করি জলপান, হইল যে হতজ্ঞান,
শ্বাস-রোধ হইল সবার॥
মৃত দেখি সখাগণ, চিন্তাকুল নারায়ণ,
মনে মনে ভাবে যদুরায়।
করি এই জল পান, গেল যে সবার প্রাণ,
এ আবার ঘটিল কি দায়॥
গিয়া কৃষ্ণ সেইক্ষণে, জিয়াইল শিশুগণে,
মরেছিল যত শিশুগণ।
উঠিয়া বসিল সবে, ধেনুগণ হাম্বারবে,
শ্রীকৃষ্ণেরে করে নিরীক্ষণ॥
তদন্তরে ধেনুগণ, জীবিত হ'য়ে তখন,
চরিবারে অন্য বনে যায়।
সবিস্ময়ে শিশুগণ, কৃষ্ণে করে নিবেদন,
তোমা বিনা কে আর বাঁচায়॥
সকল রাখাল দলে, গিয়া কালীদহ-জলে,
জল পানে ছাড়িল পরাণ।
অবশেষে তুমি হরি, দিলে প্রাণ কৃপা করি,
তোমা হ'তে সবার কল্যাণ॥
এত কহি শিশুগণ, কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন,
ধেনুগণ অন্য বনে ধায়।
কালীয়ের শাস্তি তরে, মনেতে বিচার করে,
অন্তরেতে ভাবে যদুরায়॥
এ পাপ কালীয়-বাস, থাকিলে গোকুলনাশ,
হেরিলাম আপন নয়নে।
আজি এই দুরাশয়ে, পাঠাব শমনালয়ে,
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ মনে॥
কটিতে বসন আঁটি, জনার্দ্দন পরিপাটি,
কদম্বের ডালেতে উঠিয়া।
তারপর ত্বরা করি, দু'বাহু তুলিয়া হরি,
হ্রদ-জলে পড়ে ঝাঁপ দিয়া॥
যখন জলেতে হরি, পড়িলেন শব্দ করি,
তরঙ্গ উঠিল সেই জলে।
খেলা করে কৃষ্ণ যত, জল স্ফীত হয় তত,
ক্রীড়া করে কৃষ্ণ নানা ছলে॥
শুনি ভয়ঙ্কর শব্দ, কালীয় হইল স্তব্ধ,
মহারোষে অমনি ধাইল।
সঙ্গে করি নাগগণে, শত ফণা বিস্তারণে,
কৃষ্ণ অঙ্গে দংশিতে লাগিল॥
কালীয় সে ভীমাকার, শত শত মুণ্ড তার,
বিষদন্ত তাহে অগণন।
আসি ক্রোধভরে অতি, কালীয় সে নাগপতি,
শ্রীকৃষ্ণেরে করিল বেষ্টন॥
কূলেতে রাখালগণ, ভীত হয় সর্ব্বজন,
স্পন্দহীন হইল হতাশে।
না দেখি সে বংশীধরে, কাঁদে সবে উচ্চৈঃস্বরে,
সকলেতে অশ্রুজলে ভাসে॥

কালীয় হ্রদের ধারে, সবে পড়ি বারে বারে,
কাঁদে আর গড়াগড়ি যায়।
যথা তারা চন্দ্র-হারা, সেইমত হয় তারা,
ধেনুগণ এক দৃষ্টে চায়॥
এইরূপে শিশুগণ, হ'য়ে আকুলিত মন,
কান্দিয়া ব্যাকুল সবে হয়।
ভাগবত সারকথা, শুনিলে জুড়ায় ব্যথা,
শ্রবণে সকল পাপ ক্ষয়॥

শুকদেব কহে শুন ওহে মহাশয়।
পরেতে শুনহ কথা অতি সুধাময়॥
হেথা গৃহে নন্দরাণী দেখে অমঙ্গল।
তাহাতে হইল সতী অতীব চঞ্চল॥
নাচিল দক্ষিণ অঙ্গ কাঁপিল নয়ন।
কত অমঙ্গল রাণী করে দরশন॥
চিন্তা করে নন্দরাণী মনের মাঝারে।
কেন এত অমঙ্গল হেরি চারিধারে॥
গোপাল গিয়াছে মাঠে বলাই ছাড়িয়া।
একেলা গিয়াছে কৃষ্ণ ধেনুপাল লৈয়া॥
কি জানি কি বনমাঝে বিপদ্ ঘটিল।
কি জানি গোপালে কিবা অশুভ হইল॥
সঙ্গেতে আছয়ে যত বালকের দল।
বোধহীন শিশু সব সদাই চঞ্চল॥
এত ভাবি যশোমতী আকুল হইল।
উচ্চৈঃস্বরে সকাতরে কাঁদিয়া উঠিল॥
শব্দ শুনি আসে যত গোপ-গোপীগণ।
বলে যশোমতী কেন করিছ ক্রন্দন॥
অকস্মাৎ কেন তুমি চঞ্চল হইলে।
অকারণ কেন রাণী কান্দিয়া উঠিলে॥
যশোমতী দুঃখমতি কহিল সকলে।
অকস্মাৎ কেন দেখি এত অমঙ্গলে॥
দক্ষিণাঙ্গ কাঁপে মম আর আঁখি নাচে।
না জানি কৃষ্ণের মোর কিবা ঘটিয়াছে।
বলাই ছাড়িয়া একা গেল কৃষ্ণ বনে।
অবশ্য বিপদ্ কোন ঘটেছে কাননে॥
যথার্থ হইল বুঝি নিশার স্বপন।
কালীদহে ডুবিয়াছে সে কাল-রতন॥
কৃষ্ণ অদর্শনে মোর আকুল অন্তর।
অসুরে মারিল বুঝি পেয়ে একেশ্বর॥
আকুল জীবন রাণী ধৈর্য্য নাহি ধরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
রাণীর ক্রন্দনে কাঁদে যত গোপগণ।
কৃষ্ণের বিপদ্ মনে ভাবিল তখন॥
বলরাম মনে মনে ঈষৎ হাসিল।
মৌনভাবে রহে তথা কিছু না বলিল॥
তবে ব্রজবাসী মিলি যুক্তি করি সার।
কৃষ্ণ-অন্বেষণে ধায় বনের মাঝার॥
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সকলে চলিল।
আকুল অন্তরে সবে বনে প্রবেশিল॥
যে পথে রাখালগণ ক'রেছে গমন।
পদচিহ্ন অনুসরি চলে গোপগণ॥
একে একে সব বন করে অন্বেষণ।
যমুনা-পুলিনে আসি দেখে শিশুগণ॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে সকলেতে ধায়।
কালীয় হ্রদের তীরে শিশুরা যথায়॥
দেখিল হ্রদের তীরে যত শিশুগণ।
মাটিতে পড়িয়া সবে করিছে ক্রন্দন॥
অস্থির যে গোপ গোপী তাহা দরশনে।
অমঙ্গল হেতু সব ভাবিল যে মনে॥
গোপগণ একেবারে মোহিত হইল।
সকলেতে একেবারে কাঁদিয়া উঠিল॥
পরে শিশুগণে সবে ডাকিল তখন।
বলে কোথা কৃষ্ণ মোর কহ বিবরণ॥
শোক-অশ্রুনীরে ভাসি কহে শিশুদলে।
সখা কৃষ্ণ দিল ঝাঁপ কালীদহ-জলে॥
শ্রবণে সবার তবে উড়িল জীবন।
অচেতন ভূমিতলে হইল পতন॥

চেতন পাইয়া সবে করে হায় হায়।
নন্দ বলে হায় হায় কি করি উপায় ॥
কেন হেন অকুশল ঘটিল আমার।
কোন্ দেবতার বাদে হেন অনাচার ॥
কেন হেন কালীদহে আইল সকলে।
কেন বা পড়িল কৃষ্ণ কালীদহ-জলে ॥
ইহার বিষেতে জল আচ্ছন্ন সদাই।
বিষম বিষের তেজে কূলে তৃণ নাই ॥
ইহার নিকটে কেহ নাহি যায় ডরে।
কৃষ্ণ মোর ঝাঁপ দিল কি সাহস ভরে ॥
কালীয় বিষম বিষে মোর কৃষ্ণধন।
বিষে জর জর হ'য়ে ত্যজেছে জীবন ॥
কি কুক্ষণে আজি নিশা প্রভাত হইল।
কেন বা বলাই আজি সঙ্গে না আইল ॥
কেন শিশুগণ সবে আইল হেথায়।
কালীদহ-কূলে একি হ'ল ঘোর দায় ॥
সবে মাত্র প্রাণধন একটি রতন।
তাহে বিধি প্রতিবাদী হইল এখন ॥
কেন আজ অমঙ্গল ঘটিল এমন।
কালীদহে কেন কৃষ্ণ ত্যজিল জীবন ॥
কিরূপে ধরিব প্রাণ কৃষ্ণের বিরহে।
আমিও ত্যজিব প্রাণ কালীয়ের দহে ॥
এত কহি নন্দ শিরে হানে করাঘাত।
সহসা শিরেতে যেন হয় বজ্রপাত ॥
একেবারে নন্দগোপ হয় অচেতন।
নন্দরাণী শোকে মগ্ন করিছে ক্রন্দন ॥
হায় মোর প্রাণকৃষ্ণ প্রাণের দুলাল।
কেন এলে এ কাননে ল'য়ে ধেনুপাল ॥
শিশুসঙ্গে মহারঙ্গে কাননেতে এলে।
অভাগী মায়ের কথা কেমনে ভুলিলে ॥
আমার নয়ন-তারা জীবনের সার।
তোমা বিনা এ সংসারে সকলি অসার ॥
চারিদিকে শূন্যময় হয় দরশন।
কে ডাকিবে 'মা' 'মা' ব'লে ওরে প্রাণধন ॥
মধুমাখা হাস্যাননে অঞ্চলে ধরিয়া।
'ননী দে গো' বলি কেবা জুড়াইবে হিয়া ॥
কারে আর ক্ষীর ননী করিব প্রদান।
কার চন্দ্রানন হেরে জুড়াইব প্রাণ ॥
কার সে কোমল অঙ্গে অলকা করিব।
কারে বা যতনে আমি সাজাইয়া দিব ॥
বেলা অবসানে সঙ্গে যতেক রাখাল।
ধেনুগণ ল'য়ে গৃহে আসিত গোপাল ॥
পথ নিরখিয়া আমি রহি অনুক্ষণ।
মা ব'লে আসিবে কোলে ও নীলরতন ॥
কার মুখ চাহি আর রাখিব জীবন।
কি আর হইবে মোর গৃহে প্রয়োজন ॥
কেমনেতে প্রাণ আর ধরিব দেহেতে।
আমিও যাইব সেই কৃষ্ণের সঙ্গেতে ॥
এই কালীদহে আজ ত্যজিব জীবন।
এত বলি নন্দরাণী উন্মত্তা তখন ॥
পড়িতে কালীয়দহে উন্মত্ত হইল।
গোপ গোপী আদি আসি সকলে ধরিল ॥
এইরূপে নন্দ আদি যত গোপগণ।
সকলে আকুল শোকে করিছে ক্রন্দন ॥
বক্ষেতে হানিছে কর ব্যাকুল শোকেতে।
সবে ঝাঁপ দিতে যায় কালীয়দহেতে ॥
হলধর আসে সেথা এমন সময়।
সবাকারে প্রবোধিয়া দিলেন অভয় ॥
সকলে সান্ত্বনা করে আসি বলরাম।
স্থির হও স্থির হও কহে গুণধাম ॥
কেন শোকাকুল সবে করিছ রোদন।
কেন বা উদ্যত সবে ত্যজিতে জীবন ॥
ওগো মাতা যশোমতী হ'য়ো না অধীর।
ভূমিতলে পড়ি কেন হ'তেছ অস্থির ॥
জীবন ত্যজিতে কেন হও অগ্রসর।
কেন বা বক্ষেতে বৃথা হানিতেছ কর ॥
এখনি উঠিবে ভাই জীবন-কানাই।
শোক পরিহর এবে দেখিবে সবাই ॥

এইরূপে হলধর প্রবোধে সকলে।
স্থির নেত্রে দেখে সবে কালীদহ জলে॥
পরেতে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন।
কালীয়-কূলেতে সবে শোকেতে মগন॥
জলেতে কালীয় সর্প ফণা বিস্তারিয়া।
একেবারে শ্রীকৃষ্ণকে ফেলিল ঘিরিয়া॥
অবহেলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সর্পের বন্ধন হ'তে নিজে মুক্ত হন॥
বাধ্য হ'য়ে শিশুকৃষ্ণে করি পরিত্যাগ।
ক্রোধভরে ফণা তোলে সেই দুষ্ট নাগ॥
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে ক্রোধে কাঁপে হিয়া।
তীব্র হলাহল ঝরে নাসারন্ধ্র দিয়া॥
হাস্যমুখে শিশুকৃষ্ণ ঘেরিয়া তাহারে।
করিলেন নানা ক্রীড়া তার চারিধারে॥
হরির তেজেতে বিষ হ'ল তার ক্ষয়।
নিস্তেজ হইল সর্প ক্রমে সে সময়॥
কৃষ্ণকে দংশিতে তার দন্ত ভগ্ন হয়।
কৃষ্ণ-অঙ্গ দংশে শক্তি কার হেন রয়॥
অসংখ্য বজ্রের সম শরীর যাঁহার।
তাহাতে দংশিলে বল কি হইবে তাঁর॥
তখন পলা'তে চেষ্টা করে দুরাচার।
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বারবার॥
অনন্তর হরি মনে ভাবিয়া তখন।
ফণার উপরে তার উঠে নারায়ণ॥
অনন্ত অনাদি সেই দেব যদুবর।
সর্পের মস্তকে রয় দেব বিশ্বম্ভর॥
সে ভার সহিতে সর্প অক্ষম হইল।
মুখ হ'তে রক্তধারা বহিতে লাগিল॥
মুখে রক্ত উঠে সর্প মূর্চ্ছিত তখন।
দরশনে নাগগণ চিন্তাকুল মন॥
কালীয়-দুর্দ্দশা দেখে কেহ পলাইল।
কেহ মহাভীত হ'য়ে কাঁদিতে লাগিল॥
এইরূপে সর্পকুল আকুল অন্তরে।
অনেকে পলায়ে যায় শীঘ্র স্থানান্তরে॥

কালীয়-বনিতাগণ আসিয়া তখন।
দেখিল বাহির হয় পতির জীবন॥
অন্তরেতে অতিশয় আকুল হইল।
কৃষ্ণের সম্মুখে আসি কাঁদিতে লাগিল॥
করযোড়ে কৃষ্ণপদে প্রণতি করিয়া।
পায়ে ধরি কহে তারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
ওহে দেব সর্ব্বাধার জীবের কল্যাণ।
পতিরে বাঁচাও তুমি প্রভু ভগবান্॥
দুষ্টের দমন তুমি কর নারায়ণ।
শিষ্টের পালন লাগি তব আগমন্॥
রমণী-জীবন স্বামী করুণাসাগর।
পতি রমণীর গতি পতিই ঈশ্বর॥
নিজদোষে সর্পপতি তোমারে তাড়িল।
তার সমুচিত শাস্তি আপনি পাইল॥
আমাদের প্রতি নাথ হও হে সদয়।
পতিরে বাঁচাও হরি ওহে কৃপাময়॥
অখিল-ভুবনপতি ওহে অন্তর্য্যামী।
নমস্তে নৃসিংহ দেব ত্রিভুবন-স্বামী॥
জগদীশ হে ভবেশ গোলোকবিহারী।
গোপীকান্ত গোপীনাথ মুকুন্দ-মুরারি॥
রাধিকা-রঞ্জন হরি দেব দেবপতি।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা জগতের গতি॥
সর্ব্বাধার সর্ব্বেশ্বর ভুবনমোহন।
ভূষণে ভূষিত বক্ষ কৌস্তুভ-শোভন॥
তোমার ইচ্ছায় হরি এ সৃষ্টি হইল।
তব মায়া চরাচরে তাহাতে বেড়িল॥
তোমার আজ্ঞায় নাথ যতেক অমর।
প্রবৃত্ত জগৎ-কার্য্যে ওহে যোগেশ্বর॥
অন্তর্য্যামী রূপে তুমি আছ সর্ব্বস্থানে।
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিপূর্ণ প্রাণে॥
প্রকৃতির প্রবর্ত্তক তুমি দয়াময়।
কালের স্বরূপ তুমি কালের আশ্রয়॥
পরম চরম বস্তু তুমি নারায়ণ।
সকলের অধিষ্ঠাতা তুমি সর্ব্বক্ষণ॥

শুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত সদা তুমি হরি।
তোমার চরণে মোরা নমস্কার করি॥
তব আজ্ঞা অনুসারে জ্যোতিষ্কমণ্ডল।
সমভাবে সকলেতে রয়েছে উজ্জ্বল॥
মেঘ-বারি-বরিষণ সময়েতে হয়।
কে জানে মহিমা তব ওহে দয়াময়॥
হুতাশন প্রজ্বলন হয় অনিবার।
বিধি হয় নিরবধি আশ্রিত তোমার॥
মহেশ্বর নিরন্তর তব গুণ গায়।
পার্ব্বতী যে ভক্তিভাবে পূজে হে তোমায়॥
অকথ্য তোমার গুণ না হয় বর্ণন।
গণপতি নিরন্তর করে আরাধন॥
বেদ-অগোচর হয় মহিমা তোমার।
করিতে তোমার স্তব সাধ্য হয় কার॥
রাধিকা-মোহন হরি রাধিকা-জীবন।
রাধা-বক্ষঃস্থিত হরি রাধা-বিমোহন॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি সাবিত্রী সকলে।
নিয়ত পূজয়ে তব চরণ-কমলে॥
যোগিগণ অনুক্ষণ করয়ে সাধন।
মানব-মানবী সেবে তোমার চরণ॥
অপার মহিমা তব কে বর্ণিতে পারে।
বীণাপাণি তব গুণ বর্ণিবারে নারে॥
মোরা সে সর্পিণী নাথ কি কহিতে পারি।
নিরঞ্জন সর্ব্বেশ্বর গোলোকবিহারী॥
অবলা বলিয়া দয়া করহ ঈশ্বর।
মোদের পতিরে দয়া কর গুণাকর॥
এই দেখ মুখে রক্ত উঠিছে ঝলকে।
মূর্চ্ছিত হতেছে নাথ পলকে পলকে॥
এরূপে করিল স্তব সর্পের রমণী।
কৃষ্ণ-পদতলে পড়ি রহিল অমনি॥
আমাদের ইচ্ছা নাথ হব তব দাসী।
সম্পদে না হই দেব মোরা অভিলাষী॥
এতেক কাতর হেরি তবে নারায়ণ।
সর্পের মস্তক হ'তে নামিল তখন॥
হাত বুলাইল হরি সর্পের মাথায়।
তবে ত সে মহাসর্প বাহ্য জ্ঞান পায়॥
চেতন পাইয়া কৃষ্ণে করে দরশন।
করযোড়ে কালী সর্প পূজিল চরণ॥
আনন্দেতে মত্ত কালী বিহ্বল হইল।
কৃষ্ণ-পদতলে পড়ি কাঁদিতে লাগিল॥
জন্ম হ'তে খল মোরা এই সর্পজাতি।
অতিশয় কোপশীল হই দিবারাতি॥
সে স্বভাব ত্যাগ করা অতি কষ্টকর।
এই বিশ্ব সৃজিয়াছ তুমি হে ঈশ্বর॥
এই বিশ্বমাঝে মোরা সর্পজাতি খল।
কিরূপে তোমার মায়া বুঝিব সকল॥
ইচ্ছাময় তুমি যদি ইচ্ছা কর চিতে।
মায়া হ'তে মুক্ত তুমি পার যে করিতে॥
দয়া দণ্ড যাহা ইচ্ছা কর তুমি দান।
সকলের কর্ত্তা তুমি জানি ভগবান্॥
ইহা শুনি কহিলেন হরি পরাৎপর।
এ স্থান ত্যজিতে হবে তোমাকে সত্বর॥
আর কোন নাহি ভয় শুন মহামতি।
এখন সুখেতে স্বর্গে করহ বসতি॥
দর্পহারী নাম মম বিদিত জগতে।
সেই হেতু তব দর্প চূর্ণ আমা হ'তে॥
গো ব্রাহ্মণ এই জল সদা করে পান।
এই স্থানে তুমি নাহি কর অবস্থান॥
তুমি যদি রহ এই হ্রদের মাঝার।
তব ভয়ে কেহ হেথা না আসিবে আর॥
অতএব মম বাক্য শুন সর্পরাজ।
এই স্থান ত্যাগ করি যাও তুমি আজ॥
শীঘ্র করি ল'য়ে তব জ্ঞাতি পরিবার।
এই সরোবর তুমি কর পরিহার॥
তোমার এ দণ্ড যেই করিবে স্মরণ।
তোমা হ'তে ভয় তার না হবে কখন॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্পের রমণী।
হরি-পদতলে সবে পড়িল অমনি॥

ভক্তিভাবে গদগদ অশ্রুজলে ভাসে।
দামোদর হৃষ্টমনে কহিল উল্লাসে ॥
কেন সবে ভূমিতলে রহিলে পতন।
নাহি ভয় নাগ-প্রিয়ে ত্যজ ধরাসন ॥
অজর অমর হ’য়ে তোমরা সকলে।
এ হ্রদ ছাড়িয়া আজি যাও অন্য স্থলে ॥
গমন করহ সবে আপন ভবনে।
রমণকদ্বীপে যাও স্বগোষ্ঠীর সনে ॥
তোমাদের স্বামী সেই রহিবে কল্যাণে।
নাহি কোন ভয় রবে জেন তাহা প্রাণে ॥
মম পদ-চিহ্ন তার মস্তকে থাকিবে।
রহিবে না কোন ভয় মঙ্গল হইবে ॥
মম পদ-চিহ্ন যেই মস্তকে ধরিবে।
গরুড়ের ভয় তার কভু না রহিবে ॥
শীঘ্রগতি রমণকে করহ গমন।
শুন নাগ-পত্নীগণ আমার বচন ॥
এত শুনি বলে সর্প যুড়ি দুই কর।
ওহে দেব রমাকান্ত গোপিকা-ঈশ্বর ॥
অন্য কোন বাঞ্ছা মম নাহিক এখন।
কেবল বাসনা মনে পূজি ও চরণ ॥
তব পদে ভক্তি যেন রহে নিশিদিন।
এই বর দেহ মোরে ওহে ভক্তাধীন ॥
ত্রিলোকের সার হয় তোমার চরণ।
আর যাহা সব বৃথা জানি অকারণ ॥
তব পদে ভক্তি যার আছে হে নিয়ত।
সেই সাধু এ জগতে সুখী অবিরত ॥
তব পদ বিনা স্বর্গে কিবা সুখ হয়।
ও চরণ বিনা অন্য কিবা ফলোদয় ॥
শুন গদাধর কহি বচন বিশেষ।
ভক্তের বিষয়-ভোগ কেবল সে ক্লেশ ॥
ভক্তের প্রধান হয় চরণ-সেবন।
শোক তাপ নাহি তার জনম-মরণ ॥
ওহে কৃপাসিন্ধু তুমি করুণা করিলে।
মম শিরে তব পদ-চিহ্ন যে রাখিলে ॥
ইহাতে হইল মম সার্থক জীবন।
অনাদি অনন্ত তুমি দেব নারায়ণ ॥
স্বেচ্ছাময় নির্ব্বিকার রাধিকা-রমণ।
সর্ব্বাশ্রয় সাকার সে বেদে নিরূপণ ॥
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র আদি সেবে তব পদ।
তুমি প্রভু সর্ব্ববীজ বিনাশ আপদ ॥
সর্ব্বগতি যদুপতি সর্ব্ব আত্মময়।
সৃজন-কারণ বিভু সবার আশ্রয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মূল সবাকার।
পুরুষ প্রকৃতি তুমি সবার আধার ॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র হুতাশন আর জল স্থল।
পর্ব্বত কানন সিন্ধু যা আছে সকল ॥
চন্দ্র সূর্য্য তারাদল জ্যোতিষ্কমণ্ডল।
তৃণ লতা যত আছে তুমি সে সকল ॥
সাবিত্রী জাহ্নবী জয়া লক্ষ্মী সরস্বতী।
গণেশ-জননী সেই দেবী ভগবতী ॥
রাধিকা-রূপিণী সেই মহা যোগমায়া।
তোমাতেই লয় সব তোমার সে ছায়া ॥
ওহে কৃপাময় হরি তুমি কৃপা কর।
অপরাধ ক্ষম দেব ওহে যোগেশ্বর ॥
এত কহি কালীনাগ পড়ে পদতলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে অঙ্গ ভাসে অশ্রুজলে ॥
ভক্তিতে হইল বশ হরি বংশীধারী।
কালীনাগে কহে তবে পুনশ্চ বিচারি ॥
শুন কালীনাগ তুমি বচন আমার।
যাও তুমি রমণক দ্বীপের মাঝার ॥
যাও তথা ওহে সর্প মহাসুখে রবে।
যমুনার জল তবে সুধাতুল্য হবে ॥
জীবজন্তুগণ তাহা খাবে ফুল্ল মনে।
স্বগোষ্ঠী সহিত যাও আপন ভবনে ॥
নাগ আর নাগ-পত্নী হরির বচনে।
অতিশয় আহ্লাদিত হয় মনে মনে ॥
বহুমূল্য রত্ন আদি করি আনয়ন।
সবে মিলি শ্রীহরিরে করিয়া পূজন ॥

স্বগোষ্ঠী সহিত সর্প গেল পূর্ব্বস্থান।
এইরূপে করি হরি কার্য্য অনুষ্ঠান॥
চিন্তিল আপন মনে কি করি এখন।
কিবা অনুষ্ঠান করে গোপ-গোপীগণ॥
ভগবান্ ভক্তগণে পরীক্ষার তরে।
রহিলা ডুবিয়া সেই জলের ভিতরে॥
হেথা বলদেব-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া।
রহিয়াছে গোপ-গোপী কূলেতে বসিয়া॥
নন্দ-যশোদার তাহে স্থির নহে মন।
শোকভরে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত হন॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ অন্তরে জানিল।
ভক্তাধীন ভক্ত প্রতি সদয় হইল॥

মহা ভাগবত কথা সুধার সমান।
সুবোধ রচিল সুখে শুনে পুণ্যবান্॥

ইতি কালীয়দমন।

——

সপ্তদশ অধ্যায়

দাবাগ্নিমোক্ষণ

শুকদেব-বাক্য সব করিয়া শ্রবণ।
পরীক্ষিৎ আনন্দেতে হইল মগন॥
বিনয়েতে শুকদেবে কহে তারপরে।
ওহে দেব বিস্তারিয়া বল সব মোরে॥
হরিকথা সুধাময় শুনিতে সুন্দর।
পাপরাশি দূর হয় নির্ম্মল অন্তর॥
দয়া করি কর দেব সন্দেহ ভঞ্জন।
কহ সেই কালীয়ের পূর্ব্ব বিবরণ॥
কেন সে কালীয় সর্প ত্যজিল আবাস।
কি কারণে যমুনাতে করিল নিবাস॥
শুকদেব বলে ওহে কুরুর নন্দন।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন॥
বিস্তারিয়া কহি আমি হরিকথা সার।
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের নিস্তার॥
নাগকুল-অরি সেই গরুড় বিহঙ্গ।
তাহাকে পূজয়ে যত আছয়ে ভুজঙ্গ॥
বাসুকির আজ্ঞামতে করয়ে পূজন।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তাহে তিথি নিরূপণ॥
ধূপ দীপ আদি ল'য়ে নানা উপচারে।
নৈবেদ্যাদি ফল-মূলে পূজয়ে তাহারে॥
পুষ্কর তীর্থেতে স্নান করি নাগদলে।
পূজিত বিহঙ্গবরে আনন্দে সকলে॥
পূজার বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত।
কালীনাগ অহঙ্কারে তারে না পূজিত॥
ক্রোধান্বিত খগপতি তাহা দরশনে।
হইল লোহিত আঁখি কালীয় কারণে॥
উদ্যত হইল তবে নাগ বিনাশিতে।
আরম্ভ করিল নাগ ভক্ষণ করিতে॥
ক্রোধে খগবর যেন হ'ল হুতাশন।
সর্পগণে ধরি আনি করয়ে ভক্ষণ॥
যারে পায় তারে খায় নিষেধ না মানে।
এইরূপে বহু সর্পে বধিল পরাণে॥
যুক্তি করি নাগদল একত্র হইল।
খগে নাগে ঘোরতর সমর বাধিল॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতীব ভীষণ।
বিষম সমর তাহে হইল তখন॥

রাসলীলার উদ্যোগ

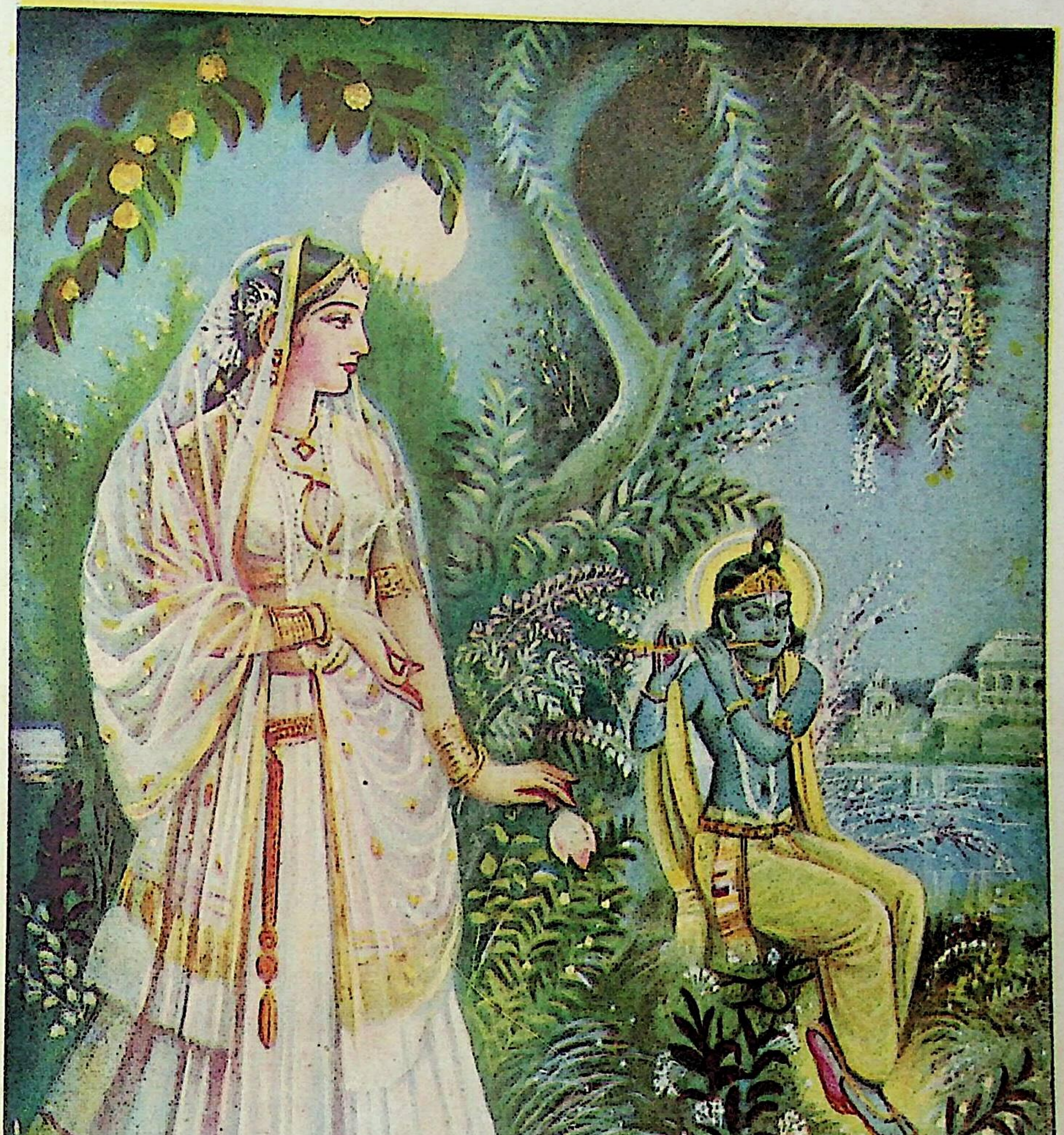

আনন্দে বসিয়া হরি শ্রীরাস-ভিতরে।
অমনি সঙ্কেত করে বাশরীর স্বরে॥

পৃষ্ঠা—৭৬৩

নিশিতে হইল যুদ্ধ দু'দলে সমান।
ক্রমেতে হইল সেই নিশা অবসান ॥
গগনেতে দিনমণি উদিত হইল।
খগপতি-তেজ অতি বাড়িতে লাগিল ॥
নাগকুল ভয় পেয়ে করি পলায়ন।
অনন্ত-নিকটে গিয়া লইল শরণ ॥
কৃপা করি নাগগণে দিল সে অভয়।
তাহাতে অনেক নাগ প্রাণে বেঁচে রয় ॥
হেথায় কালীয় নাগে হেরি খগপতি।
একেবারে ক্রোধানলে জ্বলে তার প্রতি ॥
গরুড়ের সহ কালী প্রবৃত্ত সমরে।
হরিপদ ভাবি যায় সমরের তরে ॥
খগে নাগে দুইজনে বাধিল সমর।
খগপতি মহামতি মহাবলধর ॥
খগের বলেতে নাগ পরাস্ত সেথায়।
গরুড়-ভয়েতে কালী পলাইয়া যায় ॥
পলাইয়া কালী নাগ এল এ সময়।
যমুনার জলে রহে নির্ভয়-হৃদয় ॥
যাইবার শক্তি তথা নাহি খগবরে।
তাহে কালী নাগ রহে হরিষ অন্তরে ॥
সৌভরি মুনির শাপে তথা খগপতি।
সেখানে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
এ কারণে নরপতি শুন বিবরণ।
রমণক ছাড়ি তার হেথা আগমন ॥
সে কারণে কালীনাগ যমুনাতে এল।
হরিকৃপা হেতু পুনঃ স্বস্থানেতে গেল ॥
পরীক্ষিৎ বলে মুনি করি নিবেদন।
সৌভরি গরুড়ে শাপ দিল কি কারণ ॥
সেই কথা কহ মোরে ওহে দয়াময়।
শুনিতে অদ্ভুত কথা বাসনা উদয় ॥
শুকদেব কহে রাজা শুন দিয়া মন।
সৌভরি নামেতে ছিল মহাতপোধন ॥
যমুনা-পুলিনে বসি মহাতপ করে।
শ্রীকৃষ্ণ সেবয়ে সদা অতীব কঠোরে ॥
বহুবর্ষ অনাহারে কৃষ্ণ আরাধিল।
হৃদয়েতে হরিপদ ভাবিতে লাগিল ॥
নদীজলে মীনগণ থাকিয়া সতত।
মুনির নিকটে তারা খেলে অবিরত ॥
মহানন্দে চারিদিকে ধায় কুতুহলে।
মুনিরে বেড়িয়া সবে খেলে দলে দলে ॥
হেনকালে খগেশ্বর তথায় আসিল।
বধিয়া সে মীনগণে ভক্ষণ করিল ॥
মুনির নিকটে মীন আইল তখন।
জলের ভিতর কত করে পলায়ন ॥
কেহ কেহ মুনি অগ্রে ধাইয়া আইল।
পক্ষিরাজ খাইবারে তথায় চলিল ॥
তাহা দেখি মুনিবরে ক্রোধের উদয়।
একেবারে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ॥
মহাক্রোধে মুনিবর কহে খগ প্রতি।
কেন পাপাচার কর ওহে মূঢ়মতি ॥
কেন মীনগণে তুমি খাও ধরে' ধরে'।
এখান হইতে শীঘ্র যাও স্থানান্তরে ॥
কি যোগ্যতা বধ মীন নিকটে আমার।
কৃষ্ণের বাহন তাই এত অহঙ্কার ॥
কেন গর্ব্ব দুরাচার ওরে খগেশ্বর।
কোটি খগ সৃজিবারে পারি রে পামর ॥
এখনি করিব ভস্ম পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
প্রাণ ল'য়ে স্থানান্তরে যাও শীঘ্রগতি ॥
আজ হ'তে পুনঃ যদি আইস এখানে।
যদি আর কভু জীব বধ কর প্রাণে ॥
মম শাপে তবে দুষ্ট নিহত হইবে।
মোর শাপে হবে ভস্ম নিশ্চয় জানিবে ॥
মুনি-অভিশাপ শুনি গরুড় তখন।
ভয়ে ভীত হ'য়ে তবে করে পলায়ন ॥
সে অবধি খগেশ্বর না যায় তথায়।
কহিলাম পূর্ব্বকথা ওহে নররায় ॥
করযোড়ে পরীক্ষিৎ কহে অতঃপর।
পরে কি হইল কহ ওহে মুনিবর ॥

কহ দেব দয়া করি অপূর্ব্ব ভারতী।
শুনি বাণী শুকদেব কহে রাজা প্রতি॥
গোপ গোপী আদি সবে যমুনার ধারে।
কৃষ্ণের কারণ সব কাঁদে বারে বারে॥
কাঁদিল বালকগণ বিষম চীৎকারে।
ওহে কানু কেন গেলে জলের মাঝারে॥
এতক্ষণ জলমধ্যে হইলে মগন।
বুঝিবা প্রমাদ আজ হইল ঘটন॥
হায় কি হইল বল ঘটিল কি দায়।
কোথা গেল প্রাণকৃষ্ণ কি হবে উপায়॥
এইরূপ শিশুগণ শোকার্ত্তহৃদয়।
বক্ষে হানে করাঘাত তারা সমুদয়॥
কোন শিশু কূলে বসি করয়ে ক্রন্দন।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় কোন জন॥
কেহ মূর্চ্ছাগত হ'য়ে ধরায় পড়িল।
কেহবা তাহারে ধরি চেতন করিল॥
কোন শিশু হ্রদজলে করে অন্বেষণ।
কেহ বা তুলিয়া তারে কহিল তখন॥
কেন তুমি এই হ্রদে নামিছ এখন।
এই জল স্পর্শে তুমি ত্যজিবে জীবন॥
এইরূপে সকলেতে শোকে মগ্ন রয়।
জীবন ত্যজিতে কেহ সমুদ্যত হয়॥
কেহ বলে কোথা কৃষ্ণ এস একবার।
দরশনে শিশুগণে বাঁচাও এবার॥
এইরূপে সবে মিলি আকুল অন্তরে।
ভূমে পড়ি শিশু সব কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
গোপ গোপী সকলেতে করিছে ক্রন্দন।
হ্রদজলে নামি কেহ করে অন্বেষণ॥
কেহ অতি দুঃখমতি ঝাঁপ দিতে ধায়।
হাতে ধরি তারে কেহ নিবৃত্ত করায়॥
শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে কেহ হ'ল অচেতন।
হ্রদের কূলেতে সবে শোকেতে মগন॥
মহাশোকে নন্দরাজ অচেতন প্রায়।
শব সম হ্রদকূলে পতিত ধরায়॥
যশোমতী বিষাদিত হইল তখন।
যেন পাগলিনী প্রায় করয়ে রোদন॥
আয় কোলে যাদুমণি নয়নের তারা।
কেমনে ধরিব প্রাণ হ'য়ে তোমা হারা॥
সবে মাত্র তুমি মোর হৃদয়-রতন।
দারুণ কালীয় হ্রদে ত্যজিলে জীবন॥
আমিও তোমার সঙ্গে ঝাঁপ দিব জলে।
এত কহি ধায় রাণী দহি শোকানলে॥
হেনকালে বলরাম আসিয়া তথায়।
প্রবোধ করিল তবে তুষিয়া সবায়॥
হলধর বলে ওগো নন্দরাণী শুন।
শোকেতে আকুল কেন হও পুনঃ পুনঃ॥
নন্দ মহামতি শুন আমার বচন।
গর্গ মুনি কথা সব নাহিক স্মরণ॥
যিনি জগতের প্রাণ সবার প্রধান।
যাঁর অংশ মাত্র হয় দেব অধিষ্ঠান॥
ইন্দ্র ধর্ম্মরাজ আদি যাঁহা হ'তে হয়।
যিনি সবাকার সার সবার আশ্রয়॥
অংশ মাত্র হয় যাঁর যতেক অমর।
অনাদি অনন্ত যিনি অখিল ঈশ্বর॥
যাঁহা হ'তে হ'ল মহা বিষ্ণুর সৃজন।
এক এক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ॥
অনন্ত আকার যাঁর সর্ব্বগুণাধার।
বিরাট্ পুরুষ যিনি ঈশ্বর সবার॥
যোগমধ্যে যোগেশ্বর পতিতপাবন।
কৃপাময় সর্ব্বেশ্বর শ্রীমধুসূদন॥
যাঁহার ইচ্ছাতে এই জগৎ-সৃজন।
যে জন করেন সব জীবের পালন॥
তাঁহার কি হবে এই সামান্য হ্রদেতে।
তাঁর কি করিবে এই কালীয় সর্পেতে॥
কি সাধ্য সর্পের তাঁরে করিতে ভক্ষণ।
কি করিবে বল তাঁরে সর্পের দংশন॥
কোন কালে কভু যাঁর নাহি হয় ক্ষয়।
কালীয়ের জলে তাঁর আছে কোন্ ভয়॥

বলদেব-বাক্য শুনি গোপ-গোপীগণ।
মনেতে প্রবোধ কিছু মানিল তখন ॥
কিন্তু যশোমতী অতি দুঃখিত অন্তরে।
না মানে প্রবোধ আর কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
ক্ষণে ক্ষণে অতি খেদে চীৎকার করিছে।
ঘন ঘন করাঘাত হৃদয়ে হানিছে ॥
মহা শোকাতুর হ'য়ে কৃষ্ণের কারণ।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় জনে জন ॥
হেনকালে শ্রীমাধব যমুনা হইতে।
মহানন্দে উঠিল সে যমুনা-তীরেতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ উঠিল সবে করে নিরীক্ষণ।
গোপ গোপী সবে হয় আনন্দে মগন ॥
রাহুমুক্ত পূর্ণশশী যেমন উদয়।
সেই মত জল হ'তে উঠে দয়াময় ॥
ধেয়ে গিয়ে যশোমতী কৃষ্ণ নিল কোলে।
শত শত চুম্ব দেয় বদন-কমলে ॥
নন্দ আনন্দিত অতি পুত্র দরশনে।
যশোদার কোল হ'তে নিল কৃষ্ণধনে ॥
এইরূপে সকলেতে সানন্দ অন্তর।
অনিমেষে কৃষ্ণ-মুখ দেখে গোপবর ॥
শিশুগণ আসি সবে করে আলিঙ্গন।
আনন্দেতে অশ্রুবারি করে বরিষণ ॥
কৃষ্ণে লভি সকলের আনন্দিত প্রাণ।
রাত্রিকালে সেই স্থানে করে অবস্থান ॥
নিদ্রিত হইল সবে নিশীথ সময়।
সন্নিহিত বনে হয় দাবাগ্নি উদয় ॥
ভয়ঙ্কর হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল।
পর্ব্বত-প্রমাণ শিখা গগনে স্পর্শিল ॥
সুপ্ত ব্রজবাসিগণে সেই দাবানল।
দগ্ধ করিবার তরে হইল প্রবল ॥
চারিদিকে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।
ব্রজবাসীদের গাত্রে উত্তাপ লাগিল ॥
নিদ্রা হ'তে উঠে দেখে ব্রজবাসী যত।
মহাগ্নির দরশনে সবে জ্ঞান-হত ॥
মনে মনে সকলেতে প্রমাদ গণিল।
গোকুল নগরে অগ্নি ঘরেতে লাগিল ॥
অগ্নি দেখি গোপগণ কাঁদিয়া আকুল।
সবে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে নগর গোকুল ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া অতি যত ব্রজবাসী।
সবে মিলি কহে গিয়া কৃষ্ণপাশে আসি ॥
করযোড়ে কহে সবে ওহে দয়াময়।
ভয়াতুরে রাখ হরি এমন সময় ॥
অগ্নিভয় হ'তে রাখ দেব নারায়ণ।
সবাকার সার ওহে জগৎ-জীবন ॥
তুমি ইষ্ট সর্ব্বময় সবার বিধাতা।
এ ঘোর বিপদে তুমি হও প্রাণদাতা ॥
দাও অব্যাহতি সবে করহ অভয়।
দাবানলে রক্ষা কর হইয়া সদয় ॥
গোপ-বাক্য শুনি হরি আসিয়া তখন।
উদ্যত হইল অগ্নি করিতে ভক্ষণ ॥
বিশ্বব্যাপী রূপ হেরি দাবানল-ভয়ে।
থাকিল সকলে তবে ধ্যানপর হ'য়ে ॥
স্বজনগণের এই বিপদ্ হেরিয়া।
তাহাদের সকাতর বিলাপ শুনিয়া ॥
সর্ব্বশক্তিমান্ হরি কৃষ্ণ ভগবান্।
ভীষণ সে দাবানল করিলেন পান ॥
তাহা দরশনে যত গোপ-গোপীগণ।
হরষেতে নৃত্য করে আনন্দে মগন ॥
ভাগবত-কথা অতি শুনিতে সুন্দর।
অনায়াসে তরে যত মহাপাপী নর ॥

সুবোধ রচিল গীত দাবাগ্নিমোক্ষণ।
শুনিলে উদ্ধার হয় যত পাপী জন ॥

ইতি দাবাগ্নিমোক্ষণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রলম্ব-বধ

শুকদেব কহিলেন শুন হে নৃপতি।
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সুমধুর অতি॥
গোপালন ছল মাত্র ছিল যে তাঁহার।
মায়াযোগে বৃন্দাবনে করেন বিহার॥
সঙ্গিগণ সহ কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
নিত্য নিত্য গোচারণে যায় বনে বনে॥
সাথীরূপে পেয়ে সবে কৃষ্ণ বলরামে।
আনন্দিত শিশুগণ বৃন্দাবনধামে॥
শিঙ্গা বেণু হাতে ল'য়ে নাচিয়া নাচিয়া।
নিত্য নিত্য গোষ্ঠে যায় উল্লাসে মাতিয়া॥
শিশুরূপে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম।
তাদের সহিত ক্রীড়া করে অবিশ্রাম॥
বৃন্দাবনে আছে কত দৃশ্য মনোহর।
পর্ব্বত তটিনী কুঞ্জ বন সরোবর॥
সেই সব স্থানে গিয়া ব্রজশিশুগণ।
মনের আনন্দে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ॥
কভু করে ছুটাছুটি কভু তারা নাচে।
কভু তারা আরোহণ করে গাছে গাছে॥
কেহ বা সাঁতার কাটে দীঘির মাঝারে।
কেহ গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে উঠে গিরি'পরে॥
একদিন এইরূপে ব্রজশিশুগণ।
গোষ্ঠে গিয়া যবে সবে করে গোচারণ॥
প্রলম্ব নামেতে এক ছিল দৈত্যবর।
সুযোগ বুঝিয়া সেথা আসিল সত্বর॥
ছদ্মবেশে রাম-কৃষ্ণে করিতে হরণ।
গোপ-বালকের রূপ করিল ধারণ॥
অসুরের ছল কেহ ধরিতে না পারে।
কৃষ্ণ বলরাম শুধু চিনিল তাহারে॥
সংহার করিতে তারে মনে চিন্তা করি।
সকলেরে সম্বোধিয়া কহিলেন হরি॥
এস এস বন্ধুগণ মিলিয়া সকলে।
অভিনব ক্রীড়া এক করি দলে দলে॥
এ খেলায় যার কাছে যে মানিবে হার।
বহন করিতে তারে হইবে তাহার॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি যত শিশুগণ।
উল্লাসে মাতিয়া সবে উঠিল তখন॥
সবে মিলি খেলা করে আনন্দিত মনে।
কোলাহলে প্রতিধ্বনি উঠে সেই বনে॥
ইচ্ছা করি কৃষ্ণ শেষে পরাজিত হন।
শ্রীদামেরে নিজ পৃষ্ঠে করেন বহন॥
বলরাম কাছে হারি প্রলম্ব অসুর।
বহন করিয়া তারে চলে কিছু দূর॥
মনে ভাবে কিছু দূরে বলরামে নিয়া।
গোপনে তাহারে দৈত্য ফেলিবে মারিয়া॥
এই কথা মনে ভাবি সেই দৈত্যবর।
বলরামে পৃষ্ঠে ল'য়ে ছুটিল সত্বর॥
বলরাম ছল তার পারিল বুঝিতে।
দৃঢ়মুষ্টি দিয়া তার ধরিল ঝুঁটিতে॥
তারপর বলদেব তারে অকস্মাৎ।
রোষভরে মস্তকেতে করে মুষ্ট্যাঘাত॥
সে আঘাত দৈত্য সহ্য করিতে না পারে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরে শত ধারে॥
দুর্দ্দান্ত প্রলম্ব দৈত্য করিয়া গর্জ্জন।
ভৈরব রবেতে ভূমে পড়িল তখন॥
স্মৃতিশক্তি নষ্ট হায় হইল তাহার।
মাটিতে পড়িল যেন বিরাট্ পাহাড়॥

এই দৃশ্য দেখি যত ব্রজশিশুদল।
বিস্ময়েতে অভিভূত হইল সকল॥
স্তম্ভিত হইয়া কেহ করে 'সাধুবাদ'।
কেহ কেহ বলরামে করে আশীর্ব্বাদ॥
বলরাম প্রলম্বেরে করিলা নিধন।
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ॥
সুবোধ রচিল গীত অমৃত সমান।
ভাগবত কথা যত শোনে পুণ্যবান্॥

ইতি প্রলম্ব-বধ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দাবানল পান

শুকদেব পুনঃ কহে শুন নৃপবর।
শুনিয়া শ্রীহরি-লীলা জুড়াও অন্তর॥
একদিন গো-পালক ল'য়ে গাভীগণ।
রাম-কৃষ্ণ সনে বনে করিল গমন॥
আহার পানেতে হৃষ্ট যত গাভীচয়।
সখাগণ দেখি সবে অতি মুগ্ধ হয়॥
শিশুগণ খেলা করে আপনার মনে।
চরিতে চরিতে গাভী যায় দূর বনে॥
সেথা গিয়া গাভীদল যবে তৃণ খায়।
অকস্মাৎ দাবানল জ্বলিল সেথায়॥
জ্বলন্ত অনল দেখি সবে পায় ভয়।
ক্ষুধাতৃষ্ণা ত্যজি সবে সকাতর হয়॥
গোষ্ঠে হেথা রাম-কৃষ্ণ আদি শিশুগণ।
গাভীগণে দেখিতে না পাইয়া তখন॥
নানাদিকে অন্বেষণ করি অতঃপর।
সন্ধান না পেয়ে হন চিন্তিত-অন্তর॥
কোথা গেল গাভীদল এরূপ করিয়া।
ব্রজের বালকগণ ব্যাকুল হইয়া॥
গাভীদের খুর আর দন্তের ছেদিত।
তৃণ লতা আদি সব গোষ্পদে অঙ্কিত॥
ভূমিস্থান লক্ষ্য করি সেই পথ দিয়া।
গাভী অন্বেষণ তরে গমন করিয়া॥
বহুক্ষণ পরে সবে করেন দর্শন।
মুঞ্জাটবী মধ্যে ছিল যত গাভীগণ॥
চৌদিকে অনল জ্বলে ভীষণ দর্শন।
তাহার মধ্যেতে কাঁদে বৎস-গাভীগণ॥
ভগবান্ পরাৎপর দেব নারায়ণ।
দূর হ'তে গাভীগণে করিয়া দর্শন॥
সেই সব গাভীদের নাম মুখে ধরি।
ডাকেন ব্যাকুল চিত্তে উচ্চরব করি॥
আপন আপন নাম করিয়া শ্রবণ।
গাভীরাও প্রতিধ্বনি করিল তখন॥
এই দিকে বৃক্ষ-লতা নাশি দাবানল।
পবনের সহযোগে হইল প্রবল॥
অতি ভয়ানক শিখা দেখিতে দেখিতে।
স্থাবর জঙ্গম গ্রাস করিতে করিতে॥
স্বেচ্ছাক্রমে চারিদিক্ হইতে তখন।
প্রদীপ্ত হইয়া করে ভীষণ গর্জ্জন॥
দেখি দূরে রাম-কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রয়।
গোপ-শিশু সম্বোধিয়া আসিবারে কয়॥
আসিতে নাহিক পারে করে হাহাকার।
চৌদিকে অনল জ্বলে ভীষণ আকার॥
গাভী নাদে বৎস কাঁদে কাঁদে সখাগণ।
বুঝি প্রাণ না রহিল হইল দাহন॥

দাবাগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে কহিল সকলে।
স্থান দাও ওহে হরি চরণ-কমলে ॥
হে কৃষ্ণ হে বলরাম কি কহিব আর।
এই দাবানল হ'তে করহ উদ্ধার ॥
হে কৃষ্ণ হে মহাবীর্য্য তব সখাগণ।
কাতর হইল আজি হেরি হুতাশন ॥
হে সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ কৃষ্ণ ওহে দয়াময়।
তুমি অনাথের নাথ চরম আশ্রয় ॥
তুমি জগতের পতি সর্ব্বমূলাধার।
এ ঘোর বিপদ্ হ'তে করহ উদ্ধার ॥
এত বলি শুক কহে শুন নরেশ্বর।
বান্ধব-নিচয়ে কৃষ্ণ দেখিয়া কাতর ॥
কৃপা করি কহিলেন ওহে বন্ধুগণ।
নিমীলন কর সবে নয়ন এখন ॥
যোগের অধীন সেই হরি ভগবান্।
পান করি দাবানল করেন নির্ব্বাণ ॥
ভাণ্ডীর কাননে আনি সেই শিশুগণে।
কহিল নয়ন মেল তোমরা এক্ষণে ॥
চক্ষু উন্মীলন তারা করিল যখন।
বিস্ময় হৃদয়-মাঝে হয় উৎপাদন ॥
দাবানল হ'তে মুক্তি পেয়েছে সবাই।
অনলের কোন চিহ্ন সেই স্থানে নাই ॥
শ্রীকৃষ্ণের যোগ-মায়া জানিয়া তখন।
দৃঢ়প্রেমে মগ্ন হয় ব্রজশিশুগণ ॥
অপার হরির মায়া কে বুঝিতে পারে।
প্রকাশিল হরি-মায়া অনল আকারে ॥
একবার মায়া-মাঝে করিলে বিহার।
পুনশ্চ মুক্তির কাছে ফিরে আসা ভার ॥
তার সাক্ষী দেখাইল প্রভু নারায়ণ।
তাঁহারে ভুলিয়া যত গাভী বৎসগণ ॥
পানাহার ভোগে মাতি দূর বনে যায়।
দাবানলে আবরিত হইল তথায় ॥
পুনশ্চ ভোগেতে কষ্ট বুঝিয়া যখন।
ডাকিল কাতর প্রাণে সেই নারায়ণ ॥
পরম দয়াল হরি ডাকেন যখন।
মায়া ত্যজি আসিবারে না পারে তখন ॥
ক্রমেতে করিয়া কৃপা হরি দয়াময়।
মায়া নাশ করি সবে রাখেন নিশ্চয় ॥
কুঞ্জলীলা করিলেন দেব ভগবান্।
সুবোধ রচিল তাঁহে দিয়া মনপ্রাণ ॥

ইতি কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দাবানল পান।

বিংশ অধ্যায়

বর্ষা ও শরৎ-বর্ণন

শুক কহে পরীক্ষিৎ করহ শ্রবণ।
কিবা লীলা করে প্রভু দেব নারায়ণ ॥
সংসারের সার সেই শ্রীহরি-চরণ।
পূজন অর্চ্চন আর নাম-সংকীর্ত্তন ॥
শুনিলে হরির নাম পাপের বিনাশ।
অনায়াসে মহাপাপী যায় স্বর্গবাস ॥
তারপর শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণসঙ্গে আসে গৃহে গোপ-গোপীগণ ॥
গৃহে আসি গোপ-গোপী আনন্দে মগন।
বলে রামকৃষ্ণ আজি দিলেন জীবন ॥
পরেতে রাখিল কৃষ্ণ ঘোর দাবানলে।
নতুবা পুড়িয়া ভস্ম হ'তাম সকলে ॥
কেহ বলে ধন্য হরি শ্রীনন্দনন্দন।
শিশুকালে পূতনারে করিল নিধন ॥
অসুর বধিল কত বনের ভিতর।
করিল অদ্ভুত কর্ম্ম কহিতে বিস্তর ॥
এইরূপে কত মতে নানা লীলা করি।
ভক্তের জীবন মন হরিলেন হরি ॥
এদিকে প্রাবৃট্ কাল হইল উদয়।
বলরাম সহ হরি সানন্দ-হৃদয় ॥
সঙ্গে যত ব্রজশিশু বনের ভিতর।
আনন্দে সকলে মিলি খেলে নিরন্তর ॥
আকাশেতে ঘনঘটা শব্দ বহে কত।
বিদ্যুতের শব্দে প্রাণ চমকে সতত ॥
চমকে বিদ্যুৎমালা নবঘন-ক্রোড়ে।
মনোহর বেশে ধরা কত শোভা ধরে ॥
আকাশ বিবিধ বর্ণে হ'য়েছে উজ্জ্বল।
নীল পীত লোহিতাদি বর্ণ সমুজ্জ্বল ॥
স্বভাবের শোভা তায় অপূর্ব্ব দর্শন।
মাঝে মাঝে বিন্দু বিন্দু হয় বরিষণ ॥
তাহে দিবাকর-প্রভা প্রকাশিত হয়।
ইন্দ্রধনু হেরি তাহে আনন্দ হৃদয় ॥
ক্ষণেক বিলয় হয় মেঘের ভিতর।
কোথা সে স্বভাব-শোভা দৃশ্য মনোহর ॥
নিবিড় জলদজালে ঢাকি নভস্তল।
কভু ঘন ঘন বৃষ্টি হয় অবিরল ॥
গৃহের বাহির কেহ দিবাতে না হয়।
নিশাপতি মৌন অতি নিশার সময় ॥
কাঁদে কুমুদিনী সতী বিনা শশধর।
খদ্যোতে শোভিত বৃক্ষ হয় নিরন্তর ॥
অস্থির করয়ে প্রাণ ভেক-কলরবে।
নৃত্য করে ময়ূরেরা আনন্দ-উৎসবে ॥
নদ নদী খাল বিল জলে পূর্ণ হয়।
শুষ্ক নাহি কোন স্থান সব জলময় ॥
ক্ষুদ্র নদ নদী সদা শুষ্ক ছিল যারা।
আনন্দ উথলে তথা জলপূর্ণ তারা ॥
দরিদ্র পাইলে ধন প্রফুল্ল যেমন।
তাহাদের সেইমত জানিবে লক্ষণ ॥
শস্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ শস্যতৃণে যত।
শ্যামল হরিত বর্ণে শোভিত সতত ॥
কি সুন্দর দৃশ্য করে নয়ন-রঞ্জন।
ঋষিগণ দরশনে আনন্দিত মন ॥

বনবাসী জীবগণ সদা আনন্দিত।
জলচর জীব যত সবে প্রফুল্লিত॥
চকোর উঠিয়া শূন্যে কত সুখী হয়।
কূর্ম্মদল খেলে কত আনন্দ হৃদয়॥
হংসকুল সবে জলে খেলে হংসী সঙ্গে।
বক সব কলরব করে নানা রঙ্গে॥
জলজ কুসুম কত হয় প্রস্ফুটিত।
কমল ফুটিয়া গন্ধে করে আমোদিত॥
কুমুদিনী আমোদিনী সব জলে ভাসি।
শৈবাল বিশাল মুখ রয়েছে বিকাশি॥
এইরূপে সবাকার প্রফুল্ল অন্তর।
নদ নদী জলে পূর্ণ তরঙ্গ বিস্তর॥
পর্ব্বত হইতে জল ঝর ঝর ঝরে।
ধরিয়া বিবিধ রূপ ধাইছে সাগরে॥
পথঘাট তৃণপূর্ণ কত শোভা হয়।
কভু মেঘে ঘনঘটা কভু শুভ্রময়॥
মেঘাচ্ছন্ন হয় ধরা ডাকে মহারবে।
মহানন্দে নৃত্য করে শিখিদল সবে॥
বৃক্ষদল শোষে জল হর্ষ কত হয়।
কৃষ্ণ বলরাম তাহে আনন্দ হৃদয়॥
ধেনু সঙ্গে মহারঙ্গে যায় সবে বনে।
দুগ্ধ-ভারে ফাটে স্তন যত ধেনুগণে॥
আগে আগে যায় ধেনু মন্দ মন্দ গতি।
পিছে যায় রামকানু মহানন্দ মতি॥
সুখেতে কানন-মাঝে শ্রীকৃষ্ণ বিহরে।
বরিষণ-কালে ধায় গুহার ভিতরে॥
কখন বসিয়া থাকে পাদপের তলে।
উদর পূরণ করে যত বন-ফলে॥
এইরূপে বনমালী সখা-গণ সঙ্গে।
বলরাম সহ বনে খেলা করে রঙ্গে॥
কখন বা শিলাতলে বসিয়া সকলে।
ধড়া হ'তে খুলি ননী খায় কুতুহলে॥
কোন শিশু পত্র-ছত্রে শির আচ্ছাদিয়া।
ধেনুগণে হর্ষমনে আনে খেদাড়িয়া॥
কোন শিশু দ্রুত ধায় কর্দ্দম উপরে।
কেহ ভেক সঙ্গে মিলি ভেক-রব করে॥
কোন শিশু বৎস হ'য়ে গাভীদুগ্ধ খায়।
এই রূপে সখা-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলায়॥
এইরূপে বর্ষাকাল ক্রমে গত হয়।
তদন্তরে শরতের হইল উদয়॥
কি অপূর্ব্ব নব শোভা অপূর্ব্ব দর্শন।
শরতে নির্ম্মল জলে শোভে নবঘন॥
আকাশের যত মেঘ নিবৃত্ত হইল।
বরিষণ করিবারে কেহ না রহিল॥
জলদে আচ্ছন্ন শশী উদয় হইল।
স্নিগ্ধ করে মন হরে সবারে তুষিল॥
জলেতে কমল ফুটে কুমুদ কাননে।
নব ফুল ফলে শোভে কত বৃক্ষগণে॥
খর বেগ হীন হয় সব জলাশয়।
আর এক নব ভাব ধরায় উদয়॥
আপনি শরৎকালে গগন-মণ্ডল।
চন্দ্রমা পাইয়া শোভা ধরে সুবিমল॥
কৃষ্ণপ্রেমে বৃন্দাবন হ'ল পুলকিত।
হরিণ-হরিণী নাচে হ'য়ে আনন্দিত॥
কত শস্য কত ফল ফুলেতে শোভিল।
কভু নাহি বৃন্দাবন সে শোভা দেখিল॥
শরতের সমাগমে ক্ষান্ত বরষণ।
জলদ প্রশান্ত ভাব করিল ধারণ॥
মৃদু মৃদু সমীরণ বহে অনিবার।
কুসুমের গন্ধে চিত্ত মাতিল সবার॥
জলজ স্থলজ যত ফুটে পুষ্পচয়।
মনোহর দৃশ্যে ধরা শোভে অতিশয়॥
নবান্নের মহোৎসব জাগে ঘরে ঘরে।
মাতিয়া উঠিল সবে এতদিন পরে॥
বণিক্ মুনি ও রাজা স্নাতকের দলে।
বরষায় রুদ্ধ ছিল গৃহেতে সকলে॥
এতদিনে বরষার হ'লে অবসান।
নিজ নিজ কার্য্য সবে করে অনুষ্ঠান॥

শরতের শোভা হেরি মাতিল ভুবন।
অন্তরেতে সবে করে হরি দরশন॥
হরিময় দৃষ্টিলাভ করে বৃন্দাবন।
মহিমা দেখায় মিলি এ তিন ভুবন॥
শরৎ-লীলাতে হরি ত্রিতাপ হরিয়া।
কোন্ লীলা করে শুন বৃন্দাবনে গিয়া॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
সমাপন হ'ল বর্ষা শরৎ-বিহার॥

ইতি বর্ষা ও শরৎ-বর্ণন।

একবিংশ অধ্যায়

গোপিকাগণের গীত

সম্বোধিয়া কহে শুক পাণ্ডব-নন্দনে।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা শুন স্থিরমনে॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই আর শিশুচয়।
পাইয়া শরৎকাল হরষিত হয়॥
লইয়া ধেনুর পাল যমুনার ধারে।
সবে যায় এক সাথে হর্ষ সহকারে॥
বসিয়া পুলিনে হরি সখাগণ সঙ্গে।
মধুর বেণুর ধ্বনি করে মহারঙ্গে॥
শুনিয়া গোপিনী যত কৃষ্ণ-বংশীধ্বনি।
পাগলিনী সম হয় সকলে অমনি॥
অবশ হইল অঙ্গ কাম উপজয়।
অস্থির শরীর সবে অচেতন হয়॥
সখীগণ মিলি তবে কহিতে লাগিল।
কানুর বেণুর রবে অস্থির করিল॥
কিবা সে মোহন-বেশ কালশশী ধরে।
শত শত চাঁদ যেন উছলিয়া পড়ে॥
ওগো সখী কিবা চূড়া শিখিপাখা তায়।
হেরিয়া মোহন বপু্ নয়ন জুড়ায়॥
কিবা নটবর বেশ সুচন্দ্র-বয়ান।
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ শশী হয় অনুমান॥
কুণ্ডলে শোভিত কর্ণ কত শোভা তার।
গলে দোলে নীলকান্ত মণিময় হার॥
নাসাগ্রে নোলক তাহে মৃদু মৃদু দোলে।
অলকা-শোভিত গণ্ড কান্তি সমুজ্জ্বলে॥
হেম সম অঙ্গ-কান্তি পরি পীতাম্বর।
গলে বৈজয়ন্তী মালা শোভা মনোহর॥
কি আর বলিব কানু কত গুণ ধরে।
মধুর বেণুর রবে কত সুধা ঝরে॥
কি আর কহিব সখী রূপের তুলনা।
রূপ হেরি কভু মনে থাকে না চেতনা॥
না হেরেছে যেইজন সে বিধুবদন।
নয়নেতে কিবা তার আছে প্রয়োজন॥
রাম-কৃষ্ণ মুখ-শশী না হেরে যে জন।
বৃথাই জনম তার বিফল জীবন॥
শুন সখী কহি মোরা অপূর্ব্ব বারতা।
অন্য কিছু নাহি জানি বিনা কৃষ্ণকথা॥
কৃষ্ণ বিনা অন্য গতি নাহি সখী আর।
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মাত্র সার॥
গোধন চরান কৃষ্ণ সঙ্গে সখাগণ।
ধেনুর পশ্চাতে সবে করয়ে গমন॥
বেণুরবে ধেনু সবে ফিরে অবিরত।
বেণুযুক্ত মুক্ত শশী তাহে শোভা কত॥
তাহে যে বঙ্কিম আঁখি কি কটাক্ষ তার।
যেই জন নয়নেতে হেরে একবার॥

সে নেত্র সফল তার কহিনু নিশ্চয় ।
দুই নেত্রে আস্বাদন কত আর হয় ॥
শত শত চক্ষু যদি হইত সবার ।
মিটিত কিঞ্চিৎ সাধ তবে একবার ॥
যেই নেত্রে কৃষ্ণমুখ না করে দর্শন ।
কি ফল সে নেত্রে তার বিফল জীবন ॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কাহিনী ।
কৃষ্ণরূপে বিমোহিত যতেক গোপিনী ॥
কৃষ্ণরূপ পুনঃ সবে বর্ণিতে লাগিল ।
নিজ নিজ সখীগণে সাদরে কহিল ॥
দেখ দেখি বনফুলে চূড়া সুশোভিত ।
চূড়া-ঘেরা মণিমালা মদন মোহিত ॥
রক্তবর্ণ পদ্মমালা দুলিছে গলায় ।
কি বিচিত্র শোভা সখী হইয়াছে তায় ॥
তাঁর সাথে খেলে যত ধেনু সমুদয় ।
নটবর রূপে মন বিমোহিত হয় ॥
বাঁশী বড় ভাগ্যবান্ জানিহ অন্তরে ।
কৃষ্ণের অধর-সুধা সদা পান করে ॥
অবিরত কৃষ্ণ তারে সুধা করে দান ।
সাধ মিটাইয়া বাঁশী করে তাহা পান ॥
দেখ ও বাঁশের বাঁশী কত আছে সুখে ।
অনুক্ষণ রহে সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখে ॥
বাঁশেতে জন্মিয়া বাঁশী মুখামৃত খায় ।
আমাদের এত ভাগ্য নাহি হ'ল হায় ॥
প্রশান্ত সাগর সেই কৃষ্ণের অধর ।
গোপী-ভাবে সুধা বাঁশী খায় নিরন্তর ॥
যত পায় তত খায় শেষ নাহি রয় ।
উদর পূরিলে শেষ করে অপচয় ॥
সে মুখ-অমৃত-মর্ম্ম বাঁশী কিবা জানে ।
তাই অপচয় করে কষ্ট পাই প্রাণে ॥
বংশের মধ্যেতে যদি হয় কোন জন ।
হরিভক্ত হরিদাস বিজ্ঞ বিচক্ষণ ॥
যথা সে কুলের লোক উল্লসিত হয় ।
সেই হ'তে সেই কুল পবিত্র করয় ॥
তেমন বাঁশের বাঁশী পবিত্র হইল ।
কৃষ্ণ-মুখে বংশী বেজে গোপী মজাইল ॥
মনোহর এ বংশীর সৌভাগ্য হেরিয়া ।
বংশ বৃক্ষ হ'তে সুধা পড়িছে ঝরিয়া ॥
শুনিয়া বেণুর রব শিশুগণ যত ।
মত্ত হ'য়ে নৃত্য করে আনন্দেতে কত ॥
ময়ূর ময়ূরী সবে আনন্দে মগন ।
হরিণ হরিণী সবে সতৃষ্ণ নয়ন ॥
জ্ঞানহীন পশুজাতি প্রেমে পুলকিত ।
কৃষ্ণের বেণুর রবে আনন্দে মোহিত ॥
সবে তারা কৃষ্ণ-মুখ করি নিরীক্ষণ ।
পেয়েছে পরম প্রীতি আনন্দে মগন ॥
সখীরে সম্বোধি সখী কহে দেখ সব ।
বিমানে আসিয়া দেব শুনে বংশীরব ॥
সঙ্গে করি নিজ নারী মোহিত অন্তরে ।
মহানন্দে কৃষ্ণ-মুখ নিরীক্ষণ করে ॥
মুক্তকেশে আছে কানু চকিত অন্তরে ।
শ্রবণেতে বেণু-রব মদন শিহরে ॥
আর দেখ চমৎকার ধেনু বৎস যত ।
বেণু-রব শুনি তারা হৃষ্ট হয় কত ॥
সুধাসম বেণু-রব করি আস্বাদন ।
তৃণ-গ্রাস ত্যজি তারা আনন্দে মগন ॥
শ্রবণ নয়ন স্নিগ্ধ শুনি বেণু-রব ।
হাম্বা রবে কৃষ্ণ-পাশে আসে ধেনু সব ॥
যখন সে বংশীধারী বংশীরব করে ।
অমনি যে ধেনু-বৎস ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
শীঘ্র করি আসি করে কৃষ্ণ পরশন ।
প্রেমে গদগদ নেত্রে অশ্রু বরিষণ ॥
ঘন ঘন কৃষ্ণ-মুখ নিরীক্ষণ করে ।
বৃন্দাবন-বনে আর হের অতঃপরে ॥
যত পক্ষিগণ মিলি শান্ত হয় সব ।
বসিয়া গাছের ডালে শুনে বংশীরব ॥
অবিরত কৃষ্ণ-মুখ করে নিরীক্ষণ ।
প্রেমানন্দে বংশীরব করয়ে শ্রবণ ॥

অন্য কথা তাহাদের না আইসে মুখে।
কর্ণ পাতি বংশীরব শুনে মহা সুখে॥
কি কব হে প্রিয়সখী যমুনা অচল।
বাঁশরীর রব শুনি স্থির হয় জল॥
হরি-অঙ্গ-স্পর্শ-আশে যমুনা-তরঙ্গ।
চরণযুগল ধরে প্রেমে ভরা অঙ্গ॥
কি কহিব সখী মোর মনের বেদন।
নদী পশু সকলেই কামে অচেতন॥
আর দেখ সখী এই গিরি গোবর্দ্ধন।
কত পুণ্য করেছিল না হয় বর্ণন॥
হরিদাস শ্রেষ্ঠ এই হয় গিরিবর।
রাম-কৃষ্ণ-পদরেণু পায় নিরন্তর॥
যে পদ পাবার আশে কত যোগিগণ।
যোগে বসি কোটিকল্পে ত্যজিল জীবন॥
তথাপিও পদরেণু তারা না পাইল।
সেই পদ গিরিবর হৃদয়ে ধরিল॥
ধন্য গিরি গোবর্দ্ধন এই বৃন্দাবনে।
রাম-কৃষ্ণ যাতে বসে আনন্দিত মনে॥
কৃষ্ণের চরণ পেয়ে গিরি পুলকিত।
সকলে সম্মান করে প্রেমে বিমোহিত॥
হেরি রাম-কৃষ্ণে এই গিরি গোবর্দ্ধন।
তৃণ কন্দ মূলে ফুলে করিছে পূজন॥
হের সখী রাম-কৃষ্ণ এই দুই জনে।
শিশু সহ আর যত ধেনু বৎসগণে॥
সবারে তোষেণ হরি বিবিধ বিধানে।
এইরূপে সখা সঙ্গে খেলে ফুল্ল প্রাণে॥
করয়ে নর্ত্তন আর বাঁশরী বাজায়।
হেরি যত গোপনারী মোহিত তাহায়॥
তাঁহাদের বেণু-রব শুনি মনোরম।
পুলকিত হইতেছে স্থাবর জঙ্গম॥
এইরূপে দেবলীলা হেরে বৃন্দাবন।
বংশীরবে মুগ্ধ হ'ল সমস্ত ভুবন॥

সুবোধ রচিল গীত প্রেমের সঞ্চার।
অপূর্ব্ব হরির লীলা ভক্তির আধার॥

ইতি গোপিকাগণের গীত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বস্ত্রহরণ

রাজা কহে মুনিবরে করি যোড়কর।
যা কহিলে মহামুনি প্রাণ-মুগ্ধকর॥
কৃষ্ণলীলা মনোহর সুধাময় অতি।
শ্রবণে পুলক চিত্তে হইল সম্প্রতি॥
কৃপা করি কহ শুনি সে সব কথন।
পরে কি করিলা হরি শ্রীনন্দনন্দন॥
শুকদেব কহে শুন কুরুকুল-সার।
পরম ধার্ম্মিক তুমি অতি শুদ্ধাচার॥
পূর্ব্ব কথা কহি শুন ওহে নরমণি।
ব্যাকুলিত-চিত্ত হ'ল যতেক রমণী॥
পাইতে সে নন্দসুতে মনে অভিলাষ।
হেমন্ত আগত তাহে প্রথম যে মাস॥
কৃষ্ণ-অনুরক্তা হয় যত আহিরিণী।
অনঙ্গে পীড়িত সবে যেন উন্মাদিনী॥
সদা ভাবে কি প্রকারে পাব কৃষ্ণধন।
কিরূপে পাইব সেই শ্রীনন্দনন্দন॥

কৃষ্ণের কারণ সবে সকাতর অতি।
ভাবে সদা মনে মনে যত ব্রজ-সতী॥
অনন্তর নরবর কহি বিবরণ।
অনুক্ষণ এইরূপ করয়ে চিন্তন॥
যতেক গোপের বালা মাতিল মদনে।
যমুনা-পুলিনে সবে যায় এক মনে॥
স্নানছলে নদী-জলে করিল গমন।
পার্ব্বতীরে সমাদরে করে আরাধন॥
বালুকাতে ভগবতী-মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
তাহারে পূজয়ে গোপী একমন হৈয়া॥
অনাহারে পূজা করে দেবী ভগবতী।
প্রতিদিন কাত্যায়নী পূজে ব্রজ-সতী॥
ভক্তিতে করয়ে পূজা বিবিধ বিধানে।
ধূপ দীপ আদি যত নৈবেদ্য প্রদানে॥
আনন্দিত গোপী যত পূজে মহেশ্বরী।
ভক্তিভরে তুলি ফুল সেবে সে শঙ্করী॥
নন্দসুত পতি হবে এই চিন্তা করে।
কাত্যায়নী পূজে সবে হরিষ অন্তরে॥
নানাবিধ ফুল ফলে করি আয়োজন।
ব্রজাঙ্গনা সর্ব্বজনা করে আরাধন॥
পূজা সমাপন করি যতেক রমণী।
মহানন্দে নৃত্যগীত করয়ে অমনি॥
পরে ব্রজ-কুলনারী দেবীস্তব করে।
করযোড়ে প্রণিপাত করে ভক্তিভরে॥
তুমি দেবী আদ্যাশক্তি দেবী সনাতনী।
সকলের মূল তুমি জগৎ-জননী॥
মহামায়া হরজায়া যোগীর জীবন।
যোগমায়া বিশ্বেশ্বরী সংহার কারণ॥
হরপ্রিয়া হৈমবতী ঈশ্বরী সবার।
মনের মানস পূর্ণ কর অনিবার॥
গণেশ-জননী দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী।
সর্ব্বগতি ভগবতী হর-বিমোহিনী॥
ব্রজাঙ্গনা সর্ব্বজনা সেবি ও চরণে।
পতিরূপে পাই যেন নন্দের নন্দনে॥
এইরূপে নিত্য নিত্য যমুনার পরে।
পূজে গোপী কাত্যায়নী আনন্দ অন্তরে॥
পূজার সামগ্রী যত দেয় দ্বিজগণে।
হেনমতে করে ব্রত রহে সঙ্গোপনে॥
প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠি কালিন্দীতে যায়।
নিজ নিজ নাম সহ কৃষ্ণগুণ গায়॥
ছলে যমুনার জলে যায় স্নান তরে।
একান্ত মনেতে সবে দেবীপূজা করে॥
হেনমতে একমাস পূজে ভগবতী।
তাহে তুষ্ট মহেশ্বরী হইলেন অতি॥
গোপীগণে তুষ্ট মনে বর দিতে যায়।
মনে মনে কহে দেবী পাবে যদুরায়॥
পূজার নিয়ম যাহা হ'ল সমাপন।
শেষ দিনে আনন্দিত যত গোপীগণ॥
ব্রত-উপবাস করে গোপের রমণী।
ভাগবত-কথা সব অমৃতের খনি॥
যেবা শুনে যেবা গায় শ্রীকৃষ্ণ-কথন।
অনায়াসে মোক্ষ পায় বেদের বচন॥
শুকদেব কহে পুনঃ শুন নররায়।
কি ঘটিল অতঃপর কহিব তোমায়॥
শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা অতি অপূর্ব্ব কথন।
ভক্তি করি যেই নর করয়ে শ্রবণ॥
ভবের কলুষ যত বিদূরিত হয়।
রোগ শোক আদি ভয় তার নাহি রয়॥
অপূর্ব্ব কাহিনী কহি শুন নরপতি।
শ্রবণে হইবে তব আনন্দিত মতি॥
এইরূপে দেবী পূজে গোপাঙ্গনা সবে।
ক্রমে ক্রমে একমাস অপগত যবে॥
ব্রতশেষ দিনে সবে আনন্দিত মন।
যমুনার তটে যায় গোপী সর্ব্বজন॥
পূজার সামগ্রী সবে করিয়া সংহতি।
ব্রত-আচরণে সবে করিলেন মতি॥
নানাবিধ ফুল সব লইল যতনে।
অশোক কিংশুক বক বিবিধ বরণে॥

জবা জাতি গোলাপাদি কামিনী টগর।
মল্লিকা-মালতী বেল অতি মনোহর ॥
কত যে লইল পুষ্প নাম ল'ব কত।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি নিল শত শত ॥
পূজিবারে হৈমবতী হর্ষ সহকারে।
আনন্দেতে সবে ধায় যমুনার ধারে ॥
নন্দসুত হেতু সবে যেন পাগলিনী।
স্নান হেতু জলে নামে যতেক গোপিনী ॥
যমুনার তীরে রাখি বসন ভূষণ।
নামিল অগাধ জলে স্নানের কারণ ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণচিন্তা করয়ে তখন।
কিরূপে পাইব কৃষ্ণ সদা এই মন ॥
যমুনার জলে ক্রীড়া করে ব্রজাঙ্গনা।
উলঙ্গিনী হ'য়ে সবে জলে নিমগনা ॥
সবে মিলি কুতূহলে জলকেলি করে।
পরিধেয় বস্ত্র যত রাখিল উপরে ॥
বিবিধ পূজার দ্রব্য করি আয়োজন।
জলেতে বিহার করে আনন্দিত মন ॥
মনে মনে বংশীধারী সকলি জানিল।
শিশুগণ সঙ্গে হরি তথায় আইল ॥
দ্বাদশ রাখাল সঙ্গে আর হলধর।
পূজার সকল দ্রব্য খাইল সত্বর ॥
পূজার সামগ্রী যত করিয়া ভোজন।
গোপীদের ছিল যত বিবিধ বসন ॥
সেই সব বস্ত্র কৃষ্ণ হরিয়া তৎপর।
উঠিলেন অবিলম্বে কদম্ব উপর ॥
বসন হরিয়া কৃষ্ণ বৃক্ষে গিয়া চড়ে।
শিশুগণ তাহা দেখি উচ্চহাস্য করে ॥
এইরূপ করে হরি গোপীরা না জানে।
জলেতে বিহার করে আনন্দিত প্রাণে ॥
কেহবা ডুবিছে জলে অতি কুতূহলে।
কেহবা কুম্ভীর সম ভাসে সেই জলে ॥
এইরূপে গোপীগণ যমুনার জলে।
কৃষ্ণচিন্তা করি মনে খেলিছে সকলে ॥
হেনকালে বৃক্ষডালে শ্রীকৃষ্ণ তখন।
হাস্যাননে গোপীগণে করে সম্বোধন ॥
হৃষ্টমনে নন্দসুত কহে সর্ব্বজনে।
বলি শুন হিতবাণী তোমরা এক্ষণে ॥
কাত্যায়নী পূজিবারে করি আয়োজন।
আনিলে বিবিধ দ্রব্য পূজার কারণ ॥
কে হরিল সেই দ্রব্য ওগো ব্রজাঙ্গনা।
কোন্ দেব তোমাদের করিল ছলনা ॥
যতনে আনিলে দ্রব্য পূজার কারণ।
কোথা গেল সেই দ্রব্য দেখ না এখন ॥
ব্রত সমাপন দিনে পূজিবে পার্ব্বতী।
কি জানি করিল কেবা এতেক দুর্গতি ॥
কূলেতে রাখিলে সবে আপন বসন।
সে সব বসন কেবা করিল হরণ ॥
জলেতে খেলিছ সবে আনন্দেতে মেতে।
নগ্নবেশে কি প্রকারে উঠিবে কূলেতে ॥
কাত্যায়নী-ব্রতফল এই কি ফলিল।
পরিধেয় বস্ত্র সব কেবা হরি নিল ॥
এখন উলঙ্গ বেশে গৃহে যাও চলি।
শুন গোপকুল-নারী সার কথা বলি ॥
এইরূপে বৃক্ষে বসি নন্দের নন্দন।
ছল করি কহে কত করি সম্বোধন ॥
নন্দসুত-বাক্য শুনি ব্রজগোপীগণ।
বিস্ময়েতে মুগ্ধ হ'ল সবাকার মন ॥
যমুনার কূল-পানে করি নিরীক্ষণ।
পূজার যতেক দ্রব্য যতেক বসন ॥
না হেরিয়া গোপীদের জাগিল বিষাদ।
বলে হায় একি দায় ঘটিল প্রমাদ ॥
কোথা গেল পূজা-দ্রব্য কোথায় বসন।
কে হেন ছলনা করি করিল হরণ ॥
চিন্তিত অন্তরে সবে কহে পরস্পরে।
নিত্য নিত্য করি কেলি নদীর ভিতরে ॥
নিত্য এই স্থানে মোরা রাখি যে বসন।
আজি কে করিল চুরি না জানি কারণ ॥

অন্য কোন দিনে কিছু নাহি যায় চুরি।
আজ কে আসিয়া করে এ হেন চাতুরী॥
আজ কেন হেন দশা মোদের ঘটিল।
জলে থাকি অশ্রুজলে নয়ন তিতিল॥
উঠিতে না পারে তীরে উলঙ্গ সকলে।
লজ্জার কারণ সবে মগ্ন রহে জলে॥
প্রেমে পুলকিত গোপী প্রফুল্লবদন।
হাস্য করে পরস্পরে করি নিরীক্ষণ॥
নম্র হ'য়ে কৃষ্ণ প্রতি কহে ব্রজাঙ্গনা।
কেন হরি এ চাতুরী করিছ ছলনা॥
পরিধেয় বস্ত্র আর পূজা-দ্রব্য যাহা।
তুমিই হরিলে হরি জানিয়াছি তাহা॥
মুগ্ধ হ'য়ে গোপী সবে কহিছে তখন।
হেন অনুচিত কর্ম্ম কর কি কারণ॥
নন্দের নন্দন তুমি রহ নন্দগ্রামে।
মোরা পুলকিত কৃষ্ণ হই তব নামে॥
তোমার প্রেমেতে মোরা মুগ্ধ গোপীগণ।
তোমার বেণুর রবে মুগ্ধ প্রাণ মন॥
হেন অনুচিত কর্ম্ম উচিত না হয়।
সকল বালক-শ্রেষ্ঠ তুমি গুণময়॥
যা হবার হইয়াছে কি কহিব আর।
এখন ফিরায়ে দাও বস্ত্র সবাকার॥
কেন হরি বস্ত্র হরি করিছ ছলনা।
কেন বা দিতেছ তুমি এতেক যন্ত্রণা॥
রমণী-বসন তুমি হরিলে কৌশলে।
শীতে কাঁপি কি রূপেতে রহি বল জলে॥
দয়া করি দেহ হরি সবার বসন।
হিম ঋতু হিম জলে দহিছে জীবন॥
শীতেতে অন্তর দহে ব্যাকুল হৃদয়।
যন্ত্রণা দিও না বস্ত্র দেহ দয়াময়॥
আর এক নিবেদন শুন বংশীধারী।
তব পদে হব দাসী যত ব্রজনারী॥
তব আজ্ঞা অনুগত সকলে হইব।
যে আজ্ঞা করিবে হরি তাহাই করিব॥
সতত তোমার সেবা করিব সকলে।
আর না থাকিতে পারি এই হিমজলে॥
অল্পেতে বসন যদি না করিবে দান।
এই কথা জানাইব গিয়া রাজস্থান॥
শুনিয়া গোপিনী-বাণী নন্দের নন্দন।
হাসি হাসি কহে তবে মধুর বচন॥
যদ্যপি আমার দাসী নিশ্চয় হইবে।
তবে কেন বৃথা সব জলেতে রহিবে॥
জল হ'তে উঠি সবে মিলিত হইয়া।
ল'য়ে যাও বস্ত্র মম নিকটে আসিয়া॥
যদি হেথা নাহি এস ওহে গোপীগণ।
কোনমতে তোমাদের না দিব বসন॥
রাজারে বলিয়া দিবে বলিলে আমায়।
দেখাইলে ভয় মম কি ভাবনা তায়॥
কৃষ্ণের বচনে তবে যতেক রমণী।
করযোড়ে কহে তবে শুন গুণমণি॥
শুন শুন দয়াময় করি নিবেদন।
পূজার যতেক দ্রব্য করিলে হরণ॥
শিশুগণ সহ তাহা ভক্ষণ করিলে।
দেবীর পূজার দ্রব্য কেমনে খাইলে॥
এখন মিনতি হরি করি তব পায়।
কেন এ যন্ত্রণা আর দেহ শ্যামরায়॥
অবলা গোপের বালা কেন এ ছলনা।
শীতেতে কাঁপিছে দেহ দিও না যন্ত্রণা॥
একে হিম ঋতু হয় তাহে হিমজল।
হিমেতে সবার অঙ্গ হ'তেছে বিকল॥
পায়ে ধরি ওহে হরি ছল পরিহর।
দয়া করি অবলার বস্ত্র দান কর॥
ওহে হরি কৃপা করি দাও বস্ত্র সব।
কেন আর লজ্জা দাও ওহে শ্রীমাধব॥
এ কি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ করিছ এখন।
লজ্জাময় তুমি হরি লজ্জা-নিবারণ॥
আমাদের লজ্জা কিবা তোমার নিকটে।
এখন রাখহ হরি এ ঘোর সঙ্কটে॥

তোমার সৃজিত অঙ্গ তুমি কি দেখিবে।
কেবল অবলাকুলে লজ্জিত করিবে॥
আমরা তোমায় সবে জানি হে এখন।
প্রাণ-মন ও চরণে করেছি অর্পণ॥
উলঙ্গিনী রহিয়াছি মোরা যত নারী।
বস্ত্র দান কর তুমি ওহে লজ্জাহারী॥
গোপিকা-বচনে তবে শ্রীনন্দনন্দন।
হাস্যাননে গোপীগণে কহিল তখন॥
এস তীরে লহ বস্ত্র আপন আপন।
না জানি কাহার বস্ত্র হয় কি বরণ॥
যার যেই বস্ত্র তাহা লইবে চিনিয়া।
এইরূপে কহে হরি হাসিয়া হাসিয়া॥
এত শুনি শ্রীহরির সুমিষ্ট বচন।
সাহস পাইয়া কহে গোপকন্যাগণ॥
যাঁহারে দিতেছি মোরা জীবন-যৌবন।
তাঁহার নিকটে লজ্জা কিসের কারণ॥
এত ভাবি মনে মনে যত গোপনারী।
হস্তে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া যায় সারি সারি॥
কদম্ব তরুর তলে সবে মিলি যায়।
মাথা নত করি সেথা দাঁড়ায় লজ্জায়॥
কৃষ্ণ কহে ব্রজাঙ্গনা কেন মৌন রহ।
হস্ত তুলি কার কোন্ বস্ত্র মোরে কহ॥
এক হস্ত তুলি সবে বসন দেখায়।
তাহা হেরি গোপী প্রতি কহে যদুরায়॥
করযোড়ে প্রণমহ আমারে এখন।
করিয়া প্রণাম বস্ত্র করহ গ্রহণ॥
কহি তবে গোপীকুল শুন মোর কথা।
মম বাক্য কদাচিৎ না হবে অন্যথা॥
বিবস্ত্র হইয়া জলে হইলে মগন।
জলরূপী হয় সেই দেব নারায়ণ॥
অতএব হ'ল তাহে দেবতা-হেলন।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে কর তাহার বন্দন॥
দেবতা-হেলনে পাপ হইল প্রচুর।
প্রণাম করিলে হবে সেই পাপ দুর॥
আগে সেই নারায়ণে করহ প্রণতি।
পরে নিজ নিজ বস্ত্র লহ ব্রজসতী॥
ওহে ব্রজবালাগণ ব্রতস্থা হইয়া।
স্নান করিয়াছ জলে বসন ত্যজিয়া॥
অপরাধ হইয়াছে তাহে বিলক্ষণ।
এতেক শুনিয়া তবে গোপবালাগণ॥
আপন আপন মনে এরূপ ভাবিল।
ব্রত বুঝি ভঙ্গ এই কার্য্যেতে হইল॥
সাক্ষাৎ ব্রতের ফল সেই নারায়ণে।
প্রণাম করিয়া কহে পুলকিত মনে॥
আমাদের অঙ্গ আর কি দেখিবে হরি।
আমরা তোমার দাসী চিরদিন ধরি॥
তাহাদের বাক্য শুনি তুষ্ট ভগবান্।
পুনরায় সকলেরে বস্ত্র করে দান॥
কৃষ্ণ প্রতি তাহাদের ক্রোধ নাহি হয়।
দোষ না গ্রহণ করে গোপী সমুদয়॥
শ্রীকৃষ্ণ তাদের বস্ত্র করিয়া হরণ।
ঘোরতর পরিহাস করিলা যখন॥
বিন্দুমাত্র রুষ্ট তারা না হয় বস্তুতঃ।
প্রিয়ের দর্শনে সবে হয় বশীভূত॥
পরিধান করি সবে আপন বসন।
সলজ্জ দৃষ্টিতে কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ॥
সম্বোধিয়া তাহাদেরে নন্দের নন্দন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহিলা তখন॥
মনে মনে যে সঙ্কল্প ক'রেছ সবাই।
অন্তর্য্যামীরূপে আমি জানিয়াছি তাই॥
আমাতে নিবিষ্ট কভু চিত্ত যার রয়।
বাসনার ফলভোগ করিতে না হয়॥
শুন শুন সতীগণ বাক্য সুমধুর।
ভর্জ্জিত বীজের আর না হয় অঙ্কুর॥
যাও যাও ব্রজে ফিরে গোপিনীর দল।
তোমাদের মনোবাঞ্ছা হইবে সফল॥
আগামী পূর্ণিমা যবে আসিবে আবার।
তোমাদের সনে আমি করিব বিহার॥

আমারে উদ্দেশ করি করিয়াছ ব্রত।
সফল হইবে তাহা জানিও সতত ॥
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি ব্রজবালাগণ।
মনের আনন্দে ব্রজে করিল গমন ॥
অনন্তর ভগবান্ চরাইতে ধেনু।
চলিলেন বনমাঝে বাজাইয়া বেণু ॥
সঙ্গে চলে সঙ্গিগণ আর বলরাম।
নানারূপে ক্রীড়া পুনঃ করে অবিরাম ॥
বলরাম আর গোপ সহ নারায়ণ।
দেখিল বৃক্ষেতে কত ছত্র বিরচন ॥
তাহা দেখি নারায়ণ ব্রজবাসিগণে।
সম্বোধিয়া বলিলেন মধুর বচনে ॥
শ্রীদাম সুবল অংশু অর্জ্জুন বিশাল।
দেবপ্রস্থ বরূথপ বৃষভ সুমাল ॥
তোমরা সকলে হের এ বৃক্ষসকল।
বাঁচাইয়া রাখে সবে দিয়া কত ফল ॥
বাত বর্ষা রৌদ্র হিম সহিতেছে কত।
আমাদের রক্ষা সবে করিছে সতত ॥
দয়ালু সকাশে কেহ বিমুখ না হয়।
সেরূপ ইহারা তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥
পত্র পুষ্প ফল ছায়া গন্ধ মূল আর।
পল্লব বল্কলে তোষে অশেষ প্রকার ॥
এই ভাবে প্রশংসিয়া পাদপসকলে।
সঙ্গীদল সহ কৃষ্ণ চলে কুতূহলে ॥
শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-কথা সুধা-প্রবাহিণী ॥
মায়া লজ্জা দূর করি দেব নারায়ণ।
ভক্তেরে করেন সুখী লীলায় তখন ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
ভক্তিপ্রেমে সিদ্ধ কর ব্যাসের বিচার ॥

ইতি বস্ত্রহরণ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

যাজ্ঞিকদিগের শ্রীকৃষ্ণপূজা

জিজ্ঞাসিল পরীক্ষিৎ ওহে মহাত্মন্।
কহ শুনি কৃষ্ণলীলা অপূর্ব্ব কথন ॥
শুনিলে শ্রীহরি-কথা মোক্ষলাভ হয়।
সেই কথা কহ মোরে মুনি মহাশয় ॥
মনে করি এই কথা শুনি সর্ব্বক্ষণ।
কি কার্য্য করিল পরে শ্রীনন্দনন্দন ॥
বৃন্দাবন-বনে হরি করিল কি কাজ।
সুধামাখা সেই কথা কহ মুনিরাজ ॥
মৃদুভাষে নৃপবরে কহে তপোধন।
কৃষ্ণের চরিত-কথা সুধা-প্রস্রবণ ॥
যে কথা শ্রবণে লোক মোক্ষপদ পায়।
সেই কথা শুন আজ কহিব তোমায় ॥
একদিন শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা প্রকাশিল।
বালক সঙ্গেতে হরি বনে প্রবেশিল ॥
ধেনু সঙ্গে সাজাইয়া বিনাইয়া কেশ।
যমুনার তীরে তবে যান হৃষীকেশ ॥

ধেনুগণ আনন্দেতে দূর্ব্বাদল খায়।
যমুনা-পুলিনে হরি খেলিয়া বেড়ায়॥
শিশুসঙ্গে মহারঙ্গে খেলা করে কত।
সবে মেলি কত খেলে হর্ষে অবিরত॥
খেলিতে খেলিতে সবে আকুল ক্ষুধায়।
পরিশ্রান্ত হ'য়ে ক্লান্ত বসিল তথায়॥
কৃষ্ণ প্রতি শিশুগণ কহিল তখন।
ক্ষুধায় কাতর মোরা হয়েছি এখন॥
অন্ন বিনা আর মোরা চলিতে না পারি।
কোথায় পাইব খাদ্য কহ ত্বরা করি॥
হে রাম হে জনার্দ্দন মহাবীর্য্যবান্।
ব'লে দাও আমাদের খাদ্যের সন্ধান॥
ক্ষুধায় জীবন যায় করি কৃপাদান।
ক্ষুধানল হ'তে সবে কর পরিত্রাণ॥
হইল কাতর দেখি সকলে ক্ষুধায়।
কহিলেন তবে সবে বৃন্দাবন-রায়॥
শুন সখাগণ এক আমার বচন।
সম্মুখে দেখিছ এই মুনি-তপোবন॥
এই বন-মাঝে আছে দ্বিজের বসতি।
শাস্ত্রবিশারদ সবে ধর্ম্মে সদা মতি॥
করিছে সকলে যজ্ঞ হরিষ অন্তরে।
মম নাম জপ তারা করে নিরন্তরে॥
আঙ্গিরস নামে যজ্ঞ করিছে সকলে।
প্রসাদ খাইতে সবে যাও দলবলে॥
অনুক্ষণ মোরে সবে করে আরাধন।
শীঘ্র করি তথা সবে করহ গমন॥
মোরে নাহি জানে আমি মানব-আকার।
তাহাদের কাছে কহ প্রার্থনা আমার॥
অঙ্গিরস নামে সেথা আছে এক স্থান।
সেথা যজ্ঞ করে যত ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
বেদবাদী বিপ্রগণ স্বর্গবাস তরে।
করিতেছে যজ্ঞ তারা প্রফুল্ল অন্তরে॥
মোর বাক্যে সেই স্থানে যাও শীঘ্রগতি।
মাগিলে দিবেক অন্ন শুনহ সম্প্রতি॥
চাহিলে দিবেক অন্ন না হবে অন্যথা।
শীঘ্রগতি যাও সবে অন্ন পাবে তথা॥
একথা শুনিয়া যত ব্রজ-শিশুগণ।
শীঘ্রগতি যজ্ঞস্থানে করিল গমন॥
গিয়া বিপ্র-সন্নিধানে প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি করি তবে কহিতে লাগিল॥
শুন বিপ্রগণ করি এক নিবেদন।
কৃষ্ণ-বাক্য-অনুসারে হেথা আগমন॥
দূরবনে ধেনু সহ বাস করে হরি।
গোচারণ করিছেন নিবেদন করি॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি মোরা শুনহ বচন।
অন্ন দেহ আমাদের করিব ভোজন॥
আমরা সকল শিশু ক্ষুধিত এখন।
দেহ অন্ন সবাকারে করিব ভক্ষণ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই করিল প্রেরণ।
দয়া করি অন্নদান কর দ্বিজগণ॥
এই কথা যেই মাত্র কহিল তথায়।
শ্রবণে না শুনে কেহ ভাবে একি দায়॥
যজ্ঞেতে আহুতি সবে দেয় দ্বিজগণ।
রাখালের কথা তারা না করে শ্রবণ॥
পরম কারণ কৃষ্ণে কিছু না জানিল।
অহঙ্কারে মত্ত কৃষ্ণে মানুষ মানিল॥
দেশ কাল যজ্ঞ মন্ত্র তন্ত্র বহ্নি আর।
দ্রব্য ধর্ম্ম সব কিছু যাহার আকার॥
পরব্রহ্ম অধোক্ষজ যিনি ভগবান্।
তাহারে না জানে কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
অবজ্ঞা করিয়া কেহ অন্ন নাহি দিল।
শিশুগণ সহ কেহ কথা না কহিল॥
সকলেই মহা-ব্যস্ত যজ্ঞে দেয় মন।
হতাশে ফিরিয়া গেল যত শিশুগণ॥
সবে আসি শীঘ্রগতি কৃষ্ণেরে কহিল।
কেহ নাহি দেয় অন্ন অবজ্ঞা করিল॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি শ্রীনন্দনন্দন।
পুনর্ব্বার শিশুগণে কহিল তখন॥

শুন সখাগণ পুনঃ বচন আমার।
তথায় গমন সবে কর আর বার ॥
যথা দ্বিজ-পত্নীগণ যাহ সেই স্থানে।
আমার সকল কথা বলিবে সেখানে ॥
মম প্রতি বড় ভক্তি আছে সবাকার।
আমার চরণ ভিন্ন নাহি জানে আর ॥
বড় দয়াবতী তারা শুনহ বচন।
পুনঃ সেইখানে ভাই করহ গমন ॥
আমাদের নামে অন্ন চাহিয়া লইবে।
তখন তাহারা অন্ন প্রদান করিবে ॥
কৃষ্ণ-বাক্য শুনি পুনঃ যত শিশুগণ।
দ্বিজ-পত্নী-পাশে সবে করিল গমন ॥
প্রণাম করিয়া কহে দ্বিজ-পত্নীগণে।
হেথায় আসিনু মোরা কৃষ্ণের বচনে ॥
শুন গো জননী সবে কহি বিবরণ।
গোচারণে আসিয়াছে নন্দের নন্দন ॥
বলরাম আদি আর যত শিশু রয়।
ক্ষুধায় আকুল তারা জানিবে নিশ্চয় ॥
শীঘ্র করি দেহ অন্ন বিলম্ব ক'র না।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ ওগো দ্বিজাঙ্গনা ॥
শুনিয়া শিশুর বাণী বিপ্রপত্নীগণ।
শিশুগণ প্রতি তবে জিজ্ঞাসে তখন ॥
তোমাদের হেথা কেবা করিল প্রেরণ।
বল বল ত্বরা করি ওহে শিশুগণ ॥
অন্ন দিব পরিতোষে সহিত ব্যঞ্জন।
কহ সত্য মিথ্যা নাহি কহ কদাচন ॥
তাহা শুনি শিশুগণ কহিতে লাগিল।
কৃষ্ণ আমাদের হেথা পাঠাইয়া দিল ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই ভাণ্ডীর কাননে।
ক্ষুধায় আকুল সবে অন্নের কারণে ॥
পাঠাইল আমাদিগে শুন গো জননী।
মধুবনে আছে বসি কৃষ্ণ গুণমণি ॥
শুন মাতা কহি মোরা বিশেষ বচন।
দিবে কি না দিবে অন্ন বলহ এখন ॥
যদি নাহি দাও অন্ন ফিরে যাব তথা।
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া কহিব এ কথা ॥
শ্রবণে শিশুর বাণী বিপ্রপত্নীগণ।
কৃষ্ণ দরশন হেতু আনন্দিত মন ॥
অদ্ভুত চরিত্র কৃষ্ণ নিত্য শুনি কাণে।
হেরিতে তাঁহারে আজ সাধ জাগে প্রাণে ॥
দেখিবারে কৃষ্ণনিধি আকুল হৃদয়।
অন্তরে আনন্দ সবা হয় অতিশয় ॥
কতই আনন্দ তবে মনে উপজিল।
অন্ন দিতে সকলেই প্রস্তুত হইল ॥
অন্ন দিতে মধুবনে যাইতে উদ্যত।
স্বর্ণপাত্রে লয় অন্ন পূর্ণ করি কত ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সকলি লইল।
মধুবনে হর্ষমনে যাইতে লাগিল ॥
মহানন্দে যায় সব বিপ্রের কামিনী।
সমুদ্রে মিলিতে যায় যেমন তটিনী ॥
যাইতে নিষেধ করে যত বিপ্রগণ।
কিন্তু তারা কোনমতে না মানে বারণ ॥
কৃষ্ণ-দরশন আশা আছে মনে মনে।
না শুনি বারণ সবে চলে মধুবনে ॥
সত্বর গমন করে প্রীতি-সহকারে।
হৃষ্টচিত্তে সবে ধায় যমুনার ধারে ॥
আনন্দেতে পুলকিত বিপ্র-ভার্য্যাগণ।
লইল অনেক অন্ন সহিত ব্যঞ্জন ॥
পায়স পিষ্টক কত নিল পাত্র ভ'রে।
কত যে লইল খাদ্য প্রফুল্ল অন্তরে ॥
শীঘ্রগতি সবে ধায় কৃষ্ণ-দরশনে।
অন্ন ল'য়ে উপনীত সেই মধুবনে ॥
যথা শ্যামরায় তথা গমন করিল।
মধুবন-মাঝে রাম কানুরে দেখিল ॥
সুরম্য কানন মাঝে বসি তরুতলে।
বলরাম সহ কৃষ্ণ রহে কুতূহলে ॥
আহা মরি কি মাধুরী নব জলধর।
রূপে যেন পূর্ণ শশী অতীব সুন্দর ॥

কিবা কান্তি মনোহর শ্যাম কলেবর।
নট সম শোভা পায় পরি পীতাম্বর ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল তাহা রতনে নির্ম্মিত।
নানাবিধ অলঙ্কারে হয়েছে শোভিত ॥
বক্ষোদেশ সুশোভিত কৌস্তুভ-ভূষণে।
গলে দোলে বনমালা নূপুর চরণে ॥
মালতী ফুলের মালা কণ্ঠ বিভূষণে।
চর্চ্চিত হ'য়েছে অঙ্গ কুসুম-চন্দনে ॥
অলকা-আবৃত গণ্ড হেরি মন হরে।
সুবর্ণ-কিরীট শোভে মস্তক উপরে ॥
তাহে শিখিপুচ্ছ শোভে ভুবন উজলে।
হেরি সে মাধুরী বিপ্র-রমণী সকলে ॥
আনন্দে উন্মত্ত সবে কৃষ্ণ-দরশনে।
অন্নথালা রাখি তথা প্রণমে চরণে ॥
মুনিবর কহে শুন ওহে নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনী হয় মধুময় অতি ॥
যতেক বিপ্রের নারী প্রণমে তখন।
কৃষ্ণ-দরশনে সবে আনন্দে মগন ॥
মনে মনে সর্ব্বজনে আশীর্ব্বাদ করে।
বিপ্রনারী স্তবে রত পুলক অন্তরে ॥
ওহে দেব ভবধব তুমি সর্ব্বসার।
সবার ঈশ্বর তুমি তুমি সর্ব্বাধার ॥
গুণময় সর্ব্বাশ্রয় জীবের জীবন।
সর্ব্বব্যাপী বিশ্বময় তুমি জনার্দ্দন ॥
সর্ব্বগতি সৃষ্টিপতি নির্গুণ সাকার।
শক্তিরূপ বিশ্বভূপ পুরুষ আকার ॥
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয়।
জীবের সংহার-কর্ত্তা ওহে বিশ্বময় ॥
তুমি ব্রহ্ম আদি মূল তুমি মহেশ্বর।
ধর্ম্ম ইন্দ্র গণপতি যম সৃষ্টিধর ॥
পুরুষ-আকৃতি তুমি বিশ্বের কারণ।
অনাদি অনন্ত তুমি দৈত্য-বিনাশন ॥
সবাকার বীজ তুমি সবার জনক।
এ বিশ্ব তোমাতে নাথ তুমিই পালক ॥
আপন ইচ্ছায় হরি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিলা।
মহা বিরাটের অঙ্গ আপনি স্থাপিলা ॥
কার্য্যময় যোগময় তুমি যোগেশ্বর।
পরম কারণ তুমি পরম ঈশ্বর ॥
জ্ঞানের অতীত তুমি সর্ব্বতেজোময়।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ যশোদা-তনয় ॥
পীতাম্বর বংশীধারী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধাকান্ত বনমালী গোপিকামোহন ॥
শ্রীগোপাল গোপেশ্বর মুকুন্দ মুরারি।
মাধব মুরলী-ধারী শ্রীরাসবিহারী ॥
সর্ব্বানন্দ ব্রজেশ্বর ব্রজবিমোহন।
গোলোক-নিবাসী হরি গোপিকা-রমণ ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
তব গুণ বর্ণিবারে কার শক্তি হয় ॥
তোমার মহিমা প্রভু মোরা কি বর্ণিব।
বেদে অগোচর নাথ মোরা কি জানিব ॥
বীণাপাণি তব গুণ নারে বর্ণিবারে।
পঞ্চানন পঞ্চাননে কহিতে না পারে ॥
যোগিগণ ও-চরণ ভজে অনুক্ষণ।
তবু অন্ত কিছু নাহি পায় কোনজন্ ॥
অসীম জগৎ-মধ্যে অসীম মহিমা।
কেহ না কহিতে পারে তোমার যে সীমা ॥
অবলা কামিনী মোরা কি জানি ভজন।
দয়া করি দয়াময় দেহ শ্রীচরণ ॥
ওহে দীনবন্ধু মোরা কিবা জানি স্তব।
তোমার মায়ার খেলা কে বুঝে কেশব ॥
এত কহি কৃষ্ণপদে সকলে পড়িল।
ভক্তিভরে যুক্তকরে সবে প্রণমিল ॥
যত বিপ্রপত্নীগণ কৃষ্ণ-পদতলে।
করযোড়ে কৃষ্ণ প্রতি মৃদুভাষে বলে ॥
দয়া কর দয়াময় হইয়া সদয়।
আমাদের প্রতি কভু না হও নির্দ্দয় ॥
শুকদেব বলে কথা অতি পুরাতন।
বহুবিধ স্তুতি করে বিপ্রপত্নীগণ ॥

সর্ব্ব অন্তর্য্যামী হরি জানি মনে মন।
হাস্য করি কহিলেন মধুর বচন॥
মহাভাগ্যবতী সতী বিপ্রপত্নীগণ।
করিয়াছ হেথা সবে সুখে আগমন॥
বর মাগ মম কাছে তোমরা সবাই।
যে বর মাগিবে আজি পাইবে তাহাই॥
যাহা চাবে তাহা পাবে না হবে অন্যথা।
লহ বর মনোমত কহিনু সর্ব্বথা॥
তাহা শুনি রমণীরা কহিল তাঁহারে।
কৃপা করি প্রেম দাও আমা সবাকারে॥
অন্য বরে আমাদের নাহি প্রয়োজন।
কেবল সেবিব তব ও রাঙ্গা চরণ॥
তব পদে যেন মতি রহে রমাপতি।
কৃপা করি এই বর দেহ সবা প্রতি॥
গৃহে না যাইব ফিরে শুন জনার্দ্দন।
ভক্তিধন দেহ সবে এই নিবেদন॥
শুনিয়া তাদের বাণী শ্রীনন্দ-নন্দন।
হাস্যাননে সর্ব্বজনে কহেন বচন॥
তোমরা সকলে হও মহাভাগ্যবতী।
মনসুখে মম কাছে করিয়াছ গতি॥
পুণ্য বিনা কেবা পায় মোর দরশন।
বড় পুণ্যবতী সবে জানিনু এখন॥
যে জন একান্তে করে আমার সেবন।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি বিসর্জ্জন॥
সেই মুক্তিপদ পায় জানিবে নিশ্চয়।
এ ভব সংসারে পাপ কিছু নাহি রয়॥
অতএব সবে যাও নিজ নিজ ঘরে।
পতিপদ সেবা কর আনন্দ অন্তরে॥
যজ্ঞ করিতেছে তথা যত বিপ্রগণ।
অতএব শীঘ্র গৃহে করহ গমন॥
পরমে পরমপদ পাইবে সকলে।
আমার এ কথা কভু যাবে না বিফলে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কহে নারীগণ।
কেন এ নিষ্ঠুর বাণী কহ নারায়ণ॥
তোমার এ পাদপদ্ম কভু না ছাড়িব।
পাপগৃহে ফিরে মোরা কভু না যাইব॥
পতি পুত্র ভ্রাতা মিত্রে নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণে হরি লইনু শরণ॥
কিবা কার্য্য পাপগৃহে ওহে দয়াময়।
সকলি পাপের ভার জানিনু নিশ্চয়॥
তব পাদপদ্ম সার হয় এ সংসারে।
তব অদর্শনে প্রাণ রহে কি প্রকারে॥
এতেক কহিল যদি দ্বিজ-পত্নীগণ।
তাহাদের প্রতি তবে কহে নারায়ণ॥
মম বাক্য ধরি সবে গৃহে যাও ফিরে।
প্রাণপণে সেবা কর আপন পতিরে॥
হেথা আগমন হেতু নাহি কর দোষ।
আত্মীয় সকলে কেহ না করিবে রোষ॥
অতএব নিজ গৃহে করহ গমন।
অচিরে পাইবে সবে আমার চরণ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে বিপ্রপত্নীগণ।
নিজগৃহে যজ্ঞস্থলে করিল গমন॥
বিপ্রগণ তাহাদের প্রভাব দেখিয়া।
সবিনয়ে লয় পত্নী গ্রহণ করিয়া॥
পত্নীগণ সহ যজ্ঞকার্য্য করে সবে।
সমাপন করিলেন পরম উৎসবে॥
পরে শুন নৃপমণি কহি সে কাহিনী।
অন্ন আদি আনে যাহা দ্বিজের কামিনী॥
সকল বালক মিলি আনন্দিত মনে।
বৃক্ষ-পত্র ল'য়ে সবে বসিল ভোজনে॥
আনন্দেতে শিশুসহ শ্রীকৃষ্ণ তখন।
খাইল সে অন্ন আদি যতেক ব্যঞ্জন॥
ভোজন করিয়া তৃপ্ত সকলে হইল।
আচমন করি পরে সকলে উঠিল॥
এইরূপে নরলীলা করে নারায়ণ।
গোপ-বেশে গোপসহ গোপিকামোহন॥
হেথা কৃষ্ণে অনাদর করি বিপ্রগণ।
রমণীগণেরে হেরে কৃষ্ণপরায়ণ॥

ইহা দেখি যত দ্বিজ হ'তে সেই দিন।
শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর বলি বুঝে সমীচীন ॥
গোপনে গোপনে পূজা করেন কেশবে।
কংস-ভয়ে কাছে তাঁর নাহি যায় সবে ॥
নিজ নিজ কার্য্য হেতু নিজেরে নিন্দিল।
মনে বিচারিয়া তারা কহিতে লাগিল ॥
মানুষ ভাবিনু সেই কৃষ্ণ ভগবানে।
গোপবেশে গোপবাসে কে তাঁহারে জানে ॥
রাম কৃষ্ণ দুইজন পরম কারণ।
না জানি অবজ্ঞা মোরা করি সর্ব্বজন ॥
যখন আইল হেথা অন্ন মাগিবারে।
না চাহিনু ফিরে মোরা অতি অহঙ্কারে ॥
না জানি বিশেষ তত্ত্ব সদা দ্বেষ করি।
বিড়ম্বনা মায়াবশে না চিনিনু হরি ॥
অবলা কামিনীগণ তাঁহারে চিনিল।
ভক্তিতে পরম পদ সকলে পাইল ॥
ভক্তিহীন মোরা সব ধিক্ শত ধিক্।
নিতান্ত অজ্ঞান মোরা কি কব অধিক ॥
আমাদের যজ্ঞে কিবা আছে প্রয়োজন।
যজ্ঞ ব্রত আদি কর্ম্ম বিফল এখন ॥
ব্রত উপবাস যত সকলি বিফল।
ভক্তিহীন জীবনের আছে কিবা ফল ॥
জগৎ মোহিত হয় কৃষ্ণের মায়ায়।
কেমনে চিনিব সেই বিশ্বের পিতায় ॥
মায়ার প্রভাবে সবে হ'য়ে বিমোহিত।
ভক্তিশূন্য হই মোরা জানিনু নিশ্চিত ॥
বর্ণের প্রধান এই অহঙ্কার করি।
মোহিত হইয়া সবে না জানিনু হরি ॥
কি আশ্চর্য্য হয় ইহা যত নারীগণ।
ভক্তিতে কৃষ্ণের পদে লইল শরণ ॥
যাহা হ'তে মৃত্যু-পাশ হয় বিমোচন।
ভক্তিতে পাইল সেই অভয় চরণ ॥
অজ্ঞান অবলাকুল নাহি শুদ্ধাচার।
কিরূপে হইল ভক্তি ইহা সবাকার ॥
হরিপদে ভক্তি যার থাকে সর্ব্বক্ষণ।
তপ আদি কার্য্যে তার নাহি প্রয়োজন ॥
কেন না দিলাম অন্ন মত্ত অহঙ্কারে।
অবজ্ঞা করিনু হা বিশ্ববিধায়তারে ॥
আমাদের মত পাপী না দেখি ধরায়।
মহা অপরাধ মোরা করিনু যে হায় ॥
যাঁর লাগি করে লোকে বিবিধ অর্চ্চন।
যাগ আদি ক্রিয়া করে যাঁহার কারণ ॥
উদ্দেশেতে পূজে লোক নানা উপচারে।
নৈবেদ্য করিয়া পূজে তুষিতে যাঁহারে ॥
সেইজন নিজে আসি অন্ন যে মাগিল।
নিজহস্তে খাইবারে সাক্ষাতে আসিল ॥
নিতান্ত অভাগা মোরা জানিনু এখন।
নিতান্ত মোদের প্রতি বিধি বিড়ম্বন ॥
নতুবা যে পদ সেবে লক্ষ্মী সরস্বতী।
হেলায় ত্যজিনু মোরা সে পদ সম্প্রতি ॥
লক্ষ্মীপতি এসে অন্ন যখন মাগিল।
মোদের অবোধ মন কিছু না বুঝিল ॥
তপ জপ মন্ত্র তন্ত্র সকলের সার
পরম কারণ সেই বিধাতা সবার ॥
গোপরূপে গোপকুলে জনম লভিল।
ব্রহ্মরূপী নিরাকারে কেহ না জানিল ॥
সেই নারায়ণে মোরা নারিনু চিনিতে।
মায়াতে মোহিত হ'য়ে না পারি বুঝিতে ॥
নমো নমো নারায়ণ জগৎ-কারণ।
নমঃ কৃষ্ণচন্দ্র ওহে যশোদা-নন্দন ॥
মুকুন্দ-মুরারি হরি জগতের সার।
দয়াময় সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বমূলাধার ॥
না জানি তোমার তত্ত্ব এতেক যন্ত্রণা।
নিজগুণে ক্ষম দোষ না কর বঞ্চনা ॥
এইরূপে বিপ্রগণ দুঃখেতে মগন।
হরিপদ মনে মনে করেন চিন্তন ॥
কৃষ্ণ-দরশন-আশে আকুল হৃদয়।
কিন্তু নাহি যায় তথা করি বৃথা ভয় ॥

পুণ্যময় হরি-কথা সুধার সাগর।
সাধুগণ মনোসাধে পিয়ে নিরন্তর ॥
পরীক্ষিত মুনিবরে যোড়করে কয়।
কহ হরি-কথা দেব হ'য়ে কৃপাময় ॥
তোমার প্রসাদে প্রভু করি যে শ্রবণ।
দেহের কলুষ যত হয় বিমোচন ॥
বড়ই আনন্দ দেব অন্তরে উদয়।
কহ দেব পূর্ব্ব কথা অতি সুধাময় ॥
দয়া করি কহ মোরে সেই বিবরণ।
মোক্ষপদ পেলে কেন বিপ্রপত্নীগণ ॥
কেবা তারা পুণ্যবতী কহ তপোধন।
হেন কি করিল পুণ্য তারা সর্ব্বজন ॥
কেন বা দ্বিজের তারা রমণী হইল।
কিবা পাপে অবনীতে জনম লভিল ॥
পাপ কিবা পুণ্য-কার্য্য করিল সকলে।
হরি দরশন মাত্র মুক্তিপদ পেলে ॥
সেই সব বিবরণ বলহ বিস্তারি।
বল শুনি হরিকথা সুধার লহরী ॥
পূর্ব্বকথা কহি কর সন্দেহ ভঞ্জন।
আমার বাসনা পূর্ণ করহ এখন ॥
রাজার বচনে তবে কহে তপোধন।
পূর্ব্বেতে আছিল মহা ঋষি সপ্তজন ॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র পূর্ণ সে তেজেতে।
অঙ্গিরাদি সপ্ত ঋষি বিখ্যাত জগতে ॥
মহা তেজোময় তারা সপ্তজন হয়।
সাতজনে সাতনারী বিবাহ করয় ॥
নবীন যুবতী তারা রূপে মনোহর।
শশিসম সুবদনী অতি শোভাকর ॥
ভ্রূদ্বয় কামধনু কটাক্ষ তাহে বাণ।
মদন হেরিয়া হয় আপনি অজ্ঞান ॥
মনোহর পয়োধর শোভে বক্ষঃস্থলে।
কত কান্তি কত আভা রূপ যে উজলে ॥
সুশীলা সে ধর্ম্মপরা পরম রূপসী।
যেন ভূমিতলে পড়ে কত শত শশী ॥
দিব্য বস্ত্র পরিহিত সুচিত্র তাহায়।
হেরিয়া সে রূপ-রাশি সবে মোহ যায় ॥
মুনিগণে সর্ব্বক্ষণ আঁখি যায় ঠারে।
দরশনে মোহ-প্রাপ্ত হয় একেবারে ॥
পতিব্রতা সবে তারা পতি প্রতি মন।
অন্য জনে কভু তারা না করে দর্শন ॥
একদিন দৈবযোগে দেব হুতাশন।
তাহাদের রূপরাশি করে নিরীক্ষণ ॥
কুচযুগ মুখপদ্ম নয়নে হেরিল।
দৃষ্টিমাত্র কামবাণে মোহিত হইল ॥
কামিনী সকলে অগ্নি করিয়া ঈক্ষণ।
কামে মত্ত জ্ঞানহীন হয় হুতাশন ॥
এ দিকে কামিনীকুল নেহারি অনলে।
পীড়িত মদন-বাণে হইল সকলে ॥
ঘন ঘন হুতাশনে দেখে নারীগণ।
মুনি-পত্নীগণে করে এরূপ যখন ॥
অঙ্গিরাদি মুনি সব দরশন কৈল।
এ হেন ঘটনা যবে ঘটন হইল ॥
দেখি ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে কাঁপে ওষ্ঠাধর।
লোহিত হইল আঁখি দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥
ক্রোধেতে অনল প্রতি কহিল তখন।
বলি শুন দুরাচার তোরে হুতাশন ॥
মুনি-পত্নী দরশন কর কামভাবে।
এরূপ অধর্ম্ম কর্ম্ম কভু না সম্ভবে ॥
পরনারী মাতৃসম শাস্ত্রের বিধান।
তুমি জ্ঞানী ধর্ম্মমতি সবার প্রধান ॥
তোমার এরূপ কার্য্য না হয় উচিত।
এই হেতু পাবে শাস্তি ইহার বিহিত ॥
মম অভিশাপে তব হেন দশা হবে।
মম বাক্যে তুমি অগ্নি সকল ভক্ষিবে ॥
উত্তম অধম বলি না থাকিবে জ্ঞান।
তোমার পাপের এই উচিত বিধান ॥
ভক্ষ্য অবশেষ যাহা ভস্ম হবে তাহা।
অন্যথা না হবে আমি কহিলাম যাহা ॥

শুনিয়া মুনির বাক্য দেব হুতাশন।
শিরেতে হইল যেন অশনি পতন॥
শাপ-কথা বৈশ্বানর শ্রবণ করিল।
একেবারে হতজ্ঞানে ভূমিতে পড়িল॥
মনে মনে হুতাশন ভাবিতে লাগিল।
আপনি ধিক্কার করি কত যে কহিল॥
কেন হেন অপকার্য্যে মানস মাতিল।
আমা হ'তে এ অখ্যাতি কেন বা রটিল॥
কেন বা রমণীগণে করি দরশন।
কেন বা কামেতে বশ হলো মম মন॥
সামান্য কামের বশে উন্মত্ত হইনু।
এখন বিপদ-নীরে নিশ্চয় পড়িনু॥
যথা কর্ম্ম তথা ফল হইল আমার।
কেমনেতে দুঃখরাশি হ'তে হব পার॥
মনে মনে হুতাশন অনুতাপ করি।
মুনিগণ স্তব করি কহে সে বিস্তারি॥
ওহে মহামুনি মম ত্যজ সব দোষ।
অধমে মার্জ্জনা করি ছাড় যত রোষ॥
তুমি মহামুনি হও তপস্বীর সার।
হেন কর্ম্ম আমা হ'তে নাহি হবে আর॥
ধরি পায় মহাকায় মুক্ত কর শাপে।
দগ্ধ হইতেছি মুনি আমি মহাপাপে॥
এইরূপ যত স্তুতি অনল করিল।
ততই মুনির কোপ বাড়িতে লাগিল॥
অনলেতে শুষ্ক তৃণ হইলে পতন।
যেরূপ বাড়য়ে তেজ শুনহ রাজন॥
সেইরূপ মুনি ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল।
ক্রোধেতে মুনির দেহ কাঁপিতে লাগিল॥
নারীগণ প্রতি তবে ঘূর্ণিত নয়নে।
কহিতে লাগিল চাহি সেই মুনিগণে॥
পাপীয়সী সবে জন্ম ল'বে ভূমিতলে।
যেন কর্ম্ম তেন ফল শাস্ত্রে ইহা বলে॥
কর্ম্মোচিত ফল সবে লভিবে এখন।
মম বাক্যে অবনীতে করিবে গমন॥
মানবী হইবে সবে জানিবে নিশ্চয়।
বহু ক্লেশ পাবে সবে কভু মিথ্যা নয়॥
ব্রাহ্মণের ঘরে সবে জনম লভিবে।
দ্বিজের কুমারে সবে বিবাহ করিবে॥
মম বাক্য অন্যথা না হবে কদাচন।
যেন কর্ম্ম তেন ফল বিধির ঘটন॥
শুনি বাণী রমণীরা আকুল অন্তরে।
সকলে রোদন করে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
কি দশা হইল হায় কি হ'ল ঘটন।
মুনির চরণে তবে হইল পতন॥
কদলী যেমন পড়ে প্রবল বাতাসে।
সেই মত পড়ে কান্দি সবে মায়াবশে॥
ওহে দেব কেন হেন কহ কুবচন।
আমাদের কিবা দোষে করিলে এমন॥
নিষ্পাপী আমরা সবে ওহে মহামুনি।
বিনা দোষে দণ্ড কেন দাও মোরা শুনি॥
অপরাধী নহি মোরা তোমার চরণে।
নিষ্পাপী রমণী ত্যজ কেন অকারণে॥
দাসী প্রতি এত ক্রোধ কভু যুক্তি নয়।
বিনা দোষে বৃথা দণ্ড কেন মহাশয়॥
বিনা দোষে মুনিবর কেন হেন বিধি।
দাসীদের দোষ যত ক্ষম গুণনিধি॥
সহিতে যে পারি নাথ অশনি-পতনে।
যদ্যপি এ দেহ দগ্ধ হয় হুতাশনে॥
তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাত পারি যে সহিতে।
কিন্তু মোরা স্বামী-হীনে না পারি থাকিতে॥
সতীর জীবন পতি পতি সর্ব্বময়।
পতি বিনা সাধ্বী সতী জীবিত কি রয়॥
বিনা দোষে আমা সবে অভিশাপ দিলে।
অবনীতে অবতীর্ণ হইব সকলে॥
কতদিন রব মোরা কহ মহীতলে।
কতদিনে পুনর্ব্বার আসিব এ স্থলে॥
পতির বিরহানলে দগ্ধ সদা হব।
কহ দেব কতদিনে ও চরণ পাব॥

কি করিয়া নিজপতি ছাড়িব সকলে।
ধরাধামে কিবা সুখ দুঃখের সলিলে॥
দয়া কর দয়াময় আমা সবা প্রতি।
কহ নাথ কতদিনে ঘুচিবে দুর্গতি॥
ওহে নাথ কহি শুন প্রকৃত বচন।
অহল্যারে তার স্বামী শাপিল যখন॥
মহাক্রোধে মুনিবর অভিশাপ দিল।
পুনঃ সে সতীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইল॥
পুনশ্চ তাহারে মুনি করিল উদ্ধার।
ওহে মুনিবর কর দাসীর বিচার॥
সতীর জীবন মাত্র পতি যে নিশ্চয়।
পতি বিনা রমণীর কিবা সুখোদয়॥
কহিলাম মহামুনি শাস্ত্রের বচন।
পত্নী প্রতি স্বামী রোষ করে সর্ব্বক্ষণ॥
পুত্র আর শিষ্য প্রতি দোষে অবিরত।
বিনা দোষে কটু ভাষে আছয়ে বিহিত॥
ইহাদের প্রতি দণ্ড আছয়ে বিধান।
দোষ বিনা ক্রোধ করে ওহে মতিমান॥
যাহা ইচ্ছা তাহা দেব পার করিবারে।
নারী প্রতি বৃথা দোষে রোষ কি প্রকারে॥
তুমি দিলে দণ্ড দেব রাখে সাধ্য কার।
এখন মোদের প্রতি করহ বিচার॥
নারীর সকল দোষ ক্ষমিতে উচিত।
অবলার প্রতি কর যা হয় বিহিত॥
তব পদে অপরাধ করিয়াছি যত।
ক্ষম সেই অপরাধ ওহে সত্যব্রত॥
শাপান্ত করহ সবে হইয়া সদয়।
রমণীগণের দুঃখ দিতে যুক্তি নয়॥
শুনিয়া সবার বাণী মুনি মহামতি।
কিঞ্চিৎ হইল তবে সুস্থির প্রকৃতি॥
নিরীক্ষণ করি মুনি সবার বদন।
মায়ায় মোহিত করে অশ্রু বরিষণ॥
জিতেন্দ্রিয় মহাযোগী যত মুনিগণ।
তথাপি দুঃখিত অতি রমণী কারণ॥
কামিনীর কমনীয় মোহন মূরতি।
দরশনে মুনিগণ হয় স্নেহমতি॥
রমণী কারণে সবে দুঃখিত অন্তরে।
মূর্চ্ছাগত একেবারে যত মুনিবরে॥
রমণী-বিরহে সবে কাতর হইল।
স্থির নেত্রে সবাকারে দেখিতে লাগিল॥
নারীগণ-চন্দ্রানন করে নিরীক্ষণ।
শোকেতে আচ্ছন্ন অতি করয়ে রোদন॥
কেন্দে কয় একি দায় কি দশা ঘটিল।
শক্তিহীন প্রাণ বুঝি একেবারে গেল॥
এইরূপে সকলেতে দুঃখেতে মগন।
ভ্রাতৃবর্গে কহে মুনি করি সম্বোধন॥
সাবধানে ভাইগণ শুন মম বাণী।
যেন কর্ম্ম তেন ফল দেন চক্রপাণি॥
আপনার কর্ম্মভোগ করে জীব যত।
তাহাতে খণ্ডন হয় পাপ কত শত॥
সকল শাস্ত্রেতে এই আছয়ে নির্ণয়।
বিনা ভোগে কর্ম্মফল খণ্ডন না হয়॥
যেবা সেই কর্ম্ম করে সংসার ভিতরে।
অবশ্য সে ফল যাহা ফলিবে তাহারে॥
শাস্ত্রের বচন ইহা অন্যথা না হবে।
বহুযুগ অন্তে তাহা অবশ্য ফলিবে॥
পতিব্রতা নারী যেই সদা কান্তে মন।
না দেখে কখন অন্য পুরুষ-বদন॥
পতিসেবা রত সদা পতি প্রতি মন।
পতিরে সাধয়ে কহি সুমিষ্ট বচন॥
পতির সুখেতে সুখী অনুক্ষণ রহে।
পতি অদর্শনে প্রাণ নিরন্তর দহে॥
সতী নারী ধর্ম্মমতি পতিব্রতা হয়।
পতিসহ সেই সতী গোলোকেতে রয়॥
এত কহি মুনিগণ নারীগণে বলে।
নরযোনি হ'য়ে সবে রবে ভূমণ্ডলে॥
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম হবে সবাকার।
দ্বিজের রমণী হবে কহিলাম সার॥

যেইকালে হরিপদ হবে দরশন।
মুক্তিপদ পাবে সবে শুনহ বচন ॥
গোলোকে গমন হবে হরির কৃপায়।
কিঙ্করী হইবে সবে শ্রীহরির পায় ॥

সুবোধ রচিল গীত সুধার সাগর।
সাধুগণ পিয়ে সদা আনন্দ অন্তর ॥

ইতি যাজ্ঞিকদিগের শ্রীকৃষ্ণপূজা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ

শুকদেব কহে শুন রাজার তনয়।
একদিন নন্দ গোপ বিহিত সময় ॥
ব্রজবাসী যত গোপ একত্র হইল।
ইন্দ্রদেবে পূজিবারে উদ্যোগ করিল ॥
আনন্দে উন্মত্ত সবে ব্রজবাসিগণ।
পূজার বিবিধ দ্রব্য করে আয়োজন ॥
বাদ্য আদি মহারব হইল নগরে।
মহাকোলাহল হয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥
যত গোপ গোপী তবে হৃষ্টচিত্ত হ’য়ে।
নানাবিধ দ্রব্য সব আসিলেন ল’য়ে ॥
পূজার কারণ গোপ গোপী যত জন।
সকলে আনন্দনীরে হইল মগন ॥
পবিত্র করিয়া স্থান ষষ্ঠীরে স্থাপিল।
মাল্য আদি দিয়া তাহা সজ্জিত করিল ॥
নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপিত তাহায়।
এইরূপে দেবরাজে পূজিবারে যায় ॥
স্নান করি শুচি হ’য়ে পট্টবস্ত্র পরি।
ভক্তিভাবে বসি রয় আসন উপরি ॥
বহুবিধ দ্রব্য সবে করে আয়োজন।
পূজিতে সে দেবরাজে যত গোপগণ ॥
পুরোহিত দ্বিজ তথা উপস্থিত হয়।
নৈবেদ্য প্রভৃতি আনে যত মনে লয় ॥
অগণন মুনিগণ আগত হইল।
ভিক্ষার্থী দরিদ্র যত তথায় আইল ॥
বহুলোক সমাগত হয় সেই স্থানে।
হেরি তাহা নন্দ গোপ আনন্দিত প্রাণে ॥
মুনিগণে যথাস্থানে বসায় সাদরে।
পূজিবারে দেবরাজে আনন্দ অন্তরে ॥
আসন উপরে তথা বসি নন্দরায়।
মুনিগণ সন্নিধানে অনুমতি পায় ॥
পূজিবারে সহস্রাক্ষে বসিল যখন।
ধূপ দীপ আদি সব করি প্রজ্বলন ॥
ধূপ আদি গন্ধে সর্ব্বদিক্ আমোদিত।
ফল পুষ্প নানাবিধ দ্রব্য সমন্বিত ॥
আসে শত শত কত মুনি ঋষিগণ।
ভক্তিভাবে তথা সবে করয়ে গমন ॥
বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবা নরনারী।
যজ্ঞের নিকটে সব ধায় সারি সারি ॥
বহু নৃত্যকারী তথা নাচিতে লাগিল।
কত যে গায়কগণ গান আরম্ভিল ॥
এইরূপে মহানন্দে সবে নিমগন।
মহাসমারোহ তথা পূজার কারণ ॥
হেনকালে কৃষ্ণ বলরামের সহিত।
শিশুগণ সঙ্গে লয়ে হয় উপনীত ॥

আপনি শ্রীহরি তথা উপনীত হয়।
মোহন মুরলী ধ্বনি করে মধুময় ॥
অহঙ্কারে মত্ত ইন্দ্র হয় অতিশয়।
তার দর্প চূর্ণ ইচ্ছা করে দয়াময় ॥
আপনি যাইয়া কৃষ্ণ বসিল আসনে।
নন্দ প্রতি কহে হরি বিহিত বচনে ॥
কহ পিতা হেন কার্য্য কেন সম্পাদিত।
কি কারণে গোপরাজ এত আনন্দিত ॥
করিতেছ বল পিতা কার আরাধন।
কি ফল ইহাতে তব হইবে ঘটন ॥
কেন এত ব্যস্ত সবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
কি উদ্দেশ্যে কর যজ্ঞ কাহার বিধানে ॥
কার দ্বারা হবে যজ্ঞ কিবা এর ফল।
জানিবারে আজি মোর হয় কৌতূহল ॥
কি হেতু করিছ পূজা কহ সমুদয়।
সত্য কহ কেন ভয় অন্তরে উদয় ॥
কহ পিতা কোন্ দেবে করিছ পূজন।
কিবা তব দুঃখ পিতা হ'য়েছে এখন ॥
বেদমতে পূজা কিংবা নিয়ত আচারে।
পূজিতে উদ্যত পিতা নানা উপচারে ॥
পরম কারণ সেই পরম ঈশ্বর।
সর্ব্ব আত্মা ভগবান্ সর্ব্ব পরাৎপর ॥
তাঁহারে পূজিবে কিবা অন্য কোনো দেবে।
সেই কথা পিতা তুমি কহ মোরে এবে ॥
কাহার নিমিত্ত এত যজ্ঞ-মহোৎসব।
সত্য করি কহ পিতা মোরে এই সব ॥
তুমি পিতা আমি পুত্র শুন মহাশয়।
না কর গোপন পিতা কহিবে নিশ্চয় ॥
আমি তব পুত্র অতি আপনার জন।
আমার নিকটে কিছু না কর গোপন ॥
আত্মতুল্য হয় যেই সংসার মাঝারে।
মন্ত্রণা বিষয়ে ত্যাগ নাহি কর তারে ॥
না জানিয়া কেহ কর্ম্ম করে এ সংসারে।
জানিয়া কেহ বা করে জ্ঞান সহকারে ॥
অজ্ঞানে যে কর্ম্ম করে ফল নাহি হয়।
জ্ঞানেতে করিলে কর্ম্ম হয় ফলোদয় ॥
এই যে করিছ তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
কোন্ শাস্ত্রমাঝে তুমি পাইলে বিধান ॥
কহ পিতা সেই কথা যুক্তি সহকারে।
এই যজ্ঞ করি তুমি পূজিছ কাহারে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা নন্দ মহামতি।
কহিতে লাগিলা তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
পুরুষে পুরুষে শুন আছে এ বিধান।
পূজন করিব মোরা ইন্দ্র ভগবান্ ॥
স্বর্গপুরে দেবরাজ মহা শক্তিধর।
যত জলধর হয় তাহার কিঙ্কর ॥
সেই জলধর-পতি ইন্দ্রদেব হয়।
জীবের জীবন জল মেঘে বরিষয় ॥
অনুগত আজ্ঞাকারী তাঁর মেঘগণ।
ইন্দ্র-আজ্ঞামতে করে বারি বরিষণ ॥
বারি-বরিষণে হয় তুষ্ট বসুমতী।
সুবৃষ্টি পাইলে হয় উর্ব্বরা সে অতি ॥
তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মিবে নিশ্চয়।
জীবন ধরয়ে তাতে জীব সমুদয় ॥
প্রচুর পাইলে শস্য জগতের জন।
পরম আনন্দে সবে রবে অনুক্ষণ ॥
এই হেতু সর্ব্বজন পূজে পুরন্দর।
তিনি তুষ্ট হ'লে সুখী হয় সর্ব্বনর ॥
এই যজ্ঞে হয় জানি ত্রিবর্গ সাধন।
অতএব করি মোরা ইন্দ্রের পূজন ॥
শৈল-বনচর মোরা গোপ সমুদয়।
কুলধর্ম্ম-রীতি ইহা আমাদের হয় ॥
ইন্দ্র তুষ্ট হ'লে তবে মেঘে বর্ষে জল।
পৃথিবী প্রসবে তাহে শস্য-তৃণদল ॥
ধেনুগণ অনুক্ষণ তৃণাদি ভক্ষণে।
নিজে পুষ্ট হয় পুষ্ট করে জনগণে ॥
সুবৃষ্টি হইলে ধরা শস্যপূর্ণা হয়।
এই হেতু ইন্দ্র-পূজা জানিবে নিশ্চয় ॥

কাম আর দ্বেষ ভয় অথবা লোভেতে।
এই ধর্ম্ম যেই ত্যাগ করে সংসারেতে ॥
তাহার মঙ্গল ভবে কভু নাহি হয়।
সে কারণে ইন্দ্রযজ্ঞ বিহিত নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ কহে একি পিতা অদ্ভুত বচন।
ইন্দ্র হ'তে ক্ষিতিতলে বারি-বরিষণ ॥
তাহার কি সাধ্য পিতা বারি বরিষয়।
অজ্ঞানের মত কথা কহ সমুদয় ॥
না জান কারণ পিতা শুন বিবরণ।
ইন্দ্র হ'তে কোন কালে নহে বরিষণ ॥
সকলি ধাতার কার্য্য জানিবে নিশ্চয়।
স্বভাবেতে পৃথিবীতে বরিষণ হয় ॥
তাহাতে জন্মায় শস্য জীবের কারণ।
শুন পিতা কহি আমি সেই বিবরণ ॥
কর্ম্ম হ'তে হয় এই জীবের সৃজন।
কর্ম্ম হ'তে জীবগণে জনম-মরণ ॥
সুখ দুঃখ পাপ মুক্তি কর্ম্ম হ'তে হয়।
কালরূপী একজন জানিবে নিশ্চয় ॥
কর্ম্মবশে জীবগণ জন্মায় সংসারে।
কর্ম্মবশে লয় পায় সংসার মাঝারে ॥
কর্ম্মফলদাতা যিনি হন ভগবান্।
কর্ম্ম বিনা কেমনেতে ফল করে দান ॥
পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে জীব ফল পায়।
অন্যথা কেহ না পারে করিবারে তায় ॥
স্বভাবের দাস হয় সকল মানব।
স্বভাবেব অনুগত দেবতা দানব ॥
কর্ম্মবশে পায় জীব উচ্চ নীচ দেহ।
কর্ম্মফল এড়াইতে নাহি পারে কেহ ॥
কর্ম্মই ঈশ্বর তাহা জানিও অন্তরে।
কর্ম্মের করিবে পূজা সংসার ভিতরে ॥
বৃথা কেন ইন্দ্রে তবে করিছ পূজন।
তাহার পূজায় বল কিবা প্রয়োজন ॥
যেরূপ অসতী নারী উপপতি হ'তে।
সুখ না লভিতে কভু পারে এ জগতে ॥
সেইরূপ যেইজন একের কৃপায়।
জীবন ধারণ সুখে করে এ ধরায় ॥
অথচ অপর জনে করয়ে পূজন।
তাহার মঙ্গল নাহি হয় কদাচন ॥
ব্রাহ্মণের কার্য্য হয় বেদ অধ্যাপন।
ক্ষত্রিয়ের কার্য্য সদা পৃথিবী পালন ॥
বৈশ্য হয় বার্ত্তাজীবী সংসারের মাঝ।
বিপ্রের পূজন আদি শূদ্রদের কাজ ॥
বার্ত্তা চারি প্রকারের শুন হে রাজন।
বাণিজ্য কুসীদ আর কৃষি গোপালন ॥
তাহার মাঝারে শুন নন্দ গোপরাজ।
গোপালন হয় শুধু আমাদের কাজ ॥
যেরূপেতে পৃথিবীতে হয় বরিষণ।
মম কাছে শুন পিতা সেই বিবরণ ॥
মহা সাগরাদি যত আছে জলাশয়।
সূর্য্য শোষে জল তাহা হইতে নিশ্চয় ॥
সেই জল মেঘরূপে শূন্যে বৃষ্টি করে।
মেঘ হ'তে বারি বর্ষে শুন তদন্তরে ॥
তাহাতে উর্ব্বরা ক্ষিতি অবশ্যই হয়।
শস্যের উৎপত্তি তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥
ধাতার নিয়ম ইহা শুন মহামতি।
কালেতে সকলি করে জানিবে সম্প্রতি ॥
নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় বারি-বরিষণ।
ঈশ্বরের ইচ্ছা ইহা বেদে নিরূপণ ॥
ঈশ্বর-নিয়ম কিছু অন্যথা না হয়।
কার সাধ্য বল পিতা তাহা নিবারয় ॥
বনবাসী মোরা সবে আমরা রাখাল।
গোধন চরাই মোরা সবে চিরকাল ॥
গো ব্রাহ্মণ আর যত বিরাজে পাহাড়।
তাহাদের পূজা করা উচিত সবার ॥
ইন্দ্র তরে যেই যজ্ঞ কর আয়োজন।
তাদের উদ্দেশে এবে কর সমাপন ॥
পায়স প্রভৃতি যত মিষ্টান্ন ও সূপ।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ননী আদি নানারূপ ॥

আনিয়া এ যজ্ঞ আজি কর সম্পাদন।
আমরা সকল গাভী করিব দোহন॥
আসিয়া করুক হোম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তাহাদেরে অন্ন ধেনু কর বিতরণ॥
গাভীগণে তৃণ দান কর গোপরাজ।
পর্ব্বতের কাছে বলি দান কর আজ॥
বসন ভূষণ আদি পরিয়া নবীন।
গো ব্রাহ্মণ পর্ব্বতেরে কর প্রদক্ষিণ॥
ইহাই আমার মত শুন মহাশয়।
এখন করহ তুমি যাহা ইচ্ছা হয়॥
বুঝাতে ইন্দ্রের বল ছলিয়া মায়ায়।
এরূপ ব্যবস্থা তিনি দিলেন পিতায়॥
নানামতে ইন্দ্রপূজা করি নিবারণ।
শিখালেন সবে ইনি প্রকৃতি-পূজন॥
নন্দ আদি গোপগণ এ কথা শুনিয়া।
কৃষ্ণ-কথা মত কার্য্য করিল মিলিয়া॥
কৃষ্ণপ্রাণ গোপ-গোপী একত্র তখন।
আনন্দেতে সেই যজ্ঞ করে সম্পাদন॥
স্বস্তিবাচনের অন্তে যত গোপগণে।
উপহার দিল দ্রব্য গিরি ও ব্রাহ্মণে॥
গাভীরে করিল দান নব তৃণদল।
গিরি প্রদক্ষিণ তারা করিল সকল॥
আনন্দেতে মগ্ন সবে কোলাহলময়।
বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড তদন্তরে হয়॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য শ্রুতি-মনোহর।
শঙ্খবাদ্য মহাশব্দ হইল সুন্দর॥
বাজিল বিজয়ঘণ্টা অতি ঘোর রবে।
বেদপাঠ করে তথা মুনিগণ সবে॥
শুন কহি পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কথন।
তদন্তরে করি হরি মায়া বিস্তারণ॥
গিরি প্রদক্ষিণকালে অন্য মূর্ত্তি ধরি।
পর্ব্বত-রূপেতে আত্ম প্রকাশিলা হরি॥
বিরাট পর্ব্বতরূপ করিয়া ধারণ।
পূজার বিবিধ দ্রব্য করিল ভোজন॥
দুগ্ধ দধি আদি যত সন্দেশ মিঠাই।
ভক্ষণ করিল তবে যা ছিল সে ঠাঁই॥
শ্রীহরি প্রফুল্ল অতি হইয়া তখন।
নন্দ আদি গোপগণে কহিল বচন॥
দেখ দেখ গোপগণ দেখ কি বিধান।
ওই দেখ গিরি এবে হ'য়ে মূর্ত্তিমান্॥
খাইল পূজার দ্রব্য আনন্দ অন্তরে।
বর মাগি লহ পিতা ইহার গোচরে॥
হেনকালে সেই মূর্ত্তি কহিল সবারে।
যে বর পাইতে ইচ্ছা মাগহ এবারে॥
মনোমত বর লহ যাহা ইচ্ছা হয়।
সেই বর দিব আমি কহিনু নিশ্চয়॥
নন্দ কহে অন্য বরে নাহি কোন কাজ।
দয়া করি এই বর দেহ গিরিরাজ॥
অনুক্ষণ হরিপদে মতি যেন রয়।
এই বর দেহ মোরে ওহে দয়াময়॥
তথাস্তু বলিয়া হরি করে অন্তর্দ্ধান।
আনন্দিত হ'ল যত ব্রজবাসি-প্রাণ॥
ব্রজপতি হর্ষমতি প্রসন্ন হইল।
অনাথ আতুরে দান করিতে লাগিল॥
ভিক্ষুক দরিদ্র যত সবে পরিতোষে।
সকলেতে গৃহে যায় মনের হরষে॥
রামকৃষ্ণ সঙ্গে করি যত গোপগণ।
নিজবাসে আনন্দেতে করিল গমন॥
দ্বিজ আদি মুনিগণ চলিল সকলে।
দরিদ্র অনাথগণ যায় দলে দলে॥

নন্দ যশোমতি সবে আনন্দ অন্তর।
সুবোধ রচিল গীত সুধার সাগর॥

ইতি ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ

শুক কহে পরীক্ষিতে শুনহ সম্প্রতি ।
অতঃপর কি করিল ব্রজে সুরপতি ॥
শচীপতি পূজা বন্ধ যখন শুনিল ।
শ্রবণে আপন নিন্দা ক্রোধিত হইল ॥
আপন পূজার ধ্বংস হেরি দেবরায় ।
হইল বিষম ক্রুদ্ধ শান্তি নাহি তায় ॥
ক্রোধেতে অধীর হ'ল দেব পুরন্দর ।
হুঙ্কার করিয়া ইন্দ্র কহে অতঃপর ॥
পাপমতি গোপজাতি ব্রজবাসী যত ।
অহঙ্কারে একেবারে হ'ল জ্ঞান-হত ॥
ধনমদে মত্ত অতি হ'ল সর্ব্বজন ।
মম পূজা নাহি করে পূজে গো-ব্রাহ্মণ ॥
বংশানুক্রমেতে মোরে করিত পূজন ।
কৃষ্ণের কথায় আজি করিল হেলন ॥
মানুষের বাক্যে আজ মোরে না পূজিয়া ।
পর্ব্বতে পূজিল সবে আমারে নিন্দিয়া ॥
গো-পালক গোপজাতি তাহে বনচারী ।
কৃষ্ণের কথায় সবে হ'ল অহঙ্কারী ॥
কৃষ্ণেরে আশ্রয় করি যত গোপজন ।
আমারে করিল হেলা দুরাশয়গণ ॥
গোপকুল-মাঝে কর্ত্তা নীলমণি জানি ।
নারদের মুখে সব শুনিয়াছি বাণী ॥
সহজে গোয়ালাজাতি কিবা জানে তত্ত্ব ।
তারা কি জানিবে বল আমার মহত্ত্ব ॥
হেরি একি গোয়ালার বুদ্ধি চমৎকার ।
পর্ব্বত পূজিয়া হবে ভবসিন্ধু পার ॥
বালকের বাক্যে তারা ভুলিল আমায় ।
আমারে অবজ্ঞা করে শিশুর কথায় ॥
নন্দের কুমার সেই হয় অল্পমতি ।
তার বাক্যে অনাদর করে আমাপ্রতি ॥
এখনি করিব আমি হত গোপগণে ।
নিশ্চয় বলিনু দেখি রাখে কোন্‌জনে ॥
করিব সে ব্রজপুর আমি ছারখার ।
রাখুক এখন সেই নন্দের কুমার ॥
এত কহি দেবরাজ ঘূর্ণিত নয়নে ।
ক্রোধভরে ডাকে তবে যত মেঘগণে ॥
সঙ্গে করি মেঘগণে লইয়া তখন ।
ব্রজ-মাঝে শচীপতি করিল গমন ॥
মেঘগণ প্রতি ইন্দ্র অনুমতি করে ।
ওহে মেঘগণ শুন বচন সত্বরে ॥
এই ব্রজমাঝে কর বারি বরিষণ ।
যেন এক প্রাণী হেথা না পায় জীবন ॥
যতেক গোয়ালা আর ধেনু-বৎস যত ।
একবারে সবাকারে কর শীঘ্র হত ॥
পবন সহিত আজ্ঞা করহ পালন ।
ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন ॥
অহঙ্কারে মত্ত সবে যত গোপগণ ।
অহঙ্কার চূর্ণ কর করি বরিষণ ॥
সত্বরে তোমরা গিয়া গোপ সবাকার ।
ধনমদ মহাগর্ব্ব খর্ব্ব কর আর ॥
আর তাহাদের পশু যথা আছে যত ।
সকলে করিয়া ফেল বারিতে নিহত ॥
দেবরাজ-আজ্ঞা পেয়ে যত মেঘগণ ।
অন্ধকার করি ব্রজে ধাইল তখন ॥
ঘনঘটা ঘন শব্দ করে ভয়ঙ্কর ।
চঞ্চলা চপলা তাহে শোভিত সুন্দর ॥
বিপরীত বেগে বহে দুরন্ত পবন ।
ভয়ঙ্কর মেঘ করে বিষম গর্জ্জন ॥
এইরূপে মেঘ যত হুঙ্কার ছাড়িল ।
ব্রজমাঝে বিপরীত বারি বরষিল ॥

বহিল বিষম বায়ু করি ঘোর রব।
তাহে গৃহ বৃক্ষ আদি পতিত যে সব॥
আবহ প্রবহ বায়ু প্রবৃত্ত হইয়া।
বহিল প্রবলবেগে গোকুল ধ্বংসিয়া॥
ঘোরনাদে অশনি যে পড়িতে লাগিল।
শিলাবৃষ্টি ঘন ঘন কতই হইল॥
মেঘে আচ্ছাদিত নভঃ ঘোর অন্ধকার।
ঝলকে অশনি ঘন তাহাতে আবার॥
ঘোরনাদে মহাশব্দে বারি বরিষণ।
তাহাতে ভীষণ হয় জলদ-গর্জ্জন॥
পর্ব্বত-শিখর যত খসিল বাতাসে।
কত যে মরিল পক্ষী মেঘের তরাসে॥
ভাসিল গোকুল জলে প্রলয়ের প্রায়।
চারিধারে নিশা সম আঁধার ঘনায়॥
শীতবাতে গোপ যত কাঁপিতে লাগিল।
গোপ-গোপীগণে সবে চিন্তিত হইল॥
ব্রজপতি ভীতমতি হইল তখন।
কম্পিত হইল নন্দ শুনিয়া গর্জ্জন॥
এইরূপে ব্রজমাঝে প্রমাদ পড়িল।
যত গোপ-গোপীগণ একত্র হইল॥
সবে বলে একি দায় হ'ল সংঘটন।
অকস্মাৎ কেন হেন দৈব বিড়ম্বন॥
শুনিয়া শিশুর কথা বিপাকে পড়িনু।
ইন্দ্রপূজা ভঙ্গ করি কি কাজ করিনু॥
কি করি এখন মোরা না দেখি উপায়।
সকাতরে নন্দরাজ কহে যশোদায়॥
বিষম বিপদ্ এবে হয় দরশন।
কেন হেন ঝড়-বৃষ্টি না জানি কারণ॥
শীতেতে কম্পিত তনু হইল বিকল।
বজ্রপাত শিলাবৃষ্টি একি অমঙ্গল॥
কি করি উপায় এবে কহ যশোমতী।
রামকৃষ্ণে ল'য়ে তুমি পলাও সম্প্রতি॥
এদিকে গোকুলবাসী হ'য়ে সকাতর।
ভয়েতে কম্পিত সবে চিন্তিত অন্তর॥
আপন আপন শিশু বক্ষেতে করিয়া।
বেগে ধায় সকেলেতে গাত্র আচ্ছাদিয়া॥
ক্রন্দন করিয়া যথা নন্দের ভবন।
ঊর্দ্ধশ্বাসে সবে তথা করিল গমন॥
কহে নন্দ একি মন্দ ঘটিল এখন।
বিষম বিপাকে এবে যায় যে জীবন॥
তোমা ছাড়া মোরা আর নাহি জানি আন।
এ ঘোর বিপদে এবে কর পরিত্রাণ॥
ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট করে তোমার নন্দন।
তাহে দেবরাজ করে এত বিড়ম্বন॥
বাণী শুনি নন্দরাজ চিন্তিত হইল।
করযোড়ে ইন্দ্র প্রতি স্তব আরম্ভিল॥
সুরপতি তুমি গতি অধম জনার।
অবোধ বালক হয় আমার কুমার॥
ক্ষম দোষ ছাড়ি রোষ ওহে শচীপতি।
কৃপা কর সুরেশ্বর অগতির গতি॥
না জানি তোমায় দেব নিন্দিল নন্দন।
মোরে ক্ষমা করি রক্ষা কর গোপগণ॥
সহস্রাক্ষ পরিত্রাণ করহ সকলে।
এখনি করিব পূজা মিলি গোপদলে॥
এইরূপে স্তব করে নন্দ যোড়করে।
দেবরাজে স্তুতি করে অতি ভক্তিভরে॥
ইন্দ্র বিষ্ণু আদি নামে করিছে স্তবন।
হেনকালে কৃষ্ণ আসি কহিছে তখন॥
কার স্তব কর পিতা অজ্ঞান সমান।
কেন বৃথা শোকাকুল কেন ভীত প্রাণ॥
কার স্তুতি কর পিতা সম্মুখে আমার।
গোপকুল বধে ইন্দ্র সাধ্য কি তাহার॥
কি ছার সে দেবরাজ তারে কিবা ভয়।
কটাক্ষেতে শত ইন্দ্র হ'তে পারে ক্ষয়॥
পূজা হেতু ক্রোধ তার অন্তরে উদয়।
কহ পিতা দেবেন্দ্রের কিবা শক্তি হয়॥
শুন ব্রজপতি তব নাহি কিছু ভয়।
দেখিব সে দেবরাজ হ'তে কিবা হয়॥

মূঢ়মতি দেবপতি কিছুই না জানে।
ঝড়-বৃষ্টি করে সদা ক্রোধপূর্ণ প্রাণে ॥
আমি যথা আছি তথা কি করিতে পারে।
ইন্দ্রের মহত্ত্ব যত জানিবে এবারে ॥
শুন মহারাজ কহি প্রকৃত বচন।
ইন্দ্রের শকতি কত দেখিব এখন ॥
ব্রজবাসিগণ সবে অভয় অন্তর।
মনে মনে জনার্দ্দনে ডাকে নিরন্তর ॥
হে কৃষ্ণ হে মহাভাগ গোকুল-ঈশ্বর।
ভক্তের বৎসল তুমি করুণা-সাগর ॥
কুপিত দেবেন্দ্র আজ হ'ল অতিশয়।
তার হাত হ'তে রক্ষা কর দয়াময় ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে ভীত কি কারণ।
কাহারে বা কর স্তব শুন বিবরণ ॥
কেবা সেই দেবরাজ ভয় কর কারে।
অকারণ কেন স্তুতি করিছ তাহারে ॥
কোথাকার ইন্দ্র সেই কিবা শক্তি তার।
কেন বৃথা আরাধনা কর বার বার ॥
যাহারে করিলে পূজা সে হবে সহায়।
এ মহাবিপদে সেই রাখিবে সবায় ॥
দেব পুরন্দর নিজে মাতি অহঙ্কারে।
সবার ঈশ্বর বলি ভাবে আপনারে ॥
গর্ব্বেতে নিজেরে ইন্দ্র ভাবে ভগবান্।
অবশ্য করিব দূর তার অভিমান ॥
গোষ্ঠের শরণ্য আমি গোকুলের স্বামী।
অবশ্য এ গোষ্ঠ রক্ষা করিবই আমি ॥
ধেনু শিশু আদি ল'য়ে যত গোপগণ।
পর্ব্বত-গহ্বরে কর প্রবেশ এখন ॥
শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতে কি করিতে পারে।
এই কথা জনার্দ্দন বলিয়া সবারে ॥
পর্ব্বত ধরিয়া হাতে তখনি টানিল।
একেবারে শৈলবরে উপরে তুলিল ॥
উপড়িয়া ছত্রাকারে করিল ধারণ।
বালকেরা খেলে ছত্র লইয়া যেমন ॥
সেই মতে ধরি হরি গিরি গোবর্দ্ধনে।
কহিতে লাগিল কত কথা গোপগণে ॥
আমার বচন শুন তোমরা সকলে।
পর্ব্বত-গহ্বরে রবে সবে কুতূহলে ॥
ধেনু বৎস সহ কর প্রবেশ ভিতরে।
শিশুগণ সহ রহ নির্ভয় অন্তরে ॥
গোপ-গোপী আর যত ধেনু বৎস ছিল।
সকলেরে পর্ব্বতেতে আবৃত করিল ॥
পর্ব্বত-গুহায় সবে নির্ভয়েতে রয়।
তখন সে দেবরাজ ভাবে অতিশয় ॥
ক্রোধিত হইয়া তবে ডাকি মেঘগণে।
আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে ঘোর বরিষণে ॥
মেঘগণ অনুক্ষণ করে বরিষণ।
ঘন ঘন বজ্রপাত ভীষণ গর্জ্জন ॥
মেঘেতে আবৃত হয় দিবাকর-কর।
মহা অন্ধকার হয় গোকুল নগর ॥
বিষম গর্জ্জনে মেঘ বরিষণ করে।
গোপগণ রহে সবে গুহার ভিতরে ॥
প্রবল পবন বহে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
তৃণ মাত্র নাহি রহে নগর ভিতর ॥
বড় বড় বৃক্ষ সব পড়িল ভূতলে।
এইরূপে ইন্দ্র কার্য্য করে কুতূহলে ॥
দেখিল সে গোপগণে কিছু না হইল।
ক্রোধে গিরিপরে তবে বজ্র নিক্ষেপিল ॥
ঘন ঘন করে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপণ।
চূরমার হয় বজ্র হইয়া পতন ॥
সাত দিন সাত রাত্রি এরূপ হইল।
দরশনে গোপগণ ভাবিতে লাগিল ॥
কম্পিত হইল যত ব্রজবাসিগণ।
গোপিনী যতেক কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ ॥
চিত্র-পুতলির মত হেরে কৃষ্ণ-মুখ।
মুখশশী ম্লান হেরি প্রাণে জাগে দুখ ॥
দেখ সখী কৃষ্ণ-মুখ মলিন হইল।
হের সখী চন্দ্র-মুখে ঘর্ম্ম নিঃসরিল ॥

গোকুলে গোপের কুলে জীবনে বাঁচাতে।
যে গোবিন্দ গোবর্দ্ধন ধরিলেন হাতে॥
দেখ সখী কি অদ্ভুত হয় দরশন।
বামকরে গিরি ধরে যেই মহাজন॥
কৃষ্ণ-মুখ হেরি গোপী আনন্দ হৃদয়।
ক্ষীর ননী দিতে তারে বাঞ্ছা মনে হয়॥
পর্ব্বত ধরিয়া কৃষ্ণ হ'তেছে কাতর।
ক্ষুধাতে মলিন হ'ল বদন সুন্দর॥
নন্দ যশোমতী দোঁহে আকুল হইল।
শিশুগণ সখ্য-ভাবে তথায় রহিল॥
এইরূপে ব্রজবাসী যত গোপগণ।
যার যেই ভাবে সবে চিন্তিত তখন॥
ব্রজবাসিগণে কৃষ্ণ হেরিয়া চিন্তিত।
মধুর বচনে তবে কহে সমুচিত॥
বৃথা চিন্তা কেন কর গোপ-গোপীগণ।
আমার কারণে চিন্তা নাহি প্রয়োজন॥
নির্ভয় হইয়া রহ পর্ব্বত-গুহায়।
পড়িবে না এই গিরি ভয় নাহি তায়॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে আকুল অন্তর।
তাহাতে চঞ্চল মম মন নিরন্তর॥
দুঃখ শেষ হইয়াছে জানিবে নিশ্চয়।
এক রাত্রি মাত্র শেষ বাকী আর রয়॥
কল্য প্রাতে সকলেতে পাবে পরিত্রাণ।
নিশ্চয় জানিও সবে দুঃখ-অবসান॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে দিয়া বিসর্জ্জন।
অবিচ্ছেদ সপ্তদিন শ্রীনন্দ-নন্দন॥
বামকরে স্থিত ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারায়।
ধরিয়া রহেন গিরি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণের বিক্রম হেরি দেব পুরন্দর।
বিস্ময়েতে অভিভূত হইল অন্তর॥
সাত দিন সাত রাত্রি করি বরিষণ।
জলধির যত জল ফুরায় তখন॥
এত জল বরিষণ গোকুলে হইল।
বিন্দুমাত্র জল নাহি কোথায় রহিল॥
এত জল কোথা গেল না জানি কারণ।
উপায় না পাই কিছু ভাবিয়া এখন॥
মম বজ্র ব্যর্থ হবে জেনেছি নিশ্চয়।
যোগেতে জানিল ইন্দ্র তবে সমুদয়॥
অকস্মাৎ যোগ-চিন্তা করিল যখন।
চারিদিকে কৃষ্ণময় করে দরশন॥
যে দিকে ফিরায় আঁখি রূপ মনোহর।
নবীন নীরদ রূপ দেখে পীতাম্বর॥
করেতে মোহন বাঁশী মোহন মূরতি।
চারিদিকে নবঘন হেরে সুরপতি॥
মোহিত হইয়া ইন্দ্র ভাবে মনে মনে।
অন্তরে হেরিল তার সেই নবঘনে॥
সুবিমল রূপরাশি শ্যামল বরণ।
শিরে গুঞ্জমালা তাহে চূড়ার বেষ্টন॥
শিখিপুচ্ছ সম্বলিত শোভিত সুন্দর।
বনমালা শোভে গলে অতি মনোহর॥
বক্ষেতে কৌস্তুভ শোভে প্রভা সমুজ্জ্বল।
মালতীর মালা তাহে করিছে উজ্জ্বল॥
নূপুরে শোভিত পদ মনোহর তায়।
রতন-ভূষিত অঙ্গ দেখে সুররায়॥
মোহন মুরলীধারী নন্দের নন্দন।
অন্তরে বাহিরে ইন্দ্র করে দরশন॥
দেখিল যে দয়াময় গোপ-কুলোদ্ভব।
গোপরূপে গোকুলেতে জন্মে শ্রীমাধব॥
তখন সে সুরপতি কর যোড় করি।
স্তব করে ভক্তিভাবে অন্তরে শিহরি॥
ওহে রমাপতি তুমি দেব জনার্দ্দন।
না জেনে ক'রেছি আমি এত বিড়ম্বন॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি দেব সুরেশ্বর।
ক্ষম অপরাধ প্রভু জগৎ-ঈশ্বর॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি মূলাধার।
সৃজন পালন দেব আজ্ঞায় তোমার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তব অংশে হয়।
অনাদি অনন্ত তুমি সবার আশ্রয়॥

পরব্রহ্ম পরাৎপর ওহে যদুপতি।
গোপিকারমণ হরি তুমি সর্ব্বগতি ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি যে কারণ।
তোমাতে উৎপত্তি হয় যত দেবগণ ॥
যুগে যুগে তুমি হরি হও অবতার।
তোমা হ'তে হয় কত অসুর সংহার ॥
অবনীর ভার হরি করি নিবারণ।
কত বার কত রূপে কর আগমন ॥
কভু শ্বেতকায় প্রভু কভু বর্ণ পীত।
কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণরূপ কভু বা লোহিত ॥
কভু কূর্ম্ম কভু মৎস্য রূপ তুমি ধর।
বরাহ হইয়া দন্তে পৃথ্বী রক্ষা কর ॥
নরসিংহ রূপ হরি করিলে ধারণ।
বলিরে ছলিলে প্রভু হইয়া বামন ॥
এইরূপে হ'লে দেব কত অবতার।
এবে কৃষ্ণরূপে হরি ব্রজেতে প্রচার ॥
যশোদা-নন্দন এবে এ ব্রজ মাঝেতে।
পূর্ণতম পরব্রহ্ম তুমি গোকুলেতে ॥
মোহন মূরতি হরি করেছ ধারণ।
মোহন মুরলী করে গোপিকা-মোহন ॥
অনুক্ষণ খেলা কর ব্রজশিশু সাথে।
গোপাঙ্গনাকুল সদা মোহিত তোমাতে ॥
তত্ত্বময় তত্ত্ব তব কহিতে কে পারে।
বীণাপাণি তব গুণ বর্ণিবারে নারে ॥
পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত বর্ণিতে।
গণপতি অন্ত কিছু নাহি চায় চিতে ॥
তব যোগরত হয় সিদ্ধ-যোগিগণ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না বুঝে কখন ॥
আমি কি করিব স্তব ওহে চক্রপাণি।
হীনমতি আমি অতি কিছুই না জানি ॥
না জানি তোমারে হরি করেছি এমন।
ক্ষম দোষ যত রোষ গোপিকা-মোহন ॥
এইরূপে সুরপতি করে কত স্তব।
স্তবেতে সন্তুষ্ট তবে হইল মাধব ॥
দেবরাজে দয়া তবে শ্রীহরি করিল।
আপন নিকটে ইন্দ্রে তখনি আনিল ॥
দেবরাজে জনার্দ্দন দয়া করি তবে।
আপন আবাসে তবে পাঠায় বাসবে ॥
ইন্দ্রের হইল চূর্ণ যত অহঙ্কার।
অভিমান দেবরাজ করে পরিহার ॥
আনন্দ অন্তরে ইন্দ্র গেল নিজালয়।
ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত আর নাহি হয় ॥
দিবাকর-কর তাহে হয় সুপ্রকাশ।
একেবারে অন্ধকার হইল বিনাশ ॥
তবে গোপগণে কহে নন্দের নন্দন।
ভয় না করিও আর শুন সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত-গহ্বর হ'তে হ'য়ে নিঃসরণ।
পুত্র-কন্যা ল'য়ে গৃহে করহ গমন ॥
আর নাহি হবে ঝড় বারি বরিষণ।
যাও সবে নিজ বাসে লইয়া গোধন ॥
কৃষ্ণের বচনে সবে প্রফুল্ল হইল।
ত্যজি ভয় সকলেতে বাহিরে আইল ॥
সূর্য্যের প্রকাশ তথা দেখে সর্ব্বজন।
জলমাত্র নাহি শুষ্ক গোকুল তখন ॥
সকলে প্রফুল্ল মনে নিজ গৃহে ধায়।
আবার পূর্ব্বের মত রহিল সেথায় ॥
অতঃপর হরি সেই গিরিকে তখন।
করিলেন অনায়াসে স্বস্থানে স্থাপন ॥
কত লীলা করে হরি দেখি গোপগণ।
নিমগ্ন আনন্দ-নীরে হইল তখন ॥
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করে আনন্দ অন্তরে।
বৃদ্ধ গোপগণ সবে আশীর্ব্বাদ করে ॥
যশোদা রোহিণী প্রেমে কৃষ্ণ কোলে নিল।
ঘন ঘন চুম্ব তার চাঁদমুখে দিল ॥
বলরাম আসি কৃষ্ণে দেয় আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করে আসি আর কত জন ॥
কেহ বলে কৃষ্ণ হ'তে পাই পরিত্রাণ।
সকলে আসিয়া করে মঙ্গল বিধান ॥

গিরি গোবর্দ্ধন ধরে কৃষ্ণ নারায়ণ।
সে কথা শুনিলে হয় পাপের মোচন॥
ভাগবত-কথা হয় অমৃত সমান।
সুবোধ রচিল সুখে শোনে পুণ্যবান॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ।

ষট্‌বিংশ অধ্যায়

গোপদিগের কথোপকথন

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
ব্রজে গোপগণ যাহা করে অতঃপর॥
বালকৃষ্ণ অবহেলে তোলে গোবর্দ্ধন।
তা দেখিয়া হৃষ্ট যত গোপ-গোপী মন॥
বিস্মিত হইয়া যত গোপ-গোপীগণ।
সবে মিলি এইরূপ করে আলাপন॥
সামান্য মানব নহে নন্দের নন্দন।
অদ্ভুত তাহার কার্য্য করি দরশন॥
সাত বৎসরের শিশু এই কৃষ্ণধন।
হেলায় ধরিল করে গিরি গোবর্দ্ধন॥
এই শিশু পূতনার স্তন পান ছলে।
নিধন করিল তারে অতীব কৌশলে॥
তিন মাস যবে তার বয়ঃক্রম ছিল।
অনায়াসে এই শিশু শকট ভাঙ্গিল॥
দৈত্য তৃণাবর্ত্ত যবে করিল হরণ।
অবহেলে শিশু তারে করিল নিধন॥
আর একদিন কৃষ্ণ রজ্জুবদ্ধ হ'য়ে।
যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ ভাঙ্গে সে সময়ে॥
বকরূপী দৈত্যে শিশু করিলা সংহার।
ধেনুক প্রভৃতি দৈত্যে বধিলা আবার॥
দাবাগ্নি জ্বলিল যবে বনের মাঝারে।
অনায়াসে শিশু কৃষ্ণ রক্ষিলা সবারে॥
ভীষণ কালীয় সর্প ছিল কালিন্দীতে।
তার গর্ব্ব চূর্ণ হরি করে ফুল্ল চিতে॥
নন্দেরে ডাকিয়া কহে যত গোপগণ।
সামান্য মানব নহে তোমার নন্দন॥
নন্দ বলে শুন শুন ব্রজবাসিগণ।
সকল সন্দেহ আমি করিব ভঞ্জন॥
গর্গ মুনি মোর কাছে কহিলেন যাহা।
শুন শুন গোপগণ কহিতেছি তাহা॥
যুগে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হন।
নানা অবতার রূপ করেন ধারণ॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে।
করিতে ধর্ম্মের রক্ষা আসেন ভুবনে॥
এই যে হেরিছ সবে আমার নন্দন।
কৃষ্ণরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হন॥
নন্দের বচন শুনি ব্রজবাসিগণ।
অধীর আনন্দে সবে হইল মগন॥
ভক্তিভরে যুক্ত করে কৃষ্ণ কাছে যায়।
নানারূপ স্তবস্তুতি করিল তাঁহায়॥
হে কৃষ্ণ গোবিন্দ তুমি অগতির গতি।
কত কৃপা কর তুমি আমাদের প্রতি॥
ব্রজের রক্ষক তুমি গোবর্দ্ধনধারী।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ইন্দ্রদর্পহারী॥
কৃপা করি ব্রজধামে কৃষ্ণরূপে রও।
আমাদের প্রতি তুমি সুপ্রসন্ন হও॥
এইরূপ স্তব করে ব্রজবাসিগণ।
স্বর্গে সুরপতি করে পুষ্প বরিষণ॥

দেবগণ করে স্তুতি আনন্দ মনেতে।
নাচে গায় মহানন্দে গন্ধর্ব্বগণেতে ॥
নারদ সে কৃষ্ণগুণ করে সদা গান।
গিরিধারী বলি খ্যাত হন ভগবান্ ॥

ভাগবত-কথা এই অপূর্ব্ব কথন।
সুবোধ রচিল গীত ভাবি নারায়ণ ॥

ইতি গোপীদিগের কথোপকথন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক

শুকদেব কহে শুন পাণ্ডব-নন্দন।
অতঃপর কি করিল ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
গোবর্দ্ধন যবে কৃষ্ণ করিলা ধারণ।
দেবরাজ মহাভীত হইল তখন ॥
গোকুলে আইল ইন্দ্র সুরভি সহিতে।
সুরপতি করে গতি আকাশ হইতে ॥
যথোক্ত সময় ইন্দ্র উপনীত হয়।
কৃষ্ণের নিকটে আসে সলজ্জ হৃদয় ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ইন্দ্র প্রণাম করিল।
যোড়হাতে কৃষ্ণ প্রতি বিনয়ে কহিল ॥
মাথার কিরীট রাখি কৃষ্ণের চরণে।
মহাভয়ে ভীত ইন্দ্র হইল আপনে ॥
করে স্তুতি শচীপতি করি প্রণিপাত।
ক্ষম দোষ ত্যজ রোষ ওহে বিশ্বনাথ ॥
অপরাধ কর ক্ষমা দেব নারায়ণ।
বিশুদ্ধ পরম আত্মা পরম কারণ ॥
সর্ব্বময় সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বগুণাকর।
সবাকার পতি হরি দেব সর্ব্বেশ্বর ॥
দয়াময় তব মায়া জানিতে কে পারে।
কে জানে তোমারে দেব বল এ সংসারে ॥
কৃপাময় কর কৃপা আমারে এখন।
তোমার মহিমা বল জানে কোন্ জন ॥
দুষ্টের দমন হেতু কত অবতার।
তব মায়া হেতু এই জগৎ-সংসার ॥
অধর্ম্ম বিনাশ কর তুমি দয়াময়।
ধর্ম্মরক্ষা হেতু তুমি দেবের আশ্রয় ॥
আমার করহ দণ্ড যে হয় বিহিত।
তোমার সৃজিত আমি তোমারি আশ্রিত ॥
জগতের ধাতা হরি জগতের সার।
সকলের গুরু তুমি কৃপা-অবতার ॥
দুর্জ্জনেরে কালরূপে কর বিনাশন।
দীনে দয়া কর হরি দেব নারায়ণ ॥
ভক্তাধীন হরি তুমি নানা মায়া ধর।
দুর্ম্মতি জনেরে নাথ দণ্ড দান কর ॥
দর্পিত জনের দর্প হর নারায়ণ।
ভক্ত-বশীভূত তুমি ভকতি-ভাজন ॥
আমি অজ্ঞ দুরাশয় কিছু না জানিনু।
না জানি তোমারে হরি কতই কহিনু ॥
ঐশ্বর্য্য-মদেতে আমি উন্মত্ত হইয়া।
তোমার প্রভাব যত মনে না বুঝিয়া ॥
করিয়াছি অপরাধ আমি অতিশয়।
এখন রাখহ মোরে ওহে দয়াময় ॥
তব পাদপদ্ম বিনা নাহি মোর গতি।
এখন প্রসন্ন তুমি হও যদুপতি ॥

আর যেন নাহি ভুলি ও রাঙ্গা চরণ।
কৃপা করি কর মোর মানস-রঞ্জন॥
হরিতে অবনী-ভার তব অবতার।
সাধুজনে রক্ষা কর অসুরে সংহার॥
প্রকৃত তোমার ভক্ত হয় যেই জন।
কভু না বিস্মৃত হয় তোমার চরণ॥
নমো নারায়ণ হরি যশোদা-নন্দন।
নমো নমো ভগবান্ পরম কারণ॥
নমো নমো জনার্দ্দন দেব সনাতন।
নমো নমো বাসুদেব দুষ্টের দমন॥
দেবকী-তনয় নমো দৈত্য-দর্পহারী।
যশোদা-জীবন নমো মুকুন্দ-মুরারি॥
নমো নমো যদুনাথ যাদব-কুমার।
নমো স্বেচ্ছাময় হরি জগতের সার॥
নমো নমো জ্ঞানরূপী তুমি ভগবান্।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তুমি অধিষ্ঠান॥
বিশ্ববীজ বিশ্বরূপী বিশ্বের ঈশ্বর।
অনাথ জনার গতি কৃপার সাগর॥
সর্ব্বাতীত তুমি প্রভু ত্রিভুবন-ভূপ।
সর্ব্বভূতময় তুমি সবার স্বরূপ॥
অহঙ্কারে মহামত্ত আমি দুরাশয়।
গোকুল নাশিতে তাই বাসনা উদয়॥
করিলাম অপরাধ তোমার চরণে।
এখন রাখহ নাথ এ অধম জনে॥
অহঙ্কার চূর্ণ হ'ল আশা হ'ল হত।
এখন ও রাঙ্গা পদে আমি অনুগত॥
পাদপদ্মে প্রাণ আমি করিনু অর্পণ।
তোমার উচিত যাহা করহ এখন॥
তুমি ভগবান্ প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী।
তোমার মহিমা বল কি বুঝিব আমি॥
তুমি গুরু তুমি আত্মা তুমি নারায়ণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ॥
এইরূপে সুরপতি করে কত স্তব।
হাসিতে হাসিতে তবে কহেন মাধব॥

মনে না ভাবিও দুঃখ ওহে পুরন্দর।
যে কারণে যজ্ঞ-ভঙ্গ শুনহ উত্তর॥
আমার নিকটে গর্ব্ব নহেক উচিত।
এই হেতু যজ্ঞ-নাশে তোমার অহিত॥
ধন-মদে অহঙ্কারে মত্ত অবিরত।
অভিমানে যেই জন থাকয়ে সতত॥
বিষয়-ভোগেতে মোরে পাসরিয়া রয়।
তাদের দমন করি জানিও নিশ্চয়॥
দর্পহারী নাম মম শুন শচীপতি।
আমা হ'তে দর্প চূর্ণ জানিবে সম্প্রতি॥
ধন-মদে মত্ত হ'য়ে অন্ধসম হয়।
পরকাল নাহি দেখে যেই দুরাশয়॥
তাই আমি করি তারে নিশ্চয় দমন।
দিব্যজ্ঞান লভে তবে সেই মূঢ়জন॥
অভক্ত নাশিতে ভক্ত করিতে পালন।
যথা রাজা ভৃত্যগণে করে নিয়োজন॥
তেমনি রেখেছি সবে বিশ্বের মাঝার।
ভক্তের নিকটে বৃথা গর্ব্ব দেবতার॥
অতএব দুঃখ কিছু না ভাবি অন্তরে।
প্রসন্ন হইয়া এবে যাও তুমি ঘরে॥
সুরপতি মম প্রতি রেখ সদা মন।
কভু নাহি মম আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন॥
মম আজ্ঞা নিরন্তর পালন করিবে।
নিজ রাজ্য শান্তভাবে সতত শাসিবে॥
অহঙ্কার পরিহরি থাকিবে নিয়ত।
করিবে সকল কর্ম্ম মম অভিমত॥
তাহাতে আমার দয়া তোমাতে থাকিবে।
আমার কৃপায় তব কুশল হইবে॥
কোথাও না কভু তব হবে অমঙ্গল।
কহিলাম সার কথা বুঝহ সকল॥
এইরূপে দেবরাজে আশ্বাসি তখন।
অপরাধ যত তার করিল মার্জ্জন॥
অতঃপর শুন রাজা কি ঘটিল পরে।
সুরভি আসিল সেথা প্রফুল্ল অন্তরে॥

কৃষ্ণের চরণ বন্দে ভক্তি সহকারে।
মৃদুভাষে স্তব করে বিবিধ প্রকারে ॥
ওহে যোগেশ্বর কৃষ্ণ প্রভু সর্ব্বাশ্রয়।
বিশ্ব-আত্মা বিশ্বনাথ ওহে দয়াময় ॥
পরম দেবতা তুমি পরম কারণ।
বিশ্ব-উৎপাদক তুমি ওহে নারায়ণ ॥
গোবর্দ্ধনধারী হরি জগতের পতি।
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে মহামতি ॥
অপার করুণা নাথ করিলে প্রকাশ।
আপন সন্তান ল'য়ে কর নিত্য বাস ॥
সুরপতি বরষিয়া বধিবার তরে।
যবে চেষ্টা করিলেন অতি ক্রোধভরে ॥
রক্ষা করিয়াছ তুমি নিজে গিরি ধরি।
পরম দেবতা তুমি আমাদের হরি ॥
এ কারণে ব্রহ্মা মোরে পাঠায় যতনে।
আসিয়াছি মোরা সব পূজিতে চরণে ॥
হরণ করিতে এই পৃথিবীর ভার।
অবতীর্ণ হ'লে প্রভু অবনী-মাঝার ॥
আমাদের প্রতি তুমি তুষ্ট হ'য়ে রও।
কৃপা করি আমাদের প্রভু তুমি হও ॥
এত বলি স্তনদুগ্ধ সুরভি লইয়া।
মন্দাকিনী-জলে লয় একত্র করিয়া ॥
সাগরের জল আনি মিশায় তখন।
আইল অনেক তথা সিদ্ধ ঋষিগণ ॥
সুরগণ ঋষিগণ একত্র হইল।
সবে মিলি কৃষ্ণ-অঙ্গ বিধৌত করিল ॥
কুবের বরুণ আদি লোকপাল দলে।
অভিষেক করে কৃষ্ণে সমুদ্রের জলে ॥
প্রফুল্ল অন্তরে সবে অভিষেক করে।
কৃষ্ণেরে গোবিন্দ নাম দিল তদন্তরে ॥
নারদ প্রসন্ন মনে কৃষ্ণগুণ গায়।
সুরনারীগণ নাচে আনন্দে সেথায় ॥
সুরগণ বিধিমতে করয়ে স্তবন।
মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
পাইল পরম সুখ সকলে তখন।
সুরভির দুগ্ধে সব হইল মগন ॥
প্রীতিভরে পুলকিত হইল প্রকৃতি।
নানা রসযুক্ত জল ধরিলেন ক্ষিতি ॥
অভিষেক করে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে তখন।
সুরভি সহিত বন্দে গোবিন্দ-চরণ ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে দেব যদুপতি।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা ল'য়ে সবে করিলেন গতি ॥
বর্ষণ অভাবে ফল পরিপক্ক হয়।
বৃক্ষসকলেতে মধু সমুৎপন্ন রয় ॥
পর্ব্বতের সানুদেশে মণি প্রকাশিত।
খলের শক্রতা সব হয় তিরোহিত ॥
কৃষ্ণ-অভিষেকে সুখ আনন্দ সমৃদ্ধি।
শশিকলা সম সবে পাইলেক বৃদ্ধি ॥
দেবগণ সহ সবে করিল গমন।
সুবোধ রচিল গীত কৃষ্ণে দিয়া মন ॥

ইতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

নন্দের মোচন

শুকদেব কহে রাজা শুন অতঃপর।
হরিকথা সুধাসম শ্রবণে সুন্দর ॥
পরম কারণ সেই শ্রীনন্দ-নন্দন।
গোপরূপে লীলা করে পুণ্য বৃন্দাবন ॥
একদিন নন্দগোপ একাদশী করি।
নাহি খায় অন্ন জল আছে অনাহারী ॥
ব্রত আদি উপবাস যাহার কারণ।
যার লাগি করে লোকে ব্রত আচরণ ॥
তার ঘরে আছে সেই অখিলের পতি।
গোপ অবতারে বিষ্ণু নিজে বিশ্বপতি ॥
তথাপি ধার্ম্মিক জনে উচিত যে হয়।
ধর্ম্ম আচরণ করি লোকেরে শিখায় ॥
ধর্ম্মে মতি ব্রজপতি উপবাস করি।
বহুকাল নন্দগোপ আছে অনাহারী ॥
উপবাসে তনুক্ষীণ অর্দ্ধরাত্র হ'লে।
তৃষ্ণায় আকুল নন্দ হইল সে কালে ॥
আকুল হইয়া তবে অশুভ সময়ে।
সরোবরে যায় নন্দ স্নানের আশয়ে ॥
পূজি জনার্দ্দনে তথা নানা উপচারে।
আনন্দে চলিল সেই যমুনার তীরে ॥
ব্রজপতি করে গতি কালিন্দীর জলে।
স্নান দান করে তথা মহা কুতূহলে ॥
স্নান অবসানে নন্দ আরম্ভে তর্পণ।
একাদশী শেষকালে আনন্দিত মন ॥
দ্বাদশী উদয় হ'ল একাদশী গতে।
সন্ধ্যাদি তর্পণ নন্দ করে বিধিমতে ॥
হেনকালে বরুণ সে জল-অধিপতি।
মনে মনে বিচারিয়া শুন মহামতি ॥
নিজ চরগণে তবে ডাকিয়া সত্বরে।
কহিতে লাগিল সবে সানন্দ অন্তরে ॥
শুন কহি দূত সবে আমার বচন।
কালিন্দী-পুলিনে শীঘ্র করহ-গমন ॥
অশুভ সময়ে নন্দ স্নান করে সেথা।
শীঘ্র করি তারে সবে আনি দেহ হেথা ॥
অখিল ঈশ্বর আছে গৃহেতে তাহার।
গোকুলে গোপের কুলে পূর্ণ অবতার ॥
ভগতের গুরু আজ যাহার নন্দন।
তাঁরে এই স্থানে শীঘ্র আনহ এখন ॥
যদি সেই মহামতি আসে এ আলয়।
এ গৃহ পবিত্র তবে জানিবে নিশ্চয় ॥
মনের মানস পূর্ণ কহিব কি আর।
মম আজ্ঞামত কার্য্য করহ এবার ॥
পিতার কারণে পুত্র বিচলিত হবে।
ঘরে বসি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তবে ॥
না কর বিলম্ব আর যাও শীঘ্র করি।
অধমের গৃহে তবে আসিবেন হরি ॥
ঘরে বসি পাবে সবে কৃষ্ণ-দরশন।
পূর্ণ হবে মনোরথ জুড়াবে নয়ন ॥
জলেশ্বর-আজ্ঞা পেয়ে যত ভৃত্যগণ।
আনন্দে চলিল সবে নন্দের কারণ ॥
সকলে ধাইল যথা নন্দ স্নান করে।
আঁখি মুদি গোপপতি ভাবে ভবেশ্বরে ॥
হেনকালে আসি জলপতি-চরগণ।
আনন্দ অন্তরে নন্দে করিল হরণ ॥
বরুণ-আলয়ে সবে নিল ব্রজপতি।
সাদরে বরুণ নন্দে করিল প্রণতি ॥
আদর করিয়া ল'য়ে আপন ভবনে।
তখনি বসায়ে নন্দে রত্ন-সিংহাসনে ॥
মৃদুভাষে জলেশ্বর কহিছে তখন।
পবিত্র হইল গৃহ জানিনু এখন ॥

এদিকে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন।
নন্দকে না দেখি যত সঙ্গী গোপগণ ॥
চিন্তিত অন্তরে সবে করি অন্বেষণ।
একেবারে শোক-নীরে হইল মগন ॥
যমুনার তীরে তীরে সকলে খুঁজিল।
বহু স্থান অন্বেষিয়া কোথা না পাইল ॥
মনে মনে সকলে যে করিল সংশয়।
ব্রজপতি বুঝি প্রাণ ছাড়িল নিশ্চয় ॥
উপবাসী হ'য়ে যবে গেল স্নান তরে।
ক্ষুধায় অবশ অঙ্গ শক্তি নাহি ধরে ॥
যমুনার জলে বুঝি নিমগ্ন হইল।
নিশ্চয় সে নন্দগোপ প্রাণ হারাইল ॥
এইরূপে মনে মনে ভাবিয়া তখন।
নন্দ-শোকে গোপগণ করয়ে রোদন ॥
যশোমতী একেবারে আকুল অন্তরে।
ভূমিতে পড়িয়া তবে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥
পতিশোকে পাগলিনী হইয়া তখন।
করাঘাত হানি বুকে করিছে রোদন ॥
রোহিণী আকুল তথা আর গোপকুল।
নন্দের কারণে কাঁদে হইয়া আকুল ॥
এরূপে গোকুলমাঝে আকুল সকলে।
শোকেতে কাতর অতি ভাসে অশ্রুজলে ॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ তথায় আইল।
কৃষ্ণে কোলে করি রাণী কাঁদিতে লাগিল ॥
মাতার ক্রন্দনে হরি মোহিত হইল।
মায়াময় পিতৃশোকে কান্দিতে লাগিল ॥
যিনি মায়াময় হন জগৎ-কারণ।
মায়াতে মোহিত তিনি হ'ন সেইক্ষণ ॥
পরে হরি মনে মনে চিন্তিত হইল।
আশ্বাসিয়া গোপকুলে কহিতে লাগিল ॥
শোক পরিহর সবে না কর রোদন।
আসিবে এখনি পিতা শুন সর্ব্বজন ॥
কৃষ্ণের বচনে সবে নিরস্ত হইল।
অন্তরেতে জনার্দ্দন সকলি জানিল ॥
জলেশ্বর মম পিতা করিল হরণ।
সকলে কহিল হরি আশ্বাস-বচন ॥
যমুনার কাল জলে করিল প্রবেশ।
নিমেষেতে উত্তরিল বরুণের দেশ ॥
বরুণ-আবাসে যবে করিল গমন।
দূর হ'তে জলেশ্বর করে দরশন ॥
অগ্রসরি আনন্দেতে ধায় জলেশ্বর।
আনন্দেতে আত্মহারা হইল অন্তর ॥
পুরী-মাঝে আনি দেয় বসিতে আসন।
আপনি করিলা ধৌত যুগল চরণ ॥
সুগন্ধি চন্দনে পূজা বিধিমতে করে।
নানা রত্নে বিভূষিত করিল ঈশ্বরে ॥
সুচারু বসন দিয়া সাজাইল তাঁয়।
নানা উপহার দানে বসিল পূজায় ॥
বরুণের পূজা হরি গ্রহণ করিল।
করযোড়ে জলেশ্বর স্তব আরম্ভিল ॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি কহে দেব জলপতি।
কি ভাগ্য আমার আজ ওহে বিশ্বপতি ॥
সফল জনম মম সার্থক জীবন।
এ দেহ সার্থক মম শুন নারায়ণ ॥
তপ জপ কর্ম্ম কাণ্ড সকলি সফল।
চরিতার্থ আজি হেরি ও পদ-কমল ॥
সংসার অসার সার মাত্র ও চরণ।
মায়াময় এ সংসার পাপের কারণ ॥
নমস্তে অখিল-পতি জগৎ-পালক।
নমস্তে জগৎ-প্রভু অসুর-ঘাতক ॥
নমস্তে পরম আত্মা জগৎ-কারণ।
নমঃ পূর্ণব্রহ্ম-রূপ প্রভু নারায়ণ ॥
যেই স্থানে তব নাম কেহ নাহি লয়।
ব্রহ্মলোক হয় তবে শ্মশান নিশ্চয় ॥
ওহে দেব এ দাসেরে করহ মার্জ্জন।
মম চর তব পিতা করেছে হরণ ॥
নিজ দাসে দয়া করি ত্যজ রোষ যত।
তব পিতা আনি পাপ করিলাম কত ॥

এখন ক্ষমহ দেব অধীনের দোষ ।
অপরাধ ক্ষমা কর ছাড় যত রোষ ॥
তব পিতা নন্দরাজে রেখেছি যতনে ।
অপ্রিয় করিয়া হেরি তোমার চরণে ॥
এই লও তব পিতা করুণা-সাগর ।
তোমার আজ্ঞায় আমি হই জলেশ্বর ॥
হে পিতৃবৎসল কৃষ্ণ ওহে নারায়ণ ।
তোমার পিতারে তুমি করহ গ্রহণ ॥
বরুণের বাক্যে তবে দেব চক্রপাণি ।
সন্তুষ্ট হইয়া কহে সুমধুর বাণী ॥
নাহি ভয় জলেশ্বর না হও চঞ্চল ।
কেন এত ভীতমতি হও মহাবল ॥
এত কহি পরমাত্মা পরম ঈশ্বর ।
পিতারে লইয়া গৃহে আইল সত্বর ॥
যথা ব্রজবাসী গোপ সজলনয়নে ।
মহাদুঃখে মগ্ন সবে বিরসবদনে ॥
পিতা সহ পীতাম্বর সেখানে আসিল ।
দরশনে গোপগণ আনন্দে ভাসিল ॥
নন্দে হেরি গোপ-গোপী মানিল বিস্ময় ।
মনে মনে সকলের ঘুচিল সংশয় ॥
নন্দ প্রতি সবে তবে কহিল বচন ।
স্নান হেতু কোথা তুমি করিলে গমন ॥
বিলম্ব হইল কেন কহ গো গোঁসাই ।
অন্বেষিয়া কোন স্থানে তোমায় না পাই ॥
গোকুলের সর্ব্ব স্থান করি অন্বেষণ ।
সেই কথা বিস্তারিয়া বলহ এখন ॥
নন্দ কহে গোপগণ শুন বিবরণ ।
বরুণের চরে মোরে করিল হরণ ॥
বরুণ নিকটে রাখে বরুণের পাশে ।
যতনে রাখিল মোরে মনের উল্লাসে ॥
তদন্তর কৃষ্ণ মোরে অন্বেষণ করে ।
উপনীত হ'ল গিয়া বরুণের ঘরে ॥
ভীতমতি হ'য়ে অতি দেব জলেশ্বর ।
করযোড় করি রহে অতি সকাতর ॥
যতন করিয়া কত পূজন করিল ।
দোষ হেতু শ্রীকৃষ্ণের চরণে ধরিল ॥
করিলে কৃষ্ণের পূজা ভক্তিযুক্ত মনে ।
কত মণি রত্ন দিল বিবিধ বরণে ॥
কত অলঙ্কার দিল রতনে নির্ম্মিত ।
করিল কৃষ্ণের পূজা হয়ে আনন্দিত ॥
ব্রজবাসী গোপগণ নন্দের বচনে ।
শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর-জ্ঞান করে নিজ মনে ॥
এ সকল অন্তর্য্যামী জানিল অন্তরে ।
ব্রজবাসি-মনোবাঞ্ছা পূরাবার তরে ॥
কৃপা করি কৃপাময় করিল চিন্তন ।
সংসারী সংসার-কর্ম্মে সদা নিমগন ॥
কামে মত্ত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য সবে হয় ।
অনিত্য দেহকে ল'য়ে মত্ত হ'য়ে রয় ॥
মায়াতে মোহিত সবে পথ নাহি জানে ।
গৃহাসক্ত সকলেতে কিছুই না মানে ॥
এতেক চিন্তিয়া হরি কৌতুক করিল ।
গোলোক-বিহারী রূপ তখন ধরিল ॥
গোলোকের রূপ হরি করান দর্শন ।
সত্যরূপী জনার্দ্দন সত্য সনাতন ॥
অনন্ত আকার দেব সত্যজ্ঞানময় ।
পরব্রহ্ম পরাৎপর জ্যোতি অতিশয় ॥
মুনিগণ সর্ব্বক্ষণ চিন্তে যেই রূপ ।
সেই মূর্ত্তি গোপগণ হেরিল স্বরূপ ॥
পরব্রহ্ম ভাবি মনে তত্ত্বজ্ঞান পায় ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে হেরিল তথায় ॥
ব্রহ্মরূপ সবাকারে করান দর্শন ।
সেই মূর্ত্তি চক্ষুপুটে হেরে সর্ব্বজন ॥
ব্রহ্মপদ ছিল যেথা সেই হ্রদধারে ।
কৃপা করি লইলেন হরি সবাকারে ॥
তাহাতে নিমগ্ন হ'য়ে ব্রজবাসিগণ ।
অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ-লোক করিল দর্শন ॥
এই হ্রদে একদিন অক্রূর মহান্ ।
এই পদ কৃষ্ণ হ'তে দেখিবারে পান ॥

এই দৃশ্য হেরি মুগ্ধ যত গোপগণ।
আনন্দ-সাগরে সবে হয় নিমগন ॥
কৃতাঞ্জলি করি সবে করিল স্তবন।
ব্রহ্মরূপ হেরি সবে সবিস্ময় মন ॥

ভাগবত-কথা হয় সুধার সমান।
সুবোধ রচিত গীত কর সবে গান ॥

ইতি নন্দের মোচন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

রাসলীলার উদ্যোগ

অতঃপর নরপতি কহে তপোধনে।
অপূর্ব্ব হরির লীলা পুণ্য বৃন্দাবনে ॥
কিরূপে করিল লীলা শ্রীমধুসূদন।
সেই কথা কহ মুনি করিয়া বর্ণন ॥
সকল লীলার শ্রেষ্ঠ রাসলীলা হয়।
সেই কথা কহ মোরে ওহে সদাশয় ॥
পবিত্র হইবে আত্মা সেই কথা শুনি।
পাপ তাপ নাহি রবে জানি ওহে মুনি ॥
অতএব তপোধন কহ সেই কথা।
জুড়াক অন্তর মম যা'ক মনোব্যথা ॥
শুনিয়া রাজার বাণী কহে তপোধন।
কহি শুন সেই কথা কুরুর নন্দন ॥
কহি পুরাতন কথা শুনিয়াছি যাহা।
অবনীতে অত্যাশ্চর্য্য শ্রেষ্ঠ কথা তাহা ॥
শুনিলে সকল পাপ দূর হ'য়ে যাবে।
অনায়াসে ভব-জীব মোক্ষ-পদ পাবে ॥
শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
একদিন মনে মনে ভাবে নারায়ণ ॥
নিশাযোগে যায় হরি বৃন্দাবন-মাঝে।
শ্রীরাসমণ্ডল সেথা যেথায় বিরাজে ॥
দ্বাদশ বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই স্থল।
কিবা সে বনের শোভা আভা সমুজ্জ্বল ॥
চারিভিতে শোভে কত কুসুম-কানন।
শোভে নানাজাতি বৃক্ষ সুগন্ধি চন্দন ॥
ফুটিয়াছে ফুল কত বিবিধ প্রকার।
মল্লিকা মাধবী যূথী শেফালিকা আর ॥
শিউলি গোলাপ কত ফুটিয়াছে ফুল।
গন্ধরাজ কুরুবক জবা ও বকুল ॥
দোপাটি চৌপাটী বেল গন্ধ মনোলোভা।
মালতী চামেলি গাঁদা তাহে কত শোভা ॥
সূর্য্যমুখী চন্দ্রমুখী কৃষ্ণকলি তায়।
প্রস্ফুটিত কত ফুল কত শোভা পায় ॥
আকুল সে অলিকুল মত্ত মধুপানে।
উড়িয়া বেড়ায় তারা গুন্ গুন্ গানে ॥
আর কত মধুকর মধুপান-আশে।
উন্মত্ত মানসে ধায় অন্য পুষ্প পাশে ॥
কোকিল কাকলি গায় বৃক্ষডালে ব'সে।
কি সুন্দর রব তারা করিছে হরষে ॥
শাখিশাখে শিখিগণ নৃত্য করে সবে।
হেরি শোভা মনোলোভা মন মুগ্ধ হবে ॥
কত শত পাখীকুল সবে বৃক্ষ'পরে।
মানস মোহিয়া রব করে উচ্চৈঃস্বরে ॥
সুগন্ধি চন্দন বৃক্ষ শোভে চৌদিকেতে।
মাধবী বেড়িয়া আছে তমাল গাছেতে ॥

আর কত বৃক্ষরাজি নত ফলভরে।
কেহ উচ্চ কেহ নীচ বনের ভিতরে॥
কাহার ফলেতে শোভা কেহ বা পুষ্পিত।
বৃক্ষরাজি সারি সারি আছে সুশোভিত॥
স্থানে স্থানে কুঞ্জ সব দৃশ্য মনোহর।
গুল্ম লতা বিরাজিত কানন সুন্দর॥
সকল বনের মাঝে শ্রীরাসমণ্ডল।
সরসী সলিলে পূর্ণ অতি সুনির্ম্মল॥
নানাবর্ণ মীনরাজি তাহে শোভে কত।
শ্বেত রক্ত পীতবর্ণ মীন শত শত॥
ভাসিছে খেলিছে কভু হ'য়ে নিমগন।
কেহ বা আনন্দে তাহে করে সন্তরণ॥
সুচিত্রিত কূর্ম্ম কত ভাসিছে জলেতে।
রাজহংস রাজহংসী খেলে আনন্দেতে॥
মৎস্য-ভোজী পক্ষী যারা বসিয়া বিরলে।
স্থিরনেত্রে করে দৃষ্টি সরোবর-জলে॥
শুভ্রবর্ণ বককুল বসি সারি সারি।
শোভিছে সরসীকূলে কিবা মনোহারী॥
ফুটিয়াছে তাহে কত রক্ত শতদল।
কুমুদ কহ্লার তাহে হ'তেছে উজ্জ্বল॥
মধ্যে শোভা মনোলোভা শ্রীরাসমণ্ডল।
মস্তকে বিজয়-ধ্বজা করে ঝলমল॥
রতন-নির্ম্মিত তাহে সিঁড়ি থরে থরে।
আম্রপত্র সূত্রে গাঁথা তাহার ভিতরে॥
কদলীর বৃক্ষ তাহে হ'য়েছে রোপণ।
পবিত্র কারণ আছে ঘটের স্থাপন॥
নারিকেল ফল আছে তাহার উপর।
মালতী মালাতে ঘেরা দৃশ্য মনোহর॥
চতুর্দ্দিকে সুবিচিত্র উড়িছে নিশান।
অপরূপ মঞ্চ তাহে হয় শোভমান॥
একে মধুমাস তাহে বসন্ত প্রবল।
মৃদু মৃদু করে গতি অনিল সকল॥
পুষ্প-গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করে।
শ্রীকৃষ্ণ পীড়িত অতি অনঙ্গের শরে॥
মদনে আকুল হরি হইল তখন
উন্মত্ত হইল তবে গোপিনী কারণ॥
কেলির মানস করি গোপিনী সহিতে।
ধরিলেন বংশীগীত পুলকিত চিতে॥
রাজা কহে তপোধন করি নিবেদন।
যিনি জগতের নাথ জগৎ কারণ॥
সেই পরমাত্মা প্রভু দেব চক্রপাণি।
মদনের বাণে তার আকুল পরাণী॥
যাহার কটাক্ষে হয় জগৎ প্রলয়।
মদন তাহারে আজ করিলেন জয়॥
শুকদেব কহে শুন কুরুর নন্দন।
ঘুচিবে সন্দেহ তব কহি বিবরণ॥
রাস করিলেন হরি মদনে জিনিতে।
অন্য কোন ভাব তাঁর না হয় মনেতে॥
যে মদন-বাণে ব্রহ্মা বিমোহিত হৈল।
কামনেত্রে নিজকন্যা প্রতি চেয়েছিল॥
গুরুপত্নী হরিয়া সে দেব সুরপতি।
সহস্রলোচন হ'য়ে অতীব দুর্গতি॥
বিশ্বামিত্র পরাশর আদি মুনিগণ।
মদন-বাণেতে হৈল সবে মুগ্ধমন॥
বাড়িল মদন-দর্প তাহে অতিশয়।
ভাবে মনে মম বাণে স্থির কেহ নয়॥
এইরূপ দর্প মনে করিত মদন।
বিনাশিতে সেই দর্প শুনহ রাজন॥
রাসলীলা করে হরি তাহার কারণ।
ঈশ্বরের রাসলীলা করহ শ্রবণ॥
রাস-খেলা খেলে হরি রতি নাহি করে।
ভক্তের কারণ হরি এরূপ আচরে॥
ইহাতে জানিবে মাত্র মদন বিজয়।
সে কারণে রাসলীলা করে কৃপাময়॥
আর এক কথা রাজা শুন দিয়া মন।
বস্ত্র হরণের কালে কহিল যেমন॥
প্রতিজ্ঞা করিল হরি গোপিনী সঙ্গেতে।
তাই বেণু বাজাইল বনের মধ্যেতে॥

আনন্দে বসিয়া হরি শ্রীরাস-ভিতরে।
অমনি সঙ্কেত করে বাঁশরীর স্বরে॥
বেণু-রব করে হরি আনন্দিত মন।
গৃহে গোপনারী যত করিল শ্রবণ॥
বেণু-রবে গোপী সবে ব্যাকুলিত হয়।
হইল সবার মন কৃষ্ণ প্রেমময়॥
সৃষ্টিপতি শুনি বেণু মানিল বিস্ময়।
সনকাদি ঋষিদের যোগভঙ্গ হয়॥
পাতালে অনন্ত তথা হইল বিস্মিত।
অনন্ত মস্তক তার হইল ঘূর্ণিত॥
মোহন বাঁশরী-রবে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল।
বেণু-রবে একেবারে জগৎ ব্যাপিল॥
বিশেষ ব্রজের বালা শুনি বেণু-রব।
কৃষ্ণের কারণ চিত্ত সচঞ্চল সব॥
ব্রজনারী পরস্পরে করে সম্বোধন।
মুরলী বাজিছে সখি করহ শ্রবণ॥
নাম ধরি ডাকে সেই শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী।
কি মধুর সেই স্বর শুন সখি আসি॥
কেমন হইল অঙ্গ দেখ লো এখন।
অস্থির হইল তনু উথলে মদন॥
অস্থির এ প্রাণ মন কহ সদুপায়।
কৃষ্ণ হ'রে নিল প্রাণ কি করি উপায়॥
ওই দেখ ঘন ঘন করে আকর্ষণ।
মনে নাহি পড়ে আর স্বীয় পরিজন॥
গৃহে কিবা প্রয়োজন ধর্ম্মে কিবা কাজ।
কুলে নাহি আবশ্যক লাজে পড়ে বাজ॥
মদন-মোহন সেই কিশোর নাগর।
না হেরি এ পাপ প্রাণ হয় যে কাতর॥
গৃহে না রহিতে স্থির হয় মম মন।
চঞ্চল হইল চিত্ত তাহার কারণ॥
বল প্রাণ-সখি এবে উপায় কি করি।
আর যে রহিতে নারি শুনি সে বাঁশরী॥
যদি মনে করি বেণু শুনিব না আর।
কিছুতেই মন নাহি মানে হে আমার॥
তাই বলি চল চল বিলম্বে কি ফল।
হেরিতে সে চন্দ্রানন মন যে চঞ্চল॥
এত কহি গৃহকর্ম্ম ত্যজিয়া তখন।
উন্মাদিনী হ'য়ে সবে করয়ে গমন॥
না পারে ধরিতে ধৈর্য্য অস্থির হইল।
কৃষ্ণের বেণুর তান সবারে মোহিল॥
যতেক গোপিকাকুল উন্মাদিনী প্রায়।
মধুর মুরতি যথা তথা বেগে ধায়॥
হরিল গোপীর মন যশোদা-নন্দন।
জ্ঞানহারা হ'য়ে সবে ধাইল তখন॥
কৃষ্ণ-দরশনে সবে বেগেতে চলিল।
ধর্ম্মাধর্ম্ম গৃহকর্ম্ম সকলি ত্যজিল॥
চলিল গোপিনী সবে আনন্দিত মন।
নাহি করে গৃহকার্য্য ছাড়ে গো-দোহন॥
কেহ বা দুহিতেছিল নিজ গাভী যত।
তাহা ছাড়ি চলে গোপী শুন মহাব্রত॥
দুগ্ধপাত্র ছাড়ি কেহ অমনি চলিল।
কেহ বা দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥
কেহ নিজ পরিজনে দেয় অন্ন জল।
তাহা ফেলি বেগে ধায় হইয়া পাগল॥
কোন গোপিনীর শিশু করে স্তন পান।
ফেলিয়া তাহারে গোপী করিল প্রস্থান॥
নিজ পতিসেবা ছাড়ি কোন গোপনারী।
কৃষ্ণ-দরশনে যায় অতি তাড়াতাড়ি॥
কোন গোপী ভুলে গেল করিতে ভোজন।
কেহ বা ফেলিয়া দিল অঙ্গের ভূষণ॥
কোন গোপী এক চক্ষে অঞ্জন পরিল।
দ্বিতীয় আঁখিতে দিতে বিস্মৃত হইল॥
কেহ তাড়াতাড়ি করি পরিতে বসন।
পরিল পুরুষ বস্ত্র শুনহ রাজন॥
হস্তের ভূষণ কেহ চরণে পরিল।
চরণ-ভূষণ কেহ মস্তকেতে দিল॥
কেহ বা বিনায় বেণী না করে কবরী।
তখন বক্ষেতে কেহ বান্ধিল ঘাঘরি॥

এইরূপে নানা-বেশে যতেক গোপিনী।
বারণ না মানে ধায় হ'য়ে উন্মাদিনী॥
মোহিত হইয়া সবে করিল গমন।
কুল মান লজ্জা মোহে দিয়া বিসর্জ্জন॥
এইরূপে গোপিনীরা চঞ্চল চিত্তেতে।
কৃষ্ণের নিকটে যায় শ্রীরাস-মঞ্চেতে॥
সকলের মন সেই শ্রীহরিচরণে।
নিশাতে চলিল সবে বৃন্দাবন পানে॥
নানা অলঙ্কারে তারা হইল ভূষিত।
নীলাম্বর পরিধান করে সমুচিত॥
আঁটিয়া বান্ধিল কটি চরণে নূপুর।
হস্তেতে বলয় শোভে আঙ্গুলে ঘুঙ্গুর॥
বিনায়ে চিকণ কেশ বেণী যে করিল।
বান্ধিয়া কবরী তাহে চাঁপা-কলি দিল॥
শ্রুতি-যুগে পরে কেহ রতন-কুণ্ডল।
শত সূর্য্য সম প্রভা হয় সমুজ্জ্বল॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করিয়া চর্চ্চিত।
বেণু-শব্দ অনুসারে চলিল ত্বরিত॥
চলিল যতেক গোপী কিছু না মানিল।
গোকুলে গোয়ালা যত কিছু না জানিল॥
আশ্চর্য্য শুনহ বলি কুরুর তনয়।
হরির মায়ায় সবে নিদ্রাযুক্ত হয়॥
রাজা বলে এক প্রশ্ন আছে মুনিবর।
দয়া করি তুমি তার দানহ উত্তর॥
ব্রহ্মরূপে গোপীগণ কৃষ্ণে নাহি হেরে।
গুণময়ী বুদ্ধি সবে, তবে কি প্রকারে॥
সংসার-বিরতি হয়, বল কৃপা করি।
কোথায় রহস্য এর বুঝিতে না পারি॥
শুকদেব বলে শুন অপূর্ব্ব কথন।
শত্রুমিত্র ভেদ কৃষ্ণে নাহি কদাচন॥
যেই জন যেই ভাবে ভজে নারায়ণে।
অবশ্য পাইবে তারে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে॥
ব্রহ্মরূপে কৃষ্ণে কভু নাহি ভাবি মনে।
কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে যত গোপীজনে॥
অতঃপর যাহা ঘটে শুনহ রাজন্।
আসিল সকল নারী ছাড়ি পরিজন॥
গোপ-নারী কত শত চলিল কাননে।
হরি বলি ধায় সবে হরি-দরশনে॥
ব্রজনারী সারি সারি বৃন্দাবন পানে।
ধায় সবে হর্ষমনে কৃষ্ণের কারণে॥
কেহ বা লইল হাতে সুগন্ধি-চন্দন।
কেহ মালা গাঁথি লয় করিয়া যতন॥
কেহ বা তাম্বুল ল'য়ে যায় ফুল্লচিতে।
কেহ বা বসন নিল কৃষ্ণে পরাইতে॥
কেহ লয় মিষ্ট ফল শ্রীহরি কারণ।
কেহ দধি দুগ্ধ লয় কেহ বা মাখন॥
ক্ষীর ছানা ল'য়ে কেহ যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
মনোহর বেশে ধায় কৃষ্ণের সকাশে॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হ'য়ে যত গোপীদলে।
উপনীত হ'ল আসি শ্রীরাসমণ্ডলে॥
শ্রীরাসমণ্ডল মাঝে সবে উপনীত।
গোপীগণে দরশনে হরি আনন্দিত॥
শ্রীহরি গোপিনী সবে করে সমাদর।
কৃষ্ণরূপ হেরি সবে প্রফুল্ল অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণে বেড়িল যত গোপী সমুদয়।
রাসমঞ্চ ঘেরি শত চাঁদের উদয়॥
ভূতলে উদয় যেন হয় পূর্ণ চাঁদ।
মধ্যস্থলে কালশশী যেন কাম ফাঁদ॥
গোপী যত হরষিত কৃষ্ণ-দরশনে।
আনন্দে চর্চ্চিতকায় সুগন্ধি চন্দনে॥
মঞ্চে বসিয়াছে কৃষ্ণ পরম উল্লাসে।
মহানন্দে গোপী যত কৃষ্ণকে সম্ভাষে॥
অনন্তর গোপীগণে করি সম্বোধন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে জনার্দ্দন॥
যতেক গোপিকা হেথা কর আগমন।
সেই কথা বল মোরে কিসের কারণ॥
কি কার্য্য করিতে হবে বল তা' রমণী।
যে কার্য্য করিতে বল করিব অমনি॥

ঘোররূপা রাত্রি এই মহাভয়ঙ্কর।
হিংস্র জন্তু কত শত আছে বনচর॥
এই স্থানে আর নাহি রহ ক্ষণকাল।
কুলনারী বনে থাকা বড়ই জঞ্জাল॥
গৃহেতে আছয়ে যত আত্মপরিজন।
না দেখি সকলে তারা খুঁজিবে এখন॥
কুলনারী-উপযুক্ত কার্য্য নাহি হয়।
এত রাত্রে বনে আসা উপযুক্ত নয়॥
আসিয়াছ বনমাঝে মনের উল্লাসে।
হেরিয়া বনের শোভা কুসুম বিকাশে॥
এই দেখ বনশোভা কিবা মনোহর।
নিকুঞ্জ কানন তাহে শোভে নিরন্তর॥
যমুনা শীতল জল কর দরশন।
গন্ধসহ মন্দ মন্দ বহিছে পবন॥
নব নব পল্লবিত যত তরুগণ।
কর দরশন সব নয়নরঞ্জন॥
বনশোভা হেরে মন হয় উল্লসিত।
এখন ঘরেতে যাও সকলে ত্বরিত॥
আর না থাকিও হেথা শুন গোপীগণ।
বিলম্বেতে নাহি ফল করহ গমন॥
সতীর পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
গৃহে গিয়া কর তাহা কুলনারীগণ॥
মাতা বিনা শিশু সব করিছে ক্রন্দন।
না করি বিলম্ব শীঘ্র করহ গমন॥
কি হবে এখানে থাকি কহ মোরে সবে।
সেই কথা সত্য করি মোরে সবে কবে॥
যদি কহ তব লাগি আইলাম বনে।
না যাব গৃহেতে রব তোমার সদনে॥
এ বিধি অবিধি হয় শুন গোপীগণ।
মোর ভক্ত হয় যেবা শুন সে কথন॥
মোরে স্নেহ হেতু সবে করিলে দর্শন।
আমারে করহ ভক্তি শুন সর্ব্বজন॥
সতীর পরম ধর্ম্ম পতি সেবা করে।
বন্ধু পুত্রগণ আর পালে পুত্রবরে॥
পতি যদি ধনহীন অতি বৃদ্ধ হয়।
গলিত কুষ্ঠাদি হ'লে তবু ত্যাজ্য নয়॥
যেই নারী নিজপতি করে পরিহার।
চরমে নরকবাস হয় যে তাহার॥
পতি ছাড়ি অন্য পতি ভজে যেই জন।
অনন্ত নরক মাঝে তাহার গমন॥
উপপতি সেবা করা দুঃখের কারণ।
সংসার মাঝারে হয় অযশ রটন॥
উপপতি ভজে যেই কুলনারী জন।
অনন্ত যন্ত্রণা-ভোগ হইবে ঘটন॥
অতএব সকলেতে যাও শীঘ্র ঘরে।
গৃহে থাকি ভক্তি করি ভজ সবে মোরে॥
পাইবে পরম পদ হইবে নির্ব্বাণ।
কহিলাম সার কথা সবা সন্নিধান॥
করিলে আমার ধ্যান গুণের কীর্ত্তন।
অথবা আমার নাম করিলে শ্রবণ॥
যেরূপ আমাতে প্রীতি পায় জীবগণ।
আমার নিকটে রহি পায় না তেমন॥
কৃষ্ণের বচনে তবে যত আহিরিণী।
বিষাদিত মন সবে যেন উন্মাদিনী॥
শোকেতে আকুল সবে হইল তখন।
সঘনে ছাড়িয়া শ্বাস করয়ে কম্পন॥
রসনায় রসহীন কণ্ঠ শুষ্ক হয়।
চরণে লিখয়ে ভূমি নিম্ন দৃষ্টে রয়॥
আকুল অন্তরে সবে করিল ক্রন্দন।
বিগলিত হয় তথা আঁখির অঞ্জন॥
এইরূপে ম্লান অতি গোপী যতজন।
শোক-সিন্ধু-নীরে সবে হইল মগন॥
মনে ভাবে যার লাগি এত জ্বালাতন।
সেইজন কহে এত অপ্রিয় বচন॥
যার লাগি গৃহ জন সকলি ছাড়িনু।
বংশী-রবে মোরা সবে কাননে আইনু॥
সেইজন কহে এবে হেন কুবচন।
এইরূপে মনে মনে ভাবি গোপীগণ॥

অন্তরেতে অতিশয় ব্যাকুল হইল।
শোকাকুল হ'য়ে কৃষ্ণে কহিতে লাগিল ॥
শুন কহি গুণময় করি নিবেদন।
তুমি বংশীধারী হরি ব্রজের জীবন ॥
অধম-তারণ নাথ করুণা-সাগর।
মায়াময় ওহে হরি জগৎ-ঈশ্বর ॥
তবে কেন কহ এবে নিষ্ঠুর বচন।
এই যে দেখিছ হরি যত ব্রজজন ॥
তব পদ এক মনে ভেবে অনুক্ষণ।
গৃহ ছাড়ি হেথা সবে করি আগমন ॥
ধন জন পতি পুত্র সকল ছাড়িনু।
পূজিতে চরণ তব কাননে আইনু ॥
তুমিই সবার পতি পুত্র গৃহ ধন।
তোমারে সেবিলে ফল পায় সাধুজন ॥
তোমা ছাড়া আমাদের নাহি অন্যগতি।
কৃপা করি তব পদে রাখ রমাপতি ॥
আর কিছু নাহি জানি অনুগত মোরা।
রাখ ওচরণে সবে ওহে মনচোরা ॥
তুমি হে অনাদি হও পরম ঈশ্বর।
অধিনী গোপিনী জনে রাখ নিরন্তর ॥
গোপিকার মনচোরা তুমি বংশীধারী।
তব গুণে মুগ্ধ হই মোরা গোপনারী ॥
অতএব সুপ্রসন্ন হও গুণাধার।
বাসনা পূরাও নাথ আমা সবাকার ॥
তব আশাধীন হরি মোরা সর্ব্বজন।
আসিয়াছি বনে তাই কমললোচন ॥
ঘোর নিশাকালে বনে বংশী বাজাইলে।
অনায়াসে গোপিকার চিত্ত হ'রে নিলে ॥
কিরূপেতে গৃহে থাকি বল গুণাকর।
গৃহেতে থাকিতে প্রাণ কাঁদে নিরন্তর ॥
অচল হ'য়েছে পদ চলিতে না পারি।
কিরূপে গৃহেতে যাব মোরা গোপনারী ॥
কি প্রকারে ঘরে মোরা করিব গমন।
ঘরে গিয়া কি করিব নীরদ-বরণ ॥
কিরূপে পাসরি মোরা হেন শশিমুখ।
ঘরে ফিরে গিয়ে মোরা নাহি পাব সুখ ॥
শুন দীনবন্ধু হরি করি নিবেদন।
সদয় মোদের প্রতি হও হে এখন ॥
শ্রবণে বংশীর ধ্বনি আকুল হৃদয়।
মুখশশি-দরশনে কত সুখোদয় ॥
মদনে পীড়িত মোরা সকল রমণী।
কামানলে দহে প্রাণ শুন গুণমণি ॥
মরমে দারুণ জ্বালা হয় নিরন্তর।
নিদারুণ কামাগ্নিতে দহিছে অন্তর ॥
অতএব দয়াময় কর কৃপাদান।
অধর-অমৃত-দানে বাঁচাও পরাণ ॥
যদি ইহা না করিবে ওহে প্রাণেশ্বর।
নিশ্চয় ছাড়িব প্রাণ শুন গুণাকর ॥
তোমার বিরহানলে ত্যজিব জীবন।
কহিলাম সার কথা ওহে নারায়ণ ॥
না যাইব ঘরে ফিরে মোরা গোপনারী।
ও পদ-কমল কভু ছাড়িতে না পারি ॥
কমলা-সেবিত পদ জানে সর্ব্বজন।
ভক্তের সম্পদ্ ইহা ওহে জনার্দ্দন ॥
হেন পদ পরশন করি একবার।
কিরূপে পাসরি তাহা ওহে জ্ঞানাধার ॥
মনে করি এই পদ সেবি অনুক্ষণ।
দিবানিশি বক্ষে রাখি ও রাঙ্গা চরণ ॥
আর এক কথা বলি দেব দামোদর।
নয়নে হেরিনু যবে রূপের সাগর ॥
যখন করিনু মোরা ও পদ স্পর্শন।
সেই হ'তে আমাদের নহে অন্যমন ॥
ধিক্ ধিক্ কুলধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন।
গৃহে কিবা ফল আছে বৃথা এ জীবন ॥
ফিরে না যাইব সবে আপন আলয়।
তব পদ ভিন্ন মনে কিছু নাহি লয় ॥
যে পদ কমলা বক্ষে করিয়া ধারণ।
তুলসী-দলেতে সদা করয়ে সেবন ॥

সেই পদ আশে জেনো করি আগমন।
একান্ত লইনু তব ও পদে শরণ ॥
গোপিকা-জীবন হরি গোপিকা-রমণ।
গোপিকার দুঃখ সদা কর বিমোচন ॥
আমাদের প্রতি হরি হও হে সদয়।
নিজজনে সুপ্রসন্ন হও দয়াময় ॥
কুলধর্ম্ম গৃহ আদি দিয়ে বিসর্জ্জন।
চরণে আশ্রিত মোরা যত গোপীগণ ॥
সেবিনু তোমারে আজ যতেক যুবতী।
তব উপাসনা করি শুন বিশ্বপতি ॥
গোপিকা-জীবন তুমি গোপী-প্রাণধন।
দাসী করি চরণেতে রাখহ এখন ॥
অলকা-আবৃত মুখ করি দরশন।
আমরা যতেক গোপী হরষে মগন ॥
পুরুষ-ভূষণ তুমি ওহে জনার্দ্দন।
গণ্ডস্থলে কুন্তলের শোভা বিমোহন ॥
অধরে ঝরিছে সুধা ওহে বিশ্বভূপ।
সহাস্যে কটাক্ষ তুমি করিছ অনূপ ॥
তব পদে হব দাসী সদা এই মন।
কভু না ছাড়িব হরি তোমার চরণ ॥
তব অপরূপ রূপ হেরি কোন্ জন।
তোমার মাধুর্য্যরাশি করি নিরীক্ষণ ॥
কেবা হেন নারী এই ধরাতলে রয়।
যে জন তোমার প্রতি আকৃষ্ট না হয় ॥
অবলা গোপের বালা মোরা সমুদয়।
তব রূপে মগ্ন চিত্ত শুন দয়াময় ॥
গোপী-প্রাণেশ্বর তুমি গোপিকা-জীবন।
তোমার কিঙ্করী মোরা কমললোচন ॥
আত্মারাম আত্মবন্ধু ওহে প্রাণপতি।
গোপিকাগণের হরি তুমি মাত্র গতি ॥
গৃহ আদি সব ছাড়ি তোমার কারণ।
ও পদে কিঙ্করী মোরা জগৎ-জীবন ॥
পীড়িতের বন্ধু তুমি ওহে প্রাণধন।
আমাদের প্রতি কর কৃপা বিতরণ ॥
উত্তপ্ত মোদের স্তন হইয়াছে আজ।
পরশে শীতল কর ওহে ব্রজরাজ ॥
এরূপ ব্যাকুল যবে গোপীগণ হয়।
গোপীনাথ হাস্যাননে তাহাদেরে কয় ॥
একান্ত বাসনা যদি সদা মম প্রতি।
বাসনা হইবে পূর্ণ শুন গুণবতী ॥
এত কহি বনমালী আনন্দে মগন।
হরি সহ কেলি করে গোপী সর্ব্বজন ॥
কেহ বা কুঙ্কুম দেয় শ্রীহরির অঙ্গে।
কেহ বা ব্যজন করে সে কালা ত্রিভঙ্গে ॥
কেহ বা পুষ্পের মালা দেয় কৃষ্ণ-গলে।
কেহ পদ সেবা করে অতি কুতূহলে ॥
এইরূপে গোপী যত আনন্দে মগন।
বঙ্কিম নয়নে হরি করে দরশন ॥
কিশোরীরে হেরে হরি সকাম অন্তরে।
মদনে পীড়িত তারা হ'ল তদন্তরে ॥
কৃষ্ণপানে গোপীগণ ঘন ঘন চায়।
কামানলে এককালে অধীরা সেথায় ॥
কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণে ব্রজকুল সতী।
অনঙ্গে মোহিত হ'ল কামাকুলা অতি ॥
মনে মনে শ্রীমাধব জানিল তখন।
সঙ্কেতে করিল তবে বাঁশরী বাদন ॥
রাসমঞ্চে যদুপতি বাঁশরী বাজায়।
বেণুরবে ত্রিজগৎ মুগ্ধ হ'য়ে যায় ॥
মোহন বেণুর রবে ত্রিভুবন স্তব্ধ।
সকলে মোহিত হয় শুনি বেণু-শব্দ ॥
বেণু-রবে গোপিনীরা অস্থির হইল।
একেবারে সকলেরে মদনে মোহিল ॥
তবে হরি সবে ডাকি কহিল তখন।
চাহ সবে একে একে মম আলিঙ্গন ॥
আমি বিশ্বস্বামী হই কহে জ্ঞানিজন।
কিন্তু কেহ নাহি জানে মায়ার কারণ ॥
যেই জন প্রিয় মম বুঝে সেইজন।
এত বলি হরি সবে দেন আলিঙ্গন ॥

শত গোপিকার মাঝে হরি জনার্দ্দন।
শোভে তারকার মাঝে শশীর মতন ॥
কখনো গাহেন গীতি আনন্দে মাধব।
কখনো মধুর স্বরে করে বেণু-রব ॥
জ্যোৎস্নাস্নাত অপরূপ কালিন্দীর তীরে।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে ধীরে ধীরে ॥
মনোহর সে পুলিনে প্রফুল্ল অন্তরে।
গোপী সহ ভগবান্ রাসলীলা করে ॥
নগ্ন-বেশা এলোকেশী হইয়া গোপিনী।
শ্রীকৃষ্ণের করে ধরে মধুর-হাসিনী ॥
গাঁথিয়া কুসুম-হার দেয় কৃষ্ণ-গলে।
শ্রীমুখ মুছায় কেহ আপন অঞ্চলে ॥
শীতল চন্দন কেহ মাখাইয়া দিল।
কেহ বা মাথায় চূড়া আঁটিয়া বান্ধিল ॥
কেহ বাঁশী ল'য়ে করে বাজায় তখন।
কেহ পীতধড়া কাড়ি করে পলায়ন ॥
কেহ বা প্রেমেতে মাতি হাসিয়া আকুল।
কেহ বা সাজায় কৃষ্ণে দিয়া বনফুল ॥
কেহ কৃষ্ণপদ সেবা করে আনন্দেতে।
কেহ বা কৃষ্ণের কেশ ধরিল হর্ষেতে ॥
চূড়া ল'য়ে নিজ শিরে করিল বন্ধন।
বনমালা ল'য়ে গলে দিল কোন জন ॥
কেহ বা মোহন-বাঁশী অধরে ধরিল।
এইরূপে গোপী সবে উন্মত্ত হইল ॥
কেহ ধায় যমুনায় তুলিতে কমল।
কেহ বা মৃণাল তুলে হ'য়ে কুতূহল ॥
কেহ বৃক্ষ'পরে উঠি পাড়ে পক্ব ফল।
কেহ কৃষ্ণ-অঙ্গে দেয় অঞ্জলিতে জল ॥
এইরূপে করে কেলি শ্রীরাসমণ্ডলে।
হরি সহ আনন্দিত গোপিনী সকলে ॥
গোপীগণ সহ হরি কুসুম-কাননে।
প্রবেশিয়া ভ্রমে তথা আনন্দিত মনে ॥
পুষ্পিত কানন তাহে অতি মনোহর।
মধু ল'য়ে ধায় তাহে যত মধুকর ॥
সুগন্ধ সৌরভ বহে গন্ধে আমোদিত।
দরশনে নারায়ণ হইল মোহিত ॥
গোপী সহ আনন্দিত হইল তখন।
পুনশ্চ পীড়িল সবে দুরন্ত মদন ॥
সবাকারে ফুলশর হানে বার বার।
অচেতন কামশরে নন্দের কুমার ॥
আনন্দে মাতিল হরি গোপিকার সনে।
করিল কুসুম-শয্যা কুসুম-কাননে ॥
মনসুখে শ্রীহরিরে করি আলিঙ্গন।
আনন্দে উন্মত্ত হ'ল যত গোপীগণ ॥
যত রতি করে তত আনন্দ উদয়।
কিঙ্কিণী-নূপুর-ধ্বনি ঘন ঘন হয় ॥
অধরে দংশন হরি কৌতুক করিল।
নখাঘাতে কুচযুগে রুধির বহিল ॥
বিদূরিত করি বস্ত্র শ্রীহরি তখন।
হৃদয়ে ধরিয়া সবা করেন চুম্বন ॥
এইরূপে রতি শেষ করি যদুপতি।
শ্রীরাসমণ্ডলে তবে করিলেন গতি ॥
এইরূপে রাসলীলা নিশাতে হইল।
বৃন্দাবনে ব্রজবাসী কেহ না জানিল ॥
পূর্ণরাস করিবারে শ্রীহরি তখন।
মনে মনে গোপীনাথ করিল চিন্তন ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
আনন্দে মাতিল যত ব্রজের যুবতী ॥
আনন্দেতে গোপীনাথ করে বংশীরব।
আকুল হইয়া উঠে গোপিনীরা সব ॥
যমুনা-পুলিনে সবে আনন্দ-অন্তরে।
ডুবিল গোপিনী কানু-রূপের সাগরে ॥
কোন গোপী বনফুলে গাঁথিল যে মালা।
কোন গোপী মিষ্ট ফলে সাজাইল ডালা ॥
কোন গোপী লইয়াছে সুগন্ধি চন্দন।
কোন গোপী বৃক্ষডালে করিছে ব্যজন ॥
কেহ বা অলকা দেয় কৃষ্ণের বদনে।
কোন গোপী পদসেবা করয়ে যতনে ॥

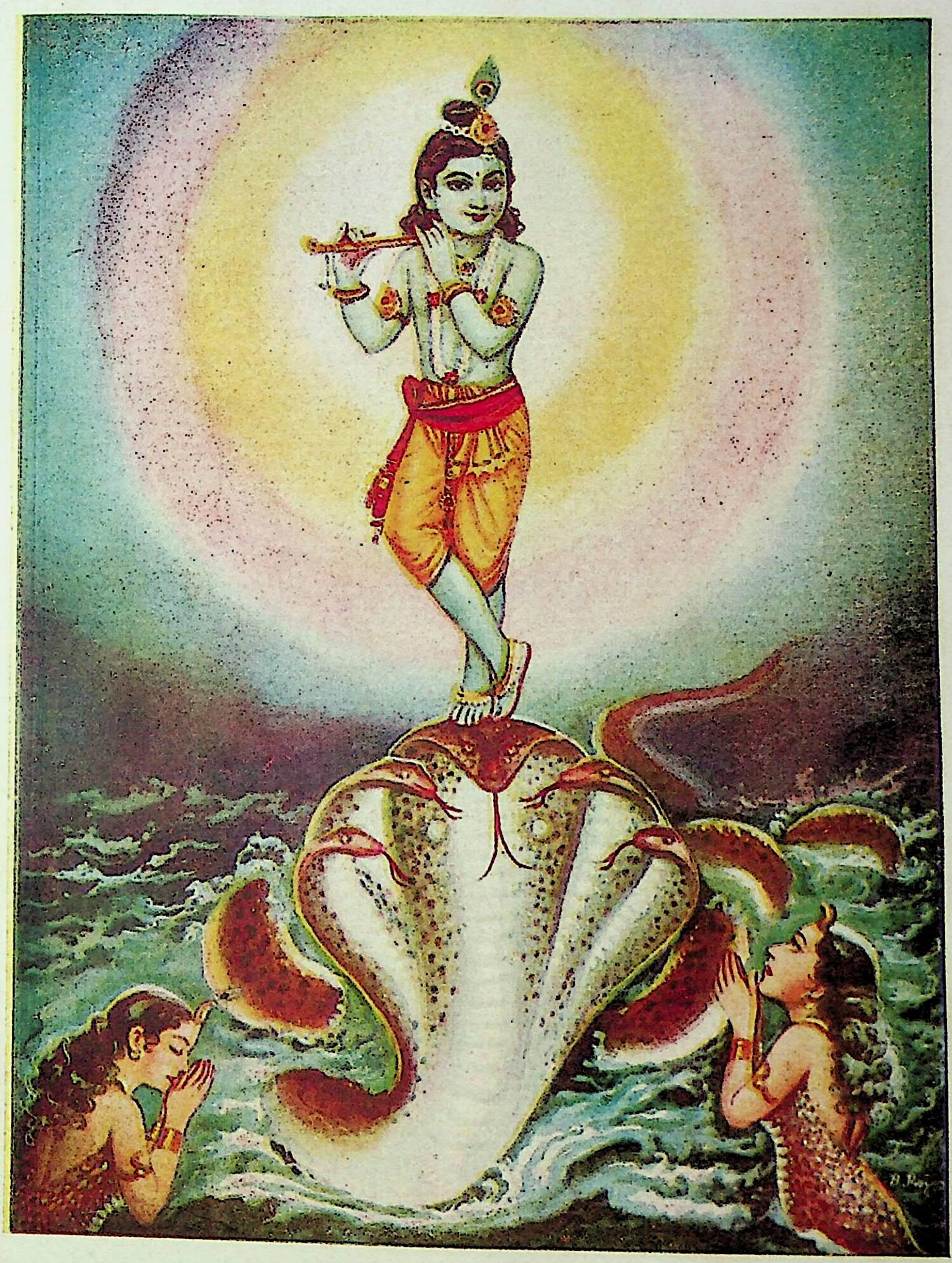

অনন্ত অনাদি সেই দেব যদুবর।
সর্পের মস্তকে রয় দেব বিশ্বম্ভর।

পৃষ্ঠা—৭১৭

হেনকালে ভগবান্ চিন্তিল অন্তরে।
গোপী সব মনে মনে অহঙ্কার করে ॥
কৃষ্ণ-সোহাগিনী ভাবি বড় দর্প হয়।
অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানে সমুদয় ॥
কৃষ্ণের প্রেমেতে সবে হইয়া মানিনী।
আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবে যতেক গোপিনী ॥
প্রসন্ন হইয়া তবে কৃষ্ণ ভগবান্।
সহসা সে স্থান হ'তে ক'রে অন্তর্দ্ধান ॥
শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
শ্রীকৃষ্ণের মায়া বল জানে কোন্ জন ॥
এই মত রসভোগ শাস্ত্রেতে প্রচার।
সুবোধ কহিল কিছু তাহার বিচার ॥

ইতি রাসলীলার উদ্যোগ।

ত্রিংশ অধ্যায়

গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ

শুকদেব বলে শুন ভারতরাজন্।
এইভাবে কৃষ্ণ প্রভু হন অদর্শন ॥
ক্ষণপরে গোপী সবে মনেতে ভাবিল।
নাহি হেরি প্রাণেশ্বরে শিহরি উঠিল ॥
চারিদিকে গোপী সবে করে নিরীক্ষণ।
কোন স্থানে নাহি দেখে শ্রীকৃষ্ণে তখন ॥
কৃষ্ণ-অদর্শনে সবে আকুল অন্তর।
অনুতাপ করে কত হইয়া কাতর ॥
যূথপতি হেতু যথা বনের হরিণী।
কৃষ্ণের কারণে তথা ব্রজের গোপিনী ॥
ক্ষণ অদর্শনে যারা হারায় জীবন।
কৃষ্ণ-প্রাণ গোপী কৃষ্ণে করে অন্বেষণ ॥
না হেরি সে নন্দসুতে উন্মত্তের প্রায়।
ক্ষণে ক্ষণে তা সবার বিভ্রম জন্মায় ॥
সকলে আকুল হ'য়ে কৃষ্ণের কারণ।
কৃষ্ণরূপরাশি কেহ না ভুলে কখন ॥
কৃষ্ণ দেখিবার আশে আনন্দ অন্তর।
কোথা হরি বলি সবে হইল কাতর ॥
সে রূপ না দরশনে সকলে চঞ্চল।
না শুনি সে বাণী গোপী হইল বিকল ॥
হরির কারণে সবে হ'য়ে উন্মাদিনী।
পাইল বেদনা মনে যতেক গোপিনী ॥
কেহ উচ্চরব করি গীত আরম্ভিল।
হরি অন্বেষণ হেতু সকলে আইল ॥
নিবিড় কানন-মাঝে করিল গমন।
বনে বনে ধায় সবে কৃষ্ণের কারণ ॥
কোন স্থানে নন্দসুতে না করে দর্শন।
বৃক্ষগণে জিজ্ঞাসিল পাগল যেমন ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে যত ব্রজাঙ্গনা।
বলহ অশ্বত্থ বৃক্ষ ক'রো না ছলনা ॥
আমরা গোপের বালা অবলা সরলা।
এই পথে গিয়াছে কি সেই নন্দলালা।
নন্দসুতে হেথা কিহে ক'রেছ দর্শন।
মিথ্যা না কহিও সত্য বলহ বচন ॥
হাসিয়া বাঁশীর গানে চুরি করি মন।
এখন না জানি কোথা হ'ল অদর্শন ॥
গোপিকা-বচনে বৃক্ষ না দেয় উত্তর।
শোকাতুরা গোপী যত আকুল অন্তর ॥
জিজ্ঞাসে গোপিকা যত অন্য বৃক্ষগণে।
তোমরা দেখেছ কেহ শ্রীনন্দ-নন্দনে ॥

মহাবৃক্ষ হও সবে পর-উপকারী।
নন্দসুত পলায়েছে গোপী-প্রাণ কাড়ি॥
কহ সত্য মিথ্যা নাহি বল কোনমতে।
কহ সেই মনচোরা গেছে কোন্ পথে॥
এইরূপে গোপবালা কাতর অন্তরে।
জিজ্ঞাসে যতেক বৃক্ষে কানন-ভিতরে॥
কেহ না উত্তর দিল তাদের কথায়।
চিন্তিত হইল অতি গোপনারী তায়॥
গোপী সব মনে মনে চিন্তিত তখন।
কি জানে পুরুষ বল নারীর বেদন॥
পুরুষ সরল নহে কঠিন-অন্তর।
সে কারণে আমাদের না দিল উত্তর॥
নিজ সুখে মত্ত সদা পুরুষের মন।
নির্দ্দয় মোদের প্রতি জানিনু কারণ॥
রমণী জানিতে পারে রমণী-বেদনা।
কভু না করিবে তারা মোদের ছলনা॥
অতএব নারীজাতি যত তরুগণে।
জিজ্ঞাসিলে তত্ত্ব-কথা পাইব এক্ষণে॥
এত বলি গোপী যত তুলসী নিকটে।
বলে দেবি তুমি সত্য কহ অকপটে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হও রত বিষ্ণুর চরণে।
তুমি কি দেখেছ সেই শ্রীনন্দনন্দনে॥
মল্লিকা মালতী আদি কহ সত্যবাণী।
কোন্ পথে কোথা গেল সেই বংশীপাণি॥
সকলে কি দেখিয়াছ সেই কৃষ্ণধন।
আনন্দে হরির অঙ্গ করেছ স্পর্শন॥
সত্য কহ আজি সবে হইয়া সদয়।
অবশ্য দেখেছ সেই নন্দের তনয়॥
গোপিকার মন হরি পলাইল কোথা।
কোন্ পথে গেল হরি কহ সেই কথা॥
না পেয়ে উত্তর তথা যতেক গোপিনী।
বিরহে কাতর সবে হ'য়ে পাগলিনী॥
তবে তথা হ'তে সবে করিল গমন।
যথা ফলবান্ বৃক্ষ সে স্থানে তখন॥
বিনয়ে তাদের কাছে বলিছে সত্বরে।
কৃষ্ণবার্ত্তা বৃক্ষগণ কহ দয়া ক'রে॥
পর-উপকার হেতু ওহে তরুবর।
ধারণ করহ শিরে ফল বহুতর॥
উপকার কর কিছু আমাদের প্রতি।
প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহ করি গো মিনতি॥
শ্রীফল বকুল কুল সবে আছ যত।
সকলেই ফলভরে হইয়াছ নত॥
যত ফল ধরিয়াছ পরের কারণ।
আমাদের প্রতি দয়া কর বিতরণ॥
পর-উপকার হেতু জনম সবার।
আমাদের লাগি কিছু কর উপকার॥
আমরা গোপের বালা হীনমতি অতি।
নন্দসুত বিনা সবে এমন দুর্গতি॥
সংসার অসার শূন্য হয় দরশন।
জানিতে না পারি আছে দেহেতে জীবন॥
চারিদিকে হেরি সব ঘোর অন্ধকার।
কৃষ্ণরূপ হেরি মত্ত অন্তর সবার॥
তাঁর গুণে ভুলে আছে যতেক গোপিনী।
তাঁহার কারণ মোরা সবে উন্মাদিনী॥
জ্ঞানহীনা নারী জাতি আমরা সকলে।
কর উপকার সবে গোপনারীদলে॥
বড়ই কাতর সবে জানিবে নিশ্চয়।
বল বল কোন্ পথে গেছে দয়াময়॥
কোন্ পথে প্রাণনাথ করেছে গমন।
সত্য কহি আমাদের রাখহ জীবন॥
উত্তর না পেয়ে সবে সজল নয়নে।
ক্ষিতি প্রতি কহে তবে কাতর বচনে॥
ভাগ্যবতী তুমি ক্ষিতি জানিনু নিশ্চয়।
কত পুণ্য কর সতী কহ সমুদয়॥
নিজ বক্ষে হরিপদ ধর অনুক্ষণ।
পুলকে পূর্ণিত ক্ষিতি কহ বিবরণ॥
তোমার ভাগ্যের কথা কহিব কি আর।
বরাহ-রূপেতে হরি করিল উদ্ধার॥

তুমি সতী ভাগ্যবতী হরি-আলিঙ্গনে।
পুলকে পূর্ণিত তুমি আছ সর্ব্বক্ষণে॥
আমাদের প্রতি কিছু হও গো সদয়।
কোন্ পথে গেছে সেই হরি দয়াময়॥
কোন্ স্থান আছে বল তব অগোচর।
কোথা নন্দসুত আছে বল গো সত্বর॥
বিনা সেই কান্ত সব শোকেতে মগন।
এই দেখ অশ্রুজলে ভিজেছে বসন॥
এতেক কহিল গোপী কাতর বচন।
না পেয়ে উত্তর তাহে বিরস-বদন॥
দুঃখিত অন্তরে সবে দাঁড়াইয়া রহে।
গুল্মলতাগণ প্রতি সকাতরে কহে॥
শুন গুল্মলতা সবে আমাদের বাণী।
মন হরি পলায়েছে সেই গুণমণি॥
কৃষ্ণ-প্রেমে মুগ্ধ মোরা শুন লতা সতী।
সদয় হইয়া কহ আমাদের প্রতি॥
কহ নন্দসুত গেল কোন্ পথ ধরি।
না কহিও মিথ্যা কথা বল সত্য করি॥
নারী হ'য়ে নারী প্রতি কেন বিড়ম্বনা।
ভালমতে জান সবে বিরহ-বেদনা॥
কহি সত্য কথা দুঃখ কর নিবারণ।
বল কোথা লুকায়েছে শ্রীনন্দনন্দন॥
করিল কাকুতি কত উত্তর না পায়।
হেরিল হরিণী যত ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
গোপী যত মৃগী সবে করি নিরীক্ষণ।
পরস্পর যুক্তি সবে করিল তখন॥
বলে সখী দেখ যত হরিণী এ স্থানে।
সরল স্বভাব হবে বুঝি অনুমানে॥
এই পথে প্রাণকৃষ্ণ গিয়াছে নিশ্চয়।
সেই রূপ দরশনে আনন্দ হৃদয়॥
মুগ্ধ হ'য়ে সকলেতে দাঁড়াইয়া আছে।
জিজ্ঞাসা করহ সবে ইহাদের কাছে॥
এমনি কৃষ্ণের রূপ ললিত মোহন।
পশুজাতি হেরে সবে চঞ্চল এখন॥
আছে ঊর্দ্ধমুখে সবে তৃণ নাহি খায়।
হেরে রূপ স্থিরনেত্রে নীরবে দাঁড়ায়॥
প্রিয়সখি শুন কহি আমার বচন।
এই পথে প্রাণনাথ করেছে গমন॥
কৃষ্ণরূপে মগ্ন হ'য়ে যতেক হরিণী।
আমাদের মত সবে হ'য়ে পাগলিনী॥
প্রেমেতে মগন সবে আনন্দ হৃদয়।
এই পথে গেছে হরি জানিবে নিশ্চয়॥
আর এক কথা সখি করহ শ্রবণ।
কান্তা সহ কান্ত গেছে জানিবে কারণ॥
একা নাহি গেছে হরি কহিলাম সার।
বিশেষ জেনেছি আমি স্বভাব তাঁহার॥
লম্পট চতুর সেই কৃষ্ণ গুণমণি।
অনুভব করে তবে যতেক রমণী॥
রমণী সহিত গেছে একা নাহি যায়।
সেই রূপ মৃগী সবে দেখিবারে পায়॥
দেখিয়া যুগল রূপ সকলে মোহিত।
লক্ষণেতে জানিলাম কর গো বিহিত॥
এত কহি মৃগীগণে জিজ্ঞাসে তখন।
দেখেছ কি এই পথে যশোদা-নন্দন॥
তাদের নিকটে তবে উত্তর না পায়।
দ্রুতপদে দূর বনে সকলেতে যায়॥
এইরূপে গোপীগণ কিছুদূরে যেয়ে।
উচ্চ এক বৃক্ষ তথা দেখিলেক চেয়ে॥
নত হ'য়ে আছে বৃক্ষ ফল-ফুল-ভরে।
পরস্পর কহে সবে দুঃখিত অন্তরে॥
এই পথে প্রাণনাথে পাব দরশন।
এই তরুবরে সখি জিজ্ঞাস এখন॥
হেঁটমাথে কৃষ্ণপদে করিল প্রণতি।
নতশিরে তাই আছে জেনেছি সম্প্রতি॥
হেরি রূপ অন্তরেতে তৃপ্ত না হইয়া।
তাই বুঝি উঁকি মেরে রয়েছে চাহিয়া॥
অতএব তরুবর করি নিবেদন।
বল কোথা প্রাণ-কৃষ্ণ করিল গমন॥

কোন্ পথে গেছে নাথ কহ সেই কথা।
দুঃখিনী গোপিনীদের দূর কর ব্যথা॥
হেরিয়াছ প্রাণনাথে তোমাদের কেহ।
আমাদের দুঃখ-ভার দূর করি দেহ॥
উত্তর না পেয়ে তবে গোপিনী সকল।
দূরে যায় অতিশয় হইয়া চঞ্চল॥
তথা হেরিলেক এক মাধবী লতায়।
চন্দনে আশ্রয় করি বিরলে তথায়॥
তাহা দরশনে যত গোপের অঙ্গনা।
কৃষ্ণের কারণে পায় অধিক বেদনা॥
মাধবীরে কহে কিছু করি সম্বোধন।
শুন লো মাধবি তব প্রফুল্ল বদন॥
কান্ত-আলিঙ্গনে আছ হ'য়ে আহ্লাদিনী।
মোরা কান্ত-হারা এবে হ'য়ে বিষাদিনী॥
নিজ প্রিয় আলিঙ্গনে আনন্দিত মতি।
অবশ্য কৃষ্ণেরে তুমি দেখিয়াছ সতী॥
একে কান্ত সহ তাহে কৃষ্ণ দরশন।
তাহাতে পুলকে মগ্ন আছ গো এখন॥
কহ কোন্ পথে গেছে নন্দের কুমার।
সত্য কহি রাখ প্রাণ আমা সবাকার॥
এইরূপ শোকে মগ্না যতেক গোপিনী।
না পেয়ে উত্তর হয় সবে উন্মাদিনী॥
পরে যত গোপবালা শোকেতে মগন।
বনে বনে করে সবে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥
খুঁজিয়া না পেয়ে কৃষ্ণে উন্মত্ত হইল।
ভূমিতলে পড়ি কত প্রলাপ কহিল॥
অজ্ঞানের মত ক্ষণে হ'য়ে অচেতন।
পুনশ্চ করিল কৃষ্ণে কত অন্বেষণ॥
কোনমতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ না পায়।
তবে সবে একত্রেতে কৃষ্ণগুণ গায়॥
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণলীলা করয়ে কীর্ত্তন।
একরূপে গোপী শোক করিল বর্জ্জন॥
কৃষ্ণ-শোকে পাগলিনী রাখিতে জীবন।
বাল্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশে তখন॥
কেহ সেই কৃষ্ণঘাতী পূতনা হইল।
বিষ-মাখা স্তন যেন কৃষ্ণে পিয়াইল॥
কোন গোপী সেই স্তন করিল সেবন।
এইরূপে কৃষ্ণলীলা করে গোপীগণ॥
কোন গোপী ঊর্দ্ধে উঠে শকট হইয়া।
কেহ তাহা ভাঙ্গি ফেলে পদাঘাত দিয়া॥
কোন গোপী তৃণাবর্ত্ত অসুর হইল।
কেহ কৃষ্ণ-রূপ ধরি তাহারে বধিল॥
হামাগুড়ি দিয়া কেহ কৃষ্ণ হ'য়ে যায়।
কোন গোপী পাছে পাছে আনন্দেতে ধায়॥
বৎসাসুর কোন গোপী হইল তখন।
কেহ কৃষ্ণ হ'য়ে তার নাশিল জীবন॥
কেহ বা রাখাল সাজি বৃক্ষেতে উঠিল।
কেহ বৎসরূপে গোঠে চরিতে লাগিল॥
কেহ বা বাজায় বাঁশী সুমধুর রবে।
প্রশংসা করয়ে তারে ব্রজ-গোপী সবে॥
কোন গোপী কহে সখি করি নিবেদন।
এখনি ধরিব আমি গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত বলি নিজ হস্তে বস্ত্র উঠাইল।
কোন গোপী বস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিল॥
বলে নাথ রক্ষা কর ব্রজবাসিগণে।
বিষম ইন্দ্রের কোপ ধারা বরিষণে॥
কোন গোপী কহে আমি কালী নাগবর।
আর গোপী কহে পদ পাইবে সত্বর॥
ওই দেখ দাবানল কোন গোপী কয়।
গোপগণে পরিত্রাণ কর দয়াময়॥
আর গোপী হরি হ'য়ে ভক্ষণ করিল।
কোন গোপী হরিরূপে নবনী হরিল॥
কোন গোপী যশোমতী তখনি হইল।
হরিরূপী গোপিকারে বন্ধন করিল॥
ওরে ননীচোর তোরে করিনু বন্ধন।
এইরূপে গোপী যত আনন্দিত মন॥
শোকেতে আকুল যত ব্রজ-আহিরিণী।
কৃষ্ণলীলা করে শোকে হ'য়ে উন্মাদিনী॥

পুনঃ বনে ধায় সবে কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
জিজ্ঞাসিয়া ফিরে সবে তরু-লতাগণে ॥
কোন স্থানে নন্দসুতে দেখিতে না পায়।
চঞ্চল অন্তরে সবে পাগলিনী-প্রায় ॥
এইরূপে ব্রজগোপী আকুল অন্তরে।
ভ্রমিয়া বেড়ায় সবে বনের ভিতরে ॥
আকুল হইয়া সবে করয়ে গমন।
কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন করে দরশন ॥
পদচিহ্ন হেরি তবে কহে পরস্পরে।
এই পথে চল সখি দেখিব কৃষ্ণেরে ॥
এই দেখ পদচিহ্ন আছে বিদ্যমান।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন হয় অনুমান ॥
ক্ষণমাত্র গমনের চিহ্ন এই হয়।
সত্বর গমনে তারে পাইব নিশ্চয় ॥
এত কহি গোপী যত চলিল সত্বর।
কৃষ্ণ দরশন হেতু আনন্দ অন্তর ॥
পদচিহ্ন অনুসারে গমন সবার।
নারী-পদ-চিহ্ন দেখে পার্শ্বেতে তাহার ॥
তাহা দেখি গোপী যত আকুল হৃদয়।
গোপী সবে একেবারে খেদযুক্ত হয় ॥
কাতর হইয়া তবে গোপীরা তখন।
পরস্পর পরস্পরে কহিলা বচন ॥
এই দৃশ্য সখি নাহি সহ্য করা যায়।
গোপীসহ গোপীনাথ লুকায় কোথায় ॥
আমাদের ছাড়ি গেল যশোদানন্দন।
কেন গোপী ভাগ্যহীন হইল এখন ॥
হেন দুঃখ সহ্য নাহি হয় গোপী-মনে।
মোরা সবে অভাগিনী হরি-অদর্শনে ॥
কোন গোপী হরিধন নিশ্চয় পাইল।
আমাদের ভাগ্য-দোষে তাহা না মিলিল ॥
অনুমানে গোপিনীরা করিল গমন।
নারী-পদ-চিহ্ন আর না হয় দর্শন ॥
হেরিল সে পদ যত তৃণেতে আবৃত।
তাহা দেখি শোকে মগ্ন হয় গোপী-চিত ॥
কেহ কহে চমৎকার কর দরশন।
এই স্থানে নারীপদ নাহি কি কারণ ॥
চরণ কমলে হবে কুশের আঘাত।
সুকোমল পদযুগে হবে রক্তপাত ॥
তাই প্রাণনাথ তারে স্কন্ধে করি নিল।
আমাদের ভাগ্যে সখি তাহা না ঘটিল ॥
আর কতদূরে করে সত্বরে গমন।
নারী-চিহ্ন পুনরায় না করে দর্শন ॥
পরে সবে দ্রুতপদে গমন করিল।
পদ-চিহ্ন ধূলিমগ্ন সকলে দেখিল ॥
তাহা দরশনে সবে শোকেতে মগন।
পরস্পর পরস্পরে কহিল তখন ॥
ওগো সখি দৃষ্টি সবে কর গো এখানে।
লইল গোপিকা কোলে হরি এই স্থানে ॥
তাই এই পদ-চিহ্ন মগ্ন যে হইল।
কামিনীর ভারে পদ অধিক বসিল ॥
আর এক অনুমান এই হয় মনে।
প্রেয়সীরে প্রাণনাথ সাজায় যতনে ॥
তুলি নানাবিধ ফুল কবরী বান্ধিল।
সযতনে ঊরু'পরে তারে বসাইল ॥
এই দেখ ঊরু-চিহ্ন অঙ্কিত ধূলায়।
তাহা হেরি গোপী সব আকুল ব্যথায় ॥
এইরূপে গোপী যত শোকাকুল প্রাণে।
আবেশে অচল হ'য়ে বসে সেই স্থানে ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা সুমধুর অতি ॥
অন্য অন্য কামিনীরে করি পরিহার।
যে গোপীর সনে হরি করেন বিহার ॥
যাহারে লইয়া তিনি বনমাঝে যান।
তাহার অন্তরে জাগে অতিশয় মান ॥
ভাবে সতী বিশ্বপতি ভালবাসে মোরে।
হরিরে বাঁধিনু আমি মোর প্রেমডোরে ॥
অন্য অন্য যত আছে গোপের যুবতী।
তাহাদের চেয়ে আমি বেশী ভাগ্যবতী ॥

পরিহার করি হরি অন্য গোপীগণে।
আমারে লইয়া একা আসিলেন বনে॥
চলিতে চলিতে সতী শ্রীহরির সনে।
কহিলেন গর্ব্বভরে হরি জনার্দ্দনে॥
চলিতে পারি না নাথ কঠিন এ ভূমি।
আমারে বহন করি ল'য়ে চল তুমি॥
গোপিনীর কথা শুনি কহে জনার্দ্দন।
আমার স্কন্ধেতে তুমি কর আরোহণ॥
যেমনি গোপিনী যায় কাঁধে চড়িবারে।
অন্তর্দ্ধান করে হরি বনের মাঝারে॥
এই দৃশ্য হেরি গোপী করে হাহাকার।
কোথা গেলে নাথ মোরে করি পরিহার॥
প্রিয়তম প্রাণেশ্বর কোথায় রহিলে।
কেন তুমি এত ব্যথা দুখিনীরে দিলে॥
এইরূপে সেই গোপী একাকিনী বনে।
বিলাপ করিছে বসি আপনার মনে॥
এমন সময় যত অন্য গোপিকায়।
কৃষ্ণ অন্বেষণে সবে আসিল সেথায়॥
হেরিয়া সখীরে সেথা যত গোপীদল।
শ্রীকৃষ্ণে হেরিতে সবে হইল চঞ্চল॥
শুনিয়া সখীর মুখে সকল বারতা।
যত ব্রজগোপীগণ মনে পায় ব্যথা॥
সবে মিলি পুনরায় আকুলিত প্রাণে।
অন্বেষণ করে সেই কৃষ্ণ ভগবানে॥
খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে ব্রজগোপীগণ।
যমুনা-পুলিনে সবে করে আগমন॥
দুঃখিত অন্তরে তবে হরিগুণ গায়।
হরি-দরশন হেতু চারিদিকে চায়॥

ভাগবত-কথা অতি পবিত্র বচন।
সুবোধ রচিল ভাবি শ্রীহরি-চরণ॥

ইতি গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ।

একত্রিংশ অধ্যায়

গোপী-বিলাপ

শুক কহে ওহে নৃপ করহ শ্রবণ।
বিরহে ব্যাকুল গোপী কি করে তখন॥
কাঁদিয়া সকলে গিয়া যমুনার ধারে।
হরিগুণ গান তারা করে বারে বারে॥
বলে কোথা গোপীনাথ জীবনের ধন।
গোপী-মনোহর হরি জগত-কারণ॥
গোপী-প্রাণেশ্বর তুমি যশোদাকুমার।
তব শ্রীচরণ বিনে সবে শবাকার॥
ভক্তগণ তব পদ সেবে অনুক্ষণ।
কমলা-সেবিত পদ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অদর্শনে চন্দ্রানন আকুল অন্তর।
কৃপা করি গোপীগণে বাঁচাও সত্বর॥
একবার চন্দ্রানন দেখাও সবারে।
নতুবা গোপিকা-প্রাণ রহে কি প্রকারে॥
না হেরি ও চাঁদমুখ দেখি শূন্যময়।
অন্ধকারময় সব দরশন হয়॥

গোপিকা সকলে হেরি বদন তোমার ।
অন্যে নাহি জানে গোপী ওহে গুণাধার ॥
কেমনে বাঁচিব মোরা তোমার বিহনে ।
অবলা কামিনীকুলে বধিলে জীবনে ॥
বিনামূল্যে ক্রীতদাসী সকলে তোমার ।
তার প্রতিফল একি ওহে গুণাধার ॥
এ হ'তে মরণ ভাল জানিনু নিশ্চয় ।
এতেক যন্ত্রণা আর সহ্য নাহি হয় ॥
ওহে প্রাণকৃষ্ণ আর কি কব তোমারে ।
বিষম বিপদ্ হ'তে বাঁচাও সবারে ॥
কালীয় দমন করি মোদের কারণ ।
সর্প-ভয় হ'তে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
দুরাত্মা রাক্ষস হ'তে রাখ কতবার ।
তুমি বৃষাসুরে হরি করিলে সংহার ॥
তাহাতে বাঁচিল যত ব্রজবাসিগণ ।
এইরূপে কত বার রাখিলে জীবন ॥
বার বার কত বার বাঁচাইলে সবে ।
বধিতে উদ্যত কেন আমাদের তবে ॥
বধিতে বাসনা যদি ছিল হে অন্তরে ।
কেন রেখেছিলে এত বিপদ্-সাগরে ॥
আগে যদি সে বিপদে হইত মরণ ।
তা হ'লে কি গোপীদের দহিত জীবন ॥
তোমা অদর্শনে প্রাণ দহে অনিবার ।
না হয় মরণ তাহে যাতনাই সার ॥
নিবেদন করি তবে শুন প্রাণপতি ।
যশোদা-তনয় তুমি অখিলের গতি ॥
জগতের সার বস্তু তব শ্রীচরণ ।
তুমি সবাকার সার সবার জীবন ॥
কমলা-সেবিত পদ অতুল ধরায় ।
হরিতে অবনীভার আইলে হেথায় ॥
সৃষ্টি-রক্ষা হেতু ব্রহ্মা ও পদ সেবিল ।
তাই যদুকুলে তব জনম হইল ॥
চরণ কমলে তব যে লয় শরণ ।
নিশ্চয় এ ভব-ভয় তার নিবারণ ॥
তব পাদপদ্ম নাথ যে করে আশ্রয় ।
ভবে তার কোন ভয় কভু নাহি রয় ॥
ওহে কান্ত সেই পদে মোরা সর্ব্বজন ।
আমাদের প্রতি তবে কেন বিড়ম্বন ॥
কামানলে মোরা হই উত্তপ্ত এখন ।
সুশীতল করস্পর্শে কর নিবারণ ॥
ব্রজ-দুঃখ-হর হরি ওহে প্রাণেশ্বর ।
চারু চন্দ্রানন তাহে দেখিতে সুন্দর ॥
অতএব কর দয়া তব দাসীগণে ।
তব চারু চন্দ্রানন দেখিব এক্ষণে ॥
কি কহিব প্রাণকান্ত ওহে দয়াময় ।
তব পদে সদা রত সেই গোপীচয় ॥
যেই পদ লক্ষ্মী সদা রাখে বক্ষে ধীরে ।
যে চরণ রাখ হরি ফণিরাজ-শিরে ॥
সে চরণ গোপী-হৃদে কর হে অর্পণ ।
তবে সে মদনানল হবে নির্ব্বাপণ ॥
নতুবা শীতল বল কি প্রকারে হয় ।
অবলা হৃদয়ে জ্বালা আর কত সয় ॥
আর শুন প্রাণধন করি নিবেদন ।
ব্রজ-গোপিকার হরি তুমিই জীবন ॥
সুমধুর বাক্যে কর সবারে আশ্বাস ।
ধরেছি জীবন-মাত্র করি তব আশ ॥
তবে দাসী হই মোরা যত ব্রজনারী ।
মদনে মোহিত সবে শুন বংশীধারী ॥
মনে আশা থাকে যদি রাখিতে জীবন ।
কহ বাক্য সুধাময় শ্রীনন্দ-নন্দন ॥
কর বাক্য-সুধা দান প্রাণ রহে তবে ।
নতুবা মরিবে নাথ গোপিনীরা সবে ॥
এখনো যে আছে প্রাণ ওহে প্রাণেশ্বর ।
তব দরশন-আশে ওহে গুণাকর ॥
তাপিতগণের যাহা জীবন-কারণ ।
যাহার প্রশংসা করে যত কবিজন ॥
শ্রবণ করিলে যাহা সদা শুভ হয় ।
তাপদগ্ধ প্রাণে যাহা স্নিগ্ধ অতিশয় ॥

সেই তব কথামৃত যেবা করে পান।
এ জগতে সেই হয় অতি পুণ্যবান্ ॥
মোরা গৃহে থাকি নাথ তব ধ্যানে রত।
স্থির মনে ও চরণে চিন্তিনু যে কত ॥
তুমি নাথ যে সঙ্কেতে বাঁশী বাজাইলে।
তাহাতে গোপিকা-চিত্ত হরণ করিলে ॥
তাই হ'ল সবাকার চঞ্চল হৃদয়।
তুমি হে কপট অতি অতীব নিদয় ॥
একবার তব পদ করিয়া স্পর্শন।
লভিনু অমৃত-রাশি শুন প্রাণধন ॥
তা হ'তে লোভিত চিত্ত হে ব্রজমোহন।
তাহাতেই মনে ক্ষোভ জন্মিল এখন ॥
ওহে হরি তোমারে কি কব মোরা আর।
মুখে নাহি বাক্য সরে সবে শবাকার ॥
ব্রজ হ'তে বৃন্দাবনে গোচারণে যাও।
ল'য়ে যত শিশুদলে গোঠ পানে ধাও ॥
তখন না হেরি তব ও শশি-বদন।
তিলে শত যুগ মনে হইত তখন ॥
কি আর কহিব হরি বাক্য নাহি সরে।
কহিতে সে কথা নাথ আঁখি-জল ঝরে ॥
গোচারণে যবে তুমি করিতে গমন।
চরণ-কমলে হ'ত কুশের ঘাতন ॥
তাহা স্মরি মনে দুঃখ হইত উদয়।
কি আর কহিব নাথ ওহে দয়াময় ॥
ব্রজের সবার তুমি হও প্রাণধন।
গোঠ হ'তে ঘরে যবে কর আগমন ॥
তব দরশন হেতু গোপিনী সকলে।
তব মুখ হেরি গিয়া মোরা কুতূহলে ॥
কুন্তলে আবৃত হ'ত ও চাঁদ বদন।
ধূলায় আচ্ছন্ন দেহ ল'য়ে সখাগণ ॥
খেলিতে খেলিতে গৃহে আসিতে যখন।
দরশনে আনন্দিত হ'ত গোপীগণ ॥
যে আনন্দ পেনু নাথ কেমনে কহিব।
কামিনী হইয়া দুঃখ কতই সহিব ॥
গোপী-মনোহরা হরি গোপিকা-জীবন।
তব পাদপদ্মে প্রাণ করেছি অর্পণ ॥
লক্ষ্মীর সেবিত পদ পড়েছে ধরায়।
কত ভাগ্যবতী ধরা কহনে না যায় ॥
কত পুণ্যবতী কত তপ আচরিল।
নতুবা পঙ্কজ-পদ কিরূপে পাইল ॥
ব্রজকুল-নারীগণে কর রতি দান।
শোক দূর কর হরি করি বাঁশী-গান ॥
হইবে সকলে শান্ত পেয়ে মুখামৃত।
গোপীদের দুঃখ যত হবে বিদূরিত ॥
তব মুখামৃত নাথ করি আস্বাদন।
শোকে মগ্ন গোপীগণে বাঁচাও এখন ॥
আমরা অধীনা তব ওহে গুণাকর।
শবাকার তোমা বিনা ওহে পীতাম্বর ॥
দুঃখের কাহিনী আর কতই জানাব।
না জানি তোমারে ভজি এত ক্লেশ পাব ॥
গোচারণে যেতে যবে ল'য়ে শিশুগণ।
জীবহীন দেহ যেন হইত তখন ॥
যতক্ষণ ধেনু সহ রহিতে গোষ্ঠেতে।
অদর্শনে গোপীগণ থাকিত দুঃখেতে ॥
তোমার বাঁশীর গান করিয়া শ্রবণ।
মৃতদেহে হ'ত যেন প্রাণ-সঞ্চারণ ॥
সেই গানে গোপীমন করিলে হরণ।
কুলে জলাঞ্জলি দিনু তোমার কারণ ॥
পরিহরি পরিজনে কাননে গমন।
একি বিপরীত কর্ম্ম তোমার এখন ॥
এ ঘোর নিশিতে এই কুলবধূদলে।
একাকিনী রেখে বনে অন্তর্হিত হ'লে ॥
আমাদের সহ কর শঠতা এখন।
একি বিপরীত কার্য্য ধূর্ত্ত আচরণ ॥
হাসি হাসি সবাকার মন চুরি করি।
পলাইলে কোথা এবে ওহে দুষ্ট হরি ॥
ব্রজবাসিগণে তুমি ওহে গুণাধার।
কত শত বিপদেতে করিলে উদ্ধার ॥

গোপনীয় নহে তাহা জগৎ-মাঝারে।
কেন পরিত্যাগ তুমি করিলে সবারে ॥
তোমার বেণুর রব করিয়া শ্রবণ।
ছুটিয়া আসিনু মোরা যত গোপীগণ ॥
লাজ মান সব আজি করি পরিহার।
পাগলিনী সম আসি নিকটে তোমার ॥
পরিত্যাগ করি যত স্বজন বান্ধব।
তোমার নিকটে মোরা আসিনু মাধব ॥
তোমার লাগিয়া যারা উন্মাদিনী হয়।
তাদের ত্যজিলে তুমি নিঠুর হৃদয় ॥
হে প্রিয় অখিলপতি জগতের ভূপ।
তব আবির্ভাব সদা মঙ্গল-স্বরূপ ॥
ওহে গুণময় এবে ছাড়হ ছলনা।
শুভদৃষ্টি করি রাখ যত ব্রজাঙ্গনা ॥
তোমাতে সবার মন জান দয়াময়।
ছলনায় কিবা তব প্রয়োজন হয় ॥
এখন জীবন রাখ দিয়া দরশন।
কি আর কহিব হরি না সরে বচন ॥
ভাবিয়া আকুল সব হৃদয় চঞ্চল।
কেমনে রহিবে প্রাণ হয়েছে বিকল ॥
কণ্ঠ শুষ্ক হ'ল নাথ কাঁদিতে কাঁদিতে।
অবশ হয়েছে অঙ্গ না পারি চলিতে ॥
এত কহি গোপী যত হয় অচেতন।
গোপিকা-বিলাপ শুন সুবোধ-রচন ॥

ইতি গোপী-বিলাপ।

শ্রীকৃষ্ণদর্শন

শুকদেব বলে শুন ওহে নৃপধন।
তারপর শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন ॥
এইরূপে গোপী যত শোকেতে কাতর।
আঁখি-নীরে ভাসিতেছে তারা নিরন্তর ॥
ঘোর নাদে গোপী সবে করয়ে রোদন।
কোথা কৃষ্ণ বলি সদা ডাকে ঘন ঘন ॥
ইহা শুনি দয়াময় দেব ভগবান্।
পীতাম্বরে বনমাল্যে হ'য়ে শোভমান ॥
সস্মিত বদনে যত গোপীর সদনে।
পুনশ্চ প্রত্যক্ষ হন সেই কুঞ্জবনে ॥
হেরিল গোপিকা যবে কৃষ্ণের উদয়।
ভাসিল আনন্দ-নীরে প্রফুল্ল হৃদয় ॥
পাইল পরম প্রীতি কৃষ্ণ-দরশনে।
উঠিয়া বসিল সবে সহাস্য বদনে ॥
মনের হরষে তথা উঠিল তখন।
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন ॥
পরম হরষে যত ব্রজগোপীগণ।
চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণে ঘেরিল তখন ॥
কেহ বা কৃষ্ণের হস্ত করিল ধারণ।
কেহ কৃষ্ণগলে ধরি আনন্দে মগন ॥
কেহ আঁকড়িয়া সুখে কৃষ্ণেরে ধরিল।
কেহ পদতলে পড়ি গড়াগড়ি দিল ॥
কেহ কৃষ্ণ-পীতাম্বরে মুছে অশ্রুজল।
কেহ বাহুপাশে বাঁধে হ'য়ে সচঞ্চল ॥
কেহ কৃষ্ণ-হস্ত ধরি করিল আঘ্রাণ।
কেহ দরশন করি পুলকিত প্রাণ ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ-মুখ করিল চুম্বন।
কেহ বক্ষে ধরে কৃষ্ণ-যুগল-চরণ ॥
কুটিল কটাক্ষে কেহ কৃষ্ণ-পানে চায়।
কেহ কৃষ্ণ-প্রেমে হয় উন্মত্তের প্রায় ॥
কোন গোপিকার বাড়ে ক্রোধের অনল।
কোন গোপী হানে কৃষ্ণে কটাক্ষ প্রবল ॥

কোন গোপী দন্তে দন্ত করিছে ঘর্ষণ।
কেহ বা অধরে ওষ্ঠ করিছে দংশন॥
কোন গোপী কৃষ্ণ-মুখ দরশন করে।
চিত্র-পুতলীর প্রায় হর্ষিত অন্তরে॥
কোন গোপী নেত্র মুদি পুলকের ভরে।
মদনমোহন রূপ নিরখে অন্তরে॥
কেহ মনে মনে করে প্রেম-আলিঙ্গন।
এইরূপে গোপী সব পুলকিত মন॥
যেন যোগিগণ যোগে মুদিত নয়ন।
সেইরূপ দাঁড়ায়েছে যত গোপীগণ॥
ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ করি দরশন।
আনন্দ-সাগরে সবে হইল মগন॥
কৃষ্ণের বিরহানল নির্ব্বাণ হইল।
মৃতদেহে সবে যেন জীবন পাইল॥
যোগ-সিদ্ধ যোগী যথা আনন্দ-হৃদয়।
সেরূপ আনন্দ লভে গোপী-সমুদয়॥
শোকেতে আচ্ছন্ন ছিল যত ব্রজবালা।
হরি-দরশনে সবে নিভাইল জ্বালা॥
তবে হরি গোপীগণে লইয়া তখন।
যমুনা-পুলিনে যায় আনন্দিত মন॥
চলিল সে কুঞ্জবনে ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে।
বিকাশে কুসুম-কলি তাহে কত রঙ্গে॥
পদ্মসহ গন্ধবহ বহে মৃদুগতি।
মধুলোভে অলিগণ আনন্দিত অতি॥
উন্মত্ত হইয়া সবে করিছে গুঞ্জন।
কোকিল কোকিলা রবে জুড়ায় শ্রবণ॥
মনোহর গীত গায় পাখীকুল যবে।
শ্রবণে শীতল প্রাণ আনন্দিত সবে॥
চন্দ্রের শীতল করে মোহে জীব-মন।
হরি সহ গোপিকারা আনন্দে মগন॥
ত্যজিল বিরহ-তাপ কানু দরশনে।
ভাসিল আনন্দ-নীরে গোপাঙ্গনাগণে॥
যোগ-সিদ্ধ যোগী যথা আনন্দ-অন্তর।
সেইমত গোপবালা শুন নরবর॥
উন্মত্ত হইল সবে হরি দরশনে।
আপন অঞ্চলে সবে বাঁধিল যতনে॥
যাঁহার মায়ায় বদ্ধ রয়েছে সংসার।
তাঁরে বাঁধিবারে পারে হেন সাধ্য কার॥
গোপী-প্রেমে বাঁধা হরি আছে অনুক্ষণ।
তাই গোপ-বালা সবে করয়ে বন্ধন॥
যমুনা-পুলিনে সেই কানন-ভিতর।
বসিল গোপিকা যত আনন্দ-অন্তর॥
মধ্যস্থলে কৃষ্ণে রাখি ঘেরি চারিধারে।
বলিল গোপের বালা সবে সারে সারে॥
মদনে মোহিত তবে ব্রজবালা যত।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণে করি ছলা কত॥
হাস্যাননে কৃষ্ণধনে কহিছে তখন।
কৃষ্ণ কর-পদ্ম করে করিয়া ধারণ॥
অভিমানে গোপী-দেহ হ'তেছে দহন।
মুখে মিষ্ট কথা তবে কহিছে তখন॥
ওহে প্রাণকৃষ্ণ তুমি সাধু সদাশয়।
দয়ার সাগর তুমি ওহে দয়াময়॥
কে জানে তোমার গুণ মহিমা অপার।
রূপে গুণে অনুপম ওহে গুণাধার॥
তোমার অধীন মোরা ব্রজাঙ্গনাদল।
আমাদের প্রতি সত্য কহ অবিকল॥
কি আর কহিব হরি চরণে তোমার।
প্রবোধ বচনে যেন ভাঁড়াও না আর॥
সত্য কহ গুণমণি করো না বঞ্চনা।
ভজিলে ভজয়ে নাথ কহ কোন্ জনা॥
না ভজিলে ভজে যেবা সেবা কোন্ জন।
ভজালে না ভজে হরি সে জন কেমন॥
সত্য কথা কহ নাথ আমাদের প্রতি।
জ্ঞানহীনা মোরা যত ব্রজের যুবতী।
ব্রজাঙ্গনা-বাক্যে তবে দেব দামোদর।
হাস্যাননে গোপী প্রতি কহে ব্রজেশ্বর॥
শুন কহি ব্রজাঙ্গনা আমার বচন।
কহি আমি সার কথা করহ শ্রবণ॥

পরস্পরে যেই জন ভজন করয়।
আপনার স্বার্থ হেতু কার্য্য উদ্ধারয় ॥
কার্য্য উদ্ধারের হেতু উভয় সাধন।
মিথ্যা নহে সার কথা কহিনু এখন ॥
না ভজিলে যেবা ভজে শুন তা' এখনি।
শিশুগণে ভজে সদা জনক-জননী ॥
স্নেহবশে সদা করে সন্তানে পালন।
অবোধ বালক নারে করিতে সেবন ॥
ভজিলে না ভজে আমি কহিলাম সার।
শুন কহি ব্রজাঙ্গনা অপর প্রকার ॥
ভজিলে না ভজে কহি শুন সে বচন।
আত্মারামে যদি সদা করহ ভজন ॥
তথাপি না ভজে সেই কহি সত্যবাণী।
নাহি তার ভোগ-ইচ্ছা আমি তাহা জানি ॥
ভোগ-বাঞ্ছা নাহি তার শুনহ বচন।
ভজিলে ভজনা নাহি করে কোন্ জন ॥
মূঢ়মতি অকৃতজ্ঞ সেই দুরাচার।
ভজিলে না ভজে আমি কহিলাম সার ॥
এইরূপ আচরণ করে যে দুর্ম্মতি।
ঈশ্বরের দ্রোহী সেই শুন ব্রজ-সতী ॥
গুরু-দ্রোহী সেই মূঢ় জগতে প্রচার।
ভজিলে না ভজে সেই মহা দুরাচার ॥
ওগো ব্রজাঙ্গনা আমি কি আর কহিব।
অকৃতজ্ঞ বলি তারে নিশ্চয় জানিব ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা ব্রজের যুবতী।
হাসিয়া হাসিয়া সবে কহে কৃষ্ণ প্রতি ॥
দেখ দেখ গুণমণি কহিল কি বাণী।
অকৃতজ্ঞ জানিলাম এবে চক্রপাণি ॥
এত কহি গোকুলের যতেক রমণী।
সবে মিলি কাণাকানি করিল অমনি ॥
কঠিন নেত্রেতে কেহ হেরে কৃষ্ণ পানে।
হাসিয়া আকুল কেহ হয় সেই স্থানে ॥
মহামূঢ় বলি কৃষ্ণ আপনি কহিল।
এই হেতু গোপী যত হাসিতে লাগিল ॥
তাহা হেরি গোপীগণে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ মধুর বচন ॥
সত্যবাণী কহি শুন ব্রজের গোপিনী।
কহিলাম যাহা আমি শ্রীহরি-কাহিনী ॥
উহাদের মধ্যে আমি নহি কোন জন।
করুণা-সাগর মোরে জানিও এখন ॥
যে জন আমারে ভজে এক মন প্রাণে।
সতত তাহারে আমি ভজি সাবধানে ॥
নতুবা কি ভক্তজনে আমারে ভজয়।
ভক্ত প্রতি সদা আমি করুণা-হৃদয় ॥
অনুরাগ বাড়াইতে শুনহ এখন।
তোমাদের প্রতি মোর হেন আচরণ ॥
ভক্তি বৃদ্ধি হেতু আমি হই লুক্কায়িত।
তবে কেন কহ বৃথা বাক্য অনুচিত ॥
কহ ব্রজাঙ্গনা তাহে কত সুখোদয়।
দৈবে যদি সেই ধন পুনঃ লাভ হয় ॥
কত সুখোদয় পুনঃ ধন লাভ হ'লে।
সেই হেতু অদর্শন জানিবে সকলে ॥
শুন যত ব্রজনারী বচন আমার।
মনে না ভাবিও কভু অন্য ভাব আর ॥
যাহে মম অদর্শন জানিলে এমন।
তাহে না ভাবিও মনে বেদনা এখন ॥
তোমরা সকলে এবে আমার কারণ।
কুলধর্ম্ম একেবারে দিলে বিসর্জ্জন ॥
লোকলাজ পরিহরি আমায় ভজিলে।
পরিজন ছাড়ি মোর নিকটে আসিলে ॥
সবার সাক্ষাতে কহি শুনহ এক্ষণে।
দুঃখ না ভাবিও কভু মম অদর্শনে ॥
তোমাদের প্রতি কভু নির্দ্দয় না হব।
তোমাদের ভক্তি-ডোরে সদা বদ্ধ রব ॥
তোমাদের প্রতি কভু বিমুখ না হই।
গোপিকার প্রেমে বাঁধা আমি সদা রই ॥
ব্রজ-গোপিনীর আমি অধীন নিশ্চয়।
মম প্রতি সবাকার ভক্তি অতিশয় ॥

মম প্রতি গোপিকার তৃষা সর্ব্বক্ষণ।
বিষম সে গৃহ-ফাঁদে সবার বন্ধন॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে রহে অনিবার।
আমাতে একান্ত ভক্তি রবে সবাকার॥
ধন জন আদি আর পুত্র বন্ধু যত।
সব ত্যজি মোর প্রতি সবে অনুগত॥
বিষম মায়ার পাশ করিয়া ছেদন।
ভক্তিভাবে কর সবে আমারে ভজন॥
তোমরা সকলে মোর নিকটে আসিলে।
বিনা অনুরোধে সবে আমারে ভজিলে॥
তোমাদের সহ এই আমার মিলন।
নিন্দনীয় কার্য্য ইহা নহে কদাচন॥
জগতে রহিল খ্যাতি কহিলাম সার।
তোমাদের সম কেহ না হইবে আর॥
মহা-ঋণে বদ্ধ সবে করিলে আমায়।
এক্ষণে মোচন কভু না হইবে তায়॥
কোটি কল্পযুগ যদি রহি এ মহীতে।
তথাপি গোপিকা-ঋণ নারিব শুধিতে॥
এইরূপে গোপী প্রতি কহে নারায়ণ।
শ্রবণে গোপিকা সব আনন্দে মগন॥

বাল্যলীলা হরিকথা শ্রবণে সুন্দর।
সুবোধ রচিল গীত শুনে সাধু নর॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদর্শন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

রাসলীলা

শুকদেব কহে পুনঃ শুনহ রাজন।
করিলেন যথা রাস ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শুনহ পবিত্র কথা নৃপ মহাশয়।
যেমনে করেন রাস কৃষ্ণ দয়াময়॥
কৃষ্ণের বচনে তবে ব্রজ-নারীগণ।
আনন্দ-নীরেতে সবে হইল মগন॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানল হয় নিবারণ।
উন্মত্ত হইল কৃষ্ণে করি পরশন॥
অমরাবতীতে ছিল যত দেবগণ।
হেরিতে সে পূর্ণরাস করে আগমন॥
শূন্যমার্গে সবে ধায় বৃন্দাবন বনে।
যথায় খেলায় হরি গোপনারী সনে॥
শঙ্কর আনন্দ-মতি হরষে মগন।
হৈমবতী সহ সেথা করে আগমন॥
গণপতি কার্ত্তিকেয় সঙ্গেতে চলিল।
শচীসহ শচীপতি হস্তী আরোহিল॥
হর্ষভরে ব্রহ্মা যায় হংসের উপরে।
অনল করিল গতি আনন্দ অন্তরে॥
সস্ত্রীক শমন চলে হেরিবারে রাস।
গ্রহ তারাগণ চলে কুঞ্জের সকাশ॥
দিবাকর যায় আর যায় শশধর।
নিজ নিজ নারী সঙ্গে চলিল সত্বর॥
জাহ্নবী সাবিত্রী আদি চলে কত রঙ্গে।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ধায় দেব সঙ্গে॥

মুনি ঋষি আদি যত সিদ্ধ ও চারণ।
সবে ধায় হর্ষভরে আনন্দে মগন ॥
পূর্ণরাস হেরিবারে যায় হর্ষভরে।
অতএব মহারাজ শুন তদন্তরে ॥
অনন্তর রাসেশ্বর ব্রজগোপী সঙ্গে।
রাসক্রীড়া করিবারে মাতিলেন রঙ্গে ॥
পরস্পর বদ্ধ বাহু হইল তখন।
গোপীসহ মহানন্দে শ্রীনন্দনন্দন ॥
কৃষ্ণে রাখি রাসস্থলে যতেক রমণী।
মণ্ডলী রূপেতে সব দাঁড়ায় তখনি ॥
দাঁড়াইল গোপবালা কৃষ্ণেরে ঘেরিয়া।
গোপীগণ মাঝে কৃষ্ণ আছে দাঁড়াইয়া ॥
দুই গোপী মধ্যে এক মদনমোহন।
গোপী-মাঝে কিবা সাজে শ্রীনন্দনন্দন ॥
মাঝে কৃষ্ণ দুই দিকে রহে গোপনারী।
সবার গলেতে ধরে মুকুন্দ-মুরারি ॥
গোপী যত কৃষ্ণ তত হইল তখন।
নীলবাস মাঝে পীত রহিল বসন ॥
হেনরূপে রহে কৃষ্ণ গোপীগণমাঝে।
মদন-মোহন রূপ মনোহর সাজে ॥
সব গোপী মনে ভাবে হ'য়ে আনন্দিত।
আমার নিকটে কৃষ্ণ আমাতেই প্রীত ॥
রূপ দরশনে তবে যতেক অমর।
পুষ্প বরিষণ করে আনন্দ-অন্তর ॥
দুন্দুভি বাজায় সবে হরষের ভরে।
কৃষ্ণগুণ গান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাচে মহা আনন্দিত।
অপ্সর অপ্সরা গায় হ'য়ে প্রফুল্লিত ॥
শ্রীরাস মঞ্চেতে সবে মণ্ডল আকার।
যত গোপী তত কৃষ্ণ তাহার মাঝার ॥
কৃষ্ণ সহ গোপী যত নাচিতে লাগিল।
মধুর নূপুর-ধ্বনি তাহাতে হইল ॥
কিঙ্কিণী-বলয়-ধ্বনি হইল তখন।
শ্রীরাসমণ্ডলে মহা শব্দ সংঘটন ॥
শুন ওহে নরপতি অদ্ভুত কথন।
হরি সহ নাচে গোপী আশ্চর্য্য দর্শন ॥
গোপীগণমধ্যে শোভে যশোদা-তনয়।
সূর্য্যকান্তমণি মাঝে নীলমণি হয় ॥
বৃন্দাবন বনমাঝে শ্রীরাসমণ্ডল।
কত শোভা কত আভা দিক্ সমুজ্জ্বল ॥
নাচিতে লাগিল সবে আনন্দিত মন।
কত বলে কত ছলে নাচিছে তখন ॥
কুটিল কটাক্ষ কারো কেহ মন্দ হাসে।
কেহ করতালি দেয় কেহ মৃদু ভাষে ॥
এইরূপে গোপীগণ আনন্দে অপার।
কুচের কাঁচলি খসে যত গোপিকার ॥
মন্দ মন্দ বহি ঘর্ম্ম অলকা ধুইল।
কটির বসন তথা অমনি খসিল ॥
মেঘেতে বিজলি যথা দেখিতে সুন্দর।
গোপী-মাঝে তথা কৃষ্ণ শোভে মনোহর ॥
প্রেমে মত্ত গোপীকুল আনন্দে মাতিল।
উচ্চরবে কৃষ্ণগুণ গান আরম্ভিল ॥
গোপী-কণ্ঠরব গীতে ভরিল সংসার।
কৃষ্ণ সহ রাসলীলা হয় গোপিকার ॥
রাসলীলা লীলা-সার হেরে দেবগণ।
এমন অদ্ভুত লীলা না দেখে কখন ॥
অতঃপর শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
কৃষ্ণ সহ নাচে গায় যতেক গোপিনী ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা হয়।
কোন গোপী অবশাঙ্গী দাঁড়াইয়া রয় ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ-রবে মিলাইয়া তান।
আনন্দেতে উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছে গান ॥
কোন গোপী করতালি দেয় হৃষ্টমনে।
পরিতোষ করে কৃষ্ণ তারে আলিঙ্গনে ॥
কৃষ্ণ-মুখামৃত কেহ করে আস্বাদন।
এইরূপে গোপী সব আনন্দে মগন ॥
রাসলীলা করে কৃষ্ণ গোপিকা সহিতে।
গোপীসহ রসালাপ করে হৃষ্টচিতে ॥

কোন গোপী নৃত্য করি পরিশ্রান্ত হয়।
হরি-কণ্ঠ ধরি কেহ দাঁড়াইয়া রয়॥
কোন গোপী মহানন্দে কৃষ্ণ-করে ধরি।
নিজ স্কন্ধে দিল তাহা মহানন্দ করি॥
কোন গোপী কৃষ্ণ-কর ধরিয়া যতনে।
আদরে চুম্বন করে আনন্দিত মনে॥
কোন গোপী নৃত্য করে আনন্দ-হৃদয়।
শ্রীহরি কটাক্ষাঘাতে কামের উদয়॥
কোন গোপী কৃষ্ণ-মুখ করে নিরীক্ষণ।
কারো বা কুণ্ডল ভূমে হইল পতন॥
কৃষ্ণ-প্রেমে গোপিকারা বিভোর হইল।
কৃষ্ণ-মুখ-সুধা আশে নাচিতে লাগিল॥
কোন গোপী সুখে কৃষ্ণমুখে মুখ দিয়া।
চর্ব্বিত তাম্বুল ধরে অধরে করিয়া॥
সুধা হ'তে সুধা হয় তার আস্বাদন।
গোপীগণ হৃষ্টমনে খায় অনুক্ষণ॥
কত যে আনন্দ মনে হইতেছে তায়।
কত নৃত্য করে কত সুখে গীত গায়॥
কেহ বা মন্দিরা ল'য়ে সুখেতে বাজায়।
কোন গোপী কৃষ্ণে ধরি সুখেতে জড়ায়॥
কোন গোপী হরি-প্রেমে উন্মত্ত হইল।
কেহ বা কামের শরে বিষম মাতিল॥
কৃষ্ণ-কর ধরি হ'য়ে প্রফুল্ল-অন্তর।
আনন্দে ধরায়ে দেয় পীন-পয়োধর॥
এইরূপে কৃষ্ণ সহ যতেক গোপিনী।
কৃষ্ণ-কণ্ঠ ধরি নাচে যেন উন্মাদিনী॥
লক্ষ্মীকান্তে ল'য়ে যত ব্রজের যুবতী।
এইরূপে ক্রীড়া করে প্রীতিভরে অতি॥
গোপিকার গলে ধরি শ্রীনন্দনন্দন।
মনোহর নৃত্য করে গোপিকা-মোহন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গান গায় উচ্চৈঃস্বরে।
গোপিকা সহিত কৃষ্ণ সুখে ক্রীড়া করে॥
অবশ হইল অঙ্গ নাচিতে নাচিতে।
কুণ্ডল পড়িল খসি অমনি ভূমিতে॥
পরিশ্রান্ত কলেবর গোপিকা সকলে।
বহিল ঘর্ম্মের স্রোত গোপী-গণ্ডস্থলে॥
অলকা ভাসিল ঘর্ম্মে ভিজিল বসন।
মধুর নূপুর-ধ্বনি হইল তখন॥
হরিসহ মহানৃত্য মহারাস স্থলে।
কিঙ্কিণী-বলয়-ধ্বনি করিছে সকলে॥
মালতীর মালা ছিল কবরী আবৃত।
গণ্ডেতে পড়িয়া তাহা হইল স্খলিত॥
আনন্দে ভ্রমরকুল করয়ে গুঞ্জন।
এইরূপে কেলি করে যশোদানন্দন॥
অপার আনন্দ লভে কৃষ্ণ দরশনে।
উন্মত্ত হইয়া গোপী চাহে ক্ষণে ক্ষণে॥
শ্রীমুখেতে হাস্য হেরি প্রেমেতে পাগল।
গোপীনাথ সহ খেলে গোপিকা সকল॥
জ্ঞানহীনা ব্রজনারী বিভোর হইল।
কৃষ্ণ-অঙ্গ-পরশনে মদনে মাতিল॥
বিলাসী বিলাস করে শ্রীহরির সঙ্গে।
পীড়িত মদন-শরে খেলে নানা রঙ্গে॥
খসিল কবরী বন্ধ কটির বসন।
ছিন্ন ভিন্ন বেশভূষা যত আভরণ॥
কৃষ্ণপ্রেমে ব্রজবালা চঞ্চলিত মন।
সম্বরিতে নারে সবে ব্যাকুল তখন॥
গোপীসহ গোপীনাথ খেলে অবিরত।
প্রফুল্ল হইল হেরি দেবতারা যত॥
রাসস্থলে রাসক্রীড়া করি দরশন।
মদনে আকুল সবে হইল তখন॥
সবে পতিমুখ হেরে সকাম নয়নে।
বিস্মিত হইল তাহা হেরি দেবগণে॥
হেনমতে রাসক্রীড়া করে নারায়ণ।
যত গোপী তত কৃষ্ণ চারু দরশন॥
সকল গোপিকা সহ শ্রীনন্দনন্দন।
ক্রীড়ারসে সবাকারে করয়ে রমণ॥
করিল অদ্ভুত লীলা দেব বিশ্বপতি।
গোপিকার আশা পূর্ণ করে মহামতি॥

শুন নরবর এই অপূর্ব্ব কাহিনী ।
এইরূপে কেলি করে বিশ্বপতি যিনি ॥
রমণের অবসানে অবশ হইল ।
তখন রমণীগণে ঘর্ম্ম নিঃসরিল ॥
শুকাইয়া মুখশশী মলিন যে তায় ।
রাহুগ্রস্ত শশী যথা সেইমত প্রায় ॥
তথা হরি প্রেমবশে বসি মঞ্চোপরে ।
মুছায় গোপিকা-মুখ আনন্দ অন্তরে ॥
শ্রীকৃষ্ণের হাস্যমুখ করি নিরীক্ষণ ।
যতেক গোপিকা সবে হর্ষেতে মগন ॥
হেরিয়া প্রসন্ন হ'ল গোপী সমুদয় ।
কৃষ্ণ-অঙ্গ-পরশনে অবশাঙ্গ হয় ॥
পদ্মকর স্পর্শে যত ব্রজের অঙ্গনা ।
তখনি পাসরে সবে অঙ্গের বেদনা ॥
শুক কহে শুন রাজা কহি অতঃপর ।
রাসক্রীড়া করে কৃষ্ণ আনন্দ-অন্তর ॥
জলকেলি করিবারে দেব জনার্দ্দন ।
যমুনা-পুলিনে সবে করিল গমন ॥
যমুনার জলে নামে ত্যজিয়া বসন ।
উলঙ্গিনী গোপবালা গোপিকা-জীবন ॥
যমুনার জলে আসি প্রবেশ করিল ।
করিণীর সঙ্গে যথা করী প্রবেশিল ॥
দলিছে কমলদল মত্ত হস্তী প্রায় ।
সেইমত গোপীসহ শ্রীহরি তথায় ॥
দলিতে গোপিকা-দলে বারির ভিতর ।
গোপী সঙ্গে মহারঙ্গে আইল সত্বর ॥
যমুনার জলে সবে উলঙ্গিনী হ'য়ে ।
গোপী সব সন্তরণ করে কৃষ্ণে ল'য়ে ॥
কেহ কৃষ্ণগাত্রে জল দেয় ছড়াইয়া ।
কেহ কারে ফেলে দেয় কূলে দাঁড়াইয়া ॥
মীনরূপে কোন গোপী করে সন্তরণ ।
কোন গোপী জলে ভাসে কুম্ভীর মতন ।
কোন গোপী হরি সহ পদ্মবনে যায় ।
কেহ বা শৈবাল তুলি ফেলে দেয় গায় ॥
কেহ বা মৃণাল তুলি করয়ে ভক্ষণ ।
কেহ কৃষ্ণ-গলে ধরি করে আলিঙ্গন ॥
যেন মত্ত করী সঙ্গে করিণীর দল ।
সেইমত কৃষ্ণ সঙ্গে গোপিকা সকল ॥
দুই হাতে করি কৃষ্ণ জল সিঞ্চাইল ।
উন্মত্ত মানস গোপী আনন্দে ভাসিল ॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ সংখ্যা নাহি তার ।
ব্রজাঙ্গনা সহ মিলে করেন বিহার ॥
জলকেলি করে গোপী পরম উল্লাসে ।
কোন রমা রমানাথে বাঁধে বাহুপাশে ॥
এইরূপে নারী-মাঝে করে সন্তরণ ।
পরেতে অপূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন ॥
দেখিল গোপিকা সবে পীড়িত মদনে ।
আনন্দ অন্তরে হরি হাসে মনে মনে ॥
আকণ্ঠ জলেতে মগ্ন ব্রজকুলবালা ।
অনিমিষে দরশন করে তাহা কালা ॥
সুনির্ম্মল নদীজল করে ঢল ঢল ।
সুরূপা গোপিকা-রূপ হ'তেছে উজ্জ্বল ॥
দরশনে গোপী-অঙ্গ গোপিকা-মোহন ।
অমনি অবশ কৃষ্ণ হইল তখন ॥
গোপী-রূপে মুগ্ধ হ'য়ে মদনে মাতিল ।
জলমাঝে গোপীগণে কোলেতে লইল ॥
নীর-মধ্যে ধরি সবে করিল চুম্বন ।
তাহাতে অবশ অঙ্গ যত গোপীগণ ॥
চুম্বনে অধরামৃত পান করে সুখে ।
কেলিরসে মত্ত সবে রহে মুখে মুখে ॥
এইরূপে ব্রজাঙ্গনা আনন্দে মাতিল ।
কৃষ্ণসহ গোপী যত কৌতুক করিল ॥
কৃষ্ণেরে করিয়া কোলে গোপিকা সকল ।
দূরে জলে ফেলি দিল হইয়া বিহ্বল ॥
শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে আসি ধরি গোপীকর ।
কোলে করি হাসে কৃষ্ণ সানন্দ অন্তর ॥
পুনঃ পুনঃ চুমে কৃষ্ণ গোপিকা-আনন ।
ধীরে ধীরে অধরেতে করেন দংশন ॥

হেনমতে কেলি-রসে শ্রীরাসবিহারী।
মত্ত হয় জল-মাঝে ল'য়ে গোপনারী॥
তবে কৃষ্ণ গোপীগণে ধরিয়া তখন।
দূরে জলে ল'য়ে গিয়ে করে নিক্ষেপণ॥
গোপীগণ কৃষ্ণ-কণ্ঠ করিয়া ধারণ।
সাহসে অগাধ জলে করে সন্তরণ॥
হেনমতে জলকেলি করে আনন্দেতে।
করিল বাসনা পূর্ণ গোপী সকলেতে॥
আকাশেতে দেবগণ করে দরশন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি মুনি ঋষিগণ॥
দরশনে হৃষ্ট মন হ'ল সবাকার।
পূর্ণরাস হেরি পায় আনন্দ অপার॥
সবে মহানন্দে করে পুষ্প বরিষণ।
ঘোররবে দুন্দুভি যে হইল বাদন॥
হেন মতে জলক্রীড়া করি যদুরায়।
তীরেতে বসিল উঠি ল'য়ে গোপিকায়॥
নগ্নবেশে তীরদেশে উঠিয়া সকলে।
আপন আপন বস্ত্র পরে কুতুহলে॥
হর্ষযুত নন্দসুত বসন তুলিয়া।
গোপীগণে সযতনে দিল পরাইয়া॥
কোন গোপী শিরে বাঁধে চূড়া মনোহর।
কেহ বা বাঁশরী দেয় হস্তের উপর॥
কোন গোপী মালা আনি গলাতে পরায়।
সুগন্ধি চন্দন কেহ অঙ্গেতে মাখায়॥
কেহ বা অলকা দিয়া সাজাইল সুখে।
কেহ বা অগুরু আনি দেয় কৃষ্ণ-মুখে॥
চরণে নূপুর কেহ পরাইয়া দিল।
কেহ বা যতনে কৃষ্ণ কোলেতে করিল॥
এইরূপে গোপাঙ্গনা কৃষ্ণে সাজাইল।
আনন্দ-রসেতে সবে নিমগ্ন হইল॥
তবে হরি যত্ন করি ধরি গোপিকায়।
হর্ষভরে নীলাম্বর পরায় তাহায়॥
আপনি সাজায় হরি অতীব যতনে।
রঞ্জিত করিল আঁখি চিকুর অঞ্জনে॥
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু পরাইয়া দিল।
নাসামূলে নিজ হাতে তিলক করিল॥
পারিজাত-পুষ্পমালা দিল তার গলে।
রতন মল্লিকা হার শোভে বক্ষঃস্থলে॥
মনোহর বেশভূষা করিয়া যতনে।
গোপীরূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘনে॥
মহানন্দে নন্দসুত গোপিকা সনেতে।
জলকেলি করে তথা আনন্দ মনেতে॥
বনে বনে করে হরি সুখেতে বিহার।
পূর্ণরাস করি হরি আনন্দ অপার॥
পরে হরি রাসস্থলে বসিল যখন।
শান্তি-সুখভোগে রত যত গোপীগণ॥
অরণ্যে ভোজন করে গোপিকা সঙ্গেতে।
নানা মিষ্ট ফল গোপী দেয় আনন্দেতে॥
কৃষ্ণ-মুখে তুলি দেয় গোপিকা সকল।
কৃষ্ণ দেয় গোপী-মুখে হ'য়ে সচঞ্চল॥
এইরূপে মহানন্দে করিয়া ভোজন।
তদন্তরে বনে বনে করিল ভ্রমণ॥
করিণী-সহিত যথা ভ্রমে করিবর।
সেইমত ভ্রমে বনে ব্রজের ঈশ্বর॥
এইরূপে পূর্ণিমাতে নিশা অবসানে।
রাসলীলা করে হরি আনন্দ বিধানে॥
এইরূপে গোপী যত কৃষ্ণগত মন।
সারানিশি কৃষ্ণ সহ করিল যাপন॥
শূন্যেতে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
আনন্দে চলিল সবে আপনার ঘরে॥
এইরূপে জনার্দ্দন মত্ত সেই রাসে।
মাতিয়া মদনে আর লীলা যে প্রকাশে॥
রাসলীলা শেষে যত ব্রজনারীগণ।
আপন আপন গৃহে করিল গমন॥
গোপগণ সুপ্ত ছিল কৃষ্ণের মায়ায়।
পত্নীদের এই কার্য্য জানিতে না পায়॥
প্রভাতে উঠিয়া হেরে গোপ সমুদয়।
নিজ নিজ পত্নীগণ পার্শ্বে শুয়ে রয়।

অতঃপর শুকদেবে করি সম্বোধন।
পরীক্ষিৎ রাজা কহে শুন তপোধন॥
হরির বিচিত্র লীলা নাহি বুঝা যায়।
কৃপা করি এক কথা বলহ আমায়॥
অধর্ম্ম-নাশের তরে আবির্ভাব যাঁর।
এইরূপ হেরি কেন আচরণ তাঁর॥
ধর্ম্মের রক্ষক যিনি জগতের পতি।
পরদার-ভোগে কেন হয় তাঁর মতি॥
বুঝিতে না পারি আমি এ সব বিষয়।
কৃপা করি কহ তুমি মুনি মহাশয়॥
রাজার মুখেতে শুনি এ হেন বচন।
মৃদু হাস্য করি শুক কহিলা তখন॥
শুন শুন মহারাজ কহি আমি তবে।
ঈশ্বরেতে কোন দোষ নাহিক সম্ভবে॥
অনল যেমন করে সকল ভোজন।
সেরূপ ঈশ্বরে দোষ না করে স্পর্শন॥
ঈশ্বরের বাক্য সত্য সত্য আচরণ।
যে কথা বলেন তিনি করেন পালন॥
ঈশ্বরের নাহি কিছু মঙ্গলামঙ্গল।
কেমনে হইবে বল তাঁর অকুশল॥
অন্য কেহ করে যদি এই আচরণ।
অবশ্য অহিত তার হইবে তখন॥
রুদ্র সম কেহ যদি বিষ করে পান।
অমনি সে মূঢ় জন ত্যজিবেক প্রাণ॥
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি অখিলের পতি।
কিরূপে তাঁহার বল হইবে দুর্গতি॥
সংসারেতে বদ্ধ নাহি হন নারায়ণ।
করেন স্বেচ্ছায় তিনি শরীর ধারণ॥
জগতের হিত তরে নর-দেহ ধরি।
নানারূপ ক্রীড়া করে লীলাময় হরি॥
সকলের সার লীলা রাসলীলা হয়।
ভাগবতে হরিকথা যেন সুধাময়॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
শ্রীহরির লীলা কথা অতি চমৎকার॥

ইতি রাসলীলা

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার

জিজ্ঞাসিল পরীক্ষিত ওহে মহাত্মন।
কহ সেই হরিকথা শুনিব এখন॥
রাসলীলা করি হরি মনের হরিষে।
কিবা লীলা কৈল পরে কহ সবিশেষে॥
শুকদেব কহে শুন কুরুর নন্দন।
রাসলীলা করি হরি তুষি গোপীগণ॥
পূর্ণরাস সমাপিয়া মনেতে চিন্তিল।
বন খেলা করিবারে ইচ্ছা তাঁর হৈল॥
সঙ্গেতে রাখাল যত আনন্দিত মন।
ধেনু বৎস লয়ে হরি করিল গমন॥
বৃন্দাবন বনমাঝে হয় উপনীত।
তৃণ-লোভে চারিদিকে ধায় গাভী যত॥
যতেক রাখালগণ আনন্দে মাতিল।
কদম্ব মূলেতে বসি খেলিতে লাগিল॥
বসিয়া গাছের তলে যত শিশুগণ।
কৃষ্ণেরে করিতে রাজা ভাবে মনে মন॥
বলরাম সঙ্গে হরি কদম্বের মূলে।
মধুর মুরলী-ধ্বনি করে কুতূহলে॥
বেণুরবে ধেনু সবে আনন্দ হইল।
হরির নিকটে আসি চরিতে লাগিল॥
নব নব দূর্ব্বাদল করয় ভক্ষণ।
ক্ষণে ক্ষণে হরি-মুখ করে নিরীক্ষণ॥
তবে যত ব্রজশিশু কহে ব্রজেশ্বরে।
তোমারে করিব রাজা কানন ভিতরে॥

অনুমতি দেহ ওহে শ্রীনন্দ-নন্দন।
মনের মানস পূর্ণ করহ এখন॥
বনের ভিতর রাজা বনমালী হবে।
মনের বাসনা পূর্ণ নিশ্চয় হইবে॥
এত যদি কহিলেন গোপ-শিশুগণ।
অন্তরে হাসিল হরি প্রেমের কারণ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দিত হয় যত ব্রজ-শিশুগণ॥
সবে মিলি মনোমত কৃষ্ণেরে সাজায়।
শিখিপুচ্ছ চূড়া তাঁর ভূমেতে নামায়॥
বৃক্ষপত্রে মনোহর পাগড়ি করিল।
কৃষ্ণ-শিরে আনন্দেতে তাহা পরাইল॥
বন-ফুলে সাজাইল শ্রীনন্দ-নন্দনে।
বৃক্ষমূলে বসাইল পত্র-সিংহাসনে॥
হলধরে মন্ত্রী করি সাজায় হরিষে।
ব্রজ-শিশুগণ তথা মহানন্দে ভাসে॥
কোন শিশু পত্র-ছত্র ধরিল মাথায়।
পত্রের তাম্বুল গড়ি কেহ দেয় তায়॥
কোন শিশু পত্রের ব্যজনী করি করে।
রাধাকৃষ্ণে ব্যজনিছে সানন্দ অন্তরে॥
ব্যজনী সঞ্চালে তথা হরষিত কায়।
কোন জন ফল পাড়ি আনিয়া যোগায়॥
কেহ বা কোটাল হ’য়ে তথা দাঁড়াইল।
কোন শিশু হস্ত বান্ধি তখনি আনিল॥
দোষ গুণ করে হরি আপনি বিচার।
যথা শাস্তি দেয় তারে নন্দের কুমার॥
কোন শিশু যমুনার জলেতে নামিল।
প্রস্ফুটিত শতদল অনেক তুলিল॥
কেহ ত্বরা ধেয়ে আসি ধরিল তাহায়।
কৃষ্ণের নিকট তারে বান্ধি ল’য়ে যায়॥
কেহ বৃক্ষডালে উঠি পাড়ে নানা ফল।
খাইছে ফেলিছে তাহে হইয়া চঞ্চল॥
কোন শিশু গাভী বৎস কোলে করি লয়।
নৃত্য করি কোন শিশু দ্রুতবেগে ধায়॥
কেহ হরিপাশে যায় করিয়া ক্রন্দন।
বলে মোরে ভূমিতলে ফেলিল এখন॥
এইরূপে শিশুগণ আনন্দিত মন।
কোন শিশু গাভীগণে করয়ে দোহন॥
কেহ ল’য়ে গাভী সবে যায় অন্যদিকে।
কেহ বলে কুঞ্জবনে যেতে বল তাকে॥
কেহ হামাগুড়ি দিয়ে ধরে কার পায়।
কেহ বা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়ে রয়॥
কেহ বা পুষ্পের বনে ফুল তুলে কত।
কেহ ল’য়ে ফুলগুচ্ছ হয় উপনীত॥
কৃষ্ণে উপহার দেয় সবে কুতূহলে।
কেহ বা সাজায়ে ডালি মিষ্ট খাদ্য ফলে॥
রাখালের রাজা বলি করে সম্বোধন।
ক্ষমা কর দোষ যত যশোদানন্দন॥
এইরূপে হরষেতে খেলা করে কত।
ক্রমেতে গগনে রবি হয় প্রকাশিত॥
রবি-করে তাপিত হইল শিশুগণ।
ক্ষুধায় আকুল সবে হইল তখন॥
মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিতে লাগিল।
হৈমবতী হরজায়া মনেতে জানিল॥
অন্নপূর্ণা বেশ ধরি দেবী হৈমবতী।
সিংহ-পৃষ্ঠে বনমাঝে করিলেন গতি॥
ধরি মনোহর বেশ উপস্থিত হয়।
হস্তেতে সুবর্ণ বালা কিবা শোভাময়॥
সুবর্ণ কঙ্কণ হাতে তাহে কত শোভা।
রতন অঙ্গুরী তায় প্রকাশিছে আভা॥
মাণিকের মালা গলে যেন দিবাকর।
হীরক কুণ্ডল কর্ণে অতি মনোহর॥
চরণে নূপুর তায় মুনি মন হরে।
রাঙ্গা পায় রক্তজবা কত শোভা করে॥
করযোড়ে কৃষ্ণ অগ্রে আসি হরজায়া।
করিল অনেক স্তুতি হরিরে অভয়া॥
ওহে দেব ভবধব জগত-জীবন।
অপার মহিমা তব বিশ্বের কারণ॥

কটাক্ষে সৃজিলে হরি এ বিশ্ব সকল।
তোমার কৃপায় নাথ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি হও সার।
কে জানে মহিমা তব ওহে মূলাধার ॥
তব অংশে জন্ম যত অমরের গণ।
প্রকৃতি উৎপত্তি হরি তোমাতে এখন ॥
সবাকার মূল তুমি ওহে বীজময়।
লীলার আধার দেব তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥
এইরূপে করে স্তব দেবী হৈমবতী।
হেনকালে বৃষোপরে আসে পশুপতি ॥
হংসপৃষ্ঠে আসে দেব চতুর-আনন।
বৃন্দাবন বনে আসে যত দেবগণ ॥
ব্রজশিশু দেখি সবে বিস্ময় মানিল।
অপরূপ রূপ সবে নয়নে হেরিল ॥
প্রণমিল আসি সবে শ্রীকৃষ্ণের পদে।
আশীর্ব্বাদ করে সবে মনের আহ্লাদে ॥
হৈমবতী প্রতি হরি সঙ্কেত করিল।
বনমাঝে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি প্রকাশিল ॥
লক্ষ্মী আদি সরস্বতী সাবিত্রী বিমলা।
বনমাঝে সকলেতে উপনীত হৈলা ॥
শিশুগণে কহে হরি হাসিয়া তখন।
ক্ষুধায় আকুল সবে করহ ভোজন ॥
তবে যত শিশু হয় মহা আনন্দিত।
ভোজন কারণ সবে হ'ল উপনীত ॥
যমুনা হইতে জল আনে পাত্র ভরি।
পদ্মপত্র পাতি সবে বসে সারি সারি ॥
মধ্যে বসে হলধর শ্রীনন্দনন্দন।
সারি সারি বসে সবে যত দেবগণ ॥
মহামায়া হরজায়া হস্তে স্বর্ণ-থালা।
সকলেরে অন্ন দেন আপনি কমলা ॥
দিল অন্ন সকলেরে ব্যঞ্জন সহিত।
ভোজন করয়ে সবে হ'য়ে প্রফুল্লিত ॥
পায়স পিষ্টক দধি দুগ্ধ ক্ষীর আদি।
ছানা ননী খাদ্য কত আর নানাবিধি ॥
এইরূপে ব্রজশিশু সহ ভগবান।
বনমাঝে মহানন্দে করিল ভোজন ॥
আচমন করি শেষ আনন্দে উন্মত্ত।
পরিতোষ হ'য়ে সবে করে মহা নৃত্য ॥
কৃষ্ণ-অনুমতি ল'য়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গমন ॥
ব্রজের রাখাল যত আনন্দিত মনে।
দূর হ'তে তাড়াইয়ে আনে ধেনুগণে ॥
যমুনার তীরে সবে তাড়াইয়া দেয়।
তৃষ্ণাযুক্ত গাভীগণ জল সবে খায় ॥
ক্রমে রবিকর অতি হীন কর হয়।
ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব অস্তাচলে যায় ॥
পাখীকুল কলরবে নীড়েতে ধাইল।
হেনকালে শ্যামরায় বেণু রব কৈল ॥
সঙ্কেতে বেণুর রব করিয়ে শ্রবণ।
আনন্দে উন্মত্ত তবে যত শিশুগণ ॥
গাভীগণ হাম্বারবে গৃহমুখে গেল।
হরিসহ ব্রজশিশু নাচিয়া চলিল ॥
তুলি নানা বন-ফুল মালা গাঁথি তায়।
মহা হর্ষে সকলেতে গাভী-শৃঙ্গে দেয় ॥
ধেনু-শৃঙ্গে মনোহর মালতীর মালা।
হর্ষচিত্তে গাভী যত ধীরেতে চলিলা ॥
নাচিতে নাচিতে তবে ব্রজশিশু যত।
অতঃপর হর্ষান্তরে গৃহে উপনীত ॥
রঙ্গ করি চলি যায় কত শোভা তায়।
নিজ নিজ ধেনু ল'য়ে সবে গৃহে যায় ॥

সুবোধ রচিত গীত গোষ্ঠের মহিমা।
শুনিলে চলিয়া যায় অধর্ম্ম-কালিমা ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

সুদর্শন-মোচন ও শঙ্খচূড়-বধ

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ ।
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য-কথা সর্পের মোচন ॥
একদিন দেবী-যাত্রা করি গোপগণ ।
সকলেতে মহোৎসব করে আয়োজন ॥
অম্বিকা দেখিতে যায় গোপগণ যত ।
মহানন্দে গোপশিশু ধায় শত শত ॥
অম্বিকা কানন যথা তথা সবে ধায় ।
সরস্বতী-জলে স্নান করিল তথায় ॥
স্নান করি পট্টবস্ত্র পরিধান করি ।
চলিল পূজিতে যথা শঙ্কর শঙ্করী ॥
নানা উপচারে অগ্রে পূজে পশুপতি ।
অনন্তর পূজা করে দেবী ভগবতী ॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য মহা মহোৎসব ।
আনন্দে মাতিল তথা ব্রজশিশু সব ॥
গোপগণ মহানন্দে সকলে মাতিল ।
দ্বিজগণে বহু দান মুক্তহস্তে দিল ॥
নানা রত্ন করে দান ধেনু অগণন ।
দানে মহা তুষ্ট হ'ল যত দ্বিজগণ ॥
অনাথ দরিদ্রগণে সবে অকাতরে ।
পরিতুষ্ট করি সবে বস্ত্র দান করে ॥
ভোজন করায় দ্বিজে মনের হরষে ।
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ রসে ॥
হৃষ্টমনে দ্বিজগণে সকলে পূজিল ।
দেবী-অগ্রে গোপ যত প্রার্থনা করিল ॥
এইরূপে গোপ গোপী মনের উল্লাসে ।
মনোমত মাগে বর শঙ্করী-সকাশে ॥
সরস্বতী-বারি আনি পিয়ে গোপগণ ।
ব্রতচারী উপবাসী ছিল যত জন ॥
দেবীর প্রসাদ তবে আনন্দেতে খায় ।
সেই নিশা অবস্থিতি করিল তথায় ॥
নন্দ আদি যত গোপ প্রফুল্ল হৃদয় ।
ব্রত করি নদীতীরে সুখে সবে রয় ॥
মহানন্দে সবে আছে করিয়া শয়ন ।
হেনকালে মহাসর্প করে দরশন ॥
বিষম আকার সর্প তথায় আইল ।
ভয়ঙ্কর বেশে নন্দে গিলিতে লাগিল ॥
একবারে নন্দগোপে গিলে অজগর ।
ঘোর রবে কাঁদে সবে ব্যাকুল অন্তর ॥
নন্দগোপ মহাভীত করিছে ক্রন্দন ।
পায়ে ধরি মহাসর্প গ্রাসিছে তখন ॥
গোপকুল ভয়াকুল কাঁদে উচ্চরবে ।
বিষম সর্পেরে হেরি জ্ঞানশূন্য সবে ॥
মহাভীত নন্দরাজ আকুল অন্তরে ।
ওরে কৃষ্ণ বলি তথা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কোথা কৃষ্ণ শীঘ্র আসি কর দরশন ।
অজগর আসি মোরে গ্রাসিছে এখন ॥
এস বাপ শীঘ্র করি বাঁচাও আমায় ।
নতুবা এ মহাসর্প গিলিয়া যে খায় ॥
মহাভীত হ'য়ে তথা গোপ যত ছিল ।
কৃষ্ণের নিকটে আসি কাঁদিতে লাগিল ॥
সর্পে সংহারিতে তবে সৃজিল উপায় ।
প্রহারে বিষম অস্ত্র মহাসর্প-গায় ॥
অস্ত্রের প্রহারে সর্প করয়ে গর্জ্জন ।
দ্বিগুণিত ক্রোধে গ্রাসে নন্দেরে তখন ॥
অনল জ্বালিয়া তবে যত গোপগণ ।
সর্পে দগ্ধ করে নন্দে করিতে রক্ষণ ॥

হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র তথায় আইল।
পিতার দুর্গতি নিজে নয়নে দেখিল॥
নন্দের দুর্দ্দশা হরি করি দরশন।
ক্রোধানলে প্রজ্বলিত যেন হুতাশন॥
ক্রোধেতে অস্থির কৃষ্ণ আসিয়া সেথায়।
পদাঘাত করে তবে সর্পের মাথায়॥
শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব কাহিনী।
কৃপার সাগর সেই বিশ্বপতি যিনি॥
যেই পদ বাঞ্ছা করে চতুর-আনন।
যোগিগণ যোগে রত যে পদ কারণ॥
দেবগণ অবিরত যে পদ ধ্যেয়ায়।
সেই পদ দিল হরি সর্পের মাথায়॥
কত ভাগ্য ধরে সর্প না যায় কথন।
যেই মাত্র কৃষ্ণপদ করে পরশন॥
কৃষ্ণপদ-পরশনে মুক্তিপদ পায়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সর্প ধরিল মাথায়॥
কৃষ্ণপদ-স্পর্শে হ'ল পাপের-মোচন।
দিব্যমূর্ত্তি সেইক্ষণে করিল ধারণ॥
ধরিল অদ্ভুত রূপ সর্প সেইক্ষণে।
ভূমে লুটি পড়ে তবে কৃষ্ণের চরণে॥
পুনঃ পুনঃ হরিপদে করয়ে প্রণতি।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে সর্প স্তব করে অতি॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মস্তকে রাখিল।
পরম সুন্দর রূপ পুরুষ হইল॥
তবে কৃষ্ণ সেই জনে জিজ্ঞাসে তখন।
কেবা তুমি সত্য কহ পুরুষ-রতন॥
রূপ দরশনে মনে হেন জ্ঞান হয়।
প্রধান পুরুষ তুমি হইবে নিশ্চয়॥
কিবা অপকর্ম্ম হয় তোমাতে সাধন।
কি কারণে সর্প-দেহ করিলে ধারণ॥
কি হেতু নিন্দিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে।
সর্পযোনি বল তুমি কেন বা ধরিলে॥
স্বরূপে বলহ তুমি নিজ পরিচয়।
বিস্তারিয়া কহ সব না করিহ ভয়॥

কৃষ্ণের বচনে সর্প করি যোড়কর।
মৃদুভাষে কহিলেক শুন সর্ব্বেশ্বর॥
জাতিতে গন্ধর্ব্ব আমি নাম সুদর্শন।
মহা ধনবান্ আমি ছিলাম তখন॥
একদিন শুন প্রভু কহি সে আখ্যান।
বিদ্যাধরীগণ সঙ্গে ভ্রমি নানাস্থান॥
বিমানে চড়িয়া আমি করি যে ভ্রমণ।
যথা ইচ্ছা যাই তথা নাহিক বারণ॥
অঙ্গিরা মুনির ছিল বংশধরগণ।
মহাতেজা মুনি তারা বিরূপ দর্শন॥
একদিন এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
সেই মুনিদের আমি পাইনু দেখিতে॥
কৌতূহলে গিয়া আমি তাদের সকাশ।
বিরূপ দেখিয়া সবে করি পরিহাস॥
তাদেরে দেখাতে ভয় কৌতুকের ভরে।
গেলাম তাদের কাছে সর্পরূপ ধ'রে॥
ভয়ে ভীত মুনিগণ হইল তখন।
বিকট আকৃতি সর্প ক'রে দরশন॥
ধ্যানবলে জানি সব ক্রোধিত অন্তর।
অভিশাপ দিল তারা আমার উপর॥
ক্রোধে হুতাশন-প্রায় কম্পিত হইল।
আরক্ত নয়নে তবে কহিতে লাগিল॥
দুরাচার নাহি ভয় তোমার অন্তরে।
মোদেরে দেখাও ভয় সর্পমূর্ত্তি ধ'রে॥
কর্ম্মমত ভোগ কর ফল আপনার।
ধারণ করিয়া থাক সর্পের আকার॥
সর্পরূপে বাস কর এই ধরাতলে।
সমুচিত দণ্ড পাও নিজ কর্ম্মফলে॥
উড়িল পরাণ মোর মুনির বচনে।
লুটাইয়া পড়িলাম তাঁদের চরণে॥
মুনিগণ প্রতি তবে কহিনু বচন।
অধীনের অপরাধ করহ মার্জ্জন॥
অবোধের প্রতি রোষ উপযুক্ত নয়।
ত্যজ রোষ ক্ষম দোষ ওহে দয়াময়॥

এইরূপে কত স্তুতি করি মুনিগণে।
সদয় হইয়া তারা কহিল তখনে॥
মোদের বচন কভু অন্যথা না হবে।
সর্পরূপে কিছুকাল এই স্থানে রবে॥
পরে শুন হে গন্ধর্ব্ব মোদের বচন।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে তব হইবে মোচন॥
সেই হ'তে মুনিশাপে সর্পের আকারে।
পড়িয়া রয়েছি হেথা বনের মাঝারে॥
অভিশাপ নহে দেব মম ভাগ্যোদয়।
নয়নে হেরিনু আজ পরম আশ্রয়॥
পাইনু পরম পদ মুনির কৃপায়।
ধরিনু ও পাদপদ্ম আপন মাথায়॥
কত পুণ্যে দরশন হ'ল ও চরণ।
ধ্যানে নাহি পায় যাহা মুনি-ঋষিগণ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি সদা বাঞ্ছে যেই পদ।
যে চরণ অনুক্ষণ যোগীর সম্পদ্॥
কমলা-সেবিত পদ মস্তকে আমার।
আমা হ'তে ভাগ্যধর কেবা আছে আর॥
তব পদ দরশনে আমি ধন্য অতি।
অশুভ হইল নাশ শুনহ শ্রীপতি॥
তুমি সবাকার গুরু ওহে দয়াময়।
অভয় চরণ তব যে করে আশ্রয়॥
তব পদে মতি যার থাকে অনুক্ষণ।
সেইজন নাহি যায় শমন-ভবন॥
তব অনুচর হ'য়ে তব পাশে রয়।
সংসার-সাগর-পারে তার নাহি ভয়॥
তোমার চরণ স্পর্শে আমার মোচন।
তব পাদপদ্মে হরি লইনু শরণ॥
তুমি সকলের ধাতা ওহে সর্ব্বগতি।
জগৎ নিস্তার দেব সংসারের পতি॥
ব্রহ্ম অভিশাপ হ'তে করিলে উদ্ধার।
হে মহাযোগিন্ হরি সর্ব্বমূলাধার॥
হে দেব অচ্যুত কৃষ্ণ সর্ব্বলোকেশ্বর।
আমার উপরে কৃপা করিলে বিস্তর॥
কে জানে মহিমা তব অনন্ত অপার।
গোলোকবিহারী হরি যশোদা-কুমার॥
নমস্তে গোপিকাকান্ত গোপিকাজীবন।
অখিলের সার হরি গোপিকা-রমণ॥
তব জপে তব নাম যে জন ধেয়ায়।
সর্ব্ব দুঃখ হ'তে সেই নিষ্কৃতি যে পায়॥
তব নাম যেইজন অবিরত করে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সংসার-ভিতরে॥
যে করে তোমার এই চরণ স্পর্শন।
তাহার ভাগ্যের সীমা না যায় বর্ণন॥
এইরূপে কত স্তুতি করি ভগবানে।
বার বার প্রদক্ষিণ করি সেই স্থানে॥
ভূমিতে লুটায়ে পড়ি ভক্তিপূর্ণ মনে।
বার বার প্রণিপাত করে শ্রীচরণে॥
অনন্তর বিদ্যাধর করিল গমন।
বহু ক্লেশে নন্দ গোপ পাইল মোচন॥
তাহা দরশনে সবে বিস্ময় মানিল।
কৃষ্ণের প্রভাব যত সকলে দেখিল॥
মনে মনে কতরূপ করয়ে চিন্তন।
পরে দেবী-পূজা শেষে যত গোপগণ॥
বৃন্দাবন-মাঝে সব চলিল সত্বর।
গৃহপানে যায় সবে প্রফুল্ল অন্তর॥
কৃষ্ণগুণ-গানে মত্ত যত ব্রজবাসী।
গৃহেতে আইল সবে আনন্দেতে ভাসি॥
অনন্তর নরমণি করহ শ্রবণ।
একদিন রাম কানু ভাই দুই জন॥
বিহরে পরম রঙ্গে বৃন্দাবন বনে।
নিশাকালে যান কৃষ্ণ গোপবধূ সনে॥
কত খেলা খেলে হরি হরষিত হ'য়ে।
বিহরে গোপের বালা নন্দসুতে ল'য়ে॥
মনোহর বেশে সবে ভূষিত কাননে।
পরিহিত নীলাম্বর চন্দন লেপনে॥
গলদেশে মাল্য হার গন্ধে আমোদিত।
সুমধুর বংশীরবে সবে প্রফুল্লিত॥

মন্দ মন্দ সমীরণ বহিছে তখন।
মকরন্দ-গন্ধ বহে তাহে অনুক্ষণ ॥
আনন্দিত রাম-কানু কানন ভিতরে।
বংশী-গানে মোহ হয় সবার অন্তরে ॥
বংশী-রবে মত্ত যত ব্রজাঙ্গনা-প্রাণ।
মোহিত হইল সবে হারাইল জ্ঞান ॥
এলোথেলো বেশ যেন পাগলিনী-প্রায়।
বসন খসিল সবে পড়িল ধরায় ॥
আকাশে চন্দ্রমা হাসে পূর্ণিমার রাতে।
আনন্দেতে রাম-কানু মাতিল খেলাতে ॥
হেনকালে তথা আসে কুবের-কিঙ্কর।
শঙ্খচূড় নামে দৈত্য মহাবলধর ॥
দেখিল খেলিছে তথা ভাই দুই জন।
গোপিকা সহিত খেলে করে দরশন ॥
মনে মনে দৈত্যবর ভাবিতে লাগিল।
গোপিকাগণেরে হেরি ত্বরিত চলিল ॥
মহাবনে গোপীগণে লইয়া তখন।
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ধায় আনন্দিত মন ॥
বিস্ময় মানিল যত ব্রজাঙ্গনা-কুল।
ঘোর রবে কাঁদে সবে হইয়া ব্যাকুল ॥
মহাভীত গোপী যত হইয়া তখন।
বলে রাখ কোথা কৃষ্ণ যশোদা-নন্দন ॥
গোপীর রোদন শুনি ভাই দুই জন।
করেন গমন যথা করয়ে রোদন ॥
দুই ভাই শঙ্খচূড়ে করে দরশন।
কোপেতে কম্পিত অঙ্গ হইল তখন ॥
ভয় নাই গোপীগণে কহে উচ্চস্বরে।
ক্রোধে মত্ত হস্তী প্রায় যায় ত্বরা ক’রে ॥
মহাশাল বৃক্ষ তথা করি উৎপাটন।
বলে কোথা দুরাচার কর পলায়ন ॥
স্থির হও দুষ্টমতি পাবে প্রতিফল।
আর না দেখি রে তোর কিঞ্চিৎ মঙ্গল ॥
কার সনে কর বাদ না জান অন্তরে।
কার বলে গোপিকায় ল’য়ে যাও হ’রে ॥
এতেক কহিল যবে ভাই দুই জন।
পশ্চাতে চাহিয়া দৈত্য করে দরশন ॥
দেখিল সে কালমূর্ত্তি পশ্চাতে আইল।
ব্রজ-বধূগণে তবে ছাড়িয়া সে দিল ॥
মহাভয়ে দৈত্যবর করে পলায়ন।
ক্রোধে কাঁপে দুই ভাই লোহিতলোচন ॥
দৈত্যের মাথার মণি আহরণ-তরে।
জাগিল যতেক ইচ্ছা কৃষ্ণের অন্তরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে বলরাম প্রতি।
রাখহ গোপিকাগণে যতনে সম্প্রতি ॥
সাবধানে নারীগণে রাখহ হেথায়।
এত কহি শঙ্খচূড় পাছু পাছু ধায় ॥
অগ্রে ধায় দৈত্যবর পাছু নারায়ণ।
হেনরূপে বহুদূর করিল গমন ॥
বহুদূর গিয়া দৈত্য নিস্তেজ হইল।
অমনি শ্রীকৃষ্ণ তার কেশেতে ধরিল ॥
মুষ্ট্যাঘাত করিলেন তাহারে এমনি।
ছিন্ন হ’য়ে পড়ে মুণ্ড শঙ্খচূড়ামণি ॥
শঙ্খচূড়ে মারি হরি আনন্দ অন্তরে।
বৃন্দাবনে আসি তবে মিলিল সত্বরে ॥
দৈত্যের মস্তকে ছিল মণি সুমোহন।
তাহা আনি বলরামে দিলা নারায়ণ ॥
শঙ্খচূড়ামণি পেয়ে ভাই দুইজন।
অপার হরিষে দোঁহে হইল মগন ॥
বলদেব কৃষ্ণে ধরি করে আলিঙ্গন।
গোপ-গোপীগণ সবে আনন্দে মগন ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
সতত ভক্তেরে হরি করেন উদ্ধার ॥

ইতি সুদর্শন-মোচন ও শঙ্খচূড় বধ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

গোপিকাগণের বিরহ-গীত

শুকদেব কহে রাজা কর অবধান ।
ভক্তে কভু নাহি ভুলে হরি ভগবান্ ॥
যবে গোপীনাথ গোষ্ঠে করয়ে গমন ।
গোপীচিত্ত ধায় দ্রুত কৃষ্ণের কারণ ॥
কৃষ্ণ-বিরহেতে সবে দিবস কাটায় ।
সারা দিন সবে মিলি কৃষ্ণলীলা গায় ॥
নিত্য যদি ভগবানে না পায় দর্শন ।
পলকে প্রলয় তবে ভাবে গোপীজন ॥
সেই ক্ষোভে গোপীগণ বসিয়া তখন ।
পরস্পর কহিতেন কৃষ্ণের বচন ॥
হের সখি নিজহস্তে রাখি গণ্ডস্থল ।
কেমন নাচায় হরি নয়ন-যুগল ॥
অধরে মুরলী ধরি মদনমোহন ।
কেমন বাজায় বাঁশী মানস-হরণ ॥
যখন সুস্বরে বেণু করয়ে বাদন ।
জগতের নারী সব মোহিত তখন ॥
সুমধুর বেণুরব করিয়া শ্রবণ ।
ত্রিজগতে মোহিত না হয় কোন্ জন ॥
হের সখি দেবগণ শুনি বেণুরব ।
নিজ নিজ পত্নী সঙ্গে শূন্যে আসে সব ॥
বেণুরব শুনি সবে আনন্দিত মন ।
মদন-পীড়নে তথা হয় অচেতন ॥
দেবের রমণী তবে লজ্জিত অন্তরে ।
কৃষ্ণপদে নিজ চিত্ত সমর্পণ করে ॥
শিথিল কবরী অঙ্গ অবশ যে হয় ।
কটির বসন আদি খসে সমুদয় ॥
মহামোহে মুগ্ধ দেববধূগণ তবে ।
পতি স্কন্ধে দিয়া মুখ নিরখয়ে সবে ॥
গৃহেতে যাইতে কার মন নাহি চায় ।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যথা সহা নাহি যায় ॥
অসহ্য যন্ত্রণা হয় কৃষ্ণ-অদর্শন ।
কিবা মনোহর রূপ মেঘের বরণ ॥
কৌস্তুভ-শোভিত বক্ষ আভা সমুজ্জ্বল ।
মেঘ-কোলে সৌদামিনী যথা ঝলমল ॥
কমনীয় রূপে হরে কামিনীর মন ।
বিনোদ অধরে বেণু করয়ে বাদন ॥
হসিত অধরে বেণু বাজায় যখন ।
ত্রিজগতে নারী যত অস্থির জীবন ॥
শ্রবণে সে বংশী-রব হেন দশা হয় ।
সে দুঃখের কথা সখি কহিবার নয় ॥
অল্পমতি নারীজাতি শুনি বেণুরব ।
জ্ঞানহারা বিমোহিত স্থিরনেত্র সব ॥
মধুর সে বেণুরবে ব্রজ-শিশুগণ ।
মৃগ ধেনু বৎস আদি সবে অচেতন ॥
বাঁশরী বাজায় যবে যশোদা-নন্দন ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধমুখে করে দরশন ॥
ভক্ষ্য তৃণ ছাড়ি সবে ঊর্দ্ধপুচ্ছ করি ।
আকুলিত প্রাণে ধায় সেই শব্দ ধরি ॥
মুখেতে ধরিয়া তৃণ না করে চর্ব্বণ ।
চিত্রের পুত্তলি সম স্থির দু'নয়ন ॥
স্তন ছাড়ি বৎস যত ঊর্দ্ধমুখে ধায় ।
বল সখি বেণুরবে চেতন কে পায় ॥
চকিত মৃগের দল স্থির-নেত্রে চায় ।
বেণুরব শুনি সব ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় ॥
নবদূর্ব্বা কেহ আর না করে চর্ব্বণ ।
আকুল অন্তর সবে বিহীন চেতন ॥

নিমীলিত নেত্র সবে যেন নিদ্রা যায়।
কাষ্ঠের পুত্তলি সম স্থির দৃষ্টি তায়॥
আর শুন প্রাণসখি শিখী শাখা'পরে।
ঊর্দ্ধপুচ্ছে করে নৃত্য হরিষ অন্তরে॥
সে কারণে মত্ত সবে শুনি বেণুরব।
বৃক্ষ'পরে নৃত্য করে শিখিগণ সব॥
শুন সখি যমুনার কেমন কৌতুক।
বেণুরব শুনি মনে কতই উৎসুক॥
বিপরীত গতি করে আনন্দ অন্তরে।
মন্দগতি শান্তভাব সেই বেণু-স্বরে॥
আকুল হয় সে কৃষ্ণ-রূপ-দরশনে।
কৃষ্ণ-পদরজ আশা করে মনে মনে॥
এত ভাবি স্থিরগতি হয় স্রোতস্বতী।
কৃষ্ণমুখ দরশনে হয় হৃষ্টমতি॥
কৃষ্ণপদ-আশে নদী পুলকে পূর্ণিত।
প্রফুল্ল হৃদয়ে তায় হইল ধাবিত॥
শুন সখি কি কহিব কৃষ্ণের কাহিনী।
যখন বাজান বেণু প্রাণকৃষ্ণ তিনি॥
বন্যপশু স্তব্ধ হয় সে রব শ্রবণে।
শীঘ্র করি ধায় সবে কৃষ্ণ-দরশনে॥
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া স্থির নেত্রে চায়।
কহিতে বাঁশীর গুণ কে পারে ধরায়॥
সরসীতে খেলা করে রাজহংস যত।
বেণুরবে স্থির নেত্রে যেন সবে হত॥
হংসী সহ ক্রীড়া নাহি করে আনন্দেতে।
বেণুরবে ধায় সবে সরসী-জলেতে॥
কি আর কহিব সখি কহিতে না পারি।
বনমাঝে বনলতা যত সারি সারি॥
পুষ্পে সুশোভিত সখি ফলভরে নত।
আর শুন সারি সারি তরুগণ যত॥
শুন সখি মাধবী সে নবতরু-পাশে।
আলিঙ্গয়ে নিজ পতি কতই উল্লাসে॥
যত পল্লবিত শাখা শোভা তায় কত।
জীবগণে ছায়া-দানে তোষে অবিরত॥
বেণুরবে হয় সবে চঞ্চল অন্তর।
স্থিরভাবে দেখে সবে শ্যাম কলেবর॥
অগণন তরুগণ পুলকে পূর্ণিত।
বেণুরবে হয় সবে আনন্দে মোহিত॥
আর শুন অলিগণ মত্ত মধুপানে।
শ্রবণ জুড়ায় যার সুমধুর গানে॥
গুন্ গুন্ রবে করে মন্দ মন্দ গতি।
বেণুরবে জোটে সব আনন্দেতে অতি॥
কি কহিব প্রাণসখি সে রূপের ঘটা।
ললাটে তিলক শোভে চন্দনের ছটা॥
তুলসী-মঞ্জরী শোভে কর্ণেতে সুন্দর।
সেই গন্ধে মহানন্দে যত মধুকর॥
অবিরত ধায় যথা যশোদা-নন্দন।
বেণুরবে মত্ত সবে হয় যে তখন॥
কৃষ্ণ অনুসরি সবে করয়ে গমন।
কি আর কহিব সখি সে কথা এখন॥
যেই বেণুরব কৃষ্ণ করে চাঁদমুখে।
অমনি সে অলিগণ গান করে সুখে॥
আর কি কহিব সখী সে অদ্ভুত কথা।
কহিতে কৃষ্ণের গুণ ঘুচে মনোব্যথা॥
শুন সখী ব্রজ-মাঝে গিরি গোবর্দ্ধন।
বেণুরবে আছে মত্ত সদা সর্ব্বক্ষণ॥
কত যে আনন্দ ধরে এই গিরিবর।
শান্ত ভাব উচ্চ শির পুলক অন্তর॥
আর শুন প্রিয়সখি জলদের দল।
বেণুরবে স্তব্ধ সবে চকিত সকল॥
সশঙ্কিত মন্দগতি সেই বংশী-রবে।
অনুক্ষণ শান্তমনে আছয়ে নীরবে॥
সে ঘোর গর্জ্জনে আর নহে দরশন।
ভয়ঙ্কর শব্দ আর না হয় শ্রবণ॥
বিজলীর ঘটা আর দেখা নাহি যায়।
অশনি-পতন সখি না হয় ধরায়॥
রবিকরে তপ্ত জীব না হয় এখন।
ছায়াদানে তাপরাশি করে নিবারণ॥

আর দেখ মন্দ মন্দ হয় বরিষণ।
সুশীতল হয় যত জগৎ-জীবন ॥
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গায়।
কোন গোপী কহে ডাকি যশোমতী মায় ॥
তোমার ভাগ্যের কথা কহিব কি আর।
গোপক্রীড়া ভাল জানে তোমার কুমার ॥
বাজায় বিনোদ বেণু মনোহর অতি।
কেবা তারে শিখাইল কহ গুণবতী ॥
অন্যের শিক্ষিত নহে জানিনু নিশ্চয়।
আপনি শিখেছে তাহা অন্যথা না হয় ॥
অধরে ধরিয়া বংশী বাজায় যখন।
অমনি হরিয়া লয় সবাকার মন ॥
জগতের জীব যত মুগ্ধ সবে হয়।
বংশীরবে ত্রিজগতে স্থির কেহ নয় ॥
কি কহিব ধেনুগণ সবে মুগ্ধ তায়।
মুনি ঋষি সকলেতে চেতন হারায় ॥
হারাইয়া তত্ত্বজ্ঞান সকলে মূর্চ্ছিত।
পতিত ধরণীতলে হইয়া মোহিত ॥
বিচলিত বংশীরবে অমরের প্রাণ।
মহামোহ পায় সবে হারাইয়া জ্ঞান ॥
কি জানি সে বংশীরব কি হয় কেমন।
মোরা কোন্ ছার মুগ্ধ যত দেবগণ ॥
মোরা কিবা জানি বল কুলের কামিনী।
বংশীরবে হই সবে মোরা পাগলিনী ॥
কিবা পদ্ম মনোহর কত রূপ তায়।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন আছে সেই পায় ॥
মরাল জিনিয়া গতি কত শোভা ধরে।
মৃদু মৃদু গতি তায় পৃথিবী উপরে ॥
কিবা মৃদু হাস্যানন আরক্ত অধরে।
যে হেরে সে মুগ্ধ হয় আনন্দের ভরে ॥
যত অবলার প্রাণ আকুল যে তায়।
দাসী হ'তে ইচ্ছা হয় সেই রাঙ্গা পায় ॥
সব ছাড়ি সেই পদে রত হয় মন।
বিনামূল্যে দাসী হ'তে চাহি অনুক্ষণ ॥
কিবা মনোহর হাস্য কিবা সে বদন।
কিবা যুগ্ম ভুরু তায় চারু দরশন ॥
তাহা দরশনে আঁখি ফিরাতে না পারি।
মদন-পীড়ন-জ্বালা সহিবারে নারি ॥
একে ত অবলা তায় মদন-পীড়ন।
কিরূপে পাসরি বল অস্থির জীবন ॥
অনঙ্গ-পীড়নে সবে আকুল অন্তর।
মোহিত ব্রজের নারী মুগ্ধ নিরন্তর ॥
কি আর কহিব সখী অস্থির জীবন।
সম্বরিতে নাহি পারি কটির বসন ॥
শিথিল ভূষণ সব স্খলিত ধরায়।
ক্ষণেক বিচ্ছেদে প্রাণ রাখা হয় দায় ॥
আর কি কহিব সখি গুণ-পরিচয়।
শ্যাম-গুণ বর্ণিবার শক্তি নাহি হয় ॥
এক হস্ত সখা-স্কন্ধে আর হস্তে বেণু।
মৃদুগতি ধায় যবে চরাইতে ধেনু ॥
যখন বাজায় বাঁশী সে কাল-রতন।
তখনি অস্থির হয় গোপিকার মন ॥
জ্ঞান-হারা হই মোরা যেন উন্মাদিনী।
গৃহ-আশা ছাড়ি তবে যতেক গোপিনী ॥
বেণুরবে আকুলিত ব্রজের কামিনী।
আমাদের মত যত বনের হরিণী ॥
শ্রবণে বেণুর রব চকিত অন্তর।
স্থিরনেত্রে সবে তারা স্তব্ধ নিরন্তর ॥
শুনগো যশোদা সতী তোমার নন্দন।
যমুনায় যায় যবে লইয়া গোধন ॥
রচিয়া মোহন বেশ কুন্দের মালায়।
সখাগণ সঙ্গে যবে রঙ্গেতে খেলায় ॥
মনোহর সেই দৃশ্য করিয়া দর্শন।
আকুলিত হয় যত প্রণয়িনী-মন ॥
মৃদু মন্দ গন্ধবহ বহে সে সময়।
চন্দনের গন্ধে সেথা মন মুগ্ধ হয় ॥
উপদেবতার দল জুটিয়া সকলে।
গীত বাদ্য স্তব সবে করে দলে দলে ॥

পূজা উপহার আনি ভক্তি সহকারে।
শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে চারিধারে ॥
ওই দেখ সখি হ'ল দিবা অবসান।
ওই দেখ গৃহে ফিরে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
কি সুন্দর ঠামে আসে ধেনুগণ সঙ্গে।
সখাগণে সঙ্গে করি নাচে কত রঙ্গে ॥
তাহা দরশনে মোরা আনন্দিত কত।
ধেনুর পশ্চাতে উড়ে ধূলা অবিরত ॥
অলকা-আবৃত মুখ চারু দরশন।
ধেনুর পশ্চাতে নাচি করে আগমন ॥
চারিদিকে সখা যত নাচি নাচি যায়।
যেন তারা ঘেরা শশী কত শোভা তায় ॥
তাহে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ললাটে দর্শন।
বনমালা কণ্ঠে শোভে নয়নে অঞ্জন ॥
কিবা শোভা সমুজ্জ্বল কর্ণেতে কুণ্ডল।
কিবা মুখ-শশী তায় করে ঝলমল ॥
অধরে বাঁশরী ধরা বঙ্কিম নয়ন।
মত্ত-গজরাজ জিনি করেন গমন ॥
কত শোভা কত আভা কহনে না যায়।
যেন কুমুদিনীপতি আসিল তথায় ॥
প্রভাতে উঠিয়া পুনঃ সখাগণ সঙ্গে।
গোচারণে ধায় সবে নাচি কত রঙ্গে ॥
আর নাহি হেরি মোরা সে শশিবদন।
বিরহ-অনলে হই একান্ত দহন ॥
সন্ধ্যাকালে পুনঃ হয় ব্রজে আগমন।
শশিমুখ হেরি সবে আনন্দে মগন ॥
নির্ব্বাণ তখন হয় বিরহ-অনল।
কৃষ্ণরূপ দরশনে সবাই শীতল ॥
হেনরূপে ব্রজাঙ্গনা বসি এক মনে।
কৃষ্ণগুণ গান করে আপন ভবনে ॥
শুকদেব বলে রাজা কর অবধান।
কৃষ্ণে অনুরক্ত যত গোপিনীর প্রাণ ॥
কৃষ্ণলীলা গান করি মুগ্ধ হয় মন।
দিবস যামিনী দেখে কৃষ্ণের স্বপন ॥
বিরহ-যন্ত্রণা যত যাহে নিবারণ।
কৃষ্ণলীলা গানে গোপী আনন্দে মগন ॥

সুবোধ রচিল গীত মহা ভাগবত।
পঠনে শ্রবণে নর পায় মুক্তিপথ ॥

ইতি গোপিকাগণের বিরহ গীত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

কংসের স্বপ্নদর্শন ও মন্ত্রণা

শুকদেব কহিলেন ওহে নৃপবর।
কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন অতঃপর ॥
গোপলীলা গোপীসনে করে জনার্দ্দন।
বৃন্দাবনে কত লীলা করে নারায়ণ ॥
একদা অরিষ্ট দৈত্য বৃষরূপ ধ'রে।
মহাদর্পভরে গোষ্ঠে আগমন করে ॥
ক্ষুর দ্বারা পৃথিবীরে করিয়া বিক্ষত।
পুচ্ছ উত্তোলিয়া আর গর্জ্জি অবিরত ॥
আসিল গোষ্ঠের মাঝে অরিষ্ট দানব।
তাহাতে হইল ভীত ব্রজবাসী সব ॥
বিকট গর্জ্জন তার শুনি অকস্মাৎ।
গাভী ও নারীর সদ্য হয় গর্ভপাত ॥
হেরিয়া অরিষ্ট দৈত্যে ভাবি গিরিবর।
গাভীসব প্রবেশিল পর্ব্বত-কন্দর ॥
ভয়েতে আকুল হ'য়ে ব্রজবাসিগণ।
শীঘ্র করি আসি লয় কৃষ্ণের শরণ ॥
ব্রজবাসিগণে কৃষ্ণ দানিয়া আশ্বাস।
রোষাবিষ্ট হ'য়ে যায় অরিষ্টের পাশ ॥
রে দুষ্ট, থাকিতে আমি বৃথা চীৎকারে।
কি হেতু দেখাস্ ভয় গৃহ-পশুদেরে ॥
দুরাত্মা-শাসনকর্ত্তা আমি বিদ্যমান।
আমার হস্তেতে তোর নাহি পরিত্রাণ ॥
এত বলি ক্রোধে কৃষ্ণ করি আস্ফোটন।
নির্ব্বিকার হ'য়ে থাকে অরিষ্ট সদন ॥
কৃষ্ণেরে হেরিয়া দৈত্য আইল ধাইয়া।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম তার পড়িছে ঝরিয়া ॥
ক্রোধভরে ঘন ঘন কাঁপে কলেবর।
অগ্নিসম শ্বাস তার ঝরে নিরন্তর ॥
আস্পর্দ্ধা হেরিয়া তার শ্রীমধুসূদন।
অবহেলে করে তার শৃঙ্গ উৎপাটন ॥
ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখ দিয়া ঝরে।
শমন-সদনে দৈত্য যায় শীঘ্র ক'রে ॥
এই দৃশ্য হেরি সবে আনন্দে মগন।
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ॥
শুকদেব কহিলেন শুন হে রাজন।
মথুরা-লীলার কথা কহিব এখন ॥
একদিন কংসরাজ নিশার সময়।
অঘোর নিদ্রায় যবে নিমগন রয় ॥
হেনকালে অকস্মাৎ দেখে কুস্বপন।
হইল মস্তকে যেন অশনি পতন ॥
নিদ্রাভঙ্গে কংসরাজ পাইল চেতন।
মহাভয়ে ভীতমতি হইল তখন ॥
চেতন পাইয়া কংস কাতর হইল।
শয্যা'পরে বসি তবে ভাবিতে লাগিল ॥
ভাবিতে ভাবিতে হয় কম্পিত অন্তর।
চারিদিকে দেখে যেন মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ॥
মনে মনে ভাবে রাজা কি দায় হইল।
ভূমিতলে বসি তবে কাঁদিতে লাগিল ॥
অবসান বিভাবরী প্রভাত যখন।
মৌন হ'য়ে কংস করে বাহিরে গমন ॥
সিংহাসনে বসি রাজা ডাকে সর্ব্বজনে।
কহিতে লাগিল অতি সভয় বচনে ॥
ভয়েতে আকুল বড় আমার অন্তর।
দেখিনু স্বপন আমি অতি ভয়ঙ্কর ॥
নিশা দ্বিপ্রহরকালে দেখেছি স্বপন।
মহাভয়ঙ্কর রূপ ঘোর দরশন ॥

হেন রূপ কোনকালে না দেখি নয়নে।
তদবধি মহাভীত হইয়াছি মনে ॥
এইরূপে কংসরাজ বিষাদেতে অতি।
কহিতেছে স্বপ্ন-কথা মন্ত্রীদের প্রতি ॥
তখন নারদ আসি কংসের সভায়।
কহিল নিগূঢ় বার্ত্তা শুন দৈত্যরায় ॥
দৈত্যবংশে যত বীর ছিল অগণন।
বৃষাসুর আদি দৈত্য হ'য়েছে নিধন ॥
শৃঙ্গ উপাড়িয়া তারে সংহার করিল।
ক্ষণেকের তরে কৃষ্ণ কিছু না ভাবিল ॥
হেথায় আইনু আমি করি দরশন।
কহিতে সে সব কথা মম আগমন ॥
তব অমঙ্গল আমি দেখিব নয়নে।
সে হেতু আসিনু হেথা ব্যাকুলিত মনে ॥
এইরূপ বাক্য যবে কহে তারে মুনি।
মহাভীত হয় কংস সেই কথা শুনি ॥
করযোড়ে ঋষিবরে করে নিবেদন।
সত্য কি সে বৃষাসুরে করেছে নিধন ॥
নারদ কহিল রাজা মিথ্যা কভু নয়।
স্বচক্ষে দেখেছি তার হইয়াছে ক্ষয় ॥
অমনি সে কংসরাজ অশ্রুজলে ভাসে।
কিরূপে সে মহাদৈত্যে কেশব বিনাশে ॥
মহারণ করে সেই সবার প্রধান।
একাকী কিরূপে কৃষ্ণ নাশে তার প্রাণ ॥
অটল এ রাজ্য মম প্রতাপে যাহার।
নন্দসুত সেই বীরে করিল সংহার ॥
এত কহি কংসরাজ ভাসে অশ্রুজলে।
গলবস্ত্র হ'য়ে পড়ে মুনি-পদতলে ॥
শুন মহা-ঋষি মোর এক নিবেদন।
তোমা বিনা গতি মোর নাহিক এখন ॥
তোমা ভিন্ন আর মম জগতে কে আছে।
এখন উপায় বল কিসে প্রাণ বাঁচে ॥
হিতকারী তুমি মম জানে সর্ব্বজন।
তব আজ্ঞা আমা হ'তে না হয় হেলন ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি আমি কংসরায়।
দেবকীর ছয় পুত্র বধিনু হেলায় ॥
শিলায় আছাড়ি সবে করিনু সংহার।
তব আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য যে আমার ॥
এবে মোরে ভাল যুক্তি দেহ তপোধন।
যাতে মম সুমঙ্গল হইবে এখন ॥
সুযুক্তি কহিবে মোরে দেব-ঋষিবর।
যাহাতে বিনাশ হয় সেই দুই নর ॥
কৃষ্ণ-বলরাম দোঁহে কিরূপে মরিবে।
কৃপা করি সেই কথা আমারে কহিবে ॥
কংসের বচন শুনি কহে মুনিবর।
মন দিয়া শুন কথা মথুরা-ঈশ্বর ॥
তব অমঙ্গলে মম ব্যথিত হৃদয়।
তব হিত বাঞ্ছা মনে করিতে যে হয় ॥
সেই হেতু কহি শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
দেবকী-উদর হ'তে হইল নন্দন ॥
রাম-কৃষ্ণ দুই হয় দেবকীসন্তান।
নিশ্চিত জানিবে ইহা নাহি ভাব আন ॥
অষ্টম গর্ভের সুত সেই কৃষ্ণধনে।
নন্দের আগারে আনি রাখিল গোপনে ॥
নন্দের কুমারী রাখে আনিয়া হেথায়।
সুকুমারী সেই কন্যা তোমারে দেখায় ॥
তাহারে মারিতে যবে করিলে গমন।
শূন্যপথে ধায় সুতা শুন বিবরণ ॥
পূর্ব্বকথা শুন আমি জানি সমুদয়।
দেবকী-সপ্তম-গর্ভে যেই সুত হয় ॥
সেই সুত রোহিণীর গর্ভেতে গমন।
রাখিল এ গর্ভ তথা করি আকর্ষণ ॥
হ'ল ওহে দৈত্যেশ্বর জ্ঞাত সবাকার।
দেবকীর গর্ভপাত হইল এবার ॥
সপ্তম গর্ভের সুত নাম সঙ্কর্ষণ।
কহিলাম পূর্ব্ব কথা তোমারে এখন ॥
নন্দ-গৃহে সেই দুই পুত্র বলবান্।
এখন করহ তার বিহিত বিধান ॥

দেখ মহারাজ কহি বিধির বচন।
প্রলম্বাদি দৈত্য যেবা করিল নিধন॥
কৃষ্ণ বলরাম হ'তে তাদের বিনাশ।
সহজেতে না পূরিবে তব অভিলাষ॥
নন্দ বসুদেবে দোঁহে মিত্রতা বিশেষ।
এক কথা আমি তোমা জানাই নরেশ॥
অতএব এক যুক্তি শুন কংসরায়।
নন্দ সহ দুই পুত্র আনহ হেথায়॥
কোন ছলে মথুরায় আন দুইজনে।
বিশেষ উপায় তুমি ভাব এবে মনে॥
শিশু তারা অল্পবুদ্ধি বুঝিতে নারিবে।
বয়স হইলে তারে বলে কে পারিবে॥
বুঝিয়া সুযুক্তি এর কর নরপতি।
উপায় এখন রাজা করহ সম্প্রতি॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
বিহিত যা হয় তাহা করিবে রাজন্॥
শুনিয়া নারদ-বাণী তবে কংসরায়।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধে কাঁপে কায়॥
ক্রোধানলে প্রজ্বলিত যেন হুতাশন।
অসি-হস্তে মহাব্যস্ত হইল তখন॥
বসুদেব-দেবকীরে করিতে বিনাশ।
চলিল সে কংসরাজ সুরাসুরত্রাস॥
তাহা দরশনে মুনি করে নিবারণ।
কি কারণে ইহাদেরে করিবে নিধন॥
অকারণ ইহাদের বধিবে জীবন।
না হইবে ফললাভ জানিও রাজন্॥
যাতে তব মৃত্যু-ভয় শুনহ রাজন্।
যাহা হ'তে চারিদিকে ঘোর দরশন॥
অমঙ্গল যাহা হ'তে ওহে নরবর।
তাদের বিনাশ তবে করহ সত্বর॥
নিরাপদ হ'তে যদি বাসনা মনেতে।
রাম-কৃষ্ণে বধ কর আমার বাক্যেতে॥
শুনি ঋষিবর-বাণী কংস মহামতি।
সুদৃঢ় বন্ধনে দোঁহে বান্ধিল সম্প্রতি॥
বসুদেব-দেবকীরে লোহার শৃঙ্খলে।
কারাগারমধ্যে বদ্ধ করিল সে স্থলে॥
এত কহি ঋষিবর প্রস্থান করিল।
তবে কংসরাজ বড় চিন্তিত হইল॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পায় উপায়।
কেশী নামে দৈত্যবরে ডাকিল ত্বরায়॥
শুন কেশী দৈত্য আমি কি কহিব আর।
কৃষ্ণ-হস্তে আমার যে হইবে সংহার॥
আমার বিষম শত্রু তারা দুই ভাই।
নিশ্চয় মারিবে মোরে তোমারে জানাই॥
অতএব তুমি মোর কর উপকার।
তোমা ভিন্ন উপায় যে নাহি দেখি আর॥
শীঘ্র যাও ব্রজপুরে নন্দের আলয়।
বিনাশ করহ শীঘ্র দেবকীতনয়॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই সেই স্থানে আছে।
অতএব যাও তুমি তাহাদের কাছে॥
শীঘ্র গিয়া বধ কর সেই দুই জনে।
মম কার্য্য কে সাধিবে তোমরা বিহনে॥
শুনিয়া কংসের বাক্য কেশী দৈত্যবর।
দ্রুতগতি গেল তবে শ্রীনন্দের ঘর॥
সত্বরে সে কেশী দৈত্য করিল গমন।
চাণূর মুষ্টিকে রাজা ডাকিল তখন॥
শল্য মহাবল আদি অমাত্য সকলে।
হস্তিপক আজ্ঞামাত্র আইল সে স্থলে॥
একত্র সকলে তথা ডাকিয়া রাজন।
নারদের কথা সবে কহিল তখন॥
শুন কহি দৈত্যগণ আমার বচন।
ঋষিবর-মুখে যাহা ক'রেছি শ্রবণ॥
বসুদেব-পুত্রদ্বয় নন্দের ভবনে।
কৃষ্ণ বলরাম নামে আছে গোপ সনে॥
তাহাদের হস্তে মম মরণ নিশ্চয়।
সকলে বিদিত ইহা দৈববাণী হয়॥
এখন সকলে তার উপায় করিবে।
কৌশলে এ মথুরায় তাদের আনিবে॥

যেরূপেতে পার দোঁহে আন মম বাস।
কোনমতে কর সবে তাদের বিনাশ ॥
মল্লক্রীড়া-ছলে তবে যত মল্লগণ।
রঙ্গস্থলে দুইজনে করহ নিধন ॥
বড় উচ্চ করি মঞ্চ করিবে নির্ম্মাণ।
মল্ল-লীলা-রঙ্গ-স্থান করহ বিধান ॥
স্থানে স্থানে রবে সবে পুরবাসী জন।
এক উচ্চ মঞ্চ কর আমার কারণ ॥
এক এক মঞ্চ কর বিচিত্র বিধান।
নগরের লোক সব রবে স্থানে স্থান ॥
হস্তিপক তুমি কর্ম্ম কর সাবধানে।
কিংবা দ্বার রাখ তুমি বিশেষ বিধানে ॥
দ্বারেতে রাখহ তুমি হস্তী কুবলয়।
আসিবে যখন হেথা নন্দের তনয় ॥
সেইকালে সাবধানে বধিবে দুজনে।
মম আজ্ঞা এইরূপে পাল সযতনে ॥
হস্তী দ্বারা দুইজনে করহ বিনাশ।
এক যোগে পূর্ণ কর মম অভিলাষ ॥
জরাসন্ধ গুরু মোর আমি শিষ্য তার।
দ্বিবিদ হয় যে প্রিয় বান্ধব আমার ॥
সম্বর নরক বাণ আছে যারা সব।
সকলেই হয় মোর পরম বান্ধব ॥
আমার সাহায্য তারা করিবে সকলে।
বিনাশ করিব যত শত্রু দলে দলে ॥
বসুদেব আদি বৃষ্ণি ভোজ আছে যত।
সকলেই একে একে করিব নিহত ॥
উগ্রসেন রাজ্যলোভী যিনি মোর পিতা।
অথবা দেবক আছে, হোক্ মোর ভ্রাতা ॥
ইহাদের সর্ব্বাগ্রে করিব নিধন।
কণ্টক করিয়া দূর ভোগি রাজ্যধন ॥
এইরূপে পরামর্শ করি কংসরায়।
আনন্দ অন্তরে তবে অন্তঃপুরে যায় ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
যেমতে করিল কংস শত্রু-ব্যবহার ॥

ইতি কংসের স্বপ্নদর্শন ও মন্ত্রণা।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

কেশী ও ব্যোমাসুর-বধ

পরীক্ষিৎ কহে মুনি কহ অতঃপর।
তব মুখে হরিকথা শুনিতে সুন্দর ॥
কি করিল কংসরাজ বলহ এক্ষণে।
কি কার্য্য করিল কংস শুনিব শ্রবণে ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা বল বল মুনি।
হরিকথা তব মুখে সুধাসম শুনি ॥
শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি।
কি করিল কংস তাহা শুনহ সম্প্রতি ॥
শুনিয়া নারদ-বাণী কংস দৈত্যবর।
সভাসদে ডাকি কহে হইয়া কাতর ॥
সকলের প্রতি কহে কি উপায় হবে।
বিহিত যা হয় কর পরামর্শ সবে ॥
কংসের বচনে তবে কহে পুরোহিত।
কি ভয় তোমার রাজা শুন কহি হিত ॥
ওহে মথুরার পতি ভাব কি কারণ।
যতক্ষণ আছে মম শরীরে জীবন ॥

হিতবাণী কহি শুন তোমারে রাজন।
মনে না করিও ভয় তাহার কারণ॥
সুযুক্তি শুনহ এক আছয়ে উপায়।
তাহাতে মঙ্গল তব হইবে ত্বরায়॥
ধনুর্যজ্ঞ কর রায় শুন বিবরণ।
শিব হ'তে হবে তব বিঘ্ন বিনাশন॥
এমত সাধনে হয় শত্রু বিনাশিত।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমারে নিশ্চিত॥
ওহে মহামতি কহি বিশেষ কারণ।
শঙ্কর করিবে কৃপা ভয় নিবারণ॥
এ যজ্ঞ করিলে প্রাপ্ত হয় মহাফল।
ইহাতেই হবে তব বিশেষ মঙ্গল॥
পূর্ব্বে সেই বাণ রাজা ধনুকে পূজিল।
তাহা হ'তে তার সব বিঘ্ন বিনাশিল॥
পরেতে পরশুরাম সেই ধনু পায়।
সে ধনু পূজিয়া বীর হ'ল মহাকায়॥
মহেশ্বর তুষ্ট হ'য়ে নন্দীশ্বরে দিল।
ধনু পূজি শঙ্করের প্রিয় সে হইল॥
সে ধনু পূজহ রাজা পাবে বহু ফল।
ওহে রাজা পূজ তাহা হইবে মঙ্গল॥
ধনুকের গুণ কহি তোমার গোচরে।
সেই ধনু যেই জন সদা পূজা করে॥
তাহে মহাতুষ্ট হয় দেব ত্রিলোচন।
সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই শুনহ রাজন॥
ধনুর্যজ্ঞ হেতু রায় কর আয়োজন।
সকল গোপেরে তুমি কর নিমন্ত্রণ॥
মুনি-ঋষিগণে তুমি আনহ হেথায়।
নিমন্ত্রণ কর আর আছে যে যথায়॥
অক্রূরে পাঠায়ে সেই নন্দের ভবন।
অনিবারে রাম-কৃষ্ণে কর নিমন্ত্রণ॥
আর যত নৃপগণ যে যেখানে আছে।
দূত পাঠাইয়া দাও তাহাদের কাছে॥
সকল নৃপতিগণে কর নিমন্ত্রণ।
তবে হবে অচিরেতে এ কার্য্য সাধন॥
শুন কহি মহারাজ বচন আমার।
অবশ্য হইবে তুমি বিপদে উদ্ধার॥
তোমার মঙ্গল আমি চিন্তি অনুক্ষণ।
যাহাতে না হয় তব বিপদ্ ঘটন॥
যেই কার্য্যে ব্রতী আমি শুন মহামতি।
মম আজ্ঞা মত কার্য্য কর শীঘ্রগতি॥
পুরোহিত-বাক্যে তবে কংস নরবর।
দূতগণে সেইক্ষণে আনায় সত্বর॥
দিন স্থির করি নৃপ যজ্ঞে ব্রতী হয়।
দেশে দেশে পাঠাইল দূত সমুদয়॥
এইরূপ আজ্ঞা দিয়া যত দূতগণে।
অক্রূরে আনিয়া কহে মধুর বচনে॥
অক্রূরের হস্তে ধরি কহে কংসরায়।
বহু সমাদর তবে করিল তাহায়॥
শুন ওহে মহামতি আমার বচন।
তুমি মম হিত-চিন্তা কর সর্ব্বক্ষণ॥
তব সম মিত্র কেবা আছয়ে আমার।
ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠানে লহ এক ভার॥
তোমা ভিন্ন অন্য হ'তে না হবে সাধিত।
বিষম বিপদে আমি হ'য়েছি পতিত॥
তোমা ভিন্ন হিতকারী কেহ নাহি আর।
তোমা সম বন্ধু বল কে আছে আমার॥
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সব তোমার কারণ।
এ ঘোর বিপদে তুমি করহ রক্ষণ॥
তুমি আমি ভিন্ন দেহ এক আত্মা হই।
তোমার কারণে আমি প্রাণে বেঁচে রই॥
এখন রাখিবে যদি আমার জীবন।
শীঘ্রগতি যাও তবে সেই বৃন্দাবন॥
শুনিয়াছি আমি সেই নন্দের আলয়।
দুই বসুদেব-পুত্র সেই স্থানে রয়॥
নারদের কাছে সব জানিনু নিশ্চয়।
এ জন্য তোমারে আমি ডাকি এ সময়॥
এ কঠিন কার্য্য বল কে করিতে পারে।
তুমি ভিন্ন কার সাধ্য আনিবারে তারে॥

রাসলীলা

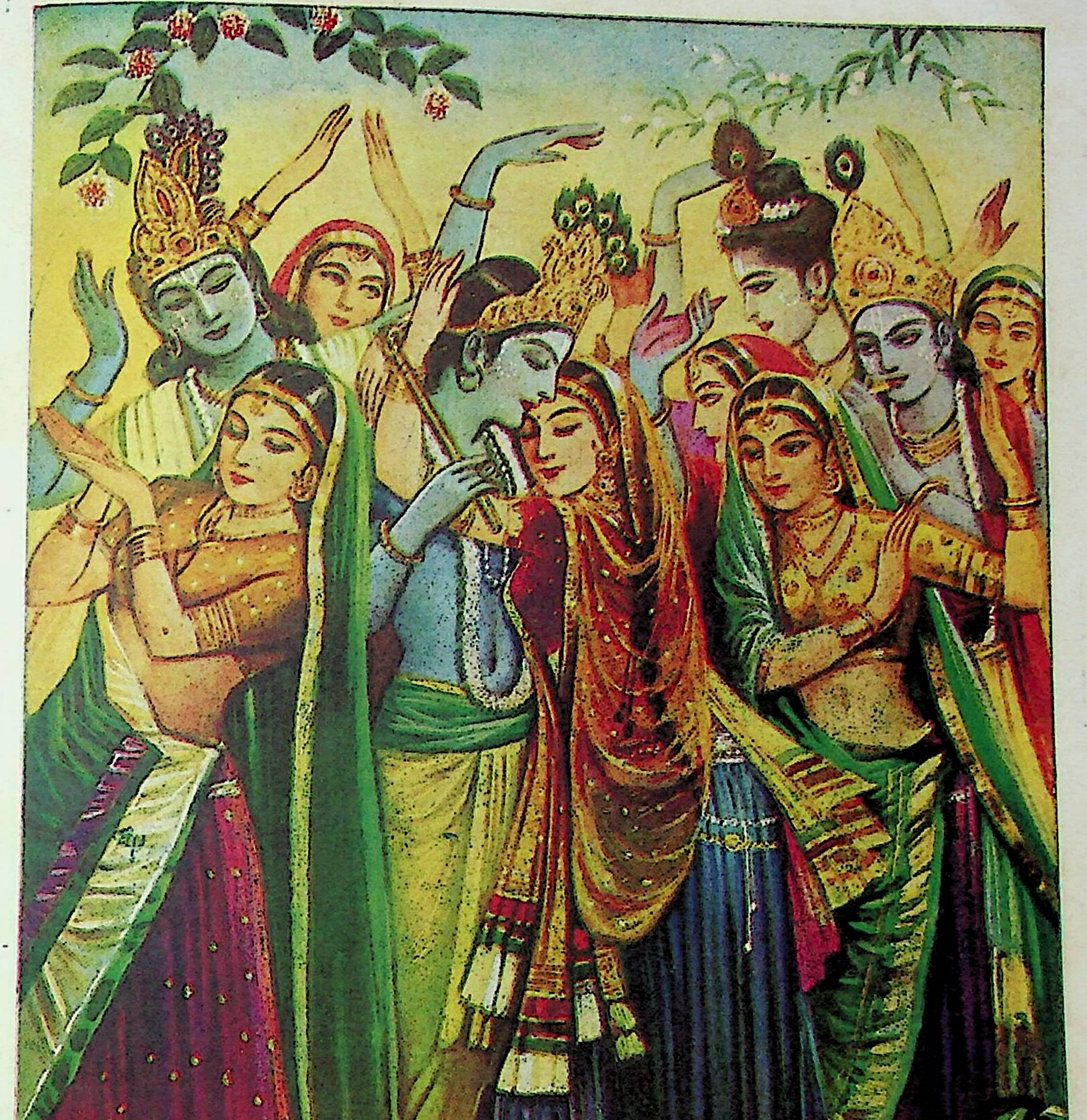

মাঝে কৃষ্ণ দুই দিকে রহে গোপনারী।
সবার গলেতে ধরে মুকুন্দ-মুরারী॥

পৃষ্ঠা—৭৮১

দ্রুতগতি রথে গতি কর এইক্ষণে।
দুই বসুদেব-পুত্রে আনহ যতনে॥
আকাশ-বাণীতে আমি শুনিনু সাক্ষাতে।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু তাহাদের হাতে॥
অতএব মহামতি শুন বাক্য সার।
ছলে আনি দুইজনে করিব সংহার॥
গোপদের নিমন্ত্রণ কর সাবধানে।
ধনুর্যজ্ঞ করে রাজা বল গো সেখানে॥
আনীত হইলে কৃষ্ণ মথুরা মাঝারে।
কালান্তক হস্তী দ্বারা বধিব তাহারে॥
যদ্যপি সে হস্তী হ'তে না হয় সংহার।
চাণূর-মুষ্টিক-হস্তে নাহিক নিস্তার॥
মহামল্ল দুইজন বধিবে দু'জনে।
চাণূর-মুষ্টিকে জিনে কে আছে ভুবনে॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই মরিবে যখন।
সেই শোকে বসুদেব ছাড়িবে জীবন॥
যদ্যপি তাহাতে মৃত্যু না হয় তাহার।
নিজ হাতে অসিঘাতে করিব সংহার॥
শুন শুন হে অক্রূর সত্য কথা কহি।
উগ্রসেন আদি যত আছয়ে বিদ্রোহী॥
তাহাদের সকলেরে করিব সংহার।
কণ্টকবিহীন রাজ্য করিব এবার॥
জীবিত কাহারে আমি না রাখিব আর।
মম দ্বেষী সবাকারে করিব সংহার॥
আমার পরম গুরু জরাসন্ধ রায়।
দ্বিবিদ বানর সদা তাহার সহায়॥
সম্বরাদি নরপতি সুহৃদ্ আমার।
আমার কুশল-বাঞ্ছা করে অনিবার॥
এই সব মহাবীরে সহায় লইয়া।
অমর কিন্নরে আমি পরাস্ত করিয়া॥
অনায়াসে রাজ্যভোগ করিব ধরায়।
আমার উদ্দেশ্য যাহা কহিনু তোমায়॥
শুনিয়া কংসের বাণী অক্রূর সুমতি।
সুমধুর ভাষে কহে কংসরায় প্রতি॥
ওহে মহারাজ শুন আমার বচন।
তোমার সকল কথা করিনু শ্রবণ॥
জীবের মনের আশা মনেতেই রয়।
'ভাগ্যং ফলতি' শাস্ত্রে এই কথা কয়॥
দৈবই সবার শ্রেষ্ঠ শুন হে রাজন।
দৈব হ'তে ফল পায় যত জীবগণ॥
আশার নাহিক শেষ শুনহ রাজন।
আশা-চক্রে পড়ি জীব ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ॥
সুখ দুঃখ দৈবাগত শুন মহাশয়।
নিজ ইচ্ছামতে কোন কার্য্য নাহি হয়॥
যে কথা কহিলে তাহা যুক্তিযুক্ত বটে।
কিন্তু বিনা দৈব তাহা কভু নাহি ঘটে॥
অতএব মহাশয় কি কহিব আর।
তব আজ্ঞাধীন হই কিঙ্কর তোমার॥
অবশ্যই তব আজ্ঞা করিব পালন।
তব আজ্ঞামতে যাব সেই বৃন্দাবন॥
তব আজ্ঞা অনুসারে সে কার্য্য সাধিব।
প্রাণপণে তব কার্য্য অবশ্য করিব॥
এত কহি অক্রূর যে করিল গমন।
যজ্ঞ হেতু আজ্ঞা দেয় ডাকি মন্ত্রিগণ॥
মন্ত্রী যত রাজ-আজ্ঞা করিতে পালন।
শীঘ্রগতি ধায় সবে যজ্ঞের কারণ॥
কংসরাজ প্রবেশিল নিজ অন্তঃপুর।
কেশীর অন্তর তবে ক্রোধে হয় পূর॥
কংসের বচনে দৈত্য আস্ফালন করি।
ত্বরা যায় বধিবারে সেই রাম হরি॥
কৃষ্ণবর্ণ বেগগামী অশ্বরূপ ধরি।
ক্ষুরক্ষেপে ধরণীরে বিদারণ করি॥
মহাভয়ঙ্কর রবে করয়ে গর্জ্জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ভীত সর্ব্বজন॥
ঘোর রবে ভীত সবে সঘনে কম্পিত।
বিশাল নয়ন তার হয় বিস্ফারিত॥
মহাভয়ঙ্কর মুর্ত্তি বিকট দশন।
নীলবর্ণ মহাকায় যেন নবঘন॥

মহাভয়ঙ্কর দৈত্য দৃশ্যে হয় ভয়।
কংসের কারণ ধায় নন্দের আলয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হেরি সকলে ত্রাসিত।
বিকট গর্জ্জন শুনি সবে হয় ভীত ॥
তার রূপ দরশনে ব্রজবাসিগণ।
মহাভয়ে লুক্কায়িত রয় সর্ব্বজন ॥
ভয়ঙ্কর দৈত্যরূপ করি দরশন।
উচ্চ পুচ্ছ করি ধায় যত ধেনুগণ ॥
দৈত্যরূপ হেরি তবে ব্রজশিশুগণ।
পতিত ধরণীতলে হারায় চেতন ॥
ভয়েতে আকুল যত ব্রজের গোপিনী।
এলো থেলো বেশে ধায় যেন পাগলিনী ॥
শোকাকুল হ'য়ে সবে করয়ে ক্রন্দন।
যশোমতী একেবারে হারায় চেতন ॥
নন্দ আদি গোপ যত ব্যাকুল হইল।
তাহা দরশনে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
কেন বৃথা ভীত চিত্ত ব্রজবাসিগণ।
অকারণ কেন সবে করিছ ক্রন্দন ॥
শান্ত হও ত্যজ ভয় কর দরশন।
অবিলম্বে দুরাচার হইবে নিধন ॥
এত বলি মহাক্রোধে দেব দামোদর।
কেশীর সম্মুখে ধায় নির্ভয়-অন্তর ॥
ঘোর নাদে মেঘ সম করিয়া গর্জ্জন।
জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিল তখন ॥
কেবা তুমি কোথা হ'তে আইলে হেথায়।
মায়ারূপী কোন্ জন হেরি দীর্ঘকায় ॥
অনুমান করি তুমি হবে কংসচর।
কেন কর এত গর্ব্ব আমার গোচর ॥
কেন তুমি করিতেছ বৃথা আস্ফালন।
পরাক্রম থাকে আজি যুঝহ এখন ॥
আমার নিকটে আসি প্রকাশহ বল।
তবে ত জানিব তোর নিশ্চয় মঙ্গল ॥
নতুবা যে বৃথা গর্ব্ব জানিনু এখন।
বালক নিকটে গর্ব্ব কেন অকারণ ॥
রমণীগণেরে ভয় দেখালে কি হবে।
আমার নিকটে দুষ্ট আয় দেখি তবে ॥
নিশ্চয় জানিনু তোর নিকট মরণ।
পাঠাইব তোরে আজ যমের ভবন ॥
বৃথা গর্ব্ব কর ওরে দুষ্ট দৈত্যবর।
মম হস্তে আজ তুমি যাবে যমঘর ॥
এত শুনি কেশী দৈত্য ক্রোধে হুতাশন।
জ্বলন্ত অনলে যথা ঘৃত নিক্ষেপণ ॥
সেইমত দৈত্যবর ক্রোধে কাঁপে কায়।
বিষম গর্জ্জনে দৈত্য কৃষ্ণপানে ধায় ॥
ভয়ঙ্কর ক্রোধে দৈত্য বেগেতে চলিল।
উত্তেজিত হ'য়ে দৈত্য নাচিতে লাগিল ॥
বিষম শব্দেতে পদ করি আস্ফালন।
শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তথা করিল গমন ॥
পদ-খুরে মাটি খুঁড়ি বেগেতে ধাইল।
ভগবান্ দুরাচারে তাড়না করিল ॥
পাছু দুই পদে দুষ্ট প্রহারে কৃষ্ণেরে।
কিন্তু ব্যর্থ হ'ল দৈত্য জানিল অন্তরে ॥
ব্যর্থ হ'ল পদাঘাত করে দরশন।
মহক্রোধে কেশী দৈত্য কাঁপিয়া তখন ॥
পুনঃ পদাঘাত আশে দুষ্ট দৈত্যবর।
পুনঃ পদাঘাত করে কৃষ্ণের উপর ॥
অমনি সে নারায়ণ দু'বাহু মেলিয়া।
দুই পদ ধরি তার দিলেন ফেলিয়া ॥
দূরেতে পড়িয়া দৈত্য গড়াগড়ি যায়।
এই দৃশ্যে মৃদু মৃদু হাসে যদুরায় ॥
যথা মহা সর্পে ধরি খগের ঈশ্বর।
নিক্ষেপ করয়ে দূরে ক্রোধিত অন্তর ॥
সেইমত দৈত্যবর পড়ি ভূমিতলে।
চেতন-বিহীন হ'য়ে রহে সেই স্থলে ॥
ক্ষণেক পরেতে দৈত্য পাইল চেতন।
পুনরপি যুদ্ধ-আশে ধাইল তখন ॥
ক্রোধ করি কৃষ্ণপাশে করিল গমন।
মহাক্রোধে রক্তবর্ণ যুগল নয়ন ॥

পদ-খুরে মাটি খুঁড়ে শব্দ ভয়ঙ্কর।
ধাইল কৃষ্ণের পানে ক্রোধিত অন্তর ॥
কৃষ্ণের নিকট পুনঃ করিয়া গমন।
মহাক্রোধে পদাঘাত করিল তখন ॥
পদের প্রহার যবে করে দৈত্যরায়।
অমনি শ্রীকৃষ্ণ তার সম্মুখেতে যায় ॥
সম্মুখেতে কৃষ্ণে দৈত্য করি দরশন।
গ্রাস করিবার আশে বিকাশে বদন ॥
দৈত্যের নিকট হরি করিয়া গমন।
এক হস্ত দৈত্যমুখে করে প্রবেশন ॥
বজ্রসম নিজ হস্ত দৈত্যমুখে দিল।
অমনি দৈত্যের দন্ত ভাঙ্গিতে লাগিল ॥
যেমন মস্তকে হয় অশনি পতন।
সেইমত হয় দৈত্যে অনর্থ ঘটন ॥
অবসন্ন দেহ তার ক্রমেতে হইল।
অস্থির অন্তরে দুষ্ট ভাবিতে লাগিল ॥
হস্ত উগারিতে বহু করয়ে যতন।
উগারিতে নারে দৈত্য আকুলিত মন ॥
মনে ভাবে একি দায় হইল আমার।
আইলাম আমি কংস-কার্য্য সাধিবার ॥
তাহা দূরে যাক মোর প্রাণ এবে যায়।
এ মহা বিপদে হায় করি কি উপায় ॥
কিসে প্রাণ রক্ষা হয় কিরূপে এখন।
যদি কোনরূপে পারি রাখিতে জীবন ॥
হস্ত ছাড়াইয়া যদি পলাইতে পারি।
তবেই সার্থক জন্ম মনেতে বিচারি ॥
এবার যদ্যপি রহে আমার জীবন।
আর হেন কর্ম্ম নাহি করিব কখন ॥
বিষম কঠিন হস্ত লৌহের আকার।
হস্ত স্পর্শে দন্তগুলা হয় চুরমার ॥
দৈত্যবর রক্ষা পেতে সেই হস্ত হ'তে।
করিল অনেক যত্ন নিজ সাধ্য মতে ॥
না পারে নাড়িতে হস্ত মহাভারময়।
জ্বলন্ত অনলে যেন কণ্ঠ দগ্ধ হয় ॥
উত্তাপেতে দৈত্য-অঙ্গ অস্থির তখন।
নিশ্বাস না বহে আর স্থির দু'নয়ন ॥
জ্ঞানশূন্য মহাদৈত্য ভূতলে পড়িল।
ছটফট করি তথা পদ আছাড়িল ॥
ধড়ফড় করে তথা পড়িয়া ভূমিতে।
ঊর্দ্ধ-নেত্রে দীর্ঘশ্বাস লাগিল বহিতে ॥
মহাক্লেশে দুষ্ট দৈত্য ছাড়িল জীবন।
তবে হরি নিজ হস্ত টানিল তখন ॥
তবে গোপ গোপীগণ বিস্ময় মানিল।
স্বর্গ হ'তে অমরেরা দেখিতে লাগিল ॥
পুষ্প বরিষণ করে কৃষ্ণের উপর।
করযোড়ে স্তুতি করে যতেক অমর ॥
সাধুবাদ করে যত দেব ঋষিগণ।
নারদ আসিয়া স্তব করিল তখন ॥
হে কৃষ্ণ হে অপ্রমেয় ওহে পরমেশ।
জগদীশ বাসুদেব ওহে হৃষীকেশ ॥
সর্ব্বভূতে তুমি আত্মা তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
তুমি সর্ব্বগুণাকর সবার আশ্রয় ॥
পরম পুরুষ তুমি পরম ঈশ্বর।
সবার আশ্রয় তুমি গুণের আকর ॥
কাষ্ঠের মাঝারে জ্যোতি বিরাজে যেমন।
সকলের মাঝে তুমি রয়েছ তেমন ॥
তুমি সাক্ষী তুমি গূঢ় বুদ্ধির আশ্রয়।
স্বতন্ত্র অজ্ঞেয় তুমি ওহে দয়াময় ॥
তোমা হ'তে হয় দেব সৃজন পালন।
তোমার ইচ্ছাতে হয় সবার নিধন ॥
অচ্যুত অব্যয় হরি দেব নারায়ণ।
জীবরূপে জীবদেহে জগৎ-জীবন ॥
গোবর্দ্ধন গিরি হরি করিলে ধারণ।
ব্রজবাসীদের ভয় কর নিবারণ ॥
বিনাশিলে অনায়াসে কত দৈত্যগণ।
সৃষ্টি রাখিবারে তব বিশ্বে আগমন ॥
নাশিতে এ সৃষ্টিভার তব অবতার।
তুমি সদা কর প্রভু সাধুর নিস্তার ॥

যেই কেশী দৈত্য ভয়ে ভীত সর্ব্বজন।
তুমিই করিলে হরি তাহার নিধন॥
ভয়ে দেবগণ ছিল শঙ্কিত সতত।
এখন আনন্দে তারা রবে অবিরত॥
চাণূর-মুষ্টিক দৈত্যে কৌতুকে মারিবে।
মহাহস্তী কুবলয় নিশ্চয় বধিবে॥
মহাবলবান্ সেই কংস দুরাচার।
তুমিই তাহারে হরি করিবে সংহার॥
তব হস্তে দুরাচার বিনাশিত হবে।
হেরিবে অদ্ভুত কার্য্য কৌতুকেতে সবে॥
কালবশে বিনাশিত হবে দৈত্যগণ।
মুর আদি দৈত্যগণে করিবে নিধন॥
তাহাতে মুরারি নাম শ্রীহরি ধরিবে।
তদন্তরে রজকেরে নিধন করিবে॥
ইন্দ্রালয় হ'তে ওহে মদনমোহন।
পারিজাত পুষ্প দেব করিবে হরণ॥
বিপ্রগৃহ হ'তে পুষ্প করিবে উদ্ধার।
বীর কন্যাদের সহ বিবাহ তোমার॥
জগতে বিদিত তাহা জানে সাধু নর।
স্যমন্তক মণি আছে পাতাল ভিতর॥
তুমি দেব সেই মণি উদ্ধার করিবে।
ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র বাঁচাইয়া দিবে॥
চক্রবাণে কাশীপুর তুমি পোড়াইবে।
পৌণ্ডরীক দন্তবক্রে নিধন করিবে॥
আমরা আনন্দে সবে হইব মগন।
তোমার এ লীলা সব করিব দর্শন॥
দ্বারকায় বাসকালে তোমার বিক্রম।
হেরিব আনন্দে সেই লীলা মনোরম॥
অর্জ্জুন-সারথি পুনঃ হইবে সমরে।
তাহাতে নাশিবে হরি কত দৈত্যবরে॥
তদন্তর নিজ মায়া প্রকাশ করিবে।
অতীব আশ্চর্য্য তাহা সবে দেখাইবে॥
নিজ বংশ অবহেলে করিবে নিধন।
পৃথিবী রাখিতে তব জনম গ্রহণ॥
জ্ঞানই তোমার মূর্ত্তি জানি অনুক্ষণ।
ঈশ্বর স্বাধীন তুমি ওহে নারায়ণ॥
মায়াতে ধরিলে দেব মানব-আকার।
অসংখ্য প্রণতি করি চরণে তোমার॥
যদু বৃষ্ণি মাঝে প্রভু তুমি ধুরন্ধর।
তোমারে প্রণাম আমি করি নিরন্তর॥
এত কহি দেব-ঋষি গেল সন্নিধানে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে ভগবানে॥
স্মরণ করিয়া কৃষ্ণে করে অন্তর্দ্ধান।
হরিপদ-দরশনে আনন্দিত প্রাণ॥
অনন্তর গোপীনাথ রাখাল সঙ্গেতে।
গোচারণ করে হরি পরম রঙ্গেতে॥
কংসচর কেশী দৈত্যে করিয়া নিধন।
শিশুগণ সহ রঙ্গে করে গোচারণ॥
দিবা অবসানে কৃষ্ণ ল'য়ে ধেনুগণ।
গৃহেতে চলেন অতি আনন্দিত মন॥
যশোমতী দ্রুতগতি কৃষ্ণে লয় কোলে।
ক্ষীর-সর-ননী দিল বদনকমলে॥
শুক কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
কি কাজ করেন পরে শ্রীমধুসূদন॥
একদিন গিরিধর হলধর সঙ্গে।
ল'য়ে ব্রজ-শিশুগণ ভ্রমে নানা রঙ্গে॥
গো-চারণ করে হরি আনন্দে মগন।
হেনকালে দৈত্য এক করে আগমন॥
ব্যোম নামে মহাদৈত্য মহাবলধর।
গো-চারণ-স্থানে দুষ্ট আইল সত্বর॥
কংসের প্রেরিত চর অতি মহাকায়।
গোপবেশ ধরি দুষ্ট আইল তথায়॥
ব্রজ-শিশুগণে সব করিয়া হরণ।
একে একে ল'য়ে দুষ্ট করয়ে গমন॥
চুরি করি শিশুগণ গুহার ভিতরে।
তথায় রাখিয়া সব আচ্ছাদে প্রস্তরে॥
প্রস্তরেতে গিরি-গুহা করি আচ্ছাদন।
অবশিষ্ট আনিবারে করয়ে গমন॥

অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকলি জানিল।
ব্যোমদৈত্য গুপ্তবেশে শিশু হরি নিল ॥
গোপের আকার ধরি হরে শিশুগণ।
গুহামধ্যে রাখে করি শিলা আচ্ছাদন ॥
তবে নারায়ণ মনে করিল বিচার।
দুষ্ট দৈত্যবরে এবে করিব সংহার ॥
ধরি গোপবেশ দুষ্ট মোরে লুকাইয়া।
ব্রজ-শিশুগণ সব লইল হরিয়া ॥
এইরূপ চিন্তামণি করিছে চিন্তন।
হেনকালে দুষ্ট দৈত্য করে আগমন ॥
পুনঃ এক শিশু হরি যায় পলাইয়া।
হেনকালে নারায়ণ দ্রুতপদে গিয়া ॥
মায়ামূর্ত্তিধারী দৈত্যে ধরিল তখন।
কেশরী যেমন করে বৃষেরে ধারণ ॥
সেইমত দুষ্ট দৈত্য-কেশে সে ধরিল।
অমনি সে ব্যোম দৈত্য মায়া তেয়াগিল ॥
ভয়ঙ্কর নিজমূর্ত্তি করিল ধারণ।
পর্ব্বত-প্রমাণ তনু বাড়িল তখন ॥
পলাইতে দৈত্যবর চাহে বারে বারে।
কোন মতে কৃষ্ণ-হস্ত ছাড়াইতে নারে ॥
তবে দুষ্ট মহাবল ব্যোম দৈত্যবর।
কৃষ্ণ সহ মল্লযুদ্ধ করে ঘোরতর ॥
পরে দৈত্য ক্রমে ক্রমে বলহীন হ'লে।
ভগবান্ ব্যোম দৈত্যে ফেলিল ভূতলে ॥
বলে ওরে দুরাচার কি হবে এখন।
গুপ্তবেশে শিশুগণে করেছ হরণ ॥
এখন জীবন আর কিরূপে রহিবে।
কেবা আর শিশুগণে লুকায়ে রাখিবে ॥
এত কহি দৈত্য-বক্ষে বসিয়া তখন।
বিশ্বম্ভর রূপ প্রভু করিল ধারণ ॥
সর্পেরে প্রহার করে লোকে যে প্রকারে।
সেরূপ যন্ত্রণা দিয়া মারিলেন তারে ॥
মারিয়া বিষম দৈত্যে পর্ব্বত-কন্দরে।
শিলা আচ্ছাদন খুলি দেখে তদন্তরে ॥
পদাঘাতে গিরিগুহা ভাঙ্গিল তখন।
অনায়াসে উদ্ধারিল গোপ-শিশুগণ ॥
সঙ্গেতে করিয়া যত ব্রজ-শিশুগণে।
গোকুলে ধাইল হরি আনন্দিত মনে ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
শ্রবণেতে মহাপাপী হয় যে উদ্ধার ॥

ইতি কেশী ও ব্যোমাসুর-বধ

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

অক্রূরের ব্রজধামে গমন

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
মথুরা-বিহার লীলা কহিব এখন ॥
কংসের আদেশে তবে অক্রূর সুমতি।
পরদিন প্রভাতেতে করিলেন গতি ॥
চলিলেন মতিমান্ রথ আরোহণে
গমন করিতে পথে ভাবে মনে মনে ॥
কৃষ্ণে আনিবারে কংস মোরে আজ্ঞা দিল।
আজি শুভ দিন মম উদয় হইল ॥
পূর্ব্বজন্মে আমি কত করিনু সাধন।
কিবা হেন শুভ কর্ম্ম করি আচরণ ॥
কোন্ দেব পূজা আমি ক'রেছি এমন।
কোন্ পুণ্যফলে হবে কৃষ্ণ দরশন ॥

এ জন্ম সার্থক বুঝি হইল এখন।
নয়নে করিব আজ কৃষ্ণ-দরশন ॥
বিষম বিষয়-বিষে মগ্ন মম মন।
এ অধম-ভাগ্যে হবে কৃষ্ণ-দরশন ॥
যবে সেই দয়াময়ে হেরিব নয়নে।
সফল জীবন তবে জানিব তখনে ॥
নদী-স্রোতে কাষ্ঠখণ্ড তীরে লগ্ন হয়।
সেইমত হয় যদি মম ভাগ্যোদয় ॥
তবে ত জানিব মোর সকলি মঙ্গল।
তবে সে উদয় হবে পূর্ব্ব পুণ্যফল ॥
অদ্য সেই কৃষ্ণপদে করিব প্রণতি।
আমারে করিল কৃপা কংস মহামতি ॥
নতুবা গোকুলে মোরে কেন পাঠাইল।
কংস-কৃপাবলে মোর এ ভাগ্য হইল ॥
কংস হ'তে এত ভাগ্য আমার উদয়।
হেরিব পরমারাধ্য কৃষ্ণ-পদদ্বয় ॥
বিধি শিব সদা ধ্যান করে যে চরণ।
যে চরণ দেবতারা করে আরাধন ॥
লক্ষ্মীর সেবিত পদ হেরিব নয়নে।
যে পদ সেবন করে সদা মুনিগণে ॥
যে চরণ সাধুগণ ভাবে মনে মনে।
যে চরণ সদা ভ্রমে ব্রজের কাননে ॥
যে চরণ ব্রজ-গোপী ধরয়ে হৃদয়ে।
মহানন্দে মগ্ন সবে যে চরণদ্বয়ে ॥
সে চরণ আজি আমি হেরিব নয়নে।
হেরিব নয়নে আজ সে চাঁদবদনে ॥
হেরিব সে মনোহর কমল-আনন।
বিচিত্র সে চারুনেত্র জলদবরণ ॥
অলকা-আবৃত মুখ কিবা সে সুন্দর।
হেরিব নয়নে সেই রূপ মনোহর ॥
প্রেমানন্দে আমি আজ উন্মত্ত হইব।
ভূমিতলে পড়ি হরিপদে প্রণমিব ॥
প্রদক্ষিণ করি সেই পরম কারণে।
মনে মনে আনন্দিত হইব তখনে ॥
হরিতে অবনীভার যিনি অবতার।
অবহেলে করে যেবা ভক্তের উদ্ধার ॥
নয়ন সফল হবে দেখিলে যাঁহায়।
যে রূপ দেখিলে জীব মোক্ষপদ পায় ॥
লাবণ্যের ধাম সেই হরি দয়াময়।
সে রূপ হেরিব আজ নয়নে নিশ্চয় ॥
যিনি মায়াময় হন জগৎ-আধার।
ব্রহ্ম-পরাৎপর যিনি হন নিরাকার ॥
ব্রজধামে মায়াময় ধরি মায়ারূপ।
প্রত্যক্ষ রূপেতে রাজে যেই বিশ্বভূপ ॥
মহানন্দে সেই রূপ নয়নে হেরিব।
আমার এ পাপ-নেত্র সফল করিব ॥
সাধুজন অনুক্ষণ যাঁর গুণ গায়।
পবিত্র করয়ে প্রাণ যাঁহার সেবায় ॥
সকলি পবিত্র যেই পদ-পরশনে।
প্রণতি করিব আজি সে রাঙ্গা চরণে ॥
ব্রজমাঝে অবতার হইল যে জন।
ব্রজবাসি-মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ ॥
অমরেরা অবিরত যাঁর গুণ কয়।
দেবের পরম গুরু যেই জন হয় ॥
জগতের নাথ সেই দেব নারায়ণ।
লক্ষ্মীকান্ত মনোহর শ্রীমধুসূদন ॥
আজ সেই নিত্যধনে নয়নে দেখিব।
রাম-কৃষ্ণ দু'জনার চরণ পূজিব ॥
পথে আমি হেরিতেছি শুভ চিহ্ন সব।
অবশ্য হেরিব আজি প্রাণের মাধব ॥
দূর হ'তে শ্রীচরণে প্রণতি করিব।
ভক্তিযোগে পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিব ॥
সখীগণ সঙ্গে সেই শ্রীহরি-চরণ।
মহানন্দে আজ আমি করিব দর্শন ॥
আজ আমি সেই পদ শিরেতে ধরিব।
নিশ্চয় আমার জন্ম সফল করিব ॥
অভয় সে কর পদ মস্তকেতে দিবে।
কালের বিষম ভয় আর না রহিবে ॥

যে হস্তে অভয় হরি দেন ভক্তগণে।
যে কর-কমল জানে জগতের জনে॥
যেই হস্তে সমর্পিয়া পূজা-উপচার।
ইন্দ্র আর বলি পায় ইন্দ্রত্ব সবার॥
যে হস্তের তুলনা না হয় কদাচন।
সেই কর মম শিরে করিবে অর্পণ॥
যেই করে ব্রজাঙ্গনা-ঘর্ম্ম মুছাইল।
যেই হস্তে গোপিকার অলকা করিল॥
সেই হস্ত জগন্নাথ শিরে মোর দিবে।
পরম কারণ হরি কৃপা যে করিবে॥
ঘৃণাচক্ষে করিবে না মোরে দরশন।
গোলোক-বিহারী হরি অধম-তারণ॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানে চরাচর।
বিশ্বব্যাপী তাঁরে জানে সবার অন্তর॥
আমি তাঁর শ্রেষ্ঠ মিত্র আমি জ্ঞাতি তাঁর।
তিনি ভিন্ন নাহি কেহ দেবতা আমার॥
অবশ্য আমাকে কৃপা করিবেন হরি।
যখন পড়িব আমি শ্রীচরণ ধরি॥
অবশ্য হেরিবে মোরে স্নেহের নয়নে।
দয়াময় দয়া করি তারিবে এ জনে॥
অশেষ কলুষ মম হইবে মোচন।
দয়া করি কৃষ্ণ মোরে দিবে আলিঙ্গন॥
শ্রীঅঙ্গ পরশ আমি করিব যখন।
শিথিল হইয়া যাবে কর্ম্মের বন্ধন॥
সে অঙ্গ পরশে মোর পাপ হবে ক্ষয়।
সেই দিন মোর হবে সুদিন উদয়॥
করযোড়ে সম্মুখেতে রব দাঁড়াইয়া।
ডাকিবে আমারে কৃষ্ণ আদর করিয়া॥
অক্রূর বলিয়া মোরে ডাকিবে যখন।
যখন করিবে কৃষ্ণ মোরে সম্বোধন॥
সেইকালে এ জনম সফল হইবে।
এমন সুদিন মোর এ ভাগ্যে ঘটিবে॥
পরম কারণ সেই অখিলের পতি।
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাধার সর্ব্বজনগতি॥
আমারে দরিদ্র হরি দয়া উপজিবে।
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ হরি অবশ্য করিবে॥
যখন চরণে মোরে দেখিবেন নত।
সাদরে ধরিয়া স্নেহ করিবেন কত॥
শ্রীহরির শ্রীচরণ করিব দর্শন।
আজ কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে এমন॥
যতনে আমার হস্ত করপদ্মে ধরি।
গৃহেতে লইয়া যাবে দাসে দয়া করি॥
তখন জানিব মম সার্থক জীবন।
লক্ষ্মীর সেবিত পদ করিব দর্শন॥
মায়াজাল হ'তে আমি হইব উদ্ধার।
হেরিব নয়নে আজ জগতের সার॥
জগন্নাথে আমি আজ নয়নে হেরিব।
এ ভব-যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার পাইব॥
কংস-ক্রোধ হেতু মম হ'ল সুঘটন।
পুণ্য-ভূমি ব্রজ-ভূমে করিব গমন॥
ব্রজপুরে ব্রজরাজে পাব দরশন।
এ হ'তে আনন্দ আর আছে কি এমন॥
হেরিব সে শ্যামরূপ জলদ-বরণে।
কিবা সে রূপের ছটা ইন্দু-নিভাননে॥
পীতধড়া-পরিহিত বনমালা গলে।
করেতে মুরলীরূপে মোহিত সকলে॥
কংসের আদেশে আজি গিয়া ব্রজমাঝে।
হেরিব নয়ন ভরি সেই গোপরাজে॥
ধন্য ধন্য আমি আজ বিশ্বের মাঝার।
মোর সম ভাগ্যবান্ কেবা আছে আর॥
কোথায় হেরিব সেই শ্রীনন্দ-নন্দনে।
যশোদা-জীবন ধন দেব জনার্দ্দনে॥
নয়নে হেরিব কিবা নন্দের আগারে।
কিবা সে গোপিনী-মাঝে হেরিব বিহরে॥
অথবা গোঠেতে তাঁর পাব দরশন।
দেখিব পাঁচনী করে সে কালবরণ॥
কিবা সে যমুনা-তীরে কদম্ব-তলায়।
নিকুঞ্জ কানন-মাঝে বাঁশরী বাজায়॥

অথবা হেরিব সেই বৃন্দাবন বনে।
কিংবা নেহারিব সেই রাখালের সনে॥
কে জানে তাঁহার অন্ত মহিমা অপার।
নিরবধি সেবে পদ মৃত্যুঞ্জয় যাঁর॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সেবে যে চরণ।
যাঁর স্তুতি অমরেরা করে অনুক্ষণ॥
যেই পদে ভাগীরথী উদ্ভব হইল।
সরস্বতী যেই পদ নিয়ত সেবিল॥
প্রকৃতির মূল সেই মহাশক্তি যিনি।
ব্রহ্মাণ্ড-জননী দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী॥
যাঁহা হ'তে দেবগণ উদ্ভব হইল।
ব্রহ্মাণ্ড হেলায় যিনি প্রসব করিল॥
সকলে যাঁহার পদ সেবে অনুক্ষণ।
যিনি মহামায়া হন সৃষ্টির কারণ॥
পরমা ঈশ্বরী সেই প্রকৃতির পরা।
মহাশক্তি মহাদেবী সর্ব্বপাপহরা॥
সেই দেবী পদ যাঁর সতত সেবয়।
যাঁর পদযুগ ভাবে দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
তাঁহারে হেরিব আজ কি ভাগ্য আমার।
অবশ্য যাইব আমি নন্দের আগার॥
হেরিব পরমপদ অনাদি কারণে।
সর্ব্বময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতিত-পাবনে॥
পরমাত্মা সৃষ্টিকর্ত্তা সবাকার মূল।
যিনি বিশ্ব-মূলাধার অতি সূক্ষ্ম স্থূল॥
ব্রহ্ম-সনাতন তিনি সর্ব্বগুণাশ্রয়।
নির্ব্বিকার নিরাকার জীব-আত্মাময়॥
যখন হরির কাছে করিব গমন।
হয়ত দু'ভাই মোরে করি আলিঙ্গন॥
গৃহমাঝে লবে মোরে দুই হাত ধ'রে।
কুশলাদি জিজ্ঞাসিবে প্রফুল্ল অন্তরে॥
এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন।
রথে চড়ি গোকুলেতে করেন গমন॥
সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিল।
হেনকালে গোকুলেতে অক্রূর আইল॥
শ্বফল্ক তনয় সেই অক্রূর সুমতি।
গোকুলে পৌঁছিয়া হয় আনন্দিত অতি॥
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ করি গো-চারণ।
যেই পথে ধেনু সনে করেন গমন॥
দেখে পথে পদচিহ্ন আছে স্থানে স্থানে।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিল সেখানে॥
সেই পদ-রজ সদা অমর সকলে।
মস্তকে ধারণ করে মহাপুণ্যবলে॥
সেই পদচিহ্ন পথে হেরে মহামতি।
আনন্দে অবশ অঙ্গ করে মৃদুগতি॥
শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন লক্ষণে জানিল।
মহানন্দে তদুপরি পতিত হইল॥
রথ হ'তে মহামতি নামিল সত্বর।
পতিত হইল সেই চিহ্নের উপর॥
আঁখিজলে ভাসি অতি ব্যাকুল হইল।
মহানন্দে সেই ধূলি অঙ্গেতে মাখিল॥
করযোড়ে নমস্কার পদচিহ্নে করে।
ভক্ষণ করয়ে ধূলি হরিষ অন্তরে॥
অঞ্জলি পূরিয়া ধূলা রাখিয়া মস্তকে।
কহিতে লাগিল তথা অতীব পুলকে॥
আমার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর।
মানব-জনমে মম পুণ্যের সঞ্চার॥
এত পুণ্য ধরাধামে কে আর করিবে।
শ্রীহরির পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে॥
শুকদেব কহিলেন নৃপতির প্রতি।
শুন মহারাজ কহি পুণ্য কথা অতি॥
লোভ আদি অহঙ্কার করিয়া বর্জ্জন।
নির্ম্মল অন্তরে যেই পূজে নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণের নাম গায় শুনে অনুক্ষণ।
সেই জন সাধু তার সার্থক জীবন॥
কৃষ্ণ-পদ-ধূলি তবে মাখি সর্ব্বগায়।
অক্রূর উন্মত্ত হ'য়ে নাচিয়া বেড়ায়॥
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করে ফুল্ল মনে।
সম্মুখেতে রামকৃষ্ণ দেখিল নয়নে॥

অপরূপ রূপ দোঁহা দরশন করে।
শোভিত হয়েছে কটি নীল পীতাম্বরে ॥
যেন নীল শতদল যুগল নয়ন।
ধবল শ্যামল রূপ মোহে জগজন ॥
নবীন বয়স তাহে পরম সুন্দর।
কিবা সে লম্বিত বাহু অতি মনোহর ॥
শশি-বিনিন্দিত মুখ কিবা হাস্য তায়।
মরাল জিনিয়া গতি কি সুন্দর হায় ॥
কিবা সে চরণ-যুগ চিহ্ন বিরাজিত।
দরশনে মুনিগণ সদা বিমোহিত ॥
কিবা সে যুগল তনু দুই সহোদর।
কত শোভা পায় সেই দুই কলেবর ॥
কতই করিছে শোভা সুরক্ত অধরে।
শোভিতেছে বনমালা কণ্ঠের উপরে ॥
শ্রীঅঙ্গে লেপিত গন্ধ কুঙ্কুম চন্দন।
পরম পুরুষ সেই পরম কারণ ॥
প্রধান পুরুষ সেই দেব বিশ্বপতি।
জগৎ-কারণ হরি অগতির গতি ॥
হরিতে অবনীভার হন অবতার।
পূর্ণরূপে মহাকায় জগতের সার ॥
পূর্ণরূপে অবতার মদনমোহন।
যাঁহার কৃপায় শোভে এ তিন ভুবন ॥
জগতের মনোহর রূপের কিরণে।
কৃষ্ণ-অঙ্গ করে শোভা সুনীল বরণে ॥
রজত-পর্ব্বত সম রাম-কলেবর।
হেরিল অক্রুর সেই রূপ মনোহর ॥
প্রেমে মুগ্ধ বারিধারা বহিল নয়নে।
উন্মত্ত হইল সেই রূপ দরশনে ॥
রথ হ'তে শীঘ্রগতি নামি ভূমিতলে।
অক্রুর লুটায়ে পড়ে চরণ-কমলে ॥
রাম-কৃষ্ণ-মূর্ত্তি হেরি বিহ্বল হইল।
প্রেমে গদগদ চিত্ত জ্ঞান হারাইল ॥
অবশ হইল অঙ্গ চলিতে না পারে।
চিত্রের পুত্তলি সম চায় নেত্রাধারে ॥
অক্রুরের হেন ভাব করি দরশন।
অভিপ্রায় জানিলেন ভাই দুই জন ॥
বাহু প্রসারিয়া তবে অক্রূরে ধরিল।
স্নেহেতে তথায় সবে আলিঙ্গন দিল ॥
ভকতবৎসল হরি প্রিয়ভক্ত তায়।
অক্রূরের হস্তে ধরি আনন্দেতে যায় ॥
ধরিলেন এক হস্ত রোহিণী-নন্দন।
আনন্দে আনিল তারে নন্দের ভবন ॥
যতনে বসায়ে তারে রতন-আসনে।
ব্যজন করেন তারে ভাই দুইজনে ॥
পরে রাণী মহানন্দে অতিথি কারণে।
পরিতুষ্ট করে তারে বিবিধ ভোজনে ॥
পরে নন্দ মহামতি আনন্দিত মনে।
অক্রূরে জিজ্ঞাসে অতি মধুর বচনে ॥
শুন মহাশয় এক করি নিবেদন।
কংসের কুশল প্রশ্ন কি করি এখন ॥
দয়াহীন কংসরাজ আছে যতক্ষণ।
কেমনে জীবন সেথা করিছ ধারণ ॥
যেরূপে ব্যাধের কাছে মেষপাল রয়।
সেরূপ কংসের কাছে প্রজা সমুদয় ॥
বড়ই নির্দ্দয় সেই দুষ্ট দুরাচার।
ভগিনী-তনয় দুষ্ট করিল সংহার ॥
যেই রাজা দুরাচারী রাজ্যমধ্যে হয়।
সে রাজ্যের প্রজা কভু সুখে নাহি রয় ॥
যাহা হোক বাক্যে মম কিবা প্রয়োজন।
নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে জীবগণ ॥
এইরূপে নানা কথা কহে দুইজনে।
শ্রান্তি দূর অক্রুর সে করিল শয়নে ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শুনিলে কলুষ নাশ হয় সবাকার ॥

ইতি অক্রুরের ব্রজধামে গমন।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

অক্রূর-সংবাদ

শুক কহে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
অক্রূর সুমতি করে শয্যাতে শয়ন ॥
পথশ্রান্তি দূর করে আনন্দ হৃদয়।
কৃষ্ণ বলরাম তথা উপনীত হয় ॥
পার্শ্বেতে বসিল তবে ভাই দুইজন।
শয্যায় উঠিয়া বসে অক্রূর তখন ॥
তবে সে অক্রূর সেথা ভাবিল মনেতে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হ'ল এক্ষণেতে ॥
আসিতে ব্রজের পথে মনে যাহা হয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে কৃষ্ণ দয়াময় ॥
মনে মনে যাহা আমি করি অভিলাষ।
অন্তর্য্যামী ভগবান্ পূর্ণ করে আশ ॥
কৃষ্ণপদ বিনা যত কৃষ্ণভক্তগণ।
অন্য কোন বাঞ্ছা নাহি করে কদাচন ॥
এইরূপে সে অক্রূর ভাবয়ে অন্তরে।
যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন পরে ॥
কংসের মন্ত্রণা-কথা করে জিজ্ঞাসন।
শুনহ অক্রূর খুড়া মোর নিবেদন ॥
কি কারণে আগমন এই বৃন্দাবনে।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ এইক্ষণে ॥
পিতা মাতা পরিজন আছয়ে কেমন।
সেই সব কথা মোরে বলহ এখন ॥
অক্রূর কহিল কিবা কহি দয়াময়।
মন্ত্রণা দিলেক যত কংস দুরাশয় ॥
যতদিন কংসরাজ বাঁচিয়া রহিবে।
ততদিন অত্যাচার সকলে পাইবে ॥
অতীব নিষ্ঠুর কংস কি কহিব আর।
আর না সহিতে পারি উপদ্রব তার ॥
এত শুনি কৃষ্ণ তবে করেন উত্তর।
বধিব সে কংসে আমি অতীব সত্বর ॥
মম ভ্রাতৃগণে সব করিয়া নিধন।
পিতা মাতা দুইজনে করিয়া বন্ধন ॥
রাখিয়াছে কারাগারে দুষ্ট দুরাচার।
শুনিতে পেয়েছি আমি সব সমাচার ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে অক্রূর সুমতি।
একে একে কহিল সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
শুন কৃষ্ণ কহি আমি সব বিবরণ।
বিরোধ করিল তার সহ জ্ঞাতিগণ ॥
কি কব সে কথা বাপু না পারি কহিতে।
বসুদেবে দুষ্ট কংস উদ্যত বধিতে ॥
নারদ-বচনে পরে হইল বিরত।
নতুবা সে বসুদেবে নিশ্চয় বধিত ॥
নারদ-বচনে তার আছয়ে জীবন।
লৌহপাশে করিয়াছে বিষম বন্ধন ॥
ঋষিমুখে শুনিয়া সে সব পরিচয়।
ধনুর্যজ্ঞ করিবারে কংস মহাশয় ॥
করিয়াছে আয়োজন তোমার কারণ।
বিস্তারিয়া কহি শুন সব বিবরণ ॥
পাঠাইল আমারে সে তোমা লইবারে।
যজ্ঞ দরশন হেতু মথুরা মাঝারে ॥
বসুদেব-পুত্র জানি তোমা দুইজনে।
মহাচিন্তাযুক্ত কংস হ'ল সেইক্ষণে ॥
অস্থির চিত্তেতে পরে করিয়া চিন্তন।
ছল করি করে এই যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
তোমাদের হেতু এই যজ্ঞের সূচনা।
বিনাশিতে তোমা দোঁহে এতেক মন্ত্রণা ॥
রহিয়াছে রঙ্গস্থল ভীষণ দর্শন।
তাহে রাখিয়াছে কত মহামল্লগণ ॥
দ্বারেতে বিষম হস্তী কালান্তক-প্রায়।
কুবলয় হস্তী সেই হয় মহাকায় ॥

মল্লগণ তোমা সহ যুদ্ধে হবে রত।
এইরূপ কুমন্ত্রণা করিয়াছে কত ॥
আমারে পাঠায় তোমা দোঁহে লইবারে।
সেই হেতু আগমন ব্রজের মাঝারে ॥
এই সমুদয় কথা করিয়া শ্রবণ।
হাস্য করি কহিলেন শ্রীমধুসূদন ॥
দুষ্ট-নিসূদন মোরা ভাই দুইজন।
অবশ্য আত্মীয়-দুঃখ করিব মোচন ॥
এত বলি দুই ভাই হরিষ অন্তরে।
উপনীত হন আসি নন্দের গোচরে ॥
কহিলেন শুন পিতা বিশেষ এখন।
মথুরা হইতে খুড়া আসে বৃন্দাবন ॥
আগমন-বার্ত্তা কহি শুন ব্রজেশ্বর।
করিবেক মহাযজ্ঞ কংস নরবর ॥
যজ্ঞ দরশনে সবে করে নিমন্ত্রণ।
আমারে লইতে খুড়া করে আগমন ॥
অতএব শুন পিতা বচন আমার।
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য কহিলাম সার ॥
ভাগ্যেতে ঘটেছে পিতা রাজ-নিমন্ত্রণ।
অতএব শুন কহি উচিত এখন ॥
আজ্ঞা দেহ ব্রজবাসী যত গোপগণে।
যাইবে মথুরাপুরী রাজ-দরশনে ॥
লইতে বলহ সবে নানা উপহার।
বিশেষতঃ গব্য দ্রব্য নিতে ভারে ভার ॥
দুগ্ধ আদি ছানা ক্ষীর আছে দ্রব্য যত।
শকটে পূরিয়া দ্রব্য লহ নানামত ॥
নানাবিধ উপহার সকলে লইবে।
প্রভাতে মথুরাপুরী সকলে যাইবে ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে প্রহরী দ্বারায়।
আনন্দিত হ'য়ে নন্দ সকলে জানায় ॥
শুন ব্রজবাসিগণ আমার বচন।
নিমন্ত্রণ পাঠাইল মথুরা-রাজন ॥
যজ্ঞ দরশনে সবে হইবে যাইতে।
দূত পাঠাইল কংস সবাকারে নিতে ॥
দধি দুগ্ধ ছানা ননী লহ থরে থরে।
প্রভাতে যাইতে হবে মথুরানগরে ॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে যাইবে সঙ্গেতে।
ব্রজেতে ঘোষণা নন্দ করে উৎসাহেতে ॥
অক্রুর আনন্দে মগ্ন হইল তখনি।
করযোড়ে কৃষ্ণপদে প্রণমি অমনি ॥

ভাগবত হরিকথা মধুর শ্রবণে।
সুবোধ রচিল গীত আনন্দিত মনে ॥

ইতি অক্রুর-সংবাদ।

শ্রীরাধিকার স্বপ্ন দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ দান

শুকদেব নরবরে, কহে কথা মৃদুস্বরে,
শুন কহি কুরুর নন্দন।
রাসস্থলে বৃন্দাবনে, শ্রীহরি রাধিকা সনে,
নানা খেলা খেলে দুইজন ॥
সুখেতে বিহার করি, সুকোমল শয্যাপরি,
নিদ্রাগত ব্রজের ঈশ্বরী।
করি স্বপ্ন দরশন, নিদ্রাভঙ্গ সেইক্ষণ,
উঠি বৈসে শয্যার উপরি ॥

ত্রাসিত অন্তরে অতি, হ’য়ে ব্যাকুলিত মতি,
শ্রীহরির ধরিয়া চরণ।
শুন কহি প্রাণনাথ, একি হলো অকস্মাৎ,
শিরে মোর অশনি পতন ॥
এস এস প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়োপর,
কেন প্রাণ হইল চঞ্চল।
কি আছে কপালে মোর, কহি শুন মনচোর,
কিবা মম হবে অমঙ্গল ॥
আমার কপাল মন্দ, হ’তেছে কতই সন্ধ,
না জানি কি বিপদ ঘটিবে।
প্রাণ চঞ্চলিত অতি, ধৈর্য্য নাহি ধরে মতি,
মম ভালে কি দশা হইবে ॥
স্বপনে দেখিনু যাহা, কি আর কহিব তাহা,
কত ভয় উদয় অন্তরে।
কেন হেন কুস্বপন, করিনু হে দরশন,
যবে ছিনু নিদ্রার অঘোরে ॥
কহ দেব মম প্রতি, কি হবে আমার গতি,
কর মোর দুঃখ নিবারণ।
কি কহিব প্রাণনাথ, যেন শিরে বজ্রাঘাত,
অকস্মাৎ হইল পতন ॥
যেন এক দ্বিজবরে, ক্রোধিত হ’য়ে অন্তরে,
কহে কত কর্কশ কাহিনী।
অগাধ জলধিজলে, মোরে লয়ে দিল ফেলে,
কূল নাহি পায় গুণমণি ॥
শোকেতে আকুল হ’য়ে, কাঁদে মন দুঃখ পেয়ে,
একেবারে হইনু কাতর।
আমার রোদনে কত, জলজন্তু ব্যাকুলিত,
শোকে মগ্ন আমার অন্তর ॥
হ’য়ে আমি জ্ঞানহারা, ভয়েতে হইনু সারা,
তোমায় ডাকিনু কতক্ষণ।
ডাকিনু তোমারে কত, শুন কহি প্রাণনাথ,
রক্ষ মোরে জীবের জীবন ॥
না হেরিয়া তোমা ধন, ব্যাকুল হইল মন,
ভয়ে থরথর কাঁপে তনু।
আর যাহা দরশন, শুন কহি প্রাণধন,
অন্ধকার চৌদিকে হেরিনু ॥
ভানুরে হেরি ভূতলে, অদর্শন তারা দলে,
ক্ষণপরে পুনঃ দরশন।
খণ্ড খণ্ড দিবাকর, পতিত ভূতলোপর,
একি দেখি হেন কুস্বপন ॥
ধরণীতে অগ্নিরাশি, রাহুগ্রস্ত সূর্য্য শশী,
ক্ষণে ক্ষণে দরশন করি।
আর যাহা দরশন, করিলাম প্রাণধন,
কহি শুন ওহে প্রাণ হরি ॥
অতঃপর একজন, আসি মম নিকেতন,
যোড়কর করি মম পাশে।
কহে মোরে গুণবতী, দেহ মোরে অনুমতি,
যাই আমি অন্য কোন দেশে ॥
আর শুন প্রাণধন, কহি সব বিবরণ,
মম পাশে আসি আর জন।
ভয়ঙ্কর বেশ তার, হস্তে দণ্ড কদাকার,
কত মোরে কহে কুবচন ॥
সজোরে ধরিয়া মোরে, মুখেতে চুম্বন করে,
শুন কহি প্রাণের ঈশ্বর।
এইরূপ দরশনে, মহাভীত হ’য়ে মনে,
প্রাণ বড় হয়েছে কাতর ॥
কহ মোরে প্রাণেশ্বর, একি স্বপ্ন ভয়ঙ্কর,
কহ নাথ কি দশা ঘটিবে।
কাঁপিছে মম অন্তর, কি কহিব গুণাকর,
না জানি কি দুর্গতি হইবে ॥
অন্তরেতে শোকানল, জ্বলিছে হয়ে প্রবল,
তুমি নাথ করহ নির্ব্বাণ।
কেমন হ’তেছে প্রাণ, শুন হে গুণনিধান,
বাহিরায় বুঝি মম প্রাণ ॥
কিসে পরিত্রাণ পাব, কহ মোরে শ্রীমাধব,
কি দুর্গতি হইবে ঘটন।
মনে এই অনুমানি, তুমি মোর গুণমণি,
ছাড়ি যাবে আমারে এখন ॥

নতুবা মম হৃদয়, কেন শোকাকুল হয়,
মোরে ছাড়ি পালাবে নিশ্চয় ।
শ্রবণে রাধিকাবাণী, সেইক্ষণে চক্রপাণি,
রাধিকারে কোলে তুলি লয় ॥
রাধিকারে কোলে করি, কহে শুন প্রাণেশ্বরি,
তব মুখে শুনি বিপরীত ।
কত গুণে গুণবতী, কেন শোকান্বিত মতি,
কেন বৃথা হতেছ চিন্তিত ॥
কহি শুন বাক্য সার, হও তুমি মমাধার,
তোমা ছাড়া নহি কদাচন ।
তুমি প্রকৃতির পরা, তোমা হতে এই ধরা,
জীব সব তোমাতে সৃজন ॥
তব অংশে স্বাহা সতী, সাবিত্রী কমলা সতী,
পার্ব্বতী যে তব অংশে হয় ।
আমি সকলের সার, আমার জীবনাধার,
কহিলাম তোমাকে নিশ্চয় ॥
আর কথা আমি কহি, তোমা আমা ভিন্ন নহি,
তুমি মম প্রাণের অধিকা ।
বৃথা কেন ভাব সতী, তুমি পরমা প্রকৃতি,
ত্যজ শোক ওগো শ্রীরাধিকা ॥
শুন কহি হে সুন্দরি, তুমি গোলোকবিহারী,
ব্রহ্মধামে তোমার গমন ।
শ্রীদামের অভিশাপে, ভারতেতে সেই পাপে,
গোপগৃহে গোপিকা-জীবন ॥
তব হেতু বরাননে, আমি এই বৃন্দাবনে,
মনে দুঃখ কর নাহি আর ।
এত কহি ব্রজহরি, রাধারে প্রবোধ করি,
সুখে দোঁহে করেন বিহার ॥
একমনে যেইজন, হরিকথা সর্ব্বক্ষণ,
শুনে কর্ণে মোক্ষ হয় তার ।
অক্রূর সংবাদ তথা, রাধিকার স্বপ্ন কথা,
শ্রবণেতে আনন্দ অপার ॥
ভাগবত সার কথা, সুধার লহরী গাঁথা,
সাধুগণ শুনে অবিরত ।
সুবোধ রচিল ছন্দে, শুনে সবে মহানন্দে,
হরিগান করহ সতত ॥

ইতি রাধিকার স্বপ্নদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ দান ।

রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনা ও রাধিকার বিলাপ

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি ।
অতঃপর কহি সব মধুর ভারতী ॥
এইরূপে রাধিকায় লইয়া কোলেতে ।
শান্ত করে নানারূপ প্রবোধ বাক্যেতে ॥
পরে গেল দুইজনে শ্রীরাসমণ্ডলে ।
শুইলেন রাধা-শ্যাম রত্ন-শয্যাতলে ॥
নিদ্রাগত শ্রীমতীরে করি নিরীক্ষণ ।
মনে মনে নারায়ণ করেন চিন্তন ॥
রাধিকার মুখশশী দরশন ক'রে ।
একান্ত হইয়ে পুনঃ ভাবেন অন্তরে ॥
বলে হরি প্রাণেশ্বরি শুনহ বচন ।
এই স্থানে রহ প্রিয়ে তুমি অনুক্ষণ ॥
রাসেশ্বরী কিছুকাল রহ রাসস্থলে ।
আমারে বিদায় দেহ যাই আমি চলে ॥
আমার জীবন তুমি শুন রাসেশ্বরী ।
তোমারে ত্যজিয়া প্রিয়ে কিসে প্রাণ ধরি ॥
হৃদয়ের মণি তুমি হও গুণবতী ।
আমারে বিদায় এবে দেহ শীঘ্রগতি ॥
সংসার কারণ তুমি হৃদয়ে রতন ।
তোমারে ত্যজিতে ক্ষণ নারে মম মন ॥

এতেক কহিয়া তবে শ্রীনন্দনন্দন।
রাধিকারে ছাড়ি হরি যাইবারে মন॥
বড়ই ব্যাকুল হরি মথুরা গমনে।
রাধিকার মুখ-ইন্দু হেরে ঘনে ঘনে॥
শ্রীমতী আকুল অতি নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
কৃষ্ণের চরণ ধরি কহিতে লাগিল॥
ওহে প্রাণনাথ একি কহ বাক্য মোরে।
ত্যজিয়া যেতেছ নাথ কি হেতু আমারে॥
তুমি মম প্রাণপতি প্রাণের অধিক।
কোথা যাবে মোরে ছাড়ি কহ প্রাণাধিক॥
আমারে সাগর-মাঝে ফেলিয়া এখন।
কোথায় যাইবে বল ওহে প্রাণধন॥
বিষম জলধি-জলে নাহি দেখি কূল।
কেন কর প্রাণসখা আমারে আকুল॥
তোমার বিরহে প্রাণ কিরূপে ধরিব।
পুনঃ আমি কভু আর গৃহেতে না যাব॥
তোমার বিরহে নাথ ভ্রমিব কাননে।
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকিব সঘনে॥
তবু নাথ গৃহে আমি না যাব কখন।
যাইব সাগরে কিংবা যাব মহাবন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব আমি সতত করিব।
তব নাম স্মরি হরি এ প্রাণ ত্যজিব॥
কি আর কহিব নাথ তোমার চরণে।
ধরিলে হে গোপবেশ আমার কারণে॥
এখন আমারে কেন অকূলে ভাসাও।
আমারে ছাড়িয়া নাথ এবে কোথা যাও॥
জগতের সার তুমি দেব জনার্দ্দন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে সেবে ও চরণ॥
আমি তব অনুগত তাহাতে আশ্রিত।
আমারে ত্যজিতে তব না হয় উচিত॥
আমি অপরাধী হই তোমার চরণে।
ক্ষম দোষ গুণমণি কৃপায় অধীনে॥
শুন কহি প্রাণেশ্বর বচন সম্প্রতি।
করেছি কতেক দোষ জানি নিজ পতি॥
কেন হরি পাপ-পঙ্কে করিলে ক্ষেপণ।
এ সকল দোষ মম করহ মার্জ্জন॥
বড় আদরিণী ছিনু তোমার সহিত।
এবে তার প্রতিফল দিলে সমুচিত॥
ওহে নাথ গুণসিন্ধু গুণের আধার।
তুমি জগতের হরি সকলের সার॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
তোমার চরণ হরি যে জন সেবয়॥
সেই প্রেমে বাঁধে তোমা ওহে দামোদর।
জেনেছি তোমারে হরি নির্দ্দয়-অন্তর॥
ব্রহ্মশাপে তব বংশ হইবে নিহত।
কহিলাম আমি এই হ'য়ে শোকান্বিত॥
কহ নাথ কিরূপেতে জীবন ধরিব।
কেমনেতে তোমা ছাড়ি শতবর্ষ রব॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় যে আমার।
শতবর্ষ কিরূপেতে রব গুণাধার॥
কৃষ্ণ প্রতি রাধা সতী এতেক কহিল।
মূর্চ্ছাগত হ'য়ে সতী ভূতলে পড়িল॥
কি করিব মনে মনে ভাবে ভাবেশ্বর।
আদরে চুম্বন করে রাধিকা-অধর॥
ঘন ঘন চুম্বে হরি রাধার বদন।
রাই মুখশশী ঘন করে দরশন॥
দরশনে মুখশশী আকুল কান্দিয়ে।
উপায় না পায় হরি কিছুই ভাবিয়ে॥
মনে মনে জগন্নাথ করেন চিন্তন।
রাধিকারে সাজালেন করিয়া যতন॥
কমল করেতে হরি কবরী বাঁধিল।
সুগন্ধি চন্দন কত অঙ্গে মাখাইল॥
অলকা আবৃত তাহে করিল বদন।
কপালে সিন্দুর দিল করিয়া যতন॥
গলায় পরায় হার শ্রীহরি আপনি।
রক্তপদে অলক্তক দেন চক্রপাণি॥
কমল করেতে কমলাক্ষীরে সাজায়।
আলস্যেতে কমলিনী সুখে নিদ্রা যায়॥

নিদ্রায় কাতর অতি হেরিল শ্রীহরি।
কাঁদিতে লাগিল পুনঃ উচ্চ রব করি ॥
মহানিদ্রা যায় সতী ঘুমে অচেতন।
মনে মনে হরি তবে করেন চিন্তন ॥
বিষম আকুল হরি শোকেতে হইল।
রাধা-শোকে পুনঃ পুনঃ কাঁদিতে লাগিল ॥
বলে প্রিয়ে তোমা ছাড়ি করিব গমন।
শোকেতে হইবে প্রিয়ে তুমি অচেতন ॥
কেন সতী নিদ্রাগত উঠ একবার।
তব সহ পুনঃ দেখা নাহি হবে আর ॥
শতবর্ষ অদর্শন তোমা সনে হবে।
কিরূপেতে একাকিনী তুমি প্রিয়ে রবে ॥
কিরূপেতে এ জীবন করিবে ধারণ।
আমি বা কিরূপে বল ধরিব জীবন ॥
এইরূপে শোকাকুল দেব জনার্দ্দন।
রাধারে নেহারে আর করয়ে রোদন ॥
হেনকালে দেবগণ আইল তথায়।
শিব ব্রহ্মা ধর্ম্ম ইন্দ্র উপস্থিত হয় ॥
দেবগণ নারায়ণে শোকার্ত্ত হেরিল।
করযোড়ে সকলেতে স্তব আরম্ভিল ॥
প্রণতি করিয়া কহে ওহে জনার্দ্দন।
কে জানে তোমার মায়া অনাদি কারণ ॥
ওহে জগদীশ তুমি অখিলের পতি।
নিরাকার সর্ব্বাধার তুমি হে শ্রীপতি ॥
ভকতবৎসল দেব ভক্তের জীবন।
ইচ্ছাময় সর্ব্বাশ্রয় বিশ্ব-বিমোহন ॥
অব্যয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মময় হরি।
অনন্ত মহিমা তব তুমি মায়াধারী ॥
জগতের ভার যত হরণ করিতে।
ধরিয়া এ গোপবেশ এলে অবনীতে ॥
জরা মৃত্যু ভয় আদি তোমাতে উৎপত্তি।
আবার তোমাতে হয় সবার নিবৃত্তি ॥
তবে কেন কর শোক রাধিকা-রমণ।
এইরূপে কত স্তব করে দেবগণ ॥
পরে পদ্মযোনি গললগ্নীকৃত-বাসে।
করযোড়ে বিনয়েতে কহে মৃদুভাষে ॥
ওহে নিরাকার তুমি সাকার রূপেতে।
এসেছ অবনী-ভার হরণ করিতে ॥
উঠ রমানাথ শোক ত্যজ শীঘ্র করি।
বৃন্দাবন ছাড়ি ব্রজে যাও হে শ্রীহরি ॥
নন্দের মন্দিরে শীঘ্র করহ গমন।
ভক্তবাক্য রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন ॥
শ্রীদামের অভিশাপ বিস্মৃত হইলে।
শোকে কেন ধরাসনে পতিত রহিলে ॥
বিলম্ব না কর হরি ত্যজ কমলারে।
এখনও রাধাসতী নিদ্রায় অঘোরে ॥
শ্রীদামের বাক্য প্রভু করহ পালন।
শীঘ্র ত্যজ রাধিকায় ওহে জনার্দ্দন ॥
এত শোক কেন প্রভু রাধিকা কারণ।
পুনর্ব্বার রাধাসহ হবে দরশন ॥
এখানে আসিবে পুনঃ ওহে বংশীধারী।
গোলোকে যাইবে অবনীর ভার হরি ॥
কংসচর আসিয়াছে জানহ এখন।
উঠ উঠ ওহে হরি ছাড় বৃন্দাবন ॥
যতক্ষণ রাধাসতী না পায় চেতন।
এইকালে তুমি প্রভু করহ গমন ॥
নিদ্রাভঙ্গে কমলিনী যাইতে না দিবে।
তখন হে রাধানাথ সঙ্কটে পড়িবে ॥
এত কহি দেবগণ প্রণমি চরণে।
সকলে চলিয়া গেল নিজ নিজ স্থানে ॥
দেবগণ-বাণী শুনি বিশ্ব নিরঞ্জন।
রাধিকার প্রতি পুনঃ করে নিরীক্ষণ ॥
মায়া হেতু মায়াময় যাইতে না পারে।
দুই নেত্রে বহে বারি আকুল অন্তরে ॥
তবে কতক্ষণে হরি করয়ে চিন্তন।
ধীরে ধীরে ব্রজনাথ করেন গমন ॥
হেনকালে দৈববাণী আকাশে হইল।
বিলম্ব করিছ বৃথা কংসালয়ে চল ॥

কংস ধ্বংস কর প্রভু তুমি এইবার।
ঘুচাও হে জগন্নাথ অবনীর ভার ॥
শুনি দৈববাণী দেব হইল চকিত।
মৃদুগতি করে গতি শোকে বিমোহিত ॥
চলিতে অচল পদ এক পদ যায়।
এক পদ যায় আর ফিরে ফিরে চায় ॥
ঘন ঘন রাধা-মুখ করে দরশন।
ভাবিতে ভাবিতে হরি করেন গমন ॥
না পারে যাইতে হরি ব্যাকুল হইল।
ধীরে ধীরে কিছু দূর গমন করিল ॥
রাসমঞ্চ হ'তে সেই চন্দনের বনে।
মৃদুগতি ধায় তথা সচঞ্চল মনে ॥
তথায় যাইয়ে হরি রহে লুকাইয়ে।
এখানে রাধিকা উঠে নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে ॥
নিদ্রা হ'তে উঠি সতী করে নিরীক্ষণ।
নিকটে না দেখি সেই কমললোচন ॥
চঞ্চল হইল রাধা কৃষ্ণে না হেরিয়া।
কাঁদিল সে রাধাসতী আকুল হইয়া ॥
তৃষিত চাতকী সম চারিদিকে চায়।
বলে কোথা প্রাণহরি প্রাণ বুঝি যায় ॥
বনে বনে করে সতী কৃষ্ণ অন্বেষণ।
কোথা কান্ত ব'লে ধনী করয়ে রোদন ॥
কোন স্থানে কৃষ্ণধনে দেখিতে না পায়।
কাঁদিয়া ব্যাকুল চিত্ত পড়িল ধূলায় ॥
অচেতন রাধা সতী হরির কারণ।
ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ পাইল চেতন ॥
চেতনা পাইয়া পুনঃ কান্দিতে লাগিল।
বলে নাথ অকস্মাৎ কি দশা হইল ॥
কোথা চিত্তচোর মোরে ফেলি এ কাননে।
একাকিনী রাখি নাথ যাইলে কেমনে ॥
তোমার বিরহে আমি কেমনে রহিব।
না হেরি সে শশিমুখ নিশ্চয় মরিব ॥
তোমা ছাড়া একতিল না বাঁচিব প্রাণে।
দাও দেখা প্রাণসখা আমারে এক্ষণে ॥
কেন নাথ বৃথা আর করিছ ছলনা।
কেন মিছে দাও মোরে এতেক যন্ত্রণা ॥
কোথা আছ লুকাইয়ে দাও দরশন।
তব অদর্শনে মোর চঞ্চল জীবন ॥
অবলার প্রাণে জ্বালা কেন দাও হরি।
কোথা লুকাইয়ে আছ এস ত্বরা করি ॥
নতুবা এ প্রাণে আর কিবা প্রয়োজন।
যমুনা-সলিলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
এইরূপে রাধাসতী আকুল অন্তরে।
হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
শোকেতে আকুল সতী হয় অচেতন।
ক্ষণে বসে ক্ষণে ধায় পাগল যেমন ॥
কত স্থানে বনে বনে অন্বেষণ করে।
না হেরিয়া প্রাণপতি শোকার্ত্ত অন্তরে ॥
একেবারে অচেতন পড়ে ভূমিতলে।
শব প্রায় পতিত সে রহে তৃণ-দলে ॥
হেনকালে গোপী সব সেখানে আইল।
মৃত-সম ধরাতলে সতীরে দেখিল ॥
বলে সতী একি গতি হইল তোমার।
গোপিকা-জীবন তুমি রমণীর সার ॥
জ্ঞানহারা হ'য়ে সতী আছ কি কারণে।
একবার চেয়ে দেখ আমাদের পানে ॥
এরূপে গোপিনীগণ বিলাপ করয়।
রাধার কারণে সবে আকুল হৃদয় ॥
কোন গোপী পত্র ধরি করিছে ব্যজন।
কোন জন বস্ত্রে বারি করে আনয়ন ॥
কেহ বা চন্দন আনি করিছে প্রদান।
কেহ বলে বুঝি সতী ছাড়িয়াছে প্রাণ ॥
এইরূপে ব্রজকুলে যতেক রমণী।
রাধার কারণ সবে আকুল পরাণী ॥
কোন গোপী শীঘ্র করি কোলেতে করিল।
কোন গোপী করাঘাত বক্ষেতে হানিল ॥
প্রাণ-শূন্য ভাবি মনে ব্রজের ঈশ্বরী।
গড়াগড়ি দেয় কেহ ধূলার উপরি ॥

উন্মত্তা হইল সবে রাধার কারণে।
অশ্রুনীরে বক্ষঃ ভাসে কান্দিছে সঘনে॥
শোকেতে আকুল যত গোপকুলনারী।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে কোথা বংশীধারি॥
তোমার কারণে সতী ত্যজিল জীবন।
হেনকালে একবার দেহ দরশন॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি যতেক গোপিনী।
ধূলায় পতিত্ত সবে যেন পাগলিনী॥
চন্দনের বনে থাকি দেব গদাধর।
হেরিল গোপিকা ভাব থাকিয়া অন্তর॥
রাধাসতী মূর্চ্ছাগত নাহিক চেতন।
লুকায়ে থাকিয়ে হরি করে দরশন॥
না পারে গোপিনী তারে চেতন করিতে।
শোকার্ত্ত হইয়ে কৃষ্ণ না পারে রহিতে॥
ত্বরা করি আসি হরি তবে সেইস্থলে।
রাধিকায় তুলি লয় আপনার কোলে॥
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে চেতন পাইল।
নয়ন মেলিয়া তবে দেখিতে লাগিল॥
শ্রীহরি দর্শনে রাধা আনন্দ অন্তর।
দরিদ্র পাইল যেন রত্ন বহুতর॥
সেই মত আনন্দিত রাধিকা হইল।
কৃষ্ণসহ পুনঃ সতী রাসমঞ্চে গেল॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল অন্তরে।
রাধিকায় কোলে করি গেল শ্রীমন্দিরে॥
তথা সতী কৃষ্ণ প্রতি কহিল তখন।
গুণমণি শুন কহি প্রকৃত বচন॥
একাকিনী ফেলে নাথ যাবে স্থানান্তরে।
কিছু দয়া নাহি হরি তোমার অন্তরে॥
তুমি মম প্রাণপতি আমার জীবন।
তোমা ছাড়ি কিরূপেতে থাকিব এখন॥
সতীর পরম গতি পতিমাত্র সার।
পতি বিনা অন্য গতি নাহিক তাহার॥
শত পুত্র স্নেহ-ভার পারে ত্যজিবারে।
বিনে পতি কিন্তু সতী প্রাণ নাহি ধরে॥
পতির কারণে সতী ছাড়ে নিজ প্রাণ।
নিশ্চয় কহিনু নাথ প্রকৃত বিধান॥
দম্পতি-প্রণয় যথা নাহি রসময়।
তাহাদের নাহি কভু হয় সুখোদয়॥
সতত অসুখী তারা রহে অনুক্ষণ।
বাঁচিয়া কি সুখ তাহে শুন প্রাণধন॥
এত কহি রাধাসতী কান্দিতে লাগিল।
রাধিকার প্রিয়সখী তথায় আইল॥
করযোড়ে কহে শুন রাধিকা-রমণ।
একি কর্ম্ম হেরি ওহে শ্রীমধুসূদন॥
নিবিড় অরণ্যে ফেলি ব্রজের ঈশ্বরী।
একা রাখি লুকাইয়া রহ বংশীধারী॥
তুমি রাধিকার প্রাণ গোপিনী-জীবন।
এ নহে উচিত তব দেব নারায়ণ॥
একাকী ফেলিয়ে তারে পালাও কোথায়।
ভূমিতলে পড়ি রাধা যেন মৃতপ্রায়॥
পাগলিনী সম রাধা তোমার কারণে।
ধূলায় লুটায় হের চেতনা বিহনে॥
শব সম ভূমিতলে দেখিনু পতন।
চেতন করিতে কত করিনু যতন॥
শীতল চন্দন আনি অঙ্গেতে মাখাই।
কিছুতে চেতনা তার দেখিতে না পাই॥
পরে সুশীতল বারি দিলাম মুখেতে।
কিঞ্চিৎ চেতনা মাত্র হয় সেক্ষণেতে॥
ক্ষণেকে চেতনা পেয়ে রাধা গুণবতী।
বলে কোথা প্রাণকৃষ্ণ ওহে প্রাণপতি॥
হা নাথ হা নাথ মাত্র শব্দ যে মুখেতে।
নয়নেতে বহে বারি আকুল শোকেতে॥
তোমার কারণ রাধা আকুল অন্তরে।
বলে হায় কোথা গেলে অনাথিনী করে॥
শোকানলে সতী জ্বলে তোমার কারণ।
লৌহ যথা অনলেতে হয় হে দহন॥
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু ভেদ মাত্র হয়।
দোঁহার জীবন এক জানিনু নিশ্চয়॥

তবে কেন রাধা ছাড়ি হে নন্দ-নন্দন।
ছলনা করিয়ে তুমি কর পলায়ন॥
আর শুন গুণমণি তোমার বিহনে।
এক তিল রাধাসতী নাহি বাঁচে প্রাণে॥
সতত তোমারে যেবা করে নিরীক্ষণ।
কেমনে বাঁচিবে বল হ'লে অদর্শন॥
ওহে হরি ক্ষণমাত্র বিহনে তোমার।
কি দশা হয়েছে হরি দেখ রাধিকার॥
দেখ গুণমণি তার বর্ণ যে মলিন।
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু হয় প্রভাহীন॥
তোমার বিরহে সতী নিশ্চয় মরিবে।
ক্ষণমাত্র রাধাসতী বাঁচিয়া না রবে॥
তাই বলি বনমালী ত্যজিতে রাধায়।
ওহে গুণমণি তব উচিত না হয়॥
অতএব গদাধর করহ বিচার।
না মরে যাহাতে সতী কর প্রতীকার॥
সখীর বচনে তবে দেব জনার্দ্দন।
কহে শুন প্রিয়সখি বিহিত বচন॥
তুমি সতী যাহা বল সত্য তাহা হয়।
কিন্তু দৈব-লিপি যাহা হইবে নিশ্চয়॥
কর্ম্মফল যাহা তাহা নিশ্চয় হইবে।
জীবমাত্রে তাহা কভু অন্যথা না হবে॥
দেব আদি ঋষি সবে কর্ম্মফল ভোগে।
বিধাতার লিপি যাহা শরীর সংযোগে॥
আপনার কর্ম্মফল শ্রীমতী পাইবে।
শতবর্ষ মম সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে॥
নিত্য নিশিযোগে স্বপ্নে আমারে দেখিবে।
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা রাধা কিছুতে না পাবে॥
শ্রীদামের অভিশাপ অদৃষ্ট লিখন।
ইহাতে অন্যথা বল করে কোন্ জন॥
সারকথা কহিলাম তোমারে এখন।
রাধিকায় পরিহরি করিব গমন॥
তুমি রাধিকায় কিছু উপদেশ দিবে।
বিশেষ করিয়া তাঁরে প্রবোধ করিবে॥
এত কহি নারায়ণ অন্তর্হিত হৈল।
রাধিকায় একাকিনী রাখিয়া চলিল॥
আনন্দে নন্দের ঘরে করিল গমন।
গোপী কহে রাধিকায় প্রবোধ বচন॥
না মানে প্রবোধ রাধা শোকেতে কাতর।
অশ্রুবারি নয়নেতে বহে নিরন্তর॥
বিষম আকুল সতী কৃষ্ণের কারণ।
মূর্চ্ছাগত ধরাতলে হইল পতন॥
রাধিকায় কোলে করি গোপকুল-সতী।
রাসমঞ্চে সকলেতে করিলেন গতি॥
রত্ন-শয্যাপরে তারে করায় শয়ন।
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে করিল গমন॥
হর্ষমতি যশোমতী পুত্রে কোলে নিল।
মাতা পিতা উভে কৃষ্ণ প্রণতি করিল॥
যশোমতী করি কোলে শ্রীমধুসূদনে।
সদ্য নবনীত দিল ভক্ষণ কারণে॥
আনন্দে ভক্ষিছে হরি যশোদার কোলে।
চারিদিকে আছে ঘেরি আহিরী সকলে॥
কেহ বা বাতাস করে কেহ দেয় জল।
পরম আনন্দে কেহ গাইছে মঙ্গল॥
লইল কৃষ্ণেরে কোলে নন্দ মহামতি।
অপার আনন্দ-নীরে ভাসে যশোমতী॥

ভাগবত-কথা হয় অতি মনোহর।
সুবোধ-রচিত গীত পীয় নিরন্তর॥

ইতি রাধিকার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বিদায়
প্রার্থনা ও শ্রীরাধিকার বিলাপ।

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন ও অক্রূরের বিশ্বরূপ দর্শন

শুকদেব কহে রাজা হও অবগত।
কি করিল অতঃপর গোপবালা যত ॥
প্রভাতে পরমানন্দে সহ গোপগণ।
অক্রূর সহিত চলে কংসের ভবন ॥
রথোপরে সবে ধায় আনন্দিত মতি।
ধীরে ধীরে করে রথ মথুরায় গতি ॥
এই কথা শুনি যত গোপাঙ্গনাগণ।
শোকানলে সবে জ্বলে করয়ে রোদন ॥
শোকাকুলা হ'য়ে সবে ভয়ে ভীত মতি।
হাহাকার করি কহে ব্রজের যুবতী ॥
ক্রূরমতি অক্রূর সে ব্রজেতে আইল।
হৃদয়ের মণি যে সে লইয়া চলিল ॥
ইহা ভাবি গোপী সব আকুল হইল।
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি কান্দিতে লাগিল ॥
বলে সখি এবে বিধি কি দশা করিল।
প্রাণ হরি ল'য়ে হরি অক্রূর চলিল ॥
এই কথা বলে আর করয়ে ক্রন্দন।
আলুথালু কেশ-বাস হইল তখন ॥
খসিয়া পড়িল সব অঙ্গের ভূষণ।
সংজ্ঞাহীন হ'য়ে সবে হ'ল অচেতন ॥
কেহ বলে শুন সখি আমার বচন।
হেরিব কেমনে সেই সুচারু বদন ॥
সে মধুর হাস্য কি গো নয়নে হেরিব।
আর কি সে মধুমাখা বচন শুনিব ॥
এত কহি গোপনারী হয় অচেতন।
কেবল জাগিছে মনে কৃষ্ণের বদন ॥
কৃষ্ণের বিরহে সবে বিষম কাতর।
শিরে করাঘাত করে আকুল অন্তর ॥
নয়নে বহিল বারি নহে নিবারণ।
গলিয়া পড়িল তাহে আঁখির অঞ্জন ॥
কৃষ্ণের বিরহে একে বদন মলিন।
অঞ্জনের দাগে আরো হয় প্রভাহীন ॥
অশ্রুমুখী গোপী সবে করিছে রোদন।
দুঃখিত অন্তরে কহে বিকৃত বচন ॥
কৃষ্ণের বিরহে সবে উন্মত্তা হইয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে ভূতলে পড়িয়া ॥
ওহে বিধি একি বিধি আমাদের প্রতি।
অবলার প্রতি দয়া নাহি এক রতি ॥
বল বিধি তব দেহ কি দিয়া গঠন।
না পারি বুঝিতে কিছু কঠিন কেমন ॥
প্রেমেতে উন্মত্ত করি আমা সবাকারে।
কিছুমাত্র নাহি দয়া তোমার মাঝারে ॥
নতুবা কেমনে কর এমন ঘটন।
দিয়া প্রেমনিধি পরে করিলে হরণ ॥
মন-আশা না পূরিতে এমন করিলে।
কি মন্ত্রণা করি পুনঃ সে ধনে হরিলে ॥
আশা না পূরাতে তারে রাখিলে অন্তরে।
কোথায় লইলে সেই গোপী-মনচোরে ॥
বড়ই কঠিন তুমি বড়ই নির্দ্দয়।
কি দিয়া নির্ম্মিত হায় তোমার হৃদয় ॥
এবে জানিলাম তব দয়া কিছু নাই।
নতুবা হরিলে কেন জীবন-কানাই ॥
অক্রূরের মূর্ত্তি ধরি ব্রজেতে আসিলে।
ব্রজের জীবন কৃষ্ণ তুমি হ'রে নিলে ॥
বধিয়া নারীর প্রাণ কিবা তব ফল।
নারীঘাতী হ'লে হবে তব অমঙ্গল ॥
অবলা কামিনী মোরা ছাড়ি কৃষ্ণধন।
কিরূপে থাকিব বল ধরিয়া জীবন ॥
ধৈর্য্য ধরি একাকিনী রহিব কেমনে।
কালরূপী অক্রূর সে হইল এক্ষণে ॥

শুন রে অক্রুর তুমি অতি খলমতি।
সাধিলে এমন কাজ অবলার প্রতি ॥
কিছুমাত্র দয়া ধর্ম্ম নাহি তব মনে।
নতুবা হরিলে কেন গোপী-প্রাণধনে ॥
ক্ষণমাত্র না হেরিয়া যার চাঁদমুখ।
বিদারিত বক্ষ তাহে নহে কোন সুখ ॥
এ যাতনা কারে কহি কে করে শ্রবণ।
যার লাগি কুল ধর্ম্ম গৃহ পরিজন ॥
পতি পুত্র ছাড়ি সবে কৃষ্ণে অনুগত।
এখন কাঁদিয়া মরি ব্রজগোপী যত ॥
কত আর কহিব হে দুঃখের কাহিনী।
কৃষ্ণ-শোকাতুরা মোরা যতেক গোপিনী ॥
বিনা কৃষ্ণ এত কষ্ট সহিব কেমনে।
তবে কেন লও কৃষ্ণ সে জীবন-ধনে ॥
নিশা অবসান হ'লে প্রভাত বেলায়।
কুতূহলে রামকৃষ্ণ গোঠে যবে যায় ॥
সেইকালে মোরা সবে হেরি কৃষ্ণানন।
কতই আনন্দ মোরা পাই যে তখন ॥
অনিমেষ নেত্রে হেরি সেই প্রাণধনে।
হানিত কটাক্ষ কৃষ্ণ সহাস্য বদনে ॥
হেরিত নয়ন-কোণে গোপিকা-বদন।
আনন্দ-সাগরে মোরা হ'তাম মগন ॥
কিবা রূপরাশি সেই সুখের সাগর।
তাহাতে নিমগ্ন গোপী রহে নিরন্তর ॥
সর্ব্বক্ষণ সেই সুখে সুখী থাকি সবে।
দিবানিশি কিছু নাহি জানিতাম তবে ॥
যখন সে কালশশী গোঠে চলি যায়।
দেখিয়া গোপিকা-মন বনপথে ধায় ॥
আকুল অন্তরে মোরা চারিধারে চাই।
অধীর হইয়া পড়ি আমরা সবাই ॥
সেইকালে শোকাকুল হ'য়ে ফিরি ঘরে।
কতই রোদন করি আকুল অন্তরে ॥
কুল লাজ একবারে পরিহরি সব।
গৃহ-কর্ম্মে নাহি মন না হেরি মাধব ॥
সতত আকুল মন কৃষ্ণের কারণ।
পুনঃ যথা সন্ধ্যাকাল হয় আগমন ॥
গোষ্ঠ হ'তে ঘরে আসে যশোদা-কুমার।
হেরিয়া সে মুখশশী আনন্দ অপার ॥
ততক্ষণে গোপীপ্রাণ হয় সুশীতল।
না হেরিলে মুখশশী সবে সচঞ্চল ॥
ধন্য আজ পুণ্যবান্ মথুরার জন।
পাইবে পরম নিধি কৃষ্ণ প্রাণধন ॥
কত পুণ্য করেছেন তাঁহারা সঞ্চয়।
বৃষ্ণি ভোজবংশে জাত লোক-সমুদয় ॥
কি আর কহিব তোমা অক্রূর নির্দ্দয়।
হৃদয়ের মণি হরা উচিত কি হয় ॥
ওরে ও নিষ্ঠুর তব একি ব্যবহার।
আমাদের দুঃখ দিয়া কি লাভ তোমার ॥
এবে প্রাণনাথ তুমি করিয়া হরণ।
দূর পথে পলাইয়া যাও কি কারণ ॥
অবলায় দুঃখ দিয়া কিবা ফলোদয়।
জানিলাম ভাল তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় ॥
কঠিন হৃদয় তব জানিনু এখন।
নারীগণে বধি প্রাণে করিছ গমন ॥
কৃষ্ণেরে যাইতে দেখি যত গোপীগণ।
উচ্চৈঃস্বরে সবে মিলি করয়ে ক্রন্দন ॥
কোন গোপী কহে সবে সম্বর রোদন।
ওই দেখ কোন সতী শোকে অচেতন ॥
বক্ষে করে করাঘাত বহে অশ্রুজল।
কম্পিত হইয়া অঙ্গ হ'তেছে চঞ্চল ॥
আর শুন সখি সবে আমার বচন।
কিরূপে করিবে হরি মথুরা গমন ॥
না দিব যাইতে সবে কর নিবারণ।
বৃথায় দাঁড়ায়ে হেথা আছ কি কারণ ॥
রথের নিকটে সবে চলহ এখন।
রথ-চক্রে মাথা পাতি ছাড়িব জীবন ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে চল এ প্রাণ ত্যজিব।
লজ্জা-ধর্ম্ম-কুল-শীল সকলি ছাড়িব ॥

মোদের প্রাণের ধন কৃষ্ণেরে লইয়া।
অক্রূর চলিবে পথে রথেতে চড়িয়া॥
গোপগণ সাথে সাথে করিবে গমন।
বৃদ্ধগণ কেহ নাহি করিছে বারণ॥
হায় হায় হেরি সখি দেব প্রতিকূল।
কৃষ্ণের বিরহে হায় পরাণ আকুল॥
চল সখি যাই সেথা যথা যান হরি।
সবে মিলে মাধবেরে নিবারণ করি॥
চল সখি সবে মোরা যাই সেইখানে।
নিমেষার্দ্ধ যার তরে নাহি বাঁচি প্রাণে॥
তাঁর অদর্শনে সবে রব কি প্রকারে।
না রবে এ প্রাণ সখি না হেরিয়া তাঁরে॥
কিবা সে সুন্দর হাস্য কিবা সে ঈক্ষণ।
ক্ষণেক না হেরি তারে ব্যাকুলিত মন॥
রাসস্থলে কত কেলি কত সুখ তায়।
রসাবেশে রাত্রি শেষ সুখ-ক্ষণপ্রায়॥
ক্ষণপ্রায় সুখলেশ নারিনু জানিতে।
সে সুখ বিফল হবে পারি কি সহিতে॥
এইরূপে গোপাঙ্গনা করয়ে চিন্তন।
আর গোপী কহে তথা করিয়া রোদন॥
কি আর কহিব সখি বাণী নাহি সরে।
কে আর করিবে মুগ্ধ বাঁশরীর স্বরে॥
গোচারণে গোঠে যবে করিত গমন।
দিবা অবসানে পরে সহ সঙ্গিগণ॥
নাচিতে নাচিতে কানু গৃহেতে আসিত।
গোষ্পদের ধূলা অঙ্গে আবৃত করিত॥
সেই মুখে মিষ্ট হাসি দর্শন সুন্দর।
মধুর বেণুর রবে আনন্দ অন্তর॥
হানিত বঙ্কিম নেত্রে কটাক্ষের বাণ।
মহানন্দে মগ্ন যত গোপিকার প্রাণ॥
কেমনে সে কৃষ্ণ বিনা এ প্রাণ ধরিব।
কিরূপে যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ পাব॥
কৃষ্ণের বিরহে প্রাণ না রবে নিশ্চয়।
উচাটন প্রাণ মন আকুল হৃদয়॥
এইরূপে ব্রজাঙ্গনা আকুল অন্তরে।
কতই কহিল সবে বিরহ কাতরে॥
কৃষ্ণ-অনুগত প্রাণ ব্রজনারীদল।
বিচ্ছেদ ভাবিয়া সবে হইল চঞ্চল॥
লাজ ভয় পরিহরি অতি উচ্চরবে।
কাতর অন্তরে কাঁদে গোপনারী সবে॥
শোকেতে আকুল সবে জ্ঞানহারা হয়।
বলে কোথা শ্রীগোবিন্দ ওহে দয়াময়॥
বিপদ-বারণ হরি বিপদ-ভঞ্জন।
রাখ গোপিকার প্রাণ গোপিকাজীবন॥
এইরূপে গোপীগণ শোকাচ্ছন্ন মতি।
হাহাকার করে যত ব্রজের যুবতী॥
রামকানু রথোপরি করে আরোহণ।
নন্দ আদি গোপ আর ব্রজ-শিশুগণ॥
মথুরা নগর পানে আনন্দেতে ধায়।
লইল যতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি তায়॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা গব্য-রস যত।
শকটে পূরিয়া লয় আর কত শত॥
এইরূপে কৃষ্ণ সহ যত গোপগণ।
মথুরা নগর পানে করিল গমন॥
এখানেতে শোকাকুলা ব্রজ-আহীরিণী।
কৃষ্ণের বিরহে সবে হ'য়ে উন্মাদিনী॥
উচ্চরবে কৃষ্ণগুণ গাহি দলে দলে।
রথের পশ্চাতে তারা ধাইল সকলে॥
ধরি অশ্ব রথ-চক্র যত গোপীগণ।
অধোমুখ হ'য়ে সবে রহিল তখন॥
তাহা দরশনে সবে যত গোপগণ।
গৃহে যাও ফিরি সবে কহে এ বচন॥
না শুনে বারণ গোপী রথ-পাছে গতি।
তাহা দরশনে তবে চিন্তিত শ্রীপতি॥
অক্রূরে কহিয়া রথ রাখে সেই ক্ষণে।
কহিয়া পাঠায় তবে গোপাঙ্গনাগণে॥
কেন বৃথা শোক কর কহিলাম সার।
তোমাদের কাছে আমি আসিব আবার॥

শান্ত হও গৃহে যাও গোপিকা সবাই ।
কেন সবে হইতেছ ব্যাকুল বৃথাই ॥
সে কথা শ্রবণে তবে যত গোপীগণ ।
কিছু শান্ত হয় তবে স্থির করে মন ॥
চালাইল বেগে রথ অক্রূর সুমতি ।
দূর পথে ধায় রথ বিষম সে গতি ॥
ব্রজের অঙ্গনা যত করে দরশন ।
দাঁড়াইয়া আছে কাষ্ঠ-পুত্তলি যেমন ॥
অনিমিষে পথ-পানে দৃষ্টি করে সবে ।
ধাইল বেগেতে রথ অতি ঘোর রবে ॥
রথচক্র-ধূলি যথা লাগিল উড়িতে ।
অনিমিষে গোপী হেরে বিষাদিত চিতে ॥
দ্রুতবেগে যায় রথ দৃশ্য নাহি হয় ।
নিরাশ হইয়া গোপী হেঁট মুখে রয় ॥
কৃষ্ণশোকে গোপীকুল অতি বিষাদিনী ।
শোকানলে দহে সবে যেন পাগলিনী ॥
গোবিন্দ-বিরহে তারা করয়ে রোদন ।
এইরূপে গোপী যত ব্যাকুলিত মন ॥
হেথায় আনন্দে রথ অক্রূর চালায় ।
কৃষ্ণ-বলরামে ল'য়ে বায়ুবেগে ধায় ॥
কালিন্দীর তীরে রথ আগত হইল ।
বিশ্রাম কারণ অশ্ব-গতি থামাইল ॥
অক্রূর সুমতি রথ রাখিল তথায় ।
ভূমিতলে নামি বসে গাছের তলায় ॥
বৃক্ষমূলে বসি কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে ।
বিশ্রাম লভয়ে সবে তথা মহারঙ্গে ॥
তদন্তরে অক্রূর সে আনন্দ-অন্তর ।
স্নান হেতু ধাইল সে যমুনা ভিতর ॥
স্নান করি কৃষ্ণ-মন্ত্র জপিতে লাগিল ।
আঁখি মুদি মহাযোগে ধ্যানস্থ হইল ॥
হেরে রামকৃষ্ণ-রূপ জলের ভিতর ।
ত্রস্ত হ'য়ে পুনঃ চাহে রথের উপর ॥
দুই মূর্ত্তি রথোপরি করে দরশন ।
পুনঃ যমুনার জলে হইল মগন ॥
বিস্মিত হইয়া তবে ভাবিল অন্তরে ।
রাম-কৃষ্ণ হেরে পুনঃ জলের ভিতরে ॥
এইরূপে কতবার করে দরশন ।
বিস্ময় মানিয়া মনে করিল চিন্তন ॥
মনে মনে চিন্তা করে একাকী তখন ।
বাহিরে ভিতরে হরি রূপ-বিমোহন ॥
কেবা সত্য কেবা মিথ্যা বুঝিব কি করি ।
আমারে ছলনা বুঝি করিল শ্রীহরি ॥
এত ভাবি পুনরায় জলেতে ডুবিল ।
করযোড়ে ভক্তিভরে স্তুতি আরম্ভিল ॥
হেরিল অদ্ভুত রূপ জলের ভিতর ।
সহস্র মস্তকধারী রূপ মনোহর ॥
পরিহিত পীতাম্বর শ্বেত শৃঙ্গধারী ।
তাঁর অঙ্কে বসিয়াছে মুকুন্দ-মুরারি ॥
পীতবস্ত্রে কটি আঁটা চতুর্ভুজ তাঁর ।
কমল নয়ন তাঁর অতি চমৎকার ॥
বদন শারদ শশী তাহে চারু হাসি ।
রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর বাক্য সুধারাশি ॥
কামধনু সম ভুরু কর্ণ মনোহর ।
আজানুলম্বিত ভুজ কিবা সে সুন্দর ॥
কিবা পরিসর বক্ষঃ নাভি-শোভা কত ।
রম্ভা তরু জিনি জানু নখচন্দ্র শত ॥
মণিময় হার শোভে কণ্ঠেতে তাঁহার ।
মনোহর কণ্ঠ'পরে কিঙ্কিণীর ভার ॥
রতন কুণ্ডল কর্ণে শোভে মনোহর ।
শ্রীবৎস-শোভিত বক্ষঃ বিশাল সুন্দর ॥
কিরীট কটক আর কটিসূত্র হার ।
নূপুর কুণ্ডলাঙ্গদ ব্রহ্মসূত্র আর ॥
পরিধান করে সব অতি মনোহর ।
তাহা দেখি পুলকিত অক্রূর-অন্তর ॥
বনমালা শোভে গলে আভা কত তার ।
মুনি ঋষি ঘেরি বসি আছে চারিধার ॥
আর যত দেবগণ বসিয়া তথায় ।
মহেশ্বর ব্রহ্মা আদি অমর সবায় ॥

সুনন্দ সনক নন্দ পারিষদ যত।
ভিন্নভাবে স্তবস্তুতি করে অবিরত॥
অষ্ট বসু আদি যত সুরাসুরগণ।
প্রহ্লাদ নারদ আদি সেবে শ্রীচরণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি দেবনারী যত।
বসিয়াছে চারিধারে ঘেরি অবিরত॥
পুষ্টি কান্তি বাণী কীর্ত্তি তুষ্টি ঊর্জ্জা মায়া।
অবিদ্যা শ্রী বিদ্যা শক্তি সেবে তাঁরা কায়া॥
হেন অপরূপ রূপ হেরিয়া নয়নে।
মহাসুখী মহামুনি হ'ল মনে মনে॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে মুনি পড়িয়া ভূতলে।
করযোড়ে করে স্তব অতি কুতূহলে॥
ভাগবতে হরিকথা যে করে শ্রবণ।
অনায়াসে বৈকুণ্ঠেতে যায় সেই জন॥
ব্রজ-প্রেম-সিদ্ধি-কথা হইল প্রচার।
সুবোধ রচিল পরে মথুরা-বিহার॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন ও অক্রূরের বিশ্বরূপ দর্শন।

চত্বারিংশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শনে অক্রূরের স্তব

শুকদেব কহিলেন শুন হে রাজন।
পরম অদ্ভুত হয় পুরাণ-কথন॥
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত হয় সবাকার।
মুক্তিপদ পায় যত পাপী দুরাচার॥
কহি সে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ।
জলমধ্যে বিশ্বরূপ করি দরশন॥
যোড়করে স্তুতি করে অক্রূর তখন।
বলে ওহে বিশ্বপতি জগৎ-জীবন॥
অপার মহিমা তব না হয় গোচর।
নমঃ প্রভু নারায়ণ দেব গদাধর॥
নমঃ অখিলের পতি তুমি নারায়ণ।
মায়াময় সর্ব্বাশ্রয় জগৎ-কারণ॥
সবাকার আদি তুমি সবাকার সার।
অব্যয় পুরুষ দেব তুমি নিরাকার॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়।
তুমি সবাকার মূল ওহে সর্ব্বাশ্রয়॥
তব নাভিপদ্মে ব্রহ্মা জনম লভিল।
তব শক্তি হ'তে বিধি জগৎ সৃজিল॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি আছে দেবগণ যত।
তব অংশ মাত্র সব জানিনু সতত॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি সুরেশ্বর।
বরুণ পবন তুমি জগৎ-ঈশ্বর॥
জল স্থল জঙ্গমাদি গিরি শৃঙ্গধর।
নদ নদী বৃক্ষ আদি পর্ব্বত কন্দর॥
তোমাতে সকলি হয় তোমাতেই লয়।
আত্মরূপী ভগবান্ সবার আশ্রয়॥
ভক্তিহীন মূঢ়মতি দুরাচারগণ।
নাহি জানে তব তত্ত্ব অজ্ঞান কারণ॥
নির্গুণ স্বরূপ তব ওহে বিশ্বপতি।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি বিরাট্ মূরতি॥
পরম পুরুষ তুমি পরম কারণ।
তোমারে ভজয়ে যত গোপাঙ্গনাগণ॥
পরম পুরুষ তুমি প্রভু সবাকার।
অবতারী ভগবান্ তুমি মূলাধার॥
তব অংশ হ'তে জন্মে যত জীবগণ।
সর্ব্বভূতময় দেব জগৎ-জীবন॥

কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত মহিমা।
বেদ-অগোচর তুমি নাহি তব সীমা ॥
নানামতে নানা জন পূজয়ে তোমারে।
বেদ-বিধিমতে পূজে কর্ম্ম অনুসারে ॥
কেহ বা ভজয়ে তোমা বহু আড়ম্বরে।
বাহুল্য করিয়া কেহ তোমা পূজা করে ॥
কেহ দেবভাবে তোমা করয়ে পূজন।
যোগমার্গে ভজে তোমা যত যোগিগণ ॥
এক মূর্ত্তি ভাবি কেহ পূজে সর্ব্বক্ষণ।
বহু মূর্ত্তি ভাবি কেহ করয়ে অর্চ্চন ॥
অনাদি কারণ ভাবি কেহ বা পূজিছে।
শিবজ্ঞানে কত লোক তোমারে ডাকিছে ॥
কেহ ব্রহ্মা ভাবি তব পূজিছে চরণ।
এইরূপে তব পদ ভজে বহুজন ॥
যার যেই ভাব মনে হ'তেছে উদয়।
তব পাদপদ্ম সেই ভাবেতে সেবয় ॥
কে জানে তোমারে তুমি জান সবাকারে।
যেমন আসিয়া নদী মিশে পারাবারে ॥
সেইমত দেব যত আশ্রয় তোমার।
অব্যক্ত তোমার মায়া জানে সাধ্য কার ॥
একান্ত ভাবেতে দেব যে করে পূজন।
পরমাত্মা পদ পায় ওহে নারায়ণ ॥
সকলের পূজনীয় সকলের মূল।
যে তোমারে পূজে তুমি তার অনুকূল ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপে তুমি দয়াময়।
যে ভাবে তোমারে ভাবে দাও হে আশ্রয় ॥
অগ্নি তব মুখ আর পৃথিবী চরণ।
আকাশ তোমার নাভি অরুণ লোচন ॥
মস্তক তোমার স্বর্গ বাহু দেবগণ।
সমুদয় দিক্ হয় তোমার শ্রবণ ॥
সাগর উদর আর বায়ু তব প্রাণ।
বৃক্ষ ও ওষধি কেশ তুমি ভগবান্ ॥
বৃষ্টি বীর্য্য গিরি সব অস্থি আপনার।
রাত্রি দিবা ক্ষণ মাত্র শাস্ত্র ব্যবহার ॥
প্রজাপতি মেঢ্র তব জানে বিশ্বজন।
বিশ্ব নির্ম্মাইয়া তাহে কর বিচরণ ॥
আর কি কহিব দেব তোমার মহত্ত্ব।
ত্রিজগতে কোন জন নাহি পায় তত্ত্ব ॥
তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতেই লয়।
সে মহা প্রলয় যবে উপস্থিত হয় ॥
প্রলয়ের কালে যত জীব সমুদয়।
তোমার অঙ্গেতে আসি সবে পায় লয় ॥
ক্রীড়া হেতু অবনীতে হও অবতার।
তব যশ-গানে মত্ত জীব অনিবার ॥
ধরিলে মৎস্যের রূপ প্রলয় কারণ।
তদন্তরে অশ্বগ্রীব দেব নারায়ণ ॥
সমুদ্র মথিতে হরি কূর্ম্মরূপ ধ'রে।
ধরিলে আপন পৃষ্ঠে পর্ব্বত মন্দরে ॥
ধরিলে বরাহ রূপ অতি ঘোরাকৃতি।
দন্তে উদ্ধারিলে ক্ষিতি ওহে বিশ্বপতি ॥
নরসিংহরূপে তুমি হও অবতার।
হিরণ্যকশিপু নখে করিলে বিদার ॥
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিলে।
ভৃগুরাম রূপে ধরা নিঃক্ষত্রা করিলে ॥
আবার হইলে রামরূপে অবতার।
দুরাচার রাবণেরে করিলে সংহার ॥
গোকুলে গোপের ঘরে ধর গোপবেশ।
রামকৃষ্ণরূপে তুমি দেব হৃষীকেশ ॥
তুমি শুদ্ধ তুমি বুদ্ধ কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
কল্কিরূপে পুনঃ তুমি ধরায় আসিবে।
যত দৈত্য দুরাচারে তুমি বিনাশিবে ॥
মায়াতে মোহিত জীব জ্ঞানতত্ত্ব-হীন।
অহঙ্কারে মত্ত সবে রহে অনুদিন ॥
কর্ম্মভোগ পায় সবে মায়াবশে রত।
গৃহ পুত্র পরিজনে সদা অনুগত ॥
অনিত্য সংসারে জীব ভ্রমে মায়াবশে।
না জানে তোমারে জীব নিজ কর্ম্মদোষে ॥

মায়াবশে মূঢ়মতি যত জীবচয় ।
নিজ কর্ম্মদোষে তার হয় ফলোদয় ॥
তব পাদপদ্ম আমি লইনু শরণ ।
অন্তিম কালেতে দিও যুগল চরণ ॥
অধম অজ্ঞানে দয়া কর দামোদর ।
তব পদে মতি যেন রহে নিরন্তর ॥
আত্মরূপী তুমি প্রভু না জানি তোমায় ।
অসার সংসারে ভ্রমি মজিয়া মায়ায় ॥
করিতে চরণ সেবা সকল সময় ।
তোমার চরণে আমি লইনু আশ্রয় ॥
নমো নমো জ্ঞানরূপ দেব নারায়ণ ।
পরমপুরুষ ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ ॥
বিশ্বম্ভর দামোদর জগৎ-পালক ।
গোপী-মনোহর হরি অসুর-ঘাতক ॥
প্রপন্ন আমারে প্রভু কর তুমি ত্রাণ ।
একান্ত আশ্রয় মম কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
এত বলি সে অক্রূর করিল স্তবন ।
ব্রহ্মমূর্ত্তি ধরিলেন তবে নারায়ণ ॥
সুবোধ-রচিত গীত করিলে শ্রবণ ।
অনায়াসে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥

ইতি বিশ্বরূপ-দর্শনে অক্রূরের স্তব ।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন ও নগর-দর্শন

পরীক্ষিৎ কহে পরে কহ মুনিবর ।
শুনিব সে হরিকথা পরম সুন্দর ॥
শুক কহে মহারাজ করহ শ্রবণ ।
অক্রূরের স্তুতি শুনি দেব নারায়ণ ॥
কহিতে লাগিল তবে যশোদা-নন্দন ।
চকিত তোমার নেত্র হেরি কি কারণ ॥
কি আশ্চর্য্য মুনিবর দেখিলে নয়নে ।
সত্য কহ মহামুনি তুমি এই ক্ষণে ॥
করযোড়ে মুনিবর কহিল তখন ।
নয়নে দেখিনু যাহা কি কব এখন ॥
কি আর কহিব হরি সাক্ষাতে তোমার ।
জলে স্থলে কি দেখিনু অতি চমৎকার ॥
সকলি তোমার লীলা ওহে লীলাময় ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥
তব তত্ত্ব বুঝিব কি আমি নারায়ণ ।
এত কহি বেগে রথ চালায় তখন্ ॥
চলিল বিষম বেগে অক্রূরের রথ ।
মনে ভাবে সিদ্ধ হবে মম মনোরথ ॥
কংসবধ হবে তার নাহিক সংশয় ।
মনে ভাবে কার্য্যসিদ্ধি হইবে নিশ্চয় ॥
অক্রূর চালায় রথ বেগে খরতরে ।
সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইল নগরে ॥
সুন্দর নগর-শোভা করি দরশন ।
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন শ্রীনন্দনন্দন ॥
কত শোভা কত আভা দেখিতে সুন্দর ।
দেবরাজ-পুরী-তুল্য অতি মনোহর ॥
অপূর্ব্ব রচিত পুরী নগর-মাঝারে ।
নানাবিধ বৃক্ষ শোভে পথের দু'ধারে ॥
মনোহর রাজপথ হর্ম্ম্য বিরাজিত ।
সুন্দর গঠন সব রত্নেতে শোভিত ॥
কিবা শোভা মনোলোভা মথুরা নগর ।
আছে কত সারি সারি দীর্ঘ সরোবর ॥

স্ফুটিত নলিনীদল কুমুদ বিকাশে।
নব মেঘোপরি যথা তড়িৎ প্রকাশে ॥
মাঝে মাঝে রক্তোৎপল আছে প্রস্ফুটিত।
শৈবাল-সমূহে জল করে আচ্ছাদিত ॥
সরসীর শোভা হরি করি দরশন।
হেরিল নগর-মাঝে কত উপবন ॥
নানাজাতি কুসুমের বৃক্ষ সারি সারি।
ফুটেছে কুসুমরাশি হ'য়ে মনোহারী ॥
মল্লিকা মালতী বেল গন্ধ মনোহর।
কামিনী শেফালী চাঁপা বকুল টগর ॥
প্রস্ফুটিত ফুলদল গন্ধেতে আকুল।
মধুলোভে অলিকুল হইয়া ব্যাকুল ॥
পুষ্প হ'তে পুষ্পে সবে যায় অনিবার।
মধুমত্ত মধুকর করিছে ঝঙ্কার ॥
উপবন-শোভা যত হেরি দামোদর।
প্রবেশ করিল তবে নগর-ভিতর ॥
রামকৃষ্ণ মধুপুরী যবে প্রবেশিল।
রাজপথে সেই রূপ সবে নিরখিল ॥
রূপ হেরি হ'ল সবে আনন্দে মগন।
কাষ্ঠের পুত্তলি সম করে নিরীক্ষণ ॥
হেরি সে রূপের ছটা সবে সচঞ্চল।
প্রেমানন্দে ফেলে তারা নয়নের জল ॥
তবে হরি মনে মনে চিন্তিল তখন।
সন্ধ্যাকালে না করিব পুরীতে গমন ॥
অতি রম্য তথা এক ছিল উপবন।
এত ভাবি সেই স্থানে করিলা গমন ॥
নন্দ আদি গোপ আর ব্রজ-শিশুগণ।
সেই স্থানে রহে হ'য়ে আনন্দে মগন ॥
অক্রূরের প্রতি তবে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
হাসি হাসি মৃদুভাষে কহিল তখন ॥
সন্ধ্যাকালে না করিব নগরে গমন।
অদ্য রাত্রি উপবনে করিব যাপন ॥
নিজ গৃহে যাও তুমি অদ্যকার মত।
প্রভাতে হেরিব শোভা নগরের যত ॥
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি তদন্তরে।
শ্রবণে অক্রূর তবে কহে যোড়করে ॥
কি কহিলে যদুবর আমারে এখন।
কিরূপে তোমারে ছাড়ি করিব গমন ॥
ক্ষণেক না সহে নাথ তব অদর্শন।
ওপদ হেরিব সদা বাসনা এখন ॥
কি আর বলিব আমি ওহে দামোদর।
তোমা ছাড়া কভু আমি না যাইব ঘর ॥
ওহে দেব গৃহে মম নাহি প্রয়োজন।
সতত বাসনা তব ও রাঙ্গা চরণ ॥
না ছাড়িব তব সঙ্গ কভু দয়াময়।
চরণে রাখিও সদা ভকত-আশ্রয় ॥
মম প্রতি কৃপা যদি থাকে নারায়ণ।
তবে মম গৃহে অদ্য করহ গমন ॥
রাম আর গোপ সনে গিয়া মম ঘরে।
পবিত্র করহ গৃহ দীনে দয়া ক'রে ॥
তব পদরজঃ মম গৃহেতে পড়িবে।
তবে মম গৃহ আজ পবিত্র হইবে ॥
তব পদ-ধৌত জল সবংশে খাইব।
একেবারে সকলেতে উদ্ধার পাইব ॥
তব পদ-ধৌত জলে মহিমা যে কত।
কিঞ্চিৎ জানে যে শিব সেই মহাব্রত ॥
সেই জল শিরে ধরি আনন্দ অপার।
যতনে রাখিল দেব জটার মাঝার ॥
গঙ্গাধর নাম তাই ওহে মহামতি।
যাহা পরশনে মুক্ত সগর-সন্ততি ॥
অনায়াসে মুক্তিপদ সকলেতে পায়।
ব্রহ্মশাপ-মুক্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥
অতএব দয়া তুমি কর মোর প্রতি।
গোপিকা-রমণ হরি ওহে বিশ্বপতি ॥
গোপীনাথ দামোদর ব্রজের কুমার।
নমঃ অখিলের পতি সর্ব্বদেব-সার ॥
পরব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপ দেব নারায়ণ।
দয়াময় মম গৃহে কর আগমন ॥

জগতের নাথ তুমি হে গোপীরঞ্জন।
যদুদের শ্রেষ্ঠ তুমি হে পুণ্যকীর্ত্তন॥
দেবদেব তুমি প্রভু সকলের সার।
তোমার চরণে মম কোটি নমস্কার॥
অক্রূরের বাণী শুনি যশোদা-তনয়।
মৃদুভাষে কহে শুন ওহে গুণময়॥
গৃহে যাও হে অক্রূর রাখহ বচন।
বিশ্রাম লভিব অদ্য এই উপবন॥
না ভাবিও দুঃখ মনে জানিবে নিশ্চয়।
তব গৃহে যাব মনে না কর সংশয়॥
বলরাম সহ যাব তোমার ভবনে।
কিন্তু অগ্রে যাব দুষ্ট কংসের নিধনে॥
যদুকুল-অরি কংসে করিয়া নিধন।
সুহৃদগণের প্রিয় করিব সাধন॥
আজ তুমি গৃহে যাও আনন্দ অন্তরে।
কহিলাম সার কথা স্থির চিন্তা ক'রে॥
শ্রীহরির কথা শুনি অক্রূর তখন।
আনন্দ অন্তরে গৃহে করিল গমন॥
কৃষ্ণপদে প্রণিপাত করি মতিমান্।
প্রবেশে মথুরাপুরী আনন্দিত প্রাণ॥
হেথা কৃষ্ণ বলরাম আনন্দিত মনে।
লভিল বিশ্রাম যত গোপগণ সনে॥
উপবন-মাঝে হরি হরিষ অন্তরে।
যাপিল যামিনী তথা সবে একত্তরে॥
প্রভাত হইল নিশা ভানু প্রকাশিল।
রাম সহ কৃষ্ণ তবে নগরে চলিল॥
শ্রীদামাদি সখা সঙ্গে যত গোপগণ।
সঙ্গে করি হরষেতে করেন গমন॥
নগরের মনোহর শোভা হেরে হরি।
স্বর্গপুরী সম দৃশ্য হেরে আঁখি ভরি॥
নগরের গৃহ সব সুন্দর গঠন।
হেরিয়া হরিষ চিত্ত যত গোপগণ॥
মনোহর অট্টালিকা দরশন করে।
রতনে শোভিত গৃহ কত শোভা ধরে॥
কত যে সুচিত্র সব চারু দরশন।
স্বর্ণময় রাজপুরী সুন্দর গঠন॥
হেরিয়া নগর-শোভা যত গোপকুল।
একেবারে সকলেতে আনন্দে আকুল॥
নগর-অঙ্গনাগণে নিরীক্ষণ করে।
রূপরাশি হেরি হয় বিমুগ্ধ অন্তরে॥
পরমা রূপসী সবে অতি মনোহর।
দাঁড়াইয়া আছে যেন পূর্ণ শশধর॥
কৃষ্ণ দরশনে সব বেগেতে চলিল।
ধর্ম্মাধর্ম্ম গৃহকর্ম্ম সকল ত্যজিল॥
কেহ নিজ পরিজনে দেয় অন্নজল।
তাহা ফেলি বেগে ধায় হইয়া পাগল॥
কোন রমণীর শিশু করে স্তনপান।
ফেলিয়া তাহারে নারী করিল প্রস্থান॥
নিজ পতিসেবা ছাড়ি কোন কুলনারী।
কৃষ্ণ দরশনে যায় অতি তাড়াতাড়ি॥
কোন নারী ভুলে গেল করিতে ভোজন।
কেহ বা ফেলিয়া দিল অঙ্গের ভূষণ॥
কোন নারী এক চক্ষে অঞ্জন পরিল।
দ্বিতীয় আঁখিতে দিতে বিস্মৃত হইল॥
কেহ তাড়াতাড়ি করে পরিতে বসন।
পরিল পুরুষবস্ত্র শুনহ রাজন॥
হস্তের ভূষণ কেহ চরণে পরিল।
চরণ-ভূষণ কেহ মস্তকেতে দিল॥
কেহ না বিনায় বেণী না করে কবরী।
বাতায়নে আসে কেহ গৃহকাজ ছাড়ি॥
দেখিবারে আশা করে শ্রীনন্দ-নন্দনে।
কৃষ্ণ-বলরাম-রূপ হেরিছে নয়নে॥
মথুরার নারীগণে হেরি গোপগণ।
অপূর্ব্ব রূপেতে হয় বিস্ময়ে মগন॥
আকাশের চাঁদ যেন ভূমিতে উদয়।
দিব্যকান্তি হেরি সবে মুগ্ধ হ'য়ে রয়॥
নবীন যৌবন সবে হেরি মন হরে।
মুনি আদি দেবগণ সবে বাঞ্ছা করে॥

অতি উচ্চ পয়োধর পরমা সুন্দরী।
কামের কামিনী যেন ঘিরেছে নগরী॥
কামিনীকুলেরে সব করি দরশন।
দেখিল সে রাজপথে বহু রক্ষিগণ॥
নিজ নিজ অস্ত্র সবে ধরি নিজ করে।
রামকৃষ্ণ প্রতি হেরে কৌতূহলভরে॥
মনে মনে হাসে হরি হেরি রক্ষিগণ।
মহানন্দে রথোপরি করেন গমন॥
গোপগণ সকলের আনন্দ অপার।
যদুপতি যায় তবে কংসের আগার॥
কত লীলা রাজপথে করেন তখন।
অপার মহিমা করে দেব জনার্দ্দন॥
কে জানে তাঁহার মায়া মায়ার কারণ।
কেবা জানে জগন্নাথ সত্য সনাতন॥
কত লীলা কত খেলা খেলে অবনীতে।
অবনীর ভার হরি হরণ করিতে॥

কৃষ্ণলীলা কথা অতি পবিত্র কারণ।
সুবোধ রচিল সুখে শোনে সর্ব্বজন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন ও নগর-দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের রজক উদ্ধার

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
রাজপথে রামকৃষ্ণ করেন গমন॥
মথুরার পুরনারী সকলে জানিল।
হেরিতে কৃষ্ণের রূপ সকলে ধাইল॥
কেহ বা প্রাচীরে কেহ অট্টালিকা'পরে।
দাঁড়াইয়া আছে সবে কৌতূহলভরে॥
হেরিতে সে রূপ-রাশি কুতূহলী মন।
হর্ম্ম্যের উপরিভাগে করে আরোহণ॥
কৌতুকেতে ধায় সবে রূপ দরশনে।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ হয় অস্থির কারণে॥
কেহ বা একটি পায়ে পরিয়া নূপুর।
হরিরে দেখিতে আসে উৎসাহে প্রচুর॥
কোন নারী খাদ্যদ্রব্য পরিহার ক'রে।
কৃষ্ণ দরশন হেতু চলিল সত্বরে॥
কেহ বা করিতেছিল অঙ্গের মার্জ্জন।
তাহা ছাড়ি ত্বরাগতি করয়ে গমন॥
কোন নারী এক হস্তে পরিছে কঙ্কণ।
কেহ এক হস্তে করে বলয় ধারণ॥
কেহ এক কর্ণে ধরে রতন-কুণ্ডল।
এইমত নারী যত সকলে চঞ্চল॥
মহাব্যস্ত হেরিবারে সে রূপ মোহন।
ঊর্দ্ধশ্বাসে সকলেতে করিল গমন॥
কোন নারী নিজ শিশু ফেলিয়া ধরায়।
হেরিতে মোহনরূপ অতি বেগে ধায়॥
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে সবে হেরিতে মাধবে।
ধাইল আনন্দে যত নারীকুল সবে॥
হেরিল সে রূপরাশি ভুবনমোহন।
পুলকে আকুল অঙ্গ হইল তখন॥
হেরিবারে কৃষ্ণরূপ বড় আশা ছিল।
এতদিনে মনসাধ সবার পূরিল॥
কৃষ্ণরূপ হেরি যত মথুরা-যুবতী।
বিস্ময়ে হইল মগ্ন আনন্দেতে অতি॥
চন্দ্রাননে মিষ্ট হাসি সুধা বরিষণ।
কটাক্ষেতে হরে যত কামিনীর মন॥
হেলায় হরিল হরি সবাকার মন।
পাগলিনী সম কৃষ্ণে করে দরশন॥

কিবা হাস্যযুক্ত সেই সুচারু বদন।
মোহন মূরতি হরি ভুবন-রঞ্জন ॥
সুবিমল রূপরাশি দেখে সে সময়।
নয়ন মুদিয়া যেন কৃষ্ণে কোলে লয় ॥
চিরদিন ছিল আশা কৃষ্ণ-দরশনে।
হেরি সে মূরতি মুগ্ধ হ'ল এতক্ষণে ॥
মথুরা-কামিনী যত অট্টালিকা 'পরে।
মোহন মূরতি হেরে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
কৃষ্ণরূপে বিমোহিত মধু-পুরবাসী।
কহিতে লাগিল তারা সুখনীরে ভাসি ॥
কত ভাগ্যবতী আহা ব্রজগোপীগণ।
ভুবনমোহন রূপ হেরে অনুক্ষণ ॥
এইমত কহে যত মথুরা-কামিনী।
কৃষ্ণ-বলরামে হেরি যেন উন্মাদিনী ॥
আকুল অন্তরে পরে হ'য়ে দুঃখমতি।
যার যেই ঘরে সবে করিলেক গতি ॥
হেনকালে দেখে এক রজক সুন্দর।
বসন লইয়া যায় কংসের গোচর ॥
রথোপরি থাকি হরি করেন দর্শন।
ডাকেন তাহারে কহি মধুর বচন ॥
শুন হে রজকবর বচন আমার।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর কহি কথা সার ॥
বস্ত্রের পুটলি ল'য়ে কোথায় গমন।
সত্য কহ মম পাশে সেই বিবরণ ॥
কর্কশ বচনে কহে রজক তখন।
কংসের রজক আমি শুনহ বচন ॥
যতেক বসন দেখ স্কন্ধেতে আমার।
এ সকল বস্ত্র হয় শ্রীকংস রাজার ॥
রজকের বাণী শুনি শ্রীহরি তখন।
রজকের প্রতি কহে মধুর বচন ॥
শুন বাপু কহি আমি কর অবধান।
দেহ কিছু বস্ত্র মোরে করি পরিধান ॥
কৃষ্ণের বচন তবে শুনিয়া রজক।
ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত পাবক ॥
কহিল গর্ব্বিত বাক্য কর্কশ বচনে।
হেন কথা না বলিও আমার সদনে ॥
যে কথা কহিলে পুনঃ না কহিও আর।
যোগ্য নহে এ সুন্দর বসন তোমার ॥
জান না কি মনে মনে রাজার বসন।
এ বস্ত্র চাহিলে তব সাহস কেমন ॥
হেন বস্ত্র কভু তব নহে দরশন।
ধন্য আশা দেখি তব গোপের নন্দন ॥
সামান্য রাখাল হ'য়ে এত অহঙ্কার।
কেবা নাহি জানে সবে নন্দের কুমার ॥
গো-পাল চরাও বনে করহ ভ্রমণ।
গোপ-সঙ্গে কর বাস গোপের নন্দন ॥
তব যোগ্য বস্ত্র নহে মূর্খ দুরাশয়।
কি সাহসে চাহ বস্ত্র নাহি মনে ভয় ॥
যদি কর বাড়াবাড়ি শুনহ লম্পট।
তা হ'লে হইবে তব বিষম সঙ্কট ॥
ওরে মূর্খ হেন আশা মনেতে উদয়।
রাখালের রাজভোগ কভু যোগ্য নয় ॥
যেখানে চলেছ তথা করহ গমন।
যদ্যপি সেখানে থাকে তোমার জীবন ॥
তবে পুনঃ ফিরে আসি বসন পরিবে।
নতুবা এ রাজবস্ত্র কেমনে পাইবে ॥
গর্ব্বেতে রজক করে হেন তিরস্কার।
গর্ব্বহারী হন হরি দেবকী-কুমার ॥
কুপিত হইয়া স্বীয় করাগ্র দ্বারায়।
রজকের মুণ্ড কাটি ফেলেন ধরায় ॥
রজকের অনুচর যত যত জন।
এহেন ব্যাপার চক্ষে করে দরশন ॥
বস্ত্রের পুটলি সবে করিয়া বর্জ্জন।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় দূরে ভয়ে অচেতন ॥
মহাভয়ে রজকেরা করে পলায়ন।
চারিদিকে মহাশব্দ উঠিল তখন ॥
চারিদিকে লোক সব করে হাহাকার।
হাতে মাথা কাটে বলি ছুটে চারিধার ॥

কেহ কারে নাহি ভাবে পাছু নাহি চায়।
ঊর্দ্ধশ্বাসে মহাত্রাসে সকলে পলায়॥
পলাইল রজকেরা দেখে নারায়ণ।
পরিল লইয়া হরি সুন্দর বসন॥
বলরাম পরে বস্ত্র নিজ মনোমত।
আর আর বস্ত্র পরে গোপশিশু যত॥
সেইক্ষণে রজকের হইল মুকতি।
পুষ্পরথে চড়ি করে বৈকুণ্ঠেতে গতি॥
রজকে উদ্ধার করি দেব জনার্দ্দন।
ধীরে ধীরে রাজপথে করেন গমন॥
ভাগবত-কথা হয় মধুর বচন।
সুবোধ-রচিত গীত শুন সাধুজন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের রজক উদ্ধার।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তন্তুবায় ও মালাকার উদ্ধার

শুকদেব কহে তবে শুন হে রাজন।
এইরূপে রজকেরে করিয়া নিধন॥
সেই পথে দেখে হরি এক তন্তুবায়।
মনের হরষে আসে সত্বর তথায়॥
তন্তুবায় রামকৃষ্ণে করি দরশন।
করযোড়ে ভূমিতলে পড়িল তখন॥
প্রণতি করিল তবে দোঁহার চরণে।
মৃদুভাষে কহে তবে কৃষ্ণের সদনে॥
বড় ভাগ্য হয় মম শুন জনার্দ্দন।
পবিত্র হইল আজি আমার জীবন॥
এত দিনে হ’ল মম বংশের গৌরব।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা করহ মাধব॥
শুনি বাণী চক্রপাণি কহিল তখন।
শুন কহি তন্তুবায় আমার বচন॥
এই সব বস্ত্র মোরে পরাইয়া দাও।
রাজযোগ্য বেশে তুমি মোদের সাজাও॥
মনে মনে তন্তুবায় ভাগ্যবান্ মানে।
বসন পরায় কৃষ্ণে বিবিধ বিধানে॥
পরাইল দুই জনে বিচিত্র বসন।
যথা যাহা শোভে তাহা করায় পিন্ধন॥
বড় ভাগ্যবান্ হয় সেই তন্তুবায়।
পরম ঈশ্বরে সে যে বসন পরায়॥
ভুবনমোহন রূপ নয়নে হেরিল।
শ্বেত কৃষ্ণ দুইরূপে নয়ন মজিল॥
প্রেমে গদ গদ নেত্র হইল তখন।
দিব্যজ্ঞান লভে কৃষ্ণে করিয়া স্পর্শন॥
করযোড়ে স্তুতি করে তবে তন্তুবায়।
অধীনেরে কৃপা কর ওহে শ্যামরায়॥
দয়াময় কর দয়া এ দাসে এখন।
এ ভব-যন্ত্রণা হ’তে করহ মোচন॥
স্তবে তুষ্ট হ’ল তবে দেব দামোদর।
আনন্দ অন্তরে কহে লহ তুমি বর॥
তন্তুবায় কহে দেব কি আর মাগিব।
অতুল ঐশ্বর্য্য আমি কিছু না লইব॥
যাহে তব পদে মতি রহে অনুক্ষণ।
এই বর দেহ মোরে কমললোচন॥
তন্তুবায়-বাক্যে হরি প্রফুল্ল-হৃদয়।
মনোমত বর তারে দিল সে সময়॥
লক্ষ্মী বীর্য্য ঐশ্বর্য্য ও স্মরণ-শকতি।
ইন্দ্রিয়-পটুতা তারে দিলা বিশ্বপতি॥

তন্তুবায় প্রতি তুষ্ট হ'য়ে ভগবান্।
সারূপ্য তাহারে তিনি করিলেন দান ॥
শুকদেব বলে শুন ওহে নররায়।
এইরূপে উদ্ধারিয়া হরি তন্তুবায় ॥
তন্তুবায়ে বর দিয়া দেব জনার্দ্দন।
মনে মনে ভাবে হরি মালার কারণ ॥
শুনিলা সুদামা নামে আছে মালাকার।
অতিশীঘ্র যায় তবে নিকটে তাহার ॥
বলরাম আর কৃষ্ণে সুদামা দেখিয়া।
প্রণাম করিল পদে ভূমিতে পড়িয়া ॥
বসাইল রামকৃষ্ণে উত্তম আসনে।
ধোয়াইল দোঁহা পদ পরম যতনে ॥
অর্ঘ্যদানে হর্ষমনে পূজে মালাকার।
সুগন্ধ চন্দনে অঙ্গ ঢাকিল দোঁহার ॥
পরে হরিপদে নতি করিয়া তখন।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মালী করিল স্তবন ॥
ওহে ভগবান্ তুমি দেব দয়াময়।
বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য হইল উদয় ॥
পরম কারণ হরি সবাকার পতি।
অধমের গৃহে আজ হইয়াছে গতি ॥
তব পদার্পণে গৃহ পবিত্র এখন।
সফল মানব-জন্ম ওহে নারায়ণ ॥
তোমরা দু'জনে হও এ বিশ্বের মূল।
তুমি পরমাত্মা হও নাহি তব তুল ॥
নাশিতে অসুরদলে তব অবতার।
সাধুজনে রক্ষা কর তুমি অনিবার ॥
জগতের আত্মা তুমি ওহে সর্ব্বাশ্রয়।
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয় ॥
কে জানে তোমার সীমা মহিমা অপার।
দয়াময় করি দয়া করহ উদ্ধার ॥
কেন প্রভু দাও মোরে ভবের যন্ত্রণা।
কৃপাময় বিতরণ কর কৃপাকণা ॥
শরণ লইনু আমি তব শ্রীচরণে।
ভবভয় হর হরি এ অধম জনে ॥
আমি অতি মূঢ়মতি কি পূজা করিব।
তব রাঙ্গাপদ আমি মস্তকে ধরিব ॥
এ হ'তে অধিক ভাগ্য কি আর হইবে।
পাইয়া পরমপদ কেবা ছাড়ি দিবে ॥
কি কার্য্য করিব নাথ আজ্ঞা কর মোরে।
তব আজ্ঞামত কার্য্য করিব সত্বরে ॥
অনাদি অনন্ত দেব অনন্ত মহিমা।
বেদ-অগোচর নাথ বেদে নাহি সীমা ॥
জগতের পতি তুমি আমি তব দাস।
কৃপা করি কহ প্রভু কিবা অভিলাষ ॥
সুদামের বাক্যে তবে বলে দামোদর।
সুগন্ধি উত্তম মাল্য আনহ সত্বর ॥
দেহ আনি দিব্য মাল্য আমারে এখন।
সুদামা বলিল দেব এ আর কেমন ॥
কত ভাগ্যবান্ আমি জানিনু এবারে।
আমা হ'তে ভাগ্যবান্ কে আছে সংসারে ॥
এই কথা ভাবি মনে সুদামা অমনি।
বিবিধ পুষ্পের হার আনিল তখনি ॥
নানা-ফুল-হারে তবে দু জনে সাজায়।
প্রফুল্ল অন্তরে হরি বলিল তাহায় ॥
শুনহে সুদামা তুমি আমার বচন।
এখনি মাগহ বর মনের মতন ॥
মৃদুভাষে সুদামা সে কহে তদন্তর।
তব পদে মন যেন রহে নিরন্তর ॥
চিরকাল তব পদ করিব সেবন।
তব পদে যেন মতি রহে অনুক্ষণ ॥
আর এক বর মোরে দাও হে শ্রীপতি।
পরহিতে যেন মোর সদা থাকে মতি ॥
পর-উপকার-ব্রত করি সর্ব্বক্ষণ।
এ বর আমারে দেব করহ অর্পণ ॥
আনন্দিত হ'য়ে হরি তথাস্তু কহিল।
সুদামার মনোমত সব বর দিল ॥
চিরদিন মম পদে তব ভক্তি রবে।
অতুল ঐশ্বর্য্য আর দিব্য কান্তি হবে ॥

এইরূপ বরদানে সুদামে তুষিল ।
রাম সহ রাজপথে ধীরেতে চলিল ॥
কংসপুরে ভক্তি-লীলা এই মত হয় ।
যেই দেখে হরি তার সৌভাগ্য নিশ্চয় ॥

সুবোধ-রচিত গীত ভাগবত-সার ।
যেই শুনে রোগ-শোক দূরে যায় তার ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তন্তুবায় ও মালাকার উদ্ধার ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

মল্লরঙ্গ-বর্ণন

পরেতে অপূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন ।
অপার কৃষ্ণের লীলা কহিব এখন ॥
রাজপথে রামকৃষ্ণ হরষিত মনে ।
কংসপুরী যান ত্বরা রথ-আরোহণে ॥
পথমাঝে দেখে হরি নারী একজন ।
চন্দনের পাত্র হস্তে করিছে গমন ॥
বয়সে নবীনা নারী দেখিতে সুন্দর ।
তথাপি বিরাজে কুব্জ পৃষ্ঠের উপর ॥
চন্দনের পাত্র হস্তে করিছে গমন ।
দীর্ঘনাশা মিষ্টভাষা সুচন্দ্র বদন ॥
বঙ্কিম-নয়না রামা নবীন-যৌবনা ।
বক্রভাবে চলি যায় সেই বরাঙ্গনা ॥
বংশীধারী তারে হেরি আনন্দ হৃদয় ।
হাস্যমনে তার কাছে মৃদুভাষে কয় ॥
কহ লো সুন্দরি তুমি কাহার ললনা ।
পরম রূপসী নারী নবীন-যৌবনা ॥
মথুরা নগর মাঝে তুমি রূপবতী ।
কহ লো সুন্দরি এবে কোথা তব গতি ॥
সুগন্ধি চন্দন ল'য়ে কোথা যাও ধনী ।
কিঞ্চিৎ চন্দন মোরে দেহ সুবদনী ॥
নিজ হস্তে মম গাত্রে মাখাও চন্দন ।
নিশ্চয় তোমার হবে শুভ সংঘটন ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কহিল সুন্দরি ।
কংসদাসী হই আমি শুন হে শ্রীহরি ॥
কুব্জা যে আমার নাম জেনো মহাশয় ।
অনুলেপ-কর্ম্মে রত রাজার আলয় ॥
আমার চন্দন কংসপ্রিয় সর্ব্বক্ষণ ।
কংসরাজ অঙ্গে মাখে এই সুচন্দন ॥
রাজার চন্দন এই জেনো মহামতি ।
কংসালয়ে আমি তাই করিতেছি গতি ॥
যদ্যপি হে ইচ্ছা তব হয় এ চন্দনে ।
তব অঙ্গে দিতে পারি কিবা ভয় মনে ॥
তব যোগ্য এ চন্দন ওহে গুণাকর ।
তুমি ভিন্ন পাত্র নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
কৃষ্ণরূপ দরশনে কুব্জা যে তখন ।
প্রেমাকুল চিত্তে পুলকিত হ'ল মন ॥
এত কহি সে রূপসী সুকোমল করে ।
কৃষ্ণাঙ্গে চন্দন দেয় আনন্দ-অন্তরে ॥
চন্দন মাখায় কুঁজী দু'জনার গায় ।
কুঙ্কুমে চিত্রিত অঙ্গ কত শোভা তায় ॥
চন্দনাদি দেয় কুঁজী বিবিধ প্রকারে ।
কৃষ্ণ-স্পর্শে সুখ পায় অন্তর-মাঝারে ॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ অতি মনোহর ।
তাহাতে সুবেশ করে পরম সুন্দর ॥
সে রূপের আভা কুব্জা করি নিরীক্ষণ ।
অধৈর্য্য হইল চিত্ত প্রেমেতে মগন ॥
অনিমেষ নেত্রে হেরে ভাই দুইজনে ।
মদনে পীড়িত তথা হয় মনে মনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ বিহার

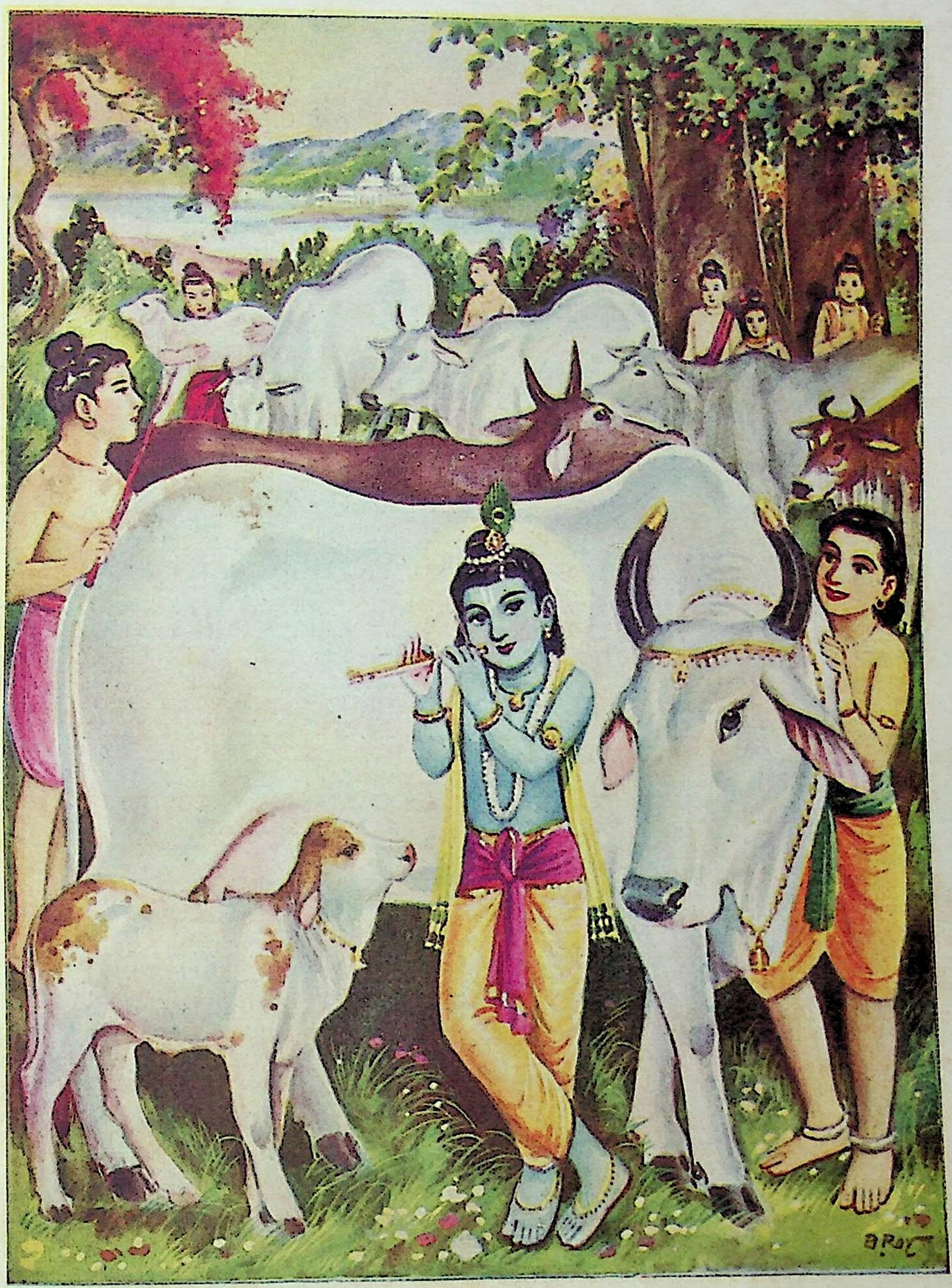

বেণুরবে ধেনু সবে আনন্দ হইল।
হরির নিকটে আসি চরিতে লাগিল॥

পৃষ্ঠা—৭৮৫

কামার্ত্ত হইয়া তথা হারায় চেতন।
অনিমেষে দেখে রূপ ভুবনমোহন॥
ভুলিল কংসের সেবা ফিরি নাহি যায়।
কাঁদে আর একদৃষ্টে হরি-পদে চায়॥
দরশনে কুব্জা-ভাব শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সদয় হইল তবে দেব নারায়ণ॥
কি কব আশ্চর্য্য লীলা ওহে মহামতি।
হরি-স্পর্শে কুব্জা তবে হ'ল রূপবতী॥
পরমা রূপসী কুঁজী হইল তখন।
সুপ্রকাশ রূপরাশি ভুবনমোহন॥
মুনি-মনোহর রূপ ধারণ করিল।
কৃষ্ণ-দরশনে তার প্রেম উপজিল॥
তবে ধনী শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া বসন।
ধীরে ধীরে মৃদুভাষে কহিল তখন॥
ওহে দেব দয়াময় দয়ার সাগর।
তব রূপ দরশনে অধৈর্য্য অন্তর॥
তব অঙ্গ পরশনে অস্থির হৃদয়।
মদন-অনলে দগ্ধ অন্তর যে হয়॥
ক্ষণমাত্র তব সঙ্গ না ছাড়িব কভু।
তবে পদে অনুক্ষণ দাসী হব প্রভু॥
পরম পুরুষ তুমি পরম কারণ।
মনের বাসনা তুমি করহ পূরণ॥
ভক্তের বৎসল তুমি ভক্তগত-প্রাণ।
ভকতে রাখিতে মূর্ত্তি ধর ভগবান্॥
মম আশা যদি দেব তুমি না পূরিবে।
তবে ত এ দাসী প্রাণ নিশ্চয় ছাড়িবে॥
তোমার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়।
কহিলাম সার কথা ওহে দয়াময়॥
কুব্জার বাসনা হরি হইয়া বিদিত।
অন্তরে তাহার প্রতি হন কৃপান্বিত॥
বলরাম আর যত বয়স্য সবার।
মুখপানে চাহি সেই দেব সারাৎসার॥
হাসিতে হাসিতে তবে চাহি কুব্জা প্রতি।
কহিতে লাগিল বাক্য সুমধুর অতি॥
শুনহ সুন্দরি এক আমার বচন।
এখন গৃহেতে ধনী করহ গমন॥
পরেতে বাসনা তব করিব পূরণ।
মম বাক্য অন্যথা না হবে কদাচন॥
অগ্রেতে সাধিব কার্য্য শুন এ বারতা।
না হও চিন্তিত কিছু কহি সত্য কথা॥
অবশ্য তোমার গৃহে করিব গমন।
মিথ্যা কভু নহে জেন আমার বচন॥
বিবিধ প্রকারে হরি প্রবোধিয়া তারে।
রাজপথে যায় তবে হর্ষ সহকারে॥
সঙ্গে ল'য়ে বলরাম আর গোপগণ।
পরম আনন্দে হরি করেন গমন॥
ধীরে ধীরে সকলেতে রাজপথে যায়।
মথুরাপুরীর নারী আনন্দিত তায়॥
কেহ বা গবাক্ষ-দ্বারে কেহ বা দুয়ারে।
সকলে সে শ্যামরূপ হেরে বারে বারে॥
হেরিয়া সে রূপরাশি সকলে মোহিত।
পাগলিনী সম সবে মদনে পীড়িত॥
যূথপতি সহ যথা করিণী সকল।
সেইরূপ পুরনারী সকলে চঞ্চল॥
কেহ বা পূজয়ে হর্ষে দিয়া উপহার।
কেহ দেয় কৃষ্ণগলে কুসুমের হার॥
এইরূপে নারী যত আকুল হইল।
কাম-শরে সকলেরে চঞ্চল করিল॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশ তবে হইল তখন।
কার বা খসিয়া পড়ে কটির বসন॥
কেশপাশ আলুথালু হইল সবার।
কাষ্ঠের পুত্তলি সম দেখে অনিবার॥
রূপের মাধুরী হেরি সবে অচেতন।
এইরূপে পুরনারী আনন্দে মগন॥
অবনীর ভার হরি হরণ করিতে।
কত লীলা কত খেলা খেলে অবনীতে॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরেশ্বর।
এরূপে ভ্রমেন হরি মথুরানগর॥

তদন্তর শুন রায় অপূর্ব্ব বচন।
এইরূপে ভগবান্ করেন গমন॥
মথুরা নগরে যত বণিকেরা ছিল।
রাজপথে সকলেই ছুটিয়া আসিল॥
আনিয়া তাম্বুল মাল্য গন্ধদ্রব্য আর।
রাম-কৃষ্ণে ভক্তিভরে দিল উপহার॥
রাম-কৃষ্ণে হেরি সবে আনন্দে মগন।
ভক্তিভরে দুইজনে করিল পূজন॥
কত দূরে গিয়া হরি পুরবাসী কাছে।
জিজ্ঞাসিল ধনু বল কোন্ স্থানে আছে॥
দেখাইয়া দিল পথ যত পুরবাসী।
উপনীত হ'ল হরি তথা হাসি হাসি॥
হেরিলেন মহাধনু পতিত ধরায়।
মহা ভয়ঙ্কর সেই ইন্দ্রধনু-প্রায়॥
রক্ষিগণ অনুক্ষণ করিছে রক্ষণ।
বড় বড় বীর তার চৌদিকে বেষ্টন॥
কালান্তক কাল সম মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
প্রবেশ নিষেধ তারা করিল সত্বর॥
না শুনে বারণ তবে দেব যদুপতি।
ত্বরিত গমনে তথা করিলেন গতি॥
ক্রোধেতে কম্পিত হরি হইয়া তখন।
বাম করে সেই ধনু করিল গ্রহণ॥
ধনু ল'য়ে বংশীধারী কম্পিত-হৃদয়।
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি হেরি সবে ভীত হয়॥
তবে হরি ক্রোধ করি গুণে দেয় টান।
ভাঙ্গিয়া হইল ধনু মধ্যে দুইখান॥
ভাঙ্গিল কার্ম্মুক, ধ্বনি উঠিল তখন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হইল কম্পন॥
ত্রিলোকের লোক যত ত্রাসিত হইল।
শ্রবণে সে মহাশব্দ জ্ঞান হারাইল॥
সেই শব্দে দশদিক্ কাঁপে অনুক্ষণ।
জীবজন্তু আদি সবে হয় অচেতন॥
জ্ঞানহারা হ'য়ে কংস করে নিরীক্ষণ।
কি হ'ল কি হ'ল বলি জিজ্ঞাসে তখন॥
আকুল অন্তর তার সে শব্দ শ্রবণে।
ত্রাসিত হইয়া চিন্তা করে মনে মনে॥
হেথা ধনু-গৃহে তবে যত রক্ষিগণ।
হেরিল বিষম ধনু হইল ভঞ্জন॥
ক্রোধিত হইল তবে যত রক্ষিদল।
'ধর ধর' মহা রবে ধাইল সকল॥
বলে সবে দুরাশয়ে করহ বন্ধন।
শীঘ্র করি ল'য়ে চল যথায় রাজন॥
বীরগণ ক্রোধমন হইল সেথায়।
মারিবারে রাম-কৃষ্ণে সবে বেগে ধায়॥
ঘেরিয়া দাঁড়ায়ে তথা যত বীরগণ।
মহাক্রোধে করে সবে কত আস্ফালন॥
কত অস্ত্র দোঁহা অঙ্গে করিল ক্ষেপণ।
তদন্তর রাম-কৃষ্ণ ভাই দুই জন॥
ভগ্ন ধনু ত্বরা করি করিল ধারণ।
তাহার প্রহারে বধে সবার জীবন॥
দুইজনে দুই হাতে দুই ভাগ লয়।
তাহার তাড়নে হয় সব দৈত্য ক্ষয়॥
মারিল অনেক দৈত্য সংখ্যা নাহি তার।
যারে পায় তারে তথা করয়ে সংহার॥
সংবাদ পাইয়া শীঘ্র কংস নরপতি।
সিংহাসনে বসি হয় বিচলিত অতি॥
বলবান্ সৈন্য যত আছিল তাহার।
পাঠাইল রাম-কৃষ্ণে করিতে সংহার॥
হুঙ্কার করিয়া যত আসে সৈন্যগণ।
রাম-কৃষ্ণ তাহাদের করিলা নিধন॥
বধিয়া তখন তথা কংসচরগণে।
রাজপথে আনন্দেতে চলে দুইজনে॥
মহাবলবান্ দুই কৃষ্ণ সংকর্ষণ।
পুরবাসিগণে সব করে দরশন॥
দেখিল সে মহাতেজ অতি জ্যোতির্ম্ময়।
পরম কারণ জ্ঞান সবাকার হয়॥
চমৎকার মানি সবে চিন্তিত তখন।
হেনরূপে চলে পথে ভাই দুইজন॥

মথুরার পথে চলে হ'য়ে আনন্দিত।
হেনকালে গোপগণ সবে উপনীত ॥
নন্দ আদি গোপ আর ব্রজশিশু দল।
সেই স্থানে ত্বরা করি আইল সকল ॥
গোপসহ দুই ভায়ে হইল মিলন।
সেই স্থানে শ্রান্তি দূর করে সর্ব্বজন ॥
নিশিতে আনন্দ চিত্তে রহিল তথায়।
ছানা ননী ক্ষীর সর সকলেতে খায় ॥
সুখেতে সে নিশা তথা করিয়া যাপন।
রাম সহ হরি হয় আনন্দে মগন ॥
কংসরাজ ভীত হ'য়ে চিন্তায় মগন।
রাত্রিতে ভীষণ স্বপ্ন করে দরশন ॥
ঘোর স্বপ্ন দেখি রাজা কম্পিত অন্তরে।
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দরশন করে ॥
বিকৃত-আকার সেই হয় দণ্ডধারী।
নগ্নবেশে নৃপ-পাশে যায় তাড়াতাড়ি ॥
যমদণ্ড সম দণ্ড করি উত্তোলন।
কংসের মস্তকে যেন করিল ঘাতন ॥
অমনি সে রাজা তথা কাঁপিয়া উঠিল।
অকস্মাৎ শিরে যেন অশনি পড়িল ॥
বিকৃত-বরণ হেরে যত বৃক্ষদল।
আপন ছায়াতে ছিদ্র দেখিল সকল ॥
নিজ পদাঙ্গুলি নাহি করে দরশন।
প্রেত সঙ্গে আলিঙ্গন করে অনুক্ষণ ॥
গর্দ্দভ-যানেতে উঠি করিছে ক্রন্দন।
করে যেন রাশি রাশি মৃণাল ভক্ষণ ॥
স্বপ্নমাঝে কংসরাজ করিল দর্শন।
দিগম্বর মূর্ত্তি ধরি আসে একজন ॥
তৈলাক্ত শরীর তার জবাপুষ্প গলে।
তাহার সম্মুখপানে আসে কুতূহলে ॥
এ হেন অশুভ স্বপ্ন করি দরশন।
নিদ্রাভঙ্গে মহারাজ চিন্তাযুক্ত মন ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা পাত্র-মিত্র সনে।
আসিয়া বসিল তবে রাজ-সিংহাসনে ॥
অধৈর্য্য হইয়া কংস সেই সভাস্থলে।
স্বপ্ন-বিবরণ-কথা সকলেরে বলে ॥
শুনিয়া সে কথা সবে মানিল বিস্ময়।
শোকের সলিলে তবে সবে মগ্ন হয় ॥
তবে যত মন্ত্রিগণ উপায় করিল।
দিব্য এক মহাসভা রচিত হইল ॥
সুনির্ম্মল রঙ্গস্থল করিল নির্ম্মাণ।
বড় বড় বীরগণে রাখে সেই স্থান ॥
মহা উচ্চ মঞ্চ সব হইল গঠিত।
সাজাইল পুষ্পমাল্যে করি সুরঞ্জিত ॥
মঞ্চের উপরে শোভে বিচিত্র নিশান।
বড় বড় মঞ্চ সব হইল নির্ম্মাণ ॥
দর্শকের দৃশ্য হেতু আর কত ঘর।
মুনি ঋষি আদি যত বসিল সত্বর ॥
এইমত কত শোভা নির্ম্মাণ করিল।
মল্লস্থান দেখিবারে সকলে আসিল ॥
যথাস্থানে বসিলেন পুরবাসিগণ।
নিজ নিজ স্থানে আসি বসে সর্ব্বজন ॥
নরপতিগণ সবে আপন মঞ্চেতে।
বসিলেন কংসরাজ উচ্চ আসনেতে ॥
পাত্র মিত্র সকলেতে করিয়া বেষ্টন।
উচ্চ মঞ্চে কংসরাজ বসিল তখন ॥
ভীতমতি নরপতি কম্পিত-হৃদয়।
হৃদি করে দুর-দুর কণ্ঠ শুষ্ক হয় ॥
চাণূর মুষ্টিক কুট শল ও তোশল।
অসম সাহসী আসে তথা মহাবল ॥
হেনমতে রঙ্গস্থল হইল নির্ম্মাণ।
ভাগবত-কথা হয় মধুর সমান ॥
সুবোধ-রচিত গীত গাও সর্ব্বজন।
নিশ্চয় বৈকুণ্ঠে যাবে বেদের লিখন ॥

ইতি মল্লরঙ্গ-বর্ণন।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়

মল্লক্রীড়ার উদ্যোগ

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
অতঃপর কি ঘটিল শুন বিবরণ ॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সকলে।
রামকৃষ্ণ উপনীত হ'ল রঙ্গস্থলে ॥
বাজিছে বিকট বাদ্য রঙ্গস্থল-দ্বারে।
ডাকিতেছে বীরগণ বিষম চীৎকারে ॥
দ্বারে উপনীত হয় জগৎ-জীবন।
শ্রবণে দুন্দুভি-বাদ্য আনন্দিত মন ॥
দরশন করে দ্বারে হস্তী ভয়ঙ্কর।
মহাকুবলয় নাম শুন নরবর ॥
হস্তিপক চালিত সে গজেন্দ্র ভীষণ।
দ্বারপাশে অবস্থিত করিলা দর্শন ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ কহে বলরাম প্রতি।
যুদ্ধের উদ্যোগ ভাই দেখহ সম্প্রতি ॥
দুই ভাই যুক্তি করি আঁটিল বসন।
করিল যুদ্ধের সাজ কঠিন বন্ধন ॥
হস্তিপকে সম্বোধিয়া আরক্ত-লোচনে।
কুপিত হইয়া নাদে জলদ-গর্জ্জনে ॥
বলে শীঘ্র দ্বার ছাড় ওহে হস্তিপতি।
দ্বার হ'তে লহ হস্তী তুমি শীঘ্রগতি ॥
রঙ্গস্থলে যাব মোরা শুনহ বচন।
যদ্যপি না ছাড় পথ বধিব জীবন ॥
অন্যথা না কর শীঘ্র স্থানান্তরে যাও।
শীঘ্র তুমি আমাদের পথ ছাড়ি দাও ॥
নতুবা এ কুবলয় যাবে যমঘর।
তোমাকেও পাঠাইব শমন-নগর ॥
এতেক বচনে তবে সেই হস্তিপতি।
হস্তীর পৃষ্ঠেতে থাকি হয় ক্রোধমতি ॥
করীর মস্তকে করে অঙ্কুশ ঘাতন।
একে মত্ত হস্তী তাতে পাইল পীড়ন ॥
উন্মত্ত হইল করী মহা ভয়ঙ্কর।
কামান্তক যম সম হয় কলেবর ॥
প্রজ্বলিত হুতাশন যুগল নয়ন।
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে হস্তী করিল গমন ॥
শুণ্ড দোলাইয়া হস্তী ধাইল সত্বরে।
ধরিল কৃষ্ণেরে তবে সক্রোধ অন্তরে ॥
আছাড়ি মারিতে কৃষ্ণে হইয়া সত্বর।
দলিতে আপন পদে ভাবে করিবর ॥
তবে হরি ক্রোধ করি বিক্রম প্রকাশে।
দূরে দাঁড়াইল হস্তী ভয়ে কাঁপে ত্রাসে ॥
তবু মত্ত কুবলয় ক্রোধিত অন্তর।
আস্ফালন করি হস্তী নাদে ভয়ঙ্কর ॥
চারিদিকে ফিরে হস্তী কৃষ্ণে ধরিবারে।
ছুটাছুটি করি তাঁরে ধরিতে না পারে ॥
মহাক্রোধে চারিদিকে করয়ে ভ্রমণ।
ক্ষণপরে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল ধারণ ॥
শুণ্ডে ধরি শ্রীকৃষ্ণেরে আছাড়িতে যায়।
বিক্রম-কেশরী হরি আছাড়িল তায় ॥
হস্তি-শুণ্ড হ'তে পুনঃ দূরে দাঁড়াইল।
পুনঃ হস্তিবর তথা ঘুরিতে লাগিল ॥
তবে হরি মহারোষে হস্তীরে তখন।
পুচ্ছ ধরি কুবলয়ে করে নিক্ষেপণ ॥
বাম হস্তে ধরি হরি হস্তীরে ফেলায়।
পড়িল দূরেতে হস্তী ভূমির ধূলায় ॥
চঞ্চুতে ধরয়ে সর্প যথা খগবর।
সেইমত হস্তিবরে ফেলে যদুবর ॥

এইমত বার বার হস্তীরে ঘুরায়।
পরম আনন্দে হরি খেলিয়া বেড়ায়॥
হস্তী সহ খেলে হরি আনন্দিত মন।
গো-শিশু লইয়া খেলে যথা শিশুগণ॥
হস্তী সহ যুদ্ধ করে নন্দের কুমার।
পুচ্ছে ধরি ঘুরাইল করি চক্রাকার॥
এইরূপ যুদ্ধ-খেলা খেলি কতক্ষণ।
হস্তীর সম্মুখে আসি দাঁড়াল তখন॥
যখন যে করিবর কৃষ্ণেরে দেখিল।
ধরিতে সে নারায়ণে শুণ্ড প্রসারিল॥
অমনি সে মহাক্রোধে দেব নারায়ণ।
মারিল বিষম মুষ্টি হস্তীরে তখন॥
বিষম মুষ্টির ঘায় তবে করিবর।
পলাইল কিছু দূরে অস্থির অন্তর॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ধায় হস্তী পশ্চাতে না চায়।
তদন্তরে যদুরায় পাছু পাছু ধায়॥
তবে হরি হস্তি-পুচ্ছ করিয়া ধারণ।
ফেলাইল ভূমিতলে করি আকর্ষণ॥
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় হস্তিবর।
অচেতন-প্রায় হ'য়ে অস্থির অন্তর॥
চেতন পাইয়া হস্তী উঠি দাঁড়াইল।
ইচ্ছা করি তবে হরি ভূতলে পড়িল॥
অলক্ষিতে যদুরায় উঠিয়া তখন।
দাঁড়াইল দূরে গিয়া দেব নারায়ণ॥
করিবর মনে ভাবে ভূমে পড়ি হরি।
দন্তের আঘাতে ক্ষিতি বিদারণ করি॥
দন্তে বিদারণ ভূমি ক্রোধেতে করিল।
সমস্ত বিক্রম তার বিফল হইল॥
মহাকোপে চারিদিকে ভ্রময়ে বারণ।
ধরিবারে নন্দসুতে করিল গমন॥
পুনশ্চ আসিয়া কৃষ্ণে শুণ্ডে জড়াইল।
মহাপরাক্রমে কৃষ্ণে টানিতে লাগিল॥
মহাবল করী কৃষ্ণে করে আকর্ষণ।
এক পদ নড়াইতে না পারে বারণ॥
অচল পর্ব্বত সম রহে যদুবর।
আকর্ষণ করে করী অস্থির অন্তর॥
মহাক্রোধ করি তবে শ্রীনন্দ-নন্দন।
দুই হস্তে করি-শুণ্ড করিয়া ধারণ॥
চক্রাকারে মহাগজে ঘুরায় তখন।
মহাক্রোধে ভূমিতলে করিল পাতন॥
ভূমিতলে ফেলি হরি করে পদাঘাত।
সেই যায় কুবলয় হইল নিপাত॥
মহা শব্দ করি হস্তী ছাড়িল জীবন।
হস্তিশব্দে কংসরাজ হারায় চেতন॥
তবে হরি ক্রোধ করি হস্তি-শুণ্ড ধরি।
উৎপাটন করে দন্ত আস্ফালন করি॥
সেই দন্তাঘাতে পরে হরি জনার্দ্দন।
অনায়াসে হস্তিপকে করিল নিধন॥
আনন্দ অন্তরে পরে করিল গমন।
কুবলয় হস্তিদন্ত হস্তেতে শোভন॥
বলরাম সঙ্গে তবে চলিতে লাগিল।
হাসি হাসি রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিল॥
মহানন্দে মহামতি করিছে গমন।
বিন্দু বিন্দু রক্ত অঙ্গে হ'তেছে শোভন॥
কৃষ্ণ-অঙ্গে রক্ত-চিহ্ন কত শোভা তায়।
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরে যায়॥
বলরাম ব্রজশিশু আর গোপগণ।
সঙ্গে হরি রঙ্গালয়ে করিল গমন॥
গজদন্ত শোভে করে ভাই দুইজনে।
হেরিল অপূর্ব্বরূপ সভাসদ্‌গণে॥
অদ্ভুত মূরতি সবে দেখে সে সময়।
যে ভাবে যে দেখে তার সেইরূপ হয়॥
ভক্তগণ দেখে কৃষ্ণে ভকত-রঞ্জন।
ভক্তাধীন ভগবান্ পরম কারণ॥
কালান্তক রূপে হেরে মল্লগণ তাঁরে।
মহাবলবন্ত যথা বজ্রের আকারে॥
মথুরানগরবাসী প্রজা ছিল যত।
তাঁহারে দেখিল সবে নৃপবর মত॥

শান্তমূর্ত্তি সদাশয় প্রজার পালক।
শত্রুগণ দেখে যেন জ্বলন্ত পাবক॥
নারী যত হরষিত রূপ দরশনে।
যেন কাম মূর্ত্তিমান্ চিন্তে মনে মনে॥
নন্দ আদি গোপ যত দেখিতে লাগিল।
ব্রজের গোপাল বলি সকলে জানিল॥
ব্রজ-শিশু সহ হরি খেলে যে প্রকারে।
সেইরূপ ব্রজবাসী দেখিল তাঁহারে॥
হেরিল নৃপতিগণ শান্তিদাতা বলি।
বসুদেব-পুত্ররূপে দেখিল সকলি॥
মুনিগণ অনুক্ষণ করে দরশন।
বিরাট মূরতি কৃষ্ণ নয়ন-মোহন॥
কংসরায় মহাকায় কৃষ্ণেরে দেখিল।
শমন-সমান রূপ নয়নে হেরিল॥
যোগিগণ যোগে বসি দেখে নারায়ণ।
পরমকারণ সেই শ্রীমধুসূদন॥
এইরূপে কৃষ্ণরূপ হেরিল সকলে।
বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ রঙ্গালয়ে চলে॥
হেলায় বিনাশি কুবলয় হস্তিবরে।
দুই ভাই প্রবেশিল হরিষ অন্তরে॥
কংসরাজ হেরি দোঁহে ভয়েতে আকুল।
উদ্বিগ্ন হইল কংস মূলে হয় ভুল॥
এক দৃষ্টে দুই ভাই করে দরশন।
রণস্থলে বিরাজিত ভাই দুইজন॥
পরম সুন্দর বেশ আকর্ণ নয়ন।
আজানুলম্বিত বাহু বলয় ভূষণ॥
বিবিধ রতন অঙ্গে হ'য়েছে শোভিত।
গলে দোলে বনমালা বিচিত্র রচিত॥
বক্ষে শোভে মনোহর কৌস্তুভ ভূষণ।
কটিতটে কত আভা সুপীত বসন॥
শোভিত সুন্দর বেশে ভাই দুই জন।
নট যথা নাট্যালয়ে করয়ে নর্ত্তন॥
সমুজ্জ্বল আভা সম দরশন করে।
মঞ্চের উপরে বসি যত নরবরে॥
মহানন্দে সভাস্থিত যত সভাজন।
মনোহর যুগ্মরূপ করে নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে সাধারণ দুই ভাই নয়।
নররূপে নারায়ণ জনম নিশ্চয়॥
এইরূপে সকলেতে কহিতে লাগিল।
ভুবনমোহন রূপে সকলে ভুলিল॥
নয়নে হেরিয়া সেই সুচাঁদ বদন।
আনন্দ-সলিলে সবে হইল মগন॥
পরম সুন্দর রূপ সকলে হেরিল।
সভাজন সকলেই বিস্ময় মানিল॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে কহে সর্ব্বজন।
মানব না হবে কভু ভাই দুইজন॥
পরম পুরুষ হবে জানিনু নিশ্চয়।
জগৎ-কারণ দোঁহে নাহিক সংশয়॥
বসুদেব-গৃহে দোঁহে জনম লভিল।
ব্রজপুরে নন্দালয়ে গোপনে রাখিল॥
কিছুকাল হর্ষে রহি নন্দের আবাসে।
পূতনা সংহার করে শিশু অনায়াসে॥
তৃণাবর্ত্ত আদি যত অসুরে বধিল।
শিশুকালে মায়ারূপী বৃক্ষ উপাড়িল॥
ব্যোমনামা দৈত্যবরে করিল নিধন।
অবহেলে করে সেই দাবাগ্নি ভক্ষণ॥
বিষম কালীয় নাগে দমন করিল।
দেবেন্দ্রের দর্প যত সকলি হরিল॥
বামহস্তে ধরে সেই গিরি গোবর্দ্ধন।
মহাবেগে ইন্দ্র-বারি করিল দমন॥
ঘোরনাদে বজ্রপাত হয় তার 'পর।
সপ্তাহ রাখিল ধরি সেই গিরিবর॥
এমন সুন্দর কান্তি করি দরশন।
ব্রজ-গোপিকার সব দুঃখ বিমোচন॥
যদুকুলে জন্ম লয় জগৎ-কারণ।
দেখিতে সুন্দর রূপ ভুবনমোহন॥
বলরাম গুণধাম অগ্রজ ইঁহার।
প্রলম্ব অসুরে ইনি করেন সংহার॥

তালবন রক্ষা করে বিনাশি তাহারে।
এইরূপে সবে কহে সভার মাঝারে॥
পরে শুন নরবর অদ্ভুত কথন।
রঙ্গস্থলে নানা কথা চলিছে যখন॥
তুরী ভেরী কাঁসি ঢোল বাজে শত শত।
বাদ্যশব্দে মল্লগণ খেলে অবিরত॥
রঙ্গস্থলে দুই জন দাঁড়াইয়া রহে।
চাণূর মুষ্টিক তবে তাহাদেরে কহে॥
শুন কহি নন্দসুত মোদের বচন।
আর কহি শুন ওহে তুমি সঙ্কর্ষণ॥
মহা বলবান্ হও দুই সহোদর।
সে কথা শ্রবণে আজ কংস নরবর॥
মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ তোমরা দু'জন।
তোমাদের আনিয়াছে করি নিমন্ত্রণ॥
অতএব কহি শুন নন্দের কুমার।
মল্লযুদ্ধ কর এবে সঙ্গেতে আমার॥
শ্রবণে তাদের কথা কহে জনার্দ্দন।
যুদ্ধের কি জানি মোরা গোপের নন্দন॥
ধনুর্যজ্ঞ দরশনে আইনু সম্প্রতি।
হেন উপযুক্ত নয় আমাদের প্রতি॥
কৃষ্ণের বচনে তবে চাণূর কহিল।
মল্লযুদ্ধ হেরিবারে নৃপতি ইচ্ছিল॥
মহারাজ কংসরায় করিবে দর্শন।
এই হেতু তোমাদের হেথা নিমন্ত্রণ॥
মল্লযুদ্ধ কর আজ আমাদের সনে।
প্রফুল্লিত হবে রাজা তাহা দরশনে॥
সন্তুষ্ট হইবে নৃপ তোমাদের প্রতি।
অতএব নন্দসুত কর ত্বরা গতি॥
নৃপতি সম্মান হেতু হেথা আগমন।
রাখহ রাজার মান তোমরা দু'জন॥
ভূপতি হইলে তুষ্ট সবে তুষ্ট রয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
অতএব মল্ল সহ কর মল্লখেলা।
আমাদের বাক্যে নাহি কর অবহেলা॥
শুনিয়া চাণূর-বাক্য যশোদা-তনয়।
মৃদু হাসি মল্ল প্রতি মৃদুভাষে কয়॥
শুন ওহে মল্লবর কহি বাক্য সার।
রাজার সম্মান রক্ষা উচিত সবার॥
ভূপতির মান রক্ষা করিব সতত।
অনুজ্ঞা পালনে তার না হব বিরত॥
আনিল মোদের হেথা করি নিমন্ত্রণ।
রাজ-অনুগ্রহ ইহা জানে সর্ব্বজন॥
রাজার জানিত ব্যক্তি যেই জন রয়।
তার শ্রেষ্ঠ এ সংসারে কোন্ জন হয়॥
মল্লযুদ্ধ হেতু যদি আনিল হেথায়।
ইহা হ'তে কিবা সুখ আছে এ ধরায়॥
আর এক কথা কহি শুন মল্লগণ।
বলহীন হই মোরা বালক দু'জন॥
তবে আমাদের প্রতি উপযুক্ত হয়।
সমবলী সহ যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
আনন্দ উদয় তবে হইবে অন্তরে।
সার কথা কহিলাম সবার গোচরে॥
নৃপতি-আনন্দ দোঁহে অবশ্য সাধিব।
সমবলী সহ যুদ্ধ অবশ্য করিব॥
আনি দেহ তুল্য বলী যত মল্লগণ।
করিব তাদের সহ মোরা মল্লরণ॥
করিলে এরূপ কার্য্য শুন শুন সবে।
মল্ল সভাসদ্গণে অধর্ম্ম না হবে॥
নৃপতি-সম্মুখে হবে ক্রীড়া ও কৌতুক।
স্বকার্য-সাধনে কভু না হব বিমুখ॥
আর শুন পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব বচন।
শ্রীকৃষ্ণের মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ॥
তদন্তর কংসচর কহিল তখন।
বয়সে বালক বটে বলে বিচক্ষণ॥
মহাবলধর হও ভাই দুই জন।
তোমাদের মত বীর না করি দর্শন॥
হেলায় বধিলে তুমি হস্তী কুবলয়।
কত বল ধর তার সীমা নাহি হয়॥

মহাবল পরাক্রান্ত তোমরা দু'জন।
মম সহ যুদ্ধ তুমি করহ এখন ॥
শাস্ত্রের উচিত হয় যোদ্ধার বিহিত।
যে যাচে তাহার সঙ্গে যুদ্ধই উচিত ॥
তুমি মোর সঙ্গে যুদ্ধ করহ এখন।
মুষ্টিকের সহ রণ কর সঙ্কর্ষণ ॥
কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে।
উচিত যা কার্য্য তাহা কর বিধিমতে ॥

সুবোধ-রচিত গীত শোন সর্ব্বজন।
পাপ তাপ দূরে যাবে শাস্ত্রের বচন ॥

ইতি মল্লক্রীড়ার উদ্যোগ

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কংসবধ

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
সম্মতি জানায় কৃষ্ণ চাণূরের প্রতি ॥
চাণূর কহিল তবে কতক্ষণ পরে।
বিলম্বে কি ফল যুদ্ধ কর ত্বরা ক'রে ॥
আইস করহ যুদ্ধ আমাদের সনে।
অবিলম্বে রাজ-আজ্ঞা পাল দুই জনে ॥
মোর সহ তুমি যুদ্ধ করহ এখন।
মুষ্টিকের সহ যুঝ ওহে সঙ্কর্ষণ ॥
তবে দেব যদুপতি আনন্দে মাতিল।
পরস্পর চারিজনে মল্ল আরম্ভিল ॥
আঁটিয়া সাঁটিয়া পরে কটির বসন।
তাল ঠুকি দুই ভিতে রহে দুইজন ॥
প্রথমেতে হাতে হাতে ঠেলাঠেলি করে।
তদন্তরে বুকে বুকে গলাগলি পরে ॥
পদে পদে আঘাত হানিল পরস্পর।
জানুতে জানুতে যুদ্ধ হয় তদন্তর ॥
মাঝে মাঝে চারি জনে হুঙ্কার ছাড়িছে।
প্রলয়ের কালে যেন পবন ডাকিছে ॥
মাথে মাথে পরস্পর করিছে আঘাত।
প্রলয়কালেতে যেন হয় বজ্রপাত ॥
এইমত পরস্পর মল্লযুদ্ধ করে।
দোঁহে গড়াগড়ি যায় ভূমির উপরে ॥
কেহ উচ্চে কেহ নীচে উত্থান পতন।
কভু রণস্থল-মাঝে করয়ে ভ্রমণ ॥
জড়াজড়ি ধরাধরি পড়ে ভূমিতলে।
কেহ আগু কেহ পাছু সেই রঙ্গস্থলে ॥
ভূমিতলে বসে কভু বেগেতে গমন।
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে করে আস্ফালন ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ আরক্ত লোচন।
এইরূপে মল্লক্রীড়া করে নারায়ণ ॥
ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ রঙ্গস্থলে হয়।
করতালি দেয় যত দর্শকনিচয় ॥
চট চট শব্দে হ'ল বধির শ্রবণ।
হইল অদ্ভুত রণ বিষম-দর্শন ॥
সভাসদ্‌গণ সবে ভয়েতে কাতর।
নারীগণ দরশনে ব্যাকুল অন্তর ॥
মানসে বিচারি তথা কোন প্রয়োজন।
কহিলেন পরস্পরে করি সম্বোধন ॥
বলে একি কংসরাজ অধর্ম্ম করিল।
কৌশলে বধিতে শিশু এ কার্য্য সাধিল ॥

পাপ-সভামাঝে থাকা উপযুক্ত নয়।
নিতান্ত শিশু যে এই নন্দের তনয়॥
মহামল্ল হয় এই কংসের রক্ষিত।
শিশু সহ যুদ্ধ কভু না হয় উচিত॥
হেন নিন্দনীয় কার্য্য নহে দরশন।
রাজার উচিত নহে এ সভা সৃজন॥
আপনি দেখিছে বসি একি অবিচার।
যুগল শিশুরে এবে করিবে সংহার॥
বিষম সমর ইহা অতি হীন কাজ।
অধর্ম্ম করিছে মহা এই কংসরাজ॥
নিবারণ নাহি করে কংস নরপতি।
উৎসাহ দিতেছে যুদ্ধে দেখিনু সম্প্রতি॥
অতীব অধর্ম্ম ইহা বুঝিলাম মনে।
অতিশয় পাপ হয় ইহা দরশনে॥
চাণূর মুষ্টিক দুই মহামল্ল হয়।
বজ্রসম দেহ দোঁহা খ্যাত ধরাময়॥
বিষম আকৃতি যেন গিরির আকার।
সুকোমল তাহে এই যুগল কুমার॥
ইহাদের সহ যুদ্ধ যুক্তিযুক্ত নয়।
হেন অনুচিত কর্ম্ম যেই স্থানে হয়॥
অধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ সেই সভাস্থান।
বিজ্ঞের উচিত নহে তথা অবস্থান॥
অধর্ম্ম অর্জ্জিতে নৃপ হেন কর্ম্ম করে।
হ'তেছে অন্যায় কর্ম্ম সভার ভিতরে॥
অধর্ম্ম আচার যদি করে কোন জন।
ধার্ম্মিক সে স্থানে নাহি রহে কদাচন॥
আর যে ধার্ম্মিক যদি উচিত না কয়।
নরকে গমন তার জানিবে নিশ্চয়॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় কহিলাম সার।
ধর্ম্ম-সভা যথা তথা এত পাপাচার॥
এইমত বলাবলি করে সভাজন।
মহারঙ্গে যুদ্ধ করে নন্দের নন্দন॥
মনের আনন্দে হরি মল্লক্রীড়া করে।
ঘোর রবে দুই ভাই নির্ভয় অন্তরে॥
মালসাট মারি মল্ল পাছু পাছু ধায়।
চট পট শব্দ শুনি চাপড়ের ঘায়॥
শ্রমজল ললাটেতে বহিল তখন।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে ভিজে সে শশি-বদন॥
পদ্মপত্রোপরি জল শোভিত যেমন।
সেইমত শোভিতেছে শ্রীকৃষ্ণ-বদন॥
মহাক্রোধে বীরগণ কাঁপিতে লাগিল।
দুই চক্ষু দোঁহাকার লোহিত হইল॥
এইরূপ মল্ল সহ ভাই দুই জন।
ঘোরতর যুদ্ধ করে সহাস্য বদন॥
রমণী সকল তাহা করি দরশন।
সপ্রেম অন্তরে সবে কহিল তখন॥
আহা কিবা রূপরাশি কর দরশন।
কত ভাগ্য ধরে সেই বৃন্দাবন বন॥
মহাভাগ্যযুক্ত সেই পুণ্যের আধার।
যার কোলে করে হরি সতত বিহার॥
গো-চারণ করে হরি আনন্দ অন্তরে।
তাহা হ'তে আর কেবা বল ভাগ্য ধরে॥
পরম পুরুষ সেই পরম কারণ।
করিল অদ্ভুত লীলা না যায় বর্ণন॥
বলরাম সহ আর সখাগণ সঙ্গে।
পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে খেলে নানা রঙ্গে॥
যেই পদ অনুক্ষণ গোপী সেবা করে।
নাহি পায় যেই পদ যতেক অমরে॥
যে পদ সেবিতে ইচ্ছা করে মহেশ্বর।
কত যুগ অনশনে কত যোগিবর॥
একমনে ভাবে সদা কৃষ্ণের চরণ।
তবু সেই পদ কভু প্রাপ্ত নাহি হন॥
কত পুণ্য করে সেই ব্রজের রমণী।
কৃষ্ণ-পদ সেবে তারা দিবস রজনী॥
ধন্য সেই বৃন্দাবন কত পুণ্য তার।
নিরন্তর হৃদি 'পরে পদ রহে যার॥
কৃষ্ণ-পদামৃত পান করে অবিরত।
পূর্ব্বে কত তপ করে ব্রজনারী যত॥

সেই পুণ্যে শ্রীকৃষ্ণেরে দেখে অনুক্ষণ ।
কত পুণ্য করেছিল ব্রজবাসিগণ ॥
মনোহর রূপ সদা নয়নেতে হেরে ।
নিরন্তর দেখে সেই বদন-চাঁদেরে ॥
কত রূপে কৃষ্ণ প্রতি করে নিরীক্ষণ ।
মুখে কৃষ্ণনাম সদা করে উচ্চারণ ॥
কতরূপে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিছে ।
কৃষ্ণ-নামামৃত পানে অন্তর ভরিছে ॥
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ-চিন্তা কৃষ্ণগুণগান ।
গোপী যত অবিরত করে কৃষ্ণধ্যান ॥
চিন্তা ধ্যান যত সব কৃষ্ণনাম সার ।
কৃষ্ণ ছাড়া গোপী সবে হেরে অন্ধকার ॥
সদা নাম গান করে কীর্ত্তন শ্রবণ ।
বেণুরবে মুগ্ধ সবে হয় অনুক্ষণ ॥
প্রাতঃ সন্ধ্যা দুই কাল শুনে বেণুরব ।
বেণুরবে গোপী সবে করয়ে উৎসব ॥
গো-চারণে যায় কৃষ্ণ দেখে গোপীগণ ।
আনন্দ অন্তরে করে কৃষ্ণ-দরশন ॥
হেনমতে গোপী যত সদা সুখে রত ।
ব্রজনারীগণ হায় পুণ্য করে কত ॥
কত ভাগ্য গোপিকার কহিতে কে পারে ।
কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করে বারে বারে ॥
যখন গোপিকানাথ গোপী-পানে চায় ।
আনন্দ-সাগরে গোপী ভাসিয়া বেড়ায় ॥
ধন্য ধন্য গোপীকুল ব্রজের যুবতী ।
পৃথিবী-মাঝারে তারা অতি ভাগ্যবতী ॥
কৃষ্ণ প্রতি তাহাদের নিয়োজিত মন ।
কৃষ্ণসঙ্গ লাভ তারা করে অনুক্ষণ ॥
এইমত নারীগণ কত কথা বলে ।
ঘন ঘন কৃষ্ণমুখ নিরখে সকলে ॥
পরে হরি মনে মনে করিল বিচার ।
এখন উচিত হয় শত্রুর সংহার ॥
তবে ভগবান্ তথা শত্রুর নিধনে ।
বিচরেন দুই ভাই আনন্দিত মনে ॥
চাণূর কৃষ্ণের সহ যুঝিছে প্রচুর ।
বলরাম সহ যুঝে মুষ্টিক অসুর ॥
দোঁহা সনে দুইজন মহাযুদ্ধ করে ।
কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শে অতি কাতর অন্তরে ॥
মহাক্রোধে দৈত্যবর চাণূর তখন ।
তাঁহার অঙ্গেতে করে প্রহার ভীষণ ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত করে দৈত্যপতি ।
কিঞ্চিৎ বেদনা নাহি পাইল শ্রীপতি ॥
দৈত্যের প্রহারে ভীত নহে হৃষীকেশ ।
তবে হরি ধরিলেন চাণূরের কেশ ॥
কেশে ধরি চাণূরেরে ঊর্দ্ধেতে তুলিল ।
মহাক্রোধে ধরি তারে ঘুরাতে লাগিল ॥
কুম্ভকার-চক্র যথা লয় বিঘূর্ণন ।
সেইমত ঘুরি দৈত্য ছাড়িল জীবন ॥
মৃত দৈত্য ভূমিতলে হইল পতন ।
চূর্ণিত হইল অস্থি দেখে সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ বীর পড়ে ভূমিতলে ।
পড়িল চাণূর দেহ সেই রণস্থলে ॥
তাহা দেখি মহাবীর দেব সঙ্কর্ষণ ।
মুষ্টিকে বধিতে তবে করিল চিন্তন ॥
দুই আঁখি রক্তবর্ণ ক্রোধে কাঁপে কায় ।
মহাকোপে মুষ্টিকেরে মারে এক ঘায় ॥
মারিল চাপড় এক তার বক্ষঃস্থলে ।
কাঁপিতে কাঁপিতে বীর পড়ে ভূমিতলে ॥
বিষম চপেটাঘাতে অস্থির তখন ।
ঝলকে ঝলকে করে রুধির বমন ॥
সেই রণস্থলে দৈত্য প্রাণ ত্যাগ করে ।
প্রলয়ের কালে যথা মহাবৃক্ষ পড়ে ॥
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ ।
মহাকায় মল্ল তথা আসে একজন ॥
কূট নামে মল্ল সেই ভীষণ দর্শন ।
মুষ্টিকে নিহত দেখি ঘূর্ণিত লোচন ॥
তাহা দেখি বলরাম কম্পিত অধরে ।
মুষ্টির প্রহার তবে বাম হস্তে করে ॥

সেই মুষ্ট্যাঘাতে কূট ত্যজিল জীবন।
তদন্তর মল্ল শল্য আইল তখন ॥
তাহারে মারিল তথা ভাই দুই জন।
এইরূপে মল্লগণে করিল নিধন ॥
পড়িল যে মল্লগণ সেই রঙ্গস্থলে।
ভয়ার্ত্ত হইয়া মল্ল পলায় সকলে ॥
পলাইয়া মল্লগণ জীবন রাখিল।
চারিদিকে হাহাকার শব্দ যে উঠিল ॥
তবে কৃষ্ণ বলরাম প্রফুল্ল মনেতে।
ব্রজ-শিশুগণ সবে লইয়া সঙ্গেতে ॥
মহারঙ্গে রণস্থলে নাচিতে লাগিল।
বিষম রণের বাদ্য বাজিয়া উঠিল ॥
বাজিল বিষম বাদ্য বিষম সে রোল।
চারিদিকে হাহাকার হয় গণ্ডগোল ॥
বলরাম সহ কৃষ্ণ আর সখাগণ।
নাচিতে লাগিল সবে করি নিরীক্ষণ ॥
সভাজন দুই জনে প্রশংসল কত।
কংস ভিন্ন সকলেতে আনন্দেতে রত ॥
হর্ষমনে সভাজন করিল তখন।
মহাবীর রাম-কৃষ্ণ ভাই দুই জন ॥
শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
অতঃপর কি করেন ব্রজের জীবন ॥
দেখিল মরিল যবে সব মহাবীর।
ভয়েতে সকল লোক হইল অস্থির ॥
মহাকায় কংসরায় হইল চঞ্চল।
ভীতমতি হয় অতি হৃদয় বিকল ॥
চারিদিকে অন্ধকার করে দরশন।
যে দিকে নিরখে দেখে নন্দের নন্দন ॥
চারিদিকে অমঙ্গল দরশন করে।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্মুখে বিচরে ॥
ব্যাকুল-হৃদয় কংস হইল তখন।
বাদ্যভাণ্ড মহারোল করে নিবারণ ॥
কংসের আজ্ঞায় সবে নিস্তব্ধ হইল।
চরগণে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল ॥
শুন যত দূতগণ বচন আমার।
মম আজ্ঞা পাল সবে সত্বর এবার ॥
মহাবলবান এই দেবকীতনয়।
বধিল দারুণ হস্তী মহাকুবলয় ॥
বধিল সে মহামল্ল সাক্ষাতে সবার।
অতএব সাবধান হইবে এবার ॥
আসিয়া নগর-মাঝে এ কার্য্য করিল।
বড় বড় বীরগণে অক্লেশে মারিল ॥
স্থির নাহি হয় প্রাণ তাহা দরশনে।
করহ বিদায় শীঘ্র ভাই দুই জনে ॥
শীঘ্র এ মথুরা হ'তে করহ বাহির।
আকুল অন্তর মোর প্রাণ নহে স্থির ॥
ব্রজ হ'তে আসিয়াছে যত গোপগণ।
বলে কাড়ি লহ এবে সবাকার ধন ॥
সংহার করহ নন্দ আদি গোপগণে।
শীঘ্রগতি বসুদেবে বধহ জীবনে ॥
উগ্রসেন দেবকীরে বাঁধিয়া এক্ষণে।
অস্ত্রাঘাতে দোঁহাকারে বধহ জীবনে ॥
মম বাক্য শীঘ্র করি করহ পালন।
সত্বরেতে এ সবার বধহ জীবন ॥
অন্যথা করিবে মম বাক্য যেই জন।
তা সবারে পাঠাইব শমন-ভবন ॥
কংসের বচন শুনি দেব দামোদর।
ভীষণ আকার তবে ধরিল সত্বর ॥
ক্রোধদৃষ্টে চারিদিকে করে নিরীক্ষণ।
উচ্চ মঞ্চে কংসরাজে করে দরশন ॥
দেখিলেন বসিয়াছে মঞ্চের উপর।
একলম্ফে উঠিলেন দেব দামোদর ॥
দরশনে কংসরাজ ব্যাকুলিত মন।
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার করে দরশন ॥
জীবন রাখিতে তবে উপায় ভাবিল।
মঞ্চোপরি মহারাজ অমনি উঠিল ॥
খড়্গচর্ম্ম ধরি রায় ক্রোধ সহকারে।
ধাইল বিষম বেগে কৃষ্ণে বধিবারে ॥

তুলিল বিষম খড়্গ প্রহার কারণ।
ত্বরাগতি যদুপতি করিল ধারণ॥
কংসের কেশেতে হরি তখনি ধরিল।
অসিচর্ম্ম সহ তারে ভূতলে ফেলিল॥
যেমন শিকারী পক্ষী পারাবতে ধরে।
সেইমত কংসরাজে ধরিল সত্বরে॥
মহাসর্পে যেইমত ধরে খগপতি।
সেইমত কংসরাজে ধরে শীঘ্রগতি॥
যখন কংসেরে কৃষ্ণ করিল ধারণ।
মাথার কিরীট খসি হইল পতন॥
তবে হরি মহাক্রোধে ধরি কংসবরে।
নিক্ষেপ করিল তারে ভূমির উপরে॥
ভূতলে পড়িল কংস না রহে চেতন।
বক্ষে চাপি বসিলেন দেব নারায়ণ॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরে কংসের বক্ষেতে।
ঘোর অন্ধকার কংস হেরিল চক্ষেতে॥
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যথা মত্ত গজবরে।
সেইমত কংসরাজে দামোদর ধরে॥
সেইকালে কংসরাজ ভাবে নারায়ণ।
বলে দেব রক্ষ মোরে শ্রীমধুসূদন॥
মনে মনে নারায়ণে ডাকিতে লাগিল।
আর্ত্তনাদ করি নৃপ জীবন ত্যজিল॥
মহাকায় কংসরায় ছাড়িল জীবন।
সম্মুখেতে জগন্নাথ করে দরশন॥
চতুর্ভুজ নারায়ণে নয়নে হেরিল।
পুষ্পরথে স্বর্গপথে তখনি চলিল॥
পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি।
সন্দেহ ভঞ্জন মোর করহ সম্প্রতি॥
কৃষ্ণ-রিপু ছিল সেই মথুরা-ঈশ্বর।
সাক্ষাতে দেখিল হরি পুরুষ-প্রবর॥
চতুর্ভুজ-রূপে তারে দিল দরশন।
পুষ্পরথে স্বর্গপথে করিল গমন॥
হেন গতি হ'ল তার কোন্ পুণ্যফলে।
সেই কথা কহ দেব শুনি কুতূহলে॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
বড় পুণ্যবান্ সেই মথুরা-ঈশ্বর॥
যে দিন হইতে কৃষ্ণ জন্মে ধরা 'পরে।
সেই দিন হ'তে কংস কৃষ্ণ-চিন্তা করে॥
মনে মনে কৃষ্ণরূপ ভাবে অনুক্ষণ।
সর্ব্বদা কৃষ্ণের রূপ করয়ে চিন্তন॥
খাইতে শুইতে কংস চিন্তা করে সার।
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান ভাবে অনিবার॥
অনুক্ষণ বনমালী ভাবে মনে মনে।
কংসরাজ-গতি হেন হ'ল সে কারণে॥
এইরূপে কংসরাজ পাইল মোচন।
পরে তার অষ্ট ভ্রাতা ধাইল তখন॥
কঙ্কণ ন্যগ্রোধ আদি ভাই অষ্টজন।
ভ্রাতৃমৃত্যু হেরি সবে অরুণ-লোচন॥
সাক্ষাতে হেরিয়া সবে রাজার নিধন।
অসিচর্ম্ম ল'য়ে কোপে আইল তখন॥
রাম-কৃষ্ণ দুই জনে করিতে সংহার।
মহাবীরগণ সবে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
মহাকোপে প্রকম্পিত করি কলেবর।
দুই আঁখি রক্তবর্ণ ধায় দৈত্যবর॥
তাহা দরশনে রাম ক্রোধ সহকারে।
মারিল সে দৈত্যগণে অসির প্রহারে॥
ছিন্ন তরু সম সবে ভূমিতলে পড়ে।
মহাবাতে বৃক্ষ যথা সেইমত করে॥
সিংহ যথা মৃগগণে হেলায় সংহারে।
সেইমত বলদেব বধিল সবারে॥
শূন্যপথে দেবগণ আনন্দে মগন।
সবে করে রাশি রাশি পুষ্প বরিষণ॥
বাজিল অমর-বাদ্য আকাশমণ্ডলে।
কত স্তুতি করে তথা দেবতা সকলে॥
অমর-কামিনীগণ নাচিতে লাগিল।
কৃষ্ণগুণ-গানে সবে উন্মত্ত হইল॥
কংসের যতেক রাণী দৈত্যকুলবালা।
দৈত্যবীর মৃত্যু হেরি হইল উতলা॥

সকলে মিলিয়া তারা করে হাহাকার।
বিলাপ করিয়া তারা আসে মল্লাগার ॥

ভাগবত-কথা অতি শ্রবণে সুন্দর।
সুবোধ রচিল গীত শুন সাধু নর ॥

ইতি কংসবধ।

কংসজায়ার বিলাপ

কংসের নিধন জানি, শোকান্বিত হ'য়ে রাণী,
অচেতন পড়ে ভূমিতলে।
কি হইল হায় হায়, প্রাণপতি কোথা যায়,
করাঘাত করে বক্ষঃস্থলে ॥
বল ওহে প্রাণপতি, কি হবে আমার গতি,
একি দশা তোমার হইল।
ওহে মথুরার পতি, কেন তব হেন গতি,
পূর্ণ-শশী রাহু গরাসিল ॥
মহাবীর তোমা সম, তব গুণ অনুপম,
তুমি শান্তমতি সদাশয়।
নিজবলে দুষ্টজনে, শাসিতে হে সর্ব্বক্ষণে,
শিষ্টজনে দিতে হে আশ্রয় ॥
এবে ভূমিতলে পড়ি, দিতেছ হে গড়াগড়ি,
ওহে নাথ মহাবলধর।
ঐশ্বর্য্য অতুল তব, হায় হায় কিবা কব,
ছাড়ি কোথা যাও প্রাণেশ্বর ॥
এস নাথ দেখি মুখ, ঘুচুক মনের দুখ,
তব দাসী জুড়াক জীবন।
ওহে অবলার গতি, করিলে হে কি দুর্গতি,
শোক-সিন্ধু মাঝেতে পতন ॥
কেন যজ্ঞ আরম্ভিলে, কেন কৃষ্ণে নিমন্ত্রিলে,
সেই হেতু হেন অমঙ্গল।
অকালে শমন আসি, তোমায় লইল গ্রাসি,
সব আশা হইল বিফল ॥
ত্যজি পাত্র-বন্ধুজনে, ছাড়িয়া আত্মীয়গণে,
কোথা নাথ করিলে গমন।
পিতা মাতা পত্নী সবে, হেলায় ছাড়িয়া তবে,
কালহস্তে হইলে পতন ॥
তোমার এ রাজ্যধন কারে করি সমর্পণ,
কোথা গেলে ওহে প্রাণেশ্বর।
শূন্য তব সিংহাসন, শূন্য এ রাজভবন,
শূন্যময় সব ভয়ঙ্কর ॥
শূন্য হেরি চারিধার, থাকিতে না পারি আর,
বল মোর কি হবে উপায়।
এত কহি কংসজায়া, শোকাচ্ছন্ন শবকায়া,
চলে সতী যথা কংসরায় ॥
পড়িত তথা ভূমি'পরে, রাণী গিয়া শোকান্তরে,
ধরাতলে পতিত হইল।
শোকান্বিত হ'য়ে অতি, আকুল হইয়া সতী,
মৃত-পতি কোলেতে লইল ॥
শোকে সতী অচেতন, বলে ওহে প্রাণধন,
মোর পানে চাহ একবার।
শোকে পাগলিনী আমি, কোথা গেলে কহ স্বামী,
এ কি ভাব এখনি তোমার ॥
উঠ উঠ হে নৃপতি, দেখহ দাসীর প্রতি,
কহ কথা ওহে প্রাণকান্ত।
মুদিয়া নয়ন দুটি, ধূলায় পড়িলে লুটি,
কেন নাথ হ'লে এত ভ্রান্ত ॥
অশ্রু ঝরে মোর চোখে, পাগলিনী তব শোকে,
কোথা যাবে আমারে ফেলিয়া।
আমারে ছাড়িয়া আজ, তুমি স্বামী কংসরাজ,
একা কোথা যেতেছ চলিয়া ॥
তা কি হ'তে পারে কভু, মোরে সঙ্গে লহ প্রভু,
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ।
এ কি হেরি বিপরীত, মম চিত্ত আকুলিত,
মম দেহে তুমি মাত্র প্রাণ ॥

তুমি নাথ যাবে তবে, এ দেহে কি ফল হবে,
শূন্য দেহে কিবা প্রয়োজন ।
এইরূপে কংসজায়া, শোকেতে আকুল কায়া,
ভূমে পড়ি হয় অচেতন ॥
হেনকালে যদুরায়, ত্বরাগতি তথা ধায়,
সতী প্রতি কহিল তখন ।
শুন দেবি অকারণ, বৃথা কাঁদ অনুক্ষণ,
যাও সতী আপন ভবন ॥
শুন সতি বাক্য সার, কেন কর হাহাকার,
তব পতি উদ্ধার হইল ।
ত্যজ শোক গুণবতি, গোলোকেতে তব পতি,
অনায়াসে গমন করিল ॥
এ ভব-যন্ত্রণা যত, সব হ'ল অপগত,
কেন তুমি করিছ রোদন ।
রোদনে নাহিক ফল, তাহে মাত্র অমঙ্গল,
হিতবাণী করহ শ্রবণ ॥
থাক সতী ধৈর্য্য ধ'রে, যে যেমন কার্য্য করে,
তার ফল ভোগে জীব সবে ।
নিজ কর্ম্ম ভোগমত, ফল পায় জীব যত,
নিশ্চয় কহিনু আমি তবে ॥
কর্ম্মফলে কংসরায়, জীবন ত্যজিয়া যায়,
তুমি কেন হও শোকান্বিত ।
এত কহি জনার্দ্দন, সতীরে তখন কন,
তবে সতী হন আনন্দিত ॥
ভাগবত সার-কথা, সুধার লহরী যথা,
ভক্তিরসে পিয়ে অবিরত ।
সুবোধ-রচিত গান, কর সবে সুধাপান,
হইয়া সে কৃষ্ণ-পদানত ॥

ইতি কংসজায়ার বিলাপ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মাতাপিতা উদ্ধার

শুন নৃপবর কহি অপূর্ব্ব কথন ।
প্রবোধিয়া কংসজায়া নন্দের নন্দন ॥
কংসের সে মৃতদেহ সৎকার করিল ।
নিয়মিত কর্ম্ম যত সম্পন্ন হইল ॥
শ্রাদ্ধ আদি কার্য্য যত করি সমাপন ।
বিধিমতে যত কার্য্য করিল তখন ॥
তারপর যান কৃষ্ণ পিতা মাতা কাছে ।
নিগড়-বন্ধনে যথা তারা প'ড়ে আছে ॥
দেবকী জননী পড়ি ধূলার উপর ।
রোদনে আকুল সদা হইয়া কাতর ॥
হা পুত্র হা পুত্র বলি রোদন নিরত ।
মনে মনে কৃষ্ণচিন্তা করে অবিরত ॥
ত্বরাগতি জনার্দ্দন করিল মোচন ।
মাতা পিতা পদে নতি করিল তখন ॥
দেবকী পুত্রেরে তবে কোলেতে করিল ।
কৃষ্ণের বদন চুম্বি কহিতে লাগিল ॥
ওরে কৃষ্ণধন তোর একি বিবেচনা ।
মা বাপেরে দিলি বাপ এতই যন্ত্রণা ॥
বড়ই নিষ্ঠুর বাপ তোমার হৃদয় ।
কত কষ্ট দিল বাপ কংস দুরাশয় ॥
পেয়েছি যাতনা কত ওরে কৃষ্ণধন ।
কতই ডেকেছি আর করেছি ক্রন্দন ॥
কঠিন জীবন তাই আছয়ে এখন ।
কেবল রেখেছি প্রাণ তোমার কারণ ॥

ওরে বাপ এ কি তোর উচিত বিধান।
আর কি আমারে ছাড়ি যাবি অন্য স্থান ॥
পুনঃ কি মোদের দশা এরূপ হইবে।
পুনঃ কি কাঁদায়ে তুমি অন্যত্র যাইবে ॥
সত্য করি কহ তুমি ওরে বাপধন।
পুনঃ কি যাবি রে তুই সেই বৃন্দাবন ॥
মাতার বচনে হরি কহিল তখন।
শুন গো জননি কহি শাস্ত্রের বচন ॥
মাতা পিতা প্রতি হয় পুত্রের উচিত।
পালন করিবে পুত্র বেদের বিহিত ॥
মাতা পিতা যেই জন পালন না করে।
তার সম পাপী নাই সংসার-ভিতরে ॥
পিতা যে সবার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনে কয়।
পিতা হ'তে মাতা শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥
জননী জঠরে ধরে সন্তান-রতন।
শতগুণে পূজনীয় জননী-চরণ ॥
জননীর স্নেহ হয় জীবন কারণে।
মাতা সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে ॥
হেন মাতা যেই মূঢ় পালন না করে।
সে জন নিশ্চয় যায় নরক-ভিতরে ॥
মাতা সম গুরু আর নাহি কোন জন।
পুত্রের উচিত তাঁর পূজিতে চরণ ॥
অতএব শুন মাতা আমার বচন।
পাইলে অনেক দুঃখ আমার কারণ ॥
জঠরে ধরিয়া মোরে পেলে কত দুখ।
পুত্রের পালনে কিছু না জানিলে সুখ ॥
শৈশবে মাতার ক্রোড়ে সন্তান-রতন।
কত শোভা হয় কিবা আশ্চর্য্য দর্শন ॥
শুন মাতা কহি আমি সাক্ষাতে তোমার।
পিতা-মাতা-ঋণ শোধে হেন সাধ্য কার ॥
বহুযুগ পুত্র যদি হ'য়ে একচিত।
পিতা মাতা সেবে সদা হ'য়ে হরষিত ॥
তথাপি সে ঋণ কভু শোধিতে না পারে।
কহিলাম সার কথা তোমা সবাকারে ॥
যেই দুরাচার পুত্র করিয়া হেলন।
পিতা মাতা সেবা নাহি করে অনুক্ষণ ॥
চরমে দুর্গতি তার কতই যে হয়।
সে দুর্গতি কিরূপেতে কহিব নিশ্চয় ॥
হইনু অধম পুত্র উদরে তোমার।
বহুতর ক্লেশ পেলে কারণে আমার ॥
দুষ্ট দুরাচার কংস দৌরাত্ম্য কারণ।
না পারি করিতে মাতা দুঃখের মোচন ॥
আর এক কথা মাতা জানিবে বিশেষে।
অনুক্ষণ থাকিতাম পরবাসে এসে ॥
সে কারণে বহুক্লেশ পাইলে এখন।
অতএব ক্ষম দোষ ধরি গো চরণ ॥
নিপাত হইল শত্রু আশঙ্কা সকল।
এখন সেবিব তব চরণযুগল ॥
তোমাদের নিকটেতে রব অনুক্ষণ।
নিরন্তর মাতা তব সেবিব চরণ ॥
মাতা পিতা দুই জনে শুনিয়া বচন।
মায়ায় মোহিত তারা হইল তখন ॥
মুগ্ধ হ'য়ে দেবকী সে পুত্র কোলে নিল।
হেরিয়া সে চাঁদমুখ আনন্দে মাতিল ॥
প্রেমানন্দে দুই জনে করয়ে ক্রন্দন।
শ্রীহরির মায়াপাশে হইল বন্ধন ॥
আনন্দেতে দুইজনে কাঁদিতে লাগিল।
নেত্র-জলে দু'জনের হৃদয় ভাসিল ॥
এইরূপে করি হরি সান্ত্বনা প্রদান।
মাতামহ উগ্রসেনে ডাকি ভগবান্ ॥
মৃদুভাষে কহে তবে মাতামহ প্রতি।
পালন করহ রাজ্য তুমি মহামতি ॥
মাতামহ প্রতি হরি বিনয় করিল।
মথুরার সিংহাসনে তারে বসাইল ॥
উগ্রসেনে সিংহাসনে বসায় তখন।
মৃদুভাষে কহে তবে দেবকীনন্দন ॥
শুন কহি মাতামহ বচন আমার।
এই মথুরার রাজ্য তব অধিকার ॥

আমরা সকলে প্রজা তব অধিকারে।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা পালিব এবারে॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি পালিব নিশ্চয়।
আমি তব অনুগত ভৃত্য মহাশয়॥
পালিব তোমার আজ্ঞা শুন হে রাজন।
কি করিবে বল তব অন্য কোন্ জন॥
এত কহি বাসুদেব তাঁরে প্রবোধিল।
সভাজনে একে একে কহিতে লাগিল॥
কংসের কারণে ভীত ছিল যত জন।
সবাকারে কহে হরি প্রবোধ-বচন॥
মিষ্টভাষে সবাকারে সান্ত্বনা করিল।
নৃপগণে কত দেশ হ'তে আনাইল॥
সকল ভূপতিগণে করিয়া সান্ত্বন।
কহিতে লাগিল হরি প্রবোধ-বচন॥
অন্ধক দশাহ বৃষ্ণি মধু যদু আর।
যত জ্ঞাতি ছিল সবে আনে গুণাধার॥
কংসভয়ে সকলেই দেশছাড়া ছিল।
কৃষ্ণের কৃপায় পুনঃ স্বদেশে আইল॥
কৃষ্ণের বচনে সবে আনন্দ-অন্তরে।
আশ্বাস পাইয়া তবে যায় নিজ ঘরে॥
তবে হরি স্নেহ করি যত রাজগণে।
যার যেই বিত্ত দিল আনন্দের সনে॥
মৃদুভাষে সকলেরে কহিল তখন।
সবার রক্ষক আমি জানিও এখন॥
শ্রবণে কৃষ্ণের বাণী সবে আনন্দিত।
কৃষ্ণ-মুখ হেরি সবে হইল মোহিত॥
কোটি কল্পযুগ যোগে যত যোগিগণ।
ইন্দ্র আদি দেবগণ না পান দর্শন॥
সেই হরি কৃপা করি আশ্বাসে সবারে।
অনায়াসে নৃপগণ হেরিল তাঁহারে॥
মথুরানগরবাসী ছিল যত জন।
কৃষ্ণ-মুখশশী সবে করে দরশন॥
মুখপদ্ম দরশনে আনন্দহৃদয়।
শোক তাপ বিদূরিত হয় সমুদয়॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নর পায় যে উদ্ধার॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মাতাপিতা উদ্ধার।

নন্দ-বিদায়

নরবর কহে তবে মুনিবর প্রতি।
হরিকথা তব মুখে মধুময় অতি॥
অপূর্ব্ব সে সব কথা যেন সুধাময়।
পরে কি করিল হরি কহ মহাশয়॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নররায়।
কহিব অপূর্ব্ব কথা এখন তোমায়॥
কংসের বিনাশকারী দেব রমাপতি।
উগ্রসেনে রাজ্য দিল হ'য়ে হর্ষমতি॥
নৃপগণে সযতনে বিদায় করিল।
ব্রাহ্মণগণেরে বহু ধন বিতরিল॥
সকলে গমন করে যে যাহার ঘর।
অতঃপর কহি শুন ওহে নরবর॥
ব্রজবাসী গোপ যত যেতে বৃন্দাবন।
চঞ্চল হইল তবে সবাকার মন॥
কৃষ্ণেরে ডাকিয়া কহে ব্রজ-অধিপতি।
চল নীলমণি এবে গৃহে করি গতি॥
বহু দিন গত এবে শুন বাপধন।
যশোমতী করি আছে পথ নিরীক্ষণ॥
চল বাপ ঘরে যাই বিলম্বে কি ফল।
এখানে থাকিলে হবে বহু অমঙ্গল॥

আমার কপাল মন্দ শুন বাপধন।
এত শীঘ্র বৃন্দাবনে করিব গমন ॥
বলদেব সহ তবে যশোদাকুমার।
সুমধুর বাক্যে কহে পিতারে তাহার ॥
শুন পিতঃ তব পদে করি নিবেদন।
আমরা যে বসুদেব-দেবকী নন্দন ॥
তোমাদের পুত্র নহি জানহ এখন।
যতনে দু'জনে মোরে করিলে পালন ॥
মাতা যশোমতী আর তুমি মহাশয়।
বহু যত্নে পালিলে সে কথা মিথ্যা নয় ॥
স্নেহেতে পালন করে যেই মহাত্মন্।
জন্মদাতা হ'তে গুরু হয় সেইজন ॥
তোমাদের ঋণে বদ্ধ মোরা দুই জন।
শোধিতে তোমার ঋণ নারিব কখন ॥
অতএব কহি পিতা শুনহ এক্ষণে।
কাতর কভু না হবে আমার বচনে ॥
নিজ গৃহে তুমি অদ্য করহ গমন।
কভু না হইও পিতা দুঃখেতে মগন ॥
যে কারণে আইলাম এই মথুরায়।
সেই কথা এবে আমি কহিব তোমায় ॥
স্থির হ'য়ে তাহা তুমি শুন গোপরায়।
জ্ঞাতিগণ শোক-নীরে সবে মগ্নপ্রায় ॥
অতএব কিছুদিন এখানে কাটাব।
জ্ঞাতিগণে প্রবোধিয়া তবে গৃহে যাব ॥
শুন পিতা মোর কথা দুঃখ না করিবে।
আনন্দ অন্তরে মোরে এই আজ্ঞা দিবে ॥
তব আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে নারি কদাচন।
বৃন্দাবন-বনে বাঁধা আছে মম মন ॥
এক তিল ছাড়া আমি নহি বৃন্দাবন।
ব্রজবাসিগণে তুমি করিও সান্ত্বন ॥
ব্রজে গিয়া সবাকারে প্রবোধি কহিবে।
কিছুদিন পরে কৃষ্ণ এখানে আসিবে ॥
এই বাক্যে সবাকার করিবে সন্তোষ।
মোর প্রতি কেহ যেন নাহি করে রোষ ॥
কেহ যেন নাহি কাঁদে আমার কারণ।
সন্তুষ্ট করিবে কহি মধুর বচন ॥
গোপগণ সহ তুমি যাও নিজ ঘর।
অবশ্য যাইব আমি কিছুদিন পর ॥
মনেতে জানিও পিতা তুমি নিরন্তর।
বৃন্দাবনে রহ সদা তুমি গোপেশ্বর ॥
যশোমতী প্রতি পিতা প্রবোধ করিবে।
কোনমতে তাঁরে পিতা কাঁদিতে না দিবে ॥
শোক ত্যজ তুমি পিতা যাও নিজালয়।
আবার যাইব ব্রজে শুনহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বচনে নন্দ বিস্ময় মানিল।
অচেতন ভূমিতলে অমনি পড়িল ॥
ক্ষণপরে চেতনা পাইয়ে গোপবরে।
একেবারে হলো মগ্ন শোকের সাগরে ॥
ঘোর রবে কান্দি কহে নন্দ মহামতি।
ওরে বাপ একি কথা কহ মোর প্রতি ॥
কি কারণে হেন কথা কহ বাপধন।
এস বাপ শীঘ্র কর ব্রজেতে গমন ॥
আমার জীবন তুমি ব্রজের জীবন।
মরিবে যে ব্রজবাসী তোমার কারণ ॥
বৃথা কেন মোরে দাও এতেক যন্ত্রণা।
কেন মোরে কর আর এ বৃথা ছলনা ॥
কেন বা কান্দাও মোরে ওরে যাদুধন।
তোরে ছাড়ি কিরূপেতে ধরিব জীবন ॥
যে দিন হইতে বাপ এসেছ এখানে।
পথপানে চেয়ে আছে যশোদা সেখানে ॥
অনাহারে আছে তোর যশোদা জননী।
এস বাপ চল গৃহে ওরে যাদুমণি ॥
চল বাপ গৃহে চল ক'র না ছলনা।
কি লাভ হইবে মোরে দিলে এ যন্ত্রণা ॥
এত কহি নন্দগোপ কান্দে উচ্চরবে।
কৃষ্ণ কহে ওগো পিতা শুন কহি তবে ॥
কেন তুমি বৃথা আর করিছ ক্রন্দন।
কিছুদিন আর নাহি যাব বৃন্দাবন ॥

শুন পিতা নন্দরাজ মম বাক্য সার।
অনিত্য জানিবে এই জগত সংসার॥
ক্ষণেকের তরে জীব জানিবে সকলে।
সব অন্ধকার দেখে নয়ন মুদিলে॥
মায়ায় মোহিত যত জগতের জন।
মায়াতে জানিবে এই জগৎ সৃজন॥
তবে কেন গোপপতি শোকে মুগ্ধ হও।
তত্ত্বজ্ঞান মহামতি মম পাশে লও॥
কিছুতেই নন্দ-গোপ প্রবোধ না মানে।
শোকাকুল হ'য়ে কাঁদে কৃষ্ণ-সন্নিধানে॥
বলে কৃষ্ণ একি কথা কহিলে আমারে।
শেল সম তব বাক্যে হৃদয় বিদরে॥
তোমা বিনা ব্রজবাসী সকলে মরিবে।
মরিবে সে যশোমতী যেমন শুনিবে॥
কি ব'লে তাহারে আমি প্রবোধ করিব।
কেমনে এখানে কৃষ্ণ তোরে ছেড়ে যাব॥
যশোমতী তোর লাগি জীবন ত্যজিবে।
কিরূপেতে তোর প্রাণ স্থির হ'য়ে রবে॥
পিতা-মাতা-বধভাগী হবি রে নিশ্চয়।
মহাপাপে হবে মগ্ন কহিনু তোমায়॥
অতএব কেন কৃষ্ণ করিছ এমন।
ব্রজে চল ব্রজবাসী রাখহ জীবন॥
এস বাপ কোলে করি লইব তোমায়।
অভিমানে মত্ত কেন ওহে ব্রজরায়॥
গোঠে না পাঠাব আর সহিত রাখাল।
ঘরে বসি রবে তুমি শুন রে গোপাল॥
এত বলি নন্দ তবে শ্রীদামেরে কয়।
একবার তুমি ডাক আসিবে নিশ্চয়॥
না শোনে আমার বাক্য ব্রজের রতন।
মিষ্টবাক্যে কৃষ্ণধনে করহ সান্ত্বন॥
শ্রীদাম কৃষ্ণেরে তবে কহিল বচন।
ওহে সখা শীঘ্র ব্রজে চলহ এখন॥
তব পিতা শোকাকুল তোমার কারণে।
আমরা রাখালগণ আকুল পরাণে॥
চল শীঘ্র ব্রজে চল ব্রজের জীবন।
বিলম্ব এখানে আর নাহি প্রয়োজন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে শ্রীদাম বচনে।
কেন সখা বৃথা শোক করিছ এক্ষণে॥
ব্রজে নাহি যাব আর জানিবে নিশ্চয়।
সবে মিলে বৃন্দাবনে যাও এ সময়॥
এখানে বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
দ্রুতগতি কর গতি সেই বৃন্দাবন॥
সে কথা শুনিয়া তবে নন্দগোপ রায়।
অচেতন শূন্যদেহে পড়িল ধরায়॥
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে করয়ে ক্রন্দন।
বলে কেন শিরে বজ্র না হ'লো পতন॥
কেন না আকাশ ভাঙ্গি মস্তকে পড়িল।
কেন না এ হুতাশনে মোরে পোড়াইল॥
কেন না বিষম ফণী করিল দংশন।
তাহলে বিষম জ্বালা না হ'ত ঘটন॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জ্বালা কেমনে সহিব।
এখনি যমুনা জলে জীবন ত্যজিব॥
এত কহি নন্দ বক্ষে করাঘাত হানে।
কাঁদে আর ঘন ঘন চায় কৃষ্ণ পানে॥
বেগে ধেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিল তখন।
ওরে বাপ চল ব্রজে আমার জীবন॥
কৃষ্ণ বলে শুন পিতা বেদের বচন।
কেবা পিতা কেবা মাতা পুত্র কোন্‌জন॥
কেবল জানিবে মাত্র ঈশ্বরের লীলা।
এইরূপে জীবগণে লয়ে করে খেলা॥
কেহ কার নয় পিতা জানিবে নিশ্চয়।
কেবল ঈশ্বর-মায়া কহি যে তোমায়॥
যেমন নিশাতে এক বৃক্ষের উপর।
নানাজাতি পক্ষী রহে হ'য়ে একত্তর॥
প্রভাতে সকলে তারা দশদিক ধায়।
সেইমত পরিবার জানিবে সবায়॥
কর্ম্মফল মত সব জীবে দেহ পায়।
ভুঞ্জিয়া আপন ফল সবে চলি যায়॥

যে যেমন কর্ম্ম করে তার সেই ফল।
কর্ম্ম অনুসারে জন্ম লভয়ে সকল॥
বিষয়ে উন্মত্ত হয়ে যত জীবগণ।
না পারে কাটিতে ঘোর মায়ার বন্ধন॥
মায়াপাশে বদ্ধ জীব আছয়ে সতত।
স্বজন-বিচ্ছেদে তাই হয় জ্ঞানহত॥
বিচ্ছেদে অনেক জীব হারায় চেতন।
তবে কেন মিছে মায়া করিছ এখন॥
জ্ঞানহীন জন হয় মায়াতে মোহিত।
বিজ্ঞজনে কভু নাহি হয় বিমোহিত॥
সেই জন হয় জ্ঞানী শুন গোপেশ্বর।
মম প্রতি তার ভক্তি রহে নিরন্তর॥
পুত্র পরিবারে তার নাহি মায়ালেশ।
স্বজন-বিরহে তার নাহি হয় ক্লেশ॥
সে কেবল মম পদ করয়ে চিন্তন।
অতএব শুন কহি তোমারে এখন॥
আমি জগতের পতি জগত-কারণ।
আমা হ'তে হইয়াছে এ বিশ্ব সৃজন॥
আমার আজ্ঞাতে বায়ু বহে অবিরত।
দিবাকর দেয় কর মম আজ্ঞামত॥
নিশাকর রয় সদা আমার অধীনে।
মেঘেতে বরিষে বারি আমার কারণে॥
অনলে দাহিকা শক্তি সেও আমা হ'তে।
কালেতে সংহারে জীব মম আজ্ঞামতে॥
আমি সকলের মূল জানিবে নিশ্চয়।
সাগরাদি ধরাধর আমি সর্ব্বময়॥
আমি ছাড়া নহে কিছু শুন গোপপতি।
সপ্ত স্বর্গ রসাতল আমাতেই স্থিতি॥
গোলোকে আমার বাস জানিবে নিশ্চয়।
শ্রীরাধিকা প্রাণেশ্বরী আমার যে হয়॥
সেই সতী গুণবতী নিজ কর্ম্মফলে।
শ্রীদামের অভিশাপে এল ধরাতলে॥
বৃষভানু-কন্যা এই রাধিকা সুন্দরী।
পুণ্য বৃন্দাবনে দেবী হয় অবতরি॥
শতবর্ষ তাঁর সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে।
সে কারণে বৃন্দাবন নিশ্চয় জানিবে॥
অতএব ব্রজে আমি না যাব এখন।
যতদিন পৃথ্বীভার না করি হরণ॥
পৃথিবীর মহাভার হরণ করিব।
বৃন্দাবনে পুনর্ব্বার তবে আমি যাব॥
সেইকালে সকলেরে দিব দরশন।
মাতা যশোমতী আর যত গোপগণ॥
সকলে লইব আমি সঙ্গেতে করিয়ে।
থাকিব পরম সুখে গোলোকেতে গিয়ে॥
সুখেতে গোলোকে দেখা দিব সবাকারে।
এখন গমন কর আপনার ঘরে॥
যশোদায় কহিবে যে এ সব বচন।
যেন বৃথা শোকে আর না করে রোদন॥
প্রবোধ করিবে তাঁরে ওহে মহামতি।
ব্রজবাসিগণে ল'য়ে কর ব্রজে গতি॥
সকল জীবেতে মোর জানিবে আশ্রয়।
মম আত্মা সর্ব্ব জীবে লিপ্ত সদা রয়॥
আমার অংশেতে হয় প্রকৃতি উৎপত্তি।
আমারে জানিবে তুমি সবাকার গতি॥
আমারে জানিবে তুমি পুরুষ-প্রধান।
সেইমত রাধাসতী প্রকৃতি-বিধান॥
পরম-ঈশ্বরী সেই রাধা বিনোদিনী।
তোমারে কহিনু আমি সব তত্ত্ববাণী॥
আর শুন কহি আমি তোমারে এখন।
এই ধরা পুনঃ জলে হইবে মগন॥
মহা প্রলয়েতে ধরা বিলুপ্ত হইবে।
আসিয়ে সকল জীব আমাতে মিশিবে॥
মিথ্যা এ সংসার মাত্র সকলি অসার।
ক্ষণেকের তরে ইহা নহে কিছু সার॥
কেবল আমারে সত্য জানিবে নির্ম্মল।
তন্ত্র মন্ত্র জপ সদা হইবে মঙ্গল॥
যে জন আমারে ভজে আনন্দিত মনে।
পায় সে পরম পদ গোলোক গমনে॥

সেইজন চিরজীবী জানিবে নিশ্চয় ।
কোনকালে সেই জনে মৃত্যু নাহি হয় ॥
মম ভক্তজনে আমি রাখি সর্ব্বক্ষণ ।
তার রক্ষা হেতু সঙ্গে থাকে সুদর্শন ॥
জন্ম মৃত্যু শোক জরা তার নাহি ঘটে ।
সর্ব্বসুখী সেই হয় না পড়ে সঙ্কটে ॥
গোলোকে পুলকে রহে মম অনুগত ।
মম পদ সদা সেবে কহিনু নিশ্চিত ॥
তুমি মম ভক্ত হও সবার প্রধান ।
মম ভক্ত নাহি আর তোমার সমান ॥
সবাকার শ্রেষ্ঠ তুমি এই ধরাতলে ।
তোমারে রক্ষিব আমি অতি কুতূহলে ॥
আমি তব পুত্র নহি শুন গোপপতি ।
তোমাদের প্রভু আমি দেব বিশ্বপতি ॥
তুমি পিতা নহ মম শুন সারোদ্ধার ।
মাতা নহে যশোমতী জানিবে আমার ॥
মায়া হেতু মম প্রতি ওহে গোপেশ্বর ।
বাৎসল্য স্নেহেতে বদ্ধ কেন নিরন্তর ॥
পুত্র ভাব ছাড়ি মোরে করহ সেবন ।
সবার ঈশ্বর আমি দেব নারায়ণ ॥
মায়াকূপে পড়ে তুমি রয়েছ নিয়ত ।
পুত্র-ভাব ভাবি কেন হও ধর্ম্মহত ॥
কহিনু তোমারে পিতা মুক্তির উপায় ।
মায়া-পাশ ছিন্ন কর ভাবহ আমায় ॥
কর্ম্মফলে যাবে তুমি বৈকুণ্ঠ-নগরে ।
পাইবে অভয় পদ কহিনু তোমারে ॥
গোপ-গোপীগণে তুমি কহিবে সকল ।
পাইবে পরম পদ হইবে মঙ্গল ॥
প্রবোধ করিবে সবে বাক্যেতে আমার ।
সবে দিব মুক্তিপদ কহিলাম সার ॥
নন্দগোপ কহে তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ।
দেহ মোরে জ্ঞানদান ওহে মহামতি ॥
কহ উপদেশ কথা ওহে সারোদ্ধার ।
কিরূপে আমার তবে হইবে উদ্ধার ॥
কিরূপে ভজিব আমি কহ উপদেশ ।
তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি ওহে হৃষীকেশ ॥
কিরূপে পাইব মুক্তি মুক্তির কারণ ।
সার কথা কহ মোরে দেব নারায়ণ ॥
নন্দের বচনে তবে রাধিকার প্রতি ।
কহে কিছু জ্ঞানযোগ হ'য়ে হর্ষমতি ॥

সুবোধ-রচিত গীত অতি মনোহর ।
স্থির চিত্তে জ্ঞানী জন শুন নিরন্তর ॥

ইতি নন্দ-বিদায়

নন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানযোগ কথন ।

শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন ।
অতঃপর কহি আমি অপূর্ব্ব কথন ॥
শ্রীহরি কহেন শুন গোপের ঈশ্বর ।
জ্ঞান উপদেশ কহি শুন অতঃপর ॥
এই যে দেখিছ তুমি অনন্ত সংসার ।
অনিত্য জানিবে সব নাহি কিছু সার ॥
মায়াময় এ জগত জলবিম্ব প্রায় ।
ক্ষণস্থায়ী হয় ইহা ক্ষণে লোপ পায় ॥
সেইমত এ জগত মনেতে জানিবে ।
মোহময় ইহা হয় শুন কহি তবে ॥
মায়াতে মোহিত জীব রহে অনুক্ষণ ।
মায়াতীতে সত্যজ্ঞান করে সর্ব্বজন ॥

এই যে দেখিছ দেহ কিছুই এ নয়।
নিশ্চয় জানিও ইহা পঞ্চভূতময় ॥
পদ্মপত্রে জল যথা টলমল করে।
জীবেতে জীবন মাত্র সেইরূপ ধরে ॥
যখন সে প্রাণবায়ু করে পলায়ন।
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে জানিবে তখন ॥
সকলেই মায়াবশে হয় হীনমতি।
তাহাতে জীবের হয় অশেষ দুর্গতি ॥
দেহের কারণ হয় আত্মা সর্ব্বময়।
অপর সকল যাহা আমাতে আশ্রয় ॥
আমি যদি দেহ ছাড়ি যাই স্থানান্তরে।
তখনই জীবগণ শূন্য দেহ ধরে ॥
মৃত হেতু সকলেতে করে হেয়জ্ঞান।
কহিনু তোমারে আমি প্রকৃতি-বিধান ॥
ওহে নন্দ শুন তুমি আমার বচন।
যখন না রহে দেহে জীবের জীবন ॥
এই পঞ্চভূত দেহ অচল যে হয়।
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে লীন হ'য়ে রয় ॥
বিনাশ-কারণ আমি জানিবে নিশ্চয়।
বিপরীত ভাব জীব মোহে বশ হয় ॥
শোকে হয় রত জীব মোহের কারণ।
শোকে বিপরীত হয় নির্ব্বোধ যে জন ॥
জ্ঞানী জন শোকহীন ওগো মহামতি।
শোক নাহি করে সেই হয় সাধুমতি ॥
সব কথা কহিলাম তোমারে এখন।
অপরে শুনহ পিতা জ্ঞানের কথন ॥
ষড়রিপু হ'তে হয় অধর্ম্ম সঞ্চয়।
নির্ব্বোধ জনেতে করে তাদের আশ্রয় ॥
রিপুবশে অনুক্ষণ দুষ্কর্ম্মেতে রত।
অধর্ম্ম অর্জ্জয়ে তারা জানিবে নিয়ত ॥
ক্ষমা শান্তি দয়া যত অধর্ম্মে আশ্রয়।
ইহারা সকল জীবে ধর্ম্মপথে লয় ॥
নির্ব্বাণ জানিবে এই প্রকৃতি সকলে।
এ দেহ আশ্রয়ে জীব থাকয়ে কুশলে ॥
আমি সর্ব্বময় তুমি জানিও মনেতে।
ব্রহ্মা শিব আদি জন্ম জানিবে আমাতে ॥
আমার সকল অংশ ওহে ব্রজরায়।
আমাতেই সৃষ্টি স্থিতি আমাতেই লয় ॥
জরামৃত্যু আদি আমি কহি যে তোমারে।
অতএব ভাব পিতা একান্ত আমারে ॥
মম ভক্ত যেবা নয় শুন পিতা নন্দ।
না হয় কুশল তার করে কার্য্য মন্দ ॥
যারা সদা ভক্তিযুক্ত রহে মোর প্রতি।
রিপুবশ নহে তারা শুন মহামতি ॥
হীন কার্য্যে তাহাদের নাহি রহে মন।
হীন কর্ম্মে যথা তথা না করে গমন ॥
মম ভক্ত সদা করে আমার সাধন।
লভয়ে পরম জ্ঞান তারা সর্ব্বক্ষণ ॥
শ্রীমধুসূদন-মন্ত্র জপ অবিরত।
তাহাতে হইবে সিদ্ধ কহিনু নিশ্চিত ॥
এই মন্ত্র একান্তে জপিবে অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইবে মুক্তি বেদের বচন ॥
এই মন্ত্র জপি যোগী আদি মুনিচয়।
সিদ্ধ হয় সকলেতে কহিনু নিশ্চয় ॥
শুনিলে কৃষ্ণের কথা নন্দ মহামতি।
অন্তরে হইল তার জ্ঞানের উৎপত্তি ॥
তবে নন্দরাজ হয়ে সচঞ্চল মন।
গোপগণ সহ সবে করিল গমন ॥
ব্রজধামে যান সবে আকুল-অন্তর।
ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর ॥

সুবোধ রচিল গীত রাখি কৃষ্ণে মতি।
ভাগবত শুন হবে গোলোকেতে গতি ॥

ইতি নন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানযোগ কথন।

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গুরুগৃহে বাস ও গুরুদক্ষিণা।

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
কোন্ লীলা মথুরাতে হইল তখন॥
নন্দঘোষে প্রবোধিয়া সান্ত্বনা করিল।
নন্দ নিরানন্দ মনে বৃন্দাবনে গেল॥
তবে বসুদেব হৈল আনন্দে মগন।
সংস্কার করিতে ইচ্ছা করিল তখন॥
গর্গাচার্য্য দ্বিজগণ আনাইয়া কত।
উচিত সংস্কার উভে দেন মনোমত॥
মধুপুরে মহোৎসব হয় সেইকালে।
উপনয়নাদি কার্য্য হয় কুতূহলে॥
অগণন ধেনুগণ দ্বিজগণে পায়।
স্বর্ণ রৌপ্য দেয় কত সংখ্যা নাহি তায়॥
বিধিমতে করে সবে কার্য্য সমাধান।
অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব আখ্যান॥
দ্বিজত্ব করিলা লাভ ভাই দুই জন।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তাঁরা করিলা ধারণ॥
পরম ঈশ্বর তাঁরা মায়ায় আপন।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সব করিয়া গোপন॥
সর্ব্বজ্ঞ মহান্ যাঁরা জন্মিয়া ধরায়।
এইরূপে নরলীলা করিছে স্বেচ্ছায়॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই বিচারিল মনে।
পাঠার্থী হইয়া গেল গুরুর ভবনে॥
অবন্তীনগরে ধাম সান্দীপনি নাম।
পড়িবারে তথা যান কৃষ্ণ-বলরাম॥
যাইয়া দ্বিজের পদে প্রণতি করিল।
বিবরণ-কথা সব তাঁরে নিবেদিল॥
শ্রবণে সানন্দচিত্ত মুনি মহাশয়।
শিখাইল বহুবিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়॥
মনের হরষে তবে ভাই দুই জন।
শিখিল বিবিধ বিদ্যা আনন্দিত-মন॥
তবে গুরুপদে দোঁহে প্রণাম করিল।
মৃদুভাবে মুনি প্রতি কহিতে লাগিল॥
ওগো গুরু মহামতি করি নিবেদন।
তোমার কৃপায় মোরা ভাই দুইজন॥
শিখিনু বিবিধ বিদ্যা তোমার প্রসাদে।
গৃহেতে যাইব এবে মনের আহ্লাদে॥
বহুদিন গৃহছাড়া শুন মহাশয়।
মাতাপিতা আছে অতি দুঃখিত হৃদয়॥
অতএব মাগি লহ দক্ষিণা এখন।
শীঘ্রগতি গৃহে মোরা করিব গমন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি তবে মুনিবর।
গৃহিণীর পাশে ধায় আনন্দ-অন্তর॥
নিভৃতে মন্ত্রণা তবে করি দুই জনে।
কৃষ্ণের নিকটে আসে সহাস্য বদনে॥
পরম-কারণ কৃষ্ণ জানিয়া অন্তরে।
কহিতে লাগিল মুনি তাঁদের গোচরে॥
শুন বাপ রাম-কৃষ্ণ আমার বচন।
তোমাদেরে হেরে সুখী ছিনু দুই জন॥
এবে গৃহে যাবে বাপু মোদের ছাড়িয়া।
কিরূপে রহিব বাপু জীবন ধরিয়া॥
সবে মাত্র ছিল পুত্র একটি রতন।
সমুদ্রে মরিল সেই আমার নন্দন॥
সেই শোকে নিরানন্দ অন্তর আমার।
এখন কেবল মাত্র রোদন যে সার॥
অতএব শুন বাপু আমার বচন।
দক্ষিণা প্রদানে যদি থাকে তব মন॥
মৃত পুত্র আনি দিতে পার যদি মোরে।
তবে সে দক্ষিণা লব তোমার গোচরে॥
সম্ভব তোমার ইহা কহিনু এমন।
অন্যের সাধ্যেতে তাহা নহে বাছাধন॥
নতুবা দক্ষিণা মোর প্রয়োজন নাই।
আনন্দেতে গৃহে চলি যাও দুই ভাই॥
শ্রীহরি গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া।
স্বীকার করিল তবে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া॥

গুরুরে প্রণমি হরি করিল গমন।
প্রভাস সাগর তীরে দিলা দরশন॥
রথ হ'তে নামি হরি সাগরের তীরে।
ক্ষণকাল অবস্থান করে সেথা ধীরে॥
আরক্ত নয়নে দৃষ্টি করে যদুরায়।
তাহা দরশনে সিন্ধু কম্পিত সেথায়॥
ভয়েতে আকুল সিন্ধু সুচিন্তিত মন।
করযোড়ে কৃষ্ণ-পাশে আইল তখন॥
মৃদুভাষে হরি-পাশে কহিতে লাগিল।
কহ প্রভু এ দাসের কি দোষ ঘটিল॥
কি কার্য্য সাধিব নাথ কর অনুমতি।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব সম্প্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সিন্ধু শুন বাক্য সার।
শীঘ্র আনি দেহ মোরে গুরুর কুমার॥
মম গুরুপুত্র তুমি করেছ সংহার।
তাহা দিলে তবে তব হইবে নিস্তার॥
নতুবা আমার হস্তে দুর্গতি সাধন।
এখন উচিত যাহা করহ পালন॥
রত্নাকর থর থর কাঁপিল অন্তরে।
কৃষ্ণের বচন শুনি অতীব কাতরে॥
কহিতে লাগিল সিন্ধু যুড়ি দুই হাত।
মম দোষ নাহি কিছু শুন যদুনাথ॥
মম গর্ভে মহাদৈত্য আছে একজন।
পঞ্চজন নাম তার শুন নারায়ণ॥
শঙ্খরূপে আছে এই জলের মাঝারে।
তব গুরুপুত্রে দেব সেই দুষ্ট মারে॥
অতএব মম প্রতি ত্যজ যত রোষ।
নিশ্চয় জানিবে মম নাহি কোন দোষ॥
সাগরের বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধে হরি জলমাঝে করিল গমন॥
সাগরের মধ্যে হরি প্রবেশ করিল।
মহাক্রোধে সেই দৈত্যে অমনি ধরিল॥
মুষ্ট্যাঘাত করি তার বধিল জীবন।
মহাশব্দে দৈত্যেবর হইল পতন॥
সুদর্শনে ফেলে তার উদর চিরিয়া।
তাহার মধ্যেতে গুরুপুত্রে না হেরিয়া॥
সেই মৃত দেহ ল'য়ে করিল গমন।
জল হ'তে শীঘ্র রথে করে আরোহণ॥
অঙ্গজাত শঙ্খ তার করিয়া গ্রহণ।
পাঞ্চজন্য নামে তারে লয় নারায়ণ॥
সংযমনী নাম্নী পুরী যমের ভবন।
গুরুপুত্র খুঁজিবারে যান নারায়ণ॥
বেগেতে ধাইল রথ শমন-নগর।
শঙ্খধ্বনি করিলেন দেব দামোদর॥
শুনি সে শঙ্খের ধ্বনি শমন তখন।
সত্বর আইল যথা দেব নারায়ণ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সে শমন আইল।
ভূমিতলে পড়ি হরিপদে প্রণমিল॥
আদরে বসায় তবে রতন আসনে।
করিল বিবিধ পূজা অতি সযতনে॥
বহু স্তব করে তবে দেবতা শমন।
সকল ভূতের তুমি আশ্রয় কারণ॥
ওহে দেব সর্ব্বসার সবার আশ্রয়।
সর্ব্বাধার গুণাকর ওহে দয়াময়॥
অবনীর ভার দেব করিতে হরণ।
মায়াতে মানবরূপ করিলে ধারণ॥
দুষ্টের দমনকারী পাল শিষ্টজনে।
অধীনের দোষ যত ক্ষমহ এক্ষণে॥
সার্থক জনম মম সফল জীবন।
মম বাসে আগমন কহ কি কারণ॥
পবিত্র হইল পুরী তব পদার্পণে।
কি কার্য্য করিব দেব বলহ এক্ষণে॥
এ দাসেরে কৃপাময় কহ কৃপা করি।
এখনি পালিব তব আজ্ঞা ওহে হরি॥
শমনের বাক্যে তবে দেবকী-নন্দন।
মৃদুভাষে কহে শুন আমার বচন॥
গুরুপুত্রে শীঘ্র করি আনি দেহ মোরে।
বিলম্ব না সহে আমি কহিনু সত্বরে॥

যদ্যপি সে আপনার কর্ম্মের কারণ।
কালপ্রাপ্তে আসিয়াছে তোমার সদন ॥
তথাপি বাঁচাও তারে আমার বচন।
এই কার্য্য হেতু মোর হেথা আগমন ॥
শুনিয়া অমনি যায় যম দণ্ডধর।
গুরুপুত্রে উপস্থিত করে অতঃপর ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আসি পড়িল তখন।
নারায়ণে হেরি যম আনন্দে মগন ॥
শমনে প্রবোধ হরি অনেক করিল।
গুরুপুত্র ল'য়ে হরি রথে আরোহিল ॥
আনন্দে চলিল হরি অবন্তীনগর।
উপনীত গুরুবাসে হইল সত্বর ॥
পুত্র দিয়া গুরুপদে প্রণাম করিল।
পুত্রেরে পাইয়া মুনি বিস্ময় মানিল ॥
পুত্র পেয়ে মুনিবর আনন্দ-অন্তর।
কৃষ্ণ-বলরাম প্রতি করিল উত্তর ॥
গুরুর দক্ষিণা যাহা করিলে প্রদান।
তাহাতেই হইয়াছি আমি ভাগ্যবান্ ॥
আর এক কথা বলি শুন বাপধন।
তোমাদের শিক্ষাগুরু হইনু এখন ॥
এ হ'তে কি হবে আর মম ভাগ্যোদয়।
অধ্যাপনা সিদ্ধ আজ আমার নিশ্চয় ॥
কি আর বলিব বাপ সাক্ষাতে তোমার।
এ হেন দক্ষিণা পায় হেন সাধ্য কার ॥
যে লাভ হইল মোর পড়ায়ে তোমারে।
সেই কথা এক মুখে কে বলিতে পারে ॥
রহিল অদ্ভুত কীর্ত্তি জগৎ ভিতরে।
এখন গৃহেতে যাও তোমরা সত্বরে ॥
সিদ্ধ মনোরথ মম হ'ল এতক্ষণে।
আমি গুরু পবিত্র হে তোমা দরশনে ॥
যাও গৃহে দুই ভাই আনন্দিত মনে।
তোমদের যশ যেন রটে ত্রিভুবনে ॥
গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি ভাই দুই জন।
ত্বরাগতি রথোপরি করে আরোহণ ॥
মথুরার পথে তবে গমন করিল।
পবন গতিতে রথ অমনি চলিল ॥
উপনীত হ'ল রথ মথুরানগরে।
করিলেন শঙ্খধ্বনি আনন্দ অন্তরে ॥
শ্রবণে সে ধ্বনি তবে যত প্রজাগণ।
রাম-কৃষ্ণ দরশনে করিল গমন ॥
পিতা মাতা দরশনে হ'য়ে আনন্দিত।
প্রণমে চরণে তবে হ'য়ে পুলকিত ॥
পিতা মাতা সুখী অতি পুত্র দরশনে।
সুবোধ রচিল গীত শোন ভক্তি মনে ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গুরুগৃহে বাস ও গুরুদক্ষিণা।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধবের ব্রজে আগমন।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
পরে শুন হরিকথা সুমধুর অতি ॥
মথুরায় সুখে বাস করে নীলমণি।
বৃন্দাবনে কাঁদে গোপ যতেক রমণী ॥
নন্দ আদি গোপ যত কৃষ্ণের কারণ।
শব সম সকলেতে ভূতলে পতন ॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ মাত্র শব্দ শুনা যায়।
কৃষ্ণের বিরহে সবে পাগলের প্রায় ॥

মথুরায় থাকি হরি সকলি জানিল।
প্রবোধিতে গোপগণে মনেতে ভাবিল ॥
বৃহস্পতি-শিষ্য ছিল নামেতে উদ্ধব।
বুদ্ধিতে সবার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের বান্ধব ॥
সেই সখা উদ্ধবেরে ডাকি নারায়ণ।
কহিতে লাগিল তবে সুমিষ্ট বচন ॥
তুমি মন্ত্রী হে উদ্ধব মম প্রিয় অতি।
বুদ্ধির সাগর তুমি শুন মহামতি ॥
তোমা হ'তে প্রিয় সখা আছে কোন্ জন।
তোমা ভিন্ন হেন কার্য্য না হবে সাধন ॥
অতএব যাও তুমি সেই বৃন্দাবন।
কহিবে কুশল-বাণী শুনহ বচন ॥
ব্রজবাসী আছে যত গোপ-গোপীগণ।
নন্দ যশোমতী আদি আছে যত জন ॥
প্রিয়ভাষে সবাকারে সন্তুষ্ট করিবে।
আমার বারতা তুমি সকলে কহিবে ॥
গোকুল হইতে যবে আসি মথুরায়।
কহিলাম সবা কাছে ফিরিব ত্বরায় ॥
সেই আশা বুকে ল'য়ে গোপ-গোপীগণ।
আমার প্রতীক্ষা তারা করে অনুক্ষণ ॥
ব্রজ-আহীরিণী যত শোকার্ত্ত হৃদয়ে।
আমার কারণে আছে মৃতপ্রায় হ'য়ে ॥
ব্যাকুল অন্তরে সবে করিছে ক্রন্দন।
কুলধর্ম্ম ত্যজে তারা আমার কারণ ॥
গৃহ ধন পরিজন সকলি ছাড়িল।
একচিত্ত হ'য়ে সবে আমারে ভজিল ॥
গৃহ পরিজন তারা সব পরিহরি।
লোকের গঞ্জনা মনে তাহা তুচ্ছ করি ॥
একান্ত হইয়া করে আমার ভজন।
ত্যজিবারে পারে প্রাণ আমার কারণ ॥
আমার বিরহানলে অবিরত জ্বলে।
অধৈর্য্য অন্তরে সদা আছয়ে সকলে ॥
ছাড়িয়া সে গোপীগণে আসি এ নগরে।
অতএব সেই দুঃখ কিরূপে পাসরে ॥
দিবানিশি শোকানলে জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
আমার কারণ মাত্র আছয়ে জীবন ॥
মম নাম স্মরি মাত্র জীবিত সকল।
আমার কারণে সবে শোকেতে বিহ্বল ॥
সর্ব্বদাই নেত্র-জল হ'তেছে পতন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করিছে ক্রন্দন ॥
অতএব যাও শীঘ্র ব্রজের মাঝারে।
আমার কুশল-বার্ত্তা জানাও সবারে ॥
সকলে সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ করিবে।
ত্যজ শোক হেথা কৃষ্ণ সত্বরে আসিবে ॥
এইরূপ বাক্যে সবে করিবে সান্ত্বনা।
তাহে কিছু স্থির হবে যত ব্রজাঙ্গনা ॥
ওহে প্রাণসখা তুমি করহ গমন।
অন্যে না পারিবে ইহা করিতে সাধন ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে উদ্ধব চলিল।
দেব-রথোপরি তথা সুখে আরোহিল ॥
চলিলেন বৃন্দাবনে আনন্দিত মন।
নন্দ-ব্রজে উপনীত হইল তখন ॥
হেরিল গোকুল-শোভা অতি মনোহর।
হাম্বারবে ধেনুগণ ধাইছে সত্বর ॥
অগণন বৃষগণ খেলে কুতূহলে।
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে বৎসগণ ফিরিছে সকলে ॥
ধেনু যত তৃষান্বিত চারিদিকে ধায়।
লম্ফ দিয়া চারিদিকে বেগে চলি যায় ॥
এইরূপে ধেনু যত খেলে অবিরত।
দোহন করয়ে দুগ্ধ গোপগণ যত ॥
কৃষ্ণগুণ-গানে মত্ত ব্রজবাসিগণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব মাত্র হয় যে শ্রবণ ॥
বনশোভা মনোলোভা দরশন করে।
নানাজাতি পুষ্প সব ফুটে থরে থরে ॥
বসিয়া শাখীর শাখে কত পাখীগুলি।
অবিরত করে তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি ॥
অলিকুল বে-আকুল পুষ্প-মধুপানে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত তারা হরিগুণ-গানে ॥

সরোবর-জল শোভে শ্বেত-পদ্ম-দলে।
হংস কারণ্ডব আসি খেলে কুতূহলে ॥
এইরূপ কত শোভা উদ্ধব দেখিল।
বৃন্দাবন-শোভা হেরি মোহিত হইল ॥
তদন্তরে নন্দালয়ে করিল গমন।
দূরে উদ্ধবেরে নন্দ করে নিরীক্ষণ ॥
দ্বিতীয় কৃষ্ণের রূপ কৃষ্ণের আকার।
দরশনে নন্দ তবে মানে চমৎকার ॥
কৃষ্ণ-অনুচর বলি মনে ভাবে সবে।
নন্দ মহাপ্রীত হয় হেরিয়া উদ্ধবে ॥
কতক্ষণে নন্দ তবে করিয়া বিনয়।
উদ্ধবের প্রতি অতি মিষ্টভাষে কয় ॥
কৃষ্ণ-পিতা নন্দ আমি শুনহ বচন।
কৃপা করি হেথা তুমি কর আগমন ॥
কৃষ্ণ-সখা তুমি তাহা জানিনু বিশেষ।
কৃষ্ণ বিনা আমাদের যন্ত্রণা অশেষ ॥
এত কহি পাদ্য অর্ঘ্য দিল সেই ক্ষণ।
আসনে বসায়ে করে চামর ব্যজন ॥
পথশ্রান্তি দূর করি করিল ভোজন।
সুকোমল শয্যা ’পরে করিল শয়ন ॥
হেনরূপে উদ্ধব সে শ্রান্তি করি দূর।
নন্দের সেবনে সুখ পাইল প্রচুর ॥
পরে নন্দ উদ্ধবেরে কহিল তখন।
মথুরা-কুশল-বার্ত্তা কহ তপোধন ॥
বসুদেব কি প্রকারে আছেন কুশলে।
দেবকী কেমন তথা আছে কুতূহলে ॥
কৃষ্ণ বলরাম মম আছে কি প্রকারে।
সেই কথা মোরে সত্য কহ এইবারে ॥
দুরাচার কংস কত কুকার্য্য করিল।
আপনার পাপে দুষ্ট আপনি মরিল ॥
আপনার দোষে দুষ্ট আপনি নিধন।
যদুকুল-অরি সেই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
কহ সে উদ্ধব মোরে বিশেষ করিয়া।
কেমন আছয়ে কৃষ্ণ মোরে না দেখিয়া ॥
আর কি আমারে মনে করে বাছাধন।
আমারে কি করে কৃষ্ণ কখন স্মরণ ॥
মাতা যশোমতী বলি মনে আছে তার।
বলহ উদ্ধব মোরে সত্য একবার ॥
মনে কি আছয়ে তার গোপ-গোপীগণ।
বৃন্দাবন বন আর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
গাভী বৎস আদি আর ব্রজশিশু যত।
অনুক্ষণ যারা ছিল কৃষ্ণ-অনুগত ॥
এ সবারে স্মরণ কি করে একবার।
আর কি আসিবে ব্রজে গোপাল আমার ॥
সত্য করি কহ মোরে ওহে গুণমণি।
আর কি আসিবে হেথা সেই নীলমণি ॥
সত্য করি এই কথা আমারে কহিবে।
কতদিন পরে হরি ব্রজেতে আসিবে ॥
ব্রজবাসিগণে কবে করিবে স্মরণ।
ব্রজে আসি একবার দিবে দরশন ॥
আর কি হেরিব সেই সুন্দর বদন।
দেখিতে কি পাব আর সে বাঁকা নয়ন ॥
দাবানলে গোপগণে প্রাণে বাঁচাইল।
ইন্দ্রভয় হ’তে সবে রক্ষণ করিল ॥
গোপগণে সযতনে করিল রক্ষণ।
কত বার মৃত্যু হ’তে রাখিল জীবন ॥
ভীষণ কালীয় সর্প কালিদহে ছিল।
তার বিষ হ’তে সবে রক্ষণ করিল ॥
আর কি সে হাস্যানন হবে দরশন।
সে মুখের বাণী আর শুনিব কখন ॥
না পারি ভুলিতে সেই কৃষ্ণের বদন।
যতেক তাহার ক্রীড়া হয় যে স্মরণ ॥
মনে করি ভুলে যাই না পারি ভুলিতে।
কৃষ্ণ-ক্রীড়া যথা তথা পাই যে দেখিতে ॥
সরোবর গিরি আদি যেই স্থানে যাই।
কেবল তাহার চিহ্ন দেখিবারে পাই ॥
অনুক্ষণ সেই রূপ জাগিছে অন্তরে।
কিরূপে ভুলিব বল সেই গিরিধরে ॥

আর কি কহিব বল তোমায় উদ্ধব।
যে দিকে ফিরাই আঁখি কৃষ্ণময় সব ॥
মনে ভাবি বুঝি তারা ভাই দুই জন।
ভূতলে জনম বুঝি নিল নারায়ণ ॥
অবনীতে অবতার দেব সম কর্ম্ম।
উদ্ধারিবে ভব-জীবে এই তাঁর ধর্ম্ম ॥
গর্গমুনি-মুখে যাহা করেছি শ্রবণ।
তাহাই ঘটিল এবে শুন বিবরণ ॥
নাশিল ভীষণ করী নাম কুবলয়।
মহা মহা মল্লগণে করিলেক ক্ষয় ॥
দুষ্ট কংসাসুরে সেই করিল নিধন।
অনায়াসে সিংহ যথা মারে গজগণ ॥
হেনমতে সবাকারে সংহার করিল।
তালবনে ধেনুক সে দৈত্যে সংহারিল ॥
ভাঙ্গিল বিষম ধনু ইক্ষুদণ্ড মত।
এইরূপ দেবসম কার্য্য করে কত ॥
কত যে অসুরে কৃষ্ণ নিধন করিল।
তৃণাবর্ত্ত প্রলম্বাদি অসুরে নাশিল ॥
বামহস্তে গোবর্দ্ধন করিল ধারণ।
এ সকল কার্য্য আমি করি দরশন ॥
এত কহি নন্দরাজ কাঁদিতে লাগিল।
নেত্রজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল ॥
অচেতন কৃষ্ণ বলি নন্দ মহামতি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে সকরুণ অতি ॥
নেত্রজলে সমাচ্ছন্ন দেখে অন্ধকার।
তবে সেই যশোমতী অধীরা আবার ॥
পুত্রের মহিমা-কথা করিয়া শ্রবণ।
স্নেহেতে আকুল হ'ল যশোদার মন ॥
জননী সে যশোদার পীন পয়োধরে।
স্নেহবশে অবিরাম ক্ষীরধারা ঝরে ॥
কৃষ্ণের বিরহে তার আকুলিত মন।
ঝর্ ঝর্ বারি ঝরে ছাপিয়া নয়ন ॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া সতী কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ একবার দেখা দে রে মোরে ॥
কৃষ্ণ বিনা এই প্রাণ ধরি কি প্রকারে।
আর কি সে চন্দ্রমুখ পাব দেখিবারে ॥
এতবলি উচ্চরবে কাঁদে ব্রজপতি।
ভূতলে পড়িয়া কাঁদে রাণী যশোমতী ॥
এইরূপে ক্রমাগত কাঁদে দুই জনে।
উদ্ধব দেখিয়া তাহা ভাবে মনে মনে ॥
চমৎকার ভাবি মনে মানিল বিস্ময়।
নন্দ প্রতি উদ্ধব সে মহানন্দে কয় ॥
কৃষ্ণ হেতু খেদ কেন কর অকারণ।
তব পুত্র নহে কভু সেই নারায়ণ ॥
সবাকার পুত্র সেই পিতা সবাকার।
বিশ্বময় সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বমূলাধার ॥
সবার রক্ষক সেই দেব দামোদর।
সৃজন-পালন-কর্ত্তা জগৎ-ঈশ্বর ॥
ভক্তের প্রধান হও তোমরা দু'জন।
নারায়ণ প্রতি আছে ঐকান্তিক মন ॥
সেই সকলের ধাতা জগতের সার।
তাঁর প্রতি ভক্তি আছে তোমা দোঁহাকার ॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই অদ্বিতীয় জন।
সংসারের মূল সেই পরম কারণ ॥
বিশ্বের সৃজনকারী বিশ্বের ঈশ্বর।
পরম পুরুষ দোঁহে সবার উপর ॥
পুণ্যময় সর্ব্বাশ্রয় জগতে প্রধান।
কালরূপে লন হরি জীবের পরাণ ॥
যারে কৃপা করে সেই হরি কৃপাময়।
পায় সে পরম গতি পরম আশ্রয় ॥
সেই কৃষ্ণে একমনে ভাব অনিবার।
বিকার-রহিত হেরি তোমা দোঁহাকার ॥
গোলোক-বিহারী হরি মর্ত্ত্যে আগমন।
নররূপ ধরি তব গৃহে জন্ম লন ॥
হেন ভাগ্যবান্ বল জগতে কে আর।
এ যশ রহিল তব জগৎ-মাঝার ॥
ধরাতলে এর চেয়ে আছে কিবা সুখ।
কেন হও শোকান্বিত কেন কর দুখ ॥

তোমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
কোটিকল্প যুগে যোগী যাহা নাহি পায়॥
সেই হরি তোমাদের শোকের কারণ।
পাঠান আমারে হেথা শুন বিবরণ॥
এক চিত্তে মহামতি করহ শ্রবণ।
যে কথা কহিল মোরে দেব নারায়ণ॥
কিছুদিন পরে হরি আসিবে এখানে।
মিথ্যা নহে সত্য বলি জেনো সবে প্রাণে॥
পুনঃ ফিরে বৃন্দাবনে আসিবেন হরি।
একথা বলিতে আমি আসি ত্বরা করি॥
তোমারে বিদায়-কালে কহিল যে কথা।
অবশ্য পালিবে তাহা না হবে অন্যথা॥
অবশ্য আসিবে হেথা শুন মহাশয়।
বৃথা শোক না করিও কহিনু নিশ্চয়॥
ত্যজ শোক বৃথা খেদ নাহি প্রয়োজন।
নিশ্চয় আসিবে কৃষ্ণ তোমার সদন॥
তখন জানিবে মনে মম বাক্য সার।
সকল জীবের মুক্তি দেব সর্ব্বাধার॥
আত্মারূপে জীবদেহে আছে বর্ত্তমান।
তেজরূপী মহাকায় সেই ভগবান্॥
সর্ব্বজীবে বিরাজিত জানিবে নিশ্চয়।
ভিন্ন ভাব কভু নহে সেই দয়াময়॥
ভালমন্দ ভেদাভেদ নাহি তার মনে।
কৃপার সাগর তিনি ব্যাপ্ত জগজনে॥
সকলের প্রতি তিনি সদাই সমান।
কদাপি তাঁহার কোন নাহি অভিমান॥
তাঁহার নিকটে নাই প্রিয় বা অপ্রিয়।
পিতা মাতা ভার্য্যা পুত্র বান্ধব আত্মীয়॥
উত্তম অধম কিছু তাঁর কাছে নাই।
জন্মকর্ম্মহীন তিনি হন সর্ব্বদাই॥
লীলা হেতু অবতীর্ণ হন অবনীতে।
জগতের ভক্তগণে পালন করিতে॥
সাধুজনে সর্ব্বক্ষণে করে পরিত্রাণ।
লীলাময় সর্ব্বাশ্রয় প্রভু ভগবান্॥
ক্রীড়ার অতীত তিনি নির্গুণ সতত।
তথাপি ক্রীড়ায় মত্ত হরি অবিরত॥
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ করিয়া ধারণ।
সৃজন পালন ধ্বংস করে অনুক্ষণ॥
সত্ত্ব-রজ-তম-ধারী পরম কারণ।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-রূপ করেন ধারণ॥
তিন রূপে লীলা কার্য্য করে অবিরত।
সৃজন পালন লয় জানিবে হে যত॥
অতএব নারায়ণ সকলের সার।
মায়ায় মোহিত জীব ভ্রমে অনিবার॥
আর এক বাক্য মম করহ শ্রবণ।
ঘুরিলে আপনি যথা জগৎ ঘূর্ণন॥
যেন সবে ঘুরিতেছে হেন বোধ হয়।
নদ নদী বৃক্ষ আদি ঘুরে সমুদয়॥
সেইরূপে যদ্যপিও চিত্ত কর্ত্তা রয়।
আত্মা সদা কর্ত্তারূপে বিবেচিত হয়॥
মায়া হেতু জীব সদা করে মহা ভ্রম।
অজ্ঞানেতে নাহি বুঝে ঈশ্বর পরম॥
জগতের মূল হরি পরম কারণ।
তাহা ছাড়া আর কিছু নহে কদাচন॥
আত্মারূপে নারায়ণ জীবের আশ্রয়।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বমায়াময়॥
মূল কথা কহিলাম তোমারে এখন।
বৃথা শোক কর কেন কেন বা রোদন॥
হেনকালে নিশা-শেষ শশী অস্তমিত।
প্রভাত হইল পরে ভানু প্রকাশিত॥
কোকিলের কুহুরবে সকলে জাগিল।
নিরানন্দ গোপগোপী শয়ন ত্যজিল॥
পরে যত আহীরিণী গৃহকর্ম্ম সারি।
দধি-মন্থনেতে সবে যায় তাড়াতাড়ি॥
দধি-মন্থনের কার্য্য করি সমাপন।
নন্দদ্বারে করে সবে রথ নিরীক্ষণ॥
হেরিয়া সুন্দর রথ নন্দ-নিকেতনে।
পুনঃ কেন ব্রজে রথ চিন্তে মনে মনে॥

কেহ বলে বুঝি কৃষ্ণ ব্রজেতে আইল।
গোপিকা-কুলের বিধি সদয় হইল ॥
কেহ বলে পুনঃ নেই অক্রূরাগমন।
কংসের আজ্ঞায় পুনঃ আসিল এখন ॥
কোন গোপী বলে শুন কেন সে আসিবে।
বৃন্দাবনে নাহি কৃষ্ণ কারে বা লইবে ॥
আর গোপী বলে সখি শুন বিবরণ।
বুঝি দুঃখ অন্ত হ'ল জানিনু কারণ ॥
দুরাচার কংসে কৃষ্ণ বিনাশ করিল।
তাই পুনঃ ব্রজধামে তারে পাঠাইল ॥
আমাদের লইবারে পাঠায়েছে রথ।
এতদিনে বুঝি সখি পূর্ণ মনোরথ ॥
এইরূপে গোপী সব কহে নানা কথা।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে সবে পেয়ে মনে ব্যথা ॥
কৃষ্ণ লাগি সকলের আকুল-অন্তর।
নয়নেতে অশ্রুবারি ঝরে নিরন্তর ॥
হেনকালে মহামুনি সত্বরে তখন।
ধীরে ধীরে সেই স্থানে করেন গমন ॥
সুবোধ রচিল গীত শোনে যেই নর।
অনায়াসে মোক্ষপদ পায় সে সত্বর ॥

ইতি উদ্ধবের ব্রজে আগমন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

গোপীদের বিলাপ।

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
অতঃপর বলি যাহা হইল বিহিত ॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল নয়ন।
পরিধানে পীতবাস অতি সুদর্শন ॥
গলদেশে বনমালা কিবা শোভা তার।
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে অতি চমৎকার ॥
আহ্নিকাদি সমাপিয়া উদ্ধব সুজন।
ধীরে ধীরে সেই স্থানে করে আগমন ॥
হেরিয়া তাহার রূপ ব্রজবাসিগণ।
কৃষ্ণ-অনুচর বলি বুঝিল তখন ॥
গোপীগণ তাহা দেখি ক্রন্দন করিল।
উদ্ধবের প্রতি তবে কহিতে লাগিল ॥
কহ শুনি কেবা তুমি কিবা নাম হয়।
কোথা হ'তে আগমন কোথায় আশ্রয় ॥
কি কারণে এইখানে তব আগমন।
কৃষ্ণ সম অবয়ব হেরি কি কারণ ॥
তাঁর সম অবয়ব ভুবন উজলে।
অপরূপ রূপ তব এ মহীমণ্ডলে ॥
সত্য কহ আমাদেরে হও কোন্ জন।
কৃষ্ণসখা হবে তুমি হেন লয় মন ॥
কুশলে আছেন তথা তাঁরা দুই ভাই।
বিশেষ করিয়া মোরা তোমারে শুধাই ॥
রতন-আসনে তবে উদ্ধবে বসায়।
হাস্যাননে ধীরে ধীরে তাহারে শুধায় ॥
ওহে মহামতি তুমি আহীরিণী কয়।
শ্রীকৃষ্ণের দূত হ'য়ে এলে মহাশয় ॥
ব্রজের সংবাদ বুঝি জানিতে পাঠায়।
সেই কথা সত্য কহ তুমি হে ত্বরায় ॥
পিতা মাতা মনে বুঝি পড়েছে এখন।
তাই বুঝি তোমার এ ব্রজে আগমন ॥
আর কেবা আছে এই ব্রজপুরে তার।
নিশ্চয় জানিনু মোরা অন্তরে এবার ॥

কৃষ্ণের মমতা যত জানিনু এখন।
কমলের সহ যথা অলির মিলন ॥
পলায়ন করে তারা স্বকার্য্য সাধিয়া।
সত্য মিথ্যা এবে তুমি দেখ না ভাবিয়া ॥
সেই মত কৃষ্ণনিধি মোদের ত্যজিল।
অকূল শোকের নীরে সবে ভাসাইল ॥
তুষ্ট নরপতি যথা ছাড়ে প্রজাগণ।
বিদ্যা শিখি শিশু যথা ছাড়ে গুরুজন ॥
দক্ষিণা লইয়া দ্বিজ ছাড়ে শিষ্যজনে।
সেই মত শ্যামরায় ছাড়ে গোপীগণে ॥
পুরাতন পত্র যথা ত্যজে বৃক্ষগণ।
ভোজনান্তে চলি যায় যেমন ব্রাহ্মণ ॥
তৃণহীন ক্ষেত্র ত্যজে যথা পশুগণ।
ভুক্তরতি উপপতি যথা পলায়ন ॥
হেনমতে গোপীগণে ছাড়িয়া এখানে।
প্রাণে বধি গেল হরি কঠিন পরাণে ॥
হেনমতে গোপী সবে আকুল হইল।
একেবারে ঘোর রবে কাঁদিয়া উঠিল ॥
ত্যজি লজ্জা ভয় সবে সম্বোধি উদ্ধবে।
কৃষ্ণলীলা-গান গোপী করে উচ্চরবে ॥
কোন সতী ম্লান অতি কহিল তখন।
কহ মোরে সত্যবাণী উদ্ধব এখন ॥
কেন সেই গুণমণি বিলম্ব করিল।
কেন ব্রজে ব্রজরাজ আর না ফিরিল ॥
কি কারণে মথুরায় আছেন শ্রীহরি।
বিশেষ আমারে কহ অনুগ্রহ করি ॥
বুঝি হরি বৃন্দাবনে আর না আসিবে।
বৃন্দাবনে গোপীগণে আর না দেখিবে ॥
আর না খেলিবে বুঝি রাখালের সনে।
আর না করিবে লীলা এই বৃন্দাবনে ॥
কোথা হরি প্রাণধন আমার জীবন।
আর না হেরিব সেই সুচারু বদন ॥
যে বদন নিরখিয়া শীতল হৃদয়।
কোথায় সে চন্দ্রমুখ দৃশ্য নাহি হয় ॥
আর কি সে বিধুমুখে বাঁশরীর গান।
শ্রবণে সুস্থির হবে মম মন প্রাণ ॥
পুনঃ রাসমঞ্চে কৃষ্ণ আর কি আসিবে।
আর কি যমুনা-তীরে বিহার করিবে ॥
আর কি এ ব্রজধামে মাধব আসিবে।
আর কি তেমন ক’রে মধুর হাসিবে ॥
আর কি গোপিকা সহ হরি কুতূহলে।
ধীরে ধীরে বেড়াইবে কদম্বের তলে ॥
আর কি আমার সনে সে রাসবিহারী।
রাসকেলি করিবেন সেই বংশীধারী ॥
যমুনা-পুলিনে বসি শ্রীমধুসূদন।
বাজাবে মোহন বংশী জুড়াবে শ্রবণ ॥
আদর করিয়া মোরে আর না ডাকিবে।
কহ কৃষ্ণসখা মোর কি দশা ঘটিবে ॥
উদ্ধব কহিল শুনি গোপিকার কথা।
শুন দেবি কহি আমি তোমারে বারতা ॥
হরির কিঙ্কর আমি মথুরায় ধাম।
জানিও উদ্ধব সত্য আমার সে নাম ॥
আমারে পাঠায় হরি এই বৃন্দাবনে।
কহি শুন রাসেশ্বরী তোমারে এক্ষণে ॥
তব নাথ দামোদর আছেন কুশলে।
বলরাম আদি সুখে আছেন সকলে ॥
আমারে পাঠায় তব জানিতে কুশল।
সে কারণে আগমন শুন গোপীদল ॥
শুনি বাণী কোন গোপী কাঁদিল তখন।
কি আর কুশল তুমি জিজ্ঞাস এখন ॥
কহ কৃষ্ণসখা তুমি সাক্ষাতে আমার।
পুনঃ কি দেখিতে পাব সে চরণ আর ॥
সে দুঃখের কথা আমি কি আর কহিব।
মনের বেদনা যত মনেতে রাখিব ॥
অন্তরে আগুন মোর জ্বলিছে নিয়ত।
শুনহ উদ্ধব মম দুঃখ-বার্ত্তা যত ॥
এই যে যমুনা-কূলে কদম্বের তলে।
আমাদের সহ কৃষ্ণ খেলিত কুশলে ॥

দেখ এ কদম্বতলে শোভা নাই আর।
করিছে তথায় এবে শৃগাল বিহার॥
খেলিত সে প্রাণসখা যমুনার জলে।
যমুনা বাড়িত কত অতি কুতূহলে॥
আনন্দে যমুনা কত বহিত উজান।
এখন নিস্তব্ধভাবে আছে বর্ত্তমান॥
ওই দেখ কুঞ্জবন কেমন আকার।
শুষ্কপত্র-সমাবৃত অতি কদাকার॥
কুসুম-কানন যত কর নিরীক্ষণ।
পুষ্পহীন নতমুখ আছে অনুক্ষণ॥
কুসুম-কলিকা যত না হয় স্ফুটিত।
হরি বিনা তারা সবে আছয়ে মুদিত॥
এই দেখ মাধবিকা মাধব বিহনে।
শুষ্কপ্রায় প'ড়ে আছে ছাড়ি প্রিয়জনে॥
অলিগণ নাহি আর করে মধুপান।
কোকিল ললিত স্বরে নাহি করে গান॥
ময়ূর ময়ূরী আর নৃত্য নাহি করে।
পাখীগণ নাহি ডাকে গাছের উপরে॥
আর দেখ গোপীগণ হরির কারণ।
সকলে বিষাদে মগ্ন করিছে রোদন॥
কৃষ্ণপদ সেবি সদা আনন্দে মাতিত।
কুসুম চন্দন সদা অঙ্গেতে লেপিত॥
সে সুখ তাদের আর নাহিক এখন।
এত কহি সেই গোপী করেন ক্রন্দন॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে গোপী আকুল অন্তরে।
কৃষ্ণ-শোকে নিজ শিরে করাঘাত করে॥
বলে কোথা ওহে কৃষ্ণ দাও দরশন।
তোমা বিনা বৃন্দাবন হইয়াছে বন॥
কোথা হরি এবে মোর রাখহ জীবন।
একবার মোরে কৃষ্ণ দাও দরশন॥
ক্ষণে না হেরিলে তোমা হইত প্রলয়।
এখন কোথায় আছ কৃষ্ণ দয়াময়॥
যদি আমি দোষী হই তব শ্রীচরণে।
ক্ষম অপরাধ নাথ জ্ঞানহীন জনে॥
জ্ঞানহীনা নারীজাতি দোষের আকর।
তাহে ক্রোধ নাহি কর ওহে গুণাকর॥
আর কেন গুণমণি কাঁদাও আমারে।
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ বাঁচাও এবারে॥
এইরূপে গোপীগণ কাঁদিয়া আকুল।
ভাসিল নয়ননীরে বক্ষের দুকূল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কেহ জ্ঞানহীন হয়।
সেইক্ষণে ধরাসনে পড়িয়া সে রয়॥
কেহ কহে ধূর্ত্তবন্ধু তুমি মধুকর।
কি আর কহিব মোরা তোমার গোচর॥
শুন ওহে ভৃঙ্গ তুমি শ্রীকৃষ্ণের দূত।
শ্রীহরির আচরণ অতীব অদ্ভুত॥
মোহিনী অধর-সুধা করাইয়া পান।
আমাদেরে ত্যজিলেন কৃষ্ণ ভগবান্॥
কি আর কহিছ তুমি কৃষ্ণের বারতা।
জানি জানি এ সকল পুরাতন কথা॥
আমরা কৃষ্ণের প্রিয়া নহি কদাচন।
তার প্রিয়তমা জানি আছে কোন জন॥
হে উদ্ধব, যাও তুমি তাহার নিকটে।
কৃষ্ণের মহিমা-গাথা গাও অকপটে॥
এমন কামিনী কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
যাঁরে তিনি নাহি পান ইচ্ছা করি মনে॥
কমলা যাঁহার পদ সেবে অনিবার।
তাঁহার নিকটে হায় মোরা কোন্ ছার॥
জানি জানি হে উদ্ধব তুমি হে চতুর।
শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যে তুমি করিছ প্রচুর॥
যাঁর তরে পতিপুত্র করি পরিহার।
সেইজন আমাদের ত্যজিল এবার॥
তার দূত হ'য়ে তুমি আসিলে হেথায়।
বিশ্বাস না করি মোরা তোমার কথায়॥
যেমন ব্যাধের গানে করিয়া বিশ্বাস।
কৃষ্ণসার মৃগীদের হয় সর্ব্বনাশ॥
সেইরূপ কৃষ্ণে মোরা করিয়া প্রত্যয়।
বিরহে দহিয়া মরি গোপী সমুদয়॥

অতএহ শুন দূত আমার বচন।
কৃষ্ণকথা নাহি আর কর উচ্চারণ ॥
কোন গোপী কহে শোন ওহে মহামতি।
তোমারে প্রেরণ বুঝি করে ব্রজপতি ॥
আমাদের পূজ্য তুমি হও অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ কাছে আমাদের লবে কি এখন ॥
কহ কহ ওহে সৌম্য আমাদের কাছে।
প্রাণকৃষ্ণ আজিও কি মথুরাতে আছে ॥
আমাদের কথা সে কি স্মরে কভু মনে।
কেমনে বাঁচিব মোরা তাঁহার বিহনে ॥
গোপীদের কথা শুনি উদ্ধব তখন।
ধীরে ধীরে মৃদুভাষে কহিলা বচন ॥
শুন শুন গোপীগণ ধৈর্য্য ধর সবে।
তোমাদের মত আর কোন্‌জন হবে ॥
ভগবান্ বাসুদেবে তোমাদের মন।
সমর্পিত রহিয়াছে জানি অনুক্ষণ ॥
যে ভকতি মুনিদের হয় সুদুর্লভ।
সে ভকতি লাভ গোপী করিয়াছ সব।
পতি পুত্র স্বজনাদি করিয়া বর্জ্জন।
পরম পুরুষে সব অর্পিয়াছ মন ॥
হরিপদে তোমাদের অচলা ভকতি।
তোমরা সকলে হও অতি ভাগ্যবতী ॥
শ্রীহরির গুপ্ত কার্য্য সদা করি আমি।
পরম ঈশ্বর তিনি ত্রিভুবন-স্বামী ॥
তাঁহার সংবাদ আমি আনিয়াছি আজ।
আমারে পাঠান হেথা সেই ব্রজরাজ ॥
যে কথা আমারে তিনি বলেন এখন।
সেই কথা বলিতেছি শুন গোপীগণ ॥
কহিলেন ভগবান্ শুন গোপী যত।
সকলের আত্মা তিনি হন অবিরত ॥
তোমাদের সহ তাঁর বিয়োগ না হয়।
সর্ব্বমূলাধার তিনি পরম আশ্রয় ॥
নিজের মায়ায় সেই হরি জনার্দ্দন।
সৃজন পালন ধ্বংস করে অনুক্ষণ ॥
যে তাঁহারে ধ্যান করে আপন অন্তরে।
হরির নিকটে সেই যাইবে সত্বরে ॥
শুকদেব কহিলেন শুন হে রাজন্।
উদ্ধবের বাক্য শুনি যত গোপীগণ ॥
আনন্দিত হ'য়ে সবে ব্রজের যুবতী।
সম্বোধন করি কহে উদ্ধবের প্রতি ॥
ওহে সৌম্য কৃষ্ণ-সখা কি কহিব আর।
নিহত হয়েছে জানি কংস দুরাচার ॥
কুশলে আছেন সেই কৃষ্ণ দয়াময়।
হে উদ্ধব, ইহা অতি সুখের বিষয় ॥
মথুরা নগরে যত আছে রূপবতী।
কৃষ্ণ কি করেন প্রীতি তাহাদের প্রতি ॥
রসশাস্ত্রে সুনিপুণ কৃষ্ণ গুণমণি।
তাঁর প্রিয় হ'ল বুঝি মথুরা-রমণী ॥
আমরা গ্রামের নারী সরলা যুবতী।
আর কি রহিবে প্রীতি আমাদের প্রতি ॥
পুরনারীদের মাঝে রহে জনার্দ্দন।
আর কি মোদের কথা করয়ে স্মরণ ॥
আর কি ব্রজেতে কানু ফিরিয়া আসিবে।
আর কি তেমন ভাবে মধুর হাসিবে ॥
কহিল অপর গোপী শোন্ সখি শোন্।
কানু আর ব্রজে নাহি আসিবে কখন ॥
রাজ্য লাভ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ এখন।
তাঁর হাতে বহু শত্রু হইল নিধন ॥
বিবাহ করিয়া বহু রাজার নন্দিনী।
পরম সুখেতে বাস করিছেন তিনি ॥
এমন ঐশ্বর্য্যরাশি করি পরিহার।
আর কি আসিবে কৃষ্ণ ব্রজের মাঝার ॥
অন্য এক গোপী কহে শুন সুবদনি।
শ্রীপতি ও ধীর সেই কৃষ্ণ গুণমণি ॥
পরিপূর্ণ হন তিনি হরি নারায়ণ।
কোন্ অভিলাষ তাঁর করিব পূরণ ॥
বৃথা মোরা করি সেই শ্রীকৃষ্ণের আশা।
ভুলিতে পারি না সখি তাঁর ভালবাসা ॥

ENTED

কংস বধ

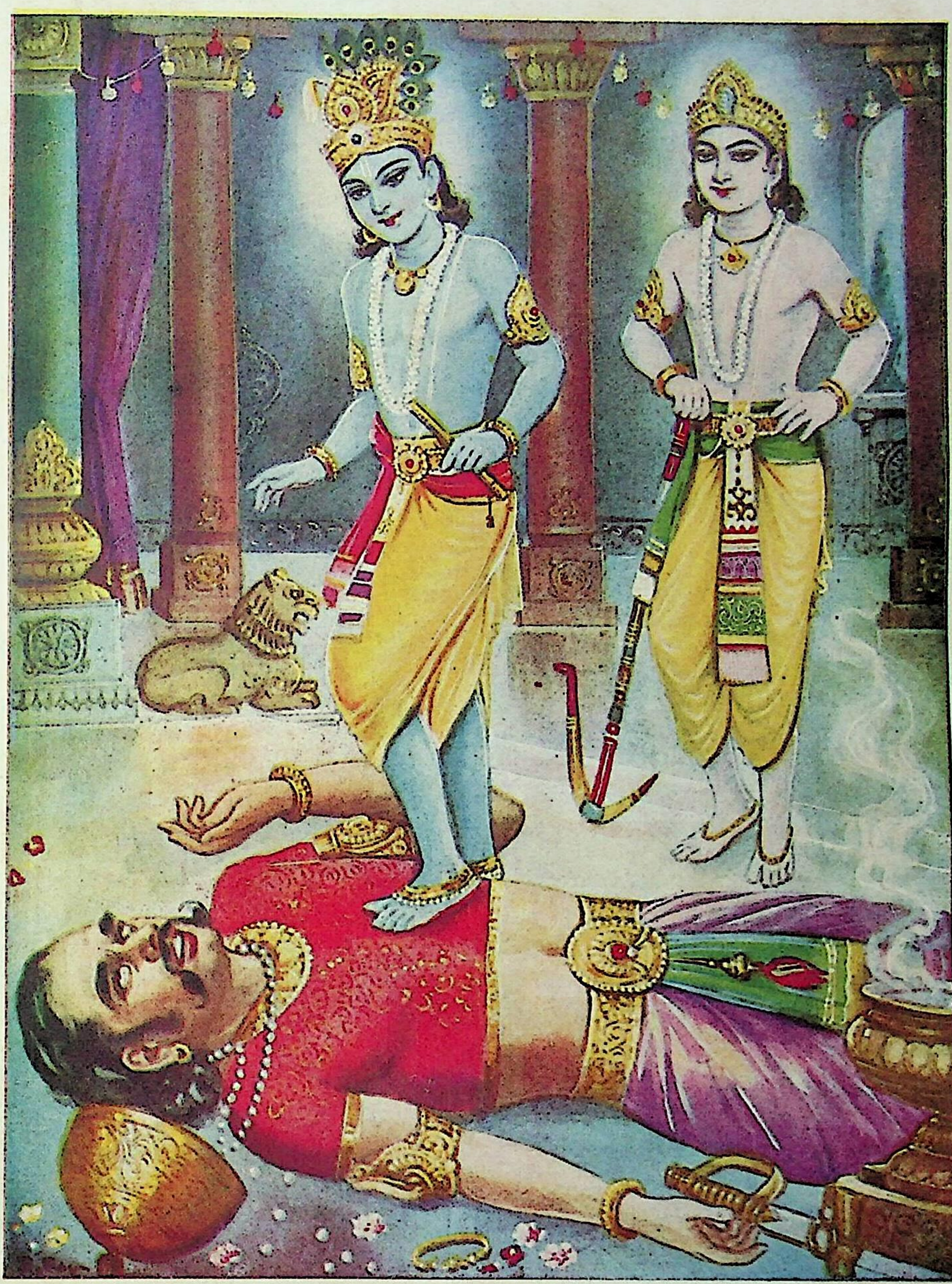

ভূতলে পড়িল কংস না রহে চেতন।
বক্ষে চাপি বসিলেন দেব নারায়ণ॥

পৃষ্ঠা—৮৪৪

যেথা চাই সেথা হরি পদচিহ্ন তাঁর।
তাই তাঁর স্মৃতি মনে জাগে বার বার ॥
তাঁহার ললিত গতি হাস্য মধুময়।
হরণ করিছে চিত্ত সকল সময় ॥
কেমন করিয়া ভুলি সেই জনার্দ্দনে।
যত ভুলিবারে চাই তত পড়ে মনে ॥
হে কৃষ্ণ হে গোপীনাথ ব্রজের কানাই।
হে গোবিন্দ মোরা তব দরশন চাই ॥
গোকুল আঁধার হ'ল তোমার বিহনে।
সবারে উদ্ধার কর আসি বৃন্দাবনে ॥
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণগুণ স্মরি।
আকুল অন্তরে কাঁদে উচ্চরব করি ॥
শ্রবণে উদ্ধব-বাণী শোক নিবারণ।
বিধিমতে উদ্ধবেরে করয়ে পূজন ॥
কৃষ্ণগুণ-গানে মত্ত উদ্ধব নিয়ত।
গোপ-গোপীগণ রহে আনন্দে সতত ॥
নন্দের আবাসে বাস করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণকথা সবাকারে করান শ্রবণ ॥
এইরূপে কিছুদিন ব্রজেতে রহিল।
কৃষ্ণ-গত-প্রাণ গোপী সবারে দেখিল ॥
আনন্দে মগন তবে উদ্ধব সুজন।
গোপীগণ গানে মত্ত থাকে অনুক্ষণ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি বাঞ্ছে যাঁহার চরণ।
ঊর্দ্ধমুখে যোগমার্গে করয়ে সাধন ॥
তবু নাহি পায় সেই পরম আশ্রয়।
রাসোৎসবে গোপী প্রতি হইল সদয় ॥
গোপীকণ্ঠ সেই করে করিল ধারণ।
কত ভাগ্যবতী গোপী কে জানে এমন ॥
অজ্ঞ ব্যক্তি যদি করে তাঁহার ভজন।
তথাপি কল্যাণ লাভ করে সেই জন ॥
না জানিয়া কেহ খেলে অমৃতের ফল।
অবশ্য হইবে জানি তাহার মঙ্গল ॥
ব্রজগোপী বিনা আর কার ভাগ্য এত।
গোপীকণ্ঠে কৃষ্ণভুজ রহিল নিয়ত ॥
রাসের উৎসবে কৃষ্ণ ল'য়ে গোপীগণ।
ভুজদণ্ডে গোপীকণ্ঠ করিলা বেষ্টন ॥
অন্য কামিনীর কথা কি বলিব হায়।
লক্ষ্মীও তেমন কৃপা কভু নাহি পায় ॥
লক্ষ্মী না পাইল যাহা পায় কোন্ জন।
কত ভাগ্যবতী হয় ব্রজাঙ্গনাগণ ॥
অতএব যদি কৃপা কর বিশ্বপতি।
কিঞ্চিৎ করুণা যদি হয় মম প্রতি ॥
গুল্মলতারূপে কভু এ ব্রজপুরীতে।
যদ্যপি পারি হে আমি জনম লভিতে ॥
পথে চ'লে যাবে যবে ব্রজগোপীগণ।
পদধূলি গাত্রে আমি মাখিব তখন ॥
যোগিগণ অনুক্ষণ ভজয়ে যাহারে।
গোপীগণ ভজে সেই যশোদা-কুমারে ॥
কুলমান গুরুজন দিয়া বিসর্জ্জন।
সতত ভজয় হরি পরম কারণ ॥
হরিপদে সদা মতি রহে গোপিকার।
এ হ'তে কি আছে ভাগ্য জগতের সার ॥
যেই পদ গোপী সব ধরিয়া হৃদয়ে।
সেই মুখশশী সদা হেরে হৃষ্ট হ'য়ে ॥
কত ভাগ্য ধরে এই ব্রজগোপীগণ।
গোপীপদে শত শত প্রণতি এখন ॥
সানন্দ অন্তরে তবে উদ্ধব সুমতি।
গোপিকাগণের পদে করয়ে প্রণতি ॥
নন্দ-যশোমতী-আজ্ঞা করিয়া ধারণ।
গোপগণে মিষ্ট বাক্যে করি সম্ভাষণ ॥
সবার নিকটে তবে বিদায় লইল।
সত্বরেতে কৃষ্ণসখা রথেতে উঠিল ॥
তবে গোপগণ সবে সমাদর করে।
উদ্ধবে বিদায় করে আনন্দের ভরে ॥
তবে নন্দ মহামতি ভাসি অশ্রুজলে।
উদ্ধবের প্রতি অতি মৃদুস্বরে বলে ॥
হরিপদে যেন সদা রহে মম মন।
যেন সদা হরিনাম করি সংকীর্ত্তন ॥

হরি-কার্য্য করে যেন শরীর আমার।
কর্ম্মগুণে যদি জন্ম হয় পুনর্ব্বার॥
যেন সেই হরিপদে বহে মম মন।
উদ্ধব-সকাশে নন্দ কহে এ বচন॥
নন্দের বচনে তবে উদ্ধব হাসিল।
করিয়া প্রশংসা বহু বিদায় লইল॥
মহানন্দে মধুপুরে করিল গমন।
ভব-সাগরের তরী শ্রীহরি-চরণ॥

জগতের গতি মাত্র হরিনাম সার।
সুবোধ রচিল গীত সুধার আধার॥

ইতি গোপীগণের বিলাপ।

উদ্ধবের প্রত্যাগমন

শুকদেব কহে পুনঃ শুনহ রাজন।
উদ্ধব আইল পরে মথুরা ভবন॥
বটমূলে ব'সে আছে হেরি দামোদর।
শীঘ্রগতি ধায় তথা উদ্ধব সত্বর॥
জিজ্ঞাসে উদ্ধবে হরি ব্রজের কুশল।
বলহ কিরূপে আছে গোপিকা সকল॥
আকুল অন্তর বড় তাদের কারণ।
বিনা সেই গোপীগণ বিফল জীবন॥
সত্য কহ গোপ সবে আছয়ে কেমন।
শ্রীদামাদি আর যত ব্রজশিশুগণ॥
নন্দ আদি গোপ সবে আছে ত কুশলে।
কিরূপ আছয়ে মোর ধেনু বৎস দলে॥
কেমন আছেন সেই যশোদা-জননী।
রোহিণী কিরূপ আছে কহ তা' এখনি॥
কি কথা কহিল সেই রাণী যশোমতী।
আমার শোকেতে তাঁর কিরূপ দুর্গতি॥
শ্রীদামাদি সখা যত কি কথা কহিল।
ব্রজ-কুল নারী যত মোরে কি বলিল॥
ব্রজবাসিগণ তোমা করি দরশন।
আকুল হইল কিংবা প্রসন্ন বদন॥
গোপ গোপী আদি যত ব্রজের সকলে।
কেবা কি কহিল তাহা কহ কুতূহলে॥
যে অবধি ত্যজিয়াছি সেই বৃন্দাবন।
মৃত সম হ'য়ে আছি শুন বিবরণ॥
সতত জাগিছে মনে সেই বৃন্দাবন।
যশোদার স্নেহ-পাশে আছি যে বন্ধন॥
বিশেষ কি কব ওহে উদ্ধব তোমায়।
একেবারে হৃদি যেন বিদরিয়া যায়॥
কৃষ্ণের বচনে কহে উদ্ধব সুমতি।
করযোড়ে কৃষ্ণ-পদে করিয়া প্রণতি॥
শুন কহি গোপীনাথ গোপিকা-জীবন।
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী তুমি সত্য সনাতন॥
পুণ্যভূমি বৃন্দাবন তোমার প্রসাদে।
হেরিনু নয়নে হরি আমি অপ্রমাদে॥
তুমি যারে কর দয়া ওহে দয়াময়।
তার কি ভাবনা হরি কহিনু নিশ্চয়॥
তব দয়া নাহি প্রভু যে জনার প্রতি।
কি আর কহিব আমি তাহার দুর্গতি॥
প্রথমে দেখিনু সেই ভাণ্ডীর কাননে।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি বসি সবে সজল নয়নে॥
যতেক রাখালগণ শোকেতে কাতর।
যমুনার পথপানে চেয়ে নিরন্তর॥
ধেনু বৎস আদি যত আকুলিত প্রাণে।
ঊর্দ্ধদৃষ্টে আছে চেয়ে মথুরার পানে॥

আর যত দেখিলাম বৃন্দাবন বনে।
শুষ্কপত্র-সমাবৃত যত শাখিগণে ॥
পুষ্পের উদ্যানে নাহি দেখি তার শোভা।
নাহি ফুটে পুষ্পরাশি সবে হীনপ্রভা ॥
মধুপ যতেক সবে বসি পুষ্পোপরি।
না পিয়ে পুষ্পের মধু শুনহ শ্রীহরি ॥
সবে মাত্র আছে তারা শুন শ্রীমাধব।
জীবশূন্য যেন দেহ বোধ হয় সব ॥
হেরিলাম যমুনার রূপ কদাকার।
শৈবাল-আবৃত বারি বিকৃত আকার ॥
পাখী সব ম্লানমুখ করি নিরীক্ষণ।
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন ॥
বৃক্ষেতে না ধরে ফল পল্লবিত নয়।
গুল্মলতা সকলেতে শুষ্কমত হয় ॥
হেরিলাম ব্রজধামে যত গোপগণ।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রব করে উচ্চারণ ॥
পরে নন্দ-গৃহে আমি হই উপনীত।
দেখি রাণী যশোমতী ধরায় পতিত ॥
রোহিণী পড়িয়া আছে ধূলার উপর।
তব মাতা যশোমতী কাঁদে নিরন্তর ॥
কোথায় জীবন-ধন ব্রজের দুলাল।
একবার দাও দেখা ওহে নন্দলাল ॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় দেবী শোকে অচেতন।
নন্দ যে কহিছে তারে প্রবোধ-বচন ॥
বার বার কহে মোরে রাণী যশোমতী।
বল বাপ কৃষ্ণ কাছে আমার দুর্গতি ॥
কৃষ্ণ বিনা দেখ বাপ কি দশা আমার।
এই সব কথা তারে বল গুণাধার ॥
কি আর কহিব হরি সে দুঃখ-কাহিনী।
যশোমতী তব শোকে হয় পাগলিনী ॥
প্রবোধ-বচনে তারে কহি নানা মতে।
সান্ত্বনা করিয়া যাই সেই স্থান হ'তে ॥
তোমার বিরহে কাঁদে যতেক গোপিনী।
তোমার শোকেতে তারা যেন উন্মাদিনী ॥
যদি তথা নাহি যাও ওহে দয়াময়।
স্ত্রীহত্যার পাপী তুমি হইবে নিশ্চয় ॥
তব অনুরাগে যত গোপিকা সুন্দরী।
শয়নে স্বপনে ভাবে তব পদ হরি ॥
একবার বৃন্দাবনে করহ গমন।
ব্রজবাসিগণে রাখ ব্রজের জীবন ॥
গোপীরা তোমার হয় অনুগত অতি।
তাদের বাঁচাও তথা যাইয়া সম্প্রতি ॥
এত দুঃখ দেওয়া কভু উচিত না হয়।
সার কথা কহিলাম ওহে দয়াময় ॥
উদ্ধবের কথা শুনি দেবকী-নন্দন।
গোপী-শোকে হইলেন দুঃখেতে মগন ॥
উদ্ধবেরে কহিলেন হরি দয়াময়।
বৃন্দাবন যাব আমি হইলে সময় ॥
বৃন্দাবন-লীলা আমি না পারি ভুলিতে।
গোপ-গোপীকথা আমি ভাবি সদা চিতে ॥
এইভাবে কৃষ্ণসহ হয় আলাপন।
উদ্ধব দানিল তাঁরে যত উপায়ন ॥
গোপ-গোপী কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে উদ্ধব।
মাতোয়ারা হয় অতি সোঙরি মাধব ॥
ভাগবত-কথা হয় অমৃতের সার।
সুবোধ করুণা মাগে পাইতে নিস্তার ॥

ইতি উদ্ধবের প্রত্যাগমন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডবনন্দন।
যেভাবে কৃষ্ণের সহ কুব্জার মিলন॥
অতঃপর যেই ভাবে কৃষ্ণ নারায়ণ।
অক্রূরে করিল পরে হস্তিনা প্রেরণ॥
মধুর শ্রীকৃষ্ণকথা কহি মহারাজ।
যাহা শুনিয়াছি আমি মুনির সমাজ॥
পুনরায় উদ্ধবেরে কৃষ্ণ দয়াময়।
ডাকিয়া তাহার প্রতি কহেন নিশ্চয়॥
মনেতে কি আছে সখা পূর্ব্বের কথন।
কুব্জার নিকটে আমি করিয়াছি পণ॥
দরশন দিব তারে শুনহ সুজন।
করিব কুব্জারে সুখী দিয়া আলিঙ্গন॥
এত কহি যান হরি তাহার ভবনে।
সুসজ্জিত দেখি তাহা প্রীতি জন্মে মনে॥
মুক্তাদামে আচ্ছাদিত ভবন তাহার।
বিচিত্র পতাকা কত উড়ে চমৎকার॥
মনোহর চন্দ্রাতপ শয্যা ও আসন।
সুসজ্জিত তার গৃহে ছিল অনুক্ষণ॥
সুগন্ধি ধূপের বাসে দিক্ আমোদিত।
চারিধারে ছিল কত দীপ প্রজ্বলিত॥
তবে কুব্জা কৃষ্ণচন্দ্রে করিয়া দর্শন।
আসন প্রদান করি দাঁড়ায় তখন॥
কামনার বশ হ'য়ে প্রভু নারায়ণ।
কুব্জার শয্যায় গিয়া করেন শয়ন॥
হরিরে শুইতে দেখি শয্যার উপর।
পুলকিত হ'ল অতি কুব্জার অন্তর॥
আহ্বান করিয়া হরি কুব্জারে তখন।
হাস্য করি দুটি কর করিলা ধারণ॥
শয্যায় বসায়ে তারে কৃতার্থ করিতে।
কহিলেন প্রেমকথা হৃদয় মোহিতে॥
আমার সেবাতে যেই রত করে মন।
মোচন করি গো তার ভবের বন্ধন॥
এতেক বলিয়া তবে কুব্জারে তখন।
দিলেন শ্রীহরি নিজে প্রেম-আলিঙ্গন॥
সপ্রেম বচনে তবে সে কুব্জা সুন্দরী।
বহু কথা কহে কৃষ্ণে সম্বোধন করি॥
ওহে প্রাণনাথ তুমি দেব পীতবাস।
কিছু দিন মম সহ হেথা কর বাস॥
তোমারে ছাড়িতে মোর ইচ্ছা নাহি হয়।
মোর সনে কিছুকাল রহ দয়াময়॥
আনন্দে শ্রীহরি তাহে সদয় হইয়া।
তাহার ইচ্ছানুরূপ কামবর দিয়া॥
করিল প্রদান তারে নানা অলঙ্কার।
বাড়ায় সম্মান বহু রূপসী কুব্জার॥
শ্রীহরির সহ তবে উদ্ধব সুমতি।
মহানন্দে নিজ গৃহে করিলেন গতি॥
শুকদেব কহে তবে শুন নরপতি।
শ্রবণে পবিত্র কথা জীবের সদ্গতি॥
একদিন ভগবান্ করিলেন মন।
উপনীত হ'তে হবে অক্রূর-ভবন॥
পরে যায় দামোদর অক্রূর-গৃহেতে।
বলদেবে উদ্ধবেরে লইয়া সঙ্গেতে॥
সঙ্গে করি দুই জনে অক্রূর-ভবনে।
অকস্মাৎ উপনীত হয় তিন জনে॥
তাহা দরশনে তবে অক্রূর তখন।
পরম আনন্দনীরে হইল মগন॥
ত্বরা করি উঠি কৃষ্ণপদে প্রণমিল।
বলদেব-পাদপদ্মে প্রণতি করিল॥
তবে কৃষ্ণ-বলরাম আনন্দ অন্তরে।
অক্রূরেরে আলিঙ্গন করিল আদরে॥

পরম পুলকে তবে অক্রূর তখন।
বসিতে আসন দেয় মহানন্দ মন ॥
দুই ভায়ে মহামতি বসায়ে আসনে।
নিজ হস্তে পদযুগ ধোয়ায় যতনে ॥
সেই জল ভক্তিভরে মস্তকে ধরিল।
পরিবার সহ তাহা ভক্ষণ করিল ॥
কৃষ্ণ-পদধূলি পরে মাখে সর্ব্ব গায়।
বিবিধ বিধানে পূজা করে শ্যামরায় ॥
প্রণতি করিয়া মুনি পূজে শ্রীচরণ।
অঙ্গেতে মাখায় কত সুগন্ধি চন্দন ॥
বিবিধ পুষ্পের মালা হরিষে পরায়।
পদতলে পড়ি তবে মিনতি জানায় ॥
সার্থক জীবন আজ হইল আমার।
পবিত্র হইল গৃহ কৃপাতে তোমার ॥
আজি মম কোটিকুল উদ্ধার হইল।
যত মহাপাপ সব দূরে পলাইল ॥
কি কহিব আমি দেব হীনমতি অতি।
আমার কুলের আজি হইল সদ্গতি ॥
পাপাত্মা কংসেরে তুমি করিয়া নিধন।
করিলে মোদের হরি উদ্ধার সাধন ॥
তোমরা দু'জনে হও পরম কারণ।
প্রধান পুরুষ তুমি জানে সর্ব্বজন ॥
জগদীশ জগন্নাথ সংসারের সার।
তোমা ভিন্ন এ জগতে গতি নাহি আর ॥
তোমা হ'তে হয় এই বিশ্বের সৃজন।
কত স্থানে কত রূপ করিলে ধারণ ॥
ব্রহ্মা রূপ ধরি কর জগৎ সৃজন।
বিষ্ণুরূপে জীবগণে করহ পালন ॥
মহাকাল রূপে কর জীবের সংহার।
আর কত রূপে হরি হ'লে অবতার ॥
জগৎ করিলে বশ মায়া প্রকাশিয়া।
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর করুণা করিয়া ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ জগৎ-নিচয়।
জীবের কারণ মাত্র ওহে সর্ব্বাশ্রয় ॥
মানব-আকার ধর জীব উদ্ধারিতে।
কোন্ মূঢ়জন তোমা পারে গো চিনিতে ॥
জগৎ রাখিতে হরি তুমি অবতার।
অসুর দানবকুলে করহ সংহার ॥
হরণ করিতে এই ধরণীর ভার।
দেবকী-উদরে হরি জনম তোমার ॥
সতত করহ হরি দুষ্টের দমন।
নাশিলে অনেক দৈত্য নাহিক গণন ॥
দৈত্য-সংহারেতে তব যশঃ বিস্তারিল।
তব যশে এ জগৎ মাতিয়া উঠিল ॥
মথুরা-নিবাসী আদি মোরা যত জন।
কত ভাগ্যবান্ সবে কহ নারায়ণ ॥
যাবতীয় বেদ পিতৃ ভূত দেব নর।
যাঁহার মূরতি ধ্যান করে নিরন্তর ॥
যাঁর পদ প্রক্ষালন-জল অবিরল।
ত্রিভুবন সুপবিত্র করিছে কেবল ॥
সেই অধোক্ষজ গুরু হরি জনার্দ্দন।
আমার ভবনে আজ করে পদার্পণ ॥
জগতের সার ওহে তুমি ভগবান্।
সকলের ধাতা হরি সবার প্রধান ॥
সবার কারণ তুমি সবাকার ধাতা।
বিশ্বময় বিশ্বরূপ হে বিশ্ববিধাতা ॥
কে আছে জগতে আর তোমার সমান।
তুমি জগতের কর্ত্তা দেব ভগবান্ ॥
যে জন তোমারে ভজে দেব দামোদর।
চরমে পরম পদ পায় সেই নর ॥
যোগেশ্বর সদা সেবে তোমার চরণ।
আমি কি করিব তব মহিমা কীর্ত্তন ॥
ভক্তজনপ্রিয় তুমি ভক্তের বান্ধব।
তব বাক্য সদা সত্য জানি হে মাধব ॥
তুমি সত্য তুমি নিত্য কৃতজ্ঞ সদাই।
জানি প্রভু কভু তব হ্রাস-বৃদ্ধি নাই ॥
যে জন তোমারে হরি করয়ে ভজন।
তার অভিলাষ তুমি কর হে পূরণ ॥

অতএব হেন কেবা আছে মূঢ়জন।
তোমা ভিন্ন অন্য জনে লইবে শরণ॥
যোগেন্দ্র সুরেন্দ্র তোমা জানিতে না পারে।
তোমার স্বরূপ আমি বুঝি কি প্রকারে॥
মোর প্রতি কৃপা তুমি কর দয়াময়।
জঠর-যন্ত্রণা যেন সহিতে না হয়॥
দারা সুত পরিবার স্বজন বান্ধবে।
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে আছি মোরা সবে॥
সেই মহামোহ মোর করহ ছেদন।
তব পাদপদ্মে মোর এই নিবেদন॥
বহু স্তব করিল সে অক্রূর তখন।
স্তবে তুষ্ট হইলেন গোপিকামোহন॥
হাস্যাননে অক্রূরেরে কহে নারায়ণ।
শুনহ পিতৃব্য এত স্তুতি অকারণ॥
স্তব করা খুল্লতাত উচিত না হয়।
পিতার সমান তুমি শাস্ত্রে হেন কয়॥
পরম পণ্ডিত তুমি সর্ব্বজনে জানে।
তোমা সম প্রিয় মোর নাহি কোনখানে॥
যেমন আছয়ে তাত তোমার তনয়।
তার সম মোরা হই জানিও নিশ্চয়॥
তুমি কর্ত্তা সবাকার মোরা আজ্ঞাধীন।
সতত রয়েছি মোরা তোমার অধীন॥
তব সম জ্ঞানবান্ কেবা আছে আর।
তুমি সাধু মহাশয় বিদিত সংসার॥
তব দরশন তাত যেই জন করে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় অমঙ্গল হরে॥
জলধারী যত তীর্থ আছয়ে জগতে।
শিলাময়ী মূর্ত্তি যত পড়ে দৃষ্টিপথে॥
অন্তে পাপক্ষয় হয় তাহা দরশনে।
সত্বর পবিত্র হয় সাধুর মিলনে॥
শুন তাত বলি আমি তোমারে এখন।
মহাপুণ্যবান্ সাধু তুমি একজন॥
হস্তিনা নগরে তাত যাও একবার।
তোমা হ'তে হবে সেই কার্য্যের উদ্ধার॥
এখন সে পাণ্ডবেরা আছে কে কেমন।
জানিতে হস্তিনাপুরে করহ গমন॥
শিশুপুত্র রাখি পাণ্ডু অকালে মরিল।
বিপদ-সাগরে কুন্তী নিমগ্ন হইল॥
জানিতে সংবাদ সব যাও তার কাছে।
কিরূপে সে পুত্র ল'য়ে কুশলেতে আছে॥
ধৃতরাষ্ট্র পালিতেছে করেছি শ্রবণ।
মহাতুষ্ট হয় তার শতেক নন্দন॥
পুত্রবশে ধৃতরাষ্ট্র কোন্ কর্ম্মে রত।
সেই তত্ত্ব আনি মোরে কহ আপাততঃ॥
কিরূপে পালিল সেই পঞ্চ পুত্রগণ।
জানিতে বিশেষ তত্ত্ব করহ গমন॥
তোমার মুখেতে শুনি সে সব বচন।
পরেতে করিব যাহা জানিবে তখন॥
এই কথা অক্রূরেরে আদেশ করিল।
রাম উদ্ধবের সহ গৃহেতে চলিল॥
ভাগবত-কথা হয় পরম সুন্দর।
সুবোধ গাহিল ছন্দে হরিষ অন্তর॥

ভব-সাগরের তরী শ্রীহরি-চরণ।
মহানন্দে জীবগণ করহ শ্রবণ॥

ইতি অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ।

উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

অক্রূর-কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনয়ন

শুকদেব বলে ওহে শুন নরপতি।
অক্রূর হস্তিনাপুরে করিলেন গতি ॥
কতক্ষণে উপনীত হস্তিনা নগর।
দেখিয়া আশ্চর্য্য হন শোভা মনোহর ॥
দেবেন্দ্রের পুরী সম অতি সুশোভিত।
হেরিল অক্রূর তথা হ'য়ে উপনীত ॥
আনন্দে অক্রূর তবে পুরী প্রবেশিল।
সকলের সঙ্গে তথা সাক্ষাৎ করিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম কুন্তী বাহ্লীক বিদুর।
সকলের সাথে দেখা করিল অক্রূর ॥
ভরদ্বাজ অশ্বত্থামা কর্ণ দুর্য্যোধন।
আর সেথা ছিল যত পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
সকলের সাথে তার হইল মিলন।
অক্রূরে দেখিয়া সবে করে সম্ভাষণ ॥
যে যাহা জিজ্ঞাসে তাহা কহে সেইক্ষণ।
অক্রূরের প্রতি তুষ্ট যত কুরুগণ ॥
আদরে অক্রূরে তবে করি সম্ভাষণ।
রাখিল যতনে সেই হস্তিনা-ভবন ॥
কিছুদিন সেই স্থানে অক্রূর রহিল।
অন্ধ নৃপতির তবে চরিত্র জানিল ॥
জানিল সকল তত্ত্ব অক্রূর সুমতি।
পুত্রবশ হয় ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ॥
শত ভাই দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাশয়।
মহাবলবন্ত সবে অধর্ম্ম আশ্রয় ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চ ধর্ম্মে সদা রত।
তাঁহাদের প্রিয় হয় প্রজাগণ যত ॥
প্রজাগণ সবে মনে করয়ে চিন্তন।
পার্থ রাজা হ'য়ে করে প্রজার পালন ॥
সর্ব্বগুণাধার সেই পার্থ মহাপ্রাণ।
প্রজাগণ করে সদা তার গুণগান ॥
এইরূপে প্রজাগণ করি দরশন।
অন্তরে ব্যথিত সদা হয় দুর্য্যোধন ॥
সহিতে না পারে দুষ্ট ক্রোধে জ্বলে অতি।
সতত করয়ে হিংসা অর্জ্জুনের প্রতি ॥
পাণ্ডবের প্রতি হিংসা করে অবিরত।
বধিতে তাদের প্রাণ চেষ্টা বহুমত ॥
সর্ব্বদা তাদের প্রতি কহে কুবচন।
অন্তরে ভাবিছে পঞ্চ জনের নিধন ॥
বিদুর-গৃহেতে কুন্তী অক্রূরে কহিল।
মহাদুঃখে মহাদেবী কহিতে লাগিল ॥
অক্রূরে ডাকিয়া কুন্তী নির্জ্জনে তখন।
একে একে কহে দেবী সব বিবরণ ॥
কহ ভাই অগ্রে শুনি কুশল সবার।
কেমন আছেন বল জননী আমার ॥
বসুদেব ভাই মোর আছে ত কুশলে।
ভ্রাতৃগণ কিরূপেতে আছয়ে সকলে ॥
কেমনে আছেন কহ সেই রাম হরি।
সতত অন্তর জ্বলে দর্শন না করি ॥
ভ্রাতুষ্পুত্র হয় সেই দেব গদাধর।
কেমন আছেন তাঁরা বলহ সত্বর ॥
মনে কি করেছে মোরে কহ সেই বাণী।
কতদিনে দেখিব সে রাঙ্গা পা দুখানি ॥
যেরূপ বিষাদে আমি রয়েছি মগন।
ব্যাধ-পাশে বদ্ধ যথা মৃগশিশুগণ ॥
কতদিনে গোবিন্দের পাব দরশন।
সান্ত্বনা করিবে মোরে জগৎ-জীবন ॥
পিতৃহীন পঞ্চপুত্রে হরি কত ক্ষণে।
দরশন করিবেন পঙ্কজ-নয়নে ॥
পাণ্ডবেরে আসি হরি সম্ভাষিবে কবে।
হায় সেই শুভদিন কবে আর হবে ॥

হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু জগতের সার।
বিপন্ন জনেরে দেব করহ উদ্ধার॥
হে মহাযোগিন্ কৃষ্ণ ওহে বিশ্বপতি।
বিপন্ন হইয়া আমি রহিয়াছি অতি॥
লইয়া সন্তানগণে সহিতেছি ক্লেশ।
ত্রাণ কর হে গোবিন্দ ওহে হৃষীকেশ॥
ওহে বিশ্বেশ্বর তুমি বিশ্বের কারণ।
তোমা ভিন্ন কার পদে লইব শরণ॥
সংসার-যন্ত্রণা যায় শরণে তোমার।
যে ভাবে তোমারে নাহি মৃত্যুভয় তার॥
ভজিলে তোমার পদ স্বর্গেতে গমন।
পরমাত্মা তুমি সেই পরম কারণ॥
যোগের কারণ দেব তুমি যোগেশ্বর।
ভক্তজনে রক্ষ সদা ওহে পরাৎপর॥
বিশ্বের বিধাতা দেব বিশ্ব নিরঞ্জন।
তোমার অভয় পদে লইনু শরণ॥
এইরূপে কুন্তী দেবী আকুল অন্তরে।
উদ্দেশ করিয়া কৃষ্ণে বহু স্তব করে॥
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
কুন্তীর বচনে কহে অক্রূর তখন॥
কেন দেবি বৃথা দুঃখ কর অনিবার।
হইবে দুঃখের শেষ কিছু দিনে আর॥
এইরূপে প্রবোধিয়া সান্ত্বনা করিল।
বিবিধ বচনে তারে পরে বুঝাইল॥
বিদুর সহিত তবে অক্রূর তখন।
ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে পরে করিল গমন॥
প্রণতি করিয়া কহে নিজ পরিচয়।
মৃদুভাষে মহারাজে তবে কিছু কয়॥
তুমি ধৃতরাষ্ট্র হও মহাবীর্য্যবান্।
বিচিত্রবীর্য্যের তুমি প্রথম সন্তান॥
তোমার অনুজ ভ্রাতা পাণ্ডু নরপতি।
দেহ ত্যজি লভিয়াছে পরম সদ্গতি॥
হস্তিনাতে মহারাজ তুমি মহাশয়।
রাজধর্ম্মে বিভূষিত তুমিই নিশ্চয়॥
অতএব কিছু আমি কহিব তোমারে।
পুত্রসম পালে রাজা সকল প্রজারে॥
প্রজাগণ পিতৃসম সম্ভাষে রাজায়।
রাজধর্ম্মে এই বিধি কহিনু তোমায়॥
সকলে সমান স্নেহ করিবে রাজন।
কায়মনে রাজা করে প্রজার পালন॥
তাহাতে রাজার কীর্ত্তি সকলে ঘোষিবে।
তার পুণ্য ক্ষিতিমাঝে নিশ্চিত জানিবে॥
অন্যথা অধর্ম্ম যদি করে আচরণ।
তার অপযশ ঘোষে জগতের জন॥
ইহলোকে অপযশ নরকেতে গতি।
নাহিক উদ্ধার তার শুন নরপতি॥
তাই বলি নরবর হও ধর্ম্মপর।
একচিত্তে ধর্ম্মকার্য্য কর নিরন্তর॥
তব পুত্র পাণ্ডুপুত্রে কর সমজ্ঞান।
তা হ'লে ভারতে তব হইবে কল্যাণ॥
আত্ম-পর ভাব যদি তুমি নরপতি।
অপযশ গাবে লোকে হইবে দুর্গতি॥
ভ্রাতুষ্পুত্র পুত্রসম শাস্ত্রে এই কয়।
অতএব সমভাবে দেখহ উভয়॥
শুন মহারাজ কহি তোমারে নিশ্চয়।
অনিত্য সংসারে এই সব মায়াময়॥
এই যে সংসার যত হের রাজ্যধন।
সকলই মিথ্যা ছায়াবাজীর মতন॥
কভু স্থির নহে ইহা ক্ষণে পায় লয়।
ঈশ্বরের খেলা মাত্র জানিবে নিশ্চয়॥
দারা পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন।
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য যত সব অকারণ॥
কেহ কার নয় তাহা জানিও নিশ্চয়।
আপনার দেহ যাহা ধ্বংসীভূত হয়॥
তবে মিছে আশা সব রাজ্যের কারণ।
সার কহিলাম আমি তোমারে রাজন্॥
সবে এই জগতের সুকৃতির ফলে।
আপন কর্ম্মের ফল ভুঞ্জে দলে দলে॥

অল্পবুদ্ধি হয় যার সেই দুরাশয়।
এ সংসার সর্ব্বক্ষণ দেখে সারময় ॥
নিত্য নহে এ সংসার জীব নহে স্থির।
ক্ষণেকের তরে মাত্র জানিবে সুধীর ॥
মায়াময় এ সংসার জানিও তাহারে।
অধর্ম্ম করিয়া রাজা পালে যে প্রজারে ॥
তাহার দুর্গতি কহি শুন নরপতি।
নরক ভুঞ্জয়ে সেই দুষ্টজন অতি ॥
হেন কর্ম্মে রত হয় বুদ্ধিহীন জন।
সেই দুষ্টচিত্ত করে স্বজন পীড়ন ॥
নিজধর্ম্ম পরিহরি অধর্ম্ম লভয়।
তাহার নরক-ভোগ জানিবে নিশ্চয় ॥
কি আর কহিব আমি শুনহ রাজন।
ঈশ্বর মায়াতে এই বিশ্বের সৃজন ॥
জগতের যত সব কর দরশন।
সকল অসারময় স্বপ্নের মতন ॥
পদ্মপত্র-জল যথা স্থির নাহি হয়।
সেরূপ অস্থির এই জগৎ নিশ্চয় ॥
ভোজবাজী সম ইহা জানিবে রাজন।
সার কহিলাম আমি তোমারে এখন ॥
অতএব নৃপবর স্থির কর মন।
কদাচ অধর্ম্ম যেন না হয় কখন ॥
কুরু পাণ্ডবেরে তুমি ভাব একমনে।
অন্যথা না হয় যেন কহিনু এক্ষণে ॥
অন্যথা কুশল নহে ওহে নরপতি।
অধর্ম্মকারীর হয় অশেষ দুর্গতি ॥
অক্রূর-বচনে তবে কহিল রাজন।
আমারে কহিলে তুমি প্রকৃত বচন ॥
অমৃত-সমান শুনি বচন তোমার।
যত শুনি তৃপ্ত নহে অন্তর আমার ॥
জ্ঞান শিক্ষা হ'ল মম বচনে তোমার।
কিন্তু এক কথা আমি বলি হে আবার ॥
তব বাক্য পালিবারে চাহে মম মন।
দরিদ্র পাইলে যথা অমূল্য রতন ॥
সেইমত মম মন হ'য়েছে চঞ্চল।
যে কথা কহিলে তুমি পরম মঙ্গল ॥
সত্যধর্ম্ম হয় সদা উচিত পালন।
হ'য়েছে হৃদয় মোর চঞ্চল এখন ॥
পুত্রবশে বশীভূত আমার হৃদয়।
হিতাহিত শক্তি মোর কিছু নাহি রয় ॥
অনুক্ষণ সচঞ্চল আমার অন্তর।
যেমন বিদ্যুৎ-গতি ওহে গুণাকর ॥
সেরূপ অস্থির হয় আমার হৃদয়।
আমা হ'তে শুভকার্য্য কভু নাহি হয় ॥
ঈশ্বরের বিধি ইহা জানি অনুক্ষণ।
সে বিধি অন্যথা করে আছে কোন্ জন ॥
হরিতে অবনী-ভার প্রভু নারায়ণ।
সেই হেতু অবতীর্ণ দেব জনার্দ্দন ॥
ঈশ্বরের কার্য্য যাহা কে করে খণ্ডন।
কার সাধ্য তাঁর কর্ম্ম করয়ে হেলন ॥
তাঁর ইচ্ছামত কার্য্য করে জীব যত।
কেবা হেন আছে তার করে অন্যমত ॥
তিনগুণময় এই জগৎ সংসার।
সেই তিনগুণ হয় মায়ার আধার ॥
ইচ্ছাময়-ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে।
কেবা হেন আছে তার অন্যথা করিবে ॥
কে জানে তাঁহার তত্ত্ব সেই তত্ত্বময়।
সংসার-চক্রেতে যাঁর দ্রুত গতি রয় ॥
জগতের নর মুগ্ধ মায়ায় যাঁহার।
সে জনার পদে মম কোটি নমস্কার ॥
এত কহি অন্ধরাজ নিস্তব্ধ হইল।
মনের বাসনা তার অক্রূর জানিল ॥
অন্ধরাজ অভিপ্রায় জানিয়া তখন।
বিদুর সহিত গৃহে করিল গমন ॥
তবে ত সুধীর সেই অক্রূর সুমতি।
বিদায় লইয়া করে মথুরাতে গতি ॥
কৃষ্ণ-বলরাম-পদে প্রণতি করিল।
ধৃতরাষ্ট্র-অভিপ্রায় সকলি কহিল ॥

কুন্তীর যতেক বার্ত্তা করিল জ্ঞাপন।
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই শুনিল তখন॥
হস্তিনা-সংবাদ যত কহে মহামতি।
পরে রামকৃষ্ণ-পদে করেন প্রণতি॥
নিজ গৃহে অতঃপর করিল গমন।
শ্রীকৃষ্ণের কুতূহল হয় নিবারণ॥
হরিকথা যেই নর শুনে একমনে।
অনায়াসে মোক্ষপদ পায় সেই জনে॥

সুবোধ রচিল গীত করহ শ্রবণ।
অনায়াসে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন॥

ইতি অক্রূর কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনয়ন।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দুর্গনির্ম্মাণ

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
অতঃপর শুন কথা পরম সুন্দর॥
কংস-পত্নীদ্বয় ছিল অস্তি প্রাপ্তি নামে।
বিধবা হইয়া তারা গেল পিতৃধামে॥
জরাসন্ধ-কন্যা তারা শুন নরপতি।
জরাসন্ধ শুনি হ'ল অতি ক্রুদ্ধমতি॥
জিজ্ঞাসিল কহ মোরে সব বিবরণ।
কে মোর জামাতা কংসে করিল নিধন॥
শুনিয়া পিতার বাক্য কহে দুই জন।
বধিল জামাতা তব নন্দের নন্দন॥
মহাহস্তী কুবলয় করিল নিধন।
চাণূর মুষ্টিক আদি বধে কতজন॥
যেরূপে মারিল পিতা তব জামাতায়।
সে কথা কহিতে প্রাণ বিদরিয়া যায়॥
এত কহি দুইজনে কতই কাঁদিল।
করাঘাত নিজ বক্ষে করিতে লাগিল॥
জরাসন্ধ রায় শুনি কন্যার রোদন।
শোকে দুঃখে হ'ল তার আরক্ত নয়ন॥
ক্রোধেতে সকল অঙ্গ হইল কম্পিত।
দন্তে দন্তে ঘর্ষে হ'য়ে শোকে বিমোহিত॥
বলে আজ হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন।
দুই শির কেবা স্কন্ধে করিল ধারণ॥
প্রজ্বলিত হুতাশনে কেবা ঝাঁপ দিল।
নিজ হস্তে ধরি ফণী গলায় বাঁধিল॥
এবে জানিলাম তার মরণ নিশ্চয়।
পাপমতি গোপাধম যাবে যমালয়॥
যদুবংশ সমূলেতে নির্ম্মূল করিব।
গোপবংশ রাখে কেবা তাহাও দেখিব॥
কত বল ধরে সেই গোপালক সুত।
মম সহ বাদ তার হেরি কি অদ্ভুত॥
এত বলি সৈন্যগণে কহিল তখন।
অবিলম্বে চল যাই মথুরা-ভবন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা যত সেনাগণ।
মহানন্দে নানা বাদ্য করিল বাদন॥
চতুরঙ্গ দল চলে আনন্দ অপার।
চলিল মথুরা পানে করিয়া হুঙ্কার॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনাদল জুটে।
মথুরাপুরীর পানে আসে সব ছুটে॥
চারিদিকে মহাশব্দ সৈন্য-কোলাহল।
মথুরার লোক যত ভাবে অমঙ্গল॥
ভগবান্ মনে মনে চিন্তা করে আর।
এখনি করিতে হবে অসুর সংহার॥
কংসের নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
জরাসন্ধ করিয়াছে নগর বেষ্টন॥

লইয়া পদাতি অশ্ব গজ রথ আর ।
অবরোধ করিয়াছে মথুরা এবার ॥
ইহারা সঞ্চিত ভার হয় পৃথিবীর ।
হরণ করিব ইহা করিয়াছি স্থির ॥
বহু রাজপুত্রগণে মাগধ আনিল ।
অসুরের অংশে সবে জনম লভিল ॥
এ সব অসুর-বংশ হইবে নিধন ।
উচিত আমার মাত্র সাধুর রক্ষণ ॥
এইরূপে মনে মনে ভাবি নারায়ণ ।
মন্ত্রণা করয়ে তবে সহ সর্ব্বজন ॥
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব বারতা ।
সারথি সহিত রথ আইল যে তথা ॥
তেজঃপুঞ্জ দুই রথ শূন্যেতে নামিল ।
শত সূর্য্য সম প্রভা তাহাতে ভাতিল ॥
একটি রথের চূড়া তালবৃক্ষ তায় ।
রামের বাহন ইহা জানে যে সবায় ॥
অপর আসিল রথ যাহে জনার্দ্দন ।
আপনি চড়িয়া ভ্রমে এ তিন ভুবন ॥
ধ্বজেতে গরুড় শোভে অস্ত্রপূর্ণ রহে ।
বলরামে সম্বোধিয়া কৃষ্ণ তবে কহে ॥
ওহে মহাশয় কিবা কর দরশন ।
শীঘ্র করি রথোপরি কর আরোহণ ॥
রাখহ মথুরাপুরী আর যদুগণে ।
রক্ষা কর যত সব আত্মীয় স্বজনে ॥
ইহার কারণ মোরা হই অবতার ।
শীঘ্রগতি কর সব দুষ্টের সংহার ॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন ।
সেই হেতু আমাদের ধরা আগমন ॥
আইল সৈন্যের সহ মগধ-ঈশ্বর ।
বিলম্ব না করি রথে উঠ হলধর ॥
বহু অক্ষৌহিণী সেনা বেড়িল নগরী ।
মারিতে অসুরগণে চল ত্বরা করি ॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে ভাই দুই জন ।
দুই রথে শীঘ্র তবে করে আরোহণ ॥
দারুক সারথি রথ বেগেতে চালায় ।
মহাশঙ্খ ভগবান্ আপনি বাজায় ॥
নগর বাহিরে রথ দাঁড়ায় তখন ।
বাজিল সে রণবাদ্য দৃশ্য যে ভীষণ ॥
পাঞ্চজন্য ঘন ঘন বাজিতে লাগিল ।
সেই শব্দে শত্রু যত কাঁপিয়া উঠিল ॥
তবে জরাসন্ধ রায় করি দরশন ।
কহিতে লাগিল দোঁহে করি সম্বোধন ॥
নরাধম পাপমতি দুষ্ট দুরাশয় ।
গোপাধম হেরি তোর দুর্ব্বল হৃদয় ॥
কি সাহসে কংসরাজে করিলি নিধন ।
জান না কি জরাসন্ধ জীবিত এখন ॥
আমার কারণ কিছু ভয় না ভাবিলে ।
জামাতা সে কংসরাজে নিধন করিলে ॥
তুমি গোপরায়-সুত কত বল ধর ।
দেখিব কিরূপে তুমি কত যুদ্ধ কর ॥
আজ তোমাদের বল জানিব সাক্ষাতে ।
পাঠাইব যমালয়ে অস্ত্রের আঘাতে ॥
ওহে কৃষ্ণ তুমি হও শিশু ও দুর্ব্বল ।
তোমা সহ কি দেখাব সমর-কৌশল ॥
যাও তুমি গৃহে ফিরে চাহি না তোমাকে ।
এস রাম যুদ্ধ কর ইচ্ছা যদি থাকে ॥
শ্রবণে তাহার বাক্য কহে নারায়ণ ।
বৃথা বাক্যব্যয়ে কিবা আছে প্রয়োজন ॥
কর যুদ্ধ মোর সহ জানিবে তখন ।
কাপুরুষ মত কর বৃথা আস্ফালন ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে জরাসন্ধ রায় ।
জ্বলিয়া উঠিল যেন হুতাশন প্রায় ॥
দুই আঁখি রক্তবর্ণ হইল তখন ।
সর্ব্ব অঙ্গ হয় তার সঘনে কম্পন ॥
দন্তে দন্ত দিয়া তবে করে কড়মড় ।
ছাড়িল গগনে তবে শত শত শর ॥
মহাকোপে করে রায় বাণ বরিষণ ।
বাণে বাণে এককালে ঢাকিল গগন ॥

ঢাকিল সূর্য্যের কর হ'ল অন্ধকার।
চারিদিকে সৈন্যগণ ছাড়িল হুঙ্কার॥
তবে বলরাম অতি ক্রোধিত অন্তরে।
বরিষণ করে বাণ শত্রু-সৈন্য 'পরে॥
বাণে বাণে সব বাণ কাটিয়া ফেলিল।
অন্ধকার দূরে গেল সূর্য্য প্রকাশিল॥
দুই ভাই দুই রথে বিরাট্ মূরতি।
প্রাসাদ হইতে দেখে যতেক যুবতী॥
সৈন্য-সমাগমে সবে মূর্চ্ছিত হইল।
মনে মনে সকলেই ভাবিতে লাগিল॥
মগধরাজের সৈন্য হেরিল অপার।
চিন্তান্বিত নারীগণ ভাবে অনিবার॥
এই মহা সৈন্য মাঝে ভাই দুই জনে।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ না জানি কেমনে॥
কিরূপে করিবে জয় মগধ-ঈশ্বরে।
হেনমতে নারী যত ভাবিছে অন্তরে॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকল জানিল।
মহাশব্দে মহাবাণ বর্ষণ করিল॥
তাহা দরশনে তবে জরাসন্ধ বীর।
দন্ত কড়মড় করে ক্রোধেতে অস্থির॥
মহামত্ত হস্তি-পৃষ্ঠে ধাইল তথায়।
ক্ষিপ্ত হ'য়ে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়॥
মহাগজে বসি রাজা কুপিত অন্তরে।
ছাড়িল বিবিধ বাণ রাম-কৃষ্ণ 'পরে॥
তবে মহা ক্রোধান্বিত হ'ল ভগবান্।
করিকুম্ভ লক্ষ্য করি মারে এক বাণ॥
বাণাঘাতে করিবর কম্পিত হইল।
কাঁপিয়া ভূতলে পড়ি পরাণ ত্যজিল॥
ভূতলে পড়িল গজ মহাশব্দ করি।
হস্তিচাপে কত সেনা গেল তথা মরি॥
রথ রথী অশ্বগণ অনেক পড়িল।
বাণাঘাতে বহু সেনা জীবন ত্যজিল॥
তাহা দেখি জরাসন্ধ আকুল অন্তর।
গজশূন্য ভূমিতলে ভ্রমে একেশ্বর॥
ভূমিতলে থাকি বাণ করে বরিষণ।
অন্ধকারময় তবে হইল গগন॥
তা দেখি মথুরাবাসী পুরজন যত।
মহাভয়ে সকলেই হইল কম্পিত॥
কৃষ্ণ বলরাম হেতু চিন্তিত অন্তর।
মহাকোপে ক্রোধান্বিত দেব হলধর॥
মুষল লইয়া করে বেগেতে ধাইল।
জরাসন্ধ-সৈন্য-মাঝে বেগে প্রবেশিল॥
মহাবল ধরে সেই দেব সঙ্কর্ষণ।
শত্রু-সৈন্য 'পরে করে বিষম ঘাতন॥
মুষল-আঘাতে তবে বড় বড় বীর।
ভূতলে পড়িয়া সবে হইল অস্থির॥
কত কত মহাবীর ছাড়িল জীবন।
সাগর-তরঙ্গ সম যত সেনাগণ॥
চারিদিকে মহাশব্দ করে অবিরল।
করিল নিধন রাম প্রহারি মুষল॥
মারিল সকল সেনা দুই সহোদর।
পরম আনন্দে নৃত্য করে তদন্তর॥
বহিল রক্তের নদী রণাঙ্গন-মাঝে।
ছিন্ন হস্ত সর্পসম তাহাতে বিরাজে॥
কচ্ছপের সম মুণ্ড হয় শোভমান।
নিহত মাতঙ্গ হয় দ্বীপের সমান॥
কুম্ভীরের সমারহে তুরঙ্গের দল।
ছিন্ন ঊরু মৎস্যসম শোভে অবিকল॥
শৈবালের সম শোভে ছিন্ন নরকেশ।
ধনুক তরঙ্গ সম শোভিছে অশেষ॥
নাশিয়া অসুর-কুলে দেব জনার্দ্দন।
রণস্থলে চারিদিকে করেন ভ্রমণ॥
ওহে নরবর কহি এখন তোমারে।
পরম কারণ যেই এ ভব সংসারে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি যাহা হ'তে হয়।
তাঁহার গুণের অন্ত না জানি নিশ্চয়॥
কটাক্ষে জগৎ পারে বিলয় করিতে।
তাঁর কি আশ্চর্য্য এই সৈন্য বিনাশিতে॥

জরাসন্ধ-সৈন্যগণে নিধন করিল ।
এক মাত্র রণস্থলে ভ্রমিতে লাগিল ॥
মহারাজ জরাসন্ধ সভয় অন্তর ।
বেগেতে ধরিল তারে দেব হলধর ॥
যেমন কেশরি-রাজ মহাগজবরে ।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বেগে তাহে গিয়া ধরে ॥
সেইমত জরাসন্ধে ধরিয়া আনিল ।
মহাপাশে তবে তারে বন্ধন করিল ॥
তব বলদেব তার নিধন কারণ ।
মহা-অসি দুই হস্তে করে উত্তোলন ॥
হেনকালে কহে তবে দেব ব্রজেশ্বর ।
না মার উহারে ভাই তুমি হলধর ॥
তব বধ্য নহে ভাই জানিবে উহায় ।
বলদেব ছাড়ি দিল কৃষ্ণের কথায় ॥
ওহে মহারাজ শুন অপূর্ব্ব কথন ।
জরাসন্ধে ছাড়ি দিল দেব সঙ্কর্ষণ ॥
তবে মন-দুঃখে সেই মগধ রাজন ।
বিষণ্ণ অন্তরে করে দেশেতে গমন ॥
অন্তরে বিষম ক্রোধ তাহার জন্মিল ।
তপস্যা করিতে তবে মনেতে চিন্তিল ॥
মন-দুঃখে বনপথে ধাইল তখন ।
নৃপগণ কহে তারে প্রবোধ বচন ॥
কি কারণে বনমাঝে গমন করিবে ।
কেন তবে এত দুঃখ সহিতে হইবে ॥
রাজা কহে যাব আমি তপস্যা কারণ ।
কেন সবে মোরে কর বৃথা নিবারণ ॥
তবে যত রাজগণ তাহারে বুঝায় ।
কি হেতু তপস্যা তব কহ নররায় ॥
অতুল বিক্রম তব কেন কর শোক ।
তোমার সহিত বল পারে কোন্ লোক ॥
তবে এই এক কথা শুন নররায় ।
দৈবের লিখন কভু খণ্ডন না যায় ॥
পূর্ব্ব কর্ম্মফলে তবে হেন অঘটন ।
যুদ্ধেতে জিনিল তাই তোমা যদুগণ ॥
নতুবা তোমারে জয় করে কেবা আর ।
তোমার ভয়েতে স্থির নহে এ সংসার ॥
অধিক কি কব আর ওহে মহামতি ।
তোমার সম্মুখে পারে কে করিতে গতি ॥
বৃথা এ তপস্যা তব নাহি ফলোদয় ।
অন্যরূপে কর সেই যদুগণে জয় ॥
সে কথা না শুনি তবে মগধ-রাজন ।
নিরন্তর হ'ল তবে তপস্যা-মগন ॥
হেথায় আনন্দ অতি মথুরানগরে ।
ঘরে ঘরে মহানন্দে সবে নৃত্য করে ॥
যুদ্ধজয়ী বলরাম দেব গদাধর ।
মহানন্দে নাচে যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
দেবগণ শূন্য হ'তে কুসুম বরিষে ।
হরিগুণ গান করে মনের হরিষে ॥
চারিধারে উৎসবের জাগে সমারোহ ।
বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি বাজে অহরহ ॥
বিচিত্র পতাকা কত চৌদিকে উড়িল ।
মনোহর তোরণাদি নির্ম্মিত হইল ॥
অতঃপর রাম-কৃষ্ণ দুই সহোদর ।
প্রবেশিল মহানন্দে পুরীর ভিতর ॥
উগ্রসেনে কহে তবে সব বিবরণ ।
আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল তখন ॥
এইমত বহু সৈন্য ল'য়ে তার সাথে ।
কতবার জরাসন্ধ আসে মথুরাতে ॥
করিয়া ভীষণ যুদ্ধ রাম-কৃষ্ণ সনে ।
পরাভব মানি যায় আপন ভবনে ॥
পরাজিত হ'য়ে যুদ্ধে সপ্তদশ বার ।
মথুরানগরী আসি বেড়িল আবার ॥
এদিকে ঘটিল কিবা শুন হে রাজন ।
কালযবনের ছিল ম্লেচ্ছ অগণন ॥
তাহার নিকটে গিয়া কহিল নারদ ।
হে কালযবন তুমি যুদ্ধবিশারদ ॥
কোটি কোটি আছে তব ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ ।
ত্বরায় মথুরাপুরী কর আক্রমণ ॥

তাহাদের ল'য়ে যুদ্ধে যাও হে সম্প্রতি।
বধিতে নাহিক কার এমন শকতি ॥
পরাজিত হবে নন্দসুত দুই জন।
কভু মিথ্যা নাহি হবে আমার বচন ॥
নারদের কথা শুনি সে কালযবন।
তিন কোটি ম্লেচ্ছ ল'য়ে করে আগমন ॥
মহারোষে যবনেরা রোধিল নগর।
নগরের লোক যত ত্রাসিত অন্তর ॥
ভয়াকুল দেশবাসী তাহা দরশনে।
ভগবান্ চিন্তাযুক্ত হয় মনে মনে ॥
বলরামে ডাকি তবে কহে নারায়ণ।
কহি শুন হিতকথা দেব সঙ্কর্ষণ ॥
ঘটিল অদ্ভুত কাণ্ড হেরি এইবার।
যবনের সৈন্য আসে মথুরা মাঝার ॥
তাহাদের সহ যবে করিব সমর।
জরাসন্ধ সৈন্য ল'য়ে আসিবে সত্বর ॥
দুই দিক্ হ'তে মোরা আক্রান্ত হইব।
নিশ্চয় এবার বড় বিপদে পড়িব ॥
উভয় সঙ্কটে মোরা পড়িব এখন।
বিপদে পড়িবে যত বান্ধব স্বজন ॥
বড় দুরাচার সেই মগধ-ঈশ্বর।
যবন সৈন্যেতে তায় ঘেরিল নগর ॥
আমাদের বধ্য নহে দুরন্ত যবন।
পাইবে অনেক কষ্ট যত যদুগণ ॥
মগধ-নৃপতি হেথা আসিবে সত্বরে।
সংহারিবে বন্ধুগণে বিষম সমরে ॥
অতএব এই যুক্তি কর মহাশয়।
সমরে যবন যাহে বিনাশিত হয় ॥
আর জ্ঞাতিগণ যাহে থাকয়ে কুশলে।
এমন বিধান এবে করিব কৌশলে ॥
সমুদ্র-মাঝেতে এক পুরী নির্ম্মাইব।
সেই স্থানে যদুগণে কুশলে রাখিব ॥
প্রকারে যবনগণে করিব নিধন।
তোমারে কহিনু এই প্রকৃত বচন ॥
বলরাম সহ হরি মন্ত্রণা করিল।
বিশ্বকর্ম্মা তারে ডাকি এই আজ্ঞা দিল ॥
আজ্ঞামাত্র বিশ্বকর্ম্মা চলিল সত্বর।
সাগর-মাঝেতে পুরী করে মনোহর ॥
করিল নির্ম্মাণ পুরী দ্বাদশ যোজন।
হইল বিশাল পুরী সুদৃঢ় গঠন ॥
বিশ্বকর্ম্মা পুরী সেই স্বহস্তে গড়িল।
দ্বারকা নামেতে তার নাম যে হইল ॥
পরম সুন্দর পুরী অদ্ভুত গঠন।
সুদৃঢ় প্রাচীর তার গড়ের বন্ধন ॥
চারিদিকে কল্পবৃক্ষ করিল রোপণ।
আর কত রোপে তাহে কুসুম কানন ॥
মনোহর অট্টালিকা মুনি-মন হরে।
গড়িলেন পুরী সেই স্ফটিক প্রস্তরে ॥
রজত-নির্ম্মিত গৃহ চারু-দরশন।
নানারত্নে গৃহ সব হ'য়েছে শোভন ॥
উচ্চ শৃঙ্গ শোভে তাহে গৃহের উপর।
রতন সকল কত শোভে মনোহর ॥
রচিল বিবিধ গৃহ পরম যতনে।
কতই শোভিল তাহা বিবিধ বরণে ॥
এইরূপে মনোহর পুরী নির্ম্মাইল।
সুধর্ম্ম নামেতে মঞ্চ তাহাতে রচিল ॥
অশ্বশালা হস্তিশালা নির্ম্মাইল তায়।
পারিজাত পুষ্প তার দ্বারেতে লাগায় ॥
হেনমতে সেই পুরী নির্ম্মিত হইল।
যদুবংশগণ যত তাহাতে চলিল ॥
সবে আসি পুরী রক্ষা করে সযতনে।
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত দ্বারকাভবনে ॥
হইল পরম তুষ্ট পুরী দরশনে।
রাখিলেন নারায়ণ সবারে যতনে ॥
মথুরা-নিবাসিগণে রাখিয়া তথায়।
রাম-কৃষ্ণ দুই জনে আসে মথুরায় ॥
বলরামে সম্বোধিয়া কহে জনার্দ্দন।
তুমি হেথা থাকি কর প্রজার পালন ॥

আমি একা যাই দাদা করিবারে রণ।
বিনাশ করিব তথা শত্রুসৈন্যগণ ॥
এত বলি জনার্দ্দন অস্ত্রহীন হাতে।
সমর করিতে আসে শত্রুসৈন্য সাথে ॥
এইরূপে করে কৃষ্ণ দুর্গের নির্ম্মাণ।
অতঃপর যা ঘটিল শুন মতিমান্ ॥
ভাগবত-কথা হয় অতি মনোহর।
সুবোধ রচিল গীত আনন্দ-অন্তর ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের দুর্গনির্ম্মাণ।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

মুচুকুন্দের স্তব

শুকদেব বলে শুন সুমতি রাজন্।
যে ভাবে হইল সেই যবন-নিধন ॥
পুরী হ'তে বাসুদেব বাহির হইল।
দেখা দিয়া যবনেরে অমনি চলিল ॥
পূর্ণচন্দ্র সেথা যেন হইল উদয়।
সুন্দরের অগ্রগণ্য যেই জন হয় ॥
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম পীতবাসধারী।
গলেতে কৌস্তুভ শোভে মুকুন্দমুরারি ॥
পীবর দীঘল বাহু অরুণলোচন।
সুন্দর কপোল আর সহাস বদন ॥
তাঁহারে দেখিয়া মনে ভাবিল যবন।
নারদবাক্যেতে মানি এই জনার্দ্দন ॥
তখন যবন-সৈন্য ভাবিল অন্তরে।
অস্ত্রহীন একা কৃষ্ণ পলায় সত্বরে ॥
আমাদের ভয়ে এবে করে পলায়ন।
এত ভাবি পাছু পাছু ধাইল তখন ॥
মনে আশা এইবার করিব নিধন।
আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরিবে এখন ॥
কেহ বলে ধরি লহ রাজার সদনে।
কেহ কেহ বলে বধ কর এইক্ষণে ॥
এইরূপ ভাবি সবে পশ্চাতে ধাইল।
কেহ বলে ধর শীঘ্র ওই পলাইল ॥
দ্রুতপদে ধায় সবে যতেক যবন।
ধরিব ধরিব করে না করে ধারণ ॥
ধরিবারে যেই মাত্র নিকটেতে যায়।
অমনি শ্রীকৃষ্ণ বহু দূরেতে পলায় ॥
ধরা নাহি দিলে তারে কার সাধ্য ধরে।
যোগিগণ অনুক্ষণ যাঁর ধ্যান করে ॥
যোগীর পরম ধন পরম-কারণ।
তাঁহারে ধরিতে বল পারে কোন্ জন ॥
তবে এই মাত্র ধরা দেন নারায়ণ।
হৃদয়-মন্দিরে যোগী করে দরশন ॥
তবে হরি ছল করি পথে চলি যায়।
যেন অন্তরেতে হরি কত ভয় পায় ॥
চলিতে না পারে পদ হতেছে কম্পন।
যেন কত ভয়ে হরি করে পলায়ন ॥
এইরূপ ভাবে যদি গমন করিল।
সে কালযবন তার পশ্চাতে ধাইল ॥
ধরি ধরি মনে করে ধরিতে না পারে।
দ্রুতপদে ছুটে চলে ধরিতে তাঁহারে ॥
যথা সৌদামিনী খেলে জলধর-কোলে।
তেমতি যবন তার পাছু পাছু চলে ॥
এইরূপে সে যবন ধাইলেক সঙ্গে।
মহাবনে বনমালী প্রবেশেন রঙ্গে ॥

মহাভয়ঙ্কর গিরি তাহার ভিতর ।
উচ্চ শীর্ষ হয় তার বিস্তৃত গহ্বর ॥
তাহার ভিতরে হরি সত্বরে চলিল ।
যবন ত্বরায় তাঁর পশ্চাতে ধাইল ॥
মনে ভাবে এইবার লুকাইয়া যায় ।
কর্কশ বচনে তারা কহে ডাকি তায় ॥
ওহে হীনকর্ম্মা তুই কোথা পলাইবি ।
এবার শমনালয়ে নিশ্চয় যাইবি ॥
জন্ম তব যদুকুলে তুমি মহাবীর ।
প্রাণের কারণ কেন এতই অস্থির ॥
পলাইয়া আর কোথা যাবে এইবার ।
আমাদের হাতে হবে নিশ্চয় সংহার ॥
পলাইয়া যাও বৃথা জীবন কারণ ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ইহা না হয় কখন ॥
সম্মুখ-সংগ্রামে যার প্রাণ অন্ত হয় ।
চরমে পরম গতি তাহার নিশ্চয় ॥
ক্ষত্রিয়ের জন্ম মাত্র যুদ্ধের কারণ ।
জীবনের ভয় তার না হয় কখন ॥
তুমি হে ক্ষত্রিয়াধম জানিলাম মনে ।
প্রাণভয়ে পলায়ন কর সে কারণে ॥
এই কথা বলি ধায় তাঁহার পশ্চাতে ।
ক্রমে প্রবেশিল সেই পর্ব্বত-গুহাতে ॥
প্রবেশিল তবে হরি পর্ব্বত-কন্দরে ।
হেরিল মানব এক আছে নিদ্রাঘোরে ॥
অচেতন আছে সেই পুরুষরতন ।
কৃষ্ণ নিজ বস্ত্রে তারে করে আচ্ছাদন ॥
পর্ব্বত-কন্দরে হরি হ'ল অদর্শন ।
সেখানে আসিল তবে সে কালযবন ॥
বস্ত্রাবৃত জনে তথা করি দরশন ।
হাসিয়া যবন তারে কহে কুবচন ॥
ক্ষত্রিয়-অধম ওরে বল কোথা যাবে ।
আর পথ নাহি হেথা কোথায় পলাবে ॥
নিদ্রাছলে এই স্থলে করেছ শয়ন ।
ধরেছ সাধুর মূর্ত্তি ভয়েতে এখন ॥
আর কি কহিব ছল ওরে দুরাশয় ।
এখনি যাইবে দুষ্ট শমন-আলয় ॥
এত কহি হাসি হাসি সে কালযবন ।
পদাঘাত করে তায় ভাবি নারায়ণ ॥
যেমন হানিল পদ চমকে সে জন ।
নিদ্রাভঙ্গে সেইক্ষণে মেলিল নয়ন ॥
বহুকাল নিদ্রাগত ছিল সে গুহাতে ।
নিদ্রাভঙ্গ হয় তার যবন-আঘাতে ॥
কোপদৃষ্টে সেই জন করে দরশন ।
রক্তবর্ণ হ'ল তার যুগল নয়ন ॥
কোপাগ্নি প্রকাশ তার ললাটে পাইল ।
যেন ঘোর হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ করে নিরীক্ষণ ।
সম্মুখে দেখিল তার দাঁড়ায়ে যবন ॥
ক্রোধে ঘন ঘন তার কাঁপে কলেবর ।
দেহ হ'তে বাহিরিল অগ্নি ভয়ঙ্কর ॥
সে অনলে দগ্ধ হ'ল সে কালযবন ।
ভস্মীভূত অঙ্গ তার হ'ল সেইক্ষণ ॥
শুনি বাণী পরীক্ষিৎ কহিল তখন ।
কৃপা করি কহ মুনি আমারে এখন ॥
কেবা সেই মহামতি কিবা নাম তার ।
কোন্ বংশে জন্ম তার কাহার কুমার ॥
পর্ব্বত-কন্দর কেন করিল আশ্রয় ।
শয়ন করিয়া কেন তথা সেই রয় ॥
কিবা তেজে যবনেরে করিল বিনাশ ।
বিস্তারিয়া কহ মোরে এই ইতিহাস ॥
শ্রবণে রাজার কথা কহে মুনিবর ।
তব সম সাধু নাই অবনী-ভিতর ॥
শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব কথন ।
ইক্ষ্বাকু-বংশেতে হয় মান্ধাতা রাজন ॥
মুচুকুন্দ নামে হয় তাহার তনয় ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধীর সদাশয় ॥
দ্বিজপ্রিয় মহাজ্ঞানী ধর্ম্মপরায়ণ ।
মহাবীর্য্যবন্ত সেই তেজে হুতাশন ॥

রাজার নিকটে আসি যতেক অমর।
মৃদুভাষে কহে সবে তাঁহার গোচর॥
ওহে মহারাজ শুন মোদের বচন।
আমাদের দৈত্যভয় কর নিবারণ॥
অস্থির হ'য়েছি মোরা দৈত্যগণ ডরে।
আমাদেরে রক্ষা তুমি কর কৃপা ক'রে॥
যদি নাহি রাখ তবে সংশয় জীবন।
রক্ষা কর দেবগণে শুনহ বচন॥
শুনিয়া অমর-বাণী সন্তুষ্ট হইল।
দেবকার্য্যে সেইক্ষণে গমন করিল॥
দৈত্যভয় হ'তে রক্ষা করে নৃপবর।
ভয় হ'তে মুক্ত হ'ল দেবতা-নিকর॥
তবে যত দেবগণ সন্তুষ্ট হইল।
মুচুকুন্দরাজে তবে কহিতে লাগিল॥
আমাদের বাক্য শুন ওহে নরবর।
তোমা হ'তে রক্ষা পায় যতেক অমর॥
করিলে মোদের তুমি মহা উপকার।
দৈত্যভয় হ'তে তুমি করিলে উদ্ধার॥
মোরা সবে ভয়হীন হইনু এখন।
বিষম জঞ্জাল সব হ'ল নিবারণ॥
দারা পুত্র পরিবার আত্মীয় বান্ধব।
ওহে নৃপ কালবশে কালপ্রাপ্ত সব॥
কালহস্তে সকলেতে হ'য়েছে নিধন।
জীবিত তোমার বংশে নাহি কোন জন॥
কালরূপী মহাকাল সংসারের সার।
যাহার আজ্ঞায় হয় সবার সংহার॥
সেই কাল হ'তে তব বংশ হ'ল ক্ষয়।
দুঃখ না ভাবিও মনে তুমি সদাশয়॥
চিরজীবী নহে কেহ জগতের জন।
জন্মিলে অবশ্য তার হইবে মরণ॥
না জানে পরম তত্ত্ব অল্পমতি যেই।
শোক-তাপে অল্পক্ষণ মত্ত হয় সেই॥
অতএব মহারাজ ধরহ বচন।
মনোমত বর লহ যাহা তব মন॥

মুক্তিপদ ছাড়া তুমি যে বর চাহিবে।
অন্যথা না হবে তাহা তখনি পাইবে॥
লহ বর নরবর বাক্য দেবতার।
এত শুনি কহে রাজা করি নমস্কার॥
বর দিতে বাঞ্ছা যদি সবাকার হয়।
এই বর দাও মোরে হইয়া সদয়॥
অমর থাকিয়া আমি আনন্দের ভরে।
সুখেতে যাইব নিদ্রা পর্ব্বত-কন্দরে॥
যদি কেহ নিদ্রা ভঙ্গ করে হেন স্থলে।
ভস্মরাশি হবে সেই এই বর-বলে॥
শুনি দেবগণ অতি আনন্দিত হ'ল।
সেইক্ষণে সেই বর প্রদান করিল॥
মুচুকুন্দ আসি পরে গুহার ভিতরে।
মহাসুখে নিদ্রা যায় নির্ভয়-অন্তরে॥
মুচুকুন্দ-নিদ্রা-ভঙ্গ যবন করিল।
সেই কোপানলে তবে বিনাশ হইল॥
যেই মাত্র সে যবন হইল বিনাশ।
অমনি সে নারায়ণ হইল প্রকাশ॥
মুচুকুন্দ নিদ্রা-ভঙ্গে করে নিরীক্ষণ।
সম্মুখেতে মহাকায় দেব নারায়ণ॥
হেরিল সে নবঘনরূপ মনোহর।
সুবিমল কান্তি সেই দেব পীতাম্বর॥
শ্রবণে কুণ্ডল গলে বনমালা দোলে।
মনোহর শোভা কিবা হেরি মন ভোলে॥
কৌস্তুভে শোভিত কণ্ঠ মদনমোহন।
কত প্রভাময় সেই সুচারু বদন॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী।
পীতধড়া শোভে কটি বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
অলকা-আবৃত গণ্ড ভুবন-মোহন।
নাসাগ্রে নোলক দোলে রূপ বিমোহন॥
মনোহর হাস্যযুক্ত প্রসন্ন বদন।
দেখিয়াই হইল সে মোহিত তখন॥
অমনি সে ভূমে লুটি প্রণাম করিল।
মৃদুভাষে মহাহর্ষে তখন কহিল॥

কে বট আপনি কহ স্বরূপ বচন।
কি হেতু এ ঘোর বনে হয় আগমন॥
গিরিগুহা-মধ্যে কেন কহ সেই বাণী।
নিবিড় কাননে কেন এলে নাহি জানি॥
হেথা আগমন কেন কহ সত্যকথা।
সুকোমল পদযুগে লাগিয়াছে ব্যথা॥
সত্য কহ মহাশয় তুমি কোন্ জন।
হবে বুঝি দেবরাজ সহস্রলোচন॥
কিংবা হবে দিবাকর কিংবা শশধর।
কিংবা পার্ব্বতীর পতি দেব দিগম্বর॥
কিংবা সে চতুরানন দেব সৃষ্টিপতি।
কিংবা সে পরমাকার ত্রিলোকের গতি॥
নিশ্চয় হইবে তুমি দেব সারাৎসার।
উজ্জ্বল হইল বন রূপেতে তোমার॥
অন্ধকারময় গুহা রূপে আলোকিত।
তব রূপে মম মন একান্ত মোহিত॥
কোন্ কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয়।
আগে মম পরিচয় শুন মহাশয়॥
যুবনাশ্ব রাজা জন্মে ইক্ষ্বাকু-বংশেতে।
মান্ধাতা তাঁহার পুত্র বিদিত জগতে॥
মুচুকুন্দ মম নাম তাঁর পুত্র হই।
দেব-বরে নিদ্রাগত গুহা-মধ্যে রই॥
কে করিল নিদ্রাভঙ্গ কহ সে বচন।
কেবা মোর কোপানলে হইল দহন॥
সেই সব কথা মোরে দেহ পরিচয়।
কৃপা করি তত্ত্বকথা কহ মহাশয়॥
তব তেজে বিশ্বতেজ মলিন এখন।
হেন শক্তি নাহি মোর করিতে বর্ণন॥
মুচুকুন্দ-বাক্যে তবে দেব গদাধর।
ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ করেন উত্তর॥
হাসি হাসি কহে হরি শুনহ বচন।
মম জন্মকথা কিবা করিবে শ্রবণ॥
কর্ম্মমাত্রে জন্ম মম জানিবে নিশ্চয়।
জনমের সংখ্যা মম কিছুই না হয়॥
কর্ম্মের কারণ মম জন্ম নিরূপণ।
মম জন্ম গণিবারে পারে কোন্ জন॥
তথাপি কিঞ্চিৎ আমি কহিব তোমারে।
হরিতে অবনীভার মর্ত্ত্যের মাঝারে॥
ব্রহ্মার বচনে হেথা মোর আগমন।
করিতে আইনু আমি পৃথিবী রক্ষণ॥
সংহারিতে দৈত্যকুলে হেথা আগমন।
যদুকুলে জন্ম মম কহি বিবরণ॥
সম্প্রতি অবনীমাঝে জনম আমার।
বসুদেব নামে মাত্র তাহার কুমার॥
সেই হেতু বাসুদেব মম নাম হয়।
কহিনু তোমারে আমি সত্য পরিচয়॥
আর কিছু পরিচয় কহিব এখন।
কংস দুরাচারে আমি করিনু নিধন॥
মোর হস্তে প্রলম্ব যে অসুর মরিল।
আর কত দৈত্যগণ নিহত হইল॥
আর কত কোটি দৈত্য আছিল যবন।
এখানে আনিয়ে সবে করিনু নিধন॥
হেথা আগমন মম যাহার কারণ।
মম দরশন মাত্র তোমার মোক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে এই পর্ব্বত-গহ্বরে।
আমারে ভজিলে তুমি আপন অন্তরে॥
সেই জন্য হেথা আজ মোর আগমন।
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন॥
অতএব মম কাছে মাগি লহ বর।
মনোমত বর চাহ পাইবে সত্বর॥
আমার আশ্রিত রাজা হয় যেই জন।
মনের আনন্দে সেই রহে অনুক্ষণ॥
অমঙ্গল কভু তার ঘটন না হয়।
আমি সবাকার মূল সবার আশ্রয়॥
শুন ওহে নরপতি অদ্ভুত বারতা।
মুচুকুন্দ রাজা তবে শুনি হেন কথা॥
করযোড়ে করি তথা বসিয়া ভূতলে।
প্রণতি করিয়া রাজা পড়ে পদতলে॥

গর্গমুনি-বাক্য তার মনেতে পড়িল ।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলি নিশ্চয় জানিল ॥
তবে রাজা ভক্তিভরে করয়ে স্তবন ।
প্রেমানন্দে নৃপতির না সরে বচন ॥
প্রেমে পুলকিত রায় গদগদ বাণী ।
বলে ওহে নারায়ণ দেব চক্রপাণি ॥
ওহে সর্ব্বসারময় জগৎ-কারণ ।
তব মায়াচ্ছন্ন যত জগতের জন ॥
সেই হেতু হীনমতি সর্ব্বক্ষণ রয় ।
বৃথা মদে মত্ত সদা তাদের হৃদয় ॥
পরমার্থ নাহি জানে অনর্থে উন্মত্ত ।
না পারে তুষিতে তোমা নাহি জানে তত্ত্ব ॥
সুখ আশে ভবে আসে ভজিতে তোমারে ।
মগ্ন রয় সর্ব্বক্ষণ দুঃখের মাঝারে ॥
মায়াতে মোহিত সদা ভব-জীব যত ।
এ সংসারে দুঃখভাগী হয় হে সতত ॥
পরম মানব-জন্ম করিয়া ধারণ ।
ভজন না করে দেব তব শ্রীচরণ ॥
তোমারে কি কব আর ওহে সারাৎসার ।
অন্ধকূপে পড়ি যথা রহি অনিবার ॥
বিফল জনম মম গত এত কাল ।
বিষয় বাসনা যত সকলি জঞ্জাল ॥
দারা পুত্র পরিজন সকলি বৃথায় ।
চিন্তার কারণ মাত্র কহিনু তোমায় ॥
অনুক্ষণ সংসারের বাসনা-আবৃত ।
ভব-জীব মত্ত তাহে থাকে অবিরত ॥
বিষয়ে প্রমত্ত মন রহে অনুক্ষণ ।
একবার নাহি ভাবে তোমার চরণ ॥
বৃথামোহে যায় কাল কহিলাম সার ।
শেষে মহাকাল আসি করয়ে সংহার ॥
রাজ্যধন আদি যত কিছু নাহি রয় ।
দেহের সৌন্দর্য্য যত সব মিথ্যা হয় ॥
বৃথা অহঙ্কারে মত্ত যত জীবচয় ।
অন্তকালে পঞ্চভূতে হইবে বিলয় ॥
অতুল ঐশ্বর্য্যে মত্ত ছিল মোর মন ।
অহঙ্কারে তোমারে না ভাবি কদাচন ॥
এতদিন বৃথা আমি কাটাইনু কাল ।
কোন দিন তোমারে না ভাবিনু দয়াল ॥
পত্নী পুত্র পরিবার আদি ল'য়ে যত ।
আসক্ত ছিলাম হায় আমি অবিরত ॥
ভুলেও তোমারে কভু করিনি স্মরণ ।
অভিমানে মত্ত সদা ছিল মোর মন ॥
কি কব তোমারে আমি ওহে নারায়ণ ।
ভোগে কভু নাহি হয় তৃষ্ণা নিবারণ ॥
ওহে জগতের নাথ দয়াময় প্রভু ।
সংসারী মানব সুখ নাহি পায় কভু ॥
বিষয়-বাসনা-ভোগে আশা আছে যার ।
সেই পুনঃ জন্ম লভে আসি এ সংসার ॥
তাহে নাহি সুখভোগ দুঃখ অবিরত ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখভোগ তাহার সতত ॥
তবে এই ভাবে সদা করিতে ভ্রমণ ।
সাধুসঙ্গ ভাগ্যে যদি হয় কদাচন ॥
সাধুসঙ্গ হেতু তার হয় সুমঙ্গল ।
তাহার অন্তর তবে হয় সুনির্ম্মল ॥
তব নামগুণ যদি শুনে কোনজন ।
তব শ্রীচরণে রত হয় তার মন ॥
যদি তব পদে মতি একান্ত কাহার ।
পরমার্থ পায় সেই ওহে সর্ব্বাধার ॥
অতএব তব পদে করি এ মিনতি ।
দেহ বর নারায়ণ এ দাসের প্রতি ॥
তব পদে সদা মম এই ত প্রার্থনা ।
আর যেন নাহি পাই ভবের যন্ত্রণা ॥
কৃপা করি কৃপাময় দেহ যদি বর ।
তব পদে মতি যেন রহে নিরন্তর ॥
অসার সংসারে যেন মানস না যায় ।
সাধুসঙ্গে অবিরত ভজি তব পায় ॥
তোমার চরণে মতি রহে সর্ব্বক্ষণ ।
এই বর দেহ মোরে ওহে নারায়ণ ॥

অন্য বরে প্রয়োজন নাহিক আমার।
কৃপা করি কৃপাময় করহ উদ্ধার॥
দয়া করি ওহে হরি দেহ শ্রীচরণ।
সর্ব্বভূতে তুমি আত্মা দেব নারায়ণ॥
নমো নমো নির্ব্বিকার বিরাট্ মূরতি।
নমো নমো সর্ব্বাধার অখিলের পতি॥
নমো নমো বিশ্বরূপ দেব নিরঞ্জন।
নমো নমো রমানাথ জগৎ-কারণ॥
কিবা জানি তপ জপ ওহে দয়াময়।
শ্রীচরণ-দানে মোরে করহ নির্ভয়॥
তোমার চরণ বিনা কিছু নাহি চাই।
করুণা করহ দেব জগৎ-গোঁসাই॥
এইরূপ স্তব করে মুচুকুন্দ রায়।
নারায়ণ মৃদু হাসি কহিলেন তায়॥
শুন শুন নরবর আমার বচন।
তব সম শুদ্ধ-চিত্ত নহে কোন জন॥
মহতী তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ অতিশয়।
বরেতে প্রলুব্ধ তোমা করি মহাশয়॥
শুদ্ধা বুদ্ধি বলি তাহা নহে প্রলোভিত।
প্রমাদে তোমারে আমি না করি পাতিত॥
বিশুদ্ধ অন্তর তব জানিনু নিশ্চয়।
অসার সংসার-রসে বাঞ্ছা তব নয়॥
তোমার বাসনা পূর্ণ অবশ্য হইবে।
চরমে পরম পদ অবশ্য পাইবে॥
ক্ষাত্রধর্ম্ম-অবলম্বী তুমি হে রাজন্।
বধিয়াছ কত পশু মৃগয়া কারণ॥
ক্ষত্রদেহে নাহি মুক্তি পাইবে এখন।
পরজন্মে দ্বিজদেহ করিবে ধারণ॥
আমারে এক্ষণে তুমি করহ আশ্রয়।
ইহাতে সকল পাপ পাইবেক লয়॥
ধরিয়া ব্রাহ্মণ-দেহ আমারে ভজিবে।
মম রূপ লীলা গুণ কীর্ত্তন করিবে॥
যেই দিনে হবে রাজা কর্ম্মফল ক্ষয়।
মম সহচর হবে কহিনু নিশ্চয়॥
ভাগবত-কথা হয় অমৃত সমান।
এইরূপে কহি আমি মুচুকুন্দাখ্যান॥
সুবোধ রচিত গীত করহ শ্রবণ।
অনায়াসে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন॥
ভাগবত পাঠে হয় ভক্তির উদয়।
ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়॥

পূর্ব্বের সঞ্চিত যার আছে পুণ্যফল।
এই শাস্ত্র পাঠে প্রাণ হইবে নির্ম্মল॥

ইতি মুচুকুন্দের স্তব।

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহ

শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
অতঃপর যা ঘটিল বলি বিবরণ॥
শুনি মুচুকুন্দ তথা কৃষ্ণের বচন।
গুহা ছাড়ি নিজস্থানে করিল গমন॥
পরেতে জানিল তথা করি আগমন।
হেরিল মানবে সব আনন্দিত মন॥
বৃক্ষ আদি পশু যত ক্ষুদ্রের আকার।
তাহা দরশনে রাজা করিল বিচার॥
পৃথিবী পাপেতে পূর্ণ হইল নিশ্চয়।
এখানে রহিতে আর যুক্তিযুক্ত নয়॥
সকল মানব হয় পাপে রত হায়।
এত বলি উত্তরেতে চলিল ত্বরায়॥
কৈলাস পর্ব্বতে রাজা গমন করিল।
ভক্তিভরে আনন্দেতে তপ আরম্ভিল॥
কৃষ্ণ-আরাধনা করি আনন্দ-অন্তর।
গন্ধমাদনের পানে চলিল সত্বর॥
তথায় পূজিল গিয়া দেব নারায়ণ।
বদরিকাশ্রমে পরে করিল গমন॥
তথা নারায়ণে পূজি পরম উল্লাসে।
পূজিয়া যুগল পদ আনন্দেতে ভাসে॥
হরিপদ অনুক্ষণ করেন চিন্তন।
ভগবান্ তারে আসি দিলা দরশন॥
কৃষ্ণ-দরশনে রাজা আনন্দে মাতিল।
ভূমিতলে পড়ি তবে প্রণতি করিল॥
তথায় ছাড়িল প্রাণ মুচুকুন্দ রায়।
জয়দেব নাম ধরি জন্মে পুনরায়॥
দ্বিজরূপে করে সদা হরি আরাধন।
কৃষ্ণনামে রত করে কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলাময়।
দ্বিজরূপে মুচুকুন্দ পাইল আশ্রয়॥
শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
কি করিল জরাসন্ধ মগধ-রাজন্॥
দুরন্ত যবন সব করি বিনাশন।
তথা হ'তে মথুরাতে আসে নারায়ণ॥
যবনের সৈন্য হরি করিয়া নিধন।
যবনের পুরী সব করেন লুণ্ঠন॥
রত্ন আদি ধন সব দ্বারকা পাঠায়।
সকলি শুনিল জরাসন্ধ নররায়॥
মহাকোপে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।
কোপে কৃষ্ণে কটু কত কহিতে লাগিল॥
কোপে অঙ্গ জ্বলে তার যেন হুতাশন।
সেনাগণে ডাকি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
যুদ্ধ হেতু ত্বরান্বিত যাও মথুরায়।
আজ্ঞামাত্র সেনাগণ ধাইল তথায়॥
বহু সৈন্যগণ সহ মথুরা ঘিরিল।
মহা ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল॥
তাহা শুনি বাসুদেব বিচারিল মনে।
মথুরা হইতে ধায় ভাই দুই জনে॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই মহাবেগে ধায়।
যেন কত ভয়াতুর ভাবে চলি যায়॥
পদব্রজে দুই ভাই ধায় বনপথে।
পশ্চাতেতে জরাসন্ধ ধাইল যে রথে॥
সৈন্য সহ মহারাজ পিছু পিছু চলে।
বিদ্রূপ করিয়া তবে কত কথা বলে॥
বলে ওরে গোপপুত্র পলাও কোথায়।
বাড়িল বিক্রম তোর মারি কংসরায়॥
কোথায় গেল রে তোর বিক্রম সকল।
আজ কেন ভয়াতুর হয়েছ চঞ্চল॥
এত কহি পিছে পিছে করয়ে গমন।
রাম-কৃষ্ণ অগ্রে ধায় আনন্দিত মন॥

বহুদূর দুই ভাই গিয়া তদন্তরে।
ত্বরায় উঠিল এক পর্ব্বত উপরে॥
যেন অতি পরিশ্রান্ত ভাই দুই জন।
উঠিল পর্ব্বতে যেন বিশ্রাম কারণ॥
অতি উচ্চতর গিরি মহা ভয়ঙ্কর।
তদধিক উচ্চ হয় তাহার শিখর॥
তাহার উপরে দোঁহে করি আরোহণ।
অলক্ষিতে দ্বারকাতে করেন গমন॥
তবে মগধের পতি চিন্তিল তথায়।
এ পর্ব্বত হ'তে আর যাইবে কোথায়॥
পলাইতে নাহি পথ এবার নিশ্চয়।
অবশ্য যাইবে আজ শমন-আলয়॥
এত ভাবি জরাসন্ধ করিল বিচার।
ঘিরিল পর্ব্বত কৃষ্ণে করিতে সংহার॥
শত্রু সংহারিতে তবে মগধ-রাজন।
পর্ব্বতের চারিপাশে জ্বালে হুতাশন॥
রাশি রাশি কাষ্ঠ রাজা আনি সেইস্থলে।
জ্বালাইল মহা অগ্নি অতি কুতূহলে॥
দাউ দাউ জ্বলে অগ্নি তেজে অতিশয়।
বিষম অনলে সেই গিরি দগ্ধ হয়॥
রাম-কৃষ্ণ বেগে তবে করি উল্লম্ফন।
নীচেতে পড়িল তবে এগার যোজন॥
তাদের না দেখে কেহ ভাই দুই জন।
সমুদ্রবেষ্টিত পুরে করিল গমন॥
মগধনৃপতি তাহা না জানিল মনে।
ভাবে রাম-কৃষ্ণ বুঝি আছে সেইখানে॥
দুই ভাই এইবারে হইল নিধন।
মনে তার মহানন্দ হইল তখন॥
মহাহর্ষে জরাসন্ধ নিজ রাজ্যে যায়।
আইল সত্বর দেশে আনন্দিত কায়॥
পর্ব্বতে পুড়িয়া শত্রু হইল নিধন।
ইহা ভাবি জরাসন্ধ আনন্দে মগন॥
পরম সুখেতে রাজ্য করে অবিরত।
অতঃপর শুন কথা পরম অদ্ভুত॥
দ্বারকাতে দুই ভাই অবিলম্বে যায়।
যদুগণ সহ সেথা মিলে পুনরায়॥
রৈবত নামেতে রাজা ছিল একজন।
আনর্ত্ত দেশেতে ঘর শুনহ রাজন॥
তার কন্যা রেবতী সে রূপের সাগর।
বিবাহ কারণ রাজা ভাবে নিরন্তর॥
কন্যা ল'য়ে ব্রহ্মাপাশে করিল গমন।
বিধিপদে প্রণিপাত করে সেইক্ষণ॥
তদন্তর বিধি কহে রৈবত রাজায়।
কি কারণে আগমন বল হে হেথায়॥
রাজা বলে বিধি মোর শুনহ বচন।
মম এই কন্যা ধাতা করহ দর্শন॥
কহ দেব কার করে দিব এ কন্যায়।
সেই হেতু আগমন আমার হেথায়॥
কন্যা-উপযুক্ত বর কোথায় পাইব।
আজ্ঞা কর এ কন্যায় কার হস্তে দিব॥
হাস্য করি কহে বিধি রাজার বচনে।
তব কন্যা-বর আছে দ্বারকা-ভবনে॥
অতএব তুমি তথা করহ গমন।
পাইবে কন্যার বর শুনহ রাজন॥
দ্বারকাতে অবতীর্ণ হইয়াছে হরি।
পাইবে কন্যার বর যাও ত্বরা করি॥
তাঁহার অগ্রজ হয় নাম হলধর।
এ কন্যা প্রদান কর তাঁরে নরবর॥
সন্তুষ্ট হইল রাজা ব্রহ্মার বচনে।
তবে কন্যা সহ গেল দ্বারকা-ভবনে॥
বসুদেব যথা আছে তথা উপনীত।
কহিল সকল কথা তাহারে ত্বরিত॥
তবে বসুদেব অতি আনন্দ হৃদয়।
বলরাম সহ কন্যা দিলা পরিণয়॥
শুভক্ষণ হেরি তবে রেবতী কন্যারে।
সম্প্রদান করে রাজা হর্ষ সহকারে॥
যৌতুক দিলেন কত আনন্দ বিধান।
শুভকর্ম্ম শুভক্ষণে হ'ল সমাধান॥

নৃত্যগীত মহোৎসব সকলে করিল।
অনাথদিগকে বহু ধন বিতরিল ॥
উগ্রসেন আদি যত যাদব-নন্দন।
সকলে আনন্দ-নীরে হইল মগন ॥
রেবতী লইয়া সবে আনন্দে ভাসিল।
দ্বারকা-নগরে মহা উৎসব হইল ॥
কৌতুকে যৌতুক দেয় যাহার যা মন।
কেহ দেয় রত্নমালা কেহ বা কাঞ্চন ॥
কেহ বা সুবর্ণ-হার দিলেন গলায়।
রতন-অঙ্গুরী কেহ অঙ্গুলে পরায় ॥
এইরূপে হলধর বিবাহ করিল।
দ্বারকা-নগরবাসী সকলে মোহিল ॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় যত পাপ ভার ॥

ইতি বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহ।

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

রুক্মিণী সংবাদ ও শ্রীকৃষ্ণকে পত্র প্রেরণ

শুক কহে শুন কথা ওহে নরপতি।
বিদর্ভনগরে রাজা ভীষ্মক সুমতি ॥
দুহিতার স্বয়ম্বর করিল রাজন।
সেই কন্যা নারায়ণ করিল হরণ ॥
শিশুপাল আদি যত ছিল নরপতি।
সকলে জিনিয়া কন্যা আনে যদুপতি ॥
শুকদেবে জিজ্ঞাসিল উত্তরা-নন্দন।
কিরূপে করিল হরি রুক্মিণী-হরণ ॥
জরাসন্ধ আদি যত মহাবীরগণে।
কিরূপে জিনিল হরি কহ এইক্ষণে ॥
শুকদেব কহে তবে নৃপতি-বচনে।
হরিকথা শুন রায় সুবিশুদ্ধ মনে ॥
বিদর্ভ নগর মাঝে ভীষ্মক নৃপতি।
পাঁচ পুত্র এক কন্যা অতি রূপবতী ॥
রুক্ম রুক্মরথ আর রুক্মবাহু নাম।
রুক্মকেশ রুক্মমালী অতি গুণধাম ॥
রুক্মিণী নামেতে কন্যা শুনহ রাজন।
পরমা রূপসী কন্যা ভুবনমোহন ॥
তাঁহার রূপের সীমা নাহিক ধরায়।
ত্রিভুবনে খ্যাত রূপ মুনি মোহ যায় ॥
বয়সে ষোড়শী তায় নবীন যৌবন।
চাহিলে তাহার পানে মুগ্ধ হয় মন ॥
সে কথা শ্রবণে কৃষ্ণ মোহিত হইল।
বিবাহ করিতে তারে অন্তরে চিন্তিল ॥
রুক্মিণী কৃষ্ণের রূপ করিয়া শ্রবণ।
মোহিত হইল অতি শুনহ রাজন ॥
এরূপে উভয়-রূপে উভয়ে মোহিত।
উভয়ে উভয় তরে হইল চিন্তিত ॥
দোঁহা রূপে অনুরাগী দু'জনে হইল।
অনুক্ষণ দুইজন ভাবিতে লাগিল ॥
শুন নরপতি কহি অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণে কন্যা দিতে চাহে ভীষ্মক রাজন ॥
সে কথা শ্রবণে তবে তাঁর পুত্রগণ।
কহিতে লাগিল বহু করি নিবারণ ॥
কহি শুন ওগো পিতা মোদের কাহিনী।
কৃষ্ণেরে কিরূপে দিবে আপন নন্দিনী ॥

প্রবীণ বয়সে বুদ্ধি হত আপনার।
কৃষ্ণেরে রুক্মিণী দিবে এ কোন্ বিচার ॥
একে মহা মূর্খ সেটা গোপের নন্দন।
সকলি অদ্ভুত হয় তার আচরণ ॥
কেবা জানে বল তার দিবে পরিচয়।
গোচারণ করে সে যে গোপের তনয় ॥
গোপবধূ সহ ভ্রমে বনের মাঝারে।
তারে কন্যা দিতে চাহ কিরূপ বিচারে ॥
বধিল আপন মামা মথুরা রাজন।
জরাসন্ধ-ভয়ে শেষে করে পলায়ন ॥
তার ভয়ে সমুদ্রের মাঝে করে বাস।
সেই জনে কন্যা দিতে কেন অভিলাষ ॥
আর কি জানাব পিতা তার পরিচয়।
রুক্মিণীর পাত্র লাগি নাহি কোন ভয় ॥
পূর্ব্বে তার পাত্র মোরা করেছি নির্ণয়।
দামঘোষ-পুত্র শিশুপাল মহাশয় ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ সেই জন।
বীর-অগ্রগণ্য সেই বিখ্যাত ভুবন ॥
অতএব তারে কন্যা কর সম্প্রদান।
শুন পিতা সেই হয় উচিত বিধান ॥
স্বীকার করিল রাজা পুত্রের বচনে।
রুক্মিণীর বিভা দিতে শিশুপাল সনে ॥
তবে দিন স্থির করি সম্বন্ধ করিল।
বিবাহ বিধান সব মঙ্গল হইল ॥
তবে সে রুক্মিণী দেবী করিল শ্রবণ।
শিশুপাল সহ তার বিবাহ ঘটন ॥
তাহা শুনি সুচিন্তিতা ভাসে দুঃখনীরে।
কাঁপিতে লাগিল আর কর হানে শিরে ॥
বলে যদি শিশুপাল মম পতি হয়।
তবে এ জীবন আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
চিরদিন কৃষ্ণে মন করেছি অর্পণ।
শিশুপাল পতি হবে একি অঘটন ॥
জলেতে ডুবিব কিংবা গরল খাইব।
গলায় মারিয়া ছুরি আপনি মরিব ॥
এইরূপে মহাদেবী করয়ে চিন্তন।
হেনকালে তথা এক আইল ব্রাহ্মণ ॥
বসাইয়া ব্রাহ্মণেরে করিয়া বিনয়।
করযোড়ে কহে তারে শুন মহাশয় ॥
এই উপকার মোর কর দ্বিজবর।
শীঘ্রগতি যাও তুমি দ্বারকা-নগর ॥
মম পত্র ল’য়ে তুমি করহ গমন।
শ্রীকৃষ্ণকে এই পত্র করিবে অর্পণ ॥
শ্রবণে রুক্মিণী-বাণী সম্মত হইল।
পত্র ল’য়ে দ্বিজবর দ্বারকা চলিল ॥
দ্বারকা-ভবনে আসি হ’ল উপনীত।
পুরী হেরি দ্বিজবর হয় পুলকিত ॥
দেখে রত্ন-সিংহাসনে বসি দামোদর।
মহানন্দে সন্নিকটে চলিল সত্বর ॥
দ্বিজে দেখি সসম্ভ্রমে উঠি নারায়ণ।
আদরে সে দ্বিজবরে করয়ে ধারণ ॥
রতন-আসনে তবে তাঁরে বসাইল।
বহু যত্ন করি দ্বিজে পূজন করিল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে করিল পূজন।
পরম আদরে হরি করান ভোজন ॥
শ্রান্তি দূর করে দ্বিজ আনন্দ-অন্তর।
দ্বিজের নিকটে আসি বসে দামোদর ॥
আপনি করেন হরি চরণ সেবন।
মৃদুভাষে ব্রাহ্মণেরে করে সম্ভাষণ ॥
হাসিমুখে দামোদর জিজ্ঞাসে কুশল।
সুখে আছ কিংবা দুঃখে কহ সে সকল ॥
নিজ নিজ অবস্থায় রহি অনুক্ষণ।
সন্তুষ্ট থাকিতে যদি পারে দ্বিজগণ ॥
স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত যদি নাহি হয়।
সার্থক তাদের ধর্ম্ম হয় যে নিশ্চয় ॥
যে দ্বিজ সন্তুষ্ট নাহি হয় কদাচন।
উত্তম লোকেতে সেই না করে গমন ॥
যে দ্বিজ সন্তুষ্ট সদা সাধু সদাশয়।
অহঙ্কারশূন্য আর শান্ত যারা হয় ॥

সে সকল বিপ্রগণ সকলের সার।
তাদের চরণে আমি করি নমস্কার॥
বল বল হে ব্রাহ্মণ তোমার কুশল।
রাজ্যের মঙ্গলবার্ত্তা কহ অবিকল॥
যেই রাজ্যে রহে সুখে প্রজা সমুদয়।
মোর প্রিয় পাত্র সেই রাজা অতিশয়॥
কহ দেব কি কারণ হেথা আগমন।
কি হেতু সাগর-পারে দিলে দরশন॥
শ্রীকৃষ্ণ-বচনে তবে কহে দ্বিজবর।
মোর নিবেদন শুন ওহে দামোদর॥
ভীষ্মক-দুহিতা সেই রুক্মিণী যুবতী।
পত্র দিয়া পাঠাইল আমায় সম্প্রতি॥
লহ এই পত্র প্রভু সকল জানিবে।
যে কারণে আগমন অবশ্য বুঝিবে॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে কহে দেবকী-নন্দন।
রুক্মিণীর পত্র তুমি করহ পঠন॥
কৃষ্ণ-কথা শুনি দ্বিজ পড়িতে লাগিল।
রুক্মিণীর পত্র-মধ্যে লেখা যাহা ছিল॥
অশেষ প্রণতি দেব চরণে তোমার।
পরম কারণ হরি জগতের সার॥
লোক-মুখে শুনি তুমি রূপের সাগর।
বিমোহিত হয় তাহে আমার অন্তর॥
অনুপম রূপ গুণ করিয়া শ্রবণ।
তব পাদপদ্মে আমি সঁপিয়াছি মন॥
কেবল শ্রবণে শুনি তব রূপরাশি।
হৃদয় প্রফুল্ল সদা আনন্দেতে ভাসি॥
তব রূপ হৃষীকেশ না হেরি নয়নে।
উন্মত্ত মানস ধায় তোমার চরণে॥
প্রাণ মন বিমোহিত তোমার কারণ।
তব রূপে মম চিত্ত উন্মত্ত এখন॥
আমি অতি হীনমতি তব যোগ্য নয়।
তথাপি সঁপেছি চিত্ত তোমাতে নিশ্চয়॥
অতএব দয়াময় কৃপা করি দান।
নিজগুণে এ দাসীর বাঁচাও পরাণ॥

আমা হেন নারী তব উপযুক্ত নয়।
দয়া করি পত্নী মোরে কর দয়াময়॥
দয়াময় যদি দয়া তুমি না করিবে।
নিশ্চয় দাসীর প্রাণ তবে না রহিবে॥
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়।
নারীহত্যা-পাপে মগ্ন হবে দয়াময়॥
তব সম কেবা আর আছে এ সংসারে।
তোমার তুলনা দেব কেবা দিতে পারে॥
হেন নারী কেবা আছে বল পৃথিবীতে।
বাসনা না হয় যার তোমারে বরিতে॥
তোমারে করিতে পতি কোন্ কুলবতী।
করে না বাসনা মনে কে হেন যুবতী॥
ওহে গুণময় তুমি গুণের কারণ।
রূপের সাগর হরি মদনমোহন॥
ওহে হরি তুমি পতি হইবে আমার।
করহ বাসনা পূর্ণ ওহে গুণাধার॥
দয়া করি দয়াময় আমারে বরিবে।
তবে এ দাসীর বাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে॥
শিশুপাল যেন মোর নাহি হয় পতি।
কেশরীর খাদ্য লয় শৃগাল সম্প্রতি॥
শিশুপাল বড় আশা করিয়াছে মনে।
বিবাহ করিবে মোরে ভাবিছে এক্ষণে॥
যদি পূর্ব্ব পুণ্যফলে হয় সংঘটন।
যদি পূর্ব্বজন্মে তব পূজি শ্রীচরণ॥
যদি আমি ক'রে থাকি দান আদি ব্রত।
যদি বিপ্রে পূজে থাকি হ'য়ে পদানত॥
যদ্যপি পূজিয়া থাকি তোমার চরণ।
বিবাহ করিবে তবে মোরে নারায়ণ॥
যদি বল ওহে নাথ তব ভ্রাতা যত।
আমায় বিবাহ দিতে হবে না সম্মত॥
কিরূপে তোমারে আমি করিব গ্রহণ।
শিশুপালে তব পিতা করিবে অর্পণ॥
কিরূপেতে যাব আমি যদি ভাব মনে।
ইহার উপায় আমি কহি ও চরণে॥

বলেতে হরণ তুমি করিবে আমায়।
এ মিনতি করি আমি তব রাঙ্গা পায়॥
কল্যই আমার হয় বিবাহের দিন।
আসিবে অনেক রাজা ওহে ভক্তাধীন॥
সে সব রাজারে তুমি বলেতে দলিবে।
বল প্রকাশিয়া মোরে হরিয়া লইবে॥
যদি কহ কোথা আমি তোমা পাব দেখা।
বৃথা কেন বহু রাজা বিনাশিব একা॥
তাহার বিধান আমি বলি ধীরে ধীরে।
অধিবাস-দিনে আমি পুরীর বাহিরে॥
শিব দুর্গা পূজিবারে যাইব যখন।
সেইকালে তুমি মোরে করিবে হরণ॥
রথেতে থাকিয়া তুমি এ কার্য্য সাধিবে।
মম হস্ত ধরি নাথ তুলিয়া লইবে॥
দয়া যদি থাকে নাথ অধীনীর প্রতি।
অবশ্য আসিবে হেথা তুমি শীঘ্রগতি॥
তুমি হরি দয়াময় সকলের সার।
কৃপা করি এ দাসীরে করিবে নিস্তার॥
যোগিগণ যোগে রত তোমার কারণ।
তব পদরজ সদা করয়ে ধারণ॥
তব পদ ভাবে সদা দেব পঞ্চানন।
তোমার চিন্তায় মগ্ন বিধি অনুক্ষণ॥
ওহে নাথ পূর্ণ কর মনের বাসনা।
ঘুচাও আমার নাথ বিষম যন্ত্রণা॥
অবহেলা যদি কর আমারে এখন।
নিশ্চয় না রবে হরি তবে এ জীবন॥
এ প্রাণ ছাড়িব হরি নিশ্চয় জানিবে।
আমার বধের পাপ তোমায় লাগিবে॥
তোমার পরম পদ আমি না ছাড়িব।
তোমার কারণ মাত্র এ প্রাণ রাখিব॥
অধিবাস-দিনে যদি না হয় দর্শন।
জেন ঠিক এই প্রাণ ছাড়িব তখন॥
দাসীরে করিও কৃপা ওহে মতিমান্।
তোমার কারণ মাত্র রহিল এ প্রাণ॥
পত্রপাঠে ভগবান্ সকলি জানিল।
মনে মনে নারায়ণ ভাবিতে লাগিল॥
রুক্মিণীর বাক্যে হরি করেন চিন্তন।
বলেতে করিতে হবে তাহারে হরণ॥
কহিলেন অতঃপর দ্বিজের সকাশে।
কহি শুন সার কথা মনের উল্লাসে॥
শুনে ওহে মহামতি আমার বচন।
বড়ই চঞ্চল আমি রুক্মিণী কারণ॥
শুনিয়া লোকের মুখে তার রূপ যত।
তাহাতে নিমগ্ন মন আছে অবিরত॥
তার রূপে বিমোহিত মানস আমার।
শয়নে স্বপনে তারে হেরি অনিবার॥
আর শুন দ্বিজবর কহি সে কথন।
আমারে রুক্মিণী দিতে ভীষ্মকের মন॥
নিষেধ করিল কিন্তু তার পুত্র যত।
সেই হেতু কন্যা দিতে হ'ল অসম্মত॥
অতএব দ্বিজবর কহি সে কথন।
অবশ্য করিব আমি রুক্মিণী হরণ॥
নিমন্ত্রিত রাজগণে পরাজয় করি।
আনিব সে রুক্মিণীরে রথোপরে হরি॥
নৃপগণে লজ্জা দিব জানিবে নিশ্চয়।
তাহাকে আনিব হরি নাহিক সংশয়॥
মম অনুগত সেই রুক্মিণী সুন্দরী।
অবশ্য যাইব তথা আমি ত্বরা করি॥
শুন দ্বিজবর আমি তাহারে আনিব।
শিশুপালে কন্যা দিবে কেমনে দেখিব॥
এত কহি নারায়ণ ভাবিতে লাগিল।
ব্রাহ্মণেরে বিধিমত সন্তুষ্ট করিল॥
সুবোধ রচিল গীত অতি মনোহর।
রুক্মিণী-হরণ কথা শুন অতঃপর॥

ইতি রুক্মিণী সংবাদ ও শ্রীকৃষ্ণকে পত্র প্রেরণ।

রুক্মিণীর বিবাহোদ্যোগ ও রুক্মিণী-হরণ

শুকদেব কহে বাণী, শোন ওহে নৃপমণি,
হয় কত অপূর্ব্ব ঘটন।
ভীষ্মক নৃপতি ভাবে, কন্যাদান কারে দিবে,
চিন্তা-মগ্ন হয় সে কারণ॥
পুরোহিত শতানন্দ, অন্তরে ল’য়ে আনন্দ,
বলে শুন বিদর্ভ-ঈশ্বর।
কেন ভাব অকারণ, কহি শুন হে রাজন,
তব কন্যা যোগ্য আছে বর॥
হরিতে অবনী-ভার, অবনীতে অবতার,
পরম কারণ নারায়ণ।
গোলোক ত্যজিয়া হরি, মর্ত্ত্যে আসি অবতরি,
পরমাত্মা বিশ্ব-বিমোহন॥
সেই দেব জনার্দ্দনে, বিশ্বময় নারায়ণে,
তাঁরে কন্যা দেহ মহাশয়।
সেই বসুদেব-সুতে, কন্যা দেহ আনন্দেতে,
মুক্তিপদ পাইবে নিশ্চয়॥
মম এই অভিপ্রায়, তাঁরে কন্যা দেহ রায়,
তব জন্ম সফল হইবে।
দ্বারকা নগরে রায়, নিমন্ত্রণ দেহ তায়,
পত্র প্রাপ্তে অবশ্য আসিবে॥
রাজা কহে মুনিবর, রুক্মিণীর যোগ্য বর,
জেনেছি নিশ্চয় আমি মনে।
পূর্ব্বে জানি বিবরণ, করি তায় নিমন্ত্রণ,
পাঠায়েছি দ্বারকাভবনে॥
করি ছলা স্বয়ম্বর, পাঠায়েছি দূতবর,
আনিবারে সেই নারায়ণে।
এইরূপে দুইজনে, বসি রতন আসনে,
যুক্তি করি কহিছে তখনে॥
তবে সে রাজার পুত্র, পাইয়া কথার সূত্র,
ক্রোধে যেন জ্বলন্ত আগুন।
রুক্মী নামে মহামতি, হ’য়ে মনে ক্রোধমতি,
কহে আঁখি করিয়ে ঘূর্ণন॥
বাপে ডাকি কহে বাণী, শুন শুন নরমণি,
পুনঃ কেন কহ অসম্ভব।
ব্রাহ্মণের বাক্যে তুমি, হইতেছ নীচগামী,
লোভী হয় দ্বিজগণ সব॥
দ্বিজ যে কহিল কথা, বাজিল হৃদয়ে ব্যথা,
কৃষ্ণে দিবে তুমি কন্যাদান।
তার সম নীচাশয়, কভু নাহি দৃষ্ট হয়,
নাহি তার মান অপমান॥
তার কার্য্য দেখ যত, সকলি চোরের মত,
অধর্ম্মেতে মত্ত সদা রয়।
শুনিলে প্রশংসা যত, সত্য নহে জেন তাত,
অপযশ সর্ব্বস্থানে হয়॥
পর-বাক্যে দুরাশয়, করে কার্য্য নীচাশয়,
মারিল সে দুরন্ত যবন।
হরিল সর্ব্বস্ব তার, পূরিল নিজ ভাণ্ডার,
শুন পিতা বিশেষ বচন॥
কংসে মারি দুরাচার, নিল ধন রাজ্য তার,
একি তার ধর্ম্মের বিচার।
কহ পিতা কোন্ দোষে, বিনাশিল সেই কংসে,
কেবা করে মাতুল সংহার॥
কিসে বা সে বলবান, পালাইল ল’য়ে প্রাণ,
মহারাজ জরাসন্ধ ভয়ে।
গিয়ে সে দ্বারকাপুরী, লুকাইল ক’রে চুরি,
তাঁরে তুমি ভাব সর্ব্বাশ্রয়ে॥
গোকুলে গোপের ঘরে, খেত ননী চুরি ক’রে,
বনে বনে করিত ভ্রমণ।
যত গোপগণ সঙ্গে, বেড়াত ব্রজেতে রঙ্গে,
তাঁরে কন্যা দিবে হে রাজন॥
মোর বাক্য শুন এবে, তারে নাহি কন্যা দিবে
দেহ কন্যা তুমি অন্য জনে।
শিব-শিষ্য ভার্গবেরে, দেহ কন্যা অকাতরে,
মহাযোদ্ধা জ্ঞানী মহাজ্ঞানে॥

কিংবা দামোদর-সুতে, দেহ কন্যা মম মতে,
তবে রবে কুলের ঘোষণা।
কিংবা ইন্দ্রে দেহ দান, তাহাতে বাড়িবে মান,
শুন পিতা আমার মন্ত্রণা ॥
তব কন্যা যোগ্য বর, নহে সে গোপ-কুমার,
তারে আমি জানি ভালমতে।
জরাসন্ধে করি ভয়, লুকায়ে যে জন রয়,
তারে কন্যা দিব হে কিমতে ॥
তারে যদি দেহ দান, ত্যজিব এখনি প্রাণ,
নতুবা এ আলয় ছাড়িব।
শুন পিতা বাক্য সার, তার মত দুরাচার,
হেন কভু দেখি না দেখিব ॥
দেখ সে গোকুল-মাঝে, বেড়াত গোপাল সেজে,
গোপকুলে করিত বঞ্চন।
ল'য়ে যত গোপীকুল, কি কলঙ্ক না করিল,
তারে কন্যা দিবে হে রাজন ॥
অতএব শুন পিতঃ, দেহ কন্যা গুণযুত,
শিশুপাল মহাবলবান।
রাজৈশ্বর্য্যে সেই জন, বিখ্যাত এ ত্রিভুবন,
বলে হয় দেবেন্দ্র-সমান ॥
কুলের গৌরব রবে, লোকেতে সুখ্যাতি গাবে,
শিশুপালে সর্ব্বলোক জানে।
কুলে শীলে ধনে মানে, বিখ্যাত সকল গুণে,
সুখী হবে তাঁরে কন্যাদানে ॥
শুন ওহে নরমণি, অন্যথা নহে এ বাণী,
এ কার্য্যে না হও অন্যমত।
কর পিতা নিমন্ত্রণ, আন সব নৃপগণ,
বলি যাহা কর সেইমত ॥
শ্রবণে পুত্রের বাণী, চমকিল নরমণি,
বলে একি বিপদ ঘটিল।
সঙ্গে করি পুরোহিতে, চলি যায় নির্জ্জনেতে,
গোপনেতে কহিতে লাগিল ॥
শুন বাক্য মহাশয়, মম বাক্য সমুদয়,
কখন না হবে অন্যমত।

সুবোধ রচিত কথা সুধার লহরী গাঁথা,
সাধুগণে পীয়ে অবিরত ॥

পরে শুন নররায় অপূর্ব্ব কথন।
রুক্মিণীর পত্র পাঠ করি নারায়ণ ॥
দারুকে ডাকিয়া তবে আদেশ করিল।
আজ্ঞা-মাত্র সারথি সে রথ যোগাইল ॥
মেঘপুষ্প বলাহক শৈব্য নামধারী।
সুগ্রীব সহিত অশ্ব হয় গোটা চারি ॥
দ্বিজ সঙ্গে করি হরি উঠিল রথেতে।
শূন্যপথে যেন ধায় পবন-বেগেতে ॥
উপস্থিত হয় রথ বিদর্ভ নগর।
বিশ্রাম লভিল তবে দেব দামোদর ॥
হেথায় বিদর্ভপতি বিষাদিত মনে।
শিশুপালে কন্যা দেয় পুত্রের বচনে ॥
বিবাহ বিধান কার্য্য সব সমাপিল।
দৈব কার্য্য আদি যত সকলি করিল ॥
শতানন্দ পুরোহিত কার্য্য করে যত।
সমাপন করে ক্রিয়া সব বিধিমত ॥
সাজাইল পুরী সব সুন্দর দর্শন।
উড়িল পতাকা যত বিচিত্র রচন ॥
রম্ভাতরু বিরাজিত রাজপথ হয়।
পুরবাসী সকলেতে আনন্দ-হৃদয় ॥
পুরবাসী নারী যত সুখেতে মগন।
দিব্য অলঙ্কারে দেহ করিল শোভন ॥
ভূষিত করিল অঙ্গ বিবিধ ভূষণে।
আচ্ছাদিল দেহ সব সুগন্ধি চন্দনে ॥
কন্যার বিবাহ হেতু ভীষ্মক রাজন।
দ্বিজগণে দান করে বিবিধ রতন ॥
মনের হরিষে দ্বিজে করায় ভোজন।
স্বস্তি উচ্চারিল তবে যত দ্বিজগণ ॥
দ্বিজের রমণীগণে হর্ষ সহকারে।
ভূষিত করিল সবে রত্ন অলঙ্কারে ॥

অতঃপর দ্বিজপত্নী আনন্দ-হৃদয়।
কন্যারে করায় স্নান বিহিত সময় ॥
বিবাহ বিহিত কার্য্য করি সমাপন।
উচ্চারিল বিধিমত মন্ত্র দ্বিজগণ ॥
মঙ্গলাদি কার্য্য যত করে পুরোহিত।
বহু দান করে রাজা হ'য়ে আনন্দিত ॥
ধন রত্ন ধেনু দান করেন রাজন।
করিল বিবিধ বস্ত্র রাজা বিতরণ ॥
এখানেতে মহারাজ শুনহ ভারতী।
দামঘোষ মনে মনে হরষিত অতি ॥
বিধিমত কার্য্য করে বিবাহ কারণ।
অধিবাস আদি কার্য্য করে সমাপন ॥
পুত্রে সাজাইল তবে বিবিধ রতনে।
সাজাইল বহু সৈন্য আনন্দিত মনে ॥
রথ সজ্জা করে তথা অতি মনোহর।
বাজিল বিবিধ বাদ্য শব্দ ঘোরতর ॥
বর-সাজে শিশুপালে সাজায়ে তখন।
শীঘ্রগতি রথোপরি করে আরোহণ ॥
রুক্মিণী হইবে পত্নী বড় আশা মনে।
আনন্দ-নীরেতে মগ্ন হইল তখনে ॥
শীঘ্রগতি ধায় রথ বিদর্ভ নগর।
বরে দেখি সবে মিলি করে সমাদর ॥
সমাগত হয় সেথা যত রাজগণ।
তাহাদের সীমা সংখ্যা করে কোন্ জন ॥
জরাসন্ধ আদি নামে যত রাজগণ।
দৈত্য-অংশে জন্মে সব শুনহ রাজন ॥
সবে মিলি যুক্তি তবে করিল তখন।
রাম-কৃষ্ণ দুই জন করিছে গমন ॥
চোর-কর্ম্মে রত সদা তারা দুই ভাই।
আজি নাহি রক্ষা পাবে আমাদের ঠাঁই ॥
রুক্মিণীরে যদি চুরি করে এইখানে।
সবে মিলি যুদ্ধে দোঁহে বধিব পরাণে ॥
এইরূপে মনে যুক্তি করিয়া সকলে।
একমত করি তবে রহে সেই স্থলে ॥
দ্বারকা নগরে তবে দেব সঙ্কর্ষণ।
জানিল সকলি তাহা সুচঞ্চল মন ॥
মনে মনে ভাবে কৃষ্ণ বিদর্ভ নগরে।
বিপক্ষ পক্ষেতে গেল ভাবিল অন্তরে ॥
একাকী গমন করে সঙ্কটের স্থান।
এত ভাবি বলদেব শীঘ্রগতি যান ॥
চলিল ত্বরিতগতি সেনার সহিত।
বিদর্ভ নগরে গিয়া হয় উপনীত ॥
হেথায় রুক্মিণীদেবী সুচিন্তিত মন।
হেরিয়া সে বিবাহের সব আয়োজন ॥
মনে মনে কৃষ্ণপদ ভাবে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ আগমন হেতু করয়ে ক্রন্দন ॥
মহা চিন্তাকুল দেবী হইল মনেতে।
বুঝি না আইল কৃষ্ণ আমার ভাগ্যেতে ॥
তিন দিন গত হ'ল কেন না আইল।
কেন নাহি দ্বিজবর অদ্যাপি ফিরিল ॥
সমাগত প্রায় মোর বিবাহ-সময়।
কেন না আইল তবু কৃষ্ণ দয়াময় ॥
কেন না আইল ফিরে সেই দ্বিজবর।
হীন ভাবি না আইল দেব দামোদর ॥
অভাগী রমণী আমি জেনেছি নিশ্চয়।
সেই হেতু না আইল কৃষ্ণ দয়াময় ॥
বিধি প্রতিকূল মোর জানিলাম মনে।
না আইল গুণনিধি হেথা সে কারণে ॥
ভগবতী মম প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয়।
কেন নাহি এল সেই কৃষ্ণ দয়াময় ॥
সদাশিব প্রতিকূল এবে মম প্রতি।
নতুবা আমার কেন এ হেন দুর্গতি ॥
কেন প্রাণকৃষ্ণ নাহি করে আগমন।
এইরূপে মনে মনে করেন চিন্তন ॥
পাইব পরম পদ এই চিন্তা মনে।
কাঁদিয়া আকুল দেবী হয় সেইক্ষণে ॥
দু'নয়নে বহে ধারা যেন বরিষণ।
নিরন্তর করে দেবী পথ নিরীক্ষণ ॥

ক্ষণে ক্ষণে মন তার সচকিত হয়।
ক্ষণে ক্ষণে বাম অঙ্গ কাঁপে সমুদয়॥
নাচিল নয়ন বাম, বাম দু-চরণ।
হৃদয় আনন্দে তবে করিল নর্ত্তন॥
চারিদিকে সুমঙ্গল দরশন করে।
হেনকালে দ্বিজবর আইল সত্বরে॥
দ্বিজবর অন্তঃপুরে গমন করিল।
যথা রাজকন্যা তথা দাঁড়ায়ে রহিল॥
তবে রাজসুতা অতি ব্যাকুল অন্তরে।
না সরে বচন দেবী কহে মৃদুস্বরে॥
কহ দ্বিজবর মোরে স্বরূপ বচন।
কুশল বারতা শীঘ্র বলহ এখন॥
প্রসন্ন বদন তব নিরীক্ষণ হয়।
আইল কি হেথা সেই কৃষ্ণ দয়াময়॥
দ্বিজবর বলে দেবি ভাবনা কি আর।
অবশ্য হইবে শুভ কার্য্যের উদ্ধার॥
আনিয়াছি গুণনিধি শুন গো সুন্দরি।
প্রবেশ করেছে পুরে দয়াময় হরি॥
আনন্দে ভাসিল দেবী সে কথা শ্রবণে।
ভক্তিতে প্রণাম করে বিপ্রের চরণে॥
পুনঃ পুনঃ করে দ্বিজ-চরণ বন্দন।
বলে দেব আশীর্ব্বাদ করহ এখন॥
অন্যথা না হয় যেন ব্রহ্মবাক্য কভু।
আমার মনের আশা পূর্ণ হোক প্রভু॥
দ্বিজবর কহে শুন ভীষ্মক-নন্দিনী।
পূরাইবে আশা তব মহেশ-গৃহিণী॥
এত কহি দ্বিজবর করিল গমন।
রামকৃষ্ণ পুরে তবে প্রবেশে তখন॥
পুরবাসী এই বার্ত্তা সকলে জানিল।
ভীষ্মক নৃপতি তবে আনন্দে মাতিল॥
নানামতে করে তথা কৃষ্ণের পূজন।
বসিবারে আনি দিল রত্নসিংহাসন॥
কৃষ্ণের সম্মান রাজা বহুমতে করে।
কুশলাদি জিজ্ঞাসিল প্রফুল্ল অন্তরে॥
ভক্তি করি পূজে তবে বিদর্ভ রাজন।
শুনিল নগরবাসী কৃষ্ণ আগমন॥
দরশন হেতু সবে করিল গমন।
চিরদিন আশা যাহা হইল পূরণ॥
দেখিবারে রাম-কৃষ্ণে উৎকণ্ঠিত মনে।
আবাল-বনিতা-যুবা-বৃদ্ধ যত জনে॥
মহানন্দে সকলেতে রাজপুরে ধায়।
কৃষ্ণে হেরি সকলের জীবন জুড়ায়॥
মুখশশী হেরি সবে আনন্দ লভিল।
রূপের সাগরে আঁখি নিমগ্ন হইল॥
প্রেমাকুল নেত্রে চাহি রহে কৃষ্ণ প্রতি।
যে হেরে সে মুগ্ধ দেখি কৃষ্ণের মূরতি॥
নবীন কিশোর কিবা সে রূপের ছটা।
পূর্ণ শশধর সম সে মুখের ঘটা॥
কামধনু যেন ভূরু অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি কটাক্ষের বাণ॥
খগচঞ্চু সম নাসা রক্ত ওষ্ঠাধর।
রম্ভাতরু সম ঊরু অতি মনোহর॥
আজানুলম্বিত বাহু অপূর্ব্ব শোভন।
শোভিত সে কর্ণযুগে কুণ্ডল রতন॥
মুক্তাপাতি দন্তরাজি অতি চমৎকার।
পরিসর বক্ষঃস্থল কিবা শোভা তার॥
সিংহ জিনি কটিখানি পরম সুন্দর।
নখরাজি বিরাজিত যেন শশধর॥
এ হেন রূপের ছটা করি দরশন।
নগরের লোক যত বিস্ময়ে মগন॥
পরস্পর হেরি রূপ মনের উল্লাসে।
উপযুক্ত পাত্র এই সবে এই ভাষে॥
রুক্মিণীর উপযুক্ত এই বর হয়।
এরূপ রূপের ছটা কভু দৃশ্য নয়॥
শিশুপাল উপযুক্ত কভু নাহি হয়।
রুক্মিণীর বর এই জানিনু নিশ্চয়॥
বিধি যেন কৃপা করে রুক্মিণীর প্রতি।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে যেন পায় কৃষ্ণ পতি॥

আমা সবাকার বাক্য সফল হইবে।
অবশ্য এ কৃষ্ণ পতি রুক্মিণী লভিবে ॥
এই কথা কহে সব পুরবাসিগণ।
বিমোহিত হ'য়ে কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ ॥
অপর অপূর্ব্ব কথা শুন নরবর।
অন্তঃপুর হ'তে দেবী ধাইল সত্বর ॥
রুক্মিণী সে দ্রুতপদে বাহির হইল।
পূজিবারে মহেশ্বরী ত্বরায় চলিল ॥
ভবানী পূজিতে তবে পদব্রজে যায়।
রক্ষিগণ চারিদিকে ঘেরিল তাহায় ॥
ঢাল তলোয়ার ল'য়ে যত সেনাগণ।
চারিদিকে ধীরে ধীরে করিছে গমন ॥
অগণ্য সেনার দল চারিভিতে চলে।
বাজিল বিবিধ বাদ্য চতুরঙ্গ দলে ॥
পুরবাসিগণ তবে রাজসুতা ঘিরি।
পরম হরিষে তারা যায় ধীরি ধীরি ॥
পূজার সামগ্রী যত হস্তেতে সবার।
ধূপ-দীপ আদি ল'য়ে ষোড়শোপচার ॥
দ্বিজগণ আনন্দেতে চলিল সকলে।
দ্বিজের রমণী যত চলে দলে দলে ॥
সঙ্গে যত ঋষিগণ বেদপাঠ করে।
সূত-বন্দিগণ সবে বন্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
এইরূপে দেবী-গৃহে উপনীত হয়।
পবিত্র হইয়া সবে পুরী প্রবেশয় ॥
ভবানীর পদযুগে প্রণমে তখন।
বিধিমতে করে তথা ভবানী পূজন ॥
রুক্মিণী পূজিয়া দেবী মনের উল্লাসে।
প্রণমি তাঁহার পদে মৃদু মৃদু ভাষে ॥
ওগো মাতা তব পদে আমার মিনতি।
কৃপা করি কৃপাময়ি কৃষ্ণে দেহ পতি ॥
অন্য কিছু ওগো মাতা নাহি প্রয়োজন।
মম পতি হয় যেন দেবকীনন্দন ॥
এইরূপে দেবী-পদে করিল প্রণতি।
গৃহের বাহিরে তবে যায় মন্দগতি ॥
যত দ্বিজপত্নী-পদে করে নমস্কার।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বলে বার বার ॥
তদন্তর সেই স্থানে দাঁড়ায় রুক্মিণী।
নব-জলধর-কোলে যেন সৌদামিনী ॥
মায়াময়ী মায়া করি মোহিনী হইল।
অমনি রূপের ভাতি প্রকাশ পাইল ॥
শশি-বিনিন্দিত মুখ হয় দরশন।
কুন্তলে আবৃত কর্ণ সুচারু দশন ॥
ক্ষীণ-কটি শ্যামবর্ণা মধুর দশন।
পুষ্পিতা নহেক নারী তবু উচ্চ স্তন ॥
সুচিক্বণ কেশ-পাশে শিরে কত শোভা।
বিম্বসম ওষ্ঠাধর মুনি-মনোলোভা ॥
কিবা সুকোমল পদ নূপুর-রঞ্জিত।
মনোহর গণ্ডস্থল অলকা-আবৃত ॥
সিঁথায় সিন্দুর-শোভা দেখে কত আর।
প্রভাতে অরুণ যথা দীপ্তি হয় তার ॥
মুখের শারদ শশী তুলনা ত নয়।
অকলঙ্ক শশী যেন ভূমিতে উদয় ॥
সে রূপের ছটা হেরি যত বীরগণ।
হইল মোহেতে মুগ্ধ সকলে তখন ॥
কন্যার রূপের রাশি করি দরশন।
পড়িল ভূতলে সবে হ'য়ে অচেতন ॥
ধরিল মোহিনীরূপ রাজার কুমারী।
অচেতন নৃপগণ সে রূপ নেহারি ॥
মায়াতে মোহিত যবে হয় সেনাগণ।
অমনি করিল কন্যা শূন্যে দরশন ॥
নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণে দরশন করে।
হেরিয়া সে রূপরাশি অধৈর্য্য অন্তরে ॥
আপন দক্ষিণ হস্ত করি উত্তোলন।
হরিয়া লইতে কৃষ্ণে কহিল তখন ॥
ওহে হরি দীনবন্ধু দেব কৃপাময়।
আমারে লইতে তব উচিত সময় ॥
এইবার শীঘ্র করি লহ হে আমারে।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবারে ॥

রুক্মিণীর বাক্যে তবে দেব নারায়ণ।
হস্তে ধরি শূন্যে তুলি লইল তখন॥
যেইমাত্র রুক্মিণীরে শূন্যে তুলি নিল।
সচকিতে সেনাগণ চাহিয়া দেখিল॥
রুক্মিণী হরিয়া সেই নন্দের নন্দন।
হের ওই দ্রুতবেগে করে পলায়ন॥
এইরূপে বীরগণ শব্দ করে যত।
পবন-বেগেতে রথ চলে অবিরত॥
জরাসন্ধ আদি ছিল যত রাজগণ।
লজ্জায় হইল সবে মলিন বদন॥
আপনা নিন্দিয়া সবে কহিতে লাগিল।
গোপপুত্র রাজকন্যা হরিয়া লইল॥
এত বীরগণ মাঝে কন্যা হরি লয়।
মোদের জীবনে ধিক্ জানিহ নিশ্চয়॥
সিংহের সম্মুখে শিবা করে অহঙ্কার।
বৃথায় বাঁচিয়া তবে কিবা ফল আর॥
সুবোধ রচিল গীত পরম সুন্দর।
উদ্ধার হইবে যদি শুনে পাপী নর॥
ভাবুক রসিক যত আছ ধরাতলে।
ভাগবত শাস্ত্র কথা শুন কুতূহলে॥
এই ভাগবত শাস্ত্র শুন অবিরল।
কল্পবৃক্ষে যেন ইহা অমৃতের ফল॥
হে মানব, যতদিন মুক্তি নাহি পাও।
এই সুধারস সবে অবিরত খাও॥

ইতি রুক্মিণীর বিবাহোদ্যোগ ও রুক্মিণী-হরণ।

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়

রুক্মিণীর বিবাহ

শুকদেব বলে শুন ভারত রাজন।
রুক্মিণী বিবাহ কথা করিব বর্ণন॥
রুক্মিণীরে ল'য়ে কৃষ্ণ করিছে গমন।
জরাসন্ধ আদি বলে পরুষ বচন॥
তবে যত নৃপগণ ক্রোধেতে কাঁপিল।
ধরিতে কৃষ্ণেরে সবে মনন করিল॥
আপন আপন সৈন্য করিয়া সঙ্গেতে।
কৃষ্ণের পশ্চাতে ধায় পরম রঙ্গেতে॥
মার মার শব্দে সবে ধাইল সত্বর।
বিষম চীৎকার করি বলে ধর ধর॥
কেহ বলে ওই দুষ্ট পলাইয়া যায়।
কেহ বলে আর দুষ্ট পলাবে কোথায়॥
আর কতদূরে দুষ্ট করিবে গমন।
এইবার পাবে শাস্তি জন্মের মতন॥
কেহ বলে ওরে মূর্খ গোপের তনয়।
একবার হও স্থির ওহে দুরাশয়॥
এইরূপে নৃপ যত পাছে পাছে ধায়।
যদু-সৈন্য ছিল যত দেখিবারে পায়॥
তবে যত সেনাগণ আইল সেথায়।
অতি ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল ত্বরায়॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ ধরাতলে।
কেহ রথে কেহ পদে ধায় দলে দলে॥
বড় বড় বীর সব মহা বলবান্।
শত্রুর উপরে হানে তীক্ষ্ণ শত বাণ॥
কেহ খাণ্ডা কেহ তীর করে বরিষণ।
বরষায় বর্ষে বারি যেন মেঘগণ॥
সেইরূপ বাণ বর্ষে বিপক্ষ উপরে।
বাণে অন্ধকার দিশি হইল সত্বরে॥

এইরূপে দুই দলে বাণ বরষিল।
যাদবের সৈন্যগণে শরে আচ্ছাদিল॥
রুক্মিণী দেখিয়া তাহা বিষণ্ণ হইল।
শরাচ্ছন্ন সৈন্যগণ অন্তরে চিন্তিল॥
বুঝি যদু সেনাদল পরাভব মানে।
এত ভাবি ব্যাকুলিত হ'ল বড় প্রাণে॥
অন্তরে বিষম ভয় হইল উদয়।
আকুল জীবন তাঁর কাতর হৃদয়॥
ঘন ঘন কৃষ্ণমুখ করে নিরীক্ষণ।
ভয়েতে আকুল অতি সজল নয়ন॥
তাহা দরশনে তবে দেব নারায়ণ।
রুক্মিণীর প্রতি কহে সহাস্য বদন॥
কেন দেবি ভীত হও সামান্য কারণে।
ক্ষণেক বিলম্ব কর হেরিবে নয়নে॥
কি ভয় তোমার বল আমার নিকটে।
এখনি সকল সৈন্য পড়িবে সঙ্কটে॥
নিমেষে শত্রুর দল হইবে বিনাশ।
কেন দেবি মনে তুমি হতেছ হতাশ॥
কেহ নাহি ফিরে ঘরে করিবে গমন।
সকলে সমর-মাঝে হারাবে জীবন॥
এত বলি গদাধর ধনুর্ব্বাণ নিল।
আপনার অস্ত্রে সব অস্ত্র নিবারিল॥
রথ রথী সবাকারে করিল নিপাত।
পড়িল কতেক সৈন্য লাগি অস্ত্রাঘাত॥
কত যে পড়িল সৈন্য সংখ্যা নাহি তার।
শরাঘাতে সকলেতে হইল সংহার॥
পড়িল বিপক্ষ পক্ষে যত সেনাদল।
ভূমিতে লুটায় যত শির সকুণ্ডল॥
অগণন সেনাগণ সমরে পড়িল।
অস্ত্র সহ বাহু কত কাটিয়া ফেলিল॥
এইরূপে সেনাগণ ছাড়িল জীবন।
অশ্ব হস্তী অসংখ্য যে হইল নিধন॥
ঘোরতর সমরেতে অনেক মরিল।
সমর প্রাঙ্গণে রক্তনদী প্রবাহিল॥
রাজগণ দরশন করি সে সমর।
যদুসৈন্য-তেজে সবে সভয় অন্তর॥
একেবারে সবাকার মলিন বদন।
রণে ভঙ্গ দিয়া সবে করে পলায়ন॥
জরাসন্ধ মহারাজ আগে আগে চলে।
ক্রমে পলায়ন করে যত বীরদলে॥
হেথা শুন মহারাজ অদ্ভুত বচন।
শিশুপাল একেবারে সলজ্জ বদন॥
শুষ্ক কণ্ঠ ম্লান মুখ না সরে বচন।
প্রভাহীন কান্তিশূন্য হইল তখন॥
বরবেশে নাহি আর ম্লান অতিশয়।
শিশুপালে হেনকালে জরাসন্ধ কয়॥
শুন কহি শিশুপাল আমার বচন।
অদৃষ্টের ফল আর বিধির লিখন॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন।
সেই হেতু কর্ম্মপাকে ফিরে জীবগণ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় যত কর্ম্মকাণ্ড হয়।
অধিক কি কব আমি শুন মহাশয়॥
কত অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গেতে আমার।
কৃষ্ণ সহ রণে ভঙ্গ সপ্তদশবার॥
দৈব হেতু মানি আমি তাহে পরাজয়।
দৈব বিনা হেন কর্ম্ম কভু নাহি হয়॥
তাহে কিছুমাত্র ভয় না হ'ল আমার।
তাই দুঃখ মনে মনে করি পরিহার॥
কি আর কহিব আমি তোমারে এখন।
এখন সে দুঃখ মনে হয় জাগরণ॥
তবু নাহি করি চিন্তা শুন নরপতি।
জয় পরাজয় সব ঘটায় নিয়তি॥
আমি হেন বলবান্ বিক্রমে অতুল।
ত্রিভুবনে কেহ নহে মম সমতুল॥
তবু মোরে ক্ষুদ্র সেই রণে পরাজিল।
দৈবেতে করিল যাহা অদৃষ্টে ঘটিল॥
অতএব শুন কহি ওহে মহাশয়।
কিছুদিন রহ তবে পাইবে সময়॥

অবশ্য তোমার হাতে হবে পরাজয় ।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা ঘটিবে নিশ্চয় ॥
শিশুপালে জরাসন্ধ প্রবোধ করিল ।
কোপানলে শিশুপাল জ্বলিতে লাগিল ॥
মনে মনে শিশুপাল করিল চিন্তন ।
কিরূপেতে গৃহে আমি করিব গমন ॥
বরসাজে আইলাম বিদর্ভ নগর ।
কিরূপে দেখাব মুখ প্রবেশিয়া ঘর ॥
এইরূপে মনে মনে করিয়া চিন্তন ।
বিষাদিত মনে গৃহে করিল গমন ॥
আর যত রাজগণ সেই স্থানে ছিল ।
সকলেতে নিজ নিজ দেশেতে চলিল ॥
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ভীষ্মক রাজন ।
রুক্মিরাজ মহাকোপে যেন হুতাশন ॥
কোপেতে বিষাদ তার জন্মিল এবারে ।
বড় অপমান্ কৃষ্ণ করিল আমারে ॥
সামান্য গোপের পুত্র এত অহঙ্কার ।
এত বল দেখাইল সম্মুখে আমার ॥
হরণ করিল আসি ভগিনী আমার ।
এত অপমান সহ্য নাহি হয় আর ॥
এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাহি হয় ।
রুক্মিণী হরিল কৃষ্ণ বিড়ম্বনাময় ॥
ইহা বিচারিয়া মনে ভীষ্মক-নন্দন ।
আজ্ঞা দিল সৈন্যগণে করিতে সাজন ॥
কোপেতে অনল সম জ্বলিয়া উঠিল ।
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু কহিতে লাগিল ॥
শুন সভাজন কহি প্রতিজ্ঞা এখন ।
করিব সে নীচ কৃষ্ণে অবশ্য নিধন ॥
হরিল আমার ভগ্নী সেই দুরাচার ।
অবশ্য তাহারে আমি করিব সংহার ॥
ভগ্নী আনি শিশুপালে পুনঃ সমর্পিব ।
অন্যথা হইলে পুনঃ গৃহে না আসিব ॥
কখন না হবে মম প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ।
এত কহি রথোপরি করে আরোহণ ॥
যুবরাজ কহে তবে সারথির প্রতি ।
যথা কৃষ্ণ তথা গতি কর শীঘ্রগতি ॥
অতীব দুর্ম্মতি সেই গোপের নন্দন ।
আমার ভগ্নীরে দুষ্ট করিল হরণ ॥
তার প্রতিশোধ আমি লইব এবার ।
অবশ্য সে দুরাশয়ে করিব সংহার ॥
সারথি চালায় রথ তাহার আজ্ঞায় ।
পবন-বেগেতে রথ দ্রুতগতি ধায় ॥
রথোপরি কৃষ্ণে হেরি ভীষ্মক-নন্দন ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি কৃষ্ণে কহিল তখন ॥
চুরি করি রাজকন্যা কোথা পলাইবে ।
চোরের উচিত শাস্তি অবশ্য পাইবে ॥
কতদূরে যাবে দুষ্ট করি পলায়ন ।
মম হস্তে তোর দর্প না রবে এখন ॥
কেবা আজি রাখে তোরে তাহারে দেখিব ।
আজ তোরে নরাধম নিশ্চয় বধিব ॥
শুনিয়া রুক্মীর বাক্য দেব নারায়ণ ।
ফিরাইল রথ তবে ক্রোধেতে তখন ॥
তবে সে ভীষ্মক-পুত্র ধনুক ধরিয়া ।
কৃষ্ণ প্রতি মারে বাণ ক্রোধিত হইয়া ॥
অসংখ্য বাণেতে তবে কৃষ্ণেরে বিঁধিল ।
কর্কশ বচন দুষ্ট কতই বলিল ॥
ওরে নরাধম তোরে কি কহিব আর ।
যাদব-কুলের তুই দুষ্ট দুরাচার ॥
মম ভগ্না হরি দুষ্ট কর পলায়ন ।
যজ্ঞ-ঘৃত কাকে খায় এ কি অঘটন ॥
আজি মম হস্তে তোর হইবে নিধন ।
পাপমতি মম সহ যুঝহ এখন ॥
দেখি কত বল ধর তুমি পাপাশয় ।
তব অহঙ্কার চূর্ণ হইবে নিশ্চয় ॥
তবে হরি মনে মনে করিল চিন্তন ।
না দেয় উত্তর শুনি রুক্মীর বচন ॥
সমযোগ্য নহে বলি করিল হেলন ।
যতেক কহিল কৃষ্ণ না করে শ্রবণ ॥

অন্তরেতে তুচ্ছ জ্ঞান তাহারে করিল।
শরাসন ধরি হরি ধনু টঙ্কারিল ॥
মারিল সুতীক্ষ্ণ বাণ তাহার উপর।
ধনু কাটি খান খান করে যদুবর ॥
পরেতে হানিল হরি আর ছয় বাণ।
ভীষ্মক-সুতেরে বিঁধে করিয়া সন্ধান ॥
আর আট বাণ মারে রথের উপর।
চারি বাণে চারি অশ্ব বিঁধে গদাধর ॥
সারথি উপরে বাণ করিল সন্ধান।
একবাণে রথধ্বজ করে খান খান ॥
রুক্মীর হাতের ধনু কাটিয়া পড়িল।
শূন্য হস্ত হ'য়ে রুক্মী ভাবিতে লাগিল ॥
শীঘ্র করি বীরগণ অন্য ধনু দিল।
পাঁচ বাণে সেইক্ষণে সে ধনু কাটিল ॥
পুনঃ অন্য শরাসন করিল গ্রহণ।
সে ধনুও কাটিলেন দেব নারায়ণ ॥
এইরূপে রুক্মী তবে ধনু লয় যত।
বাণে বাণে গদাধর কাটি ফেলে তত ॥
যত ধনু ছিল কৃষ্ণ কাটিল সমরে।
তবে সে ভীষ্মক-সুত পড়িল ফাঁফরে ॥
মহাপরাক্রান্ত বীর রাজার তনয়।
কৃষ্ণে মারিবারে মহাশূল হাতে লয় ॥
তবে হরি হেলাভরে ছাড়ে মহাবাণ।
কাটিল হাতের শূল করি খান খান ॥
যেই অস্ত্র লয় হাতে রুক্মী বলধর।
বাণেতে ছেদন করে সে অস্ত্র সত্বর ॥
এইরূপে বার বার যত অস্ত্র লয়।
বাণেতে কাটিয়া তাহা ফেলে সমুদয় ॥
তবে কোপে পরিপূর্ণ ভীষ্মক-নন্দন।
লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমে ক্রোধেতে তখন ॥
খর অসি ধরি করে ক্রোধে অতিশয়।
শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আসি উপনীত হয় ॥
যেমন পতঙ্গকুল অনল-দর্শনে।
আস্ফালন করে আসি তাহার সদনে ॥
শেষেতে পুড়িয়া মরে শুন নরপতি।
সেরূপ হইল রুক্মিরাজের দুর্গতি ॥
লাফ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথেতে উঠিল।
তাহা দরশনে তাঁর ক্রোধ উপজিল ॥
বাণেতে তাহার অসি করিল ছেদন।
বাম হস্তে রুক্মি-কেশ করিল ধারণ ॥
খরধার অসি কৃষ্ণ ল'য়ে তার পরে।
মহাকোপে তোলে অস্ত্র কাটিতে সত্বরে ॥
ভ্রাতার দুর্দ্দশা হেরি চিন্তিত অন্তরে।
রুক্মিণী ডাকিয়া কৃষ্ণে কহিল কাতরে ॥
পড়িয়া চরণতলে সকরুণে কয়।
জগতের বল তুমি ওহে দয়াময় ॥
জ্যোতির্ম্ময় মহাকায় বিশ্ব-বিমোহন।
তোমার সমান বিশ্বে আছে কোন্ জন ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি মূলাধার।
মুহূর্ত্তে করিতে পার সৃষ্টির সংহার ॥
মূঢ়মতি মম ভ্রাতা না জানি তোমায়।
তব সহ যুদ্ধ করে নির্ব্বোধের প্রায় ॥
অতএব নাহি মার ভ্রাতারে আমার।
দয়া করি কৃপাময় না কর সংহার ॥
অপ্রমেয় তুমি প্রভু তুমি যোগেশ্বর।
দেবদেব বিশ্বপতি করুণা-সাগর ॥
হে কল্যাণ মহাভুজ সর্ব্বমূলাধার।
আমার ভ্রাতারে প্রভু না কর সংহার ॥
ইহা শুনি শ্রীকৃষ্ণের দয়া উপজিল।
দয়া করি তারে হরি নাহি সংহারিল ॥
রুক্মিণীরে হেরিলেন অতীব কাতর।
শুষ্ককণ্ঠ রুদ্ধবাণী কাঁপে থর থর ॥
তাহা দেখি দয়া করি ভীষ্মক-নন্দনে।
ব্রহ্ম অস্ত্র দিয়া রথে রাখিল বন্ধনে ॥
ক্ষুরবাণে রুক্মিরাজে মাথা মুড়াইল।
ক্ষণেকে যতেক সৈন্য নিধন করিল ॥
নলবন দলে যথা মত্ত করিবর।
সেইমত রুক্মিসেনা বধে দামোদর ॥

হেনকালে বলদেব উপনীত হয়।
দেখিল রথেতে বাঁধা ভীষ্মক-তনয়॥
সেইক্ষণে রুক্মিরাজে করি দরশন।
হাস্যাননে কহে কিছু কৌতুক-বচন॥
ওহে কৃষ্ণ হেন রূপ না হয় উচিত।
কি কার্য্য করিছ রাজ-পুত্রের সহিত॥
নাহি শোভে হেনরূপ রাজার নন্দনে।
বিরূপ করিতে কিছু না ভাবিলে মনে॥
তব শ্বশুরের পুত্র মাননীয় অতি।
তোমার উচিত নহে করিতে দুর্গতি॥
অতি লজ্জাকর কার্য্য কেন বা করিলে।
কেন বা রুক্মীর তুমি কেশ মুড়াইলে॥
নিজ হাতে অপমান উপযুক্ত নয়।
এ হ'তে মরণ ভাল কহিনু নিশ্চয়॥
নির্দ্দয় কঠিন বড় তোমার হৃদয়।
এত অপমান করা তব যোগ্য নয়॥
এত কহি হাসি হাসি দেব সঙ্কর্ষণ।
নিজ হস্তে খুলি দিল তাহার বন্ধন॥
মিষ্টভাষে রুক্মিণীরে অনেক তুষিল।
তবে বলদেব তথা কহিতে লাগিল॥
শুন বিধুমুখি এবে আমার বচন।
না ভাব বিষাদ এবে ভ্রাতার কারণ॥
না করহ কিছু দুঃখ শুন চন্দ্রাননী।
যে যাহার কর্ম্মভোগ করয়ে আপনি॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা অবশ্য ঘটিবে।
কর্ম্ম-অনুসারে ফল জীবের মিলিবে॥
জগতের সুখ-দুঃখ কর দরশন।
কর্ম্মফলে জীবগণে হয় সংঘটন॥
অতএব শোক ত্যজ তুমি গুণবতী।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ইহা কহি তব প্রতি॥
আপন আত্মীয় যদি কোন জন হয়।
অন্যায় করিলে তাহে বধিবে নিশ্চয়॥
ক্ষত্রিয়ের বিধি এই শুন বরাননে।
রাজ্যধন বৃত্তি আর রমণী কারণে॥
বধিবে বিপক্ষগণে ক্ষত্র সর্ব্বক্ষণ।
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের এই জানিবে লক্ষণ॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয় করিবে সর্ব্বক্ষণ॥
কেবা ভ্রাতা কেবা পিতা কেবা বন্ধুগণ।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র আত্মীয় স্বজন॥
সকলি দেবের মায়া জানিও সদাই।
সকলের এক আত্মা ভেদ কিছু নাই॥
জন্ম মৃত্যু আদি সব দেহের বিকার।
বিকার কখনো শুন না হয় আত্মার॥
অতএব বৃথা শোক কভু না করিবে।
ভ্রাতার কারণ দুঃখ কিছু না ভাবিবে॥
বিশেষ বুঝিয়া তুমি শোক পরিহর।
নাহি হবে বিষাদিত এবে ধৈর্য্য ধর॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
বৃথা না হইও তুমি বিষাদে মগন॥
বলদেব রুক্মিণীরে বিবিধ বচনে।
বুঝাইল ভ্রাতৃ-দুঃখ শোকের কারণে॥
অনন্তর যদুবর করিল সান্ত্বন।
তাহাতে প্রফুল্ল দেবী হইল তখন॥
ভ্রাতৃ-অপমান-শোক অমনি ত্যজিল।
তবে সে ভীষ্মক-সুত মোচন হইল॥
কৃষ্ণের নিকটে তার হ'ল অপমান।
মরমে মরিয়া রুক্মী করিল প্রস্থান॥
নিজপুরে নাহি আর করিল গমন।
ভোজকোট পুরে বাস করিল রাজন॥
তথায় যাইয়া পুরী নির্ম্মাণ করিল।
প্রতিজ্ঞা কারণ গৃহে নাহি প্রবেশিল॥
নির্ম্মাইয়া পুরী তথা সুখে করে বাস।
কৃষ্ণ-অপমান তার জাগে বার মাস॥
মনেতে ভাবিল সেই ভীষ্মক-নন্দন।
কৃষ্ণ-অপমান আমি করিব খণ্ডন॥
নতুবা প্রবেশ কভু পুরীতে না করি।
স্বকার্য্য সাধিব কিংবা অনায়াসে মরি॥

তবে রাজগণে করি বলে পরাজয়।
রুক্মিণী হরণ করি দেবকী-তনয় ॥
আইল দ্বারকাপুরী মহানন্দ মনে।
বলরাম আদি যত ল'য়ে যদুগণে ॥
দ্বারকা-নগরবাসী আনন্দে ভাসিল।
কৃষ্ণ সহ রুক্মিণীর বিবাহ হইল ॥
মহোৎসব হয় সেই দ্বারকানগরে।
নৃত্য গীত করে সবে আনন্দ অন্তরে ॥
আনন্দে মাতিল পুরবাসী নারী যত।
সমাপন করে কার্য্য যথা বিধিমত ॥
দেশ-দেশান্তরে তবে যত রাজগণ।
শ্রবণে আনন্দ হ'ল রুক্মিণী-হরণ ॥
সকলেই আনন্দেতে মাতিয়া উঠিল।
কৃষ্ণজয় মহাশব্দ হইতে লাগিল ॥
জরাসন্ধ আদি রাজা হ'ল পরাজিত।
রাজকন্যাগণ সবে হইল বিস্মিত ॥
দেখিবারে আসে সবে দ্বারকানগর।
হেরিয়া যুগল মূর্ত্তি প্রফুল্ল অন্তর ॥
রূপ হেরি রুক্মিণীর হইল বিস্ময়।
আনন্দে ঘোষিল সবে শ্রীকৃষ্ণের জয় ॥
মহামুনি-বিরচিত-ভাগবত মাঝে।
নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা কৌশলে বিরাজে ॥
ত্রিতাপ-নাশক ইহা অতি সুখময়।
পরমার্থ অনায়াসে উপলব্ধি হয় ॥

সুবোধ-রচিত গীত শ্রবণে সুন্দর।
শুনিলে পবিত্র হবে যত পাপী নর ॥

ইতি রুক্মিণীর বিবাহ।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের জন্ম

শুকদেব বলে পরে শুনহ রাজন।
শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য হয় অপূর্ব্ব কথন ॥
মন চিত্ত বুদ্ধি আর নামে অহঙ্কার।
এই চারি গৃহ হয় জীবের মাঝার ॥
মন-গৃহে বাহ্যকার্য্য হয় সম্পাদন।
চিত্ত-গৃহে রসভোগ করে সর্ব্বজন ॥
বুদ্ধি-গৃহে কর্ম্মশক্তি এইভাবে হয়।
অহঙ্কারে মায়া-ভোগ জানিবে নিশ্চয় ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী শুন কহি অতঃপর।
মদনে করিল ভস্ম দেব মহেশ্বর ॥
হর-কোপানলে ভস্ম হইয়া মদন।
রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম লইল তখন ॥
যথাকালে মহাসতী প্রসবিল তায়।
প্রদ্যুম্ন নামেতে খ্যাত হইল ধরায় ॥
পিতা হ'তে ন্যূন পুত্র কোন মতে নয়।
সম্বর নামেতে এক দৈত্যপতি রয় ॥
প্রদ্যুম্নের হস্তে তার হইল নিধন।
দৈত্য-বৈরী হয় সেই রুক্মিণী-নন্দন ॥
শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
প্রদ্যুম্ন-সম্বর কথা করিব বর্ণন ॥
দৈবযোগে একদিন নারদ সুমতি।
উপনীত দৈত্যপুরে শুন নরপতি ॥
মুনিবরে হেরি দৈত্য আদর করিল।
শীঘ্রগতি সিংহাসন হইতে উঠিল ॥

হেনকালে বলদেব উপনীত হয়।
দেখিল রথেতে বাঁধা ভীষ্মক-তনয় ॥
সেইক্ষণে রুক্মিরাজে করি দরশন।
হাস্যাননে কহে কিছু কৌতুক-বচন ॥
ওহে কৃষ্ণ হেন রূপ না হয় উচিত।
কি কার্য্য করিছ রাজ-পুত্রের সহিত ॥
নাহি শোভে হেনরূপ রাজার নন্দনে।
বিরূপ করিতে কিছু না ভাবিলে মনে ॥
তব শ্বশুরের পুত্র মাননীয় অতি।
তোমার উচিত নহে করিতে দুর্গতি ॥
অতি লজ্জাকর কার্য্য কেন বা করিলে।
কেন বা রুক্মীর তুমি কেশ মুড়াইলে ॥
নিজ হাতে অপমান উপযুক্ত নয়।
এ হ'তে মরণ ভাল কহিনু নিশ্চয় ॥
নির্দ্দয় কঠিন বড় তোমার হৃদয়।
এত অপমান করা তব যোগ্য নয় ॥
এত কহি হাসি হাসি দেব সঙ্কর্ষণ।
নিজ হস্তে খুলি দিল তাহার বন্ধন ॥
মিষ্টভাষে রুক্মিণীরে অনেক তুষিল।
তবে বলদেব তথা কহিতে লাগিল ॥
শুন বিধুমুখি এবে আমার বচন।
না ভাব বিষাদ এবে ভ্রাতার কারণ ॥
না করহ কিছু দুঃখ শুন চন্দ্রাননী।
যে যাহার কর্ম্মভোগ করয়ে আপনি ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা অবশ্য ঘটিবে।
কর্ম্ম-অনুসারে ফল জীবের মিলিবে ॥
জগতের সুখ-দুঃখ কর দরশন।
কর্ম্মফলে জীবগণে হয় সংঘটন ॥
অতএব শোক ত্যজ তুমি গুণবতী।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ইহা কহি তব প্রতি ॥
আপন আত্মীয় যদি কোন জন হয়।
অন্যায় করিলে তাহে বধিবে নিশ্চয় ॥
ক্ষত্রিয়ের বিধি এই শুন বরাননে।
রাজ্যধন বৃত্তি আর রমণী কারণে ॥
বধিবে বিপক্ষগণে ক্ষত্র সর্ব্বক্ষণ।
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের এই জানিবে লক্ষণ ॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয় করিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
কেবা ভ্রাতা কেবা পিতা কেবা বন্ধুগণ।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র আত্মীয় স্বজন ॥
সকলি দেবের মায়া জানিও সদাই।
সকলের এক আত্মা ভেদ কিছু নাই ॥
জন্ম মৃত্যু আদি সব দেহের বিকার।
বিকার কখনো শুন না হয় আত্মার ॥
অতএব বৃথা শোক কভু না করিবে।
ভ্রাতার কারণ দুঃখ কিছু না ভাবিবে ॥
বিশেষ বুঝিয়া তুমি শোক পরিহর।
নাহি হবে বিষাদিত এবে ধৈর্য্য ধর ॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
বৃথা না হইও তুমি বিষাদে মগন ॥
বলদেব রুক্মিণীরে বিবিধ বচনে।
বুঝাইল ভ্রাতৃ-দুঃখ শোকের কারণে ॥
অনন্তর যদুবর করিল সান্ত্বন।
তাহাতে প্রফুল্ল দেবী হইল তখন ॥
ভ্রাতৃ-অপমান-শোক অমনি ত্যজিল।
তবে সে ভীষ্মক-সুত মোচন হইল ॥
কৃষ্ণের নিকটে তার হ'ল অপমান।
মরমে মরিয়া রুক্মী করিল প্রস্থান ॥
নিজপুরে নাহি আর করিল গমন।
ভোজকোট পুরে বাস করিল রাজন ॥
তথায় যাইয়া পুরী নির্ম্মাণ করিল।
প্রতিজ্ঞা কারণ গৃহে নাহি প্রবেশিল ॥
নির্ম্মাইয়া পুরী তথা সুখে করে বাস।
কৃষ্ণ-অপমান তার জাগে বার মাস ॥
মনেতে ভাবিল সেই ভীষ্মক-নন্দন।
কৃষ্ণ-অপমান আমি করিব খণ্ডন ॥
নতুবা প্রবেশ কভু পুরীতে না করি।
স্বকার্য্য সাধিব কিংবা অনায়াসে মরি ॥

তবে রাজগণে করি বলে পরাজয়।
রুক্মিণী হরণ করি দেবকী-তনয় ॥
আইল দ্বারকাপুরী মহানন্দ মনে।
বলরাম আদি যত ল'য়ে যদুগণে ॥
দ্বারকা-নগরবাসী আনন্দে ভাসিল।
কৃষ্ণ সহ রুক্মিণীর বিবাহ হইল ॥
মহোৎসব হয় সেই দ্বারকানগরে।
নৃত্য গীত করে সবে আনন্দ অন্তরে ॥
আনন্দে মাতিল পুরবাসী নারী যত।
সমাপন করে কার্য্য যথা বিধিমত ॥
দেশ-দেশান্তরে তবে যত রাজগণ।
শ্রবণে আনন্দ হ'ল রুক্মিণী-হরণ ॥
সকলেই আনন্দেতে মাতিয়া উঠিল।
কৃষ্ণজয় মহাশব্দ হইতে লাগিল ॥
জরাসন্ধ আদি রাজা হ'ল পরাজিত।
রাজকন্যাগণ সবে হইল বিস্মিত ॥
দেখিবারে আসে সবে দ্বারকানগর।
হেরিয়া যুগল মূর্ত্তি প্রফুল্ল অন্তর ॥
রূপ হেরি রুক্মিণীর হইল বিস্ময়।
আনন্দে ঘোষিল সবে শ্রীকৃষ্ণের জয় ॥
মহামুনি-বিরচিত-ভাগবত মাঝে।
নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা কৌশলে বিরাজে ॥
ত্রিতাপ-নাশক ইহা অতি সুখময়।
পরমার্থ অনায়াসে উপলব্ধি হয় ॥

সুবোধ-রচিত গীত শ্রবণে সুন্দর।
শুনিলে পবিত্র হবে যত পাপী নর ॥

ইতি রুক্মিণীর বিবাহ।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের জন্ম

শুকদেব বলে পরে শুনহ রাজন।
শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য হয় অপূর্ব্ব কথন ॥
মন চিত্ত বুদ্ধি আর নামে অহঙ্কার।
এই চারি গৃহ হয় জীবের মাঝার ॥
মন-গৃহে বাহ্যকার্য্য হয় সম্পাদন।
চিত্ত-গৃহে রসভোগ করে সর্ব্বজন ॥
বুদ্ধি-গৃহে কর্ম্মশক্তি এইভাবে হয়।
অহঙ্কারে মায়া-ভোগ জানিবে নিশ্চয় ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী শুন কহি অতঃপর।
মদনে করিল ভস্ম দেব মহেশ্বর ॥
হর-কোপানলে ভস্ম হইয়া মদন।
রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম লইল তখন ॥
যথাকালে মহাসতী প্রসবিল তায়।
প্রদ্যুম্ন নামেতে খ্যাত হইল ধরায় ॥
পিতা হ'তে ন্যূন পুত্র কোন মতে নয়।
সম্বর নামেতে এক দৈত্যপতি রয় ॥
প্রদ্যুম্নের হস্তে তার হইল নিধন।
দৈত্য-বৈরী হয় সেই রুক্মিণী-নন্দন ॥
শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
প্রদ্যুম্ন-সম্বর কথা করিব বর্ণন ॥
দৈবযোগে একদিন নারদ সুমতি।
উপনীত দৈত্যপুরে শুন নরপতি ॥
মুনিবরে হেরি দৈত্য আদর করিল।
শীঘ্রগতি সিংহাসন হইতে উঠিল ॥

পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে তাঁরে করিল পূজন।
বসিবারে মুনিবরে দিলেক আসন॥
মুনি-পাশে মৃদুভাষে করযোড় ক'রে।
কহিলেন দৈত্যরাজ তবে মুনিবরে॥
কি কারণ আগমন কহ মুনিবর।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা পালিব সত্বর॥
মুনিবর কহে তবে দৈত্যের বচনে।
আগমন মম শুন হয় যে কারণে॥
তব হিত চাহি আমি তব হিতে রত।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করি যে নিয়ত॥
সেই হেতু আগমন হেথায় আমার।
দ্বারকানগরে জন্মে কৃষ্ণের কুমার॥
তব অরি হয় সেই শুন দৈত্যরায়।
সে জনার হস্তে তব মরণ ঘনায়॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
ইহার সুযুক্তি তুমি করহ চিন্তন॥
মুনির বচন শুনি বিস্ময় মানিল।
করযোড়ে মুনিবরে জিজ্ঞাসা করিল॥
কহ দেব কি উপায় করিব এখন।
তোমা বিনা হিত কহে নাহি হেন জন॥
এবে মুনিবর মোরে বলহ উপায়।
কিরূপে পাইব রক্ষা বলহ আমায়॥
এত কহি দৈত্যবর চরণে পড়িল।
যতনে নারদ মুনি তাহারে কহিল॥
শুন কহি ওহে দৈত্য উপায় এখন।
এই বেলা মহাশত্রু করহ নিধন॥
বয়সে বাড়িবে শক্তি কহিলাম সার।
এ কালে উচিত হয় করিতে সংহার॥
এত কহি মুনিবর করিল গমন।
মনে মনে চিন্তে তবে সম্বর তখন॥
বধিতে সে মহা অরি মনেতে ভাবিল।
দ্বারকা নগরে দৈত্য গোপনে আসিল॥
মহা মায়াধর দৈত্য মায়া প্রকাশিল।
প্রলয়কালেতে যেন ঝটিকা উঠিল॥
বয়স ছ'দিন মাত্র সূতিকার ঘরে।
রুক্মিণী-ক্রোড়েতে পুত্র আছে ঘুমঘোরে॥
মায়া করি সেই পুত্র করিয়া হরণ।
মহাবেগে শূন্যমার্গে করিল গমন॥
মহা সাগরের মাঝে ফেলাইয়া দিল।
শত্রু-নাশ হ'ল ভাবি গৃহেতে চলিল॥
মৎস্যেতে গিলিল সেই কৃষ্ণের নন্দন।
না মরিল সেই পুত্র রহে সচেতন॥
হেথায় সূতিকাগারে না হেরে তনয়।
ক্রন্দন করেন দেবী আকুল হৃদয়॥
কোথা গেল নব শিশু ভাবে মনে মন।
অশ্রুজলে মগ্ন তবে হইল নয়ন॥
পরে সেই মৎস্য এক ধীবরে ধরিল।
জালে বাঁধি সেই মৎস্য গৃহেতে চলিল॥
সেই মৎস্য আনি দিল দানব সম্বরে।
হেরিল অদ্ভুত শিশু মৎস্যের উদরে॥
দরশনে আনন্দিত সুন্দর তনয়।
মায়াবতী প্রতি তবে দৈত্যবর কয়॥
পরম সুন্দর পুত্র কর দরশন।
যতনে ইহারে তুমি করহ পালন॥
মায়াবতী কন্দর্পের পতিব্রতা রতি।
হয়েছিল হর-কোপে ভস্ম তাঁর পতি॥
মহাদেব-কথামত সম্বর-গৃহেতে।
ছিল শুন মহারাজ পাচিকা রূপেতে॥
পরে মায়াবতী সতী দৈত্যের বচনে।
যতনে পালেন সেই রুক্মিণী-নন্দনে॥
অপর শুনহ রায় অদ্ভুত কথন।
আসিল দৈত্যের পুরে নারদ তখন॥
মায়াবতী-পাশে আসি হাসি হাসি কয়।
তব পতি হয় এই কৃষ্ণের তনয়॥
কহি শুন মায়াবতী আমার বচন।
সম্বর দৈত্যেরে ইনি করিবে নিধন॥
আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হয়।
ইহার হস্তেতে দৈত্য মরিবে নিশ্চয়॥

অতএব তুমি এরে করিয়া যতন।
পালন করহ এই রুক্মিণী-নন্দন॥
শিখাও সে মায়া-বিদ্যা তুমি গুণবতী।
সেই বিদ্যাবলে নষ্ট হবে দৈত্যপতি॥
কহিলাম সার বাক্য তোমায় এখন।
তদন্তরে নিজপুরী করিবে গমন॥
দ্বারকানগরে যাবে তোমরা দু'জনে।
পরম আনন্দে রবে আমার বচনে॥
এত কহি দেব-ঋষি করিল গমন।
মায়াবতী আহ্লাদেতে হইল মগন॥
তবে মায়াবতী সেই মুনির বাক্যেতে।
যতনে পালেন শিশু মহা আদরেতে॥
শিশুর রূপেতে সতী মগন হইল।
যৌবন সময় তার মনেতে চিন্তিল॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু দেখিতে সুন্দর।
মায়াবতী হেরে রূপ সানন্দ অন্তর॥
শশিকলা সম শিশু বাড়িতে লাগিল।
অত্যল্প বয়সে তার যৌবন হইল॥
মোহিত মদনরূপে মায়াবতী সতী।
রূপ হেরে বিচলিত হ'ল গুণবতী॥

পরম পবিত্র কথা ভাগবত সার।
সুবোধ রচিল গীত আনন্দ অপার॥

ইতি প্রদ্যুম্নের জন্ম।

প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সম্বর দৈত্য বধ

শুক কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
কিরূপে দেখায় বীর্য্য হরির নন্দন॥
নারদের মুখে রতি শুনিয়া ভারতী।
আনন্দ-সলিলে মগ্ন পেয়ে নিজ পতি॥
প্রদ্যুম্নের রূপে সতী মোহিত হইল।
একেবারে কামানল জ্বলিয়া উঠিল॥
রতিরসে মত্ত ধনি হইল তখন।
প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ে মগ্ন করি দরশন॥
মায়াবতী প্রতি কহে করি সম্বোধন।
দেখি কার্য্য বিপরীত বল কি কারণ॥
কেন সতী মম প্রতি এরূপ আচার।
ইহার কারণ তুমি কর গো প্রচার॥
তব আচরণে আমি বিস্ময়ে মগন।
সবিস্তারে কহ মোরে এ সব বচন॥
হেন হীন কার্য্য কেহ না করিতে পারে।
আশ্চর্য্য হইনু আমি তব ব্যবহারে॥
মায়াবতী বলে নাথ স্থির কর মতি।
রুক্মিণী তোমার মাতা শুনহ সম্প্রতি॥
আমি তব নহি মাতা জানিবে নিশ্চয়।
প্রদ্যুম্ন তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ-তনয়॥
এই যে সম্বর হয় দৈত্যের ঈশ্বর।
তব অরি হয় সেই জেন গুণাকর॥
এই দুষ্ট দৈত্য তোমা করিয়া হরণ।
সাগর-সলিল-মাঝে করে নিক্ষেপণ॥
তোমারে পাইনু আমি মৎস্যের উদরে।
পাইনু সকল তত্ত্ব নারদ-গোচরে॥
নারদের কাছে আমি শুনিনু সম্প্রতি।
তুমি হও কামদেব আমি পত্নী রতি॥
অতএব শুন নাথ আমার বচন।
মায়াময় বিদ্যা সব করহ গ্রহণ॥
মায়ার সাগর সেই দুষ্ট দৈত্যবর।
কত মায়া জানে দুষ্ট শুন প্রাণেশ্বর॥
বহু মায়া জানি আমি শুন প্রাণধন।
সেই বিদ্যা লহ তুমি মঙ্গল কারণ॥
তবে দৈত্য-সনে তুমি যুদ্ধেতে জিনিবে।
তব হস্তে দৈত্যবর নিশ্চয় মরিবে॥

শিখ মহাবিদ্যা নাথ আমার গোচরে।
নিধন করহ অরি দৈত্যের ঈশ্বরে॥
কহিনু তোমারে এবে সব বিবরণ।
মায়াবিদ্যা গুণমণি করহ গ্রহণ॥
মায়াবতী-বাক্যে তবে কৃষ্ণের তনয়।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া তবে মানিল বিস্ময়॥
তবে মায়াবতী-পাশে মায়া-বিদ্যা লয়।
শিখিল বিবিধ বিদ্যা রুক্মিণী তনয়॥
শিখি সেই মায়াবিদ্যা প্রদ্যুম্ন তখন।
মহা বলবান্ হ'ল রুক্মিণী-নন্দন॥
পরে দোঁহে মহানন্দে নির্জ্জন কাননে।
নিত্য নিত্য বিহারাদি করে দুই জনে॥
মদন মদনে মাতি করয়ে বিহার।
রতিসুখে মত্ত হয় আনন্দে অপার॥
নিত্য নিত্য নবরসে মাতিয়া দু'জন।
রতি-সুখে মত্ত থাকে পাইয়া নির্জ্জন॥
একদিন বিবরণ শুন মহামতি।
দৈবেতে দেখিল সেই দুষ্ট দৈত্যপতি॥
হেরিল দু'জনে করে হরিষে বিহার।
তাহা দেখি মহাক্রোধ হইল তাহার॥
ক্রোধেতে কাঁপিছে তনু লোহিত লোচন।
ঘন ঘন হয় তার হৃদয়-কম্পন॥
কোপানলে উঠে জ্ব'লে অসি ল'য়ে করে।
বেগে ধায় দৈত্যবর কাটিবার তরে॥
ক্রোধে বীর নহে স্থির অধীর অন্তর।
প্রদ্যুম্নের প্রতি তবে কহে দৈত্যবর॥
ওরে পাপমতি তোর একি ব্যবহার।
এ হেন কু-কার্য্যকারী তুই দুরাচার॥
পাপমতি অধোগতি নাহি তব মনে।
হেন অপকর্ম্ম কর মাতিয়া মদনে॥
বল দেখি দুরাচার এই ধরাতলে।
মাতৃগামী কোন্‌জন হয় কুতূহলে॥
রতি প্রতি ক্রোধভরে কহে দৈত্যপতি।
ওরে কলঙ্কিনী তোর একি হ'ল মতি॥
তুই বা এমত কর্ম্ম কিমতে করিলি।
কামেতে মাতিয়া তুই সকলি ভুলিলি॥
একেবারে জ্ঞান-হত আনন্দে মগন।
ধিক্ ধিক্ তোরে ধিক্ হারালি চেতন॥
যাহারে পালন করি তনয় সমান।
তার সহ কামে মত্ত নাহি কিছু জ্ঞান॥
ধর্ম্মভয় নাহি তোর ওরে পাপমতি।
জান নাকো পরকালে কি হইবে গতি॥
তব সম পাপীয়সী নাহিক ভুবনে।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোর এ জীবনে॥
ক্ষণেকে আমার হাতে হইবি নিধন।
পাপের উচিত ফল পাইবি তখন॥
পরে মদনেরে কহে ওরে দুরাশয়।
তোর এ জীবন আজি বধিব নিশ্চয়॥
দুগ্ধপানে কালসর্প করিনু পালন।
কালেতে আসিয়া করে মস্তকে দংশন॥
দৈত্যের বচন শুনি প্রদ্যুম্ন তখন।
কহিতে লাগিল তারে কর্কশ বচন॥
কটুবাক্যে দৈত্যবরে তিরস্কার করে।
উপহাস করে তারে অবহেলা-ভরে॥
তবে দৈত্য মহাতেজে বেগেতে ধাইল।
অসি ল'য়ে প্রদ্যুম্নেরে কাটিতে চলিল॥
মহাকোপে খড়্গাঘাত মদনে করিল।
প্রদ্যুম্ন মায়ার বলে অস্ত্র নিবারিল॥
দরশনে মহাক্রোধে দুষ্ট দৈত্যপতি।
তাহারে ছাড়িয়া তবে ধায় রতি প্রতি॥
অস্ত্র ল'য়ে রতিরে সে কাটিবারে ধায়।
কামদেব দৈত্যে ধরি দূরেতে ফেলায়॥
ভূমে পড়ি অচেতন হ'ল দৈত্যবর।
চেতন পাইয়া পুনঃ সক্রোধ অন্তর॥
ধরি গদা রক্তবর্ণ করিয়া লোচন।
প্রদ্যুম্ন-উপরে করে বেগেতে ক্ষেপণ॥
প্রদ্যুম্ন মারিল গদা তাহার উপর।
দৈত্য-গদা তাহে চূর্ণ হইল সত্বর॥

গদার প্রহারে গদা করি নিবারণ।
সম্বর দৈত্যেরে গদা মারিল তখন ॥
ভীতমতি দৈত্যপতি হইল পতন।
মায়াবী সে দৈত্যবর মায়াতে মগন ॥
মায়া-বিদ্যা-বলে তথা অদৃশ্য হইল।
মেঘের ভিতর দৈত্য প্রবেশ করিল ॥
তথা হ'তে মহাক্রোধে প্রদ্যুম্ন-উপর।
বর্ষণ করিতে থাকে বৃক্ষ ও প্রস্তর ॥
শূন্য হ'তে বৃক্ষ শিলা হইল পতন।
কোথা হ'তে কে প্রহারে না বুঝে তখন ॥
সেইক্ষণে মায়াধারী রুক্মিণী-নন্দন।
চিন্তিয়া করিল স্থির উপায় তখন ॥
সর্ব্বমায়া-বিনাশিনী মহাবিদ্যা যাহা।
প্রদ্যুম্ন প্রয়োগ শেষে করিলেন তাহা ॥
তবে দৈত্য মহাক্রোধে কম্পিত হৃদয়।
পিশাচী রাক্ষসী আদি মায়া প্রকাশয় ॥
কত শত মায়া দৈত্য করিল প্রকাশ।
আনন্দে প্রদ্যুম্ন তাহা করিল বিনাশ ॥
তবে মহাকোপে দৈত্য মনেতে ভাবিল।
শিবদত্ত শূল তবে হস্তেতে ধরিল ॥
দরশনে দেবগণ আকুল অন্তর।
শিবদত্ত শূল দেখি সকলে কাতর ॥
বলে হায় একি দায় আবার ঘটিল।
দৈত্য-হস্তে পুনঃ বুঝি মদন মরিল ॥
তবে যত দেবগণ বিচারিয়া মনে।
অলক্ষিতে কহে গিয়া তখন মদনে ॥
শুন কহি কামদেব প্রকৃত বচন।
শিবানীর স্তব কর নহে অঘটন ॥
নতুবা এ শূল রক্ষা করিতে নারিবে।
অবশ্য এ শূলাঘাতে জীবন ত্যজিবে ॥
তবে কামদেব অতি করিয়া বিনয়।
হৈমবতী প্রতি স্তব করে সে সময় ॥
বলে দুর্গা দুঃখহরা দুর্গতি-নাশিনী।
অভয়া অম্বিকা দেবী অসুর-ঘাতিনী ॥
দৈত্যভয়-বিনাশিনী মহা ভয়ঙ্করা।
অন্নদা অপরাজিতা অতি খরতরা ॥
লোলজিহ্বা দিগম্বরী নৃমুণ্ডমালিনী।
ভব-জায়া মহামায়া বিকটহাসিনী ॥
শব-হৃদে নৃত্য কর কাল-সংহারিণী।
মহাবলী মহেশ্বরী ত্রিনেত্র-ধারিণী ॥
হৈমবতী ভগবতী বিপদ-নাশিনী।
ত্রিতাপ-হারিণী দুর্গে কাল-নিবারিণী ॥
এইরূপে স্তুতি করে কৃষ্ণের নন্দন।
মহাকোপে করে দৈত্য শূল প্রহরণ ॥
মহা শূল মদনের অঙ্গেতে বাজিল।
অঙ্গস্পর্শ মাত্র তাহা ধূলায় পড়িল ॥
বিফল হইল অস্ত্র দেখি দৈত্যপতি।
অত্যন্ত আকুল হয় অন্তরেতে অতি ॥
সেইকালে কৃষ্ণসুত সক্রোধ অন্তরে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র নিক্ষেপিল দৈত্যের উপরে ॥
সেই অস্ত্রে সম্বরের মস্তক কাটিল।
দুই খণ্ড হ'য়ে দৈত্য ভূতলে পড়িল ॥
তাহা দেখি মদনের আনন্দিত মন।
রতি সতী মহাসুখে হইল মগন ॥
অস্ত্রে কাটি দৈত্যেশ্বর পড়িল ভূতলে।
দেবগণ নৃত্য করে মহাকুতূহলে ॥
প্রদ্যুম্ন-উপরে করে পুষ্প বরিষণ।
বাজায় দুন্দুভি বাদ্য অপ্সরা তখন ॥
সুবোধ রচিল গীত শুনে যেই জন।
পাপ তাপ সব তার করে পলায়ন ॥

ইতি প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সম্বর দৈত্য বধ।

প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় গমন

শুক কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
হরিকথামৃত হয় মুক্তির কারণ॥
পরেতে শুনহ সেই কথা সুধাময়।
সম্বরে বধিয়া সেই রুক্মিণী-তনয়॥
রতি সহ রতিপতি দ্বারকা আইল।
যোগবলে শূন্যপথে পুরে প্রবেশিল॥
একেবারে অন্তঃপুরে করিল গমন।
যথায় বিরাজ করে যত নারীগণ॥
সেই স্থানে রতি সহ রুক্মিণী-তনয়।
অকস্মাৎ আসি তবে হইল উদয়॥
চমকে বিজলী যথা মেঘের ভিতর।
সেইরূপে দুই জনে দেখিল সত্বর॥
আজানুলম্বিত বাহু আরক্ত লোচন।
বিস্ময় মানিল সবে করি দরশন॥
তাহে মৃদুহাস্যযুক্ত বদন সুন্দর।
অলকা-আবৃত মুখ আঁখি মনোহর॥
তাহে হেরি পুরবাসী যতেক রমণী।
কৃষ্ণ ভাবি লজ্জাতুরা হইল অমনি॥
পরেতে বিশেষ ভাবে করি নিরীক্ষণ।
তখন মনেতে সবে করয়ে চিন্তন॥
কৃষ্ণ নয় তবে এই হয় কোন্ জন।
কোথা হ'তে এই ব্যক্তি আইল এখন॥
কিবা হেতু এই স্থলে সহসা উদয়।
মনে ভাবি নারীগণ চিন্তান্বিত হয়॥
হেরিল রমণী সঙ্গে পরম সুন্দর।
বিস্ময়ে হইল মগ্ন আনন্দ অন্তর॥
না পায় ভাবিয়া কিছু ইহার কারণ।
পরেতে রুক্মিণী দেবী করে নিরীক্ষণ॥
দোঁহার বদন চন্দ্র যখন হেরিল।
অমনি সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল॥
যে পুত্র বিনাশ হ'ল সূতিকা আগারে।
এতদিনে এত বড় হ'ত একেবারে॥
নতুবা ইহারে কেন করি দরশন।
স্নেহেতে অন্তর মোর করিছে এমন॥
অপরূপ রূপ সব কৃষ্ণের সমান।
বিভিন্ন নাহিক কিছু দেখি সে বয়ান॥
হেন বোধ মনে মনে হতেছে আমার।
ইনিই আমার সেই গর্ভের কুমার॥
তাই এ স্তনেতে ক্ষীর ঝরে ক্ষণে ক্ষণে।
আনন্দে আকুল প্রাণ হেরিয়া নয়নে॥
কেবা এ কাহার সুত না জানি কারণ।
কোথা হ'তে এই স্থানে করে আগমন॥
কোন্ ভাগ্যবতী এরে গর্ভেতে ধরিল।
সেই পুণ্যবতী যেবা স্তনদুগ্ধ দিল॥
কৃষ্ণের মতই হেরি আকার ইহার।
কৃষ্ণ সম মধুময় হাসে চমৎকার॥
কৃষ্ণ সম কণ্ঠস্বর কৃষ্ণ সম গতি।
না জানি এ কোন্ জন আসিল সম্প্রতি॥
এইরূপ মনে মনে করিছে চিন্তন।
হেনকালে আসে তথা দেব নারায়ণ॥
দেবকী ও বসুদেব হ'ল উপনীত।
হেরিয়া কুমারে সবে হইল বিস্মিত॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ সব তত্ত্ব জানে।
প্রকাশ না করিলেন সবাকার স্থানে॥
হেনকালে আসিলেন নারদ সুজন।
কৃষ্ণগুণ-গানে সদা উল্লসিত মন॥
রুক্মিণী-তনয় সেই প্রদ্যুম্নে দেখিয়া।
একে একে বিবরণ কহেন বসিয়া॥
সূতিকা-গৃহেতে যবে হরে দৈত্যবর।
সেই সব তত্ত্বকথা কহে গুণাকর॥
শুনিল সে সব কথা যত নারীগণ।
দেবকী ও বসুদেব করিল শ্রবণ॥
শুনিয়া রুক্মিণী তবে আনন্দিত হয়।
জানিয়া আপন পুত্র কোলে তুলি লয়॥

শত শত চুম্ব দেয় পুত্রের বদনে।
রতিরে লইল কোলে আর নারীগণে॥
আনন্দে রুক্মিণী-আঁখি করে ছল ছল।
পুত্রমুখ হেরি সতী ভুলিল সকল॥
পরেতে দ্বারকাবাসী সকলে জানিল।
হেরিতে রুক্মিণী-সুতে সকলে আইল॥
প্রদ্যুম্নে হেরিয়া সবে আনন্দ-হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু সবাকার হয়॥
রুক্মিণীরে প্রশংসিল পুরবাসিগণে।
তব সম ভাগ্যবতী কে আছে ভুবনে॥
মৃত পুত্র গৃহে এল কি ভাগ্য তোমার।
পুণ্যবতী হও তুমি জগতের সার॥
বধূ সঙ্গে এল পুত্র তুমি ভাগ্যবতী।
এইরূপে কহে যত দ্বারকা-যুবতী॥
হেরিয়া প্রদ্যুম্ন-রূপ মোহিত সকল।
অপরূপ রূপে সবে হইল চঞ্চল॥
রুক্মিণী ব্যতীত আর যত নারীগণ।
সবাকার একেবারে বিচলিত মন॥
পুত্রে দরশন করি মানস চঞ্চল।
অপরে সে রূপে কেন না হবে বিহ্বল॥
এইরূপে পুরবাসী সানন্দ অন্তর।
সুবোধ-রচিত গীত অতি মনোহর॥
মোক্ষ-অভিলাষী যারা ছাড়িয়া সংসার।
শ্রীহরির আরাধনা কর বারংবার॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে করিয়া প্রবেশ।
ত্রিভুবন পালিছেন নিজে পরমেশ॥
মিছে মায়ামুগ্ধ হ'য়ে আছ জীবগণ।
হরিগুণ গান সবে কর অনুক্ষণ॥

ইতি প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় গমন।

ষট্পঞ্চাশৎ অধ্যায়

স্যমন্তকোপাখ্যান সত্যভামা-বিবাহ

শুক কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
অতি মনোহর কথা কৃষ্ণ-বিবরণ॥
সত্রাজিৎ নামে এক ছিল নরপতি।
কৃষ্ণপদে অপরাধ করেছিল অতি॥
পরে কন্যা দেয় তাঁরে সন্তোষ কারণ।
সত্যভামা নামে কন্যা করয়ে অর্পণ॥
রাজা কহে মুনিবর জানিবারে সাধ।
সত্রাজিৎ করেছিল কোন্ অপরাধ॥
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয়।
সন্দেহ ঘুচাও মোর কহি সমুদয়॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
সূর্য্যভক্ত সূর্য্যসখা সত্রাজিৎ অতি॥
সত্রাজিৎ রাজা তবে পুত্রের কারণ।
সূর্য্যের তপস্যা করে শুন বিবরণ॥
ভূপতির স্তবে তুষ্ট দিবাপতি হয়।
সত্রাজিতে পুত্রবর দিল সে সময়॥
স্যমন্তক নামে আর মণি তারে দিল।
সত্যভামা নামে তার দুহিতা হইল॥
সূর্য্যসম স্যমন্তক পরম সুন্দর।
মণি পেয়ে সত্রাজিৎ সানন্দ-অন্তর॥
সেই মণি নরপতি কণ্ঠেতে ধরিল।
পরম-আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইল॥
মণি-তেজে সূর্য্যতেজ হয় নিবারণ।
কিবা মনোহর মণি ভুবনমোহন॥

একদিন সত্রাজিৎ সেই মণি পরি।
দ্বারকানগরে গেল সম্ভাষিতে হরি॥
গলে দোলে স্যমন্তক মণি মনোহর।
সূর্য্যমণি যেন দীপ্ত হয় প্রভাকর॥
সর্ব্বগুণসার মণি অতি তেজোময়।
দ্বারকানগর তাতে সমুজ্জ্বল হয়॥
দ্বারকা-নিবাসী যত হেরি সে রতনে।
বিস্মিত হইয়া সবে ভাবে মনে মনে॥
হেন মণি কভু নাহি হয় দরশন।
মনে ভাবি করে গতি শ্রীকৃষ্ণ-সদন॥
হেরিল শ্রীপতি তথা রুক্মিণীর সঙ্গে।
পাশা-ক্রীড়া করে তাঁরা দু'জনাতে রঙ্গে॥
নগরের লোক যত আসি দলে দলে।
মৃদুভাষে কৃষ্ণ প্রতি কহে কুতূহলে॥
শুন দেব নারায়ণ মোদের বচন।
তব গৃহে আইলেন দেবতা তপন॥
ওহে দেব নারায়ণ প্রভু গদাধর।
চরণ বন্দিতে আসে দেব দিবাকর॥
তুমি জগতের পতি দেব জনার্দ্দন।
আসিল এখানে তব বন্দিতে চরণ॥
এ কথা শ্রবণে হরি অন্তরে হাসিল।
মধুর বাক্যেতে তবে কহিতে লাগিল॥
শুন কহি সবাকারে ওহে প্রজাগণ।
সত্রাজিৎ রাজা এই শুন বিবরণ॥
নহে দিবাকর ইনি জানিও অন্তরে।
মণির আভায় সব হেন দীপ্তি করে॥
সূর্য্য-প্রভা ধরে এই জানিহ রতন।
কহিলাম সার কথা শুন বিবরণ॥
এমন সময় সেই রাজা সত্রাজিত।
গোবিন্দ-ভবনে আসি হয় উপস্থিত॥
গোবিন্দ সাদরে সেই নৃপে সম্ভাষিল।
মণির বৃত্তান্ত কিছু তারে জিজ্ঞাসিল॥
কোথায় পাইলে মণি বল হে রাজন।
বিস্তারিয়া কহ মোরে সব বিবরণ॥
কি গুণ ইহার আছে কহ মহাশয়।
দিবাকর সম কর প্রকাশিত হয়॥
সত্রাজিৎ নরপতি শুনি সে বচন।
কহে মহারাজ শুন সব বিবরণ॥
অতি প্রভাময় এই মণি সমুজ্জ্বল।
প্রভাকর সম প্রভা অতীব উজ্জ্বল॥
দিবাকর কৃপা করি দিলেন আমায়।
অষ্ট ভার স্বর্ণ তাহে প্রত্যহ জন্মায়॥
কি কব ইহার গুণ তোমার গোচরে।
এই মণি যেই দেশে অবস্থিতি করে॥
দুর্ভিক্ষ না রহে তথা শুন মহাশয়।
সেই দেশে কভু নাহি হয় শত্রুভয়॥
সর্পভয় নাহি থাকে শুন মহামতি।
সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ হয় শীঘ্রগতি॥
যে দেশে এ মণি রহে শুন মহাশয়।
বসুন্ধরা ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হয়॥
মণির এরূপ গুণ করিয়া শ্রবণ।
আশ্চর্য্য মানিল তবে দেব নারায়ণ॥
সেই মণি সত্রাজিৎ-নিকটে যাচিল।
মৃদুভাষে কৃষ্ণ প্রতি ভূপতি কহিল॥
মম ভ্রাতা প্রসেন সে শুন মহাশয়।
এ মণি তাহার দেব জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব এতে নাহি মোর অধিকার।
এ মণি তোমারে প্রভু দিব কি প্রকার॥
এইরূপ ভাব করি সত্রাজিৎ রায়।
শ্রীকৃষ্ণে ছলিয়া গৃহে আইল ত্বরায়॥
গৃহে আসি সেই মণি ভায়ে পরাইল।
প্রসেনের গলে মণি বিরাজ করিল॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কথন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন॥
একদিন প্রসেন সে মণি গলে দিয়া।
মৃগয়া কারণ বনে প্রবেশেন গিয়া॥
নিবিড় কাননে যান প্রসেন তখন।
মৃগয়া করেন সুখে আনন্দিত মন॥

সেই বনে মহাসিংহ প্রসেনে হেরিল।
মহাক্রোধে সিংহবর তাহারে মারিল॥
প্রসেনে মারিয়া মণি করিল হরণ।
নিজ গলে সেই মণি করিল ধারণ॥
মণি পরি মহাসিংহ আনন্দে মাতিল।
জাম্ববান্ সেই সিংহে বিনাশ করিল॥
সিংহে বিনাশিয়া মণি লয় জাম্ববান্।
আপন পুরীতে শেষে করিল প্রস্থান॥
প্রবেশি পাতাল-পুরী নিজ পুত্র-গলে।
সেই মহামণি দিল অতি কুতূহলে॥
হেথায় শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন।
ভ্রাতৃশোকে সত্রাজিৎ ব্যাকুলিত মন॥
ক্রন্দন করয়ে সদা প্রসেনের তরে।
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় নিরন্তরে॥
শোকেতে কাতর মুখে এই কথা বলে।
ছিল স্যমন্তক মণি প্রসেনের গলে॥
আমার নিকটে কৃষ্ণ সে মণি চাহিল।
না পেয়ে সে মণিরত্ন সোদরে বধিল॥
তাহারে বধিল হরি মণির কারণ।
স্যমন্তক মহামণি করিল হরণ॥
মহাশোকে কাঁদে আর এই বাণী কয়।
দ্বারকা-নিবাসী লোক শুনি স্তব্ধ হয়॥
ক্রমেতে সে গদাধর করিল শ্রবণ।
মণি হ'তে হ'ল মোর কলঙ্ক রটন॥
পুরুষের মৃত্যু ভাল কলঙ্ক হইতে।
ভয়ে মম কাছে কেহ না পারে কহিতে॥
অতএব এ কলঙ্ক করিব মোচন।
দেখিব সে মণি কেবা করিল হরণ॥
নগরস্থ জনগণে ল'য়ে নিজ সনে।
গমন করেন হরি মণি-অন্বেষণে॥
দ্বারকা হইতে হরি বাহির হইল।
নিবিড় কানন-মাঝে প্রবেশ করিল॥
ভয়ঙ্কর বন সব করে দরশন।
দেখিল প্রসেন তথা রয়েছে পতন॥
মৃত অশ্ব সহ সত্রাজিৎ-সহোদর।
প্রাণশূন্য পড়িয়াছে ধরণী উপর॥
অদূরেতে মহাসিংহ ছাড়িয়া জীবন।
ধরণীতে মহাকায় রয়েছে পতন॥
তাহা দেখি ভগবান্ আশ্চর্য্য মানিল।
সিংহ-পাশে ভল্লুকের পদচিহ্ন ছিল॥
তাহা লক্ষ্য করি ক্রমে করেন গমন।
তথায় সুড়ঙ্গ-দ্বার করেন দর্শন॥
সুড়ঙ্গের দ্বারে হরি রাখি সঙ্গিগণ।
একাকী পাতালপুরী করিল গমন॥
গমন করিয়া সেই পাতাল পুরেতে।
দরশন করে হরি ভল্লুক-গৃহেতে॥
ধাত্রীর কোলেতে আছে ভল্লুক-নন্দন।
তাহার গলেতে মণি করে দরশন॥
কাঁদিতেছে শিশু সেই ধাত্রীর কোলেতে।
কহিতেছে ধাত্রী তায় প্রবোধ-বাক্যেতে॥
কেন রে অবোধ শিশু করিছ ক্রন্দন।
স্যমন্তক মণি তোর গলেতে এখন॥
প্রসেনে মারিয়া সিংহ মণিরে হরিল।
সিংহ বধি তব পিতা এ মণি আনিল॥
হেন মহামণি রহে গলেতে তোমার।
তথাপি কাঁদিছ কেন অবোধ কুমার॥
ধাত্রী যত শিশু কাছে কহে বিবরণ।
সেই কথা নিজ কর্ণে শুনে নারায়ণ॥
উপনীত হয় তথা দেব গদাধর।
হেরিল শিশুর গলে সে মণি সুন্দর॥
মণি লইবারে তথা করিল গমন।
শিশু সন্নিধানে ধায় দেব নারায়ণ॥
তবে ধাত্রী ভীত অতি হেরি গদাধরে।
জাম্ববানে ডাকে তবে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
ওহে প্রভু শীঘ্রগতি কর আগমন।
মণি হরিবারে হেথা আসে কোন্ জন॥
ঘন রবে ডাকে আর এই কথা বলে।
তাহা শুনি জাম্ববান্ দ্রুতপদে চলে॥

হেরিল বালক-পাশে পুরুষ-রতন।
কোপে কাঁপে থর থর আরক্ত লোচন॥
ঘোর রবে আক্রমণ করিল তাঁহারে।
মহাগজ ধায় যথা সিংহ বধিবারে॥
সেইমত ঋক্ষরাজ কৃষ্ণেরে ধরিল।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ তথায় হইল॥
হইল তুমুল যুদ্ধ দু'জনে তখন।
সমান দু'জন কারো না হয় পতন॥
এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম হইল।
আঠার দিবস-ব্যাপী কেহ না হারিল॥
একস্থানে এইরূপ মহাযুদ্ধ হয়।
কেহ কারে নাহি পারে করিবারে জয়॥
তবে নারায়ণ ক্রোধে কম্পিত হইল।
জাম্ববান্ বক্ষে এক মুষ্টি প্রহারিল॥
সেই মুষ্ট্যাঘাতে ঋক্ষ হ'ল অচেতন।
ঝলকে ঝলকে রক্ত করিল বমন॥
ঋক্ষরাজ হীনবল নড়িতে না পারে।
বাজিল বিষম ব্যথা অন্তর-মাঝারে॥
ক্ষীণতনু তাহে ঘর্ম্ম হয় নিঃসরণ।
ক্ষণেক বিলম্বে তবে পাইল চেতন॥
তবে সে ভল্লুক-পতি করিল চিন্তন।
আমারে ব্যথিত করে ইনি কোন্ জন॥
আমারে জিনিতে নাহি পারে কোন নর।
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি আছে যতেক অমর॥
হেন মনে বিচারিয়া ধ্যানস্থ হইল।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে সাক্ষাতে হেরিল॥
তবে জাম্ববান্ তথা করি যোড়কর।
বলে মোর অপরাধ ক্ষম যদুবর॥
না জানি করিনু দোষ চরণে তোমার।
নিজগুণে অপরাধ ক্ষম হে আমার॥
তোমারে জানিনু হরি জগৎ-জীবন।
সর্ব্ব-জীব-সার দেব সকল-কারণ॥
পরম পুরুষ দেব তুমি মূলাধার।
সৃজন পালন হয় তোমাতে সংহার॥
বিশ্বের আধার দেব বিশ্ব-বিমোহন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র তুমি একজন॥
পুরুষ-প্রধান দেব তুমি গিরিধর।
তব কোপে মহার্ণব হইল কাতর॥
তুমি সেই মহার্ণবে করিলে বন্ধন।
রাবণের লঙ্কাপুরে করিলে গমন॥
সবংশেতে রক্ষোরাজে করিলে নিধন।
সীতা উদ্ধারিলে তুমি রাজীব-লোচন॥
সেই রাম হও তুমি ওহে মহামতি।
এখন হেরি গো তব অপূর্ব্ব মূরতি॥
কহ দেব কি কারণে হেথা আগমন।
বিস্তারিয়া কহ তাহা আমারে এখন॥
শুনি বাণী চিন্তামণি ঋক্ষরাজে কয়।
শুন জাম্ববান্ এবে মম পরিচয়॥
শ্রবণ করহ তুমি মম আগমন।
স্যমন্তক তরে এনু তোমার সদন॥
যে মণি হরিলে তুমি সিংহেরে মারিয়া।
হেথায় আইনু আমি তাহার লাগিয়া॥
মম অপযশ বৃথা তাহার কারণ।
শীঘ্র দেহ স্যমন্তক ভল্লুক-রাজন॥
কৃষ্ণের বচনে তবে ঋক্ষগণ-পতি।
কন্যাদান করে তাঁরে নামে জাম্ববতী॥
যৌতুকস্বরূপ দিল স্যমন্তক মণি।
নিজপুরে জনার্দ্দন চলেন অমনি॥
শুনহ এখন রাজা কথা পুরাতন।
সুড়ঙ্গের দ্বারে যত যদুসেনাগণ॥
বহুদিন থাকি তথা ভাবিয়া অন্তরে।
শোকান্বিত হ'য়ে আসে দ্বারকানগরে॥
দ্বারকা-নিবাসী যত পুরবাসিগণ।
সুড়ঙ্গ-প্রবেশ-বার্ত্তা করয়ে শ্রবণ॥
বসুদেব আদি সবে করয়ে রোদন।
দ্বারকা-নিবাসী সবে শোকে অচেতন॥
মহাশোকে মগ্ন সবে যত যদুকুল।
রুক্মিণী কাঁদিয়া তথা হইল আকুল॥

মহাশোকে মহাদেবী ধরায় পড়িল।
পুরবাসিগণ সবে কাঁদিতে লাগিল॥
এরূপে দ্বারকাবাসী যদুকুল যত।
মহাশোকে সত্রাজিতে নিন্দা করে কত॥
দ্বারকা-নগরবাসী করে উচ্চরব।
মহাশোকাকুল তবে পুরবাসী সব॥
দেবকী শোকেতে অতি হইল কাতর।
পার্ব্বতী-অর্চ্চনা করে ব্যাকুল অন্তর॥
মহামায়া পূজে তবে কৃষ্ণের কারণ।
দেবী প্রতি ভগবতী কহিল তখন॥
শুন মহাদেবী শোক কর পরিহার।
কৃষ্ণ-অমঙ্গল ভাব কেন অনিবার॥
যাঁর নামে শত শত অমঙ্গল যায়।
তাঁর অমঙ্গল ভাব একি ঘোর দায়॥
আসিবেন ভগবান্ স্থির কর মতি।
ক্রন্দন না কর যত দ্বারকা-যুবতী॥
অবিলম্বে হরি তব আসিবেন ফিরে।
এই সব কথা দেবী কহে দেবকীরে॥
পার্ব্বতী-বচনে সবে সান্ত্বনা পাইল।
উৎকণ্ঠাতে পথ-পানে চাহিয়া রহিল॥
দ্বারকানিবাসী ছিল পথ-নিরীক্ষণে।
হেনকালে আসে হরি জাম্ববতী-সনে॥
পুরীমাঝে ভগবান্ উপস্থিত হয়।
দ্বারকানিবাসী সবে আনন্দ-হৃদয়॥
স্যমন্তক মণি কৃষ্ণ দেখায় সকলে।
মৃতদেহে প্রাণ যেন পায় কুতূহলে॥
কৃষ্ণ-দরশনে সবে আনন্দে মগন।
রুক্মিণী আনন্দে ভাসে করি দরশন॥
বসুদেব কৃষ্ণে হেরি আনন্দিত মন।
মৃতদেহে পান যেন দেবকী জীবন॥
পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব ভারতী।
স্যমন্তক মণি সহ কন্যা জাম্ববতী॥
কৃষ্ণের সহিত নিজ পুরেতে আইল।
সত্রাজিতে ডাকি তবে তথা আনাইল॥
তবে নারায়ণ তারে কহি বিবরণ।
সেই স্যমন্তক মণি করিল অর্পণ॥
মণি পেয়ে নরমণি শঙ্কিত হৃদয়।
অনুতাপে তনু দহে চিন্তে সে সময়॥
কি কার্য্য করিনু আমি জ্ঞানহীন নর।
করিলাম অপরাধ না জানি ঈশ্বর॥
বিনা দোষে আমি তাঁরে কহিনু যেরূপ।
কেমনে তুষিব এবে সেই বিশ্বরূপ॥
দিবানিশি এইরূপ ভাবে যোগিজন।
কিরূপে হইবে তুষ্ট দেব জনার্দ্দন॥
পরম কারণ হরি না জানিয়া তাঁয়।
বিষম বিপদে আমি পড়িলাম হায়॥
আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহে মূঢ়জন।
লোভী পাপী দুরাশয় পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
শ্রীকৃষ্ণ যাচিল মণি না দিনু তখন।
সেই হেতু হেন দুঃখ হয় সংঘটন॥
সেই অপরাধে মোর এ দশা ঘটিল।
প্রাণের সোদর সম প্রসেন মরিল॥
অতএব কিরূপেতে তাঁহারে তুষিব।
কন্যা দান করি আমি নিস্তার পাইব॥
নতুবা উপায় মোর নাহি দেখি আর।
কন্যা-দানে পাব আজি আনন্দ অপার॥
এইরূপ সত্রাজিৎ মনে বিচারিল।
সাদরে কৃষ্ণেরে আনি কন্যাদান কৈল॥
যৌতুক দিলেন সেই স্যমন্তক মণি।
সন্তুষ্ট হইল হরি পেয়ে সে রমণী॥
পরম রূপসী কন্যা সত্যভামা নামে।
রূপে গুণে অদ্বিতীয়া এই ধরাধামে॥
স্যমন্তক মণি কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
সত্রাজিৎ নৃপতিরে করে প্রত্যর্পণ॥
তাহে রাজা সত্রাজিৎ দুঃখিত অন্তর।
মৃদুভাষে নৃপ প্রতি কন গদাধর॥
দুঃখ না ভাবিও রাজা শান্ত কর মন।
এখন না লব আমি এ মহা রতন॥

শুন শুন নৃপবর কহি তব প্রতি।
এ জগতে সূর্য্যভক্ত হও তুমি অতি॥
এ মণি তোমার কাছে থাকুক রাজন।
আমরা ইহার ফল পাইব এখন॥
এত বলি সত্যভামা সঙ্গে গদাধর।
আনন্দে ফিরিয়া গেল দ্বারকা নগর॥
সুবোধ-রচিত গীত ভাগবত সার।
জাম্ববতী-সত্যভামা-বিবাহ বিচার॥
শুদ্ধমনে ভাগবত যে করে শ্রবণ।
অতিশয় পুণ্যবান্ হয় সেই জন॥
তাপদগ্ধ সংসারেতে শান্তি সেই পায়।
অন্তিমেতে সেইজন বিষ্ণুলোকে যায়॥

ইতি স্যমন্তকোপাখ্যান ও সত্যভামা-বিবাহ।

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়

শতধন্বাবধ

শুকদেব কহে তবে শুন নরবর।
কহিব অপূর্ব্ব কথা শ্রবণে সুন্দর॥
অক্রূরের মুখে শুনি পাণ্ডব-কাহিনী।
মহাশোকে মগ্ন হন বাসুদেব তিনি॥
মাতা সহ জতুগৃহে ভাই পঞ্চজন।
অগ্নিতে হইল দগ্ধ শুনিল বচন॥
একেবারে দুঃখ-নীরে হইল মগন।
বাসুদেব হস্তিনাতে করিলা গমন॥
বলদেব সঙ্গে গেল হস্তিনানগরে।
সমাদরে সবাকারে সম্ভাষণ করে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেরে করে সম্ভাষণ॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুনারী ছিল।
সমাদরে সকলেরে হরি সম্ভাষিল॥
কুন্তীসহ পঞ্চভাই আগুনে পুড়িল।
সেই শোকে যদুপতি কাতর হইল॥
বলরাম সহ সেই হস্তিনানগর।
কিছুকাল রহে তথা দেব গদাধর॥
এখানে দ্বারকাপুরে শুনহ রাজন।
কি ঘটনা ঘটে তার শুন বিবরণ॥
অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বা প্রতি।
কহিতে লাগিল বাক্য রোষভরে অতি॥
কহি শুন মহামতি পূর্ব্ব বিবরণ।
সত্রাজিৎ করে কন্যা কৃষ্ণেরে অর্পণ॥
তোমারে যে কন্যা দিতে স্বীকার করিল।
তাহা না করিয়া কন্যা কৃষ্ণে সমর্পিল॥
অঙ্গীকার করি তাহা না করে পালন।
অতএব কর তারে এখনি নিধন॥
পাপীরে করিলে বধ পাপ নাহি হয়।
কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ বলরাম হয় সহায় তাহার।
হস্তিনানগরে আছে দোঁহে এইবার॥
এমন সুযোগ আর না পাবে কখন।
সত্রাজিতে গিয়ে তুমি করহ নিধন॥
মহামণি স্যমন্তক করিয়া হরণ।
মোদের নিকটে তুমি কর আনয়ন॥
শতধন্বা এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মণিলোভে অতিশয় লুব্ধ হয় মন॥
নিশিতে নিদ্রিত হয় সত্রাজিৎ রায়।
শতধন্বা অস্ত্রকরে সেই স্থানে যায়॥

অসিকরে মহারোষে শতধন্বা তথা।
কাটিতে উদ্যত নৃপ নিদ্রা যায় যথা॥
তবে নারীগণ তথা করি দরশন।
মহাশোকান্বিত হ'য়ে করয়ে রোদন॥
অনাথার মত সবে কাঁদিতে লাগিল।
নির্দ্দয় সে শতধন্বা রাজারে কাটিল॥
স্যমন্তক মণি পরে করিয়া হরণ।
কৃতবর্ম্মা নিকটেতে করিল গমন॥
শতধন্বা যুক্তি করি কৃতবর্ম্মা সনে।
অক্রূর-নিকটে মণি রাখিল গোপনে॥
হেথা সত্যভামা শুনি পিতার নিধন।
শোকেতে হইল দেবী ভূতলে পতন॥
অচেতন ভূমিতলে পড়িয়া তখন।
চেতন পাইয়া বহু করয়ে রোদন॥
কোথা পিতা কোথা পিতা এইমাত্র রব।
করাঘাত করে বুকে পুরবাসী সব॥
নাশিতে উদ্যত দেবী আপন জীবন।
ধরিয়া রাখিতে নারে পুরবাসী জন॥
পিতার কারণ হয় অতীব কাতর।
কাঁদিয়া হইল সতী আকুল-অন্তর॥
ক্ষণেক হইল শান্ত প্রবোধ বচনে।
মৃতদেহ রাখে তথা দৈবী তৈলদানে॥
কটাহে পুরিয়া তৈল তাহাতে স্থাপিল।
সেই দেহ রক্ষা হেতু রক্ষক রাখিল॥
রাখিয়া পিতার দেহ করিয়া যতন।
আপনি চলিলা দেবী হস্তিনা-ভবন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে সতী কৃষ্ণেরে কহিল।
পিতার মরণ-বার্ত্তা সব জানাইল॥
শতধন্বা দুরাশয় বধিল পিতায়।
কাটিল তাঁহারে যবে ছিলেন নিদ্রায়॥
কাটিয়া পিতারে মণি করিল হরণ।
স্যমন্তক ল'য়ে দুষ্ট করে পলায়ন॥
জানাইতে তাহা আমি এনু এ সময়।
এখন করহ তুমি যাহা যুক্তি হয়॥

এত কহি সত্যভামা করিয়া রোদন।
পড়িল ভূতলে তবে হ'য়ে অচেতন॥
সান্ত্বনা করিয়া বহু দেব জনার্দ্দন।
কহে শীঘ্র গৃহে দেবি করহ গমন॥
অবশ্য করিব আমি ইহার বিধান।
তার সমুচিত ফল করিব প্রদান॥
তবে সত্যভামা দেবী গৃহেতে আইল।
কৃষ্ণ-বলরাম দোঁহে শোকেতে কাঁদিল॥
আইল দ্বারকা-পুরী মলিন বদনে।
চিন্তা করে শতধন্বা বধের কারণে॥
তবে শতধন্বা তাহা শ্রবণ করিল।
মহাভয়ে তনু তার কাঁপিতে লাগিল॥
ভাবিয়া না পায় কিছু উপায় তখন।
মনে মনে এক যুক্তি করিল চিন্তন॥
ভাবি মনে শতধন্বা তখন ত্বরায়।
কৃতবর্ম্মা অক্রূরের নিকটেতে যায়॥
কহিতে লাগিল গিয়া তাদের গোচর।
এখন উপায় মোরে বলহ সত্বর॥
তোমাদের বাক্যে কার্য্য করি বিপরীত।
এখন করহ মম উপায় বিহিত॥
এবে কি প্রকারে বাঁচি কর সে উপায়।
এ বিপদে দুই জনে হও হে সহায়॥
তবে তারা দুইজন শ্রবণে সে কথা।
কহে কিবা আছে বল মোদের ক্ষমতা॥
কার আছে হেন বল জগৎ ভিতর।
কৃষ্ণের বিপক্ষ হবে কেবা হেন নর॥
তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে সাধ্য আছে কার।
ত্রিজগতে রক্ষা নাহি ক্ষণমাত্র তার॥
রাম-কৃষ্ণ-সনে কেবা বিবাদ করিবে।
অগাধ সমুদ্র-জলে কেবা ঝাঁপ দিবে॥
ইচ্ছা করি গরল কে করিবে ভক্ষণ।
কৃষ্ণ-সঙ্গে বাদ মাত্র মরণ কারণ॥
মহা বলবান্ যেই কংস নরপতি।
হেলায় তাহারে বধে শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি॥

দেখ এই জরাসন্ধ কত ধরে বল।
সপ্তদশবার যুদ্ধে হারিল কেবল॥
তাঁর সঙ্গে বাদ কেবা এ সংসারে করে।
হেথা হ'তে যাহ তুমি চলি স্থানান্তরে॥
তব অনুরোধ বৃথা যাও অন্য স্থান।
অপর সহায় ল'য়ে রাখ তব প্রাণ॥
শুন শতধন্বা তুমি আমার বচন।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী দেব জনার্দ্দন॥
বিশ্বন্তর হ'য়ে যেই ধরে গোবর্দ্ধন।
তাঁহার বিপক্ষে বল যাবে কোন্ জন॥
মনে মনে নারায়ণে ভাব অনিবার।
পরম কারণ হরি জগতের সার॥
নমস্তে পরম ব্রহ্ম যশোদা-নন্দন।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ যে জন॥
তাঁর পদে কোটি কোটি প্রণতি আমার।
কর সেই কার্য্য এবে যা ইচ্ছা তোমার॥
এ কথা শুনিয়া তবে শতধন্বা কয়।
তোমাদের বাক্যে আমি মানিনু বিস্ময়॥
তবে এক কথা মোর শুনহ এক্ষণে।
স্যমন্তক মণি তুমি রাখিবে যতনে॥
এ জীবন ল'য়ে যদি আসি পুনর্ব্বার।
মম সহ তব দেখা হবে আর বার॥
এত কহি শতধন্বা উপায় চিন্তিল।
দ্রুতগামী অশ্ব এক তথায় আনিল॥
ক্ষণেকে যোজন শত গমন যে করে।
শতধন্বা আরোহিল সেই অশ্ব'পরে॥
তাহে চড়ি শীঘ্রগতি করে পলায়ন।
পশ্চাতে ধাইল তবে দেব জনার্দ্দন॥
শুনিলেন শতধন্বা সত্বরে পলায়।
বিমানে চড়িয়া হরি মারিবারে যায়॥
কৃষ্ণ-অনুগামী তবে দেব সঙ্কর্ষণ।
দ্রুতগামী ধায় যথা করে পলায়ন॥
অশ্বপৃষ্ঠে শতধন্বা বেগেতে পলায়।
কৃষ্ণ বলরাম তার পাছে পাছে ধায়॥

বহুদূর গিয়া অশ্ব ত্যজিল জীবন।
পদব্রজে দ্রুতপদে ধাইল তখন॥
একে কৃষ্ণ-ভয়ে প্রাণ অত্যন্ত কাতর।
তাহে পদব্রজে ধায় হইয়া সত্বর॥
তবে হরি সেই স্থানে রথ হ'তে নামি।
পদব্রজে হয় তবে তার অনুগামী॥
জগতের সার যিনি বিশ্ব-বিমোহন।
তাঁর কাছে কেবা আগে করে পলায়ন॥
দ্রুতপদে গিয়া হরি তাহারে ধরিল।
কেশে ধরি সুদর্শনে মস্তক ছেদিল॥
স্কন্ধ হ'তে মুণ্ড তার পড়িল ভূতলে।
তবে দেব বাসুদেব অতি কুতুহলে॥
তাহার নিকটে মণি করে অন্বেষণ।
না পাইয়া সেই মণি বলদেবে কন॥
শতধন্বা-পাশে মণি নহে দরশন।
বৃথায় তাহার মাত্র বধিনু জীবন॥
লাভ মাত্র শতধন্বা হইল বিনাশ।
জগতে আমার নিন্দা হইবে প্রকাশ॥
এই অপযশে আমি এ কার্য্য করিনু।
পুনঃ সে কলঙ্ক-কূপে নিশ্চয় পড়িনু॥
তবে বলদেব কৃষ্ণে কহিতে লাগিল।
স্যমন্তক মহামণি কোথায় রহিল॥
শুন কৃষ্ণ এই মম অনুমান হয়।
তবে কোন জন তাহা রেখেছে নিশ্চয়॥
অতএব দ্বারকাতে করহ গমন।
বিশেষ করিয়া তথা কর অন্বেষণ॥
অবশ্য তাহার তত্ত্ব হইবে নির্ণয়।
মম অনুমান কভু অন্যথা না হয়॥
অতএব বৃথা হেথা বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্রগতি যাও ভাই দ্বারকার মাঝ॥
তব সহ আমি আজ গৃহে না যাইব।
বিদেহ রাজার সহ সাক্ষাৎ করিব॥
বড় প্রিয় হয় মোর জনক রাজন।
অতএব তার গৃহে করিব গমন॥

অতি সন্নিকটে হয় মিথিলানগর।
এত দূর আসি আর না যাইব ঘর॥
সম্মত হইল হরি ভ্রাতার কথায়।
মহানন্দে বলদেব মিথিলায় যায়॥
জনক-ভবন সেই মিথিলা নগরে।
বলদেব গেল তথা হর্ষিত অন্তরে॥
বলদেবে দেখি তবে জনক রাজন।
আগুসরি ল'য়ে গেল করি সম্ভাষণ॥
মহা সমাদরে রাজা করিল পূজন।
বসিবারে দিল তারে দিব্য সিংহাসন॥
পরম হরিষে তবে দেব হলধর।
বসিলেন আনন্দেতে আসন উপর॥
দু'জনে হইল কত কথোপকথন।
বলদেব রহে তথা আনন্দে মগন॥
কতকাল বলদেব বাস করে সেথা।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ শিখিল সর্ব্বথা॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সেই কুরুবংশধর।
বৈদেহ করিল যত্ন হইয়া তৎপর॥
সেইখানে বলদেবে গুরুরূপে বরে।
গদাযুদ্ধ শিখিলেক অশেষ প্রকারে॥
বলদেব থাকে সেই মিথিলা নগর।
হেথা শতধন্বা বধি দেব গদাধর॥
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হয়।
মাতাপিতা-চরণেতে প্রণতি করয়॥
আনন্দসাগরে মগ্ন কৃষ্ণ দরশনে।
স্যমন্তক মণি-কথা কহে জনার্দ্দনে॥
তাহা শুনি নারায়ণ কহিতে লাগিল।
শতধন্বা অকারণ বিনষ্ট হইল॥
না পাইয়া স্যমন্তক তাহার নিকটে।
মণির কারণে আমি পড়িনু সঙ্কটে॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
সত্যভামা গেল যথা দেব জনার্দ্দন॥
পতি-দরশনে সতী আনন্দে মাতিল।
দিব্য সিংহাসন আনি তথা যোগাইল॥
রতন-আসনে কৃষ্ণে বসায় যতনে।
আপনি ধোয়ায় পদ আনন্দিত মনে॥
তবে সত্যভামা সতী বহু সমাদরে।
পদতলে বসি নিজে পদসেবা করে॥
ধীরে ধীরে কহে তবে ধরিয়া চরণ।
একবার দাও মণি করি দরশন॥
সকলের সার মণি স্যমন্তক হয়।
দরশনে হরষিত হইবে হৃদয়॥
শতধন্বা বধি তুমি মণিরে আনিলে।
আনন্দ-সলিলে হরি মোরে ভাসাইলে॥
সত্যভামা-মুখে শুনি এ সকল কথা।
বিষম বাজিল তাঁর অন্তরেতে ব্যথা॥
দুঃখিত হইয়া মনে শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সত্যভামা প্রতি কহে করি সম্বোধন॥
কহি শুন চন্দ্রাননী বচন আমার।
বৃথায় করিনু শতধন্বার সংহার॥
না পাইনু স্যমন্তক তার সন্নিধানে।
অন্বেষিয়া না পাইনু তাহা কোন স্থানে॥
কি জানি সে স্যমন্তক রেখেছে কোথায়।
অন্বেষিয়া আমি তাহা অর্পিব তোমায়॥
শ্রবণে সে মণি-কথা সত্যভামা সতী।
হইল মলিন মুখ অভিমানে অতি॥
বলে নাথ কেন মোরে ভাঁড়াও এখন।
জানিয়াছি সব তত্ত্ব ওহে নারায়ণ॥
আমা হ'তে প্রিয় তব ভীষ্মক-কুমারী।
তারে দিবে সেই মণি বুঝিনু বিচারি॥
তারে তুমি স্নেহ কর ওহে দয়াময়।
তাহারে পাইতে তব বড় কষ্ট হয়॥
কত দ্বন্দ্ব করি হরি তাহারে পাইলে।
সে কারণে স্যমন্তক লুকায়ে রাখিলে॥
তাহা আমি জানি ভাল ওহে দয়াময়।
তবু দেখিবারে তাহা ইচ্ছা মম হয়॥
একবার স্যমন্তক দেখাও আমারে।
শুনি সত্যভামা-বাণী কাতর অন্তরে॥

ভাবিতে লাগিল হরি মণির কারণ।
চিন্তায় আকুল তবে হইল তখন ॥
বলে হায় একি দায় আমার যে হয়।
সর্ব্বস্থানে অপমান জানিনু নিশ্চয় ॥
মনে মনে এই চিন্তা করিয়া তখন।
রুক্মিণীর নিকটেতে করিলা গমন ॥
সমাদরে রুক্মিণী সে বসায়ে আসনে।
স্যমন্তক মণি-কথা জিজ্ঞাসে তখনে ॥
স্যমন্তক দেহ মোরে করি দরশন।
দিবাকর সম মণি কহে সর্ব্বজন ॥
সেই মনোহর মণি না হেরি নয়নে।
দয়া করি দয়াময় দেখাও এক্ষণে ॥
রুক্মিণী-বচনে তবে দেব গদাধর।
বলিতে লাগিল হ'য়ে দুঃখিত অন্তর ॥
শতধন্বা ধনুর্দ্ধরে বধিনু বৃথাই।
স্যমন্তক মহামণি তথায় না পাই ॥
তাহার কারণে মোর বিচলিত মন।
কোথায় আছয়ে মণি না জানি কারণ ॥
এত শুনি মহাদেবী মলিন বদন।
ধীরে ধীরে গদাধরে কহিল তখন ॥
শুন কহি প্রাণনাথ প্রকৃত বচন।
ইচ্ছামাত্র একবার করি দরশন ॥
একবার দেখিবারে সাধ মনে হয়।
তাহাতে আমার কিছু অধিকার নয় ॥
একবার দেখাইলে ক্ষতি কি হইত।
তাহে সত্যভামা সতী কিছু না কহিত ॥
তাহা শুনি নারায়ণ ঈষৎ হাসিল।
লজ্জিত হইয়া মনে ভাবিতে লাগিল ॥
তথা হ'তে পুনঃ হরি সত্যভামা-ঘরে।
উপনীত হইলেন যাইয়া সত্বরে ॥
তথায় যাইয়া স্থির করিলেন মনে।
শ্বশুরের প্রেতক্রিয়া করিতে তখনে ॥
তৈলের কটাহ হ'তে তুলিল সত্বর।
সমাপ্ত অন্ত্যেষ্টি-কার্য্য করে অতঃপর ॥
বিধিমতে শ্রাদ্ধ আদি করি সমাপন।
মণির কারণ পুনঃ করিল চিন্তন ॥
তথা হ'তে দ্বারকায় করিল গমন।
মনে মনে চিন্তে হরি মণির কারণ ॥
অমাত্য-বান্ধবগণে ডাকিয়া আনিল।
সবাকার সহ কৃষ্ণ যুকতি করিল ॥
শুক কহে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
হরি-লীলাময় কথা করহ শ্রবণ ॥
শতধন্বারাজে যবে শ্রীকৃষ্ণ বধিল।
অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা ভয়ে পলাইল ॥
দূর বনে দুই জন করে পলায়ন।
হেথা সবে মণিবার্ত্তা কহে নারায়ণ ॥
কোথা স্যমন্তক মণি না পাই সন্ধান।
মণি লাগি হয় মোর বহু অপমান ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলের রোষ।
স্যমন্তক লাগি সবে হয় অসন্তোষ ॥
কি করি এখন কিছু না দেখি উপায়।
কোথা গেলে স্যমন্তক লাভ করা যায় ॥
নতুবা বিষম দায় ঘটিল আমার।
অন্বেষণ করি মণি নিকটে কাহার ॥
নতুবা আমার প্রাণ ধৈর্য্য নাহি মানে।
অন্বেষণ কর মণি আছে কার স্থানে ॥
তবে সভাসদ্‌গণ বিমর্ষ অন্তরে।
ঘোষণা করিল বার্ত্তা নগরে নগরে ॥
শতধন্বা রাজা মরে স্যমন্তক তরে।
মণি নাহি মিলে বহু অন্বেষণ ক'রে ॥
অতএব যার কাছে সে মণি থাকিবে।
সেই মণি শীঘ্রগতি কৃষ্ণে আনি দিবে ॥
নতুবা তাহার হয় নিকটে শমন।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা এই জেনো সর্ব্বজন ॥
এই কথা শুনি যত দ্বারকার জন।
ভয়ে সবে কৃষ্ণপাশে উপনীত হন ॥
কহে শুন দয়াময় মোদের বচন।
দ্বারকায় নাহি সেই অমূল্য রতন ॥

স্যমন্তক যতদিন ছিল এ নগরে।
ততদিন প্রজা সুখী ছিল ঘরে ঘরে ॥
এখন অনিষ্ট বড় হ'তেছে সাধন।
নগরেতে মহাকষ্ট পায় প্রজাগণ ॥
পীড়ায় আক্রান্ত যত দ্বারকা-নিবাসী।
অকাল-মৃত্যুতে লোক মরে রাশি রাশি ॥
অনাবৃষ্টি হেতু শস্য ধরা না প্রসবে।
ভূতগণ অনুক্ষণ রহে উপদ্রবে ॥
তাই অমঙ্গল হয় শুনি যদুমণি।
নাহি দ্বারকায় সেই স্যমন্তক মণি ॥
প্রজাগণ-বাক্যে তবে ভাবে নারায়ণ।
সভামাঝে ছিল আর যত বৃদ্ধজন ॥
বাসুদেবে কহে কথা করি সম্বোধন।
আমাদের অভিপ্রায় শুন জনার্দ্দন ॥
অক্রুর-নিকটে মণি আছয়ে নিশ্চয়।
আমাদের অনুমান কভু মিথ্যা নয় ॥
নারায়ণ কহে তারে আনহ এক্ষণে।
কহিতে লাগিল তবে যত দাসগণে ॥
এদেশে অক্রূর নাহি শুন দয়াময়।
কাশীতে সে কাশীরাজ-নিকটেতে রয় ॥
তবে হরি শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল।
কাশী হ'তে অক্রূরেরে সভায় আনিল ॥
অক্রূর আসিয়া করে শ্রীচরণে নতি।
যথোচিত সম্মানাদি করে যদুপতি ॥
সহাস্য বদনে হরি তাহারে জিজ্ঞাসে।
কহ সত্যকথা তুমি আমার সকাশে ॥
কহি শুন মহামতি আমার বচন।
সত্রাজিতে শতধন্বা করিল নিধন ॥
স্যমন্তক মণি পরে হরণ করিল।
শেষে মোর হস্তে তার নিধন হইল ॥
মণি না পাইনু আমি তাহার নিকটে।
এখন পড়েছি আমি বিষম সঙ্কটে ॥
অনুমান হয় মনে শুন মহাশয়।
তোমার নিকটে মণি আছয়ে নিশ্চয় ॥
সত্রাজিৎ-মণি সেই জানে সর্ব্বজন।
দৌহিত্র-সম্পত্তি এবে হয় সেই ধন ॥
যতদিন সত্যভামা-তনয় না হয়।
ততদিন তব স্থানে রহিবে নিশ্চয় ॥
একবার সভামাঝে দেখাও সবারে।
তবে মম অপযশ ঘুচে একেবারে ॥
মণি হেতু সবাকার বিচলিত মন।
পিতামাতা ভাই আর যত বন্ধু জন ॥
সন্দেহ করিছে সবে মণির কারণ।
অতএব স্যমন্তক করাও দর্শন ॥
শ্রবণে অক্রুর তবে লজ্জিত হইল।
করযোড়ে কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল ॥
বাহির করিল মণি সভা বিদ্যমান।
সূর্য্যসম সেই মণি সূর্য্যের সমান ॥
মণি-দরশনে সবে মানিল বিস্ময়।
কহিতে লাগিল সবে আনন্দ-হৃদয় ॥
সন্দেহ হইল দূর মণি দরশনে।
শ্রীকৃষ্ণ কহিলা তবে সভাসদ্ জনে ॥
এই মণি অক্রূরেরে করিব অর্পণ।
আমি নহি অধিকারী ইহাতে কখন ॥
এত কহি স্যমন্তক করিলেন দান।
আনন্দ-সাগরে ভাসে অক্রূরের প্রাণ।
স্যমন্তক-উপাখ্যান শুনে যেইজন।
শ্রবণে কুশল তার হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
কার সাধ্য বুঝে লীলা বিশ্ব-বিধাতার ॥
যত যত ভক্তজন আছ ধরাতলে।
ভাগবত শাস্ত্রকথা শুন কুতূহলে ॥
রসের সাগর ইহা রসের আলয়।
শুকদেব-মুখ হ'তে বিনির্গত হয় ॥

ইতি শতধন্বা বধ।

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীকরণ

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
একদিন হৃষ্টমনে দেব জনার্দ্দন ॥
পঞ্চসখা পাণ্ডবেরে করিতে দর্শন।
ইন্দ্রপ্রস্থে করিলেন সত্বর গমন ॥
সাত্যকি ইত্যাদি সবে সঙ্গে তাঁর যায়।
ইন্দ্রপ্রস্থে সৈন্যসহ আসিল ত্বরায় ॥
কৃষ্ণ-দরশনে সবে আনন্দে মগন।
বহু সমাদরে করে তাঁরে সম্ভাষণ ॥
পাইল পরম প্রীতি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সমাদরে ল'য়ে গেল সভার ভিতর ॥
জগৎ-ঈশ্বর হরি করি দরশন।
একেবারে প্রেমানন্দে হইল মগন ॥
মৃতদেহে যেন হয় জীবন-সঞ্চার।
সেইমত সকলের আনন্দ অপার ॥
আলিঙ্গন করি পরে বসায় আসনে।
ঘুচিল মনের দুঃখ কৃষ্ণ-দরশনে ॥
সহাস্য-বদন সবে অনুরাগ-ভরে।
আসন হইতে কৃষ্ণ উঠে তদন্তরে ॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিল।
ভীমের চরণদ্বয় পশ্চাতে বন্দিল ॥
অর্জ্জুনেরে আলিঙ্গিল দেব জনার্দ্দন।
কৃষ্ণের চরণ বন্দে মাদ্রীর নন্দন ॥
পরে সিংহাসনে হরি আসিয়া বসিল।
অন্তঃপুরে কৃষ্ণাদেবী সংবাদ পাইল ॥
সভাস্থলে উপনীত হয় ত্বরাগতি।
কৃষ্ণপদে আসি দেবী করেন প্রণতি ॥
মহানন্দে মহাদেবী প্রসন্ন বদনে।
কুশল জিজ্ঞাসে তবে শ্রীকৃষ্ণ-সদনে ॥
সঙ্গে ধনুর্দ্ধর তাঁর সাত্যকি যে ছিল।
দ্রৌপদী সাত্যকি-পদে প্রণাম করিল ॥
ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরবাসিগণ।
কৃষ্ণ-দরশন হেতু করে আগমন ॥
তবে কৃষ্ণ কুন্তীপদে প্রণতি করিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী কৃষ্ণে কোলে নিল ॥
সজল নয়নে দেবী না সরে বচন।
প্রেমে গদ্গদ হ'য়ে জিজ্ঞাসে তখন ॥
কুশলেতে আছে সব দ্বারকা-নিবাসী।
কুশলে আছেন কহে কৃষ্ণ হাসি হাসি ॥
সানন্দ-অন্তরে দেবী কহিল তখন।
এতদিনে কৃষ্ণ মোরে হ'য়েছে স্মরণ ॥
কত কষ্ট পাই বাপ তোমার কারণে।
কত দুঃখ পায় কৃষ্ণ পুত্র পঞ্চজনে ॥
আমাদের দুঃখ বাপ তুমি কি ভাবিলে।
কিংবা বসুদেব-বাক্যে এখানে আসিলে ॥
কি আর কহিব বাপ তোমারে এখন।
কত ভাগ্য মোর আজি হেরিনু বদন ॥
মম সম ভাগ্যবতী কে আছে ধরায়।
তব চন্দ্রানন আজ হেরিনু হেলায় ॥
জগৎ-বান্ধব তুমি জগতের পতি।
সমভাব সকলেতে নহে ভিন্ন মতি ॥
মনের যাতনা যায় তব দরশনে।
আজি নিশি সুপ্রভাত জানিলাম মনে ॥
যাহারা স্মরণ তোমা করে নিরন্তর।
তাহাদের ক্লেশ দূর কর হে ঈশ্বর ॥
এইরূপে কুন্তীদেবী কৃষ্ণেরে কহিল।
হেনকালে যুধিষ্ঠির কহিতে লাগিল ॥
আজ মম সুমঙ্গল তব আগমনে।
পবিত্র হইল পুরী তোমা দরশনে ॥
কত ভাগ্যে হয় হরি সর্ব্বদা দর্শন।
ধ্যানেতে না পায় যাঁরে যোগী ঋষিগণ ॥

ব্রহ্মা ইন্দ্র যাঁরে ভাবে সকল সময় ।
সে জন আমার গৃহে উপনীত হয় ॥
তবে দামোদর ধর্ম্মে করি সম্ভাষণ ।
মহানন্দে করে সবে কথোপকথন ॥
অনন্তর পরীক্ষিৎ করহ শ্রবণ ।
কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রহে নারায়ণ ॥
এইভাবে বর্ষাকাল কৃষ্ণ নারায়ণ ।
সুখেতে কাটান দিন পাণ্ডব-ভবন ॥
কৃষ্ণ-দরশনে সবে আনন্দ-হৃদয় ।
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়ে অতিশয় ॥
তবে একদিন হরি অর্জ্জুনের সনে ।
মহানন্দে রথে চড়ি চলিল কাননে ॥
দুইজনে চলে তবে ভ্রমিতে কানন ।
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে যান আনন্দিত-মন ॥
নিবিড় কাননে দোঁহে করেন ভ্রমণ ।
মৃগয়া কারণ হয় আনন্দে মগন ॥
অসংখ্য হরিণগণে বাণেতে বিঁধিল ।
ব্যাঘ্র ও ভল্লুক কত সংহার করিল ॥
শশক সজারু বরা কত যে সংহারে ।
কৃষ্ণসার মৃগ কত রাশীকৃত মারে ॥
কিঙ্কর সকল তবে মৃতপশু ল'য়ে ।
যুধিষ্ঠির-নিকটেতে গমন করয়ে ॥
কৃষ্ণসহ পার্থ তবে কানন ভিতর ।
মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হ'ল বহুতর ॥
শ্রমযুক্ত দুইজন হইয়া তখন ।
তৃষ্ণাতুর হ'য়ে করে জল অন্বেষণ ॥
তবে যমুনার তীরে উপনীত হয় ।
যমুনার জলপানে আনন্দ-হৃদয় ॥
যমুনা-পুলিনে তথা বসি তরুতলে ।
সুশীতল বায়ু তবে সেবে কুতূহলে ॥
মহানন্দে দুইজন বিশ্রাম করিল ।
অকস্মাৎ তথা এক সুন্দরী আইল ॥
পরমা রূপসী সেই জগতের সার ।
অপূর্ব্ব মাধুরী কান্তি অতি চমৎকার ॥
মরাল-গমনে ধনি করে বিচরণ ।
অকলঙ্ক শশী যেন ভূমে আগমন ॥
তারে হেরি গদাধর চঞ্চল হৃদয় ।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে হাসি হাসি কয় ॥
শুন পার্থ মহামতি আমার বচন ।
কাহার এ কন্যা হেথা করে বিচরণ ॥
যেন কত মনে ভাবে গদগদ হ'য়ে ।
আমাদের প্রতি চাহে দূরে দূরে রয়ে ॥
আমারে দেখিতে যেবা করে আগমন ।
আমার উচিত তারে দিতে দরশন ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন তথা করিয়া গমন ।
হাসি হাসি মৃদুভাষে কহিল তখন ॥
শুনহ সুন্দরি এক বচন আমার ।
কি কারণ একাকিনী কানন-মাঝার ॥
কোথা বাস কহ কন্যা দেহ পরিচয় ।
একা ভ্রম এ কাননে কিবা বাঞ্ছা হয় ॥
কহ সত্য সুবদনী আমারে এখন ।
করিছ কি ইচ্ছামত পতি অন্বেষণ ॥
কিবা অন্য কোন ইচ্ছা মানসে উদয় ।
মম পাশে কহ কন্যা সেই সমুদয় ॥
অর্জ্জুন-বচনে তবে কন্যা হাসি কয় ।
সূর্য্যের তনয়া আমি শুন মহাশয় ॥
তপস্যা আচরি এই যমুনার তীরে ।
পাইতে অভীষ্ট পতি সেই শ্রীহরিরে ॥
হইবে আমার পতি শ্রীমধুসূদন ।
সদা ভাবি সেই পদ শুনহ কারণ ॥
সেইজন বিনা অন্যে নাহি মোর মতি ।
কহিলাম সার কথা তোমারে সম্প্রতি ॥
পরম কারণ সেই অখিল-ঈশ্বর ।
সেই মম হবে পতি ভাবি নিরন্তর ॥
কালিন্দী আমার নাম শুন মহাশয় ।
এই যমুনার জলে বাস মম হয় ॥
যাবৎ কৃষ্ণেরে পতিরূপে নাহি পাই ।
তাবৎ না ছাড়ি ইহা জানিবে গোঁসাই ॥

পিতৃ-অনুমতি আমি করিয়া গ্রহণ ।
একাকী কাননে সদা করি যে ভ্রমণ ॥
সাক্ষাতে পাইনু আজি কৃষ্ণ দরশন ।
পাইব পরম পদ শ্রীমধুসূদন ॥
এতদিনে পূর্ণ হ'ল মনের বাসনা ।
ঘুচিল আমার আজ যতেক যন্ত্রণা ॥
বিধি অনুকূল মোর জানিনু নিশ্চয় ।
নিকটে পাইনু আজি হরি দয়াময় ॥
কৃষ্ণের নিকটে আসি অর্জ্জুন তখন ।
বিস্তারি কহিল তারে সব বিবরণ ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন-বাক্য দেব গদাধর ।
অবিলম্বে কালিন্দীরে লয় রথোপর ॥
কালিন্দীরে ল'য়ে হরি আনন্দ-হৃদয় ।
ইন্দ্রপ্রস্থে আসি তবে উপনীত হয় ॥
যুধিষ্ঠির-নিকটেতে কহে বিবরণ ।
শুনি ধর্ম্মপুত্র হ'ল আনন্দে মগন ॥
পরে শুন নরবর অপূর্ব্ব ভারতী ।
অগ্নিরে উদ্ধার করে এখানে শ্রীপতি ॥
অগ্নিরে খাণ্ডব বন করিতে প্রদান ।
অর্জ্জুন-সারথি হন কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
পরিতুষ্ট হ'য়ে তাতে দেব হুতাশন ।
অর্জ্জুনে গাণ্ডীব ধনু করিল অর্পণ ॥
শ্বেতবর্ণ দুই অশ্ব অর্জ্জুনেরে দিল ।
ক্ষয়হীন তূণ অস্ত্র বর্ম্ম সমর্পিল ॥
যখন করিল সেই খাণ্ডব দাহন ।
ময় নামে দৈত্য তথা হইল মোচন ॥
সেই ময়দৈত্য পরে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া ।
অপূর্ব্ব সে দিল সভা নির্ম্মাণ করিয়া ॥
দুর্য্যোধন-অভিমান যাহাতে জন্মিল ।
কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ তাহাতে ঘটিল ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল থাকি দামোদর ।
আনন্দে আইল পরে দ্বারকানগর ॥
পিতা মাতা অনুমতি করিয়া গ্রহণ ।
কালিন্দীরে পরিণয় করে নারায়ণ ॥
শুন শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন ।
বিন্দ আর অনুবিন্দ নামে দুই জন ॥
অবন্তীর রাজা ছিল তেজী অতিশয় ।
দুর্য্যোধন-অনুগত ছিল নৃপদ্বয় ॥
তাহাদের ভগ্নী ছিল মিত্রবিন্দা নামে ।
তাহার তুলনা নাহি ছিল ধরাধামে ॥
মিত্রবিন্দা গোবিন্দেরে স্বামী রূপে চায় ।
কিন্তু দুই ভ্রাতা লাগি নাহি তাঁরে পায় ॥
অবশেষে ভগবান্ স্বয়ম্বর-স্থলে ।
হরণ করিলা তারে আপনার বলে ॥
হরণ করিয়া তারে গৃহেতে আনিল ।
দ্বারকানগরে আনি বিবাহ করিল ॥
নাগ্নজিতী নামে হয় অযোধ্যা-নন্দিনী ।
বলেতে করিল তাকে আপন গৃহিণী ॥
সমরে নৃপতিগণে পরাজিত করি ।
নগ্নজিৎ-কন্যা আনে দ্বারকায় হরি ॥
পরীক্ষিৎ কহে শুন ওহে মুনিবর ।
কহ সে অপূর্ব্ব কথা পরম সুন্দর ॥
কিরূপে সে নগ্নজিৎ-কন্যা হরি পায় ।
সেই কথা বিস্তারিয়া বলহ আমায় ॥
কার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঘটিল সমর ।
সুধাময় সেই কথা কহ মুনিবর ॥
শুকদেব বলে ওহে জন্মেজয়-সুত ।
কহিব সে সব কথা অতীব অদ্ভুত ॥
নগ্নজিৎ পিতা হয় অতি গুণাধার ।
আছিল গো-বৃষ সপ্ত তাহার আগার ॥
মহাবল পরাক্রান্ত সেই বৃষগণে ।
কে করিবে পরাজয় তাহাদিগে রণে ॥
এ জগতে হেন জন না হেরি কখন ।
বৃষসনে রণে জয়ী হবে কোন্ জন ॥
প্রতিজ্ঞা করিল নৃপ কন্যার কারণ ।
এই সপ্ত বৃষে যুদ্ধে জিনিবে যে জন ॥
নাগ্নজিতী কন্যা আমি দিব তার করে ।
এরূপ ঘোষণা করে নগরে নগরে ॥

কত দেশ হ'তে তথা আসে নৃপগণ।
যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে করে পলায়ন॥
মহা পরাক্রান্ত বৃষ মহাবল ধরে।
খড়্গসম শৃঙ্গাঘাতে জয়ী সে সমরে॥
এই বার্ত্তা নারায়ণ পাইল যখন।
অযোধ্যানগরে যেতে করিল মনন॥
রথে চড়ি দামোদর করিল গমন।
সঙ্গেতে চলিল তাঁর বহু সেনাগণ॥
যখন হইল হরি তথায় আগত।
মহারাজ সমাদর করিলেন কত॥
আগুসরি লয় ধরি নারায়ণ করে।
বসাইল দিব্যাসনে সানন্দ-অন্তরে॥
কত যে সম্মান তাঁরে করিল তখন।
বহু উপহারে তবে করয়ে পূজন॥
কৃষ্ণেরে হেরিয়া সেথা কন্যা নাগ্নজিতী।
মনে মনে পাইলেন অতিশয় প্রীতি॥
কামনা করিয়া তাঁরে পতিরূপে তার।
অগ্নিরে উদ্দেশ করি কহে এইবার॥
যদি আমি ক'রে থাকি ব্রত আচরণ।
যদি আমি ক'রে থাকি ব্রতের পালন॥
আশীর্ব্বাদ কর তুমি দেব হুতাশন।
কৃষ্ণ বাসুদেব যেন মোর পতি হন॥
প্রার্থনা করিয়া কহে নৃপ মহাশয়।
আজ নিশা মম প্রতি সুপ্রভাত হয়॥
কি ভাগ্য আমার আজ হইল উদয়।
কোন্ পুণ্যে হেরিলাম হরি দয়াময়॥
পবিত্র হইল পুরী তব আগমনে।
উদ্ধার হইল মম পিতামহগণে॥
সপ্তকোটি কুল মোর হইল উদ্ধার।
লক্ষ্মীপতি করে গতি আমার আগার॥
হইবে জামাতা মম ভাগ্যে কি ঘটিবে।
আমার দুহিতা হরি বিবাহ করিবে॥
তবে যদি ক'রে থাকি ব্রহ্মার পূজন।
মম কন্যা করে যদি ধর্ম্ম আচরণ॥
তবে মম মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে।
লক্ষ্মীপতি তবে মম জামাতা হইবে॥
অখিলের পতি সেই দেব জনার্দ্দন।
সুন্দর মুরতি হরি যশোদানন্দন॥
পরমপুরুষ সেই জগৎ-ঈশ্বর।
যাঁর পাদপদ্ম সদা সেবে পুরন্দর॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর সদা ভাবে যে চরণ।
যে পদে শরণাগত দিক্‌পালগণ॥
যোগিগণ নিরন্তর ভাবে যে চরণ।
সিদ্ধ ও চারণ যাহা সেবে অনুক্ষণ॥
লীলা হেতু অবনীতে হ'য়ে অবতার।
হরিতে অবনীভার মানব আকার॥
হেন প্রভুপদে আমি কি করিব দান।
কি দিয়া পূজিব আমি ও পদ দু-খান॥
রাতুল চরণে আমি কি দিব এখন।
এত কহি কৃষ্ণপদে পড়িল তখন॥
তবে কৃষ্ণ মহামতি রাজার বাক্যেতে।
কহিতে লাগিল কত মধুর ভাষেতে॥
শুন মহারাজ কহি প্রকৃত বচন।
ভিক্ষা সম নীচ কর্ম্ম নহে কদাচন॥
সুজন যে ধর্ম্মমতি মহাজন হয়।
ভিক্ষাবৃত্তি তার হয় নীচ অতিশয়॥
তথাপি তোমারে আমি কহি এক কথা।
বিনা পণে কন্যা দেহ না কর অন্যথা॥
আমার বচন কভু অন্যথা না কর।
শুভক্ষণে কন্যা মোরে দেহ নরবর॥
শ্রবণে কৃষ্ণের কথা কহিল রাজন।
এ জগতে তব সম আছে কোন্ জন॥
সর্ব্বসার গুণধাম আশ্রয় সবার।
তব বাক্য লঙ্ঘে হেন সাধ্য আছে কার॥
কিন্তু আমি করিয়াছি যাহা অঙ্গীকার।
পরীক্ষিব বল বীর্য্য শুন হে সবার॥
মনের বাসনা মম করি নিবেদন।
মহা বলবানে কন্যা করিব অর্পণ॥

এই যে দেখিছ বৃষ মহাবলবান্ ।
কেহ নাহি হয় এই বৃষের সমান ॥
বড়ই দুর্জ্জয় হয় এই বৃষগণ ।
নারিল জিনিতে ইহা কত রাজগণ ॥
কত দেশ হ'তে কত নৃপতি আইল ।
বৃষের নিকট হারি সবে পলাইল ॥
কৃপা করি যদি হরি আইলে হেথায় ।
প্রতিজ্ঞা পূরণ মোর কর যদুরায় ॥
পূর্ব্বের সুকৃতি থাকে যদ্যপি কন্যার ।
অবশ্য তোমারে পাবে ভুল নাহি তার ॥
যদি ক'রে থাকি বহু তপ আচরণ ।
তা হ'লে হইবে মম প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥
অবশ্য জামাতা তুমি হবে গদাধর ।
এক্ষণে উচিত যাহা করহ সত্বর ॥
রাজার বচনে তবে দেব জনার্দ্দন ।
দৃঢ় করি পীতধড়া আঁটিল তখন ॥
মালসাট মারি হরি তখন ধাইল ।
শুন রাজা পরীক্ষিৎ পরে কি ঘটিল ॥
কে জানে কৃষ্ণের মায়া মায়ার সাগর ।
অনন্ত যাঁহার মায়া জগৎ-ভিতর ॥
সেই সর্ব্বমূলাধার মায়া প্রকাশিল ।
নিজ দেহ সপ্তভাগে বিভক্ত করিল ॥
সপ্ত কৃষ্ণরূপে সপ্ত বৃষ-শৃঙ্গ ধরি' ।
ঘুরাইয়া চক্রাকারে ফেলিলেন হরি ॥
ভূতলে পতিত হ'ল সব বৃষগণ ।
নিস্তেজ হইল যেন মৃতের মতন ॥
নড়িতে নাহিক শক্তি সেই বৃষগণ ।
পুতুল লইয়া খেলে শিশুরা যেমন ॥
সেইরূপে জনার্দ্দন বৃষগণে ল'য়ে ।
খেলিতে লাগিল হরি আনন্দিত হ'য়ে ॥
তাহা দরশনে তবে নৃপগণ যত ।
বিস্ময় মানিয়া তাহে প্রশংসয়ে কত ॥
গো-বৃষগণেরে হরি না বধি পরাণে ।
বৃষগণ ছাড়ি হরি গেল নৃপস্থানে ॥
আনন্দিত হ'য়ে নৃপ করযোড়ে কয় ।
মম কন্যা-পতি তুমি জানিনু নিশ্চয় ॥
কে জানে আমার ভাগ্যে হবে এ ঘটন ।
আমার জামাতা হবে দেব নারায়ণ ॥
তবে রাজা বিধিমতে দেখি শুভক্ষণ ।
কন্যা সম্প্রদান করে আনন্দিত মন ॥
বিবাহ-উৎসবে সবে আনন্দে মাতিল ।
পুরবাসী সাধুবাদ করিতে লাগিল ॥
গৃহে গৃহে বাদ্যভাণ্ড হয় মহারোল ।
নগরের চারিদিকে উঠে গণ্ডগোল ॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য শব্দ ভয়ঙ্কর ।
তুরী ভেরী কাঁসী ঢোল ঢাক বহুতর ॥
অসংখ্য বাদ্যের শব্দে কর্ণে তালা লাগে ।
সকলে উঠিল মাতি কৃষ্ণ-অনুরাগে ॥
সুবেশা সুকেশা কত রমণী সুন্দরী ।
মঙ্গল আচরে নানা অলঙ্কারে ভরি ॥
রতনে ভূষিত অঙ্গ আছয়ে সবার ।
দিব্যবস্ত্র পরিধান কিবা চমৎকার ॥
জামাতা লইয়া কত ক্রীড়া করে সবে ।
সকলে হইল মগ্ন বিবাহ-উৎসবে ॥
শুভকার্য্য শুভক্ষণে হ'ল সমাপন ।
কৌতুকে যৌতুক দিল আনি নানা ধন ॥
দুগ্ধবতী ধেনু দান করে অগণন ।
দিলেক রূপসী দাসী সহিত ভূষণ ॥
নৃপ দান করে মত্ত করী অগণন ।
বেগবান্ অশ্ব কত করে সমর্পণ ॥
সুবর্ণ-নির্ম্মিত রথ দিল বহুতর ।
অগণন সেনাগণ দেন নৃপবর ॥
এরূপে যৌতুক দিয়া নৃপতি তখন ।
আনন্দ-নীরেতে তিনি হইলা মগন ॥
আনন্দ না ধরে আর রাজার অন্তরে ।
কন্যা দিয়া ডুবিলা সে আনন্দ-সাগরে ॥
জামাতা পাইল সেই দেবকীনন্দন ।
এ হ'তে কি ভাগ্য ধরে জগতের জন ॥

এইমত মনে মনে বিচার করিল।
কন্যাসহ জামাতারে রথে তুলি দিল॥
কন্যা-মুখ হেরি রাজা করিল ক্রন্দন।
দ্বারকার পথে হরি করিল গমন॥
তদন্তর শুন কহি ওহে নরবর।
মন্ত্রণা করিয়া যত নৃপতি সত্বর॥
বৃষের নিকটে যারা মানে পরাজয়।
এক-যোগ হ'য়ে সবে করিল নির্ণয়॥
একা কৃষ্ণে মোরা সবে পথেতে ঘেরিব।
সকলে মিলিয়া নাগ্নজিতীরে লইব॥
এইরূপে যুক্তি স্থির সকলে করিল।
পথমাঝে বাসুদেবে ত্বরায় ঘেরিল॥
মহাকোপে সবে মিলি করে আক্রমণ।
কৃষ্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তাহা দরশনে তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
মহাক্রোধভরে ধায় করিতে সমর॥
ভয়ঙ্কর শব্দ হয় গাণ্ডীব টঙ্কারে।
ধাইল বিষম বেগে তাদের মাঝারে॥
যেমন কেশরী করে মৃগশিশু দলে।
বাণে জর জর করে তেমনি সকলে॥
বাণাঘাতে নৃপগণ বিষম ব্যথায়।
রণে ভঙ্গ দিয়া সবে পলাইয়া যায়॥
সিংহ-ভয়ে মৃগ যথা চৌদিকে পলায়।
সেইমত রাজগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়॥
অর্জ্জুনের ভয়ে কেহ পশ্চাতে না চায়।
যেদিকে নয়ন চলে সেই দিকে যায়॥
তাহা দরশনে কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
নাগ্নজিতী সাথে করে দ্বারকা গমন॥
বৈবাহিক দ্রব্য যত করিয়া গ্রহণ।
সকল আনিল কৃষ্ণ আপন ভবন॥
ভদ্রা নামে কন্যা পরে বিবাহ করিল।
লক্ষ্মণা নামেতে কন্যা বলেতে হরিল॥
স্বয়ম্বর-কালে হরি হরিল তাহারে।
এরূপে বিবাহ করে অসংখ্য কন্যারে॥
ভূমি নামে নৃপ হয় জানত রাজন্।
নরক অসুর হয় তাহার নন্দন॥
পরেতে নরক নৃপে নিধন করিল।
ষোড়শ সহস্র নারী শ্রীকৃষ্ণে বরিল॥
সুলক্ষণা নারী সবে তুলনা না হয়।
একে একে সবাকার পেলে পরিচয়॥
যতেক নারীরে কৃষ্ণ মহিষী করিল।
তা' সবার কথা রাজা এথা শেষ হল॥
সুবোধ-রচিত গীত যে করে শ্রবণ।
অনায়াসে হয় তার পাপ বিমোচন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের মহিষীকরণ।

উনষষ্টি অধ্যায়

নরকাসুর বধ

তবে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবে কয়।
তোমার প্রসাদে দেব পবিত্র হৃদয় ॥
নরক রাজারে কেন বধে নারায়ণ।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহ বিবরণ ॥
রুদ্ধ ক'রে রেখেছিল যিনি স্ত্রীসকলে।
কিভাবে লভিল মৃত্যু কৃষ্ণের কবলে ॥
অনুপম কথা হবে অনুমান করি।
কৃপা করি কহ মুনি সকল বিবরি ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নৃপবর।
বিস্তারিয়া কহি কথা পরম সুন্দর ॥
মহাবল পরাক্রান্ত নরক ভূপতি।
কালেতে হইল তার বিষম দুর্মতি ॥
বলে কেহ নাহি পারে মত্ত অহঙ্কারে।
দেবগণ নিরন্তর ভয় করে তারে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে লইয়া।
ইন্দ্রপুরে নরক যে প্রবেশিল গিয়া ॥
ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গ ছাড়ি করে পলায়ন।
তাহে মহা ক্রোধান্বিত নরক রাজন ॥
ইন্দ্রপুর নিজ-বলে করিল লুণ্ঠন।
ছিন্ন ভিন্ন করে সব ত্রিদিব ভুবন ॥
দেবমাতা অদিতির হরিল কুণ্ডল।
দেবেন্দ্রের ছত্র আদি হরিল সকল ॥
এই কথা দেবরাজ কহে নারায়ণে।
মহাক্রোধ উপজয় সে কথা শ্রবণে ॥
ভগবান্ কম্পমান ক্রোধে অতিশয়।
খগপৃষ্ঠে আরোহণ করে সে সময় ॥
চলিলা সে ভৌমপুরে সানন্দ অন্তরে।
সত্যভামা সঙ্গে হরি ধায় ক্রোধভরে ॥
মহা ভয়ঙ্কর দেশ দুষ্কর গমনে।
পর্ব্বত-আবৃত দেশ না হেরে নয়নে ॥
চারিদিকে মহা গড় অত্যন্ত ভীষণ।
বিপক্ষ ভেদিতে তাহা না পারে কখন ॥
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে সবে বিস্ময় মানিল।
ভেদিতে পর্ব্বতমালা চিন্তিত হইল ॥
তবে হরি মনে মনে করিয়া চিন্তন।
গদার আঘাতে চূর্ণ করিল তখন ॥
গদাঘাতে গিরি সব ভাঙ্গে যদুবর।
পুরী প্রবেশিল হরি সানন্দ-অন্তর ॥
শঙ্খনাদ করে তবে দ্বারকার পতি।
সেই শব্দে প্রকম্পিত নরক নৃপতি ॥
পুরী প্রবেশিয়া হরি নাহি পথ পায়।
ভাঙ্গিল প্রাচীর সব বিষম গদায় ॥
গদা মারি বড় বড় প্রাচীর ভাঙ্গিল।
সানন্দ-অন্তরে তবে শঙ্খ বাজাইল ॥
শ্রবণে ভীষণ শব্দ যত দৈত্যদল।
ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল ॥
মুর নামে দৈত্য এক ভীষণ দর্শন।
কালান্তক যম সম উঠে সেই জন ॥
নিদ্রাগত ছিল দৈত্য জলের ভিতর।
শঙ্খ-শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল সত্বর ॥
বিষম আকার সেই হয় দৈত্যপতি।
পঞ্চমুণ্ড হয় তার শুন মহামতি ॥
ক্রোধে কাঁপে কলেবর আরক্ত লোচন।
মহাশূল হস্তে ধরি ধাইল তখন ॥
মহাতেজোময় দৈত্য রূপ ভয়ঙ্কর।
প্রলয়কালেতে যথা হয় দিবাকর ॥
সেইমত তেজ তার হয় দরশন।
পঞ্চমুখে গ্রাসে যেন এ তিন ভুবন ॥
তাহা দরশনে যত অমরের দল।
চারিদিকে তারা সবে ভাবে অমঙ্গল ॥

ধাইল সে মহাশব্দে নির্ভয় অন্তরে।
সম্মুখে দেখিল দৈত্য দেব যদুবরে॥
ভয়ঙ্কর শব্দ করে পাঁচটি আননে।
মহাসর্প ধায় যেন গরুড় সদনে॥
অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করি দৈত্যরায়।
ছাড়িল বিষম গদা শ্রীকৃষ্ণের পায়॥
মারিল সে মহাশূল খগবরোপরে।
সসাগরা ধরা গিরি কাঁপে থরে থরে॥
সৃষ্টিপতি ব্রহ্মা তাহে কাঁপিয়া উঠিল।
তবে হরি মহাবাণ শূলে নিক্ষেপিল॥
বাণাঘাতে শূল কাটি করে খান খান।
ব্যর্থ-মনোরথ দৈত্য হ'ল সেই স্থান॥
অনন্তর সেই দৈত্য অন্য গদা ল'য়ে।
কৃষ্ণেরে প্রহার করে ক্রোধান্বিত হ'য়ে॥
গদা নিবারিতে গদা হানে ভগবান্।
তাহাতে দৈত্যের গদা হ'ল খান খান॥
ভগবান্ মনে মনে মানি চমৎকার।
সুদর্শন চক্র তবে করেন প্রহার॥
পঞ্চগোটা মাথা তার কাটিয়া ফেলিল।
ভয়ঙ্কর শব্দে দৈত্য জীবন ত্যজিল॥
মহাকায় দৈত্য পড়ে জলের উপর।
মুর দৈত্য মারি হরি সানন্দ-অন্তর॥
মুর দৈত্য সমরেতে হইল নিধন।
শুনিয়া আকুল শোকে সপ্ত পুত্রগণ॥
অন্তরীক্ষ বিভাবসু বসু নভস্বান্।
বরুণ শ্রবণ তাম্র পুত্র মতিমান্॥
পিতৃ-শোকানলে দেহ দ্বিগুণ জ্বলিল।
বধিতে পিতার শত্রু সমরে সাজিল॥
ভয়ঙ্কর শব্দে তবে মুরের তনয়।
ধাইল কৃষ্ণের প্রতি শোকার্ত্ত হৃদয়॥
এখানে নরক ভূপ করিল শ্রবণ।
মুর দৈত্য কৃষ্ণ-হস্তে হ'য়েছে নিধন॥
সক্রোধ অন্তরে নৃপ পীঠেরে ডাকিল।
কৃষ্ণ সহ সমরেতে তারে আজ্ঞা দিল॥
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সমরে ধাইল।
ঘোররণে মহাশব্দে হুঙ্কার ছাড়িল॥
মুরপুত্রগণ সহ মিলিল তখন।
কৃষ্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিত হ'ল রণস্থল।
দৃষ্টি নাহি চলে সবে ভয়েতে বিহ্বল॥
শক্তিশেল মুষলাদি মারে দৈত্যগণ।
তবে বনমালী করি বাণ বরিষণ॥
সেই সব দৈত্যবাণ নিবারিল যত।
সুদর্শন চক্রাঘাতে দৈত্যগণ হত॥
সুদর্শনে দৈত্যদের মস্তক কাটিল।
পীঠ আদি মুর-পুত্রে সকলে মারিল॥
শুনিল নরক রায় সব বিবরণ।
দেখিল যতেক সৈন্য হইল নিধন॥
তবে নৃপ আপনি সে যুদ্ধের কারণ।
মহামত্ত গজে এক করে আরোহণ॥
গজোপরি মহাকায় চলিল সমরে।
ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র দরশন করে॥
অগণন সেনাগণ পড়ে ভূমিতলে।
হস্ত-পদ-শির-হীন দেখিল সকলে॥
কৃষ্ণ-হস্তে সকলের জানিয়া নিধন।
ক্রোধে পূর্ণ হয় যেন দীপ্ত হুতাশন॥
গোবিন্দ-নিকটে আসি উপনীত হয়।
সভয় অন্তরে সেথা দেখে সমুদয়॥
সম্মুখে পরম শত্রু হেরিল নয়নে।
ভার্য্যাসহ বসিয়াছে গরুড় আসনে॥
জলদের পাশে যথা সৌদামিনী রয়।
সেইমত রূপরাশি হেরে শোভাময়॥
তবে দৈত্য মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।
অগণন দৈত্য ল'য়ে কৃষ্ণকে ঘেরিল॥
একেবারে যোদ্ধৃগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
এককালে সকলেতে করয়ে প্রহার॥
অনিবার শর-ত্যাগ করে দৈত্যগণ।
শ্রাবণে বারির ধারা যেন বরিষণ।

তবে হরি ক্রোধ করি গদা প্রহারিল।
তাহে যত দৈত্য-অস্ত্র নিমেষে কাটিল॥
নিরস্ত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ।
ফাঁপরে পড়িয়া সবে করয়ে চিন্তন॥
তবে পুনঃ দৈত্যগণ-বাণাঘাত করে।
হানিল বিষম অস্ত্র কৃষ্ণ-কলেবরে॥
গরুড়-উপরে হরি যুঝিতে লাগিল।
গজ হয় পদাতিক অনেক পড়িল॥
দৈত্যগণ মহারোষে এড়ে যত বাণ।
গদার প্রহারে হরি করে খান খান॥
তবে হরি দৈত্য'পরে মারে মহাবাণ।
সেই বাণাঘাতে সব ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
নরক নৃপতি তবে করে দরশন।
সমরে পড়িল যত দৈত্য সেনাগণ॥
তবে সে নরক-রায় গণিল হতাশ।
মহাকোপে সকলেতে ছাড়িল নিশ্বাস॥
মহাকোপে মহাদৈত্য শক্তি নিল করে।
সেই শক্তি প্রহারিল কৃষ্ণের উপরে॥
শক্তির আঘাতে কৃষ্ণ ব্যথিত না হয়।
অঙ্কুশ আঘাতে হস্তী যেন স্থির রয়॥
সেইমত গদাধর অটল রহিল।
পুনঃ নরবর মহা শূল করে নিল॥
করে মাত্র শূল তার রহিল তখন।
সুদর্শন চক্রে হরি করিল ছেদন॥
নরকের মাথা কাটি ভূমেতে পাড়িল।
কুণ্ডল সহিত মাথা লোটাতে লাগিল॥
তাহা দেখি সেনাগণ করে পলায়ন।
হাহাকার রবে সবে করিয়া রোদন॥
মহানন্দে দেবগণ নাচিতে লাগিল।
কৃষ্ণ-শিরে পুষ্পরাশি বর্ষণ করিল॥
বহু স্তুতি করে যত অমরের গণ।
অপ্সরা-কিন্নরগণ আনন্দিত মন॥
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
পৃথিবী কৃষ্ণের কাছে করে আগমন॥
কৃষ্ণ-পদতলে পড়ি কতই কাঁদিল।
ইন্দ্রের কুণ্ডল আনি কৃষ্ণ-করে দিল॥
আর যত মহামনি শ্রীহরিচরণে।
মহানন্দে আনি দেয় তবে সেইক্ষণে॥
করযোড়ে করে স্তুতি দেব গদাধরে।
ভক্তাধীন ভগবান্ পরম ঈশ্বরে॥
শঙ্খচক্র-গদাধর পরম ঈশ্বর।
কমল-লোচন প্রভু কৃপার সাগর॥
হে কমলনাভ ওহে কমল-লোচন।
কমলমালিন্ প্রভু কমল-চরণ॥
অনন্ত শকতি তব কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
পরম কারণ দেব জগৎ-আশ্রয়।
ভক্তেরে রক্ষিতে তব জনম যে হয়॥
কে জানে মহিমা তব ওহে যদুপতি।
শিষ্টেরে পালহ সদা দুষ্টের দুর্গতি॥
নমো নারায়ণ পদ্ম-পলাশ-লোচন।
নমো নমো নন্দসুত কালীয়-দমন॥
নমো নমো মহাবিষ্ণু জগতের সার।
দৈত্য বধি ঘুচাইলে পৃথিবীর ভার॥
পরমাত্মা পরাৎপর সর্ব্বমূলাধার।
অনাদি অনন্ত তুমি গুরু সবাকার॥
পঞ্চভূতময় তুমি দেব জনার্দ্দন।
তোমাতে হইল হরি জগৎ সৃজন॥
সৃজন পালন লয় তোমাতেই হয়।
অনন্ত কারণ নাথ তুমি স্বেচ্ছাময়॥
তোমাতে উৎপত্তি দেব যতেক অমর।
পুরুষ-প্রধান তুমি দেব গুণাকর॥
তুমিই করিলে হরি আমারে সৃজন।
দয়া করি কৃপাময় দাও শ্রীচরণ॥
কপা কর দয়াময় অধিনীর প্রতি।
এইরূপে করে স্তব ভক্তি-ভরে অতি॥
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট দেব নারায়ণ।
কহিল অনেক তারে সান্ত্বনা-বচন॥

তবে হরি কতক্ষণে পৃথিবী সহিতে।
প্রবেশিল নরকের দুর্গম পুরীতে॥
হেরিল পুরীর শোভা মনোহর অতি।
পরমা সুন্দরী যত হেরিল যুবতী॥
বলেতে হরিল সবে নরক রাজন।
কৃষ্ণে হেরি সবাকার বিচলিত মন॥
কৃষ্ণগুণে বিমোহিত সকলে হইল।
পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণেরে বরণ করিল॥
নিজ প্রাণ মন সব কৃষ্ণেতে সঁপিল।
একমনে নারায়ণে ভাবিতে লাগিল॥
তবে অন্তর্য্যামী হরি অন্তরে জানিল।
এককালে সবাকারে সঙ্গে করি নিল॥
দ্বারকানগরে তবে পাঠায় তখন।
নারীগণ সবে হয় আনন্দিত-মন॥
ভাগবত-কথা হয় পরম সুন্দর।
সুবোধ-রচিত গীত শুন নিরন্তর॥

ইতি নরকাসুর-বধ।

ষষ্টি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন

শুকদেব কহে রাজা শুন দিয়া মন।
নরক রাজারে হরি করিয়া নিধন॥
যতেক রমণীগণে দ্বারকানগরে।
পাঠাইল গদাধর হরিষ অন্তরে॥
তবে সত্যভামা সহ গরুড়ারোহণে।
চলিলেন ইন্দ্রপুরী আনন্দিত মনে॥
ইন্দ্রপুরী হ'তে আনে বৃক্ষ পারিজাত।
হৃষ্টমতি হ'য়ে তবে দেব জগন্নাথ॥
উপাড়িয়া বৃক্ষ হরি দ্বারকা আনিল।
সত্যভামা গৃহদ্বারে রোপণ করিল॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ পারিজাত তরে।
কৃষ্ণ সহ সবে মিলি ঘোর যুদ্ধ করে॥
অবশেষে দেবগণ পরাজিত হয়।
পারিজাত বৃক্ষ আনে কৃষ্ণ দয়াময়॥
সত্যভামা সতী তাহে সানন্দ অন্তর।
এইরূপে নরলীলা করে যদুবর॥
পরে শুন নরপতি কৃষ্ণ উপাখ্যান।
নররূপে কত খেলা খেলে ভগবান্॥
অনন্তর ভগবান্ বহু মূর্ত্তি ধ'রে।
সকল রমণীগণে পরিণয় করে॥
পরিপূর্ণ ভগবান্ ত্রিভুবন-ভূপ।
বিহারাদি করে সুখে ধরি নবরূপ॥
একদিন যদুপতি রুক্মিণী-গৃহেতে।
সুকোমল শয্যা'পরে আছে শয়নেতে॥
মহাদেবী রুক্মিণী সে সখীগণ সঙ্গে।
পতিপদ সেবে তথা বসি কত রঙ্গে॥
মায়াতে মানব-রূপ হরি দয়াময়।
যাঁহার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়॥
ধরণীর ভার হরি করিতে হরণ।
মানব-রূপেতে করে জনম গ্রহণ॥
সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি জগতের সার।
মানব-রূপেতে লীলা করে অনিবার॥
রুক্মিণীর গৃহে হরি শয্যার উপরে।
হরষেতে মহাদেবী পদসেবা করে॥
চারিধারে কত শত মণি দীপ্তিময়।
পুষ্পগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হয়॥

বিচিত্র শয্যাতে হরি শুইল যখন।
রুক্মিণী ব্যজনী তাঁয় করে সঞ্চালন ॥
মনোহর কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করে।
রূপের সৌন্দর্য্য দেখি মন-প্রাণ হরে ॥
রূপ হেরি রুক্মিণীর হারায় চেতন।
রূপের সাগরে মন হইল মগন ॥
তবে হরি কতক্ষণে হাসিতে হাসিতে।
রুক্মিণীর প্রতি কিছু লাগিল কহিতে ॥
পরিহাস-ছলে দেব রুক্মিণীরে কয়।
শুন কহি গুণবতী তোমারে নিশ্চয় ॥
রাজার তনয়া তুমি রূপসীর সার।
ধনের নাহিক শেষ তোমার পিতার ॥
মহাবলবান্ তব পিতা মহাশয়।
তাঁর বড় প্রিয়পাত্র শিশুপাল হয় ॥
মহাবল পরাক্রম দমঘোষ-সুত।
অতুল বিভব তার মহা-গুণযুত ॥
রূপের নাহিক শেষ জ্ঞানে বৃহস্পতি।
এই অনুমানে তব ভ্রাতা মহামতি ॥
তব ভ্রাতা অনাদর করি মম প্রতি।
শিশুপালে সমর্পিতে করিল যুকতি ॥
শিশুপাল-উপযুক্ত তুমি গুণবতী।
তাহারে ত্যজিয়া কেন মম প্রতি মতি ॥
আমি অতি হীন হই তাহা জানি মনে।
মনেতে ভাবিয়া ভয় যত রাজগণে ॥
পলাইয়া রহি আমি সাগর-মাঝারে।
কহিলাম সার কথা রুক্মিণী তোমারে ॥
আমার বিষম শত্রু যত রাজগণ।
তাই আমি লুক্কায়িত আছি এইক্ষণ ॥
লুকাইয়া আছি আমি সমুদ্র-ভিতর।
হীনতেজ হ'য়ে অতি সভয় অন্তর ॥
দুর্ব্বলের হেন দশা শুন বরাননী।
পর-অপমান সহি শুনহ রমণী ॥
শুন কহি গুণবতী বিশেষ বচন।
কোন্ গুণে তুমি মোরে করিলে বরণ ॥
কহি মহাদেবী এক বচন প্রকার।
কুল শীল ধন মানে সমভাব যার ॥
তার সনে পরিণয় সুখের কারণ।
ছোট বড় জনে হয় অশুভ ঘটন ॥
উত্তমে অধমে কভু সুখ নাহি হয়।
সমানে সমানে হ'লে বহু সুখোদয় ॥
অতএব গুণবতী শুনহ বচন।
আমি যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ ॥
নির্গুণ আমার সম নাহি কোন জন।
আমার মতন দুষ্ট না হয় কখন ॥
অতএব শুন কহি ওহে গুণবতী।
ক্ষত্রিয়-প্রধান যার বল দর্প অতি ॥
ঐশ্বর্য্যের নাহি শেষ রূপে বিদ্যাধর।
মহাধনবান্ সব যেন ধনেশ্বর ॥
তাদের নিকটে সুখ হবে অতিশয়।
জরাসন্ধ শিশুপাল আদি নৃপচয় ॥
মোর প্রতি অসন্তুষ্ট তব সহোদর।
তাহাদের গর্ব্ব আছে সভার ভিতর ॥
মহাবীর্য্য তাহাদের করিতে বিনাশ।
তোমারে হরিনু আমি সবার সকাশ ॥
তাহাদের দর্পনাশ করিবার তরে।
শুন গুণবতী তোমা হরিনু সত্বরে ॥
অতএব মহাদেবী ধরহ বচন।
সত্বরে ভজহ গিয়া অন্য কোন জন ॥
শিশুপাল আদি যত রাজার তনয়।
ভজিতে পার হে তুমি যারে মনে লয় ॥
সন্তুষ্ট হইবে তবে তব সহোদর।
তোমার হইবে অতি আনন্দ অন্তর ॥
মম বাক্য শুন তুমি ওগো গুণবতী।
চেষ্টা কর রূপবতী মনোমত পতি ॥
স্বজন আনন্দ বিনা দুঃখের উদয়।
পাইবে পরমসুখ কহিনু নিশ্চয় ॥
হৃষ্টমনে গদাধর কৌতুকে কহিল।
হেন অনুচিত বাণী রুক্মিণী শুনিল ॥

বিপরীত বাক্য যত করিয়া শ্রবণ।
ভয়েতে আকুল দেবী হইল তখন॥
মহাচিন্তা মনে মনে হইল উদয়।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে কম্পিত হৃদয়॥
চিন্তায় আকুল সতী করয়ে ক্রন্দন।
শূন্যময় চারিদিক্ করে দরশন॥
আঁখি-জলে বক্ষ ভাসে মলিন সে মুখ।
আকুল হইল সতী পায় মহাদুখ॥
ভয়েতে অবশ অঙ্গ হইল তখন।
মহাশোকে মহাদেবী হইল মগন॥
না সরে মুখেতে বাণী দেখে অন্ধকার।
মহাভয়ে রুক্মিণীর হইল বিকার॥
হস্ত হ'তে ব্যজনী যে ভূতলে পড়িল।
একেবারে মহাদেবী অস্থির হইল॥
আকুল হইল দেবী ভাবিতে ভাবিতে।
অমনি সে অচেতন পড়িল ভূমিতে॥
মূর্চ্ছাগত মহাদেবী ভূতলে পতন।
প্রবল বায়ুতে যথা কদলী-কানন॥
সেইমত মহাদেবী পড়িল ধূলায়।
ছিন্নভিন্ন কেশ-পাশ দেখে যদুরায়॥
স্নেহের কারণ হরি বিচলিত মন।
রুক্মিণী সাত্ত্বিক ভাবে হইল মগন॥
তাহা দেখি নারায়ণ আকুল অন্তর।
রুক্মিণী-নিকটে ধায় হইয়া সত্বর॥
কোলে করি রুক্মিণীরে তখনি কহিল।
মধুর বচনে তবে তুষিতে লাগিল॥
একি হেরি মহাদেবী তোমার লক্ষণ।
নারিলে বুঝিতে তুমি আমার বচন॥
বিদ্রূপ করিয়া আমি কহিনু তোমায়।
ভীত মনে মূর্চ্ছাগত পতিত ধরায়॥
পরিহাস করি আমি তোমার গোচরে।
সত্য মানি কেন দেবি আকুল অন্তরে॥
একেবারে জ্ঞানহীন ভূতলে পতন।
উঠ মহাদেবি চিন্তা কর অকারণ॥
তবে হরি রুক্মিণীরে করিয়া ধারণ।
কৌতুকে আনন্দে করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
আপনি করেন তথা কবরী বন্ধন।
মুছাইয়া গাত্র-ঘর্ম্ম দেন নারায়ণ॥
যতনে আঁখির বারি সত্বরে মুছায়।
কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশনে মূর্চ্ছা দূরে যায়॥
মলিন কমল-আঁখি চায় কৃষ্ণ পানে।
চেতনা পাইয়া দেবী রহে স্তব্ধ প্রাণে॥
হাস্যাননে কহে তবে দেব নারায়ণ।
কহি শুন প্রিয়তমে তোমারে এখন॥
কেন প্রিয়ে ভয়াকুল অন্তর তোমার।
জানিবারে তব মন ছলনা আমার॥
আমা প্রতি কত স্নেহ ধর গুণবতী।
সে কারণে এ কৌশল করি তব প্রতি।
তোমার মধুর বাণী শ্রবণে বাসনা।
সেই হেতু তব প্রতি এরূপ বঞ্চনা॥
কৌতুক করিতে আমি কহিনু বচন।
হেরিতে তোমার প্রিয়ে সুচারু বদন॥
নয়ন-ভঙ্গিমা তব দেখিবার তরে।
কহিলাম যত কথা জানিও অন্তরে॥
মানিনী রমণী সহ পুরুষ-প্রণয়।
তাহাতে জানিবে প্রিয়ে সুখের উদয়॥
কিছু দুঃখ না করিও তুমি গুণবতী।
কৌতুক জানিবে মাত্র শুন মহাসতী॥
শুনি বাণী মহাদেবী সন্তুষ্ট হইল।
পরিহাস-বাক্য বলি মনেতে জানিল॥
অন্তরের ভয় যত করি বিসর্জ্জন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তবে কহিল বচন॥
পুরুষ-প্রধান হরি হেরি চন্দ্রানন।
কটাক্ষ হানিল দেবী সহাস্য বদন॥
তবে মৃদুভাষে সতী যুড়ি' যুগ্মকর।
কহিতে লাগিল ওহে পরম ঈশ্বর॥
ওহে হরি কেন মোরে এরূপ কহিলে।
কেন বা অন্তরে মোর ভয় উপজিলে॥

কহিলে দারুণ কথা দেব নারায়ণ।
আমার সদৃশ তুমি নহ কদাচন ॥
আমার নিকটে তুমি কহ সত্য করি।
হেন বাক্য তুমি মোরে কেন কহ হরি ॥
তোমার সদৃশ নাথ কিরূপেতে হব।
বিশ্বপতি বিশ্বময় তুমি শ্রীমাধব ॥
অনন্ত কারণ প্রভু অনন্ত মহিমা।
জগতে কে পারে তব করিবারে সীমা ॥
সামান্য কামিনী আমি সাধারণ অতি।
তুমি সর্ব্বগুণময় জগতের পতি ॥
কতই প্রভেদ হরি তোমায় আমায়।
আমি তব যোগ্য নহি শুন যদুরায় ॥
আপনি কহিলে নাথ ভজ অন্য জনে।
আমি দাসী হই প্রভু তোমার চরণে ॥
হ'তেছে হৃদয় দগ্ধ সেই দুঃখানলে।
জগৎ মোহিত দেব তব মায়াবলে ॥
তব মায়া মহামায়া ব্যাপ্ত চরাচরে।
সদা জ্বালাতন জীব সংসার-ভিতরে ॥
সেই মায়াবশে মত্ত যত রাজগণ।
দাসরূপে সেই মায়া সেবে শ্রীচরণ ॥
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন।
তব পদ অনুরাগী যত যোগিগণ ॥
মুনিগণ অনুক্ষণ যেই পদ ভাবে।
তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে পদ-প্রভাবে ॥
মানব-আকারে পশু রাজগণ হায়।
না ভাবে তোমার পদ মোহিত মায়ায় ॥
অহঙ্কারে মত্ত সদা যত দুষ্ট জন।
ভজিতে তাদেরে মোরে কহিলে এখন ॥
এ কারণ মনোদুঃখ উদয় অন্তরে।
তোমার বচনে নাথ হৃদয় বিদরে ॥
মহেশ্বর সুরেশ্বর আদি সুরগণ।
তব আজ্ঞা সকলেতে করয়ে পালন ॥
সে কারণ দেবগণ পূজ্য সবাকার।
আত্মাময় মহাকায় সকল আধার ॥
একমাত্র জগতের তুমিই সম্বল।
যে ভাবে ও পদ তার সকল মঙ্গল ॥
তব পদ বাঞ্ছা করে সুবুদ্ধি যে জন।
তোমা হ'তে হয় নাথ জগৎ পালন ॥
একরূপে সৃষ্টি কর তুমি মহামতি।
কালরূপে নাশ দেব তুমি বিশ্বপতি ॥
কহিলাম তোমারে যে অপূর্ব্ব কথন।
জড়বুদ্ধি হয় যত নরপতিগণ ॥
তোমারে ছাড়িয়া নাহি চাহি অন্যজনে।
শরণ লইনু তব পদে সে কারণে ॥
শৃগাল লভিতে নারে সিংহের ভোজন।
তাহা ভাবি তব পদে লইনু শরণ ॥
শ্রীচরণে দাসী হরি করিলে কৃপায়।
এখন এমন বাক্য কহ যদুরায় ॥
পশুবুদ্ধি রাজা যত তাহাদের ভয়ে।
তব পদে নতি করি আনন্দ হৃদয়ে ॥
একবার শ্রীচরণে করিয়া গ্রহণ।
পুনঃ ঠেল চরণেতে কেন নারায়ণ ॥
তব পদ সেবি যত নৃপতির দল।
পাইল পরম পদ সকল মঙ্গল ॥
তব পদ যেই মূঢ় না করে ভজন।
আপনা বঞ্চনা করে সেই অকিঞ্চন ॥
সুবুদ্ধি যে জন সেই তব সেবা করে।
তব ভক্তিহীন জন হীনবুদ্ধি ধরে ॥
অসুর নামেতে খ্যাত চরাচরে হয়।
ও পদ বিমুখ যেবা সেই দুরাশয় ॥
অঙ্গ পৃথু গয় আর ভরত যযাতি।
রাজ্য ত্যজি বনে যায় তব নামে মাতি ॥
রাজার ঐশ্বর্য্য সব করি পরিহার।
তোমার লাগিয়া ক্লেশ সহে অনিবার ॥
তব পাদপদ্ম সদা লক্ষ্মী করে সেবা।
জনগণ-মোক্ষ তাহা নাহি জানে কেবা ॥
দেবের দুর্লভ তব সেই শ্রীচরণ।
যার চিন্তা করে সদা যোগী মুনিগণ ॥

পাইয়া মানব-দেহ যেই মূঢ়মতি।
তব পদে নাহি রয় যে জনার মতি॥
তার সম দুরাচার নাহি কোন জন।
অতএব কৃপা কর কমললোচন॥
করুণা করহ মোরে তুমি কৃপাময়।
তব পদে যেন মম সদা ভক্তি রয়॥
আর কিছু নাহি হরি বাসনা আমার।
অনাথের বন্ধু তুমি কৃপার আধার॥
কৃপাদৃষ্টি রেখ নাথ অধীনীর প্রতি।
তব পদে এই মম বিশেষ মিনতি॥
মম প্রতি কেন হরি কহিলে এমন।
বিবাহ করিতে বল অপর রাজন॥
তুমি প্রভু নহ হরি অসতীর পতি।
স্বজনেতে নাহি ভজে যে নারী অসতী॥
অতএব মোরে কৃপা কর দয়াময়।
শ্রীচরণে স্থান যেন চিরকাল রয়॥
এরূপ কহিল কত দেব নারায়ণে।
আনন্দিত হয় হরি রুক্মিণী-বচনে॥
তবে রুক্মিণীর প্রতি কহে যদুপতি।
যা কহিলে সত্য সব শুন গুণবতী॥
যাহা তব ইচ্ছা দেবী কহিবে আমায়।
অবশ্য তাহাই সিদ্ধ হইবে ত্বরায়॥
মম প্রতি হয় তব অচলা ভকতি।
পতিব্রতা ধর্ম্মনিষ্ঠা তুমি গুণবতী॥
কহি শুন মহাদেবী তোমারে এখন।
একান্ত মনেতে যেবা করয়ে ভজন॥
তাহার পরম গতি পরলোকে হয়।
মায়ায় মোহিত হয় যেই দুরাশায়॥
দুষ্কর্ম্মেতে সদা রত দ্বেষ মম প্রতি।
পরম অভাগা সেই পায় সে দুর্গতি॥
তুমি মম প্রণয়িনী প্রাণের আধার।
তব সম পতিব্রতা নাহি দেখি আর॥
মম প্রতি অনুরাগ তোমার যেমন।
অন্যেরে না হেরি আমি তাহা কদাচন॥
দেখিয়াছি আমি তাহা বিবাহ-সময়।
শিশুপাল আদি ছিল যত নৃপচয়॥
সবারে অগ্রাহ্য করি মম প্রতি মন।
প্রণয়-পত্রিকা দিলে আমারে যখন॥
সেইকালে জানিয়াছি আমি তব মন।
তোমারে কহিনু মাত্র স্নেহের কারণ॥
যেরূপ দুর্দ্দশা করি তোমার সোদরে।
সে অসহ্য দুঃখ তুমি ধরিলে অন্তরে॥
সেই গুণে তুমি মোরে ক'রেছ বন্ধন।
তোমার ভক্তিতে মুগ্ধ আমি অনুক্ষণ॥
হেনমতে দুইজনে কত কথা হয়।
নব-রূপধারী হরি জগৎ-আশ্রয়॥
নরলীলা করে হরি নব-রূপ ধরি।
রুক্মিণী-বদনচাঁদ চুম্বিল শ্রীহরি॥
শুকদেব কহিলেন শুন হে রাজন।
এইরূপে নবরূপ করিয়া ধারণ॥
পরিপূর্ণ ভগবান্ পরম ঈশ্বর।
পত্নীগণে ল'য়ে সুখে রহে নিরন্তর॥

ভাগবত-কথা হয় সুধার আধার।
সুবোধ-রচিত গীতে পাপের উদ্ধার॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন।

একষষ্টি অধ্যায়

হরিবংশ কথন ও রুক্মিরাজ নিধন

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
কহি শুন শ্রীকৃষ্ণের বংশ-বিবরণ ॥
যতেক কৃষ্ণের পত্নী দ্বারকানগরে।
দশ দশ পুত্র হয় সবার উদরে ॥
ষোড়শ সহস্র ছিল কৃষ্ণের রমণী।
সবাকার হ'ল পুত্র শুন নরমণি ॥
পুত্র পৌত্র আদি করি বংশের বর্দ্ধন।
অসংখ্য সে যদুবংশ না হয় গণন ॥
এইরূপ মহাবংশ হ'ল দ্বারকায়।
অসংখ্য কৃষ্ণের বংশ ক্রমে বৃদ্ধি পায় ॥
শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
যতেক কামিনী সহ দেব নারায়ণ ॥
অনুক্ষণ ক্রীড়া-রসে সবে মত্ত হয়।
কৃষ্ণ-মায়া-মুগ্ধ হয় নারী সমুদয় ॥
সেবে সবে কৃষ্ণপদ পরম উৎসবে।
কৃষ্ণপদ-অনুরাগী নিরন্তর সবে ॥
বহুমূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ আনন্দে অপার।
ভিন্ন ভিন্ন পত্নীসহ করেন বিহার ॥
সকলেই মনে ভাবে পরম উল্লাসে।
কৃষ্ণ বুঝি আমারেই বেশী ভালবাসে ॥
কৃষ্ণে ভগবান্ বলি না বুঝে তাহারা।
কৃষ্ণের প্রেমেতে সবে হয় আত্মহারা ॥
ঈশ্বরের মায়া বল কে বুঝিতে পারে।
কৃষ্ণপদ সেবে তারা হর্ষ সহকারে ॥
পাইয়া পরম পতি নারী যতজন।
নিরবধি সেবে তারা শ্রীহরি-চরণ ॥
এইরূপে নারী যত আনন্দে মোহিত।
হইল সবার তবে দশ দশ সুত ॥
পুত্র পেয়ে সবাকার আনন্দিত মন।
সবাকার নাম বলি শুনহ রাজন ॥
প্রদ্যুম্ন প্রথম পুত্র নাম গণনীয়।
চারুদেষ্ণ দ্বিতীয় ও সুদেষ্ণ তৃতীয় ॥
চতুর্থ পুত্রের নাম চারুদেহ হয়।
পঞ্চম সুচারু নাম জানিবে নিশ্চয় ॥
চারুগুপ্ত ষষ্ঠ নাম সপ্তম যে আর।
ভদ্রচারু নামে হয় জগতে প্রচার ॥
চারুচন্দ্র অষ্টম ও বিচারু নবম।
চারুসার অভিহিত বলিয়া দশম ॥
রুক্মিণীর পুত্র এরা মহা বলবান্।
পরাক্রমে ছিল তারা কৃষ্ণের সমান ॥
সত্যভামা-গর্ভে জন্মে যে দশ সন্ততি।
সেই সবাকার নাম শুনহ নৃপতি ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হয় নাম ভানু গণনীয়।
সুভানু দ্বিতীয় আর স্বর্ভানু তৃতীয় ॥
প্রভানু চতুর্থ ভানুমান্ সে পঞ্চম।
চন্দ্রভানু ষষ্ঠ আর শুন যে সপ্তম ॥
বৃহদ্ভানু এই নাম জানিবে তাঁহার।
অষ্টম পুত্রের নাম অতিভানু আর ॥
দশম শ্রীভানু নামে হয় অভিহিত।
নবম সে প্রতিভানু বিশ্বে সুবিদিত ॥
জাম্ববতী-গর্ভে জন্মে যে দশ তনয়।
তাঁহাদের নাম কহি শুন মহাশয় ॥
প্রথম তনয় শাম্ব সুমিত্র দ্বিতীয়।
চতুর্থ সে শতজিৎ পুরুজিৎ তৃতীয় ॥
পঞ্চম সহস্রজিৎ ষষ্ঠ যে নন্দন।
বিজয় তাহার নাম জানিবে রাজন ॥
সপ্তম যে চিত্রকেতু নামটি তাহার।
বসুমান্ নামধারী জগতে প্রচার ॥
দ্রবিণ নবম ক্রতু দশম তনয়।
সকলেই বলবান্ জানিবে নিশ্চয় ॥
নাগ্নজিতী-গর্ভে জন্মে যে দশ নন্দন।
তাহাদের নাম কহি শুনহ রাজন ॥
বীরচন্দ্র গুণধাম অশ্বসেন পরে।
চিত্রগু নামেতে পুত্র জন্মলাভ করে ॥

বেগবান্ বৃষ শঙ্কু বসু কুন্তি আম।
নাগ্নজিতী-পুত্র সবে শুন গুণধাম॥
এই দশ কৃষ্ণপুত্র শুন নরপতি।
সকলেই পিতৃতুল্য সবে মহামতি॥
কালিন্দীর গর্ভে জন্মে যে দশ সন্তান।
সকলে ছিলেন তাঁরা মহাবলবান্॥
শুক জ্যেষ্ঠ কবি বৃষ পরে পরে হয়।
চতুর্থ সুবাহু ভদ্র পঞ্চম নিশ্চয়॥
বীর শান্তি দর্শ আর সোমক তনয়।
পূর্ণমাস নামে এই দশপুত্র হয়॥
মাদ্রীর উদরে জন্মে যে দশ নন্দন।
তাঁহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ॥
প্রঘোষ নামক পুত্র জ্যেষ্ঠ গণনীয়।
দ্বিতীয় সে গাত্রবান্ সিংহ সে তৃতীয়॥
চতুর্থের নাম বল প্রবল পঞ্চম।
ঊর্দ্ধগ ও মহাশক্তি ষষ্ঠ ও সপ্তম॥
অপরাজিত ও পুত্র সহ ভুজ নামে।
দশ পুত্র জন্ম লয় এই ধরাধামে॥
মিত্রবন্দা-গর্ভে জন্মে যে দশ তনয়।
তাহাদের নাম বলি শুন মহাশয়॥
বৃক হর্ষ গৃধ বহ্নি ক্ষুধিত পবন।
বহ্বন্ন মহাংশ আর অন্নাদ নন্দন॥
অনিল নামেতে এই দশ পুত্র হয়।
রূপে গুণে কৃষ্ণসম দশটি তনয়॥
ভদ্রার গর্ভেতে জন্মে যে দশ নন্দন।
প্রথম সংগ্রামজিৎ শুনহ রাজন॥
দ্বিতীয় বৃহৎসেন বলিয়া প্রচার।
শূর নামে অভিহিত তৃতীয় কুমার॥
চতুর্থ তনয় তার নাম প্রহরণ।
অবিজিত নাম হয় পঞ্চম নন্দন॥
জয় নামধারী ষষ্ঠ সুভদ্র সপ্তম।
রাম নামে অভিহিত জানিবে অষ্টম॥
নবমের নাম আয়ু্ বলিয়া বিদিত।
সত্য নামে সুবিখ্যাত দশম নিশ্চিত॥
অষ্টম-মহিষী-বংশ কহি নরপতি।
প্রেমভক্ত হয় এরা অতি মহামতি॥
অনিরুদ্ধ নামে হয় কৃষ্ণপুত্র-সুত।
প্রদ্যুম্ন-তনয় সেই বড় গুণযুত॥
রুক্মী রাজা প্রদ্যুম্নেরে কন্যা করে দান।
তার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মে মতিমান্॥
অসংখ্য কৃষ্ণের বংশ গণিতে কে পারে।
ক্রমে বংশ বৃদ্ধি পায় দ্বারকা মাঝারে॥
যোড়করে পরীক্ষিৎ কহিল তখন।
দয়া করি কর দেব সন্দেহ ভঞ্জন॥
রুক্মিরাজ-অরি হন দেবকী-কুমার।
তার পুত্রে কন্যা দিল কহ কি প্রকার॥
অপমান করে তারে দেব যদুরায়।
মস্তক মুড়ায়ে পূর্ব্বে করিল বিদায়॥
রথস্তম্ভে বাঁধি কত করিল প্রহার।
কিসে বিস্মরণ রুক্মী কহ সমাচার॥
বৈরী ভাবে দুই জন রহে সর্ব্বক্ষণ।
কিরূপে বিবাহ ঘটে কহ সে কারণ॥
যার সহ সর্ব্বক্ষণ বৈরিতা ভীষণ।
শুনিতে বাসনা দেব কহ বিবরণ॥
চিরকাল যার সঙ্গে বাক্যালাপ নাই।
সে কারণ মুনিবর তোমারে শুধাই॥
রাজার বচনে তবে শুকদেব কয়।
পরস্পর শত্রুভাব যদ্যপিও রয়॥
রাখিতে ভগিনী-মান রুক্মী সে রাজন।
ভগিনীর পুত্রে কন্যা করিল অর্পণ॥
রুক্মিণীর প্রিয় হেতু এ কার্য্য করিল।
সেই হেতু প্রদ্যুম্নেরে কন্যা দান কৈল॥
স্বয়ম্বর হেতু রাজা করে আয়োজন।
আইল সে ভোজকোটে বহু রাজগণ॥
রুক্মী নৃপতির কন্যা পরমা সুন্দরী।
অতুলনা সেই কন্যা যেন বিদ্যাধরী॥
স্বয়ম্বর সভাস্থলে শুন মহাশয়।
সেই কন্যা কৃষ্ণপুত্র বলে হরি লয়॥

কিন্তু রুক্মিরাজ তাহে ক্রোধ না করিল।
ভগিনীর পুত্র হেতু কিছু না কহিল ॥
মনে মনে নরবর করিলা চিন্তন।
বিরোধেতে কিবা ফল হইবে এখন ॥
বলে কন্যা উদ্ধারিতে কভু না পারিব।
তবে কেন বৃথা আর বিরোধ করিব ॥
এত ভাবি প্রদ্যুম্নেরে কন্যাদান করে।
রুক্মিণীর ভয় তার জাগিছে অন্তরে ॥
সেই হেতু নরবর আনন্দিত মন।
প্রদ্যুম্নেরে নিজ কন্যা করিল অর্পণ ॥
তারপর শুন রাজা কি হ'ল ঘটন।
রুক্মী নৃপতির পৌত্রী ছিল একজন ॥
রূপে গুণে তার সম কেহ নাহি আর।
রোচনা নামেতে খ্যাত ছিল চারিধার ॥
ভগিনীর প্রিয় লাগি রুক্মী মতিমান্।
অনিরুদ্ধে সেই পৌত্রী করিলেন দান ॥
বৈরতা ঘুচিল এবে গোবিন্দের সঙ্গে।
নিমন্ত্রণ করে কৃষ্ণে রাজা মহারঙ্গে ॥
সানন্দ অন্তরে রাজা করে নিমন্ত্রণ।
ভোজকোটে রামকৃষ্ণ করে আগমন ॥
প্রদ্যুম্ন সহিত হরি চলিল তথায়।
শাম্ব আদি বীরগণ ধাইল ত্বরায় ॥
বিবাহের নিমন্ত্রণ সকলে জানিল।
মহানন্দে সকলেতে তথায় চলিল ॥
তবে রুক্মী নরবর আনন্দে ত্বরায়।
কৃষ্ণ সহ যদুগণে সভাতে বসায় ॥
আনন্দ বিধানে কার্য্য করে সমাপন।
বিবাহ নিবৃত্তি পরে শুনহ রাজন ॥
নিমন্ত্রিত রাজগণ সভাতে আছিল।
রুক্মী নৃপতিরে তবে কহিতে লাগিল ॥
পাশা-ক্রীড়া কর তুমি সহ সঙ্কর্ষণ।
দ্যূতে পরাজয় কর সভাতে এখন ॥
চিন্তা না করহ কিছু শুন নৃপরায়।
মনেতে জানিবে মোরা তোমার সহায় ॥
তবে রুক্মী মনে মনে চিন্তিল তখন।
ভাল ভাল বলি তবে করিল গমন ॥
বলদেব পাশে গিয়া কহিতে লাগিল।
বিবাহ-উৎসবে কিছু আনন্দ হইল ॥
শুন গুণধর কহি তোমারে এখন।
পাশা খেলা করি এস মোরা দুইজন ॥
তাহাতে আনন্দ অতি প্রচুর পাইবে।
বলরাম তাহা শুনি মনে কিছু ভাবে ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া রাম দিল অনুমতি।
রুক্মিরাজ পাশা খেলে রামের সংহতি ॥
বহুমুদ্রা পণে পাশা খেলিতে লাগিল।
সেইবারে বলদেব তাহাতে জিতিল ॥
কিন্তু সে কলিঙ্গরাজ হাসিয়া তখন।
উচ্চদন্ত বাহিরিয়া হাসে বহুক্ষণ ॥
মিথ্যা বাক্যে কহে রাম হ'ল পরাজয়।
হারিলে আমার কাছে তুমি মহাশয় ॥
তাহে বড় ক্রোধান্বিত হ'ল হলধর।
পুনরায় পণে পাশা খেলে বহুতর ॥
তবে পাশা খেলে তথা আনন্দ অন্তরে।
হেলায় জিতিল তাহা দেখ হলধরে ॥
তবে সে কলিঙ্গরাজ হাসে মহারোলে।
হারিল যে হলধর এই কথা বলে ॥
উচ্চদন্ত বহির্গত করয়ে তখন।
কুতূহলে হাসে তবে কলিঙ্গ-রাজন ॥
মহাকোপে জ্বলে রাম তাহা দরশনে।
কলিঙ্গেরে দেখে তবে আরক্ত লোচনে ॥
তবে পুনঃ বহুমুদ্রা করি নিরূপণ।
খেলিতে লাগিল পাশা শুন বিবরণ ॥
সেবারেও হলধর জিতিল তখন।
মিথ্যা বাক্য কহে পুনঃ কলিঙ্গ রাজন ॥
এবারেও পরাজয় হ'ল হলপানি।
সভামধ্যে পণ-মুদ্রা দেহ শীঘ্র আনি ॥
জিতিল সে রুক্মিরাজ তব পরাজয়।
উচ্চ হাসি হাসে আর এই কথা কয় ॥

মিথ্যা করি হেন কথা কহে আরবার।
দৈববাণী হয় তবে আকাশে এবার॥
মিথ্যা কথা কেন কহ কলিঙ্গ রাজন।
বলদেব জিতে পণে জানিহ এখন॥
এইরূপ বারত্রয় দৈববাণী হয়।
তবে বলদেব কথা কহে সে সময়॥
কেন বৃথা গণ্ডগোল কর এইক্ষণ।
পণে জিতিলাম আমি শুনহ এখন॥
কলিঙ্গ কহিছে বৃথা এই দৈববাণী।
নহে সত্য এই কথা মিথ্যা বলি মানি॥
ভূতের ও কথা হয় জানি হে নিশ্চয়।
ভূতের কথাতে কেবা করয়ে প্রত্যয়॥
এখন পণের মুদ্রা করহ অর্পণ।
হাসে আর এই কথা বলে সর্ব্বজন॥
কুবচন কহে তবে রুক্মী নরবর।
এ কার্য্য তোমার নহে ওহে গুণধর॥
গো-চারণ কার্য্যে পটু জানি ভাল মতে।
পাশা খেলা সম্ভবে কি গোপালক হ'তে॥
দ্যূতক্রীড়া নরপতিগণেতে সম্ভবে।
গো-পালের কর্ম্ম তোমা হ'তে সিদ্ধ হবে॥
যার কার্য্য তার সাজে জানে সর্ব্বজন।
করিবারে জান তুমি ভাল গো-চারণ॥
পণের সে মুদ্রা তাহা করহ অর্পণ।
নতুবা নিস্তার নাই ওহে সঙ্কর্ষণ॥
বৈবাহিক বলি আমি ক্ষান্ত না হইব।
যত টাকা পণ তাহা এখনি লইব॥
রুক্মীর বচনে তবে দেব হলধর।
ক্রোধেতে কম্পিত যেন হ'ল বৈশ্বানর॥
ক্রোধে কাঁপে হলধর দেখে সর্ব্বজনে।
ধরা করে টলমল রামের গর্জ্জনে॥
মহারোষে হলপানি হল আকর্ষণে।
বলেতে ধরিল সেই কলিঙ্গ রাজনে॥
ভূতলে ফেলিয়া তার বক্ষেতে বসিয়া।
একে একে দন্ত তার ফেলে উপাড়িয়া॥
না রাখিল এক দন্ত সব উপাড়িল।
শোণিতে সে ধরাতল প্লাবিত হইল॥
তবে কোপে হলধর কহিল তখন।
এইবার হাস্য কর করি দরশন॥
কোথা সেই উচ্চ দন্ত হাসিবে কেমনে।
এমন সুন্দর মুখ না হেরি ভুবনে॥
এত কহি তাহে ছাড়ি দিল সেইক্ষণ।
হলাঘাতে রুক্মিরাজে করিল নিধন॥
আর আর যত রাজা ছিল সেই স্থানে।
লাঙ্গল আঘাত করে ক্রোধান্বিত প্রাণে॥
এইরূপ যত রাজা ছিল বিদ্যমান।
রামের আঘাতে সবে করিল প্রস্থান॥
বিষম আঘাতে সবে হইল কাতর।
ভগ্ন-উরু-শির হ'য়ে ধায় স্থানান্তর॥
এইরূপে রাজগণে নিধন করিল।
ভগবান্ তাহা দেখি কিছু না কহিল॥
বধূ সহ পৌত্র সঙ্গে করি নারায়ণ।
রথে চড়ি দ্বারকায় করিল গমন॥
তদন্তর হলধর আদি যত জন।
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হন॥
ভ্রাতার নিধন-বার্ত্তা রুক্মিণী জানিল।
হর্ষ ও বিষাদ দুই মনে উপজিল॥
শোকেতে আকুল দেবী করয়ে রোদন।
সান্ত্বনা করিলা তারে দেব নারায়ণ॥
পরে দেবী বধূ সহ পৌত্র নিল ঘরে।
মহানন্দে মহোৎসব পুরবাসী করে॥

কত লীলা কত স্থানে দেখান শ্রীহরি।
সুবোধ রচিল গীত সেই পদ স্মরি॥

ইতি হরিবংশ কথন ও রুক্মিরাজ নিধন।

দ্বিষষ্টি অধ্যায়

অনিরুদ্ধ হরণ

পরীক্ষিৎ নরবর কহে ঋষিবরে।
কি লীলা করিলা হরি কহ তদন্তরে॥
তব মুখে হরিকথা সুধাময় অতি।
শ্রবণ শীতল করি কহ মহামতি॥
শুকদেব বলে রাজা শুন মন দিয়া।
অনিরুদ্ধ গৃহে এল বিবাহ করিয়া॥
অপূর্ব্ব আখ্যান কহি শুন মহাশয়।
বলী রাজে হয় এক শতেক তনয়॥
তার মধ্যে বাণ রাজা মহাবলী হয়।
জগতে তাহার সম দ্বিতীয় না রয়॥
মহাবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত ভুবনে।
মহেশে সেবিল রাজা ঐকান্তিক মনে॥
কঠোর করিয়া কত মহেশে সাধিল।
নানা উপহারে হরে পূজন করিল॥
বহুকাল করে রাজা তপ আচরণ।
নৃপতির স্তবে তুষ্ট দেব ত্রিলোচন॥
কৃপা করি মহেশ্বর সাক্ষাতে আইল।
নৃপতির প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥
ওহে বাণ নরবর শুনহ বচন।
তব স্তবে তুষ্ট আমি মেলহ নয়ন॥
মনোমত বর মাগি লহ এইক্ষণে।
হইনু পরম তুষ্ট তব আরাধনে॥
তবে বাণ নরপতি নয়ন মেলিল।
শুভ্রকান্তি মনোহর সম্মুখে দেখিল॥
করযোড়ে ভূমে লুটি করিল প্রণাম।
বিধিমতে স্তবস্তুতি করে অবিরাম॥
তুমি ভব মহাদেব দেব মহেশ্বর।
গঙ্গাধর মনোহর পার্ব্বতী-ঈশ্বর॥
ভক্তের মানস পূর্ণ কর ভোলানাথ।
সর্ব্বানন্দময় দেব তুমি জগন্নাথ॥
নমঃ ত্রিলোচন বিভু পরম কারণ।
বাঞ্ছা-কল্পতরু শিব বিশ্ব-বিমোহন॥
কামনা যাদের নাহি পরিপূর্ণ হয়।
বাসনা তাদের পূর্ণ কর দয়াময়॥
মহাদেব লোকগুরু ওহে বিশ্বনাথ।
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত॥
কৃপা করি সহস্র যে হস্ত দিলে মোরে।
এ বিষম ভার দেব সহিব কি ক'রে॥
সতত বাসনা দেব লিপ্ত থাকি রণে।
প্রতিযোদ্ধা নাহি পাই ভ্রমিয়া ভুবনে॥
ভয়েতে দেবতা যত নহে অগ্রসর।
দরশন মাত্রে সবে ধায় স্থানান্তর॥
অধিক কি কব দেব দিক্‌হস্তী যত।
সবে ধায় দেখি মোরে মানি পরাহত॥
গিরিবর নাহি পারে মম বাহুবলে।
চূর্ণ হ'য়ে একেবারে যায় রসাতলে॥
অতএব কৃপা করি যুদ্ধ দেহ দান।
তুমি ভিন্ন নাহি যোদ্ধা আমার সমান॥
বাণের বচনে তবে দেব ত্রিলোচন।
মহাক্রোধে কহে তারে কর্কশ বচন॥
ওরে মূঢ়মতি তোর এত অহঙ্কার।
মম সহ রণবাঞ্ছা নাহিক নিস্তার॥
কিছুকাল ধৈর্য্য ধরি থাক দুরাশয়।
কত বল ধর তুমি পাবে পরিচয়॥
আমা সম লোক সহ হইবেক রণ।
দর্পচূর্ণ সেইকালে জানিবে তখন॥
এত কহি ত্রিপুরারি নিজ স্থানে যায়।
শ্রবণে সে বাণ দৈত্য হরষিত তায়॥
শঙ্করের বাক্য মনে করিয়া স্মরণ।
নিজ গৃহে রহে রাজা আনন্দিত মন॥

তদন্তরে শুন বীর অপূর্ব্ব কাহিনী ।
ঊষা নাম ধরে সেই বাণের নন্দিনী ॥
দিবানিশি ভক্তিভাবে দেবীপূজা করে ।
করয়ে পার্ব্বতী-পূজা পবিত্র অন্তরে ॥
একদিন ঊষা যবে নিদ্রামগ্ন রয় ।
মনোহর স্বপ্ন এক হেরে সে সময় ॥
মনোহর রূপ সতী করে দরশন ।
কন্দর্প-আকার এক পুরুষ-রতন ॥
কিবা সে রূপের কান্তি সুন্দর মূরতি ।
রূপ হেরি একেবারে মুগ্ধ হয় সতী ॥
রূপ হেরি ঊষা সতী উন্মত্তা হইল ।
মৃদুভাবে হাস্যাননে কহিতে লাগিল ॥
কহ শুনি গুণাকর কেবা তুমি হও ।
না করিও প্রবঞ্চনা সত্য করি কও ॥
কাহার তনয় তুমি কোন্ দেশে ঘর ।
তব রূপে বিমোহিত আমার অন্তর ॥
কন্দর্প-সমান রূপ করি দরশন ।
তব দরশনে মোরে পীড়িল মদন ॥
এ ঘোর বিপদ্ হ'তে করহ উদ্ধার ।
নতুবা এ পোড়া প্রাণ যাইবে আমার ॥
নারী হ'য়ে হেন জনে না ভজে যে জন ।
বৃথায় জানিবে তার রমণী-জীবন ॥
বড়ই চঞ্চল মন তোমার কারণ ।
রাখহ জীবন মম দিয়া আলিঙ্গন ॥
বঞ্চনা ক'র না মোরে ওহে প্রাণেশ্বর ।
তাহাতে অধর্ম্ম তব হইবে বিস্তর ॥
যাচিকা কামিনী যেই পরিত্যাগ করে ।
চরমে নিশ্চয় যায় নরক-ভিতরে ॥
অনন্তর ঊষা সতী স্বপ্নের মাঝার ।
সেই পুরুষের সহ করিল বিহার ॥
টুটিল যখন স্বপ্ন উঠিল যুবতী ।
কোথা গেলে প্রিয় বলি কাঁদে ঊষাবতী ॥
না দেখিয়া সে পুরুষে করে হাহাকার ।
ওহে কান্ত কোথা তুমি রহিলে আমার ॥
হেনকালে সখীগণ কহিল তখন ।
কেন রাজবালা তুমি করিছ ক্রন্দন ॥
কেন বা আকুল তব হইল অন্তর ।
কি কারণে কাঁদ তাহা বলহ সত্বর ॥
কি ভয় অন্তরে তব হ'য়েছে উদয় ।
কি কারণে তব চিত্ত বিচলিত হয় ॥
সখীদের বাক্যে ঊষা কথা না কহিল ।
একান্ত মনেতে সতী ভাবিতে লাগিল ॥
চিত্রলেখা নামে ছিল সখী একজন ।
ঊষারে কাঁদিতে দেখি কহিল তখন ॥
বল বল ঊষা সখী কেন কাঁদ আর ।
সত্য করি কহ কোন্ বেদনা তোমার ॥
কার লাগি নিরবধি করিছ ক্রন্দন ।
উন্মত্তা হইয়া কর কার অন্বেষণ ॥
ঊষা কহে কি কহিব পরাণের ব্যথা ।
কে বল বুঝিবে মোর মরমের কথা ॥
স্বপ্নমাঝে মনোহর পুরুষ-রতন ।
গোপনে আসিয়া মোরে দিলা দরশন ॥
শ্যামবর্ণ মূর্ত্তি তার অপরূপ অতি ।
পীত-বস্ত্র পরিধানে অপূর্ব্ব মূরতি ॥
আমারে ছাড়িয়া গেল পুরুষ-রতন ।
তার লাগি শোকে আমি করি যে ক্রন্দন ॥
চিত্রলেখা কহে সখী কাঁদিও না আর ।
তব মনোব্যথা দূর করিব এবার ॥
যে পুরুষ তব মন করেছে হরণ ।
অবশ্য তাহারে আমি আনিব এখন ॥
ঊষাসখী চিত্রলেখা চিত্র-বিদ্যা জানে ।
সকলের চিত্র বসি আঁকিল সেখানে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ দানব চারণ ।
সকলের চিত্র সেথা করিল অঙ্কন ॥
রামকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নের চিত্র সখী আঁকে ।
চিত্রলেখা সব চিত্র দেখায় ঊষাকে ॥
কহে ইহাদের মাঝে বল কোন্ জন ।
স্বপ্নের মাঝারে তোমা দিল দরশন ॥

অনিরুদ্ধ-চিত্র হেরি সহাস্যে তখন।
ঊষাসতী কহিলেন ইনি সেই জন॥
কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধ ছিল দ্বারকায়।
শূন্য পথে চিত্রলেখা তার কাছে যায়॥
মায়াবলে সেই কালে করিল গমন।
ক্ষণেকের মধ্যে গেল দ্বারকা-ভবন॥
যে ঘরেতে রতি-পুত্র সুখে নিদ্রা যায়।
যোগবলে সহচরী উত্তরে তথায়॥
হেরিল সে রতি-পুত্র রূপ বিমোহন।
রূপ হেরি একেবারে হয় অচেতন॥
স্থিরনেত্রে সহচরী সে রূপ নেহারে।
হরিয়া আনিল তারে যত্ন সহকারে॥
যথায় বাণের পুত্রী বিষাদিত মনে।
সেইস্থানে মায়াবলে আইল তখনে॥
ঊষা সতী রতিপুত্রে করিয়া হরণ।
যাইলেন নিজ ঘরে আনন্দিত মন॥
শান্তমূর্ত্তি তপোধন, বিনয়েতে নিবেদন,
কহে তবে কুরুর কুমারে।
কহি শুন মহামতি, সুমিষ্ট কৃষ্ণ ভারতী,
শুন ভূপ আনন্দ-অন্তরে॥
বাণ-কন্যা ঊষা সতী, যথা হ'য়ে মৌনবতী,
বিচলিত রতিপুত্র আসে।
করি মায়া মায়াবিনী, হরি সেই গুণমণি,
লইল সে বাণভূপ বাসে॥
পুরমধ্যে প্রবেশিল, অমনি চেতন হৈল,
অনিরুদ্ধ করয়ে রোদন।
চারিদিকে দরশনে, আকুল হইল প্রাণে,
পিতা-মাতা নহে দরশন॥
নহে সে দ্বারকা সম, দেখে সব অনুপম,
মনে মনে করয়ে চিন্তন।
বলে হেথা কেন আমি, কোথা কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী,
কেন মোর হেথায় গমন॥
নিদ্রিত ছিলাম ঘরে, কে আনিল হেথা মোরে,
কোথা মোর জনক জননী।
কোথা পুরবাসিজন, কোথা যদুকুলগণ,
তুমি কেবা কহ বরাননী॥
আকুল মম হৃদয়, মাতাপিতা নাহি রয়,
কেন মোরে আনিলে এখানে।
এ দেশ কাহার বল, গৃহে মোরে ল'য়ে চল,
হেথা আমি কহ কি কারণে॥
শুনি সখী মৃদুভাষে, অনিরুদ্ধ প্রতিভাষে,
কেন ওহে পুরুষ-প্রবর।
কেন বা আকুলমতি, কেন ভাবহ অনীতি,
কেন বৃথা আকুল অন্তর॥
দাসী কয় শুন বাণী, কহি শুন গুণমণি,
কেন বৃথা করহ রোদন।
যার লাগি দিবানিশি, ভাবহ নির্জ্জনে বসি,
যার লাগি বিচলিত মন॥
মিলাইব সেইজনে, বৃথা চিন্তা ত্যজ মনে,
স্থির চিত্তে শুনহ কাহিনী।
তোমার যে চিত্তহারা, তাহারে মিলাব ত্বরা,
ক্ষণেকেতে পাবে বিনোদিনী॥
রতিপুত্রে কহি এত, প্রবোধ করিল তত,
মায়াবলে মোহিত করিল।
শয়নেতে ঊষাসতী, ভাবে সেই প্রজাপতি,
নিদ্রা যোগে অচেতন ছিল॥
সখী কহে সম্বোধনে, উঠ ধনী এইক্ষণে,
কি কারণে আছ নিদ্রাগত।
শীঘ্র মেলিয়া নয়নে, দেখহ তব রতনে,
তব পাশে আছে উপনীত॥
যে জন কারণে সতী, হ'য়েছ আকুলমতি,
সেই জন বসি তব পাশে।
বসি তব শয্যাতলে, দেখ উঠি কুতূহলে,
অপেক্ষা করিছে তব আশে॥
সখীর বচন শুনি, ঊষা কন্যা বিনোদিনী,
নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া বসিল।
দেখি এই শয্যাতলে, শশী যেন ভূমিতলে,
রূপরাশি নয়নে হেরিল॥

হেরি সেই রতিসুতে, দ্বিগুণ আকুলচিতে,
বলে বিধি কি নিধি সৃজিল।
স্বপনে হেরিনু যাহা, প্রত্যক্ষ হইল তাহা,
মনে মনে কতই চিন্তিল॥
হেরি রূপ বিমোহন, একেবারে অচেতন,
অমনি সে আকুল অন্তর।
মদনে উন্মত্ত হয়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
পতিপাশে বসে তদন্তর॥
বলে ওহে গুণমণি, তব লাগি পাগলিনী,
এস নাথ হৃদয়ে সত্বর।
হেরি তব মুখশশী, আনন্দ সলিলে ভাসি,
দুঃখরাশি হইল অন্তর॥
দাও নাথ আলিঙ্গন, রাখ মোর প্রাণধন,
কেন সখা মলিন বদন।
কি ভাবিছ মনেমনে, বিভীষিকা কি কারণে,
তুমি মোর নিশ্চয় জীবন॥
তুমি মম প্রাণপতি, তুমিই আমার গতি,
তোমা বিনে মরিব নিশ্চয়।
কেন সখা অধিনীরে, ভাসাইছ দুঃখনীরে,
কেন সখা ব্যাকুল হৃদয়॥
ঊষা-বাক্যে রতিসুত, হইয়ে আনন্দযুত,
কহে অতি বিনয় বচনে।
শুন কহি গুণবতী, অনূঢ়া তুমি যুবতী,
হেন কথা কহ কি কারণে॥
পর-নারী স্পর্শে পাপ, হয় অতি মনস্তাপ,
অন্তে হয় নরকে গমন।
রাজকন্যা তুমি সতী, পাপে তব কেন মতি,
রাখ ধর্ম্ম শুনহ বচন॥
রতিসুখে যেইজন, পরনারী প্রতি মন,
পরনারী সেবে অবিরত।
তার সম দুরাচার, নাহিক সংসারে আর,
তার পাপ উপজয় কত॥
সামান্য সে রতি-রসে, যেই পরনারী বেশে,
রতিসুখে রহে সর্ব্বক্ষণ।
হয় তার সর্ব্বনাশ, শুন সতী সেই ভাব,
বংশক্ষয় করে সেইজন॥
কমলা ছাড়িয়া তারে, রহে সদা পাপভরে,
সপ্তকুল অধোগতি যায়।
অতএব বরাননে, ছাড় মোরে কৃপাদানে,
কহি কথা তোমারে নিশ্চয়॥
ঊষা সতী সবিনয়, কহ নাথ কার ভয়,
ভয় তব নাহি প্রাণেশ্বর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর, শান্ত হও ধৈর্য্য ধর,
তোমা লাগি কাঁদি নিরন্তর॥
কার ভয় কর তুমি; আমার হৃদয় স্বামী,
যত্নে তোমা রাখিব হৃদয়ে।
এত কহি বিধিমতে, গন্ধর্ব্ব বিবাহ মতে,
সর্ব্বকার্য্য সাধিল ত্বরায়ে॥
দু-জনে দোঁহার গলে, মালা দিল কুতূহলে,
ভূষণে ভূষিত হৈল কায়।
আনন্দে উন্মত্ত রয়, মদনেতে মত্ত হয়,
সুখরাশি হইল উদয়॥
রতি খেলা দুইজনে, সাধিল আনন্দ মনে,
রতিপুত্র রতিসুখে রত।
দিবানিশি দুইজনে, থাকে রতি আলাপনে,
বিহার করয়ে নানামত॥
নব প্রেমে মত্ত হ'য়ে, ঊষা রতিপুত্র ল'য়ে,
সুখে কাল করেন হরণ।
ভাগবতে হরিকথা, সুধার লহরী গাঁথা,
মোক্ষপ্রাপ্ত করিলে শ্রবণ॥
শুকদেব কহে পরে শুনহ সুজন।
শ্রবণ করহ তবে অপূর্ব্ব কথন॥
অনিরুদ্ধ ঊষা দোঁহে সদা সর্ব্বক্ষণ।
রতি-ক্রীড়া করে দোঁহে আনন্দে মগন॥
সুখের সলিলে তবে ভাসে দুইজনে।
দু'জনে থাকয়ে সদা আনন্দিত মনে॥
অনিরুদ্ধ রহে সুখে ঊষার ভবনে।
সখীগণ রাখে তারে অতীব গোপনে॥

এইরূপে কিছুকাল কাটিল যখন।
ঊষার শরীরে জাগে নারীর লক্ষণ ॥
সে সকল চিহ্ন কভু গোপন না থাকে।
কোটাল সন্দেহ তবে করিল ঊষাকে ॥
এ সব বৃত্তান্ত পরে কোটাল জানিল।
ক্রোধভরে নৃপতির নিকটে চলিল ॥
মহারাজ যেই খানে সভাসদ মাঝে।
কোটাল ধাইল তথা আপনার সাজে ॥
করযোড়ে বাণরাজে প্রণতি করিল।
বাণরাজ ক্রোধপূর্ণ কোটালে হেরিল ॥
দেখিল কোটালে নৃপ লোহিত লোচন।
অনুমানে ক্রোধ ভাব বুঝিল তখন ॥
ইঙ্গিত করিল রাজা কোটাল জানিল।
পরে সঙ্গোপন স্থানে রাজারে কহিল ॥
শুন মহারাজ তব কন্যার কাহিনী।
পুরুষের সহ থাকে দিবস যামিনী ॥
সখীগণ সর্ব্বক্ষণ সেবে দুইজনে।
হইয়াছে মতি তার অধর্ম্ম অর্জ্জনে ॥
উন্মাদিনী হয় কন্যা যাহার কারণ।
আছয়ে পরম সুখে ল'য়ে সেইজন ॥
মহাবীর হয় সেই কামের নন্দন।
রতিসুখে থাকে রত শুনহ রাজন ॥
পরম সুন্দর রূপ হয় মহামতি।
তার সহ কেলি করে ঊষা গুণবতী ॥
গৃহ রক্ষা করি মোরা যত্নেতে অশেষ।
কিরূপে পুরুষ সেথা করিল প্রবেশ ॥
বুঝিতে না পারি রাজা ব্যাকুলিত হিয়া।
ঊষার ভবনে আসে চোখে ধূলি দিয়া ॥
অনূঢ়া তোমার কন্যা কি কহিব আর।
দুষ্ট আসি নষ্ট করে চরিত্র তাহার ॥
কোটালের বাক্যে তবে ক্রোধিত রাজন।
বলে কার হেন সাধ্য করে অঘটন ॥
মম পুরে প্রবেশয় কোন্ দুষ্টমতি।
এখনি করিব তার বিষম দুর্গতি ॥
মম কুলে কালি দিবে কলঙ্ক রটিবে।
থাকিতে জীবন মম এমন ঘটিবে ॥
এখনি সে কামপুত্রে নিধন করিব।
আপন দুহিতা ঊষা ঘরেতে আনিব ॥
কার শক্তি মোর সহ কেবা করে রণ।
না দিব তাহারে কন্যা থাকিতে জীবন ॥
এইরূপে বাণরাজা ক্রোধ সহকারে।
সাজিল যুদ্ধের সাজে যুদ্ধ করিবারে ॥
পরে শুন পরীক্ষিৎ অদ্ভুত কাহিনী।
রতিপুত্র আনন্দিত পেয়ে সীমন্তিনী ॥
ঊষার সহিত সুখে তাহার ভবনে।
সর্ব্বক্ষণ থাকে দোঁহে আনন্দিত মনে ॥
বাণরাজ ক্রোধ করি করিল গমন।
অনিরুদ্ধ সহ যুদ্ধ করিতে তখন ॥
করিয়া রণের সজ্জা রথ আরোহণে।
অস্ত্র শস্ত্র আদি যত নিলেক যতনে ॥
ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে নৃপ গমন করিল।
যত সব সৈন্য তার সঙ্গেতে চলিল ॥
এদিকে ঊষার সনে প্রফুল্ল অন্তরে।
অনিরুদ্ধ বসি সেথা পাশাক্রীড়া করে ॥
এমন সময় সেথা বাণ নরপতি।
উপনীত হ'ল তথা ক্রোধভরে অতি ॥
ঊষা-দত্ত রথে তবে করি আরোহণ।
সমরে ধাইল সেই কামের নন্দন ॥
মহাবলবন্ত সেই কামের কুমার।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি হয় আগুসার ॥
বাণ নরপতি তবে করে দরশন।
যুদ্ধ-সাজে পথিমাঝে কামের নন্দন ॥
ধনুর্ব্বাণ হস্তে করি দেবেন্দ্রের প্রায়।
যুদ্ধ হেতু দাঁড়াইয়া র'য়েছে তথায় ॥
কামপুত্রে হেরি তবে বাণ নরপতি।
জ্বলিয়া উঠিল ত্বরা ক্রোধভরে অতি ॥
কহে রায় কটুবাণী কামের নন্দনে।
ওরে দুষ্ট পাপমতি তুই কি কারণে ॥

পামর পাষণ্ড তোর হেন কদাচার।
মোর ঘরে কর চুরি ওহে কুলাঙ্গার॥
কেন তোর মাতা তোরে গর্ভে ধরেছিল।
জনম-কালেতে কেন মৃত্যু না হইল॥
তোর পিতা কামদেব অতি দুরাচার।
সম্বর অসুরে করে কপটে সংহার॥
তার নারী হ'রে নিল অতি দুষ্টমতি।
সেইমত তোর রীতি হেরি যে সম্প্রতি॥
তোর সেই পিতামহে জানে যে সকলে।
ক্ষত্রকুলে জন্ম নিয়ে রহে গোপদলে॥
গোপের গৃহেতে থাকি গোপ অন্ন খায়।
ননী চুরি করি ব্রজে চোর নাম তায়॥
গোপিকাগণের কুল ছলেতে হরিল।
রুক্মিণীরে কৌশলেতে চুরি করি নিল॥
চোরা-রীতি চোর-কুলে সকলেই জানে।
তোর যে কুলের ধর্ম্ম কে আর বাখানে॥
তুই দুষ্ট সেই কুলে লভিলি জনম।
করিস্ গৃহেতে মোর অন্যায় করম॥
এবে সমুচিত ফল পাইবি এখন।
মম হস্তে যমালয়ে করিবি গমন॥
এত শুনি কামপুত্র ক্রোধেতে কম্পিত।
কহে বাণরাজে করি লোচন ঘূর্ণিত॥
মূঢ়মতি কি জানিবে কৃষ্ণের মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দিতে নারে সীমা॥
নিন্দা কর তাঁরে যিনি হরি সর্ব্বময়।
এই পাপে যাবে তুমি শমন-আলয়॥
এত বলি রক্তবর্ণ হইল লোচন।
ক্রোধে কাঁপে কলেবর হস্তে শরাসন॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া কহে সেইক্ষণে।
সমরে প্রবৃত্ত হও ডাকিছি সঘনে॥
হেনকালে বাণদৈত্য ক্রোধিত অন্তর।
ধনুকে যুড়িল অস্ত্র অতি খরতর॥
অনিরুদ্ধ প্রতি বাণ করিল ক্ষেপণ।
বাণে রতিপুত্র তাহা করে নিবারণ॥
তবে দৈত্যপতি ভীম শূল ল'য়ে হাতে।
লক্ষ্য করি মারিলেক অনিরুদ্ধ-মাথে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহা নিবারণ করে।
ভয়ে ক্রোধে বাণ রাজা বজ্র অস্ত্র ধরে॥
মহাক্রোধে সেই বজ্র-বাণ যে ছাড়িল।
বৈষ্ণব বাণেতে সেই বাণ নিবারিল॥
এইরূপে দুইজনে যুদ্ধ ঘোরতর।
কেহ না পরাস্ত হয় করয়ে সমর॥
এইরূপে বহু রণ দু'জনে করিল।
উভয়ে সমান যোদ্ধা কেহ না হারিল॥
শঙ্করের বরপুত্র বাণ নৃপবর।
যুড়িল ধনুকে সেই সম্মোহন শর॥
সেই বাণে মোহপ্রাপ্ত অনিরুদ্ধ হয়।
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়ে সে সময়॥
বাণরাজা অনিরুদ্ধে বাঁধিলেন পরে।
বন্ধন করিয়া রাখে কারার ভিতরে॥
অনিরুদ্ধ নাগপাশে হইল বন্ধন।
ভাগবত কথা সবে করহ শ্রবণ॥

অমৃতের তুল্য স্বাদ শমনদমন।
ভক্তিভরে সুবোধ করিল বিরচণ॥

ইতি অনিরুদ্ধ হরণ।

ত্রিষষ্টি অধ্যায়

বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ

শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
বাণ-কৃষ্ণ যুদ্ধ এবে করিব বর্ণন॥
নাগপাশে অনিরুদ্ধে বান্ধে দৈত্যপতি।
এ সংবাদ কৃষ্ণপাশে যায় দ্রুতগতি॥
এ সংবাদ যায় যবে দ্বারকা-ভবনে।
সাজিতে কহিল হরি যদু-সেনাগণে॥
অনিরুদ্ধে করিয়াছে নিগড়ে বন্ধন।
শুনি ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ লোহিত লোচন॥
রমাপতি করে গতি দুঃখিত অন্তরে।
বাণপুরী রক্ষে কিন্তু দেবতা শঙ্করে॥
শিব-সেনাগণ সহ দেবী ভগবতী।
কার্ত্তিকাদি আছে আর দেব গণপতি॥
তবে দেব দামোদর বিচারিল মনে।
সাজিতে কহিল যত যাদব-নন্দনে॥
গজ অশ্ব নিল আর যদুসেনা যত।
সাজিয়া অমর সাজে চলে শত শত॥
রথ রথী গজ বাজী অসংখ্য সাজিল।
ঘোর রবে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল॥
মহাক্রোধে চলিল সে দেব জনার্দ্দন।
মনেতে জাগিছে সদা পৌত্রের বন্ধন॥
শোকার্ত্ত হৃদয় তার পৌত্রের কারণ।
ক্রোধে ধায় মহাবেগে করিবারে রণ॥
বৃষ্ণিগণ সবে যায় শোণিত নগরে।
কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধে গৃহে আনিবারে॥
গদ সাম্ব যুযুধান প্রদ্যুম্ন সারণ।
নন্দ উপনন্দ যায় করিবারে রণ॥
বাণপুরে উপনীত হ'য়ে ভগবান্।
যুদ্ধ হেতু বাণদৈত্যে করিল আহ্বান॥
মহাক্রোধে বাণরাজা সাজিয়া সমরে।
ক্রোধে কাঁপে কলেবর চলিল সত্বরে॥
সজ্জা করি মহারাজ রথে আরোহিল।
ধনুঃশর হাতে করি যুদ্ধে প্রবেশিল॥
সমরে প্রবেশ করে বাণ মহামতি।
দানব দলনে যেন দেব শচীপতি॥
যদুগণ সঙ্গে রণ করিবারে মন।
এখানেতে ভগবতী জানিল কারণ॥
শিব-সৈন্য ভৈরবাদি গমন করিল।
উগ্রচণ্ডা করে খাণ্ডা যুদ্ধে প্রবেশিল॥
বৃষরূপী নন্দীপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
আপনি শঙ্কর চলে করিবারে রণ॥
কার্ত্তিক প্রমথ আদি সঙ্গে যায় তার।
বাণে বাণে চলে তবে প্রহারে প্রহার॥
ঘোর রণে যদুগণে জানিয়া প্রবল।
মহাশব্দে আসে রণে শিব-সেনাদল॥
ঘোর শব্দে বাজে বাদ্য স্তব্ধ ত্রিভুবন।
সৈন্য-কোলাহলে ধরা হইল কম্পন॥
বৃষোপরি মহেশ্বর যেন মহাবল।
ত্রিশূল ধরিয়া দেব আসে রণস্থল॥
তবে বাণ নরপতি প্রণমি শঙ্করে।
যুদ্ধে অগ্রসর হয় সানন্দ অন্তরে॥
প্রথমে হইল রণ সাত্যকির সনে।
বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুইজনে॥
দুই জনে সম রণে কেহ ঊন নয়।
করে ঘোরতর রণ নহে পরাজয়॥
পরেতে মারিল বাণ সাত্যকি যখন।
সেই বাণে বাণ রাজা হ'ল অচেতন॥
অচেতন রথোপরি হইল পতন।
তাহারে রক্ষিতে যান দেব ষড়ানন॥
পার্ব্বতী-কুমার যুঝে কামদেব সহ।
দু'জনে বাধিল রণ মহাভয়াবহ॥

বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুইজনে।
কেহ পরাজিত নাহি হয় সেই রণে॥
যদু-সেনা শিব-সেনা করিল সমর।
হইল বিষম যুদ্ধ শুন নরবর॥
শঙ্করে শ্রীকৃষ্ণে হয় সুভীষণ রণ।
তাহা দেখিবারে সবে করে আগমন॥
ব্রহ্মা আদি দেব আর সিদ্ধ ও চারণ।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি আসে সর্ব্বজন॥
বিমানে থাকিয়া সবে করে বিলোকন।
ভগবানে মহাদেবে করিতেছে রণ॥
প্রমথ গুহ্যক ভূত ডাকিনী যোগিনী।
কৃষ্ণসহ করে রণ কাঁপায়ে মেদিনী॥
রণে ভঙ্গ দিয়ে পরে পলায় সত্রাসে।
আপনি শঙ্কর তবে রণক্ষেত্রে আসে॥
দুই জন মহাবীর কেহ কম নয়।
একের উপরে অন্যে বাণ নিক্ষেপয়॥
এই ভাবে দীর্ঘকাল করিলে সমর।
সম্মোহন-অস্ত্রে কৃষ্ণ জৃম্ভিল শঙ্কর॥
তাহা দেখি শিব-সৈন্য করে পলায়ন।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে বাণ তথা করে আগমন॥
কোটবী বাণের মাতা নগ্নরূপ ধরি।
মুক্তকেশী দাঁড়াইল যথায় শ্রীহরি॥
শ্রীহরি নগ্নিকা মূর্ত্তি করি দরশন।
যুদ্ধ ছাড়ি ফিরাইল ঘৃণায় বদন॥
সুযোগ বুঝিয়া বাণ ছাড়িয়া সমর।
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল আপন নগর॥
মাহেশ্বর নারায়ণ দুই জ্বর পরে।
মহামারীরূপে লিপ্ত হইল সমরে॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ পীড়ে মাহেশ্বর জ্বরে।
মাহেশ্বর স্তবস্তুতি করে বিশ্বম্ভরে॥
এদিকে দানবপতি প্রস্তুত হইয়া।
সসৈন্য আসিল রণে ধাইয়া ধাইয়া॥
পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
বাণের সহিত যুঝে দেবকীনন্দন॥
হইল তুমুল যুদ্ধ বাণ জনার্দ্দনে।
বাণে বাণে জর্জ্জরিত হ'ল দুইজনে॥
বাণ রাজা ছাড়ে বাণ খরতর অতি।
বায়ুবেগে ধায় বাণ নারায়ণ প্রতি॥
সেই বাণ নিবারণ করে জনার্দ্দন।
মহাক্রোধে যদুপতি ধরে সুদর্শন॥
প্রভাকর সম তেজ দৃশ্যে ভয়ঙ্কর।
সেই অস্ত্র মন্ত্রপূত করে যদুবর॥
বাণের সহস্র বাহু দেব জনার্দ্দন।
একে একে সেই চক্রে করেন ছেদন॥
অচেতন বাণ রাজা হয় সেইক্ষণে।
ভূমিতলে পড়ে বাণ কৃষ্ণ-প্রহরণে॥
বাণাঘাতে বাণ রাজা পড়িল ধরায়।
তাহা দেখি মহাদেব চিন্তাযুক্ত তায়॥
বেগে গিয়া নৃপবরে কোলেতে করিল।
শোকান্বিত পশুপতি কাঁদিতে লাগিল॥
বাণ-রাজে কোলে নিল তবে মহেশ্বর।
চেতনা পাইল তবে বাণ নৃপবর॥
ভক্তের মঙ্গল তরে দেব মহেশ্বর।
চক্রধরে করে স্তব যুক্ত করি কর॥
বলে ওহে সর্ব্বসার দেব নারায়ণ।
পরম পুরুষ তুমি অনাদি কারণ॥
কে জানে তোমাকে দেব তুমি মূলাধার।
ত্রিভুবনে কেবা বুঝে মহিমা তোমার॥
অনন্ত অখিলপতি তুমি সর্ব্বগতি।
বেদেতে নাহিক সীমা জগতের পতি॥
বিশ্বের ব্যাপক তুমি দেব নারায়ণ।
কখন বিরাটরূপ হও জনার্দ্দন॥
আকাশ তোমার নাভি মুখ হুতাশন।
জল তব শুক্র হয় জানি জনার্দ্দন॥
স্বর্গ শির কর্ণ দিক্ পৃথিবী চরণ।
চন্দ্র তব মন হয় ভাস্কর নয়ন॥
অহঙ্কার আত্মা তব সমুদ্র উদর।
ইন্দ্র তব বাহু হয় জানি নিরন্তর॥

ওষধি তোমার রোম মেঘ কেশদাম।
বিরিঞ্চি তোমার বুদ্ধি ওহে গুণধাম ॥
প্রজাপতি মেঢ্র তব ধর্ম্ম যে হৃদয়।
বিরাট পুরুষ তুমি ওহে দয়াময় ॥
স্বপ্রকাশ তুমি হরি শুদ্ধ ও তুরীয়।
পুরুষ-প্রধান তুমি সদা অদ্বিতীয় ॥
মায়ায় বিমুগ্ধ হ'য়ে যত জীবগণ।
সংসারে আসক্ত হ'য়ে আছে অনুক্ষণ ॥
আমি ব্রহ্মা আর আছে মুনিগণ যত।
চরণে শরণ সবে লই অবিরত ॥
মম ভক্ত হয় এই বাণ নরপতি।
ইহারে অভয় দান কর হে সম্প্রতি ॥
কৃপার সাগর তুমি ওহে দয়াময়।
কৃপা করি বাণরাজে দাও হে অভয় ॥
শঙ্করের বাক্য শুনি হরি জনার্দ্দন।
মৃতুহাস্তে কহিলেন মহেশে তখন ॥
তোমার অভীষ্ট আমি করিব সাধন।
এ অসুর বধ্য মোর নহে কদাচন ॥
প্রহ্লাদেরে আমি বর করেছিনু দান।
তার বংশধরে আমি না বধিব প্রাণ ॥
মোর বরে বাণ রাজা হইবে অমর।
তোমার পার্ষদ হ'য়ে রবে নিরন্তর ॥
হরিরে প্রণাম করি বাণ নরপতি।
কহিল বিনম্র ভাষে হৃষ্ট হ'য়ে অতি ॥
চল দেব তব পৌত্রে কন্যা করি দান।
অনিরুদ্ধ হ'ল মোর প্রাণের সমান ॥
এত কহি আজ্ঞা দিল নিজ অনুচরে।
অনিরুদ্ধ আছে যথা কারার ভিতরে ॥
সেই স্থানে শীঘ্র গিয়া ঘুচাও বন্ধন।
আজ্ঞামত কার্য্য করে অনুচরগণ ॥
বন্ধন মোচন করি তথা নরপতি।
নিজ কন্যা দান করে হর্ষমনে অতি ॥
বিধিমতে কন্যাদান করিল রাজন।
কৌতুকে যৌতুক দিল বহু রত্নধন ॥
ধন-রত্ন হীরকাদি অমূল্য ভূষণ।
দাস দাসী হয় হস্তী দিল অগণন ॥
তবে দেব নারায়ণ আনন্দিত হন।
বাণ প্রতি আশীর্ব্বাদ করেন তখন ॥
শিব-আজ্ঞা ল'য়ে পরে দেব জনার্দ্দন।
দ্বারকানগরে ত্বরা করিল গমন ॥
বর-কন্যা ল'য়ে হরি হরষে তখন।
দ্বারকাপুরীতে গিয়া উপনীত হন ॥
আনন্দিত পুরবাসী দেখি কন্যা বর।
রতি সতী পুত্র পেয়ে হরিষ অন্তর ॥
রুক্মিণী প্রভৃতি যত যদুকুল-নারী।
কন্যা দেখিবারে সবে আসে সারি সারি ॥
আনন্দ-সলিলে সবে হইল মগন।
মহোৎসবে মত্ত সবে যত নারীগণ ॥
এইরূপে ঊষা সতী অনিরুদ্ধে পায়।
পরম আনন্দে দোঁহে রহে দ্বারকায় ॥
সুবোধ রচিল গীত অতীব মধুর।
শ্রবণ করিলে ভবভয় হয় দূর ॥

ইতি বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ।

বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ

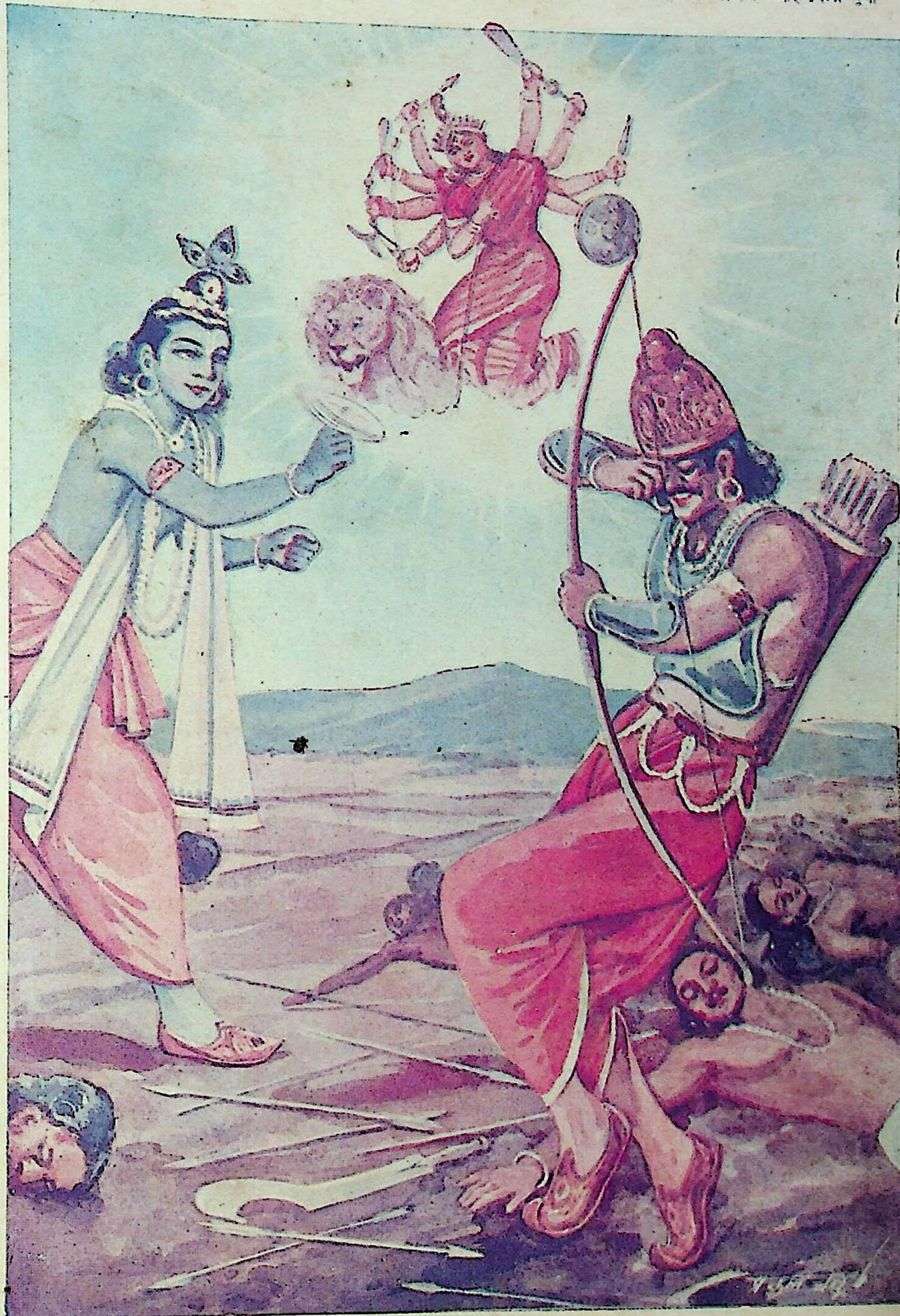

সেই বাণ নিবারণ করে জনার্দ্দন।
মহাক্রোধে যদুপতি ধরে সুদর্শন॥

পৃষ্ঠা—৯৪৩

চতুঃষষ্টি অধ্যায়

নৃগ রাজার উপাখ্যান

শুক কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
একদিন দ্বারকাতে কি হয় ঘটন॥
সাম্ব চারু ভানু গদ আদি কৃষ্ণসুত।
উপবনে যায় সবে প্রদ্যুম্ন সহিত॥
যাদব-কুমার যত আনন্দ অন্তরে।
বিহার করিতে যায় কানন-ভিতরে॥
বহুক্ষণ বনক্রীড়া করি তারপর।
পিপাসায় অতিশয় হইল কাতর॥
জল হেতু নানা স্থানে করে অন্বেষণ।
পরেতে বিষম কূপ করে দরশন॥
বারিহীন কূপ দেখি লাগিল তরাস।
তাহাতে পড়িয়া আছে এক কৃকলাস॥
বিরাট শরীর তার পর্ব্বত-প্রমাণ।
কূপের মাঝারে তাহা করে অবস্থান॥
দরশনে মনে মনে আশ্চর্য্য হইল।
উদ্ধারিতে কূপ হ'তে মনে বিচারিল॥
পরস্পর মনে মনে যুক্তি করি সার।
যাদব-নন্দন যত করিল বিচার॥
কূপ হ'তে কৃকলাসে তুলিতে তখন।
চর্ম্মের রজ্জুতে তারে করিল বন্ধন॥
প্রাণপণে যদুগণ টানিতে লাগিল।
কিছুতেই কৃকলাসে তুলিতে নারিল॥
তুলিবার শক্তি থাক্ নড়াতে না পারে।
বহু যত্ন করে সবে তুলিবারে তারে॥
মহাবলবান্ যত যাদব-নন্দন।
একেবারে বিস্ময়েতে হইল মগন॥
কোনমতে কৃকলাসে তুলিতে না পারি।
কৃষ্ণ-অগ্রে গিয়া সবে কহে তাড়াতাড়ি॥
ওহে দেব একি দেখি অপূর্ব্ব দর্শন।
কূপে এক কৃকলাস রয়েছে পতন॥
প্রকাণ্ড শরীর তার বিষম আকার।
মোরা সবে যাই তারে করিতে উদ্ধার॥
নড়াইতে কিন্তু তারে শক্তি নাহি হয়।
অতএব দেখিবারে চল মহাশয়॥
বুঝি কোন মায়াধারী প্রকাশিল মায়া।
কূপ-মাঝে আছে পড়ি বাড়াইয়া কায়া॥
তারে দেখি মনে মনে হ'ল বড় ভয়।
চল প্রভু একবার ঘুচিবে সংশয়॥
তাহা শুনি বাসুদেব চলিল সত্বর।
কূপের নিকটে যায় দেব দামোদর॥
ঈশ্বরের মায়া বল কে বুঝিতে পারে।
বামহাতে ধরি হরি তুলিলেন তারে॥
কূপ হ'তে কৃকলাসে তুলিল যখন।
কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শে তার পাপ বিমোচন॥
হইল সে দিব্যকান্তি রূপ মনোহর।
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ হইল সত্বর॥
দিব্য অলঙ্কারাবৃত দিব্য মালা গলে।
করযোড়ে পড়ে তবে কৃষ্ণ-পদতলে॥
প্রণমিয়া কৃষ্ণপদে দাঁড়ায় তখন।
হৃষীকেশ মৃদুভাষে কহিল বচন॥
ওহে মহাভাগ আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
কে তুমি সৌভাগ্যশালী বলহ আমারে॥
ভুবনমোহন রূপ করি দরশন।
হেন দশা হ'ল তব কিসের কারণ॥
কোন্ দেব কহ তুমি নিকটে আমার।
কোন্ পাপে এই দশা হয়েছে তোমার॥

প্রকাশ করিয়া কহ করিব শ্রবণ।
হাসি হাসি মৃদুভাষে কহে নারায়ণ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে কহে সেইজন।
শুন প্রভু কহি আমি নিজ বিবরণ॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম নৃগ নাম হয়।
দানব্রতে ব্রতা আমি ছিনু অতিশয়॥
আপনার অপরাধ কহা যুক্তি নয়।
তোমার আজ্ঞায় কহি ওহে দয়াময়॥
আমার মতন দাতা না ছিল ভুবনে।
তোমার সাক্ষাতে তাহা কহিব কেমনে॥
আকাশের তারা যত আছে অগণন।
যদ্যপি তাদের সংখ্যা হয় নিরূপণ॥
আমার দানের সংখ্যা কভু নাহি হয়।
জলধারা মত দান জানিবে নিশ্চয়॥
কি কব দানের কথা তোমার গোচরে।
দুগ্ধবতী কত গাভী প্রফুল্ল অন্তরে॥
করিয়াছি অকাতরে দান সবাকারে।
বিবিধ রজত মণি স্বর্ণ অলঙ্কারে॥
হীরকাদি মণি চুনি অনেক রতনে।
দ্বিজগণে করি দান আনন্দিত মনে॥
অকাতরে করি দান যেই যাহা চায়।
আমার দুর্গতি পরে শুন যদুরায়॥
একদিন এক বিপ্র আসে মম স্থান।
তাঁর ইচ্ছামত তাঁরে ধেনু করি দান॥
গাভী ল’য়ে বিপ্রবর গৃহেতে চলিল।
বিপ্রগৃহ হ’তে ধেনু পলায়ে আইল॥
পলাইয়া মম গৃহে করে আগমন।
সেই ধেনু ধেনুপালে মিশিল তখন॥
কিছুই না জানি আমি তাহার সন্ধান।
সেই ধেনু অন্য বিপ্রে করিলাম দান॥
ধেনু ল’য়ে দ্বিজবর গৃহে চলি যায়।
পূর্ব্ব দ্বিজ পথমাঝে দেখিবারে পায়॥
গাভী হেরি দ্বিজবর জিজ্ঞাসে তাঁহারে।
কোথায় পাইলে গাভী কহ তা আমারে॥
তাহা শুনি দ্বিজবর কহিল তখন।
নৃগরাজ দিল ধেনু শুন বিবরণ॥
আমারে করিল দান ল’য়ে যাই ঘর।
তাহা শুনি পূর্ব্ব দ্বিজ সক্রোধ অন্তর॥
ক্রোধভরে দ্বিজবরে কহিল তখন।
মোর গাভী দান করে মিথ্যা এ বচন॥
মোর গাভী অন্যে দিতে সাধ্য কি রাজার।
কল্য মোরে দিল গাভী সাক্ষাতে সবার॥
পাল হ’তে ধেনু মোর পলাইয়া যায়।
মোর ধেনু দেহ মোরে কহিনু তোমায়॥
ক্রোধিত হইয়া দ্বিজ কহিল তখন।
কেন বৃথা কহ তুমি মিথ্যা এ বচন॥
আমারে করিল দান হরিষ অন্তরে।
পথ ছাড় ধেনু ল’য়ে যাই আমি ঘরে॥
আমার এ গাভী হয় কহিনু নিশ্চয়।
এইরূপে দুইজনে বিবাদ করয়॥
বিবাদ করিয়া পরে বিপ্র দুইজন।
আমার নিকটে পুনঃ আইল তখন॥
দুই বিপ্র মম পাশে কহিল বচন।
এই ধেনু কার সত্য বল হে রাজন॥
ক্রোধিত দেখিয়া আমি বিপ্র দুইজনে।
বিনয় করিয়া কহি দ্বিজের চরণে॥
বিবাদেতে কেন মত্ত হও বিপ্রগণ।
আমার কথায় ক্ষান্ত হও একজন॥
যেজন হইবে ক্ষান্ত আমার বচনে।
লক্ষ ধেনু দান আমি করিব সে জনে॥
কিছুতেই প্রবোধ না মানে দুইজন।
কহিতে লাগিল তারা সক্রোধ বচন॥
এই গাভী লবে তারা দুই জনে কয়।
সত্য কহ নৃপ এই ধেনু কার হয়॥
বিপদে পড়িনু আমি বিপ্রের কথায়।
কি করিব ভাবি কিছু না পাই উপায়॥
অনন্তর বিপ্রদ্বয় ধেনু ত্যাগ ক’রে।
প্রস্থান করিল গৃহে অতি ক্রোধভরে॥

হইলে আমার মৃত্যু যমদূতগণ ।
আমারে যমের পুরে করে আনয়ন ॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ আমারে ডাকিয়া ।
কি করিবে নরপতি কহ বিচারিয়া ॥
শুভ বা অশুভ ভোগ অগ্রে কিবা চাও ।
আমার নিকটে তব বাসনা জানাও ॥
ধর্ম্মরাজে কহিলাম বিনীত বচনে ।
অগ্রেতে অশুভ ভোগ করিব এক্ষণে ॥
এরূপ বচন যবে কহি যম প্রতি ।
কৃকলাস রূপে মোর হইল দুর্গতি ॥
কৃকলাস হ'য়ে আছি কূপের ভিতর ।
তব দরশনে মুক্তি হ'ল দামোদর ॥
যোগীর বাঞ্ছিত পদ হেরিনু নয়নে ।
যোগেশ্বর তব রূপ ভাবে মনে মনে ॥
সেই প্রভু সম্মুখেতে করি দরশন ।
দ্বিজ হ'তে হ'ল মোর সৌভাগ্যঘটন ॥
বিষম এ কূপ হ'তে মোরে উদ্ধারিলে ।
দিয়া মোরে তত্ত্বজ্ঞান ভ্রম ঘুচাইলে ॥
এখন করুণা মোরে কর নারায়ণ ।
যেন তব পদে মতি রহে অনুক্ষণ ॥
অনন্ত তোমার শক্তি কি বলিব আর ।
বাসুদেব শ্রীমাধব যশোদাকুমার ॥
দেবদেব জগন্নাথ ওহে নারায়ণ ।
হে গোবিন্দ হৃষীকেশ ওহে জনার্দ্দন ॥
অচ্যুত অব্যয় তুমি ওহে বিশ্বপতি ।
ভবদুঃখে অন্ধ আমি অতি মূঢ়মতি ॥
আনন্দ-স্বরূপ তুমি হে-বিশ্ববিধাতা ।
সবার আশ্রয় তুমি কর্ম্মফলদাতা ॥
জ্ঞানহীন মূঢ়মতি কিবা তত্ত্ব জানি ।
মম শিরে দেহ প্রভু চরণ দু'খানি ॥
এইরূপে স্তুতি করে কৃষ্ণেরে নৃপতি ।
প্রদক্ষিণ করি তবে করেন প্রণতি ॥
কৃষ্ণ-অনুমতি ল'য়ে নৃগ-নরপতি ।
বিমানেতে চড়ি স্বর্গে করিলেন গতি ॥
বিমানে চড়িয়া নৃগ স্বর্গে চলি যায় ।
অনায়াসে মুক্তি পায় হরির কৃপায় ॥
তদন্তরে নারায়ণ কহে সর্ব্বজনে ।
শুন কহি যদুগণ বচন এক্ষণে ॥
সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ হয় ।
তাঁহাদের আজ্ঞাকারী ক্ষত্র সমুদয় ॥
শুন কহি পুত্রগণ আমার বচন ।
দুর্জ্জয় এ ব্রহ্ম-অগ্নি নহে নিবারণ ॥
সে অগ্নি বিষম মনে জানিবে নিশ্চয় ।
বিনা দোষে সে অগ্নিতে সবে দগ্ধ হয় ॥
যেবা দোষী তার কথা কহিব কি আর ।
নৃগরাজে কি দুর্গতি সাক্ষী দেখ তার ॥
সর্পবিষ আমি তারে বিষ নাহি মানি ।
মন্ত্রেতে ঔষধে তার প্রতিকার জানি ॥
ব্রহ্মশাপ-বিষ কভু নহে নিবারণ ।
ব্রহ্মবিষে দগ্ধ হয় অমরের গণ ॥
রোগের নির্ব্বাণ হয় ভক্ষিলে গরল ।
অগ্নি নিবারণ হয় বরষিলে জল ॥
কিন্তু ব্রহ্ম-অগ্নি কভু নিবারণ নয় ।
সমূলেতে সবাকার দহন নিশ্চয় ॥
যদি কেহ হরে কভু ব্রাহ্মণের ধন ।
সমূলে পুরুষত্রয় হয় যে নিধন ॥
স্ব-বলেতে যেই জন ব্রহ্মবৃত্তি হরে ।
দশম পুরুষ তার দগ্ধ হয় পরে ॥
ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দেয় যেই জন ।
অবশ্য তাহার হয় নরকে গমন ॥
শুন কহি পুত্র তার সংখ্যা নিরূপণ ।
অভিমানে বিপ্র যদি করয়ে রোদন ॥
সেই নেত্রজলে যত ধূলি দ্রব হয় ।
ততেক হাজার বর্ষ নরকেতে রয় ॥
মহা কুম্ভীপাকে পড়ে সেই দুষ্টজন ।
কোটিকল্পকাল পরে হয় নিবারণ ॥
অতএব পুত্রগণ শুন বাক্য সার ।
দ্বিজদত্ত বৃত্তি হরে যেই দুরাচার ॥

কিংবা পরদত্ত বৃত্তি স্ববলেতে হরে।
তাহার পাপের সংখ্যা কোন্ জন করে॥
সে ব্যক্তি নিশ্চয় ষষ্টি সহস্র বৎসর।
কৃমি হ'য়ে জন্ম লয় বিষ্ঠার ভিতর॥
তাই বলি শুন ওহে যত পুত্রগণ।
বিপ্রে অবহেলা সবে না ক'রো কখন॥
যে জন আমার বাক্য লঙ্ঘন করিবে।
দণ্ডভোগী সেই জন অবশ্য হইবে॥
নৃগরাজে কি দুর্দ্দশা সাক্ষাতে হেরিলে।
ব্রহ্মবিষে দেহ তার দহিতে দেখিলে॥
সকল সঙ্কট আমা হ'তে রক্ষা হয়।
ব্রহ্মবাক্য আমা হ'তে কভু নাহি ক্ষয়॥

সুবোধ রচিল গীত নৃগ-বিবরণ।
দেখালেন ধর্ম্মপথ দেব জনার্দ্দন॥

ইতি নৃগ রাজার উপাখ্যান।

পঞ্চষষ্টি অধ্যায়

বলরামের বৃন্দাবন দর্শন ও যমুনা আকর্ষণ

শুক কহে শুন রাজা কথা পুরাতন।
শ্রবণে কলুষ যত হয় বিমোচন॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই দ্বারকা-ভবনে।
মানব-আকারে ক্রীড়া করে অনুক্ষণে॥
একদিন বলদেব বৃন্দাবন বনে।
গমন করিল দেব রথ-আরোহণে॥
বৃন্দাবনে আসি দেব উপনীত হয়।
সবে বলরামে হেরি মানিল বিস্ময়।
বলরামে হেরি সবে আনন্দিত মন।
নিকটে আসিয়া সবে করে আলিঙ্গন॥
অনিমিষে বলরামে দরশন করে।
নন্দ যশোমতী তথা আইল সত্বরে॥
বলভদ্র দোঁহা-পদে প্রণতি করিল।
নন্দ যশোমতী তাঁরে কোলেতে লইল॥
কোলে বসাইয়া দোঁহে করেন ক্রন্দন।
আঁখিজলে বক্ষ ভাসে শুনহ রাজন॥
গদগদ-স্বরে কথা হলধরে বলে।
কহ বাপ কৃষ্ণ মোর আছেত কুশলে॥
কিরূপে আছয়ে কৃষ্ণ মোদের ছাড়িয়া।
কুতুহলে আছে কি সে জ্ঞাতিজনে নিয়া॥
এইরূপে পরস্পর কহে বাক্য কত।
পরে তথা আইলেন গোপগণ যত॥
সকলে সম্ভাষি রাম আনন্দ হৃদয়।
শ্রীদামাদি সখা যত আসে সমুদয়॥
সখাগণে ল'য়ে পরে সানন্দ অন্তর।
কহিলেন নানা কথা কহিতে বিস্তর॥
বিহরে আনন্দে তথা ল'য়ে সখাগণ।
কহিতে যতেক কথা না যায় বর্ণন॥
ক্ষণেক বসিয়া পরে বিশ্রাম লভিল।
বৃন্দাবন-বাসী গোপ সকলে আইল॥
সবাকারে সমাদরে করে সম্ভাষণ।
বলরাম প্রেমে পূর্ণ করে জিজ্ঞাসন॥
বলরাম বলে কহ কুশল-বারতা।
গোপগণ কহে কেন কহ হেন কথা॥
কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবনে কি আর কুশল।
অন্ধকারময় দেখ এ ব্রজ-মণ্ডল॥

কহ মহাশয় শুনি কৃষ্ণের কাহিনী।
কিরূপে আছেন তথা জনার্দ্দন তিনি॥
কিরূপে আছেন হরি ল'য়ে পরিজন।
কহ বলভদ্র শুনি সেই বিবরণ॥
কৃষ্ণহস্তে কংস-কুল হইল নিধন।
কংসে মারি গেল হরি দ্বারকা-ভবন॥
তবু না এ বৃন্দাবনে এলো পুনর্ব্বার।
নিবাস করিল সেই সাগরের পার॥
আমাদেরে বুঝি কৃষ্ণ হ'ল বিস্মরণ।
এইরূপ জিজ্ঞাসয়ে যত গোপগণ॥
হেনকালে ব্রজনারী আইল সবাই।
বলভদ্রে হেরি সবে আনন্দিত তাই॥
হাস্যাননে বলদেবে জিজ্ঞাসে তখন।
কহ বলদেব কৃষ্ণ আছেন কেমন॥
মাতা পিতা বন্ধুগণ আছে বা কেমন।
আমা সবাকার কথা করে কি স্মরণ॥
আমাদের ছাড়ি কৃষ্ণ গেল মথুরায়।
আর কি কখন কৃষ্ণ আসিবে হেথায়॥
কহ বলভদ্র শুনি স্বরূপ বচন।
আর কি আসিবে হরি এই বৃন্দাবন॥
আর কি গোপিকাগণে মনে আছে তার।
বহু নারী সনে এবে করেন বিহার॥
যে কৃষ্ণের তরে মোরা আত্মীয় স্বজন।
পতি পুত্র পিতা মাতা করিনু বর্জ্জন॥
সেই কৃষ্ণ আমাদের করি পরিহার।
মথুরা নগরে গেল একি ব্যবহার॥
যাবার সময় হরি আমাদেরে-কন।
আবার গোকুলে ফিরে আসিব এখন॥
তাঁহার কথায় আর না হয় বিশ্বাস।
আমাদের সনে বুঝি করে পরিহাস॥
কোন গোপী কহে কেন কও কৃষ্ণকথা।
না শুনিতে চাহি আর কৃষ্ণের বারতা॥
মোদের ছাড়িয়া যদি পারে থাকিবারে।
মোরাও থাকিতে পারি ছাড়িয়া তাহারে॥
কহিতে কহিতে এই কথা গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণগুণ করিল স্মরণ॥
কৃষ্ণরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
কৃষ্ণের সে হাস্যানন মনেতে পড়িল॥
এইরূপে কৃষ্ণরূপ করিয়া স্মরণ।
একেবারে হয় সবে বিচলিত মন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে অতি উচ্চৈঃস্বরে।
ভূমে পড়ি ব্রজনারী কাঁদিল কাতরে॥
তাহা দেখি বলরাম দুঃখিত হইল।
কৃষ্ণের কুশল কহি প্রবোধ করিল॥
শুন পরীক্ষিৎ কহি অপূর্ব্ব কথন।
এইরূপে গোপীগণে করিয়া সান্ত্বন॥
কিছুদিন বৃন্দাবনে রহে সঙ্কর্ষণ।
গোপীসনে ক্রীড়ারসে হইয়া মগন॥
রাসলীলা করে ল'য়ে গোপী সমুদয়।
পূর্ণিমার নিশা যবে উপনীত হয়॥
যমুনা-পুলিনে সেই নিকুঞ্জ-কাননে।
বলদেব ক্রীড়া করে ল'য়ে গোপীগণে॥
বলদেব-প্রীতি হেতু তবে জলেশ্বর।
বারুণী আদেশ করে যাইতে সত্বর॥
বারুণী কোটর হ'তে হইল বাহির।
সেই গন্ধে কুঞ্জবন হইল অস্থির॥
সেই গন্ধ অনুসরি বলভদ্র ধায়।
গোপীগণ সহ মধু আনন্দেতে খায়॥
সুরাপানে মত্ত রাম হইয়া তখন।
মধুর স্বরেতে গান করে সঙ্কর্ষণ॥
মধুপানে মহামত্ত দেব হলধর।
আরক্তলোচন দেব শোভিত সুন্দর॥
গলে তার মালা দোলে কর্ণেতে কুণ্ডল।
ঘর্ম্মেতে আচ্ছন্ন হয় বদন কমল॥
জলক্রীড়া তরে রাম তখন অধীরে।
আহ্বান করিল তবে যমুনা নদীরে॥
মধুপানে একেবারে মাতিয়া উঠিল।
বার বার যমুনারে ডাকিতে লাগিল॥

পুনঃ পুনঃ বলরাম ডাকে যমুনায়।
ক্রোধিত হইল দেব উত্তর না পায়॥
উত্তর না পেয়ে রাম কোপান্বিত তায়।
অনাদর হেতু দেবী না আসে তথায়॥
বলরাম যমুনারে না করি দর্শন।
ক্রোধেতে হইল তার সর্ব্বাঙ্গ কম্পন॥
আরক্তলোচনে তবে দেব হলধর।
হল-অস্ত্রে যমুনাকে টানে তদন্তর॥
ক্রোধেতে কহিল দেব কত কুবচন।
যমুনারে মহাক্রোধে করি আকর্ষণ॥
কেন পাপীয়সী তব এত অহঙ্কার।
না দেও উত্তর তুমি বাক্যেতে আমার॥
ডাকিলাম বার বার তবু না আসিলে।
কোন্ অহঙ্কারে বল মত্ত হয়েছিলে॥
তোর অহঙ্কার আজ করিব চূর্ণিত।
সমুচিত দণ্ড তোর হইবে বিহিত॥
তোরে আজ খণ্ড খণ্ড করিব নিশ্চয়।
আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হয়॥
আর কত বলদেব করিল ভর্ৎসন।
যমুনা শ্রবণ করে রামের বচন॥
ভীতমতি হ'য়ে সতী সে সব শুনিয়া।
সত্বরে ধাইল দেবী সঙ্কিত হিয়া॥
কৃতাঞ্জলি করি তবে তখনি ধাইল।
মহাভীত হ'য়ে সতী ভূতলে পড়িল॥
বলরাম-পদতলে হইল পতিত।
ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ তার হইল কম্পিত॥
চরণ ধরিয়া তার কাঁদিতে লাগিল।
মৃদুভাষে মহাত্রাসে স্তব আরম্ভিল॥
মহাবাহু হও তুমি মহাবলধর।
পরম পুরুষ দেব বিশ্বের ঈশ্বর॥
কি জানি তোমার তত্ত্ব আমি যে রমণী॥
অপরাধ ক্ষম মোর ওহে গুণমণি॥
সর্ব্বাধার সর্ব্বাশ্রয় পতিতপাবন।
তুমি দেব মহাকায় ভয়-নিবারণ॥
চরণে শরণ তব লইনু এবার।
অপরাধ ক্ষমা কর কৃপা-অবতার॥
তুমি না করিলে দেব কে দয়া করিবে।
অধিনীর দোষ যত কিছু না লইবে॥
যমুনার স্তুতিবাণী শুনি হলধর।
সভয় হেরিয়া তারে হইল কাতর॥
হলধর হর্ষান্বিত হইল তখন।
তবে যমুনায় দেব করিল মোচন॥
যমুনা রহিল তথা প্রফুল্ল অন্তরে।
গোপীসহ জলকেলি বলভদ্র করে॥
হস্তিনী সহিত যথা মত্ত করিবর।
হেনরূপে নারী সহ দেব হলধর॥
করিলেন জলকেলি হরিষ অন্তরে।
ক্রীড়াশেষে তীরে সবে উঠিল সত্বরে॥
জল হ'তে বলরাম উঠিল যখন।
নীল বস্ত্র লক্ষ্মীদেবী করিলা অর্পণ॥
উত্তরীয় মহামুল্য মালা অলঙ্কার।
দান করিলেন লক্ষ্মী আনন্দে অপার॥
পরিধান করে সবে বসন ভূষণ।
ভূষণে আবৃত অঙ্গ করে গোপীগণ॥
এইরূপে নিশাকালে কেলিরসে রত।
নিত্য রজনীতে রাস করে গোপী যত॥
বহিল প্রেমের বন্যা নব বৃন্দাবনে।
আনন্দ-লহরী তথা উঠে ক্ষণে ক্ষণে॥
সেই মুগ্ধকারী প্রেম অতি সুশোভন।
সুবোধ-রচিত গীতে না হয় বর্ণন॥

ইতি বলরামের বৃন্দাবন দর্শন ও যমুনা আকর্ষণ।

ষট্‌ষষ্টি অধ্যায়

পৌণ্ড্রক, কাশীরাজ ও সুদক্ষিণ বধ

তদন্তরে মুনিবর কহে নৃপবরে।
শুন রায় বৃন্দাবনে কি হইল পরে॥
করূষের রাজা ছিল পৌণ্ড্রক নৃপতি।
বলদৃপ্ত ছিল সেই কিন্তু মূর্খ অতি॥
ভাবিল আমিই রাজা বাসুদেব হ'য়ে।
অবতীর্ণ হইয়াছি এই মর্ত্ত্যালয়ে॥
এতেক চিন্তিয়া তবে সেই নরবর।
সত্বর পাঠায় দূত দ্বারকানগর॥
গর্ব্ব করি শ্রীকৃষ্ণকে পৌণ্ড্রক রাজন।
দূতসহ এক লিপি করিল প্রেরণ॥
অহঙ্কারে উন্মত্ত সে হ'য়ে অতিশয়।
আমি বাসুদেব বলি করিল নিশ্চয়॥
দ্বারকাপুরেতে গিয়া দূত উত্তরিল।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে গিয়া প্রণতি করিল॥
তবে দূত করযোড়ে কহিল তখন।
পৌণ্ড্রকের দূত আমি শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণপদে আসি দূত শির পাতি দিল।
কৃষ্ণ-সভামাঝে তবে কহিতে লাগিল॥
দূত কহে যদুনাথ করহ শ্রবণ।
ভূপতির বাক্য কিছু বলিব এখন॥
পৌণ্ড্রক নৃপতি লিপি লিখিয়া পাঠায়।
আর কহি শুন যাহা কহিল আমায়॥
অবতীর্ণ বাসুদেব আমি অবনীতে।
এক মাত্র প্রভু আমি জানিবে মহীতে॥
এখন জগতে আমি পূর্ণ অবতার।
বৃথা অভিমান তুমি ত্যজ আপনার॥
বাসুদেব-রূপে আমি জগতে এখন।
আমারে একান্ত মনে লও হে শরণ॥
ঈশ্বর-রূপেতে আমি হয়েছি উদয়।
নারায়ণ বলি মোরে জানিবে নিশ্চয়॥
ঈশ্বরের চিহ্ন যত করেছ ধারণ।
তা সবারে মম বাক্যে করিবে বর্জ্জন॥
সর্ব্বজীব প্রতি দয়া কর্ত্তব্য আমার।
তোষামোদে তুষ্ট তুমি বৃথা লও ভার॥
মিথ্যাভূত বাসুদেব কেন অকারণ।
আমারে করিয়া রুষ্ট লভিবে মরণ॥
অতএব শুন কৃষ্ণ আমার বচন।
আমার শরণে তবে রহিবে জীবন॥
অনুচর-মুখে শুনি এরূপ বচন।
হাসিয়া উঠিল সেথা সভাসদ্‌গণ॥
শ্রবণে এ কথা যত দ্বারকার জন।
হাস্য ও কৌতুকে সবে হইল মগন॥
দূত-বাণী যদুমনি সকল শুনিল।
উন্মত্ত মানিয়া ভূপে হাসিতে লাগিল॥
দূত প্রতি যদুবর মধুর বচনে।
কহে তবে শুন দূত কহিবে রাজনে॥
কহিবে রাজারে তুমি আমার বচন।
মম দূত হ'য়ে তথা করহ গমন॥
পৌণ্ড্রকেরে কবে এই বচন আমার।
ত্যজিলাম অভিমান আজ্ঞায় তাহার॥
লইব শরণ আমি তাহার তখন।
যবে মহারণে তার হইবে পতন॥
রণভূমে যেইক্ষণে শয়ন করিবে।
শকুনি গৃধিনীকুলে বেষ্টিত হইবে॥
চারিদিকে শৃগালেরা নাচিবে উল্লাসে।
তখন শরণ আমি লব তার পাশে॥

নিতান্ত হ'য়েছে তার মরণ-বাসনা।
এইবার এড়াইবে ভবের যন্ত্রণা॥
আমার হস্তেতে তার যন্ত্রণা ঘুচিবে।
এই সব কথা তুমি রাজারে কহিবে॥
দ্রুতগতি করে গতি তবে দূতবর।
কাশীপুরে উত্তরিল রাজার গোচর॥
রাজা কহে কহ দূত বিশেষ বারতা।
কি কহিল গোপসুত কহ সেই কথা॥
তবে দূত যোড়করে করে নিবেদন।
কহিল ভূপতি-কাছে কৃষ্ণের বচন॥
নরমণি শুনি বাণী কুপিত হৃদয়।
যুদ্ধহেতু রণসাজে সেনাগণে কয়॥
আজ্ঞামাত্র সৈন্যগণ প্রস্তুত হইল।
মহাঘোর রবে সবে সমরে চলিল॥
হেথা বাসুদেব রথে করি আরোহণ।
কাশীপুরে শীঘ্র ধায় যুদ্ধের কারণ॥
অগণন যদুসেনা নগর ঘেরিল।
সৈন্য-কোলাহলে সবে কম্পিত হইল॥
পৌণ্ড্রক নৃপতি তবে সক্রোধ অন্তর।
বহু সেনা সঙ্গে ধায় করিতে সমর॥
কৃষ্ণের মতন বেশ করিয়া তখন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করয়ে ধারণ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি বক্ষেতে ধরিল।
পীতবস্ত্র পরি গলে বনমালা দিল॥
এইরূপ কৃষ্ণসম ধরি কলেবর।
প্রবেশিল রণভূমে করিতে সমর॥
কৃত্রিম গরুড়পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
পৌণ্ড্রক নৃপতি আসে করিবারে রণ॥
নিজ বেশধারী হরি তাহাকে দেখিল।
হাস্য করি কৌতুকেতে কতই কহিল॥
পৌণ্ড্রকের মিত্র অতি কাশীরাজ হয়।
হস্তি-পৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে এল সে সময়॥
দুই জনে রণমাঝে প্রকাশে বিক্রম।
বরিষণ করে বাণ সাহসে বিষম॥
বাণ-বরিষণ করে কৃষ্ণের উপর।
সুদর্শনে নারায়ণ নিবারে সত্বর॥
দু'জনার হস্ত হরি কাটে সে সময়।
এইরূপে উভয়েতে মহাযুদ্ধ হয়॥
অনায়াসে বাণ যত করে নিবারণ।
রথ রথী গজ বাজী করিল নিধন॥
অগণন সেনাগণে বধিল হেলায়।
রহিল পৌণ্ড্রক শুধু আর কাশীরায়॥
পৌণ্ড্রকের প্রতি কহে দেবকীনন্দন।
ওহে নৃপবর এক করি নিবেদন॥
পাঠাইলে দূত তুমি নিকটে আমার।
শরণ লইতে কহ মোরে বার বার॥
সেই হেতু তব পাশে মম আগমন।
লইতে আইনু আমি তোমার শরণ॥
এ কারণে আমি তব করিব সন্ধান।
এই বাণে থাকে যদি আপনার প্রাণ॥
অস্ত্র ত্যজিবারে তুমি করিলে প্রেরণ।
সেই অস্ত্র তোমা প্রতি করিব ক্ষেপণ॥
সাধ্য যদি থাকে তব লহ অস্ত্র ভার।
বাসুদেব নাম হোক জগতে প্রচার॥
পার যদি এই বাণ ব্যর্থ করিবারে।
কৃষ্ণনাম তবে আমি পারি ছাড়িবারে॥
তোমার নিকটে আমি লইব শরণ।
এত কহি মহারোষে দেবকীনন্দন॥
ছাড়িল সুতীক্ষ্ণ বাণ সারথি-উপরে।
সারথির মুণ্ড কাটি ফেলে ভূমি' পরে॥
হইয়া সারথিহীন চিন্তিত রাজন।
তবে সুদর্শন ছাড়ে দেব জনার্দ্দন॥
নৃপতির মুণ্ড কাটি পড়িল ধূলায়।
বজ্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন গিরিশৃঙ্গ-প্রায়॥
অতঃপর গদাধর কাশীর রাজারে।
কাটিল মস্তক তার চক্রের প্রহারে॥
কাশী-শির ল'য়ে তবে কাশীতে ফেলিল।
আনন্দেতে শঙ্খনাদ শ্রীহরি করিল॥

এইরূপে দুই জনে করিয়া নিধন।
দ্বারকানগরে হরি করিল গমন ॥
মুক্তিপদ পায় তবে নৃপ দুই জন।
শত্রুভাবে নিরন্তর করিয়া চিন্তন ॥
সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম মুখেতে কহিল।
মুক্তিপদ দুইজনে সে হেতু পাইল ॥
অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত পরে শুন নরবর।
কাশীরাজ-শির পড়ে কাশীর ভিতর ॥
রাজদ্বারে ভূপতির মস্তক পড়িল।
অনুচরগণ তাহা দেখিতে পাইল ॥
সরক্ত কুণ্ডল সহ মুণ্ড দ্বারে পড়ে।
দ্বারিগণ সচকিত হইল অন্তরে ॥
শীঘ্রগতি সকলেতে করে নিরীক্ষণ।
রাজার মস্তক দেখি বিষাদিত মন ॥
হাহাকার রবে সবে কাঁদিয়া উঠিল।
অন্তঃপুরে নারীগণ সকলি জানিল ॥
মহাশোকে মগ্ন সবে হইল তখন।
শোকার্ত্ত হৃদয়ে কাঁদে রাজপুত্রগণ ॥
পূরিল সে রাজপুরী হাহাকার-রবে।
কাশীরাজপুত্র ভাবে মনে মনে তবে ॥
সুদক্ষিণ নামে সেই রাজার নন্দন।
পিতৃবৈরী বিনাশিতে চিন্তিল তখন ॥
আমাদের শত্রু সেই রহে দ্বারকায়।
কিরূপে নিধন আমি করিব তাহায় ॥
তারে মারি শোকানল আমি নিভাইব।
পিতৃঋণ হ'তে তবে নিস্তার পাইব ॥
এত ভাবি মনে মনে করিয়া চিন্তন।
আরাধনা করে তবে দেব ত্রিলোচন ॥
অনাহারে বহুদিন সেবে মহেশ্বর।
প্রীতিযুক্ত হয় তবে দেবতা শঙ্কর ॥
স্তবে তুষ্ট মহাদেব হইল তখন।
কহে বর মাগি লহ রাজার নন্দন ॥
শঙ্করের বাক্যে কহে নৃপতি-তনয়।
পিতৃশত্রু-বধ-বর দেহ দয়াময় ॥
তবে পার্ব্বতীর পতি উপায় করিল।
বাঞ্ছামত বর তারে সেইক্ষণে দিল ॥
ঋত্বিক্ দাক্ষিণাগ্নিরে পৌণ্ড্রক-নন্দন।
শঙ্করের কথামত করে উপাসন ॥
মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেব হইল তখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার ঘোর দরশন ॥
মহা-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিকট আকার।
পদভরে টলমল ধরা অনিবার ॥
ভয়ঙ্কর বেগে অগ্নি গমন করিল।
দ্বারকা-পুরীর মাঝে ক্রোধে প্রবেশিল ॥
মহাক্রোধে অগ্নিবর হ'য়ে প্রজ্বলন।
দ্বারকা-নগর সব করিল দাহন ॥
তবে দ্বারকার লোক সভয় অন্তরে।
কাঁদিতে লাগিল সবে অতি উচ্চৈঃস্বরে ॥
দাবানলে দগ্ধ যথা মৃগশিশুগণ।
সেই মত শোকাকুল দ্বারকার জন ॥
কৃষ্ণের নিকটে সবে দ্রুতবেগে ধায়।
হেরিল শ্রীহরি পাশা খেলিছে সভায় ॥
কাঁদিয়া আকুল তথা যত প্রজাগণ।
কাতর অন্তরে সবে কহিছে তখন ॥
রক্ষা কর দয়াময় পরম ঈশ্বর।
কোথা হ'তে এল অগ্নি মহা ভয়ঙ্কর ॥
আসি এ দ্বারকাপুরী করিল দহন।
প্রাণ যায় ভগবান্ করহ রক্ষণ ॥
ওহে ত্রিলোকের নাথ কৃপা-অবতার।
এ বিপদ্ হ'তে সবে করহ উদ্ধার ॥
প্রজার বচনে তবে দেব হৃষীকেশ।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল বিশেষ ॥
প্রজাগণে সম্বোধিয়া কহিল তখন।
কেন কর বৃথা ভয় কেন বা ক্রন্দন ॥
নির্ভয়ে সকলে হেথা কর অবস্থান।
আমি রক্ষাকর্ত্তা হেথা আছি বর্ত্তমান ॥
মহাদেব-কৃত অগ্নি জানিয়া অন্তরে।
সুদর্শন প্রতি হরি কহিল সত্বরে ॥

চক্র প্রতি নারায়ণ কহিল তখন।
ওহে চক্র তুমি শীঘ্র করহ গমন ॥
শঙ্করের অগ্নি শীঘ্র কর নিবারণ।
সেই সঙ্গে কাশীপুরী করিবে দাহন ॥
মম আজ্ঞা শীঘ্রগতি পালন করিবে।
সাধিয়া আপন কর্ম্ম সত্বরে আসিবে ॥
অনুমতি পেয়ে তবে চক্র সুদর্শন।
শঙ্করের কৃত অগ্নি গরাসে তখন ॥
আপনার তেজে তাহা করে নিবারণ।
বারাণসী পুরী তেজে করিল দাহন ॥
রাজপুরী সহ যত রাজপুত্রগণ।
আর সেই পুরী-মাঝে ছিল যত জন ॥
নিজ তেজে সুদর্শন সকলি দহিল।
রাজপুরী কিছুমাত্র চিহ্ন না রহিল ॥
ক্ষণমাত্রে দহিল সে বারাণসী পুরী।
কেবল রহিল ভস্ম সারা স্থান জুড়ি ॥
এইরূপে বিষ্ণুচক্র স্বকার্য্য সাধিয়া।
পুনর্ব্বার কৃষ্ণ-পাশে আসিল ফিরিয়া ॥
কৃষ্ণের চরণে আসি প্রণাম করিল।
সবিশেষ বিবরণ তাঁহাকে কহিল ॥
শুন রাজা পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কথা শুনে যেই জন ॥
আর যদি কৃষ্ণ-কথা কাহারে শুনায়।
সেই জন মহাপাপ হ'তে ত্রাণ পায় ॥

সুবোধ রচিল গীত কৃষ্ণকথা সার।
শুনিলে আনন্দ মনে হইবে অপার ॥

ইতি পৌণ্ড্রক, কাশীরাজ ও সুদক্ষিণ বধ।

সপ্তষষ্টি অধ্যায়

দ্বিবিদ বধ

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
কহি শুন পূর্ব্বকথা অতি মনোহর ॥
নরক দৈত্যের সখা দ্বিবিদ বানর।
সুগ্রীবের মন্ত্রী সেই মহাবলধর ॥
যেই দিন নারায়ণ নরকে বধিল।
শ্রবণে শোকার্ত্ত তবে দ্বিবিদ হইল ॥
তবে ত দ্বিবিদ মনে করিল চিন্তন।
মিত্র-বৈরী কিরূপেতে করিব নিধন ॥
কৃষ্ণসহ বিরোধেতে বাসনা হইল।
প্রথমে আপন রাজ্যে উৎপাত করিল ॥
পরেতে অপর দেশে অত্যাচার করে।
ঘরের বাহিরে কেহ নাহি যায় ডরে ॥
সাগরের জল কভু দু'হাতে তুলিয়া।
তীরেতে লইয়া যায় বলেতে ঠেলিয়া ॥
সাগর-তরঙ্গ দিয়া দ্বিবিদ বানর।
প্লাবিত করিল বহু গ্রাম ও নগর ॥
ঋষির আশ্রম যজ্ঞ সেখানেতে ছিল।
একেবারে সেই সব উচ্ছন্ন করিল ॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল যত পুষ্পের কানন।
উপাড়িল ফলবান্ যত তরুগণ ॥
মূত্রে যজ্ঞকুণ্ড যত নির্ব্বাণ করিল।
অত্যাচারে মুনিগণ অস্থির হইল ॥
রমণী পুরুষে ধরি পর্ব্বত-কন্দরে।
চাপা দিয়া রাখে সেই গুহার ভিতরে ॥

কুলনারী বলে ধরি মান নষ্ট করে।
অতীব দৌরাত্ম্য করে দ্বিবিদ বানরে॥
এইমত সর্ব্বদেশে দৌরাত্ম্য করিল।
সকলে তাহার ভয়ে অস্থির হইল॥
একদিন রৈবতক মাঝে হলধর।
কামিনী সহিত ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
মধুপানে বলদেব উন্মত্ত হইল।
আনন্দেতে হলপাণি গান আরম্ভিল॥
কামিনী সহিত গান করে হলধর।
তাহা শুনি দ্রুত ধায় দ্বিবিদ বানর॥
পর্ব্বত উপরে গিয়া করিল দর্শন।
যদুপতি বলরাম সুন্দর-বদন॥
রমণীবেষ্টিত হ'য়ে আছেন বসিয়া।
সুমধুর গীতবাদ্যে মোহিত হইয়া॥
হংসীমধ্যে খেলে যথা দিব্য হংসবর।
কামিনী-কুলের মধ্যে দেব হলধর॥
তবে সে দুর্ব্বৃত্ত কপি বৃক্ষেতে উঠিল।
পাদপের শাখা যত নাড়িতে লাগিল॥
বিকট মুখেতে হাসে বানরের পতি।
করিল বিষম ভঙ্গী বলদেব প্রতি॥
নানারূপ শব্দ করে দ্বিবিদ বানর।
রঙ্গ করি মুখভঙ্গী করে নিরন্তর॥
এরূপ হেরিয়া তবে হাসে নারী যত।
দ্বিবিদ বানর তাহে ভঙ্গী করে কত॥
বৃক্ষ হ'তে লম্ফ দিয়া তবে সে বানর।
রমণীগণের কাছে আসিয়া সত্বর॥
মুখভঙ্গী করি কপি দেখায় সবারে।
লম্ফ ঝম্প করে কত বিকট আকারে॥
মলদ্বার দেখাইল যত নারীগণে।
উপেক্ষা করিল সবে রামের সদনে॥
দেব হলধর তাহা করি দরশন।
ক্রোধেতে হইল তার আরক্ত লোচন॥
বানরে মারিতে তবে ছুঁড়িল প্রস্তর।
লম্ফ দিয়া বাঁচাইল নিজ কলেবর॥
পরে মদ্যকুম্ভ ল'য়ে পথে ছড়াইল।
খল খল করি কপি হাসিতে লাগিল॥
আছাড় মারিয়া কুম্ভ ভাঙ্গে সেইক্ষণে।
কুপিত হইল রাম তাহা দরশনে॥
গোপীদের কাছে কপি আসি তারপরে।
টানাটানি করে বস্ত্র আমোদের ভরে॥
কাহারো অঞ্চল ধরে করে বিদারণ।
এরূপে দ্বিবিদ সবে করে জ্বালাতন॥
বিষম কোপেতে রাম কাঁপে অতিশয়।
দুই চক্ষু একেবারে রক্তবর্ণ হয়॥
বধিতে বানরে রাম করেন চিন্তন।
মুষল ও হল হস্তে করেন ধারণ॥
দরশনে মহাকপি ক্রোধযুক্ত হয়।
শালতরু ল'য়ে ধায় ক্রোধে অতিশয়॥
বলদেব-শিরে তরু পড়িল যখন।
শতখান হ'য়ে তরু পড়িল তখন॥
ক্রোধেতে কম্পিত তবে দেব হলধর।
মুষল প্রহার করে মস্তক উপর॥
বানর মুষলাঘাতে অস্থির হইল।
শির হ'তে বেগে তার রুধির বহিল॥
মহাবীর কপিবর নির্ভয় অন্তর।
মহাকোপে উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর॥
সেই বৃক্ষ বলদেব-শিরেতে মারিল।
মুষল-প্রহারে রাম তাহা নিবারিল॥
শতখান হ'য়ে তরু পড়িল ভূতলে।
তবে কপি আর বৃক্ষ উপাড়িল বলে॥
পুনঃ বলদেব তাহা অস্ত্রেতে কাটিল।
এইরূপ মহাযুদ্ধ দু'জনে করিল॥
যত বৃক্ষ উপাড়িল সংখ্যা নাহি তার।
বৃক্ষহীন হ'ল বন বৃক্ষ নাহি আর॥
তবে কপি বৃক্ষশূন্য হেরিয়া কানন।
পর্ব্বত উপরে লম্ফে উঠিল তখন॥
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গ বিষম কোপেতে।
প্রহার করিল কপি রামের বক্ষেতে॥

মুষল-প্রহারে রাম তাহা নিবারিল।
হেলায় পর্ব্বত-শৃঙ্গ বিচূর্ণ করিল ॥
অনন্তর কপিরাজ না হেরি উপায়।
তুলিয়া দু'বাহু উচ্চে রাম প্রতি ধায় ॥
আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ অতিশয়।
তাহাতে ধরিল মুষ্টি কপি সে সময় ॥
বেগে ধায় কপিবর বদ্ধমুষ্টি ক'রে।
প্রহারিতে বলরামে ধাইল সত্বরে ॥
বজ্র সম মুষ্ট্যাঘাত করিল যখন।
বলদেব-বক্ষে বাজে বজ্রের মতন ॥
তবে রাম মহাক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।
ভয়ঙ্কর মুষ্ট্যাঘাত বানরে করিল ॥
বিষম প্রহারে কপি অস্থির হইল।
ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিল ॥
ভূমে পড়ি ছটফট করিল তখন।
মহাশব্দ করি কপি ছাড়িল জীবন ॥
যেইকালে ভূমিতলে পতিত হইল।
মহাবেগে বসুমতী কাঁপিয়া উঠিল ॥
মহাবাতে যেইরূপ কদলী পতন।
সেইমত কপিবর ছাড়িল জীবন ॥
বলরাম মারিলেন দুষ্ট কপিবরে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
আনন্দেতে নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নর।
স্তুতি করে মহানন্দে যত ঋষিবর ॥
হেনমতে বধি রাম সেই কপিবরে।
সাতিশয় পাইলেন আনন্দ অন্তরে ॥
স্বগণ সহিত সবে দ্বারকা আইল।
বানর-নিধন-বার্ত্তা সকলে শুনিল ॥

ভাগবত-কথা অতি শুনিতে সুন্দর।
সুবোধ-রচিত গীত শুন সাধু নর ॥

ইতি দ্বিবিদ বধ।

অষ্টষষ্টি অধ্যায়

লক্ষ্মণা-হরণ

শুক কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
যে লীলা করিলা পরে শ্রীমধুসূদন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-কথা করহ শ্রবণ।
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের মোচন ॥
দুর্য্যোধন-কন্যা ছিল নামেতে লক্ষ্মণা।
রূপে গুণে অদ্বিতীয়া অতি সুলক্ষণা ॥
স্বয়ম্বর করে তার বিবাহ কারণ।
শাম্ব মহাবীর তারে করিল হরণ ॥
তাহা দেখি কুরুগণ হইয়া কুপিত।
কহিল বালক এই অতি দুর্ব্বিনীত ॥
কুবচন বলি তারে বহু গালি দিল।
কৃষ্ণের পুত্রেরে কত ভর্ৎসনা করিল ॥
তবে কুরুগণ যত যুক্তি করি সার।
বলে সেই দুষ্টমতি কৃষ্ণের কুমার ॥
আমা সবাকার মান কিছু না রাখিল।
দুর্ব্বিনীত দুষ্টমতি কুকার্য্য করিল ॥
অতএব সে দুষ্টের বধহ জীবন।
আমাদের অপমান করিল যখন ॥
যদুবংশ হ'তে কভু নহে উপকার।
কুরুকুল-দত্ত ভূমি ভুঞ্জে অনিবার।

অতএব যদুকুলে কিবা আছে ভয়।
তাহার কঠোর শাস্তি উপযুক্ত হয়॥
যুঝিতে যদ্যপি আসে আমাদের সনে।
সবে মিলি বধিব সে দুষ্ট যদুগণে॥
অতএব এ দুষ্টের বধহ জীবন।
এত বলি দর্প করে বীর দুর্য্যোধন॥
কর্ণ আদি বীর যত মহা দর্প করে।
শল্য আদি সোমদত্ত যত বীরবরে॥
শাম্বকে ধরিতে সবে করিল গমন।
মহাশব্দ করি ধায় পশ্চাতে তখন॥
দাঁড়াও দাঁড়াও বলি ঘন ডাকে সবে।
শাম্ববীর তাহা শুনি দাঁড়াইল তবে॥
শাম্ব প্রতি ছাড়ে বাণ যত কুরুদল।
বাম হস্তে ধরে ধনু শাম্ব মহাবল॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ছাড়ে তীক্ষ্ণশর।
বিন্ধিল বাণেতে শাম্ব যত কুরুবর॥
বাণে বিন্ধি সবাকারে অস্থির করিল।
ছয় বাণে মহাবীর কর্ণেরে বিন্ধিল॥
চারি বাণে চারি অশ্ব বিন্ধিল তখন।
এক বাণে সারথিরে করিল ছেদন॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব মহা ধনুর্দ্ধর।
বাণাঘাতে কুরুগণে করিল কাতর॥
ক্ষিপ্রহস্ত হেরি শাম্বে প্রশংসা করিল।
শাম্বে দেখি সকলেই বিস্মিত হইল॥
মহারথী মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
চারি বাণাঘাতে বিন্ধি শাম্বেরে তখন॥
চারি চারি বাণে কাটে রথে চারি হয়।
এক বাণে সারথিরে দিল যমালয়॥
কাটিল একটি বাণে তার ধনুঃশর।
অস্ত্রহীন শাম্ববীর হইল ফাঁপর॥
বিরথ হইয়া শাম্ব ভাবিতে লাগিল।
বরুণ অস্ত্রেতে কর্ণ শাম্বেরে বান্ধিল॥
কন্যা সহ কুমারেরে করিল বন্ধন।
তবে যত কুরুদল আনন্দে মগন॥
লক্ষ্মণা কন্যারে ল'য়ে পুরে প্রবেশিল।
কৃষ্ণের তনয়ে তবে বান্ধিয়া রাখিল॥
অপর অপূর্ব্ব কথা শুন নররায়।
নারদ চলিল তবে পুরী দ্বারকায়॥
কৃষ্ণের নিকটে ঋষি কহিল তখন।
শুন দেব হস্তিনায় হ'ল অঘটন॥
দুর্য্যোধন-কন্যা হরি শাম্ব যে লইল।
তাহে যত কুরুগণ বিরোধ করিল॥
বান্ধিয়া তোমার পুত্রে রাখে একভিতে।
কোনমতে শাম্ব নাহি পারে পলাইতে॥
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে হইল কৃষ্ণ আরক্ত-লোচন॥
ক্রোধেতে কম্পিত হরি স্থির নাহি হয়।
সেইক্ষণে উগ্রসেন অনুমতি লয়॥
মহাক্রোধে যদুবীর করিল গমন।
সমূলে করিব আজি কৌরব নিধন॥
কুরুবংশে বাতি দিতে কারে না রাখিব।
কুরু-শূন্য ধরা আজি নিশ্চয় করিব॥
বলরাম-শিষ্য হয় রাজা দুর্য্যোধন।
তাই কৃষ্ণ প্রতি রাম কহিল তখন॥
সান্ত্বনা-বাক্যেতে কৃষ্ণে কহিল বচন।
শুন কৃষ্ণ কহি আমি তোমারে এখন॥
তব ক্রোধ সহ্য করে কেবা ভুবনেতে।
ত্রিজগৎ ধ্বংস হয় তব কটাক্ষেতে॥
বৃথা কোপ দুর্য্যোধনে তোমার এখন।
সম্বরহ নিজ ক্রোধ শুনহ বচন॥
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি রহ নিজ ঘরে।
আমি গিয়া পুত্র তব আনিব সত্বরে॥
এইরূপে করি কৃষ্ণে সান্ত্বনা প্রদান।
হস্তিনা নগর পানে হলধর যান॥
মহাবেগবান্ রথে করি আরোহণ।
পরম আনন্দে রাম করিল গমন॥
পবনবেগেতে রথ চলিল সত্বর।
নিমেষে উত্তরে রথ হস্তিনানগর॥

নগর বাহিরে যথা দিব্য উপবন।
বিশ্রাম করিল তথা দেব সঙ্কর্ষণ॥
উদ্ধবে ডাকিয়া তবে কহে মহামতি।
কুরুসভা-মাঝে শীঘ্র কর তুমি গতি॥
রাজসভা-মাঝে তুমি অতি দ্রুত গিয়া।
ধৃতরাষ্ট্র-অভিপ্রায় আসিবে জানিয়া॥
উদ্ধব পাইয়া আজ্ঞা চলিল সত্বর।
উত্তরিল আসি তথা সভার ভিতর॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণে প্রণতি করিল।
বাহ্লীক রাজার তবে চরণ বন্দিল॥
সম্ভাষণ করি তবে রাজা দুর্য্যোধনে।
বলরাম-আগমন কহে সেইক্ষণে॥
তাহা শুনি দুর্য্যোধন সানন্দ অন্তর।
রামের নিকট করে গমন সত্বর॥
বলদেব-পদে নতি করে দুর্য্যোধন।
বিধিমতে করে তাঁর চরণ বন্দন॥
নানা উপহারে পূজা করে কুরুপতি।
আর যত রাজগণ করিল প্রণতি॥
দুর্য্যোধন প্রতি রাম আশিস্ করিল।
কুশল-বারতা পরে সব জিজ্ঞাসিল॥
দুর্য্যোধন প্রতি তবে কহে সঙ্কর্ষণ।
শুন কুরুপতি এক আমার বচন॥
তব হিতে রত আমি জানিও নিশ্চয়।
পৃথিবীর রাজা উগ্রসেন মহাশয়॥
রাজ-আজ্ঞাকারী মোরা যত যদুগণ।
অতএব শুন তুমি আমার বচন॥
একা পেয়ে কৃষ্ণ-পুত্রে বাঁধিয়া রাখিলে।
কি কারণে তুমি এই অধর্ম্ম করিলে॥
বহুজন মিলি কর শাম্বেরে বন্ধন।
তোমার উচিত কার্য্য না হয় কখন॥
কুমারে বধূর সহ ছাড় এইক্ষণে।
আপন কল্যাণ কর আমার বচনে॥
শুনিয়া সে কুরুগণ গর্ব্বিত বচন।
একেবারে ক্রোধান্বিত হইল তখন॥
বলদেব প্রতি তবে করিল উত্তর।
আশ্চর্য্য তোমার কথা ওহে হলধর॥
অসম্ভব কথা তব শুনে হাসি পায়।
পরের পাদুকা কেবা মস্তকে উঠায়॥
কুরুগণ-দত্ত রাজ্য ভুঞ্জে যদুগণ।
চামরাদি শঙ্খ আর কিরীট আসন॥
কুরুগণ-অনুগ্রহে বিভব তোমার।
তবে কেন এত গর্ব্ব কর অনিবার॥
কালসর্পে দুগ্ধ-দানে করিলে পালন।
অবশেষে তার শিরে করয়ে দংশন॥
সেইমত যদুকুল জানিলাম মনে।
লজ্জাহীন হ'য়ে কথা কহ কি কারণে॥
কুরুগণ কোন জনে ভয় নাহি করে।
ইন্দ্র আদি দেব আর যতেক অমরে॥
কৌরবের আজ্ঞাকারী সকলেই হয়।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি বীর অনুগত রয়॥
কেশরী না ডরে কভু মৃগ দরশনে।
না ছাড়িব শাম্বে মোরা জানিও হে মনে॥
নানামত কুবচন কহি হলধরে।
কৌরবেরা গেল চলি নিজ নিজ ঘরে॥
হলধর মনে মনে জানিল তখন।
অধার্ম্মিক হয় যত কুরুসভাজন॥
তবে রাম মনে মনে বিচার করিল।
একেবারে ক্রোধে অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥
দন্তে দন্তে করে রাম ক্রোধেতে ঘর্ষণ।
মহাকোপে হলধর কহিল তখন॥
অধর্ম্মী জনের হিত যুক্তিযুক্ত নয়।
দুষ্টের উচিত দণ্ড উপযুক্ত হয়॥
কৃষ্ণকে প্রবোধ করি আইনু এখানে।
হিতে বিপরীত হবে জানিলাম প্রাণে॥
মন্দমতি কুরুপতি কলহেতে রত।
খলের স্বভাব সদা হয় এইমত॥
কুবচন কহি মোরে অবজ্ঞা করিল।
দ্বারকায় উগ্রসেনে কিছু না ডরিল॥

অমরের দল যাঁর আজ্ঞাকারী হন।
স্বর্গ হ'তে পারিজাত হরেন যে জন॥
অচলা হইয়া লক্ষ্মী পদ সেবে যাঁর।
দ্বারকানগরে যিনি মানব-আকার॥
যাঁর অংশ হয় জানি সেই ত্রিলোচন।
আমিও অনন্ত হই যাঁহার কারণ॥
যাঁর পদরজঃ সদা আমরা যতনে।
বহন করিয়া থাকি পুলকিত মনে॥
তাঁরে তুচ্ছ করে এই দুরাচারগণ।
মোরা সবে অনুগত যাহার কারণ॥
পরম কারণ সেই জগতের সার।
তাঁরে তুচ্ছ মনে মনে করে দুরাচার॥
কুরুগণ-দত্ত ভূমি ভুঞ্জে যদুরাজ।
কৌরবের মুখে তাহা শুনিলাম আজ॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে কহে মন্দ বাণী।
কেবা ইহা সহ্য করে আছে যত প্রাণী॥
অতএব কোনমতে না ক্ষমিব আর।
কৌরবগণেরে আজি করিব সংহার॥
এত কহি হলধর কাঁপিতে লাগিল।
মহাক্রোধে সঙ্কর্ষণ হল হস্তে নিল॥
মহাক্রোধে হল তবে বিন্ধিল ধরায়।
উপাড়িতে হস্তিনা সে কম্পান্বিত কায়॥
নগরের শেষভাগে করে আকর্ষণ।
লাঙ্গল অগ্রেতে ভূমি করে বিদারণ॥
উপাড়িয়া পুরীখানি লাঙ্গল-ফলায়।
মনস্থ করিল রাম ফেলিতে গঙ্গায়॥
এইরূপ কার্য্য দেখি যত কুরুগণ।
অন্তরে বিষম ভয় পাইল তখন॥
করযোড়ে আসি তবে যত কুরুগণ।
শীঘ্রগতি সবে মিলি ধরিল চরণ॥
বলে দেব রক্ষা কর নিজ ভৃত্যগণে।
না জেনে করেছি দোষ তোমার চরণে॥
মূঢ়মতি হীনবুদ্ধি আমরা সকলে।
অপরাধ ক্ষম প্রভু নিজ দাস ব'লে॥
তুমি সবাকার সার সবার প্রধান।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই নিদান॥
তুমি হও সর্ব্বসার জগতের পতি।
জীবের জীবন তুমি সবাকার গতি॥
পরম ঈশ্বর তুমি জগৎ আশ্রয়।
তোমার কটাক্ষে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
অনন্ত মহিমা তব অনন্ত মূরতি।
মস্তকে ধরহ তুমি সদা বসুমতী॥
মূঢ়জনে জ্ঞানদাতা তুমি মহাশয়।
আমাদিগে কর কৃপা ওহে দয়াময়॥
সর্ব্বভূত-আত্মা তুমি সর্ব্বশক্তিধর।
অব্যয় তোমার পদে নমি নিরন্তর॥
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
নমস্তে জগৎপতি সবার ঈশ্বর।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা দেব হলধর॥
রক্ষ দেব হীনজনে ওহে দয়াময়।
আমরা সকলে লই তোমার আশ্রয়॥
এইমত স্তুতি করি কুরুগণ যত।
করযোড়ে পদতলে হইল পতিত॥
লক্ষ্মণা সহিত শাম্বে করে সমর্পণ।
প্রভু হলধর হন সন্তুষ্ট তখন॥
কুরুগণে ভয়াকুল করি দরশন।
অভয় দানেতে সবে করিল সান্ত্বন॥
প্রবোধ-বচন কহি দুর্য্যোধন প্রতি।
হল উদ্ধারিল তবে দেব যদুপতি॥
আনন্দিত হয় তবে রাজা দুর্য্যোধন।
নিজ কন্যা কৃষ্ণ-পুত্রে করে সমর্পণ॥
বহু রত্ন দান করে যৌতুক বিধানে।
হয় হস্তী ধেনু দান করে হৃষ্ট প্রাণে॥
দাস দাসী কত দিল কে করে গণন।
রথ রথী করে দান রাজা দুর্য্যোধন॥
যৌতুক-প্রদান করি কুরুপতি এবে।
বিনীত বচনে স্তুতি করে বলদেবে॥

তবে দেব হলধর আনন্দিত মনে।
করিলা সান্ত্বনা দান রাজা দুর্য্যোধনে॥
যৌতুকের দ্রব্য যত করিয়া গ্রহণ।
সবাকার সঙ্গে করি মিষ্ট আলাপন॥
পুত্রসহ পুত্রবধূ সঙ্গেতে লইল।
দ্বারকানগরে পুনঃ প্রস্থান করিল॥
দ্বারকানগরে আসি উপনীত হয়।
বলরামে দেখি সবে সানন্দ হৃদয়॥
তবে রাম সভামাঝে কহে বিবরণ।
কুরুগণ করে যত মন্দ আচরণ॥
শ্রবণে দ্বারকাবাসী সবে স্তব্ধ হয়।
এরূপে হইল বলদেবের বিজয়॥

অপূর্ব্ব রামের লীলা মধুর শ্রবণ।
সুবোধ রচিল গীত কৃষ্ণে রাখি মন॥

ইতি লক্ষ্মণা-হরণ।

ঊনসপ্ততি অধ্যায়

মায়াবিভূতি-বর্ণন

শুকদেব কহে তবে শুন নরবর।
কহি শুন পুরাতন কথা অতঃপর॥
শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা যেবা করয়ে শ্রবণ।
অনায়াসে ঘুচে তার ভবের বন্ধন॥
একদিন ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ সুমতি।
মনে মনে করে এক অদ্ভুত যুকতি॥
মনে মনে ঋষিবর করিল চিন্তন।
নরক রাজারে কৃষ্ণ করিয়া নিধন॥
সহস্র রমণী হরি বিবাহ করিল।
কিরূপে সবার সঙ্গে কৃষ্ণ বিহরিল॥
এককালে সব সঙ্গে রঙ্গেতে বিহার।
হেরিব কিরূপ হয় কেমন ব্যাভার॥
এ কৌতুক আমি এবে হেরিব নয়নে।
এত ভাবি দ্বারকায় যায় হৃষ্টমনে॥
আশ্চর্য্য ভাবিয়া ঋষি আপন অন্তরে।
চলিল আনন্দ মনে দ্বারকানগরে॥
দ্বারকানগরে আসি তবে তপোধন।
শোভিছে অপূর্ব্ব পুরী করে দরশন॥
কৌতুক দেখিতে ঋষি আসি দ্বারকায়।
অপূর্ব্ব দ্বারকাপুরী হেরিল সেথায়॥
হেরিল আশ্চর্য্য কত বন উপবন।
প্রস্ফুটিত পুষ্প সব গন্ধে মুগ্ধ মন॥
মধুলোভে অলিকুল করিছে ঝঙ্কার।
সরোবরে রাজহংস খেলে অনিবার॥
স্ফুটিত নলিনীদলে শোভে সরোবর।
হেরিয়া হইল ঋষি সানন্দ-অন্তর॥
অসংখ্য প্রাসাদ রম্য শোভে দ্বারকায়।
রতন-নির্ম্মিত গৃহ শোভা কত তায়॥
দেবপুরী বিনিন্দিত গৃহের শোভন।
হেরি পুরী ঋষিবর আনন্দে মগন॥
পুরীর সৌন্দর্য্য হেরি নারদ তখন।
অন্তরে বিস্ময় তবে মানে তপোধন॥
অন্তঃপুর-শোভা পরে নয়নে হেরিল।
ষোড়শ সহস্র গৃহে প্রত্যেকে দেখিল॥
প্রতি গৃহে দেখে এক শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সুশোভিত গৃহে সব দেখে তপোধন॥

অনিরুদ্ধ ও উষা

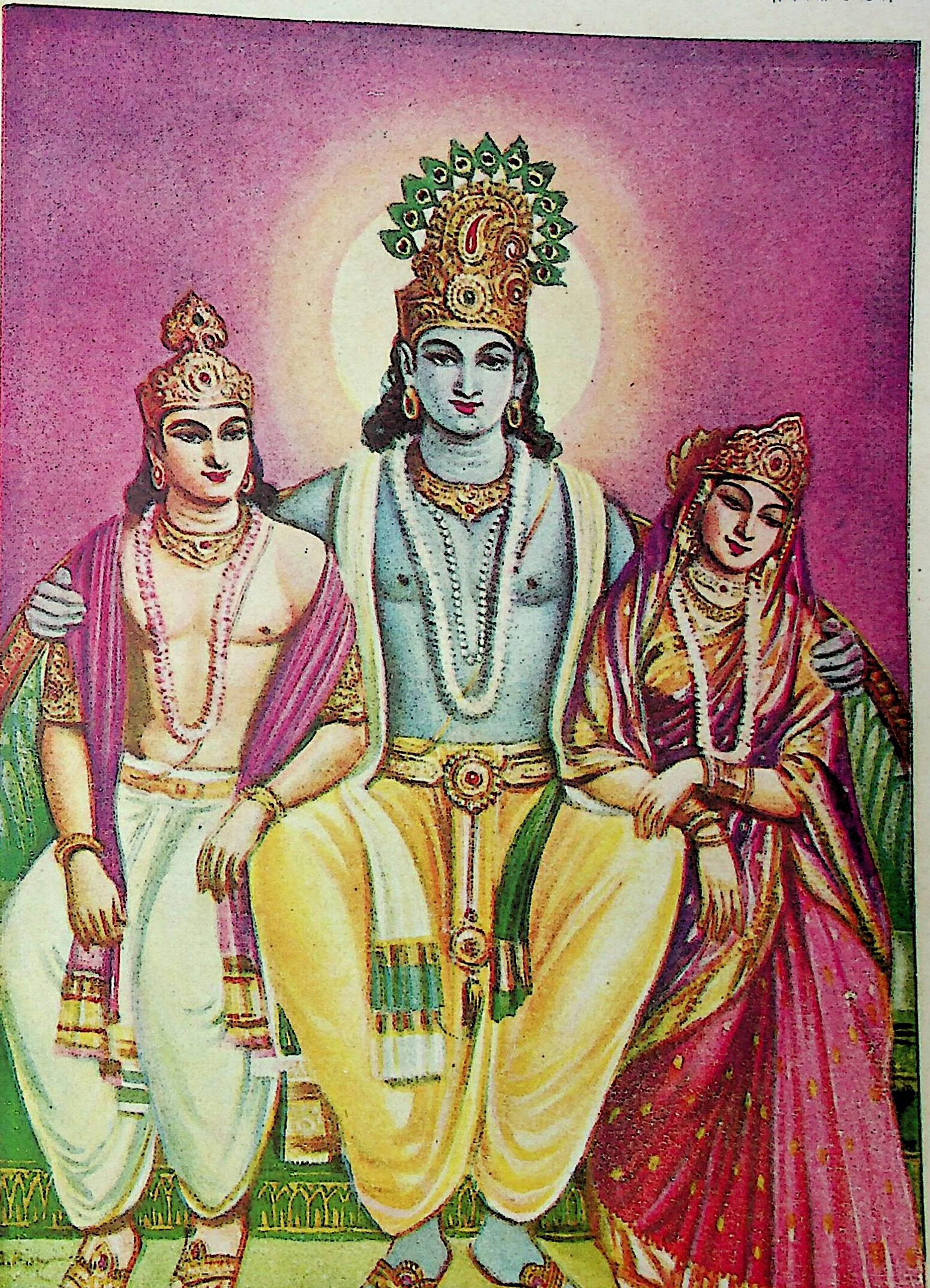

বর-কন্যা ল'য়ে হরি হরষে তখন।
দ্বারকাপুরীতে গিয়া উপনীত হন॥

পৃষ্ঠা—৯৪৪

নানাবিধ বর্ণে গৃহ হয়েছে উজ্জ্বল।
প্রবাল মুকুতা কত করে ঝলমল ॥
রতন-নির্ম্মিত খট্টা অতি মনোহর।
দিব্যমণি-সুশোভিত বর্ণ বহুতর ॥
সুনীল রক্তিমা তাহে হ'য়েছে শোভিত।
এ সব দেখিয়া মুনি হইল বিস্মিত ॥
ক্ষণে ক্ষণে দাসীগণ গৃহমাঝে রয়।
পরম রূপসী সবে সানন্দ হৃদয় ॥
পতিসেবা করে সবে যত নারীগণ।
দেখিয়া সহর্ষ-চিত্ত হ'ল তপোধন ॥
হেন অপরূপ দৃশ্য দেখিল যখন।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয় নারদের মন ॥
ঋষিবরে নারায়ণ করি দরশন।
ব্যস্ত হ'য়ে শয্যা হ'তে উঠিল তখন ॥
পরম কারণ হরি সবাকার সার।
অচ্যুত পরমানন্দ জগৎ-আধার ॥
সেই হরি শীঘ্রগতি নারদ-চরণে।
প্রণতি করিল আসি আনন্দিত মনে ॥
নিজ হস্তে নারদের পদ ধৌত করি।
মহাসমাদরে তারে বসাইল হরি ॥
চরণ ধোয়ায়ে জল মস্তকে রাখিল।
জগতের পতি কৃষ্ণ ব্রাহ্মণে পূজিল ॥
বিধিমতে পূজি কৃষ্ণ নারদে তখন।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তারে করে জিজ্ঞাসন ॥
কহ দেব কিবা আজ্ঞা করিব পালন।
কি কারণে দ্বারকায় তব আগমন ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে নারদ সুমতি।
করযোড়ে কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
ওহে দেব সর্ব্বসার জীবের জীবন।
নয়নে হেরিনু আজ যুগল চরণ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবগণ যাঁর ধ্যান করে।
এ ভব-সংসার-সিন্ধু তরিবার তরে ॥
সদা ধ্যান করে দেব তব শ্রীচরণ।
তোমার আশ্রয় মনে ভাবে অনুক্ষণ ॥
অতএব শ্রীচরণে রাখ দয়াময়।
এ প্রার্থনা করি হরি জানিও নিশ্চয় ॥
এত কহি দেব-ঋষি অন্য গৃহে যায়।
রমণীর সহ কৃষ্ণে হেরিল তথায় ॥
উদ্ধব সহিত কৃষ্ণ পাশাক্রীড়া করে।
হাস্য পরিহাস করে সানন্দ-অন্তরে ॥
মুনিবরে নারায়ণ দেখিল যখন।
পাশা ছাড়ি শীঘ্রগতি উঠিল তখন ॥
সাদরে সে নারদের চরণ পূজিল।
মধুর বচনে তবে কহিতে লাগিল ॥
কহ দেব কতক্ষণ হেথা আগমন।
কিবা আজ্ঞা কর মোরে করিব পালন ॥
কৃষ্ণের বচনে মুনি না দিল উত্তর।
অন্য গৃহে মুনিবর চলিল সত্বর ॥
তথায় দেখিল হরি রমণীর সনে।
বালকগণেরে ল'য়ে খেলে ফুল্ল মনে ॥
তাহা দরশনে মুনি বিস্ময় মানিল।
তথা হ'তে অন্য গৃহে ত্বরায় চলিল ॥
বনিতা সহিত তথা দেখে নারায়ণ।
করিতেছে আপনার গাত্রের মার্জ্জন ॥
তথা হ'তে অন্য গৃহে ধায় তপোধন।
হেরিল করিছে যজ্ঞ দেব নারায়ণ ॥
কোথাও করিছে হোম দেখে তপোধন।
কোন গৃহে ক্রীড়া করে দেব জনার্দ্দন ॥
কোথায় করান হরি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
কোথা সন্ধ্যা আদি ক্রিয়া করে সমাপন ॥
কোন স্থানে অসি চর্ম্ম করিয়া ধারণ।
পুরী রক্ষাহেতু পথে করেন ভ্রমণ ॥
কোন স্থানে রথোপরি হেরে নারায়ণ।
কোন স্থানে করেছেন শয্যায় শয়ন ॥
কোন গৃহে বন্দিগণ স্তুতি করে কত।
কোন গৃহে মন্ত্রী সহ মন্ত্রণাতে রত ॥
কোন স্থানে করে হরি পুরাণ শ্রবণ।
কোথা হাস্য পরিহাস করে দরশন ॥

কোন স্থানে ধর্ম্ম-সেবা করে নিরন্তর।
কোন স্থানে অন্য চিন্তা করে দামোদর॥
কোন স্থানে সেবে হরি নিজ গুরুগণে।
কোন গৃহে কামভোগ করে হৃষ্টমনে॥
কোন স্থানে পুত্র-কন্যা করেন পালন।
কোন গৃহে করে হরি দেবতা-অর্চ্চন॥
কোথাও মৃগয়া করে দেব জনার্দ্দন।
যজ্ঞ তরে ঘৃত কোথা করেন বহন॥
অনাদি অব্যয় সেই হরি ভগবান্।
প্রতি গৃহে মহামুনি দেখে বিদ্যমান॥
দরশনে হৃষ্টমন প্রেমে পুলকিত।
করযোড়ে মহামুনি ধরায় লুণ্ঠিত॥
নারদ বলেন প্রভু কৃপা কর মোরে।
তব মায়া হেরি হরি হরিষ অন্তরে॥
মহাযোগিগণ যাহা দেখিতে না পায়।
করুণা করিয়া প্রভু দেখান আমায়॥
তব পদ সেবা করি কি ভাগ্য আমার।
হেরিনু তোমার গুণ বিভব তোমার॥
তোমার কৃপাতে তাই তব গুণ গাই।
তব পদ সেবা করি ভ্রমিয়া বেড়াই॥
এই লাগি বীণাযন্ত্র হস্তেতে ধারণ।
তোমার অদ্ভুত লীলা করিতে কীর্ত্তন॥
ওহে হরি কৃপা করি মায়া দেখাইলে।
ওহে বিশ্বপতি তুমি কি লীলা করিলে॥
যে দেশে তোমার যশ সদা গীত হয়।
সেই দেশে যাব আমি ওহে দয়াময়॥
সেথায় রহিয়া আমি তব গুণ গাব।
আপনি মাতিব আর অপরে মাতাব॥
ঋষির বচনে কহে শ্রীকৃষ্ণ তখন।
ওহে মুনি শুন কহি প্রকৃত বচন॥
আমিই ধর্ম্মের বক্তা বলিয়া বিদিত।
আমি তার অনুষ্ঠাতা জানিবে নিশ্চিত॥
আমিই ধর্ম্মের স্রষ্টা পুরুষ-রতন।
শিখাই সকলে আমি ধর্ম্ম-বিবরণ॥
লোকশিক্ষা হেতু আমি মানব-আকার।
সেই হেতু করি আমি ধর্ম্মের আচার॥
শুকদেব কহিলেন শুন হে রাজন।
হেরিয়া কৃষ্ণের মায়া মুগ্ধ তপোধন॥
দেবর্ষি নারদ হেরে হরি জনার্দ্দন।
একেশ্বর সব ধর্ম্ম করে আচরণ॥
গৃহস্থের যত কিছু গৃহধর্ম্ম আছে।
সমুদয় হেরে মুনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে॥
তাহা দেখি শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া স্মরণ।
আনন্দে উন্মত্ত ঋষি করেন গমন॥
এইরূপে লীলা করে মানব-আকার।
সর্ব্বশক্তিধর হরি সকলের সার॥
ষোড়শ সহস্র সংখ্যা অবলার সনে।
বিহার করেন হরি অতি হৃষ্টমনে॥
সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ পতিত-পাবন।
জগতের একমাত্র কারণ যে জন॥
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সদা যাহা হ'তে হয়।
মানব-রূপেতে লীলা করে লীলাময়॥
আপনি শ্রীভগবান্ কত লীলা ধরে।
জীবের কি সাধ্য আছে পরিমাপ করে॥
সেই লীলা এই স্থানে হইল প্রকাশ।
সুবোধ রচিল গীত সাধুর সকাশ॥

ইতি মায়াবিভূতি বর্ণন।

সপ্ততি অধ্যায়

উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন

শুক কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
ধর্ম্মরক্ষা হেতু কিবা করে নারায়ণ॥
একদা রুক্মিণী-গৃহে দেব নারায়ণ।
সানন্দ অন্তরে নিশা করেন যাপন॥
তবে নিশা অবসান হইল যখন।
ঊষাকালে ডাকে যত বিহঙ্গমগণ॥
তা শুনি রুক্মিণীদেবী চিন্তিত অন্তরে।
নিশা অবসান ভাবি মনে দুঃখ করে॥
নিশা অবসান হ'লে বিচ্ছেদ হইবে।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখ কেমনে সহিবে॥
এত ভাবি মহাদেবী করিছে চিন্তন।
হেনকালে উপনীত যত বন্দিগণ॥
গাইয়া প্রভাতী গীত সানন্দ অন্তরে।
মৃদু মৃদু রবে সবে জাগায় ঈশ্বরে॥
শয্যা ত্যজি উঠে তবে দেব নারায়ণ।
প্রাতঃকৃত্য কার্য্য যত করে সম্পাদন॥
তদন্তর নরবর শুনহ ভারতী।
সুশীতল জলে স্নান করি যদুপতি॥
নিত্যক্রিয়া সমাপন করি দামোদর।
পট্টবস্ত্র পরিধান করে তদন্তর॥
সন্ধ্যাদি তর্পণ পরে করি সমাপন।
বিপ্রগণে বিধিমতে করিল পূজন॥
দুগ্ধবতী গাভী পরে হরষেতে ল'য়ে।
দ্বিজগণে দান করে আনন্দিত হ'য়ে॥
দ্বিজগণে দেয় হরি বিবিধ রতন।
একে একে পূজে পরে যত গুরুজন॥
তবে মঙ্গলাদি দ্রব্য করি পরশন।
তারপর নিজ অঙ্গে পরেন ভূষণ॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করি আচ্ছাদিত।
বনফুলে করে হরি অঙ্গ সুশোভিত॥
গো-বৃষ-ব্রাহ্মণগণে করি দরশন।
আনন্দিত করে যত পুরবাসী জন॥
তদন্তর দ্বিজগণে করান ভোজন।
সানন্দে করেন সবে দক্ষিণা অর্পণ॥
পুরবাসী গুরুজনে ভুঞ্জাইল পরে।
পরেতে ভোজন করে সহর্ষ অন্তরে॥
তারপর রথ আনি সারথি যোগায়।
সুগ্রীবাদি মনোহর চারি অশ্ব তায়॥
সারথির হাত ধরি উঠিল রথেতে।
আরোহণ করে রথে সানন্দ মনেতে॥
প্রাতঃকৃত্য আদি সব করি সমাপন।
উদ্ধব সাত্যকি সঙ্গে চলে জনার্দ্দন॥
সুধর্ম্মা সভার মাঝে হ'ল উপনীত।
আর যত মন্ত্রিগণ আইল ত্বরিত॥
বসিলেন নারায়ণ রতন আসনে।
চারিদিকে রাজা যত বেড়িল তখনে॥
কত নট নর্ত্তকীরা উপনীত হয়।
বাজিতে লাগিল বাদ্য অতি মধুময়॥
সুমধুর গীত গায় গায়িকা সকল।
বন্দিগণ স্তুতি করে আনন্দে বিহ্বল॥
হেনকালে সভাস্থলে আসে একজন।
তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতি অপূর্ব্ব দর্শন॥
কৃষ্ণপদে সেইজন করিয়া প্রণতি।
কহিতে লাগিল জরাসন্ধের ভারতী॥
শুন কহি যদুপতি অপূর্ব্ব কথন।
জরাসন্ধ দিগ্বিজয়ে করিছে গমন॥

যত নৃপগণে রণে করি পরাজয়।
বন্দী করি আনিয়াছে আপন আলয়॥
তাহাদের কত কষ্ট কহিব কেমনে।
কত ক্লেশ দেয় সেই যত নৃপগণে॥
বিংশতি সহস্র নৃপে করিয়া বন্ধন।
রাখিয়াছে নিজ গৃহে ওহে নারায়ণ॥
বন্দী যত নৃপগণ কহিল আমারে।
সে কারণে আইলাম প্রভুর আগারে॥
তাহাদের বাক্য হরি করহ শ্রবণ।
তব পদে তারা সবে ল’য়েছে শরণ॥
রক্ষক তাদের এবে হও যদুপতি।
তুমি ভিন্ন তাহাদের নাহি অন্য গতি॥
জগতের পতি তুমি দেব নারায়ণ।
তোমা হ’তে ঘুচে যায় ভবের বন্ধন॥
সামান্য বন্ধন হ’তে রক্ষা কর সবে।
আর যত কহে সেই নৃপগণ তবে॥
জগতের লোক যত মন্দ কার্য্যে রত।
ভালমন্দ কার্য্যে সবে প্রবৃত্ত সতত॥
আশার নাহিক শেষ ওহে দামোদর।
ভোগের লালসা নাথ বড়ই দুস্তর॥
এই হেতু তব পদে ল’য়েছে শরণ।
মানব রক্ষিতে তব ভবে আগমন॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের দমন।
ধন রাজ্যপদ যেন নিশার স্বপন॥
আপনি অনন্ত হরি সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময়।
কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত অব্যয়॥
নিত্য-পাপ রক্ষা হেতু তব অবতার।
অধমের প্রতি কৃপা করহ এবার॥
আপনি পরম ব্রহ্ম পূর্ণ নারায়ণ।
তুমি নাথ লোকাতীত জীবের জীবন॥
সেই দূত করযোড়ে কহিল তখন।
মোক্ষসুখদাতা হরি জগৎ-কারণ॥
মায়ায় মোহিত হ’য়ে তোমা না চিনিনু।
ভব-মায়াজালে বন্দী হইয়া রহিনু॥
যেই জন তব পদে লয় হে শরণ।
ভবের যাতনা তার না হয় কখন॥
কর্ম্মদোষে হয় তার বিপাকে বন্ধন।
এখন অধমে রক্ষা কর নারায়ণ॥
মগধ দেশেতে জরাসন্ধের আলয়ে।
বিংশতি হাজার নৃপ আছে বন্দী হ’য়ে॥
তোমা বিনা তাহাদের নাহি অন্য গতি।
সে সবায় রক্ষা এবে কর যদুপতি॥
জরাসন্ধ বন্দী করে নৃপতি সকলে।
কেশরী যেমন হরে ক্ষুদ্র মৃগদলে॥
তুমি মহাসিংহ হও দ্বারকানগরে।
তোমা ভিন্ন জরাসন্ধে কে আঁটে সমরে॥
তোমা বিনা কে তাহারে করে পরাজয়।
তাহারে বধিতে আর কার শক্তি হয়॥
তব তেজ বিনা হেন তেজ আছে কার।
মগধরাজের দর্প চূর্ণ করিবার॥
তাহারা তোমার দাস ওহে নারায়ণ।
অধম জনের মুক্তি করহ এখন॥
তোমা বিনা তাহাদের নাহি পরিত্রাণ।
অধম জনেরে কৃপা কর ভগবান্॥
তব পদে তারা এবে ল’য়েছে শরণ।
তোমার উচিত যাহা করহ এখন॥
এই কথা রাজদূত মৃদুভাষে কয়।
হেনকালে দেব-ঋষি উপনীত হয়॥
বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গাহি বারে বারে।
উপনীত মহামুনি সভার মাঝারে॥
পিঙ্গল বরণ জটা দীর্ঘ অতিশয়।
প্রভাকর সম আভা দীপ্তিমান্ হয়॥
দরশন করি হরি দেব-ঋষিবরে।
রথ হ’তে নামিলেন অমনি সত্বরে॥
মুনিপদে নারায়ণ প্রণতি করিল।
মৃদুভাষে মুনিবরে কহিতে লাগিল॥
কহ দেব কোথা হ’তে তব আগমন।
পাণ্ডব-কুশল-বার্ত্তা কহ তপোধন॥

কৃষ্ণের বচনে তবে ঋষিবর কয়।
নিবেদন করি শুন ওহে দয়াময় ॥
মায়াময় সর্ব্বাশ্রয় তুমি সর্ব্বসার।
হরিতে অবনী-ভার তুমি অবতার ॥
আপন মায়ায় তুমি উদ্ভূত হইলে।
প্রভাকর হয় যথা মেঘ আচ্ছাদিলে ॥
তব মায়া কেবা বুঝে ওহে দয়াময়।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কার্য্য তোমা হ'তে হয় ॥
তব পদে কোটি কোটি প্রণতি আমার।
ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম লীলা অবতার ॥
শুন কহি পাণ্ডবেরা করেছে বাসনা।
রাজসূয় যজ্ঞ হেতু তাদের কামনা ॥
অতএব তুমি তথা গিয়া ভগবান্।
পাণ্ডুপুত্রগণে কর উৎসাহ প্রদান ॥
সেই যজ্ঞে দেবগণ উপস্থিত হবে।
মুনি ঋষি নৃপ যত আসিবে উৎসবে ॥
তব নাম যেবা করে সর্ব্বদা কীর্ত্তন।
পরম পবিত্র সেই হয় সর্ব্বক্ষণ ॥

স্বর্গে সুবিস্তার দেব মহিমা তোমার।
পৃথ্বী রসাতলে যায় রোষে অনিবার ॥
তব পদ-ধৌত জলে সদা ভোগবতী।
স্বর্গে মন্দাকিনী মর্ত্ত্যে দেবী ভাগীরথী ॥
ত্রিধারা হইয়া তিন লোকেতে গমন।
উদ্ধারিতে তিনলোকে ওহে নারায়ণ ॥
এত শুনি কৃষ্ণ তবে উদ্ধবে ডাকিল।
কি করি এখন বল উদ্ধবে কহিল ॥
সব তত্ত্ব জান তুমি বলহ বিধান।
কিবা যুক্তি হয় এবে কর অনুষ্ঠান ॥
আসিল পাণ্ডব-দূত আমার সদনে।
রাজসূয় যজ্ঞ করে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
কোন্ কার্য্যে অগ্রে যাব কহ সে বারতা।
বিচার করিয়া মন্ত্রী কহ সেই কথা ॥
শ্রবণে কৃষ্ণের কথা উদ্ধব তখন।
করযোড়ে কহে তবে সুনৃত বচন ॥
ভাগবত-কথা অতি শুনিতে সুন্দর।
সুবোধ রচিল গীত সানন্দ অন্তর ॥

ইতি উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন।

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
উদ্ধব কহিল শুনি গোবিন্দ-বচন ॥
নারদের মুখে সব করিয়া শ্রবণ।
করযোড়ে মহামতি কহিল তখন ॥
কৃষ্ণ-অভিপ্রায় তবে বুঝিয়া অন্তরে।
উদ্ধব কহিল কথা সুললিতস্বরে ॥
করযোড় করি তবে কহিল উদ্ধব।
যে কথা কহিল ঋষি তাহাই সম্ভব ॥

পাণ্ডবেরা করিয়াছে যজ্ঞ আরম্ভণ।
কর্ত্তব্য সে কার্য্য অগ্রে করিতে সাধন ॥
একান্ত শরণাগত যেই জন হয়।
তাহারে রক্ষিতে আগে মনে যুক্তি লয় ॥
দুই কার্য্য গুরুতর নিশ্চয় জানিবে।
কিন্তু অগ্রে যজ্ঞকার্য্যে যাইতে হইবে ॥
এই কার্য্য হেতু রাজা দিগ্বিজয়ে যাবে।
তাহাতেই জরাসন্ধ বিনাশ হইবে ॥

তা হ'লে উভয় পক্ষে গৌরব সমান।
হবে আমাদের প্রভু তাহে কত মান ॥
রাজগণে হবে পরে বন্ধন-মোচন।
তাহাতে পৌরুষ আছে শুন কৃষ্ণধন ॥
অতএব ইন্দ্রপ্রস্থে করহ গমন।
তথায় হইবে জ্ঞাত যত বিবরণ ॥
সবে জানে জরাসন্ধ মহাবলবান্।
ততোধিক বল ধরে পবন-সন্তান ॥
ভীমার্জ্জুন সহ কর মগধে গমন।
অনায়াসে জরাসন্ধে করহ নিধন ॥
বহু সেনাগণ তার ওহে মহামতি।
বিপ্ররূপে মল্লযুদ্ধ চাহ তার প্রতি ॥
বল তারে ভীম সহ করিবারে রণ।
মহাবল ভীম তারে করিবে নিধন ॥
আমার মনেতে দেব এই যুক্তি লয়।
এখন কর্ত্তব্য যাহা কর সমুদয় ॥
আমি কি করিব যুক্তি দেব জনার্দ্দন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সব তোমার কারণ ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব পরম ঈশ্বর।
তোমার বিচিত্র কার্য্য অতি অগোচর ॥
রাজশত্রু বধি দেব তুমি নারায়ণ।
করিয়াছ পিতৃ-মাতৃ-বন্ধন মোচন ॥
অনায়াসে কংসাসুরে দিলে যমালয়।
চাণূর মুষ্টিক আর হস্তী কুবলয় ॥
মহাযোগী ঋষিগণ তব যশ গায়।
কি যুক্তি বলিব দেব আমরা তোমায় ॥
জরাসন্ধ-বধ হেতু যজ্ঞ আয়োজন।
সেই যজ্ঞে প্রভু তুমি করহ গমন ॥
উদ্ধবের বাক্য শুনি দেব জনার্দ্দন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহিলা তখন ॥
ভাল যুক্তি দিলে তুমি ওহে মন্ত্রিবর।
অগ্রেতে যাইব সেই হস্তিনানগর ॥
সারথির প্রতি তবে আদেশ করিল।
আজ্ঞা মাত্র দারুক সে রথ যোগাইল ॥
ভৃত্য বন্দিগণে হরি কহিল তখন।
বলদেব উগ্রসেনে কহ বিবরণ ॥
পুত্র-পত্নীগণে সবে কহিল তখন।
সবে মিলি ইন্দ্রপ্রস্থে করহ গমন ॥
শুনিয়া সকলে হ'ল সানন্দ হৃদয়।
পরিবার সহ রথে উপনীত হয় ॥
অসংখ্য যাদব-সৈন্য করিল গমন।
মহাশব্দে স্তব্ধ সবে হইল তখন ॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য শব্দ ঘোরতর।
দ্রুতবেগে চলে রথ আনন্দ অন্তর ॥
পুত্র-পত্নীগণ সহ দেব যদুপতি।
সানন্দ অন্তরে সবে করিলেন গতি ॥
খড়্গ-চর্ম্ম ধরি যত পদাতিকগণ।
সৈন্য অশ্ব হস্তী উট চলে অগণন ॥
সৈন্য-শব্দে লাগে স্তব্ধ বধির শ্রবণ।
মহাপ্রলয়ের কালে যেমন পবন ॥
এইরূপে সাজি সবে ইন্দ্রপ্রস্থে যায়।
পরে যত প্রজাগণ আইল তথায় ॥
পতাকা চামর ধ্বজ ছত্র আদি ল'য়ে।
শ্রীকৃষ্ণ চলেন সৈন্য পরিবৃত হ'য়ে ॥
উশীর কম্বল বস্ত্র ল'য়ে বেশ্যাগণ।
শ্রীকৃষ্ণ-পশ্চাতে সবে করিছে গমন ॥
অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ সুমতি।
পাইলেন পূজা অর্ঘ্য কৃষ্ণের সংহতি ॥
পুনশ্চ মনেতে মুনি বন্দে ভগবানে।
সহাস্য বদনে যায় হরিগুণগানে ॥
মধুর বচনে হরি সবারে তুষিল।
তদন্তর নৃপ-দূতে কহিতে লাগিল ॥
নিজ স্থানে সবে এবে করহ গমন।
মগধ রাজারে আমি করিব নিধন ॥
যত রাজগণে আমি করিব উদ্ধার।
যত সব বন্দী আছে রাজার কুমার ॥
মুক্ত করি দিব আমি সবারে নিশ্চয়।
এত শুনি দূতগণ সানন্দ-হৃদয় ॥

হৃষ্টমনে তবে সবে করিল গমন।
মনেতে ভাবিয়া জরাসন্ধের নিধন ॥
তবে প্রভু আনন্দেতে রথ চালাইল।
প্রজা যত হর্ষযুক্ত দেখিতে লাগিল ॥
রথের পতাকা সবে হেরে যতক্ষণ।
দাঁড়ায়ে পথের মাঝে করে দরশন ॥
তদন্তর ক্ষুণ্ণ মনে ঘরেতে আইল।
সারথি সানন্দ চিত্তে রথ চালাইল ॥
মহাবেগে সেই রথ করিল গমন।
নদ নদী গ্রাম আদি পর্ব্বত কানন ॥
অতিক্রম করি রথ ধাইল সত্বরে।
দৃষদ্বতী নদী তবে অতিক্রম করে ॥
মৎস্য ও পঞ্চাল দেশ পশ্চাতেতে রয়।
তদন্তর ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হয় ॥
কৃষ্ণ-আগমন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
যুধিষ্ঠির পদব্রজে ধাইল তখন ॥
সঙ্গেতে আইল যত মহাঋষিগণ।
সংসারের সার কৃষ্ণে করিতে দর্শন ॥
মহোৎসবে হয় সব আনন্দে মগন।
বেদগান করে যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥
কৃষ্ণের নিকটে আসি উপনীত হয়।
কৃষ্ণ-দরশনে সবে সানন্দ-হৃদয় ॥
সংসারের সার বস্তু করি দরশন।
মহানন্দে সবাকার জুড়ায় জীবন ॥
মৃত শরীরেতে যেন জীব সঞ্চারিল।
দেহের কলুষ যত বিনষ্ট হইল ॥
বহুদিনে শ্রীকৃষ্ণের পেয়ে দরশন।
পুনঃ পুনঃ সকলেই করে আলিঙ্গন ॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে সবে পুলকহৃদয়।
আলিঙ্গন করি লয় লক্ষ্মীর আশ্রয় ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শে হয় পাপের মোচন।
আনন্দে আঁখির জল হইল পতন ॥
হর্ষে পুলকিত হয় ধর্ম্মের তনয়।
কৃষ্ণেরে হৃদয়ে ধরি কত কথা কয় ॥
তবে বীর বৃকোদর করে আলিঙ্গন।
আনন্দে নয়নে বারি বহিল তখন ॥
পার্থ মহামতি পরে আলিঙ্গন করে।
পরস্পর অশ্রুবারি অনর্গল ঝরে ॥
পরে মাদ্রীপুত্র দুই পড়িল চরণে।
আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ তাদের দু'জনে ॥
পরে হরি দ্বিজগণে করিল প্রণতি।
বন্দিগণ গায় গীত আনন্দিত অতি ॥
চারিদিকে শুভ বাদ্য বাজিল অমনি।
ঋষিগণে হৃষ্টমনে করে বেদধ্বনি ॥
পরেতে সুহৃদ্‌গণে করি সম্ভাষণ।
ভগবান্ করে তবে পুরী প্রবেশন ॥
পুরবাসী নারীগণ ধাইয়া আইল।
নেত্র ভরি কৃষ্ণরূপ দেখিতে লাগিল ॥
ছাড়ি নিজ গৃহকাজ যতেক যুবতী।
কেহ বা আইল ছাড়ি আপনার পতি ॥
কোন নারী শিশুপুত্র করিয়া বর্জ্জন।
বেগেতে আইল কৃষ্ণে করিতে দর্শন ॥
পত্নীসহ নারায়ণে দরশন করে।
পুষ্পরাশি বর্ষে সবে মস্তক-উপরে ॥
মনে মনে কৃষ্ণ সবে করে আলিঙ্গন।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে হয় আনন্দে মগন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বদন সবে নিরীক্ষণ করে।
কত কথা কহে তারা সানন্দ অন্তরে ॥
রমণী সহিত কৃষ্ণে করে দরশন।
তারা-ঘেরা চাঁদ যেন হ'তেছে শোভন ॥
কৃষ্ণে হেরি সকলের আনন্দ অপার।
পুরবাসিগণে করে মঙ্গল আচার ॥
সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ ক'রে।
প্রবেশ করিল কৃষ্ণ পুরীর ভিতরে ॥
কৃষ্ণে হেরি কুন্তীদেবী আনন্দে ভাসিল।
ত্বরাগতি আসি তাঁরে কোলেতে করিল ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণপত্নীগণে করি সমাদর।
একে একে পূজা করে করিয়া আদর ॥

সবাকারে পূজা করে দ্রৌপদী যুবতী।
সত্যভামা রুক্মিণী ও ভদ্রা জাম্ববতী॥
মিত্রবিন্দা কালিন্দী ও শৈব্যা নাগ্নজিতী।
সবাকারে পূজা করি মনে পায় প্রীতি॥
যতনে বসায় সবে রতন আসনে।
যুধিষ্ঠির বসাইল দেব জনার্দ্দনে॥
আর যত যদুগণে করিল পূজন।
সহচরগণে সবে করে সম্ভাষণ॥
তদন্তর সকলেরে দিল বাসস্থান।
ভোজন করায় সবে আনন্দ বিধান॥
সন্তুষ্ট করিয়া হরি ধর্ম্মের কুমারে।
কিছুকাল রহে দেব পার্থের আগারে॥
আনন্দে বিহরে সদা সহ ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রপ্রস্থবাসী সবে আনন্দিত হয়॥
কৃষ্ণকথা যেই জন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় পাপ বিমোচন॥

ভাগবতে কৃষ্ণকথা সুধার লহরী।
সুবোধ-রচিত গীত শুন প্রাণ ভরি॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

জরাসন্ধ বধ

শুকদেব কহে তবে শুন নরবর।
কি করেন বাসুদেব কহি অতঃপর॥
একদিন সভামাঝে ধর্ম্মের তনয়।
চৌদিকে বেষ্টিত যত সভাসদ রয়॥
মুনি ঋষি আদি আর ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।
কুলাচার্য্য পুরবাসী আত্মীয় স্বজন॥
সভাতে বসিয়া আছে সানন্দ হৃদয়।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি তবে যুধিষ্ঠির কয়॥
শুন কৃষ্ণ কহি এক অদ্ভুত বচন।
আমার সুহৃদ্ তুমি জানে সর্ব্বজন॥
এই রাজসূয় যজ্ঞ মনন আমার।
সম্পাদন-ভার এর হয় হে তোমার॥
কি কব তোমারে আজ ওহে মহামতি।
তব পদে অনুক্ষণ থাকে যেন মতি॥
ভক্তিতে তোমার পদ ভাবে যেইজন।
তব গুণ-গানে মত্ত থাকে অনুক্ষণ॥
না রহে বিপদ্ তার পূর্ণকাম হয়।
সে জন গোলোকে যায় কহিনু নিশ্চয়॥
আত্মপর জ্ঞান তব নহে ত কখন।
সর্ব্বভূতে সমভাব তব নারায়ণ॥
ভক্তজনে সর্ব্বক্ষণে তব দয়া রয়।
ভক্তজনে কল্পতরু বেদে এই কয়॥
যে ভাবে তোমার সেবা করে যেই জন।
তার মত তারে কৃপা কর নারায়ণ॥
আমি হই অল্পবুদ্ধি অতি অল্পমতি।
এখন আমার হরি কি হইবে গতি॥
এই রাজসূয় যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান।
কিরূপে করিব হরি এর সমাধান॥
যুধিষ্ঠির-বাক্যে তবে কহে নারায়ণ।
যাহাতে মঙ্গল হবে শুনহ রাজন॥
বড় ভয়ঙ্কর এই যজ্ঞের বিধান।
সকলের বাঞ্ছা ইহা শুন মতিমান্॥

যজ্ঞের নিয়ম এই শুনহ রাজন।
বসুন্ধরা নিজ বশ করহ এখন ॥
দিগ্বিজয় করি ধন কর আহরণ।
তবে এই মহাযজ্ঞ হইবে সাধন ॥
দেব-অংশে জন্ম হয় তব সহোদর।
দিগ্বিজয়ে সবে ধন আনিবে বিস্তর ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে পাণ্ডুর কুমার।
প্রফুল্ল হইল মুখ আনন্দ অপার ॥
ভ্রাতৃগণে ডাকি তবে লাগিল কহিতে।
দিগ্বিজয় হেতু সবে লাগিল সাজিতে ॥
সহদেব দক্ষিণেতে করিল গমন।
রহিল সঙ্গেতে তার সৈন্য অগণন ॥
পশ্চিমে নকুল যায় আনন্দিত মনে।
পূর্ব্বে বৃকোদর বীর ধায় সেইক্ষণে ॥
তিনদিকে তিনজন করে দিগ্বিজয়।
বহু রাজগণে তারা করে পরাজয় ॥
বাহুবলে বহুধন হরিয়া তখন।
ধর্ম্মের তনয়ে আনি করে সমর্পণ ॥
সকল নৃপতিগণ পরাজিত হয়।
জরাসন্ধ কিন্তু নাহি মানে পরাজয় ॥
ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ চিন্তান্বিত তায়।
কি করিবে অতঃপর ভাবিয়া না পায় ॥
তবে জরাসন্ধ বধে দেব নারায়ণ।
মনে মনে করে তার উপায় চিন্তন ॥
উপায় চিন্তিয়া হরি মনেতে ভাবিল।
বৃকোদর পার্থ আর আপনি চলিল ॥
মগধ রাজ্যেতে ত্বরা যায় তিন জন।
জরাসন্ধ ছিল যথা আনন্দিত মন ॥
ব্রাহ্মণের রূপে তথা তিন জনে যায়।
জরাসন্ধ-সন্নিধানে আসিল ত্বরায় ॥
নমস্কার করে রাজা দেখিয়া ব্রাহ্মণে।
জরাসন্ধ নরবরে কহে তিনজনে ॥
শুন কহি বিবরণ ওহে নরপতি।
অতিথি তোমার দ্বারে আমরা সম্প্রতি ॥
হেথা আগমন আজ বহুদূর হ’তে।
মনের বাসনা পূর্ণ কর বিধিমতে ॥
ভিক্ষা অনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে।
আমাদের আশীর্ব্বাদে মঙ্গল লভিবে ॥
তুমি দাতা তব যশ গায় এ মহীতে।
দাতার অদেয় কিছু না পাই দেখিতে ॥
এ জগতে কত দাতা জনম লভিল।
অকাতরে তারা কত দান যে করিল ॥
হরিশ্চন্দ্র আদি নামে বহু দাতৃগণ।
ব্রাহ্মণের লাগি তারা দেয় বহু ধন ॥
দেখ তবু নহে তারা সমান তোমার।
তুমি মহাদাতা হও জগৎ-মাঝার ॥
দ্বিজভক্ত মহারাজ বিখ্যাত মহীতে।
তব সম কেহ আর না পাই দেখিতে ॥
এই কথা শুনি তবে জরাসন্ধ রায়।
ভাবে কেবা তিন জন নাহি জানা যায় ॥
ব্রাহ্মণের বেশধারী ক্ষত্রিয়-আকার।
সন্দেহ হ’তেছে মনে ইহাতে আমার ॥
কোথায় দেখেছি যেন মনেতে না আসে।
ব্রাহ্মণের রূপে যেন ক্ষত্রিয় প্রকাশে ॥
যে হ’ক মাগিছে ভিক্ষা আমার নিকটে।
যাহা চায় দিব তাহা আমি অকপটে ॥
বলিরে ছলিতে হরি করিল গমন।
অকাতরে সর্ব্বধন করিল অর্পণ ॥
রাখিয়া আপন কীর্ত্তি জগৎ-ভিতর।
পাতালে গমন করে সানন্দ-অন্তর ॥
রাখিল আপন যশ কি কার্য্য করিল।
গুরু শুক্রাচার্য্য-বাক্য তবু না শুনিল ॥
রাখিতে আপন যশ না করিল ভয়।
জগতে রাখিল কীর্ত্তি সেই মহাশয় ॥
অতএব আপনার সুখ্যাতি রাখিব।
যা চাহিবে বিপ্রগণ তাহা আমি দিব ॥
মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন।
জরাসন্ধ কহে কিছু গম্ভীর বচন ॥

শুন কহি বিপ্রগণ যাহা বাঞ্ছা চিতে।
অভিমত মাগ ভিক্ষা কাতর না দিতে॥
যাহা চাবে তাহা পাবে জানিও নিশ্চয়।
আমার বচন কভু অন্যথা না হয়॥
আমার মস্তক যদি চাহ আজি সবে।
অকাতরে দিব তাহা বিলম্ব না হবে॥
জরাসন্ধ-বাক্যে তবে কহে ভগবান্।
দ্বৈরথ সমর মাগি শুন মতিমান্॥
দেখিতেছ মম সঙ্গে এই দুইজন।
ভীমার্জ্জুন হয় এই পাণ্ডুর নন্দন॥
বসুদেব-পুত্র আমি কৃষ্ণ নাম হয়।
আমারে বিশেষ তুমি জান মহাশয়॥
তব পূর্ব্ব শত্রু আমি জানিবে নিশ্চয়।
এক্ষণে এ ভিক্ষা দান কর মহাশয়॥
এত শুনি জরাসন্ধ জ্বলিয়া উঠিল।
কৃষ্ণ প্রতি নরপতি সক্রোধে কহিল॥
মম ভয়ে সাগরেতে কর সদা বাস।
কি সাহসে এলে পুনঃ আমার আবাস॥
ভয়াতুর সহ যুদ্ধ উপযুক্ত নয়।
কতবার পলাইলে যুদ্ধের সময়॥
এই যে অর্জ্জুন আমি করি দরশন।
কিন্তু অতি ক্ষুদ্র হয় বালক মতন॥
যুদ্ধ কভু না করিব ইহার সহিত।
ভীম মম সম বটে হয় কথঞ্চিৎ॥
অতএব ভীম সঙ্গে করিব সমর।
এত শুনি বাসুদেব সহর্ষ-অন্তর॥
তবে জরাসন্ধ অতি আনন্দিত মনে।
পুরী হ'তে বহির্গত হয় সেইক্ষণে॥
যুদ্ধ-ভূমে সবে মিলি করিল গমন।
এক গদা ভীমে দিল নৃপতি তখন॥
আপনি লইল এক গদা মহাকায়।
গদা হাতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
রণস্থলে দুই বীর করে আস্ফালন।
যেন দুই মত্ত হস্তী করিছে ভ্রমণ॥
বাম ও দক্ষিণ দিক্ হইতে তখন।
উভয়ে মণ্ডলাকারে করিল ভ্রমণ॥
রণস্থলে দুই জনে মহাযুদ্ধ করে।
পৃথিবী কম্পিত হয় বীর-পদভরে॥
মুণ্ডে মুণ্ডে দুই জনে করিল আঘাত।
ভয়ঙ্কর শব্দ যেন অশনি-নিপাত॥
হাতে হাতে বুকে বুকে করে আস্ফালন।
ভীম-জরাসন্ধ-যুদ্ধ ঘোর দরশন॥
বিপরীত যুদ্ধ করে কেহ নহে স্থির।
দোঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহি পড়িছে রুধির॥
কিংশুক বৃক্ষের মত শোভিত হইল।
সুরাসুর দরশনে অন্তরে কাঁপিল॥
যুঝিতে যুঝিতে হয় ক্রোধিত অন্তর।
মহাশব্দে কাঁপে ধরা করি থর থর॥
রণস্থলে বড় বড় বৃক্ষ যত ছিল।
দু'জনার পদভরে চূর্ণিত হইল॥
যেন দুই মত্ত গজ করে মহারণ।
ক্রোধে দুই বীর-অঙ্গ হ'তেছে কম্পন॥
কিল চড় লাথি দোঁহে করিছে আঘাত।
তার শব্দে লাগে স্তব্ধ যেন বজ্রপাত॥
দেবগণ মনে মনে প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধ-জন্মকথা শ্রীকৃষ্ণ চিন্তিল॥
দুই অঙ্গ অর্দ্ধ অর্দ্ধ তাহার আছিল।
জরা নামে রাক্ষসী সে তাহা যোড়া দিল॥
তাহাতেই জরাসন্ধ সকলে বাখান।
ছলে ভীমে জানাইল দেব ভগবান্॥
তবে কৃষ্ণ বৃক্ষশাখা তুলি ল'য়ে হাতে।
চিরিয়া ফেলায় তাহা ভীমের সাক্ষাতে॥
এরূপ সঙ্কেত হরি ভীমেরে করিল।
দরশনে ভীম-মনে স্মরণ হইল॥
তবে ভীম মহাক্রোধে জরাসন্ধে ধরি।
বলেতে ফেলিল তাহে ভূমির উপরি॥
এক পদ নিজ পদে করিয়া ধারণ।
আর পদ দুই হাতে ধরিয়া তখন॥

চিরিয়া ফেলিল তারে বীর বৃকোদর।
বৃক্ষশাখা চিরে যথা মত্ত করিবর॥
সেইরূপে জরাসন্ধে চিরিয়া ফেলিল।
দুইদিকে দুই অঙ্গ পৃথক্ করিল॥
রণস্থলে জরাসন্ধ হইল নিপাত।
তবু ভীম মহাক্রোধে করিছে আঘাত॥
হাহাকার শব্দে কাঁদে আত্মীয় স্বজন।
শ্রীকৃষ্ণ ধরিয়া ভীমে করেন সান্ত্বন॥
মহানন্দে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
আলিঙ্গন করে হরি সানন্দ অন্তরে॥
সুবোধ রচিল গীত জরাসন্ধ বধ।
শ্রীহরি-মাহাত্ম্য পূর্ণ মহাভাগবত॥

ইতি জরাসন্ধ বধ।

বন্দী রাজগণের মোচন

শুকদেব বলে রাজা কর অবধান।
অপর যে কার্য্য পরে করে ভগবান্॥
সহদেব নামে ছিল রাজার নন্দন।
মগধের রাজা তারে করে জনার্দ্দন॥
পরে বন্দী ছিল যত মহারাজগণ।
সবাকার করে হরি বন্ধন মোচন॥
পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
জরাসন্ধ-কারাগারে যত রাজগণ॥
বিংশতি সহস্র অষ্টশত সংখ্যা হয়।
বন্ধন করিয়া রাখে করি যুদ্ধ জয়॥
যেইমাত্র জরাসন্ধ নিহত হইল।
গিরিশ্রেণী হ'তে সবে বাহিরে আইল॥
মলিন বদন সবে মলিন বসন।
ক্ষীণতনু ক্ষুধাতুর হয় সর্ব্বজন॥
বন্ধন-যাতনা হেতু সকলে কাতর।
কৃষ্ণরূপ হেরি সবে সানন্দ অন্তর॥
নবঘনশ্যামরূপ করে দরশন।
পদ্মনাভ পীতাম্বর কমল লোচন॥
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে অতি মনোহর।
কিবা সুললিত গণ্ড পরম সুন্দর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী।
পীতবস্ত্র পরিহিত বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষ বনমালা গলে।
হেরিয়া মোহনরূপ ভাসে নেত্রজলে॥
কৃষ্ণ দরশন করি যত নৃপগণ।
ভূমিতলে পড়ি করে চরণ বন্দন॥
বন্ধন-যন্ত্রণা যত অন্তর্হিত হয়।
হৃষ্টমনে রাজগণ স্তুতিবাণী কয়॥
হে অব্যয় দেব দেব কৃষ্ণ সনাতন।
তোমার শরণাগত মোরা সব জন॥
তোমার মহিমা মোরা কি বুঝিব আর।
চরণে তোমার করি কোটি নমস্কার॥
নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
দীননাথ দীনবন্ধু জগতের গতি॥
দরিদ্রের দুঃখ হর দেব নারায়ণ।
জরাসন্ধ মহাসুরে করিলে নিধন॥

দুর্জ্জনের শাস্তিদাতা শ্রীমধুসূদন ।
তব কৃপাবলে মোরা পাইনু মোচন ॥
দয়া করি দয়াময় সবে উদ্ধারিলে ।
দুষ্ট দৈত্য মাগধেরে নিপাত করিলে ॥
মায়াময় তব মায়া কে পারে বুঝিতে ।
ধরণীতে অবতার মানব মোহিতে ॥
মরীচিকা দরশনে যথা মৃগচয় ।
জালে বদ্ধ হয় সবে জানি জলাশয় ॥
সেইরূপ অবিবেকী হয় যেই জন ।
অবাস্তবে সত্য বলি ভাবে অনুক্ষণ ॥
মদগর্ব্বে মত্ত হ'য়ে জরাসন্ধ অতি ।
আমাদের রাজ্যধন হরিল দুর্ম্মতি ॥
আমাদেরে বন্দী করি রাখে কারাগারে ।
দর্পহারী দর্পচূর্ণ করিলে তাহারে ॥
তুমি পূর্ণ ভগবান্ কৃপা-অবতার ।
বৃথা রাজ্য ধন সব জানিনু এবার ॥
বিষম বিষয়-বিষে নাহি প্রয়োজন ।
তোমার অভয় পদে লইনু শরণ ॥
তব নাম-গুণ সদা কীর্ত্তন করিব ।
তব পদে অবিরত পড়িয়া রহিব ॥
জয় জয় পরমাত্মা গোলোক-বিহারী ।
ওহে বসুদেব-সুত মুকুন্দ মুরারি ॥
নমো নমো হৃষীকেশ দেব জনার্দ্দন ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ গোপিকা-রমণ ॥
অধম জনের গতি পতিত-উদ্ধার ।
কে জানে মহিমা তব অনন্ত অপার ॥
রাজ্য আর নাহি চাই ওহে দয়াময় ।
মৃগতৃষ্ণা সম তাহা জানিনু নিশ্চয় ॥
তোমার চরণে আজি চাহি মোরা স্থান ।
কৃপা কর নিজগুণে ওহে ভগবান্ ॥
পুনঃ যদি সংসারেতে করি আগমন ।
তোমার চরণ যেন না ভুলি কখন ॥
পরমাত্মা তুমি হরি কি কহিব আর ।
হে গোবিন্দ ক্লেশহারী করি নমস্কার ॥
এইরূপ স্তব স্তুতি করে নৃপগণ ।
তবে হরি সবাকার খুলিল বন্ধন ॥
রাজগণ প্রতি কৃষ্ণ বলিল বচন ।
আজ হ'তে মম ভক্ত হ'লে সর্ব্বজন ॥
আমার চরণ পূজা কর নিরন্তর ।
মম বাক্য শুন ওহে যত নৃপবর ॥
বিষয়ে উন্মত্ত যত জগতের জন ।
না করে তাহারা কভু আমার ভজন ॥
ঐশ্বর্য্যে হইয়া মত্ত যতেক নৃপতি ।
অশ্রদ্ধা করিল তারা সবে মম প্রতি ॥
ধনমদে একেবারে উন্মত্ত হইল ।
মোরে না ভজিয়া হায় কি দশা ঘটিল ॥
কার্ত্তবীর্য্য বেণ রাজা নহুষ রাবণ ।
নরক প্রভৃতি যত ছিল নৃপগণ ॥
ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বেতে সবে মত্ত যবে হয় ।
বিনষ্ট হইল তারা জানিও নিশ্চয় ॥
রাজ্যধন একেবারে সব হ'ল হত ।
বিপাকে পড়িল সবে চিরদিন মত ॥
অতএব সবে মিলি কর এক কর্ম্ম ।
আমারে ভজিবে সবে করি যজ্ঞ-ধর্ম্ম ॥
নিজধর্ম্মে প্রজাগণে করিবে পালন ।
ধর্ম্মমতে কর সবে রাজ্যের শাসন ॥
চরমে পরম গতি লভিবে তখন ।
নিশ্চয় সকলে পাবে মম শ্রীচরণ ॥
আমারে সেবিতে যদি সদা থাকে মন ।
দুঃখ না পাইবে কভু কহিনু এখন ॥
একান্ত ভাবেতে সদা আমারে সেবিবে ।
অন্তিমে আমারে সবে নিশ্চয় পাইবে ॥
এত কহি বাসুদেব যত রাজগণে ।
সান্ত্বনা করিল কত মধুর বচনে ॥
জরাসন্ধ-পুত্র দ্বারা করায়ে সম্মান ।
রাজযোগ্য বস্ত্র সব করিল প্রদান ॥
নানা রত্ন-অলঙ্কারে সবারে সাজায় ।
নানাবিধ খাদ্য সবে ভোজন করায় ॥

এইরূপে রাজগণ সম্মান লভিল।
বন্ধন-যাতনা মনে কিছু না রহিল ॥
ক্লেশ-অন্তে নৃপগণ আনন্দিত-মন।
প্রাবৃটের শেষে যথা চন্দ্রমা দর্শন ॥
পরে হরি দিব্য দিব্য বিমান উপরে।
আরোহণ করাইয়া যত নৃপবরে ॥
মিষ্টবাক্যে পরিতৃপ্ত করায়ে সাধন।
আপন আপন দেশে করেন প্রেরণ ॥
তবে যত নৃপগণ বিদায় লইল।
ক্লেশ হ'তে মুক্ত হ'য়ে সানন্দে চলিল ॥
তারপরে রাজগণ করিলে গমন।
হেথা ইন্দ্রপ্রস্থে যায় দেব নারায়ণ ॥
ভীমার্জ্জুন সহ যায় হস্তিনানগর।
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ-অন্তর ॥
রণজয় শঙ্খনাদ অমনি বাজিল।
ইন্দ্রপ্রস্থবাসী শুনি আনন্দে ভাসিল ॥
সকলে সানন্দ চিত্তে আইল সভায়।
জরাসন্ধ বধ শুনি আনন্দিত তায় ॥
যুধিষ্ঠির প্রেমরসে বিগলিত প্রায়।
আনন্দ-অশ্রুতে তার বক্ষ ভেসে যায় ॥

সুবোধ-রচিত গীত করিলে শ্রবণ।
অনায়াসে মোক্ষপদ পায় সেই জন ॥

ইতি বন্দী রাজগণের মোচন।

একসপ্ততি অধ্যায়

শিশুপাল বধ

তদন্তর নৃপবর কহে মুনিবরে।
কহ সে অপূর্ব্ব কথা দয়া করি মোরে ॥
পরে কি হইল তথা কহ বিস্তারিয়া।
শ্রবণে শীতল হ'ক আমার এ হিয়া ॥
মুনি বলে কহি শুন ওহে নরপতি।
জরাসন্ধে বধ করি আসেন শ্রীপতি ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ভীমার্জ্জুন সহ জনার্দ্দন।
দেখিয়া সানন্দ-চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
প্রেমে গদগদ হ'য়ে প্রফুল্ল অন্তরে।
কৃতাঞ্জলি করি কৃষ্ণে কহে তদন্তরে ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে নারায়ণ।
ত্রিলোকের নাথ তুমি বিপদ-ভঞ্জন ॥
হে ঈশ্বর হে ভূমন্ ওহে নারায়ণ।
তব আজ্ঞা পালে সদা সর্ব্বদেবগণ ॥
সেই ভগবান্ হ'য়ে একি বিড়ম্বন।
আমাদের আজ্ঞা তুমি করিছ পালন ॥
এক তুমি অদ্বিতীয় আত্মা সবাকার।
এ সংসারে কেবা বুঝে মহিমা তোমার ॥
সকলের গুরু তুমি সকলের সার।
তব অনুগত যেন থাকি অনিবার ॥
কত ভাগ্যফলে মোরা পাইনু তোমায়।
ভবের যন্ত্রণা দূর তোমার কৃপায় ॥
অতএব এই বর দেহ নারায়ণ।
মনে অহঙ্কার যেন না হয় কখন ॥

এত কহি যুধিষ্ঠির নীরবে রহিল।
প্রবোধ-বাক্যেতে হরি সান্ত্বনা করিল॥
অর্জ্জুনে ডাকিয়া তবে কহে দামোদর।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ বড়ই দুষ্কর॥
সবার সাক্ষাতে কর ব্রাহ্মণে বরণ।
কৃষ্ণের বচনে পার্থ চলিল তখন॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা শিরে ধরি অর্জ্জুন ত্বরায়।
একে একে দ্বিজগণে সাদরে বসায়॥
গৌতম সুমন্ত্র ভরদ্বাজ দ্বৈপায়ন।
অসিত বশিষ্ঠ কণ্ব মৈত্রেয় চ্যবন॥
কামদেব বিশ্বামিত্র সুরথ সুমতি।
শৈল পরাশর আর গর্গ মহামতি॥
এইরূপে দ্বিজগণে বরণ করিল।
নিমন্ত্রিত দ্বিজগণ আসিতে লাগিল॥
বীতিহোত্র মধুচ্ছন্দা বীরসেন রায়।
নিমন্ত্রিত মহাযজ্ঞে সকলেতে ধায়॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
দুর্য্যোধন শত ভাই বিদুর সুমতি॥
আর যত দ্বিজ বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের গণ।
হেরিতে সে মহাযজ্ঞ করিল গমন॥
পৃথিবীর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী যত।
নিমন্ত্রিত হ'য়ে যজ্ঞে আসে শত শত॥
অসংখ্য আইল যজ্ঞে যত রাজগণ।
সমাদরে সবাকারে করে সম্ভাষণ॥
পরে শুন পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কথন।
যজ্ঞভূমি চাষ করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
সুবর্ণ লাঙ্গলে চষে যজ্ঞের সময়ে।
করাইল দীক্ষা পরে ধর্ম্মের তনয়ে॥
যজ্ঞের নিয়ম যাহা সকলি করিল।
রাশি রাশি স্বর্ণ-দ্রব্য প্রস্তুত হইল॥
বরুণ করিল পূর্ব্বে এ যজ্ঞ সাধন।
ততোধিক এই যজ্ঞ দ্রব্য আয়োজন॥
দেবতা আইল যত যজ্ঞ-দরশনে।
শচীসহ শচীনাথ আসে সেইক্ষণে॥
রুদ্রদেব আইলেন আর সৃষ্টিপতি।
আইল গন্ধর্ব্ব যত আনন্দিত মতি॥
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী আইল যে কত।
নাগগণ যক্ষ রক্ষ রাক্ষসাদি যত॥
আইল কিন্নর যত না যায় গণনে।
অসংখ্য নৃপতিগণ আসে সেনা সনে॥
নিজ নিজ নারীসহ যত নরেশ্বর।
আইলেন মহাযজ্ঞে সানন্দ-অন্তর॥
যুধিষ্ঠির নৃপমণি অতীব আদরে।
সম্মানে তুষিল সবে সভার ভিতরে॥
থাকিবারে দিল সবে উপযুক্ত স্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য সব করিল প্রদান॥
সকলেরে সম্মানিত করিয়া নৃপতি।
তবে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে হয় ব্রতী॥
মহা তেজোবন্ত সেই মহামুনি দলে।
মহারাজে ব্রতী তবে করেন সকলে॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিয়া তথায়।
যজ্ঞে ব্রতী হয় রাজা কৃষ্ণের আজ্ঞায়॥
তবে ধর্ম্মসুত অগ্রে ব্রাহ্মণে বরিল।
যথাবিধি সবাকারে অর্ঘ্য আদি দিল॥
পূজা-দ্রব্য হস্তে করি সহদেব বীর।
উচ্চৈঃস্বরে সভামধ্যে কহে অতি ধীর॥
শুন বাক্য স্থিরভাবে যত সভাজন।
সবিনয়ে আমি এক করি নিবেদন॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন এই দেব যদুপতি।
সর্ব্বাগ্রে ইঁহার পূজা উত্তম যুকতি॥
সাক্ষাতে বসিয়া দেখ দেব জনার্দ্দন।
শ্রেষ্ঠদের সভামধ্যে জানে সর্ব্বজন॥
এই বিশ্ব আত্মারূপে যাঁহার হৃদয়।
যজ্ঞের কারণে যিনি এ জগৎময়॥
মন্ত্র আদি কার্য্য যত স্বরূপ যাঁহার।
যাঁহা হ'তে হয় সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার॥
সকল ধর্ম্মের সার নরনারায়ণ।
শিখান জীবেরে নিজে করি আচরণ॥

এই মহাজনে অর্ঘ্য করিব অর্পণ।
কৃষ্ণ তুষ্ট হ'লে তুষ্ট জগতের জন॥
ইঁহারে পূজিলে পরে সর্ব্বপূজা হয়।
সেই হেতু অগ্রে পূজ্য শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়॥
এত কহি সহদেব নির্ব্বাক্ হইল।
সভাজন শুনি বাণী প্রশংসা করিল॥
সাধু সাধু বলি সবে আনন্দিত মন।
কৃষ্ণেরে পূজিতে তবে কহিল তখন॥
জগৎ-সম্পদ হরি তাঁহারে পূজিবে।
একথার প্রতিবাদ কে আর করিবে॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত-মন।
পুলকে কৃষ্ণের পদ করেন পূজন॥
পূজাশেষে হরিপদ করি প্রক্ষালন।
যুধিষ্ঠির নিজ শিরে করিল ধারণ॥
ভ্রাতৃগণ সহ আর আত্মীয় সকলে।
পাদোদক মস্তকেতে ধরে কুতূহলে॥
তবে পট্ট পীতবাস শ্রীকৃষ্ণে পরায়।
কত রত্ন মণি আনি দিল কৃষ্ণগায়॥
কৃষ্ণপদ পূজে যবে ধর্ম্মের নন্দন।
প্রেমেতে নয়ন-ধারা বহে অনুক্ষণ॥
তদন্তর সভাজন কৃতাঞ্জলি-করে।
নমঃ কৃষ্ণ বাসুদেব বলে ভক্তিভরে॥
এত বলি নতি করে যুগল চরণে।
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হয় ক্ষণে ক্ষণে॥
পরে শুন নরবর অপূর্ব্ব কথন।
শিশুপাল হয় দমঘোষের নন্দন॥
কৃষ্ণদ্বেষী হয় সেই কৃষ্ণনিন্দা করে।
কৃষ্ণগুণ শুনি ক্রোধে জ্বলিল অন্তরে॥
সক্রোধে অমনি তথা উঠিয়া দাঁড়ায়।
দুই হস্ত তুলি ক্রোধে কহিল সেথায়॥
শুন শুন সর্ব্বজন কহি এক কথা।
বাজিল অন্তরে মোর নিদারুণ ব্যথা॥
সকলের বুদ্ধি নাশ হ'ল এ সভায়।
বৃদ্ধেরা হারায় জ্ঞান শিশুর কথায়॥
সহদেব শিশুমতি বাক্য শুনি তার।
সভায় বলিল কৃষ্ণ সকলের সার॥
সকলের অগ্রেতে সে কৃষ্ণেরে পূজিল।
দেব মুনি ঋষি যত পড়িয়া রহিল॥
বিদ্যাধর আদি আর যত তপোধন।
গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি আর পুরবাসী জন॥
এ সবার অগ্রে পূজ্য গোপের তনয়।
অধম কুলেতে জন্ম হীনমতি হয়॥
শুন কহি সভাজন বচন আমার।
বায়সের যজ্ঞ-ঘৃতে কিবা অধিকার॥
কুলধর্ম্ম আদি তার কোন গুণ নাই।
স্বধর্ম্ম-বিহীন বেটা ধর্ম্মের বালাই॥
অতএব পূজা-যোগ্য নহে কদাচন।
সেই হেতু শাপ দিল যযাতি রাজন॥
সে কারণে যদুকুলে রাজা না হইল।
কুলের কলঙ্ক জানি তাই শাপ দিল॥
দেখ না সে নিজ দেশ করি পরিহার।
সাগর-মধ্যেতে বাস করে দুরাচার॥
গোকুলেতে গোপগৃহে গোপ-অন্ন খায়।
গোপ সঙ্গে বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
গোপ-বালকের সহ চরায় গোধন।
কৌশলেতে কংসরাজে করিল নিধন॥
শিশুপাল এইরূপে কটু ভাষে কত।
না দেয় উত্তর হরি নিন্দিল সে যত॥
শিবা-রবে নাহি টলে কেশরী যেমন।
সেইরূপ স্থির রহে দেব নারায়ণ॥
কৃষ্ণ-নিন্দা শুনি তথা সভাজন তবে।
নিজ কর্ণ হস্ত দিয়া ঢাকিলেন সবে॥
তথা হ'তে বহুলোক করে পলায়ন।
কৃষ্ণ-নিন্দা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ॥
অন্তরে পাইয়া ব্যথা করে মনস্তাপ।
ক্রোধ করি শিশুপালে দিল অভিশাপ॥
শুন কহি নৃপবর শাস্ত্রের বচন।
ঈশ্বরের নিন্দা যেই করয়ে শ্রবণ॥

পূর্ব্বকৃত পুণ্যরাশি নষ্ট তার হয়।
নরকে নিবাস তার জানিবে নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ-নিন্দা শুনি তবে পাণ্ডবের দল।
আর যত ছিল তথা ভূপতি সকল ॥
ক্রোধেতে কম্পিত সবে আরক্ত লোচন।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি দাঁড়ায় তখন ॥
সকলে উদ্যত তার বধিতে জীবন।
নিন্দুক বলিয়া তারে করয়ে ভর্ৎসন ॥
অসিচর্ম্ম হস্তে বীর উঠি দাঁড়াইল।
দরশনে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ উপজিল ॥
পাণ্ডুপুত্রগণে হরি করি নিবারণ।
সুদর্শন চক্র হস্তে করিল ধারণ ॥
সভামাঝে শিশুপালে কাটিল তাহাতে।
দেহ হ'তে মুণ্ড তার পড়িল ধূলাতে ॥
মহা কোলাহল-রবে গগন ভেদিল।
শিশুপাল-চর যত সবে পলাইল ॥
শিশুপাল প্রাণবায়ু ত্যজি কলেবর।
প্রবেশিল শ্রীকৃষ্ণের দেহের ভিতর ॥
এইরূপে শিশুপাল হইল নিধন।
শূন্য হ'তে হয় যেন নক্ষত্র-পতন ॥
শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব আখ্যান।
তিন জন্মে মুক্তি তারে দিল ভগবান্ ॥
শত্রু ভাবি শিশুপাল মুক্তি লভে তায়।
যে রূপে যে ভাবে কৃষ্ণ সেইরূপে পায় ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে কুরুবীর।
যজ্ঞ সমাপন করে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
যজ্ঞ-শেষে ধর্ম্মসুত যত দ্বিজগণে।
মহা যত্নে তুষিলেন ধন বিতরণে ॥
রত্ন আদি ধেনু দান অসংখ্য করিল।
সর্ব্বজনে বিধিমতে আপনি পূজিল ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
এইরূপে যজ্ঞ শেষ হ'ল তদন্তর ॥
রাজসূয় যজ্ঞ শেষ করে ধর্ম্মসুত।
অন্তর হইল তাঁর মহানন্দযুত ॥
যুধিষ্ঠির নরপতি আনন্দ পাইল।
কিছুদিন বাসুদেব তথায় রহিল ॥
পরে ধর্ম্মপুত্র কাছে ল'য়ে অনুমতি।
আপন ভবনে তবে যান বিশ্বপতি ॥
দেব ঋষি আদি ছিল যত মহাজন।
প্রবোধিয়া ধর্ম্মসুতে করেন গমন ॥
সংসারের সার হরি জগৎ-ঈশ্বর।
সেই ভাবে একমনে তাঁরে নিরন্তর ॥
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্ত সেইজন হয়।
বৈকুণ্ঠে গমন তার জানিবে নিশ্চয় ॥
ভাগবতে হরিকথা অতি সুধাময়।
যেইজন করে পাঠ মুক্তি তার হয় ॥
শিশুপাল-বধে হ'ল এ কথা বিচার।
সুবোধ-রচিত গীত ধর্ম্মের বিস্তার ॥

ইতি শিশুপাল বধ।

দ্বিসপ্ততি অধ্যায়

দুর্য্যোধনের অভিমানভঙ্গ

শুক কহে পরীক্ষিৎ করহ শ্রবণ।
কি করিল অতঃপর প্রভু নারায়ণ॥
পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞ করে যবে।
দেব-ঋষিগণ দেখি মহাতুষ্ট সবে॥
কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন ব্যথিত অন্তরে।
বিমর্ষ ভাবেতে সেথা অবস্থান করে॥
অন্তরে তাহার বড় ঈর্ষ্যা জনমিল।
পাণ্ডবের যশ-কীর্ত্তি সহিতে নারিল॥
তাহা শুনি মুনিবরে কহে নৃপবর।
রাজা দুর্য্যোধন কেন ব্যথিত অন্তর॥
কি কারণে তার মনে হিংসার উদয়।
মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়॥
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর।
শুকদেব কহে তবে শুন নরেশ্বর॥
তব পিতামহগণ যজ্ঞ আরম্ভিল।
এক এক কর্ম্মে সবে নিযুক্ত করিল॥
বান্ধব-সেবাতে ব্রতী বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধন-শালার কর্ত্তা পবন-তনয়॥
আয়-ব্যয়-কার্য্যে তবে রহে কুরুপতি।
সহদেব অভ্যর্থনা-কার্য্যে রহে ব্রতী॥
নকুল রহিল যত দ্রব্য-আয়োজনে।
শ্রীকৃষ্ণ রহেন দ্বিজ-পদ-প্রক্ষালনে॥
পরিচর্য্যা-কার্য্যে রহে পাণ্ডব-ঘরণী।
দান আদি কার্য্য কর্ণ করেন আপনি॥
বিদুর বাহ্লীক আদি আর যুযুধান।
নানা কার্য্যে রত তারা পাইয়া সম্মান॥
ঋত্বিক্ সদস্য আর বান্ধব স্বজন।
সকলেই সম্মানিত হইল তখন॥
মিষ্ট বাক্যে আর বহু দান দক্ষিণায়।
সকলে সন্তুষ্ট হ'ল যজ্ঞের সভায়॥
শিশুপাল কৃষ্ণপদে করিল প্রবেশ।
এইরূপে রাজসূয় যজ্ঞ হ'ল শেষ॥
অনন্তর নরবর শুন বিবরণ।
করিলেন যুধিষ্ঠির গঙ্গাবগাহন॥
বীণা বংশী করতাল বাজে ঘন ঘন।
নাচিছে নর্ত্তকী কত কে করে গণন॥
গাইল গায়ক কত গীত মনোহর।
শ্রবণে সবার হয় সহর্ষ অন্তর॥
পতাকা-শোভিত রথ তায় চিত্র হয়।
হস্তী ঘোড়া চারিদিকে লক্ষ লক্ষ রয়॥
অগণন সেনাগণ সকলে সজ্জিত।
আস্ফালয়ে সকলেতে হ'য়ে অলঙ্কৃত॥
বেদ পাঠ করে যত মুনি ঋষিগণ।
দেবগণ সকলেতে আনন্দে মগন॥
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর যত সহর্ষ অন্তর।
রাশি রাশি পুষ্প বর্ষে পাণ্ডব-উপর॥
দাস-দাসীগণ সবে হ'য়ে আনন্দিত।
পট্টবস্ত্র পরে তারা হ'য়ে অলঙ্কৃত॥
বেশ ভূষা পরি তারা আনন্দে মাতিল।
অগুরু চন্দন সবে অঙ্গেতে মাখিল॥
তৈল ও হরিদ্রা আদি করিয়া লেপন।
কুতূহলে গঙ্গাজলে করে সন্তরণ॥
আর যত নারীগণ সানন্দ অন্তর।
বিহার করয়ে সবে জলের ভিতর॥
যাদব-রমণী যত প্রসন্ন-বদন।
অলঙ্কারে সুশোভিত যত বরানন॥

দিব্যাম্বর-পরিহিত দেখিতে সুন্দর ।
দিব্য মালা দোলে গলে শোভা মনোহর ॥
গঙ্গায় গমন করি প্রফুল্ল অন্তরে ।
মহানন্দে সকলেতে স্নান আদি করে ॥
ধর্ম্মরাজ স্নান করে কৃষ্ণের সহিত ।
অন্তরেতে দেবরাজ পাইল পিরীত ॥
দেব ঋষি আদি ছিল যত যত জন ।
মহানন্দে সবে করে পুষ্প বরিষণ ॥
তবে ধর্ম্ম মহামতি আনন্দিত মনে ।
রত্ন আদি ধন দিয়া তোষে দ্বিজগণে ॥
আর যত পুরবাসী আত্মীয় স্বজন ।
একে একে সবাকারে করিল পূজন ॥
নর নারী আদি ছিল যত যত জন ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অগণন ॥
রাজসূয় যজ্ঞে সবে হ'য়ে নিমন্ত্রিত ।
সকলে আসিয়া তথা হয় বড় প্রীত ॥
দেবগণ ঋষিগণ লোকপাল যত ।
মহা যজ্ঞে আইল যে সবে শত শত ॥
পূজা পেয়ে তুষ্ট হ'য়ে করিল গমন ।
প্রশংসা করিয়া যায় আপন ভবন ॥
জগতে ঘোষিল যশ ধর্ম্মের নন্দনে ।
তবে ধর্ম্মপুত্র ল'য়ে যত বন্ধুগণে ॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হ'য়ে করে সম্ভাষণ ।
কৃষ্ণের গমন হেতু বিষাদিত মন ॥
কৃষ্ণ-করে ধরি তবে ধর্ম্মের নন্দন ।
কহে কৃষ্ণ তুমি যাবে দ্বারকাভবন ॥
কেমনে সহিব মোরা তোমার বিরহ ।
কেমনে ধরিব প্রাণ সেই কথা কহ ॥
শুনি বাণী যদুমণি সদয় হইল ।
আর কিছুদিন হরি তথায় রহিল ॥
শাম্ব আদি আর যত যাদব-নন্দনে ।
সবাকারে পাঠাইল দ্বারকাভবনে ॥
আপনি রহিল তথা দেব দামোদর ।
পাইল পরম প্রীতি ধর্ম্ম নরবর ॥
সুখের সলিলে মগ্ন পাণ্ডুর নন্দন ।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি সমাপন ॥
অভিমানে ম্লান অতি রাজা দুর্য্যোধন ।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি দরশন ॥
মনোহর অন্তঃপুরে দ্রুপদ-নন্দিনী ।
পতি সনে সুখে বাস করিছেন তিনি ॥
ময়ের রচিত পুরী পরম সুন্দর ।
ঐশ্বর্য্য সম্পদে তাহা শোভে মনোহর ॥
শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা হর্ষে অতিশয় ।
সেই অন্তঃপুর-মাঝে মহাসুখে রয় ॥
এ সকল দৃশ্য সব করি দরশন ।
সহিতে না পারে আর দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
ঈর্ষ্যানলে জ্বলে তনু স্থির মতি নয় ।
খলের চরিত্র এই শুন মহাশয় ॥
জগতে যে জন খল জানিবে নিশ্চয় ।
পরশ্রীকাতর সেই দুষ্ট দুরাশয় ॥
পরের ঐশ্বর্য্য সেই বিষতুল্য গণে ।
যেমন অস্থির হয় বৃশ্চিক দংশনে ॥
সেইমত বিচলিত হয় দুর্য্যোধন ।
একদিন শুন কহি ওহে নৃপধন ॥
সভামধ্যে আছে বসি পাণ্ডু-পুত্রগণ ।
কৃষ্ণসঙ্গে হাস্যরস করে আলাপন ॥
মহানন্দে সকলেতে সভার ভিতর ।
রত্নাসনে বসি রহে শুন নরবর ॥
স্বর্গে যথা সুরপতি সহ দেবগণ ।
সেইমত বিরাজিত পাণ্ডুর নন্দন ॥
ময় দানবের কৃত সভা মনোহর ।
হেন শোভা নাহি হয় অবনী-ভিতর ॥
মায়াতে রচিত সভা স্ফটিকে নির্ম্মিত ।
দুর্য্যোধন সভামাঝে হয় উপনীত ॥
ভ্রাতৃগণ সহ রাজা তথায় আইল ।
অভিমানে কুরুপতি সদর্পে চলিল ॥
সভামাঝে দুর্য্যোধন করিল গমন ।
স্থলে জলভ্রম হয় শুনহ রাজন ॥

বিপরীত জ্ঞান তার হইল উদয়।
বস্ত্র ভিজিবার শঙ্কা জাগিল নিশ্চয় ॥
সেই হেতু বস্ত্র তুলে ঊরুর উপর।
তাহা দেখি হাস্য করে ভীম বীরবর ॥
আর যত নারীগণ হাসিল ভীষণ।
তাহা দেখি দামোদর করে নিবারণ ॥
কেহ কিছু নাহি বলে কৃষ্ণের বচনে।
কুরুপতি লজ্জা অতি পাইলেন মনে ॥
অধোমুখে মৌনভাবে রহে দুর্য্যোধন।
কোপে অঙ্গ জ্বলে তার যেন হুতাশন ॥
এইরূপে মহালজ্জা পাইল সভাতে।
পরেতে গমন রাজা করে হস্তিনাতে ॥
বাড়িল বিষম ঈর্ষ্যা পাণ্ডব-উপরে।
কহিব তাহার তত্ত্ব তোমার গোচরে ॥
মোরে জিজ্ঞাসিলে রাজা যাহার কারণ।
মহা খল হয় সেই রাজা দুর্য্যোধন ॥

ভাগবত-কথা হয় সুধার সমান।
সুবোধ-রচিত গীত শুন পুণ্যবান্ ॥

ইতি দুর্য্যোধনের অভিমানভঙ্গ।

ত্রিসপ্ততি অধ্যায়

সৌভপতি-শাল্বের যুদ্ধ

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র হয় অপরূপ অতি ॥
অপর শুনহ রাজা কথা পুরাতন।
সৌভপতি শাল্ব কথা বলিব এখন ॥
শিশুপাল-সখা সেই শাল্ব নরবর।
মহা পরাক্রম ধরে ভুবন ভিতর ॥
রুক্মিণী-বিবাহ কালে আইল যখন।
অপমান করে তারে যদুসেনাগণ ॥
যাবতীয় নরপতি সাক্ষাতে তখন।
মহাক্রোধে কহে শাল্ব প্রতিজ্ঞা-বচন ॥
সভামাঝে কহে শাল্ব করি অঙ্গীকার।
নিজবলে যদুগণে করিব সংহার ॥
পৃথিবীতে যাদবের নাম না রাখিব।
এ ধরা যাদব-শূন্য নিশ্চয় করিব ॥
তবে শাল্ব নাম আমি ধরি ধরাতলে।
আমার পৌরুষ তবে জানিবে সকলে ॥
এত বলি শঙ্করের তপস্যা করিল।
মহাক্লেশে মহেশ্বরে সাধিতে লাগিল ॥
অনাহারে রাত্রিদিন ভাবে মহেশ্বরে।
এইরূপে মহাতপ করে সম্বৎসরে ॥
তবে আশুতোষ মহা সন্তুষ্ট হইল।
তুষ্ট হ'য়ে ত্রিলোচন নিকটে আইল ॥
শিবে দেখি শাল্ব নৃপ করিল প্রণতি।
স্তব স্তুতি করে তারে ভক্তিভরে অতি ॥

প্রসন্ন হইল তবে দেব ত্রিলোচন।
শাল্বরাজে ডাকি দেব কহিল তখন॥
আমার বচন এবে শুন নরবর।
প্রফুল্ল হইনু আমি মাগ কিছু বর॥
শিবের বচনে শাল্ব কহিতে লাগিল।
মোর প্রতি যদি কৃপা একান্ত হইল॥
তবে কৃপা করি মোরে দেহ এই বর।
যক্ষ রক্ষ নাগ আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
দেবতা অসুর আর যত দিক্‌পাল।
বধ না করিতে মোরে পারে চিরকাল॥
কামচারী রথ এক দেহ পশুপতি।
পবন-সমান যেন হয় তার গতি॥
দেবের অভেদ্য রথ ভয়াবহ অতি।
ইহা দেখি যদুগণ হবে ভীত মতি॥
তাহা শুনি পশুপতি অতি শীঘ্র ক'রে।
মায়ারথ দিল তারে সানন্দ অন্তরে॥
মূঢ়মতি নরবরে দিল কামযান।
মনোমত বর পেয়ে আনন্দিত প্রাণ॥
সানন্দ অন্তরে নৃপ করিল গমন।
অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ লইয়া তখন॥
কৃষ্ণ-বৈরী মনে মনে জাগিছে তাহার।
কামযানে চড়ি ধায় দ্বারকা-মাঝার॥
বহু সেনা সঙ্গে করি সত্বর ধাইল।
দ্বারকার চতুর্দ্দিক সৈন্যেতে ঘেরিল॥
দ্বাদশ যোজন পুরী ঘেরে শাল্বপতি।
সৈন্যেরা চীৎকার করে ভয়ঙ্কর অতি॥
ভাঙ্গিতে লাগিল যত পুষ্পের কানন।
প্রাচীর ভাঙ্গিল কত বন উপবন॥
ভাঙ্গিল প্রাসাদ কত সংখ্যা নাহি তার।
গোশালা ভাঙ্গিয়া সবে করিছে চীৎকার॥
মহামূর্খ নরপতি নাহি কোন জ্ঞান।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে নানাস্থান॥
বড় বড় বৃক্ষ যত উপাড়ি সবলে।
দ্বারকাপুরীর মাঝে ফেলে কুতূহলে॥
পর্ব্বতের চূড়া কত করে বরিষণ।
মায়া-বৃষ্টি হানি দেশে করিল পাতন॥
মায়াতে বহিল যেন প্রলয়-পবন।
দশদিক্‌ হয় তবে ধূলায় মগন॥
দ্বারকাপুরীর লোক করি দরশন।
মহাভয়ে ভীত তবে হয় সর্ব্বজন॥
বলে হায় একি দায় এখনি ঘটিল।
ইন্দ্রপ্রস্থ নগরেতে শ্রীকৃষ্ণ রহিল॥
মহাভীত হ'য়ে তবে যত প্রজাগণ।
প্রদ্যুম্ন নিকটে সবে করিল গমন॥
কহিল সকলে বাক্য নিকটে তাহার।
প্রজাকুলে হেরি ভীত কৃষ্ণের কুমার॥
মহাবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণের তনয়।
পরাক্রমে কৃষ্ণ সম নির্ভীক-হৃদয়॥
প্রজাগণে সেইক্ষণে করিল অভয়।
দিব্য রথে আরোহণ করে সে সময়॥
সঙ্গেতে চলিল যত মহারথিগণ।
দিব্য দিব্য রথে সবে করি আরোহণ॥
সাত্যকি অক্রূর আদি যত ধনুর্দ্ধর।
সকলে সাজিল তবে করিতে সমর॥
রথ রথী হস্তী বাজী চলে অগণন।
মহারঙ্গে রথে ধায় যত সেনাগণ॥
যদুগণ মহারঙ্গে চলিল সমরে।
শাল্ব নৃপবর সহ সবে যুদ্ধ করে॥
মহামত্ত যদুগণ প্রচণ্ড সমরে।
শাল্ব-সেনাগণে রণে লণ্ডভণ্ড করে॥
দুই দলে ঘোরতর বাধিল সমর।
যেন দেবাসুরে যুদ্ধ হয় ভয়ঙ্কর॥
শাল্ব নৃপ মায়ারথে আরোহণ করি।
প্রচণ্ড সমর করে মায়ামূর্ত্তি ধরি॥
আসুরিক মায়া যত করয়ে প্রচার।
ক্ষণেকে বিনাশ করে কৃষ্ণের কুমার॥
মহামায়া ধরে সেই রুক্মিণী তনয়।
শাল্বের মোহিনীমায়া সব বিনাশয়॥

দিনকর-করে যথা নাশে অন্ধকার।
সেইমত নাশে মায়া রুক্মিণী-কুমার॥
তবে সে প্রদ্যুম্ন ছাড়ে অধোমুখে বাণ।
বিঁধিল শাল্বেরে তবে করিয়া সন্ধান॥
তদন্তর মহাবল ছাড়ে তীব্র শর।
সে বাণে সারথি তবে গেল যমঘর॥
আর এক বাণ পুনঃ করিল সন্ধান।
সেই বাণে রথ অশ্ব করে খান খান॥
আর তিন বাণ মারে সৈন্যের উপর।
সেই বাণে সৈন্য যত হয় জর-জর॥
প্রদ্যুম্নের যুদ্ধে সবে বিস্মিত হইল।
ধন্য ধন্য বলি সবে প্রশংসা করিল॥
সৌভ-অধিপতি তবে তাহা দরশনে।
মায়ার বিস্তার যুদ্ধে করে সেইক্ষণে॥
মহামায়া প্রকাশিয়া করয়ে সমর।
কভু হয় একরূপ কভু বা বিস্তর॥
ময়দানবের মায়া অচিন্ত্য সে হয়।
কভু দৃশ্য রণস্থলে কভু দৃশ্য নয়॥
কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহুরূপ।
কোন্ স্থানে থাকে কেহ না পায় স্বরূপ॥
কোথা হ'তে যুদ্ধ করে দেখা নাহি যায়।
কখন ভূতলে কভু আকাশে লুকায়॥
কখন বা গিরিশৃঙ্গে কখন সাগরে।
এইরূপে মায়াধর কত মায়া ধরে॥
করিছে সন্ধান তার যদুসৈন্যগণ।
নানা অস্ত্র ছাড়ে তার বধের কারণ॥
নানা অস্ত্র যদুগণ বরিষণ করে।
শাল্ব-সৈন্য একে একে পড়িল সমরে॥
তবে শাল্ব ক্রোধে বাণ ছাড়িল তখন।
বাণাঘাতে জর্জ্জরিত হ'ল যদুগণ॥
পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব আখ্যান।
শাল্ব-মন্ত্রী ছিল সেথা নামেতে দ্যুমান্॥
পূর্ব্ব হ'তে কোপ তার প্রদ্যুম্ন-উপরে।
গদাহাতে মহাবীর ধাইল সত্বরে॥
মহাগদা ল'য়ে বীর বেগেতে ধাইল।
প্রদ্যুম্ন-উপরে গদা সন্ধান করিল॥
মহা ভয়ঙ্কর গদা ঘুরায়ে তখন।
প্রদ্যুম্ন-উপরে দুষ্ট করিল ঘাতন॥
প্রদ্যুম্ন-হৃদয়ে গদা বাজিল যখন।
গদাঘাতে মহাবীর হয় অচেতন॥
অমনি সারথি রথ ফিরায় তখন।
ক্ষণপরে কৃষ্ণসুত পাইল চেতন॥
ক্রোধভরে সারথিরে কহিল তখন।
ফিরাইলে রথ বল কিসের কারণ॥
তোমা হ'তে হেন কর্ম্ম উপযুক্ত নয়।
ভাল কর্ম্ম না করিলে তুমি দুরাশয়॥
তোমা হ'তে হয় আজি অযশ ভীষণ।
যুদ্ধেতে বিমুখ নাহি হয় বীরগণ॥
রণস্থলে হ'ল মোর লজ্জার উদয়।
তোমার দোষেতে মোর রণে ভঙ্গ হয়॥
সম্মুখ-সমরে যদি যাইত জীবন।
বীর বলি এ জগতে হইত ঘোষণ॥
যে বীরের রণমাঝে হয় মৃত্যুভয়।
অন্তেতে নরক তার জানিবে নিশ্চয়॥
রণে ভঙ্গ দিয়া যেবা করে পলায়ন।
জগতে অযশ তার ঘোষে সর্ব্বজন॥
অতএব অনুচিত যে কর্ম্ম করিলে।
শত্রুপক্ষে তুমি মম অযশ ঘোষিলে॥
রণে ভঙ্গ দিলে কত অপযশ হয়।
তোমারে জানায়ে তাহা কিবা ফলোদয়॥
রণে আমি কোন মতে ভীতচিত্ত নয়।
তোমার কারণে এই অপযশ হয়॥
এই বাক্য শুনি তবে কহিল সারথি।
সারথির ধর্ম্ম যাহা শুন নরপতি॥
সারথি হইলে ভীত রথী রক্ষে তায়।
রথীর বিপদ্ হ'লে সারথি বাঁচায়॥
তুমি মূর্চ্ছাগত রণে করি দরশন।
তোমা ল'য়ে স্থানান্তরে করিনু গমন॥

সারথি-বচনে হৈল প্রদ্যুম্ন ব্যথিত।
ভাবিতে লাগিল পরে যা হয় উচিত॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
ভগবান্‌-লীলা কথা জগতে প্রচার॥

ইতি সৌভপতি শাল্বের যুদ্ধ।

শাল্ববধ

শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
শাল্বের নিধন কথা কহি অতঃপর॥
ব্যথিত সারথি-বাক্যে প্রদ্যুম্ন নৃপতি।
উচিত হইবে যাহা ভাবে মহামতি॥
রণক্ষেত্র ছাড়ি কভু ক্ষত্রিয়সন্তান।
গৃহেতে না আসে কভু থাকিতে পরাণ॥
এতেক ভাবিয়া তবে রুক্মিণী-তনয়।
জলদ গম্ভীর-স্বরে সারথিরে কয়॥
শুনহ সারথি মম বচন সত্বরে।
শত্রুর নিকটে রথ লহ শীঘ্র ক'রে॥
বীরের বচনে তবে সারথি তখন।
শত্রুপক্ষে শীঘ্রগতি করিল গমন॥
তবে সে প্রদ্যুম্ন বীর ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ।
মারিল বিংশতি শর পূরিয়া সন্ধান॥
আর অষ্ট বাণে অশ্বে বিঁধিল তখন।
চারি বাণে ক্রমে বিঁধে রথের বাহন॥
আর এক বাণ বীর সন্ধান করিল।
সারথির মুণ্ড কাটি ভূমিতে ফেলিল॥
মুণ্ডহীন দেহ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
সাগরের জলে ফেলে করি খান খান॥
তখন প্রদ্যুম্ন বীর নারাচ মারিয়া।
ফেলিল সে দ্যুমানের মস্তক ছেদিয়া॥
তখন শাল্বের সহ বাধে ঘোর রণ।
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সেথা করে দুই জন॥
এইরূপ বহুদিন যুদ্ধ দোঁহে করে।
যদুগণ বলবান্ বিষম সমরে॥
শাল্বের সহিত যুদ্ধ এইরূপে হয়।
দু'জনে সমান যোদ্ধা কেহ ন্যূন নয়॥
জয় পরাজয় তাহে কিছু না হইল।
ইন্দ্রপ্রস্থে থাকি হরি মনেতে চিন্তিল॥
অলক্ষণ সর্ব্বক্ষণ করে দরশন।
সত্বরে চলিল হরি দ্বারকাভবন॥
পাণ্ডব-নিকটে হরি লইল বিদায়।
পুরবাসী সকলেরে সম্ভাষে সেথায়॥
একে একে সবাকারে সন্তুষ্ট করিল।
মুনিগণ-নিকটেতে বিদায় লইল॥
তবে ভগবান্ অতি চিন্তিত অন্তরে।
পত্নীগণ-সঙ্গে আসে দ্বারকানগরে॥
দ্বারকা আসিয়া হরি করে দরশন।
আক্রমণ করিয়াছে শত্রুসৈন্যগণ॥
শিশুপাল-সখা সেই শাল্ব নরপতি।
দ্বারকাবাসীর করে বিষম দুর্গতি॥
শুনি হরি মহাক্রোধে কম্পিত হইল।
দারুকে ডাকিয়া তবে কহিতে লাগিল॥
শুনহ দারুক এবে আমার বচন।
শীঘ্রগতি কর গতি করিবারে রণ॥
যুদ্ধস্থলে লহ রথ অতি শীঘ্রতর।
যথায় আছয় সেই শাল্ব নরবর॥
মহামায়াধর হয় দুষ্ট সৌভপতি।
সাবধানে কর কার্য্য ওহে মহামতি॥
তবে সে দারুক রথ চালায় তখন।
শত্রুর নিকটে যায় দেবকীনন্দন॥

কৃষ্ণ-দরশনে তবে শাল্ব মহাবীর।
ভয়ঙ্কর ক্রোধভরে হইল অস্থির॥
কৃষ্ণের উপরে শক্তি নিক্ষেপ করিল।
মহা-ভয়ঙ্কর শক্তি আকাশে উঠিল॥
শক্তি-মুখে রাশি রাশি জ্বলিছে অনল।
দশদিক্ একেবারে হইল উজ্জ্বল॥
তবে কৃষ্ণ শক্তি-লক্ষ্যে নিক্ষেপিল বাণ।
বাণাঘাতে মহাশক্তি হয় খান খান॥
তদন্তর দামোদর সক্রোধ অন্তরে।
দিব্য শরে শাল্বে বিদ্ধ করয়ে তৎপরে॥
অস্ত্রাঘাতে শাল্ব বীর জরজর হয়।
সর্ব্বাঙ্গ হইতে তার রুধির ঝরয়॥
অস্ত্রে অস্ত্রে শাল্ব বীরে করে আচ্ছাদন।
যেন শত দিবাকর প্রকাশে গগন॥
দশদিক্ আলোকিত বাণের প্রভায়।
তবে শাল্ব মহাবীর ক্রুদ্ধচিত্ত তায়॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া করিল সন্ধান।
শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্তে মারে এক বাণ॥
সেই অস্ত্রাঘাতে হস্ত অবশ হইল।
হস্তের ধনুক ভূমে খসিয়া পড়িল॥
অমনি সে চারিদিকে উঠিল চীৎকার।
দরশনে যদুগণ করে হাহাকার॥
মহাদর্পে শাল্ব নৃপ কহিল তখন।
সাবধানে রহ কৃষ্ণ আমার সদন॥
শিশুপাল-ভার্য্যা তুমি করিলে হরণ।
মম হস্তে প্রতিফল পাইবে এখন॥
আমার সম্মুখে থাকি কর যদি রণ।
নিশ্চয় পাঠাব তোমা শমন-ভবন॥
তব দর্প চূর্ণ আজ হবে হৃষীকেশ।
আমার বিক্রম তবে জানিবে বিশেষ॥
শাল্বের বচনে কৃষ্ণ হাসিল তখন।
মৃদুভাষে কিছু তারে কহে নারায়ণ॥
ওরে মূঢ়মতি কেন কহ কটুভাষ।
এখনি যাইতে হবে শমন-আবাস॥
ওই দেখ নিকটেতে দাঁড়ায়ে শমন।
কি সাহসে কহ দুষ্ট হেন কুবচন॥
বল-বীর্য্য বাক্যে কভু নহে পরিচয়।
কার্য্যেতে হইলে তবে জানিব নিশ্চয়॥
এত বলি মহাগদা ধরি নারায়ণ।
মহাবলে প্রহারিল শাল্বেরে তখন॥
গদার আঘাতে বীর অস্থির হইল।
রুধির বমন করি ভূমিতে পড়িল॥
ক্ষণ পরে শাল্ববীর পাইল চেতন।
আকাশের মাঝে দুষ্ট হয় অদর্শন॥
ক্ষণ পরে মহাবীর প্রকাশিত হয়।
দেবকীর দূতরূপে হইল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণের পাশে দূত করিয়া রোদন।
করযোড়ে কহে শুন দেব নারায়ণ॥
শাল্ববীর বসুদেবে বাঁধিয়া আনিল।
সেই বার্ত্তা জানাইতে দেবী পাঠাইল॥
তোমার পিতারে রক্ষা কর দয়াময়।
হেন বাক্য শুনি হরি বিষণ্ণ হৃদয়॥
মানুষ-স্বভাব হরি মানব-আকার।
মায়াতে মোহিত হরি ভাবে অনিবার॥
সত্যকথা ভাবি হরি কহিলা তখন।
আমার অদৃষ্টে একি বিধি-বিড়ম্বন॥
বলদেব বিদ্যমানে হরিল পিতায়।
কাতরে কহেন এই বাক্য যদুরায়॥
হেনকালে শাল্ববীর আইল তখন।
কৃষ্ণ-পিতা বসুদেবে করিয়া বন্ধন॥
বামহস্তে কেশ ধরি তথায় আনিল।
কত কটুভাষা কৃষ্ণে কহিতে লাগিল॥
ওরে বাসুদেব তুই বড় মূঢ়মতি।
বসুদেবে রক্ষা কর জানিব শকতি॥
তোর অগ্রে তোর বাপে করিব নিধন।
এত কহি মহাখড়্গ করিল ধারণ॥
বসুদেবে খড়্গাঘাতে করিল ছেদন।
পুনর্ব্বার আকাশেতে করে পলায়ন॥

দরশনে নারায়ণ সুচিন্তিত মন।
সেই দেব দয়াময় মায়ার কারণ ॥
অন্তর্য্যামী হরি সব জানিল তখন।
আসুরী মায়াতে হয় এমত ঘটন ॥
মায়াতে করিল কার্য্য হেন বিপরীত।
ক্ষণেকে আমারে করে মায়াতে মোহিত ॥
স্বপ্নসম দরশন করি যে বস্তুতঃ।
মিথ্যাময় কার্য্য আজ হইল সম্ভূত ॥
দৈত্য নাহি বধে পিতা জানি আমি মনে।
মোহিত হইনু তবে মায়ার কারণে ॥
এত ভাবি জনার্দ্দন সক্রোধ অন্তরে।
দুষ্ট দৈত্যে দেখে হরি আকাশ-উপরে ॥
তথা হ'তে শাল্ব করে বাণ বরিষণ।
বাণে ধরা একেবারে করে আচ্ছাদন ॥
পৃথিবীতে কোন বস্তু দৃষ্ট নাহি হয়।
তবে হরি ক্রোধ করি গদা হস্তে লয় ॥
বিষম সে মহাগদা করিল প্রহার।
নিবারণ হ'ল বাণ ঘুচে অন্ধকার ॥
তদন্তরে এক অস্ত্র শ্রীহরি ছাড়িল।
ধনু তার খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল ॥
আর এক অস্ত্রে তার কাটে শিরোমণি।
আকাশ হইতে পড়ে ধরায় অমনি ॥
আকাশ হইতে পড়ি গদা হাতে নিল।
চক্রাকারে দুই জনে ভ্রমিতে লাগিল ॥
তবে হরি শাল্ববীরে করিতে নিধন।
সুদর্শন চক্র হাতে করিলা গ্রহণ ॥
সমুজ্জ্বল প্রভা ধরে সেই অস্ত্রবর।
উদয়-অচলে যথা উঠে দিবাকর ॥
দামোদর সেই চক্র করিলা ক্ষেপণ।
কুণ্ডল সহিত মুণ্ড করিল ছেদন ॥
কাটিয়া পাড়িল মাথা ভূমির উপর।
বৃত্রাসুরে বধে যথা দেব পুরন্দর ॥
সেইরূপে শাল্ব বীরে বধে নারায়ণ।
হাহাকার করি কাঁদে শাল্বের স্বজন ॥
আকাশেতে দেবগর্ণ আনন্দে মগন।
কৃষ্ণের মস্তকে করে পুষ্প বরিষণ ॥
বাজিল স্বর্গেতে বাদ্য নাচে দেব যত।
মহানন্দে নৃত্য করে যক্ষ রক্ষ কত ॥
তদন্তর দন্তবক্র এক দুরাশয়।
সখার বিহনে হয় দুঃখিত হৃদয় ॥
আইল যুঝিতে রণে সকোপ অন্তরে।
এক পদাতিক সঙ্গে প্রবেশে সমরে ॥
ভাগবত হরিকথা পবিত্র কারণ।
সুবোধ-রচিত গীত শুন সর্ব্বজন ॥

ইতি শাল্ববধ

দন্তবক্র-বধ

শুকদেব কহে ওহে কুরুকুল-পতি।
শুনহ পূর্ব্বের কথা অপরূপ অতি ॥
শাল্ববীর সমরেতে হইল নিধন।
শিশুপাল পৌণ্ড্রকের দুর্গতি সাধন ॥
দন্তবক্র তাহা দেখি বিস্ময় মানিল।
কৃষ্ণেরে বধিতে তবে সবেগে ধাইল ॥
মহাবল পরাক্রান্ত সেই বীরবর।
তার পদভরে ধরা কাঁপে থর থর ॥
মহাভয়ঙ্কর বীর দেখি লাগে ভয়।
দরশনে বাসুদেব চঞ্চল হৃদয় ॥
তাহারে মারিতে হরি হইয়া চঞ্চল।
রথ হ'তে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতল ॥
গদা হাতে গদাধর চলে শীঘ্রগতি।
সাগর-তরঙ্গ যথা বিক্ষোভিত অতি ॥
ততোধিক দ্রুতগামী হ'য়ে নারায়ণ।
হস্তেতে অমোঘ গদা ধাইল তখন ॥

তাহা দেখি দন্তবক্র ক্রোধে কটু কয়।
আজি পাইলাম হেথা তোরে দুরাশয় ॥
বহু ভাগ্যে তোর সঙ্গে হ'ল দরশন।
আমার পরম শত্রু করিব নিধন ॥
মিত্রঘাতী দুরাচার অতি দুরাশয়।
গদাঘাতে পাঠাইব তোরে যমালয় ॥
তোর রক্তে বন্ধুগণে করিব তর্পণ।
তবেই আমার ক্রোধ হবে নিবারণ ॥
এইরূপ কটুভাষা কহি বার বার।
কৃষ্ণের মস্তকে করে গদার প্রহার ॥
গদাঘাত করি করে বিষম গর্জ্জন।
গদার প্রহারে কৃষ্ণ অচল তখন ॥
যথা গিরিশৃঙ্গে হয় বজ্রের পতন।
সেইমত স্থিরভাবে রহে জনার্দ্দন ॥
গদাঘাতে মহাক্রোধ উপজে অন্তরে।
শ্রীকৃষ্ণ আপন গদা লইলেন করে ॥
ঘুরায়ে অমোঘ গদা প্রহারে তখন।
বক্ষেতে মারিল গদা দেব নারায়ণ ॥
ঝলকে ঝলকে রক্ত করিয়া বমন।
ছট্‌ফট্‌ ভূমে পড়ি ত্যজিল জীবন ॥
হস্ত পদ আদি তার সর্ব্বাঙ্গ শরীর।
বিদীর্ণ হইয়া তেজ হইল বাহির ॥
সেই তেজ আসি কৃষ্ণ-অঙ্গেতে মিশিল।
তাহা দেখি সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল ॥
এইরূপে দন্তবক্র নিহত হইল।
ভ্রাতৃশোকে বিদূরথ সমরে ধাইল ॥
খড়্গচর্ম্ম ধরি বীর করিল সমর।
সুদর্শনে তার মাথা কাটে চক্রধর ॥
কুণ্ডল-সহিত শির ভূমেতে পড়িল।
সৌভ শাল্ব দন্তবক্র সমরে মরিল ॥
এইরূপে যদুপতি বিনাশে সকলে।
সিদ্ধগণ আনন্দিত হয় দলে দলে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর যত বিদ্যাধর।
যক্ষ রক্ষ ঋষিগণ সানন্দ অন্তর ॥
কৃষ্ণ-জয় শব্দে সবে ঘোর রব করে।
কৃষ্ণগুণ-গানে মত্ত সানন্দ অন্তরে ॥
এইমতে ভগবান্ দেব যদুপতি।
হেলায় করিল সব দুষ্টের দুর্গতি ॥
তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ।
তীর্থ হেতু হলধর করিল গমন ॥
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সমাসন্ন হয়।
তাহা দেখি বলদেব উতলা হৃদয় ॥
মধ্যস্থতা মনে ভাবি মুখে না প্রকাশি।
তীর্থযাত্রাছলে রাম বাহিরায় আসি ॥
প্রভাসে প্রথম যাত্রা শুন নৃপবর।
স্নান দান তর্পণাদি করে হলধর ॥
তদন্তর সরস্বতী-তীর্থেতে গমন।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সঙ্গে ল'য়ে কত জন ॥
ব্রহ্মতীর্থ বিশালাক্ষে করিল গমন।
পৃথূদক বিন্দুসরে উপনীত হন ॥
জাহ্নবী যমুনা আর কত তীর্থে যায়।
নৈমিষ অরণ্য তীর্থে মহানন্দে ধায় ॥
পরম পবিত্র সেই নৈমিষ কানন।
বসে তথা মুনিগণ আনন্দিত মন ॥
তাপস ষষ্টি সহস্র থাকে যজ্ঞস্থলে।
সূতমুখে পুরাণাদি শুনে কুতূহলে ॥
হেনকালে সেইস্থানে আসে হলধর।
দরশনে মুনিগণ উঠিল সত্বর ॥
পূজিল আদরে তাঁরে যত ঋষিগণ।
বসিবারে দিল তাঁয় কুশের আসন ॥
মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য শ্রীরোমহর্ষণ।
বসিয়াছিলেন সেথা জুড়িয়া আসন ॥
সূত জাতি মুনিবর হেরি হলধরে।
কোনরূপ সম্ভাষণ তাঁরে নাহি করে ॥
অঞ্জলি নাহিক দিল না করে প্রণাম।
তাহা হেরি অতি ক্রুদ্ধ হ'ল বলরাম ॥
দরশনে হলধর কুপিত হইল।
মোরে হেরি অহঙ্কারে অবজ্ঞা করিল ॥

না উঠি আসন হ'তে প্রমত্ত হইয়া।
মর্য্যাদা না রাখে মোর অবজ্ঞা করিয়া॥
ধর্ম্মাত্মা হইয়া ধর্ম্ম না করে পালন।
অতএব পাপাত্মার বধিব জীবন॥
ধর্ম্ম-উপদেশ শুনে যত ঋষিবরে।
ব্যাসদেব-শিষ্য ব'লে অহঙ্কার করে॥
এই অহঙ্কারে মত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ।
অবনীতে মম সম নহে কোন জন॥
হইয়া ব্যাসের শিষ্য শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে।
বিনীত নহেক সূত বুঝিনু অন্তরে॥
শুধু শুধু ধর্ম্মচিহ্ন যে করে ধারণ।
অধিক পাতকী সদা হয় সেই জন॥
ধর্ম্মেরে রক্ষিতে এই অবনী-মাঝার।
দুষ্টের দুর্গতি দিতে মম অবতার॥
এই বাক্য বলি দেব ক্রোধেতে কাঁপিল।
হস্তের কুশাগ্রে তার মস্তক কাটিল॥
দরশনে মুনিগণ হইল কাতর।
হাহাকার রবে সবে ধাইল সত্বর॥
করযোড়ে মুনিগণ বলরামে কয়।
কি হেতু অধর্ম্ম তুমি কর মহাশয়॥
কোন্ অপরাধে এর বধিলে জীবন।
আমরা দিয়াছি সবে ব্রাহ্মণ-আসন॥
তাই ধর্ম্মকথা কয় বসি ব্রহ্মাসনে।
কি কর্ম্ম করিলে দেব বধিয়া সে জনে॥
সহস্র বৎসর আয়ু ইহার জানিবে।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন অবশ্য হইবে॥
পরম ঈশ্বর তুমি পরম কারণ।
কি কথা কহিব আর তোমারে এখন॥
তব নামে ব্রহ্মহত্যা-পাপ নাহি রয়।
সকল দেবের সার তুমি দয়াময়॥
ধরণীতে হেন জন নাহি দরশন।
কহিতে তোমারে পারে শাসন বচন॥
এখন করহ কার্য্য যে হয় উচিত।
আর কি কহিব মোরা বচন বিহিত॥
মুনিগণ-বাক্য শুনি দেব হলধর।
অমৃত-বচনে তবে করেন উত্তর॥
শুন কহি ঋষিগণ প্রকৃত বচন।
ব্রহ্মহত্যা হেতু এই তীর্থেতে ভ্রমণ॥
লোকশিক্ষা হেতু এই নিয়ম করিব।
দ্বাদশ বৎসর আমি তীর্থে বেড়াইব॥
পুরাণ শ্রবণ কর সূত-পুত্র-স্থানে।
কহিলাম সার আমি শাস্ত্রের বিধানে॥
অথবা কুশের সূত করহ নির্ম্মাণ।
বেদবিধিমতে তার কর প্রাণদান॥
এই ত বিধান আমি কহিলাম সার।
কি আজ্ঞা পালিব আমি কহ সবাকার॥
যদি কোন আজ্ঞা হয় বলহ সত্বর।
সাধিব সবার আজ্ঞা ওহে মুনিবর॥
তাহা শুনি ঋষি যত কহিল তখন।
শুন কহি মহাশয় এক নিবেদন॥
আর এক কার্য্য কর তুমি হলধর।
ইল্বল নামেতে এক ছিল দৈত্যবর॥
তার পুত্র বল্বল সে মহাবল ধরে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার দৃশ্যে প্রাণ হরে॥
প্রতি মাসে যজ্ঞস্থানে করি আগমন।
আমাদের যজ্ঞ সব করে বিনাশন॥
কি কব তাহার কথা অতি দুরাশয়।
বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করে যজ্ঞের সময়॥
যজ্ঞ-বিঘ্নকারী হয় সেই সে দুর্ম্মতি।
তাহারে বিনাশ কর তুমি যদুপতি॥
তা হ'লে মোদের হয় বড় উপকার।
পৃথিবীতে রবে তব মহিমা অপার॥
তদন্তর কর দেব তীর্থ পর্য্যটন।
এক বৎসরেতে হবে পাপের মোচন॥
ভ্রমিতে না হবে তব দ্বাদশ বৎসর।
দ্বাদশ মাসেতে শুদ্ধ হইবে অন্তর॥
এ ভারতে আছে দেব তীর্থ বহুতর।
তীর্থ ভ্রমি কর দেব শুদ্ধ কলেবর॥

এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ্ ভঞ্জন॥
ভাগবত-পাঠে হয় ভক্তির উদয়।
ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়॥
পূর্ব্বের সঞ্চিত যার আছে পুণ্যফল।
এই শাস্ত্র পাঠে মন হইবে নির্ম্মল॥
সর্ব্বশাস্ত্র-সার এই অমূল্য রতন।
সুবোধ রচিল গীত করিয়া যতন॥

ইতি দন্তবক্র বধ

চতুঃসপ্ততি অধ্যায়

বলরামের তীর্থযাত্রা

পরীক্ষিৎ বিনয়েতে কহে মুনিবরে।
কি প্রসঙ্গ হ'ল দেব কহ তদন্তরে॥
কৃষ্ণ-লীলা শ্রবণেতে চিত্ত শুদ্ধ হয়।
যত শুনি তত হয় প্রফুল্ল হৃদয়॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
তদন্তর আসে তথা বল্বল দুর্ম্মতি॥
পর্ব্বকাল উপস্থিত যবেতে হইল।
পাংশুবর্ষী বায়ু যত বহিতে লাগিল॥
বিকৃত-আকার দৈত্য তথায় আইল।
বিষম বেগেতে আসি ধূলি উড়াইল॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার দেখে লাগে ভয়।
বিষ্ঠাদি সকল বৃষ্টি করে দুরাশয়॥
তাহার দুর্গন্ধে কেহ তিষ্ঠিতে না পারে।
এইরূপে আসে দৈত্য ভীষণ আকারে॥
যজ্ঞশালে দৈত্যবর আসি উপনীত।
দরশনে সকলের ভয়যুক্ত চিত॥
মহাকায় মহাশূল হস্তেতে তাহার।
দীর্ঘ শ্মশ্রু লম্বমান তাম্রের আকার॥
দেখি ভয় হয় তার সুদীর্ঘ দশন।
বিকট আকার তার বিকৃত বদন॥
দরশনে মুনিগণ পলায়ে চলিল।
বলরাম সকলেরে অভয় করিল॥
মূর্ত্তি দেখি হলধর ক্রোধিত হইল।
হল মুষলেরে তবে স্মরণ করিল॥
স্মরণ মাত্রেতে তারা উপনীত হয়।
দরশনে দৈত্যবর হইল সভয়॥
ভয় পেয়ে মহাদৈত্য আকাশে উঠিল।
হলাগ্রেতে বলদেব তারে আকর্ষিল॥
হলাগ্রেতে ধরি তারে আনিল ভূতলে।
দেখি হৃষ্ট হয় তবে মুনিরা সকলে॥
তবে দেব হলধর মুষল মারিল।
দারুণ আঘাতে তার মস্তক ভাঙ্গিল॥
অঙ্গ ভঙ্গ হয় সেই আঘাতে তাহার।
ভূমির উপর পড়ি করিল চীৎকার॥
ঝলকে ঝলকে করে রুধির বমন।
আর্ত্তনাদ করি তবে ছাড়িল জীবন॥
যেন গিরিচূড়া পড়ে অশনি-পতনে।
সেইমত দৈত্যবর পড়ে সেই ক্ষণে॥
দৈত্যবরে হলপাণি নাশিল জীবন।
তাহা দেখি হরষিত হ'ল মুনিগণ॥
সানন্দ অন্তরে তবে যত মুনিগণ।
হলধর প্রতি কহে আশিস্-বচন॥
বৃত্রাসুর-বধে যথা দেবতা-নিচয়।
বল্বল-বধেতে তথা ঋষি তুষ্ট হয়॥

মহানন্দে মগ্ন হয় যত মুনিগণে।
বৈজয়ন্তী মালা দিল দেব সঙ্কর্ষণে॥
প্রণমিয়া মুনিপদে সানন্দ হৃদয়ে।
গমন করিল তবে অনুমতি ল'য়ে॥
কৌশিকী তীর্থেতে আসি দেব হলধর।
তীর্থ সরোবরে স্নান করিল সত্বর॥
তদন্তর প্রয়াগেতে করিল গমন।
তথা হলধর করে স্নানাদি তর্পণ॥
তদন্তর মহানন্দে দেব সঙ্কর্ষণ।
পুলহ তীর্থেতে ধীরে করিল গমন॥
গৌতমী গণ্ডকী আদি আর তীর্থ যত।
হর্ষযুক্ত হ'য়ে রাম যায় ক্রমাগত॥
তারপর গয়াতীর্থে যায় হলধর।
তথা হ'তে যায় রাম শ্রীগঙ্গাসাগর॥
মহেন্দ্রাদি দেব তথা করিয়া পূজন।
সপ্তগোদাবরী তীর্থে করিলা গমন॥
পম্পা ভাগীরথী আদি তীর্থ যত ছিল।
স্কন্দ তীর্থ আদি সারি শ্রীশৈলে আইল॥
তথায় করিয়া দেব মহেশে দর্শন।
দ্রাবিড় দেশেতে পরে করিল গমন॥
মহাতীর্থে বলভদ্র যায় তদন্তর।
পরেতে আইল সেতুবন্ধ রামেশ্বর॥
স্নান আদি করি পরে হরষে তথায়।
করিল অসংখ্য ধেনু দান মহাকায়॥
কন্যা নাম্নী দুর্গাদেবী তথায় হেরিল।
তদন্তর ফল্গু তীর্থে গমন করিল॥
পঞ্চাপ্সর তীর্থ পরে যায় হলধর।
দ্বিজগণে দেয় ধেনু তথা বহুতর॥
তথা হ'তে কেরলেতে যায় মহামতি।
ত্রিগর্ত্ত হেরিয়া পরে হরষিত অতি॥
তদন্তর হলপাণি গো-কর্ণ তীর্থেতে।
দরশন করে তাহা অতি হরষেতে॥
শিবক্ষেত্রে আসি সেথা হেরিল শঙ্করে।
আর্য্যতীর্থে উপনীত হয় তার পরে॥
দ্বৈপায়নী দেখি দেব আনন্দে মগন।
সূর্পারক তীর্থ পরে করে দরশন॥
নানাতীর্থ ভ্রমি রাম আনন্দে মগন।
তাপী ও পয়োষ্ণী তীর্থ করে দরশন॥
পরেতে গমন করে দণ্ডক-কানন।
নর্ম্মদায় মাহেষ্মতী করে দরশন॥
মনুতীর্থে করি স্নান আইল প্রভাসে।
শ্রবণ করিল তথা মুনিগণ-পাশে॥
কুরু-পাণ্ডবেতে যুদ্ধ বিষম হইল।
কুরুক্ষেত্র মহারণে রাজারা মরিল॥
মনে মনে বুঝিলেন দেব সঙ্কর্ষণ।
পৃথিবীর ভার কৃষ্ণ ক'রেছে হরণ॥
ভীম সহ গদাযুদ্ধ করে দুর্য্যোধন।
মুনিদের কাছে রাম করিল শ্রবণ॥
এই যুদ্ধ নিবারিতে দেব হলধর।
কুরুক্ষেত্র-পানে তবে চলিল সত্বর॥
কুরুক্ষেত্রে আসি রাম ডাকি দুর্য্যোধনে।
কহিলেন ওহে বৎস ক্ষান্ত হও রণে॥
তোমরা দু'জনে বীর সমান সমান।
কেন বৃথা যুদ্ধ কর ওহে মতিমান্॥
বলরাম-বাক্য কেহ শ্রবণে না লয়।
দুই জনে গদাযুদ্ধ করে অতিশয়॥
অদৃষ্ট প্রবল অতি ভাবি সঙ্কর্ষণ।
রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলা তখন॥
অতঃপর দ্বারকায় গেলা হলধর।
হেরিয়া তাঁহারে সবে সহর্ষ অন্তর॥
অতঃপর বলদেব জ্ঞাতি ল'য়ে সঙ্গে।
দ্বারকায় কিছুদিন রহিলেন রঙ্গে॥
নৈমিষ অরণ্যে পুনঃ করিল গমন।
মুনিগণে দরশনে আনন্দে মগন॥
সমাদরে মুনিগণ তাঁরে সম্ভাষিল।
ঋষিগণ সহ রাম যজ্ঞ আরম্ভিল॥
যজ্ঞ সমাপন করি আনন্দ বিধানে।
নানা তত্ত্ব কহিলেন তাঁহাদের স্থানে॥

পরে হলধর পুনঃ দ্বারকায় আসে।
জ্ঞাতিগণ হেরি তাঁরে পুলকেতে ভাসে॥
পুরবাসী সঙ্গে বাস করে সঙ্কর্ষণ।
শ্রবণে পবিত্র এই আশ্চর্য্য কথন॥
মহাপরাক্রম তিনি অনন্ত অপার।
মায়াতে ধরেন তিনি মানব-আকার॥
ভক্তে কৃপা হেতু মাত্র দেব হলধর।
মায়াতে ভ্রময়ে তীর্থে শুন নৃপবর॥
বলদেব-চরিত্র যে করয়ে শ্রবণ।
একান্ত হইয়া সদা যে করে পঠন॥
কৃষ্ণপদে ভক্তি তার অবশ্য হইবে।
চরমে পরম পদ সে জন পাইবে॥
এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ্ ভঞ্জন॥
সুবোধ-রচিত এই রামের চরিত।
পড়িলে শ্রীহরি-পদ পাইবে নিশ্চিত॥

ইতি বলরামের তীর্থযাত্রা।

পঞ্চসপ্ততি অধ্যায়

সুদামা চরিত্র

শুকদেব-বাক্যে তবে পরীক্ষিৎ কয়।
কহ দেব শুনি এবে বাক্য সুধাময়॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-কথা কহ মুনিবর।
শ্রবণে মানস তৃপ্ত হইবে সত্বর॥
কৃষ্ণকথা-সুধা আমি যত করি পান।
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হয় শুন মতিমান্॥
যে বাক্যেতে হরিগুণ বর্ণিত সদাই।
তাহাই প্রকৃত বাক্য তাহে ভুল নাই॥
যে হস্তে তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।
তাহাই প্রকৃত হস্ত নাহিক সংশয়॥
যে মন তাঁহারে সদা করয়ে স্মরণ।
তাহাই প্রকৃত মন জানি অনুক্ষণ॥
যে কর্ণ তাঁহার কথা শুনে নিরন্তর।
তাহাই প্রকৃত কর্ণ শুন মুনিবর॥
যে শির প্রণত হয় তাঁহার চরণে।
তাহাই প্রকৃত শির হয় এ ভুবনে॥
যেই চক্ষু তাঁর রূপ করয়ে দর্শন।
তাহাই প্রকৃত চক্ষু জানি অনুক্ষণ॥
নৃপতি-বচনে তবে শুক মুনিবর।
কৃষ্ণপদে মগ্ন মন করিল সত্বর॥
প্রেমে মত্ত ব্যাস-সুত হইয়া তখন।
পরীক্ষিৎ নৃপে কহে শুক তপোধন॥
শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী।
অপূর্ব্ব সে কৃষ্ণলীলা শুন মহামতি॥
শ্রীকৃষ্ণের সখা এক ছিল দ্বিজবর।
কৃষ্ণ-ভক্ত কৃষ্ণে মতি দেবে ভক্তিপর॥
পরম ধার্ম্মিক সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
রিপুজয়ী দ্বিজবর কামশূন্য মন॥
গৃহাশ্রমে করে বাস ধর্ম্মে সদা মতি।
সুদামা নামেতে সেই ব্রাহ্মণ-সন্ততি॥
বড়ই দরিদ্র সেই দ্বিজের কুমার।
ভিক্ষায় উদর পূরে শুন সমাচার॥
পতিব্রতা পত্নী তার শুনহ রাজন।
ভিক্ষা করি করে তারা উদর পূরণ॥
ভিক্ষা করি দুইজনে আসে নিজ ঘরে।
সুখেতে থাকয়ে দোঁহে সানন্দ অন্তরে॥

এইরূপে দুই জনে ভিক্ষা করি খায়।
উদর পূরিয়া অন্ন কভু নাহি পায় ॥
একদিন পতি প্রতি বলে কুলবালা।
সহিতে না পারি নাথ উদরের জ্বালা ॥
দিবানিশি ক্ষুধানলে দহিছে উদর।
উদরের জ্বালা নাহি সহে অতঃপর ॥
এখন উপায় এক শুন মহামতি।
তোমার প্রধান সখা আছেন শ্রীপতি ॥
পরম দয়ালু তিনি ক'রেছি শ্রবণ।
যদুকুলে শ্রেষ্ঠ সেই দেব জনার্দ্দন ॥
সর্ব্বলোকে জানে তিনি কৃপা-অবতার।
বড় বড় নরপতি অধীন তাঁহার ॥
এখন নিবাস তাঁর হয় দ্বারাবতী।
একবার তাঁর কাছে যাও শীঘ্রগতি ॥
তোমা দরশনে তাঁর দয়া উপজিবে।
দয়া করি দয়াময় বহু ধন দিবে ॥
তাঁহার চরণে সদা থাকে যার মতি।
কখন না থাকে তার বিষম দুর্গতি ॥
ভক্তিভাবে তাঁর পদে যে লয় শরণ।
আপনার প্রাণ তাঁরে যে করে অর্পণ ॥
না রহে দুর্গতি তাঁরে যে করে দর্শন।
সিদ্ধিদাতা কল্পতরু প্রভু জনার্দ্দন ॥
মলিনতা নাহি থাকে শুদ্ধ হয় মন।
একবার তাঁর কাছে করহ গমন ॥
পত্নীর বচনে বিপ্র ভাবে বারে বার।
হইবে পরমলাভ দর্শনে তাঁহার ॥
এইরূপে দ্বিজবর চিন্তে মনে মন।
পত্নী প্রতি বিপ্র তবে কহিল বচন ॥
তবে ভেটদ্রব্য কিছু দাও সুবদনি।
নতুবা কিরূপে তথা যাইব অমনি ॥
রিক্তহস্তে কিরূপেতে যাইব তথায়।
যদি কিছু থাকে সতী দাও তা আমায় ॥
স্বামি-বাক্যে তবে সতী করিল গমন।
প্রতিবাসী-পাশে ভিক্ষা করে সেইক্ষণ ॥

চারি মুষ্টি চিপিটক তথায় পাইল।
বস্ত্রখণ্ডে বাঁধি তাহা স্বামী পাশে দিল ॥
তাহা ল'য়ে দ্বিজবর করিল গমন।
ভাবিতে ভাবিতে যায় দ্বারকা-ভবন ॥
আমি কি পাইব সেই কৃষ্ণ-দরশন।
মূঢ়মতি হই তাহে দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ॥
মনে মনে চিন্তা করি গমন করিল।
দ্বারকানগরে পরে উপনীত হ'ল ॥
পুরীমাঝে প্রবেশিল অতি হৃষ্টমন।
দ্বিজ দেখি দ্বারিগণ না করে বারণ ॥
তিন গুল্ম তিন কক্ষ অতিক্রম করি।
বিপ্রবর অন্তঃপুরে যায় আগুসরি ॥
বৃষ্ণি ও অন্ধক যাহে প্রবেশিতে নারে।
দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবেশিল সেই সে আগারে ॥
সুদামা হেরিল গৃহ নির্ম্মিত রতনে।
রুক্মিণীর গৃহে ত্বরা যায় সেইক্ষণে ॥
মনেতে ভাবিল বিপ্র ব্রহ্মের আস্বাদ।
পাইনু এখানে এসে মনেতে আহ্লাদ ॥
প্রবেশ করিয়া গৃহে আনন্দে মাতিল।
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া বিপ্র উন্মত্ত হইল ॥
দূর হ'তে দ্বিজবরে দেখে নারায়ণ।
রুক্মিণী সহিত হরি ছিল সেইক্ষণ ॥
শয়ন হইতে হরি তখনি উঠিল।
শীঘ্রগতি দ্বার পানে অমনি চলিল ॥
সত্বর যাইয়া বিপ্রে করি আলিঙ্গন।
হাতে ধরি আনে হরি করিয়া যতন ॥
রতন আসনে কৃষ্ণ বসায় ব্রাহ্মণে।
পুলকিত বিপ্রতনু কৃষ্ণের স্পর্শনে ॥
একচিত্তে কৃষ্ণরূপ করে দরশন।
যতনে পালঙ্কে প্রভু বসায় তখন ॥
আপনি শ্রীহরি করে তাহার সেবন।
আপন হস্তেতে ধোয় ব্রাহ্মণ-চরণ ॥
পত্নীসহ সেই জল অঙ্গেতে মাখিল।
মস্তকে লইল আর ভক্ষণ করিল ॥

আপনি করেন কৃষ্ণ দ্বিজের সেবন।
সর্ব্বাঙ্গে মাখায় তার সুগন্ধি চন্দন॥
পরে নানা উপচারে পূজিল তাহারে।
কুঙ্কুম অগুরু দিল যত্ন সহকারে॥
এইরূপে দ্বিজবরে করে সম্ভাষণ।
অতি ক্ষীণ তনু তার করি দরশন॥
মহাদেবী রুক্মিণী সে লইয়া ব্যজন।
বাতাস করেন দেবী আনন্দে তখন॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই জানিবে নিশ্চয়।
পূর্ব্বকৃত ছিল কিছু পুণ্যের সঞ্চয়॥
তাই ত্রিলোকের নাথ দেব নারায়ণ।
পালঙ্কে বসায় তারে করিয়া যতন॥
কেবা এই অবধূত কী জানি কে হয়।
শ্রীভ্রষ্ট অধম বলি মনে যেন লয়॥
অগ্রজের তুল্য তারে সমাদর করে।
প্রিয়াকণ্ঠ ত্যজি কৃষ্ণ এর সেবা করে॥
এইমত নানা কথা কহে যত লোক।
কৃষ্ণ-দরশনে দ্বিজ পাসরিল শোক॥
তদন্তর দামোদর ব্রাহ্মণে কহিল।
গুরুকুল-কথা কিছু দ্বিজে জিজ্ঞাসিল॥
কহ দ্বিজ মোর কাছে পূর্ব্বের বচন।
গুরুগৃহ হ'তে ঘরে করিয়া গমন॥
বিবাহ করিলে ভার্য্যা কিবা রূপ তার।
কহ পরিবারদের শুভ সমাচার॥
গৃহধর্ম্মে মন তব নিবিষ্ট না হয়।
কী ভাবেতে কর তাহা কহ সমুদয়॥
মোরে কি পড়িত মনে থাকিয়া গৃহেতে।
গুরুপত্নী-বাক্য তব আছে কি মনেতে॥
একদিন গুরুপত্নী আমা দুই জনে।
কহিলেন কুশকাষ্ঠ সংগ্রহ কারণে॥
তাঁহার বচনে তবে মোরা দুই জন।
আজ্ঞা পেয়ে মহাবনে করিনু গমন॥
বনে প্রবেশিয়া কাষ্ঠ খুঁজিয়া বেড়াই।
মহাবাতে মহাবনে দুই জনে যাই॥
ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বনে হইল পতন।
ভয়ানক শব্দে মেঘ করিল গর্জ্জন॥
তবে মোরা দুই জনে বৃক্ষের তলায়।
বাত-বৃষ্টি সহ্য করি কত যে তথায়॥
ক্রমেতে হইল ভাই দিবা অবসান।
দিবাকর করহীন অস্তাচলে যান॥
ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত ঘোর অন্ধকার।
দৃশ্য নাহি হয় দিক্ তথায় কাহার॥
তবে তথা দুই জনে ব্যাকুল হইয়া।
হাত ধরাধরি করি বেড়াই ভ্রমিয়া॥
অন্ধকার বন-পথ দৃষ্টি নাহি হয়।
হইল অনেক রাত্রি মন স্থির নয়॥
তবে মুনি সান্দীপনি করে অন্বেষণ।
কিছুতেই আমাদের না পায় দর্শন॥
তবে গুরু ডাক দিল করি উচ্চস্বর।
বনমাঝে আমাদের পাইল উত্তর॥
শব্দ অনুসরি তবে মোরা দুই জন।
শীঘ্রগতি করি গতি মুনির সদন॥
তবে গুরু আশীর্ব্বাদ করি বহুতর।
আমাদেরে দিল বর সানন্দ অন্তর॥
তোমরা আমার শিষ্য শান্ত দুই জন।
একান্ত মনেতে কর গুরু-আরাধন॥
আমার কারণ এই দুর্গম কাননে।
পাইলে বিষম ক্লেশ ঘোর বরষণে॥
তোমরা দু'জনে হও বড় শুদ্ধমতি।
কাননে পাইলে এই বিষম দুর্গতি॥
অতএব মম বাক্য শুন সারোদ্ধার।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ হবে তোমা দোঁহাকার॥
চতুঃষষ্টি বিদ্যা শিক্ষা হইবে নিশ্চয়।
মম আশীর্ব্বাদ কভু অন্যথা না হয়॥
ঘরে যাও শীঘ্রগতি বাক্যেতে আমার।
এখন সে কথা সখা ভাব একবার॥
যে সব ঘটনা ঘটে গুরুর ভবনে।
কহ কহ দ্বিজবর আছে কি তা মনে॥

কহিল শ্রীদাম সখা কি কহিব আর।
তুমি হে জগদ্‌গুরু সর্ব্বমূলাধার॥
সত্যকাম তুমি প্রভু ওহে শ্রীনিবাস।
লীলা করি কর তুমি গুরুগৃহে বাস॥
পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
দ্বিজের সহিত তবে দেব নারায়ণ॥
পত্নীর সকাশে করি নানা পরিহাস।
দ্বিজে নিরীক্ষণ করে পাইয়া উল্লাস॥
ঈষৎ হাসিয়া কিছু দ্বিজবরে কয়।
শুন সখা কহি কিছু বাক্য সুধাময়॥
আমার লাগিয়া তুমি কি দ্রব্য আনিলে।
কেন বা আমারে তুমি তাহা নাহি দিলে॥
কহি শুন নরপতি অপূর্ব্ব কাহিনী।
চিপিটক যাহা দিল ব্রাহ্মণ-কামিনী॥
লজ্জায় ব্রাহ্মণ তাহা লুকায়ে রাখিল।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য হেরি তাহা নাহি দিল॥
তাহাতে হইল দ্বিজ লজ্জাযুত মন।
সেহেতু সে চিপিটক না দিল ব্রাহ্মণ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যত দেখি দ্বিজবর।
তবে তথা মনে মনে চিন্তিল বিস্তর॥
চিপিটক-কণা আমি দিব কিরূপেতে।
এত ভাবি দ্বিজ তাহা রাখে গোপনেতে॥
বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা তাহা কক্ষতলে ছিল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ অন্তরে জানিল॥
ভকতবৎসল হরি কৃপার সাগর।
হাসি হাসি ব্রাহ্মণেরে কহে তদন্তর॥
মোর লাগি কোন দ্রব্য করিয়া যতন।
আনিয়াছ কেন নাহি দিতেছ এখন॥
ভক্তি করি যেই ভক্ত যাহা করে দান।
তাহাতে সন্তুষ্ট আমি শুন মতিমান্॥
ভক্তি করি ভক্ত যাহা করয়ে অর্পণ।
যতনেতে তাহা আমি করি যে ভক্ষণ॥
ভক্তের কিঞ্চিৎ দ্রব্য লই সযতনে।
অভক্তের দ্রব্য কভু না দেখি নয়নে॥

এইমত ভগবান্ কহিল যখন।
অধোমুখে রহে দ্বিজ না কহে বচন॥
চিপিটক-কণা কৃষ্ণে দিতে না পারিল।
নারায়ণ মনে মনে সকলি জানিল॥
সর্ব্বভূতময় কৃষ্ণ সকলের সার।
চিন্তিলেন মনে দ্বিজে কৃপা করিবার॥
আসিয়াছে ধনলোভে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
হইবে ইহারে দিতে অগণন ধন॥
ইহাকে দুর্লভ পদ করিব প্রদান।
এত ভাবি ভক্তাধীন হরি ভগবান্॥
কক্ষদেশে বস্ত্রখণ্ডে চিড়া বাঁধা ছিল।
হাসিমুখে হরি তবে ব্রাহ্মণে কহিল॥
কহ দ্বিজবর তব কাছে কিবা আছে।
কেন না বলিছ তাহা তুমি মম কাছে॥
এত বলি কক্ষ হ'তে তাহা কাড়ি লয়।
অমনি খুলিল চিড়া হরি দয়াময়॥
তাহা দেখি দ্বিজবরে কহিল বচন।
এই দ্রব্য ভালবাসি অমৃত মতন॥
বড় প্রিয়তম মম শুনহ ব্রাহ্মণ।
এক মুষ্টি লয়ে কৃষ্ণ করিল ভক্ষণ॥
পুনঃ এক মুষ্টি হরি খাইবার তরে।
তুলিলেন চিপিটক আপনার করে॥
তবে লক্ষ্মী হাতে ধরি করিল বারণ।
শুন গুণমণি আর না কর ভক্ষণ॥
বিনা মুল্যে বদ্ধ রব ব্রাহ্মণের ঘরে।
কহিলাম সত্য বাণী তোমার গোচরে॥
লক্ষ্মীর বচনে তবে দেব নারায়ণ।
চিপিটক-কণা আর না করে ভক্ষণ॥
আদর করিয়া তবে হরি নারায়ণ।
বিধিমতে ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন॥
সেই নিশা দ্বারকায় সুখেতে কাটায়।
পরদিন দ্বিজবর নিজ গৃহে যায়॥
কৃষ্ণের নিকটে দ্বিজ লইয়া বিদায়।
চিন্তাযুক্ত মনে পথে ধীরে ধীরে যায়॥

লজ্জায় সঙ্কোচে বিপ্র অর্থ নাহি চায়।
কৃষ্ণে হেরি বিপ্র অতি পুলকিত কায়॥
মনে মনে দ্বিজবর করিছে চিন্তন।
আইলাম কৃষ্ণ-পাশে পাইবারে ধন॥
কিন্তু হরি আমারে যে দরিদ্র দেখিল।
সে কারণে ধন কিছু আমারে না দিল॥
আবার ভাবিল মনে সেই দ্বিজবর।
ধন না চাহিনু আমি তাঁহার গোচর॥
যাচিয়া আমারে ধন তাই নাহি দিল।
এইরূপ ভাবি দ্বিজ পথেতে চলিল॥
পুনঃ দ্বিজবর হয় চিন্তায় মগন।
পরে হয় আর এক অপূর্ব্ব ঘটন॥
কি আশ্চর্য্য হয় সেই লীলা বিধাতার।
হেলা নাহি করে মোরে কি ভাগ্য আমার॥
দরিদ্র ভাবিয়া মোরে ঘৃণা না করিল।
ধরিয়া আপন হস্তে আলিঙ্গন দিল॥
তিনি দেব নারায়ণ সকলের সার।
আমি নরাধম হই পাপী দুরাচার॥
সেই জগতের সার দয়াময় হরি।
মোরে আলিঙ্গন করে অনুগ্রহ করি॥
অসম্ভব হয় ইহা আশ্চর্য্য ঘটন।
মহাদেবী লক্ষ্মী মোরে করিল সেবন॥
শ্রান্তি দূর করে মোর লইয়া ব্যজন।
দুই জনে মম পদ করে প্রক্ষালন॥
যেন কৃষ্ণ-পদ জীব করিয়া সেবন।
স্বর্গ অপবর্গ লাভ করে সর্ব্বক্ষণ॥
এই হেতু ধন মোরে কৃষ্ণ নাহি দিল।
এত চিন্তি দ্বিজবর গমন করিল॥
নিজ গৃহ ছিল যথা তথা উপনীত।
গৃহ না দেখিয়া দ্বিজ ভাবে বিপরীত॥
আপন কুটীর তথা না করি দর্শন।
মনে মনে দ্বিজ হ'ল আশ্চর্য্য তখন॥
পুষ্পের কানন আর উদ্যান সুন্দর।
হেরিয়া চিন্তিত তবে হয় দ্বিজবর॥
হেরিল বিচিত্র পুরী তথায় বিরাজে।
কত নর-নারীগণ আছে তার মাঝে॥
ইন্দ্রপুরী জিনি পুরী অতি মনোরম।
হেরিয়া বিপ্রের জাগে বিস্ময় পরম॥
কোথায় ব্রাহ্মণী মোর করিল গমন।
কিবা আজ মম ভাগ্যে হইল ঘটন॥
কোথা মোর গৃহ কোথা আমার ঘরণী।
চিন্তাযুক্ত দ্বিজবর হইল তখনি॥
এইরূপে ভাবে বিপ্র পুরীর বাহিরে।
সহসা ব্রাহ্মণপত্নী হেরিল পতিরে॥
দূর হ'তে নিজ পতি করি দরশন।
বাহিরেতে দাসী সঙ্গে করিল গমন॥
মহানন্দে মগ্ন হ'য়ে বিপ্রের রমণী।
পতি-দরশনে তুষ্ট হইল আপনি॥
বহুদূরে দাসী সহ বাহিরে আইল।
নানাবিধ গীতবাদ্য হইতে লাগিল॥
পরমা সুন্দরী রূপ করিয়া ধারণ।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিয়া ভূষণ॥
পতির নিকটে আসি উপনীত হয়।
পতিপদ-দরশনে সানন্দহৃদয়॥
তবে সে ব্রাহ্মণী হ'য়ে আনন্দিত মন।
সাষ্টাঙ্গে বিপ্রের পদে প্রণমে তখন॥
সজল নয়নে বামা দাঁড়ায়ে রহিল।
বিদ্যাধরী-সম রূপ ব্রাহ্মণ হেরিল॥
বিস্ময় মানিয়া বিপ্র সহিত ঘরণী।
পুরীমাঝে আনন্দেতে প্রবেশে তখনি॥
অপূর্ব্ব হেরিলা পুরী রতনে গঠিত।
শত শত মণিস্তম্ভ তাহাতে রচিত॥
রতন-পালঙ্ক-শোভা করে দরশন।
দাস-দাসী করিতেছে চামর ব্যজন॥
গৃহ-চারিভিতে কত হীরক খচিত।
সুবর্ণ-আসন কত রয়েছে নির্ম্মিত॥
মুকুতা-খচিত গৃহ দৃশ্য মনোহর।
স্ফটিক-খচিত কত রহিয়াছে ঘর॥

দিব্য শয্যা আদি কত অতি সুশোভন।
হেমদণ্ড চামরাদি ব্যজন কারণ॥
বিভব দেখিয়া বিপ্র মানেতে ভাবিল।
মনে মনে কতবার ধিক্কার করিল॥
মম সম হতভাগ্য নাহি এ সংসারে।
বিষম-বিষয়-বিষে ভুলালে আমারে॥
কেবা আছে ধনবান্ আমার মতন।
জগতেরে সার হরি পরম কারণ॥
একমুষ্টি চিড়া মাত্র ভক্ষণ করিল।
তার পরিবর্ত্তে মোরে কত ধন দিল॥
জগৎ-জীবন সেই জগৎ-আশ্রয়।
আমাকে করিল কৃপা দেব কৃপাময়॥
মম সখা হয় সেই পরম কারণ।
জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ॥
সেই পদে ভক্তি যেন থাকে অনিবার।
আর কোন চিন্তা যেন না থাকে আমার॥
বিষম বিষয়-মদে উন্মত্ত না হই।
তাঁহার চরণে যেন সদা বাঁধা রই॥
সেই পদ মম মন বিস্মৃত না হয়।
এই বর দেহ মোরে হরি দয়াময়॥
সতত করিব তব চরণ সেবন।
এই কৃপা কর মোরে জগৎ-জীবন॥
এইরূপে অনুতপ্ত হ’য়ে বিপ্রবর।
পাইয়া অতুল ধন কাতর-অন্তর॥
সদা ভাবে হরিপদ ভক্তিযুক্ত হ’য়ে।
নাম সংকীর্ত্তন করে সানন্দ-হৃদয়ে॥
কর্ম্মপাক নষ্ট হয় ভাবি হরিপদ।
ইহকালে পায় বিপ্র অতুল সম্পদ্॥
চরমে পরমগতি পাইল ব্রাহ্মণ।
শ্রীহরি দিলেন তারে অভয় চরণ॥
একমনে যেই শুনে সুদামা-চরিত।
কৃষ্ণপদ পায় সেই জানিবে নিশ্চিত॥
এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ্ ভঞ্জন॥
ভাগবত-কথা হয় পরম কারণ।
সুবোধ মাগিছে সদা শ্রীহরি-চরণ॥

ইতি সুদামা চরিত্র।

ষট্‌সপ্ততি অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র-যাত্রা

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
এইরূপে লীলা করি কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ॥
সর্ব্বগ্রাস তপনের হবে উপরাগ।
কল্পক্ষয় মনে মনে জানি মহাভাগ॥
ইহার অগ্রেতে তীর্থে করিল গমন।
দ্বারকা-নিবাসী সঙ্গে লইয়া তখন॥
সানন্দ অন্তরে সবে করিল গমন।
সুমন্ত-পঞ্চক-তীর্থে উপনীত হন॥
ভৃগুরাম যেই তীর্থ করিল নির্ম্মাণ।
সেই কথা কহি শুন ওহে মতিমান্॥
ক্ষত্রশূন্য করে ধরা তিন সপ্তবার।
পঞ্চ হ্রদ নিরমিল রুধিরে তাহার॥

তীর্থচ্ছলে সেই স্থলে দেব হলধর।
যজ্ঞ আদি নানা কর্ম্ম করিল বিস্তর॥
লোক উদ্ধারের হেতু পতিতপাবন।
করিলেন সেই তীর্থে পাপ-বিনাশন॥
প্রভাস তাহার নাম সর্ব্ব-তীর্থ-সার।
সেই তীর্থে তবে যায় আনন্দে অপার॥
দ্বারকা-নিবাসী যত করিল গমন।
সবে ধায় হৃষ্টকায় আনন্দে মগন॥
উদ্ধবাদি সকলেতে আইল তথায়।
বৃষ্ণিবংশ যত জন সকলেতে যায়॥
অক্রূরাদি সকলেতে তথায় চলিল।
বাহ্লিকাদি রাজবংশ গমন করিল॥
বসুদেব আদি আর যদুবংশ দলে।
পাপ বিমোচন হেতু আসিল সকলে॥
কৃষ্ণ-পুত্রগণ সবে আনন্দে মাতিল।
শাম্ব গদ আদি যত সকলে চলিল॥
প্রদ্যুম্ন সুচন্দ্র আর অনিরুদ্ধ যায়।
শুকাদি সারণ সবে চলিল তথায়॥
কৃতবর্ম্মা সৈন্য সহ করিল গমন।
কেহ গজে কেহ অশ্বে করি আরোহণ॥
কেহ রথে চড়ি যায় সানন্দ-অন্তরে।
কেহ যায় পদব্রজে কেহ উষ্ট্র 'পরে॥
নানারূপ যানে সবে করিল গমন।
পরি নানা অলঙ্কার বসন ভূষণ॥
অসংখ্য যাদবদল যায় হর্ষচিতে।
আইল দেবতা যেন কলত্র সহিতে॥
প্রভাসের কূলে সবে উপনীত হয়।
সেই তীর্থে স্নান করি উপবাসী রয়॥
বিপ্রগণে আনন্দেতে দান করে কত।
সুবর্ণ কাঞ্চন আর ধেনু বস্ত্র যত॥
রামহ্রদে করি স্নান তবে সর্ব্বজন।
বিপ্রগণে দিল দান বিবিধ রতন॥
এইমতে স্নান দান অনেক করিল।
আনন্দ-সলিলে সবে নিমগ্ন হইল॥
পরে বসি বৃক্ষমূলে যদুকুলগণ।
তথায় আইল কত আত্মীয় স্বজন॥
পৃথিবীর রাজা কত আসে সমুদয়।
প্রভাস-তীর্থেতে আসি উপনীত হয়॥
কত যে আইল নৃপ সংখ্যা নাহি তার।
সঙ্গেতে অসংখ্য সেনা হয় আগুসার॥
উশীনর মৎস্য কুরু বিদর্ভ সৃঞ্জয়।
কাম্বোজ আনর্ত্ত কুন্তি কেরল কেকয়॥
কৌশল ও মদ্র আদি যত নৃপ ছিল।
কৃষ্ণের বান্ধব সবে সেথায় আসিল॥
কত শত আসে নৃপ কহিতে না পারি।
নন্দ আদি গোপগণ আসে ত্বরা করি॥
আইল গোপিকাগণ সানন্দ হৃদয়ে।
কৃষ্ণ-দরশন হেতু উন্মাদিনী হ'য়ে॥
তীর্থযাত্রা-ছলে করে তথা আগমন।
সাদরেতে পরস্পরে করে সম্ভাষণ॥
গোপী যত আনন্দিত কৃষ্ণ-দরশনে।
তুষিলা শ্রীহরি সবে মধুর বচনে॥
আনন্দে সবার নেত্রে অশ্রু ঝরি যায়।
গোবিন্দ সুমিষ্ট-বাক্যে তুষিল সবায়॥
পরে কুন্তী ভ্রাতৃগণে করে সম্ভাষণ।
পরস্পর কহে বার্ত্তা কুন্তী-পুত্রগণ॥
বসুদেবে কুন্তীদেবী কহে তদন্তরে।
নয়নেতে অশ্রুবারি অনর্গল ঝরে॥
কহে ভাই দয়াহীন তোমার হৃদয়।
একবার ভগ্নী ব'লে স্মরণ না হয়॥
বিপদে পড়িনু কত জানহ সকল।
আমাদের হয় ভাই কত অমঙ্গল॥
বসুদেব কহে বৃথা শোক কর আর।
মায়াময় এ সংসার সকলি অসার॥
মায়াতে আবৃত এই জগতের জন।
ভগবানে মনে কেহ না করে স্মরণ॥
আমরা মানব সবে ক্রীড়া মাত্র তাঁর।
ঈশ্বরের বশে কার্য্য হয় অনিবার॥

কংসভয়ে দেশান্তরে গমন সবার।
ভগবান্ রাখে করি কংসের সংহার॥
দৈবহেতু মোরা হেথা করি আগমন।
দৈববশে আমাদের হইল মিলন॥
বসুদেব এইরূপ কহে বাক্য যবে।
কুন্তীদেবী শুনি বাণী তুষ্ট হয় তবে॥
উগ্রসেন আদি ছিল নরপতি যত।
এইমত পরস্পর বাক্য কহে কত॥
আনন্দে মাতিল সবে কৃষ্ণ-দরশনে।
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আদি অম্বিকানন্দনে॥
কুরুমাতা গান্ধারী ও পাণ্ডুপুত্রগণ।
সঞ্জয় বিদুর কুন্তী আর যত জন॥
কৃপ শল্য ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদ রাজন।
কাশীরাজ পুরুজিত আদি নৃপগণ॥
দমঘোষ যুধামন্যু শৈব্য নরপতি।
সুশর্ম্মা বাহ্লিক ভোজ বিরাটাধিপতি॥
যুধিষ্ঠির সহ সবে প্রভাসে আইল।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে সবে আনন্দে ভাসিল॥
সাদরে সম্ভাষে সবে যত যদুগণে।
মহাভাগ্য মহাভাগ্য বলে সর্ব্বজনে॥
কত ভাগ্য তোমাদের কে পারে বলিতে।
কৃষ্ণপদ পাও সদা নয়নে দেখিতে॥
যোগীর দুর্লভ সেই গোবিন্দ-চরণ।
অনায়াসে সর্ব্বক্ষণ কর দরশন॥
যাঁর পদ স্মরণেতে পাপ হয় ক্ষয়।
যাঁর পাদোদকে ধরা সুপবিত্র হয়॥
সর্ব্বক্ষণ সুখে রহ তাঁর দরশনে।
তোমাদের ভাগ্য যত কহিব কেমনে॥
পরম কারণ হরি জগত-আধার।
তাঁর দরশনে সবে আনন্দ অপার॥
এইরূপে হরিকথা কহে সর্ব্বজন।
পরস্পর সকলেই আনন্দে মগন॥
আলিঙ্গন করে সবে যদুগণ সঙ্গে।
রাম-কৃষ্ণে আলিঙ্গন করিলেন রঙ্গে॥
তদন্তর নন্দঘোষ সানন্দ-অন্তরে।
যদুগণ সঙ্গে আসি সম্ভাষণ করে॥
কৃষ্ণ-বলরাম-রূপ করি দরশন।
প্রেমানন্দে অশ্রুবারি করে বরিষণ॥
কাঁদিয়া আকুল মুখে বাক্য নাহি মিলে।
কৃষ্ণ-বক্ষ ভিজাইল নয়ন-সলিলে॥
তদন্তরে যশোমতী কৃষ্ণে কোলে নিল।
নয়নের জলে তার বসন ভিজিল॥
চিরব্যাপী শোক তাপ অন্তর্হিত হয়।
রোহিণী যশোদা আদি সহর্ষ-হৃদয়॥
দেবকী আসিয়া পরে তাহাদের সনে।
পরস্পর সম্ভাষণ করেন যতনে॥
গলা ধরাধরি করি কয় কত কথা।
সুখেতে মগন সবে গেল মনোব্যথা॥
সবে মিলি কৃষ্ণরূপ করে নিরীক্ষণ।
অনুরাগে হৃদি কাঁপে সজল নয়ন॥
একমনে কৃষ্ণরূপ হেরে গোপীগণ।
মোহন মুরতি হেরি আনন্দে মগন॥
প্রিয়তমা গোপীগণে করি দরশন।
আনন্দ-সলিলে ভাসে গোপিকারমণ॥
কৃষ্ণের নিকট সবে গমন করিল।
মৃদু হাস্যে কৃষ্ণ কিছু কহিতে লাগিল॥
শুন কহি গোপাঙ্গনা আমার বচন।
আমারে কি কদাচিৎ করিতে স্মরণ॥
বন্ধুদের প্রয়োজন করিতে সাধন।
তোমাদেরে ছাড়ি আমি করিনু গমন॥
মোরে অকৃতজ্ঞ সবে নাহি ভাব মনে।
অবজ্ঞা না কর মোরে এ সব কারণে॥
পবন-গতিতে মেঘ যেইরূপ হয়।
তৃণ তুলা ধূলিকণা যত সমুদয়॥
সংযোগ বিয়োগ করে যেমন পবনে।
সেইরূপ ভগবান্ করে প্রাণিগণে॥
মোর প্রতি স্নেহ সবা ভাগ্যের কারণ।
তাহাতে আমারে বশ কর সর্ব্বজন॥

তোমাদের প্রেমে বশ জানিবে নিশ্চয়।
আমারে করিলে লাভ গোপী সমুদয়॥
সকলের আদি আমি বাহির অন্তর।
সকলের আত্মা আমি হই নিরন্তর॥
পরম পুরুষ আমি নাহিক সংশয়।
দেহ আত্মা আমাতেই প্রকাশিত রয়॥
এইরূপ বাক্য যবে কহে জনার্দ্দন।
গোপাঙ্গনা কহে শুনি কৃষ্ণের বচন॥
কহিতে লাগিল সবে অনুরাগ-ভরে।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেব যোগেশ্বরে॥
চিন্তয়ে পরম-পদ গোপ-কুলবালা।
তোমারে স্মরিলে হরি ঘুচে ভবজ্বালা॥
শুন কহি কৃপাময় কৃপার আলয়।
তব পদ কর সদা মানসে উদয়॥
গোপ-কুলবালা মোরা গৃহবাসী জন।
বাসনা মোদের শুন শ্রীনন্দ-নন্দন॥
যে চরণ ধ্যান করে যোগীঋষিগণ।
যে চরণ হয় সদা মোক্ষের কারণ॥
কি আর কহিব তোমা ওহে পদ্মনাভ।
সে চরণ-পদ্ম যেন সদা করি লাভ॥

ভাগবতে হরিকথা শ্রবণে সুন্দর।
সুবোধ-রচিত গীত অতি মনোহর॥

ইতি কুরুক্ষেত্র-যাত্রা।

দ্রৌপদীর সহিত রুক্মিণী প্রভৃতির কথোপকথন

শুকদেব বলে রাজা করহ শ্রবণ।
সম্ভাষিয়া গোপীগণে শ্রীমধুসূদন॥
অনন্তর বাসুদেব যুধিষ্ঠির প্রতি।
জিজ্ঞাসেন ধীরে ধীরে কুশল ভারতী॥
কৃষ্ণ-পদতলে ধর্ম্ম করি কৃতাঞ্জলি।
কুশল-বারতা কহে হ'য়ে কুতূহলী॥
শুন কৃষ্ণ কহি আমি প্রকৃত বচন।
তব মুখে বাণী সদা শুনে যেই জন॥
তব পাদোদক পান করে যেই জন।
তব লীলা-কথা যেবা করয়ে শ্রবণ॥
কোথা অমঙ্গল তার সঙ্কটেতে ভয়।
তব পাদপদ্মে মতি যার সদা রয়॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠ এই ধরায় আসিলে।
মহাভার ধরণীর অক্লেশে হরিলে॥
তুমি প্রভু সর্ব্বানন্দ কদম্ব-স্বরূপ।
অখণ্ড অচ্যুত তুমি ত্রিভুবন-ভূপ॥
যোগমায়া-যোগে ধর বিবিধ মূরতি।
পরমহংসের তুমি হও প্রভু গতি॥
এই মত কত কথা হয় দুই জনে।
কৌরবগণের কথা হয় সেই ক্ষণে॥
দ্রুপদ-নন্দিনী আসি কৃষ্ণ-পত্নী-পাশে।
করপুটে সাদরেতে কত কথা ভাষে॥
শুনহ রুক্মিণী ভদ্রা আর জাম্ববতী।
সত্যভামা মিত্রবিন্দে আর নাগ্নজিতি॥
কালিন্দী রোহিণী সতী তুমি গো লক্ষ্মণা।
কৃষ্ণের প্রেয়সী সবে শোন একমনা॥
সকলের ভর্ত্তা হরি নিজে জনার্দ্দন।
কিরূপে কাহার ভর্ত্তা সকলের হন॥
সেই কথা কহ মোরে করিব শ্রবণ।
একে একে তোমাদের বিবাহ কথন॥
শ্রবণে হৃদয় হবে তুষ্ট অতিশয়।
দ্রৌপদী-বচনে তবে রুক্মিণী যে কয়॥

তবে শুন কহি আমি পূর্ব্বের কাহিনী।
আনন্দ পাইবে তুমি দ্রুপদ-নন্দিনী॥
আমারে লইতে দমঘোষের নন্দন।
বহু সৈন্য সঙ্গে আনে বিবাহ কারণ॥
একা হরি সকলেরে পরাজিল রণে।
যেমন কেশরী বধে ক্ষুদ্র মৃগগণে॥
বলেতে আমারে তবে হরণ করিল।
দ্বারকায় পরিণয় আমার হইল॥
পরম-পুরুষ হরি সকলের সার।
সেই পদে মতি মোর রহে অনিবার॥
কভু নাহি ভুলি যেন সে রাঙ্গা চরণ।
তোমারে কহিনু আমি স্বরূপ-বচন॥
তদন্তর সত্যভামা কহে মৃদুস্বরে।
পাঞ্চালতে জাম্ববানে পরাজিত করে॥
স্যমন্তক মহামণি আনিয়া তখন।
আমার জনকে দিল শ্রীমধুসূদন॥
আমার জনক তবে সভয় অন্তরে।
আমার বিবাহ দিল হরি সহ পরে॥
তারপর কহিলেন দেবী জাম্ববতী।
শুনহ দ্রৌপদী দেবী আমার ভারতী॥
সাতাশ দিবস যুদ্ধ হয় পিতা সনে।
নহে পরাজিত কেহ সম দোঁহে রণে॥
পরে পিতা জানি তবে পরম কারণ।
মুরারি-করেতে মোরে করিল অর্পণ॥
কালিন্দী কহিল পরে শুন গুণবতী।
যেরূপে বিবাহ মোরে করে যদুপতি॥
যমুনা-কূলেতে ছিনু ব্রত আচরণে।
কৃষ্ণ পতি হবে এই সদা ভাবি মনে॥
হেনকালে শূন্যপথে আসি নারায়ণ।
অর্জ্জুন সহিত রথে করি আরোহণ॥
সেই স্থানে পাণিগ্রহ করিল আমার।
এবে হরিপদে মতি রহে অনিবার॥
ভদ্রা তারে কহে সখী শুনহ বচন।
স্বয়ম্বরে হরি মোরে করিল হরণ॥
দুষ্ট চারি ভ্রাতৃগণে করি পরাজয়।
বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময়॥
সত্যা কহে শুন কহি বিবাহ-বচন।
আমার পিতার করে প্রতিজ্ঞা-ভঞ্জন॥
রাজাদের শক্তি পিতা পরীক্ষা কারণ।
বলবান্ সপ্ত বৃষ করিত পালন॥
সেই সপ্ত বৃষে শেষে পরাজয় করি।
বিবাহ করেন মোরে দয়াময় হরি॥
এসেছিল যত রাজা বিবাহ কারণ।
তাহাদের সনে পথে বাধিল যে রণ॥
অবহেলে নৃপদলে করি পরাজয়।
বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময়॥
মিত্রবিন্দা কহে শুন আমার বারতা।
দিবানিশি ভাবিতাম শ্রীকৃষ্ণের কথা॥
মোরে পিতা হরি-করে করে সমর্পণ।
কহিলাম পূর্ব্বকথা তোমারে এখন॥
এখন প্রার্থনা মম শুন গুণবতী।
জন্মে জন্মে হরি যেন হয় মম পতি॥
লক্ষ্মণা কহেন শুন দ্রৌপদী সুন্দরী।
জনক বিবাহ দিল মহাপণ করি॥
মহাধনু যেই জন বলেতে ভাঙ্গিবে।
তাহারে আমার পিতা কন্যা দান দিবে॥
কিন্তু আমি হরি-রূপ করিয়া শ্রবণ।
তাঁরে পতি করিবারে করিলাম মন॥
তাহা শুনি পিতা মম বড় স্নেহ করে।
মৎস্য এক নির্ম্মাইয়া রাখিল উপরে॥
নীচেতে রাখিল জল দেখিবার তরে।
জল-দৃশ্যে যেই জন বিঁধিবেন শরে॥
সেজন লভিবে মম দুহিতা রতন।
এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনি যত নৃপগণ॥
আইল অসংখ্য রাজা লভিতে আমায়।
সমাদরে পিতা মোর কহিল সবায়॥
ধনুঃশর ল’য়ে মৎস্য বিঁধহ এবারে।
কেহ নাহি সেই ধনু তুলিবারে পারে॥

কেহ না পারিল তাহে গুণ পরাইতে।
কেহ বা আছাড় খেয়ে পড়িল ভূমিতে॥
পরাভব মানি তবে মহাবীরগণ।
জরাসন্ধ শিশুপাল আদি দুর্য্যোধন॥
রাধাপুত্র আদি আর ভীম মহাশয়।
বহুক্লেশে না পারিল জানিও নিশ্চয়॥
কেবল অর্জ্জুন যেই বাণ নিক্ষেপিল।
সেই বাণ মৎস্য শুধু পরশ করিল॥
কিন্তু কেহ সেই মৎস্য বিঁধিতে না পারে।
এইরূপে বীর যত না পায় আমারে॥
তদন্তর যদুবর আনন্দিত মনে।
কৌতুকে ধরিল ধনু দেখে সর্ব্বজনে॥
বাম হস্তে ধরি ধনু তুলিল হেলায়।
লক্ষ্য করে সেই মৎস্য জলের ছায়ায়॥
তাহাতেই মীনদেহ করি দরশন।
সত্বরে সে মৎস্যে বিঁধে দেব নারায়ণ॥
কাটিয়া পাড়িল মৎস্য সভার ভিতর।
বাজিল দুন্দুভি বাদ্য স্বর্গের উপর॥
দেবগণ আনন্দেতে নাচিতে লাগিল।
জয়শব্দ চারিদিকে ধ্বনিত হইল॥
মহানন্দে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
সেইক্ষণে রত্নমালা দিনু দামোদরে॥
মহানন্দে বরমাল্য দিলাম গলায়।
নানা বাদ্য বাজে সবে আনন্দিত তায়॥
নট ও নর্ত্তকগণ গায়কাদি সবে।
নৃত্য গীত করে কত সে মহা উৎসবে॥
অনঙ্গে মোহিত তবে যত নৃপগণ।
বিমর্ষ অন্তরে সবে করিল গমন॥
তবে দেব নারায়ণ সানন্দ-অন্তরে।
আমারে তুলিয়া লয় রথের উপরে॥
চতুর্ভুজ চারি হস্তে আমারে ধরিল।
দারুক সারথি তবে রথ চালাইল॥
পথ-মাঝে নৃপগণ কৃষ্ণেরে ঘিরিল।
আমারে লইবে কাড়ি মনেতে চিন্তিল॥
বিপক্ষ হইয়া যত নরপতিগণ।
কৃষ্ণসহ সেই স্থানে করে মহারণ॥
একা কৃষ্ণ পরাজয় করিল সবারে।
সিংহ যথা মৃগমাঝে পরাক্রম করে॥
সেইমত নারায়ণ সমরে জিনিল।
ভয়ে যত নরপতি সবে পলাইল॥
হইল প্রলয়যুদ্ধ তাহাদের সনে।
মহাভীত রাজগণ পলায় সঘনে॥
তবে হরি দ্বারকায় আনন্দে আইল।
আমার জনক তবে হরিকে পূজিল॥
যতনে পূজিল আর বান্ধব স্বজন।
বস্ত্র অলঙ্কার আর দিল বহুধন॥
কত শত দাস দাসী প্রদান করিল।
হয় হস্তী রথ রথী কত কিছু দিল॥
এরূপে বিবাহ মোরে করে জনার্দ্দন।
এই দাসী সঙ্গে হরি আইল ভবন॥
কত ভাগ্য কত পুণ্য আছিল আমার।
কত যে করিনু তপ সংখ্যা নাহি তার॥
তাই দাসীরূপে করি চরণ সেবন।
নরক ভূপতি পরে হয় বিনাশন॥
ষোড়শ সহস্র তার কামিনী হরিল।
দয়া করি দয়াময় বিবাহ করিল॥
কি কব ভাগ্যের কথা শুন গুণবতী।
শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য মোরা নহি কোন সতী॥
তবে কোন তপোবলে পাইনু তাঁহায়।
সকল সম্ভব হয় তাঁহার ইচ্ছায়॥
ব্রজকুল-নারী বাঞ্ছে সদা যে চরণ।
হেলায় সে পদ মোরা ক'রেছি সেবন॥
সাম্রাজ্য ইন্দ্রত্বভোগ শ্রীহরি-চরণ।
কিছুই প্রার্থনা মোরা না করি কখন॥
গদাধর-পদরজ কমলা আপনি।
মনেতে কামনা সদা করে গুণমণি॥
গোপগোপীগণ যার চরণকমল।
সদাই ধেয়ান করে নিত্য অবিরল॥

তাহা বই অন্য বাঞ্ছা কভু নাহি করি।
মনেতে আছেন আঁকা শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ॥
ভাগবতে হরিকথা অমৃত-লহরী।
যেই পুণ্যবান্ হয় শুনে বাঞ্ছা করি ॥

মহামুনি ব্যাসদেব শ্লোকেতে রচিল।
সুবোধ রচিয়া গীত কৃতার্থ হইল ॥

ইতি দ্রৌপদীর সহিত রুক্মিণী প্রভৃতির কথোপকথন।

সপ্তসপ্ততি অধ্যায়

বসুদেবের যজ্ঞ

শুক কহে নরবরে শুনহ রাজন।
এইরূপে পরস্পর কথোপকথন ॥
কুন্তী ও গান্ধারী আর দ্রুপদনন্দিনী।
রাজগণ-পত্নী যত শ্রীকৃষ্ণ-কামিনী ॥
কৃষ্ণ-কথা আলাপন করি সর্ব্বজন।
হরিপ্রেমে একেবারে হইল মগন ॥
প্রেমে পুলকিত নেত্র অশ্রুবারি বহে।
প্রেমাবেশে সকলেতে জ্ঞানশূন্য রহে ॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ করিতে দর্শন।
উপস্থিত হন আসি যত মুনিগণ ॥
সানন্দ অন্তরে সবে সত্বর গমনে।
বেদব্যাস নারদাদি যায় সেইক্ষণে ॥
বিশ্বামিত্র শতানন্দ আইল দেবল।
আইল চ্যবন মুনি হ'য়ে কুতূহল ॥
ভরদ্বাজ গৌতম সে সানন্দ অন্তরে।
সশিষ্য পরশুরাম আসে তদন্তরে ॥
বশিষ্ঠ ও ভৃগুমুনি আইল তখন।
পুলস্ত্য কশ্যপ আদি করে আগমন ॥
আইল মার্কণ্ড মুনি আর বৃহস্পতি।
সনক আইল আর অত্রি মহামতি ॥
যাজ্ঞবল্ক আইল সে সনৎকুমার।
অগস্ত্য ও বামদেব আসে কত আর ॥
প্রভাসেতে আসি সবে আনন্দিত মন।
তারপর কৃষ্ণপদ করে দরশন ॥
মুনিগণে দরশনে সভাজন সবে।
রামকৃষ্ণ পাণ্ডুপুত্র আর নৃপ তবে ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে প্রণতি করিল।
যথাবিধি সকলেই সবারে পূজিল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সবে করিয়া যতন।
বসিবারে দিল তথা দিব্য কুশাসন ॥
তবে ডাকি ঋষিগণে দেব দামোদর।
বিনয়-বচনে সবে করে সমাদর ॥
কি কব ভাগ্যের কথা জনম সফল।
সার্থক জীবন হেরি চরণ-কমল ॥
দেবতা-দুর্লভ সব যোগেশ্বর-গণ।
সবাকার পদ এবে করিনু দর্শন ॥
জগতে দেবতা যত রচিত পাষাণে।
আর যত দৃশ্য হয় মৃত্তিকা নির্ম্মাণে ॥
আর যত তীর্থ আছে জগৎ ভিতর।
ইহারা পবিত্র করে জীবের অন্তর ॥
বহুকালে হয় তাহা জানিবে নিশ্চয়।
কিন্তু সাধু দরশনে সদ্য মুক্তি হয় ॥
চন্দ্র সূর্য্য তারা পৃথ্বী জল হুতাশন।
পাপের বিনাশ ইহা করিলে সেবন ॥

যত পাপ করে নর মোহান্ধ মনেতে।
নাশে পাপ বহুকালে এই ভুবনেতে ॥
কিন্তু যেইজন করে সাধুর সেবন।
ক্ষণমাত্রে হয় তার পাপ বিমোচন ॥
দরশনে পাপ-রাশি বিনাশ নিশ্চয়।
সাধু-দরশন জীবে দুর্লভ যে হয় ॥
কৃষ্ণের মুখের বাণী শুনি মুনিগণ।
শুদ্ধভাবে রহি সবে করয়ে চিন্তন ॥
বুদ্ধিভ্রম হ'ল সবে সহর্ষ বচনে।
মনে মনে বিচারিল সবে সেই ক্ষণে ॥
দেব চিন্তামণি ভাব অন্তরে জানিল।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তবে কহিতে লাগিল ॥
শুন দেব জগন্নাথ মোদের বচন।
তোমার মায়াতে মুগ্ধ জগতের জন ॥
জগৎ স্থজন হেতু অধিপতি যত।
তোমার অধীন হয় সকলে সতত ॥
একমাত্র মূল তুমি হও সর্ব্বেশ্বর।
একরূপে বহু মূর্ত্তি ধর দামোদর ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমিই কারণ।
ভক্তেরে রক্ষিতে তব হেথা আগমন ॥
হরিতে অবনী-ভার মর্ত্ত্যে অবতার।
রাখিতে জগৎ করি দুষ্টের সংহার ॥
ব্রহ্মা শিব হয় দেব তোমার হৃদয়।
ব্রহ্মকুল যোগশাস্ত্র তব আত্মা হয় ॥
শাস্ত্রযোনি তুমি প্রভু সকলের সার।
ব্রাহ্মণের অগ্রগণ্য হও অনিবার ॥
মঙ্গল-আকর তুমি ওহে নারায়ণ।
তোমার মহিমা প্রভু বুঝে কোন্ জন ॥
আমাদের জন্ম আজি সফল হইল।
এ পাপ নয়ন তব চরণ দেখিল ॥
নমো নমো নারায়ণ পরম কারণ।
নমো নমো যোগেশ্বর ব্রহ্ম-সনাতন ॥
পরমাত্মরূপী সেই জগৎ-প্রধান।
অনন্ত মহিমা তব বেদেতে বাখান ॥
এইরূপে মুনিগণ স্তুতি করে কত।
বার বার হরিপদে হয় সবে নত ॥
শুকদেব বলে রাজা কর অবধান।
যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণ মতিমান্ ॥
এদের সকাশে মাগি সম্ভ্রমে বিদায়।
মুনিগণ আশ্রমেতে ফিরিবারে চায় ॥
হেনকালে বসুদেব তথায় আইল।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে সবে প্রণাম করিল ॥
করযোড় করি তবে সবাকার প্রতি।
মুনিগণে কহে কিছু করিয়া মিনতি ॥
নমস্তে জগদানন্দ ওহে মুনিগণ।
শুন এক নিবেদন আমার এখন ॥
কর্ম্মপাকে বদ্ধ জীব যাতে মুক্ত হয়।
সেই কথা মোরে কহ ওহে দয়াময় ॥
ঋষিগণ বসুদেব-বচন শ্রবণে।
হাসি হাসি কহে সবে কথোপকথনে ॥
বসুদেব-বাক্যে কেহ আশ্চর্য্য না হয়।
পরস্পর আলোচনা করে সে সময় ॥
জিজ্ঞাসেন বসুদেব আপন মঙ্গল।
নিকটেতে থাকে যদি জাহ্নবীর জল ॥
তাহে নরগণ করে বহু অনাদর।
তাহা ছাড়ি অন্য তীর্থে যায় যে সত্বর ॥
সেই মত বসুদেব কৃষ্ণ ভগবানে।
মায়াবশে আপনার পুত্র বলি জানে ॥
নারদ-মুখেতে শুনি এ সব বচন।
বসুদেব প্রতি তবে কহে মুনিগণ ॥
মোদের বচন তুমি শুন নরপতি।
রাম-হরি দুই জন অনাদি মূরতি ॥
শুন কহি বসুদেব অপূর্ব্ব কথন।
কর্ম্মেতে কর্ম্মের ক্ষয় সাধুর বচন ॥
যজ্ঞ আদি কর্ম্ম করি মানব-নিকর।
পরম আদরে যদি সেবে যজ্ঞেশ্বর ॥
সে কর্ম্ম সাধিয়া সবে কর্ম্মভোগ নাশে।
সাধুগণ এইমত শাস্ত্রে সব ভাষে ॥

এই যোগ মহাসিদ্ধি পরম কারণ।
গৃহীরা হইবে সিদ্ধ করি স্বস্ত্যয়ন॥
ভক্তিভাবে ভাবে সবে দেব যদুপতি।
ধন আদি করে ক্ষয় ধর্ম্মে হয় মতি॥
হরিপদ একভাবে ভাবে অনুক্ষণ।
তপস্যা করিয়া করে হরি আরাধন॥
দেব-ঋণ পিতৃ-ঋণ কভু নাহি রয়।
কহিনু তোমারে এই বচন নিশ্চয়॥
শিশুকাল হ'তে তুমি হরিরে সেবিলে।
রাম-হ্রদে কৃষ্ণ সহ স্নানাদি করিলে॥
একান্ত মনেতে দান করি দ্বিজগণে।
পাইলে যে পুত্ররূপে পরম কারণে॥
তব কর্ম্মবন্ধ-ভয় কিছু না রহিল।
বসুদেবে মুনিগণ এরূপ কহিল॥
তাহা শুনি বসুদেব সানন্দ অন্তরে।
বার বার মুনিগণ-পদে নতি করে॥
মহাযজ্ঞ সেই স্থানে তবে আরম্ভিল।
ঋষিগণে সাদরেতে বরণ করিল॥
ঋষিগণ মহানন্দে যজ্ঞে ব্রতী হয়।
দরশনে আনন্দিত যাদব-তনয়॥
সানন্দ হৃদয়ে করি স্নান সমাপন।
পরিধান করে সবে বিচিত্র বসন॥
নানাবিধ অলঙ্কার অঙ্গেতে পরিল।
বিবিধ ভূষণে সবে ভূষিত হইল॥
যদুকুল-কামিনীর আনন্দিত প্রাণ।
বিবিধ বসন সবে করে পরিধান॥
যজ্ঞাগারে সবে মিলি করে আগমন।
সুমধুর শব্দে বাদ্য বাজিল তখন॥
মৃদঙ্গ মুরজ কত বাজে মনোহর।
পটহ ভেরী ও তূরী বাজিল সুস্বর॥
নাচিতে লাগিল যত নর্ত্তকীর দল।
সুমধুর স্বরে গায় কিন্নর সকল॥
স্তাবক মাগধ আর বন্দিগণ যত।
মনোহর তানে তারা গান করে কত॥
মুনিগণ হৃষ্টমনে যজ্ঞাহুতি দিল।
সেইকালে রামকৃষ্ণ তথায় আইল॥
বন্ধুগণ সহ হরি আইল তথায়।
স্বগণ সহিত মন্ত্র জপে যদুরায়॥
তারাদল-মাঝে যথা শোভে শশধর।
সেইমত যজ্ঞস্থলে শোভে যদুবর॥
তবে রাজা বসুদেব সানন্দ অন্তরে।
দক্ষিণা দিলেন দান যত ঋষিবরে॥
দ্বিজগণে ধনদান করে হৃষ্টমনে।
গো ভূমি প্রভৃতি দিল পরম যতনে॥
তদন্তরে রাম-হ্রদে নামি স্নান করে।
অলঙ্কার দ্বিজগণে দেন অকাতরে॥
একে একে সবাকার সম্মান রাখিল।
যত যত নরপতি তথায় আছিল॥
মুনি ঋষি আদি যত সবে হৃষ্ট মনে।
সকলে আসিল সেই হরির সদনে॥
প্রশংসা করিল সবে যজ্ঞের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আদি ছিল যত নৃপগণ॥
সকলে সানন্দ হৃদে নিজ গৃহে যায়।
হরি অদর্শন হেতু বড় দুঃখ পায়॥
বসুদেব-মনোরথ পরিপূর্ণ হয়।
গোপ সহ নন্দঘোষে পূজে অতিশয়॥
তবে বসুদেব নন্দে করিয়া ধারণ।
ব্যাকুলিত চিত্তে কহে কতই বচন॥
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিল।
ধরিয়া নন্দের কর তখন কহিল॥
ঈশ্বরের স্নেহ নামে আছে পাশ যাহা।
ছেদন করিতে কেহ নাহি পারে তাহা॥
তোমরা অতীব সাধু জানি মনে মনে।
অকৃতজ্ঞ মোরা অতি হই এ ভুবনে॥
সৌভাগ্য-মদেতে মত্ত হইয়া এখন।
তোমাদের বুঝি আমি করিনু হেলন॥
বসুদেব এই কথা কহিতে কহিতে।
মিত্রতা স্মরিয়া তার লাগিল কাঁদিতে॥

সানন্দ অন্তরে তবে নন্দ মতিমান্।
গোপকুল সহ তথা করে অবস্থান ॥
তিন মাস আনন্দেতে রহিল সেথায়।
পরে গোপ-গোপীসহ নিজ দেশে যায় ॥
কৃষ্ণ আদি সবাকার সম্মতি হইল।
মহানন্দে ব্রজপতি ব্রজেতে আইল ॥
বসুদেব নন্দঘোষে রাখিল সম্মান।
উগ্রসেন আদি করে আনন্দ বিধান ॥
সযতনে গোপগণে করিল বিদায়।
মহা সম্মানিত হ'য়ে নিজ দেশে যায় ॥
শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণপদে গোপীকুল রাখি নিজ মন ॥
অন্তরে বিষণ্ণ অতি সকলে হইল।
কাতর হইয়া সবে ব্রজেতে চলিল ॥
তবে যদুগণ অতি আনন্দিত মন।
বর্ষাগতে ধরা'পরে হয় বরিষণ ॥
দ্বারকানগরে সবে আসে দলে দলে।
বসুদেব যজ্ঞ-কীর্ত্তি জানিল সকলে ॥
মহোৎসব করে সবে সানন্দ-অন্তর।
সুবোধ রচিল গীত অতি মনোহর ॥

ইতি বসুদেবের যজ্ঞ।

দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন

শুক কহে নরবর করহ শ্রবণ।
একদিন বলরাম সহ নারায়ণ ॥
মাতা পিতা যেই স্থানে আছেন বসিয়া।
দুই ভাই উপনীত সেই স্থানে গিয়া ॥
বসুদেব দেবকীর চরণ বন্দিল।
তবে বসুদেব কিছু কৃষ্ণেরে কহিল ॥
মুনিগণ-মুখে শুনি কৃষ্ণ-বিবরণ।
কৃষ্ণ প্রতি কহে কিছু প্রকৃত বচন ॥
ওহে হরি মহাযোগী দেব গদাধর।
জগতের পিতা তুমি দেব যজ্ঞেশ্বর ॥
ব্রহ্ম সনাতন তুমি জগৎ-আশ্রয়।
যোগীর জীবন দোঁহে তোমরা নিশ্চয় ॥
তোমাদের হ'তে হয় এ বিশ্ব সৃজন।
পরম সুন্দর হও তোমরা দু'জন ॥
জগতের মূল তোমা জানিয়াছি মনে।
বিশ্ববীজ হও দেব জানে জীবগণে ॥
তোমাদের হ'তে হয় সংহার পালন।
তোমাদের হ'তে হয় বিশ্বের সৃজন ॥
সবার নিদান তুমি পরম ঈশ্বর।
তুমি জল তুমি স্থল তুমি জলধর ॥
শান্তি তেজ শক্তি তুমি তোমাতেই সব।
চন্দ্র সূর্য্য তারা নভঃ তুমি হে মাধব ॥
পঞ্চভূতময় তুমি আত্মারূপে রও।
মুকুন্দ মুরারি তুমি ষড়্‌রস হও ॥
ইন্দ্রিয়-রূপেতে রহ জীব-কলেবরে।
অমর-রূপেতে রহ অমর-নগরে ॥
যোগিরূপে সাধ যোগ তুমি ইচ্ছাময়।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ তোমাতে যে রয় ॥
পরাৎপর হও তুমি সবাকার সার।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগৎ-সংসার ॥
জগতে পূজিত তুমি অনন্ত অজেয়।
গুণের সাগর দোঁহে গুণে অপ্রমেয় ॥

সবার প্রধান হও তুমি গুণাধার।
পুত্ররূপে মম গৃহে হ'লে অবতার ॥
ভূভার হরিতে দেব এলে অবনীতে।
মম ভাগ্যে অবতীর্ণ তুমি এ মহীতে ॥
সদা মনে ভাবি মাত্র তোমার চরণ।
ওহে দেব কর মম দুঃখ বিমোচন ॥
রিপুবশে মোহাবেশে কাটাইনু কাল।
পুত্র ভাবি তোমারে যে ঘটিল জঞ্জাল ॥
যুগে যুগে ধর্ম্মরক্ষা কর নারায়ণ।
সূতিকা-গৃহেতে নিজ দিলে বিবরণ ॥
একমূর্ত্তি নহ তুমি নানামূর্ত্তিধর।
গগনের সম মূর্ত্তি ধর বহুতর ॥
কে জানে মহিমা তব অনন্ত অপার।
ওহে দয়াময় তুমি মায়ার আধার ॥
বসুদেব-মুখে শুনি এতেক বচন।
হাস্য করি কহে হরি বিনম্র বদন ॥
আমার বচন পিতা শুন একবার।
আমায় যে পুত্র জ্ঞান হইল তোমার ॥
সে বুদ্ধি সামান্য নহে শুন মতিমান্।
তত্ত্বজ্ঞান হ'তে তাহা হয় সমুত্থান ॥
স্নেহ-বশীভূত আমি নিশ্চয় জানিবে।
ভক্তের অধীন আমি মনেতে মানিবে ॥
আমি তুমি বলদেব জগৎ সংসার।
ব্রহ্মরূপে বিবেচনা কর অনিবার।
এইরূপ নারায়ণ কহিল যখন।
আনন্দ-সলিলে মগ্ন বসুদেব হন ॥
প্রীত মনে মৌনভাব ধারণ করিল।
কিছুক্ষণ আর কিছু বাক্য না কহিল ॥
তদন্তর দেবকী যে করিল উত্তর।
কহে সতী মৃদুভাষে শুন গদাধর ॥
কৃষ্ণ-বলরাম শুন আমার বচন।
তোমাদের গুণ-গান করে মুনিগণ ॥
তাহা শুনি মনে মনে বিস্ময় হইল।
তোমাদের হ'তে সব বিশ্ব জনমিল ॥
কি আর কহিব হরি তোমারে এখন।
গুরুপুত্র আনি দিলে তোমরা দু'জন ॥
আনি দিলে গুরুকে সে পুত্র যে মরিল।
লোকমুখে শুনি তাহা বিস্ময় জন্মিল ॥
কিন্তু এক কথা মোর শুন যাদুধন।
মোর ছয় পুত্র কংস করিল নিধন ॥
কি কহিব দুঃখ পুত্র না পারি কহিতে।
পুত্রশোকে দেহে প্রাণ না পারি ধরিতে ॥
স্তন-ক্ষীর-দানে আমি হইনু বিরত।
সে দুঃখে জ্বলিছে হৃদি কহিব বা কত ॥
তোমরা দু'জনে হও জগৎ-কারণ।
পুরুষ-প্রধান দেব বিশ্ব-বিমোহন ॥
অনাদি অনন্ত হও মহিমা অপার।
হরিতে অবনী-ভার হ'লে অবতার ॥
আমার গর্ভেতে আসি জনম লভিলে।
অনাদি ঈশ্বর তুমি আমায় মোহিলে ॥
কে-জানে তোমারে হরি তুমি সর্ব্বময়।
তোমাতেই হয় সৃষ্টি তোমা হ'তে লয় ॥
পুরুষ-প্রবর তুমি হও সর্ব্বময়।
এ জগতে একমাত্র তুমিই আশ্রয় ॥
মৃতপুত্র গুরু কাছে আনি দিলে যবে।
শ্রবণে বিকলচিত্ত হইলাম তবে ॥
মম ছয় পুত্রে কংস করিল নিধন।
বড় সাধ মরা পুত্র করি দরশন ॥
মাতৃ-মুখে এত শুনি কৃষ্ণ হলধর।
মনে মনে যুক্তি তবে করিল সত্বর ॥
রাম কৃষ্ণ দুই জনে যুক্তি করি শেষে।
দুই ভাই চলি যায় বলিরাজ-দেশে ॥
মায়ার প্রভাবে যায় পাতাল-নগর।
কৃষ্ণ-দরশনে বলি সানন্দ-অন্তর ॥
আগুসরি কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল।
রতন-আসন আনি বসিবারে দিল ॥
পবিত্র জলেতে পদ ধোয়ায় তখন।
সেই জল পান করে সব পুরজন ॥

সমাদরে মহাপূজা করে দুই জনে।
সর্ব্বাঙ্গে মাখায় তবে কুঙ্কুম চন্দনে॥
দিব্য মাল্য অলঙ্কার প্রদান করিল।
বিবিধ বিধানে তবে দু'জনে পূজিল॥
তবে মহাবলী বলি করি যোড়পাণি।
কহিতে লাগিল তাহে কত স্তববাণী॥
নমস্তে বিধাতা কৃষ্ণ অনন্ত মূরতি।
নমো নমো নারায়ণ জগতের পতি॥
নমো নমো ব্রহ্ম-আত্মা অখিল-ঈশ্বর।
তব দরশনে মম জুড়াল অন্তর॥
মহাযোগে যোগিগণ তোমারে না পায়।
মম ভাগ্যে আজ তুমি আসিলে হেথায়॥
ধ্যানে পায় ঋষিগণ দর্শন তোমার।
অসুর-বংশেতে হয় জনম আমার॥
সত্ত্বগুণময় তুমি দেব নারায়ণ।
তমোগুণে বৈরিভাব হয় সর্ব্বক্ষণ॥
অতএব সুপ্রসন্ন হও দামোদর।
মোরে দেব পার কর এ ভব-সাগর॥
তব গুণ জানি আমি বল কি প্রকারে।
গৃহ-কূপ হ'তে কর নিস্তার আমারে॥
তব পদে সর্ব্বক্ষণ থাকে যেন মন।
বলির বচনে তবে কহে নারায়ণ॥
শুন কহি বলিরাজ এক বাক্য সার।
সাবধান হ'য়ে শুন বচন আমার॥
মরীচির পুত্র ছয় ঊর্ণার উদরে।
ব্রহ্মা-পৌত্র হয় তারা আদি মন্বন্তরে॥
কামেতে পীড়িত ব্রহ্মা কন্যা দরশনে।
দ্রুতগতি যায় ব্রহ্মা তাহার সদনে॥
তাহা দেখি হাস্য করে সেই ছয় জনে।
আসুরী-যোনিতে জন্ম তাহার কারণে॥
গুরুর অবজ্ঞা হেতু এই দশা হয়।
অসুরকুলেতে তাই তারা জন্ম লয়॥
হিরণ্যাক্ষ-পুত্র তারা হয় ছয়জন।
ইন্দ্র-বজ্রাঘাতে সবে হইল নিধন॥
দেবকী-উদরে পুনঃ জনম লইল।
কংসরাজ তাহাদের নিধন করিল॥
এই স্থানে আছে তারা জানিও নিশ্চয়।
মাতৃকোলে দিব সবে শুন মহাশয়॥
জননী-হৃদয় হবে আনন্দে মগন।
শাপ-মুক্ত হবে তবে সেই ছয় জন॥
নিজরূপে নিজধামে করিবে গমন।
আমা হ'তে মোক্ষপদ পাবে ছয় জন॥
এই কথা বলিরাজে কহিল শ্রীপতি।
তাহা শুনি ছয়জনে আনে শীঘ্রগতি॥
শ্রীহরি-নিকটে তাহা করিল অর্পণ।
মহানন্দে শ্রীগোবিন্দ করিল গমন॥
স্মর ও উদ্গাথ আর নামে পরিষ্বঙ্গ।
ক্ষুদ্রভুক্ ঘৃণি আর ষষ্ঠেতে পতঙ্গ॥
শাপমুক্ত হ'য়ে এই ভ্রাতা ছয়জন।
কৃষ্ণের সকাশে সবে করিল গমন॥
মহাহর্ষে আসি হরি তবে দ্বারকায়।
সানন্দে প্রণাম করে জননীর পায়॥
ছয় পুত্র মাতৃপদে অর্পণ করিল।
তাহা দেখি দেবকীর আনন্দ বাড়িল॥
স্নেহের কারণ দেবী অধৈর্য্য হইল।
স্তন-ক্ষীর স্তন হ'তে ঝরিতে লাগিল॥
অমনি সে পুত্রগণে কোলেতে করিল।
একে একে স্তনদুগ্ধ সকলেরে দিল॥
স্তন-দানে দেবকীর স্থিরমতি হয়।
গোবিন্দ-চরণে নমে তবে পুত্র ছয়॥
শ্রীহরি-চরণে সবে নমস্কার করে।
মাতা-পিতা-চরণেতে নমে তদন্তরে॥
মুক্তিপদ পেয়ে স্বর্গে করিল গমন।
বিস্ময়ে দেবকী রাণী করে দরশন॥
একবার মাত্র পুত্র কোলেতে পাইল।
পুনঃ তারা সকলেতে স্বধামে চলিল॥
গোবিন্দের মায়া দেবী ভাবে বারে বারে।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে॥

গোবিন্দ-চরিত্র হয় অদ্ভুত কথন।
অনন্ত অপার সেই অনন্ত দর্শন ॥
একান্ত হইয়া যেবা করয়ে শ্রবণ।
কিংবা হরি-গুণগান করে সর্ব্বক্ষণ ॥
কর্ণ ভরি যেই জন শুনে একবার।
শুদ্ধ চিত্তে যেবা ইহা পড়ে অনিবার ॥
অবশ্য তাদের হয় পাপের মোচন।
কৃষ্ণপদে ভক্তি তার হয় অনুক্ষণ ॥
সূত কহে শুন শৌনকাদি মুণিগণ।
অমৃত-সমান এই ব্যাসের বচন ॥
অতুল সুকীর্ত্তি যাঁর সেই ভগবান্।
ভক্তিসুখাবহ কথা অতীব মহান্ ॥

সুবোধ রচিল গীত হরির কৃপায়।
শ্রবণে মুক্তির পথ সেই জন পায় ॥

ইতি দেবকীর মৃতপুত্র আনয়ন।

অষ্টসপ্ততি অধ্যায়

শ্রীহরির মিথিলা যাত্রা

তবে রাজা পরীক্ষিৎ করি যোড় কর।
বলে মুনি কহ কহ আমার গোচর ॥
কৃষ্ণ-সহোদরা সেই সুভদ্রা রমণী।
বিবাহ করিল তারে পার্থ গুণমণি ॥
মম পিতামহ সেই বীর ধনঞ্জয়।
সুভদ্রা হরিয়া যথা করে পরিণয় ॥
বিস্তার করিয়া কহ সেই কথা মোরে।
তাহা শুনি শুকদেব কহে তদন্তরে ॥
তব পিতামহ সেই পার্থ মহামতি।
তীর্থ-যাত্রা হেতু যবে করিলেন গতি ॥
অবনীতে বড় বড় তীর্থ যত ছিল।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সব দর্শন করিল ॥
তদন্তর প্রভাসেতে করি আগমন।
সুভদ্রার স্বয়ম্বর করিল শ্রবণ ॥
হলধর সম্বন্ধ যে নির্ণয় করিল।
দুর্য্যোধনে বিয়া দিতে মনেতে ভাবিল ॥
তাহা শুনি ধনঞ্জয় ভাবিল অন্তরে।
যাইতে হইবে মোরে কন্যা স্বয়ম্বরে ॥
তবে পার্থ যোগিবেশে সত্বর তখন।
দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে করিল গমন ॥
অতিথি-রূপেতে তথা রহে ধনঞ্জয়।
স্বকার্য্য-সাধন হেতু তীর্থের আশ্রয় ॥
একদিন বনমালী প্রভু নারায়ণ।
নিমন্ত্রণ করে পার্থে আতিথ্য কারণ ॥
পার্থ-আগমন নাহি জানে হলধর।
পার্থে আনি রাখে হরি আপন গোচর ॥
নিমন্ত্রিয়া নিজ গৃহে আনিয়া তাহায়।
যতন করিয়া তারে ভোজন করায় ॥
সানন্দ অন্তরে পার্থ করিয়া ভোজন।
পরমা সুন্দরী কন্যা করে দরশন ॥
মনোহর কন্যা-রত্ন দেখি ধনঞ্জয়।
একেবারে কামানলে দগ্ধ যেন হয় ॥
সুভদ্রারে সম্মুখেতে করি দরশন।
অস্থির অন্তরে রহে ব্যাকুলিত মন ॥
সুভদ্রা-রূপেতে মুগ্ধ অর্জ্জুন হইল।
অধৈর্য্য হইয়া অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥

সুভদ্রার রূপে পার্থ হইল মোহিত।
কামানলে হৃদি তার হয় প্রপীড়িত॥
হানিল কটাক্ষ-শর অর্জ্জুন যখন।
সুভদ্রা নয়নে তাহা করে দরশন॥
চারি নেত্র একসঙ্গে হইল মিলন।
একেবারে দুইজন প্রেমেতে মগন॥
তদন্তর নরবর শুনহ কাহিনী।
বাহিরে আইল সবে যতেক কামিনী॥
মহোৎসব দেবী-যাত্রা যে দিনেতে হয়।
দেখিবারে এসেছিল যত নারীচয়॥
পথিমধ্যে সুভদ্রারে অর্জ্জুন হরিল।
কৃষ্ণ-অভিপ্রায় ইহা সকলে জানিল॥
পথিমাঝে কন্যা হরে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা শুনি মহা ক্রুদ্ধ হয় যদুগণ॥
যদু-সেনাগণ যত অর্জ্জুনে ঘেরিল।
ধনুকে যুড়িয়া বাণ রণ আরম্ভিল॥
তবে পার্থ মহাবীর রোষান্বিত হয়।
অবহেলে সকলেরে করে পরাজয়॥
সিংহ যথা ক্ষুদ্র মৃগে করে পরাজয়।
হেনমতে যদুগণ রণে ভঙ্গ হয়॥
সুভদ্রা হরিয়া পার্থ করিল গমন।
তাহা শুনি হলধর আরক্ত লোচন॥
ক্রোধে অঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল।
সাগর-তরঙ্গ যেন বাতে উথলিল॥
মহাক্রোধে হলধর কম্পিত অন্তর।
তাহা দেখি চিন্তান্বিত হন গদাধর॥
আপনি পড়িয়া বলরামের চরণে।
তুষিল তাহারে হরি বিনয়-বচনে॥
বিধিমতে হলধরে সান্ত্বনা করিল।
তদন্তর হলপাণি প্রসন্ন হইল॥
যৌতুক কারণ পার্থে বহু অর্থ দিল।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা ভাবি মনে আনন্দ হইল॥
দাস-দাসী-ধন কৃষ্ণ দিল অগণন।
তবে ইন্দ্রপ্রস্থে পার্থ করিল গমন॥
তারপর শুন রাজা শ্রীকৃষ্ণ-আখ্যান।
শ্রবণে পবিত্র হয় জগজন-প্রাণ॥
শ্রুতদেব নামে এক ছিল দ্বিজবর।
কৃষ্ণভক্ত হয় সেই মিথিলায় ঘর॥
রিপুজয়ী দ্বিজবর শুদ্ধমতি হয়।
শ্রীহরি-সেবায় সদা নিযুক্ত সে রয়॥
লোভশূন্য ছিল দ্বিজ শান্ত ও বিদ্বান্।
নাহি ছিল অহঙ্কার নাহি অভিমান॥
দৈবযোগে যাহা তার নিকটে আসিত।
তাহা ল’য়ে দ্বিজবর সন্তুষ্ট থাকিত॥
বহুলাশ্ব নামে ছিল মথুরার পতি।
কৃষ্ণভক্ত হয় নৃপ সদা কৃষ্ণে মতি॥
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণে রত তারা দুইজন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তারা ছিল বিলক্ষণ॥
প্রসন্ন হইয়া হরি তাদের উপর।
রথে চড়ি মিথিলায় চলেন সত্বর॥
বহু মুনিগণ তাঁর সঙ্গেতে চলিল।
নারদাদি ঋষি যত আনন্দে মাতিল॥
বামদেব অত্রি মুনি চলিল তখন।
অদিতি অরুণ আদি শত শত জন॥
বৃহস্পতি আদি সবে মহানন্দে ধায়।
চ্যবন মৈত্রেয় কণ্ব আদি সবে যায়॥
এইরূপে মুনি সঙ্গে রঙ্গে জনার্দ্দন।
বহুদেশ অতিক্রম করেন তখন॥
অনন্তর ভগবান্ মিথিলা আসিল।
পুরবাসী তাহা শুনি আনন্দে ভাসিল॥
শ্রুতদেব আর ভক্ত মৈথিল-নৃপতি।
আসিল হরির কাছে ভক্তিভরে অতি॥
কৃষ্ণকে হেরিয়া দোঁহে আনন্দে মাতিল।
প্রভুর চরণতলে তখনি পড়িল॥
প্রত্যেক মুনির পদে প্রণতি করিল।
জগৎ-কারণ হরি দেখিতে লাগিল॥
শ্রুতদেব দ্বিজ আর জনক নৃপতি।
করযোড়ে মৃদুভাষে কহে কৃষ্ণ প্রতি॥

শুন অখিলের গুরু মোদের বচন।
মুনিগণ সহ কর আতিথ্য গ্রহণ॥
তাহা শুনি গদাধর করিল স্বীকার।
সাদরেতে নিমন্ত্রণ লয় দোঁহাকার॥
এক যোগে দুই জন করে নিমন্ত্রণ।
দুই পদে দুই জন করিয়া ধারণ॥
একদিনে নিমন্ত্রণ দু'জনে করিল।
ভগবান্ দু'জনার মানস জানিল॥
দুই ভক্ত দুই জনে রাখিতে সম্মান।
অলক্ষিতে হয় দুই মূর্ত্তি ভগবান্॥
দু'জনের প্রেমে বদ্ধ হরি ভগবান্।
দুই রূপে দু'জনের গৃহে চলি যান॥
শ্রুতদেব দ্বিজ আর জনক রাজন।
কৃষ্ণ লয়ে গৃহে তবে যায় দুই জন॥
রতন-আসন ল'য়ে বসায় যতনে।
অদ্ভুত ভক্তির রস জাগে ক্ষণে ক্ষণে॥
প্রণমি সে কৃষ্ণ-পদ করি প্রক্ষালন।
মহানন্দে সকুটুম্বে করায় ভোজন॥
জনক ভূপতি তবে বিবিধ বিধানে।
পূজিল কৃষ্ণের পদ আনন্দিত প্রাণে॥
ফল পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কারে।
ভক্তিভাবে করে পূজা কৃষ্ণ বিধাতারে॥
তবে রাজা মৃদুভাষে প্রার্থনা করিল।
ভক্তিভাবে হরিপদ অমনি ধরিল॥
মহা হর্ষে কহে তবে জনক রাজন।
আনন্দেতে করে কত বাক্য উচ্চারণ॥
আনন্দেতে চক্ষুজল পড়িতে লাগিল।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তবে স্তব আরম্ভিল॥
সকল জীবের আত্মা দেব নারায়ণ।
সর্ব্বজীবে সমভাব জগৎ-কারণ॥
যোগিগণ যোগে যাহা চিন্তে অবিরত।
সেই পাদপদ্ম আমি ভাবি যে নিয়ত॥
ভাগ্যবলে ও চরণ পাই দরশন।
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন॥
অধম জানিয়া মোরে কৃপা বিতরিলে।
কৃপা করি কৃপাময় দরশন দিলে॥
যে জন চরণ তব করে দরশন।
চরণ ছাড়িতে পারে কেবা হেন জন॥
স্বার্থশূন্য ভক্ত তব যত যোগিগণ।
সবার বাঞ্ছিত তব যুগল চরণ॥
তুমি সর্ব্বসার দেব আত্মা সবাকার।
কৃপাময় যদুকুলে হ'লে অবতার॥
অবনীতে আসি তুমি জনম লইলে।
ত্রিলোকের পাপরাশি বিনাশ করিলে॥
ত্রিজগতে তব যশ জানে সর্ব্বজন।
নমস্তে অসুর-বংশ-নিধন-কারণ॥
কৃপাময় প্রভু তুমি সত্য সনাতন।
কৃপা করি যদি মম গৃহে আগমন॥
কিছুদিন মম গৃহে কর অবস্থান।
মুনিগণ সঙ্গে হেথা থাক ভগবান্॥
দ্বিজগণ সহ হেথা কর তুমি বাস।
সুপবিত্র কর বংশ এই অভিলাষ॥
পদধূলি দাও শিরে রাজীব-লোচন।
নিমি-বংশ সুপবিত্র কর নারায়ণ॥
এইরূপ ভক্তিভাবে জনক কহিল।
ভকতবৎসল হরি তথায় রহিল॥
তদন্তর শুন কহি অপূর্ব্ব কথন।
শ্রুতদেব গোবিন্দেরে পাইয়া তখন॥
মহানন্দে মত্ত হয় সেই দ্বিজবর।
প্রণমিল ভক্তিভাবে চরণ উপর॥
বসিবারে দিল দ্বিজ দিব্য কুশাসন।
সস্ত্রীক করিল কৃষ্ণ-চরণ বন্দন॥
প্রক্ষালিল কৃষ্ণ-পদ সানন্দ-অন্তরে।
পূজিল শ্রীকৃষ্ণ-পদ অতি সমাদরে॥
স্নান করাইয়া কৃষ্ণে আনন্দে ভাসিল।
মনোরথ সিদ্ধ দ্বিজ মনেতে জানিল॥
তুলসীর পত্রে পরে পূজিল চরণ।
ফল মূল আনি দিল করিতে ভোজন॥

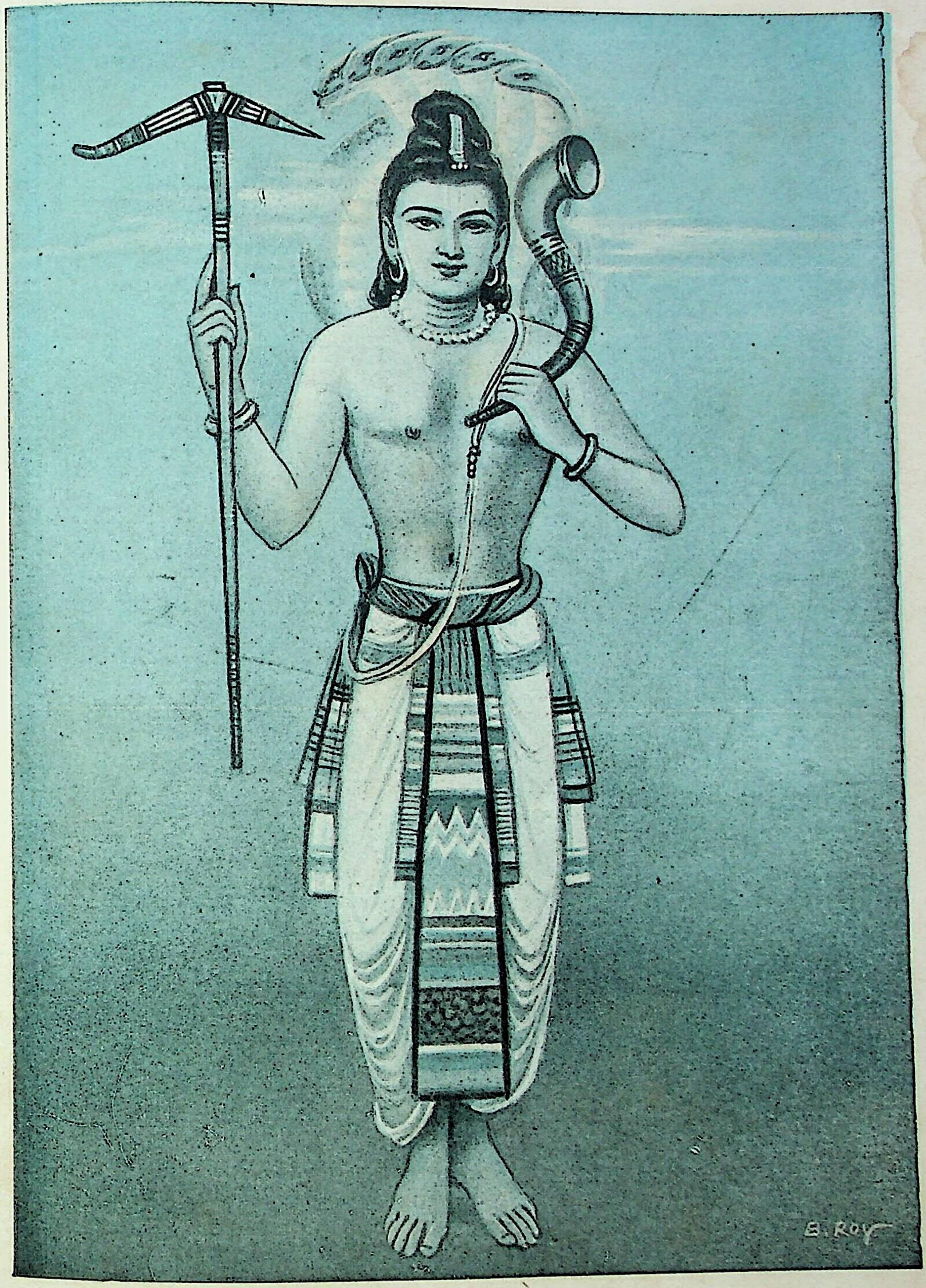

নমস্তে জগৎপতি সবার ঈশ্বর।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা দেব হলধর॥

পৃষ্ঠা—৯৫৯

যে চরণদ্বয় হয় সর্ব্বতীর্থময় ।
সে চরণ পূজে দ্বিজ সানন্দ-হৃদয় ॥
পরম-আনন্দরসে হইল মগন ।
অন্তরে চিন্তয়ে বিপ্র শ্রীহরি-চরণ ॥
ভার্য্যা পুত্র সহ তবে সেই দ্বিজবর ।
প্রার্থনা করয়ে দ্বিজ কৃষ্ণের গোচর ॥
কত পুণ্যে আজি তব পাইনু দর্শন ।
এবে শুন দয়াময় মম নিবেদন ॥
তব নাম যেই জন শুনে একবার ।
তব গুণ যশোগান করে অনিবার ॥
তোমার যুগল-পদ সেবে যেই জন ।
ভক্তিভাবে করে তব চরণ বন্দন ॥
নিষ্পাপ শরীর তার জানিবে নিশ্চয় ।
অনায়াসে মুক্তিপদ প্রাপ্ত সেই হয় ॥
কর্ম্মফল সেই জন করয়ে ছেদন ।
নমো নমো মহাযোগী জগৎ-জীবন ॥
পরমাত্মা পরাৎপর সর্ব্বভূতেশ্বর ।
দয়া করি তুমি প্রভু এলে মোর ঘর ॥
পূর্ব্ব-জন্মকৃত পুণ্য ছিল যে সঞ্চয় ।
তাই আজি মম গৃহে এলে দয়াময় ॥
পরমাত্মা তুমি প্রভু হরি নারায়ণ ।
মায়ায় করিছ সদা দৃষ্টি আবরণ ॥
আমরা সকলে নিত্য কিঙ্কর তোমার ।
কোন্ কার্য্য করি দেব কহ একবার ॥
যতদিন তোমা নাহি পায় হৃষীকেশ ।
ততদিন জীবগণ পায় বহু ক্লেশ ॥
দ্বিজের বচনে তবে দেব নারায়ণ ।
হাস্যাননে দ্বিজ প্রতি কহিল তখন ॥
ব্রাহ্মণের হস্ত ধরি কহে যদুরায় ।
তব অনুগ্রহ হেতু আইনু হেথায় ॥
মম সহ মুনিগণ আসিল হেথায় ।
তোমার পুণ্যের ফল শোন সর্ব্বথায় ॥
সমস্ত জগৎ এঁরা করেন ভ্রমণ ।
জগৎ পবিত্র স্পর্শে এঁদের চরণ ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হ'তে এঁরা প্রিয়তর ।
সর্ব্ববেদময় বিপ্র শোন মুনিবর ॥
সর্ব্ববেদময় বিপ্র বেদের বচন ।
সর্ব্ববেদময় আমি কহি সে কারণ ॥
মম শক্তি ধরে দ্বিজ জানিও নিশ্চয় ।
করিলে দ্বিজের সেবা মোর সেবা হয় ॥
এইরূপ নারায়ণ কহে দ্বিজবরে ।
কহিল সংবাদ এই জনক গোচরে ॥
দোঁহাকার প্রেমে হরি আবদ্ধ হইল ।
কিছুদিন দ্বিজ-গৃহে সুখেতে রহিল ॥
কৃষ্ণের আদেশে মুনি পূজে বিপ্রগণে ।
তদগতি লাভ পরে করে সে কারণে ॥
তবে হরি পুনরায় দ্বারকানগরে ।
মুনি সহ আসিলেন সহর্ষ অন্তরে ॥

সুবোধ রচিল গীত অতি সুধাময় ।
শুনিলে শ্রীহরি-কথা হয় পাপক্ষয় ॥

ইতি শ্রীহরির মিথিলা যাত্রা ।

ঊনাশীতি অধ্যায়

ভগবানের স্তব

পরীক্ষিৎ বলে মুনি কহ কৃপা করি।
নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলে কিবা করি ॥
অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্ম শ্রুতি গুণময়।
ব্রহ্মকথা শ্রুতি তবে কোন্ ভাবে কয় ॥
ঋষি কহে রাজা তবে করহ শ্রবণ।
মনবুদ্ধিপ্রাণেন্দ্রিয় ঈশ্বর-সৃজন ॥
সযত্নে ইহারে যিনি করিবে ধারণ।
পরম পদেতে লীন হবে সেই জন ॥
কাহিনী বলিব এক কর অবধান।
নারদ সকাশে যাহা বলে ভগবান্ ॥
লোকত্রয় ঘুরি ঘুরি ব্রহ্মার নন্দন।
নারায়ণাশ্রমে তবে উপনীত হন ॥
কলাপ গ্রামের বাসী যত ঋষিগণ।
নারায়ণে বেষ্টি সবে করিছে বন্দন ॥
সেই ঋষি পাশে তবে বিরিঞ্চিতনয়।
তোমার সমান প্রশ্ন করে সমুদয় ॥
নারায়ণ বলে শুন ব্রহ্মার নন্দন।
জনলোকে ব্রহ্মসত্র করে মুনিগণ ॥
শ্বেতদ্বীপ অধিপতি দর্শন কারণ।
সকলে তথায় যায় হরষিত মন ॥
এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেথায়।
সনন্দ বলেন তবে অশেষ কৃপায় ॥
বন্দিগণ যেইভাবে প্রত্যুষকালেতে।
নৃপনিদ্রা ভাঙ্গে সবে মধুর তানেতে ॥
সেইভাবে শ্রুতিগণ কল্পান্তসময়।
যোগনিদ্র হরি প্রতি কহে সমুদয় ॥
সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি অবিদ্যাবিনাশী।
জগৎ সৃজিলে তুমি আপনা প্রকাশি ॥
তোমা যেই ভজে তার সার্থক জীবন।
তোমার লাগিয়া তারা আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
অহঙ্কারে মত্ত যারা বৃথা জন্ম তার।
সভয়ে ভ্রমণ করে এ বিশ্ব সংসার ॥
তোমা হৈতে সমুৎপন্ন ব্রহ্মা আদি যত।
তব আকর্ষণে লয় পাইবে সতত ॥
তোমার ইন্দ্রিয় নাই ইন্দ্রিয়সৃজনে।
স্বপ্রকাশ তুমি রক্ষা করিছ ভুবনে ॥
দেবতা সকলে তাই পূজিছে তোমায়।
জীবেতে ভ্রমিছ তুমি আপন মায়ায় ॥
সর্ব্বসুখময় আত্মা তুমি সারাৎসার।
তোমারে ছাড়িয়া যারা ভজিছে সংসার ॥
মায়াসুখে থাকে তারা সুখী কভু নয়।
তোমারেই জানি প্রভু জগৎ-আশ্রয় ॥
আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া শ্রবণ।
সানন্দে সেবিল সবে সনন্দ চরণ ॥
শুনহে নারদ তুমি এই কথা সার।
পর্য্যটন কর এবে জগৎ সাংসার ॥
এত শুনি মুগ্ধচিত্ত ব্রহ্মার নন্দন।
ব্যাসের আশ্রমে ক্রমে উপনীত হন ॥
সানন্দে সেথায় বলে আত্মতত্ত্বসার।
সনন্দ সকাশে যাহা শোনে পূর্ব্ববার ॥
সেকথা তোমারে রাজা বলিনু এখন।
এইভাবে বেদ ব্রহ্মে করিছে বর্ণন ॥

মহাভাগবত কথা রচিল সুবোধ।
যাহাতে জীবের মনে হয় তত্ত্ববোধ ॥

ইতি ভগবানের স্তব।

গিরিশ-মোক্ষণ

শুকদেব-পদে নতি করি নরপতি।
বলে কহ দয়া করি মোরে মহামতি ॥
এক নিবেদন মম শুন তপোধন।
বিস্তারিয়া কহ মোরে পূর্ব্ব বিবরণ ॥
বিদ্যা অর্থ লাগি যত জগতের জন।
দেবতা অসুর আদি যত জীবগণ ॥
পূজয়ে সানন্দে সবে দেব মহেশ্বর।
কি লাগিয়া নাহি পূজে লক্ষ্মী গদাধর ॥
যে জন হইতে মুক্তি জীবের নিশ্চয়।
ধন পুত্র দারা সব হয় মিথ্যাময় ॥
তাহা লাগি কি কারণে পূজয়ে শঙ্কর।
সেই কথা কহ মোরে করিয়া বিস্তর ॥
শুকদেব কহে তবে রাজার বচনে।
তিনগুণ-বৃত সবে জানে ত্রিলোচনে ॥
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে শঙ্কর মোহিত।
এই তিনগুণে শিব মায়ায় আবৃত ॥
সর্ব্বগুণ সার হরি নির্গুণ সে জন।
আশা-ময় হরি তিনি মায়া-হীন হন ॥
দৃষ্টি-অগোচর সেই দেখে সর্ব্বজন।
এই হেতু তারে সবে করয়ে সেবন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যবে সমাপন হয়।
যুধিষ্ঠির এই প্রশ্ন নারায়ণে কয় ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি দেব গদাধর।
আনন্দিত হ'য়ে তবে করিল উত্তর ॥
নারায়ণ কহে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
একান্তে আমারে যেবা করয়ে ভজন ॥
অগ্রে তার ধন পুত্র করিয়া হরণ।
পরে দয়া করি তাহে শুনহ রাজন ॥
পরিজন-হীন হ'য়ে নাহি থাকে মায়া।
বিঘ্নশূন্য হয় হৃদি শুদ্ধ হয় কায়া ॥
যোগপথে ভদন্তর করিয়া গমন।
একান্ত হইয়া করে আমারে সেবন ॥
ব্রহ্মানন্দে ভাবে মনে যেই নির্ব্বিকার।
মায়া-শূন্য হ'য়ে মোরে ভাবে অনিবার ॥
মায়াকূপ হ'তে তার উদ্ধার নিশ্চয়।
মোরে ছাড়ি অন্য জনে কভু না ভজয় ॥
রিপুবশে মত্ত সদা অসুর যে জন।
মহেশ্বরে সেই মূঢ় করয়ে ভজন ॥
ধন পুত্র লাগি তার বাসনা অন্তরে।
রাজ্য লাভ করে সেই মহেশের বরে ॥
সেই জন মত্ত সদা থাকে অহঙ্কারে।
কহিলাম সার কথা সকল তোমারে ॥
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন প্রধান যে হয় ॥
সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু জানে সর্ব্বজন।
রজোগুণময় ব্রহ্মা তমঃ পঞ্চানন ॥
কিন্তু বিষ্ণু শাপ বর নাহি দেন তিনি।
কহিব তোমারে এক প্রাচীন কাহিনী ॥
অসুর-কুলেতে জন্ম নাম বৃকাসুর।
শিবের নিকট তপ করিল প্রচুর ॥
বরদানে মহাদেব পড়িল সঙ্কটে।
রাজা কহে কহ মুনি আমার নিকটে ॥

শুকদেব বলে তবে শুনহ রাজন।
বৃকাসুর নামে দৈত্য জানে সর্ব্বজন॥
নকুলের পুত্র সেই মহা খলমতি।
নারদ-নিকটে শীঘ্র করিলেন গতি॥
ঋষির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসে তখন।
তিন দেব মধ্যে বল শ্রেষ্ঠ কোন্ জন॥
নারদ কহিল তবে শুন মহাশয়।
তিনজন মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশুতোষ হয়॥
সিদ্ধকাম হবে যদি ভজ পশুপতি।
বাসনা হইবে পূর্ণ অল্পকালে অতি॥
বাণ নৃপ আর সেই রাজা দশানন।
স্তবে তুষ্ট করি তারা দেব পঞ্চানন॥
পাইল ঐশ্বর্য্য কত কে বলিতে পারে।
মহাদেব দিল বর হর্ষ সহকারে॥
অতএব ভজ তুমি দেব মহেশ্বর।
অতুল ঐশ্বর্য্য তুমি পাইবে সত্বর॥
শ্রবণে নারদ-বাণী সেই দৈত্যপতি।
মহাদেবে ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি॥
আপনার গাত্র হ'তে মাংস কাটি নেয়।
সেই মাংস হুতাশনে আহুতি সে দেয়॥
এইমত সাত দিন করে দুষ্টমতি।
তথাপি না দেখা দেয় পার্ব্বতীর পতি॥
মনে মনে বৃকাসুর করয়ে চিন্তন।
মস্তক কাটিতে হয় উদ্যত তখন॥
অদ্ভুত কথন শুন ওহে নররায়।
যেইমাত্র নিজ শির কাটিবারে যায়॥
অমনি সে মহাদেব কহিল তাহারে।
মহাতপে তুষ্ট তুমি করিলে আমারে॥
মনোমত বর তুমি মাগহ এখন।
বৃকাসুর কহে শুনি শিবের বচন॥
শুন দেব সর্ব্বেশ্বর আমার বচন।
যাহা হ'তে লোকভয় হয় নিবারণ॥
মোর প্রতি কৃপা করি ওহে পঞ্চানন।
সেই বর এবে মোরে করহ অর্পণ॥
যাহার মস্তকে হস্ত করিব স্থাপন।
মম হস্ত-স্পর্শে ভস্ম হইবে সে জন॥
শিব-কাছে এই বর অসুর মাগিল।
তাহা শুনি মহাদেব অন্তরে চিন্তিল॥
কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তথায় রহিল।
তদন্তরে তারে বর মহাদেব দিল॥
বর দিয়া মহাদেব চিন্তিল তখন।
সর্পে সুধা-দান সম হইল ঘটন॥
অনন্তর নরপতি করহ শ্রবণ।
বর পেয়ে দৈত্যপতি ভাবে মনে মন॥
শিবের মাথায় হস্ত প্রদান করিব।
কেমন সে বর আমি এখনি জানিব॥
তবে সে অসুর হস্ত করি উত্তোলন।
ধাইল শিবের শিরে করিতে অর্পণ॥
অমনি সে মহেশ্বর মহাভীত মনে।
পলায় সেখান হ'তে কম্পিত সঘনে॥
ঘন ঘন কাঁপে শিব অসুরের ভয়ে।
পলায়ন করে শিব ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে॥
আগে আগে মহাদেব ছুটিতে লাগিল।
বেগেতে অসুর তবে পশ্চাতে ধাইল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল করিল ভ্রমণ।
সাগরের জলমধ্যে হইল মগন॥
নদ নদী গিরিগুহা যথা শিব যায়।
বৃকাসুর পিছে পিছে চলিল সেথায়॥
কোনমতে পরিত্রাণ না পায় শঙ্কর।
বৈকুণ্ঠে গমন করে যথা সর্ব্বেশ্বর॥
যথায় বসিয়া আছে দেব নারায়ণ।
মহাত্রাসযুক্ত হ'য়ে যায় পঞ্চানন॥
ওহে দেব সর্ব্বসার জগৎ-আশ্রয়।
সঙ্কটে পড়িনু আমি রক্ষ দয়াময়॥
রক্ষ রক্ষ জনার্দ্দন বিপদ-ভঞ্জন।
এত কহি হরিপদ করিল ধারণ॥
তবে দেব চিন্তামণি জানিল অন্তরে।
ভয়ার্ত্ত দেখিয়া শিবে যোগিরূপ ধরে॥

মহাতেজোবন্ত মূর্ত্তি করিল ধারণ।
যেন দিবাকর কিংবা দেব হুতাশন ॥
দণ্ড অক্ষ কুশ আদি করিয়া গ্রহণ।
মৃদুভাষে বৃকাসুরে ধীরে ধীরে কন ॥
নারায়ণ বলে তবে ওহে মহামতি।
মহাশ্রান্ত হ'য়ে কোথা করিতেছ গতি ॥
ঘর্ম্মেতে হ'য়েছে সিক্ত তোমার বয়ান।
বিশ্রাম লভহ কিছু থাকি এই স্থান ॥
ত্বরিত গমন কেন কহ মতিমান্।
দেখিতেছি তুমি হও অতি বলবান্ ॥
তবে কেন এত ব্যস্ত কহ সে কারণ।
এই কথা বৃকাসুর করিয়া শ্রবণ ॥
সুধাসম বিষ্ণুবাক্য শুনিয়া পরম।
তুষ্ট হ'ল বৃকাসুর দূর হ'ল ভ্রম ॥
তদন্তর কহে তাঁরে সব বিবরণ।
যার শিরে আমি হস্ত করিব অর্পণ ॥
সেইক্ষণে সেইজন হবে ভস্মময়।
আমারে দিলেন বর শিব মহাশয় ॥
তবে আমি মনে মনে করিনু চিন্তন।
বরদাতা-শিরে হস্ত করিব অর্পণ ॥
পরীক্ষা করিতে বর ভাবিলাম মনে।
নারায়ণ কহে তবে সহাস্য বদনে ॥
কেন বৃথা পরিশ্রম সব মিথ্যা হয়।
সত্য বর নাহি দিল শিব মহাশয় ॥
তাহার কথায় মোর বিশ্বাস না হয়।
দক্ষশাপে পিশাচ সে হইল নিশ্চয় ॥
ভূত প্রেত সঙ্গে করে শ্মশানে ভ্রমণ।
কে করে প্রত্যয় বল তাহার বচন ॥
অতএব তার বর হয় মিথ্যাময়।
তাহার কথায় বল কে করে প্রত্যয় ॥
ভাঁড়াইল তোমা মিথ্যা কহিয়া বচন।
মিথ্যা বর সেই হেতু করে পলায়ন ॥
বৃথা তপ কর তুমি পরিশ্রম সার।
অতএব এক যুক্তি শুনহ আমার ॥
বাক্য তার সত্য কিনা বুঝিবে এক্ষণে।
নিজ শিরে হস্ত দাও পরীক্ষা-কারণে ॥
সত্য মিথ্যা এখনি সে প্রকাশ পাইবে।
শিবের বচন মিথ্যা এখনি জানিবে ॥
পশ্চাতে উচিত দণ্ড তাহার করিবে।
তব হস্ত হ'তে শিব রক্ষা না পাইবে ॥
অতএব দেহ হস্ত শিরে আপনার।
হরি-বাক্যে বুদ্ধিনাশ হইল তাহার ॥
বিপরীত বুদ্ধি তার হইল তখন।
মোহিত মায়াতে দৈত্য হয় সেইক্ষণ ॥
যেইমাত্র নিজ হস্ত মস্তকেতে দিল।
অমনি সে মহাদৈত্য ভস্মীভূত হ'ল ॥
জয় জয় শব্দ উঠে স্বর্গের ভিতরে।
মহানন্দে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
ভগবানে সাধুবাদ করে দেবগণ।
মহানন্দে মত্ত যত ঋষিরা তখন ॥
অসুরের হাতে মুক্ত শঙ্কর হইল।
তবে নারায়ণ কিছু শিবেরে কহিল ॥
নিজ কর্ম্মদোষে পাপী হইল নিধন।
দৈত্যে হেন বর বিধি নহে কদাচন ॥
না হয় উচিত তারে দিতে হেন বর।
তবে কৃষ্ণপদে নমি দেবতা শঙ্কর ॥
আনন্দে কৈলাসপুরী করিল গমন।
পূর্ব্বকথা নরপতি করিলে শ্রবণ ॥
এই কথা যেই জন শুনে একমনে।
মহাভয়ে মুক্ত হয় বেদের বচনে ॥
হরিকথা হরিনাম জগতের সার।
সকল পাপের নাশ বিপদ্ উদ্ধার ॥
মহাপাপী দুরাচার হয় যেই জন।
একান্ত অন্তরে যদি করয়ে শ্রবণ ॥
কখন না পায় সেই নরক-যন্ত্রণা।
অতএব কর জীব হরি-আরাধনা ॥
কঠোর জঠর-বাস কভু না হইবে।
ইহ-পরকালে সুখ অবশ্য পাইবে ॥

ভাবুক রসিক যত আছে ধরাতলে।
ভাগবত শাস্ত্র-কথা শুন কুতূহলে॥
এই ভাগবত শাস্ত্র শুন অবিরল।
কল্পবৃক্ষে হয় ইহা অমৃতের ফল॥
রসের সাগর ইহা রসের আলয়।
শুকদেব-মুখ হ'তে বিনির্গত হয়॥
সুবোধ-রচিত গীত যে করে শ্রবণ।
অনুক্ষণ হরিপদে রহে তার মন॥

ইতি গিরিশ-মোক্ষণ।

দ্বিজপুত্র-আনয়ন

শুকদেব কহে শুন পাণ্ডব রাজন।
সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করে মুনিগণ॥
মুনিগণ সমবেত হইয়া তখন।
পরস্পর এই কথা করে উত্থাপন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সেই দেব ত্রিলোচন।
ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন কোন্ জন॥
সবে ভৃগুমুনি প্রতি করয়ে বিনয়।
মহাতেজঃপুঞ্জ তুমি ব্রহ্মার তনয়॥
অতএব দেহ তুমি স্বরূপ উত্তর।
কোন্ দেব শ্রেষ্ঠ হয় ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন।
কেবা শ্রেষ্ঠ ইহাদের কহ সে বচন॥
ইহার সিদ্ধান্ত তোমা জানিতে হইবে।
তথ্য জানি আসি পুনঃ মোদেরে কহিবে॥
মুনিগণ-বচনে সে করিল গমন।
উপনীত হয় তবে ব্রহ্মার সদন॥
সত্ত্বগুণ পরীক্ষিতে আসিয়া সত্বর।
না করে প্রণতি তথা রহে ভৃগুবর॥
দরশনে সৃষ্টিপতি কোপযুক্ত প্রাণ।
মহাকোপে জ্বলে দেব অগ্নির সমান॥
মহাক্রোধে মুনি পানে করে দরশন।
যেন অগ্নিকণারাশি হয় বরিষণ॥
তথাপি আত্মজ বলি শান্ত করে মন।
তাহা দেখি ভৃগুমুনি করে পলায়ন॥
পলাইল ভৃগুমুনি দৃশ্যে ভয়ঙ্কর।
উপনীত হয় গিয়া কৈলাস-শিখর॥
পার্ব্বতীর সহ যথা দেব উমাপতি।
উপনীত হয় তথা ভৃগু মহামতি॥
মুনি-দরশনে তবে দেব পঞ্চানন।
ভ্রাতা সম্বোধনে পার্শ্বে করিল গমন॥
কিন্তু ভৃগুমুনি তাহে করে তিরস্কার।
নানা কটুবাক্য শিবে কহে বার বার॥
পঞ্চানন ক্রোধমন সে কথা শ্রবণে।
রক্তবর্ণ তিন নেত্র করি সেইক্ষণে॥
মহাশূল নিল হাতে দেব ত্রিলোচন।
মহামুনি ভৃগুবরে করিতে নিধন॥
ব্যথিত হইল তাহে শঙ্করীর মন।
পায়ে ধরি মহাদেবে করে নিবারণ॥
মিনতি করিয়া দেবী শান্ত তাঁরে করে।
মহামুনি ভৃগু যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥

বৈকুণ্ঠ নগরে ভৃগু করিল গমন।
শয়নে আছেন যথা দেব জনার্দ্দন॥
লক্ষ্মীসহ যথা দেব পালঙ্কে শয়ন।
সেই স্থানে ভৃগুমুনি করিল গমন॥
ভৃগুমুনি উপনীত একেবারে তথা।
ব্রহ্মা ও শিবের কাছে পেয়ে মনে ব্যথা॥
অন্তরে হইল তার ক্রোধের উদয়।
কোপাগ্নি উঠিল তাহে কম্পিত হৃদয়॥
বৈকুণ্ঠেতে মুনিবর যবে উপনীত।
একেবারে জ্ঞানশূন্য বিচার-রহিত॥
কোপানলে তনু জ্বলে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
বিষ্ণু-বক্ষে পদাঘাত করে মুনিবর॥
শয়নে ছিলেন হরি চমকি উঠিল।
মুনিবরে নারায়ণ দেখিতে পাইল॥
তবে দেব নারায়ণ সবার রক্ষক।
শিষ্টের পালনকর্ত্তা দুষ্ট-সংহারক॥
সেইক্ষণে তাড়াতাড়ি উঠি দাঁড়াইল।
লক্ষ্মীসহ করযোড়ে কহিতে লাগিল॥
দুই পদে ধরি হরি করিল প্রণতি।
বিনয়েতে মৃদুভাষে কহেন শ্রীপতি॥
যে দোষ করিনু দেব তোমার গোচর।
অধমের অপরাধ ক্ষম মুনিবর॥
ক্রোধ পরিহর দেব শান্ত হও এবে।
না জানিয়া অপরাধ অবশ্য সম্ভবে॥
পায়ে ধরি মুনিরাজে কহেন তখন।
কত ভাগ্য তব পদ হইল স্পর্শন॥
সপ্তকুল আমার যে উদ্ধার হইল।
পদাঘাতে মম কত পুণ্য জনমিল॥
তীর্থের পবিত্রকারী পাদোদক দিয়া।
ওহে মুনি সুপবিত্র কর মম হিয়া॥
তব পাদপদ্ম-স্পর্শে তীর্থ ধন্য হয়।
আমি তব অনুগত জানিও নিশ্চয়॥
মম বক্ষে করিলে যে পদের প্রহার।
তাহাতে আমার বংশ হইল উদ্ধার॥
এই হেতু পদচিহ্ন বক্ষেতে ধরিব।
জগতে তোমার গুণ প্রকাশ করিব॥
পাদস্পর্শে হ'ল মোর পাপ-বিমোচন।
মম বক্ষে পদাঘাত করিলে যখন॥
না জানি কোমল পদে কতই লেগেছে।
পাষাণ-বক্ষেতে পদ যখন ঠেকেছে॥
এত কহি দুই হস্তে তবে নারায়ণ।
যতনে মুনির পদ করেন সেবন॥
শুকদেব কহিলেন শুন হে রাজন।
এরূপ বিনয়-বাক্য কহে নারায়ণ॥
তবে ভৃগু মহামুনি স্থিরমতি হয়।
ক্রোধ পরিহরি পায় অন্তরেতে ভয়॥
লজ্জা পেয়ে মুনিবর সুকাতর প্রাণ।
সুস্থির হইয়া তথা করে অবস্থান॥
তদন্তরে মুনিবরে ভক্তি উপজিল।
সজল নয়নে ভৃগু উৎফুল্ল হইল॥
মনে মনে হরিপদে প্রণমে তখন।
তদন্তর যজ্ঞস্থলে করে আগমন॥
মুনিগণে সযতনে করিয়া বিস্তার।
বিবরণ কহে তবে হয় যে প্রকার॥
শুনি মুনিগণ হ'ল বিস্ময়ে মগন।
অন্তরে ভাবিল তবে দেব নারায়ণ॥
কৃষ্ণগুণগান করে সানন্দ অন্তরে।
শান্তমূর্ত্তি ভগবানে সবে পূজা করে॥
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ সকলেতে কয়।
শান্তির কারণ তিনি হন ধর্ম্মময়॥
যাঁহা হ'তে জ্ঞানযোগ পায় জীবগণে।
বৈরাগ্য উদয় হয় যাঁহার কারণে॥
সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা সেই অধম-তারণ।
সাধুর সদ্গতি সেই দেব নারায়ণ॥
এইরূপে মুনিদের সংশয় মোচন।
তবে সবে ভাবে সেই শ্রীহরিচরণ॥
তদবধি কৃষ্ণপদে দৃঢ় ভক্তি হয়।
ভৃগুর বচনে তবে ঘুচিল সংশয়॥

বিষ্ণুকেই মহত্তম ভাবে মুনিগণ।
নিরন্তর ধ্যান করে বিষ্ণুর চরণ ॥
অনন্তর শুকদেব কহে নৃপবরে।
কৃষ্ণকথা কহি শুন তোমার গোচরে ॥
একদিন শুন নৃপ অপূর্ব্ব কথন।
আইলেন এক দ্বিজ দ্বারকা-ভবন ॥
স্বপত্নী সহিত আসি কৃষ্ণের গোচর।
কহিতে লাগিল বাক্য হইয়া কাতর ॥
মৃতপুত্র হয় মোর কিসের কারণ।
ব্রহ্মদ্বেষ্টা শঠ লুব্ধ ক্ষত্রিয় রাজন্ ॥
রাজ-অপরাধে প্রজা কষ্ট বহু পায়।
আমার পুত্রের এবে করহ উপায় ॥
এত বলি নিন্দি ক্ষত্রে বিপ্র গেল ঘর।
ক্রমে ক্রমে অষ্টপুত্র লভে বিপ্রবর ॥
জন্মমাত্র সবে গেল যমের সদন।
তাহা দেখি আসে পুনঃ ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ॥
কৃষ্ণপাশে কহে তবে হইয়া কাতর।
পুত্র মোর মরে কেন কহ ক্ষত্রবর ॥
ব্রাহ্মণী-উদরে হয় যত পুত্রগণ।
জন্মমাত্র তাহাদের না রহে জীবন ॥
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তার পুত্রচয়।
মরণ বরণ করি যায় যমালয় ॥
এইরূপে অষ্টপুত্র হইল নিধন।
নবম এ পুত্রে নিয়ে করি আগমন ॥
এই কথা বলি দ্বিজ করয়ে ক্রন্দন।
শোকে গালি পাড়ে কত শুন বিবরণ ॥
অনুতাপে তনু জ্বলে নেত্রে অশ্রু ঝরে।
দরিদ্র সে দ্বিজবর কাতর অন্তরে ॥
এইরূপে গালি দেয় রাজ-সম্বোধনে।
মহারাজ দ্বিজদ্বেষী জানিনু এক্ষণে ॥
মহালোভী হয় নৃপ জানিনু নিশ্চয়।
না ভাবে প্রজার দুঃখ পাইয়া বিষয় ॥
মহাপাপী হয় রাজা জানিনু এখন।
রাজার পাপেতে কষ্ট পায় প্রজাগণ ॥
বহু পাপ করে রাজা জানিয়া অন্তরে।
সেই হেতু আমার এ পুত্র সব মরে ॥
অধর্ম্ম দুঃশীল হয় সেই নরপতি।
রিপুবশ সর্ব্বক্ষণ কুকর্ম্মেতে মতি ॥
নিশ্চয় জানিনু রাজা হিংসার কারণ।
রাজ-পাপে মহাদুঃখ পায় প্রজাগণ ॥
এইরূপে দ্বিজবর কহিতে লাগিল।
বারংবার সেইস্থানে ফুকারি কাঁদিল ॥
বিপ্র আসি এই কথা কহিল যখন।
শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে ছিল অর্জ্জুন তখন ॥
তবে পার্থ মহাবীর সে কথা শুনিল।
সগর্ব্বে বিপ্রের পাশে কহিতে লাগিল ॥
শুন কহি বিপ্রবর তোমারে এখন।
হেন ধনুর্দ্ধর হেথা নাহি কোন জন ॥
ক্ষত্রিয় নাহিক হেথা বিপ্রতুল্য হয়।
যাগযজ্ঞ সবে তারা করে সমুদয় ॥
তোমার দুঃখেতে যেই হইবে কাতর।
বিপ্রদুঃখে দুঃখী যেই নহে নৃপবর ॥
বিফল জীবন তার বৃথা রাজ্য ধন।
ধৈর্য্য ধরি নিজগৃহে করহ গমন ॥
তব দুঃখ নিবারণ আমিই করিব।
আমি তব মৃত পুত্র বাঁচাইয়া দিব ॥
যদি না করিতে পারি প্রতিজ্ঞা পালন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন ॥
সজল নয়নে বিপ্র কহিল তখন।
মহাবল বাসুদেব আর সঙ্কর্ষণ ॥
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ।
ইহা হ'তে কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন ॥
কেহ না পারিবে মম বাঁচাতে সন্তানে।
কেমনে বাঁচাবে তুমি নাহি বুঝি প্রাণে ॥
যে কর্ম্ম করিতে নারে অখিলের পতি।
কিরূপেতে হবে তাহা তোমাতে সম্প্রতি ॥
তোমার বাক্যেতে মম না হয় প্রত্যয়।
অশ্রদ্ধা হইল তব বাক্যে মহাশয় ॥

তাহা শুনি পার্থবীর ক্রোধিত হইল।
মহাগর্ব্ব প্রকাশিয়া কহিতে লাগিল ॥
ওহে দ্বিজবর ধর আমার বচন।
আমি নাহি হই সেই দেব সঙ্কর্ষণ ॥
নহি আমি বাসুদেব ওহে মহাশয়।
নহি সে প্রদ্যুম্ন আমি কৃষ্ণের তনয় ॥
আমি ধনঞ্জয় সেই পাণ্ডুর তনয়।
আমার বাক্যেতে তব শ্রদ্ধা নাহি হয় ॥
গাণ্ডীব নামেতে ধনু করি যে ধারণ।
মম বল জানে সেই দেব ত্রিলোচন ॥
মম বীর্য্যে পরিতুষ্ট দেবতা শঙ্কর।
তাই পাশুপত অস্ত্র দিল মহেশ্বর ॥
যমে জিনি তব পুত্র আনিব নিশ্চয়।
আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হয় ॥
প্রসবের কালে দিবে সংবাদ আমারে।
দেখি এবে তব পুত্র কোন্ জন মারে ॥
যদি তব পুত্র তাহে না হয় রক্ষণ।
তবে আমি নিজ প্রাণ দিব বিসর্জ্জন ॥
অগ্নিকুণ্ড করি প্রাণ তখনি ত্যজিব।
ক্ষণমাত্র হীন প্রাণ আর না রাখিব ॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই শুন দ্বিজবর।
তাহা শুনি হ'ল বিপ্র সন্তুষ্ট অন্তর ॥
নিজ গৃহে যায় বিপ্র হর্ষ সহকারে।
কিছুদিন রহে পার্থ বচনানুসারে ॥
তবে কিছু দিনে তার হইল সময়।
প্রসবের কাল আসি উপনীত হয় ॥
ভার্য্যা সহ দ্বিজ যায় অর্জ্জুন-সদনে।
বলে রাখ ওহে পার্থ আমার নন্দনে ॥
দ্বিজের বচনে তবে পার্থ মহামতি।
একান্ত হইয়া ভাবে দেব পশুপতি ॥
তবে মহা গাণ্ডীবেরে ধারণ করিল।
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় তবে বরষিল ॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিল সূতিকা-আগার।
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্য আর ঢাকে চারিধার ॥
বাণে বাণে একেবারে আচ্ছন্ন করিল।
তবে পার্থ দশদিক্ বাণেতে ঘেরিল ॥
তদন্তর দ্বিজপত্নী পুত্র প্রসবিল।
জন্মিয়া যেমন শিশু কাঁদিতে লাগিল ॥
সেই কালে একেবারে হয় অদর্শন।
শরীর তথায় তার না রহে তখন ॥
সন্তানের শোকে বিপ্র করে হাহাকার।
কাঁদিয়া সে পার্থবীরে করে তিরস্কার ॥
একি দেখি ওহে পার্থ তব ব্যবহার।
তোমা হ'তে হ'ল এই দুঃখ যে আমার ॥
কে বলে পুরুষ তোমা ক্লীবের আচার।
জানিনু তোমার মাত্র বৃথা অহঙ্কার ॥
যাহাতে অশক্ত হয় যদু-পুত্রগণ।
রাখিতে নারিল যাহা রাম নারায়ণ ॥
ধিক্ ধিক্ তোরে পার্থ তুই মূঢ়মতি।
তোর যে বচন মিথ্যা জানিনু সম্প্রতি ॥
জানিনু যে তোর মাত্র অহঙ্কার সার।
কি আর কহিব তোরে পাণ্ডুর কুমার ॥
তখন কৃষ্ণের কাছে করি আগমন।
সন্তপ্ত অন্তরে তবে কহিল ব্রাহ্মণ ॥
আমি অতি মূঢ়মতি ওহে নারায়ণ।
বিশ্বাস পার্থের বাক্যে করিনু স্থাপন ॥
ক্লীব পার্থ আত্মশ্লাঘা করে অবিরল।
বিশ্বাস করিয়া এই লভিলাম ফল ॥
প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণ রাম অনিরুদ্ধ বীর।
যে কার্য্য করিতে নারে জানিলাম স্থির ॥
পার্থের কি সাধ্য তারে করিবে রক্ষণ।
ধিক্ ধিক্ সে অর্জ্জুনে ওহে নারায়ণ ॥
তাহা শুনি মহাদুঃখে পাণ্ডুর তনয়।
মহাবেগে ধাইলেক যমের আলয় ॥
দ্বিজসুতে তথা নাহি পায় দরশন।
অর্জ্জুন ধাইল তবে ইন্দ্রের ভবন ॥
অগ্নি চন্দ্র বায়ু আর বরুণের পুরী।
রসাতল আদি পার্থ দেখিলেন ঘুরি ॥

তিন লোক পার্থ বীর করিল ভ্রমণ।
কোন স্থানে দ্বিজসুতে না করে দর্শন॥
লজ্জিত হইল পার্থ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেতে।
চলিল অনল মাঝে জীবন ত্যজিতে॥
তবে পার্থ মহাবীর চিতা জ্বালাইল।
প্রবেশিতে অগ্নি-মাঝে উদ্যত হইল॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ তারে করে নিবারণ।
ওহে পার্থ বৃথা কেন ত্যজিবে জীবন॥
আমার বচন ধর ওহে মহাবীর।
দেখাইব দ্বিজ-পুত্র জেনো তাহা স্থির॥
তোমার বিমল কীর্ত্তি জগতে রটিবে।
মানবেরা তব যশ কীর্ত্তন করিবে॥
এত বলি নারায়ণ অর্জ্জুন-সহিত।
দিব্য রথে আরোহণ করিল ত্বরিত॥
পশ্চিমেতে দুই জনে করিল গমন।
বিন্ধ্য আদি গিরি সব করিল লঙ্ঘন॥
কত যে লঙ্ঘিল গিরি পর্ব্বত-কন্দর।
ক্রমে যায় যথা লোকালোক গিরিবর॥
তথা গিয়া দেখে সব তমোময় স্থান।
না চলে অশ্বের দৃষ্টি না চলে বিমান॥
অন্ধকার করে তথা মেঘগণ যত।
অশ্বগণ ত্রাসযুক্ত হয় অবিরত॥
তাহা দেখি নারায়ণ ভাবিয়া অন্তরে।
সুদর্শনে আজ্ঞা দেন তমো নাশ তরে॥
আজ্ঞা পেয়ে ধায় শীঘ্র চক্র সুদর্শন।
সহস্র সূর্য্যের তেজ যাহে অনুক্ষণ॥
চারিদিক্ আলোময় সেইক্ষণে হয়।
পাছে পাছে চলে রথ বেগে অতিশয়॥
অতিক্রম করে তবে তমোময় স্থান।
সুদর্শন অগ্রে ধায় মহাদীপ্তিমান্॥
উত্তরিয়া অন্ধকার দেব নারায়ণ।
তথায় অদ্ভুত স্থান করেন দর্শন॥
মহা জলরাশি তথা সুনির্ম্মল তায়।
তার মধ্যে পুরী এক দেখিবারে পায়॥

মনোহর পুরী তাহে দেখে বিদ্যমান।
রতনে খচিত হয় সেই পুরীখান॥
তার মধ্যে আছে এক দিব্য মহাকায়।
অতীব বিরাট্ মূর্ত্তি তাহে দেখা যায়॥
সহস্র মস্তক ফণা কত আভা তায়।
দরশনে দেবগণ মুগ্ধ হ'য়ে যায়॥
পরম পুরুষ আছে বসি দিব্যাসনে।
ঘন মেঘ আভা যেন দেখে দুই জনে॥
পীতবাস পরিধান সহাস্য বদন।
সুন্দর মূরতি ধরে প্রফুল্ল নয়ন॥
মণি মুক্তা কিরীটাদি শোভে শিরোপরে।
সুবর্ণ-কুণ্ডল দোলে গণ্ডের উপরে॥
দুই হস্ত শোভে তার আজানুলম্বিত।
কৌস্তুভ শ্রীবৎস চিহ্ন বক্ষে বিরাজিত॥
বনফুলমালা গলে দুলিছে সুন্দর।
সুনন্দ ও নন্দ আদি পাশে সহচর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আদি বস্তু ধরে।
মহালক্ষ্মী বসি আছে তাহার গোচরে॥
এইরূপে দুইজনে করে দরশন।
দেখেন তথায় আছে দ্বিজপুত্রগণ॥
দুই জনে দেখি তবে সেই মহাকায়।
ভূমে পড়ি করিলেন প্রণাম তাঁহায়॥
তবে সেই মহাকায় কহে কৃষ্ণ প্রতি।
হেথা আমি আনিয়াছি দ্বিজের সন্ততি॥
তোমা দুই জনে আমি করিতে দর্শন।
সেই হেতু দ্বিজপুত্রে করিনু হরণ॥
তুমি হও নারায়ণ পূর্ণ অবতার।
হরিতে এসেছ তুমি অবনীর ভার॥
ধর্ম্মরক্ষা-তরে তুমি পৃথিবী-মাঝার।
আমার অংশেতে তুমি হ'লে অবতার॥
ধরণীর ভারভূত অসুর নাশিয়া।
অবস্থান কর পুনঃ হেথায় আসিয়া॥
ওহে নর-নারায়ণ লোক-শিক্ষা-তরে।
ধর্ম্ম আচরণ কর পৃথিবী-ভিতরে॥

এত কহি কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জনে তারে সম্ভাষিল॥
দ্বিজ-পুত্রগণে ল'য়ে চলিল ত্বরিত।
দ্বারকানগরে আসি হয় উপনীত॥
দ্বিজে আনি নিজ পুত্র করিল অর্পণ।
বিস্ময়েতে মগ্ন হয় অর্জ্জুনের মন॥
এইরূপে কত বীর্য্য দেখাইল হরি।
বহু যজ্ঞ করিলেন অনুগ্রহ করি॥
মহাপাপী ছিল যত জগৎ-ভিতর।
আর যত ধর্ম্মহীন ছিল নরবর॥
অর্জ্জুনাদি হ'য়ে তার নিমিত্ত কারণ।
করিলেন পাপীদের শাপ বিমোচন॥
অধর্ম্মের নাশ হরি যতনে সাধিল।
জগতের মাঝে ধর্ম্ম স্থাপন করিল॥
অনন্ত কারণ সেই জগতের সার।
সেই প্রভু নারায়ণ ঈশ্বর সবার॥
এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক করে তার দূরে পলায়ন॥
সুবোধ-রচিত গীত মঙ্গল কারণ।
একমনে পড় ভক্ত আর সাধুজন॥

ভাগবত-কথামৃত পিয়ে যেই জন।
ভবকষ্ট নষ্ট তার হয় সেইক্ষণ॥

ইতি দ্বিজপুত্র-আনয়ন।

অশীতি অধ্যায়

সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
অতি পুরাতন কথা শুন অতঃপর॥
মহাসুখে নারায়ণ দ্বারকানগরে।
পরিজন সহ রহে প্রফুল্ল অন্তরে॥
পরম সম্পদ্ পদ লক্ষ্মীর পূজিত।
আপনি সে লক্ষ্মীদেবী যাহে বিরাজিত॥
পরমা রূপসী যত আছে নারীগণ।
দিব্যকান্তি ধরে সবে নবীন যৌবন॥
সানন্দে কন্দুক ক্রীড়া পথমাঝে করে।
বিদ্যুৎ জিনিয়া আভা শোভা কত ধরে॥
রথ অশ্ব হস্তী আদি আর সেনা যত।
নিত্য ব্যাপ্ত হ'য়ে পুরী রহিত সতত॥
দিব্য উপবন তাহে বৃক্ষ বিরাজিত।
অপূর্ব্ব প্রাচীর তাহে কনকে নির্ম্মিত॥
নানাজাতি পুষ্প তাহে প্রস্ফুটিত হয়।
মধুপানে অলিগণ সদা মত্ত রয়॥
ডালে বসি বিহঙ্গেরা ধরে নানা তান।
সুমধুর রবে সবে করিতেছে গান॥
তবে কৃষ্ণ সঙ্গে করি যত নারীগণে।
নানামতে কত ক্রীড়া করে উপবনে॥
ষোড়শ সহস্র নারী এক কৃষ্ণ আর।
একা সবাকার সঙ্গে করেন বিহার॥
মনোহর সরোবর উদ্যান ভিতরে।
সুনির্ম্মল জল তাহে কত শোভা ধরে॥
কত শোভা ধরে তায় ফুল্ল কমলিনী।
মৃদু হাসি জলে ভাসে কত কুমুদিনী॥
সরসীর স্বচ্ছজলে জলপক্ষী কত।
রাজহংস রাজহংসী বিহরিছে যত॥

সেই জলে কুতূহলে দেব নারায়ণ।
স্নান করিলেন তাহে সহ নারীগণ ॥
তদন্তর দিব্যাম্বর-পরিহিত হ'য়ে।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে লেপন করয়ে ॥
সেই স্থানে আসি তবে কিন্নরেরা যত।
মৃদঙ্গ মুরজ বাদ্য বাজাইছে কত ॥
সূত ও মাগধ বন্দী আসি সেই স্থলে।
মনোহর স্বরে স্তব করিছে সকলে ॥
তথা জলকেলি-রসে মত্ত নারায়ণ।
জলেতে বিহরে হরি ল'য়ে নারীগণ ॥
নারীগণ আনন্দেতে উন্মত্ত হইল।
কৃষ্ণ-অঙ্গে সকলেতে সেচন করিল ॥
তবে হরি হাস্যাননে জলের ভিতর।
জল সেচি নারী-অঙ্গে দেন দামোদর ॥
জলেতে সিঞ্চিত দেহ বসন আধার।
ভিজিয়া প্রকাশ পায় যুগ্মকুচ ভার ॥
কবরীমালিকা শ্লথ হইয়া পড়িল।
রমণী সঙ্গেতে কৃষ্ণ খেলায় মাতিল ॥
যথা যক্ষরাজ খেলে যক্ষিণী সঙ্গেতে।
সেইমত জল দেয় রমণী-অঙ্গেতে ॥
যুবতীর স্তন পীড়ে যত মাল্যহার।
ছিন্ন হ'য়ে ভূমিতলে লুটায় তাঁহার ॥
এইভাবে গোপীসহ কৃষ্ণ প্রাণধন।
কত যে করয়ে ক্রীড়া নাহিক গণন ॥
কভু হরি সবাকার হরিল বসন।
অপরূপ রূপ সব করে দরশন ॥
দরশনে যদুবর সানন্দ অন্তর।
যত নারী তত রূপ ধরে পীতাম্বর ॥
এক এক রূপে এক রমণী স্পর্শিল।
সবাকারে একেবারে আলিঙ্গন দিল ॥
হাস্যমুখী নারী যত আনন্দে মগন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে সেচি জল দেয় নারীগণ ॥
যথা করিবর-সঙ্গে করিণীর দলে।
আনন্দে বিহরে সবে সরোবর-জলে ॥
সেইমত কৃষ্ণ সহ কৃষ্ণ-নারীগণ।
জলকেলি করে সবে আনন্দে মগন ॥
হরিমুখ হেরি সবে আনন্দিত অতি।
কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে মত্ত যতেক যুবতী ॥
এইরূপে নারায়ণ দ্বারকা ভবনে।
বিমোহিত করিলেন নিজ পত্নীগণে ॥
উন্মাদিনী প্রায় হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণ কারণে।
প্রলাপের সম বাক্য কহে ক্ষণে ক্ষণে ॥
হে সুখী কুররী কহ কিসের কারণ।
রজনীর কালে নাহি করিছ শয়ন ॥
কৃষ্ণ প্রাণনাথ এবে ঘুমে অচেতন।
তার নিদ্রাভঙ্গ মোরা করি নারীগণ ॥
এই চিন্তা মনে বুঝি হইল উদয়।
তাই বুঝি রাত্রে তব নিদ্রা নাহি হয় ॥
ওহে চক্রবাকী তুমি করিছ বিলাপ।
বল বল কি কারণে জাগিছে সন্তাপ ॥
সেবিতে অচ্যুত-পদ ইচ্ছা বুঝি মনে।
ক্রন্দন করিছ বুঝি তাই এই ক্ষণে ॥
ওহে জলনিধি তুমি আছ জাগরণে।
বিক্ষোভিত মন বুঝি কৃষ্ণ-অদর্শনে ॥
ওহে শশধর তুমি কোন্ রোগফলে।
ক্ষীণভাবে বিরাজিছ আকাশমণ্ডলে ॥
হে অনিল হে কোকিল নদী ও ভূধর।
কৃষ্ণচিন্তা সবে বুঝি করিছ বিস্তর ॥
হেনরূপে ভগবানে ভাবে অনুক্ষণ।
ব্যাকুল অন্তর হয় কৃষ্ণের কারণ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
এইরূপে নারীগণ কৃষ্ণগীত করে ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
এইমত ভাবে কৃষ্ণে যতেক যুবতী ॥
অন্তরেতে প্রেমভাব হইল তখন।
একান্ত অন্তরে সেবে শ্রীহরি-চরণ ॥
ধরি পদ নিজ বক্ষে সেবে অবিরত।
ভর্ত্তা জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ ভজিল সতত ॥

তাহাদের তপঃ কথা কিরূপে কহিব।
বাক্যাতীত পুণ্য যত কেমনে বর্ণিব ॥
হেনকালে দ্বারকাতে দেব নারায়ণ।
বেদমতে গৃহধর্ম্ম করয়ে স্থাপন ॥
যোড়শ সহস্র আদি কৃষ্ণের রমণী।
তন্মধ্যে প্রধানা যত শুন গুণমণি ॥
রুক্মিণী প্রভৃতি আর অষ্ট পাটেশ্বরী।
সবাকার প্রেমে বদ্ধ আপনি শ্রীহরি ॥
দশ দশ করি হয় সবার তনয়।
কৃষ্ণের সমান বীর্য্য সকলেতে রয় ॥
অসংখ্য সে যতুবংশ না হয় গণন।
অনিরুদ্ধ ভানু আর প্রদ্যুম্ন রাজন ॥
শাম্ব মধু বৃহদ্ভানু বৃন্দ নরবর।
দেববাহু শ্রুতকেতু আর যে পুষ্কর ॥
এইরূপে কত নাম কহিতে কি পারি।
পুত্র ও পৌত্রাদি কত হয় এ সবারি ॥
অসংখ্য তাহার সংখ্যা না পারি কহিতে।
প্রদ্যুম্ন প্রথম পুত্র রুক্মিণী হইতে ॥
রুক্মিণীর ভ্রাতৃকন্যা তারে সমর্পিল।
অনিরুদ্ধ নামে পুত্র তাহার হইল ॥
তাহার সন্তান হ'ল বজ্র নাম তার।
সুবাহু নামেতে হয় তাহার কুমার ॥
উগ্রসেন নামে হয় তাহার তনয়।
যতুবংশে যত পুত্র সবাকার হয় ॥
সকলেই কৃষ্ণসম মহাবল ধরে।
কার সাধ্য যতুবংশ সংখ্যা কভু করে ॥
অল্পায়ু নহেক কেহ তুর্ব্বল না হয়।
ব্রাহ্মণের হিতচারী হয় সমুদয় ॥
যদি কেহ বহুকাল করয়ে গণন।
তবু নাহি পারে সংখ্যা করিতে লিখন ॥
কেমনে সে যতুবংশ করি সংখ্যা তার।
গণপতি নাহি পারে আমি কোন্ ছার্ ॥
তিনকোটি একশত অষ্টাশীতি জন।
আচার্য্য নিযুক্ত ছিল শিক্ষার কারণ ॥
যেই সব দৈত্য দেবে করিত পীড়ন।
মনুষ্যরূপেতে তারা আসে এ ভুবন ॥
প্রজার পীড়ন তারা করে সর্ব্বক্ষণ।
এইহেতু কৃষ্ণ জন্ম করেন গ্রহণ ॥
তুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
অন্তরে ভাবিয়া হেথা আসে নারায়ণ ॥
যতুকুলে যেই জন জনম লভয়।
আপনি সে নারায়ণ তাহার আশ্রয় ॥
শান্তমতি কৃষ্ণে ভক্তি কৃষ্ণগত মন।
কৃষ্ণের স্বরূপ লভে ভক্তির কারণ ॥
যার নামে বিঘ্ননাশ সর্ব্বক্ষণ হয়।
যে নাম শ্রবণে সর্ব্ব পাপরাশি ক্ষয় ॥
জয় জয় নারায়ণ জগৎ-আশ্রয়।
দেবকীর উদরেতে জন্ম যাঁর হয় ॥
নাম ধরি যতুবর অধর্ম্ম নাশিলে।
ধার্ম্মিকের তুঃখ যত বিনাশ করিলে ॥
শ্রীমুখে সুন্দর হাস্য ব্রজগোপীগণে।
ভক্তিতে পাইল তারা প্রভু নারায়ণে ॥
যেই জন একবার করয়ে শ্রবণ।
অথবা কৃষ্ণের নাম গান সর্ব্বক্ষণ ॥
কিংবা কৃষ্ণনাম সদা ভাবয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যেবা ডাকে উচ্চস্বরে ॥
নিরবধি কৃষ্ণ-চিন্তা করে যেই জন।
তার তুঃখ দূর করে কৃষ্ণ সনাতন ॥
কৃষ্ণগুণ শ্রবণেতে অনুরাগ যার।
জঠর-যন্ত্রণা কভু নাহি হয় তার ॥
সব ছাড়ি কৃষ্ণপদ যে করে আশ্রয়।
সেই জনে হয় সদা বৈরাগ্য উদয় ॥
মহারণ্যে সেই জন করয়ে গমন।
অনুরাগে করে সদা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥
ব্যাস-বিরচিত এই ভাগবত হয়।
অখিল জনের পতি হয় দয়াময় ॥
ভাগবতে পান করে যেবা হরি-সুধা।
কভু নাহি রহে তার এ ভবের ক্ষুধা ॥

হরিনাম মোক্ষপদ জানিবে কেবল।
হরি বিনা নাহি হয় জীবের মঙ্গল ॥
অতএব বন্ধু মিত্র পুত্র আত্মজন।
জনক জননী ভ্রাতা আর ভক্তগণ ॥
সকলে মিলিয়া সবে ভাব হরিপদ।
চরমে পাইবে সবে পরম সম্পদ্ ॥
কৃষ্ণপদ চিন্তা করি কৃষ্ণপাশে রবে।
সংসার-যাতনা আর ভুঞ্জিতে না হবে ॥
কলিকালে হরি ভিন্ন গতি নাহি আর।
তাই বলি হরিনাম কর সবে সার ॥
সুবোধ-রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় ভবের আঁধার ॥

দশম স্কন্ধের কথা করি সমাপন।
শ্রীহরির জয়ধ্বনি কর সর্ব্বজন ॥

ইতি সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন।

[দশম স্কন্ধ সমাপ্ত]

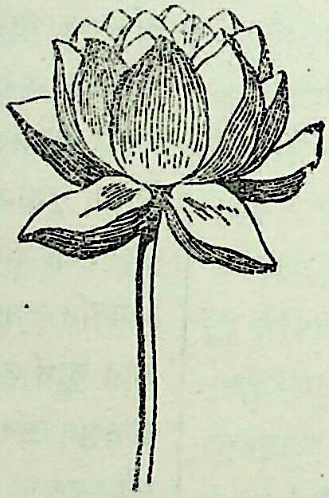

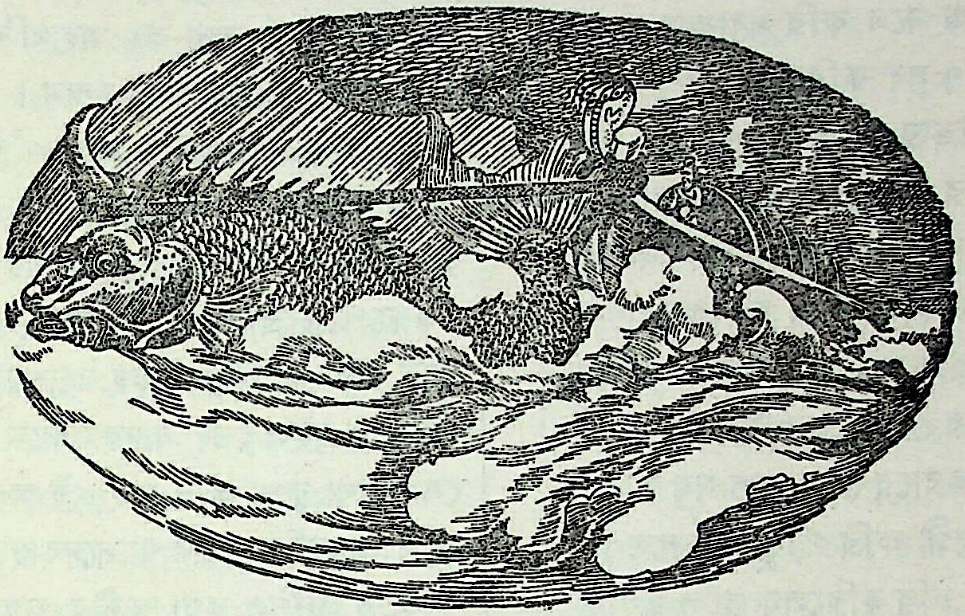

শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারায়ণে নমস্করি নমি নরোত্তমে ।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে ॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি ।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি ॥
সর্ব্বজনে বন্দি 'জয়' করি উচ্চারণ ।
বন্দিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন ॥

প্রথম অধ্যায়

মৌষল যুদ্ধের উপক্রম

কহে রাজা পরীক্ষিৎ যুড়ি দুই কর ।
কৃপা করি কহ মোরে ওহে মুনিবর ॥
তব মুখে হরিকথা শুনি সুধাময় ।
যত শুনি তত হয় সানন্দ-হৃদয় ॥
তদন্তর কি প্রসঙ্গ হ'ল মহাশয় ।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ সমুদয় ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি ।
এখন কহিব আমি অপূর্ব্ব ভারতী ॥

তবে দেব নারায়ণ করেন চিন্তন।
সঙ্গে হলধর আর যত যদুগণ ॥
হরণ করিতে হরি অবনীর ভার।
কলহ উৎপন্ন মনে করি সবাকার ॥
মহাদৈত্যগণে সব করিয়া নিধন।
অবনীর মহাভার করেন হরণ ॥
কপট দ্যূতের ক্রীড়া করে বৈরিগণ।
দ্রৌপদীর কেশ তারা করে আকর্ষণ ॥
এইরূপ হীন কার্য্য করি অবিরত।
কৌরবেরা পাণ্ডবেরে ক্রুদ্ধ করে কত ॥
শত্রুর বিস্তার দেখি দেব নারায়ণ।
হইলেন একেবারে ক্রোধযুত মন ॥
নিমিত্তের ভাগী করি পাণ্ডু-কুরুদলে।
অবনীর ভার হরি হরিলেন ছলে ॥
এইরূপে নারায়ণ করি দুষ্টক্ষয়।
ক্ষিতিভার একেবারে হরণ করয় ॥
আপন রক্ষিত আর যত যদুগণ।
পৃথিবীর মহাভার যতেক রাজন ॥
নৃপগণ-সেনা যত ছিল এ ধরায়।
সে সকল বিনাশিয়া দেব যদুরায় ॥
তবু হরি মনে মনে করেন চিন্তন।
অবনীর ভার এবে না হয় মোচন ॥
এইরূপ যদুপতি মনে বিচারিয়া।
বিস্তীর্ণ যাদবকুল অন্তরে জানিয়া ॥
অগণ্য যাদবগণ আছে বর্ত্তমান।
অজেয় আশ্রিত মম সবার প্রধান ॥
মহা বলবান্ সবে অতুল বিভব।
কিছুতেই এদের না হবে পরাভব ॥
যথা বেণুবন দগ্ধ করে হুতাশন।
সেইমত যদুকুল করিব নিধন ॥
কলহ বাধায়ে আমি দিব পরস্পরে।
বৈকুণ্ঠধামেতে যাব আমি তদন্তরে ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী সেই শুনহ রাজন।
এইরূপ চিন্তা করি দেব নারায়ণ ॥
ব্রহ্মশাপবলে যদুবংশ সংহারিল।
পরে হরি নিজ স্থানে গমন করিল ॥
পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি।
শুনিব অপূর্ব্ব কথা কহ মহামতি ॥
ব্রহ্মভক্তিপর সেই যাদব-নন্দন।
কৃষ্ণপদে মনপ্রাণ রাখে অনুক্ষণ ॥
শান্ত দান্ত ও বদান্য যাদব নিচয়।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে অনুরক্ত রয় ॥
কিরূপেতে ব্রহ্মশাপ তাহাদের হয়।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয় ॥
কিরূপে হইল ভেদ যাদব-নন্দনে।
সেই কথা কৃপা করি কহ এই ক্ষণে ॥
নৃপে সম্বোধিয়া তবে ব্যাসদেব-সুত।
কহিতে লাগিল কথা অতীব অদ্ভুত ॥
পরম কারণ সেই জগতের পতি।
ধরিল সুন্দর রূপ অদ্ভুত মূরতি ॥
জগতে মঙ্গল কার্য্য করি নারায়ণ।
মনে মনে আপনি সে করিল চিন্তন ॥
হরণ করিনু আমি অবনীর ভার।
এখন যাদবগণে করিব সংহার ॥
এত ভাবি নারায়ণ দ্বারকা-নগরে।
যত মুনি ছিল সব বসুদেব-ঘরে ॥
বংশের উচ্ছেদ হেতু করি সম্ভাষণ।
কালরূপী ঋষিগণে বলেন তখন ॥
আমার বচন শুন যত মুনিবর।
নিজ নিজ স্থানে সবে যাও হে সত্বর ॥
কৃষ্ণের আদেশে সবে গমন করিল।
বিশ্বামিত্র ভৃগু কণ্ব যত ঋষি ছিল ॥
দুর্ব্বাসা অঙ্গিরা অত্রি বামদেব চলে।
বশিষ্ঠ নারদ মুনি যায় কুতূহলে ॥
পিণ্ডারক তীর্থে ধায় সানন্দ-অন্তর।
পরে কি ঘটিল তাহা শুন নরবর ॥
পথে ছিল দুর্বিনীত যাদব-নন্দন।
খেলিতে খেলিতে সবে করে দরশন ॥

পরিহাস করিবারে যুক্তি করি সার।
শাম্বকে সাজায় নারী অতি চমৎকার॥
জাম্ববতী-পুত্র সেই স্ত্রীরূপ ধরিল।
মুনির নিকটে সবে গমন করিল॥
মুনি-পদতলে পড়ি যাদব-নন্দন।
কপট বিনয়ে তবে কহিছে বচন॥
তোমরা মুনির শ্রেষ্ঠ হও ধরাতলে।
অতি বিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ তোমরা সকলে॥
এই হেতু পায়ে ধরি করি জিজ্ঞাসন।
গর্ব্ভবতী এই নারী করহ দর্শন॥
অতীব লজ্জিতা নারী মুখে না বচন।
অন্তরে রয়েছে এর গভীর বেদন॥
পুত্র ইচ্ছা এ নারীর হয় অতিশয়।
আগত হয়েছে প্রায় প্রসব-সময়॥
অতএব দয়া করি কহ হে বচন।
ইহার উদরে কন্যা অথবা নন্দন॥
কি শিশু হইবে দেব কহ সেই বাণী।
সত্যবাদী বলি মোরা তোমা সবে জানি॥
যাদবগণের কথা শুনি মুনিগণ।
মনে মনে জানিলেন সব বিবরণ॥
হেয়জ্ঞান করি সব যাদব-তনয়।
প্রতারণা করে সবে দুষ্ট দুরাশয়॥
ক্রোধেতে হইল সবে আরক্তলোচন।
মুখেতে নির্গত যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ক্রোধেতে কম্পিত মুখে না সরে বচন।
কহিতে লাগিল ডাকি সবারে তখন॥
কি আর কহিব ওরে দুষ্ট যদুগণ।
মুষল হইবে গর্ভে বিনাশ-কারণ॥
এত কহি মুনিগণ গমন করিল।
শাপ শুনি যাদবেরা আকুল হইল॥
বিস্মিত হইয়া যত যাদব-নন্দন।
কৃত্রিম উদর তার করিল মোচন॥
তাহাতে প্রকাণ্ড এক মুষল হেরিল।
লৌহময় দেখি তাহা বিস্ময় মানিল॥
ভয়ে ভীত-চিত্ত সবে আকুল অন্তর।
বলে হরি একি দায় ঘটিল অপর॥
বড় মন্দমতি মোরা যাদব-নন্দন।
কি বাক্য বলিবে সব জগতের জন॥
এত কহি সকলেই কাঁদিতে লাগিল।
মুষল লইয়া গৃহে গমন করিল॥
যথায় বসিয়া সেই যাদবের পতি।
সেই সভামধ্যে তবে করিলেক গতি॥
ভয়েতে আকুল সবে মলিন বদন।
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া কহিল তখন॥
তবে শাপ-বাক্য শুনি যত সভাজন।
দর্শনে মুষল সবে বিস্ময়ে মগন॥
ভয়েতে কম্পিত হ'ল দ্বারকার জন।
ভয়াকুল চিত্তে সবে করয়ে রোদন॥
যদুরাজ আহুক সে কহিল সবারে।
কেন ভীতমতি হও কহ তা' আমারে॥
সাগরের তীরে শীঘ্র করহ গমন।
এ মুষল ল'য়ে সবে করহ ঘর্ষণ॥
ঘর্ষণে এ লৌহদণ্ড নির্ম্মূল হইবে।
তা হ'লে আশঙ্কা আর কিছু না রহিবে॥
তাঁহার বচনে তবে যাদব সকলে।
সমুদ্রে মুষল ল'য়ে যায় দলে দলে॥
পাষাণে করিল সেই মুষল ঘর্ষণ।
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা শুনহ রাজন॥
কিছুমাত্র অবশিষ্ট যা কিছু রহিল।
যাদবেরা সেইটুকু সাগরে ফেলিল॥
মুষল ঘর্ষণে যেই ফেনা বাহিরিল।
তীরেতে সংলগ্ন হ'য়ে কুশ জনমিল॥
অবশিষ্ট খণ্ড যাহা ফেলিল সাগরে।
ধীবর পাইল তাহা মৎস্যের উদরে॥
লুব্ধকের কাছে তাহা বিক্রয় করিল।
তাহাতেই দুই শল্য নির্ম্মিত হইল॥
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সেই দেব নারায়ণ।
অক্লেশে করিতে পারে শাপের মোচন॥

সুলভ—৬৫

তথাপি সে জগন্নাথ ইচ্ছা প্রকাশিল।
কালরূপী বলি তাহা আপনি জানিল ॥
এই কথা যেই জন করিবে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যাবে পাপ বিমোচন ॥

সুবোধ-রচিত গীত হরিকথা-সার।
যাদবগণের শাপ শুনহ বিস্তার ॥

ইতি মৌষল যুদ্ধের উপক্রম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বসুদেব-নারদ সংবাদ

শুকদেব কহে রাজা শুন তারপরে।
একদা নারদ ঋষি প্রফুল্ল অন্তরে ॥
দ্বারকানগরে আসে কৃষ্ণ-দরশনে।
দেবর্ষি দেখিয়া কৃষ্ণ বসায় যতনে ॥
মহা সমাদরে তারে করি সম্ভাষণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন ॥
মুনিবর হর্ষান্তর কৃষ্ণ-দরশনে।
হৃদয়ে চিন্তয়ে সদা দেব নারায়ণে ॥
যে জন ভজয়ে সেই দেব নারায়ণ।
তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥
ভক্তের অসীম তেজ জ্ঞাত সর্ব্বজন।
আপনি শ্রীকৃষ্ণ তারে করেন অর্চ্চন ॥
ভোজন করান হরি অতি সমাদরে।
দেবর্ষি নারদ রহে দ্বারকানগরে ॥
পরে আসি বসুদেব তথা উপনীত।
ঋষিবরে জিজ্ঞাসিল হ'য়ে হরষিত ॥
বসুদেব কহে শুন ওহে ঋষিবর।
তব আগমনে মোর সানন্দ অন্তর ॥
মাতা পিতা আগমনে পুত্রে যথা হয়।
সেইমত আজ মোর আনন্দ উদয় ॥
কি আর কহিব দেব তোমারে এখন।
জীবের মঙ্গল হেতু তব আগমন ॥
আর এক বাক্য আমি কহি মহাশয়।
যে জন ভজয়ে যেই দেবতা নিচয় ॥
যেইরূপে যেইজন করয়ে ভজন।
তার সঙ্গে সেই দেব থাকে অনুক্ষণ ॥
হে দীনবৎসল তুমি অতি জ্ঞানবান্।
মোরে দয়া করি তুমি কর জ্ঞান দান ॥
যে কথা শ্রবণে হয় নির্ম্মল স্বভাব।
ভবভয় দূর হয় মুক্তি হয় লাভ ॥
সেই ভাগবত-ধর্ম্ম বাসনা জানিতে।
সেই ধর্ম্মকথা তোমা চাহি জিজ্ঞাসিতে ॥
দেবের মায়ায় সব মোহিত নিশ্চয়।
সর্ব্বসার হয় সেই সবার আশ্রয় ॥
পুত্ররূপে লাভ হেতু করিনু পূজন।
না ভাবিনু আমি কিছু মোক্ষের কারণ ॥
অতএব কহ মোরে হইয়া সদয়।
কিরূপে ঘুচিবে মম সংসারের ভয় ॥
কিরূপেতে মুক্তিলাভ হইবে আমার।
সেই কথা মোরে কহ করিয়া বিস্তার ॥
বসুদেব-বাক্যে তুষ্ট নারদ তখন।
একেবারে হন তিনি আনন্দে মগন ॥
হরিগুণ-গানে মুনি উন্মত্ত হইল।
বসুদেবে চাহি তবে কহিতে লাগিল ॥

ওহে বসুদেব তুমি হও মহামতি।
যাদবের শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মপর অতি॥
ভাগবত-কথা তুমি জিজ্ঞাস আমায়।
সবিস্তারে সেই কথা কহিব তোমায়॥
ভাগবত-কথা হয় পরম কারণ।
এই ধর্ম্ম যেই জন করয়ে শ্রবণ॥
কিংবা ভাগবত-ধর্ম্ম করয়ে পঠন।
আদর অথবা ধ্যান করে যেই জন॥
পবিত্র তাহার দেহ পাপে মুক্ত হয়।
কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয়॥
তোমা হ'তে আজ মম জ্ঞানের উদয়।
স্মরণ করায়ে দিলে হরি দয়াময়॥
তোমারে কহিব সেই কথা পুরাতন।
বিস্তারিয়া কহি তবে শুনহ বচন॥
কহিব তোমারে এক পূর্ব্ব ইতিহাস।
ঋষভের পুত্র হ'তে যে সব প্রকাশ॥
প্রিয়ব্রত নামে ছিল মনুর নন্দন।
তাহার যে পুত্র হয় অগ্নীধ্র সুজন॥
নাভি নামে জন্ম লয় তাঁহার তনয়।
নাভির নন্দন সেই ঋষভ যে হয়॥
পরম তেজস্বী পুত্র খ্যাত এ সংসারে।
বাসুদেব-অংশে জন্ম কহি যে তোমারে॥
ঋষভের শত পুত্র জনম লভিল।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র সব ব্রহ্মপর ছিল॥
নয়জন নববর্ষে অধিপতি হয়।
ব্রাহ্মণ হইয়া তবে একাশীতি রয়॥
ভরত নামেতে হয় জ্যেষ্ঠ পুত্র তার।
পরম তেজস্বী পুত্র ধার্ম্মিকের সার॥
মায়াময় এ সংসার জানিয়া অন্তরে।
মিথ্যাময় জানি পৃথ্বী পরিত্যাগ করে॥
তিন জন্ম করি সেই হরি আরাধন।
হরির স্বরূপ লাভ করেন তখন॥
আর নয় জন করে দ্বীপ অধিকার।
কর্ম্মতন্ত্র-কৃত পুত্র একাশীতি আর॥
কবি হবিঃ অন্তরীক্ষ আবির্হোত্র আর।
প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন ছয় পুত্র তার॥
দ্রাবিড় চমস আর শ্রীকরভাজন।
ব্রাহ্মণরূপেতে রহে এই নয় জন॥
মুক্তি লভি তারা করে স্ব-ইচ্ছা বিহার।
সুর সিদ্ধ রক্ষ নাগ সর্ব্বত্র প্রচার॥
জগৎ-প্রসিদ্ধ তারা নামেতে ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্বকথা বসুদেব কহি হে এখন॥
পরমার্থ-পরায়ণ এই নয় জন।
ভাগবত্-রূপে বিশ্ব করিয়া দর্শন॥
এ জগৎ মাঝে সবে করে বিচরণ।
ইচ্ছামত সর্ব্বস্থানে করিত ভ্রমণ॥
একদিন শুন নৃপ অপূর্ব্ব কথন।
একত্র হইয়া তবে যত ঋষিগণ॥
মহাত্মা নিমির যজ্ঞ করে সম্পাদন।
তথায় তাহারা সবে করে আগমন॥
উপনীত হয় সবে নিমি যজ্ঞস্থলে।
দিবাকর সম দীপ্তি দেখিল সকলে॥
উঠিয়া দাঁড়ায় তবে যত সভাজন।
সাদরে নৃপতি নিমি করে সম্ভাষণ॥
করযোড়ে কহে নৃপ মুনিগণ প্রতি।
সার্থক জীবন মম হইল সম্প্রতি॥
পবিত্র হইল পুরী ওপদ পরশে।
দণ্ডবৎ মুনিপদে করিল হরষে॥
বসিবারে দিল রাজা রতন-আসন।
বিধিমত সবাকার করিল পূজন॥
কৃতাঞ্জলি করি সেই বিদেহের পতি।
সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল তাহাদের প্রতি॥
আমার বচন শুন মুনি মহাশয়।
হরির পার্ষদ বলি মোর মনে হয়॥
পবিত্র করিতে সব বিষ্ণুভক্তগণে।
ভ্রমণ করিছ সবে আনন্দিত মনে॥
এই যে মানব-দেহ প্রিয় অতিশয়।
পঞ্চভূতময় মাত্র চিরস্থির নয়॥

তথাপি এ দেহ হয় সুদুর্লভ অতি।
অতএব কহ দেব আমারে সম্প্রতি॥
না পায় দর্শন কেহ ও রাঙ্গা চরণ।
অতএব কহ কিছু মঙ্গল বচন॥
এ জগতে জীব আসি ক্ষণেকের তরে।
দুর্লভ জনম পায় সাধু-সঙ্গ করে॥
নিধি লাভ করি হয় যে আনন্দ মনে।
ততোধিক সুখোদয় সাধু-দরশনে॥
অতএব কৃপা করি বলহ এখন।
প্রসন্ন জনের প্রতি দেব নারায়ণ॥
যে ধর্ম্ম করেন দান আনন্দে সবারে।
সেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলহ আমারে॥
নারদ তখন নৃপে করি সম্বোধন।
বলে ওহে নৃপ শুন অপূর্ব্ব কথন॥
নিমির বচন শুনি সেই মুনিগণ।
প্রীতিসহকারে নৃপে করে সম্ভাষণ॥
সকলের জ্যেষ্ঠ মুনি কবি তার নাম।
নিমিরে সম্বোধি কহে শুন গুণধাম॥
সংসারের জীব যত জানিবে নিশ্চয়।
যাহাদের ঘটে সদা জ্ঞান-বিপর্য্যয়॥
তাহারা যদ্যপি সেবে অচ্যুত-চরণ।
সংসারের ভয় তবে হয় নিবারণ॥
যাহারা পরম জ্ঞান না করে গোচর।
হীনমতি হ'য়ে থাকে জগৎ-ভিতর॥
নারায়ণ উহাদের উদ্ধার কারণ।
সহজে কহিনু আগে সে সব বচন॥
ভাগবত-ধর্ম্ম তাহা জানিবে আশ্রয়।
শুনিলাম সার কথা আমি সমুদয়॥
শুন নরবর আমি কহি এ সময়।
ভাগবত-ধর্ম্ম যেই করয়ে আশ্রয়॥
কখন বিপদ তার না হয় ঘটন।
অপূর্ব্ব কাহিনী এবে করহ শ্রবণ॥
একান্ত মনন যার ভাগবত প্রতি।
চক্ষু মুদি সেইজন করে যদি গতি॥
মর্ত্ত্যেতে সে জন কভু পতিত না হয়।
সেই তত্ত্ব-কথা এবে শুন মহাশয়॥
ভাগবত ধর্ম্মাশ্রয়ী জীব রহে যত।
সংসারের কার্য্যে যবে হয় অনুরত॥
সমুদয় নারায়ণে করে সমর্পণ।
কহিনু তোমারে এই প্রকৃত বচন॥
ঈশ্বরে বিমুখ হয় যেই মূঢ় জন।
মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রহে অনুক্ষণ॥
তাহার অন্তরে নহে আনন্দ উদয়।
সকল কার্য্যেতে তার ঘটে বিপর্য্যয়॥
যদি সেই জন করে ঈশ্বর ভজন।
ভয়াকুল-চিত্ত তার হয় সর্ব্বক্ষণ॥
অতএব নিজ মন করিলে দমন।
ভয়হীন হয় সদা সেই মূঢ়জন॥
লোকমাঝে তবে সেই হয় মতিমান্।
সতত করিবে সেই ঈশ্বরের গান॥
চক্রপাণি-জন্মকর্ম্ম কীর্ত্তন করিবে।
সুমঙ্গল নাম তাঁর ভক্তিতে গাহিবে॥
সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবে শ্রবণ।
হরিনাম করি সদা করিবে ভ্রমণ॥
হেনরূপে হবে তার প্রেমের উদয়।
তারে কৃপা করিবেন হরি দয়াময়॥
তখন হৃদয় হবে আনন্দে মগন।
জগতের সার ভাবি করিবে কীর্ত্তন॥
হরিপ্রেমে উন্মত্ত যে একেবারে হয়।
বাহিরের জ্ঞান কিছু তাহার না রয়॥
কভু নৃত্য কভু গান কভু বা রোদন।
এইরূপ করে সব কৃষ্ণভক্ত জন॥
আর এক কথা রাজা কহি যে তোমায়।
কৃষ্ণভক্ত জন মনে এরূপ জন্মায়॥
পৃথিবী আকাশ অগ্নি বায়ু জ্যোতির্গণ।
দিক্ আদি শূন্য আর পর্ব্বত কানন॥
ভূতগণ আদি আর নদী ও সাগর।
সকলেই করে সেই কৃষ্ণেরে গোচর॥

কৃষ্ণ-দেহ ভাবি মনে করয়ে প্রণতি।
এইরূপ হয় সদা কৃষ্ণভক্ত-মতি ॥
ক্ষুধাতুর জনে যথা পাইলে ভোজন।
উপজয়ে সুখ হয় আনন্দে মগন ॥
সেইমত কৃষ্ণভক্তে আনন্দ উদয়।
সংসার-বৈরাগ্য তার জানিবে নিশ্চয় ॥
তদন্তর ওহে নৃপ করহ শ্রবণ।
যে জন সেবন করে শ্রীহরি-চরণ ॥
সদা আনন্দিত সেই জানিবে নিশ্চয়।
অন্তরেতে মহানন্দ তাহার উদয় ॥
ভগবানে পূজে সেই সানন্দ অন্তরে।
শান্তির আগারে সেই অবস্থিতি করে ॥
চরমে পরম গতি পায় সেই জন।
সার কথা কহিলাম তোমারে রাজন ॥
নিমি রাজা হৃষ্ট অতি সে কথা শ্রবণে।
করযোড়ে কহে পুনঃ মুনির সদনে ॥
ওহে মহামতি তুমি হও কৃপাময়।
ভাগবত ব্যক্তি কেবা এ জগতে হয় ॥
সেই কথা মুনিবর কহ বিস্তারিয়া।
আনন্দ-রসেতে মগ্ন হোক মোর হিয়া ॥
কীদৃশ স্বভাব তার কিবা আচরণ।
কিরূপ তাহার ধর্ম্ম বলহ এখন ॥
কি চিহ্ন ধরিলে প্রিয় ঈশ্বরের হয়।
দয়া করি মোরে দেব কহ সমুদয় ॥
মুনি কহে নরপতি করহ শ্রবণ।
পরম পবিত্র কথা জানিবে এখন ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী এবে শুন মহাশয়।
ভাগবত ব্যক্তি যাহা বেদেতে নির্ণয় ॥
সেই কথা কহি শুন ওহে নরপতি।
শুকদেব মুনি কহে পরীক্ষিৎ প্রতি ॥
শুন নরপতি সেই অপূর্ব্ব কথন।
নিমি নৃপতিরে মুনি করিল বর্ণন ॥
হরি সম ধরে তেজ ভাগবত জনে।
সর্ব্বজীবে সম দেখে ভাবে মনে মনে ॥
ব্রহ্মরূপে আপনারে দরশন করে।
সর্ব্বভূতে ব্রহ্মরূপ ভাবয়ে অন্তরে ॥
শ্রেষ্ঠ ভাগবত সেই জানিবে নিশ্চয়।
আর বলি শুন এক ভাগবত হয় ॥
আপন অধীন যত মানব-নিচয়।
মূর্খগণে শত্রুগণে উপেক্ষা করয় ॥
প্রেম যার রহে সদা ঈশ্বরের প্রতি।
সাধুজন প্রতি যার প্রীতি রহে অতি ॥
অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা করে বরিষণ।
উপেক্ষা দ্বেষীর প্রতি করে যেইজন ॥
মধ্যম বলিয়া তারে করয়ে গণন।
আর এক কথা রাজা করহ শ্রবণ ॥
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে যেবা প্রতিমার প্রতি।
হরিরূপে পূজে তারে হ'য়ে স্থিরমতি ॥
অপর রূপেতে হরি করিতে পূজন।
কিছুতেই ভক্তি তার নহে কদাচন ॥
প্রাকৃত বলিয়া তারে জানিহ রাজন।
বাসুদেবাসক্ত-চিত্ত যার সর্ব্বক্ষণ ॥
ইন্দ্রিয়সমূহে করি ভোগসুখে রত।
বিষ্ণু-মায়াময় বিশ্ব ভাবে অবিরত ॥
কভু দ্বেষ মনে তার না হয় উদয়।
কিছুতে আনন্দ তার কভু নাহি হয় ॥
উত্তম সে ভাগবত কহে সর্ব্বজন।
সারকথা নরবর করিলে শ্রবণ ॥
আর যেই জন হরি ভাবয়ে অন্তরে।
স্মরণ কারণ সেই পরম ঈশ্বরে ॥
দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি যত।
সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম জানিবে সতত ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় কষ্ট জনম মরণ।
এ সবে না হয় কভু মুগ্ধ সেই জন ॥
ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বলি জানিবে তাহায়।
আর এক কথা আমি কহিব তোমায় ॥
কাম্যকর্ম্মে ইচ্ছা নাই যাহার অন্তরে।
একমাত্র বাসুদেবে ভাবে নিরন্তরে ॥

ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বলি খ্যাত সেই জন।
জন্ম কর্ম্ম বর্ণ হেতু শুনহ রাজন॥
আশ্রম ও জাতি হেতু হৃদয়ে যাহার।
কোনমতে নাহি হয় মনে অহঙ্কার॥
শ্রীহরির প্রিয় বলি জানিবে সে জনে।
আত্মপর ভেদ সেই নাহি করে মনে॥
দেহ আর চিত্ত হেতু যেই সদাশয়।
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান সদা যার হয়॥
ভাগবত-শ্রেষ্ঠ সেই শুন মহামতি।
ভগবান্ ভিন্ন আর নাহি অন্য গতি॥
জগতের সার মাত্র শ্রীহরি-চরণ।
হৃদয়েতে করিয়াছে সুদৃঢ় বন্ধন॥
সেই শ্রীহরির পদ করয়ে ভজন।
হরি-পদ হৃদে ভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
বৈষ্ণব-প্রধান সেই শুন মহাশয়।
বিচলিত চিত্ত তার কিছুতে না হয়॥
গগনে উদিত যবে হয় নিশাকর।
সূর্য্যের প্রভাবে তাহা না হয় গোচর॥
সেইরূপ শ্রীহরির যুগল চরণ।
বিরাজিত অঙ্গুলির নখের কিরণ॥
সে কান্তি বিরাজ করে সেবক-হৃদয়ে।
তমো আদি তাপ নাশ তাহাতে করয়ে॥
করিলে যাঁহার নাম মুখে উচ্চারণ।
অনায়াসে হয় সব পাপের মোচন॥
সেই হরি সদা তাঁর হৃদয় ভিতর।
প্রণয়-রজ্জুতে বদ্ধ থাকে নিরন্তর॥
হরিপদ হৃদে যেই করয়ে ধারণ।
ভাগবত-শ্রেষ্ঠ সেই জানে সর্ব্বজন॥
কবির মুখেতে শুনি এই সব বাণী।
নিমি রাজা কহে পরে যোড় করি পাণি॥
তোমার প্রসাদে দেব হ'ল জ্ঞানোদয়।
ঘুচাও এবার মম মনের সংশয়॥
কহ দেব দয়া করি মায়ার কথন।
যেই বিষ্ণু-মায়া হয় মোহের কারণ॥
সেই মায়া জানিবারে ইচ্ছা অতিশয়।
সংসার-তাপেতে তপ্ত মোদের হৃদয়॥
অতএব সুধাসম বল হরি-কথা।
শীতল হইবে প্রাণ না রহিবে ব্যথা॥
অন্তরীক্ষ নামে মুনি কহিল তখন।
শুন শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন॥
যে কথা শ্রবণে জ্ঞান লভিবে বিস্তর।
সে কথা শুনিয়া হও হরিষ-অন্তর॥
অপূর্ব্ব মায়ার তত্ত্ব তাহে প্রকাশন।
ভূতমধ্যে আত্মারূপ যেই মহাজন॥
অনাদি পুরুষ যেই অনন্ত মহান্।
নিজ অংশে জীবমাঝে করে অবস্থান॥
বিষয়ের ভোগ আর মুক্তির কারণ।
মহাভূতে করিলেন প্রাণের সৃজন॥
পঞ্চ মহাভূতে সৃষ্টি জীবের অন্তর।
অন্তর্য্যামী রূপে থাকে তাহার ভিতর॥
মন ও ইন্দ্রিয় রূপে বিভাগ করয়।
সংসার বিষয় ভোগে আনন্দিত হয়॥
আত্মগুণ হ'তে সেই প্রভু নারায়ণ।
বিষয় করেন ভোগ আনন্দ কারণ॥
জগতের সৃষ্ট যত হয় জীবগণ।
আত্মবোধে সমাসক্ত তাহে নারায়ণ॥
দেহধারী জীব যত শুন কথা তার।
ইচ্ছামত কর্ম্ম তারা করে অনিবার॥
তাহাতে অর্জ্জন করে যত কর্ম্মফল।
দুঃখকর হয় সেই কর্ম্ম অমঙ্গল॥
সেই কর্ম্মফলে তবে যত জীবগণ।
বার বার এ সংসারে করয়ে ভ্রমণ॥
অমঙ্গল কার্য্যে রত যত নরগণ।
কর্ম্মফলে অবশ যে হয় সর্ব্বক্ষণ॥
তাহাদের বিবরণ শুন মহামতি।
প্রলয় পর্য্যন্ত তাহে নহে কোন গতি॥
ততকাল হয় সবা জনম মরণ।
সার কথা মহারাজ করহ শ্রবণ॥

মহাভূতগণের সে নাশের সময় ।
কালেতে সকলে তবে উপনীত হয় ॥
অনাদি অনন্ত কাল জানিয়া তখন ।
স্থূল সূক্ষ্মাত্মক কার্য্য করে আকর্ষণ ॥
তখন জানিবে তুমি ওহে নরবর ।
শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হবে ভয়ঙ্কর ॥
সেই অনাবৃষ্টি কালে শুন হে রাজন ।
দিবাকর-কর বৃদ্ধি হইবে তখন ॥
ত্রিলোকের লোক দগ্ধ হবে সমুদয় ।
অনন্তের মুখে হবে অগ্নির উদয় ॥
পাতাল হইতে তবে সেই হুতাশন ।
চারিদিকে দগ্ধ করি উঠিবে গগন ॥
অতঃপর সেই অগ্নি বাতাসে চালাবে ।
চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ হবে ভয়ঙ্কর ভাবে ॥
মেঘগণ জলধারা করিবে বর্ষণ ।
ব্রহ্মাণ্ডাদি দেহ তাহে হইবে মগন ॥
বৈরাজ পুরুষ তবে গুণের ভিতর ।
বিরাট ছাড়িয়া হবে অতি সূক্ষ্মতর ॥
কাষ্ঠশূন্য অগ্নি সম হইয়া তখন ।
সূক্ষ্ম কারণের মাঝে হইবে মগন ॥
আর এই ধরা যাহা অপূর্ব্ব দর্শন ।
হৃতগন্ধ জলময় করিবে পবন ॥
সেই জল-রসহীন হবে জ্যোতির্ম্ময় ।
সার কথা কহিলাম শুন মহাশয় ॥
অন্ধকারে সেই জ্যোতিঃ হৃতরূপ হবে ।
তদন্তরে সেই তেজ বায়ু-মাঝে রবে ॥
সেই বায়ু বিলীন যে হইবে আকাশে ।
কালরূপী হ'য়ে বায়ু তার গুণ নাশে ॥
ঈশ্বরে বিলীন হবে পরে সে বিমান ।
তারপর শুন কহি অপূর্ব্ব বিধান ॥
মন বুদ্ধি আর যত ইন্দ্রিয়ের গণ ।
বৈকারিক দেবগণে হইবে মিলন ॥
পরে অহংতত্ত্বে যাহা প্রবেশ করিবে ।
অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে আসি প্রবেশিবে ॥
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মহাশয় ।
বিভুকৃত হয় এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ॥
তাহারে ত্রিগুণ মায়া করিনু বর্ণন ।
ভাগবত-কথা হয় পবিত্র এমন ॥
রাজা কহে ঋষিগণে করি কৃতাঞ্জলি ।
শ্রবণে পবিত্র কথা বড় কুতূহলী ॥
কহ দেব দয়া করি আমারে এখন ।
বশীভূত নাহি হয় যাহাদের মন ॥
সেই স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি বল কি প্রকারে ।
দুরন্ত ঐশ্বরী মায়া পারে তরিবারে ॥
সেই কথা কহ দেব হইয়া সদয় ।
তাহাতে আনন্দ চিত্তে হবে অতিশয় ॥
কহিল প্রবুদ্ধ মুনি শুন নৃপধন ।
স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধেতে বদ্ধ যেইজন ॥
দুঃখনাশ হেতু কার্য্যে সদা প্রবর্ত্তয় ।
সুখের কারণ কর্ম্মে সদা রত রয় ॥
বিপরীত ফল পায় সেই জীবগণ ।
নিত্য পীড়াগ্রস্ত তারা দেখিবে রাজন ॥
দুর্লভ ধনের আশা জানিবে নিশ্চয় ।
সেই বিত্ত মানবের মৃত্যুরূপ হয় ॥
চঞ্চল এ গৃহ পুত্র বন্ধু পরিজন ।
প্রাপ্ত হ'য়ে প্রীতি নাহি পায় সেই জন ॥
অনিত্য এ সব হয় জগৎ অসার ।
জগতের কার্য্য যত অতি চমৎকার ॥
মঙ্গল জানিতে ইচ্ছা করে যেই জন ।
পরম ব্রহ্মেতে সদা হয় নিমগন ॥
গুরুর স্মরণ লয় যেই মহামতি ।
গুরুকেই আত্মা ভাবে আনন্দেতে অতি ॥
দেবজ্ঞান করি তারে করয়ে সেবন ।
ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করে অনুক্ষণ ॥
যে সকল কার্য্যে হরি সন্তোষিত হয় ।
সেই সব কর্ম্ম শিক্ষা করে সে নিশ্চয় ॥
প্রথমেতে নিজ মন কর বশীভূত ।
অপরেতে সাধুসঙ্গ করিবে বস্তুতঃ ॥

যথোচিত দয়াবান্ হবে ভূতগণে।
ব্রহ্মচর্য্য সরলতা বেদ অধ্যয়নে॥
বৃথা বাক্য নিরন্তর সেই নাহি কয়।
অহিংসা দ্বন্দ্বেতে যার সমভাব হয়॥
আত্মদৃষ্টি ভিন্নদৃষ্টি সমান তাহার।
গৃহাদিতে অভিমান শূন্য সদা তার॥
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে থাকে সেইজন।
যদি বাস করে সেই প্রদেশে বিজন॥
ছিন্ন বস্ত্র সদা যদি পরিধান করে।
তথাপি সন্তোষ সদা পাইবে অন্তরে॥
ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করি অনুক্ষণ।
অন্য শাস্ত্র নাহি নিন্দে কভু সেই জন॥
কায়-মনো-বাক্যে সেই হয় সুসংযত।
সত্য-শম-দমে বশ হয় অবিরত॥
আর ভাবে সর্ব্বময় বিশ্বের ঈশ্বর।
হরিগুণ-শ্রবণেতে সর্ব্বদা তৎপর॥
হরির উদ্দেশে করে কার্য্য সমুদয়।
সাধুকার্য্য ইষ্ট নামে সদা রত রয়॥
আত্মার নিতান্ত প্রিয় সাধুকার্য্য যত।
তাহাতেই সর্ব্বক্ষণ হয় অনুরত॥
দারা সুত গৃহ প্রাণ সদা সর্ব্বক্ষণ।
ঈশ্বরের পদে সব করে সে অর্পণ॥
কৃষ্ণময় আত্মা আর কৃষ্ণ-নাম সার।
তার সহ করিবেক মিত্র ব্যবহার॥
স্থাবর জঙ্গম আর এই দুই স্থলে।
মানব সকল আর যত সাধুদলে॥
এর মাঝে ভগবদ্ভক্ত যত জন।
তাহাদের সর্ব্বক্ষণ করিবে পূজন॥
অনুরাগ তুষ্টি আর পবিত্র কথন।
আত্মার সকল দুঃখ করিতে মোচন॥
এ সব করিবে শিক্ষা ভক্তির সহিত।
হরিরে স্মরণ করা তাহার উচিত॥
কৃষ্ণ-অনুগত চিত্ত হইবে যখন।
কভু হাস্য কভু নিত্য কখন ক্রন্দন॥
কখন বা করিবেক আনন্দ প্রকাশ।
অলৌকিক রূপে কভু কহিবেক ভাষ॥
কখন করিবে সুখে হরি অভিনয়।
কৃষ্ণের সহিত প্রেমে হবে বাক্য-ব্যয়॥
এরূপে পাইবে সেই পতিত-পাবন।
অন্তরে সন্তোষ সদা করিবে ধারণ॥
এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম কর্ম্ম যত।
শিখিতে শিখিতে হবে কৃষ্ণ-অনুগত॥
তাহাতে দুস্তর ভব-সিন্ধু হবে পার।
ওহে নরপতি শুন বাক্য সুধা সার॥
নারদের মুখে শুনি এ হেন বচন।
বাসুদেব আনন্দিত হ'লেন তখন॥
সূত কহে অতঃপর শুনহ রাজন।
বসুদেবে যা কহিল নারদ সুজন॥
সেই সুধাময় বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
করযোড়ে নিমিরাজ কহে ঋষিগণে॥
ব্রহ্মবিদ্-মাঝে শ্রেষ্ঠ তোমরা সকলে।
অতি জ্ঞানবান্ ঋষি হও ধরাতলে॥
পরব্রহ্মে কিরূপেতে নিষ্ঠা মোর হয়।
সেই উপদেশ দান কর মহাশয়॥
ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞাত তোমরা সকল।
শ্রবণেতে ঘুচে যাবে যত অমঙ্গল॥
তবে যত মুনিগণ প্রসন্ন হইল।
ব্রহ্মের স্বরূপ তবে কহিতে লাগিল॥
যাঁহা হ'তে এই বিশ্ব হইল সৃজন।
যিনি হন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ॥
কারণ-বিহীন যেই সেই সর্ব্বময়।
স্বপ্ন জাগরণ আর সুষুপ্তি সময়॥
বাহিরে অন্তরে যিনি সদা বর্ত্তমান।
যাঁহাতে জীবিত মম ইন্দ্রিয় পরাণ॥
যাঁহা হ'তে সকলেই নিজকর্ম্মে রত।
পরম সে তত্ত্বজ্ঞান জানিবে সতত॥
প্রবেশিতে নারে মন ভিতরে ইহার।
যেমন স্ফুলিঙ্গ প্রভা করিয়া বিস্তার॥

না পারে অগ্নিকে কভু করিতে দাহন।
সেইমত বাক্য চক্ষু আর বুদ্ধি মন ॥
ইন্দ্রিয়গণের আছে ক্রিয়াশক্তি যাহা।
তত্ত্বজ্ঞান বুঝিবারে নাহি পারে তাহা ॥
জগতে যতেক হয় কার্য্য ও কারণ।
ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত জানিবে এখন ॥
আদিতে যে এক ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়।
সত্ত্ব-রজ-তমোগুণে প্রকৃতি যে কয় ॥
ক্রিয়াশক্তি হেতু তার সূত্র নাম হয়।
জ্ঞানশক্তি হেতু তারে মহৎ যে কয় ॥
অতঃপর হে রাজন্ শুনহ বচন।
সে মহৎ আমি শব্দে খ্যাত অনুক্ষণ ॥
জীবেতে উপাধি প্রাপ্ত নাম অহঙ্কার।
চরমে তিনিই হন ব্রহ্মেতে প্রচার ॥
জনম মরণ তার কভু নাহি হয়।
বিশেষতঃ কভু নাহি বৃদ্ধি নাহি ক্ষয় ॥
অতঃপর কহি শুন তাহার কারণ।
যে সকল বস্তু হয় জন্ম বিনাশন ॥
তাহাদের সাথীরূপে করে অবস্থান।
প্রাণ যথা ইন্দ্রিয়েতে থাকে মতিমান্ ॥
সেইমত ব্রহ্মজ্ঞান জানিবে এখন।
কল্পিত বিবিধরূপে শুন বিবরণ ॥
আর শুন কহি আমি প্রাণের আধার।
অণ্ডজ জরায়ু-স্বেদ-উদ্ভিজ্জাদি আর ॥
সেই প্রাণ জীবে সদা অনুগত হয়।
যখনি ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রাযুক্ত রয় ॥
তখন সে আত্মা কোন না পায় আশয়।
অহংতত্ত্ব সেইকালে বিনাশিত হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কৃপা হয় সেই জনে।
চিত্ত মল নাশ তার জানিবে সেক্ষণে ॥
নির্ম্মল হইলে যথা হয় দরশন।
প্রকাশিত হয় যথা সূর্য্যের কিরণ ॥
সেইমত আত্মতত্ত্ব লভিবে নিশ্চয়।
কহিলাম সার কথা ওহে সদাশয় ॥
রাজা কহে কহ মুনি শুনি কর্ম্মযোগ।
লভিতে পরম জ্ঞান ত্যজি অর্থ-ভোগ ॥
মানবের হয় যাতে নির্ম্মল অন্তরে।
ইহলোক-কর্ম্ম যত বিনাশিত করে ॥
সেই কথা কহ দেব বিস্তারিয়া তবে।
তাহাতে আনন্দ অতি হৃদয়েতে হবে ॥
সনকাদি কাছে আমি পূর্ব্বে একবার।
এই প্রশ্ন করিলাম আনন্দে অপার ॥
আমার প্রশ্নের তারা না দিল উত্তর।
তাহার কারণ দেব বলহ সত্বর ॥
মুনি বলে ওহে নৃপ করহ শ্রবণ।
অকর্ম্ম বিকর্ম্ম আর কর্ম্ম নিবারণ ॥
বেদবাক্য বলি ইহা জানিবে নিশ্চয়।
নহে এ পুরুষ-বাক্য শুন মহাশয় ॥
ঈশ্বরোক্তি বলি সব পণ্ডিতেরা কন।
তাহাতে একান্ত সবে বিমোহিত হন ॥
পরোক্ষবাদীর বেদ কহিনু এখন।
পরেতে কহিব শুন সেই বিবরণ ॥
যেমন বালক প্রতি পিতা-মাতাগণ।
ঔষধ প্রদান করে করিতে শাসন ॥
সেইমত কর্ম্ম-মোক্ষ করিবার তরে।
জীবগণে কর্ম্ম সব উপদেশ করে ॥
রিপুবশে অজ্ঞ হয় শুন সেই জন।
যদি নাহি করে সেই বেদ আচরণ ॥
কর্ম্ম-অনাচার হেতু অধর্ম্ম-সঞ্চয়।
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু লাভ তার হয় ॥
যদ্যপি পুরুষগণ হ'য়ে সঙ্গহীন।
আপন অন্তর করি ঈশ্বরেতে লীন ॥
বেদোক্ত করম যত করে সমাপন।
কর্ম্মযোগ লাভ তার হয় সেইক্ষণ ॥
জীবাত্মার অহঙ্কার করিতে ছেদন।
ইচ্ছা হয় যার মনে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
তাহার বিধান বলি শুন এইবার।
বৈদিক বিধির সহ তন্ত্র-বিধি আর ॥

একত্রেতে দুই বিধি করিয়া মিলন।
সর্ব্বদা করিবে সেই কেশবে অর্চ্চন॥
গুরু-কৃপাবশে তবে মানব-নিকর।
দর্শন করিবে সেই জগৎ-ঈশ্বর॥
নিজ অভিমত মূর্ত্তি মনে মনে গড়ি।
অর্চ্চনা করিবে সেই পরমাত্মা হরি॥
প্রতিমা-সম্মুখে দেহ করিয়া নির্ম্মল।
প্রাণায়াম আদি করি হ'য়ে অচঞ্চল॥
ভূতশুদ্ধি আদি করি শরীর শোধিবে।
তদন্তর সর্ব্বময় হরিকে পূজিবে॥
প্রতিমা আদিতে কিংবা আপন হৃদয়ে।
অর্চ্চনা করিবে হরি মূলমন্ত্র ল'য়ে॥
অঙ্গ ও উপাঙ্গ আর সহ পরিবার।
পাদ্য অর্ঘ্য দানে পূজা করিবে তাঁহার॥
ধূপ দীপ আদি আর সুগন্ধি চন্দন।
আতপ তণ্ডুল মালা নৈবেদ্য রচন॥
নিজ নিজ মূল মন্ত্র করি উচ্চারণ।
ভক্তিভাবে করিবেক তাঁহাকে পূজন॥
এইরূপ বিধিমত পূজা সমাপিয়া।
স্তবন করিবে হরি প্রণতি করিয়া॥
আপনারে কৃষ্ণময় করিয়া চিন্তন।
আনন্দে করিবে সেই হরির পূজন॥
আর সে নির্ম্মাল্য তথা মস্তকে ধরিবে।
পূজিতে হৃদয়-স্থানে স্থাপন করিবে॥
এইরূপে জল আদি সূর্য্য হুতাশন।
ঈশ্বর আত্মাকে যেই করিবে অর্চ্চন॥
অনায়াসে মুক্ত হবে সে জন ত্বরায়।
মুক্তির বিধান আমি কহিনু তোমায়॥
রাজা কহে ঋষিবর কহ সে কাহিনী।
ইচ্ছায় জনম ল'য়ে ভগবান্ যিনি॥
করিয়াছিলেন যেই কার্য্যের সাধন।
আর কিবা কার্য্য সব করেন এখন॥
কিংবা আর যেই কার্য্য পরেতে হইবে।
কৃপা করি সেই কথা আমারে কহিবে॥
তাহাতে আনন্দ মম হইবে উদয়।
কৃপা করি সেই কথা কহ সমুদয়॥
মুনি কহে শুন সেই অপূর্ব্ব কথন।
অন্তরের গুণ কেবা করিবে গণন॥
অন্তরে বাসনা যার সেই মন্দমতি।
আশ্চর্য্য কথন এবে শুন নরপতি॥
জগতের ধূলি যদি পারে গণিবারে।
ঈশ্বরের গুণ তবু গণিতে না পারে॥
সর্ব্বশক্তিময় যিনি অখিল-আধার।
কার সাধ্য করিবারে সংখ্যা কভু তার॥
পঞ্চভূত আপনি যে করিয়া সৃজন।
ব্রহ্মাণ্ড শরীর তাহে করিয়া গঠন॥
নিজ অংশে তাহাতেই নিজে প্রবেশিল।
পুরুষ নামেতে হরি সংজ্ঞাত হইল॥
এই ত্রিভুবন যত হয় দরশন।
তাঁহার শরীর-মাত্র জানিবে এখন॥
তাঁহার ইন্দ্রিয় হ'তে দেহধারিগণ।
পাইল উভয়বিধ ইন্দ্রিয় তখন॥
আপনি স্বরূপ সেই ভূতগণ হ'তে।
জীবে জ্ঞানযোগ পায় শুন বিধিমতে॥
আর তাঁর প্রাণ হ'তে শুন মহাশয়।
জীবগণে দেহশক্তি নির্ম্মিত যে হয়॥
ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়া-শক্তি জনম হইল।
সত্ত্বাদি গুণেতে বিভু জগৎ সৃজিল॥
স্থিতি লয় কার্য্য তিনি আদি সর্ব্বসার।
রজোগুণে সৃষ্টিকার্য্য ব্রহ্মা প্রতি ভার॥
যজ্ঞপতি সত্ত্ব দ্বারা জগৎ-পালক।
দ্বিজ ধর্ম্ম কর্ত্তা বিষ্ণু জ্ঞাত সর্ব্বলোক॥
তমোগুণে ধ্বংস-কার্য্য রুদ্রের গ্রহণ।
যাহা হ'তে হয় সেই জীবজন্তুগণ॥
আপন ইচ্ছায় এই সংসারেতে রয়।
যাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি হয় হে প্রলয়॥
অনাদি পুরুষ সেই শুনহ বচন।
কহিব জন্মের কথা অপূর্ব্ব কথন॥

দক্ষের দুহিতা সেই ধর্ম্মের রমণী।
তাঁর গর্ভে নারায়ণ জন্মিল আপনি॥
কর্ম্মমত উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
নিজকর্ম্ম ছাড়ি করে ধর্ম্ম আচরণ॥
অদ্যাবধি সেই পদ যত ঋষিবরে।
সেবন করেন নিত্য সানন্দ অন্তরে॥
উৎকট তপস্যা করে ঋষি নারায়ণ।
শঙ্কিত হইল হেরি দেবেন্দ্র তখন॥
অন্তরেতে শচীপতি করিল চিন্তন।
তপোবলে বিষ্ণুধাম করিবে গ্রহণ॥
এইমত ইচ্ছা মনে হইল উদয়।
তবে সে মর্দনে ডাকে ইন্দ্র মহাশয়॥
মদনে কহিল তবে সর্ব্ব বিবরণ।
যোগভঙ্গ হেতু ইন্দ্র কহিল তখন॥
শচীপতি-আজ্ঞা পেয়ে তবে রতিপতি।
ল'য়ে নিজ সহচর করিলেন গতি॥
বদরিকাশ্রমে তবে উপনীত হ'য়ে।
হানিলেন দৃষ্টিবাণ রমণী-নিচয়ে॥
না জানি প্রভাব তার যতেক রমণী।
কটাক্ষ-বাণেতে বিদ্ধ করিল অমনি॥
আদি দেব তবে তত্ত্ব জানিল অন্তরে।
ইন্দ্রকৃত অপরাধ দরশন করে॥
ক্রোধশূন্য হ'য়ে দেব হাসিল তখন।
পাপভয়ে মদনের হইল কম্পন॥
তাহা দরশনে দেব সাদরে কহিল।
মদনের প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥
শুন কহি কামদেব আমার বচন।
বৃথা ভয়ে কেন তব হ'তেছে কম্পন॥
গ্রহণ করহ পূজা সবে মোর কাছে।
অতিথির সেবা-বিধি মোর জানা আছে॥
এইমত নারায়ণ কহিল যখন।
লজ্জাভরে নতশিরে কহিল মদন॥
ওহে দেব তুমি হও মায়ার নিদান।
এ নহে আশ্চর্য্য কার্য্য ওহে মতিমান্॥
যেই জন হয় নাথ তব সেবাপর।
দৈবকৃত বিঘ্ন তার ঘটয়ে বিস্তর॥
কিন্তু নাথ তোমা প্রতি মন যার ধায়।
তারা করে পদাঘাত বিঘ্নের মাথায়॥
কেহ কেহ ইন্দ্রিয়েরে করিয়া বিজয়।
আমোদে উন্মত্ত হ'য়ে ক্রোধবশ হয়॥
অনায়াসে ত্যজে সেই তপস্যা দুষ্কর।
গোষ্পদেতে ডুবে মরে সেই মূর্খ নর॥
এরূপ কহিতেছিল মদন যখন।
আর যত ছিল সঙ্গে সহচরগণ॥
তাদের দেখায় মুনি অদ্ভুত মূরতি।
অলঙ্কৃতা অপরূপ সুন্দরী যুবতী॥
সেই সব নারীগণ একান্ত অন্তরে।
শ্রীহরির পাদপদ্মে সবে সেবা করে॥
দেব-অনুচর যত তাহা নিরখিল।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী সম মনেতে মানিল॥
তাহাদের রূপে সবে বিমোহিত হয়।
হতশ্রী হইয়া তথা দাঁড়াইয়া রয়॥
দেবগণ প্রতি তবে সহাস্য বদনে।
নারায়ণ কহিলেন আনন্দিত মনে॥
এই যে দেখিছ যত সুরূপা সুন্দরী।
স্বর্গেতে লইয়া যাও একজনে বরি॥
তাহারে করিবে সেই স্বর্গের ভূষণ।
সার কথা তোমাদেরে কহিনু এখন॥
তবে যত দেবগণ তাঁহার আজ্ঞায়।
দেবতা-বন্দিনীরূপে ঊর্ব্বশীরে চায়॥
তবে হরিপদে সবে করি নমস্কার।
স্বর্গেতে গমন করে আনন্দে অপার॥
দেবেন্দ্র-সভাতে সবে উপনীত হয়।
প্রণতি করিয়া পরে কহে সমুদয়॥
সভায় বসিয়াছিল যত দেবগণ।
নারায়ণ-কীর্ত্তি যাহা করিল শ্রবণ॥
শ্রবণেতে সুরপতি বিস্ময় মানিল।
ভয়েতে অন্তর তার কাঁপিয়া উঠিল॥

আর শুন নরপতি বিশেষ বচন ।
মহামুনি দত্তাত্রেয় সনক-নন্দন ॥
আর আমাদের পিতা সর্ব্ব-গুণাধার ।
ভগবান্ ঋষভ সে বিষ্ণুর আকার ॥
বিশ্বের মঙ্গল হেতু অংশরূপ হয় ।
অবতীর্ণ অবনীতে যোগ সবে কয় ॥
হয়গ্রীব অবতারে শ্রীমধুসূদন ।
যত সব বেদ তাহা করে আহরণ ॥
মৎস্য অবতারে হরি ঔষধে রাখিল ।
মনু ইলা প্রতি দেব দয়া প্রকাশিল ॥
জল হ'তে পৃথিবীরে করিতে উদ্ধার ।
অঙ্কেতে রাখিয়া দৈত্য করিল সংহার ॥
কূর্ম্ম অবতারে গিরি পৃষ্ঠেতে ধরিল ।
সমুদ্র-মন্থনে তবে অমৃত উঠিল ॥
কুম্ভীরের মুখ হ'তে গজেন্দ্র-মোচন ।
গোষ্পদে পতিত বালখিল্য মুনিগণ ॥
নিজ কৃপাবলে হরি তাদের রাখিল ।
ব্রহ্মহত্যা পাতকেতে ইন্দ্রে বাঁচাইল ॥
অসুর-গৃহেতে বদ্ধ দেবের যুবতী ।
সে বিপদ্ হ'তে রক্ষা করে বিশ্বপতি ॥
নরসিংহ-রূপ দেব করিয়া ধারণ ।
মহাদৈত্য-রাজে তবে করিল নিধন ॥
অংশরূপ হ'ল হরি দেব উপকারে ।
দেবাসুরে যুদ্ধ যবে হয় বারে বারে ॥
মহাদৈত্যগণে যবে করিয়া সংহার ।
মহাভার হরি ধরা করিল উদ্ধার ॥
বামন-রূপেতে দেব বলিরে ছলিল ।
ভিক্ষাচ্ছলে তিন লোক হরণ করিল ॥
তাহা দান করে দেব অদিতি-তনয় ।
ভার্গবরূপেতে নাশে বংশ সে হৈহয় ॥
নিঃক্ষত্রিয়া ধরা করে তিন সপ্ত বার ।
পুনঃ রাম বাঁধিলেন সাগর অপার ॥
লঙ্কাপুরে বধ হরি করে দশাননে ।
সীতাপতি রামচন্দ্র পাপ বিনাশনে ॥
মনুজগণের পাপ হেলায় হরিল ।
কীর্ত্তিশালী জয়ভাগী তাহাতে হইল ॥
পুনশ্চ অবনীভার করিতে মোচন ।
যদুকুলে করিলেন জনম-গ্রহণ ॥
দেবতার মন্দ কার্য্য করিতে সাধন ।
যজ্ঞের অপাত্র যত নাশি দৈত্যগণ ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই জ্ঞান দিল ।
তাহাতে তাহারা সবে মোহিত হইল ॥
পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন ।
কলিতে আছয়ে যত শূদ্র রাজগণ ॥
তাহাদের করিবেন নিশ্চয় সংহার ।
এইরূপে নারায়ণ জগতের সার ॥
বার বার কতবার জনম লইল ।
অবতার-রূপে কত কর্ম্ম সমাপিল ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা তুল্য কিছু নাই ।
শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নাহি জগৎ-গোঁসাই ॥
কৃষ্ণকথা ভাগবতে হয় প্রকাশিত ।
সেহেতু এ ভাগবত সবার আদৃত ॥
যেইজন ভাগবত ভক্তিভরে পড়ে ।
সেইজন নাহি পড়ে কুগ্রহের ফেরে ॥
পড়িবে শুনিবে যেই কৃষ্ণ-উপাখ্যান ।
অন্তিমে বৈকুণ্ঠে সেই করিবে পয়ান ॥

সুবোধ রচিত গীত শ্রবণে মধুর ।
শুনহ মানব সবে পাপ হবে দূর ॥

ইতি বসুদেব-নারদ সংবাদ ।

তৃতীয় অধ্যায়

জায়ন্তয়োপাখ্যান

ঋষিবাক্যে নৃপতির আনন্দ অপার।
করযোড়ে হরিকথা জিজ্ঞাসে আবার॥
কহ শুনি মহামতি অপূর্ব্ব কথন।
অনেকে যে নারায়ণে না করে ভজন॥
অতএব বিস্তারিয়া কহ মুনিবর।
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় যত নর॥
আমার নিকটে পূর্ব্বে কহিলে আপনি।
বিঘ্ন নাহি মানে কৃষ্ণভক্ত গুণমণি॥
বহু বিঘ্ন ঘটে তার অভক্ত যে জন।
তাহাদের কিবা দশা হইবে ঘটন॥
সেই কথা মহামুনি বলহ আমায়।
পাইব পরম তত্ত্ব তোমার কৃপায়॥
রাজার বচনে তবে সানন্দ অন্তরে।
মুনিবর সম্বোধিয়া কহে নৃপবরে॥
শুন নরপতি সেই গুণত্রয় হ'তে।
ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ জন্মিল জগতে॥
ভিন্ন ভিন্ন চারি বর্ণ লভিল জনম।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহি মনোরম॥
মুখ হ'তে বিপ্র জন্মে ক্ষত্রিয় হস্তেতে।
ঊরু হ'তে বৈশ্য জন্মে শূদ্র চরণেতে॥
এই চারি বর্ণ-মধ্যে আছে যত জন।
যে পুরুষ হ'তে জন্ম শুন বিবরণ॥
ইহাদের মধ্যে সেই তাঁরে না ভজয়।
পরম পুরুষে যার ঘৃণার উদয়॥
নিশ্চয় জানিবে সেই হয় মূঢ়মতি।
নিশ্চয় হইবে তার নরকেতে গতি॥
আর এক কথা নৃপ কহি যে তোমায়।
হরির কীর্ত্তন যেই মানবে না গায়॥
অজ্ঞতায় শ্রীহরির না জানে ভজন।
শূদ্রজনগণ আর যত নারীগণ॥
ইহাদের প্রতি দয়া উপযুক্ত হয়।
অনুকম্পা-পাত্র এরা সকল সময়॥
আর এক কথা নৃপ করহ শ্রবণ।
জন্ম আদি কার্য্য যত আর অধ্যয়ন॥
এ সকল কার্য্যকারী যত জীবচয়।
শ্রীহরি-চরণ-প্রান্তে উপনীত হয়॥
বেদোক্ত যে অর্থবাদ হ'য়ে অবগত।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মুগ্ধ অবিরত॥
কর্ম্মে অপণ্ডিত তারা জানিবে নিশ্চয়।
অবিনয়ী মূর্খ সব হয় দুরাশয়॥
মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ হয় সেই মূঢ়জন।
তাহাতেই কহে সব অদ্ভুত বচন॥
রজোগুণে মুগ্ধ যারা শুন নরবর।
তাহাদের ইচ্ছা হয় অতি ভয়ঙ্কর॥
কামেতে উন্মত্ত তারা সদা সর্ব্বক্ষণ।
মহাক্রোধী হয় যেন বিষধরগণ॥
অহঙ্কারী অভিমানী হয় পাপাচার।
কৃষ্ণভক্ত সাধুগণে করে অনাচার॥
কামিনীর বশীভূত সেই সব জন।
সর্ব্বদা মৈথুন-সুখে হয় যে মগন॥
সেইস্থানে থাকে সবে সানন্দ অন্তরে।
মঙ্গলের কথা তথা কহে পরস্পরে॥
নাহি করে অন্নদান দক্ষিণা বিধান।
যাগ-কার্য্য করে যেই না করিয়া দান॥
না জানিয়া হিংসা দ্বেষ করে যেই জন।
জীবিকার তরে পশু করয়ে নিধন॥

অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে অন্ধপ্রায় হয়।
সাধু আর শ্রীহরিকে অবজ্ঞা করয়॥
আর শুন নরপতি মূর্খ যত জন।
দেহীর দেহেতে থাকে আকাশ মতন॥
বেদ গান তারা কভু না করে শ্রবণ।
মনোরথ সিদ্ধ করে করি আলাপন॥
স্ত্রী-সঙ্গম মদ্যপান আমিষানুরত।
ইহাদের বিধি নাই শাস্ত্রেতে সম্মত॥
প্রচলিত বিবাহাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
এ সকল কার্য্য আছে নিশ্চয় বিধানে॥
ইহাদের নিবৃত্তি যা' করহ শ্রবণ।
অভীষ্ট বলিয়া তারে কহে সর্ব্বজন॥
আর যেই ধর্ম্ম হ'তে মুক্তির স্বরূপ।
উত্তম সে লভে শান্তি আশা অনুরূপ॥
সেই ধর্ম্ম একমাত্র অর্থের যে ফল।
তাহার যেরূপ কর্ম্ম কহি সে সকল॥
এই সব মূঢ়জন লয় সেই ধন।
দেহাদি পালন করে তাহারে যেজন॥
দেহেতে যে মহাবীর্য্য শুন নরবর।
মৃত্যুকে না দেখে কভু তাহার অন্তর॥
সুরার আঘ্রাণ যাহা তাহাই ভক্ষণ।
পশুগণে হত্যা করে যত দুষ্টগণ॥
দেবের উদ্দেশে যেই পশু বধ করে।
হিংসা বলি নাহি হয় জানিবে অন্তরে॥
এরূপ আছয়ে বিধি শুন মহামতি।
ভক্ষণার্থ পশুবধে বড়ই দুর্গতি॥
আর শুন কহি আমি বিবাহ বিহিত।
সন্তান কারণে লবে যুবতী নিশ্চিত॥
এরূপ নিয়ম হয় সন্তান কারণ।
কামরিপু চরিতার্থ নহে কদাচন॥
এরূপ বিধান যেবা নাহি জ্ঞাত হয়।
গর্ব্বিত অসাধু তারা নিষ্ঠুর হৃদয়॥
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে পশু হনন যে করে।
তাহে কিছুমাত্র দয়া না হয় অন্তরে॥
যেই পশুগণে তারা করয়ে নিধন।
সে পশু তাদের পরে করয়ে ভক্ষণ॥
ব্যভিচার করি যারা করে বিষ্ণুদ্বেষ।
পুত্রাদি সহিত তারা পায় অতি ক্লেশ॥
এই দেহে বাহ্য স্নেহ করে যেই জন।
নিশ্চয় তাহার নৃপ জানিবে পতন॥
স্নেহবশে মূর্খতাও তাদের নিশ্চয়।
তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র না হয় উদয়॥
পবিত্র আত্মাকে সবে সেই মূঢ়জন।
অপবিত্র বলি সদা করে নিরূপণ॥
অজ্ঞানেতে জ্ঞানগর্ব্ব যেই জন হয়।
অশান্ত তাহার কভু বাঞ্ছা সিদ্ধ নয়॥
সর্ব্বক্ষণ দুঃখভোগ করে সেই জন।
আত্মমায়া-বিরচিত গৃহ-সুতগণ॥
সুহৃদ্ বান্ধব সব পরিত্যাগ করে।
নিশ্চয় তাহারা যায় নরক-ভিতরে॥
কহিলাম সার কথা তোমারে এখন।
ভজন-বিহীন জনে বিধি নিরূপণ॥
শুন নরপতি তুমি কহি অতঃপর।
সত্য ত্রেতা কলি যুগ আর যে দ্বাপর॥
এ সকল কালে হরি নানা বর্ণ ধরে।
নানা নামে অবতীর্ণ হন ধরা-'পরে॥
বিবিধ আকার ধরে দেব নারায়ণ।
নানামতে হয় সেই তাদের পূজন॥
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ রূপ।
জটা ও বল্কলধারা অতি অপরূপ॥
অক্ষদণ্ড হাতে চর্ম্ম উপবীত ধরে।
অপরূপ কমণ্ডলু শোভে তাঁর করে॥
সে কালের লোক যত শান্ত অতিশয়।
হিংসাশূন্য চিন্তাশীল জানিবে নিশ্চয়॥
সমভাব হ'য়ে দেব করেন পূজন।
শত দম লাভ তাহে শুনহ রাজন্॥
তাহাদের কথা হয় বর্ণনা-অতীত।
শুদ্ধ ভাব হয় তাহা সবে এক চিত॥

হংস ধর্ম্ম যোগেশ্বর অমল ঈশ্বর।
সুপর্ণ বৈকুণ্ঠ আর পুরুষ প্রবর ॥
এইকালে নারায়ণ নানাবিধ নামে।
সাধুগণ গায় গীত এই বিশ্বধামে ॥
ত্রেতাযুগে মহারাজ কহি বিবরণ।
চতুর্ব্বাহু ত্রিমেখল রক্তিম বরণ ॥
পিঙ্গকেশ বিভূষিত জানিবে নিশ্চিত।
স্রক্ স্রব আদি চিহ্নে থাকয়ে চিহ্নিত ॥
সে কালে জানিবে সেই মনুজ সকল।
ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী সর্ব্বদা মঙ্গল ॥
হরিকে জানিয়া তবে সর্ব্বদেবময়।
বেদোক্ত বিধিতে সবে তাঁহারে পূজয় ॥
বিষ্ণু আদি নাম তাঁর গীত গায় সবে।
দ্বাপরেতে পীতবাস শুন কহি তবে ॥
শঙ্খ চক্র আদি যত অস্ত্রধারী হয়।
শ্রীবৎসাদি চিহ্ন বক্ষে সুশোভিত রয় ॥
কিরূপেতে করে স্তব শুন কহি তাহা।
পবিত্র হইবে দেহ শ্রবণেতে যাহা ॥
মহারাজ চিহ্নযুক্ত এ ধরা তখন।
বেদ-তন্ত্র-মতে করে হরির পূজন ॥
বাসুদেব হলধর পদেতে প্রণতি।
প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পদে করি নতি ॥
নরঋষি বিশ্বেশ্বর পুরুষ-প্রধান।
বিশ্বরূপী ভূত আত্মা দেব ভগবান্ ॥
ইহা বলি ঈশ্বরের করিত স্তবন।
তারপর শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন ॥
দ্বাপর যুগের কথা কহিনু এক্ষণে।
কলিতে বিবিধ তন্ত্র জানিবেক মনে ॥
সেই কথা কহি এবে শুনহ রাজন্।
কৃষ্ণ-অবতারে যত জ্ঞানী সাধুজন ॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ আর উপাঙ্গের সহ।
কীর্ত্তন করিয়া তাঁরে ভজে অহরহঃ ॥
আর বহুবিধ নাম উচ্চারণ করি।
সাধুজনে সদা পূজে পরম শ্রীহরি ॥
পরম পুরুষ তুমি ধ্যানের কারণ।
মনোবাঞ্ছা-পূর্ণকারী দেব নারায়ণ ॥
জীবে ত্রাণকারী হরি কে জানে তোমায়।
ব্রহ্মা শিব আদি যত তোমারে ধেয়ায় ॥
তোমাতেই সর্ব্বতীর্থ ওহে সর্ব্বসার।
তুমি দেব দামোদর শরণ্য সবার ॥
প্রণত জনেরে দয়া কর দয়াময়।
ভবসাগরের তরী অনাথ-আশ্রয় ॥
অতএব ওহে দেব তব শ্রীচরণ।
একান্তে করিব আমি সর্ব্বদা পূজন ॥
সর্ব্বধর্ম্ম-সার হরি হও মহামতি।
পিতৃ-আজ্ঞা হেতু তুমি বনে কর গতি ॥
ছাড়িলে যে রাজলক্ষ্মী দেবের বাঞ্ছিত।
মায়ামৃগ অনুসরি ভার্য্যার ঈপ্সিত ॥
কলিকালে এইরূপ যত জীবগণ।
বিজ্ঞজনে করে সদা তাঁহার বন্দন ॥
আর শুন মহারাজ কথা সর্ব্বসার।
সকল মঙ্গলময় সেই বিশ্বাধার ॥
যুগে যুগে মানবেরা অতি সমাদরে।
এ কলি যুগের নাম সদা পূজা করে ॥
যাহারা কলির তত্ত্ব জানে বিধিমতে।
সারভাগী আর্য্য যত আছয়ে জগতে ॥
কলির আদর তারা করে পুনঃ পুনঃ।
তাহাদের বাক্য এই মন দিয়া শুন ॥
কেবল করিবে যেই হরি-সংকীর্ত্তন।
পুরুষার্থ লাভ তার হইবে তখন ॥
ইহ-সংসারেতে যারা ভ্রমিয়া বেড়ায়।
ইহাতে পরম লাভ তাহারাই পায় ॥
তাহাতে পরম শান্তি লভে সর্ব্বজন।
সংসার-বন্ধন হ'তে পায় যে মোচন ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী শুন নৃপ মহাশয়।
সত্যযুগে জন্মে যত নর সমুদয় ॥
কলিযুগে তাহাদের জন্ম-ইচ্ছা হয়।
কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয় ॥

শুন নরপতি আমি কহি তোমা তবে।
কোন্ স্থানে প্রজাগণ কৃষ্ণভক্ত হবে॥
তাম্রপর্ণী কৃতমালা কাবেরী যথায়।
মহা পুণ্যবতী নামে মহানদী ধায়॥
মহাপুণ্যা প্রতীচী ও পয়স্বিনী আছে।
বহু হরিভক্ত সদা রবে তার কাছে॥
ওহে লোকনাথ পুনঃ করহ শ্রবণ।
পুণ্যনদী-জলপান করে যেই জন॥
তাহারাই বাসুদেবে ভজে নিরন্তর।
বিশুদ্ধ সর্ব্বদা হয় তাদের অন্তর॥
আর শুন মহাভাগ কার্য্য ছাড়ে যারা।
একান্ত অন্তরে কৃষ্ণে পূজা করে তারা॥
দেবতা কুটুম্ব আর নর পিতৃগণে।
না হয় কিঙ্কর কভু ঋষি প্রাণিজনে॥
যদি কোনমতে তার বিকর্ম্ম ঘটয়।
দূর করিবেন হরি তাহা সমুদয়॥
কহিলাম সর্ব্বকথা তোমারে রাজন।
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত রয় সর্ব্বক্ষণ॥
তবে সে মিথিলাপতি সানন্দ অন্তরে।
ভাগবত-ধর্ম্ম শুনি মুনিপায় ধরে॥
জয়ন্ত ঋষির পুত্রে করিল পূজন।
অন্তর্হিত হইলেন তথা সিদ্ধগণ॥
সভাস্থ সকলে তবে বিস্ময় মানিল।
মুনিগণ হৃষ্টমনে প্রণতি করিল॥
ঋষি-উপদেশে তবে মিথিলার পতি।
আচরি পরম ধর্ম্ম পাইল সদ্গতি॥
অতএব বসুদেব শুনহ বচন।
আপনিও ভক্তি করি করহ সাধন॥
ভাগবত-ধর্ম্ম তুমি করহ আশ্রয়।
পাইবে পরম পদ কহিনু নিশ্চয়॥
আপনার যশে পূর্ণ হ'য়েছে সংসার।
পুত্ররূপে তব গৃহে জগতের সার॥
কৃষ্ণে স্নেহকারী আত্মা তোমাদের হয়।
দর্শনে স্পর্শনে তাহা পবিত্র নিশ্চয়॥
শিশুপাল পৌণ্ড্রক ও শাল্ব নরবর।
বৈরিতা কারণে কৃষ্ণে ভাবি নিরন্তর॥
পাইল পরমগতি তাহার কারণ।
তাই বলি সর্ব্ব আত্মা দেব নারায়ণ॥
না ভাবিও পুত্রভাবে তাঁরে কদাচন।
মায়াময় নর ভাব জানিবে রাজন॥
পরম পুরুষ কৃষ্ণ অনন্ত অব্যয়।
পৃথিবীর মহাভার যত নৃপচয়॥
অসুরাবতারগণে করিতে নিধন।
সাধুগণে রক্ষিবারে দেব নারায়ণ॥
অবনীতে অবতীর্ণ সেই দামোদর।
তাঁহার এ যশ রহে জগৎ ভিতর॥
শুকদেব কহে শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
মহাভাগ বসুদেব দেবকী সহিত॥
এ কথা শ্রবণে দোঁহে হইল বিস্মিত।
অন্তরের মোহ যত হ'ল দূরীভূত॥
ওহে নরপতি শুন পবিত্র অন্তরে।
ভাগবত-কথা সদা শ্রবণ যে করে॥
সংসার-মায়াতে সেই কভু বদ্ধ নয়।
ব্রহ্মপদে মগ্ন সেই জানিবে নিশ্চয়॥
সুবোধ-রচিত গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় ভবমায়া-ভার॥

ইতি জায়ন্তেয়োপাখ্যান।

চতুর্থ অধ্যায়

দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

অতঃপর কহে তবে ব্যাসের নন্দন।
শুন পরীক্ষিৎ আর অপূর্ব্ব কথন॥
কৃষ্ণ-দরশনে তবে দ্বারকা নগরে।
চলিল দেবতা সব সানন্দ অন্তরে॥
দেবগণ পুত্রগণে সঙ্গেতে লইল।
ব্রহ্মলোকবাসী সঙ্গে ব্রহ্মা যে চলিল॥
ভূতগণ সঙ্গে চলে দেব মহেশ্বর।
দেবতাগণের সঙ্গে চলে সুরেশ্বর॥
বসুগণ রুদ্রগণ আদিত্যের গণ।
অশ্বিনীকুমারদ্বয় গন্ধর্ব্ব চারণ॥
অঙ্গিরাদি সাধু আর নাগগণ যত।
অপ্সরা কিন্নর আদি চলে শত শত॥
ঋষিগণ পিতৃগণ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
কৃষ্ণ-দরশনে সবে চলিল সত্বর॥
কৃষ্ণরূপে মনোহর আকার ধারণ।
করিবারে মানবের পাপ বিমোচন॥
করিল অতুল যশঃ জগতে বিস্তার।
সার কথা কহি তোমা কাছে এইবার॥
তবে দ্বারকায় আসি যত দেবগণ।
অদ্ভুত-দর্শন সবে করে নিরীক্ষণ॥
শূন্য হ'তে পুষ্পরাশি হয় বরিষণ।
করযোড়ে করে সবে কৃষ্ণের স্তবন॥
ওহে নাথ দয়াময় পরম কারণ।
কর্ম্মময় দৃঢ়পাশ করিতে ছেদন॥
ভাবুকেরা সর্ব্বক্ষণ ভাবিয়া অন্তরে।
যেই পদ সর্ব্বক্ষণ মনে চিন্তা করে॥
মন প্রাণ বাক্য বুদ্ধি করিয়া সংযত।
সে পদারবিন্দে মোরা হইনু প্রণত॥
আপনি অজিত দেব চরাচরময়।
মায়াগুণে অবস্থিত জানি হে নিশ্চয়॥
ত্রিগুণ মায়াতে ধরা করিয়া সৃজন।
আপন ইচ্ছায় কর নিধন পালন॥
কিন্তু তাহে লিপ্ত তুমি নও মহামতি।
ক্রোধ-বিরহিত দেব তুমি বিশ্বপতি॥
তব গুণ শ্রবণেতে যত যোগিগণ।
আনন্দ-সাগরে সবে হয় যে মগন॥
বিদ্যা শ্রুতি অধ্যয়ন আর তপস্যায়।
সেরূপ আনন্দ কভু মনেতে না পায়॥
জগতের পূজ্য তুমি ওহে বিশ্বপতি।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি অনাথের গতি॥
ওহে দেব মুনিগণ মোক্ষের কারণ।
প্রেমেতে হৃদয়ে ভাবে তোমার চরণ॥
ঐশ্বর্য্য লভিতে বিভু তব ভক্ত যত।
বাসুদেব আদি মূর্ত্তি পূজে অবিরত॥
আর যত মহামতি শান্ত সদাশয়।
ভক্তিভাবে সর্ব্বক্ষণ অর্চ্চনা করয়॥
পাইতে বৈকুণ্ঠপুরী বাসনা মনেতে।
তব পদ পূজে তাই মহা আনন্দেতে॥
বেদ-বিধিমতে যত যজ্ঞকারিগণ।
সর্ব্বক্ষণ করে তারা তোমার অর্চ্চন॥
মায়াকে জিনিতে ইচ্ছা যেই জন করে।
অধ্যাত্ম-রূপেতে চিন্তে সেই দেবেশ্বরে॥
জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু ভাগবতগণ।
সর্ব্বক্ষণ যে চরণ করেন চিন্তন॥
দিয়া সে অভয় পদ আমাদের প্রতি।
বিষয়-বাসনা নাশ কর শীঘ্রগতি॥

ওহে দেব বিশ্বপতি বিশ্বের কারণ।
যে পদে হইল গঙ্গা পাপ-বিনাশন॥
অভয় ও ভয়প্রদ দেবাসুরগণে।
স্বর্গগামী হয় ভজি তব শ্রীচরণে॥
সাধুগণ স্বর্গগত চরণ-কৃপায়।
খলের দুর্গতি তুমি কর এ ধরায়॥
বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা আদি হ'য়ে পীড্যমান।
তব অনুবর্ত্তী সদা ওহে ভগবান্॥
হে দেব পুরুষোত্তম তব ও চরণ।
আমাদের করে যেন মঙ্গল সাধন॥
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি পুরুষ প্রকৃতি।
তোমাতে সৃজিল বিশ্ব তোমাতেই স্থিতি॥
তুমি হও এ বিশ্বের নাশের কারণ।
মহাকালরূপী তুমি দেব নারায়ণ॥
উত্তম পুরুষ তুমি ওহে সর্ব্বাধার।
পুরুষ প্রকৃতিরূপে তুমিই সংসার॥
স্থাবর জঙ্গম আছে এ সংসারে যত।
তোমাতে উৎপত্তি সব তব অনুগত॥
মায়াময় সর্ব্বাশ্রয় অনাদি কারণ।
বিষয়াদি ভোগে মত্ত নহ কদাচন॥
ষোড়শ সহস্র পত্নী ভুবন-মাঝারে।
তব মন মুগ্ধ নাহি করিবারে পারে॥
তব পাদ-প্রক্ষালন-জল সমুদয়।
ত্রিলোকের পাপনাশে সমর্থ যে হয়॥
এইরূপে একত্রেতে দেবগণ যত।
শঙ্কর সহিত ব্রহ্মা স্তব করে কত॥
নমস্কার করি পদে দেব সৃষ্টিপতি।
অন্তরীক্ষ হ'তে তবে কহে হরি প্রতি॥
পূর্ব্বের কাহিনী নাথ করহ শ্রবণ।
পৃথিবীর মহাভার করিতে হরণ॥
কহিলাম সবে মিলি নিকটে তোমার।
সেই কার্য্য অবহেলে করিলে উদ্ধার॥
সাধুগণে শিখাইয়া ধর্ম্মের আচার।
স্থাপিলে অশেষ কীর্ত্তি সংসার-মাঝার॥
যদুবংশে অবতীর্ণ রূপ মনোহর।
করিলে আশ্চর্য্য কার্য্য ভারত-ভিতর॥
কি আর কহিব মোরা ওহে বিশ্বপতি।
কলিতে তোমার নামে ঘুচে যে দুর্গতি॥
তোমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
তোমার অতুল যশ গাহিবে যে জন॥
মহাপাপ হ'তে সেই পাইবে নিস্তার।
হে দেব পুরুষোত্তম জগৎ-আধার॥
যদুবংশে অবতীর্ণ হ'য়ে বিশ্বপতি।
উদ্ধারিলে দেবকার্য্য কৌশলেতে অতি॥
যদুবংশ ব্রহ্মশাপে প্রায় বিনাশিত।
অতএব এবে যদি হয় হে বিহিত॥
তবে নাথ নিজ ধামে চলহ এখন।
পরিত্রাণ কর আসি ওহে নারায়ণ॥
ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট দেব জনার্দ্দন।
কহিলেন শুন ব্রহ্মা আমার বচন॥
তোমাদের কার্য্যে রত সদা সর্ব্বক্ষণ।
পৃথিবীর ভার নাশ হ'য়েছে এখন॥
এক্ষণেতে মহাবীর্য্য যাদব সকলে।
গ্রাসিতে উদ্যত এবে নিজ বীর্য্যবলে॥
সমুদ্র-কূলেতে যথা সাগর-রক্ষিত।
তেমতি যাদবগণ আমার আশ্রিত॥
সেই হেতু দেবগণ শুনহ বচন।
যদ্যপি তাদের রাখি করি হে গমন॥
তা হ'লে তোমরা সবে জানিও নিশ্চয়।
যাদব হইতে ধরা হইবেক ক্ষয়॥
এক্ষণে তোমরা সবে জানিবে মনেতে।
এ বংশ হইবে নাশ ব্রাহ্মণ-শাপেতে॥
অতএব শুন কহি ওহে সৃষ্টিপতি।
যদুকুল-অবসানে করিব হে গতি॥
মহাকুল যদুবংশ হইলে নিধন।
নিশ্চয় যাইব আমি বৈকুণ্ঠ-ভবন॥
এই কথা বলি হরি হইলেন স্থির।
দেবগণ চলিলেন মন্দাকিনী-তীর॥

শুকদেব কহে পুনঃ নৃপ সম্বোধনে।
অপূর্ব্ব কাহিনী রাজা শুনহ এক্ষণে॥
এইরূপে মহেশ্বর সৃষ্টির ঈশ্বর।
লোকনাথ সহ কথা কহি তদন্তর॥
কৃষ্ণপদে করি নতি যত দেবগণ।
নিজ নিজ ধামে সবে করিল গমন॥
দ্বারকানগরে পরে শুন পরিচয়।
বিষম উৎপাত তথা হইল উদয়॥
ভগবান্ সেই সব করি দরশন।
সমাগত বৃদ্ধগণে কহিল তখন॥
বৃদ্ধ যত যাদবেরে কহিতে লাগিল।
দেখ এ নগরে মহা অনর্থ হইল॥
দিবসেতে উল্কাপাত হয় দরশন।
বিনা মেঘে হইতেছে অশনি-পতন॥
অগ্নিবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি চারিদিকে হয়।
বিকট রবেতে পশু ক্রন্দন করয়॥
এইরূপে চারিদিকে ঘোর-দরশন।
সর্ব্বদা হতেছে হেন অনর্থ ঘটন॥
আর দেখ যদুকুলে ব্রহ্মশাপ-ভয়।
ইহাতে সন্দেহ মনে হতেছে উদয়॥
অতএব মোর বাক্য শুনহ এখন।
যদ্যপি রাখিতে ইচ্ছা আপন জীবন॥
তা হ'লে আমার কথা শুন স্থির চিতে।
ক্ষণেক উচিত নহে এখানে থাকিতে॥
যদ্যপি রাখিতে চাহ আমার বচন।
অদ্যই প্রভাস-তীর্থে করহ গমন॥
বিলম্ব করিতে মনে যুক্তি নাহি রয়।
প্রভাসে করিলে স্নান পাপমুক্তি হয়॥
দেখ শশধরে দক্ষ শাপ দিয়াছিল।
যক্ষ্মারোগে শশধর মলিন হইল॥
প্রভাস-তীর্থেতে স্নান করি তার পরে।
শাপ হ'তে মুক্তি লাভ করে সে সত্বরে॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে পুনঃ কলা বৃদ্ধি পায়।
তাই বলি সেই তীর্থে চলহ ত্বরায়॥
সেই তীর্থে স্নান করি সবে কুতূহলে।
করিব তর্পণ আদি পিতৃমাতৃকুলে॥
দ্বিজগণে সযতনে করাব ভোজন।
দান আদি কর্ম্ম সব হবে সমাপন॥
তরণী-সংযোগে যথা হয় পারাবার।
সেইমত পাপমুক্তি হইবে সবার॥
শ্রীকৃষ্ণ-বচনে তবে যাদব সকলে।
প্রভাসে চলিল সবে মহা কুতূহলে॥
তীর্থ গমনের হেতু যদুগণ যত।
নানা যান আনয়ন করে শত শত॥
তারপর নরপতি শুনহ বচন।
মহামন্ত্রী উদ্ধব সে করি দরশন॥
নগরেতে অমঙ্গল-চিহ্ন হেরি যত।
মহাবুদ্ধিমান্ হয় কৃষ্ণ-অনুগত॥
কৃষ্ণসহ নির্জ্জনেতে মিলিত হইল।
জগৎ-ঈশ্বর-পদে মস্তক রাখিল॥
মনে মনে এই কথা করিয়া চিন্তন।
কি করি উপায় তবে ভাবিল তখন॥
কৃতাঞ্জলি করি কহে শ্রীকৃষ্ণে তখন।
হে দেবেশ মহাযোগী পরম কারণ॥
যদুকুলগণে তুমি নিশ্চয় বধিবে।
ইহলোক ছাড়ি বিভু স্বধামে যাইবে॥
তাহার কারণ আমি জেনেছি নিশ্চয়।
তোমা হ'তে ব্রহ্মশাপ অবশ্য খণ্ডয়॥
তথাপি সে শাপ তুমি না করি খণ্ডন।
অবশ্য যাদবগণে করিবে নিধন॥
হে কেশব ভবধব শুন মম বাণী।
ও পদ ছাড়িতে নারি শুন চক্রপাণি॥
ক্ষণকাল তব পদ না করি দর্শন।
রহিতে না পারি আমি কমললোচন॥
অতএব দীননাথ অধমের গতি।
দয়া কর দয়াময় এ দাসের প্রতি॥
মোরে সঙ্গে ল'য়ে কর বৈকুণ্ঠ-গমন।
তব পদে করি আমি এই নিবেদন॥

হে কৃষ্ণ করুণাময় মঙ্গল-আধার ।
তব নাম-সুধা কর্ণে পিয়ে বার বার ॥
বিষয়-বাসনা-আশা ত্যজি সর্ব্বজন ।
আমরা কেমনে রব এ মর্ত্ত্য-ভুবন ॥
শয়নে ভ্রমণে স্থিতি ভোজন ক্রিয়ায় ।
মম আত্মা অনুগত রয়েছে তোমায় ॥
বল নাথ কিরূপেতে তোমায় ছাড়িব ।
কেমনে ও পদ নাহি দেখিয়া রহিব ॥
তব উপযুক্ত যত মাল্যাদি চন্দন ।
মহামূল্য হয় যত বসন ভূষণ ॥
তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী আমরা সকলে ।
তব মায়া পরাজয় করি কুতূহলে ॥
ঊর্দ্ধরেতা দিগম্বর সন্ন্যাসী সকল ।
শান্ত সর্ব্বত্যাগী আদি যত ঋষিদল ॥
সকলেই ব্রহ্মধামে গমন করয় ।
কহিলাম সেই কথা ওহে দয়াময় ॥
কিন্তু আমাদের কথা করহ শ্রবণ ।
সংসারের কর্ম্মপথে করিয়া ভ্রমণ ॥
তব যশ গাই তব ভক্তগণ সহ ।
অবিরত তব গুণে চিত্ত পায় মোহ ॥
এ ভব-সাগর নাথ বিষম বিস্তার ।
অনায়াসে হব পার ঘোর অন্ধকার ॥
তাহাতে কিছুই মম নাহিক সংশয় ।
দাসভাবে হরিপদে যেন মতি রয় ॥

সুবোধ রচিল গীত অমৃতলহরী ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শোন মন ভরি ॥

ইতি দেবগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

পঞ্চম অধ্যায়

অবধূত-উপাখ্যান

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন ।
উদ্ধবের প্রতি কহে কমল-লোচন ॥
ওহে মহামতি শুন বচন আমার ।
যে সব বচন তুমি কহিলে এবার ॥
তাহাতে আমার মন জানিবে নিশ্চয় ।
ব্রহ্মা মহেশ্বর আর যত সুরচয় ॥
আমার নিকটে আসি সকলে কহিল ।
বৈকুণ্ঠ-ধামেতে যেতে প্রার্থনা করিল ॥
শুন মহামতি এই পৃথিবী-মাঝারে ।
দেবকার্য্য করিলাম অশেষ প্রকারে ॥
ব্রহ্মার বাক্যেতে আমি যাহার কারণ ।
নররূপে ধরাধামে করি আগমন ॥
বিপ্রশাপে যদুবংশ দগ্ধীভূত হবে ।
কলহ করিবে তারা পরস্পর সবে ॥
এইরূপে যদুবংশ হইবে নিধন ।
আর এক কথা তুমি করহ শ্রবণ ॥
সাগরের জলে এই দ্বারকানগর ।
নিমগ্ন হইবে সপ্ত দিনের ভিতর ॥
ওহে মহাভাগ শুন বচন আমার ।
যখন ছাড়িব আমি বাহ্যিক আকার ॥
অমঙ্গল আসি ত্বরা উপনীত হবে ।
ভয়ানক কলি ধরা গরাসিবে তবে ॥
আর আমি এই ধরা ত্যজিব যখন ।
না রহিবে এই স্থানে তুমি হে তখন ॥

কলিযুগে মানবের জ্ঞান বুদ্ধি যত।
অনায়াসে তাহা সব হইবেক হত॥
অতএব ওহে ভদ্র শুন বাক্য সার।
স্বজন বান্ধব সবে করি পরিহার॥
স্নেহপাশ সমুদয় করিয়া ছেদন।
পূর্ণরূপে আমা প্রতি রাখি নিজ মন॥
সমভাবে সর্ব্বজীবে কর দরশন।
সমভাবে সর্ব্বস্থানে ভ্রম অনুক্ষণ॥
এই যে মহান্ বিশ্ব দরশন হয়।
ঈশ্বর-শরীর ইহা হয় মায়াময়॥
চঞ্চল যাদের মন শুন মহামতি।
ভ্রমই তাদের হয় গুণ-দোষ গতি॥
এই দোষ-গুণে সব কর্ম্ম-ভ্রান্তি হয়।
তোমারে কহিনু তত্ত্ব ওহে সদাশয়॥
শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন।
একান্ত হইয়া শুন কৃষ্ণের বচন॥
ভাগবত-শ্রেষ্ঠ সেই উদ্ধব সুমতি।
ভক্তিতে যুগলপদে করিয়া প্রণতি॥
করযোড়ে মহামতি কহে কৃষ্ণ প্রতি।
কহ যোগেশ্বর মোরে অপূর্ব্ব ভারতী॥
ওহে নারায়ণ তুমি মোরে আদেশিলে।
মুক্তির কারণ সব ছাড়িতে কহিলে॥
কিন্তু দেব এক কথা করি নিবেদন।
বিষয়ে আসক্ত সদা যাহাদের মন॥
আশাত্যাগ তাহাদের বড়ই দুষ্কর।
তাই ভক্তিহীন হয় মায়ামুগ্ধ নর॥
আমি অতি মূঢ়মতি ওহে গুণাকর।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই চরাচর॥
তাহাতে যে পুত্র আদি কলত্র সকল।
আমার আমার করি ভাবি যে কেবল॥
সেই মায়াকূপে হরি আছি হে মগন।
তব উপদেশ এবে করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু নাথ তব পদে প্রণতি আমার।
মায়াপাশ হ'তে যাতে হই হে উদ্ধার॥
সেই শিক্ষা দাও মোরে দেব নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপাময় কহ সে বচন॥
অপূর্ব্ব তোমার মায়া ওহে যোগেশ্বর।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মুগ্ধ নিরন্তর॥
সকলে মোহিত হরি তব মায়াবলে।
লইনু শরণ তব চরণ-কমলে॥
সর্ব্বজ্ঞ মহান্ তুমি অনন্ত অক্ষয়।
অবিনাশী অন্তর্য্যামী ওহে দয়াময়॥
জীবের পরমা গতি তুমি নারায়ণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ॥
উদ্ধবের প্রতি তবে কহে নারায়ণ।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥
পৃথিবীর লোক যত থাকিতে বাসনা।
শান্তি নাহি পায় মনে না পায় সান্ত্বনা॥
আত্মা দ্বারা এ বিষয় হইতে আত্মাকে।
উদ্ধার করিব আমি কহিনু তোমাকে॥
আত্মাই আত্মার গুরু শুনহ উদ্ধব।
পৃথিবীতে দেখিতেছ যত জীব সব॥
একপদ দুইপদ ত্রিপদ প্রভৃতি।
চতুষ্পদ বহুপদ বিবিধ প্রকৃতি॥
বহুরূপ দেহ আছে কহি অকপটে।
পুরুষ-শরীর প্রিয় আমার নিকটে॥
সেই মম প্রিয় হয় জানিবে নিশ্চয়।
আমার বচন কভু অন্যথা না হয়॥
আর শুন কহি যত অপ্রমত্ত জনে।
অতিগূঢ় গুণ-চিহ্ন হেতু দরশনে॥
আমার সন্ধান তারা করে অনুক্ষণ।
পূর্ব্ব ইতিহাস এক কহিব এখন॥

ত্রিপদী

শুকদেব হর্ষে অতি, কহে পরীক্ষিৎ প্রতি,
শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
একদিন যদুরায়, হ'য়ে আনন্দিত কায়,
যথা স্থানে করে বিচরণ॥

অবধূত দরশনে, জিজ্ঞাসিল হৃষ্ট মনে,
শুন দেব আমার বচন।
ওহে অবধূত মোরে, কহ এবে কৃপা ক'রে,
বুদ্ধি কোথা পাইলে এমন ॥
পাইয়া পরম জ্ঞান, হইয়াছে সুবিদ্বান্,
তবে কেন কহ মহাশয়।
সামান্য বালক মত, ভ্রমিতেছ অবিরত,
সেই কথা কহিবে নিশ্চয় ॥
জগতে মানব যত, আয়ুবশে অবিরত,
করে সদা মঙ্গল কামনা।
ধর্ম্মের কারণ সবে, অর্থ হেতু এই ভবে,
সর্ব্বক্ষণ করয়ে বাসনা ॥
আপনি পণ্ডিত অতি, মিষ্টভাষী মহামতি,
তবে কেন হেন অনাচার।
কখন জড়ের ন্যায়, কভু পিশাচের প্রায়,
উন্মত্তের সম ব্যবহার ॥
মনে কিছু বাঞ্ছা নাই, তোমারে জিজ্ঞাসি তাই,
কহ মোরে কৃপা-অবতার।
দেখ এ মনুজগণে, কামলোভ-হুতাশনে,
পুড়ে সদা হয় ছারখার ॥
কিন্তু তুমি মহামতি, তাপযুক্ত হ'য়ে অতি,
গঙ্গাজলে যেমন বারণ।
না হও তাপিত চিত্ত, সদা চিত্ত আনন্দিত,
কহ মোরে প্রকৃত বচন ॥
বিষয়ের ভোগহীন, চিত্ত তব নিশিদিন,
মহানন্দে মত্ত সদা রয়।
তুমি দেব কৃপা ক'রে, সে কারণ কহ মোরে,
তবে হবে প্রফুল্ল হৃদয় ॥
যদুরায়ে সম্বোধনে, কহে দেব তুষ্ট মনে,
শুন কহি প্রকৃত বচন।
মম জ্ঞান সমাশ্রিত, আছে গুরু অগণিত,
তাহা হ'তে শুন বিবরণ ॥
পাইয়া প্রচুর জ্ঞান, ভক্তিযুক্ত হয় প্রাণ,
পর্য্যটন করি যথা তথা।
সত্যপ্রিয় সদাশয়, কহি শুন মহাশয়,
অগণিত গুরুগণ-কথা ॥
পৃথিবী পবন জল, রবি অগ্নি নভস্তল,
সিন্ধু চন্দ্র মীন অজগর।
পতঙ্গ কপোত রুরু, পিঙ্গলারে করি গুরু,
বালক কুমারী মধুকর ॥
প্রজাপতি গজ নাগ, শুন শুন মহাভাগ,
কপোত হরিণ শরকার।
মধুহা প্রভৃতি যত, তারা সব অবিরত,
এ সংসারে গুরু যে আমার ॥
এদের আশ্রয় করি, উপদেশ শিরে ধরি,
ভাল মন্দ করি যে বিচার।
এদের সবার কাছে, চিত্ত যাহা শিখিয়াছে,
সেই কথা কহিব এবার ॥
সেই কথা তোমা কাছে কহি মহাশয়।
যাহা হ'তে যে প্রকার মম শিক্ষা হয় ॥
দৈব অনুগামী যদি হয় কোন জন।
ভূতগণ সদা তারে করয়ে পীড়ন ॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যদি হয় সেই জন।
সত্যপথ কভু সেই না করে লঙ্ঘন ॥
শিখিয়াছি এই জ্ঞান পৃথিবী নিকটে।
শুন শুন হে রাজন কহি অকপটে ॥
পর্ব্বত নিকট শিক্ষা পায় সাধুজন।
একান্ত অন্তরে তাহা করহ শ্রবণ ॥
পর উপকার হেতু চেষ্টা অবিরত।
একান্ত অন্তরে সাধু করিবে নিয়ত ॥
এইরূপ বৃক্ষ-শিষ্য হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ।
নিজ দেহ পরহিতে করিবে পাতন ॥
জ্ঞাননাশ যাতে নাহি হয় নরপতি।
ভেদার্থ কহেন হেন মুনিগণ প্রতি ॥
সর্ব্বদা সন্তোষ তাহে প্রকাশিবে তবে।
ইন্দ্রিয়ের প্রিয় হেতু চঞ্চল না হবে ॥
যোগিগণ নানাধর্ম্ম সেবিয়া সন্তোষে।
আত্মাকে পৃথক্ রাখে গুণে আর দোষে ॥

তাহে নাহি লিপ্ত হবে তাঁহারা কখন।
আর যাহা কহি রাজা করহ শ্রবণ ॥
আত্মদর্শী যোগী এই সংসার-ভিতর।
পার্থিব দেহেতে যুক্ত হয় নিরন্তর ॥
তাহাদের গুণাশ্রয়ী হইয়া তখন।
গন্ধসহ সদাগতি যেরূপ গমন ॥
সেইমত গুণগণে কভু নাহি মেশে।
সার কথা মহামতি কহি শুন শেষে ॥
দেখিছ আকাশ কত বিচিত্র গঠন।
পবন সহিত মেঘ না মিশে কখন ॥
সেরূপ পুরুষ মুক্ত জানিবে তাহায়।
কালসৃষ্ট গুণ কভু স্পর্শে নাহি তায় ॥
নিজগুণে নিত্য প্রেমে লভি অনুক্ষণ।
পবিত্র করয়ে আত্মা শুনহ রাজন ॥
তেজস্বী তপস্বী দীপ্ত হয় অতিশয়।
পরিগ্রহশূন্য মুক্ত-আত্মা যেবা হয় ॥
সেই মুনি সর্ব্বভোজী যথা হুতাশন।
কদাচ না করে তারা মালিন্য গ্রহণ ॥
অগ্নিসম ব্যক্ত কভু অপ্রকাশ রয়।
সাধুগণ-উপাসিত জানিবে নিশ্চয় ॥
ভূত আদি ভবিষ্যৎ যত অমঙ্গল।
দহন করয়ে মুনি দিয়া জ্ঞানবল ॥
দাতার নিকট হ'তে সকল সময়।
সর্ব্বত্র ভোজন করে মুনি সমুদয় ॥
ইচ্ছাময় অগ্নি যথা জানিবে রাজন্।
আপন কায়াতে আত্মা জানিবে তেমন ॥
এ বিশ্বে প্রবেশি সব জীবরূপ হয়।
ঈশ্বর-স্বরূপ তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
দেহের অবস্থা এবে কহিব তোমারে।
জন্ম আর মৃত্যু এই সংসার-মাঝারে ॥
আত্মার অবস্থা এই নহে কদাচন।
যেমন অব্যক্ত গতি কালের কারণ ॥
চন্দ্রকলা মত সব হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।
চন্দ্রের না হয় তাহা কহিনু তোমায় ॥
জলপ্রবাহের গতি কালের ঘটন।
জীবের উৎপত্তি নাশ নিত্য দরশন ॥
আত্মার বিনাশ কভু দৃশ্য নাহি হয়।
শিখার সমান ধ্বংস জানিবে নিশ্চয় ॥
অগ্নির সে ধ্বংস নহে শুনহ রাজন্।
তোমারে কহিব আজ সেই বিবরণ ॥
জলরাশি আকর্ষয় যথা রবিকর।
রিপুবশে ধন লয় তথা যোগিবর ॥
কিন্তু যথাকালে তাহা করয়ে বর্জ্জন।
আর এক কথা নৃপ করহ শ্রবণ ॥
না করিবে অতি স্নেহ কভু কারো প্রতি।
তাহাতে হইবে দুঃখ ঘোরতর অতি ॥
তাহে বিপরীত ফল ঘটিবে নিশ্চয়।
কপোত-কপোতী সম দুঃখ লাভ হয় ॥
শুকদেব কহে রাজা শুনহ বচন।
কোন স্থানে ছিল এক নিবিড় কানন ॥
কপোত-কপোতী সেই বনের ভিতরে।
নিরমিয়া নীড় এক বৃক্ষের উপরে ॥
পরম সুখেতে তথা রহে কিছুদিন।
স্নেহেতে হইল বদ্ধ দোঁহে নহে ভিন ॥
দু'জনে থাকয়ে সুখে নির্ভয় হৃদয়।
কপোতীর মনে যবে যাহা ইচ্ছা হয় ॥
কপোত আনিয়া দেয় সানন্দ অন্তরে।
মনোমত দ্রব্য সব অতি যত্ন ক'রে ॥
কিছুদিন পরে তার গর্ভ সঞ্চারিল।
আপনার নীড়ে কিছু অণ্ড প্রসবিল ॥
কহি শুন নরপতি সে কথা তোমারে।
হরির আশ্চর্য্য মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
সেই মায়া-বলে সেই অণ্ডের ভিতর।
বাহির হইল পরে শাবক সুন্দর ॥
কপোত-কপোতী তবে আনন্দে মাতিল।
তাদের মধুর ধ্বনি শুনিতে লাগিল ॥
তাহাতে দ্বিগুণ হয় সুখের উদয়।
পালিতে লাগিল সবে সানন্দ হৃদয় ॥

পিতা মাতা দুই জনে আনন্দে মগন।
সুকোমল শিশুপক্ষ করিয়া স্পর্শন॥
তাদের কূজন যবে শুনিত শ্রবণে।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইত দু'জনে॥
মুখ মেলি আসে যবে খাদ্যের কারণে।
অপার আনন্দ হয় তাহাদের মনে॥
এরূপে মোহিত তারা বিষ্ণুর মায়ায়।
পালন করিত বৎসে বৃক্ষের শাখায়॥
একদিন শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
পিতা মাতা বাস ছাড়ি করিল গমন॥
খাদ্যের কারণে দোঁহে গমন করিল।
বহুক্ষণে সেই বনে খাদ্য অন্বেষিল॥
এই অবসরে এক লুব্ধক তখন।
বিচরণ-কালে নীড় করি দরশন॥
জালেতে করিল বদ্ধ কপোত-সন্তানে।
হেনকালে দুইজন আসিল সেখানে॥
খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে ল'য়ে নীড়েতে আসিল।
আপন শাবকে জালে আবদ্ধ দেখিল॥
তখন হইল অতি দুঃখিত অন্তর।
চীৎকার করয়ে তারা হইয়া কাতর॥
পরেতে ব্যাধের সহ করিল গমন।
হরির মায়ায় বদ্ধ কপোতীর মন॥
পুত্র-শোকে হতবুদ্ধি হইয়া তখন।
আপন নয়নে হেরি পুত্রের বন্ধন॥
পুত্রের দুর্দ্দশা হেরি অস্থির হইল।
কি হবে উপায় তবে চিন্তিতে লাগিল॥
তাহাতেই জ্ঞানহারা কপোতী হইল।
লুব্ধকের জালে আসি আপনি পড়িল॥
তাহা দরশনে তবে কপোত তখন।
প্রিয়তম পুত্র-পত্নী হেরিল বন্ধন॥
মহাদুঃখে মগ্ন তবে অমনি হইল।
শোকাকুল হ'য়ে কত বিলাপ করিল॥
আমি অতি পাপাশয় অতীব দুর্ম্মতি।
তাইতে আমার আজ হইল দুর্গতি॥
গৃহস্থ-আশ্রমে তৃপ্ত নাহি হ'তে মন।
ত্রিবর্গ সাধন গৃহ বিনষ্ট এখন॥
মোর প্রিয়তমা ভার্য্যা ছাড়িয়া এবার।
গৃহশূন্য করি মোরে করে পরিহার॥
শূন্য গৃহে রাখি করে স্বর্গেতে গমন।
এ জীবনে তবে মোর কিবা প্রয়োজন॥
মৃত দারা মৃত পুত্র জগতে যাহার।
শূন্য-গৃহে কিবা ফল হইবে তাহার॥
অতএব মহামতি করহ শ্রবণ।
জালে বদ্ধ দেখি ভার্য্যা আর পুত্রগণ॥
মৃতপ্রায় সবে তবে করি দরশন।
নিদারুণ দুঃখে পক্ষী হইল মগন॥
আপনি ব্যাধের জালে আসিয়া পড়িল।
মহাহর্ষে ব্যাধ তারে অমনি ধরিল॥
সানন্দ অন্তরে তবে ব্যাধ দুরাশয়।
আপন গৃহেতে যায় ল'য়ে পরিচয়॥
এরূপ অশান্ত হয় যাহার অন্তর।
সুখে দুঃখে গৃহ সেবা করে নিরন্তর॥
কপোত-কপোতী সম দশা প্রাপ্ত হয়।
কুটুম্ব-পোষণে সবে দুঃখিত হৃদয়॥
পাইয়া মানব-জন্ম যেই মূঢ় জন।
গৃহেতে আসক্ত হ'য়ে রহে অনুক্ষণ॥
আরূঢ়-চ্যুতের নামে অভিহিত হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা শুন মহাশয়॥
হে উদ্ধব বুঝি দেখ আপনার মনে।
কপোত-কপোতী সম না হবে ভুবনে॥

সুবোধ-রচিত গীত যে করে শ্রবণ।
অনায়াসে ঘুচে তার সংসারবন্ধন।
ইতি অবধূত উপাখ্যান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পিঙ্গলা-উপাখ্যান

শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর।
অপূর্ব্ব কথন শুন কহি অতঃপর॥
পুনঃ অবধূত সাধু যদুরাজে ধরে।
আসক্তির কথা কিছু কহে সমাদরে॥
দেহিগণে যেইরূপে দুঃখের উদয়।
তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-সুখ জানিবে নিশ্চয়॥
স্বর্গ ও নরক তথা দুই স্থান হয়।
বাঞ্ছা নাহি করে তাহা পণ্ডিত নিশ্চয়॥
অজগর-বৃত্তিধারী উদাসীনগণ।
তাহারা যেরূপে করে আহার গ্রহণ॥
তোমারে কহিব সেই কথা এইক্ষণে।
সরস বিরস কিছু নাহি মানে মনে॥
অথবা অধিক তারা যাহা কিছু পায়।
ইচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাসমাত্র খায়॥
যদি কভু তাহাদের না মিলে ভোজন।
দৈবকে তাহারা করে তখনি স্মরণ॥
ইহা ভাবি ধৈর্য্য ধরি অজগর মত।
নিরাহারে নিরুদ্যমে থাকে অবিরত॥
শয়ন করিয়া থাকে সদা সর্ব্বক্ষণ।
সে তত্ত্ব তোমারে কহি শুনহ এখন॥
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সেই দেহধারী হয়।
মনোবল দেহবল আছয়ে নিশ্চয়॥
করিয়া অকর্ম্মকারী শরীর ধারণ।
নিদ্রাশূন্য হ'য়ে স্বার্থে দৃষ্টি অনুক্ষণ॥
স্তিমিত-প্রবাহ শান্ত সাগরের মত।
গম্ভীর অনন্তপার মুনিগণ যত॥
জলপূর্ণ স্রোতস্বতী বর্ষাতে যেমন।
মহাবেগে সাগরেতে করয়ে গমন॥
তথাপিও স্থিরতর থাকয়ে সাগর।
কদাচ না হয় সেই অতীব দুস্তর॥
সেইমত কৃপাপর হয় মুনিগণ।
কামলুব্ধ হ'য়ে মুগ্ধ না হয় কখন॥
অজিত-ইন্দ্রিয় যারা শুন গুণমণি।
মুগ্ধ সদা হয় তারা পাইয়া রমণী॥
অনলে পতঙ্গ যথা লোভেতে পতন।
সেইরূপ করে এরা নরকে গমন॥
বস্ত্র-অলঙ্কারাবৃত মায়াতে রচিত।
পাইয়া কামিনী-কুল হয় বিমোহিত॥
সেই মূর্খ নষ্টদৃষ্টি প্রলোভিত জন।
অনলে পতঙ্গপ্রায় ত্যজয়ে জীবন॥
পরেতে প্রেমের বৃত্তি করহ শ্রবণ।
মুনিগণ এই বৃত্তি করিবে ধারণ॥
জীবনধারণ হয় শুনহ যাহাতে।
পীড়ন না করে গৃহ কহি যে তোমাতে॥
একমাত্র গ্রাস তথা করিবে গ্রহণ।
অল্প অল্প করি তাহা করিবে ভোজন॥
অলি যথা পুষ্প হ'তে মধুপান করে।
পণ্ডিতেরা সেইরূপ জানিবে অন্তরে॥
ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শাস্ত্র হয় দরশন।
তাহা হ'তে সার মাত্র করয়ে গ্রহণ॥
আর শুন ভিক্ষাদ্রব্য আনি যাহা হয়।
পরদিন জন্য তাহা না করে সঞ্চয়॥
তাহারা মক্ষিকা সম নাশপ্রাপ্ত হবে।
সঞ্চিত সে দ্রব্য আর কদাচ না রবে॥
আর শুন কহি আমি ওহে নরপতি।
দারুময়ী হয় যদি সুন্দরী যুবতী॥

কহি শুন সার কথা ভিক্ষুক যে জন ।
নিজপদে তাহাকেও না করে স্পর্শন ॥
যদ্যপি ভিক্ষুক তারে কভু স্পর্শ করে ।
করিণীর লোভে করী গর্ত্তে যথা পড়ে ॥
প্রাপ্তজনে মনে ভাবি আপন কামিনী ।
গ্রহণ না করে ভাবি মৃত্যু-স্বরূপিণী ॥
দুঃখেতে সঞ্চয় করি লুব্ধ যেই জন ।
ভোগ নাহি করে কিংবা না করে অর্পণ ॥
অর্থবেত্তাগণ তাহা হরে অনায়াসে ।
মধু-লালসাতে যথা মক্ষিকা বিনাশে ॥
সেইমত যতিগণ জানিবে নিশ্চয় ।
নিতান্ত দুঃখেতে গৃহী ধন উপার্জ্জয় ॥
আর এক কথা তুমি শুন মতিমান্ ।
কভু নাহি শুনে তারা নিকৃষ্ট যে গান ॥
ব্যাধগণ-গীতে যথা হরিণ মোহিত ।
তাহার নিকটে এই হইবে শিক্ষিত ॥
সেই কথা শুন এবে ওহে নৃপধন ।
ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক হরিণী-নন্দন ॥
কামিনীর বশীভূত ছিল সর্ব্বক্ষণ ।
নারীদের গ্রাম্য গীত করিত শ্রবণ ॥
নৃত্য-আদি উপভোগ তাহাদের সঙ্গে ।
বশীভূত হয় সেই কামিনীর রঙ্গে ॥
মীন যথা বড়শীতে ক্ষণে বিদ্ধ হয় ।
অজ্ঞান মানব তথা জানিবে নিশ্চয় ॥
জগতে জানিবে তুমি পণ্ডিত যে জন ।
রসনারে পরাজয় করে সে সাধন ॥
আর যত ইন্দ্রিয়কে করে পরাজয় ।
অজ্ঞান মানবে ইহা ক্রমে বৃদ্ধি হয় ॥
যে ব্যক্তি পুরুষ হয় জানিবে এখন ।
অন্য রিপু বশ করে তারা সর্ব্বক্ষণ ॥
কিন্তু যদি রসনারে নাহি করে জয় ।
জিতেন্দ্রিয় বলি তারে কেহ নাহি কয় ॥
রসনা করিলে জয় জিতেন্দ্রিয় মানি ।
তোমারে বিশেষরূপে কহি তত্ত্ববাণী ॥
অপর আসক্তি কথা শুন নরপতি ।
বিদেহ নগরে রহে পিঙ্গলা যুবতী ॥
বেশ্যাকুলে জন্ম তার বেশ্যাধর্ম্মে মন ।
তাহা হ'তে কিছু শিক্ষা শুনহ রাজন ॥
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব এখন ।
লইতে সঙ্কেত-স্থানে নাগরে আপন ॥
পরমা সুন্দরী বেশ করিয়া ধারণ ।
দ্বারদেশে দাঁড়াইল যুবতী তখন ॥
পথেতে গমন করে পুরুষের দল ।
তাহা দেখি ধনলোভ হইল প্রবল ॥
মনে ভাবে আসিয়াছে নাগর আমার ।
পাইব অনেক ধন আমি এইবার ॥
কিন্তু শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন ।
অনেক পুরুষ তথা করিল গমন ॥
কিন্তু তারা অন্য স্থানে অমনি চলিল ।
তবে সে পিঙ্গলা বেশ্যা মনেতে ভাবিল ॥
অবশ্য আসিবে কোন ধনী মহাশয় ।
তাহাতে হইবে বহু ধনের সঞ্চয় ॥
এইরূপ মনে মনে অনেক ভাবিল ।
মনোহর বেশে তথা দাঁড়ায়ে রহিল ॥
এইরূপে নিশাকাল গতপ্রায় হয় ।
ধনলোভে মুখ হয় শুষ্ক অতিশয় ॥
পিঙ্গলা পরেতে যাহা কহিল তখন ।
সেই কথা কহি শুন ওহে মহাজন ॥
যাহাতে আশার পাশ হইবে ছেদন ।
পিঙ্গলার অনুতাপ অপূর্ব্ব কথন ॥
পিঙ্গলা কহিল পরে শুনহ রাজন ।
বিবেকবিহীনা আমি অতি মূঢ়জন ॥
আমি অতি মন্দমতি তাই নিরন্তর ।
অভিলাষ করি মনে অসৎ নাগর ॥
মম সম অভাগিনী কে আছে এমত ।
তুচ্ছ কান্ত হ'তে চাহি ঘৃণিত রমণ ॥
এমন জঘন্য কর্ম্মে মন মত্ত রয় ।
সুখদাতা ধনদাতা নিত্য সুখময় ॥

তাহা ছাড়ি বৃথা আশা শোকের কারণ।
দুঃখ-ভয়-মনস্তাপ-যুক্ত যে রমণ॥
তাহা ভজি অবিরত প্রফুল্ল অন্তরে।
এ জন্য এবৃত্তি সব লোকে নিন্দা করে॥
সেই বৃত্তি অনুক্ষণ করিয়া চালন।
আত্মাকে তাপিত আমি করি সর্ব্বক্ষণ॥
অর্থলোভে ভজি আমি লম্পট যে হয়।
অনুশোচ্য হয় সেই নর দুরাশয়॥
তাহা হ'তে আশা করি রতি আর ধন।
অস্থিমাংসে সেই দেহ হয়েছে গঠন॥
ত্বক্-রোম-নখ দ্বারা তাহা যে আবৃত।
অনিত্য সে দেহ নব দ্বারেতে রচিত॥
সেই দেহ-গৃহ মল-মুত্রে পূর্ণ হয়।
তাহে ভোগ করি আমি সানন্দ হৃদয়॥
আমি হীনমতি এই বিদেহ নগরে।
নিতান্ত অসতী আমি জেনেছি অন্তরে॥
কেন না সে পরমাত্মা পরম কারণে।
কাম ইচ্ছা কেন নাহি করি তার সনে॥
সকলের বন্ধু তিনি সর্ব্ব আত্মময়।
আপনা হইতে তাঁরে করিয়া যে ক্রয়॥
লক্ষ্মীসম তাঁর সহ বিহার করিব।
আর হেন মন্দ কর্ম্মে মত্ত না হইব॥
যখন আমার মনে এরূপ উদয়।
তখন অন্তরে আমি জানিনু নিশ্চয়॥
সেই সর্ব্বসার হরি দেব নারায়ণ।
আমারে করিল কৃপা জানিনু এখন॥
আমি অতি মন্দভাগ্য জগৎ ভিতরে।
তাইত এ দুঃখ হেন উদয় অন্তরে॥
আর কেন বৃথা আশে হইব মগন।
দুরাশা ছাড়িয়া লব ঈশ্বরে শরণ॥
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সতত করিব।
নারায়ণে মনে ভাবি যা কিছু পাইব॥
তাহাতে হইবে মম জীবন ধারণ।
সতত করিয়া সেই হরিরে স্মরণ॥
আত্মময় আত্মা সহ করিব বিহার।
সংসার-কূপেতে আত্মা মগ্ন অনিবার॥
বিষম-বিষয়-আশে অন্ধ দু'নয়ন।
কুচিন্তা ভীষণ সর্প গ্রাসিছে এখন॥
হরি বিনা আর কেবা পরিত্রাণ করে।
অতএব যদুবর শুন অতঃপরে॥
হেরিবে নয়নে তুমি সংসার যখন।
কালসর্পে গ্রাস যেন করে অনুক্ষণ॥
ঐহিক সুখেতে তবে বিরত হইবে।
নিজেই আপন তত্ত্ব আপনি বুঝিবে॥
তদন্তর শুন রায় পিঙ্গলা যুবতী।
এইরূপ মনে মনে করিয়া যুকতি॥
নাগরের আশা তথা আর না করিল।
মনেরে প্রবোধ দিয়া গৃহেতে চলিল॥
মানবের আশা নানা দুঃখের কারণ।
আশাত্যাগে বহু সুখ শুনহ রাজন॥
নাগরের আশা ছাড়ি পিঙ্গলা যুবতী।
শয্যা'পরে নিদ্রা যায় সুখাবেশে অতি॥
পিঙ্গলার কথা মতে অনুতাপ বিনা।
কভু নহে জীববুদ্ধি আসক্তি-বিহীনা॥
অতএব হে উদ্ধব শুন মতিমান্।
আসক্তি-বিহীন তব করিবে পরাণ॥

সুবোধ-রচিত কথা যে করে শ্রবণ।
অনায়াসে হয় তার গোলোকে গমন॥

ইতি পিঙ্গলা-উপাখ্যান।

সপ্তম অধ্যায়

অবধূত-বাক্য

শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
জগতের সার হরি পরম কারণ॥
একান্তে সে হরিপদ সদা কর সার।
অনায়াসে মহাপাপে পাইবে নিস্তার॥
তারপর অবধূত কহিল রাজনে।
যাহাদের আছে গৃহ জেনো তুমি মনে॥
তাহাদের সদা চিন্তা অন্তরে উদয়।
আমার নাহিক তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
আপনা আপনি আমি খেলি সর্ব্বক্ষণ।
আসক্তি আমাতে নাহি জন্মায় কখন॥
বালকের মত আমি সংসারে বেড়াই।
ওহে মহামতি আমি কহিলাম তাই॥
মান অপমান মোর কভু কিছু নাই।
গৃহীদের ন্যায় চিন্তা না করি সদাই॥
বালক অজ্ঞান এক উদ্যম-বিহীন।
প্রকৃতি পরম আর ঈশ্বরেতে লীন॥
এই দুইজন সুখী সংসার-মাঝারে।
সার তত্ত্ব কহিলাম নিশ্চয় তোমারে॥
এইরূপে অবধূত যদুরাজ প্রতি।
অপূর্ব্ব সাধনতত্ত্ব কহিল সম্প্রতি॥
হে উদ্ধব এই কথা মম অভিমত।
নিত্য তুমি এইভাবে ভাব অবিরত॥
অবধূত কহে শুন ওহে নরবর।
কহিব তোমারে এক কথা মনোহর॥
একদিন কোন এক কুমারীর ঘরে।
কতিপয় ব্যক্তি আসে বিবাহের তরে॥
যখন কুমারী-গৃহে সবে উপনীত।
মাতা-পিতা গৃহে তার নহে উপস্থিত॥
তখন কুমারী সেই অভ্যাগত জনে।
নিয়মিত অভ্যর্থনা করিল যতনে॥
সে কুমারী তাহাদের আহার কারণ।
ঢেঁকিশালে ধান্য ল'য়ে করিল ভাঙ্গন॥
ভাঙ্গিতে লাগিল ধান্য গোপনে যখন।
হস্তের শঙ্খের শব্দ হইল তখন॥
মহাশব্দে শঙ্খশব্দ বাহির হইল।
তাতে মনে লজ্জা বড় কুমারী পাইল॥
মনে মনে কুমারী সে করিল চিন্তন।
এ লজ্জিত কার্য্য যত অভ্যাগত জন॥
জানিতে পারিলে মনে অশ্রদ্ধা করিবে।
তাহাতে আমার বড় অযশ হইবে॥
এরূপ লজ্জিত তবে হ'য়ে মনে মনে।
একে একে শঙ্খ ভঙ্গ করে সেইক্ষণে॥
এক হাতে দুই গাছি অবশিষ্ট রয়।
আবার উঠিল শব্দ শুন মহাশয়॥
আর এক গাছি তার ভাঙ্গে পুনর্ব্বার।
তাহে শব্দ না উঠিল শুন সারোদ্ধার॥
তোমারে কি কব আমি হে শত্রুদমন।
লোকে তত্ত্ব জানিবারে কহি বিবরণ॥
এইরূপে ভ্রমি আমি দেশ ও বিদেশ।
কুমারী হইতে পাই হেন উপদেশ॥
যদি একস্থানে বাস করে বহুজন।
কিংবা দুইজনে থাকে শুনহ রাজন॥
কলহ করয়ে তারা জানিবে নিশ্চয়।
অতএব কহি তোমা শুন মহাশয়॥
যেরূপ হইল ভঙ্গ কুমারী-কঙ্কণ।
একগাছি মাত্র শেষ রহিল যখন॥
তখন তাহাতে শব্দ না হইল আর।
একাকী বাসেতে হয় মঙ্গল সবার॥
অতএব ত্যজি আশা একান্ত অন্তরে।
আলস্য ছাড়িয়া ভজ পরম ঈশ্বরে॥

অভ্যাস যোগেতে করি বিরাগ অন্তর।
একমনে ভগবানে ভাব নিরন্তর॥
ঈশ্বর নিকটে হবে জানি এই মন।
করম-বাসনা সব করিবে বর্জ্জন॥
সত্ত্বগুণে বশীভূত হইয়া তখন।
রজঃ তমঃ গুণ হবে যবে বিনাশন॥
তখন নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত জানিবে তাহার।
পাইবে পরম গতি শুন কহি সার॥
তখন তাহার চিত্ত একান্ত হইবে।
অন্যদিকে আর তাহা কভু না যাইবে॥
বাহ্য অভ্যন্তর কিছু জানিবে না আর।
যোগিজন-চিত্ত হয় যেরূপ প্রকার॥
লক্ষ্যেতে নিবিষ্টচিত্ত হয় যেই জন।
পার্শ্বের নৃপেরে কভু জানে না যেমন॥
সেইরূপ চিত্ত যদি অবরুদ্ধ হয়।
ভিতরে বাহিরে কিছু জ্ঞান নাহি রয়॥
মুনি হবে সর্প সম সদা সাবধান।
একচারী গৃহহীন শুন মতিমান্॥
গুহাশায়ী অসহায় অল্পভাষী হবে।
আচার অলক্ষ্য হবে মুনিগণ সবে॥
গৃহারম্ভ মানুষের দুঃখের কারণ।
নিষ্ফল সদাই তাহা শুন হে রাজন॥
বহু জন্ম পরে হয় মানব-জনম।
মানব-জীবন হয় দুর্লভ পরম॥
এই জন্ম লাভ করি যত মূঢ় জন।
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে লভয়ে মরণ॥
ধীর ব্যক্তি মুক্তি তরে উৎসুক সতত।
আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে তারা রবে অবিরত॥
অহঙ্কার সঙ্গ আদি করি পরিহার।
পৃথিবী ভ্রমণ সুখে করে অনিবার॥
নারায়ণ উদ্ধবেরে কহিল সাদরে।
এইরূপ অবধূত কহে যদুবরে॥
সানন্দ অন্তরে তবে করিল গমন।
মহাপাপে মুক্তি তাঁর হয় সেইক্ষণ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত-তত্ত্বজ্ঞান হরির বিচার॥

ইতি অবধূত-বাক্য।

অষ্টম অধ্যায়

উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ

শুকদেব কহিলেন শুন মহাশয়।
ভাগবত-কথা হয় অতি সুধাময়॥
ক্রমে ক্রমে ভগবান্ উদ্ধব নিকটে।
বহু তত্ত্বকথা তারে কন অকপটে॥
বদ্ধ মুক্তি কথা আর সাধুসঙ্গ কথা।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান বিধি ত্যাগের বারতা॥
হংসের কাহিনী আর সাধন বর্ণন।
ধ্যানযোগ আর অষ্ট সিদ্ধির কথন॥
বিভূতি কথন আর বর্ণাশ্রম-কথা।
যতিধর্ম্ম আদি যত নির্ণয় বারতা॥
মঙ্গলের ভেদ ব্যাখ্যা ভক্তিযোগ বাণী।
জ্ঞানযোগ ক্রিয়াযোগ কহে চক্রপাণি॥
দ্রব্যাদির গুণ দোষ বিস্তার কথন।
তত্ত্বের সম্বন্ধ যত বিরোধ-ভঞ্জন॥
তিরস্কার সহিবার উপায় কি হয়।
সাংখ্যযোগ আদি যত কথা সমুদয়॥

সত্ত্বাদিগুণের যত বৃত্তি নিরূপণ ।
পুরূরবা-গীত আর ক্রিয়ার বর্ণন ॥
পরমার্থ কথা আদি মহাতত্ত্ববাণী ।
উদ্ধব নিকটে কহে দেব চক্রপাণি ॥
শুকদেব কহে শুন ওহে মহামতি ।
উদ্ধব কহিল তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
দয়া করি কহ দেব তুমি হে আমায় ।
কেমনে হইব পার এ ভব মায়ায় ॥
ওহে মহামতি শুন বচন আমার ।
তোমা প্রতি বশ মন নাহিক যাহার ॥
নিজ মন বশীভূত যার নাহি হয় ।
যোগ-আচরণ তার না হয় নিশ্চয় ॥
অতএব মহামতি করি নিবেদন ।
যাহাতে হইব সিদ্ধ কহ সে বচন ॥
যেরূপে বুঝিতে পারি কহ মহাশয় ।
তা হ'লে আনন্দ বড় পাইবে হৃদয় ॥
হে প্রভু পুণ্ডরীকাক্ষ যত যোগিগণ ।
চিত্তের নিগ্রহ করি সংযম কারণ ॥
তাহাতে তাহারা অতি ক্লেশযুক্ত হয় ।
ইহার কারণ কিছু কহিবে নিশ্চয় ॥
এই হেতু কহি আমি হে পদ্মলোচন ।
সার ও অসার জ্ঞান যার সর্ব্বক্ষণ ॥
সেই জন ও চরণ পূজন করয় ।
তব পাদপদ্ম দেব আনন্দে ভজয় ॥
তব মায়া-মোহে যারা না হয় পতন ।
অহঙ্কার নাহি করে যোগের কারণ ॥
সবাকার মিত্র তুমি জানি হে অচ্যুত ।
যাহাদের মন নহে মোহিত বস্তুতঃ ॥
সেই সব দাস তব বশ সদা হয় ।
ইহাতে আশ্চর্য্য কিবা আছে মহাশয় ॥
কি কথা তোমারে হরি কহিব এখন ।
তব পদে নত হয় যত দেবগণ ॥
তথাপি বানর সনে সানন্দ অন্তরে ।
বন্ধুতা করিলে হরি বনের ভিতরে ॥
চেতন-প্রদাতা তুমি ওহে নারায়ণ ।
ভক্তের সর্ব্বার্থপ্রদ হও অনুক্ষণ ॥
তব ভক্ত প্রতি তব কিবা ব্যবহার ।
যে জানে কেমনে তোমা করে পরিহার ॥
তবে আর কোন্ জন সংসার-ভিতরে ।
তোমা বিনা অন্য দেবে ভজিবে সাদরে ॥
অসার সংসার এই নেহারি নিশ্চয় ।
তব পদে নত মোরা ওহে দয়াময় ॥
আমাদের কিবা হবে দেব দামোদর ।
দয়া করি কহ তাহা দয়ার সাগর ॥
কহ দেব গুরুরূপে থাকিয়া বাহিরে ।
অন্তর্য্যামি-রূপে থাকি জীবের শরীরে ॥
বিষয়-বাসনা-আশা কর হে হরণ ।
শেষে নিজে প্রকাশিত হও নারায়ণ ॥
আর শুন কহি দেব অপূর্ব্ব ভারতী ।
ব্রহ্মাসম পরমায়ু ল'য়ে মহামতি ॥
তব ঋণ শোধিবারে নারে কোন জন ।
কহি শুন রমানাথ আমি সে কারণ ॥
স্মরণ করয়ে যবে তব উপকার ।
তাহাতে তাদের হয় আনন্দ অপার ॥
নৃপতিরে কহিলেন শুকদেব তিনি ।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ সৃজিলেন যিনি ॥
তিন মূর্ত্তি যেই জন করিল ধারণ ।
এ জগৎ হয় তার ক্রিয়ার কারণ ॥
উদ্ধবের মুখে শুনি এইরূপ বাণী ।
হাস্য করি কহিলেন দেব চক্রপাণি ॥
শুনহ উদ্ধব তুমি ধার্ম্মিক সুজন ।
তোমারে কহিব আমি প্রকৃত বচন ॥
আমার যে ধর্ম্ম তাহা কহিব তোমারে ।
যেই সেই কার্য্য করে ভক্তি সহকারে ॥
দুর্জ্জয় সংসার সেই করে পরাজয় ।
আমারে যে জন চিত্ত মন সমর্পয় ॥
আমার ধর্ম্মেতে তার মগ্ন হবে মন ।
এইরূপে যেই মোরে করিবে স্মরণ ॥

নিরুদ্বেগে সর্ব্বকর্ম্ম করিবে সাধন।
সার কথা তোমারে যে কহিনু এখন॥
আর শুন মহামতি কহি যে বচন।
জগতে আমার ভক্ত হয় যেই জন॥
দেবতা অসুর আর মানব-নিচয়।
মোর ভক্ত যারা যারা হয় সমুদয়॥
সাধুগণ তাহাদের কর্ম্মের কারণ।
সতত আশ্রয়ী হবে শুন বিবরণ॥
পৃথক্ রূপেতে কিংবা হ'য়ে একত্রিত।
করাইবে সর্ব্বকার্য্য পূজিবে নিশ্চিত॥
হইয়া নির্ম্মলচিত্ত যতেক মানব।
করিবে উদ্দেশে মোর পর্ব্ব মহোৎসব॥
আকাশের মত সেই পূর্ণ আবরণ।
পুণ্য আত্মা আমাকেই করিবে দর্শন॥
তাই মহামতি কহি তোমারে নিশ্চয়।
এইরূপে জ্ঞানদৃষ্টি যেইজনে হয়॥
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান করিবে যে জন।
আমার স্বরূপ সেই জানিবে তখন॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যার হয় সমজ্ঞান।
সর্ব্বব্যাপী ভাবে যার হৃদয়ে প্রমাণ॥
যে পুরুষ নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আমারে।
মানব সকল দেখে জগৎ সংসারে॥
আপন সমান ভাবে যত জীবগণ।
তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন॥
কুক্রিয়া সকল তার বিনাশিত হয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা তোমারে নিশ্চয়॥
অধিক কি কব আর তোমারে এখন।
লজ্জা পরিত্যাগ করি সাধু যেইজন॥
কুকুর চণ্ডাল গরু গর্দ্দভের প্রতি।
ভূমিতে পতিত হ'য়ে করে যে প্রণতি॥
সর্ব্বভূতে সমরূপ জ্ঞান নাহি হয়।
যতদিন এইরূপ রহিবে নিশ্চয়॥
ততদিন বাক্য মন দেহ বৃত্তি ল'য়ে।
এইরূপ উপাসনা করিবে হৃদয়ে॥
সকলে ঈশ্বর-দৃষ্টি হইবে যখন।
তাহাতে যে বিদ্যা হবে শুন বিবরণ॥
সংশয় হইতে মুক্তি লভিবে তখন।
ক্রিয়া হ'তে উপরতি জানিবে কেমন॥
দেহ বৃত্তি বাক্য মন দিয়া যেই জন।
সর্ব্বভূতে আত্মাকেই করে দরশন॥
কল্পমধ্যে তাহারেই সমীচীন বলি।
কহিলাম সার কথা তোমারে সকলি॥
আর শুন হে উদ্ধব আমার বচন।
মদীয় ধর্ম্মেতে হয় নিষ্কাম যে জন॥
অণুমাত্র ধ্বংস তার কখন না হয়।
তাহার কারণ এবে শুন সমুদয়॥
মম ধর্ম্ম জানিবে হে নির্গুণ অপার।
সংসারে প্রবল হয় মায়া যে আমার॥
লৌকিক বাসনা ত্যজি কর্ম্ম সমুদয়।
ফল ইচ্ছা ত্যজি যদি আমারে অর্পয়॥
তাহাতেও ধর্ম্ম তার শুন মহামতি।
তোমারে কহিনু এই অপূর্ব্ব ভারতী॥
শুনহ উদ্ধব এবে বচন আমার।
জ্ঞানযোগ বাক্য তোমা কহিব এবার॥
যেইজন এই বাক্য কর্ণেতে শুনিবে।
সে জন সংশয় হ'তে নিষ্কৃতি পাইবে॥
তোমার নিকটে যাহা বেদে অগোচর।
সাদরে কহিনু তাহা ওহে নরবর॥
যেই জন এই বাক্য করিবে শ্রবণ।
সুনিশ্চয় ব্রহ্মপ্রাপ্ত হবে সেই জন॥
মম ভক্তে ইহা যেবা প্রদান করিবে।
আমাতে আসিয়া সেই মিলিত হইবে॥
শুদ্ধচিত্তে শুচি হ'য়ে সদা সর্ব্বক্ষণ।
এই কথা উচ্চৈঃস্বরে করিলে পঠন॥
জ্ঞানলোকে সেইজন দেখিবে আমায়।
পবিত্র সে জন হবে ভুল নাহি তায়॥
স্থিরভাবে শ্রদ্ধা করি করিবে শ্রবণ।
সংসারের কর্ম্মে বদ্ধ না হবে কখন॥

হে সখা উদ্ধব তবে শুন মোর কথা।
এবে আত্ম-জ্ঞান-তত্ত্ব শুনিলে হে যথা ॥
শোক মোহ অপনীত হ'ল মহাশয়।
আত্মজ্ঞান অন্তরেতে হইল উদয় ॥
আর শুন ওহে সখা বচন আমার।
দাম্ভিক নাস্তিক শঠ যেই দুরাচার ॥
ইহা না করিবে দান সেই সব জনে।
আমার এ কথা তুমি সদা রেখো মনে ॥
শ্রদ্ধাবান্ শূদ্র আর হিতকারিগণে।
পরম পবিত্র সাধু হয় যেই জনে ॥
আর যদি শ্রদ্ধাবান্ পুত্র ও রমণী।
তাহারে করিবে দান শুন গুণমণি ॥
সার তত্ত্ব তোমারে যে কহিনু এখন।
চিরকাল রেখো তুমি এই তত্ত্বে মন ॥
শুকদেব কহে রাজা করহ শ্রবণ।
এই বাক্য সমুদয় শুনিয়া তখন ॥
দু'নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়।
কণ্ঠ রুদ্ধ একেবারে বাক্য না সরয় ॥
যোড়হাতে সেই স্থানে রহে হ'য়ে স্থির।
প্রেমেতে আকুল হয় উদ্ধব সুধীর ॥
ক্ষণতরে সে উদ্ধব ধৈর্য্যেরে ধরিল।
কৃষ্ণের চরণ 'পরে মস্তক রাখিল ॥
কহিতে লাগিল তবে ভক্তিভরে অতি।
যে দয়া করিলে নাথ এ অধম প্রতি ॥
মোহময় অন্ধকারে ছিলাম পতিত।
তোমা হ'তে এবে তাহা হ'ল দূরীকৃত ॥
সূর্য্যের নিকট যথা শীত অন্ধকার।
ভয় কি প্রভাব কভু হয় হে প্রচার ॥
আজি এ ভৃত্যের প্রতি দয়া প্রকাশিলে।
জ্ঞানময় দীপ মোরে প্রদান করিলে ॥
তব কৃত উপকার জেনেছে যে জন।
সেই কভু নাহি ছাড়ে তোমার চরণ ॥
লইয়াছে কোন মূঢ় অন্যের আশ্রয়।
তোমা ছাড়া আর কারে ভজন করয় ॥
নিজ সৃষ্টি তুমি নাথ করিতে পালন।
মায়া-বলে মম চিত্তে ওহে নারায়ণ ॥
সুদৃঢ় স্নেহের পাশ করিয়া বিস্তার।
পুনঃ জ্ঞানশস্ত্রে তাহা করিলে সংহার ॥
ওহে মহাযোগী আমি অতি হীনমতি।
তোমার চরণে যেন রহে মোর রতি ॥
নিশ্চল আমার মন থাকে ও চরণে।
সেই জ্ঞান দেহ মোরে আপনি এক্ষণে ॥
তবে উদ্ধবের প্রতি কহে দামোদর।
বদরিকাশ্রমে তুমি যাও গুণাকর ॥
পাদ-তীর্থ জল তথা পাইবে নিশ্চয়।
স্নান স্পর্শ করি হবে পবিত্র-হৃদয় ॥
পরিবে বল্কল সেথা আনন্দেতে রবে।
অলকানন্দারে হেরে পাপে মুক্ত হবে ॥
বনজাত ফলমূল করিবে ভোজন।
ভোগ-ইচ্ছা না রাখিবে হৃদে কদাচন ॥
সমভাবে শীত উষ্ণ সহিবে সকল।
সংযত করিবে রিপু না হবে চঞ্চল ॥
শান্ত সমাহিত চিত্তে জ্ঞানযুক্ত মনে।
মম দত্ত জ্ঞান তুমি চিন্তিবে নির্জ্জনে ॥
আমাতে সতত যেন থাকে তব মন।
এইরূপে মম ধর্ম্ম করিবে পালন ॥
সত্ত্ব-রজ-স্তমো-গুণে নাহি তদন্তর।
পাইবে পরম গতি আমাতে সত্বর ॥
শুকদেব কহে নৃপ করহ শ্রবণ।
সংসার বিনাশ যাঁরে করিলে স্মরণ ॥
হেন কৃষ্ণ এইরূপ কহিল যখন।
কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ করে উদ্ধব তখন ॥
আপন মস্তক রাখি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়নে ॥
অনন্তর বিভুদত্ত পাদুকা লইল।
সযতনে শিরোপরে ধারণ করিল ॥
কৃষ্ণপদে বার বার করিল প্রণতি।
প্রস্থান করিল তবে সেই মহামতি ॥

কৃষ্ণবাক্য অনুসারে উদ্ধব তখন।
বদরিকাশ্রমে ত্বরা করিল গমন ॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া তপ আচরিল।
হরির স্বরূপ লভি হরিতে মিশিল ॥
অদ্ভুত কাহিনী এই কৃষ্ণের বচন।
যেই জন ভক্তিভাবে করয়ে শ্রবণ ॥
এই ভাগবতামৃত যেবা পান করে।
মুক্তিপদ লভি যায় বৈকুণ্ঠনগরে ॥
জগতের মাঝে হয় হরিনাম সার।
হরি বিনা কেবা আর করিবে নিস্তার ॥
তাই বলি সবে কর হরিনাম সার।
হরি বিনা গতি আর নাহি তরিবার ॥

সুবোধ-রচিত গীত পরম কারণ।
ভাগবতে হরিলীলা ভাব মূঢ়জন ॥

ইতি উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ।

নবম অধ্যায়

যদুবংশ-ধ্বংস

পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি।
কহ শুনি মুনিবর অপূর্ব্ব ভারতী ॥
মহাভাগবত সেই উদ্ধব তখন।
কৃষ্ণবাক্যে সেইক্ষণে চলিলেন বন ॥
তদন্তর দামোদর দ্বারকামাঝারে।
কি কার্য্য করিল তাহা বলহ বিস্তারে ॥
শাপযুক্ত যদুকুল হইল যখন।
কিরূপে আপন কুল ত্যজে নারায়ণ।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর।
শ্রবণে পরম সুখ লভিবে অন্তর ॥
শুকদেব কহে নৃপ শুন সে কথন।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে অমঙ্গল দেখে জনার্দ্দন ॥
পরে হরি সুধর্ম্মার সভায় বসিল।
যদুগণ প্রতি তবে বলিতে লাগিল ॥
শুন বন্ধুগণ সবে আমার বচন।
দ্বারকানগরে হয় উৎপাত দর্শন ॥
যমের স্বরূপ ইহা জানিবে নিশ্চয়।
অতএব হেথা থাকা উপযুক্ত নয় ॥
যদি এই স্থানে মোরা থাকি ক্ষণকাল।
তা হ'লে ঘটিবে তাহে বিষম জঞ্জাল ॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
রমণীরা শঙ্খোদ্ধারে করুক গমন ॥
বাল-বৃদ্ধগণ সবে যাইবে তথায়।
আমরা প্রভাসে সবে যাইব ত্বরায় ॥
পশ্চিম-বাহিনী তথা নদী সরস্বতী।
তাহাতে করিব স্নান শুনহ সম্প্রতি ॥
উপবাস করি তথা ব্রত আচরিব।
অভিষেক করি সব দেবেরে পূজিব ॥
স্বস্ত্যয়ন আদি কর্ম্ম করি সমাপন।
ব্রাহ্মণগণেরে পরে করিব অর্চ্চন ॥
অশুভ-নাশক হয় এ বিধি সকল।
ইহাতে জানিবে মনে নিশ্চয় মঙ্গল ॥
এই কথা কৃষ্ণমুখে করিয়া শ্রবণ।
যদুবংশ-মধ্যে ছিল যত বৃদ্ধগণ ॥
প্রভাসে যাইতে তবে উদ্যোগ করিল।
নৌকাযানে মহানন্দে সকলে চলিল ॥

পর-পারে গিয়া তবে রথ আরোহণে।
প্রভাসে চলিল সবে আনন্দিত মনে ॥
কতক্ষণে প্রভাসেতে উপনীত হয়।
বিধিমতে কার্য্য তারা করে সমুদয় ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞামত কার্য্য সকলি করিল।
তদন্তর শুন নৃপ দৈব বিড়ম্বিল ॥
কুপ্রবৃত্তি সবাকার হইল তখন।
অতিরিক্ত সুরাপান করে সর্ব্বজন ॥
মদ্যপানে মত্ত তথা হয় সমুদয়।
কৃষ্ণের মায়ায় সবে বিমোহিত হয় ॥
বীরগণ একেবারে বিনষ্ট-চেতন।
পরস্পরে হয় অতি বিরোধ ঘটন ॥
তদন্তর ক্রোধযুক্ত সব যদুগণ।
পরস্পরে বধিবারে উদ্যত তখন ॥
ধনু খড়গ ভল্ল গদা যষ্টি ও তোমর।
লইল হাতেতে তীব্র করিতে সমর ॥
যদুগণ-মধ্যে রণ বাধিল তখন।
প্রভাসের কূলে হয় ঘোরতর রণ ॥
যদুবংশধর সবে হ'ল বিশৃঙ্খল।
মহাক্রোধে সকলেতে বিষম চঞ্চল ॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরে।
আপনা আপনি হ'ল প্রবৃত্ত সমরে ॥
বনমাঝে দন্তী যথা দন্তের ঘর্ষণ।
সেইমত করে সবে বাণ বরিষণ ॥
মহারণে যদুগণ প্রবৃত্ত হইল।
আপন বলিয়া আর কেহ না মানিল ॥
পুত্রগণ পিতা সহ করে ঘোর রণ।
ভ্রাতা সব করে রণ সহ ভ্রাতৃগণ ॥
সকলেই বিমোহিত কৃষ্ণের মায়ায়।
প্রহারে সবারে তথা নিদারুণ ঘায় ॥
মিত্রতা ছাড়িয়া সবে হানে পরস্পর।
বাধিল বিষম রণ অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভাগিনেয়গণ যুঝে মাতুল সহিত।
ভ্রাতুষ্পুত্র খুড়া সহ সমরে মোহিত ॥
বাণশূন্য তূণ আর ভগ্ন শরাসন।
অস্ত্র-শূন্য সকলেতে হইল তখন ॥
অস্ত্র-শূন্য তূণ সবে নয়নে হেরিল।
প্রভাসের কূলে সেই এরকা দেখিল ॥
বদ্ধমুষ্টি হ'য়ে তাহা উপাড়িয়া লয়।
সেই সব তৃণ যেন বজ্রসম হয় ॥
লৌহদণ্ড সম তারা হইল তখন।
পরস্পরে সেই তৃণ করি আকর্ষণ ॥
পরস্পরে সেই তৃণে করয়ে প্রহার।
অপূর্ব্ব কথন পরে শুন সারোদ্ধার ॥
ঈশ্বরের মায়া বল কে বুঝিতে পারে।
তাঁহার মায়াতে বিমোহিত একেবারে ॥
অহঙ্কারে সবে হয় উন্মত্ত মতন।
রাম-কৃষ্ণ প্রতি ধায় বধের কারণ ॥
বিপক্ষ ভাবিয়া তবে যত যদুগণ।
ক্রোধাবিষ্ট হ'য়ে ধায় প্রহার কারণ ॥
ইহা দেখি দুই ভাই ভাবিল অন্তরে।
ক্রোধে হুতাশন যথা ধায় বেগভরে ॥
সেইমত দুইজন বেগেতে ধাইল।
লৌহসম তৃণমুষ্টি উপাড়ি লইল ॥
রণস্থলে ক্রোধভরে করে বিচরণ।
প্রহারিয়া সবাকারে করিল নিধন ॥
বেণুজাত অগ্নি যথা দহে সর্ব্ব বন।
সেই মত অহঙ্কারী যাদব-নন্দন ॥
বিমোহিত হয় সবে কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণে মারিবারে সবে মহাক্রোধে ধায় ॥
রাম-কৃষ্ণ হাতে সবে হইল নিধন।
শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কথন ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী পরে শুনহ রাজন।
এইরূপে যদুবংশ হইল নিধন ॥
কেবল কুলেতে মাত্র কেশব রহিল।
মনে মনে নারায়ণ আপনি চিন্তিল ॥
ঘুচিল অবনী-ভার বুঝি এইবার।
মহাবংশ যদুবংশ হইল সংহার ॥

বলদেব প্রভাসের কূলেতে বসিল।
ঈশ্বরে মিলিতে মনে যোগ আচরিল॥
এইরূপে নিজ বংশ বিনাশ করিল।
পৃথিবীর মহাভার আপনি হরিল॥
নিজ অঙ্গীকার হরি করেন পালন।
বলরাম প্রভাসেতে ভাবিল তখন॥
বংশনাশ মনে ভাবি যোগেতে বসিল।
পরম পুরুষ দেব ভাবিতে লাগিল॥
পরমাত্মে নিজ আত্মা করিয়া সংযোগ।
ইহলোক ছাড়ে তথা করি মহাযোগ॥
রামের নির্ব্বাণ তবে করিয়া দর্শন।
অশ্বত্থের মূলে ব'সে দেবকী-নন্দন॥
আপন প্রভাবে হরি দীপ্তিময় হয়।
শ্রীবৎস-চিহ্নিত বক্ষ রূপ মেঘময়॥
শ্যামবর্ণ স্বর্ণকান্তি সুদৃশ্য বদন।
পরিহিত মনোহর কৌষেয় বসন॥
সুনীল কুন্তল শোভে মস্তক উপর।
কমল সদৃশ আঁখি কিবা মনোহর॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে শোভে চমৎকার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা পায় রত্ন-অলঙ্কার॥
গলে দোলে বনমালা শোভা অতিশয়।
বেষ্টিত আপন অস্ত্রে কৃষ্ণ দয়াময়॥
চতুর্ভূজ রূপ তথা করিয়া ধারণ।
দ্রব্যেতে গোপন যথা হয় হুতাশন॥
সেইরূপ মৌনভাব করিল ধারণ।
বৃক্ষমূলে বসি হরি চিন্তামগ্ন হন॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
জরা নামে ব্যাধ তথা ছিল একজন॥
মুষলের যেই অংশ যাদব-নন্দনে।
সাগর-জলেতে ফেলে আনন্দিত মনে॥
সেই লৌহখণ্ডে ব্যাধ নির্ম্মাইয়া বাণ।
মৃগ অন্বেষণে তবে আসে সেই স্থান॥
লোহিত চরণ যুগ মৃগ-জ্ঞান তায়।
বাণে বিদ্ধ করি ব্যাধ ধাইল ত্বরায়॥
দেখিল সে ব্যাধ তবে চতুর্ভুজধারী।
মহাভয়ে ভীত হয় দেখিয়া মুরারি॥
তবে সে কৃষ্ণের পদে মস্তক রাখিল।
ভূমিতলে পড়ি ব্যাধ কহিতে লাগিল॥
মহাপাপী দুরাচার আমি নারায়ণ।
মহাপাপে মগ্ন হায় হইনু এখন॥
না জানিয়া হেন কর্ম্ম করেছি নিশ্চয়।
অতএব ক্ষমা কর ওহে কৃপাময়॥
আমারে করিতে ক্ষমা উচিত তোমার।
অজ্ঞান-তিমির নাশ স্মরণে যাঁহার॥
সেই বিষ্ণু হও তুমি ওহে মহামতি।
তব প্রতি হিংসা আমি করিনু সম্প্রতি॥
অতএব মম বাক্য শুন নারায়ণ।
পাপমতি লুব্ধকের সংহার জীবন॥
তাহাতে হইবে মম জ্ঞানের উদয়।
হেন কর্ম্মে যেন আর মতি নাহি রয়॥
ব্রহ্মা আদি হন যাঁর মায়ায় সৃজিত।
রুদ্র আদি দেব যাতে হয় বিমোহিত॥
তাঁহারা তোমাকে দেব চিনিতে না পারে।
তব মায়া আমি হরি জিনি কি প্রকারে॥
অতি নীচজাতি আমি ওহে নারায়ণ।
তোমার মায়াতে মুগ্ধ রহি সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীহরি কহিল তবে লুব্ধক-বচনে।
এ সকল কহি কেন ভয় কর মনে॥
আমার বাক্যেতে তুমি উঠহ এখন।
মম ইচ্ছামত কার্য্য হইল ঘটন॥
যাহা মম অভিলাষ ঘটিয়াছে তাই।
ইহাতে তোমার দোষ কিছুমাত্র নাই॥
আমার আজ্ঞাতে তব পাপ-বিমোচন।
সাধুসহ বৈকুণ্ঠেতে করহ গমন॥
কৃষ্ণের বচনে ব্যাধ আনন্দিত-মতি।
প্রদক্ষিণ করি করে চরণে প্রণতি॥
তবে সে বিমানযোগে বৈকুণ্ঠেতে যায়।
কহিলাম সার কথা ওহে নররায়॥

অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরপতি।
কৃষ্ণের সারথি ছিল দারুক সুমতি॥
নির্জ্জনেতে শ্রীকৃষ্ণেরে করে অন্বেষণ।
সেই স্থানে চিহ্ন কিছু করে দরশন॥
তুলসীর গন্ধ সহ বহে সমীরণ।
তাহার আঘ্রাণে তবে দারুক তখন।
তাহা অনুসরি তথা করিল গমন।
অশ্বত্থের মূলে দেখে দেব নারায়ণ॥
মহা তেজশালী হরি প্রকাশিত তায়।
অস্ত্রেতে হইয়া বিদ্ধ বসি যদুরায়॥
দরশনে সে দারুক স্নেহেতে মগন।
রথ হ'তে লাফ দিয়া পড়িল তখন॥
অশ্রুজলে পূর্ণনেত্র পড়ে পদতলে।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ-চরণ-কমলে॥
ওহে প্রভু নারায়ণ জগতের সার।
না হেরি ও পদাম্বুজ রহি কি প্রকার॥
নয়ন হ'য়েছে অন্ধ তব অদর্শনে।
যথা অমানিশা নাথ চন্দ্রের বিহনে॥
শান্তি নাহি পাই হৃদে মন সুচঞ্চল।
এরূপে দারুক হয় কাঁদিয়া বিকল॥
এরূপে দারুক করে কৃষ্ণেরে বিনয়।
হেনকালে বিষ্ণুরথ উপস্থিত হয়॥
শ্বেত-অশ্বযুক্ত রথ গরুড়-বাহনে।
ধ্বজের সহিত তাহা উঠিল গগনে॥
কৃষ্ণ-অস্ত্র সব তার সঙ্গেতে চলিল।
দর্শনে দারুক অতি আশ্চর্য্য মানিল॥
তবে হরি দারুকেরে করি সম্বোধন।
কহিল মধুর ভাষে তাহারে তখন॥
ওহে সূত শীঘ্র করি দ্বারাবতী যাও।
জ্ঞাতির নিধন-বার্ত্তা সবারে জানাও॥
নির্ব্বাণ পাইল হেথা দেব সঙ্কর্ষণ।
মম অন্তর্দ্ধান যাহা করিলে দর্শন॥
এই সব বার্ত্তা তুমি কবে বন্ধুগণে।
আর যত আছে সব আত্মীয় স্বজনে॥
না থাকিবে তাহাদের সেই দ্বারাবতী।
সমুদ্র গ্রাসিবে ত্বরা ওহে মহামতি॥
সমুদ্রেতে দ্বারাবতী প্লাবিত হইবে।
এই কথা বন্ধুগণে সকলে কহিবে॥
আর শুন কহি সূত আমার বচন।
মম পিতা মাতা আর যত পরিজন॥
অর্জ্জুন হইতে সবে রক্ষিত হইবে।
ইন্দ্রপ্রস্থে তারা সবে গমন করিবে॥
আর তুমি মম ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়।
জ্ঞাননিষ্ঠ হবে সদা থাকি প্রেমময়॥
আমার মায়ায় সব রচিত জানিবে।
অন্তিমে পরম পদ নিশ্চয় পাইবে॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় তবে দারুক সুমতি।
বার বার কৃষ্ণপদে করিলেক নতি॥
মস্তকে ধরিয়া সেই যুগল চরণ।
বিষণ্ণ অন্তরে তবে করিল গমন॥
ভাগবত-কথা হয় অমৃত-লহরী।
সুবোধ-রচিত গীত শুন কর্ণ ভরি॥

ইতি যদুবংশ-ধ্বংস।

দশম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বা বৈকুণ্ঠে গমন

শুকদেব মহামুনি নরবর প্রতি ।
কহে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী ॥
কৃষ্ণ-তিরোভাব কাল হইলে উদয় ।
দেবেন্দ্র যোগেন্দ্র সবে উপস্থিত হয় ॥
দেবগণ আদি সহ ভবানী ও ভব ।
প্রজাপতি পিতৃগণ আর মুনি সব ॥
সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদি আর যক্ষ বিদ্যাধর ।
যোগী ঋষি আদি আর অপ্সর কিন্নর ॥
ভগবান্ তিরোভাব করিতে দর্শন ।
অতীব উৎসুক চিত্তে করে আগমন ॥
কৃষ্ণের চরিত্র গুণ কর্ম্ম সমুদয় ।
গাহিতে গাহিতে তথা উপনীত হয় ॥
মহাভক্তিযুত সবে বিমানে গমন ।
রাশি রাশি করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
তবে নারায়ণ ব্রহ্মা আদি দেবগণে ।
দর্শন করেন সবে আপন নয়নে ॥
সর্ব্বত্র যাঁহার স্থিতি যিনি সর্ব্বাধার ।
যেই জন মহাযোগী যোগের আকার ॥
যেই দেব নিজ দেহে দিয়া হুতাশন ।
আপন ইচ্ছাতে হরি না করি দাহন ॥
আপনি সে নিজধামে গমন করিল ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥
স্বর্গ হ'তে পুষ্পরাশি বরিষণ হয় ।
পৃথিবীর ধর্ম্ম যত পাইল বিলয় ॥
তোমারে প্রকৃত কথা কহি নরবর ।
নিজ ধামে প্রবেশিল যবে দামোদর ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না পায় দর্শন ।
কহি শুন নরপতি তাহার কারণ ॥
নারায়ণ-গতি কেহ জানিতে না পারে ।
সেই হেতু দেবগণ না দেখিল তাঁরে ॥
আকাশ-গমনকারী ছাড়ি মেঘগণ ।
বিদ্যুতের গতি নাহি করে দরশন ॥
সেইমত দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের গতি ।
জানিতে সমর্থ কেহ নহে নরপতি ॥
ব্রহ্মা রুদ্রদেব যত চিন্তিয়া তখন ।
শ্রীহরির যোগ গতি ভাবে মনে মন ॥
তবে সেই দেবগণ বিস্ময় মানিল ।
হরিনামে মত্ত হ'য়ে স্বধামে চলিল ॥
অতএব মহারাজ শুনহ বচন ।
যথা নাট্যাগারে নটে করে দরশন ॥
সেইমত জানিবে সে খেলা বিধাতার ।
শরীর ধরিয়া কত লীলা চমৎকার ॥
যদুকুলে করি হরি জনম গ্রহণ ।
মায়াতে মানব-রূপ করিল ধারণ ॥
সেই সব জন্ম মৃত্যু মায়াময় হয় ।
কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয় ॥
সৃষ্টিমধ্যে নারায়ণ দেখ প্রবেশিল ।
আবার তাহারে হরি বিকৃত করিল ॥
অন্তে পুনর্ব্বার তাহা করিয়া সংহার ।
নিজ স্থানে যায় তবে জগতের সার ॥
আর দেখ যেই জন গুরুর নন্দনে ।
যমলোক হ'তে আনে এ মর্ত্ত্যভুবনে ॥
মানব-শরীরে তারে মর্ত্ত্যে আনয়ন ।
আর এক কথা বলি শুনহ রাজন ॥
শরণাগতেরে হরি রাখে সর্ব্বক্ষণ ।
ব্রহ্মা-অস্ত্র হ'তে তোমা রাখে নারায়ণ ।

সকলের নাশকারী দেব মহেশ্বর।
অবহেলে তাঁরে জয় করে দামোদর॥
ব্যাধের বৈকুণ্ঠে বাস যাঁহার কৃপায়।
এ বিশ্ব মোহিত নৃপ যাঁহার মায়ায়॥
আপনা রাখিতে হরি অসমর্থ হয়।
তাঁহার ইচ্ছায় কার্য্য হবে সমুদয়॥
সর্ব্বস্থিতি হয় সেই পরম কারণ।
যাঁহার শক্তিতে হয় জনম মরণ॥
মর্ত্ত্য শরীরের তাঁর প্রয়োজন নাই।
পৃথিবীতে সেই দেহ না রাখেন তাই॥
আর আত্মনিষ্ঠ হয় যত সাধুগণ।
তাদের দেখাতে গতি হরি নারায়ণ॥
তাই পৃথিবীতে দেহ না রাখিল হরি।
সাধুরে দেখান পথ অনুগ্রহ করি॥
অতএব সার বাক্য শুনহ রাজন।
নিদ্রা হ'তে প্রাতঃকালে উঠি যেই জন॥
শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী করয়ে কীর্ত্তন।
সেই জন সর্ব্ব পাপে হইবে মোচন॥
সেই জন কৃষ্ণপদ অবশ্যই পাবে।
কর্ম্মক্ষয়ে বৈকুণ্ঠেতে সেই জন যাবে॥
ভাগবত-কথা হয় পরম কারণ।
দাসভাবে হরিপদে রহে যেন মন॥
তদন্তর নরবর শুন অতঃপর।
কৃষ্ণকে ছাড়িয়া সেই দারুক প্রবর॥
বিষণ্ণ-হৃদয়ে তবে আসি দ্বারাবতী।
বসুদেব উগ্রসেনে করিল প্রণতি॥
তবে দুই জন পদে পতিত হইল।
অশ্রুজলে দু'নয়ন অমনি ভাসিল॥
বৃষ্ণিবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত শুনিয়া তখন।
শোকের সাগরে দোঁহে হইল মগন॥
শোকাবেগে মূর্চ্ছাগত হইল তখনি।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে হ'ল আকুল অমনি॥
কৃষ্ণের কারণে সবে বিহ্বল-অন্তর।
করাঘাত হানে বুকে তারা নিরন্তর॥
প্রভাসের কূলে সবে করিল গমন।
যথায় পতিত প্রাণশূন্য জ্ঞাতিগণ॥
দেবকী রোহিণী আর বসুদেব ধীর।
না দেখিয়া রামকৃষ্ণে হইল অস্থির॥
অচেতন ধরাসনে পতিত হইল।
পুত্রের বিরহে তারা জীবন ত্যজিল॥
অপরে শ্রবণ কর ওহে নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা হয় বিচিত্র ভারতী॥
যদুকুল-কামিনীরা আকুলিত মন।
নিজ নিজ পতি সবে করে পরশন॥
তদন্তর চিতানলে করি আরোহণ।
নিজ নিজ পতি সহ হইল দহন॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা পার্থ মতিমান্।
শ্রীকৃষ্ণের গীত দ্বারা শান্ত করে প্রাণ॥
কৃষ্ণ-শোকে আকুল সে পাণ্ডুর সন্তান।
মৃত বন্ধুগণে করে জলপিণ্ড দান॥
পরে সে দ্বারকাপুরী সিন্ধুতে গ্রাসিল।
কৃষ্ণের আলয় মাত্র কেবল রহিল॥
অতঃপর পার্থ সহ যদুকুল সতী।
অবশিষ্ট ছিল যাহা তাদের সংহতি॥
ইন্দ্রপ্রস্থে মহাবীর করিল গমন।
বজ্রকে দিলেন তবে রাজসিংহাসন॥
পরে শুন মহারাজ বাক্য সুধাসার।
অর্জ্জুনের মুখে শুনি যদুর সংহার॥
বংশধর করি তোমা পিতামহগণ।
মহাপথে সকলেতে করিল গমন॥
শুন কহি মহামতি এখন তোমায়।
কৃষ্ণ-জন্ম-কর্ম্ম সব যে জন শুনায়॥
একান্ত অন্তরে যেবা করিবে পঠন।
মহাপাপ হ'তে হবে নিশ্চয় মোচন॥
এই ভাগবত-কথা করিলে শ্রবণ।
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় অনুক্ষণ॥
উপবাস করি যেবা স্থিরচিত্ত হ'য়ে।
পাঠ কীর্ত্তনাদি করে সশ্রদ্ধ হৃদয়ে॥

সর্ব্বপাপ হ'তে সেই হয় বিমোচন।
তাই বলি মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥
অন্য শাস্ত্রে এত লীলা নহে উচ্চারণ।
কিন্তু এ পুরাণে আছে বিশেষ কথন ॥
প্রকাশিল নারায়ণ-লীলা মনোহর।
তাঁহাতে নিমগ্ন সদা যাহার অন্তর ॥
পরমার্থ-প্রকাশক যেই বেদব্যাস।
পুরাণ সংহিতা সবে করিল প্রকাশ ॥
তার পুত্র শুকদেব পাপী নিস্তারিতে।
মহাজ্ঞানী ভাগবত আসি অবনীতে ॥
প্রকাশিল এই শাস্ত্র সাধুর সকাশ।
সূর্য্য-চন্দ্র সহ ইহা থাকিবে প্রকাশ ॥
সূতের মুখেতে শৌনকাদি ঋষিগণ।
ভাগবত-কথা শুনি আনন্দিত হন ॥
ভাগবত-কথা হয় সুধার সাগর।
সাধুগণ তাহে মগ্ন রহে নিরন্তর ॥
মহাপাপ বিমোচন ইহার শ্রবণে।
সুবোধ রচিল গীত আনন্দিত মনে ॥
নারায়ণ-পদে আমি প্রণাম করিয়া।
এই একাদশ স্কন্ধ বাণী সমাপিয়া ॥
সমর্পিনু ভক্তগণে আমার বচন।
ভ্রম যদি হ'য়ে থাকে ক্ষম সাধুজন ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বা বৈকুণ্ঠে গমন।

[একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত]

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

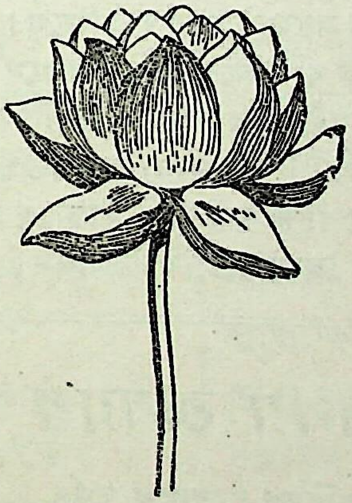

PRESENTED

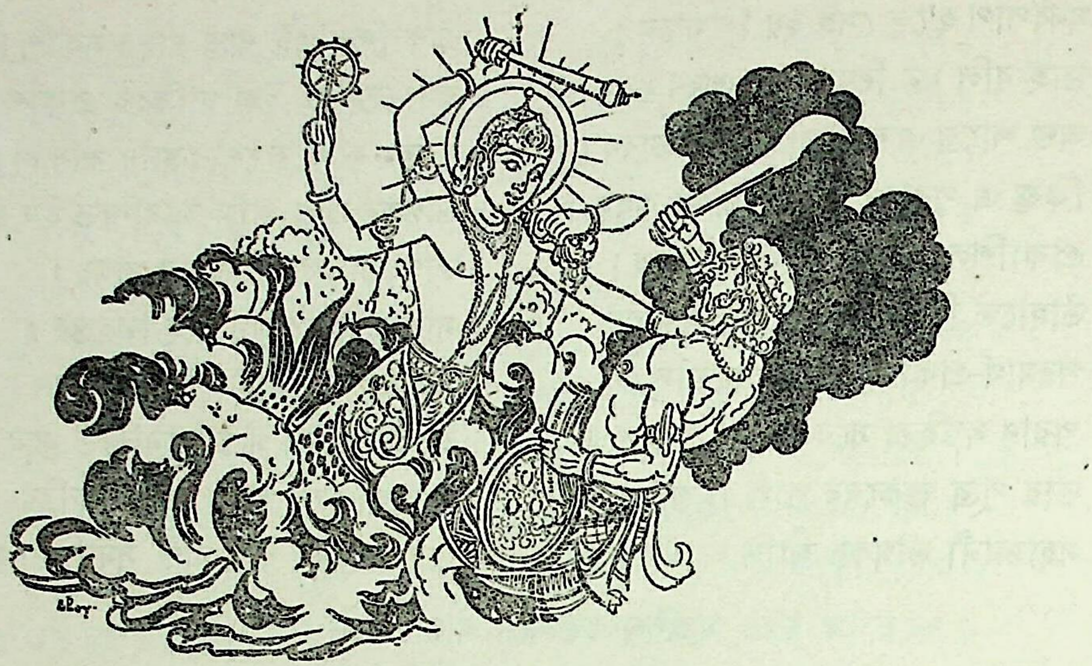

শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বাদশ স্কন্ধ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারায়ণে নমস্করি নমি নরোত্তমে ।
ভক্তিভরে বন্দি নরে, নমি বিশ্বরমে ॥
সরস্বতীদেবী পায় জানাই প্রণতি ।
নমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতি ॥
সর্ব্বজনে বন্দি ‘জয়’ করি উচ্চারণ ।
বন্দিলাম হৈমসুতে, বিঘ্নবিনাশন ॥

প্রথম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ রাজবংশ বর্ণন

শুকদেবে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসে রাজন ।
কলিযুগে মহারাজ হবে কত জন ॥
কেমন ধর্ম্মের মান তখন থাকিবে ।
হরির চরণ সবে কেমনে পূজিবে ॥
কলিযুগ মহাকাল ঋষিমুখে শুনি ।
কিরূপে উদ্ধার হবে যত সাধু মুনি ॥
শুনিয়া কহেন শুক শুনহ রাজন ।
কলিযুগ-সমাচার কহিব এখন ॥

বৃহদ্রথ-রাজবংশে শেষ রাজা হয়।
অতি অহঙ্কারী সেই নামে পুরঞ্জয় ॥
শুনক নামেতে মন্ত্রী ছিল যে তাঁহার।
পুরঞ্জয়ে সেইজন করিয়া সংহার ॥
নিজপুত্রে শুভক্ষণে দিল সিংহাসন।
প্রদ্যোত হইল রাজা তাহার নন্দন ॥
প্রদ্যোত-বংশেতে হবে পুত্র একজন।
হইবে তাহার নাম শ্রীনন্দিবর্দ্ধন ॥
কিছুকাল এই ধরা করিবে শাসন।
শিশুনাগ নামে হবে তাহার নন্দন ॥
তাহাদের বংশাবলী কহি মহাশয়।
কাককর্ণ নামে তার পুত্র পরে হয় ॥
ক্ষেমধর্ম্মা নামে তার হইবে সন্ততি।
ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার পুত্র শুন নরপতি ॥
বিম্বিসার নামে হবে ক্ষেত্রজ্ঞ-তনয়।
পরেতে অজাতশত্রু তার পুত্র হয় ॥
তাহার হইবে পুত্র শুন নরপতি।
দর্ভক তাহার নাম হবে মহামতি ॥
দর্ভকের পুত্র হবে নৃপতি অজয়।
সুনন্দিবর্দ্ধন হবে তাহার তনয় ॥
তাহার তনয় হবে মহানন্দি নাম।
হরিভক্তি-পরায়ণ সর্ব্ব-গুণধাম ॥
শিশুনাগ বংশে রাজা এই দশ জন।
কলিতে হইবে রাজা শুনহ রাজন ॥
তিন শত বর্ষ এরা রহিবে ধরায়।
মহানন্দি হ'তে পুত্র যে জন জন্মায় ॥
মহাবলবান্ সেই মহাপদ্ম পতি।
নিধন করিবে ক্ষত্রকুল দুষ্টমতি ॥
ক্ষত্রিয়-বিনাশকারী নন্দরাজ হ'তে।
অধার্ম্মিক শূদ্র নৃপ জন্মিবে জগতে ॥
কেহ না পারিবে তারে করিতে শাসন।
এইরূপে নন্দরাজ হইয়া দুর্জ্জন ॥
পরশুরামের মত পৃথিবী শাসিবে।
এরূপ কলিতে পরে সকলি হইবে ॥
তাহার যে আট পুত্র হইবেক তবে।
সুমালী প্রভৃতি নাম তাহাদের হবে ॥
শতবর্ষ তারা ধরা করিবে শাসন।
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন ॥
চাণক্য নামেতে এক জন্মিয়া ব্রাহ্মণ।
সমূলেতে নন্দবংশ করিবে নিধন ॥
তাহাদের অভাবেতে মৌর্য্যবংশগণ।
কলিতে করিবে তারা পৃথিবী শাসন ॥
তাহে চন্দ্রগুপ্ত লবে রাজ-সিংহাসন।
বিন্দুসার নামে তার হইবে নন্দন ॥
অশোকবর্দ্ধন হবে তাহার তনয়।
সুযশা তাহার পুত্র শুন মহাশয় ॥
সঙ্গত নামেতে হবে সুযশা-নন্দন।
তার পুত্র শালিশুক জানিবে রাজন্ ॥
সোমশর্ম্মা তার পুত্র বলবান্ অতি।
শতধন্বা নামে হবে তাহার সন্ততি ॥
মহারাজ বৃহদ্রথ তনয় তাহার।
তার পুত্র দশরথ হবে গুণাধার ॥
কহি শুন তোমারে হে কুরুকুল-পতি।
মৌর্য্যবংশে জন্মে এই দশ নরপতি ॥
শত সপ্তত্রিংশ বর্ষ পৃথিবী শাসিবে।
তদন্তর পুষ্পমিত্র নৃপতি হইবে ॥
পুষ্পমিত্র পুত্র যেই অগ্নিমিত্র নাম।
সুজ্যেষ্ঠ তাহার পুত্র অতি গুণধাম ॥
তাহার তনয় তিন জানিবে নিশ্চয়।
বসুমিত্র ভদ্রক ও পুলিন্দ তনয় ॥
পুলিন্দের ঘোষ নামে হইবে নন্দন।
তাহা হ'তে বজ্রমিত্রে জনম গ্রহণ ॥
বজ্রমিত্র হ'তে জন্ম ভাগবত লয়।
তার পুত্র দেবভূতি জন্মে মহাশয় ॥
এই দশ পুত্র রাজা আপনার বলে।
একশত বার বর্ষ রহে ধরাতলে ॥
তদন্তর পৃথিবীতে কাণ্বভূপগণ।
নিজগুণে করিবেক পৃথিবী শাসন ॥

দেবভূতি মন্ত্রী সেই কণ্ব মহাশয়।
সংহার করিয়া তারে নরপতি হয় ॥
মহামতি বসুদেব তনয় তাহার।
ভূমিত্র নামেতে তার পুত্র গুণাধার ॥
তাহার নন্দন হবে নামে নারায়ণ।
কিছুকাল পৃথিবীকে করিবে শাসন ॥
কাণ্ব-বংশে সুশর্ম্মাকে করিয়া সংহার।
ভৃত্য বলি লইবেক ধরণীর ভার ॥
শূদ্রবংশে মহাবলী হবে সেইজন।
অনন্তর কৃষ্ণনামে শুনহ রাজন ॥
পৃথিবীর পতি সেই হইবে নিশ্চয়।
শাতকর্ণ নামে হবে তাহার তনয় ॥
তার পুত্র পৌর্ণমাস কহি অতঃপর।
তাহার তনয় হবে নাম লম্বোদর ॥
তাহা হ'তে চিবিলক পৃথিবীর পতি।
তার পুত্র মেঘস্বাতি হবে মহামতি ॥
দৃঢ়মান নামে হবে তাহার নন্দন।
মহাবল হবে তার পুত্র তিন জন ॥
এইরূপে কত রাজা কলিতে হইবে।
এই ধরা একেবারে অধর্ম্মে পূরিবে ॥
মিথ্যাবাদী অধার্ম্মিক হইবে কৃপণ।
ধরণীতে দাতা নাহি রবে একজন ॥
কলিযুগে রাজা হবে মহাক্রোধী তারা।
নারী-শিশু-দ্বিজ-গাভী বধে শঙ্কাহারা ॥
পরদারে অভিলাষী হবে সর্ব্বক্ষণ।
অনায়াসে হরিবেক অপরের ধন ॥
সর্ব্বক্ষণ হর্ষমদে হইবে উন্মাদ।
সকলেই মহালোভে পাইবে বিষাদ ॥
অল্পমাত্র বল সবে হইবে নিশ্চয়।
অল্প আয়ু হবে সবে কহি মহোদয় ॥
ক্রিয়া-কার্য্যে মতি সবে আর না রহিবে।
রজঃ আর তমোগুণে আচ্ছন্ন হইবে ॥
ক্ষত্ররূপী ম্লেচ্ছ সবে করিবে শাসন।
প্রজাগণে তারা সবে করিবে পীড়ন ॥
এদের অধীনে যত জনপদ রবে।
এদের চরিত্র সম প্রজাদের হবে ॥
পীড়িত হইয়া যত প্রজা সর্ব্বজন।
কিছুকাল পরে সবে হইবে নিধন ॥
কলিতে এরূপ হবে শুন মহাশয়।
ভাগবত-কথা হয় অতি মধুময় ॥
শুদ্ধচিত্তে একমনে যে করে পঠন।
অন্তিমেতে বৈকুণ্ঠেতে সে করে গমন ॥
সুবোধ-রচিত গীত পড় ভক্তজন।
হরিপ্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে সঁপ প্রাণ মন ॥

ইতি ভবিষ্যৎ রাজবংশ বর্ণন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিধর্ম্ম বা অধর্ম্মসঞ্চার কথন

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
কলিকালে হবে যেই পৃথিবীর গতি ॥
কলিকাল বলবান্ হইবে যখন।
সত্য আদি ধর্ম্ম সব হইবে নিধন ॥
কলিতে হইবে ধন মানবের সার।
আর সব গুণ আদি যতেক আচার ॥
সকলি ধনের বশ হইবে নিশ্চয়।
আর শুন মহামতি কহি সমুদয় ॥

বড়ই অধর্ম্মী সবে হইবে তখন।
দাম্পত্য-প্রণয়ে রুচি না হবে কখন॥
ক্রয়-বিক্রয়েতে সব প্রবঞ্চনা হবে।
স্ত্রী-পুরুষে রতি-শ্রেষ্ঠ জানিবে তা সবে॥
মহাপাপ কলিকালে হবে মহাশয়।
ব্রাহ্মণের কথা এবে জানিবে নিশ্চয়॥
যজ্ঞসূত্র চিহ্নমাত্র রহিবে কেবল।
কহিলাম সার-কথা তোমারে সকল॥
সভাস্থলে বহু কথা কবে যেই জন।
পণ্ডিত বলিয়া তারে করিবে গণন॥
ধনহীন যেই জন কলিতে হইবে।
অসাধু বলিয়া তারে সকলে কহিবে॥
দাম্ভিক হইবে আর যেবা অহঙ্কারী।
সাধু বলি কলিতে সে উচ্চ-নামধারী॥
দূরস্থিত জলাশয় জানিবেক যত।
মহাতীর্থ নামে খ্যাত হইবে সতত॥
বাচালতা প্রকাশিত হবে যার মুখে।
সত্যবাদী হবে সেই থাকিবেক সুখে॥
আর শুন মহারাজ যশের কারণ।
কলিতে করিবে লোক ধর্ম্ম-আচরণ॥
এইরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সম্ভবে।
দুষ্ট প্রজাগণে সব পরিপূর্ণ হবে॥
তখন নিশ্চয় তুমি জানিবে অন্তরে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র বৈশ্যের ভিতরে॥
যেই জন বলবান্ জানিবে নিশ্চয়।
ধরণীর রাজা সেই হবে সে সময়॥
কলিকালে যত সব নরপতিগণ।
লুব্ধক নির্দ্দয়-চিত্ত হবে সর্ব্বক্ষণ॥
দস্যুকার্য্যে সকলেতে উন্মত্ত হইবে।
প্রজার উপরে বহু পীড়ন করিবে॥
ধন দারা তাহাদের করিবে হরণ।
প্রজাসব পলাইবে পর্ব্বত কানন॥
ফল পুষ্প শাক মূল তাহারা খাইবে।
অনাবৃষ্টি হেতু রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে॥
তাহাতে পীড়িত প্রজা ত্যজিবে জীবন।
রিপুবশে পরস্পরে করিবে চিন্তন॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যাধিতে যে পীড়িবে সতত।
অল্প আয়ু হবে তবে জীবগণ যত॥
কলিতে দেহীর দেহ সদা ক্ষীণ হবে।
মানবের মধ্যে যাহা কহি শুন তবে॥
যতেক আশ্রমবাসী কহি মহাশয়।
বেদমার্গ নষ্ট তার হবে সমুদয়॥
দস্যুর সদৃশ হবে যত নরবর।
ধর্ম্ম-উপদেশ দিবে যতেক পামর॥
মানবগণের যথা হবে আচরণ।
কহি শুন নরপতি সেই বিবরণ॥
চৌর্য্য হিংসা মিথ্যা এই অনেক-প্রকার।
কলিতে হইবে হেন মানব-আচার॥
সর্ব্ব বর্ণে সবে হবে শূদ্রের সমান।
ধেনু সব ছাগ সম হইবে প্রমাণ॥
আশ্রম হইবে সব গৃহের মতন।
স্নেহশূন্য হবে সব মাতাপিতৃগণ॥
পিতা-মাতা প্রতি পুত্র যত্ন না করিবে।
পত্নী-ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ বন্ধু তাহার হইবে॥
গুণহীন হবে যত ওষধি সকলে।
বহুল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হবে মেঘদলে॥
এইরূপে কলি শেষ হইবে যখন।
মানবে করিবে গর্দ্দভের আচরণ॥
তখন ধর্ম্মের ত্রাণ করিবার তরে।
সত্ত্বগুণে নারায়ণ অবনী-ভিতরে॥
অবতার হবে পুনঃ দেব নারায়ণ।
সাধুগণে পরিত্রাণ করিতে তখন॥
ব্রাহ্মণের শিরোমণি বিষ্ণুযশা নাম।
সম্ভল নামেতে যথা মনোহর গ্রাম॥
কল্কিরূপে অবতার হবে দয়াময়।
অষ্টৈশ্বর্য্য গুণান্বিত জানিবে নিশ্চয়॥
দেবদত্ত অশ্বে তিনি করি আরোহণ।
সকল ধরণী সুখে করিবে ভ্রমণ॥

অপ্রমিত বলশালী কান্তি মনোহর।
দুষ্টের দমন তাহে হবে নিরন্তর ॥
রাজ-চিহ্নধারী যত দস্যুরে হেরিবে।
খড়্গাঘাতে তাহাদের বিনাশ করিবে ॥
অবনীতে কল্কি যবে হবে অবতার।
তখন জগতে হবে সত্যের সঞ্চার ॥
সেকালে মানব যত জনম লভিবে।
সত্ত্ব-অবলম্বী তারা নিশ্চয় জানিবে ॥
চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি মিলিবে যখন।
সেইকালে সত্যযুগ হবে আরম্ভণ ॥
শুনিলে আমার মুখে ওহে নরপতি।
চন্দ্র সূর্য্য বংশজাত রাজা মহামতি ॥
হইয়াছে হবে আর উপস্থিত আছে।
সেইমত কহিলাম আমি তব কাছে ॥
তোমার জনম হ'তে নন্দ অভিষেক।
কহিলাম একে একে ঘটনা প্রত্যেক ॥
সপ্তর্ষিগণের মধ্যে উদয় সময়।
প্রথমেতে দুই ঋষি যাহা দৃশ্য হয় ॥
সেই দুই ঋষিমধ্যে শুন বিবরণ।
নিশিতে আকাশ-মধ্যে নক্ষত্র যেমন ॥
সমসূত্রে অবস্থিতি দরশন হয়।
ঋষিগণ তাহাদের সহযুক্ত রয় ॥
এক শত বর্ষ তাহে করে অবস্থান।
সার কথা কহি শুন ওহে মতিমান্ ॥
এখন জানিবে সেই সব ঋষিগণ।
মঘার আশ্রয়ে তারা রবে সর্ব্বজন ॥
তোমার সময় এই নিশ্চয় জানিবে।
মহাশ্রয়ী ঋষিগণ যে কালে হইবে ॥
সেইকালে বিষ্ণুমায়া স্বর্গেতে গমন।
প্রবেশ করিবে কলি ধরায় তখন ॥
যাহার প্রভাবে লোক পাপে মগ্ন হয়।
সর্ব্বদা সানন্দ মনে বিহার করয় ॥
যতদিন পৃথিবীতে ছিল দয়াময়।
পৃথিবীতে ছিল তাঁর শ্রীচরণদ্বয় ॥
কলির প্রভাব নাহি ততদিন ছিল।
এক্ষণেতে কলি আসি ধরা গরাসিল ॥
যতদিন সপ্তর্ষিরা মঘাতে রহিবে।
ততদিন পৃথিবীতে কলি প্রবেশিবে ॥
মঘা ছাড়ি পূর্ব্বাষাঢ়া গেলে ঋষিগণ।
নন্দাবধি কলি হবে প্রবৃত্ত তখন ॥
শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে যবে গমন করিল।
সেই দিন কলি আসি ধরণী স্পর্শিল ॥
অপূর্ব্ব কথন পরে শুন নরবর।
অতীত হইলে দিব্য সহস্র বৎসর ॥
তাহার চতুর্থ ভাগ সত্য পুনর্ব্বার।
ধরণী আসিয়া শেষে করে অধিকার ॥
তখন মানব-মন হইবে নির্ম্মল।
এ-জগতে আত্মময় জানিবে সকল ॥
এইরূপে যুগে যুগে এই ধরাতলে।
মানবের বংশ গণ্য করয়ে সকলে ॥
যে প্রকার মানবের বংশের গণন।
সেইমত ব্রাহ্মণাদি শূদ্র ক্ষত্রগণ ॥
তাহাদের সংখ্যা যত গণন হইবে।
মহাত্মাগণের নাম জ্ঞাপক জানিবে ॥
তাহাদের কীর্ত্তি মাত্র রহিবে সংসারে।
কহিলাম সার কথা এখন তোমারে ॥
শান্তনুর ভ্রাতা সেই দেবাপি সুমতি।
ইক্ষ্বাকু-কুলের মরু শ্রেষ্ঠ নরপতি ॥
যোগবলে মহাবলী হ'য়ে দুই জন।
কলাপ নগরে বাস করিবে তখন ॥
কৃষ্ণ-অনুমতি তারা লইয়া আবার।
করিবেন পূর্ব্বমত ধর্ম্মের বিস্তার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির সময়ে।
ক্রম অনুসারে এই প্রাণী সমুদয়ে ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হবে শুনহ রাজন।
আমি যাহাদের নাম করিনু এখন ॥
আর আর নরপতি যত সম্প্রদায়।
মোহিত হইবে সবে কলির মায়ায় ॥

পরেতে সকলে তারা হইবে নিধন।
ধরণী ছাড়িয়া সবে করিবে গমন॥
রাজা নামে খ্যাত যারা জগতে বস্তুতঃ।
অন্তে কৃমি-বিষ্ঠা সম হবে ভস্মীভূত॥
এই দেহ তরে যেই প্রাণিহিংসা করে।
অবশ্য সে জন যায় নরক-ভিতরে॥
কি সুখে তাহারা হেন কর্ম্মে হয় রত।
এইরূপ কলিধর্ম্ম কহি আর কত॥
ধর্ম্ম না বুঝিতে পারি কলিপুত্রগণ।
তাহাদের আশা এই হয় সর্ব্বক্ষণ॥
মম পূর্ব্ব-পুরুষেরা আছিল যথায়।
আমিও এসেছি এই ধরা ভোগাশায়॥
এরূপ মায়ায় বদ্ধ যত নৃপগণ।
অন্ন-জলময় দেহে করয়ে চিন্তন॥
শুন কহি নরমণি কাহিনী আমার।
বলে নরপতি ধরা করে অধিকার॥
সেই সব ভূপতির শুন বিবরণ।
কালে ইতিবৃত্তে মাত্র ইহার লিখন॥
কলির বৃত্তিতে যত দোষের সঞ্চার।
সুবোধ রচিল গীতে করিয়া বিচার॥

ইতি কলিধর্ম্ম বা অধর্ম্মসঞ্চার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

যুগধর্ম্ম বা কলিভোগের কথা

শুকদেব কহে শুন ওহে মহামতি।
এই ধরাতলে দেখ যত নরপতি॥
বসুন্ধরা তাহাদের কার্য্য দরশনে।
এই বলি হাস্য করি রহিল এক্ষণে॥
মৃত্যুবশ ভূতপূর্ব্ব নরপতি যত।
আমারে করিতে জয় ইচ্ছা অবিরত॥
যে সকল রাজা দেহে করয়ে বিশ্বাস।
ব্যর্থ হয় আশা তার হয় সর্ব্বনাশ॥
অক্ষয় অমর দেহ আমার নিশ্চয়।
সর্ব্বক্ষণ ভাবে মনে শুন মহাশয়॥
কিন্তু শুন নরপতি কহিলে বচন।
অভিলাষ ব্যর্থ হয় জানহ কারণ॥
অপার তাদের আশা কহি নরপতি।
প্রথমেতে রিপুজয়ে আশা মহামতি॥
তদন্তর রাজমন্ত্রী বশ যে করিব।
পরেতে সকলে আমি স্ববশে আনিব॥
এইরূপে জয় করি সমগ্র ধরণী।
একেশ্বর নাম আমি লইব আপনি॥
এইমত হয় নৃপ আশায় বন্ধন।
দেখিতে না পায় তারা সম্মুখে শমন॥
সমুদ্র-বেষ্টিত ধরা বলে করি জয়।
সাগরের মাঝে সব প্রবেশিত হয়॥
আত্মজয়ে ফল মুক্তি নহে দরশন।
আত্মজয় পক্ষে কিছু না করে চিন্তন॥
মনু আদি ছিল তার যত পুত্রগণ।
আমারে ছাড়িয়া তারা করিল গমন॥
মূঢ়বুদ্ধি মানবের বাসনা নিয়ত।
আমাকে করিতে জয় ভাবে অবিরত॥
মোহে বদ্ধচিত্ত এই রাজ্যের কারণ।
কলহ করয়ে তথা আত্মীয় স্বজন॥
মনে মনে ভাবে এই ধরণীমণ্ডল।
আমার আমার ইহা ভাবে অবিরল॥

কাহার অধীন নহি কহি এই কথা।
বৃথা গর্ব্ব-বাক্য হয় শুন সে বারতা॥
আমার কারণ বহু করয়ে নিধন।
আপনি ত্যজয়ে শেষে আপন জীবন॥
পৃথু পুরূরবা গাধি ভরত সগর।
অর্জ্জুন নহুষ রাম নমুচি শম্বর॥
খট্বাঙ্গ ধুন্ধুহা রঘু তৃণবিন্দু গয়।
যযাতি শর্যাতি আদি নৃপ সমুদয়॥
এইরূপে বহু নৃপ অধীশ্বর ছিল।
সর্ব্বজয়ী তাহারা যে সকলে হইল॥
তথাপি তাহারা সবে হইল নিধন।
নাম মাত্র অবশিষ্ট র'য়েছে এখন॥
তবু নহে কৃতকার্য্য শুন মহাশয়।
তোমারে কহিনু আমি যথার্থ বিষয়॥
যে কথা শুনিলে ভূপ নিকটে আমার।
লোক সকলেতে যত করিয়া বিস্তার॥
পরলোকে যারা সবে করেছে গমন।
মহাত্মা বলিয়া খ্যাত তারা সর্ব্বজন॥
যে কথা তোমারে আমি কহিনু সকল।
বাক্যের বিলাস মাত্র ওহে মহাবল॥
পরমার্থ যুক্ত তাহা নাহি কদাচন।
আর শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন॥
ভাগবত যেইজন এজগতে হয়।
তার বাক্যে অমঙ্গল নাশ সবে কয়॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হ'য়ে শুদ্ধ ভক্তিমান্।
অমঙ্গলহারী গুণ সদা করা গান॥
নিত্য নিত্য সেই কথা কর্ণেতে শ্রবণ।
পরমার্থ কথা তাহা শুন নৃপধন॥
পরীক্ষিৎ বলে দেব করি নিবেদন।
তব মুখে সুধা-কথা করিয়া শ্রবণ॥
নিমগ্ন হইল মন আনন্দ-সাগরে।
কলিতে মানব যত সংসার-ভিতরে॥
তাহাদের দোষ যত কলুষ সকল।
কিরূপে বিনাশ পাবে কহ অবিকল॥
বিস্তারিয়া সেই কথা বলহ এখন।
যুগ সহ যুগধর্ম্ম করিব শ্রবণ॥
সংহার ও স্থিতিকাল পরিমাণ তার।
বিভুরূপী কাল বিষ্ণুগতি কথা আর॥
এই সব কথা মোরে বল দয়া করি।
তব কৃপাবলে ভব-সাগরেতে তরি॥
রাজার বচনে তবে শুকদেব কয়।
সত্য যেই ধর্ম্ম সদা লোক আচরয়॥
চতুষ্পাদ বলি তাহা জানিবে রাজন।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহিব এখন॥
সত্য দয়া তপস্যা ও অভয় প্রদান।
চতুষ্পাদ ধর্ম্ম এই শুন মতিমান্॥
সত্যযুগে লোক হবে সন্তুষ্ট-হৃদয়।
দয়াবান্ মৈত্রীযুক্ত শান্ত সদাশয়॥
ক্ষমাশীল আত্মারাম জীবে সম গতি।
সত্যযুগে এইরূপ শুন নরপতি॥
ত্রেতাযুগে মিথ্যা হিংসা কলহ অধর্ম্ম।
এই সব যাহা হয় শুন তার মর্ম্ম॥
ত্রেতায় ধর্ম্মের এক পদ নষ্ট হয়।
ধর্ম্মের ত্রিপাদ রহে শুন মহাশয়॥
তখন জগতে জীব ক্রিয়া-নিষ্ঠ হয়।
অসম্পূর্ণ ভাবে সবে তপস্যা করয়॥
বহু হিংসা রত তাহে নহে সর্ব্বজন।
ত্রিবর্গেতে নিষ্ঠ নহে দুষ্ট কদাচন॥
বেদজ্ঞ সকলে এই ত্রেতাযুগে হয়।
বিপ্রের সংখ্যাই বেশী রহে সে সময়॥
দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্ম আর নাশ পায়।
সেই কথা আজি তোমা কহি নররায়॥
মিথ্যা হিংসা অসন্তোষ কলহ-বিশেষ।
ইহাতে ধর্ম্মের পাদ হয় হে নিঃশেষ॥
সত্য দয়া তপস্যা অভয়দান যত।
ইহাতে ধর্ম্মের হয় একপাদ হত॥
বর্ণমধ্যে মান্যগণ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়।
এ যুগের লোক সব হয় তপঃপ্রিয়॥

মহৎ স্বভাব হয় বেদ পাঠ করে।
ধনবান্ সবে থাকে সানন্দ অন্তরে॥
কলিতে চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট তায়।
অধর্ম্ম কারণ সব অতি বৃদ্ধি পায়॥
তাহাতেই অবশিষ্ট হয় হে নিধন।
এইকালে বৃদ্ধি পায় শূদ্রজাতিগণ॥
ইহারা নির্দ্দয় লোভী হয় দুরাচার।
বৃথা দর্পকারী সবে করে অহঙ্কার॥
দুর্ভাগ্য ও স্পৃহাশীল হয় সর্ব্বক্ষণ।
চারিযুগে এইরূপে শুনহ রাজন॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ রাজ্য এই গুণত্রয়।
পুরুষের মধ্যে এই গুণ দৃষ্ট হয়॥
ইহাতে প্রেরিত হয় মানব-নিকর।
আত্মা অনুগত তায় সবার অন্তর॥
সত্ত্বগুণে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় যখন।
দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করে হে রাজন॥
তখন মনেতে ভুল জানিবে নিশ্চয়।
সত্যের উৎপত্তি তাহে কহি মহাশয়॥
জ্ঞানযোগে থাকে ঋষি জানিবে তখন।
কাম্য-কার্য্যে ভক্তি সবে থাকে অনুক্ষণ॥
আর যবে রজোবৃত্তি প্রধান জানিবে।
ত্রেতাযুগ বলি তাহে মনেতে মানিবে॥
লোভ দম্ভ অসন্তোষ অভিমানাসক্তি।
অহঙ্কার কাম্য-কর্ম্মে সদা থাকে ভক্তি॥
রজঃ আর তমঃ গুণ প্রধান যখন।
দ্বাপর বলিয়া মনে জানিবে তখন॥
মিথ্যা নিদ্রা হিংসা দুঃখ শোক মহাভয়।
আলস্য ও ছল দৈন্য যে কালেতে হয়॥
প্রবল তমের গুণ হেরিবে যখন।
কলিকাল বলি তারে বুঝিবে রাজন॥
কলির প্রভাবে যত মনুজের গণ।
অল্পভাগ্য ক্ষুদ্রদশ আশাতে মগন॥
অধিক আহারী জীব কলিতে হইবে।
ধনহীন জীবগণ নিশ্চয় জানিবে॥
একালে অসতী সব হইবে রমণী॥
দস্যুপূর্ণ নগরী যে শুন নরমণি॥
পাষণ্ডে দূষিত হবে সকল নগর।
প্রজারে পীড়িবে সদা ভূমির ঈশ্বর॥
কামেতে উন্মত্ত যত ব্রাহ্মণ হইবে।
অসন্তুষ্ট চিত্ত বহু ভোজন করিবে॥
শৌচশূন্য হবে তবে যত ব্রহ্মচারী।
ভিক্ষুক হইবে সবে বহু পরিবারী॥
তপস্বী সকলে রবে নগর ভিতর।
লোভে পরিপূর্ণ হবে সন্ন্যাসী অন্তর॥
খর্ব্বকায়া লজ্জাহীনা হবে নারীগণ।
বহুপুত্রবতী বহু করিবে ভোজন॥
তাহারা কহিবে কটু কথা নিরন্তর।
তস্করগণের হবে সাহসী অন্তর॥
বণিকেরা ছলকারী হবে সর্ব্বক্ষণ।
ক্রয় ও বিক্রয়ে তারা করিবে বঞ্চন॥
মানবে বিপদ্ নাহি হ'লে উপস্থিত।
বুঝিতে না পারে কভু নিজ হিতাহিত॥
সর্ব্বোত্তম স্বামী যদি হয় হে নির্ধন।
তারে ত্যজি ভৃত্যগণ করে পলায়ন॥
বিপদে পড়িলে ভৃত্য স্বামীরা ত্যজিবে।
দুগ্ধ ল'য়ে গাভীগণে তাড়াইয়া দিবে॥
দরিদ্র হইয়া হবে রমণী-আসক্ত।
সুহৃদ্ ভাবিয়া তাহে হবে অনুরক্ত॥
তাদের সোহার্দ্দ্য হবে রমণ কারণ।
মন্ত্রণা করিবে ভার্য্যাসহ অনুক্ষণ॥
শূদ্রগণ তপোবেশী সতত হইবে।
অধার্ম্মিক জন ধর্ম্ম-আসনে বসিবে॥
তাহারা কহিবে সদা ধর্ম্মের কথন।
কলিকালে হবে সব এরূপ ঘটন॥
প্রজাগণে অন্নহীন নয়নে দেখিবে।
তাহাদের মন সদা উদ্বিগ্ন থাকিবে॥
সর্ব্বক্ষণ প্রজা হবে দুর্ভিক্ষে পীড়িত।
পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হবে সংঘটিত॥

অশন বসন পান শয্যা ব্যবহার।
স্নান ও ভূষণহীন হ’য়ে অনিবার॥
পিশাচের ন্যায় সবে হইবে দর্শন।
বিবাহ করিবে সদা ল’য়ে তুচ্ছধন॥
আপনার প্রিয় প্রাণ বর্জ্জন করিবে।
আত্মীয় স্বজন নাশে প্রবৃত্ত হইবে॥
বৃদ্ধ পিতা-মাতাগণে না করি পালন।
সর্ব্বক্ষণ আত্মসুখে হইবে মগন॥
ভার্য্যারত সকলেতে হবে নীচাশয়।
পাষণ্ড দুর্ম্মতি সবে হইবে নিশ্চয়॥
এইরূপে লোক সবে চিত্ত-ভ্রম হবে।
পরম ঈশ্বরে পূজা না করিবে সবে॥
যাঁর নামে সর্ব্বজীবে বিপদ্ খণ্ডন।
যাঁর কৃপাবলে ঘুচে কর্ম্মের বন্ধন॥
যাহাতে উত্তম গতি জীবে সবে পায়।
কলিতে মানবগণ না পূজিবে তাঁয়॥
শুন কহি পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব ভারতী।
যার চিত্ত মগ্ন হয় নারায়ণ প্রতি॥
কলিকৃত দোষ তার তখনি খণ্ডন।
কহিলাম সত্য কথা তোমারে এখন॥
চিন্তন করিলে হরি আপন অন্তরে।
বহুপাপ বিনাশিত ক্ষণেকের তরে॥
অগ্নিতে সুবর্ণ যথা সুনির্ম্মল হয়।
চিত্তস্থিত বিষ্ণু তথা অশুভ নাশয়॥
অতএব শুন কহি ওহে মহামতি।
একান্ত হইয়া ভাব সেই বিশ্বপতি॥
হৃদয় অর্পণ কর নিয়ত কেশবে।
অন্তরে কলুষ আর কিছুই না রবে॥
মহাপাপী দুরাচার হয় যেই জন।
সে যদি হৃদয়ে হরি করয়ে ধারণ॥
তখন পরম গতি পাইবে সে জন।
অন্যথা না হয় কভু কৃষ্ণের বচন॥
এই কলিকাল হয় দোষের আকর।
কিন্তু এক গুণ আছে শুন নরবর॥
যেইমাত্র কৃষ্ণনাম বদনে লইবে।
এ ভব-বন্ধন হ’তে মুক্তি সে পাইবে॥
পরম পুরুষে সেই পাবে সেইক্ষণে।
কলির মাহাত্ম্য এই জানিবে হে মনে॥
সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান করিবে নিয়ত।
ত্রেতায় যজ্ঞেতে কৃষ্ণ অর্চ্চিবে সতত॥
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা শুনহ রাজন।
কলিতে জানিবে মাত্র নাম উচ্চারণ॥
এই সব জীবগণে মুক্তির কারণ।
সুবোধ মাগিছে সদা হরিপদে মন॥

ইতি যুগধর্ম্ম বা কলিভোগের কথা।

চতুর্থ অধ্যায়

পরমার্থ-নির্ণয় বা প্রলয়-সংযোগ-কথা

(ত্রিপদী)

শুনিয়া শুকের কথা, আনন্দিত হ’য়ে তথা,
নরপতি করে নিবেদন।
শুন ওহে মুনিবর, কি প্রসঙ্গ তদন্তর,
বিস্তারিয়া কহ সে বচন॥
শুক কহে নরপতি, শুন কহি তব প্রতি,
যাহে হয় পাপের বিনাশ।
কলিতে হরির নাম, জীব পায় মোক্ষধাম,
কহিয়াছি করিয়া প্রকাশ॥

কহিলাম কলিধর্ম্ম, জীবাদির যত কর্ম্ম,
শুন পরে কথা আর হয়।
মনু চতুর্দ্দশ যাহে, সুপ্রকাশ হয় তাহে,
ব্রহ্মাদিন তাহাই নির্ণয়॥
তদন্তর যে প্রলয়, তার পরিমাণ হয়,
চারিটি হাজার যুগ জানি।
ব্রহ্মরাত্রি কহে তাহে, ত্রিলোকের হয় যাহে,
প্রলয়েতে লীন সর্ব্ব প্রাণী॥
বিশ্বকর্ত্তা আত্মযোনি, শুন শুন নৃপমণি,
বিশ্ব করি নিজেতে সংহার।
অনন্ত আসনে তাঁর, নিদ্রা যান অনিবার,
বিশ্বে কিছু নাহি থাকে আর॥
দ্বিপরার্দ্ধ বর্ষ যবে, হইলে অতীত তবে,
শুন শুন কহি মহাশয়।
সাতটি প্রকৃতি দলে, লয় উপযুক্ত হ'লে,
প্রাকৃতিক তখন প্রলয়॥
এরূপ হইলে লয়, বিঘাত কারণ হয়,
ব্রহ্মাণ্ড তখন লয়প্রাপ্ত।
শতবর্ষ মেঘগণ, নাহি করে বরিষণ,
প্রজাগণ বিপদে পতিত॥
অন্নহীন ভূমিতলে, ক্ষুধায় জঠর জ্বলে,
পরস্পরে ধরি সবে খায়।
এইরূপ ভয়ঙ্কর, ক্ষয় করি পরস্পর,
ক্রমে ক্রমে সবে লয় পায়॥
এই কালে দিবাকর, হয় অতি খরতর,
সুখে নানা রস পান করে।
পরে শুন সঙ্কর্ষণে, মুখজাত হুতাশনে,
বায়ুবেগে উঠি ধায় পরে॥

(পয়ার)

পৃথিবীর শূন্যে যত বিবর সকল।
প্রলয়ের শত সূর্য্য দহে অবিরল॥
ব্রহ্মাণ্ড উপরে আর নিম্নতল যত।
রবি অগ্নি দুইজনে দহে অবিরত॥
ব্রহ্মাণ্ড তখন হয় অদ্ভুত দর্শন।
সুদগ্ধ গোময়-পিণ্ড আকার যেমন॥
পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
প্রলয় প্রচণ্ড বায়ু বহে অনুক্ষণ॥
একশত বর্ষকাল সেই বায়ু বহে।
ধূলিতে আচ্ছন্ন মেঘ সেই কালে রহে॥
ধূমময় হয় তাহা জানিবে নিশ্চয়।
তদন্তর চিত্রবর্ণ বহু মেঘোদয়॥
একশত বর্ষ তারা করয়ে বর্ষণ।
ভীমস্বরে সর্ব্বক্ষণ করয়ে গর্জ্জন॥
ব্রহ্মাণ্ড বিবরে বিশ্ব তখন জানিবে।
একমাত্র সিন্ধুজলে প্লাবিত হইবে॥
পৃথিবীর গুণ গন্ধ গ্রাসিবে সে জলে।
পৃথিবী প্রলয়প্রাপ্ত জলগ্রস্ত হ'লে॥
তারপর তেজে জল রসশূন্য হয়।
রসহীন হ'য়ে শেষে সব পায় লয়॥
বায়ুতে তেজের রূপ গ্রাস করে পরে।
তেজের যে রূপ লয় পায় তদন্তরে॥
পরে তেজ বায়ু সহ হয় যে মিলিত।
আকাশে বায়ুর গুণ হয় গরাসিত॥
অনন্তর সেই বায়ু শুন নরবর।
প্রবেশ করয়ে সেই আকাশ ভিতর॥
পরে সেই তৈজস যে আর অহঙ্কার।
আকাশের গুণ গ্রাস করে বার বার॥
তাহার পশ্চাতে হয় আকাশের লয়।
কহিনু তোমারে আমি সে কথা নিশ্চয়॥
পরে সে তৈজস গ্রাসে ইন্দ্রিয় সকল।
অহঙ্কার বৃত্তি সহ আর দেবদল॥
মহতত্ত্ব গ্রাসে পুনঃ সেই অহঙ্কারে।
সত্ত্ব আদি গুণ পরে গ্রাসয়ে তাহারে॥
তদন্তর নরপতি করহ শ্রবণ।
কালের প্রেরিত হয় প্রকৃতি তখন॥
সমুদয় গুণ সেই গ্রাসে অনুক্ষণ।
সার কথা তোমারে যে কহিনু রাজন॥

কালের সে অবয়ব হয় দরশন।
তার পরিমাণ গুণ নহে কদাচন ॥
অনাদি অনন্ত তিনি আকার-রহিত।
এককালে সর্ব্বস্থানে রহেন নিশ্চিত ॥
কোনকালে যার ক্ষয় নহে দরশন।
কহি শুন মহারাজ তাহার কারণ ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ বাক্য নাহি বুঝি মনে।
নাহি প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি যত দেবগণে ॥
সুষুপ্তি ও স্বপ্ন তাহে নহে দরশন।
আকাশ পৃথিবী জল নাহি হে রাজন ॥
নাহি বায়ু নাহি অগ্নি নাহি দিবাকর।
যেন সবে আছে তথা নিদ্রায় কাতর ॥
দৃশ্য নহে কোন বস্তু সব শূন্যময়।
তাহে মূলীভূত পদ সকলেই কয় ॥
প্রকৃত প্রলয় ইহা জানিবে রাজন।
পুরুষ প্রকৃতি শক্তি লয়ের কারণ ॥
বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় করি পদার্থ আশ্রয়।
সেই সেই রূপে জ্ঞান প্রকাশিত হয় ॥
আদি অন্ত মূল যাহা শুন নরপতি।
দর্শন যে হয় তাহা ওহে মহামতি ॥
কারণ হইতে তাহা ভিন্ন কভু নয়।
বস্তু বলি তারে আর কেন নাহি কয় ॥
দীপ নহে ভিন্ন কভু হইতে নয়ন।
তেজ হ'তে ভিন্ন নহে রূপ কদাচন ॥
এরূপ আকাশ আর বুদ্ধি সমুদয়।
ব্রহ্ম হ'তে ইহা কভু বিভিন্ন না হয় ॥
সুষুপ্তি স্বপন আর শুন জাগরণ।
বুদ্ধির অবস্থা ইহা জানিবে রাজন ॥
হে রাজন কহি শুন অপূর্ব্ব কথন।
প্রত্যেক আত্মাতে ইহা হয় যে সৃজন ॥
আকাশেতে যেইরূপ রহে জলধর।
কভু থাকে কভু নহে নয়ন-গোচর ॥
সেরূপ উৎপত্তি নাশ অবয়ব হয়।
এ বিশ্ব জানিবে মাত্র আত্মাতেই রয় ॥
তোমারে কহিনু রাজা এই যে সংসার।
অবয়বী কারণ সে সব হয় তাঁর ॥
অবয়বী হয় তাঁর প্রত্যক্ষ যেমন।
যথা বস্ত্রসূত্র সব বস্ত্রের কারণ ॥
পরস্পর করে যথা উভয়ে সহায়।
কার্য্য ও কারণে তাহা সেইমত প্রায় ॥
ইহাতে যেরূপ সবে হয় অবগত।
ভ্রম বলি তাহারে হে জানিবে সতত ॥
আদি-অন্তশীল বস্তু যত কিছু হয়।
প্রত্যগ্ আত্মার ইহা প্রকাশ নিশ্চয় ॥
ইহার প্রকাশ ভিন্ন শুন মহাশয়।
প্রপঞ্চ নাহিক কভু নিরূপিত হয় ॥
সত্যের নানাত্ব নাই শুন নরপতি।
নানাভাবে হেরে তারে যত মূঢ়মতি ॥
যেমন ঘটের জলে সূর্য্যের প্রকাশ।
তারে সূর্য্য বলি অজ্ঞ করয়ে বিশ্বাস ॥
সেইরূপ অজ্ঞজন সবে ভ্রান্তিবশে।
সত্যেরে নানাত্ব ভাবে নিজ বুদ্ধি দোষে ॥
ব্রহ্ম-জ্ঞানে আত্মা-সহ আত্মতুল্য হবে।
আত্মার সহিত তবে মিশাইয়া রবে ॥
ব্রহ্মা আদি সর্ব্বভূত যত চরাচরে।
তাঁদের উৎপত্তিকাল সর্ব্বভাব ধরে ॥
তাঁহাকে প্রলয় বলি করিয়ে নির্ণয়।
নদীর প্রভাবে যথা কূল নষ্ট নয় ॥
সেরূপ কালের স্রোতে দেহ হয় ক্ষয়।
তোমারে কহিনু সার বাক্য সমুদয় ॥
জন্ম ও নাশের এই নিশ্চয় কারণ।
অনাদি অনন্ত সেই কাল নিরূপণ ॥
ইহার অবস্থা কভু দৃশ্য নাহি হয়।
কালের কারণ ইহা কহিনু নিশ্চয় ॥
ওহে পরীক্ষিৎ এবে শুন মম কথা।
কহিলাম পুরাতন অনেক বারতা ॥
সংক্ষেপে কহিনু আমি নানা বিবরণ।
বিশেষে কহিতে পারে নাহি হেন জন ॥

পদ্মযোনি নাহি পারে আমি কোন্ ছার।
তারপর শুন কথা অমৃতের ধার॥
নানা দুঃখ-দাবাগ্নিতে দগ্ধ যেই জন।
পীড়িত হইয়া যেই রহে সর্ব্বক্ষণ॥
দুস্তর সংসার-সিন্ধু হইবারে পার।
অভিলাষী যে পুরুষ শুন সারোদ্ধার॥
ভগবান্-নাম তরী না করি ধারণ।
অন্য তরী নাহি কভু হয় দরশন॥
পূর্ব্বেতে অব্যয় সেই ঋষি নারায়ণ।
মহা-ঋষি নারদেরে শুন নৃপধন॥
পুরাণ সংহিতা যেই কহে সমাদরে।
নারদ কহিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নে পরে॥
দেবের সমান সেই ব্যাস তপোধন।
ভাগবত কহে ঋষি আনন্দিত মন॥
ওহে কুরুবর সেই নৈমিষ কাননে।
শৌনকাদি ঋষি শুনে সূতের বচনে॥
সূত কহে এই কথা সানন্দ অন্তরে।
মুনিগণ একমনে শ্রবণ যে করে॥
আমি কহি সেই কথা তোমার গোচর।
মুক্তি পাবে নৃপবর ইহাতে সত্বর॥

সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার।
পরমার্থ-তত্ত্ব-কথা করিয়া বিচার॥

ইতি পরমার্থ-নির্ণয় বা প্রলয়-সংযোগ-কথা।

পঞ্চম অধ্যায়

আত্ম-নির্ণয়-কথা

শুক কহে মহারাজ কর অবধান।
যাঁহার কৃপায় জন্মে ব্রহ্মা মতিমান্॥
ক্রোধ হ'তে রুদ্র যাঁর জনম লভিল।
সেইজন ভাগবতে বর্ণিত হইল॥
অতএব শুন রাজা আমার বচন।
আত্মতত্ত্ব সার তত্ত্ব বুঝিয়া এখন॥
নির্ভর করহ সেই ব্রহ্মের উপর।
তা হ'লে হইবে মুক্তি তোমার সত্বর॥
আজ যেই দেহ ভবে জনম যে হয়।
তাহার হইবে নাশ জানিবে নিশ্চয়॥
আত্মা কভু নষ্ট নাহি হয় তার মত।
অতএব মহারাজ হও অবগত॥
তুমি বীজাঙ্কুর সম পুত্রাদি রূপেতে।
বর্ত্তমান নাহি রবে এ ধরা ধামেতে॥
কাষ্ঠ যথা ভিন্ন সদা হুতাশন হ'তে।
সেইমত তুমি রাজা জানিবে জগতে॥
স্বপ্নে নানা রূপ দেখে যথা জীবগণ।
নিজ শির কাটি করে ভূমিতে স্থাপন॥
জাগরণে করে দেহে পঞ্চত্ব দর্শন।
নশ্বর না হয় আত্মা শুনহে রাজন॥
অবিনাশী হয় আত্মা দেহ সদাক্ষয়।
আত্মা ত্যজি দেহে যত্ন উচিত না হয়॥
কর্ম্মের করিলে ক্ষয় জন্ম নাহি হয়।
জন্ম বিনা দেহ ভোগ ভবে কোথা রয়॥
অজর অমর আত্মা জানিবে নিশ্চয়।
তোমারে কহিব সেই কথা মহাশয়॥
বীজাঙ্কুর-রূপী তুমি কদাচ না হবে।
পুত্র-পৌত্র-রূপে কেহ জীবিত না রবে॥

সেই হেতু জীবদেহ ক'রেছ ধারণ।
কাষ্ঠ বিনা প্রজ্বলিত নহে হুতাশন॥
ঘট যথা ভগ্ন হ'লে মধ্যস্থ আকাশ।
পূর্ব্বমত তাহাই যে হয় সুপ্রকাশ॥
আকাশ ব্যতীত আর অন্য কিছু নয়।
এইরূপ জীব-দেহ যবে পায় ক্ষয়॥
তখন সে জীব ব্রহ্ম হইবে অব্যয়।
তাহার অন্যথা কিছু না হবে নিশ্চয়॥
আত্মার দেহের গুণ কষ্ট সমুদয়।
মনেতে সৃজন করে জানিবে নিশ্চয়॥
মায়া যে মনেতে নৃপ করয়ে সৃজন।
তাহাতে জীবের হয় সংসার-বন্ধন॥
যতকাল তৈল রহে প্রদীপ-আধারে।
তত দিন জ্বলে দীপ কহি যে তোমারে॥
অতএব এই দেহ সংসার কারণ।
অপূর্ব্ব ভারতী রাজা করহ শ্রবণ॥
এই যে জীবের দেহ হয় দরশন।
সত্ত্ব রজঃ তমোতেই জনম মরণ॥
যিনি আত্মা তাঁর কভু জনম না হয়।
সাক্ষাৎ জ্যোতি যে তিনি জানিবে নিশ্চয়॥
অতএব সূক্ষ্ম স্থূল দেহের ভিতর।
আকাশের মত তাহা সতত গোচর॥
নির্ব্বিকার অন্তহীন উপমা-রহিত।
কহিলাম সব কথা তোমারে নিশ্চিত॥
অতএব ওহে রাজা কর অবধান।
অনুক্ষণ বাসুদেব কর তুমি ধ্যান॥
সুবুদ্ধি হইতে আত্মা করহ বিচার।
সেই তত্ত্ব-বলে তব হইবে নিস্তার॥
তাহা হ'তে এইরূপ হইবে ঘটন।
ব্রাহ্মণ-শাপেতে সেই তক্ষক তখন॥
কোনমতে তোমারে না করিবে দংশন।
দগ্ধ না করিবে তোমা মৃত্যুর কারণ॥
তখন হইবে তুমি মৃত্যুর ঈশ্বর।
নিশ্চয় জানিবে তুমি ওহে নরবর॥
তখন করিবে এই বিচার অন্তরে।
শ্রেষ্ঠ-পদ ব্রহ্ম আমি জগৎ-ভিতরে॥
এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন।
অনন্ত ব্রহ্মেতে আত্মা করিবে যোজন॥
সেইকালে নরবর করিবে দর্শন।
দংশকারী বিষপূর্ণ তক্ষকে তখন॥
শরীর ও আত্মা হ'তে পৃথক্ না রবে।
আত্মা হ'তে ভিন্ন নয় এই জ্ঞান হবে॥
কহিলাম হরিলীলা তোমারে এখন।
বিশ্ব-আত্মা হয় সেই দেব-জনার্দ্দন॥

এই আত্মতত্ত্ব-কথা করহ বিচার।
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত-সার॥

ইতি আত্ম-নির্ণয় কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশন

শুকদেব-মুখে কথা করিয়া শ্রবণ।
করযোড়ে মুনিপদে পড়িল রাজন॥
মুনিবর-পদে শির স্থাপন করিল।
মৃদুভাষে সবিনয়ে কহিতে লাগিল॥
সিদ্ধ যে হইনু দেব তোমার কৃপায়।
অতীব করুণা তুমি করিলে আমায়॥
অনাদি অনন্ত যিনি দেব নারায়ণ।
তাঁহার মাহাত্ম্য-কথা করালে শ্রবণ॥
আপনার মহোদয় মহাত্মা হৃদয়।
বিষ্ণুপদে সর্ব্বক্ষণ চিত্ত মগ্ন রয়॥
সংসার-তাপেতে তপ্ত যত প্রাণিগণ।
তাহাদের প্রতি দয়া কর সর্ব্বক্ষণ॥
তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নহে মুনিবর।
কি আর কহিব দেব তোমার গোচর॥
পুরাণ-সংহিতা সেই জগতের সার।
ঈশ্বরের লীলা যাহা হ'য়েছে বিস্তার॥
তব মুখে সেই কথা করিনু শ্রবণ।
তাহে আমি নহি ভীত তক্ষক কারণ॥
তক্ষক-দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চয়।
যে হেতু তাহাতে মম মুক্তিপদ হয়॥
ব্রহ্ম-তত্ত্ব তব মুখে করিনু শ্রবণ।
তাহাতে প্রবেশ আমি করেছি এখন॥
এখন আমারে দেব কর অনুমতি।
ইন্দ্রিয়-সংযম আমি করিব সম্প্রতি॥
বাসনা করেছে ত্যাগ আমার এ মন।
ভগবানে ভাবি প্রাণ করি বিসর্জ্জন॥
পরম মঙ্গল সেই কৃষ্ণের চরণ।
কৃপা করি প্রভু তুমি করালে দর্শন॥
সূত কহে শৌনকাদি শুন একমনে।
এইরূপ কহি সেই ব্যাসের নন্দনে॥
নরবরে আজ্ঞা করি পূজিত হইল।
সঙ্গে করি সঙ্গিগণে প্রস্থান করিল॥
তবে রাজা পরীক্ষিৎ সানন্দ অন্তর।
বৃক্ষসম ধরাসনে বসি নরবর॥
স্থিরচিত্তে পরমাত্মা করেন চিন্তন।
মনে মনে ভাবে সেই পরম কারণ॥
গঙ্গাতীরে উত্তরাস্যে তখনি বসিল।
ব্রহ্মভূত মহাযোগী নিঃশব্দ হইল॥
পরমাত্মা ভগবানে ভাবে নিরন্তর।
তাঁর পদ করে ধ্যান সহর্ষ অন্তর॥
পরে শুন মুনিগণ অপূর্ব্ব ঘটিল।
রাজার নিধন হেতু তক্ষক চলিল॥
পথে যেতে দেখা হয় ধন্বন্তরি সনে।
অর্থদানে-পথ হ'তে ফিরায় তখনে॥
কামরূপী তক্ষক সে হইয়া ব্রাহ্মণ।
লুকাইয়া নরবরে করিল দংশন॥
বিষেতে রাজার দেহ দহন হইল।
ব্রহ্মভূত নৃপ-দেহ সকলে দেখিল॥
চারিদিকে হাহাকার উঠিল তখন।
পৃথিবী-আকাশমার্গে কাঁদে সর্ব্বজন॥
দেবতা অসুর হয় সকলে বিস্ময়।
স্বর্গেতে দুন্দুভি-বাদ্য বাজে অতিশয়॥

মহানন্দে গীত গায় গন্ধর্ব্ব অপ্সরে।
দেবগণে পুষ্পরাশি বরিষণ করে॥
পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন।
পরীক্ষিতে তক্ষক যে করেছে দংশন॥
তাহা শুনি জন্মেজয় সক্রোধ অন্তরে।
দ্বিজগণ সহ যুক্তি করি তদন্তরে॥
বিধিমতে জন্মেজয় যজ্ঞ আরম্ভিল।
সর্পগণে হুতাশনে আহুতি করিল॥
সর্পযজ্ঞে প্রজ্বলিত হয় হুতাশন।
তাতে দগ্ধ হয় যত মহাসর্পগণ॥
দরশনে তক্ষক সে মহাভীত হয়।
চিন্তিত অন্তরে ইন্দ্রে শরণ যে লয়॥
তক্ষকে না দেখি তবে রাজার নন্দন।
দ্বিজগণ প্রতি বাক্য কহিল তখন॥
কহ দ্বিজগণ মোরে প্রকৃত বচন।
সর্পাধম তক্ষকের নহে দরশন॥
কি কারণে দুরাশয় দগ্ধ নাহি হয়।
দ্বিজগণ কহে তবে শুন জন্মেজয়॥
তক্ষক না আসে শুন তাহার কারণ।
লয়েছে তক্ষক স্বর্গে ইন্দ্রের শরণ॥
এ কারণে রক্ষা করে ইন্দ্র মহাশয়।
অগ্নিতে তক্ষক তাই পতিত না হয়॥
তাহা শুনি জন্মেজয় কহে ক্রুদ্ধ মনে।
ইন্দ্রসহ তক্ষকেরে ফেল হুতাশনে॥
তবে বিপ্রগণ তাহা করিয়া শ্রবণ।
ইন্দ্রসহ তক্ষকেরে ডাকয়ে তখন॥
অগ্নিতে আহুতি যেই প্রদান করিল।
তক্ষকের সহ ইন্দ্রে তাহে আকর্ষিল॥
তক্ষকের সহ সেই দেব শচীপতি।
বিমান যোগেতে তথা আসে শীঘ্রগতি॥
তাহা দরশনে তবে অঙ্গিরা-তনয়।
বৃহস্পতি দ্বিজমণি জন্মেজয়ে কয়॥
ওহে জন্মেজয় রাজা করহ শ্রবণ।
কিরূপেতে কালসর্প করিবে নিধন॥
অমৃত করেছে পান এই নাগবর।
শচীপতি ইন্দ্র হয় অজেয় অমর॥
নিজ কর্ম্ম-ফল ভোগে মানব সকল।
তাহাতেই জন্ম-মৃত্যু পায় ফলাফল॥
অতএব ক্ষম বাক্য শুনহ রাজন।
দুঃখদাতা সুখদাতা নহে কোন জন॥
জীবগণ যাহা হ'তে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।
প্রারব্ধ কর্ম্মের বশে ভোগে সমুদয়॥
অতএব যজ্ঞ-শেষ কর নরপতি।
হিংসাতে যজ্ঞের ফল না পাবে সম্প্রতি॥
নির্দ্দোষ সে নাগগণ হ'য়েছে নিধন।
হুতাশনে সকলেতে হইল দাহন॥
কি আর কহিব এবে শুনহ রাজন।
নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে জীবগণ॥
বৃহস্পতি-বাক্য শুনি রাজা জন্মেজয়।
সর্পযজ্ঞ হ'তে তবে নিবৃত্ত যে হয়॥
পরে নরপতি করে মুনির অর্চ্চন।
বিষ্ণুর এ মহামায়া জেনো মুনিগণ॥
বিষ্ণু-অংশভূত সেই মানব-নিকর।
ক্রোধাদির বশীভূত হয় নিরন্তর॥
তাহাতেই প্রাণী যত মিলে পরস্পর।
সার কথা সমুদয় কহিনু বিস্তর॥
আর যত আত্মবাদ পণ্ডিত-সমাজে।
আত্মতত্ত্ব বিরচিত হয় যাঁর মাঝে॥
দম্ভরূপ মায়া সেই ভয়হীন তায়।
প্রকাশিতে কোনমতে থাকিতে না পায়॥
আর যাতে সে মায়ায় যতেক আশ্রয়।
বিবিধ বিবাদ তাহে কিছুই না রয়॥
সংকল্প বিকল্প আদি বৃত্তি যার হয়।
কহিলাম এই কথা মুনি মহাশয়॥
যেইজন যোগী হয় ত্যজি অহঙ্কার।
আত্মারে শ্রীবিষ্ণুরূপে হেরে অনিবার॥
পরের পরুষ বাক্য সহে অহরহঃ।
কাহার সহিত তারা না করে কলহ॥

যে ব্যাসের পাদপদ্ম করি সদা ধ্যান।
লাভ করিয়াছি আমি এই মহাজ্ঞান ॥
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার।
তাঁহার চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥

সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
পরীক্ষিৎ-মুক্তি-কথা সূতের বিচার ॥

ইতি পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশন।

সপ্তম অধ্যায়

বেদ-বিভাগ কথন

সূত-বাক্যে শৌনকাদি কহিল তখন।
ওহে সৌম্য এক কথা করি নিবেদন ॥
ব্যাসশিষ্য পৈল আদি যত মহাভাগ।
কয় ভাগে বেদ সব করিল বিভাগ ॥
সেই কথা আমাদিগে করিয়া বিস্তার।
কহ তুমি মহাজ্ঞানী কৃপা-অবতার ॥
সূত কহে শৌনকাদি শুন ঋষিগণ।
যাঁর পাদপদ্মে আমি সদা রাখি মন ॥
পেয়েছি পরম তত্ত্ব ভাগবত-সার।
সেই ব্যাসদেব পদে করি নমস্কার ॥
পরে শুন মহামতি যত ঋষিগণ।
ভাগবত-কথা হয় অপূর্ব্ব কথন ॥
প্রজাপতি যবে করে আত্মার সংযম।
হৃদয়-আকাশে তার শব্দের জনম ॥
সেই ব্রহ্মা উপাসনা করি যোগিগণ।
অনায়াসে মুক্তিলাভ করয়ে তখন ॥
শুন ওহে মুনিগণ কহি তদন্তর।
ওঁকার উৎপন্ন হয় শুন তার পর ॥
তাহার উৎপত্তি অতি গোপনীয় হয়।
হৃদয়েতে সর্ব্বক্ষণ প্রকাশিত রয় ॥
ইহাই সকলি মনে জানিবে নিশ্চয়।
পরমাত্মা ব্রহ্মবোধ তাহাতেই হয় ॥
কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় হীন পরমাত্মা হয়।
অব্যক্ত ওঁকার তবু শ্রবণ করয় ॥
ব্যক্তিতে আশ্রয় করে ওঁকার সে পরে।
কহিনু পরম তত্ত্ব সানন্দ অন্তরে ॥
হৃদয়-আকাশে সেই আত্মা সন্নিধান।
জানিবে উহারা সেই উৎপত্তি-বিধান ॥
পরমাত্মারূপ ইহা নিজের আশ্রয়।
সাক্ষাৎ যে ব্রহ্মরূপ জানিবে নিশ্চয় ॥
আর সে জানিও মনে সর্ব্বমন্ত্রময়।
উপনিষদের রূপ বেদে জীব হয় ॥
ওহে মুনি পরে শুন আর বিবরণ।
ইহার আকার তিন বর্ণেতে ঘটন ॥
যাহা হ'তে শব্দলাভ অর্থবৃত্তি হয়।
তিন সংখ্যাযুত বস্তু যেন সমুদয় ॥
তাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি অক্ষর সৃজিল।
ঋত্বিকের কার্য্য হেতু এরূপ করিল ॥
অক্ষর-সমষ্টি দ্বারা যাহা ব্যবহৃত।
ওঁকারের সহ তাহা করিয়া মিশ্রিত ॥
চারিমুখে চারিবেদ করিল সৃজন।
বেদবিৎ পুত্র যত মহা ঋষিগণ ॥
তাহাদের সেই বেদবিধি পড়াইল।
নিজ পুত্রগণে তারা তাহা শিখাইল ॥

চারিযুগে এই বেদ ঋষিগণ পায়।
দ্বাপর আদিতে ভাগ হইল তাহায়॥
কালক্রমে অনন্তর সেই ঋষিগণ।
অল্প-আয়ু জ্ঞানহীন সত্ত্বশূন্য মন॥
এইরূপ প্রাণীদের দরশন করি।
বিভাগ করিল বেদ সেই মতে ধরি॥
এইকালে ব্রহ্মা আর দেব মহেশ্বর।
লোকপাল আদি যত শুন মুনিবর॥
ধর্ম্মরক্ষা হেতু সবে প্রার্থনা করিল।
ভগবান্ সত্যবতী-উদরে জন্মিল॥
সত্যের অংশেতে সেই পরাশর হ'তে।
ভগবান্ ব্যাসদেব আসেন জগতে॥
চারি প্রকারেতে বিভু বেদ প্রকাশিল।
তাহা হ'তে চারিরূপ সংহিতা হইল॥
ঋক্ ও অথর্ব্ব যজুঃ সাম বেদ হ'তে।
চারিটা সংহিতা ব্যাস সৃজেন জগতে॥
পরে তিনি চারি শিষ্যে ডাকিয়া তখন।
একে একে চারি জনে করে বিতরণ॥
পরে পৈলমুনি নিজ শিষ্য দুইজনে।
আপন সংহিতা তবে কহিল যতনে॥
পরেতে ভার্গব শুন বচন আমার।
বাষ্কল করিল তাহা চারি যে প্রকার॥
নিজ শিষ্য চারিজনে তাহা জিজ্ঞাসিল।
ইন্দ্রমুনি মাণ্ডুকেয় ঋষিকে বলিল॥
মাণ্ডুকেয় শিষ্যগণে কহে সে আবার।
তার পুত্র পাঁচভাগ করিল তাহার॥
সাকল্যের শিষ্য যেই জাতুকর্ণ তায়।
নিরুক্তের সহ সেই সংহিতা মিলায়॥
পরে তাহা চারিজনে প্রদান করিল।
বাষ্কলের পুত্র এক সংহিতা রচিল॥
বালখিল্য নাম তার শুন মহাশয়।
এইরূপ বেদভাগ কত মতে হয়॥
এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্তি পায় সেই জন॥
অপূর্ব্ব কাহিনী সবে শুন তার পরে।
বৈশম্পায়নের শিষ্য তথা যাহা করে॥
চরক অধ্বর্য্যু নাম তাহাদের হয়।
ব্রহ্মহত্যা-পাপ-নাশী ব্রত আচরয়॥
পরে যাজ্ঞবল্ক্য নামে শিষ্য একজন।
বৈশম্পায়নের কাছে কহিল তখন॥
কহ দেব এ ব্রতের কিবা ফলোদয়।
আমা হ'তে না হইবে পালন নিশ্চয়॥
তাহার বচনে গুরু কুপিত হইল।
মহাক্রোধে তবে তারে কহিতে লাগিল॥
হেথা হ'তে অবিলম্বে করহ গমন।
তোমারে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥
তুমি হও ব্রাহ্মণের অপমানকারী।
অতএব স্থানত্যাগ কর ত্বরা করি॥
শিখিয়াছ মম পাশে যেই সব ব্রত।
পরিত্যাগ করি যাও মোর বাক্য মত॥
গুরুর বচনে তবে সেই মুনিবর।
বমন করিয়া করে গমন সত্বর॥
যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ করিয়া বমন।
গুরুর বচনে শীঘ্র করিল গমন॥
অনন্তর মুনিগণ তাহারে দেখিল।
দরশনে সকলেই লোভী যে হইল॥
তিত্তির পক্ষীর রূপ করিয়া ধারণ।
সেই যজুঃ সকলেতে করিল গ্রহণ॥
ইহা হ'তে তৈত্তিরীয় শাখার গঠন।
পরে যাজ্ঞবল্ক্য করে বেদ অন্বেষণ॥
তদন্তর সূর্য্যস্তব করি মহামতি।
কহে দেব হে আদিত্য তব পদে নতি॥
আপনি আত্মার রূপে কর অবস্থান।
কালরূপে প্রাণীদের নিকেতন স্থান॥
জগতের সর্ব্বস্থানে তুমি বর্ত্তমান।
সময়রূপেতে দেব রহ সর্ব্বস্থান॥
গ্রহণ করিছ বারি পুনঃ বরষিছ।
এইরূপে জীবগণে পালন করিছ॥

দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ দেব দিবাকর।
ক্লেশ নাশ কর তব ভক্তে নিরন্তর ॥
সকল দুঃখের বীজ করহ বিনাশ।
তব তেজে এ জগৎ হয় হে প্রকাশ ॥
এ জগতে মহাতাপ করহ প্রদান।
একান্ত হইয়া দেব করি তব ধ্যান ॥
অন্তর্য্যামী তুমি দেব এ জগৎময়।
স্থাবর জঙ্গম যত তোমার আশ্রয় ॥
আর যত প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়াদি মন।
জড় আদিগণ কার্য্যে করি নিমগন ॥
প্রাণিগণে অন্ধকার হ'তে কর ত্রাণ।
দিবাকর জ্ঞানহীনে কর জ্ঞানদান ॥
যেইদিকে তুমি দেব করিছ গমন।
লোকপালগণ করে তোমারে অর্চ্চন ॥
অন্তের অজ্ঞান যজুঃ-প্রার্থী সদা হই।
তোমার চরণে যেন অনুগত রই ॥
গুরুগণ যেই পদ করয়ে অর্চ্চন।
সেই পদ আমি যেন করি হে পূজন ॥
যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ স্তবন করিল।
তদন্তর দিবাকর প্রসন্ন হইল ॥
তখন অশ্বের রূপ করিয়া ধারণ।
মুনিবরে সেই যজুঃ দিল সেইক্ষণ ॥
পঞ্চদশ শাখা মুনি তাহা বিভাজিল।
কণ্ব মধ্যন্দিন আদি শিক্ষা যে করিল ॥
জৈমিনি নামেতে মুনি ছিল মহামতি।
সুমন্ত নামেতে পুত্র সুপ্রসিদ্ধ অতি ॥
জৈমিনি হইতে পরে পুত্র পৌত্র তার।
অধ্যয়ন করে সেই সংহিতা আবার ॥
সবে করে এক এক সংহিতা পঠন।
বিশেষ করিয়া তাহা কহিনু এখন ॥
তারপর শুন কহি অপূর্ব্ব ভারতী।
জৈমিনীর শিষ্য ছিল সুকর্ম্মা সুমতি ॥
সামবেদ তরুশাখা সংহিতা হাজার।
বিভাগ করিল তাহা অতি চমৎকার ॥
সুকর্ম্মার তিন শিষ্য বিজ্ঞ অতিশয়।
পৌষ্পঞ্জি আবন্ত্য হিরণ্যাভ নাম হয় ॥
সংহিতা গ্রহণ তারা করে সমুদয়।
তাহাদের সংহিতার বহু শিষ্য হয় ॥
উদীচ্য নামেতে তারা ব্যক্ত ধরাময়।
কেহ কেহ প্রাচ্য বলি তাহাদেরে কয় ॥
এইরূপে বেদ চারি বিভাগ হইল।
যুগভেদে এই বিশ্বে যাহা প্রচারিল ॥
মুনিদের কাছে পরে সূত তপোধন।
পুরাণ-লক্ষণ কথা করেন বর্ণন ॥
ব্রহ্ম পদ্ম বিষ্ণু শিব লিঙ্গ ও গরুড়।
নারদ ও ভাগবত ভবিষ্য মধুর ॥
অগ্নি স্কন্দ মার্কণ্ডেয় বরাহ বামন।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মৎস্য কূর্ম্ম সুমোহন ॥
ব্রহ্মাণ্ড নামেতে এই আঠার পুরাণ।
শ্রবণ করিলে সদা শুদ্ধ হয় প্রাণ ॥
সুবোধ রচিল গীত হরিকথা-সার।
সূতমতে কহিলাম বেদের বিচার ॥

ইতি বেদ-বিভাগ কথন।

অষ্টম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক নারায়ণের স্তব

তবে যত মুনিগণ সানন্দ অন্তরে।
সূত প্রতি কহে তবে অতি মৃদুস্বরে ॥
তুমি সাধু মহামতি চিরজীবী হও।
ভাগবত পুণ্যকথা তুমি সব কও ॥
ওহে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মোরা জিজ্ঞাসি তোমারে।
সেই সব কথা তুমি বল সবাকারে ॥
অপার সংসার এই হয় দরশন।
তাহাতে মানব সব করিছে ভ্রমণ ॥
তাহাদের পথ সদা কর প্রদর্শন।
জিজ্ঞাসি তোমারে যাহা কহ তপোধন ॥
লোকে বলে মার্কণ্ডেয় মৃকণ্ডু-তনয়।
চিরজীবী হয় সেই কল্পশেষে রয় ॥
এ জগৎ এককালে যবে নাশ হয়।
সেই কথা আমাদেরে কহ মহাশয় ॥
আমাদের বংশে যেই জনম লভিল।
ভৃগু-তনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে হইল ॥
আরো শুনি মার্কণ্ডেয় সাগরের জলে।
ভ্রমণ করিতে একা হেরে কৌতূহলে ॥
বালক পুরুষ বটপত্রেতে শয়ন।
সন্দেহ হইল বড় করি দরশন ॥
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ সবাকারে।
সন্দেহ ভঞ্জন তুমি কর এইবারে ॥
পুরাণে বিশেষ জ্ঞান আছে হে তোমার।
অতএব সেই কথা কহ গুণাধার ॥
সূত কহে ঋষিগণ করহ শ্রবণ।
এ কথা শুনিলে হয় ভ্রম নিবারণ ॥
ইহাতে কলির পাপ বিনাশন হয়।
সেই কথা মন দিয়া শুন মহাশয় ॥
মার্কণ্ডেয় জন্ম ল'য়ে মাতার উদরে।
কিছুদিন পালিত সে হইল আদরে ॥
পরে বেদপাঠে মন নিমগ্ন করিল।
সুবৃহৎ মহাব্রত সদা আচরিল ॥
তাহাতে তাহার মন শান্ত ভাব পায়।
করিল গ্রহণ জটাবল্কল ত্বরায় ॥
দণ্ড কমণ্ডলু আদি করিল ধারণ।
সন্ন্যাসীর রূপে করে সর্ব্বত্র ভ্রমণ ॥
ধর্ম্মের কারণ সেই মহামুনিবর।
হরির তপস্যা করে একান্ত অন্তর ॥
প্রাতে সন্ধ্যা ভিক্ষা-দ্রব্য করে আহরণ।
ভক্তিভরে করে সবে গুরুকে অর্পণ ॥
গুরু-অনুমতি বিনা ভোজন না করে।
এইরূপে গুরুভক্তি তাহার অন্তরে ॥
হেনমতে তপস্যায় নিরত হইল।
বহুকাল শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করিল ॥
হরি-আরাধনা করি মৃত্যু করে জয়।
তাহাতে দেবতা সব চমৎকৃত হয় ॥
তপস্যা-আচার আর বেদ-অধ্যয়নে।
রাগাদি যতেক ক্লেশ ত্যজে একমনে ॥
অনাদি পুরুষে সদা করয়ে চিন্তন।
এইরূপ মহাযোগে চিত্ত নিমগন ॥
ছয় মন্বন্তর কাল জীবিত রহিল।
পরে সুরপতি ইন্দ্র জানিতে পারিল ॥
সপ্ত মন্বন্তর কাল আগত যখন।
ভীতমতি হ'য়ে করে বিঘ্ন উৎপাদন ॥
তপোভঙ্গ হেতু তবে দেব শচীপতি।
মদন বসন্তে যথা করে অনুমতি ॥

মার্কণ্ডেয় কাছে সবে পাঠাইয়া দিল ।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় তবে সকলে চলিল ॥
হিমাচল উত্তরেতে ঋষির আলয় ।
সেই স্থানে সকলেই উপনীত হয় ॥
পুষ্পভদ্রা নামে তথা মহা স্রোতস্বতী ।
চিত্রা নামে শিলা হয় সুদর্শন অতি ॥
পবিত্র আশ্রম তাঁর সুদৃশ্য দর্শন ।
সুকণ্ঠ বিহগকুলে পরিপূর্ণ বন ॥
পবিত্র নির্ম্মল তাহে কত জলাশয় ।
উন্মত্ত ভ্রমরকুল সানন্দ হৃদয় ॥
উন্মত্ত কোকিল সব করে কুহুরব ।
নটরূপী শিখী যত নৃত্য করে সব ॥
কাননের শোভা আর কহি আমি কত ।
সমাকীর্ণ হয় তাহে মত্ত পক্ষী যত ॥
মৃদু মন্দগতি বহে মলয় পবন ।
পুষ্পগন্ধে জাগরিত র'য়েছে মদন ॥
প্রকৃত বসন্ত তাহে হইল উদয় ।
নিশাপতি নিশাকালে প্রকাশিত হয় ॥
বৃক্ষ সব পুষ্প-ফলে শোভিত হইল ।
কামিনীকুলের প্রিয় মদন আইল ॥
তাহার পশ্চাতে যত গন্ধর্ব্বের গণ ।
নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্র করয়ে বাদন ॥
মহানন্দে গান করি সকলে ধাইল ।
ইন্দ্র-অনুচর সবে দর্শন করিল ॥
যোগিবর হোমকার্য্য করি সমাপন ।
বসিয়া আছেন যেন দেব হুতাশন ॥
মূর্ত্তিমান্ অগ্নি সম সকলে হেরিল ।
তবে তথা রমণীরা নৃত্য আরম্ভিল ॥
বাদ্যকার বাদ্যযন্ত্র করিল বাদন ।
মহানন্দে সবে তবে করিল গমন ॥
রতিপতি পঞ্চবাণ যুড়ি শরাসনে ।
স্থির হ'য়ে দাঁড়াইয়া রহে সেইক্ষণে ॥
ইন্দ্র-অনুচরগণ স্বকার্য্য সাধিতে ।
স্থিরভাবে সকলেতে লাগিল ভাবিতে ॥
পরে শুন সৌনকাদি অপূর্ব্ব ভারতী ।
দেবেন্দ্র-প্রেরিত সেই অপ্সরা যুবতী ॥
সেই স্থানে কন্দুক্রীড়া করিতে লাগিল ।
পীনস্তন হেতু কটি চঞ্চল হইল ॥
স্খলিত হইল মালা কবরী হইতে ।
আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি লাগিল ঘুরিতে ॥
বায়ু তার কটি-বস্ত্র করিল হরণ ।
হেনকালে হানে শর দুরন্ত মদন ॥
কিন্তু তাহা এককালে হইল বিফল ।
না খাটিল মদনের কোনই কৌশল ॥
এইরূপে তপ নষ্ট করিতে তাঁহার ।
সকলে প্রবৃত্ত তথা হয় বার বার ॥
তাঁহার তেজেতে সবে হ'য়ে দগ্ধপ্রায় ।
তাঁহাকে ছাড়িয়া পরে পলাইয়া যায় ॥
কি আর কহিব দেব অপূর্ব্ব কথন ।
ইন্দ্র-অনুচরে তাঁহে করে আক্রমণ ॥
তাহাতেও মুনিবর চঞ্চল না হয় ।
বিকার ও অহঙ্কার না হয় উদয় ॥
মহতের পক্ষে ইহা নহে অসম্ভব ।
দেবরাজ ইন্দ্র তাহা শুনিলেন সব ॥
তেজোহীন হেরি তবে দুরন্ত মদনে ।
আশ্চর্য্য মানিল ইন্দ্র প্রভাব শ্রবণে ॥
আরো অপরূপ কথা শুন ঋষিগণ ।
এইরূপে মার্কণ্ডেয় তপেতে মগন ॥
একমনে সদা করি বেদ অধ্যয়ন ।
নারায়ণ প্রতি করি চিত্ত নিমগন ॥
নারায়ণ-পদে চিত্ত যোজনা করিল ।
অনুগ্রহ করি হরি তারে দেখা দিল ॥
নর-নারায়ণ রূপে দিল দরশন ।
শ্বেত-কৃষ্ণ মনোহর রূপ দুই জন ॥
ফুল্ল পদ্ম সম হয় নয়ন যুগল ।
পরিহিত রুরুচর্ম্ম বৃক্ষের বল্কল ॥
চতুর্ভুজধারী হয় অপূর্ব্ব দর্শন ।
নবগুণ সুসম্পন্ন সূত্রের ধারণ ॥

কমণ্ডলু বংশদণ্ড পদ্মমালা আর।
চারি হস্তে দর্ভমুষ্টি শোভে চমৎকার ॥
সুপিঙ্গল কান্তি যেন অশনি সমান।
তপস্বি-সমান যথা হয় মূর্ত্তিমান্ ॥
মনোহর কলেবর সমুন্নত হয়।
নিরন্তর পূজে যাহা দেব সমুদয় ॥
তবে মুনি দুই জনে করি দরশন।
অমনি সে ভূমিতলে হইল পতন ॥
সমাদরে বিষ্ণুপদে করি নমস্কার।
তাঁহাকে হেরিয়া জাগে আনন্দ অপার ॥
মহানন্দে মুনিবরে রোমাঞ্চ হইল।
অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল অমনি ভাসিল ॥
এরূপ হইয়া মুনি করে দরশন।
দেখিতে না পায় মুনি তথা দুই জন ॥
পরেতে উঠিল মুনি কৃতাঞ্জলি হ'য়ে।
কহিতে লাগিল তবে অতীব বিনয়ে ॥
গদগদ-স্বরে তবে সেই মুনিবর।
ভগবানে নমস্কার করিল সত্বর ॥
পরে দুইজনে মুনি বসিবার তরে।
আসন প্রদান করে সানন্দ অন্তরে ॥
তদন্তরে করে মুনি পাদ প্রক্ষালন।
অর্ঘ্য আদি দিয়া করে চরণ-বন্দন ॥
ধূপ দীপ মাল্য দিয়া হরষে পূজিল।
যতনে আসনে দোঁহে আপনি বসিল ॥
পদে প্রণমিয়া মুনি তথা অতঃপর।
নিবেদন করে পরে করি যোড়কর ॥
মার্কণ্ডেয় কহে নাথ শুনহ বচন।
কি বলিয়া তোমাদের করিব বর্ণন ॥
তোমা হ'তে সবাকার জীবন রচিত।
ব্রহ্মা শিব প্রাণিগণ তোমার গঠিত ॥
ভিন্নমত নাহি দেব তোমাতে কাহার।
এই চরাচরে সব প্রেরিত তোমার ॥
তথাপি তোমারে তারা করয়ে ভজন।
তাহাদের আত্মা বায়ু তোমরা দু'জন ॥
ওহে ভগবান্ হও তোমরা দু'জনে।
দুই মূর্ত্তি ধর দেব মঙ্গল কারণে ॥
ত্রিলোকের তাপ শান্তি করিবার তরে।
তোমাদের দুই মূর্ত্তি অতি শোভা করে ॥
যেমন রাখিতে বিশ্ব তুমি নারায়ণ।
মৎস্য আদি নানারূপ করিলে ধারণ ॥
ঊর্ণনাভ সম বিশ্ব করিয়া সৃজন।
পুনর্ব্বার কর গ্রাস হে ভূতভাবন ॥
জগৎ-পালনকারী জগতের সার।
স্থাবর জঙ্গম আদি সবার আধার ॥
তব শ্রীচরণ আমি করি হে ভজন।
যোগিগণ যার লাগি যোগেতে মগন ॥
স্তরে মগ্ন অনুক্ষণ যে পদের তরে।
অর্চ্চনা করয়ে তারা থাকে শ্রদ্ধাভরে ॥
কি আর কহিব আমি হে বিশ্বের পতি।
তোমা বিনা জীবকুলে নাহি অন্য গতি ॥
ভয়শীল মানবের কি উপায় হয়।
মুক্তিরূপ পদ বিনা ওহে দয়াময় ॥
দ্বিপরার্দ্ধ কাল যেই ব্রহ্মার জীবন।
কালরূপী ভাবি তোমা ভীত সর্ব্বক্ষণ ॥
আত্মার নিয়ন্তা তুমি হও আত্মময়।
আবরণ-মাত্র দেহ জানি হে নিশ্চয় ॥
সত্যজ্ঞানরূপ তুমি জীবের জীবন।
সকলের মূল হয় তোমার চরণ ॥
সেই পদে বার বার করি নমস্কার।
যদি কেহ এই পদ পায় একবার ॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ তার সেই ক্ষণে হয়।
ঈশ্বর তুমিই হও ওহে কৃপাময় ॥
সত্ত্ব রজঃ আর এই তমোগুণে তব।
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় জানি ভবধব ॥
মায়াময় তুমি নাথ জীবের কারণ।
সর্ব্বক্রীড়া কর তুমি ওহে নারায়ণ ॥
তব তত্ত্বময়ী লীলা যত জীবগণে।
সমর্থ যে হয় দেব মুক্তির সাধনে ॥

তমঃ রজঃ গুণে তুমি দুঃখ দাও সবে।
দুঃখ মোহ ভয় আদি তাহাতে উদ্ভবে॥
অতএব পণ্ডিতেরা সদা সর্ব্বক্ষণ।
নারায়ণ-রূপ তব করেন ভজন॥
তব ভক্ত জন যত আছয়ে বিশ্বেতে।
সত্ত্বকে পুরুষ-রূপে ভাবয়ে মনেতে॥
যাহা হ'তে আত্মসুখ লভে সর্ব্বজন।
ভয়হীন হয় সবে ওহে নারায়ণ॥
সেই অন্তর্য্যামী হও দেব বিশ্বময়।
বিশ্বের ঈশ্বর হরি দেব সর্ব্বাশ্রয়॥
পরম দেবতা তুমি বিশ্বগুরু হরি।
নারায়ণ নরোত্তম নমস্কার করি॥
দেব-প্রবর্ত্তক সেই ভগবান্ পদে।
নমস্কার করি সদা ভাসি ভক্তিহ্রদে॥
তব মায়া-মুগ্ধ হ'য়ে যত জীবগণ।
আত্মদৃষ্টি বিস্মৃত যে হয় সর্ব্বক্ষণ॥
কপট ইন্দ্রিয়ে চিত্ত লিপ্ত যেই হয়।
না পারে জানিতে সেই তোমারে নিশ্চয়॥
পূর্ব্বেতে আছিল যাহা তোমারে বিস্মৃত।
তোমা হ'তে যদি বেদ হয় হে বিদিত॥
তাহা হ'লে আপনাকে জানি সেইজন।
বাঞ্ছামত তব পদ করিবে পূজন॥
বেদেতে প্রকাশ হরি তুমি সর্ব্বময়।
সর্ব্বজ্ঞাতা তুমি নাথ সবার আশ্রয়॥
অনুক্ষণ তব পদে করি সদা নতি।
দয়া কর মোরে দেব অখিলের পতি॥
মার্কণ্ডেয়-স্তবে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
পরম আদরে ডাকি কহিল তখন॥
শুন হে ব্রহ্মর্ষি তুমি জগতের সার।
তপস্যায় সিদ্ধ তুমি হয়েছ এবার॥
করিয়াছ তুমি মহাব্রত আচরণ।
তাহাতে সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন॥
তোমার মঙ্গল এবে হইবে নিশ্চয়।
মনোমত বর মাগ ওহে সদাশয়॥
যাহা চাবে তাহা দিব শুন মহামতি।
মার্কণ্ডেয় কহে শুন ওহে ভূতপতি॥
অখিলের নাথ তুমি দেব নারায়ণ।
বিপন্ন জনের কর দুঃখ নিবারণ॥
আপনি আমারে নাথ দরশন দিলে।
আমারে মাগিতে বর আপনি কহিলে॥
আপনি আমারে হরি দিলে দরশন।
অতএব অন্য বরে নাহি প্রয়োজন॥
তোমার অভয় পদ নয়ন-গোচরে।
প্রয়োজন কিবা আর আছে অন্য বরে॥
অতএব কহি শুন কমললোচন।
পুণ্যশ্লোক-শিরোমণি দেব নারায়ণ॥
তথাপি তোমার মায়া ইচ্ছা দেখিবারে।
যেহেতু করয়ে ভেদ দেবতা সবারে॥
সকল বস্তুতে ভেদ যে করে তোমারে।
অতএব সেই মায়া দেখাও আমারে॥
মার্কণ্ডেয়-কৃত স্তব শুনে যেই জন।
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্তি পায় সেইক্ষণ॥

সুবোধ-রচিত গীত ভাগবত-সার।
মার্কণ্ডেয়-স্তব-কথা করিয়া বিচার॥

ইতি মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক নারায়ণের স্তব।

নবম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মায়া দর্শন

সূত কহে মুনিগণ করহ শ্রবণ।
এইরূপে মার্কণ্ডেয় করে জিজ্ঞাসন ॥
সে কথা শুনিয়া তবে জগৎ-ঈশ্বর।
হাসিয়া ঋষির প্রতি করেন উত্তর ॥
শুন কহি মার্কণ্ডেয় আমার বচন।
যাহা চাহ হবে তাহা তোমার দর্শন ॥
এত কহি বদরিকা আশ্রমেতে যায়।
মার্কণ্ডেয় মহাঋষি রহিল তথায় ॥
আশ্রমে থাকিয়া ঋষি করেন চিন্তন।
সর্ব্বত্র হরিকে চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥
মনোমত দ্রব্য দিয়া তাঁহারে পূজয়।
কখন বা প্রেমস্রোতে অভিষিক্ত হয় ॥
কখন পূজিতে হরি হইল বিস্মৃত।
এইরূপে মুনিবর হইল চিন্তিত ॥
একদিন সন্ধ্যাকালে সেই মুনিবর।
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বসি শিলা'পর ॥
মনে মনে নারায়ণে করেন চিন্তন।
হেনকালে ঝড় বৃষ্টি আইল ভীষণ ॥
মহাশব্দে মহাবাত্যা বহিতে লাগিল।
অতি উচ্চৈঃস্বরে তবে তর্জ্জন করিল ॥
তদন্তর মেঘমালা হ'ল দরশন।
বিদ্যুতের চকমক্ বিষম গর্জ্জন ॥
চারিদিকে মহাবেগে বৃষ্টি বরিষয়।
তদন্তর শুন সবে যাহা দৃষ্ট হয় ॥
ভীষণ আকার মহা নক্র সমন্বিত।
আবর্ত্ত সম্পন্ন মহাশব্দেতে ধ্বনিত ॥
চারিদিকে তরঙ্গিত চারিটি সাগর।
গরাসিছে এই ধরা দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥
তবে মুনি আপনাকে আর প্রাণিগণে।
মহাবৃষ্টি প্রচণ্ড সে বাত্যা দরশনে ॥
দেখিয়া সকলে হয় বিদ্যুতে পীড়িত।
জলে মগ্ন দেখি ধরা হয় ব্যাকুলিত ॥
অন্তরে হইল মহা ভয়ের উদয়।
পরে শুন মুনিগণ কথা সমুদয় ॥
বাত্যায় ঘূর্ণিত জল তরঙ্গ ভীষণ।
এইরূপে মহাদৃশ্য হয় দরশন ॥
ধারা বরিষণ করে যত মেঘদল।
ক্রমে পরিপূর্ণ হয় ধরণীমণ্ডল ॥
একেবারে পৃথিবীকে করে আচ্ছাদন।
পরেতে ত্রৈলোক্য হয় জলেতে মগন ॥
কেবল সে মহামুনি একাকী রহিল।
মস্তকের জটা সব বিস্তার করিল ॥
জড় ও অন্ধের সম করেন ভ্রমণ।
দেখিতে না পায় কিছু মেলিয়া নয়ন ॥
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে আকুল হৃদয়।
পিপাসায় একেবারে অস্থির যে হয় ॥
মৎস্য ও মকর তারে করে জ্বালাতন।
তরঙ্গ বায়ুতে কষ্ট পায় অসহন ॥
মহা পরিশ্রমে দেহ হইল কাতর।
আকাশ পৃথিবী কিছু না হয় গোচর ॥
মহা অন্ধকারে মুনি করেন ভ্রমণ।
কোনমতে দিক্ সব নহে দরশন ॥
সাগর-জলেতে মগ্ন কভু মুনিবর।
কখন ভক্ষণ করে কুম্ভীর মকর ॥
কখন বা হয় মুনি তরঙ্গে তাড়িত।
কভু ভয় কভু দুঃখ সুখ উপনীত ॥

ব্যাধিতে পীড়িত হ’য়ে কভু মৃত্যু হয়।
এইরূপে মুনিবর আকুল হৃদয়॥
বিষ্ণুর মায়াতে আত্মা আচ্ছন্ন করিল।
সাগরের জলে ঋষি ভ্রমিতে লাগিল॥
এইরূপে কত কাল সেই ঋষিবর।
অবস্থিতি করে সেই জলের উপর॥
একদিন সেই দ্বিজ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অপরূপ দৃশ্য এক পাইল দেখিতে॥
পৃথিবী উন্নত ভাগে হয় দরশন।
ফলপুষ্পে বটবৃক্ষ পূর্ণিত তখন॥
বৃক্ষের ঈশান-কোণে দেখে মুনিবর।
পর্ণপুটে এক শিশু নিদ্রায় কাতর॥
অন্ধকার নাশে সেই শিশুর প্রভায়।
মনোহর কিবা কান্তি প্রকাশিত তায়॥
দীপ্ত মরকত সম শ্যামল বরণ।
মনোহর সুন্দর সে কমল বদন॥
কম্বুসম গ্রীবা তার পরম সুন্দর।
সুবিশাল বক্ষঃ তার নাসা মনোহর॥
কি সুন্দর যুগ্ম ভুরু হয় দরশন।
অলকা শোভিত হয় সুদীর্ঘ লোচন॥
মনোহর কর্ণদ্বয় অতীব শোভিত।
দাড়িম্ব পুষ্পেতে যেন রয়েছে রঞ্জিত॥
কিবা সে মধুর হাস্য হয় দরশন।
অধরের কান্তি হয় অরুণ বরণ॥
হে বিপ্রেন্দ্র কহি শুন অপূর্ব্ব ভারতী।
যখন হেরিল ঋষি শিশু অল্পমতি॥
নিজ হস্তে পদাঙ্গুলি করিয়া ধারণ।
আনন্দেতে সেই শিশু করিছে চুম্বন॥
তাঁহারে দেখিয়া ঋষি আশ্চর্য্য হইল।
শিশু হেরি ঋষিবর বিস্ময় মানিল॥
তাহাতে যে পরিশ্রম দূরীভূত হয়।
হৃদিপদ্ম বিকসিত হয় সে সময়॥
সর্ব্বদেহে রোমাঞ্চের উদয় হইল।
অত্যাশ্চর্য্য রূপ হেরি শঙ্কা উপজিল॥
তথাপি সে মুনিবর জিজ্ঞাসিতে তাঁয়।
দ্রুতপদে সেইস্থানে শীঘ্রগতি যায়॥
যখন সে ঋষিবর করিল গমন।
শিশুর নিশ্বাসে হয় মশক যেমন॥
প্রবিষ্ট হইল তার শরীর ভিতর।
বিস্ময়েতে মগ্ন ঋষি মোহিত অন্তর॥
তথায় সে মুনিবর করে দরশন।
পূর্ব্বমত বিশ্ব সব বিন্যস্ত তখন॥
আশ্চর্য্য হইল ঋষি দৃশ্যে মুগ্ধ হয়।
দিব্যতে প্রকাশ বিশ্ব দেখে সমুদয়॥
আকাশ বাতাস তারা পর্ব্বত নিকর।
গ্রহ তারা দ্বীপ দেশ নদী ও সাগর॥
দেবতা অসুর বন আশ্রম নিচয়।
দর্শন করিল মুনি সেথা সমুদয়॥
এইরূপ দেখে বিশ্ব শিশুর শরীরে।
তারপর শ্বাসপথে আইল বাহিরে॥
প্রলয়-সাগরে তবে হইল পতন।
পৃথিবীর উচ্চদেশ হয় দরশন॥
বটবৃক্ষ পটপুটে বালকে হেরিয়া।
একেবারে ঋষিবর আনন্দে মাতিয়া॥
বালকেরে করিবারে মুনি আলিঙ্গন।
তাহার নিকটে তবে করিল গমন॥
অমনি সে যোগেশ্বর হ’তে সেই স্থান।
ঋষির সম্মুখ হ’তে করে অন্তর্দ্ধান॥
তদন্তর বট জল অন্তর্হিত হয়।
পূর্ব্বমত মুনিবর নিজাশ্রমে রয়॥

ভাগবত-কথা হয় পরম কারণ।
সুবোধ করিছে ভিক্ষা হরির চরণ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মায়া দর্শন।

দশম অধ্যায়

মায়া-বৈভব

এত শুনি শৌনকাদি কহে সূত প্রতি।
তদন্তর কি প্রসঙ্গ কহ মহামতি ॥
সূত কহে শুন সবে অপূর্ব্ব কথন।
মায়াতে নির্ম্মিত বিশ্ব জানিল তখন ॥
যোগমায়া বলে মুনি জানিতে পারিল।
বিষ্ণুর চরণে তবে শরণ লইল ॥
মার্কণ্ডেয় কহে হরি তুমি দয়াময়।
যে পদে বিপন্ন জন পায় হে অভয় ॥
সেই পদমূলে আমি লইনু শরণ।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগতের জন ॥
জগতে প্রকাশ সদা সেই মায়া হয়।
তাহাতে পণ্ডিতগণ সদা মুগ্ধ রয় ॥
এইরূপে মার্কণ্ডেয় দৃঢ় করি মন।
করিতে লাগিল ক্রমে কালের যাপন ॥
একদিন রুদ্রদেব রুদ্রাণীর সনে।
বেষ্টিত হইয়া যত অনুচরগণে ॥
আকাশে ভ্রমণ করে বৃষ আরোহণে।
ঋষিবরে দরশন করে সেইক্ষণে ॥
অনন্তর ঋষিরাজে হেরিয়া পার্ব্বতী।
সবিনয়ে কহে তবে শঙ্করের প্রতি ॥
হের ভূতনাথ এই মহাঋষিবর।
আত্মা মন ইন্দ্রিয়েতে সংযত তৎপর ॥
সংযত করিয়া সবে অবস্থিতি করে।
ঝটিকার অবসানে যেরূপ সাগরে ॥
মৎস্য আদি জলজন্তু যেইভাবে রয়।
সেইমত আছে দেখ ঋষি মহাশয় ॥
অতএব মহেশ্বর ধরহ বচন।
তপস্যার ফল এরে দাও এইক্ষণ ॥
ভবানীর কথা শুনি দেব মহেশ্বর।
হাস্যাননে মৃদুভাষে করেন উত্তর ॥
কোন ফল বাঞ্ছা নাহি করে ঋষিবর।
অন্য কি কহিব আমি শুনহ অপ ॥
মুক্তি-বাঞ্ছা নাহি তার শুন বরাননা।
চলহ ঋষির সহ করি আলোচনা ॥
সাধুসঙ্গ হয় এই জগতের সার।
শ্রেষ্ঠ-লাভ মানবের শাস্ত্রের বিচার ॥
এই কথা কহি হর ঋষি-পাশে যায়।
কিন্তু ঋষি স্থিরভাবে রহিল তথায় ॥
যেহেতু অন্তর-বৃত্তি রুদ্ধ করেছিল।
বিশ্ব-আত্মা দুইজনে কিছু না জানিল ॥
জগতের আত্মা সেই পরম কারণে।
ঈশ্বর ঈশ্বরী আসে না জানিল মনে ॥
এ কথা জানিয়া সেথা দেবতা মহেশ।
যোগমায়া-যোগে হৃদে করিল প্রবেশ ॥
বায়ু যথা ছিদ্রপথে করে আগমন।
সেইমত ভোলানাথ করেন গমন ॥
তড়িৎ সদৃশ সেই মহা জটাধর।
ত্রিনয়ন চতুভুর্জ কৃত্তিপটাম্বর ॥
প্রভাত-ভাস্কর সম উন্নত হৃদয়।
অস্ত্রধারী মহেশ্বরে দেখে সে সময় ॥
আপন হৃদয়-মাঝে শরীর-ভিতরে।
অকস্মাৎ আবির্ভূত দেখিল শঙ্করে ॥
বিস্ময় মানিয়া ঋষি কহিল তখন।
কোথা হ'তে এইরূপ আসিল এখন ॥
এত ভাবি সমাধি সে তখনি ছাড়িল।
নিমীলিত আঁখি মুনি মেলিয়া দেখিল ॥

সহ দেবগণ আর দেবী ভগবতী ।
আসিয়াছে তার পাশে দেব উমাপতি ॥
তবে ঋষি নতশিরে করে নমস্কার ।
স্বাগত জিজ্ঞাসা তবে করে বার বার ॥
স্বগণ সহিত দেবে করিল পূজন ।
কতমতে মহাদেবে করিল স্তবন ॥
তুমি দেব সর্ব্বেশ্বর আত্মার কারণ ।
সত্ত্বঃ-রজঃ-গুণে সদা হও বিভূষণ ॥
মুনির স্তবেতে তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর ।
প্রসন্ন অন্তরে তবে কহে তদন্তর ॥
বর মাগ ঋষিবর হইবে মঙ্গল ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তোমার সকল ॥
বরদাতা অধীশ্বর আমি সুনিশ্চয় ।
মোদের দর্শন কভু নিষ্ফল না হয় ॥
মনেতে জানিবে তুমি মানব সকল ।
আমাদের কাছে মুক্তি লভয়ে কেবল ॥
যে সকল দ্বিজ করে সদা সদাচার ।
নিষ্কাম অন্তর আর শূন্য অহঙ্কার ॥
দয়াযুক্ত হয় সদা যত প্রাণিগণে ।
আমাদেরে ভক্তি বলি ভাবে মনে মনে ॥
তবে তাহাদের প্রতি লোকপালগণ ।
সর্ব্বদা তাদের করে অর্চ্চন বন্দন ॥
কেবল সে লোকপাল নহে মহামতি ।
আমি ব্রহ্মা আর সেই জগতের পতি ॥
আমরা বন্দনা তাঁরে করি অনুক্ষণ ।
তোমারে কহিনু এবে বিশেষ বচন ॥
এই সব সদাচারী দ্বিজগণ যত ।
আমি হরি ব্রহ্ম আত্মা অন্য জীব কত ॥
কিছুমাত্র ভেদ তাহে নহে দরশন ।
অতএব তোমারে যে করিব ভজন ॥
জলময়ী নদ নদী তীর্থ কভু নয় ।
শিলাময় শালগ্রাম দেব নাহি হয় ॥
পবিত্র করিতে পারে বহুকালে তবে ।
দৃশ্যে মাত্র তোমাদের সুপবিত্র সবে ॥
দ্বিজপদে আমি সদা করি নমস্কার ।
কি আর কহিব ঋষি তত্ত্ব-কথা-সার ॥
একান্ত চিত্তেতে যেই করে আলোচন ।
বাক্যাদি সংযম আর করে অধ্যয়ন ॥
সেইজন ধরে মম রূপ বেদময় ।
কহিলাম সেই কথা ওহে মহাশয় ॥
আর এক কথা শুন ওহে ঋষিবর ।
তব নামে উদ্ধারিবে পাপী যত নর ॥
তোমাদের দেখি যত মহা-পাপীগণে ।
অনায়াসে মুক্তি তারা পাবে সেইক্ষণে ॥
সূত কহে শৌনকাদি শুন বিবরণ ।
শঙ্করের ধর্ম্মবাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
বহু কষ্ট পায় ঋষি বিষ্ণুর মায়ায় ।
মহেশের বাক্যে ক্লেশ দূর হ'য়ে যায় ॥
চঞ্চল মানস তার সুস্থির হইল ।
করযোড়ে শিব প্রতি কহিতে লাগিল ॥
হে ঈশ্বর এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায় ।
জগৎ-ঈশ্বর করে শাসন যাহায় ॥
তিনি তাহাদের কেন করেন স্তবন ।
এ লীলা বুঝিতে বল পারে কোন্ জন ॥
ধর্ম্মশিক্ষা দিতে সেই ধার্ম্মিকের গণ ।
নিজে নিজে করে তারা ধর্ম্ম আচরণ ॥
ইহাতে আমার এই হয় অভিপ্রায় ।
বর্ত্তমান কার্য্য হয় আপন মায়ায় ॥
যথা ভাণকারী ব্যক্তি নিজে ভাণ করে ।
সেই মত ভগবান্ নিজ মায়া ধরে ॥
খর্ব্ব করিবারে নারে আপন প্রভাব ।
তোমার মায়ায় প্রভু নাহিক অভাব ॥
মন দ্বারা এই বিশ্ব সৃজিয়া বিশেষ ।
আত্মরূপে তার মাঝে করহ প্রবেশ ॥
গুণ দ্বারা অতঃপর ওহে মহেশ্বর ।
কর্ত্তা সম প্রতিভাত হও নিরন্তর ॥
গুণের নিয়ন্তা তুমি ত্রিগুণ-ধারক ।
অদ্বিতীয় একমাত্র বিশ্বের পালক ॥

সকলের গুরু তুমি ব্রহ্মময় হরি।
ভগবান্ তব পদে নমস্কার করি॥
অতএব ভবপতি তোমার দর্শন।
সেই মম বর হয় শুন ত্রিলোচন॥
আর কিবা বর আমি প্রার্থনা করিব।
চরণ-দর্শনে নাথ পবিত্র হইব॥
তথাপি বাসনা মম করহ পূরণ।
যেন তব পদে ভক্তি থাকে অনুক্ষণ॥
অচ্যুতের প্রতি আর তব ভক্তগণে।
ভক্তি আমি করি যেন সদা শুদ্ধ মনে॥
বরদাতা তুমি প্রভু কি কহিব আর।
এই বর দান তুমি কর এইবার॥
সূত কহে শৌনকাদি করহ শ্রবণ।
মুনিবর এইরূপে করিল পূজন॥
বহু স্তব করে মুনি বেদ অনুসারে।
ভগবান্ কহে তারে হর্ষ সহকারে॥
ওহে মহাঋষি ধর আমার বচন।
মনোমত বর তুমি করহ গ্রহণ॥
দেবতার শ্রেষ্ঠ আমি জানিবে নিশ্চয়।
আমা হ'তে মানবের মুক্তিলাভ হয়॥
ওহে ঋষি কহি আমি বিশেষ বচন।
মহাপুরুষের ভক্ত তুমি একজন॥
সমুদয় কল্প যবে হ'য়ে যাবে শেষ।
তেজস্বী তোমার কীর্ত্তি রটিবে বিশেষ॥
ত্রৈকালিক জ্ঞান হবে অক্ষয় অমর।
পুরাণে আচার্য্য তুমি হও মুনিবর॥
এইরূপে মুনিবরে করি বর দান।
ভগবতী সহ প্রভু করিল প্রস্থান॥
মার্কণ্ডেয়-তপস্যাদি কার্য্য সমুদয়।
ভগবান্-মায়া যাহা দেখে মহাশয়॥
সেই সব কথা দেব কহি পার্ব্বতীরে।
প্রস্থান করিলা শেষে আপন মন্দিরে॥
কি আর কহিব আমি ওহে ঋষিবর।
ভাগবত-মধ্যে তিনি হ'লেন প্রবর॥
হরিতে একান্ত ভক্তি তাঁহার হইল।
পৃথিবীর মাঝে সদা ভ্রমিতে লাগিল॥
অদ্ভুত হরির মায়া করিল দর্শন।
তোমাদের কাছে তাহা করিনু বর্ণন॥
মায়ার স্বরূপ যারা না জানে নিশ্চয়।
সেই সব জ্ঞানহীন মানবেরা কয়॥
মার্কণ্ডেয়-অনুভূত এই মহামায়া।
বহুকাল প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র ছায়া॥
এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ।
সংসার-যাতনা তার না হয় কখন॥

ভাগবত কথা হয় সুধার সাগর।
সুবোধ রচিল গীত অতি মনোহর॥

ইতি মায়া-বৈভব।

একাদশ অধ্যায়

ক্রিয়াযোগ-কথন

শৌনকাদি মুনি কহে ওহে সূতবর।
কহিলে বিশেষ তত্ত্ব মোদের গোচর ॥
মহাবিজ্ঞ তত্ত্ববিদ্ তুমি মহামতি।
জিজ্ঞাসিব এক কথা তোমারে সম্প্রতি ॥
চেতনা মাত্রেতে হয় দেব নারায়ণ।
তান্ত্রিকেরা যেইকালে করে উপাসন ॥
নানামতে তারা সবে কল্পনা করয়।
সেই কথা আমাদেরে কহ মহাশয় ॥
ক্রিয়াযোগে জানিবারে ইচ্ছা হয় মনে।
সেই কথা সূতবর কহ এই ক্ষণে ॥
যে কার্য্য করিলে যত জীব মুক্ত হয়।
সে কথা আমারে দেব কহ মহাশয় ॥
সূত কহে গুরুপদে করি নমস্কার।
সে কথা কহিব আমি নিকটে তোমার ॥
বেদ-তন্ত্রে বিষ্ণুর যে বিভূতি কথন।
ব্রহ্মাদি আচার্য্য যাহা করিল বর্ণন ॥
সেই কথা মন দিয়া শুন মুনিবর।
নির্ম্মিত বিরাট্-মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর ॥
তাহাতে ভুবনত্রয় দরশন হয়।
চেতন-বিশিষ্ট তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
বিরাট-পুরুষ-রূপ জানিবে ইহাই।
পৃথিবী ইহার পদ শুন কহি তাই ॥
স্বর্গলোক ইহার যে মস্তক গঠন।
আকাশ ইহার নাভি সূর্য্য যে নয়ন ॥
বায়ু সে নাসিকা হয় দিক্ যে শ্রবণ।
প্রজাপতি মেঢ্র হয় শুন বিবরণ ॥
কাল সে আপন বায়ু শুন মহামতি।
লোকপাল দুই বাহু মন নিশাপতি ॥
যুগ্ম ভুরু হয় জেনো রবির নন্দন।
জ্যোৎস্না সদা হয় তাঁর সুদৃশ্য দশন ॥
লজ্জা ভয় অধরোষ্ঠ ভ্রম হাস্য হয়।
বৃক্ষরাজি লোম তাঁর কেশ মেঘচয় ॥
ভূলোকে মানব-দেহ যেরূপে নির্ম্মাণ।
আপন বিতস্তি সাত দেহ পরিমাণ ॥
সেরূপ বিরাট্ দেহ জানিবে নির্ম্মিত।
সপ্ত যে বিতস্তি তাহা হবে পরিমিত ॥
কৌস্তুভ ধারণচ্ছলে চৈতন্য ধারণ।
ইহাকেই কহে লোকে বিশুদ্ধ জীবন ॥
সাক্ষাৎ শ্রীবৎস যাহা হৃদয়ে ধারণ।
তাহাই প্রতিভা হয় বিশ্ব-বিমোচন ॥
বনমালা-রূপে তিনি স্বীয় মায়াধরা।
আর শুন ছন্দোময় পীতবাস পরা ॥
আর যে করেন তিনি প্রণব ধারণ।
ব্রহ্মসূত্র-রূপ তাঁর ত্রিমাত্র কথন ॥
সাংখ্যযোগে রূপ কর্ণে কুণ্ডল মকর।
মস্তকেতে ব্রহ্মপদ ভূষণ সুন্দর ॥
বসিয়া আছেন সেই অনন্ত আসনে।
তাহা হয় জ্ঞান আদি যুক্ত সত্ত্ব সনে ॥
প্রাণতত্ত্ব-রূপ গদা করেন ধারণ।
জল-তত্ত্ব শঙ্খ তেজ-তত্ত্ব সুদর্শন ॥
অসিচর্ম্ম আকাশের তত্ত্ব তমোময়।
কালরূপ শার্ঙ্গধনু জানিবে নিশ্চয় ॥
কর্ম্মময় তূণীর সে হস্তেতে ধারণ।
বাণরূপ হয় সেই ইন্দ্রিয়াদিগণ ॥
ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত মন রথ তার হয়।
পঞ্চ যে তন্মাত্রা রূপ কহিনু নিশ্চয় ॥

মুদ্রাদ্বারা অভয়াদি রূপের প্রকাশ।
সূর্য্যের মণ্ডল তার পূজার আবাস॥
দীক্ষাদ্বারা যে সংস্কার আত্মার ঘটয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়॥
ভগবান্ প্রতি যেই পরিচর্য্যা করে।
স্বীয় পাপ ক্ষয় তার হইবে সত্বরে॥
এইরূপ দ্বিজবর জানিও সকল।
আর আর কথা শুন হইবে মঙ্গল॥
হস্তস্থিত লীলাপদ্ম যাহা দৃশ্য হয়।
ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণ জানিবে নিশ্চয়॥
ধর্ম্ম আর যশঃ তাঁর চামর ব্যজন।
ছত্ররূপ হয় তাঁর বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
কৈবল্যরূপের গৃহে অভয় যে হয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা শুন মহাশয়॥
বেদত্রয় রূপ তাঁর গরুড় বাহন।
স্বয়ং সে যজ্ঞরূপ শুন মুনিগণ॥
আর শুন দ্বিজবর অপূর্ব্ব কথন।
প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ॥
এই চারি শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি জানিও নিশ্চয়।
এই মূর্ত্তি-ব্যূহ যাহা বেদ উক্ত হয়॥
দেবতা কারণ এই হয় ভগবান্।
নিজ মহাতত্ত্ব পূর্ণ রহে সর্ব্বস্থান॥
আপন মায়াতে বিশ্ব করেন সৃজন।
তাঁহার মায়ার পুনঃ হয় বিনাশন॥
এই হেতু ব্রহ্ম আদি নামে খ্যাত হয়।
ভক্তজনে জ্ঞানরূপে আত্মাতেই রয়॥
হে কৃষ্ণ অর্জ্জুন-সখা বৃষ্ণিবংশ-সার।
বিঘ্নকারী ক্ষত্রবংশ করিলে সংহার॥
হে গোবিন্দ তব যশঃ গায় সর্ব্বজন।
নারদাদি ঋষি যত করেন চিন্তন॥
তব যশ গান করে গোপনারীদল।
শ্রবণে তোমার নাম হয় যে মঙ্গল॥
ভক্ত-রক্ষাকারী হরি দেব নারায়ণ।
শয্যা হ'তে প্রাতঃকালে উঠি যেই জন॥
তোমার চরিত্র বার্ত্তা কহে একমনে।
সেই যায় শীঘ্রগতি বিষ্ণুর সদনে॥
অবিলম্বে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত সেই হয়।
ব্রহ্মেরে জানিতে সেই পারিবে নিশ্চয়॥
সুবোধ রচিল গীত ভাগবত সার।
ক্রিয়াযোগ কথা হয় যাহাতে প্রচার॥

ইতি ক্রিয়াযোগ-কথন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভাগবত-মাহাত্ম্য

সূত কহে হরিপদে প্রণতি আমার।
মুনিগণ পদে আমি করি নমস্কার॥
অসংখ্য প্রণতি করি দ্বিজের চরণে।
সনাতন ধর্ম্ম আমি কহিব এক্ষণে॥
যে সকল কথা মোরে সবে জিজ্ঞাসিলে।
শ্রবণের যোগ্য যাহা সকলে শুনিলে॥
কহিলাম তত্ত্বকথা ব্যাসের কৃপায়।
কৃষ্ণের চরিত্র যত কহিনু কথায়।
অদ্ভুত সে লীলা-কথা করিনু বর্ণন।
ভগবান্ হৃষীকেশ সেই নারায়ণ॥
ভক্তাধীন ভগবান্ পাপনাশকারী।
সর্ব্বস্থানে বিরাজেন মুকুন্দ মুরারি॥
তাঁহার স্বরূপ আমি কহিনু নিশ্চয়।
জগৎ উৎপত্তি স্থিতি যাহাতে প্রলয়॥
তোমাদের কাছে তাহা করিনু বর্ণন।
ভক্তিযোগে তদাশ্রয়ী বৈরাগ্য কথন॥
মম পাশে অবহেলে শ্রবণ করিলে।
পরীক্ষিৎ-উপাখ্যান সকলে শুনিলে॥
নারদের উপাখ্যান অপূর্ব্ব কাহিনী।
পরীক্ষিতে কি কহিলা শুকদেব তিনি॥
সে সব সংবাদ আমি কহিয়াছি তবে।
পরীক্ষিৎ-প্রাণত্যাগ শুনিয়াছ সবে॥
মহানন্দে সে সকল করিনু বর্ণন।
বিদুর উদ্ধব যত কথোপকথন॥
বিদুরে মৈত্রেয় কহে সংবাদ সকল।
পুরাণ-সংহিতা যত কর্ম্মাদি মঙ্গল॥
সে সকল শুনিয়াছ আমার সদনে।
প্রাকৃতিক দৃষ্টি যত জেনো সর্ব্বজনে॥
সপ্তস্বর্গ বিকারাদি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
বিরাট্ পুরুষ কথা করিনু বর্ণন॥
তাদের স্বরূপ আমি কহি বিধিমতে।
স্থূল সূক্ষ্ম কাল গতি নাভিপদ্ম হ'তে॥
ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় শুন সারোদ্ধার।
সমুদ্র হইতে এই পৃথিবী উদ্ধার॥
মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ-হইল নিধন।
এই সব কথা আমি ক'রেছি বর্ণন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে সৃষ্টি যাতে হয়।
স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টি যাহে সমুদয়॥
রূপ বিদ্যা প্রকৃতি যে হ'য়েছে বর্ণিত।
ভগবান্ মহামুনি কপিল কথিত॥
দেবহূতি সহ তার কথোপকথন।
নবব্রহ্ম সমুৎপত্তি দক্ষের মোক্ষণ॥
পৃথুর চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত।
এ সকল কথা পূর্ব্বে হ'য়েছে কথিত॥
নারদ-সংবাদ প্রিয়ব্রত-উপাখ্যান।
ভরত-চরিত পূর্ব্বে হ'য়েছে ব্যাখ্যান॥
দ্বীপ সিন্ধু পর্ব্বতাদি বর্ষ স্রোতস্বতী।
কহিয়াছি অপূর্ব্ব যে এ সব ভারতী॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এদের বিষয়।
জ্যোতিষচক্রের স্থল পাতাল নিচয়॥
নরকের স্থান যত করেছি বর্ণন।
কহিয়াছি অপুত্র সে দক্ষের জনন॥
দক্ষকন্যা-পুত্র হয় প্রচেতা হইতে।
দেবাসুর নরনাগ জন্মে পৃথিবীতে॥
তির্য্যক্ ও খগাদির উৎপত্তি বর্ণন।
বৃত্রাসুর-জন্ম-নাশ দিতি-পুত্রগণ॥

দৈত্যরাজ-উপাখ্যান প্রহ্লাদ-চরিত ।
অপূর্ব্ব কাহিনী সব হয়েছে বর্ণিত ॥
গজেন্দ্র মোক্ষণ যত মন্বন্তর আর ।
হয়গ্রীব আদি সব বিষ্ণু-অবতার ॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ রূপ যে বামন ।
অমৃত লাভের তরে সমুদ্র-মন্থন ॥
মহাযুদ্ধ অসুরের সহ দেবগণ ।
ইক্ষ্বাকুর জন্ম আর বংশের কীর্ত্তন ॥
প্রদ্যুম্ন রাজার বংশ ইলা-উপাখ্যান ।
চন্দ্র আর সূর্য্যবংশ প্রভৃতি আখ্যান ॥
নৃগরাজ-কাহিনী যে বংশের বিস্তার ।
রামচন্দ্র দাশরথি দয়ার আধার ॥
যাহাতে সবার হয় পাপের মোচন ।
জনকের জন্ম আর নিমি বিনাশন ॥
পৃথিবী নিঃক্ষত্র হয় ভৃগুরাম-হাতে ।
কহিয়াছি সেই সব সবার সাক্ষাতে ॥
ঐল সোমবংশ আর ভরতের কথা ।
দুষ্মন্ত নহুষ আর শান্তনু-বারতা ॥
তাহাদের পুত্রগণ যযাতি-তনয় ।
যদুবংশাবলী যত আছে সমুদয় ॥
যেই বংশে নারায়ণ জনম লভিল ।
বসুদেব-গৃহে হরি উদ্ভূত হইল ॥
নন্দালয়ে নন্দগৃহে হইয়া উদয় ।
অঘাসুর-ঘাতী সেই দেব দয়াময় ॥
শিশুকালে পূতনারে করিল নিধন ।
তৃণাবর্ত্ত আদি যত দৈত্য বিনাশন ॥
ব্রহ্মাকৃত বৎস-চৌর্য্য আদি কার্য্য যত ।
ধেনুক প্রলম্বে পরে করিল নিহত ॥
দাবাগ্নিতে গোকুলের করেন রক্ষণ ।
নন্দের মোক্ষণ আর কালীয় দমন ॥
কন্যাদের ব্রতচর্য্যা বিপ্র-অনুতাপ ।
যজ্ঞ-পত্নী সন্তোষাদি বিবিধ কলাপ ॥
ইন্দ্র আর সুরভির যজ্ঞ বিবরণ ।
উদ্ধার করিল হরি গিরি গোবর্দ্ধন ॥
নিশাতে রাসের ক্রীড়া লইয়া যুবতী ।
কেশীর নিধন শঙ্খচূড়ের দুর্গতি ॥
পরে ব্রজপুরে হয় অক্রূরাগমন ।
ব্রজ-স্ত্রী-বিলাপ রাম-কৃষ্ণের গমন ॥
চাণূর মুষ্টিক গজ কংসের বিনাশ ।
মথুরা দর্শন আদি গুরুগৃহে বাস ॥
মৃত গুরুপুত্রে আনি প্রদান করিল ।
জরাসন্ধ আক্রমণ সৈন্য বিনাশিল ॥
যবন নৃপতি বধ কুশস্থলী-বাস ।
স্বর্গেতে সুধর্ম্মা পুরী ক'রেছি প্রকাশ ॥
পারিজাত-হরণাদি রুক্মিণী-প্রণয় ।
মহাযুদ্ধে মহাদেব হয় পরাজয় ॥
বাণ-ভুজচ্ছেদ তার তনয়া-হরণ ।
পরে বহু রাজগণে করিল হনন ॥
এ সকল কথা আমি ক'রেছি প্রকাশ ।
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে ভূপতি-বিনাশ ॥
আর বলিয়াছি বারাণসীর দাহন ।
বিপ্রশাপে যদুবংশ সমূলে নিধন ॥
বাসুদেব উদ্ধবের কথা মনোহর ।
আত্মজ্ঞান কর্ম্ম আদি শ্রবণ-সুস্বর ॥
যোগ-প্রভাবেতে হরি লীলা ত্যাগ করে ।
তোমাদের কাছে সব কহি শ্রদ্ধাভরে ॥
যুগধর্ম্ম কলিধর্ম্ম সকল প্রলয় ।
পরীক্ষিৎ-দেহত্যাগ কার্য্য সমুদয় ॥
বেদের বিভাগ মার্কণ্ডেয়-উপাখ্যান ।
অদ্ভুত কাহিনী সব হ'য়েছে ব্যাখ্যান ॥
ঈশ্বরের লীলা আদি যত অবতার ।
কর্ম্ম আদি সমুদয় করিয়া বিস্তার ॥
তোমাদের নিকটেতে ক'রেছি কীর্ত্তন ।
অদ্ভুত কাহিনী এবে করহ শ্রবণ ॥
যদি কোন জন হয় পতিত স্খলিত ।
ক্ষুধায় বিবশ অঙ্গ হইয়া পীড়িত ॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করে উচ্চারণ ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত তবে হয় সেইজন ॥

যে ব্যক্তি শ্রবণ করে প্রভাব তাঁহার।
নাম কর্ম্ম কীর্ত্তন যে করে বার বার ॥
ভগবান্ তার চিত্তে করিয়া প্রবেশ।
নানাবিধ পাপ তার করেন নিঃশেষ ॥
সূর্য্য যথা প্রকাশিয়া নাশে অন্ধকার।
অতি বাতে মেঘ যথা ধায় অন্যধার ॥
সেইমত মানবের পাপের মোচন।
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে জানিবে তখন ॥
যে কথাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম মাত্র নাই।
সে সকল মিথ্যাকথা জানিবে সদাই ॥
ভাগবত-গুণ যাহে প্রকাশিত হয়।
সত্য ও মঙ্গল তাহা হয় পুণ্যময় ॥
যাতে শ্রীকৃষ্ণের আছে যশের কথন।
রমণীয় হয় আর সর্ব্বদা নূতন ॥
মনেতে উৎসাহ তাহে হয় নিরন্তর।
শুষ্ক হয় মানবের দুঃখের সাগর ॥
ঈশ্বরেতে কর্ম্ম যদি অর্পিত না হয়।
নিরন্তর সেই কর্ম্ম হয় দুঃখময় ॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণেতে ভক্তি আছে যার।
অশুভ বিনাশ তার হয় অনিবার ॥
সত্ত্বশুদ্ধি লাভ হয় শ্রীকৃষ্ণের নামে।
বৈরাগ্য উদয় হয় এই ধরাধামে ॥
আত্মভূত সর্ব্বোপাস্য যিনি নারায়ণ।
সর্ব্বদা ভজনা তাঁরে কর মুনিগণ ॥
সে কারণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তোমরা ব্রাহ্মণ।
মহাভাগ হও সবে জানি বিলক্ষণ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র শঙ্করাদি স্তব করে যাঁর।
সেই নারায়ণ-পদে করি নমস্কার ॥
অজ ও অনন্ত তিনি অদ্ভুত মুরারি।
জগতের সৃষ্টি স্থিতি আর লয়কারী ॥
সর্ব্বশক্তিমান্ সেই সর্ব্বমূলাধার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
তাঁহার মাহাত্ম্য যত শুনিলে সকল।
এখন কহিব বাক্য পরম মঙ্গল ॥
প্রকাশিল শ্রীহরির লীলা মনোহর।
তাহাতে নিমগ্ন সদা যাহার অন্তর ॥
পরমার্থ-প্রকাশক যেই বেদব্যাস।
পুরাণ সংহিতা ভাবে করিল প্রকাশ ॥
তাঁর পুত্র শুকদেব পাপ নিস্তারিতে।
মহাজ্ঞানী ভাগবত আনে অবনীতে ॥
স্বীয় সুখে চিত্ত যার পরিপূর্ণ রয়।
অন্য দ্রব্যে কভু যার রতি নাহি হয় ॥
তাঁর পদে অসংখ্য যে আমার প্রণতি।
সুবোধ মাগিছে যেন তাঁহে রহে মতি ॥

ইতি ভাগবত-মাহাত্ম্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্লোক-সংখ্যা

সূত কহে মুনিগণ করহ শ্রবণ।
ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র যম বরুণ পবন॥
দিব্য স্তুতি দিয়া স্তব করেন যাঁহার।
সামবেদী যাঁর গীত গাহে অনিবার॥
যোগিগণ ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ।
আপন হৃদয়ে যাঁরে করেন দর্শন॥
অন্ত নাহি পায় যাঁর সুরাসুর যত।
তাঁর পদে প্রণিপাত করি শত শত॥
পৃষ্ঠদেশে ভ্রাম্যমাণ পর্ব্বতে বস্তুতঃ।
কণ্ডুয়ন হেতু যিনি নিদ্রা-অভিভূত॥
যাঁহার সংস্কার-বশে সমুদ্রের জল।
অদ্যাবধি স্রোতোরূপে বহে অবিরল॥
কূর্ম্মাকৃতি সে হরির নিশ্বাস পবন।
তোমাদের নিরন্তর করুক পালন॥
পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয় ভাগবত সার।
ইহার শ্রবণে হয় পুণ্যের সঞ্চার॥
ইহার শ্রবণ পাঠে যে মাহাত্ম্য হয়।
এইক্ষণে কহি সেই তত্ত্ব সমুদয়॥
ব্রহ্ম পুরাণের শ্লোক দশটি হাজার।
পঞ্চান্ন সহস্র পদ্ম পুরাণেতে আর॥
বিষ্ণুপুরাণেতে তের হাজার জানিবে।
চব্বিশ হাজার শিবপুরাণে শুনিবে॥
ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র নির্ণয়।
পঁচিশ হাজার শ্লোক নারদেতে রয়॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে নয়টি হাজার॥
অগ্নিতে যে চারিশত সহস্র আবার॥
চৌদ্দ হাজারের বেশী ভবিষ্য-মাঝার।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তেতে হয় আঠার হাজার॥
এগার হাজার লিঙ্গপুরাণেতে হয়।
চব্বিশ হাজার শ্লোক বরাহেতে রয়॥
একশত একাশী যে হাজার স্কন্দেতে।
দশটি হাজার শ্লোক হয় বামনেতে॥
কূর্ম্ম পুরাণেতে হয় সতের হাজার।
চতুর্দ্দশ সহস্র যে মৎস্যের মাঝার॥
ঊনিশ হাজার শ্লোক পুরাণে গরুড়।
দ্বাদশ সহস্র শ্লোক ব্রহ্মাণ্ডে মধুর॥
এইরূপে সমুদয় পুরাণের মাঝে।
চারি লক্ষ শ্লোক সংখ্যা তাহাতে বিরাজে॥
তার মধ্যে ভাগবতে আঠার হাজার।
শুন কহি মুনি সবে প্রকাশ তাহার॥
পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর নাভিপদ্মে রয়।
তারে দিল ভাগবত হরি দয়াময়॥
ইহার আদিতে মধ্যে আর অবসানে।
বৈরাগ্য সংযুক্ত হরি লীলার ব্যাখ্যানে॥
এই কথামৃত হয় অতি মনোহর।
তাহে দেবগণ হয় সানন্দ অন্তর॥
আত্মার একত্বরূপী সর্ব্ববেদসার।
অদ্বিতীয় বস্তু মাত্রে প্রয়োজন তার॥
আর শুন মহামতি কহি সে বচন।
ভাদ্রমাসে পূর্ণিমায় অতিথি সেবন॥
স্বর্ণের আসন সম এই যে পুরাণ।
দান করে একান্তেতে হ'য়ে নিষ্ঠাবান্॥
নিশ্চয় পরম গতি লভে সেই জন।
আর শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন॥
অমৃত-সাগর সম ভাগবত-সার।
যতদিন শ্রুত নাহি হয় কভু আর॥

ততদিন সাধুদের সমাজে নিশ্চয়।
অন্য অন্য পুরাণের সমাদর হয় ॥
এই ভাগবত হয় বেদান্তের সার।
রসনায় পান নাহি করে একবার ॥
কিছুতেই তৃপ্ত তার নাহি হয় মন।
নদীমধ্যে যথা গঙ্গা দেবে নারায়ণ ॥
ভক্তমধ্যে খ্যাত যথা শঙ্কর দেবতা।
পুরাণের মধ্যে তথা ভাগবত-কথা ॥
নির্ম্মল পরম জ্ঞান তার মাঝে রয়।
পরম বৈরাগ্য এতে আবিষ্কৃত হয় ॥
ভক্তিসহ যেই জন করয়ে শ্রবণ।
বিচার করিয়া তার করে অধ্যয়ন ॥
চরমে পরম গতি তাহার নিশ্চয়।
মহাপাপে মহাপাপী তাহে মুক্ত হয় ॥
জ্ঞানালোক পূর্ব্বকালে যেই মহাজন।
যতনে প্রকাশে সেই ব্রহ্মার সদন ॥
ব্রহ্মা তাহা মহাঋষি নারদেরে দিল।
কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নে পরে প্রদান করিল ॥
শুকদেব কাছে আর পরীক্ষিৎ প্রতি।
উপদেশ দান করে কৃপাভরে অতি ॥
সেই শুদ্ধ সুনির্ম্মল অমৃত সমান।
পরম সত্যেরে মোরা করি সদা ধ্যান ॥
মুমুক্ষু ব্রহ্মারে যিনি হ'য়ে কৃপাবান্।
ব্যক্ত করে ভাগবত সুধার সমান ॥
সেই সর্ব্বসাক্ষী হরি প্রভু নারায়ণ।
তাঁহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥
ব্রহ্মরূপী যোগেন্দ্র সে শুক গুণধাম।
তাঁর পদে নমস্কার করি অবিরাম ॥
রাজা পরীক্ষিতে যিনি এ সংসারে শেষে।
মুক্ত করিলেন যিনি নানা উপদেশে ॥
তাঁর পদে কোটি কোটি মম নমস্কার।
ভাগবত-কথা হয় জগতের সার ॥
শ্রবণে পঠনে পাপী সদ্য মুক্তি পায়।
মহাপাপী দুরাচার বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥
ভাগবত-গ্রন্থ যার থাকয়ে গৃহেতে।
ধন ধান্য বৃদ্ধি হয় তাহার বংশেতে ॥
দুঃখ সুখ জরা তার নহে কদাচন।
বংশবৃদ্ধি হয় তার বেদের বচন ॥
অচলা হইয়া লক্ষ্মী সেই গৃহে রয়।
কোনমতে নাহি থাকে কোন শত্রুভয় ॥
কঠোর জঠর-বাস কদাচ না হয়।
শমনের ভয় তার কভু নাহি রয় ॥
হরি বিনা নাহি গতি এজগতে আর।
সদা ভাব হরিপদ পাইবে নিস্তার ॥
একান্ত মনেতে ভজ তাঁহার চরণ।
অনায়াসে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন ॥
হরিপদে মন যার রহে অনুক্ষণ।
কোন বিঘ্ন তার নাহি হয় কদাচন ॥
দ্বাদশ স্কন্ধেতে হরি-লীলা-বিবরণ।
সুবোধ রচিল এই শাস্ত্রের বচন ॥
সাধুজন-কাছে মম এই নিবেদন।
দোষ যাহা আছে তাহা কর সংশোধন ॥

ইতি শ্লোক সখ্যা।

পাঠ-মাহাত্ম্য

মহামতি সূত নতি করি মুনিজনে।
করি স্তুতি বহুতর শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥
সম্বোধি কহিল তবে ওহে দ্বিজগণ।
পাঠের মাহাত্ম্য-কথা করহ শ্রবণ॥
ক্ষণকাল যেইজন একান্ত অন্তরে।
ভাগবত-কথা সুধা পিয়ে কর্ণভরে॥
একমাত্র শ্লোক যদি শুনে কোনজন।
পড়ে কিম্বা অর্দ্ধশ্লোক করয়ে শ্রবণ॥
নিশ্চয় তাহার আত্মা সুপবিত্র হয়।
ব্যাসের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
দ্বাদশী তিথিতে কিংবা একাদশী দিনে।
শুনে যদি ভাগবত কেহ শুদ্ধমনে॥
আয়ুর্যশঃ বৃদ্ধি তার দিনে দিনে হয়।
আত্মা তার ভগবানে হয় যে বিলয়॥
উপবাস করি যেবা যত্নবান্ হ'য়ে।
এই কথা পাঠ কিম্বা মুখেতে কীর্ত্তয়ে॥
সর্ব্বপাপ হ'তে সেই হয় বিমোচন।
পুণ্যকথা মন দিয়ে করহ শ্রবণ॥
মথুরা দ্বারকা আর পবিত্র পুষ্কর।
উপবাস করি তথা যদি কোন নর॥
এ মহাসংহিতা যদি করে অধ্যয়ন।
শমনের ভয় তার না রহে কখন॥
করেন কীর্ত্তন যিনি বদনবিবরে।
বাঞ্ছাপূর্ণ হয় তার এ ভব-সংসারে॥
বিপ্রগণ করে যদি ইহা অধ্যয়ন।
চতুর্ব্বেদ ফল লাভ করে সেইজন॥
ক্ষত্রিয় যদ্যপি ইহা অধ্যয়ন করে।
সাগর-বেষ্টিতা ধরা লভিবে সত্বরে॥
বৈশ্যেতে পড়িলে নিধি পায় সুনিশ্চয়।
শূদ্র মহাপাপ হ'তে পাঠে মুক্ত হয়॥
কলির কলুষহন্তা অখিলের পতি।
ত্রাণ-হেতু বিতরিল নাম ভাষাপ্রতি॥
অন্য শাস্ত্রে এত লীলা না আছে বর্ণিত।
কিন্তু এ পুরাণে আছে বিশেষ কথিত॥
প্রতি পদে প্রতি বাক্যে কহে সৃষ্টিপতি।
বিশ্বের রূপেতে তত্ত্ব আছয়ে ভারতী॥
স্বর্গপতি ইন্দ্র ব্রহ্মা দেবতা শঙ্কর।
না পারে করিতে স্তব যাঁহার গোচর॥
স্থিতি ও উৎপত্তি লয়কারী নারায়ণ।
অনন্ত অচ্যুত অজ শ্রীমধুসূদন॥
পুনঃ পুনঃ তাঁর পদে করি নমস্কার।
স্থাবর-জঙ্গম হয় আলয় যাঁহার॥
সনাতন ভগবান্ দেব যদুপতি।
করি আমি তাঁর পদে অসংখ্য প্রণতি॥
প্রকাশিল ভগবান্ লীলা মনোহর।
তাঁহাতে নিমগ্ন রবে যাহার অন্তর॥
পরমার্থ-প্রকাশক যেই বেদব্যাস।
পুরাণ সংহিতা-আদি করিল প্রকাশ॥
তাঁর পুত্র শুকদেব পাপ নিস্তারিতে।
মহাজ্ঞানী ভাগবত কহে অবনীতে॥
প্রকাশিল প্রথমেতে সাধুর সকাশ।
চন্দ্র-সূর্য্য-সম ইহা রবে সুপ্রকাশ॥
অনন্ত হরির নাম অনাদি সে লীলা।
পাপী উদ্ধারিতে ব্যাস রচনা করিলা॥
ধরামাঝে ভাগবত অমৃত-পাথার।
যেবা পাঠ নাহি করে, জীবন অসার॥

যতদিন নাহি পড়ে করি সমাদর।
অথবা এ ভাগবতে করে অনাদর ॥
জীবনেতে মহাদুঃখ নিরন্তর পাবে।
বেদের বচন ইহা অন্যথা না হবে ॥
ভাগবত-রসামৃতে পরিতৃপ্ত যারা।
অন্য রসাস্বাদে তৃপ্ত নাহি হয় তারা ॥
সর্ব্ব বেদান্তের হয় ভাগবত সার।
পরম পবিত্র হয় ইহা দেবতার ॥
কলির পাপেতে মোরা আছি জরজর।
ভাগবত-নীরে কর শুদ্ধ কলেবর ॥
এস সবে শুদ্ধ হ'য়ে লভি পরিত্রাণ।
প্রীতি-ভক্তিচক্ষে হেরি হরির বয়ান ॥
সূতের শুনিয়া বাণী যত ঋষিগণ।
ভাগবত-কথা শুনি আনন্দিত হন ॥
ভাগবত-কথা হয় জগতের সার।
অগতির গতি ইহা জগত-মাঝার ॥
শ্রবণে পঠনে পাপী পরিত্রাণ পায়।
মহাপাপী দুরাচারী বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥
ভাগবত গ্রন্থ যার থাকয়ে গৃহেতে।
ধনজন বৃদ্ধি হয় তাহার বংশেতে ॥
দুঃখ-শোক-জরা সেথা না রহে কখন।
বংশ সুপবিত্র হয় বেদের বচন ॥
অচলা হইয়া লক্ষ্মী তার গৃহে রয়।
কোনমতে নাহি তার হয় শত্রুভয় ॥
ঋষিরা পুরাণ শেষে করিয়া শ্রবণ।
হরি হরি ধ্বনি সবে কৈল উচ্চারণ ॥
অবশেষে ভাগবত সমাপ্ত হইল।
উচ্চস্বরে সবে মিলি হরি হরি বল ॥
হরি বিনে নাহি গতি এ ভব-সংসারে।
তাই বলি হরিনাম কর উচ্চৈঃস্বরে ॥
সদা ভাব হরিপদ, নাম কর সার।
হরিনাম বিনা ভবে নাহি গতি আর ॥
লৌকিক রচনা এবে কৈনু সমাপন।
দ্বাদশ স্কন্ধেতে হরিলীলা বিবরণ ॥
রচিলাম ভাবি গুরু হরির চরণ।
একমনে স্মর সদা দেব নারায়ণ ॥
বিষ্ণুভক্তি হ'লে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
দুঃখ-কষ্ট আর তারে সহিতে না হয় ॥
বিষ্ণুভক্তি-সম ভক্তি আর কিছু নাই।
বিষ্ণুতে হইলে ভক্তি সর্ব্বফল পাই ॥
ভগবদ্ভক্ত হয় সবার প্রধান।
ভগবদ্ভক্তি বিনা বৃথাই যে প্রাণ ॥
ভকতের প্রাণ হরি ভক্তের অধীন।
ভক্তির ডোরেতে বাঁধা তিনি নিশিদিন ॥
হরির চরণে যার দৃঢ় ভক্তি রয়।
সেই সে নির্ব্বাণপদ অনায়াসে পায় ॥
দীনবন্ধু ওহে হরি অখিলের পতি।
কর তুমি ব্রহ্মরূপে এই সৃষ্টি স্থিতি ॥
জীবগণে বিষ্ণুরূপে করিয়া পালন।
শেষে তুমি শিবরূপে সংহার জীবন ॥
সকলের সার হরি তুমি মূলাধার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তুমি সর্ব্বগুণাধার ॥
পরাৎপর পরমব্রহ্ম! করি নমস্কার।
তোমা বিনা কিছু নাই জগৎ-মাঝার ॥
তোমার স্বরূপ তত্ত্ব অসাধ্য বর্ণন।
দেব-ঋষি-মুনি-আদি বিধি পঞ্চানন ॥
নিশিদিন অহরহঃ করিয়া ধেয়ান।
বুঝিতে অক্ষম তব চরিত্র মহান্ ॥
ত্রিগুণ-অতীত হরি পরম কারণ।
নির্লিপ্ত হইয়া তবু লিপ্ত অনুক্ষণ ॥
ধ্যানের অতীত তুমি অভীষ্ট সাধক।
তোমার স্মরণে নাশে যতেক পাতক ॥
সোহহং রূপেতে যেবা বসি প্রাণায়ামে।
হৃদ্‌পদ্মে একান্তে ত্যজি সর্ব্বকামে ॥
আপনা সমর্পি তোমা তোমাময় হয়।
'ধন্য সেই জীবশ্রেষ্ঠ' ভাগবতে কয় ॥
হরিনাম-অর্থ জীব! করহ স্মরণ।
যাহাতে কলুষ নাশ হয় সর্ব্বক্ষণ ॥

সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় হরিনাম ব'লে।
যমেরে দিয়া সে ফাঁকি যায় সুখে চ'লে॥
'হ' তে করয়ে হরণ শোক-তাপ-আদি।
'রি' তে রিপুগণে ত্বরা নাশে নিরবধি॥
'না' তে করয়ে নাশ কালিমার রাশি।
'ম' তে মঙ্গল হয়, অমঙ্গল নাশি॥
এ-হেন হরির নাম করে যেইজন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়, বেদের বচন॥
হরিনাম কর সার, বল হরি হরি।
হরি হন ত্রাণকর্ত্তা গোলকবিহারী॥
জয় জয় মুকুন্দমুরারি রাধাপতি।
জয় জয় শ্রীনিবাস দেব যদুপতি॥
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র দশ অবতার।
পুরুষ কখন হও প্রকৃতি আবার॥
তোমার অপূর্ব্ব লীলা কহনে না যায়।
কত রূপে প্রকাশিত বুঝে উঠা দায়॥
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি মূলাধার।
তুমি বন্ধু, তুমি সখা তুমি সর্ব্বাধার॥
তুমি বিদ্যা, তুমি শক্তি, তুমি মোহমায়া।
তুমি দেব সর্ব্বসার, দিও পদছায়া॥
অধম সুবোধ বহু করিয়া প্রয়াস।
স্থানে স্থানে ভাগবতে করি বৃদ্ধি হ্রাস॥
সরল ভাষাতে ভাব করিল প্রকাশ।
সহজে হইবে যাহে জ্ঞানের বিকাশ॥
সমাপিনু ভাগবত লৌকিক রচন।
ভ্রম দোষ যদি রহে, ক্ষম সাধুজন॥
পাঠের মাহাত্ম্য কথা হৈল সমাপন।
বল সবে হরি হরি ভরিয়া বদন॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত] .

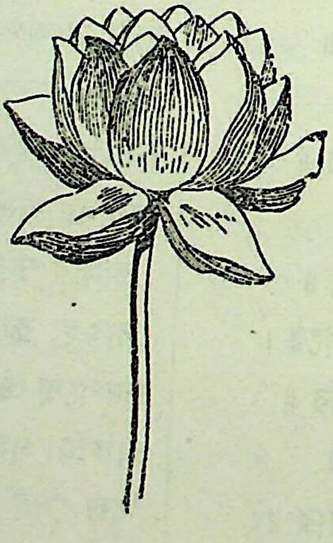

শ্রীমদ্ভাগবত

সারাংশ

যাতে কিশোর-কিশোরীরা, ঘরের মেয়েরা, সাধারণ লোকেরা শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মকথা বুঝতে পারেন, তারি জন্যে অতি সহজ ভাষায় সমগ্র ভাগবতের সার কথা এখানে বলা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত

সারাংশ

পুরাকালে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ হাজার বছর ধ’রে মনের আনন্দে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করছিলেন। এমন সময় একদিন উগ্রশ্রবা মুনির পুত্র মহর্ষি সূত সেই যজ্ঞক্ষেত্রে উপনীত হলেন। ঋষিগণ তাঁকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সূত ছিলেন মহর্ষি বেদব্যাসের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী। তাই ঋষিগণ সূতকে অনুরোধ করলেন—তিনি যদি কৃপা করে শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন, তবেই কলির অল্পায়ু মানব মোক্ষলাভ করতে পারে। ঋষিগণ বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী শুনবার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ঋষিদের অতিশয় আগ্রহ দেখে মহামুনি সূত পবিত্র ভাগবত-কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি শ্রীহরিমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন এবং তারপর ভগবানের স্বরূপ ও অবতার কাহিনী বলতে লাগলেন।

ভগবান্ বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছায় পুরুষরূপ ধারণ করেন। তিনি আদিকল্পে যখন সমুদ্রে যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর নাভিদেশে এক পদ্মের সৃষ্টি হয়। সেই পদ্মে সর্ব্বপ্রথম জন্ম নিলেন লোকপিতামহ ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা থেকেই পরে বিশ্বজগতের সৃষ্টি।

যে ভগবান্ পুরুষরূপ ধারণ করেছিলেন, তিনিই আবার যুগে যুগে অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথম অবতারে তিনি ব্রাহ্মণরূপে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন। দ্বিতীয় অবতারে বরাহরূপে জলনিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। তৃতীয় অবতারে তিনি নারদরূপে বৈষ্ণবতন্ত্র প্রচার করেন। চতুর্থ অবতারে ভগবান্ ধর্ম্মের ঔরসে নর-নারায়ণরূপে জন্মগ্রহণ করে দুশ্চর তপস্যা করলেন এবং পঞ্চম অবতারে কপিলরূপে সাংখ্যদর্শন প্রচার করেন। দত্তাত্রেয় তাঁহার ষষ্ঠ অবতার—এই অবতারে তিনি প্রহ্লাদ-আদির নিকট আত্মবিদ্যা বর্ণনা করেন। সপ্তম অবতারে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নামে অবতীর্ণ হয়ে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেছিলেন এবং অষ্টম অবতারে ঋষভ নামে পণ্ডিত-পূজিত পরমহংসদিগের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। নারায়ণ নবম অবতারে

পৃথু নাম ধারণ করে পৃথিবী দোহনপূর্ব্বক বিবিধ রত্ন ও ঔষধাদি উদ্ধার করলেন। ধরিত্রী তাঁর কন্যাতুল্যা হ'য়ে নাম ধারণ করলেন পৃথ্বী। চাক্ষুষ মন্বন্তরে জলপ্লাবনে সমস্ত নিমগ্ন হ'লে ভগবান্ মৎস্য নামক দশমাবতাররূপে মনুকে রক্ষা করেন। একাদশ অবতারে ভগবান্ কূর্ম্মরূপে সমুদ্রমন্থনকালে পৃষ্ঠদেশে মন্দারপর্ব্বতকে ধারণ করেন। দ্বাদশ অবতারে তিনি অমৃতভাণ্ডহস্তে ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হন এবং ত্রয়োদশ অবতারে মোহিনীরূপে দেবতাদিগকে সেই অমৃত পরিবেশন করেন। চতুর্দ্দশ অবতারে ভগবান্ নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করেন এবং পঞ্চদশে বামনরূপে বলিকে ছলনা করে ত্রিভুবন অধিকার করেন। ষোড়শ অবতারে ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হন। একুশবার তিনি ব্রাহ্মণ-বিরোধী ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করেন। সপ্তদশ অবতারে সত্যবতী-গর্ভে বেদব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করে বেদবিভাগ করেন। অষ্টাদশ অবতারে ভগবান্ রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হন এবং ঊনবিংশ অবতারে তিনি ধরণীভার লাঘব করবার জন্য রামকৃষ্ণরূপে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কলিযুগে ভগবান্ গয়াপ্রদেশে বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হ'বেন এবং যুগশেষে কল্কিরূপে আবির্ভূত হয়ে নূতন যুগ সৃষ্টি করবেন।

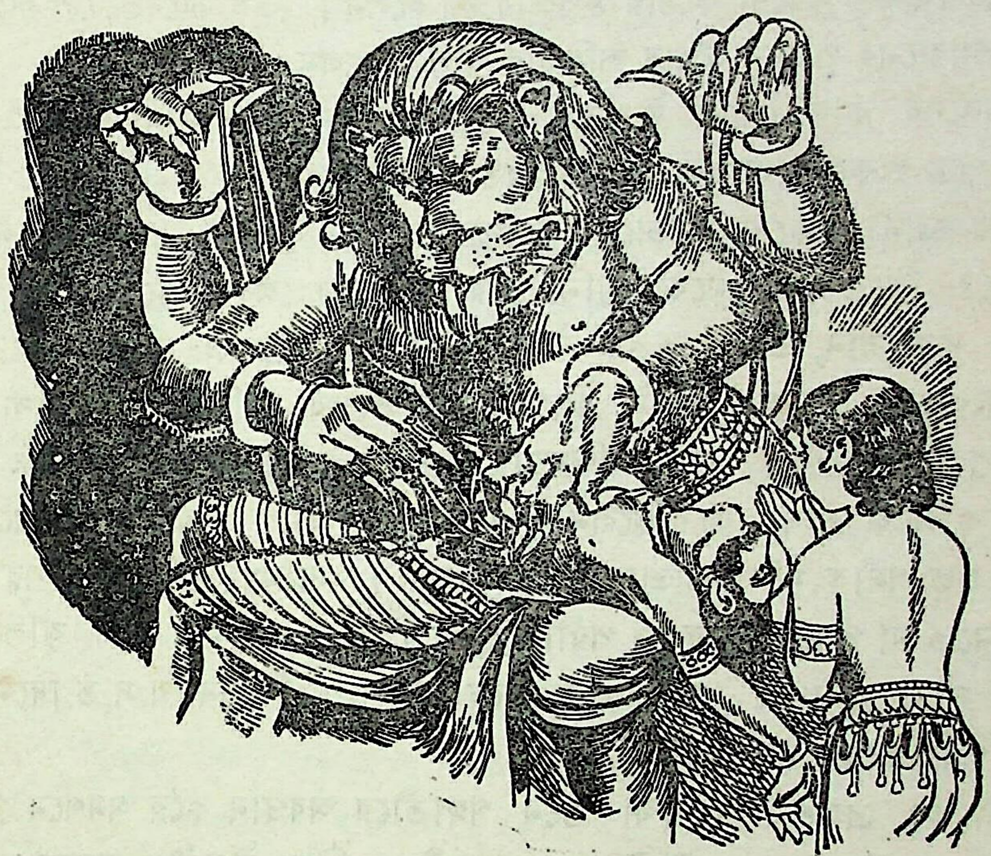

ভগবান্ নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করেন।

এত বিভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হ'লেও ভগবানের আর একটি সূক্ষ্মরূপ আছে—সেই রূপ চোখে দেখা যায় না। ঈশ্বরের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কল্পনাকে যখন ভ্রম বলে বোধ জন্মাবে, তখনই জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।

সূতের কথায় ঋষিদের মনে আগ্রহের সঞ্চার হ'ল—তাঁরা সূতের নিকট কৃষ্ণলীলাময় ভাগবত-রচনা-কাহিনী শুনতে চাইলেন। তখন সূত খুশি হয়ে পরমানন্দ-দায়ক সেই ভাগবত-কাহিনী বর্ণনা করলেন।

পরমপূজ্য ব্যাসদেব বেদবিভাগ করে এবং মহাভারত রচনা করেও যখন তৃপ্তি পেলেন না, তখন মহর্ষি নারদ তাঁকে উপদেশ দিলেন—তিনি যেন হরিলীলামৃত ভাগবত রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে নারদ মুনি আত্মকাহিনী বর্ণনা করলেন—পূর্ব্বজন্মে নারদ ছিলেন এক দাসীপুত্র। অল্পবয়সে সর্পাঘাতে তাঁর মায়ের মৃত্যু হ'লে তিনি বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে নির্জ্জন অরণ্যে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। এই ভাবেই দেহত্যাগ করে পরজন্মে ভগবানের পার্শ্বচর হ'বার অধিকার লাভ করলেন।

নারদের কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে ব্যাসদেব ভাগবতসংহিতা রচনা করলেন এবং তাঁর পুত্র শুকদেবকে সর্ব্বপ্রথম ভাগবতকথা শিখালেন।

পরমজ্ঞানী শুকদেব কীভাবে সর্ব্বসমক্ষে ভাগবত-কাহিনী প্রচার করলেন, সেই কথা বলতে গিয়ে সূত সমবেত মুনিদিগের নিকট সংক্ষেপে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ, অশ্বত্থামার দণ্ডবিধান, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমনাদি বিষয় বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বললেন পরীক্ষিতের কাহিনী। কৃষ্ণসখা মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। সেই অভিমন্যুর পুত্র হলেন পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিৎ ত্রিভুবন জয় করে কলিকে শাসন করেছিলেন। একসময় পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় বেরিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য শমীক মুনির আশ্রমে প্রবেশ করেন। ধ্যানমগ্ন মুনি রাজা পরীক্ষিতের প্রার্থনা শুনতে না পাওয়ায় ক্রোধে পরীক্ষিৎ তাঁর গলায় এক মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে আসেন। ফলে মুনিপুত্র শৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন যে সাত দিনের শেষে সর্পদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে

পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপের কথা শুনে গঙ্গাতীরে অবস্থান করে অনশনে দেহত্যাগ করবেন স্থির করলেন। সেই উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে গিয়ে উপনীত হলেন। সংবাদ পেয়ে ঋষিগণও সমবেত হলেন সেখানে। তাঁরা পরীক্ষিতের সঙ্গে নানারূপ শাস্ত্রকথা আলাপ করতে লাগলেন। মহামুনি শুকদেব সেই সময়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি সেখানে উপনীত হলেন। সমবেত মুনিগণ তাঁকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তুষ্ট করলেন। তারপর তাঁর নিকট মৃত্যুকালোপযোগী আচরণীয় ধর্ম্ম কি, তাই জানতে চাইলেন।

পরমভাগবত শুকদেব ব্যাসদেবের পুত্র – তিনি মুনিদের এবং পরীক্ষিতের এইরূপ প্রশ্নে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের যোগমাহাত্ম্য এবং চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দান করলেন। এই প্রসঙ্গে যোগসাধন, যোগিগণের ধ্যানতত্ত্ব, দেহযোগ, যোগের ফলাফল এবং সকাম ও নিষ্কাম উপদেশ দান করে ভক্তিযোগকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করলেন।

পরীক্ষিতের এবং মুনিদের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব এই সম্বন্ধে আরও কাহিনী

এবং হরিলীলামাহাত্ম্যও বর্ণনা করলেন। নারদের অনুরোধে ব্রহ্মা ঈশ্বরের বিরাট্ রূপ, ভগবানের বিভিন্ন অবতার, ভাগবতের তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যা কিছু বলেছিলেন, শুকদেব সে সবও বর্ণনা করলেন। তা শুনে সকলের মনে গভীর জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হ'ল।

অতঃপর শৌনকাদি মুনিগণের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে মহামুনি সূত কৃষ্ণভক্ত বিদুরের কাহিনী বর্ণনা করলেন। বেদব্যাস-পুত্র বিদুর ছিলেন পরম কৃষ্ণভক্ত। তিনি যখন ধৃতরাষ্ট্রকে কোনক্রমেই পাপপথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না, তখন তিনি সংসার-বিরাগী হয়ে গৃহত্যাগ করলেন। পথিমধ্যে উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। তিনি উদ্ধবের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং যদুবংশের কুশল জানতে চাইলেন। উদ্ধব তখন কাঁদতে কাঁদতে জানালেন, শ্রীকৃষ্ণ লীলাবসান করেছেন এবং যদুবংশও ধ্বংস হয়েছে। কৃষ্ণদর্শন থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বিদুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে বদরিকাশ্রমে চলে যেতে চাইলেন। উদ্ধব তাঁকে বললেন যে, মহামুনি মৈত্রেয় ঋষি কাছেই রয়েছেন। বিদুর যদি তাঁর কাছে গিয়ে উপদেশ লাভ করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই সান্ত্বনা পাবেন।

উদ্ধবের কথায় মহামতি বিদুর গঙ্গাতীরে মৈত্রেয় মুনির সহিত সাক্ষাৎ করলেন। দীর্ঘকাল মৈত্রেয় মুনির সঙ্গে থেকে বিদুরের অমৃতমধুর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হ'ল। মৈত্রেয় মুনি সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করলেন, নারায়ণ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন, ব্রহ্মাদির জন্ম, ব্রহ্মার হরিস্তব, কাল ও মন্বন্তর নিরূপণ, প্রলয়ের কথা ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ-কাহিনীও তিনি সবিস্তার বর্ণনা করলেন। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে কিভাবে দৈত্যদের জন্ম হ'ল এবং দৈত্যভয়ে সনকাদি মুনি বিষ্ণুর নিকট কাতর প্রার্থনা জানালে বিষ্ণু কিভাবে তাঁদের অভয়দান করলেন এবং অবশেষে বরাহরূপ ধারণ করে দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন,—এই সব অপূর্ব্ব কাহিনী শুনে বিদুরের মন পুলকে ভরে উঠল। অতঃপর মৈত্রেয় ঋষি লোকসৃষ্টি বর্ণনা করে মহর্ষি কর্দ্দম-কাহিনী, কর্দ্দমের সঙ্গে মনুকন্যা দেবহূতির বিবাহ এবং সেই বিবাহের ফলে দেবহূতির গর্ভে কপিলরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাব-কাহিনীও বিদুরকে শুনালেন। ব্রহ্মজ্ঞানী কপিলের কাহিনী শুনে বিদুরের দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'ল।

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতের মুখে মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হলেন। অতঃপর সূত মৈত্রেয়-কথিত মনুর বংশ বর্ণনা করলেন। মনু আদি মানব—মনু থেকেই সমস্ত মানবের উৎপত্তি। মনুর অনেকানেক কন্যার মধ্যে এক কন্যা প্রসূতি। ব্রহ্মাপুত্র দক্ষ প্রসূতিকে বিবাহ করলেন। তাঁদের ষোলটি কন্যার তেরটি ধর্ম্মকে, একটি অনলকে, একটি পিতৃগণকে এবং সতী নামক কন্যা মহাদেবকে দান করলেন।

একবার দক্ষ দেবতাদের যজ্ঞস্থলে গমন করেন। মহাদেব তাঁকে দেখে উঠলেন

না বলে দক্ষ অপমান বোধ করে মহাদেবকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি আর যজ্ঞভাগ পাবেন না। মহাদেব তথাপি শান্তভাবে বসেই রইলেন। কিন্তু তাঁর অনুচর নন্দী দক্ষের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে অভিশাপ দিলেন যে দক্ষের ছাগমুণ্ড হবে।

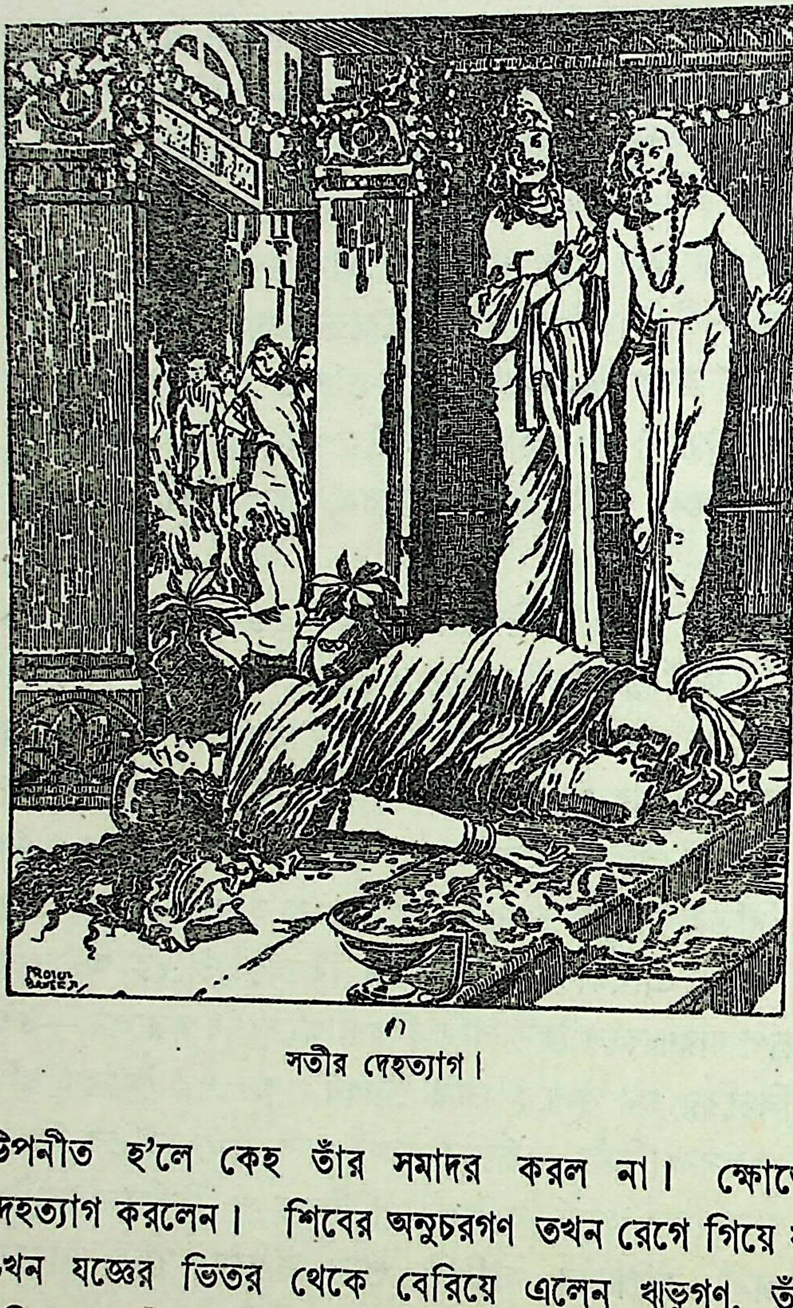

সতীর দেহত্যাগ।

শ্বশুর-জামাতায় বিবাদ কিছুকাল চলবার পর দক্ষ এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। মহাদেবকে অপমানিত করবার উদ্দেশ্যে সেই যজ্ঞে তাঁকে আর নিমন্ত্রণ করলেন না। অথচ সারা বিশ্ব নিমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। শিবপত্নী সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞ হবে শুনতে পেয়ে বাপের বাড়ী যাবার জন্যে বায়না ধরলেন। মহাদেব তাতে আপত্তি করলেন, কিন্তু তবুও যখন তিনি যেতে উদ্যত হলেন, তখন শিবের অনুচরগণও তাঁর সঙ্গী হ'ল। সতী পিতৃগৃহে উপনীত হ'লে কেহ তাঁর সমাদর করল না। ক্ষোভে দুঃখে যজ্ঞস্থলেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। শিবের অনুচরগণ তখন রেগে গিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করতে উদ্যত হ'ল। তখন যজ্ঞের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ঋভুগণ, তাঁরা এই যজ্ঞ রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। এদিকে মহাদেব সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে তাঁর জটা থেকে সহস্রবাহু বীরভদ্রকে সৃষ্টি করে তাঁকে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করতে আদেশ দিলেন। বীরভদ্র শিবের অনুচরদের সহায়তায় দক্ষের মুণ্ড ছেদন করলেন এবং যজ্ঞ নষ্ট করলেন। তখন ব্রহ্মা-আদি দেবগণ মহাদেবকে স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করলেন, মহাদেবও দক্ষের জীবনদান করলেন; কিন্তু তাঁর কণ্ঠে স্থাপন করা হ'ল ছাগমুণ্ড।

মৈত্রেয় ঋষি এইভাবে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী বর্ণনা করে অতঃপর মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশ-কাহিনী বর্ণনা করলেন। উত্তানপাদের দুই পত্নী—সুরুচি ও সুনীতি। সুনীতির পুত্র ধ্রুব। পিতা এবং বিমাতা তাঁকে খুব অবহেলা করেন।

সুনীতি তখন পুত্রকে বললেন যে ভগবান্ বিষ্ণু তার প্রতি তুষ্ট হ'লেই জীবন সার্থক হ'তে পারে। এ কথা শুনে বালক ধ্রুব গৃহত্যাগ করলেন এবং পরে নারদের উপদেশে শ্রীহরির ধ্যান করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার পর বালক ধ্রুবর ভগবানের দর্শন লাভ হ'ল। অতঃপর তাঁর নিকট বর লাভ করে ধ্রুব রাজ্যে ফিরে এলেন। দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করে তিনি ধ্রুবলোকে গমন করলেন।

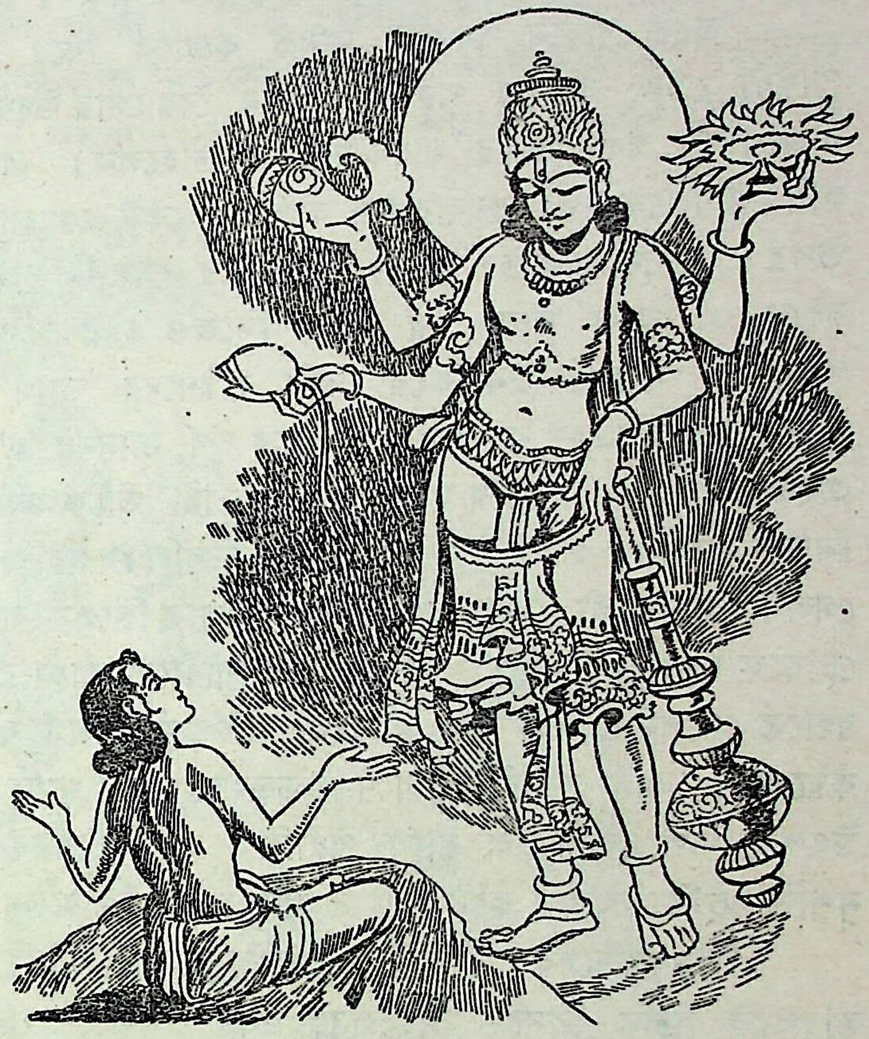

বালক ধ্রুব ভগবানের দর্শন লাভ করলেন।

মৈত্রেয়ের মুখে ধ্রুবের কাহিনী শুনে বিদুর অপরাপর বিষ্ণু-ভক্তদের কথাও শুনতে চাইলেন। তখন মৈত্রেয় বলতে লাগলেন ঃ

মনুর অনেক পুত্রের মধ্যে উল্মূকও একজন। উল্মূকের পুত্র অঙ্গ। অঙ্গ ছিলেন অতি সচ্চরিত্র, সাধু। কিন্তু তাঁর পুত্র বেণ ছিল অতিশয় অধার্ম্মিক, নিষ্ঠুর এবং অসচ্চরিত্র। একবার ব্রাহ্মণদের অপমান করলে তাঁরা কুপিত হয়ে বেণকে সংহার করলেন এবং পরে বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে তার বাহু মন্থন করে এক পুত্র উৎপন্ন করলেন। এই পুত্রের নাম পৃথু। পৃথু ছিলেন ধর্ম্মরক্ষকদের প্রধান—স্বয়ং ধরিত্রীমাতাও ছিলেন তাঁর পুত্রীতুল্যা। রাজা পৃথু সুদীর্ঘকাল সগৌরবে রাজত্ব করে বিষ্ণুপদে লীন হলেন। পৃথুর মৃত্যুর পর বিজিতাশ্ব রাজা হলেন। পৃথুর কাহিনী এবং প্রচেতাদের উপাখ্যান শেষ করে মৈত্রেয় প্রিয়ব্রতের কাহিনী আরম্ভ করলেন।

মনু-পুত্র প্রিয়ব্রত ছিলেন ধ্রুব-পিতা উত্তানপাদের ভ্রাতা। যৌবনে যখন তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হবে, তখনই নারদের উপদেশে তাঁর মনে আত্মজ্ঞানের উদয় হ'ল। তিনি তখন বনে গিয়ে নারায়ণের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্যত হ'লে ব্রহ্মা নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে তাঁকে রাজ্যগ্রহণে সম্মত করলেন। সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করে হরিপদ স্মরণ করতে করতে প্রিয়ব্রত পরমব্রহ্মে লীন হলেন। প্রিয়ব্রতের

পুত্র অগ্নীধ্র, অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি। ভগবান্ স্বয়ং নাভির ঔরসে ঋষভ-রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা ঋষভ ব্রাহ্মণদেরও উপদেশদানে সক্ষম ছিলেন। ঋষভের পুত্র ভরতের নাম-অনুসারেই আমাদের এই ভূখণ্ডের নাম হয় ভারতবর্ষ।

ভরত যৌবনে পঞ্চজনী নামক কন্যাকে বিয়ে করেন। দীর্ঘকাল সগৌরবে পৃথিবী ভোগ করবার পর তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হ'লে তিনি পঞ্চপুত্রের হাতে রাজ্য দিয়ে গণ্ডকীতীরে সাধন-ভজনে রত হলেন। একদিন সিংহের মুখ থেকে এক হরিণ-শাবককে রক্ষা করবার পর আপনা থেকেই এর লালনপালনের ভার পড়ল তাঁর উপর। ক্রমে ভরতের সাধন-ভজন দূরে গেল—তিনি হরিণের চিন্তায়ই মেতে রইলেন। ফলে মৃত্যুর পর তিনি নিজেও হরিণরূপেই জন্মগ্রহণ করেন। পরে গণ্ডকীতে আত্মবিসর্জ্জন করে তিনি হরিণদের ত্যাগ করেন এবং এক ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। অন্তরে পূর্ণ জ্ঞানময় হ'লেও তিনি বাইরে জড়ভাব গ্রহণ করলেন। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতারা তাঁকে জড় অথচ বলিষ্ঠ দেখে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করল। একদিন কালীর কাছে নরবলি দেবার জন্যে চোরেরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। মহাকালী ভরতের অন্তরের ভাব জ্ঞাত ছিলেন বলে তাঁকে রক্ষা করলেন এবং চোরকে হত্যা করলেন। অতঃপর সিন্ধুসৌবীরের রাজা রহূগণ ভরতকে দিয়ে পাল্কী বহাতে গেলেন। এই সময় একদিন ভরত জড়ত্ব ত্যাগ করে রহূগণকে তত্ত্বজ্ঞান দান করলেন। এই ভরতই পুরাণে জড়ভরত নামে খ্যাত। ভরত হতেই ভারতবংশের উৎপত্তি—পাণ্ডবগণ এবং রাজা পরীক্ষিৎ এই বংশেরই সন্তান। ভারতবংশের বহু নৃপতি বহুবিধ সৎকর্ম্ম করে ধরণীতে অমরত্ব লাভ করেছেন।

পিতৃপুরুষদের কাহিনী শুনে রাজা পরীক্ষিৎ খুবই আনন্দিত হলেন। তারপরই তিনি জানতে চাইলেন, প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপী কিরূপে পাপমুক্ত হয়। শুকদেব তখন অজামিল-কাহিনী বর্ণনা করলেন। কান্যকুব্জে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তিনি এক শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করে সদাচারভ্রষ্ট হন এবং চুরি করে ও লোককে বঞ্চনা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে থাকেন। নারায়ণ নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে তিনি মৃত্যুভয়ে পুত্র নারায়ণকে উচ্চৈঃস্বরে বার বার ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হ'ল। আর একদিক থেকে যমদূতগণ এবং অপর দিক থেকে বিষ্ণুদূতগণ তাঁর আত্মাকে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হলেন। এখন অজামিলের আত্মার উপর কার অধিকার তা নিয়ে উভয় পক্ষে ঘোর বিবাদ বাধল। অজামিল সারাজীবন পাপাচরণ করেছেন, কাজেই যমদূতগণ তাঁকে দাবী করছে। কিন্তু মৃত্যুকালে অজামিল 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করেছেন বলে বিষ্ণুদূতগণ তাঁকে পাপমুক্ত বিবেচনায় বিষ্ণুধামে নিয়ে যেতে চাইলেন। শেষ-পর্য্যন্ত তিনি বিষ্ণুলোকেই আশ্রয় লাভ করলেন। অজ্ঞানেও যদি কেহ 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করে, তবে তার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

শুকদেব অতঃপর দক্ষের প্রজাসৃষ্টি, নারদের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

এবং দক্ষ-কন্যাগণের বংশ বর্ণনা করে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের বিরোধের কাহিনী বললেন।

ইন্দ্র একদিন স্বর্গসভায় যখন আমোদপ্রমোদে মত্ত ছিলেন, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সভায় উপনীত হলেন। কিন্তু মোহমত্ত ইন্দ্র তাঁর দিকে ফিরেও চাইলেন না। দেবগুরু বৃহস্পতি অপমানিত বোধ করে স্বর্গ ত্যাগ করলেন। এদিকে দেবগুরুর অনুপস্থিতিতে স্বর্গে অকল্যাণ দেখা দিল। অসুরগণ সহজেই দেবতাদের পরাস্ত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নিল। ইন্দ্র বৃহস্পতির অনুসন্ধানে স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করলেন, কিন্তু কোথাও দেবগুরুর সন্ধান পেলেন না। তখন গুরুর সন্ধানে তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে উপনীত হলেন। ব্রহ্মা ত্বষ্টাকে দেবতাদের গুরুরূপে বরণ করতে উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মার উপদেশে সবিনয়ে ত্বষ্টাকে গুরুপদে বরণ করলে ত্বষ্টা তুষ্ট হয়ে তাঁকে এক কবচ দান করলেন। সেই কবচের জোরে ইন্দ্র আবার স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন। অসুররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু একদিন ত্বষ্টার পুত্রকে অসুরের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে ইন্দ্র তাঁকে হত্যা করলেন। ত্বষ্টা সেই সংবাদ শুনে ইন্দ্রের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিনাশের জন্য

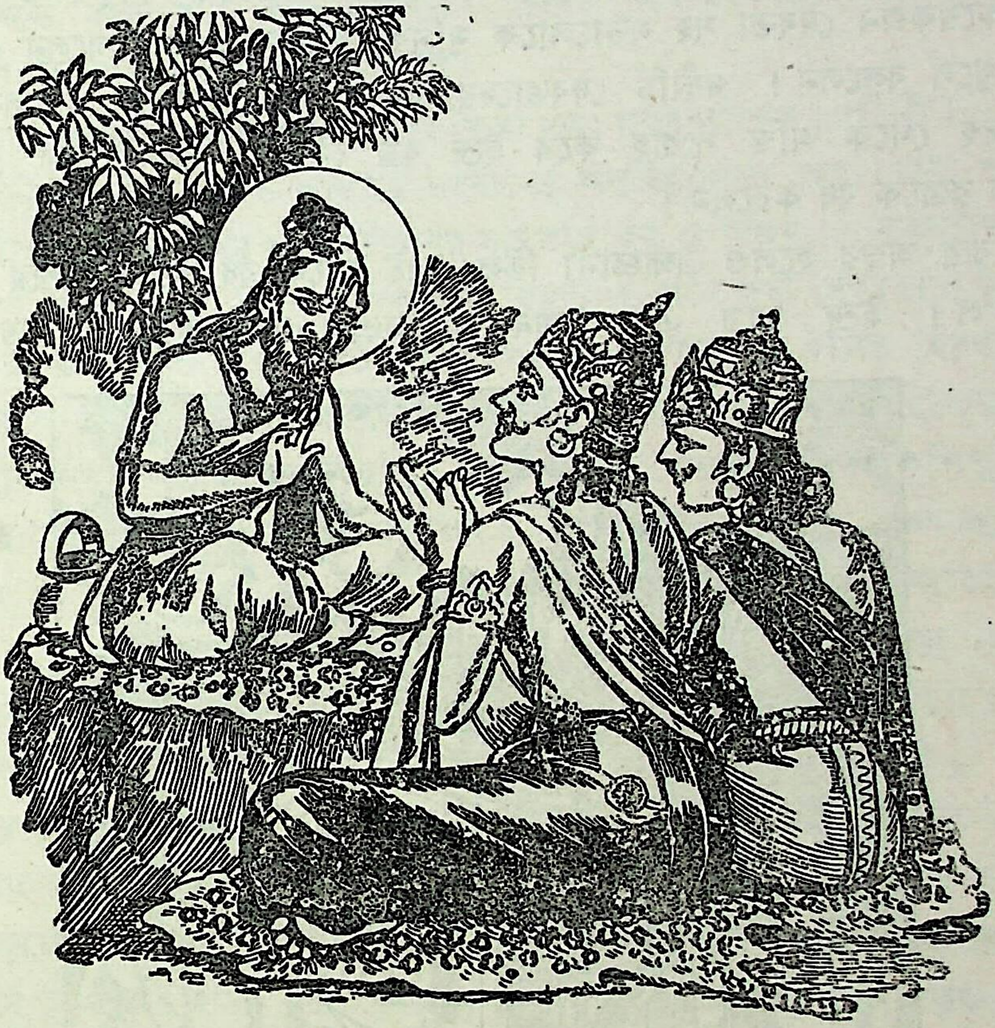

মুনিবর দধীচির শরণাপন্ন হলেন।

এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। যজ্ঞানল থেকে বিরাট-দর্শন এক অসুর আবির্ভূত হ'ল—তার নাম বৃত্র। এই বৃত্রকেই ত্বষ্টা ইন্দ্রের নিধন-সাধনে নিযুক্ত করলেন।

ত্বষ্টার আশীর্ব্বাদে বৃত্র সর্ব্বজয়ী হ'য়ে উঠল। তার অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গ ত্যাগ করলেন—ইন্দ্র রাজ্যহারা হলেন। তখন সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র অগতির গতি বিষ্ণুর নিকট উপনীত হলেন। ভগবান্ তখন বললেন যে, মর্ত্ত্যলোকে দধীচি নামে এক ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁর অস্থি থেকে বজ্র নির্ম্মাণ করে সেই বজ্রের সাহায্যেই শুধু বৃত্রাসুরকে বধ করা যাবে। বিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্র তখন কয়েকজন দেবতা সহ মর্ত্ত্যলোকে মুনিবর দধীচির কাছে গেলেন ও সব কথা তাঁকে খুলে বললেন। দধীচি দেবতাদের রক্ষার জন্য দেহত্যাগ করলেন। তখন তাঁর দেহ থেকে অস্থি সংগ্রহ করে ইন্দ্র বজ্র নির্ম্মাণ করলেন এবং সেই বজ্রের আঘাতে বৃত্রকে বধ করলেন।

বৃত্র অসুর হলেও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল, তাই তাকে বধ করায় ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হ'ল। ইন্দ্র ভয়ে এক পদ্মনালে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তখন স্বর্গের সিংহাসনে মর্ত্ত্যের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নহুষকে বসানো হ'ল। স্বর্গ-সিংহাসনে বসে নহুষের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেল, তিনি ভোগে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। ইন্দ্রপত্নী শচীকেও

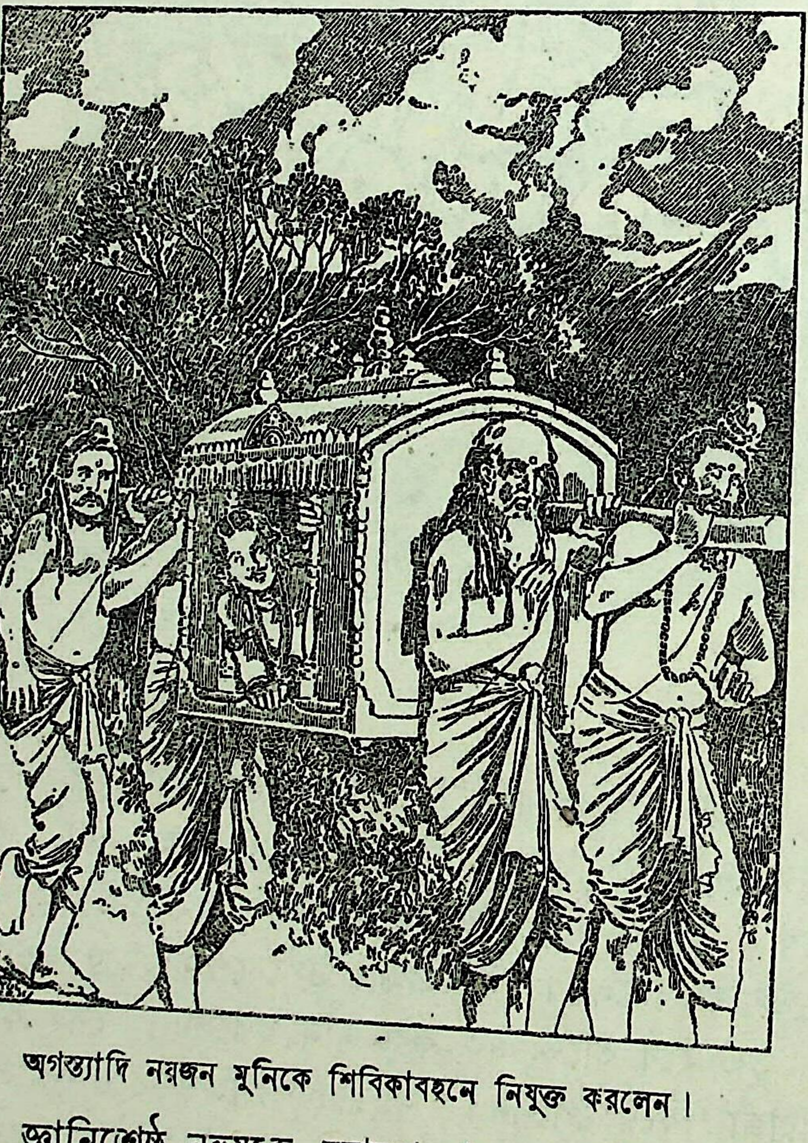

অগস্ত্যাদি নয়জন মুনিকে শিবিকাবহনে নিযুক্ত করলেন।

রাণীরূপে পাবার জন্য তাঁর আগ্রহ হ'ল। শচীরাণী তখন আত্মরক্ষার জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন যে, নহুষ যদি ব্রাহ্মণবাহিত শিবিকায় তাঁর নিকট আসতে পারেন, তবেই তিনি নহুষকে স্বামিরূপে গ্রহণ করবেন। উন্মত্ত নহুষ তখন অগস্ত্যাদি নয়জন মুনিকে শিবিকাবহনে নিযুক্ত করলেন। অগস্ত্য মুনি একবার একটু ধীরে ধীরে চলছিলেন। নহুষ রাজা তাতে অধৈর্য্য হয়ে অগস্ত্যকে পদাঘাত করলেন। তখনি অগস্ত্য তাঁকে শাপ দিলেন—তুমি সর্পে পরিণত হও। দেখতে দেখতে নহুষ সাপ হয়ে গেলেন। ইন্দ্রও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপক্ষালন করলেন এবং স্বর্গের সিংহাসন লাভ করলেন।

এরপর শুকদেব বর্ণনা করলেন দেব-দৈত্য এবং মরুৎ-বংশের কাহিনী।

বিপরীত ভক্তির দ্বারাও কীভাবে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায় শুকদেব সেই কাহিনীও বর্ণনা করলেন। নারায়ণের দ্বারপাল জয় ও বিজয়। সনকাদি চারি মুনির শাপে তারা মর্ত্ত্যে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামে দুষ্ট দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করল। বরাহরূপী বিষ্ণুর হস্তে জ্যেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু হ'লে পর কনিষ্ঠ হিরণ্যকশিপু ভয়ানক ভাবে বিষ্ণুর শত্রুতা করতে লাগলেন। দেশে যত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁদের উপর হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার সুরু হ'ল। সুদীর্ঘকাল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মার নিকট থেকে রাজা বর আদায় করেছিলেন যে ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণীর হাতেই ভূমিতে, জলে কিংবা আকাশে তাঁর মৃত্যু ঘটবে না। সেই ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্ হয়ে হিরণ্যকশিপু স্বর্গরাজ্যে অত্যাচার করে দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করলেন। দেবতারা তখন হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলে বিষ্ণু বললেন যে, তিনি তার বধের উপায় করবেন।

হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র—তাদের মধ্যে প্রহ্লাদ কনিষ্ঠ। অতি বাল্যকাল থেকেই প্রহ্লাদ অতিশয় বিষ্ণুভক্ত। কৃষ্ণের নাম স্মরণ করতেই তার চোখে জল আসে। কৃষ্ণের প্রতি যাতে তার মন বিরূপ হয় এজন্য হিরণ্যকশিপু তাকে ষণ্ড ও অমার্ক নামে দুই গুরুর হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু তাতেও প্রহ্লাদের কৃষ্ণভক্তি দূর হ'ল না। তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হত্যার সঙ্কল্প করলেন। তাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হ'ল, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হ'ল, বিষ খাওয়ানো হ'ল—কিন্তু কিছুতেই প্রহ্লাদের মৃত্যু হ'ল না। কৃষ্ণনাম করে প্রহ্লাদ সমস্ত বিপদ্ উত্তীর্ণ হয়ে গেল। একদিন হিরণ্যকশিপু রাজসভায় বসে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় তার কৃষ্ণ? প্রহ্লাদ বলল যে, কৃষ্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান—এমন কি স্ফটিকের স্তম্ভের ভেতরও কৃষ্ণ রয়েছেন। হিরণ্যকশিপু তখন লাথি দিয়ে স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলতেই তার ভেতর থেকে নরসিংহরূপী ভগবান্ নারায়ণ আবির্ভূত হলেন। হিরণ্যকশিপুকে ঊরুর উপর রেখে উদর চিরে হত্যা করলেন। অতঃপর প্রহ্লাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে প্রহ্লাদকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করলেন। ইহলোকে রাজ্যভোগ করবার পর প্রহ্লাদ পরলোকে বিষ্ণুপদে লীন হ'লেন।

শুকদেব ইহার পর গজকচ্ছপের যুদ্ধ বর্ণনা করলেন। গন্ধর্ব্বনন্দন হুহু দেবল মুনির শাপে কচ্ছপরূপে এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা অগস্ত্যের শাপে গজরূপে পরিণত হয়েছিলেন। নারায়ণের স্পর্শলাভে পরস্পর যুদ্ধরত গজ ও কচ্ছপ মুক্তিলাভ করল।

এর পর কথায় কথায় শুকদেব সমুদ্রমন্থন-কাহিনী বর্ণনা করলেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হ'লে লক্ষ্মী আশ্রয় নিলেন সমুদ্রগর্ভে। ফলে দেবতাগণও শ্রীহীন ও শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। তখন নারায়ণের পরামর্শে লক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে দেবতাগণ অসুরদের অমৃতের লোভ দেখিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে সমুদ্র-মন্থনের আয়োজন করলেন। নারায়ণ কূর্ম্মরূপে অবস্থান করলেন—তাঁর পৃষ্ঠে মন্দার-পর্ব্বতকে স্থাপন করা হল। বাসুকিকে রজ্জু করে দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন

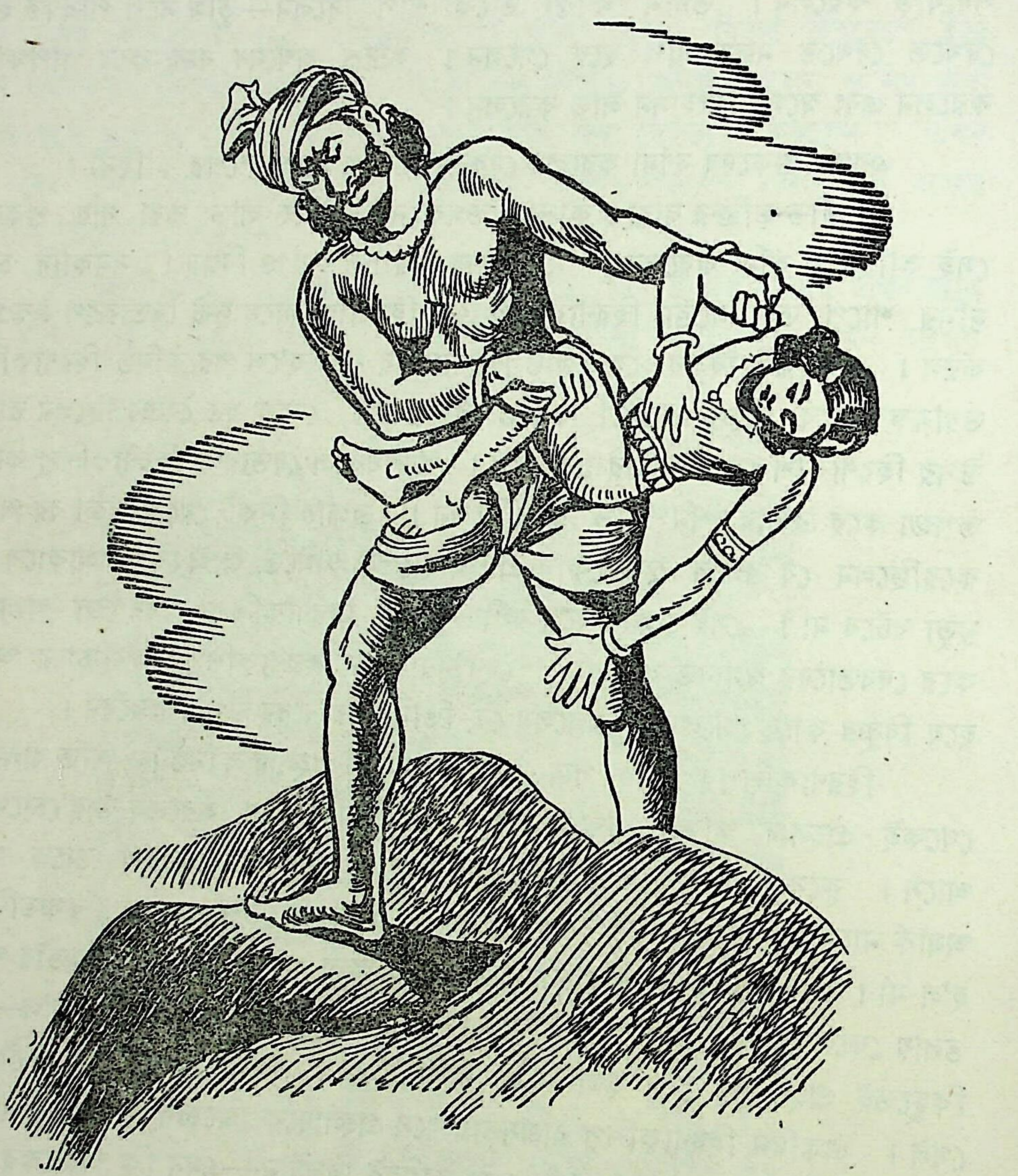

প্রহ্লাদকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হ'ল।

করলেন। মন্থনের ফলে সুরভি গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, কৌস্তুভমণি, পারিজাত বৃক্ষ, অপ্সরা, অমৃত ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটল। দেবতাগণই সমুদ্রমন্থনের ফল লাভ করলেন। পরে যখন আবার মন্থন হ'ল, তখন বাসুকি বিষ উদ্গার করলেন। মহাদেব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে সৃষ্টি রক্ষা করলেন। স্বর্গ আবার লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত হ'ল। ভগবান্ এইভাবে কূর্ম্মরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করবার পর বামনরূপে বলিকে ছলনা করলেন।

পাতালে দৈত্যপতি বলি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞের প্রভাবে তিনি দেবতাদেরও শক্তি ক্ষয় করলেন। তখন দেবতাদের কাতরতা দর্শনে ভগবান্ দেবজননী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন বামনরূপে। বলি ছিলেন বড় দাতা। তাঁর দানগর্ব্বের সুযোগ নিয়ে বামন তিন পদ পরিমিত স্থান ভিক্ষা চাইলেন। বলি দানে স্বীকৃত হ'লে বামন দুই পদে স্বর্গ-মর্ত্ত্য অধিকার করে তৃতীয় পদের স্থান চাইলেন—তখন বলি নিরুপায় হয়ে নিজের মাথা পেতে দিলেন। তৃতীয় পদে বামন বলিকে পাতালে প্রেরণ করে দেবতাদিগকে দৈত্যের হাত থেকে পরিত্রাণ করলেন।

বিষ্ণুর বামনাবতারের কাহিনী শুনে মৎস্যাবতারের কাহিনী শোনবার আগ্রহ হ'ল পরীক্ষিতের। তখন শুকদেব মৎস্যাবতার-কাহিনী বর্ণনা করলেন।

হয়গ্রীব নামে দৈত্য বেদ হরণ করলে ভগবান্ স্বয়ং ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্যরূপে মনুর নিকট উপনীত হলেন। ক্রমে সেই মৎস্য বড় হ'তে হ'তে মনু সত্যব্রতের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করে সর্ব্বৌষধি, সর্ব্ববীজ এবং ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে এক নৌকায় প্রবেশ করতে বললেন। মৎস্যের উপদেশে মনু ঐভাবে নৌকায় আরোহণ করলে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হ'ল—মৎস্যরূপী বিষ্ণু নিজের শৃঙ্গসাহায্যে ঐ নৌকা রক্ষা করলেন। অতঃপর ভগবান্ হয়গ্রীবকে বধ করে ব্রহ্মার হস্তে বেদ সমর্পণ করলেন।

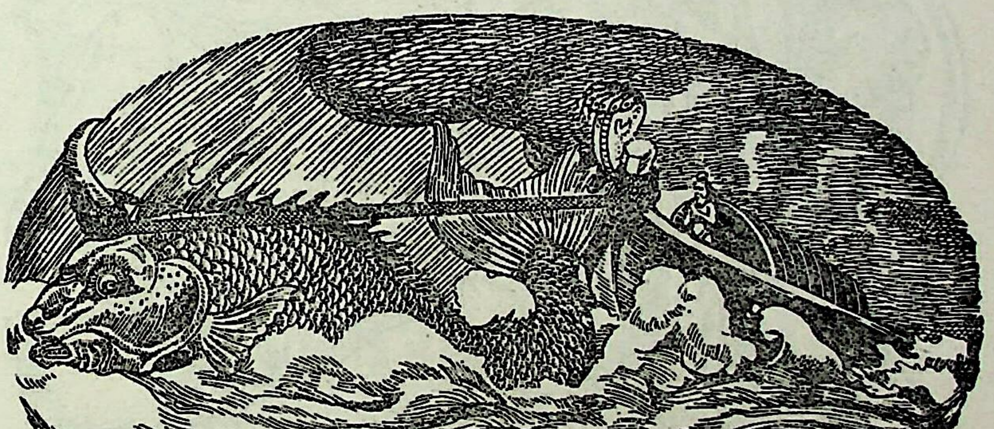

মৎস্যরূপী বিষ্ণু নিজের শৃঙ্গসাহায্যে ঐ নৌকা রক্ষা করলেন।

এইভাবে বিভিন্ন অবতার-কাহিনী শোনবার পর রাজা পরীক্ষিৎ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের কাহিনী শুনতে চাইলেন।

মনুর পুত্রলাভের আগ্রহ এবং তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধাদেবীর কন্যালাভের আগ্রহ থেকে তাঁদের যে সন্তান জন্মাল, মহাদেবের বরে সেই সন্তান পর্য্যায়ক্রমে পুরুষ ও নারীতে রূপান্তরিত হ'ল। পুত্ররূপে তার নাম সুদ্যুম্ন এবং কন্যারূপে ইলা। ইলার গর্ভে এবং বুধের ঔরসে রাজা পুরুরবার জন্ম হয়—পুরুরবা থেকেই চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। মনুর অপর সন্তান ইক্ষাকু থেকে সূর্য্যবংশের সৃষ্টি।

সূর্য্যবংশে অম্বরীষ নামে এক পরম বিষ্ণুভক্ত নৃপতির জন্ম হয়। একদিন একাদশীর উপবাসান্তে পারণের উদ্দেশ্যে রাজা হাতে গণ্ডূষ নিয়েছেন, এমন সময় মহামুনি দুর্ব্বাসা তাঁর অতিথি হলেন। অতিথিকে উপবাসী রেখে রাজা পারণ করতে পারেন না। হাতের গণ্ডূষ ফেলে দিয়ে তিনি ঋষিকে স্নান-আহ্নিক সেরে আসতে বললেন। এদিকে দ্বাদশী উত্তীর্ণপ্রায়, তবু দুর্ব্বাসার স্নান-আহ্নিক শেষ হয় না; অথচ দ্বাদশীর মধ্যে পারণ না করলে রাজার হরিব্রত ভঙ্গ হয়। তাই রাজা অম্বরীষ হরিনাম স্মরণ করে এক গণ্ডূষ জল মুখে দিয়েছেন, এমন সময় দুর্ব্বাসা দেখা দিলেন।

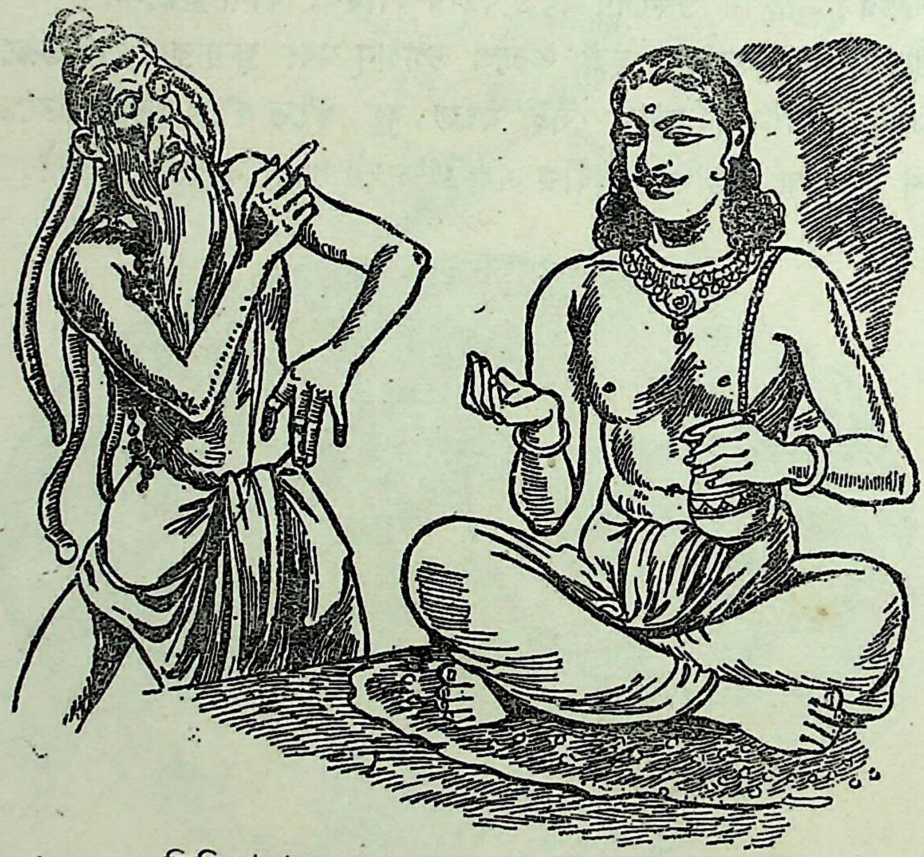

তিনি রাজাকে পারণ করতে দেখে শাপ দিলেন—

তিনি রাজাকে পারণ করতে দেখে শাপ দিলেন—সেই শাপে সমস্ত রাজ্যে আগুন লেগে গেল। নিরুপায় রাজা মনে মনে নারায়ণকে ডাকতে লাগলেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে নারায়ণ শাপ প্রতিরোধ করবার জন্য সুদর্শন চক্র প্রেরণ করলেন। সুদর্শন অম্বরীষের প্রতি শাপ নিবারণ করে দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবন করল। দুর্ব্বাসা

প্রাণভয়ে পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথায়ও পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি রাজা অম্বরীষেরই শরণাগত হ'লেন। তখন সুদর্শন তাঁকে মুক্তিদান করল।

মান্ধাতা, ত্রিশঙ্কু প্রভৃতি নৃপতিগণ সূর্য্যবংশে জন্মেছিলেন। এই বংশের রাজা ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষদের মুক্তিকামনায় কঠোর তপস্যা করে স্বর্গলোক থেকে গঙ্গার পবিত্র ধারাকে পৃথিবীর বুকে বইয়ে দিলেন। পৃথিবী পবিত্র হ'ল—ভগীরথের নামে গঙ্গা নাম গ্রহণ করলেন 'ভাগীরথী'।

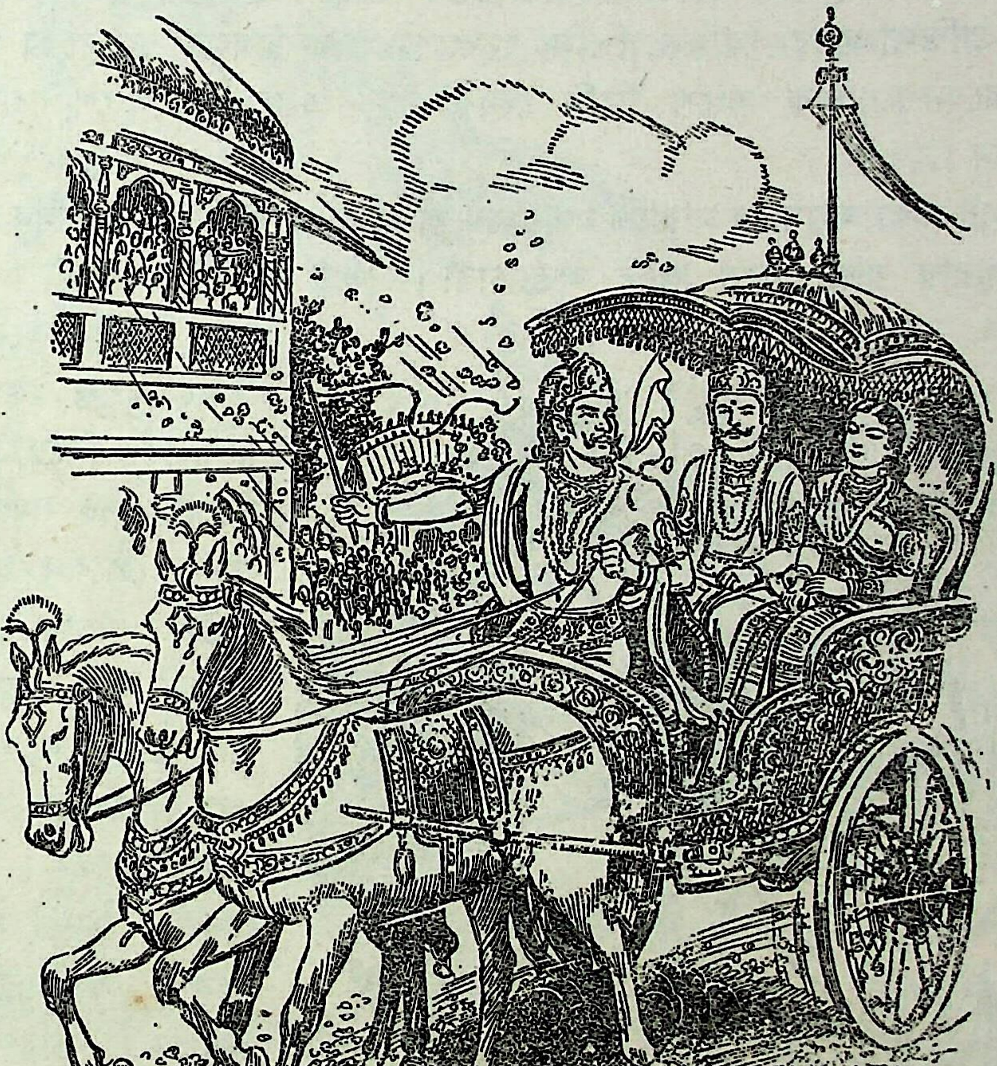

বিবাহ অন্তে দেবকী ও বসুদেবকে রথে করে নিয়ে যাচ্ছেন কংস…

অতঃপর শুকদেব ক্রমে ক্রমে সূর্য্যবংশীয় নৃপতি ভগবান্ রামচন্দ্রের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করে পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কাহিনীও সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তারপর যযাতির বিবরণ, পুরুবংশকথা, রন্তিদেবের কাহিনী, জরাসন্ধ,

যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের মনোরম উপাখ্যান বললেন। এইভাবে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের কাহিনী বর্ণনার পর যদুবংশের কাহিনী আরম্ভ হ'ল।

চন্দ্রবংশীয় নৃপতি নহুষের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যযাতি। যযাতির পাঁচ পুত্র—যদু, তুর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্যু এবং পুরু। যদু হ'তে যে বংশের উৎপত্তি, তার নাম যদুবংশ।

পৃথিবী অধর্ম্মের ভারে পীড়িতা হচ্ছেন, তখন দেবগণের সঙ্গে স্বয়ং ব্রহ্মা ক্ষীরোদসাগরের তীরে পাপভার লঘু করবার জন্যে নারায়ণের তপস্যা আরম্ভ করলেন। কমললোচন ভগবান্ নারায়ণ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি যদুবংশের পরমভাগবত বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন। এক অংশে তিনি দেবকী-গর্ভে এবং অন্য অংশে রোহিণী-গর্ভে উদয় হবেন।

সেই কথা অনুসারে নারায়ণ যথাসময়ে মাতৃগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

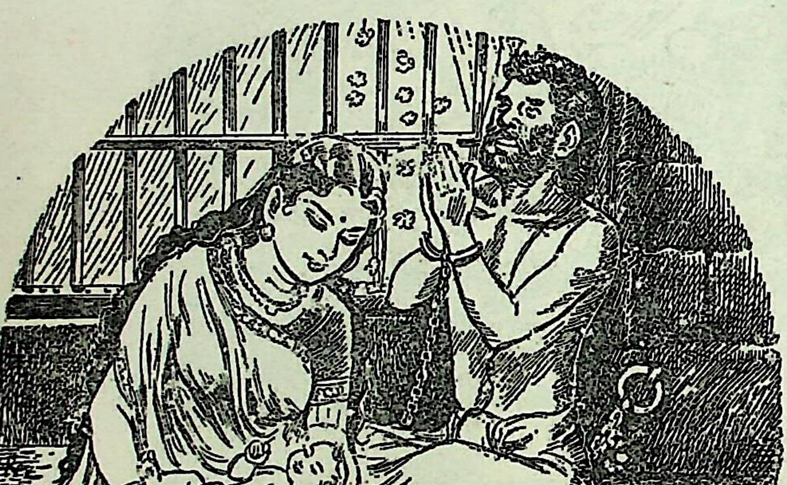

কারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন ভগবান্…

মথুরার রাজা কংস অতি অত্যাচারী। তাঁর ভগিনী দেবকী বসুদেবের সঙ্গে পরিণীতা হয়েছিলেন। বিবাহ অন্তে কংস যখন রথে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁদের সেই সময় দৈববাণী শুনতে পেলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। এই শুনে কংস দেবকী এবং বসুদেবকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। কারাগারে দেবকীর সাতটি সন্তানকেই কংস জন্মমাত্র হত্যা করলেন। তারপর যখন ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মায়ায় বিশ্বসংসার মুগ্ধ হয়ে রইল—কংস টেরও পেলেন না। ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীর বৃষ্টিমুখর গভীর নিশীথে বসুদেব সেই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন গোকুলে, তাঁর সখা নন্দরাজের গৃহে। সেই দিন স্বয়ং মহামায়াও নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বসুদেব কৃষ্ণকে সেখানে রেখে মহামায়াকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কারাগারে। সেই সংবাদ তখন আর কেউ জানতে

পারল না। পরদিন কংস কারাগারে এসে দেখলেন, তাঁর ভগিনী এক কন্যা প্রসব করেছেন। কংস তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'লে সেই কন্যা আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন যে, কংসকে বধ করবার জন্যে স্বয়ং নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেছেন। সে কথা শুনে কংস স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

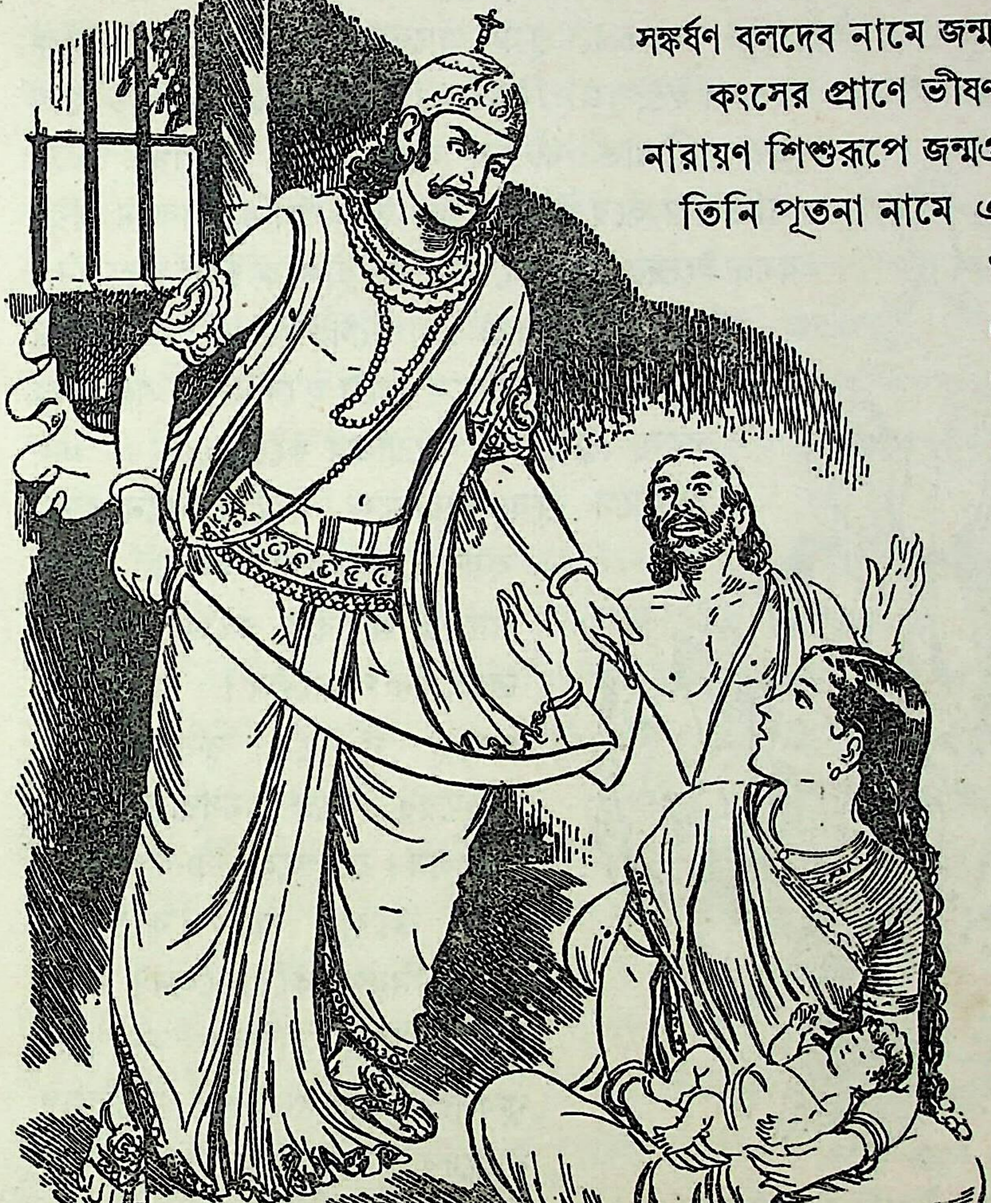

কংস কন্যাকে হত্যা করতে
উদ্যত হলেন…

এদিকে যথাকালে রোহিণীর ঘরেও দেব সঙ্কর্ষণ বলদেব নামে জন্মগ্রহণ করলেন। কংসের প্রাণে ভীষণ ভয়—কোথায় সেই নারায়ণ শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন ? তাই তিনি পূতনা নামে এক ভীষণা রাক্ষসীকে আদেশ দিলেন, যেখানে যত শিশু আছে, সবাইকে যেন সে হত্যা করে। পূতনা স্তনে বিষ মাখিয়ে ব্রজধামে শিশু কৃষ্ণকেও হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু শিশু কৃষ্ণ স্তনপানছলে তাকে হত্যা করলেন। বাল্যকালেই কৃষ্ণের জীবনে বহু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল—তিনি কংসের বহু চর-অনুচরদের হত্যা করে আত্মরক্ষা করেছেন। তৃণাবর্ত্তাসুর তাঁর হাতে নিহত হ'ল, তিনি শকট ভঞ্জন করলেন, যমলার্জ্জুন উদ্ধার করলেন। একদিন শিশু কৃষ্ণের মুখ থেকে মাটি বা'র করতে গিয়ে মাতা যশোদা দর্শন করলেন বিশ্বরূপ।

তারপর যথাকালে কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ হ'ল। যশোদা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে স্বয়ং নারায়ণই তাঁর গৃহে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূ্ত হয়েছেন। কিন্তু তবু কৃষ্ণ আর সব গোপ-বালকের মতই সাধারণভাবে লালিতপালিত হ'তে লাগলেন। গোপ-বালকদের সঙ্গে গোচারণে গিয়ে কৃষ্ণ কংস-প্রেরিত বৎসাসুর, বকাসুর আর অঘাসুরকে

হত্যা করলেন। বৃন্দাবনের কাছেই কালীদহে ছিল কালীয় নাগের ভয়। গোপবালকগণ তার তীরে গাভী চরাতে পারত না—কৃষ্ণ তাই কালীয় দমন করলেন।

এই ভাবে বাল্যকালেই বহু দুষ্টের দমন করে ক্রমে কৃষ্ণ যৌবনে পা দিলেন। ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকেই জগৎপতিজ্ঞানে স্বামিরূপে ভজনা করতেন। তাঁরা কৃষ্ণগত প্রাণ, দেহে মনে কৃষ্ণময়। কৃষ্ণলীলায় তাঁদের অংশ নগণ্য নয়।

গোপগণ জলের জন্য ইন্দ্রপূজা করত। কৃষ্ণ তাঁদের বুঝালেন যে প্রাকৃতিক কারণেই বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে—অতএব ইন্দ্রপূজা নিরর্থক। ইন্দ্র এতে কুপিত হয়ে এত বৃষ্টিপাত ঘটাতে লাগলেন যে গোপগণ তাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। কৃষ্ণ তখন গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ করে ইন্দ্রের কোপ থেকে ব্রজভূমিকে রক্ষা করলেন।

দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপীগণের আনন্দবর্দ্ধন করে স্বকার্য্যসাধনে ব্রতী হ'লেন। এই সময় কংস ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। এই সুযোগে কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় এনে হত্যা করবার গোপন ইচ্ছায় কংস, তাঁদের আনবার জন্যে অক্রূরকে ব্রজধামে পাঠালেন। ব্রজগোপীগণকে কাঁদিয়ে কৃষ্ণ-বলরামও অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় যাত্রা করলেন। যজ্ঞস্থলে কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করবার জন্যে কংস বহু যোদ্ধা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম ভ্রাতৃদ্বয় অনায়াসে কুবলয়হস্তী এবং চাণূর মুষ্টিকাদি বীরদের হত্যা করে কংসকে বধ করলেন এবং বসুদেব ও দেবকীকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে কংসপিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

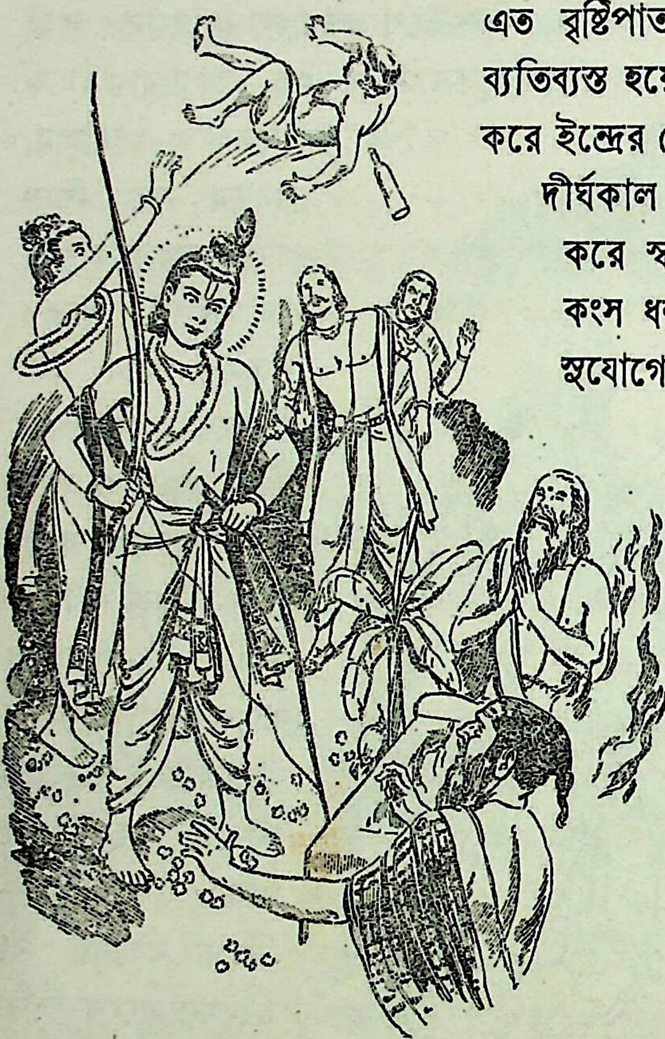

কৃষ্ণ-বলরাম কর্ত্তৃক চাণূর মুষ্টিকাদি বীরদের হত্যা!

অতঃপর কৃষ্ণ-বলরাম গুরুগৃহে বাস করে নানা শাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করলেন। এদিকে উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠালেন সেখানকার খবর জেনে আসবার জন্য। অক্রূরকে হস্তিনায় পাঠিয়ে পাণ্ডবদের সংবাদ নিলেন। কংস নিহত হওয়ার পর তাঁর শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ বার বার মথুরাপুরী আক্রমণ করেছিলেন, কৃষ্ণ-বলরাম প্রতিবার তাঁকে পরাজিত করলেন। অগণিত ম্লেচ্ছ-সৈন্যসহ কালযবনও মথুরাপুরী আক্রমণ করল। তখন কৃষ্ণ সমুদ্রমধ্যে অপূর্ব্ব দ্বারকা নগরী নির্ম্মাণ করে তাতে জ্ঞাতিদের রক্ষা করলেন এবং কৌশলে মুচুকুন্দের সাহায্যে কালযবনকে হত্যা করলেন।

দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর বলরাম আনর্ত্তরাজ রৈবতের কন্যা রেবতীকে বিবাহ করলেন।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী। কন্যার বিবাহের জন্য রাজা স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলে কৃষ্ণগতপ্রাণা রুক্মিণী গোপনে কৃষ্ণকে সংবাদ পাঠালেন। কারণ রাজার মনোগত বাসনা ছিল যে তিনি দমঘোষের পুত্র শিশুপালের হস্তেই কন্যাকে সমর্পণ করবেন। যাহোক, সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ যথাসময়ে স্বয়ংবরসভায় উপনীত হয়ে সমবেত নৃপতিগণকে পরাজিত করে রুক্মিণীকে হরণ করলেন এবং পরে বিবাহ করলেন। এই বিবাহের ফলে রতিপতি মদন প্রদ্যুম্নরূপে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। প্রদ্যুম্নের হস্তে অতিকায় সম্বরাসুর নিহত হয়েছিল।

পরে কৃষ্ণ সত্রাজিৎ রাজার কন্যা সত্যভামা এবং জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী-আদি অষ্ট রমণীকেও কৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন। শক্তিশালী নরকাসুর ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করলে কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেন এবং তার সহস্র কন্যাকে বিবাহ করেন।

হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণ রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করলে নিমন্ত্রণ পেয়ে কৃষ্ণ তথায় উপনীত হ'লেন এবং যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে যজ্ঞ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করেননি বলে ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ মগধে গেলেন এবং তথায় ভীম জরাসন্ধকে বধ করে বন্দী বিশ হাজার আটশত নৃপতিকে উদ্ধার করলেন। রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল কৃষ্ণের অপমান করায় কৃষ্ণ তাকে বধ করেন। কৃষ্ণের অনুপস্থিতির সুযোগে শাল্ব নৃপতি দ্বারকা আক্রমণ করে প্রদ্যুম্নকে পরাজিত করলেন। সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ এসে তাঁকে বধ করলেন।

কৃষ্ণপুত্র শাম্ব একদিন চঞ্চলমতি যাদবনন্দনদের সঙ্গে নারীরূপ ধারণ করে ত্রিকালজ্ঞ মুনিদের প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল—নারীবেশধারিণী শাম্বের কী সন্তান হবে? মুনিগণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—এ এক মুষল প্রসব করবে এবং সেই মুষল থেকে যদুবংশ বিধ্বস্ত হবে। সত্য সত্যই শাম্ব যখন এক মুষল প্রসব করল, তখন সকলে মিলে ঐ লৌহমুষলকে পাষাণে ঘষে ক্ষয় করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। মুষলঘর্ষণে যে ফেনা বেরিয়েছিল তা সমুদ্রতীরে শররূপে জন্মগ্রহণ করল এবং লৌহের যে অংশ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, এক মাছ তা খেয়ে ফেলল। সেই মাছ ধরা পড়ল এক ধীবরের হাতে। মাছের পেটে ধীবর সেই লোহা পেয়ে এক কর্ম্মকারের কাছে বেচে দিল। সেই লোহা দিয়ে কর্ম্মকার দুটি শলাকা তৈরী করল।

অতঃপর একদিন ব্রতপূজাদি উৎসব অনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষায় যদুবংশীয়গণ প্রভাসতীর্থে উপনীত হ'ল। সেখানে দুর্ব্বুদ্ধিবশে তারা অতিরিক্ত সুরাপান করে জ্ঞানবুদ্ধি হারাল এবং সমুদ্রতীর থেকে মুষলজাত শর আহরণ করে পরস্পর পরস্পরকে

হত্যা করতে লাগল। এইভাবে যদুবংশ বিধ্বস্ত হ'ল, মুনিদের অভিশাপ সার্থক হ'ল। এরপর বলরামও একদিন স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন অশ্বত্থমূলে বসে আছেন, দূর থেকে এক ব্যাধ তাঁর চরণকমল দেখতে পেয়ে মৃগজ্ঞানে তীরবিদ্ধ করল। লৌহমুষলের অবশিষ্ট অংশে নির্ম্মিত শলাকা এই তীরে সংযুক্ত ছিল। তীরের আঘাতে কৃষ্ণ পরমাগতি প্রাপ্ত হ'লেন—বৈকুণ্ঠ থেকে প্রেরিত স্বর্ণরথে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। যদুবংশে পুরুষ আর কেউ রইল না।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলাকাহিনী বর্ণনা করবার পর পরীক্ষিতের অনুরোধে ভগবান্ শুক ভবিষ্যৎ রাজগণের কথা বর্ণনা করলেন। কীভাবে কলিকালে অধর্ম্মের সঞ্চার ঘটবে, কলির যুগধর্ম্ম কেমন হবে, প্রলয়-সংযোগের কথা ইত্যাদি ঘটনাও সেই প্রসঙ্গে বর্ণনা করলেন। তার পর সঙ্গিগণ সহ শুকদেব অন্যত্র চলে গেলেন।

অতঃপর সূত শৌনকাদি ঋষিদের কাছে তক্ষক-কর্তৃক পরীক্ষিৎকে দংশন এবং তাঁর মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করলেন। সর্পকুলের প্রতি প্রতিহিংসাবশতঃ পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় তখন সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করে সর্পকুল নিধন করতে লাগলেন। তক্ষক ইন্দ্রের আশ্রয়ভিক্ষা নিলে মন্ত্রের বলে ইন্দ্রশুদ্ধ যজ্ঞের দিকে আসতে লাগলেন। অতঃপর দেবগুরু বৃহস্পতির অনুরোধে জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ হতে নিবৃত্ত হ'লেন।

মহামুনি সূতও ব্যাসদেব-কর্তৃক বেদবিভাগ, মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান, ঈশ্বরের লীলা এবং কর্ম্ম-আদি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সর্ব্বশেষ ভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

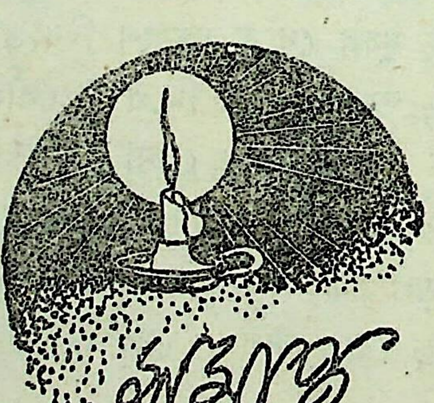

উপন্যাসগুলি পড়েছেন কি ?

দেব সাহিত্য কুটীরের উপন্যাসের
অভিনব সংস্করণ

"যৌতুক সিরিজ"

অবধূত প্রণীত
'যা নয় তাই'
দাম—৫'০০ টাকা

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত প্রণীত
রূপের অভিশাপ
দাম—৪'০০ টাকা

কণ্ঠাভরণ
দাম—৩'০০ টাকা

প্রবোধকুমার সান্যালের
প্রমীলার সংসার
দাম—৩'০০ টাকা

দেবীর দেশের মেয়ে
দাম—টা. ২'৫০

আলো আর আগুন
দাম—টা. ২'৫০

সুধীন্দ্রনাথ রাহার
মিলন প্রতীক্ষা
দাম—টা. ৩'০০

পূর্ণশশী দেবীর
ভালবাসা এলো জীবনে
দাম—৪'০০ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
পাষাণপুরী
দাম—৪'০০ টাকা

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রণীত
নেপথ্য
দাম—৩'০০ টাকা

ছিনিমিনি
দাম—৪'০০ টাকা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
নবীন সাথী
দাম—৪'০০ টাকা

প্রেয়সী
দাম—৩'০০ টাকা

জীবন সাথী
দাম—৩'০০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
শেষ অধ্যায়
দাম—৪'০০ টাকা

আরো অনেক বই আছে

দেব সাহিত্য কুটীর ● ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কাশীদাসী মহাভারত

কাশীরাম দাস বিরচিত, অসংখ্য একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র-সংবলিত। পদ্যছন্দে অষ্টাদশ পর্বে সম্পূর্ণ।

রাজ সংস্করণ ... দাম ৩০'০০ টা.
সাধারণ সংস্করণ ... দাম ২৫'০০ টা.
সুলভ সংস্করণ ... দাম ২০'০০ টা.

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

কৃত্তিবাস ওঝা কৃত সুমধুর পদ্যছন্দে লিখিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র-সংবলিত।

রাজ সংস্করণ ... দাম ২০'০০ টা.
সাধারণ সংস্করণ ... দাম ১৬'০০ টা.
সুলভ সংস্করণ ... দাম ১২'০০ টা.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত
(শ্রীল বৃন্দাবন-ঠাকুর বিরচিত)

শ্রীচৈতন্যভাগবত

একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র-শোভিত। পরিশেষে সারাংশ দেওয়া হইয়াছে।

রাজ সংস্করণ—দাম ২০'০০ টাকা
সুলভ সংস্করণ—দাম ১৫'০০ টাকা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকা সমেত। সহজ ও সরল ভাষায় অনূদিত।

রাজ সংস্করণ ... দাম ২৫'০০ টা.
সুলভ সংস্করণ ... দাম ২০'০০ টা.

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ও সাধক জীবন-কথা

এই গ্রন্থে আছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের লীলা-প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব ভক্তদের অলৌকিক কাহিনী, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসের বিশ্লেষণ এবং শ্রীবৃন্দাবনধামের বিশদ বর্ণনা। ইহা ছাড়া একশত মহাপুরুষের প্রতিকৃতি সহ জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের অমূল্য সম্পদ।

মূল্য মাত্র ১৬'০০ টাকা

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

সুললিত পদ্যছন্দে লিখিত। বহুচিত্র শোভিত।

রাজ সংস্করণ ... দাম ২৫'০০ টা.
সুলভ সংস্করণ ... দাম ২০'০০ টা.

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

শ্রীমদ্ভাগবত

পদ্যছন্দে লিখিত। একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র শোভিত। পরিশেষে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের গল্প অতি সরল ভাষায় গল্পচ্ছলে দেওয়া আছে।

রাজ সংস্করণ ... দাম ৩০'০০
সাধারণ সংস্করণ ... দাম ২৫'০০
সুলভ সংস্করণ ... দাম ২০'০০

দেব সাহিত্য কুটীর ● ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

আ সের

গীতা-মাধুকরী

অন্বয়মুখী বাংলা টীকা এবং মর্মার্থ-সংযুক্ত পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ সংবলিত]

নের যুগে মানুষ সকল বিষয়েরই ক প্রমাণ চায়। বিজ্ঞানের যুক্তি জগতের বাইরে যেতে পারে না, কিক ব্যাপারেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু লৌকিক রাজ্যের বাইরে যে অ লৌকিক অমৃত রাজ্য আছে স্থ হয়ে সেই অনন্ত, অ জ্যের কথা বলেছেন। তাঁর বাণীই হলো 'গীতা'।

ত সুললিত ভাষায় এর ব্যাখ্যা হয়েছে। উপসংহারে গীতার অষ্টাদশ য়ের বাংলা গল্পাকারে দেওয়া হয়েছে।

—ছোট টা. ৩'০০ দাম—বড় টা. ৮'০০

রুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস

ষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অপরূপ কাহিনী। খ্য চিত্র সম্বলিত রাধা-কৃষ্ণের অমৃতময় -কাহিনী এই গ্রন্থে আছে।

দাম—টা. ৮'০০

নৃপেন্দ্র

চিত্রে য়ে

(গীতগো

অসংখ্য চিত্র

এ

পদ্ম বা মন

চাঁদ সদাগরের পুত্র পুত্রবধূ বেহুলার অমর কাহিনী মনসাদেবী চাঁদ সদাগরকে দিয়ে তাঁর পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন তার অম কাহিনী…

দাম—টা. ৮'০০

দেব সাহিত্য-কুটীর—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯

H/L Dec.—73—10,000